ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া জাতিনাশ ভয়ে হিন্দুগণ জাহাজে চড়েন না। হিন্দু জাতির উন্নতির পক্ষে ইহা একটী মহান্ অন্তরায়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হই-লাম রাজপতি বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ২০।২২ জন পণ্ডিত লোক ইহার সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতি যাইবে না।

কুঠীর কর্ম্মচারিণী—এক লণ্ডন সহরে ।০ লক্ষ স্ত্রীলোক কুঠীতে কাজ করে।

হিন্দু আশ্রম ও কলিকাতা সরাই—সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের সম্মুখেই অপার সার্কুলর রোডের ১২নং ভবনে ভদ্র লোকদের আহার ও বাসের যে বন্দোবস্ত আছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা ১২ বৎসর কাল নির্বিঘ্নে চলিয়া আসি-তেছে। মফস্বল হইতে আগত ভদ্র লোক পরিবারসহ এখানে সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। এই আশ্রম হইতে কয়েকটী গরিব লোকও অন্ন পায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

লুসাই বিভ্রাট—অসভ্য লুসাই-দের উপদ্রবের শান্তি নাই। তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিতেছেন বলিয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং নিকটস্থ চা বাগানে ৪০ জন কুলীকে হত্যা করিয়াছে। ইহা-দের দমনার্থ সিলচর হইতে পদাতিক সেনা প্রেরণ করিতে হইয়াছে। বিনা রক্ত-পাতে শান্তি স্থাপিত হইলেই ভাল হয়।

সতী।

কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে সকল রমণী চিত্র দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য উজ্জ্বল, সতী তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। যাহার পবিত্র নামা-নুসারে [illegible] নারীদের নামকরণ হইয়াছে, [illegible] ন্যায় অনাবিল ও [illegible] প্রেমের [illegible] মূর্ত্তি জগতে দুর্লভ।

[illegible] পৌরাণিক [illegible] শিল্পী আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে [illegible] মানস [illegible] করিয়া যেমন উৎপ্রেক্ষ [illegible] জলপ্রপাতের খরবেগকে [illegible] না। বিস্ময় স্তিমিত দৃষ্টি প্রাণের দেহে তদ্রূপ কবিও অতুল [illegible] অপসারণের মানসী মূর্ত্তিতে মৃত্যুসম্ভূত কোলে প্রভাত অপার্থিব আভা [illegible] করিয়া তাহাকে নয়ন লোভনীয় [illegible] রাছেন।

"একৈশ্বর্য্যে স্থিতোহপি প্রণতবহুফলো
যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তা সংমিশ্রদেহোহপ্যবিষয়মনসাং
যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।"

প্রণত ভক্তগণের বহু ফলদাতা ও অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যিনি স্বয়ং কৃত্তিবাস, পত্নীসহ মিলিত-দেহ হইয়াও যিনি ভোগবাসনা-বিমুখ, যতিগণের অগ্রগণ্য সেই অদ্বিতীয় পুরুষ এই রমণীর প্রণয়ভাজন।

শিব উন্নত মানবত্বের রক্তমাংসময় প্রতিকৃতি। তাঁহার পত্নীপ্রেম অসাধারণ; পত্নীশব স্কন্ধে লইয়া তিনি গৃহত্যাগী; যখন সে প্রিয়তম দেহপিণ্ডও স্নেহময় বাহুপাশ হইতে অপহৃত হইল, তখন তিনি হৃদয়শিলাপটে উৎকীর্ণ সে প্রেমমূর্ত্তি লইয়া কৈলাস শিখরে গভীর যোগে নিমগ্ন; গভীর পত্নীপ্রেম তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের সমীপস্থ করিয়াছিল।

দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া সতী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহে গৌরীর স্নেহের অভাব ছিল না; ... হিমালয় অনিন্দ্য ... পিতৃস্নেহ ন্যস্ত ... বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ...রী-হৃদয়ের শুভ্রপ্রেম ...রক্ষিত পূত অগ্নির ... তাঁহার জন্মান্তরীণ প্রেমভাজন যোগীন্দ্রের জন্য রক্ষিত ছিল, উহা শমী-হৃদয়ে নিভৃত পাবকের ন্যায়, ধরণীবক্ষে বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর ন্যায়, বসুমতীর অন্ধকারময় গর্ভে প্রচ্ছন্ন অনিন্দ্য-দ্যুতি স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় উমার অনবদ্য অন্তরকে পূত, সিক্ত ও মহার্ঘ করিয়া বিরাজ করিত।

প্রফুল্ল কুসুমময়ী লতা যেমন প্রভাতকালে শিশিরসিক্ত-প্রসূনভার রবি উদ্দেশে অর্পণ করে, পিতৃ অনুজ্ঞানুসারে প্রভাততারা-সদৃশী কুমারী-সৌন্দর্য্যের মৃদু আভা নিঃস্যন্দিনী পার্ব্বতীও তদ্রূপ মহেশ্বর-করে পুষ্করবীজমালারূপে প্রতিদিন হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য দান করিতে যাইতেন। তাঁহার জন্মান্তরীণ প্রেম তদীয় নবীন-হৃদয়ে নবদূর্ব্বাদলে শিশির-শ্রেণীর ন্যায় তরলজ্যোতি বিস্তার করিত; পরবর্ত্তী সাধনাবলে ঘনীভূত ও মার্জ্জিত হইয়া তাহা তখনও হীরকমালার উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে নাই। মহেশ্বর প্রতিদিন সদ্যোজাত সৌন্দর্য্যে আভাময়ী দেবীর হস্ত হইতে তদীয় হৃদয়ের গভীর প্রেম-পূত পরিচর্য্যা অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন; তাঁহার রজতগিরিসন্নিভ দিব্যতনু উন্নত মানবত্বের আভায় এমন প্রদীপ্ত, যে কোন নিকৃষ্ট ভাব তাঁহার সমীপস্থ হইতে সাহসী হইত না।

উষা সদৃশী পবিত্র দ্যুতিময়ী উমা দৈনিক নিয়মানুসারে প্রভাত সময়ে শিবকরে পদ্মবীজমালা অর্পণ করিতেছেন, এমন সময় ইন্দ্রপ্রেরিত কন্দর্প যোগীন্দ্রের পবিত্র প্রেম নিম্নতর ভূমিতে আনয়ন করিবার উদ্দেশে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিল। আহত হইয়া চন্দ্রোদয়ে বিশাল সমুদ্র-হৃদয়ে প্রথম উচ্ছ্বাস

প্রণয় ...ীয় এখনও পাঠ করি নাই। কাহার অনুরাগ প্রিয়জনের জন্য এরূপ আত্মত্যাগে সমর্থ হইয়াছে? কোন্ প্রেমময় হৃদয় এমন অধ্যবসায় সহকারে আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের পবিত্র যজ্ঞাগ্নিস্থলে আপনাকে আনয়ন করিয়াছে? এরূপ দৃশ্য এ পৃথিবীতে নাই; মনশ্চক্ষে এ অপূর্ব্ব মানসী মূর্ত্তি দেখিতেও বিস্ময়-স্তিমিত হৃদয় ভক্তিভরে আমূল কম্পিত হইতেছে।

বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় অপর্ণার দেহ-লাবণ্য বিলুপ্ত ও হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া অগ্নি পরীক্ষিত স্বর্ণের দীপ্তি ধারণ করিল; নবীন হৃদয়ের তরলপ্রেম সংযম ও সম্ভ্রম প্রভাবে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আত্মসংযম ও সদাচার-পূত ... পবিত্রস্বরূপ ঈ... প্রকাশিত হন, তদ্রূপ পার্ব্বতী সমী... তদীয় প্রেমভাজন উপনীত হইলেন।

তখন সেখানে বড় অপূর্ব্ব শো... হইল। যিনি একদিন মোহপাশ ভাবি... হস্তে অর্পিত প্রেমমাল্য সদর্পে ... করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রেমার্থী হই... অনাবিল প্রেমপূর্ণ ...য়ের পা... হইলেন। যিনি ভস্মাবশেষ পাপিকু... উদ্ধারোন্মুখিনী আকাশবাহিনী ত্রি... য়াকে স্বকীয় মস্তকে ধারণ করিয়া প... হইয়াছিলেন, সেই যোগীন্দ্র ত... হৃদয়ের শুষ্কপ্রায় ভাবরাশির পুন... জ্জীবন-বিধায়িনী এই প্রেমমন্দাকিনী... হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে অগ্র... হইলেন।

শ্রীলাবণ্য প্রভা ব...

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

১৮৯০।৯১ সালের শিক্ষা বিবরণী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এবৎসর দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৩৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭৮,৮৬৫ দাঁড়াইয়াছে। বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা-পরিমাণ তুলনা করিলে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার উপযুক্ত ৪জন বালকের মধ্যে ১জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, ...উক্ত বালিকাদিগের ৬০জনের মধ্যে মাত্র ১ ... করিতেছে। এখনও শতকরা দুইজন বালি... বিদ্যালয়ে যায় না, ইহাতে স্ত্রী শিক্ষ... কত অধিক উপায় বিধানের প্রয়োজ... শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর একটী আন... কর সমাচার দিয়াছেন যে গত ... বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থী বাল... দেড়গুণ, কিন্তু বালিকার ... ৩গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ... বর্ত্তমান বর্ষে ৮৫টী স্কুল ও ... অধিক হইয়াছে। বালিব...

* পৌর... মালয়-... কথা ... রূপা... কথায়

ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া জাতিনাশ ভয়ে হিন্দুগণ জাহাজে চড়েন না। হিন্দু জাতির উন্নতির পক্ষে ইহা একটী মহান্ অন্তরায়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হই-লাম রাজপতি বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ২০।২২ জন পণ্ডিত লোক ইহার সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতি যাইবে না।

কুঠীর কর্ম্মচারিণী—এক লণ্ডন সহরে ।০ লক্ষ স্ত্রীলোক কুঠীতে কাজ করে।

হিন্দু আশ্রম ও কলিকাতা সরাই—সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের সম্মুখেই অপার সার্কুলর রোডের ১২নং ভবনে ভদ্র লোকদের আহার ও বাসের যে বন্দোবস্ত আছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা ১২ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। মফস্বল হইতে আগত ভদ্র লোক পরিবারসহ এখানে সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। এই আশ্রম হইতে কয়েকটী গরিব লোকও অন্ন পায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

লুসাই বিভ্রাট—অসভ্য লুসাইদের উপদ্রবের শান্তি নাই। তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিতেছেন বলিয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং নিকটস্থ চা বাগানে ৪০ জন কুলীকে হত্যা করিয়াছে। ইহাদের দমনার্থ সিলচর হইতে পদাতিক সেনা প্রেরণ করিতে হইয়াছে। বিনা রক্তপাতে শান্তি স্থাপিত হইলেই ভাল হয়।

সতী।

কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে সকল রমণী চিত্র দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য উজ্জ্বল, সতী তন্মধ্যে অগ্রক্রম। যাহার পবিত্র নামানুসারে [illegible] নারীদের নামকরণ হইয়াছে, [illegible] ন্যায় অনাবিল ও [illegible] প্রেমের [illegible] মূর্ত্তি জগতে দুর্লভ।

ভক্ত [illegible] শিল্পী আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে [illegible] মানস [illegible] করিয়া যেমন [illegible] ... জল-[illegible] পয়ের খরবেগকে [illegible] না। বিস্ময় স্তিমিত দৃষ্টভ্রান্তের দেহে তদ্রূপ কবিও অতুল [illegible] অপসারণের মানসী মূর্ত্তিতে মৃত্যুংসভূত কোশে [illegible] অপার্থিব আভা [illegible] করিয়া তাহাকে নয়ন লোভনীয় [illegible] রাছেন।

"একৈশ্বর্য্যে স্থিতোহপি প্রণতবহুফলে
যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
[illegible] সংশ্লিষ্টদেহোহপ্যবিষয়মনসাং
যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।"

দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন জেনানায় বালিকারা পূর্ব্বে তোতাপাখীর মত পড়িত, এখন তাহাদের শিক্ষা অনেক পরিমাণে সন্তোষকর।

স্ত্রী ইনস্পেক্‌টর শিক্ষাবিভাগের একটী আসবাব স্বরূপ হইয়া আছেন। ইঁহার পদের মর্য্যাদা যেমন, ইঁহাদ্বারা কার্য্যও তদনুরূপ হইতেছে। ইনস্পেক্‌টরের মত ইঁহাকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়া ইঁহাদ্বারা অধিক কার্য্য আদায় করা কর্ত্তব্য।

ডুমরাওন ও ছোটনাগপুরের মহারাজা স্ত্রীশিক্ষার পরিপোষক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অনেক রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা হইয়াছেন, তাঁহারা এ হিতকর কার্য্যে মনোযোগী হন না কেন?

চিকিৎসা বিদ্যায় স্ত্রীলোকেরা ক্রমে অধিকতর অনুরাগ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছেন। মেডিকেল কলেজের সার্টিফিকেট শ্রেণী হইতে ৫ জন এবং ইডেন হাসপিটাল হইতে ৭জন (ধাত্রী) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৩টী শুশ্রূষাকারিণী ছাত্রীও ধাত্রী হইয়াছেন। কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে ১০টী ছাত্রী পরীক্ষা দেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কেহ কেহ বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ডাক্তার হইয়া বেশ ১০টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। স্ত্রীলোকদের উন্নতির এ একটী নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্ত্রীচিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে, আমরা আশা করি ক্রমশঃ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও অধিক হইতে থাকিবে।

সতী ও শান্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অল্প সময়ের মধ্যে সরোজিনীর কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সরোজিনীর চিকিৎসার গুণে আজি মরা মেয়ে বাঁচিয়াছে, ইহা কি কম যশের কথা? চারিদিক্‌ হইতে মেয়েরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। বহুকাল হইতে সরোজিনী কলিকাতায় রহিয়াছেন। তাঁহার গ্রাম্য বাল্য সহচরীগণ একবারে তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া পাড়ার যত মেয়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিতে লাগিলেন। জল খাওয়া শেষ হইলে সরোজিনী আবার আসিয়া খুকীর বিছানায় বসিলেন। আশে পাশে চারিধারে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়ে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। শান্তি আসিয়া তাঁহার কাছে

বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, বড় দাদার ছেলেটী কেমন আছে? অনেক দিন হ'ল আমরা তাকে দেখি নি?" সরোজিনী বলিলেন "নিশি ভাল আছে"। (বড় দাদার ছেলের নাম নিশিকান্ত)। শান্তি বলিলেন, "সেজ-দাদার ত আর ছেলে টেকেনা, তিনটী ছেলে হল, হয়ে মরে গেল। বৌ দিদি পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হয়েছেন। রোগে শোকে এরূপ জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছেন যে আর দেখ্‌বার হাল নাই। তাঁকে দেখ্‌লে আমাদের কান্না আসে। সেজ্‌দাদার আর সংসার ধর্ম্মে মন নাই। এক পুত্রশোকে মানুষের বুকে যে আঘাত লাগে, শত বজ্রাঘাতে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। তায় আবার দাদার এক পুত্র-শোক নয়, তিন পুত্রশোক।" সরোজিনী বলিলেন "ওঁদের দোষে ছেলে ক'টী মারা গেল"। পাশের একটি স্ত্রীলোক বলিলেন "আর মা, ওঁদের কপালে পুত্তুর শোক আছে, আর তাহাদেরও আয়ুঃশেষ হ'য়ে এসেছিল; তাঁদের দোষ কি মা? তাঁদের কপালের দোষ।" এই কথা শুনিয়া সরোজিনী বলিলেন "আয়ু থাক্‌তে কি মানুষ মরে না?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "যার যখন আয়ুঃ শেষ হয়, সে তখন চ'লে যায়, আয়ুঃ থাক্‌তে কি আর কেহ মরে?" সরোজিনী বলিলেন, প্রদীপে তেল থাকৃতেও কি প্রদীপ কখনও নিবে যায় না?" মেয়েটী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা যায় বৈ কি? এক পিরদীপ তেল থাক্‌তেও অনেক সময় ঝড় বাতাসে নিবে যায়।" সরোজিনী বলিলেন, "এক প্রদীপ তেল থাক্‌তেও যখন ঝড় বাতাসে অনেক সময় প্রদীপ নিবে যায়, তখন পূর্ণ আয়ু থাক্‌তেও যে অনেক সময় রোগে মানুষের অকাল মরণ হয়, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তেল থাক্‌তে যেমন প্রদীপ নেবে, আয়ুঃ থাক্‌তেও মানুষ মরে।" এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ মা, ঠিক্ কথা। আয়ুঃ থাক্‌তেও রীতিমত চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষার অভাবে অনেকের অকাল মরণ হ'য়ে থাকে। এই সে মাসে আমাদের গ্রামে যেরূপ কলেরা হলো, তাতে প্রায় ৬০।৭০ জন লোক মারা গেল। এতে কি বলা যায় যে সকলের আয়ুঃ এক সময়ে শেষ হয়ে এসেছিল? তা কখনই নয়। ঐ রকম এক এক মহা ঝড়ে কত কত দেশ এক বারে সমভূম্ হ'য়ে গেছে।" সরোজিনী বলিলেন, প্রদীপে তেল আছে, প্রদীপ জ্বল্‌ছে, ঝড় এল, প্রদীপ নিবে গেল; কিন্তু এমন কি কোন রকম উপায় করা যেতে পারে না, যাতে ক'রে মহা ঝড় হইলেও দীপ নিবে যাবে না?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "জ্বলন্ত প্রদীপকে যদি লণ্ঠনের মধ্যে রাখা যায়, তা হলে মহা ঝড়

হলেও যতক্ষণ তেল থাকে, তত ক্ষণ দীপ নিবে না।” তখন সরোজিনী বলিলেন, “জ্বলন্ত প্রদীপ যেমন লণ্ঠনের মধ্যে রক্ষিত হ’লে ঝড় বাতাসে নিবে যায় না, সেইরূপ জীবন ধারণ কর্‌তে হলে যে সকল নিয়ম পালন কর্‌তে হয়, সেই সকল নিয়ম দ্বারা রক্ষিত হ’লে আমাদের জীবন প্রদীপও অকালে নিবে যায় না। সন্তান-পালন কর্‌তে হলে যে সকল নিয়ম জানা আবশ্যক, তাঁহারা হয়ত সে সকল নিয়ম জান্‌তেন না অথবা জেনেও তা পালন কর্‌তেন না। তাই তাঁদের আজ পুত্রশোকে কাঁদ্‌তে হচ্ছে।” শান্তি বলিলেন, “ওঁদের দোষে যে ছেলে ক’টী মরে গেল, তা ঠিক্। বৌদিদির একে ত বয়স কম, তার আবার লেখা পড়া জানেন না, দুই পাঁচটী ছেলে মানুষ করে, দেখে, ঠেকে যে খুব পাকা হয়েছেন, তাও নয়। দ্বিতীয়তঃ সেজদাদার এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। তৃতীয়তঃ যে বুড়ীটি ছেলে নাড়ে চাড়ে, সেও সেই রকম। না জানে খাওয়াতে দাওয়াতে, না জানে ধোয়াতে পোঁছাতে। এরূপ ত্র্যহস্পর্শে কি আর ছেলে টেঁকে!” পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, “মা কি ইচ্ছে করে ছেলেকে মেরে ফেলে, মার কি আর মায়া দয়া নেই, তাঁর যতদূর কর্‌বার্ তা তিনি করেন, তাতে যদি ছেলে না টেঁকে, সে বাবা হরির ইচ্ছে।” শান্তি বলিলেন, “মার যেমন মায়াদয়া, এমন মায়া দয়া কার আছে? কিন্তু যেমন মায়া দয়া আছে, ঐ সঙ্গে যদি একটু জ্ঞান থাকে, কেমন করে ছেলে পালন কর্‌তে হয়, এটুকু যদি জানা থাকে, তা’হলে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়, সোণায় সোহাগা হয়। মায়ের পক্ষে মায়া যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে জ্ঞান থাকা ভারি দরকার। আর সেই জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনি যে বল্‌ছেন মরা বাঁচা হরির ইচ্ছা। হরি যে জীবন মরণের কর্ত্তা তা ঠিক্। কিন্তু যে সাঁতার না জেনে জলে নাব্‌বে, সে ডুবে মর্‌বে। বলুন দেখি একি হরির ইচ্ছা নয়?” পাশের মেয়েটী বলিলেন, “হাঁ তা বৈকি, যে সাঁতার না জানে, সেত নিশ্চয়ই ডুবে মর্‌বে।” শান্তি বলিলেন, “মা জানেন ছেলে সাঁতার জানে না, তাকে যদি জলে ছেড়ে দেন, তা হ’লে কি আর সে ছেলে ডুবে মর্‌বে না? দেখুন মা ছেলেকে দুধ বলে বিষ খাওয়াচ্ছেন, বিষ খাওয়ালে মানুষ মরে; তাও তিনি জানেন, কিন্তু তিনি কোন্‌টা দুধ আর কোন্‌টা বিষ তা ঠাওরাতে পাচ্ছেন না। এরূপ স্থলে মায়ের কি করা উচিত? কোন্‌টা দুধ, কোন্‌টা বিষ এ জ্ঞান মায়ের থাকা কি উচিত নয়? আর সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে এত অকাল মৃত্যু

অন্যান্য দেশে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত কম, আর আমাদের দেশে যে এত বেশী, তাহার একমাত্র কারণ শিক্ষা আর শিক্ষার অভাব। শিক্ষাদ্বারা মাতা সুমাতা, গৃহিণী সুগৃহিণী হ'য়ে থাকেন। সংসারের সমস্ত সুখ ও শান্তি শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুশিক্ষার গুণে সংসার সোণার সংসার হয়।"

বল্‌গা হরিণ।

দেশের অবস্থায় উপযুক্ত করিয়া জগৎপাতা পরমেশ্বর কত স্থানে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে যুগপৎ মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। যে পরমপিতা সুদূর-বিস্তৃত তরু লতা বিবর্জিত মরুসাগরে গমনাগমনের একমাত্র উপায়স্বরূপ উষ্ট্রের সৃজন করিয়া, আরব, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আবার তুষার-মণ্ডিত মেরুসন্নিহিত দুর্গম স্থান সকল গমনাগমনের সুবিধার জন্য বল্‌গা হরিণ সৃজন করিয়া শীতপ্রধান দেশ-বাসিগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এসিয়ার সর্ব্বোত্তরাংশে সাইবিরিয়া এবং ইউরোপের নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি দেশে এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে বল্‌গা হরিণ সকল দলে দলে চরিয়া বেড়ায়। ডেন্‌মার্ক, লাপলাণ্ড ও স্পিটস্‌বার্জেনের বল্‌গা হরিণ সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও কষ্টসহিষ্ণু; সুইডেন ও নরওয়ে দেশের হরিণ আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সুতরাং তত বলশালী নহে। উত্তর সমুদ্রের দ্বীপ সকলের বল্‌গা হরিণ আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—এক একটী হরিণ উর্দ্ধে ৩ হস্তেরও অধিক।

বল্‌গা হরিণ সকল একস্থানে সমস্ত বৎসর বাস করিতে পারে না। ঋতুর পরিবর্ত্তন অনুসারে ইহারা কখনও পর্ব্বতোপরি এবং কখনও বা কাননাভ্যন্তরে বাস করে। শীত ঋতুতে বল্‌গা হরিণ সকল কাননাভ্যন্তরে বাস করে, কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে কানন পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত শ্রেণীর উপর গমন করে। বসন্তকালের প্রারম্ভ হইতেই মশক, গ্যাডফ্লাই প্রভৃতি রক্তপায়ী পতঙ্গের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হয় যে বল্‌গা হরিণ সকল তাহাদিগের দংশন ভয়ে কানন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লাপলণ্ড প্রভৃতি দেশের গৃহপালিত বল্‌গা হরিণ সকলও এই

কারণে নিম্ন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। এই হরিণ লাপ্‌লণ্ডবাসিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়, সুতরাং অধিবাসীরাও বসন্তপ্রারম্ভে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করে।

আসিয়া মহাদেশে বল্‌গা হরিণের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় না, কেবল অধিবাসিগণ হরিণ শিকার করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে। আমেরিকা দেশে বল্‌গা হরিণ কারিবু নামে অভিহিত। আমেরিকায় কি বর্ত্তমান সভ্য জাতি, কি বর্ব্বর আদিম জাতি, কেহই কেবল মাত্র আমোদ হেতু কারিবু শিকারে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা ইহার কোন অংশই বৃথা নষ্ট করে না, ইহার চর্ম্মে পরিধান বস্ত্র, বিছানার চাদর এবং শৃঙ্গ ও অস্থিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে; ইহার মাংস তাহাদিগের অতি উপাদেয় ভোজ্য। কারিবু শিকার করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে; ইহার সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের মৃগয়া নিতান্ত অল্পায়াসসাধ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কারিবু শিকার করিতে হইলে শিকারীকে অক্লান্তভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া ইহার অনুসরণ করিতে হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ লিবনিজ সাহেব বলেন "শিকারী একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে ক্যারিবু শিকার করা তাহার পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যদি প্রথমবারেই আহত না হয়, তাহা হইলে ইহারা ক্রমাগত এক দিকেই ২৩।২৪ ঘণ্টা ধরিয়া দৌড়িতে থাকে, শিকারীও হতাশ্বাস হইয়া ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং অনেকক্ষণ পরে হয় ত একটী গুলি করিতে সক্ষম হয়। তুষার-গলিত জলে নিমগ্ন হইলে ইহাদিগকে শীঘ্রই ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু পরম পিতার কি আশ্চর্য্য কৌশল, বসন্তকালের প্রারম্ভে যখন মধ্যাহ্ন তপনের কিরণে বনমধ্যস্থ হিমশিলার উপরিভাগ দ্রবীভূত হইতে থাকে, তৎকালে ইহারা কোন ক্রমেই তাহার উপর গমন করে না। যে হ্রদের জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে, ইহারা তাহার উপর আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।"

খুর গঠনের বিশেষত্ব বশতঃই বল্‌গা হরিণ কাচবৎ পিচ্ছিল বরফের উপর পদস্খলিত না হইয়া দৌড়িয়া যাইতে সক্ষম হয়। ইহাদিগের খুর বৃষের ন্যায় গোলাকৃতি, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও অধিক পরিমাণে (প্রায় গ্রন্থি পর্য্যন্ত) খণ্ডিত। ইহারা যখন দৌড়িতে থাকে, তখন খুর খণ্ডদ্বয়ের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

সাইবেরিয়া দেশের বল্‌গা হরিণ আকৃতিতে লাপলাণ্ড দেশের হরিণের ন্যায়। সাইবেরিয়ার অধিবাসিগণ এই হরিণ চড়িয়া স্থানান্তরে গমনাগমন

করিয়া থাকে। লাপলাণ্ডের অধিবাসিদিগের ন্যায় ইহারাও বল্‌গা হরিণের দ্বারা অনেক সময় শকটাদি টানাইয়া থাকে। শীত ঋতুর আবির্ভাবে তুষার-মণ্ডিত দেশসমূহের জন্তুদিগের ন্যায় সাইবেরিয়া দেশের হরিণের গাত্রচর্ম্ম কেবল যে কপিশ বর্ণ ধারণ করে তাহা নহে, কোন কোন সময় পরিষ্কৃত রজত বর্ণে রঞ্জিত হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

লাপলাণ্ডবাসিগণ বল্‌গা হরিণের দ্বারা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়, সেরূপ আর কেহই নহে। উষ্ট্রের অভাবে আরব দেশবাসিগণের জীবন ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, বল্‌গা হরিণের অভাবে লাপলাণ্ড বাসিদিগেরও সেইরূপ। লাপলাণ্ড বাসিদিগের ন্যায় যাহারা ৩০০ শত হইতে ৫০০ শত বল্‌গা হরিণের অধিকারী, তাহারা এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; যাহারা দুই শত হরিণের অধিকারী তাহারা মধ্যবিত্ত; এবং যাহারা শত হরিণের অধিকারী তাহারা গরিব।

বন্য ও গৃহপালিত ভেদে লাপলাণ্ড দেশে দ্বিবিধ বল্‌গা হরিণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বন্য হরিণগুলি আকৃতি ও ক্ষমতাতে গৃহপালিত হরিণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না। গৃহপালিত বল্‌গা হরিণগুলি শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রভুর আজ্ঞাপালনে সহজেই অনুরাগী। বন্য ও গৃহপালিত হরিণের সমবায়ে উৎপন্ন সন্ততি দ্রুতগতি ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সকলের নিকট আদরণীয়। কিন্তু বন্য হরিণের ন্যায় ইহারাও অনেক সময় অবাধ্যতা প্রকাশ করে। কি গৃহপালিত কি বন্য উভয়বিধ হরিণেরই শাখা-প্রশাখ-বিশিষ্ট শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণের শৃঙ্গ সাধারণতঃ হরিণীর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া থাকে।

বরফের উপর দিয়া গমনাগমন করিবার জন্য লাপলাণ্ডবাসিগণ শ্লেজ নামক এক প্রকার চক্রহীন শকট ব্যবহার করিয়া থাকে। এক একটা বল্‌গা হরিণ এক একখানি শ্লেজ টানিয়া লইয়া যায়। শ্লেজের আকৃতি কতক পরিমাণে বোটের ন্যায়। বিশেষ দক্ষ না হইলে শ্লেজ চড়িয়া নিরাপদে যাইতে পারা যায় না। বালকগণ যেমন গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবে না বলিয়া ফিতাদ্বারা গাড়ীর সহিত সংবদ্ধ থাকে, শ্লেজ আরোহিগণও ঠিক্ সেইরূপে গাড়ীর সহিত সংবদ্ধ থাকিয়া পড়িয়া যাইবার ভয় নিবারণ করে। আরোহিগণ দীর্ঘাকৃতি যষ্টিদ্বারা পথিমধ্যস্থ কঙ্কর প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি দূরে অপসারিত করিয়া ফেলে, তাহাতে হরিণের গতির সুবিধা হয়। বল্‌গা হরিণের গলদেশে ও মস্তকে সংবদ্ধ রজ্জুর সহিত বল্‌গা সংবদ্ধ থাকে। লৌহ খণ্ডের পরিবর্ত্তে চর্ম্মখণ্ড ইহাদিগের মুখাভ্যন্তরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্‌গা হরিণের বক্ষঃস্থল হইতে

...পুষ্প ফুলে শোভিছে কানন
নিনাদিত কুঞ্জ বিহঙ্গ কূজনে,
শস্যময় ক্ষেত্র হরিত বরণ
তৃপ্ত নাহি নেত্র হয় বিলোকনে।
গো, মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার, হয়,
বিচরে প্রান্তরে পশু পালে পালে,
নাহি হিংসা দ্বেষ সুখ স্বাস্থ্যালয়
নাহি রোগ, শোক, মরণ অকালে।
নাহি পাপ, তাপ চাতুরী ছলনা,
সদা অকপট স্বভাব সরল,
পুণ্য কর্ম্মে রত পূজা আরাধনা
জাতীয় ধরম আর্য্যের কেবল।
পুণ্যকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থানে স্থানে কত
যাগযজ্ঞহোমপূত মঞ্চ বেদী,
বেদ শ্রুতি মন্ত্র ধ্বনিছে নিয়ত
উঠে সামগান দিগ্ দশ ভেদি।
দোলায়ে হিল্লোলে কুসুম স্তবক
ধায় কল্লোলিনী কলকল স্বরে,
ভগবত ভক্ত আর্য্য উপাসক
প্রচারি ভারতে প্রবেশে সাগরে।
পুণ্যে দিব্য কান্তি পবিত্র উজ্জ্বল
স্বাস্থ্য ভোগে দীপ্ত বদন সুন্দর,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, যুদ্ধে মহাবল,
ব্যায়াম আয়াসে দৃঢ় কলেবর।
একাধারে তেজ মৃদুতা বিরাজে
ন্যায়পরতায় দয়ার আভাস,
কারুণ্যে কাঠিন্য, সত্য প্রীতি মাঝে,
গাম্ভীর্য্যে সারল্য, মায়ার উদাস।
মানবে অমর
শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যপাদ,
প্রণমামি আর্য্য দেব
কর আশীর্ব্বাদ।

শারীরিক উৎকর্ষ বিধান।

শারীর-তত্ত্ব দুরূহ বিদ্যা হইলেও প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন। শরীর ধারণ করিয়া শারীর-বিধানে অনভিজ্ঞতা নিতান্ত বিড়ম্বনা। প্রকৃতির সন্তান পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী সকল যে আশ্চর্য্য কৌশলে শরীর রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়; অসমর্থ জানিয়া স্বয়ং প্রকৃতিই তাহাদিগের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণায় পানীয় ... শ্রম ও সময়ে নিদ্রাদি সম্পন্ন করিয়া তাহারা শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। প্রকৃতি-প্রসাদে তাহারা আজীবন শরীর-তত্ত্বাধীন, অথচ তাহারা শারীর শাস্ত্র অবগত নহে। মানব হিতাহিতবিবেকসম্পন্ন তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ সৃষ্টির উৎকৃষ্ট জীব হইয়া যে স্বীয় শরীর রক্ষার্থে অসমর্থ হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সত্য বটে, যে কর্ত্তব্যপরায়ণ নীতিসম্পন্ন মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, তথাপি যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান-হীন স্বৈরচারী তাহারাও যে নিজ নিজ

শারীরতত্ত্ব বিষয়ে একবারে অনভিজ্ঞ এরূপ কথনই বলা যাইতে পারে না। শরীররক্ষা সহজ ভাব। ছোট ছোট ছেলেরা ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। ক্ষুধার সময় রোদন, অপরিমিত আহারে অস্পৃহা এবং নিরুদ্বেগে স্ফূর্ত্তিসহকারে অঙ্গচালনা দ্বারা কেমন দৈনন্দিন শারীরিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। পরিমিত পান ভোজন, নিয়মিত পরিশ্রম এবং যথাকালে বিশ্রাম ও নিদ্রা শরীর রক্ষার অমোঘ উপায়। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শারীরিক বলের ও লাবণ্যের জন্য নিয়মিত অঙ্গচালনা আবশ্যক। ব্যায়াম, মল্লক্রীড়া, ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গচালনা প্রকৃষ্টরূপেই হইয়া থাকে, কিন্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে ইহা সংঘটন হওয়া সম্ভাবিত নহে। বালবৃদ্ধ, নরনারী সকল অবস্থায় সকল সময় যাহা অনায়াসে সংসাধন করিয়া শরীর রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বোত্তম উপায়। সেই উপায় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে পারে এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ আনুকূল্য হয়, সুতরাং তন্নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাসের সৌকার্য্য রুধিরের বিশোধন, মাংসপেষীর পুষ্টিসাধন, অস্থিপঞ্জরের দৃঢ়তা, চর্ম্মের চাক্‌চিক্য এবং সমস্ত শরীরের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এই মহদুপায় সাধনার্থে কিছুমাত্র অর্থব্যয় নাই, কেবল যৎসামান্য আয়াস ও অত্যল্প সময় ব্যয় করিলেই হয়। স্ত্রী পুরুষ বয়স নির্ব্বিশেষে দিনান্তে ১৫ মিনিট কাল এই উপায় সাধন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ইহাকে এক প্রকার ব্যায়াম বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সকল অবস্থায় সম্যক্‌রূপে সুসাধ্য। ইহার ক্রম সকল প্রতিপালন দ্বারা একদিকে যেমন কৃশকায় দুর্ব্বল ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইতে পারে, সেইরূপ অপর দিকে মাংসপিণ্ড স্থবিরও গতিশক্তিবিশিষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইতে পারে। আমরা প্রচলিত ব্যায়াম বা নবপ্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের মল্লক্রীড়ার বিরোধী না হইলেও তাহার নিতান্ত পক্ষপাতী নহি। যত কেন সাবধানতা সহকারে এই সকল ব্যায়ামের অনুশীলন হউক না, তদ্দ্বারা বিপৎপাত অসম্ভাবিত নহে। পদভ্রষ্ট বা রজ্জুছিন্ন হইয়া পতনে অল্প লোকে গতাসু বা ভগ্নপঞ্জর হয় নাই। অশ্বারোহণ, সন্তরণ বা নৌকাচালনা বিপদের সহিত সাক্ষাৎ সংগ্রাম, কোমলপ্রকৃতি মৃদুস্বভাব বঙ্গীয় নর নারীর রুচির বিপরীত, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাববিরুদ্ধ ব্যায়াম বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত স্থানে প্রাতঃসন্ধ্যা পাদচরণ প্রশস্ত হইলেও নিতান্ত বিপদশূন্য নহে। পল্লীগ্রামে অত্যন্ত শীতের সময় ব্যতীত ঊষা ও সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রায়ই বিষধর সর্পের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া

বায়। নগরে প্রগাঢ় ধূলি ও ধূমের আবির্ভাবে বায়ুমণ্ডল চিরবিকৃত। সময় সময় এই দূষিত বায়ু শ্বসন সর্পবিষ-সেবন অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকারী নহে। ইহা দ্বারা শ্বাসনালী (ফুসফুস) বিকৃত হইয়া ক্রমে শ্বাস রোগের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। আমরা প্রস্তাবান্তরে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার আবির্ভাব ও তদ্ধেতু জীবনী শক্তির হ্রাসতা বিষয়ের আলোচনা করিব। অধুনাতন যত প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত আছে, প্রায় সমস্তই অল্পাধিক বিপদ-সঙ্কুল,কেবল প্রস্তাবিত ব্যায়ামেই কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। সকল প্রকার ব্যায়ামই স্নানের পূর্ব্বে প্রশস্ত। ব্যায়ামান্তে সমস্ত শরীর হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ মর্দ্দন করা উচিত। ইহা দ্বারা শরীর সবল ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য হয়। সকলেই জানেন পূর্ব্বাহ্নই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের উপযুক্ত সময়। সুতরাং ব্যায়ামও এই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যে ব্যায়ামের অবতারণা করিতেছি, ইহা নিদ্রার পূর্ব্বে শয়নগৃহে সাধন করিলেও ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ স্ত্রী লোকেরা এসময় নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা সম্পাদন করিতে পারেন। ব্যায়ামের সময় এরূপ পরিচ্ছদ আবশ্যক, যাহাতে শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত না হয়। স্কন্ধ ও গলদেশ অনাবৃত রাখিলেই ভাল হয়, কটি দেশও দৃঢ় বদ্ধ রাখা অনুচিত। যাহাতে ফাকফুসীয় ক্রিয়ার অণুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, তাহা সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে। অনাবৃত শরীর ব্যায়ামের উপযোগী, সুতরাং শয়নমন্দিরই ইহার প্রশস্ত স্থান। আমরা আর একটী গুরুতর কারণে শয়ন মন্দিরের পক্ষপাতী। সমস্ত দিবসব্যাপী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া যখন বিশ্রামার্থে প্রস্তুত হই, মস্তিষ্ক অতিরিক্ত রক্তভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কত সময় নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া থাকে, তখন এই আরামপ্রদ ব্যায়াম দ্বারাই রক্তস্রোত আকর্ষণ করিয়া মাংসপেষী সকলকে স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চালন করা যাইতে পারে। অনেকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কারণ তৎপরে স্নানের সুবিধা আছে, কিন্তু নিদ্রার পূর্ব্ব ব্যায়ামে স্নান ভিন্ন অন্য সুবিধা অনেক। হস্তদ্বারা সমস্ত শরীর মর্দ্দন করিবার যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং দীর্ঘকাল আরাম ও নিদ্রা হেতু স্নায়ু ও ধমনীর কার্য্য অবাধে সুসম্পন্ন হইয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাকে একপ্রকার অনিদ্রার মহৌষধ বলা যাইতে পারে।

পরিচ্ছদ, পথ্য, স্নান প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম সকলের আলোচনা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে অবয়ব সকলের পূর্ণ বিকাশ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের সম্বর্দ্ধন হয় কেবল তাহাই আলোচ্য।

শারীরবিধান মতে অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রমাণ এইরূপে নির্দিষ্ট আছে।—বাহুমূল, পাদ ডিম্ব (Calf) ও গ্রীবা পরিমাণে সমান হওয়া উচিত, অসম হইলেই সৌষ্ঠবের ব্যাঘাত হয়। এই অভাব কেবল ব্যায়াম দ্বারা অল্প দিনের মধ্যে পূর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা এরূপ ব্যায়ামে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের শরীরের এ সকল ত্রুটী দৃষ্ট হয় না।

এই ব্যায়ামের প্রথম পাঠ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করা। জঙ্ঘা সন্ধি (হাঁটু), কটি ও তলপেট (Abdomen) পশ্চাতে হেলাইয়া শরীরের সমস্ত ভার পদগোলকের (ball of the foot) উপর সংস্থাপন করিবে, অত্যল্প ভার গুল্ফে আরোপিত হইবে। বক্ষস্থল স্ফীত ও সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া থাকিবে। এরূপে দাঁড়াইবার সময় যদি গুল্ফের উপর ভর দিয়া সজোরে উঠা যায় এবং শরীর হেলিয়া অগ্রভাবে পায়ের গাঁইটের দিকে না বেঁকে কিম্বা কটীর পশ্চাতে না হেলে, তাহা হইলেই ঠিক্ ঋজু ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া হইল। দীর্ঘ যষ্টি বা দেওয়ালের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষস্থল দ্বারা যষ্টি বা দেওয়াল স্পর্শ এবং নাসাগ্র ও পদাঙ্গুষ্ঠ সমদূরে অবস্থাপিত করিলে ঠিক্ দাঁড়ান হইল। এইরূপ উঠা বসা দিনান্তে বার কয়েক অভ্যাস করিলেই ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। এতদভ্যাসে কিছুমাত্র আয়াস আছে এরূপ বোধ হয় না, অথচ এরূপ অভ্যাস হইলে সুন্দররূপে চলিতে সক্ষম হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সাধন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জ্জন। বক্ষস্থল ঈষৎ স্ফীত না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। ঋজু হইয়া দাঁড়াইবার গুণে এই ক্রিয়া আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উরস (বক্ষ) স্ফীত বা সঙ্কুচিত না করিয়া কেবল মাংসপেষীর দ্বারা ইহাকে উন্নত করিতে হইবে এবং অল্প মাত্রায় তলপেটকে পশ্চাতে হেলাইতে হইবে। সম্মুখে কটিতটে নাভির উপর (তলপেটে নয়) হস্তের অঙ্গুলীর ঈষৎ টিপ দিয়া ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্র দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবে। শ্বাসগ্রহণ কালে অঙ্গুলী যে অগ্রভাগে ঝুঁকিতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। শ্বাস ধীরে গ্রহণ করিয়া ক্ষণমাত্র থামিয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে। যতদিন না এই নাভিশ্বাস সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়, তত দিন প্রত্যহ অনেক বার করিয়া এইরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। পঞ্জরা (পাঁজরা) শ্বাসের জন্য অঙ্গুলীর পৃষ্ঠদেশ উভয় পার্শ্বের নিম্ন পঞ্জরের উপর অবস্থাপিত করিয়া নাসিকা দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবে। পূর্ব্ব মত অল্পে অল্পে শ্বাস গ্রহণ করিয়া খানিক থামিয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ অভ্যাসের সময় উরসের উপরিভাগ

অপরিচালিত থাকিবে। পরিশেষে কটিতটে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠ দ্বয় স্থাপন করিয়া নাসিকাদ্বারা পূর্ব্বমত শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস বর্জ্জন কার্য্য অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনুভূত হইলেই ইহাকে পৃষ্ঠশ্বাস কহে। এই সকল শ্বসন ক্রিয়া প্রথমে সাবধানে করিতে হয়, ক্রমে অভ্যস্ত হইলে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। ঋজুভাবে নিয়মিত-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া উল্লিখিত এক একটী শ্বাস ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করিতে হয়, ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ এবং শ্বাস ধারণ বা থামিবার সময় মনে মনে তিন অঙ্ক ধীরে ধীরে গণনা করিবে, এক একবার এক সেকেণ্ডের ন্যূন না হয়। যে মাংসপেষী দ্বারা বক্ষস্থল ও তলপেট প্রভিন্ন হইয়াছে, এই শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা তাহার কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইয়া সমস্ত শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। কিছু দিন অভ্যাস করিলে কটিদেশের মাংস-পেষী সকল আয়ত্তাধীন হয় ও অনায়াসে যুগপৎ সঞ্চালিত হইয়া যখন ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হওয়া ও শ্বাসন ক্রিয়া বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইবে, তখন অন্যান্য অঙ্গচালনার প্রয়োজন। ইহাই দ্বিতীয় পাঠ।

গৃহলক্ষ্মী।

(দুই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইবে)

১

"সত্য যদি প্রিয়তম! উন্নতির পথে তব,
বাধা আমি—কর আজ্ঞা পথে আর
নাহি র'ব!"

রান্না ঘরে পাশাপাশি দুই উনান ধরাইয়া বধূ মুকুলকুমারী দ্বিতীয় অন্নপূর্ণারূপে কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাঁচী ঠাকুরাণী "ও বৌদিদি! দাদা বাবু এসেছেন!" বলিবা মাত্র হাতা বেড়ী ছাড়িয়া অন্নপূর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তার পরে বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি? না তোর বুঝি মিছে কথা?" পাঁচী গর্জ্জিয়া বলিল "মিছে কথা বলিতো আমার চোকের মাথা খাই, মা গঙ্গার দিব্যি।" পাঁচীর কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু কথাটায় মুকুলের এমন একটু আন্তরিক টান, যে সহজে অবিশ্বাসের ভয় ভাঙে না!—কেন তাহা আমরা জানিনা।

সন্দেহ ভাঙ্গিয়া বিশ্বাস জন্মিলে "বৌদিদি" একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁকে দেখেছিস কি পাঁচি?—রোগা হয়ে গিয়াছেন কি?"

পাঁ। কি জানি? আমি তো রোগা

টোগা দেখ্‌লেম না—তা একটু আর তর সইল না ?—এখনি বাড়ীর মধ্যে আস্‌বেন, আপন চোখে দেখ্‌তে পাবে। ধন্যি মেয়ে হয়েছিলে মেনে !

মু। দূর্‌ পোড়ার মুখি, দূর হত-ভাগি, আস্তে বল্‌না শুন্‌তে পাবেন যে ! ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল লিখেছি-লেন, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চিলেম, তুই চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন ?

সহসা মুকুলের শাশুড়ী সেই খানে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন "ও কি গা ? পাঁচী হাস্‌ছিলি কেন ?"

মুকুল পাঁচীর মুখ পানে ভয়ে ভয়ে চাহিল।

পাঁচী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'দাদাবাবু বাড়ী এসেছেন যে, দেখেছেন কি ?" গৃহিণী বলিলেন "আমি কোথা থেকে দেখ্‌ব ?—আমি কে যে আমাকে খবর দেবেন ? এখনকার কালে যার সাথে সম্পর্ক, সেই খবর পেলেই হল।"

"ঝন্‌" করিয়া মুকুলের হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, মুকুল আবার স্থির হইয়া ডাউল সাঁতলাইতে প্রবৃত্ত হইল। পাঁচী বলিল "মা দাদাবাবুর সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি, তাঁকে দেখে আমি নিজেই বোলছি।"

গৃ। তুই যা, তোর আর ন্যাকামি কোত্তে হবে না। এখনকার কালে মা'ও নেই বাপও নেই, পরিবার হয়ে-ছেন সর্ব্বস্ব, মেয়েরাও তেম্‌নি পাহাড়ে, "সোয়ামী সোয়ামী" কোরে অজ্ঞান! আমরা জানি দিনের বেলায় সোয়ামী যদি মুখ দেখ্‌তে পায়, তবে সে মেয়ের পোড়া কপাল, তার মহাপাতক হয়! তবে গিন্নী বান্নী হোলে সে কথা অবশ্যি আলাদা। তখন ঘোম্‌টা দিয়ে দু'এক কথা কাজেই বোল্‌তে হয়। আমরা পাছে পুরুষ মানুষে আমাদের খাওয়ার কথা শুন্‌তে পায়, এইভয়ে মরে যেতেম, কত উপাসও কোরেছি, এখন শুন্‌তে পাই কত সোয়ামী স্ত্রী একত্তরে বোসে খাবার খায়!! ধিক্‌! মেয়ে মানুষের লজ্জা না থাক্‌লে—"

আর বলা হইল না, শচীন্দ্রনাথ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ডাকিলেন "মা!" মা'র সকল দুঃখ—সকল রাগ দূর হইল, মা বলিলেন "এই যে বাবা, আসছি!" ছি মা হওয়া বড়ই দুর্ব্বলতা!! আশ্চর্য্য এই যে এত বকুনির পরেও মুকুল জানালা দিয়া গোপনে দেখিল শচীন্দ্র রোগা হইয়া গিয়াছেন কি না!

২

রাত্রে আহারের পরে শচীন্দ্র নিজ শয়ন ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। দেও-য়ালে ছবি; সম্মুখে সেজ জ্বালান; আর কালিদাস, সেক্ষপিয়ার, প্রভৃতির অমানু-ষিকী প্রতিভা সেই খানে টেবিলের উপরে পুস্তকাকারে সুশোভিত রহি-য়াছে। ঘরের এক দিকে খাটের উপরে শচীন্দ্রের শয্যা। এখন চেয়ারের উপরে শচীন্দ্র, টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—মা।

মা বলিতেছেন “শচীন্! তুমি এত বড় হোলে. তবু তোমার ছেলেমিটা গেল না?”

শচীন্দ্রের বয়স পঁচিশ বছর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য—প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পড়িতেছেন। তাঁহার মত উন্নতচেতা ছেলেকে সহসা এ রকম কথা বলা মা'র বিশেষ “ধৃষ্টতা”। সুতরাং শচীন্দ্রের মেজাজ একটু গরম হইল, বলিলেন “ছেলেমি দেখ্‌লে কিসে?”

মা। তিনি তো আর এমন কিছু রেখে যান্‌নি, যে তাই থেকে জমিদারী কোর্‌বে? আমি অনন্তর ব্রতটা প্রতিষ্ঠা কোচ্চি না, বলি শচী আমার পাশ করুক, শচীর আমার চাকরি হোক্, তখন কোর্‌ব। আর তুমি কি না এম্‌নি কোরে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চ?

আরক্তমুখে শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি কি?”

মা। শুন্‌লেম বৌমার জন্যে ত্রিশ টাকা দিয়ে বডী না ফডী কিনে এনেছ নাকি?

শিক্ষিতাভিমানী তেজস্বী বীরপুত্রের আর ধৈর্য্য রহিল না, শচীন্দ্র বলিতে লাগিলেন। “শুন্ন আমরা লেখা পড়া শিখেছি, আমাদের বিবেচনা শক্তি উপযুক্তরূপ বিকাশ হয়েছে, আমি যা' ভাল বুঝি তাই কোর্ব। তুমি সকল বিষয়ের ও রকম হিসাব নিতে কখনই এস না। তোমরা লেখা পড়া জান না, তোমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবশ্য উপযুক্তরূপে পরিষ্ফুট হয় নাই, আমরা যা' করি তা' তোমরা কি কোরে বুঝবে বল দেখি?”

এ বডী কেনার ভিতরে বার্ক, মিল্ অথবা মোক্ষমুলারের কি তত্ত্ব নিহিত, তাহা সে অশিক্ষিতা, অহৃদয়া, অর্দ্ধপক্বকেশী ছাপ্পান্ন বর্ষবয়স্কা শচীন্দ্রের মা'র বোধগম্য হইল না। মা' আর এক বিন্দু বিলম্ব না করিয়া সজলচক্ষে নিজের শয়ন ঘরে চলিলেন। সেখানে মুকুল শাশুড়ীর বিছানায় মশারি মুড়িয়া দিতেছিল, শাশুড়ী সেখানে আসিয়া বলিলেন —“যাও, যাও, আর কিছু কোত্তে হবে না।” ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়ে মুকুল জিজ্ঞাসা করিল “কি হয়েছে মা?”

মা'র ধৈর্য্য স্খলিত হইল, বলিতে লাগিলেন “তুই আর ভালমানুষিপণা করিস্ না। তুই তো আমার সর্ব্বনাশ কোরেছিস্, আমার বাছা কি আগে অমনতর ছিল? তো'কে ঘরে এনে অবধি ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। তুই ও'র দফা রফা কোরেছিস্! তুই কি সামান্যি পাত্র! যা, তুই এ ঘর থেকে যা” বলিয়া শাশুড়ী. বধূকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

মুকুল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিল, আরও অনেকক্ষণ কত কি ভাবিল, তার পরে শচীন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল।

ছেলের উপর রাগ হইলে বৌমাকে

দুই কথা শুনাইতে অনেক শাশুড়ীর অভ্যাস আছে, একা শচীন্দ্রের মার নহে।

৩

দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া শচীন্দ্র ভাবিতেছেন "আমার মত দুঃখী আর নাই!" শচীন্দ্রের পিতা বিষয় সম্পত্তি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের বিশেষ কোনও অভাব হয় না, কিন্তু শচীন্দ্র যেরূপ ইচ্ছা করেন অর্থাৎ প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী, দরজায় দরওয়ান, তিন চারিটী চাকর, পাঁচ ছয়টী ঝি, দুই তিনটী রাঁধুনি তাহা জোটে না। বাড়ী ঘর যে রকম করিয়া সাজাইতে ইচ্ছা করেন, নিজের পরিচ্ছদাদির যেরূপ উন্নতি ইচ্ছা করেন, প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীকে যেরূপ বসন ভূষণে সুসজ্জিতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জোটে না। কাজেই শচীন্দ্রের মত "দুঃখী আর নাই!"

দ্বিতীয়তঃ শচীন্দ্রের মা'র মূর্খতা ও অসভ্যতায় শচীন্দ্র হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইতেছেন। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনা বর্ষীয়সী সুশিক্ষিত শচীন্দ্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে! শচীন্দ্রের মত সুসভ্য উন্নতচেতা পুত্রের সম্মান, গৌরব, মহত্ত্ব কিছুই তাহার নিকটে উপযুক্ত রূপে রক্ষা হয় না। ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটন, উইলিয়ম জোন্সকে এ রকম, মায়ের হাতে পড়িতে হয় নাই? শচীন্দ্র যে দেশের এক "প্রধান রত্ন" রূপে পরিগণিত হইতেছেন না, তাহা কেবল—কেবল না হউক, প্রধানতঃ এই অশিক্ষিতা "বুড়ো মাগীর" জন্যে! অধিক কি শচীন্দ্র তাঁহার স্নেহপ্রতিমা ভার্য্যার জন্যে একটা বডী কিনিয়াছেন শুনিয়া কত কি বলিয়া গেল এমনই হৃদয়হীনা!! কিন্তু কেবল এই সকল হইলেও তবু একদিন ক্ষমা করা যাইত, সেই মা'র আরও গুরুতর দোষ আছে। যিনি, শচীন্দ্রের ভালবাসার প্রতিমা সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহযোগিনী, সহভোগিনী—কার্য্যতঃ এতটা না হইলেও শচীন্দ্র যাঁহার উপরে এতদূর আশা রাখেন, মা' কি না তাঁহাকে দিবারাত্র খাটায়!! সেই দেবীরূপিণীর নরম নরম হাত দুই খানি যখন বাসন মাজিতে, ভাত রাঁধিতে, রুটী বেলিতে নিয়োজিত হয়, তখন শচীন্দ্রের বুকটা যে কি করিতে থাকে তাহা শচীন্দ্রই বোঝেন, আর শচীন্দ্রের অভিধানে যাঁহারা "হৃদয়বান্" তাঁরাই বুঝিবেন; আমরা এখানে হারি মানিলাম। এখন কথা এই শচীন্দ্রের মত "দুঃখী আর নাই!"

তৃতীয়তঃ শচীন্দ্র সেই ভালবাসার প্রতিমা মুকুল হইতেও অসুখী। শচীন্দ্র কখনও ইচ্ছা করেন সে কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপিয়ারের মিরাণ্ডা বা বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলার মত সাংসারিক জীবনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা হউক। কখনও মিল্ বা কম্‌টের সহধর্ম্মিণীর মত তাহার মস্তিষ্ক বিকাশ করিতে সক্ষম

হউক। কখনও ইচ্ছা করেন তাহাকে রাজপুত মহিলাদিগের ন্যায় তেজস্বিনী দেখিতে, কখনও ইচ্ছা করেন সীতা বা সাবিত্রীর ন্যায় তাহার নিকট হইতে ভালবাসা পাইতে!—কিন্তু হায়রে, একটী আকাঙ্ক্ষাও অদ্যাপি পূর্ণ হইল না, সে পাড়াগেঁয়ে মুখচোরা পোড়ারমুখী না হইল মিরাণ্ডা, না হইল ক্লোটিডা! লেখা পড়া শিখিয়াও সে ভাত রাঁধিতে সন্তুষ্ট হয়। শচীন্দ্রের নিকট বিজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিয়াও সে শ্বাশুড়ীর পদসেবা করে, নিউইয়র্কবাসিনী মহিলাদিগের মহানুভবতার কথা শুনিয়াও সে প্রফুল্ল-চিত্তে ঘরকন্নার কাজ করে, আর যখন তখন অজ্ঞান বুড়ো মার পক্ষ হইয়া স্বামির উপর রাগ দুঃখ প্রকাশ করে! এই ক্ষুদ্রাশয় মার্জিত রুচিবিহীনা মুকুল যাঁহার জীবন পথের সহচরী, তিনি কেন ভাবিবেন না "আমার মত দুঃখী আর নাই!" এইরূপে শচীন্দ্র নিজের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা।

কৃত্রিম বৃষ্টি।

আমেরিকার 'পাসেফিক রেলওয়ে' প্রস্তুত হইবার সময় অনেক পাহাড় কাটিয়া ঢুলাইতে হইয়াছে। পাহাড় কাটা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা কোন ধাতব অস্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করিলেই সহজে নিষ্পন্ন হয়। বারুদে অগ্নি লাগাইলেই বজ্রনিঃস্বনে পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। তখন মূল পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতদেশ বিষম বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। পর্ব্বতাঞ্চল স্বভাবতঃ জনশূন্য ও নিস্তব্ধ, তথায় এরূপ অগ্নিকাণ্ড হইলে সে কিরূপ ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে, অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। ভয়ঙ্কর গর্জ্জন গিরিকন্দর আলোড়িত করিয়া গগন ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হয়। সেই জন্য বায়ুমণ্ডল বিশেষরূপে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। বারুদের ধূমজাত মেঘরাজী বায়ুমণ্ডলে সংঘর্ষিত হইয়া বিদ্যুত বজ্রপাত সহ প্রবল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বায়ুমণ্ডলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে। উক্ত মরুভূমি পার্ব্বতীয় অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কস্মিন্‌কালেও বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু যত দিন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য এইরূপ কৌশলে পাহাড় সকল ঢুলাইতে হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় সময়েই অনবরত বৃষ্টিপাত হইয়াছে

আশ্চর্য্য, পথ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পর আর একবারও বৃষ্টি হয় নাই। বড় বড় যুদ্ধে যখন অনবরত শতঘ্নী বা কামানের ভীষণ নিঃস্বনে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যায়, যখন দুর্গ ভেদ করিবার জন্য প্রাচীরের মূলদেশ বারুদ দ্বারা উৎপাটিত করা যায়, যখন প্রকাণ্ড বোমা সকল নিক্ষেপ করিয়া অর্ণবযান বা দুর্গ দগ্ধ করা হয়, তখন ভীষণ শব্দ দ্বারা গগনকম্প উপস্থিত হয় এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রবল বারিধারাও নিপতিত হয়। ভয়ঙ্কর ওয়াটারলু যুদ্ধ সময়ে ছয় শত বৃহৎ কামান বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল, বায়ুমণ্ডল অবিশ্রান্ত অশনি গর্জ্জনে সমস্ত সময় স্তব্ধমান ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতির বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। এই সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া বিস্তর বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল। মহা মহা অগ্নিকাণ্ডের পর বিশেষতঃ আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গীরণের সময়ও প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা বৃষ্টির এই সকল কারণ অবগত হইয়া স্থানে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দাহ্য বস্তু সকল সংগৃহীত করিয়া ভয়ানক শব্দ উৎপাদন দ্বারা বৃষ্টিপাতের পরীক্ষা করিতেছেন। যে সকল স্থান অনাবৃষ্টিতে জলিয়া যাইতেছে, তথায় এরূপ কৌশলে বৃষ্টি হইতেছে। এই সকল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইহাঁরা বৃষ্টির এক নূতন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। রুদ্ধ ব্যোমযান* সকল ১ভাগ অম্লজান ও ২ভাগ জলজান বায়ুপূর্ণ করিয়া প্রয়োজনমত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে বৈদ্যুতিক কৌশলে অগ্নি প্রদান করা হয়, তাহাতে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহার সহিত একত্রে শত বজ্রের নিঃস্বন ও তুলনা হয় না। এরূপ ভীষণ শব্দ দ্বারা বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয় ও ধূমজাত মেঘ সংঘর্ষণে প্রবল বেগে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। অধ্যাপক কার্ল মায়র্‌স এই অভিনব কৌশলের আবিষ্কর্ত্তা। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কের ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে এইরূপ একশত ব্যোমযান প্রস্তুত হইতেছে। বেলুন গুলি এক প্রকার দৃঢ় কাগজে নির্ম্মিত। এগুলি অনাবৃষ্টি সময়ে দেবমাতৃক দেশে প্রেরিত হইবে। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক কৌশলে বৃষ্টি উৎপন্ন হইবে, জলের জন্য আর আকাশের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

---

* যে সকল ব্যোমযান প্রকাণ্ড দৃঢ় রজ্জু দ্বারা একটী স্থানে বদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা ঘুড়ির ন্যায় উড়িয়া নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকে, বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইলেও প্রায় নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অধিক দূরে যাইতে পারে না। রজ্জু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া ইহাদিগকে "ক্যাপটিব বেলুন" অর্থাৎ "বদ্ধ ব্যোমযান" বলা হয়।
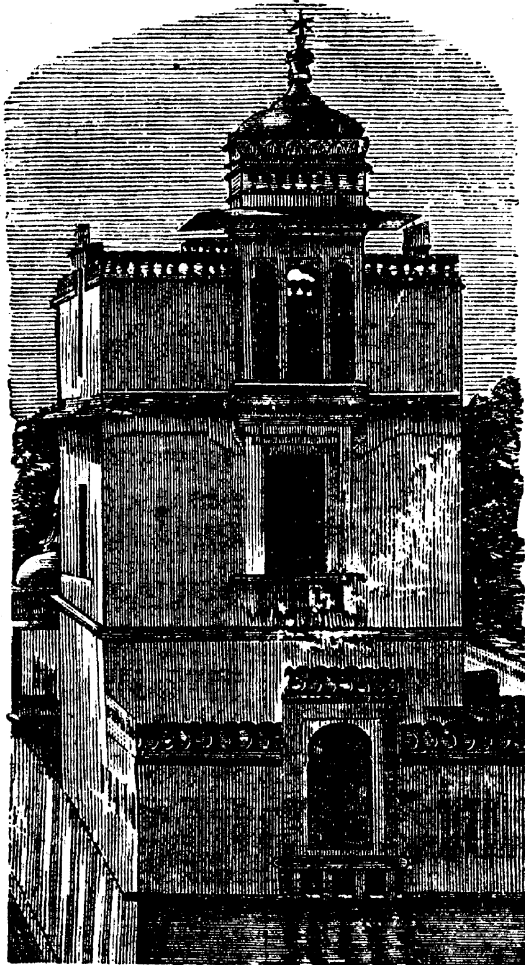
পদ্মিনীর প্রাসাদ।

আমাদিগের কোন বন্ধু রাজপুতানা ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রাচীন চিতোর রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ সকল দর্শন করেন, তন্মধ্যে পদ্মিনীর প্রাসাদ অদ্যাপি অভগ্ন রহিয়াছে। তিনি তাহার যে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতেই এই ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া নববর্ষে পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

টোট্‌কা ঔষধ।

১। কাটা ঘার ঔষধ :—(১) অল্প কাটা হইলে দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া কাটা স্থানে দিলে কাটা ভাল হইয়া যায়। (২) কাটিবা মাত্র গাঁদা পাতার রস কাটা স্থানে দিয়া এক ফালি নেকড়া দিয়া পাতা শুদ্ধ বাঁধিয়া রাখিলে কাটা যুড়িয়া যাইবে এবং ফুলা ব্যথা কিছুই থাকিবে না। (৩) নেকড়া পোড়াইয়া তাহার ছাই, কিছু পানে খাইবার চূণ এবং কচি কলাপাত ছেঁচিয়া (কাটা যত গুরুতর হউক না কেন) নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া কাটা ঘা আরোগ্য হইবে। (৪) সজিনার কচি পাতার কুঁড়ি পাপড়ী খয়েরের সঙ্গে বাটিয়া কাটা স্থানে দিলেও আরোগ্য হইবে। (৫) খনিজ পাথুরিয়া কয়লা (পোড়া কোক নয়) জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে কাটা যোড়া লাগে।

২। (১) ক্ষতের ঔষধ :—খাঁটি সরিষার তেলে নিমপাতা বাটা ২।৩টা রসুনের সহিত পাক করিবে। ইহা দ্বারা যে কোন প্রকার ক্ষত হউক আরোগ্য হইবে। (২) ঝিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট (Zinc ointment) ইংরাজী ঔষধালয়ে ৵০ বা ।০ আনায় পাওয়া যায়। গরম জলে ঘা ধুইয়া তাহা লাগাইয়া দিলে হয়।

৩। শিল্প ও কৃষি পত্রিকা ঘা পাঁচড়ার এই কয়েকটী ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—(১) দুই তোলা চূণ এক তোলা গুঁড়া গন্ধক আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কতকক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে এক প্রকার লাল বর্ণ আরক ভাসিয়া উঠিবে। এই আরক ঝিনুক দ্বারা উঠাইয়া শিশিতে রাখিতে হইবে। পরে যেখানে পাঁচড়া কি দাদ হইয়াছে, সেই জায়গা গরম জল ও কারবলিক সোপ দ্বারা ধুইবে। কেবল গরম জলে ধুইয়া বা শুদ্ধ চুলকাইয়া ঔষধ দেওয়াতেও উপকার হয়। এই ঔষধে দাদ এক দিনে আরাম করিয়াছি। যেরূপ গুরুতরই ব্যারাম হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(২) কেরোসিন তৈলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ সরিষার তৈল ও প্রয়োজন মত কর্পূর দিয়া ইহার দুর্গন্ধের হ্রাস করিয়া দুশ্চিকিৎস্য পাঁচড়া ৩।৪ দিনে আরোগ্য করিয়াছি। এস্থলেও পরিষ্কার করিবার নিয়ম উপরের মত।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ল্যান্সডাউন কিছুকালের জন্য স্বদেশে গিয়াছেন।

২। বেথুন কলেজ হইতে এ বৎসর ৫টী বালিকা এফ এপরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে সাটিলড্‌ ও কোহেন র‍্যাচেল কোহেন নাম্নী দুইটী ইহুদী বালিকা ১ম বিভাগে

সরলা রক্ষিত ২য় এবং আগ্নেস্ দত্ত শুক্ল বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বালি কাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ম স্থানীয় হইয়াছেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

৩। কুমারী যামিনী সেন মেডিকাল কলেজের (প্রিলিমিনারী) এল, এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। বরাহনগরের হিন্দুমহিলাশ্রম এখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। হিন্দু বিধবা রমণী প্রার্থিনী হইলে এখানে বিনা ব্যয়ে বাস করিতে ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

৫। গত ৯ই বৈশাখ ছোট লাট অশ্ব চিকিৎসালয়ের (Bengal Veterinary Institution) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই শুভ কার্য্যে বদান্যবর শিব বক্স বগলা ৩০ হাজার এবং সার দিনসা মাণিকজী পেটিট ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। কুচবিহারের মহারাণী বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ কলম্বো যাত্রা করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসুন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—পণ্ডিতবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। ইহার কাগজ যেমন মোটা, ছাপা তেমনি সুন্দর এবং শিখাইবার প্রণালীও উৎকৃষ্টতর। এত গুণ সত্ত্বে ইহার মূল্য ৵১৫ মাত্র। এরূপ পুস্তকের উৎসাহদান করা সাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

২। কৃষ্ণভক্তিরসামৃত—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন বিরচিত। সংস্কৃত ও ভাষায় ২০৩টী কবিতা স্তবকে এই পুস্তক খানি গ্রথিত। সকল গুলিই সুন্দর, অলঙ্কৃত ও গ্রন্থকারের হৃদয়ের ভক্তিরসপ্লুত। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউন এ গুলি পাঠে তৃপ্ত ও উপকৃত হইতে পারিবেন। নামমাহাত্ম্য নামরূপভেদ, আত্ম-নিবেদন, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও মাতৃপদাঞ্জলি নামে কবিবরের রচিত আরও ৫টী প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাকিনারাজের ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। নবসীমন্তিনী, গার্হস্থ্য উপন্যাস—শ্রীবসন্ত কুমারী নাথ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। লেখা বেশ সরল হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে অনেক সদুপদেশ এবং দেশের কুরীতির প্রতি কটাক্ষ আছে। গ্রন্থকর্ত্রী উৎসাহ লাভের যোগ্যা।

বামারচনা।

বসন্ত আবাহন।

এসগো বসন্ত এস সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানি!
পিক পিকবধূ সাথে গাহে তব আগমনী।
হোথায় কানন বালা,
পুলকে ভরিয়ে ডালা,
গাঁথিছে কুসুমমালা, সাজাতে সুতনুখানি।
ভ্রমর ভ্রমরী সনে,
গুণ গুণ আলাপনে,
তোমার উদ্দেশে সদা করিছে মঙ্গল ধ্বনি;
মৃদুল দখিণা বায়,
স্নিগ্ধ শ্যাম তরুচ্ছায়,
বিতরে সুবাস সদা, ঢালে পূত মন্দাকিনী।
আনন্দেতে দিশেহারা,
যেন গো পাগল পারা,
বিভলে সদাই ধায় চুমিতে বদন খানি।
নবীন কুসুম সারি,
লইয়ে মঙ্গল ঝারি,
দাঁড়ায়েছে পথ চাহি, পূজিবারে পাদুখানি
প্রকৃতি যতন করে,
নব শ্যাম শষ্প পরে,
পাতিয়াছে তোমাতরে, সুন্দর আসনখানি;
এসগো বসন্ত এস, সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানি।

শ্রী নী।

হিন্দু রমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা।

সংসার মনুষ্যের কার্য্য ক্ষেত্র। এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অগ্রে জ্ঞান শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশ্বাস যে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় যে জ্ঞান শিক্ষাই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রী জাতি ও পুরুষ জাতির সমান অধিকার থাকা একান্ত বিধেয়।

স্ত্রীহৃদয় সঙ্কীর্ণ ও অদূরদর্শী বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা গৃহেই তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ পুরুষের হইতে বিভিন্ন, শিক্ষাও সেইরূপ বিভিন্ন ভাবেই হওয়া উচিত।

ইদানীং বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষার আলোচনায় অনেক নব্য সম্প্রদায় মাতিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনুমোদনীয় শিক্ষাপ্রণালীতে সুফল না ফলিয়া অধিকাংশ স্থলেই যে বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা সকলে অনুভব করিতে পারিতেছেন কি না জানিনা। হিন্দু রমণীর বিদ্যা শিক্ষা যে হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত নহে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। অধুনাতন মহিলাগণ সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি প্রাচীনা খ্যাতনাম্না রমণীবর্গের সমকক্ষ

হইতে পারে না বলিয়া অনেকের আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করা যায়; কিন্তু কি কারণে বঙ্গরমণী তাদৃশ গুণাবলীতে রমণালঙ্কৃতা হইতে পারে না কেহ কি তাহার তত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, অথবা রমণীপ্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন? বোধ হয় না। যদিও দুই এক জনের মনে অভিলাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার প্রকাশ দেখা যায় না। অদম্য স্পৃহা থাকিলে ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে তাহা কখনই বিফল হয় না। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ না করিয়া যদি বৈদিক কালের আর্য্যমহিলাগণের শিক্ষার অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদিগকে কখনই এত অনুশোচনা করিতে হইত না। বিজাতীয় ধরণে আপনাপন কন্যাবর্গকে শিক্ষা দিয়া কি ফললাভ হইতেছে, তাহাও অনেকে বুঝিতে পারেন না অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না।

জাতীয় প্রকৃতি ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মানুরূপ শিক্ষিতাদিগের দ্বারা দরিদ্র বাঙ্গালী যে অধিক পরিমাণে দরিদ্র দশায় নিপতিত হইতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা আপামর সাধারণ সকলের নিকটেই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য সকলেই আপনাপন কন্যাবর্গকে স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এতাদৃশ সভ্যতানুমোদিত কার্য্য করিয়া কোন্ ব্যক্তি আনন্দিত না হইবেন? কিন্তু স্কুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহাদের দায়িত্ব টুকু ঘুচিয়া যায়, ইহাই দুঃখের বিষয়। অধিকাংশ স্থলেই তৃতীয় ভাগ কি বোধোদয়েই বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়, তবে অবস্থানুসারে সহরের কোন কোন ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি, এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েন।

উপরি-উক্ত প্রণালীর শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ লজ্জাহীনা, চঞ্চলা, আলস্যপরায়ণা ও মুখরা হন, অর্থাৎ মূর্খা স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইহাদিগের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। অধিকন্তু ইহাঁরা নাটক নভেল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ ও কুরুচিপূর্ণ ২।১ খানা পুস্তক লিখিয়াই বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। ইহারা অশিক্ষিতা বটেন, কিন্তু রমণীসমাজে বিদুষী বলিয়া পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। 'অল্পবিদ্যার ভয়ঙ্কর' ফল ইহাদিগের চরিত্রে জাজ্বল্যমান প্রকাশ। এইরূপ শিক্ষিতাগণের দ্বারা সাংসারিক কার্য্যে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং মূর্খা স্ত্রীলোকেরা ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ এই প্রণালীর শিক্ষিতাগণ সংসারের ঘোরতর অশান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া অনেক ভদ্রলোক ধনে প্রাণে মারা যাইতেছেন। ইহা কাল্পনিক জল্পনা নহে, সহরে অনুসন্ধান করিলে স্বল্পায়াসেই অবগত হওয়া যায়। ইহাদিগের কার্য্য সংসারের সুসার করা নয়, গতরটী বজায় রাখিয়া অন্যের মাথায় কাঁটাল ভাঙা এবং নিজের ও ছেলে পিলের সাজ সজ্জা করিয়া বিলাসতার পরিচয় দেওয়া। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইহাদিগের (মন হউক না হউক) শরীরটি অত্যন্ত কোমল হইয়া যায়। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া গোছের হইয়া উঠেন। সুতরাং অগ্নির উত্তাপ দূরে থাকুক, রৌদ্রের তাপই সহ্য করিতে অক্ষম। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুলবালা দেবী।

The Bamabodhini Patrika.

The Bamabodhini Patrika or "Enlightener of Women" is the oldest women's journal in India, having been started in August (Bhadra) 1863. Its object is to further the intellectual, moral and social amelioration of the fair sex in India, and it has tried in its humble way to promote that object through a period of about 30 years. Various have been the adverse circumstances through which it has had to pass, but relying on Providence it has survived all its trials and found its efforts crowned with a success beyond expectation. It opened an English column under the able editorship of the late Babu Keshub Chandra Sen who was one of its chief patrons, but for various reasons it had to be discontinued. With the advent of the new year, we propose to have the English section revived. There has been so much progress all round in the education of women, that many of our educated sisters in different parts of India can exchange their thoughts and aspirations through a common language, the English. In the far west our English sisters are taking an increasing interest in the progress of Indian women. We intend to give short notes on events of abiding interest either educational or philanthropic. Both our Indian and English sisters may help us by contributing under this head anything that may raise and ennoble the daily lives of the women of this country. May our humble wishes be realized.

The Sunday school in connection with the Sadharan Brahmo Samaj is being well conducted by a few Brahmika ladies, assisted by some gentlemen. Two parents' meetings were held at 13 Cornwallis Street for the improvement of the institution, and most valuable suggestions were made by some ladies and gentlemen present there. As an outcome of their deliberations; the establishment of a permanent society under the name of the Parents' Society has been resolved upon.

The Brahmo Girls' Boarding Institution which was inaugurated in November 1890 with 6 girls only now counts 29 inmates. We are glad to find that Sreematis Biraj Mohini Bhattacharjee, Dinotarini Ganguli, and Hem Lata Bhattacharjee in charge of the Institution, are working with all their hearts for the good of the boarders.

An evening party in connection with the Bengal Ladies' Association was held last month. Besides music, there was a stirring recitation of a poetical piece by a young lady. After light refreshments, the pleasant gathering broke up at about 10 o'clock.

There has been a good deal of work done in various parts of India in connection with Lady Dufferein's scheme of medical help for Indian women. In the metropolis itself, the children's ward in the Zenana Hospital has been opened. The new Hospital at Bulrampore in the N. W. P. is almost completed. The foundation stone of a Medical Dispensary has been laid at Dinajpore.

Miss. Jamini Sen a Bengali girl, who joined the Medical College after passing the First Arts, has been successful in the 1st Preliminary Scientific Examination held lately.

There will be a great attraction for the World's Fair to be held this time next year at Chicago—a special feature of the exhibition would be the woman's

department, all the work therein to be carried on by the gentler sex. Among other exhibits there will be one of fresh laces manufactured by the poorer Irish women. The countess of Aberdeen and the wife of the present Viceroy in Ireland are encouraging the industrial works of their poor Irish sisters by holding exhibitions in different parts of the United Kingdom.

In the place of Miss Clough, the founder and first Principal of the Newnham College for Women, Mrs. H. Sidgwick has been appointed. No doubt the progress of the College will be as satisfactory under the present regime as it was under the founder, who devoted all her energy and life to the advancement of her College.

Among other interesting topics published in the proceedings of the International Congress of Hygiene held in London, we find the discourse on the "Value of Hygienic Education to Women" very interesting. The author shews how useful such knowledge is to women as wives, mothers, mistresses of households, teachers, nurses &c. The mortality of children among ignorant people is as much as 50 per cent. It would be a very useful thing to publish, from time to time, in the vernacular, the elements of hygienic principles on such subjects as water, food, air, and dwelling houses. One is mortified to see the weekly high death rates among infants in Calcutta alone.

The results of the University Entrance and First Arts examinations are out. It is gratifying to find that 4 out of the 5 girls who appeared from the Bethune College in F. A. have been successful, one standing so high as eighth in competitive list. Matilda Cohen and Rachel Cohen passed in the 1st, Sarala Rukhit in the 2nd, and Agnes Dutt in the 3rd Division. We congratulate the ladies' College on such good results.

Thus says Mr. H. B. Grigg C. I. E. Director of Public Instruction, Madras, in the course of his Convocation Address, delivered on the 31st March 1892 :—

"To the influence of woman is due in no small measure the exercise of those gentle virtues which have become characteristic of the most progressive races on this planet. To woman are they indebted for much of that reasonable spirit of self-sacrifice and obedience which is rendering the social, and the political, progress of mankind possible, * * * It is the boast of the people of Madras that they of India's peoples have been the first to welcome the rays of this new gospel, for of the 250 thousand girls who are under instruction in India, one-third appertain to Madras, although its population is but a sixth of the total population. But this progress is after all but the twilight which precedes the dawn. It rests with you, gentlemen, by requiring for and affording to your women the highest instruction in knowledge especially in those branches which chiefly concern their side of humanity, to make these "hues of the rich unfolding morn" brighten into a glorious flood of sun-light which shall illumine the homes of the poorest and meanest of your people."

A competitive practical examination in cookery among 110 Parsi girls took place the other day at Bombay in the Vicagee Hall, built for the Girls' Association by Mr. Bengallee in honor of his mother at an expense of Rs. 60.000. A good many Parsi ladies examined the different plates which included among others, particular dishes prepared for convalescents and children. The girls managed the cookery to the entire satisfaction of the examiners. It is a healthy sign to see the different unions in Bengal also encouraging the art of cookery among the ladies examined through their agencies.

The sister province of Burma is going to send one of her worthy daughters, a Princess of the Mengueen family to complete her medical education, which she has already begun, in Calcutta and then return to her native country to practise the art of healing. We wish all success to our sister in her noble efforts.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৯ সংখ্যা। — জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯—জুন ১৮৯২। — ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি—আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে মানুষের আকারও বয়স ক্রমশঃ কমিতেছে, শেষে মানুষ বেগুণ গাছে আকষী দিবে এবং ১০ বা ৫ বৎসরে মানবলীলা শেষ করিবে! ইউরোপে ইহার বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিলাতে ১৭ শতাব্দীতে লোকে গড়ে ১৩ বৎসর এবং ১৮ শতাব্দীতে ২০ বৎসর বাঁচিত, কিন্তু ১৯ শতাব্দীতে ৩৬ বৎসর বাঁচিয়াছে। ফল কথা—এদেশে স্বাস্থ্যের নিয়ম ক্রমশঃ ভঙ্গ হইয়া আমাদের জাতি অধঃপাতে যাইতেছে, ইউরোপে স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালিত হওয়াতে লোকের আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের জাতির উন্নতি পুনরায় দেখিতে চাহিলে দুর্নীতির পরিবর্ত্তে সুনীতির প্রতিষ্ঠা হওয়া অত্যাবশ্যক।

সঙ্গীতের স্বাস্থ্যবিধায়িনী শক্তি—সুগায়কেরা প্রায় দীর্ঘজীবী হয়, তাহাদের ফুসফুস, দন্ত প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্র ভাল থাকে এবং মনের স্ফূর্ত্তিপ্রযুক্ত শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদাম পাটির বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তিনি ২৫ বৎসরের যুবতী। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন :—

"আমি কখনও ক্রোধের বশীভূত হই না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করি ও নিদ্রা যাই, সুতরাং আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় নাই। যাহারা ক্রোধ-পরায়ণা, তাহারা শীঘ্রই যৌবনের সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।" বঙ্গনারীগণ সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোযোগিনী হউন।

চিকাগো প্রদর্শনী—আগামী

বৎসরের জুনমাসে আমেরিকার চিকাগো নগরে পৃথিবীর সমুদায় স্থানের আশ্চর্য্য বস্তুর প্রদর্শনী হইবে এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের রচিত শিল্প কার্য্যের এক বিশেষ বিভাগ থাকিবে, আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা আশা করি আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা শিল্পনিপুণা, তাঁহারা গৌরব লাভের এ সুযোগ ছাড়িবেন না। ভারতের দ্রব্য সকল লইয়া যাইবার জন্য আমেরিকা হইতে দুইখানি জাহাজ আসিবে।

নিগ্রো জাতির অভ্যুদয়—আমেরিকাস্থ নিগ্রোগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া সমাজে ক্রমশঃ উন্নত ও গণনীয় হইতেছে। তাহাদের মধ্যে ৮৪২ জন উকীল, ৭৯২ জন ডাক্তার এবং ১৪২০ জন সওদাগর হইয়াছে।

মণিপুরের নূতন বন্দোবস্ত—গত ২৯এ এপ্রেল (অক্ষয় তৃতীয়ার দিন) রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র চূড়চন্দ্র সমারোহে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এ দিকে মৃত মহারাজা কুলচন্দ্রের পুত্র টীকেন্দ্র সিং ১৫৲, তাঁহার মহিষী ও অন্যান্য পুত্র কন্যার প্রত্যেকে ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবেন এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইংরাজরাজ ইহাঁদিগের প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না করিলেই বা কে কি করিতে পারিত ?

রুসিয়ার দুর্ভিক্ষ—ইহাতে ৫০ লক্ষ লোক মরিয়াছে। আজিও দুর্ভিক্ষের শান্তি হয় নাই। আমেরিকাবাসীরা জাহাজ পূর্ণ পাঁমরুটী পাঠাইতেছেন।

স্ত্রীসভ্য নির্ব্বাচন বিল—পার্লেমেণ্টে অনেক আন্দোলনের পর ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিও যখন ঘোর বিরোধী, তখন বিলাতে স্ত্রীস্বাধীনতার দিন এখনও দূরবর্ত্তী।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—বেঙ্গল প্রিণ্টিং আফিসে মিস জি ডিকষ্টা নাম্নী এক ইউরোপীয় রমণী প্রুফ দেখিবার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

সিকিমরাজের দুর্গতি—ইনি তিব্বতে যাইবার জন্য নেপালের ভিতর দিয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন, কতকগুলি গুর্খা সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন, ইংরাজ হস্তে শীঘ্র সমর্পিত হইবেন। ইহাঁর সুখে থাকিতে ভূতে পাইয়াছিল, বোধ হয় রাজ্যটী এককালে হারাইলেন।

বোধীবৃক্ষ—গয়ায় এই বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিয়া বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই বৃক্ষের এক কলম সিংহলবাসীরা লইয়া যায়, তাহা অদ্যাপি জীবিত আছে। সম্প্রতি সিংহল হইতে এক বৌদ্ধ পুরোহিত আসিয়া ইহার আর একটী কলম লইয়া গিয়াছেন।

ছারপোকার পত্র।

(ছার পোকা সমিতির জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক লিখিত)

মাননীয় শ্রীমতী বঙ্গমহিলা ঠাকুরাণীগণ
সমীপেষু।

যথাবিধি সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এ দীনের নাম দ্রুতগামী, পদবী ছারপোকা, জাতিতে কীট, নিবাস বালিসের কোণ, পেশা মনুষ্য জাতির রক্ত শোষণ। মহাশয়াদিগের অবিদিত নাই, শ্রীশ্রীষষ্ঠী ঠাকুরাণীর অনুগ্রহে আমাদিগের বংশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, আপনারা এত বড় পৃথিবীতে দশ বৎসরে ৩ কোটী ৫০লক্ষ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছেন, আমরা এক এক গৃহে প্রতিবর্ষে প্রায় ৬ কোটী হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকি, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আপনাদের জিঘাংসা বৃত্তির প্রবলতায় আমাদিগের শিশু বৃদ্ধ ও যুবক যুবতীগণ অকালে কালকবলে পতিত হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইতেছেন, এবং আমাদিগের জাতীয় জীবনেরও দারুণ অবনতি হইতেছে। মনুষ্য-জগতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পলাতক ব্যক্তিগণ, বীর পুরুষদিগের নিকটে 'কাপুরুষ' বিবেচনায়, শমন হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন; আমাদিগের দুরদৃষ্ট ক্রমে আপনাদিগের কাছে সে বিচার নাই-যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমরা নাকে খত দিয়া পলায়ন করিয়া, আমাদিগের দুর্গগহ্বরে আশ্রয় লইয়া কোনও ক্রমে আপনাদিগের হস্তে নিস্তার পাই না। আপনারা প্রাণপণে আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির ও বিনাবিচারে হত্যা করেন। ভীরু অক্ষম দুর্ব্বল দেখিয়া ও "ছার পোকা" বিবেচনায় পরিত্যাগ করেন না! আপনাদের ন্যায় বীরাঙ্গনাগণের বীরত্বে এতাদৃশ কলঙ্ক কেন, তাহা আমাদের কীটবুদ্ধিতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। যাহাহউক এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণাশয়ে আমরা এক "জাতীয় সমিতি" স্থাপন করিয়াছি, তাহাতে অনেক চিন্তাশীল, বহুদর্শী, স্ত্রী পুরুষ আছেন। সেই সকল সম্মানিত ছারপোকা ও ছারপোকানীগণ আপনাদিগের নিকটে এই প্রার্থনা লিখিতে আমাকে নিয়োজিত করেন; আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা জাতীয় জীবনের মূল্য বুঝেন, তাঁহারা আমাদিগের এ কার্য্যকে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিবেন না। এ কথাও বলা আবশ্যক আপনাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের জন্যেই আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই জন্য আপনাদিগের নিকটেই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আপনাদের জিঘাংসাবৃত্তি আমাদের উপরে এত প্রবল কেন, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া জ্ঞানী ছারপোকা ও ছারপোকানী গণ যে যে কারণ নির্দ্ধা-

রণ করেন এবং যে যে উপায়ে আপনাদিগের ঐ কুপ্রবৃত্তি দূর হইতে পারে, আমরা তদ্বিষয় আনুক্রমিক লিখিতেছি।

১ম। আপনারা আমাদিগকে অতি নীচ জন্তু মনে করিয়া ঘৃণা করেন।

২য়। আমাদিগের দৈহিক সৌরভ কে "দুর্গন্ধ" বিবেচনা করেন। সেই জন্যে আমাদিগকে শয্যা পার্শ্বে স্থান লইতে দেখিলে কুপিতা হন।

৩য়। আপনাদিগের অধিকৃত স্থানে বাস করি বলিয়া আমাদিগকে তাড়িত করেন।

৪র্থ। শোণিতপায়ী বলিয়া বিনা বিচারেই আমাদিগকে হত্যা করেন।

এই কয়টী কারণেই আপনারা আমাদিগের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে, এ সকল কারণই যে আপনাদিগের ভ্রমপ্রমাদসম্ভূত এ কথা স্পষ্টই অনুভূত হয়। এই সকল ভ্রম হইতে মুক্ত হইলে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে আবদ্ধ হইতে পারি; এই বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া আপনাদিগের ভ্রম অপনোদনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ আপনারা আমাদিগকে নীচ জন্তু মনে করেন, কিন্তু বিবেচনা করুন, আমরা "নীচ" কিসে? আমরা ক্ষুদ্র কীট সত্য, কিন্তু এ জগতে কীটাণু কে নহে? আপনাদিগের চক্ষে আমরা যেরূপ "কীট" বলিয়া বিবেচিত হই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চক্ষে আপনারাও সেইরূপ "কীটাণু" বলিয়া বিবেচিত হন। এই কথা বিবেচনা করিয়া, নিজেদের যত বড় মনে করেন, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট মনে করিলে, আমাদিগকে "কীটাণু" বলিয়া মনে হইবে না। তবে আমরা লেখা পড়া জানিনা বলিয়া * যদি আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাহা হইলে বলি, হে মহোদয়াগণ! লেখা পড়া না জানিয়াও ছারপোকাজাতি মূর্খ নহে—আমাদের ছারপোকানীতত্ত্বে মূর্খের লক্ষণ যাহা লিখিত আছে, তাহা লিখিতেছি:—

"যিনি বিদ্যাবতী হইয়াও কুঅভ্যাস ও কদাচারের বশীভূতা, হিতাহিত জ্ঞান সত্ত্বেও অজ্ঞান জনোচিত কার্য্যে প্রবৃত্তা, যাঁহার নিজের মস্তিষ্ক নাই অথচ পরের মস্তিষ্ক লইয়া তর্কবাগীশপনা করেন, তিনি মূর্খ। যিনি লোকের প্রশংসার লোভে সত্য গোপন করেন, কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অতিক্রম করেন, লোকে—প্রকৃত জ্ঞানী লোকে ভ্রম দেখাইয়া দিলেও যিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করেন, তিনি মূর্খ। যিনি রমণী জন্ম পাইয়া পুরুষবেশে থাকিতে ইচ্ছা করেন, চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের, হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের এবং রমণীর সহিত পুরুষের স্বাভাবিক

* আমরা লেখা পড়া না জানিয়াও বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে জানি, কারণ বাঙ্গালা ভাষা কোনও "ভাষা" নহে। উহা অসভ্য জনোচিত খেয়াল মাত্র। অনেক বাঙ্গালির মুখেই শুনিয়াছি। ছারপোকা।

পার্থক্য বুঝিয়াও অস্বীকার করেন, তিনি মূর্খ ইত্যাদি। ছারপোকীয় দার্শনিকগণ মূর্খের এই সকল লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত লিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। যাহা হউক ইহা দ্বারা আপনারা এইটুকু বুঝিতে পারিবেন ছারপোকাগণ পণ্ডিত হউক না হউক মূর্খ নহে। আর আপনারা যে লেখা পড়া শিখিয়াছেন বলিয়া ছারপোকাদিগের নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, ইহাই আপনাদের পরম মূর্খতা। এ জগতে বিদ্যাবতীদিগের নিকটে লোক অনেক আশা করে—তাঁহারা কুমারী হইলে ভগিনী ডোরা বা নাইটিঙ্গেলের প্রদর্শিত পথে চলিবেন, সধবা হইলে মহাদেবের সহধর্ম্মিণী গণেষজননী অন্নপূর্ণা পার্ব্বতী দেবীর মত থাকিবেন, আর বিধবা হইলে লীলাবতী, পণ্ডিতা রমাবাই প্রভৃতির মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিতা হইবেন। আর বিদ্যাশিক্ষার ফলটা যেন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া, কেবল নিজের ভোগে না লাগে। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা মূর্খ, যাহারা চির দিন আঁধারে কাটাইতেছে, তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া ঠাট্টা না করিয়া তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য চেষ্টা করা বিদ্যাবতীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা করিতে দেখিলেই আপনাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিব, নচেৎ ছারপোকা—মূর্খ নিরক্ষর ছারপোকার চক্ষে আপনাদের মহত্ব ও বিদ্যাবত্তা "বোঝা বহন" রূপে প্রতীত হইবে। যে পত্রের কাজে লাগিল না, যাহা দ্বারা পরের কিছুই উপকার হইল না, তাহার মনুষ্য জন্ম হইতে ছারপোকা জন্মই শ্রেষ্ঠতর, মনে করি।"

আর বলুন দেখি, আপনারা "মহত্ব" বলেন কাহাকে? আত্মার সদ্‌গুণকে যদি "মহত্ব" বলেন, তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালির মেয়ে হইতে ছারপোকাজাতি কখনই নীচ নহে। ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনালোচ্য, সাধারণতঃ বাঙ্গালির মেয়েরা না জানেন একতা, না জানেন জাতীয়তা! আমরা বহুগোষ্ঠী মিলিয়া মিশিয়া যে রকম সদ্ভাবে বসতি করি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। হিংসা, বিবাদ প্রভৃতি আমাদের দেশে কখনও হয় না। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়েরা পাঁচটী একত্র হইলে হয় ঝগড়া নয় হিংসা, একান্তপক্ষে অহঙ্কারের ছড়াছড়ি। "পরশ্রী কাতরতা" কি রকম, আমরা ছারপোকাজাতি তাহা সাত জন্মেও জানিনা, আপনারা পরহিংসা পর পীড়নের মূর্ত্তি! সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতাতেই তৎপর! এখন জিজ্ঞাসা করি, হে বঙ্গগৃহলক্ষ্মীগণ! আপনারা এই উদার, সহৃদয়, স্বজাতিবৎসল ছারপোকাদিগকে এখনও কি "নীচ" মনে করিবেন? প্রকৃতপক্ষে ছারপোকাজাতি ঘৃণিত কখনই নহে।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা আমাদিগের দেহ সৌরভকে দুর্গন্ধ মনে করেন, ইহা

অতিশয় ভ্রম। কারণ আপনারা যে অডিকলম, ল্যাবেণ্ডার, আতর, গোলাপ প্রভৃতির কৃত্রিম গন্ধে আপনাদিগকে সুবাসিত করেন, সেই গন্ধগুলাকে বাস্তবিকই দুর্গন্ধ বলা যায়। যাহা কৃত্রিম, যাহা অস্বাভাবিক, যাহা দ্বারা মানবের অন্যায় ভোগলালসা উত্তেজিত হয়, তাহাই দুর্গন্ধ বিবেচনায় পরিত্যাজ্য, এ কথা আমরা লিখিতেছি এই জন্যে যে আপনারা কৃত্রিম বস্তুতে ভুলিয়া, সার ও অকৃত্রিম পদার্থের অনাদর করেন! এ কাজটা বড়ই অন্যায়। যাহাহউক আমাদিগের গায়ের গন্ধ "দুর্গন্ধ" কখনই নহে। আপনারা যদি আমাদিগকে ভালবাসিতে পারেন, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। আসল কথা এ জগতের বাহ্ সৌন্দর্য্য—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ স্থূলেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রীতিই উহাদিগের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সাধন করে। আপনারা আমাদিগকে প্রীতি দান করিতে পারিলে, এ বিষয় স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ আমাদিগের বাসস্থান আপনাদিগের অধিকৃত এ কথা সত্য, এবং আমাদিগকে সুখে ও সচ্ছন্দে বাস করিতে দেওয়া, আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা আরও সত্য। কারণ দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই বলবানের ধর্ম্ম, ইহার অন্যথা করিলে অধর্ম্ম হয়। নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া বাঙ্গালি ইংরেজের শরণাগত, আর ছারপোকা জাতি বঙ্গ মহিলাগণের শরণাগত। আমাদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে এই শরণাগত জাতিকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপনারা হিংসা করিতে ও হত্যা করিতে প্রস্তত। ইহাতে কি আপনাদিগের ন্যায়পরতা বৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না?

আর এক কথা, মনুষ্যজাতির ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম শুনিতে পাই, যে কোনও ব্যক্তি বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে কোনও স্থানে বাস করিলে, তাহাকে সে স্থান হইতে তাড়ান যায় না। আর আমরা ছারপোকাগণ শত সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যে সকল বিছানা মাদুর ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, আপনারা কোন্ হিসাবে তাহা হইতে আমাদিগকে তাড়াইতে চাহেন, তাহা আমাদের ছারপোকা বুদ্ধির অগম্য। যাহাহউক আপনারা এরূপ অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগেকে নিরাপদে বাস করিতে দিবেন, তাহা হইলে উভয়তঃ মঙ্গল হইবে।

চতুর্থতঃ অমরা শোণিতপায়ী এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কে কাহার রক্ত পান না করেন? কন্যা রূপে মাতার রক্ত, পুত্রবধূ রূপে বৃদ্ধা শাশুড়ীর রক্ত, ননদিনী রূপে ভ্রাতৃজায়ার রক্ত, ভ্রাতৃজায়া রূপে ননদিনীর রক্ত,

সধবা রূপে স্বামীর অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের রক্ত, বিধবা রূপে যাহাদের "গলগ্রহ" স্বরূপ আছেন তাহাদের রক্ত, হিংসুক রূপে স্বজাতীয়াদিগের রক্ত এবং "হাম্‌-বড়া" রূপে নিজে নিজের রক্ত কখন না পান করিতেছেন? হায় রে! যে জাতির মধ্যে এত রক্ত খাওয়া খাওয়ি প্রচলিত, আমরা পেটের দায়ে লোমকূপ হইতে এক বিন্দু রক্ত পান করিলে সেই জাতি কি না আমাদিগকে হত্যা করেন! এ দুঃখ বলিবই বা কাহাকে, শুনিবেইবা কে? ক্ষোভে বুক ফাটিয়া যায়!

হে বঙ্গবাসিনীগণ! যদি আপনাদের হৃদয় থাকিত, যদি আপনাদের ছারপোকা জাতির ন্যায় বিচার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কখনই এ রকম নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্তা হইতে পারিতেন না! মনুষ্য জাতির ন্যায় সকল জাতিরই ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আছে। অধিকন্তু পেট জ্বলিয়া উঠিলে মনুষ্য জাতির জ্ঞান কাণ্ড থাকেনা, চোর হয়, হত্যাকারী হয়, আর বেশি বলিব কি? কিন্তু অদ্যাপি ছারপোকা বংশে সেরূপ কলঙ্ক হয় নাই। আমরা প্রাণান্তে সেরূপ অন্যায় পথে যাই না। তবে আপনাদিগের দেহে যথেষ্ট বদ রক্ত সঞ্চিত আছে জানিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষার্থে ও আপনাদিগের উপকারার্থে এক এক চুমুক পান করি, ইহাতে আমাদিগের প্রতি এরূপ রণচণ্ডী বেশ ধরিয়া, ছারপোক সমরে অবতীর্ণ হওয়াটা কতদূর ন্যায়সঙ্গত সে বিষয় নিজেরাই বলুন।

হে সদাশয়া মহিলাগণ! আপনাদের মুখে শুনিয়া থাকি "পরোপকারই ধর্ম্ম এবং পরার্থে আত্মত্যাগই পুণ্য," কিন্তু বলিতে দুঃখিত হইতেছি, আমাদের জীবনের পরীক্ষায় এ রকম একটী বারও দেখিলাম না, অথবা ছারপোকা দিগের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ঘটনাও শুনি-লাম না যে ছারপোকাদিগের মঙ্গলাশয়ে বঙ্গ মহিলারা অনায়াসে একবিন্দু রক্ত ত্যাগ করিয়াছেন! কাজেই বলিতে হয়, বঙ্গ মহিলাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, কেবল বাক্যে, কার্য্যে কিছুই নহে। কত লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পরকে উপ-দেশ দিতে খুব মজবুত, কিন্তু নিজেরা এমনই দুর্ব্বল, এমনই অসংযত, যে আমরা ছারপোকারাও তাঁহাদিগকে "কৃপাপাত্রী" বিবেচনা করি। মনুষ্য জীবন অসম্পূর্ণ, ভ্রম বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক যে সকল ত্রুটি আচরিত হয়, তাহার নিমিত্ত বিশেষ দোষ দিতে পারি না—সে রূপ ত্রুটি, ভ্রম, জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে পারে. কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কুপ্রবৃত্তির উত্তে-জনায়, আত্ম দুর্ব্বলতায়, মানব যদি তাহার ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি গুলি মলিন করে, যদি আত্মদোষ বুঝিয়াও তাহা দূর করিবার জন্যে এক, দুই, বহুবার চেষ্টা না করে, যদি জগতের সকল জিনিস অপেক্ষা "সাধুজীবন" তাহার

বাঞ্ছিত না হয়, যদি নিজে আত্মসংযমে, আত্মগঠনে অক্ষম হইয়া, কুপ্রবৃত্তিদিগের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া, "ত্বয়া হৃষিকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" বলিয়া নিজের মলিনতা, নিজের অসংযততা, জ্ঞান স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের উপরে চাপাইয়া অনুতাপের জ্বালাটা, সাধু জীবনের কামনাটা একেবারে নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—তাহা হইলে হে মহাশয়াগণ! এ কীটাধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন—তাহা হইলে "মনুষ্যত্ব" হইতে "ছারপোকাত্ব" সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ ছারপোকা জাতির যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, তাহারা কোনও দিন "মুখসর্ব্বস্ব" নহে।

যাহাহউক প্রিয় মহোদয়া গণ! ছারপোকা দিগের জন্যে শোণিত ত্যাগ করা ও ছার পোকা দিগের কর্তৃক শোণিত গ্রহণ জন্য স্বাস্থ্য চুল্‌কনাটি প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করাই আপনাদের পরম ধর্ম্ম। আপনারা আলস্য, ঔদাস্য ও অনভিজ্ঞতায় সে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারেন না, আমরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে এই পবিত্র পুণ্যভাগিনী করি। এই কথা বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদিগের সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া,আমাদিগের সহিত সহৃদয় বন্ধুবৎ আচরণ করিবেন, আমাদিগের প্রার্থনাও এই, ভরসাও এই।

দুঃখের বিষয় কি বলিব—ছারপোকা দিগের নিকটে আপনারা এতই ভয়ানক বিবেচিত হইতেছেন যে, মানব জাতীয় কবিগণ আপনাদের যে হস্তকে কমলকর ও যে হস্তাঙ্গুলিকে চম্পককলিকাবলী বলিয়া গৌরব করেন, ছারপোকা জাতীয় কবিগণ সেই হস্তকে করাল যমকর ও সেই হস্তাঙ্গুলিগুলিকে প্রাণনাশক কামান শ্রেণী বলিয়া ভয়ে মরেন! অতএব আপনাদের এই জাতীয় কলঙ্ক ত্বরায় দূর করুন।

শেষ কথা এই যে আমরা সকলেই এজগতের জন্যে কাজ করিতে আসিয়াছি। আপনারা আসিয়াছেন খাওয়াইবার জন্যে আমরা আসিয়াছি খাইবার জন্যে। মাতার সহিত শিশুর, স্বামীর সহিত বঙ্গমহিলার আর বঙ্গমহিলার সহিত ছারপোকার চিরকালই এই সম্বন্ধ। ইহার অন্যথায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব হে ছারপোকাকুলনিস্তারিণীগণ! এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আপনারা ছারপোকা জাতির ভরণ পোষণ রূপ সৎকার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন,ইহাই আপনাদিগের নিকট প্রার্থনীয়।

এইখানে একটি কথা আছে, কথাটী এই যে আপনারা বলিতে পারেন "কেবল কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অধিকাংশ বঙ্গমহিলার রীতি বিরুদ্ধ কার্য্য; এক পয়সা মূল্যের কার্য্য করিয়া যদি পাঁচ পয়সা মূল্যের সুখ্যাতি কিনিতে না পারি, তবে ধিক্ আমাদের বঙ্গ মহিলাত্বে!" একথার সময়োপযোগিতা আমরা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করি, এবং আপনারা যদ্যপি আমাদের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে ছারপোকা রক্ষণ রূপ কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্মরণীয় হয়, সেই রূপ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ আপনাদের জন্যে আমরাই স্থাপন করিতে পারি; অতএব এখন হইতে নাশ্য নাশক সম্বন্ধ দূর হইয়া আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যেন প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এখন হইতে মশারির মুড়ে বালিসের কোণে, গদীর ধারে, খাট পালঙ্কের ফাঁকে, দেওয়ালের ফাটালে বা কড়ীকাঠে লুকাইলে আমাদিগকে হাতড়াইয়া বাহির করিবেন না, এই অনুরোধও চির দিন স্মরণ রাখিবেন।

আপনারা আমাদের জীবন মরণের বিধাত্রী। এরূপ স্থলে খোসামোদের পরিবর্ত্তে রুক্ষ কথা বলায় আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি। কিন্তু ছারপোকা জাতি কখনও নেমকহারাম নহে। যাঁহাদের রক্ত খাইয়া এত বড় হইয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহাদের নিকটে অনেক আশা রাখি, তাঁহাদিগের চরিত্রের দোষ বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে নীরব থাকা আমাদের ছারপোকা জাতির অকর্ত্তব্য। ছারপোকাদিগের নিকটে শিষ্টাচার আদরণীয়, খোসামোদ ঘৃণিত। সেই জন্যে আমাদের ছারপোকীয় জ্ঞান ও কর্ত্তব্যের সম্মান রক্ষা করিতে এই পত্র লিখিলাম।

এখন এই একটী কথা বলি যে পরনিন্দা পরহিংসা, কলহপ্রিয়তা, অনুদারতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি আত্মার ক্ষতিকারক দোষগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান ধর্ম্ম ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের হৃদয়, সংসার, সমাজ ও মাতৃভূমি সুখ শান্তির আগার করুন। আপনাদের মন সকল রকম অসত্য, অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়া বিমল স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। ভগবানের চরণে আপনারা সকলেই সেই প্রার্থনা করিবেন, এবং যাহাতে সেইরূপ হইতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। জানিবেন "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"।—এইরূপ কার্য্যে আপনারা সুখী হইবেন এই কারণে যে ইহা দ্বারা আপনাদের রমণীজন্ম সফল হইবে; আর আমরা সুখী হইব এই কারণে যে দোষগুলির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলে আপনাদিগের রক্ত অধিকতর সুমধুর হইবে, ছারপোকাগণ আনন্দে পান করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবে। বলিতে কি ঐ দোষগুলার জন্য আপনাদিগের রক্ত অনেক সময়ে বিস্বাদ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।

ছারপোকাগণ আপনাদের চির সহচর; বাঙ্গালির মৃত দেহের সহিত যে মাদুর কাঁথা দেওয়া হয়, ছারপোকাগণ তাহাতেও জড়িত থাকে, এবং জ্বলন্ত চিতার অন্তিমে এক সঙ্গে ভস্ম হয়।

এ হেন জীবন মরণের সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তবে আর কি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

নিবেদন মিতি।

লেখক—
একান্ত ভীত, শরণাগত, বিনীত অথচ
চির শুভানুধ্যায়ী
শ্রীদ্রুতগামী ছারপোকা
সাং আপনাদের শয্যা।
প্রকাশিকা জনৈক বঙ্গ মহিলা।*

চিত্র চতুর্দ্দশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

তৃতীয় চিত্র।

দক্ষালয়।

সুরধুনী তটে, পুর মনোরম,
দেবতা-বাঞ্ছিত সিদ্ধ পীঠ স্থান,
বসন্ত-সেবিত শান্ত রসাশ্রম,
রাগে ছয় রাগ নিত্য বর্ত্তমান।
ফুল্ল ফুল ফলে শোভে উপবন,
চির-নিনাদিত বিহঙ্গ কূজনে,
সাধু, যতি, যোগী সিদ্ধ তপোধন
তপ জপ যোগে রত তপোবনে।
অদূরে হিমাদ্রি তুলিয়া শিখর
শুভ্র ধবলিত নিয়ত নিহারে,
সাজিয়া উঠিছে উত্তর উত্তর
ধরিতে অরুণে স্বর্গ পুরোদ্বারে।
মধ্যে নীল ধারা— ত্রিপথগামিনী
আনন্দ প্রবাহে মিলিতা হইয়া,
ভেটিতে সাগরে ধায় তরঙ্গিণী,
মেদিনী হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া।
কূলে পুণ্যধাম শিব স্বাস্থ্যালয়
পৌরাণিক দক্ষ নৃপতি-ভবন।
পুণ্যফলে যাঁর শিবানী সদয়,
কন্যাভাবে জন্ম করিলা গ্রহণ।

---

* অত্র পত্রে পাঠিকা ভগিনীদের নিকটে আমি এই পত্র প্রকাশের কৈফিয়ৎ দিতেছি। ছারপোকাদিগের সহিত আমার কোনওরূপ সহানুভূতি নাই অথবা কোনওরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিবার মত নীচাশয়তাও অদ্যাপি হয় নাই। ছারপোকাদিগের সহিত পাঠিকা ভগিনীদিগের যে সম্বন্ধ, আমারও তাহাই। তথাপি আমি এই পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি এই জন্য যে, আমার অভিভাবকদিগের নিকটে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছি "পরম শত্রুরও উপকার করিবে"। কিন্তু এ উপদেশ যে কখনও কাজে আনিয়াছি, তাহা স্মরণ হয় না; ভবিষ্যতে যে পারিব, ততদূর ভরসা করি না। এরূপ স্থলে এই নিন্দুক, রক্তখোর, দারুণ শত্রু ছারপোকাদিগের পত্রখানি আজি প্রকাশ করিয়াই আমি আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছি! আমার মনে হইতেছে যেন ইহারা আমার বাম গণ্ডে আঘাত করিয়াছিল,

সাধ্বী ভাগ্যবতী প্রসূতি উদরে
অবতীর্ণা পূর্ণা মহাশক্তি সতী,
সতীত্ব মাহাত্ম্য প্রচারের তরে
শিখাইতে লোকে ভক্তি পতিপ্রতি।
পতিনিন্দা শুনি ত্যজিলেন প্রাণ,
সাক্ষী সতীকুণ্ড অদ্যাপি সেস্থানে,
কন্যা হেতু দক্ষ পুনঃ পান প্রাণ,
দক্ষেশ্বর শিব পূজার বিধানে।
অদ্যাপিও দক্ষেশ্বর
শিব বর্ত্তমান,
পার্শ্বে হোমকুণ্ড চিহ্ন
যজ্ঞনাশ স্থান।

চতুর্থ চিত্র।

হরদ্বার।

দক্ষালয় পার্শ্বে মোক্ষ হরদ্বার
ত্রিপথগামিনী পূত উপকূলে,
দিব্য শর্ব্বধাম শিব পুণ্যাগার,
দর্শনে কলুষ বিনাশ সমূলে।
ভক্তিভরে করি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান
নিষ্পাপী ভকত বিশ্বেশ্বরে পূজি,
বিধিমতে করি কুশাবর্ত্তে দান
পুণ্যফলে লভে হরদ্বার কুঞ্জি।
সাধনার বলে খুলে পুণ্যদ্বার
ভবের ভবনে করিলে প্রবেশ,
ইহলোকে সুখ ভুঞ্জিয়া অপার,
পরলোকে মুক্তি লভয়ে অশেষ।
বিশেষতঃ চৈত্রস্নানে পূত চিত,
কুম্ভ যোগস্নান ফল নাহি ক্ষয়,
স্বয়ং ভগবান্ ভব হয়ে প্রীত
চিরদিন দেন ভকতে আশ্রয়।
সম্মুখে হিমাদ্রি শিখর যথায়
নীলধারা তটে সুরধুনী পারে,
বসিলা চণ্ডিকা ত্যজি সতী-কায়
পাপ দক্ষযজ্ঞ নাশ দেখিবারে।
পরে গিরিপুরে করিয়া প্রবেশ
মেনকার গর্ভে জনম লভিলা,
গৌরীকালে ব্রত আচরি বিশেষ
প্রকৃতি পুরুষ ভাব প্রকাশিলা।
স্ববাসিনী † গৌরীকুণ্ড
অদ্যাপি প্রমাণ
পার্শ্বে বিশ্বেশ্বর শিব'
নিত্য বর্ত্তমান। ‡

আমি দক্ষিণ গণ্ড পাতিয়া দিতেছি!! অতএব প্রিয় ভগিনীগণ, এই ছারপোকা-হিতৈষিতার জন্য আমাকে গালাগালির পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করুন, কারণ এইটী আমার "নিষ্কাম ধর্ম্ম"। আর ছারপোকাদিগের অনেক অসার কথার মধ্যে কিছু কিছু সার কথা আছে, তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনারা উপকৃত হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

আপনাদেরই "প্রকাশিকা।"

† স্ববাসিনী—চিরপিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা।

‡ কবি তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ করিয়া তাহাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি তাহাই লিখিয়াছেন।

গৃহলক্ষ্মী।

(শেষ)

৪

যখন শচীন্দ্র মুখ তুলিলেন, যখন সেই ঘনীভূত দুঃখরাশি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত "লঘু" বিবেচিত হইল, তখন শচীন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দরজার নিকটে, মুকুল দাঁড়াইয়া।

মুকুলের স্বভাব সহজেই প্রফুল্লতা-পূর্ণ, দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময়েই মুকুল হাসে। আজি সে হাসি লহরে লহরে উছলিয়া পড়িতেছিল, আজি মুকুলের জগৎ মধুমাখা, আনন্দমাখা অনুভব হইতেছিল; চাঁদের যেন পৌর্ণমাসী হইয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীর গালি খাইয়া শাশুড়ীর চক্ষে জল দেখিয়া উচ্ছ্বসিত উল্লাস মনেতেই বিলীন হইল। সে পূর্ণচন্দ্র মেঘে ঢাকিয়া গেল। শচীন্দ্র যখন মুকুলকে দেখিলেন, সে তখন আর সহাস্যমুখী বালিকা নহে, সে বিষণ্ণ গম্ভীরা রমণী; মুকুলের মুখ দেখিয়া বুক কাঁপিল।—আনন্দে নহে, কি এক অজানিত দুঃখে।

সুশিক্ষিত, উন্নতচেতা শচীন্দ্র মুকুলের দোষ গুলি বিশেষ রূপে দেখিলেও, তাহার মুখখানি বড় সুন্দর, তাহার কথাগুলি আরও সুন্দর। এই কারণে শচীন্দ্র—তেজস্বী শচীন্দ্র মায়ের নিকটে যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন, মুকুলের নিকটে অনেকটা সংযত হইয়া থাকেন। যখন শচীন্দ্রের বীর-হৃদয়ে ক্রোধ দেবতার আবির্ভাব হয়, তখন মা'ই হোন্ আর বন্ধুরাই হোন্, কেহই শচীন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইতে পারেন না.! কিন্তু সেই 'অশিক্ষিতা' মুকুলের মুখে কি মাখা আছে কে জানে, তাহার মুখ দেখিলেই শচীন্দ্রের রাগ একেবারে জল হইয়া যায়! এই কারণে পাড়ার ভিতর যাহারা "পোড়া লোক" যাহাদের, একবিন্দু "সহৃদয়তা" নাই, তাহারাই আমাদের শচীন্দ্রের মত উন্নতচেতা পুরুষকে "স্ত্রৈণ" বলিতে চায়! শুনিতে পাই অতি গোপনে কেহ কেহ একথা বলাবলি করিয়াও থাকে !!

এখন আর বলা বাহুল্য যে বিষাদাকুলা মুকুলকে দেখিয়া শচীন্দ্র আত্মদুঃখ বিদায় দিয়া তাহাকে বলিলেন "দরজায় রয়েছ কেন? ঘরে এস মুকুল!" মুকুল ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল, একটিও কথা কহিল না।

মুকুল নিকটে আসিলে শচীন্দ্র পকেট হইতে একটী সাটিনের বডী বাহির করিয়া মুকুলের হাতে দিয়া বলিলেন "এই দেখ তোমার জন্যে কেমন সুন্দর জিনিস এনেছি, গায়ে দাও দেখি?"

বড়ী শচীন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়া মুকুল চক্ষু মুছিল। দেখিয়া শচীন্দ্র বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন বলিলেন "মুকুল! কি হইয়াছে?" মুকুলের অশ্রু শচীন্দ্রের অসহনীয়।

মুকুল কাতর স্বরে বলিল "মা ঘরে শুয়ে কাঁদছেন, আমি কি সুখে বড়ী গায়ে দিব?"

শচীন্দ্র গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে বলিলেন "তা বুঝেছি মুকুল, এখন ঈশ্বর করেন তো বি,এ টা পাশ কোত্তে পাল্লে একটা চাকরির যোগাড় করি। তোমায় বিদেশে নিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি; মা' তোমাকে ভারি কষ্ট দেয়, মা'র মনটা হিংসায় ভরা"—মুকুল আর বলিতে দিল না, হাত দুইখানি যোড় করিয়া বলিয়া উঠিল "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন কথা বলিও না; মা'কে নিন্দা করিলে পাপ হয়, মা' জগতের দেবতা।"

শচীন্দ্র হাসিলেন—সোজা হাসি নহে মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের ভুল দেখিলে যে রকম হাসি হাসেন, শচীন্দ্র সেই রকম হাসি হাসিয়া বলিলেন "মা যদি অন্যায় কাজ করেন, যদি সত্যের অনুরোধে মা'কে নিন্দা করি, তাহা হইলে পাপ হইবে কেন?" মুকুল সকাতরে উত্তর করিল "তা আমি জানিনা, মা'র উপরে রাগ করিলে, মা'কে শক্ত কথা বলিলে, আর মা'র চোখের জল ফেলাইলে সন্তানের পাপ হয়, তোমার পায়ে পড়ি সে রকম কাজ তুমি কখনই করিও না।—আর যদি মা'র কোনও দোষ থাকে, তবে মা'কে বুঝিয়ে বলাই আমাদের কাজ; আমার কাছে মা'র দোষের কথা বোল্লে মা'র উপরে যদি আমার অভক্তি হয়?"

শচীন্দ্র একটু লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তবুতো শচীন্দ্র, তবুতো উন্নতচেতা, ভাঙেন তবু দমেন না; শচীন্দ্র বলিতে লাগিলেন "কথা কি মুকুল, মা তোমায় ভাল বাসে না, মা'র উপরে তাই আমার রাগ হয়।"

মু। না, না, তোমার বুঝ্তে ভুল হয়েছে, মা' আমাকে খুব ভাল বাসেন। তবে রাগ হলে দু'কথা বলা ওঁর অভ্যাস।

শচীন্দ্র হাসিলেন, তার পরে বলিলেন "খুবই ভালবাসেন বলেই অত করে খাটিয়ে নিয়ে বেড়ান? খুবই ভাল বাসেন বলেই তোমার জন্যে ত্রিশ টাকা দিয়ে বড়ী কিনেছি শুনে আমার উপরে রাগ করেন? এ নূতন রকমের ভালবাসা বটে!"

মু। তুমি তাই মনে কর? আমি তোমার কাছে দিব্যি কোরে বোলছি আমি ইচ্ছা করেই কাজ কর্ম্ম করি। মা'র এখন পড়ন্ত বয়স, আমার উঠন্ত বয়স; মা' কাজ কোর্‌বেন, আমি তাই দেখ্‌ব?—ধিক্ আমাকে! সেই জন্যে মা' কোন কাজ কোত্তে গেলেও আমি মা'কে তা কোত্তে দেই না। আর বড়ীর

কথা কি বোল্‌চো, আমাদের এমন অবস্থা নয় যে আমি ত্রিশ টাকা দামের শাড়ী পা'র দিব! দেখ গহনায় তবু কতক লাভ আছে, কাপড় কয় দিন থাকে? তাই মা বলেন ঐ টাকা গুলি যদি সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখে দিতে, তবে কত সুবিধে হত? ভদ্রলোকের মত কাপড় ও দুই চারিখানা গহনা থাক্‌লেই আমাদের অবস্থায় যথেষ্ট।—দেখ দেখি মা' কেমন বোঝেন? মা'র মত শুভাকাঙ্ক্ষিণী আমাদের কে আছেন?

শচীন্দ্র কোনও কথা বলিলেন না, এক দৃষ্টে মুকুলের সুন্দর মুখ খানি দেখিতেছিলেন, মুকুল ঘোম্‌টাটী একটু টানিয়া আবার বলিতে লাগিল "যদি মা' আমাকে ভাল নাও বাসেন, তাই বলে মা'র মনে আমরা কি কষ্ট দেব? সে কাজটা কি আমাদের উচিত?"

এবার শচীন্দ্র কথা কহিলেন "যে আমার স্নেহের প্রতিমা, যে আমার হৃদয়াগারের আলোক, তা'কে যদি মা' ভাল না বাসেন- তবে আমি কেন, এ জগতে কেহই নীরবে সহিতে পারে না।"

মুকুল গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "মা'র তুলনায় আমি কে বল দেখি? যিনি গর্ভে ধারণ করে অবধি এ পর্য্যন্ত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা না ক'রে মুখে জল বিন্দু দেন না, এ জগৎ সবই যাঁহার স্নেহের ফলে পেয়েছ, আমি কে যে আমাকে ভাল বাসেন না বলে সেই মা'র মনে ব্যথা দেবে? তিনি যে রকম লোকই হউন, তোমার শরীর, মন, প্রাণ সব সেই মা'রই।"

মুকুল শচীন্দ্রের "কে?" সহধর্ম্মিণীত্বে বাস্তবিক কোনও উচ্চ গৌরব আছে কিনা, তাহা যে মুকুল বোঝে না এ কথা আমাদের কথনই বিশ্বাস হয় না। তবে এরূপ হীনত্ব স্বীকার করিয়া, এরূপ আপনাকে খাটো করিয়া তাহার কি মান বাড়িবে, তাহা সেইই জানে, আমরা জানিব কি করিয়া?

শচীন্দ্র মুকুলের হাত নিজ হাতে লইলেন। অন্য কেহ শচীন্দ্রের নিকটে এ রকম "জ্যাঠামি" করিলে সে যে অর্দ্ধ-চন্দ্র পাইয়া ফিরিত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আগে যাহা বলিয়াছি—মুকুলের মুখখানি বড় সুন্দর, অন্য লোকের চক্ষে যে রকমই হউক, শচীন্দ্রের চক্ষে "এমন সুন্দর মুখ আর নাই"! তাই সে মিরাণ্ডা ক্লোটিডা না হইলেও শচীন্দ্র সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছুক, তাই অর্দ্ধচন্দ্রের পরিবর্ত্তে হইল "শেক হ্যাণ্ড" ব্যবস্থা!!

কিন্তু তবু মুকুলের মুখ বন্ধ করা আবশ্যক, তাই শচীন্দ্র বলিলেন "মুকুল! আমি ভালবাসি বলিয়াই তোমার দুঃখ নয়? আমার ভালবাসা তোমার অযোগ্য? তাই কেন বল না?"

শচীন্দ্রের একথা বলার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কিন্তু মুকুলের বুকে বড় ব্যথা লাগিল, বোধ হইল কথা গুলায় তাহার হৃদপিণ্ড পিষিয়া গেল, খানিক-

ক্ষণ মুকুল কোনও কথা বলিতে পারিল না, তারপরে আপনা সামলিয়া বলিল "তোমার ভালবাসাই আমার সকল সুখ, সে সুখের তুলনায় জগতের সকল সুখই তুচ্ছ।"

শ। তবে এ সকল কথা বলিতেছ কেন ?

মুকুল স্বামীর পদতলে বসিয়া বলিতে লাগিল "আমাকে ভালবাসিয়া তুমি যে মা'র মনে বেদনা দিবে, আমাকে ভাল বাসিয়া তুমি যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে, তা' আমার প্রাণ থাকিতে সহিতে পারিব না। সে ভালবাসা আমি কখনই চাহি না। এ জগতে সকল জিনিসের অপেক্ষা স্বামীই রমণীর প্রিয়, কিন্তু স্বামীর অপেক্ষাও স্বামীর ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। তোমার ভালবাসার লোভে আমি কি তোমার ধর্ম্মের হানি করিব ? যে তোমার পায়ে একটী কাঁটা ফুটিলে আমার বুকটা শতচীর হইতে থাকে, সেই তোমার অধর্ম্ম হইলে, তোমার আত্মার ক্ষতি হইলে, তোমার মুকুল মরিবে না ?"

উষ্ণ অশ্রুধারায় শচীন্দ্রের পদ-সিক্ত হইতে লাগিল। সে অশ্রুতে শচীন্দ্রের বুক ভিজিল, শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি মুকুলের মুখ চোক মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "মুকুল, আমাকে কি করিতে বল ?" এখন বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না, পোড়া পাড়ার লোকে "স্ত্রৈণ" বলে সে বড় অপরাধ নয়। মুকুল সকাতরে বলিতে লাগিল, "আমার একটী কথা রাখ, অই বডীটা ফিরিয়ে দাও—তুমি যা'র স্বামী, যে তোমার দাসী, তার আবার এসব কৃত্রিম সৌন্দর্য্য কেন ?"

শচীন্দ্রের মুখ লাল হইল, মুকুল বলিতে লাগিল, "আজ তুমি আমার গা' ছুঁয়ে দিব্য কর, উপরে ঈশ্বর সাক্ষী, মা'র সহিত কখনও বিবাদ করিও না —তুমি কথা বা কাজে এমন কিছু করিওনা যাতে মা'র চোখের জল পড়ে। তবে কোনও ভাল কাজ করিলেও মা' যদি ভুল বোঝেন, তা'তে তোমারি বা হাত কি ? আমারি বা হাত কি ? আর এক কথা এই যে তুমি মা'র কাছে গিয়ে করযোড়ে ক্ষমা চাও !"

শচীন্দ্র একটু ভাবিলেন, দুই চারি বার মুকুলের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, শেষে বলিলেন "যা' যা' বলিলে সবই শুনিব মুকুল, কিন্তু মা'র কাছে ক্ষমা চাইতে পারিব না !"

সজল নয়নে মুকুল, শচীন্দ্রের মুখ-পানে চাহিল, শচীন্দ্র বলিলেন "ক্ষমা চাহিতে আমার—ভারি—বড়—ইয়ে, হয়।"

মু। কিয়ে হয় ?

শচীন্দ্র বড় মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু মুকুলের হাতেতো অব্যাহতি নাই, কাজেই সকল কথা খুলিয়া বলিলেন- "কথা কি মুকুল, আমরা লেখা পড়া শিখেছি, আমাদের মনও অবশ্য উন্নত

হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আমাদের লজ্জা করে।”—

মু। তোমার মন উন্নত বলেই আমি তোমার পায়ে ধরে সাধিতেছি, এ জগতে দোষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হীনচেতা কখনই পারে না, সে উন্নতচেতারই কাজ!

আরে জ্বালা! উপায়ান্তর না পাইয়া শচীন্দ্র মুকুলের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন “তবে লক্ষ্মি! তুমি যাও। তুমি আমার হইয়া ক্ষমা চাহিয়া এস।”

মুকুল পোড়ার মুখী সেই রকম জেদে বলিতে লাগিল “মা’র কাছে লজ্জা কিসে? আর আমি গেলে মা’র ক্ষমা আসিতে বিলম্ব হইবে, তোমার মুখ দেখিবামাত্রই মা’র ক্ষমা আসিবে।”

শচীন্দ্র কথা কহিলেন না, নিকটে কালিদাসের কুমারসম্ভব ছিল আনিয়া বলিলেন “মুকুল, কুমার পড়িব শুনিবে?”

বিদ্যুৎবেগে মুকুল শচীন্দ্রের পদতলে পড়িল, স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা দিয়া বলিল “মুকুলের জন্যে মা’কে কাঁদাইয়া কষ্ট বোধ কর না, আর তাহার জন্যে ধর্ম্ম ন্যায় রক্ষা করিতে পারিলে না? আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?”

মুকুল কাঁদিতে লাগিল।

কুমার সম্ভব দূর করিয়া ফেলিয়া শচীন্দ্র মুকুলকে উঠাইলেন। তাহার হাত আপনার হাতে লইয়া বসিলেন, ‘মুকুল, আমি তোমার কথা রাখিব—আমি নরাধম তাই মা’কেও কাঁদাই, তোমাকেও কাঁদাই। আর আমি কাঁদাইব না। ও বডী বিক্রয় করিব, তোমার মত হৃদয়খানি যাহার, তাহার হীরা মুক্তায় প্রয়োজন নাই। আমি শত জন্মের সৌভাগ্যে তোমাকে পাইয়াছি, আমি অন্ধ বলিয়া এমন রত্ন চিনিতে পারি নাই। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, আমি মা’র কাছে চলিলাম। আণ্টিপেটরের সহস্র পত্র আলেকজাণ্ডারের মা’র একবিন্দু চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, আর আমার মা’র চক্ষের জলে আমার অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা কি ভাসিবে না?”

মুকুল একটীও কথা কহিতে পারিল না, কেবলই কাঁদিতেছিল।

৫

মা’র কাছে গিয়া শচীন্দ্রকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল না। শত সহস্র শচীন্দ্রের এমন ক্ষমতা নাই, জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই, যে তাহার শক্তিতে মাতৃস্নেহ পরাস্ত হয়। শচীন্দ্র “মা” বলিয়া ডাকিলেই মা ছেলেয় মাথা বুকে লইয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।—যাহাকে জগৎ সংসার পরিত্যাগ করে, তাহাকে কেবল দুইজন ত্যাগ করে না,—স্বর্গে ঈশ্বর, জগতে মা।

এই দিন হইতে এবাড়ীর সকল অশান্তি দূর হইল। শচীন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান হইয়া দিনে দিনে নিজের ও

সংসারের উন্নতি করিতে লাগিলেন। ইহার অনেকদিন পরে শচীন্দ্র এক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার সহকারিতায় দেশের অনেক গুলি মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইল।

সে দিন মুকুলের শ্বাশুড়ী তাঁহার গুরু ঠাকুরের নিকটে একান্ত গোপনে বলিয়াছিলেন "বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, আপনার আশীর্ব্বাদে এক বৌমার জন্যেই আমার বাড়ী বৈকুণ্ঠ হইয়াছে"।

আমরা বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের হস্তে নববর্ষের প্রীতিউপহার স্বরূপ "গৃহলক্ষ্মীকে" সমর্পণ করিলাম, আশা-করি স্নেহময়ী ভগিনীগণ ইহা স্নেহের চখে দেখিবেন। যদি বঙ্গগৃহের কোথাও শচীন্দ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাম পার্শ্বে যেন মুকুল কুমারীকে বিরাজিতা দেখিতে পাই, ইহাই আমা-দিগের প্রার্থনা।

লেখিকা—
শ্রীমাঃ—

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। ন খলঃ সজ্জনায়তে। ‡
২ ন গাঁ মাগিলে যা,
সাত গাঁ মাগিলেও তা।
৩। ন চ দৈবাৎ পরং বলং।
৪ক। ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ।
৪খ। ন দেবায় ধর্ম্মায়।
৫ক। নরম মাটীতে বিড়ালে আঁচড়ায়।
৫খ। নরক গুলজার।
৬। নরাণাং নাপিতোধূর্ত্তঃ।
৭। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।
৮। নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।
৯। নাই বা দিলে তাইবা কি,
গুড়ে মণ্ডার অভাব কি?
১০। নাই ঘরে খাঁই বাড়ে।
১১। নাই বল্লে সাপের বিষও থাকে না।
১২। না উঠতে এক কাঁদি।
১৩। না গজাতে ঘুণ ধরে,
না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে পতি মরে
বাসি বে'তে রাঁড়।
১৪। নাচের পা থামে না।
১৫। নাচ্‌তে জানেনা উঠান বেঁকা।
১৬। নাচ্‌তে দাঁড়য়ে ঘোমটা টানা।
১৭। নাচে ভাল, কিন্তু পাক্ দেয় মন্দ।
১৮। নাতোয়ানের দুনো খরচ।
১৯। না পড়ে পণ্ডিত।
২০। নাপিত দেখ্‌লে নখ বাড়ে।
২১। নাপিতের আসি, ধোবার বাসি।
২২। নায়কের ইচ্ছা উলু বনে গোড়।
২৩। নাস্তি সত্য সমো ধর্ম্মঃ।
২৪। নাস্তিকের মুখে ধর্ম্ম কথা।
২৫। নিমুখো বেড়াল পাঁটা খাবার রাক্ষস।
২৬। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?
২৭। নিরেনব্বই য়ের ধাক্কা।
২৮। নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।

‡ খল সজ্জন হয় না।

২৯। নির্ব্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।

৩০। নির্ভয় কালুরায়।

৩১। নিকুলে চুকুলো ঘর,
সাজালে গোজালে বর।

৩২। নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে।
বল্‌তে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি নে।

৩৩। নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

৩৪। নেকড়ার আগুণ।

৩৫। নেড়া কি আর বেলতলায় যায়?

৩৬। নেড়ার নেই বাট্‌পড়ের ভয়।

৩৭। নূতন নূতন নকড়া,
পুরাণ হলে ছকড়া।

৩৮। নূতন নূতন তেঁতুল বিচি,
পুরাণ হলে বাতায় গুঁজি।

লোপামুদ্রা।

একদা বিদর্ভাধিপতি সভামাঝে বিচরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য রাজসভায় উপনীত হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করতঃ স্বহস্তে মধুপর্ক ও কুশাসন লইয়া মহামুনিকে অর্চ্চনা করিলেন। মুনিবর আসন গ্রহণ করিয়া রাজাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলে, রাজা নিজাসনে উপবেশন করিয়া বিনয়নম্র বচনে মুনিবরকে বলিলেন;—"ভগবন্! আপনার আশ্রমের কুশলত? তথায় মৃগগণ ত পশুরাজের সহিত বিশ্বস্ত চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকে? যথাচরিত আপনাদের হোমাগ্নি ও যজ্ঞ কার্য্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ত? যে তপঃপ্রভাবে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়া ভগবান্ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই তপস্যার কুশল ত? মহাত্মন্! সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বলিয়া এ অধীনের প্রতি যে আদেশ হয় করুন; যতক্ষণ আপনাকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইতেছি, ততক্ষণ আপনার আগমনজনিত সৌভাগ্যসুখ সম্যক্ ভোগ করিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া নরপতি বিরত হইলে মহর্ষি অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজন্! আমার আশ্রমের ও তপস্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল; সম্প্রতি মহারাজের জামাতা হইবার অভিলাষে রাজসভায় আগমন করিয়াছি, এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অনুমতি হউক।

মহর্ষির প্রস্তাব শেষ হইলে বিদর্ভরাজের মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা ননীর পুতুলী প্রাণাধিকা নন্দিনীকে কি প্রকারে

সেই ভীষণমূর্ত্তি বনবাসী মুনিকে প্রদান করিবেন তাহাই ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ভয়বশতঃ সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসের নিকট মনোভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন "মহাভাগ! আমি মহিষীকে এবিষয় জানাইয়া আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইব।" এই বলিয়া সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন এবং মুনির উপযুক্ত বাসস্থান ও পান ভোজনাদির জন্য মন্ত্রীকে বলিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গেলেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পত্রবেষ্টিত স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কলিকার ন্যায় লোপামুদ্রা মাতৃ-পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া মাতার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন। সহচরীগণ মণি, মুক্তা ও হীরক খচিত সুবর্ণময় ভূষণে কুমারীকে ভূষিতা করিতেছে, কেহবা কুসুমের হার গাঁথিয়া কুমারীর কেশ-পাশ সুসজ্জিত করিতেছে। নন্দিনীকে দেখিয়া ভূপতির হৃদয় শোকে দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল। তিনি স্থির নেত্রে সেই আনন্দময়ী দুহিতার দিকে চহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না—দরদর করিয়া তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রু বহিতে লাগিল। পিতা মাতার কি অনুপম স্নেহ, তাহা কি বাক্যে বর্ণনা করা যায়! আজ সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ভূপাল, তনয়ার ভাবী কষ্ট ভাবিয়া আকুল! লোপামুদ্রা জনকের তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া [illegible] আশীর্ব্বাদ করিয়া ও দুঃখিত হইলেন। তিনি [illegible] "রাজ চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিষ[illegible] বনবাসী তদীয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজ্ঞী [illegible]-কাতরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! কি হইয়াছে? সত্বর বলুন, আমি জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি। রাজা বলিলেন "মহিষি! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আজ মহামুনি অগস্ত্য আসিয়া আমার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলেন। আমি যদি সেই অমিততেজা তাপস-বরকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে সরাজ্য তাঁহার রোষানলে ভস্মীভূত হইব, আর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়াই বা কেমন করিয়া সেই বর্ষীয়ান্ ও বনবাসী মুনিকে আমার লোপামুদ্রা দান করিব? রাজ্ঞি! লোপা আমার বালিকা—আজীবন সুখের ক্রোড়ে পালিতা, কেমন করিয়া সে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবে? যে কখনও প্রাঙ্গণকুট্টিম অতিক্রম করে নাই, সে কেমন করিয়া বন্ধুর প্রান্তর ভূমি—হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে বিচরণ করিবে? স্বকার্য্য-পারদর্শী সূপকারগণ যাহার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, সে কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দজাত বৃক্ষলতার কটুতিক্ত কষায় ফলমূল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? যে লোপামুদ্রা আমার মণিময় বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া সুরবালার ন্যায় রাজান্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করে—চমরীগণকে লজ্জা দিয়া যাহার কেশরাশি বিরাজিত, তাহার সুকুমার দেহ জম-

[illegible]। নিত্য সুকোমল বসনের পরিবর্ত্তে [illegible]। [illegible]কিলে আবৃত হইবে, সুশোভিত [illegible]কলাপ জটায় পরিণত হইবে, ইহা আমি পিতা হইয়া কিপ্রকারে সহ্য করিব? কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত না হইতেই তাহাতে দারিদ্র্যকীট প্রবেশ করিবে আর আমি নির্ম্মম হইয়া রাজ্য-সুখ ভোগ করিব, ইহা কখন হইতে পারে না। সেই দীর্ঘকায় আবক্ষঃ শ্বেত শ্মশ্রু ও জটাজূটধারী, বল্কলপরিহিত মহর্ষিকে দেখিলে আমাদেরও ভয়ের সঞ্চার হয়, বালিকা লোপামুদ্রা কেমন করিয়া তাঁহার সহচরী হইবে? রাণি! অপত্যস্নেহ বশতঃ আমি এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়াছি। সেই মহর্ষির প্রার্থনার অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, আবার লোপাকে বা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে দান করিব? এই দুই কার্য্যের কোনও কার্য্য আমার ক্ষমতায়ত্ত নহে, সুতরাং আমি মহা বিপদে পতিত।” এই বলিয়া মহারাজ ক্ষান্ত হইলেন; মহিষী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

লোপামুদ্রা এতক্ষণ পিতার বিলাপ ও পরিতাপের সহিত বর্ণিত সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিলেন; এখন তাঁহার বিষণ্ণভাব দূর হইল—এখন তিনি পিতার বিপদ্‌টা কি তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের যে কি মোহিনীশক্তি, তিনি তাহাতে নিতান্ত অনভিজ্ঞা, সুতরাং এই ঘটনাটীকে তিনি পিতার বিপদ্ বলিয়াই আদৌ গণ্য করিলেন না, বরং জনকের যশ ও মহর্ষির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি অগস্ত্যের পত্নী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বিনয় বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—“পিতঃ! আপনার সেই মহর্ষিকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে না; আমি তাঁহার পত্নী হইতে কিছুমাত্র কাতরা নহি, আপনি অনর্থক কেন বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন? আপনার বিপদই বা কিসের? আমি দেখিতেছি আপনার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাই ত্রৈলোক্য-পূজিত বিশ্বজনহিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য, আপনার জামাতা হইতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্নী হইলে, আমার যে সকল কষ্ট হইবে আপনি বর্ণনা করিলেন, আমি সেই সকলকে কষ্ট মনে না করিয়া সৌভাগ্যের সোপান বলিয়া মনে করি-তেছি। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মাচরণ-সুখই শাশ্বত সুখ। অন্যান্য সকল সুখে বাসনার তৃপ্তি আছে, কিন্তু ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত। পিতঃ ধর্ম্মজনিত সুখ বিলাস-পূর্ণ রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা বনে অধিক সুলভ। যখন মহর্ষির পত্নী হইলে সেই সুখভোগ করিতে পাইব, তখন তাঁহার পত্নী না হইয়া কোন্ রাজপুত্রের পত্নী হইয়া সুখী হইব? আপনি বনবাসীর হস্তে আমাকে দান করিতে দুঃখিত হইতে-ছেন, কিন্তু শান্ত দান্ত সাধুর সহিত

বনবাস অপেক্ষা সংসারীদিগের সহিত রাজপ্রাসাদে বাস কি অধিক সুখের? যদি তাহা না হয়, তবে আপনার বিপদ কৈ? তবে এতক্ষণ আপনি কেন সবিলাপে অশ্রুবর্ষণ করিলেন? অতএব আমি মহর্ষির পত্নী হইতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি সকল দুঃখ ও পরিতাপ ত্যাগ করিয়া আমায় সেই মহর্ষিকে দান করুন্। আমি সেই মহর্ষিকে দেখিয়া ভীতা হইব না; ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কখনও ভীষণদর্শন নহেন, আমি অবশ্যই তাঁহার দর্শনে প্রীতিলাভ করিব।” রাজা তনয়ার এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ও ধর্ম্মনিষ্ঠা পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সভামধ্যে নিজ দুহিতাকে আনিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহামুনি বিদর্ভরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভূষণা লোপামুদ্রাকে বলিলেন, “রাজনন্দিনি! আমি ফলমূলাশী বনবাসী তপস্বী, বসন ভূষণ ও অন্যান্য বিলাস-দ্রব্যাদি ব্যবহার করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, তুমি এখন আমার সহধর্ম্মিণী, সুতরাং তোমাকে রাজকন্যার উপযোগী এই বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া জটা বল্কল ধারণানন্তর এখনই পদব্রজে আমার অনুগামিনী হইতে হইবে।” মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী অম্লানবদনে বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা বল্কল ধারণ করিলেন এবং পিতা মাতার পদে প্রণাম ও সখীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া—রাজপুরী অন্ধকার করিয়া আশ্রমাভিগামী মহর্ষি অগস্ত্যের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।*

শ্রীমান্ অভয়াকুমার দেব মজুমদারের সহিত শ্রীমতী শান্তশীলা দত্তের শুভবিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

ঈশ্বর-স্মরণ।

কন্যাকর্ত্তা বেদির সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন, যথা, সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব ধ্যান করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী

---

* ১২৮৬ সালের ফাল্গুন মাসে ব্রাহ্মবিবাহের একটী নমুনা পদ্ধতি বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক পাঠকপাঠিকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইটী তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার। আশা করি ইহাও তাঁহাদিগের হৃদ্য হইবে এবং ইহা প্রকৃত বিবাহের উচ্চ, মহৎ ও পবিত্র ভাব প্রচারের সহায়তা করিবে।

দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।

[সভাস্থগণের অনুমতি গ্রহণ]

[কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক]

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ ঋদ্ধতাং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

[পাত্রের বরণ]

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন।

বর—প্রতিগৃহ্নামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন।

বর—প্রতিগৃহ্নামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য চতুর্দ্দশাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে জ্যৈষ্ঠে মাসি একাদশ দিবসে বৃষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ সোমবাসরে আলম্যান গোত্রস্য স্বর্গগতস্য "মজুমদার" উপাধিকস্য বলরাম দেবস্য প্রপৌত্রং স্বর্গগতস্য মৃত্যুঞ্জয় দেবস্য পৌত্রং স্বর্গগতস্য উমাশঙ্কর দেবস্য পুত্রং আলম্যান গোত্রং "মজুমদার" উপাধিকং শ্রীঅভয়াকুমার দেবং—কাশ্যপ গোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্র্যাঃ স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্র্যাঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্র্যাঃ কাশ্যপগোত্রায়াঃ শ্রীশান্তশীলা দত্তজায়াঃ কন্যায়াঃ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি এভিরুপকরণাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

অদ্য ১৮১৪ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে বৃষরাশিস্থ ভাস্করে কৃষ্ণ পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আলম্যান গোত্র স্বর্গগত বলরাম দেব মজুমদারের প্রপৌত্র, স্বর্গগত মৃত্যুঞ্জয় দেব মজুমদারের পৌত্র, স্বর্গগত উমাশঙ্কর দেব মজুমদারের পুত্র শ্রীঅভয়াকুমার দেব মজুমদারকে, কাশ্যপ গোত্র স্বর্গগত ষষ্ঠীচরণ দত্তের প্রপৌত্রী, স্বর্গগত হরমোহন দত্তের পৌত্রী, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তের

পুত্রী কাশ্যপগোত্রা শ্রীমতী শান্তশীলা দত্তের শুভ বিবাহ কর্ম্মে আপনাকে এই উপস্থিত উপকরণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরত্বে বরণ করিতেছি।

বর—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বৃত হইলাম।

[অনন্তর বর অন্তঃপুরে নীত ও কন্যার মাতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন।]

[ব্রহ্মোপাসনা]

বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে উভয়ের সম্মুখীন করিয়া আপনার দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর আচার্য্য কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধমর্চ্চিতং ইমং সদ্‌গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ্ব।

তোমার বিবাহার্থে যথাবিধি অর্চ্চিত সদ্‌গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে পতিত্বে বরণ কর।

কন্যা—সাদরং বৃণোমি।

সাদরে বরণ করিলাম।

[কন্যা সম্প্রদান]

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া)—ওঁ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি একাদশ-দিবসে বৃষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বর-প্রীতিকামঃ আলম্যান-গোত্রস্য স্বর্গগতস্য 'মজুমদার' উপাধিকস্য বলরাম দেবস্য প্রপৌত্রায়, স্বর্গগতস্য মৃত্যুঞ্জয় দেবস্য পৌত্রায়, স্বর্গগতস্য উমাশঙ্কর দেবস্য পুত্রায় আলম্যান গোত্রায় "মজুমদার" উপাধিকায় শ্রীঅতুল্যকুমার দেবায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় যথাবিধমর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্রীং স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্রীং শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্রীং কাশ্যপগোত্রাং অরোগিণীং সুশীলাং সালঙ্কারাং বাসসাচ্ছাদিতাং শ্রীমতীং শান্তশীলা দত্তজাং ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। *

বর—কন্যামিমাং সাদরমহং পবিত্রোদ্বাহযোগার্থং গৃহ্ণামি।

আমি সাদরে এই কন্যাকে পবিত্র উদ্বাহ যোগের জন্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার হস্ত পুষ্পমালা দ্বারা বন্ধন করিয়া দিয়া)

বরের প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যার প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগেচ নাতিচরিতব্যস্ত্বয়ায়ং।

---

* সম্প্রদানের প্রকৃত অর্থ—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া বিবাহার্থ কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করা। সামান্য তৈজসপাত্র বা গো অশ্ব দানের ন্যায় এ দান যথেচ্ছচারিতার জন্য নহে।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমিও ইঁহাকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যা উভয়ের প্রতি)—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎকৃতমানসৌ।"

তোমরা উভয়ে পরব্রহ্মে মনঃ প্রাণ সমাধান করিয়া এক সঙ্গে অভিন্নভাবে ধর্ম্মাচরণ কর।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

[উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা]

বর—অদ্য ১৮১৪ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আমি শ্রীঅভয়াকুমার মজুমদার সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বর ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে ও সৎপতির কর্ত্তব্য পালনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব।

কন্যা—অদ্য ১৮১৪ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আমি শ্রীশান্তশীলা দত্ত সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বর ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে ও সৎপত্নীর কর্ত্তব্য পালনে যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

[অতঃপর গ্রন্থি বন্ধন হইবে]

ভর্ত্তা ও বধূ—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
আবয়োর্হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি। আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক; তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

[মালা ও অঙ্গুরীয় বিনিময়]

ভর্ত্তা ও বধূ—"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি, অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচাত্বচং।"

আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ সংযুক্ত করিতেছি। অস্থি দ্বারা অস্থি, মাংস দ্বারা মাংস এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় সংযুক্ত করিতেছি।

ভর্ত্তা (বধূর প্রতি)ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।"

তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক। তুমি পতির হিতকারিণী হও, পতির প্রতিকূলাচারিণী হইও না। জীবগণের প্রতি

কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন সুন্দর হউক। তুমি তেজস্বিনী হও।

ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে—

"ওঁ সমজন্তু বিশ্বদেবঃ সমক্তো
হৃদয়ানি নৌ।"

বিশ্বদেব আমাদের উভয়ের হৃদয় সংযুক্ত করুন্।

"ওঁ সুগং নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতি-
ষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আহুঃ।"

অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাস্তগবতো
নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ।"

হে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মন্! এস আমাদের পথ দেখাও, যে পথে আমরা সুখে গমন করিতে পারি, যে পথে চলিলে আমরা মৃত্যুকে পরিহার করিতে পারি, অমৃত লাভ করিতে পারি, সেই পথ আমাদিগকে দেখাও, আমাদিগকে অভয় দান কর।

অনন্তর কন্যাকর্ত্তা ও আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর উদ্বাহ স্থান হইতে বাসগৃহে গমনের পথে প্রদত্ত আটখানি আসনে ক্রমান্বয়ে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে ভর্ত্তা ও বধূ এইরূপে প্রার্থনা করিবেন, যথা—

(১) ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত আমরা প্রথম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(২) সংসার ধর্ম্মপালনে বল লাভের নিমিত্ত আমরা দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৩) পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত সাধনের নিমিত্ত আমরা তৃতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৪) জনসমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত আমরা চতুর্থ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৫) সকল জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা পঞ্চম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৬) শীত বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুতে ধর্ম্ম সাধনের আনুকূল্য কামনায় ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৭) মৃত্যু হইতে অমৃত লাভের জন্য আমরা সপ্তম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৮) সত্য লাভের নিমিত্ত আমরা অষ্টম পদে আরোহণ করি; ব্রহ্ম আমাদিগকে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে লইয়া যাউন। আমরা উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাজাহাঁ বেগম।

মনস্বিনী ও যশস্বিনী মৃত সিকান্দার বেগমের কন্যা সাজাহাঁ বেগম। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক। ইনি খর্ব্বকায়, দেখিতে যেন একটি বালিকার মত। কন্যা একদিকে যেরূপ মাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন, আর একদিকে তেমনি মাতৃতেজস্বিতা ও গুণ কলাপেও বিভূষিত হইয়াছেন। ইনি পরমা সুন্দরী। আমাদিগের দেশে অনেক রূপবতী আছেন; কিন্তু যাঁহাদিগের রূপ আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশের কোনও গুণ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই। একাধারে রূপ গুণ,বিদ্যা বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া অতি বিরল। কিন্তু সাজাহাঁ বেগমে তাহা বিদ্যমান। ঈশ্বর তাঁহাকে কোনও বিষয়ে কোনও প্রকারে অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। ইনি পারস্যভাষা ভালরূপ জানেন; ইহাঁর ইহাতে এতদূর অধিকার আছে যে, ইহাঁকে বিদুষী বলিলে কোনও মতে অত্যুক্তি হয় না। আজকাল ভারতবর্ষের কোনও রাজপরিবারে ইহাঁর সমান বিদুষী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ইনি যেমন মিষ্টভাষিণী তদ্রূপ মৃদালাপিনী; ইনি যেরূপ রসভাষিণী, তদ্রূপ হেতুবাদিনী।

ইহাঁর সময়ে ভূপালে নানা প্রকার উন্নতির নিদর্শন চারিদিকে দৃষ্ট হয়। ভাল ভাল প্রাসাদসদৃশ বাটী বিনির্ম্মিত হইয়াছে; রাস্তা ঘাট প্রশস্ত হইয়াছে; প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত হইয়াছে; শুল্কাদি আদায়ের জন্য সুন্দর-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই সব গুণ সত্ত্বেও ইংরাজ কর্ম্মচারীর অদূরদর্শিতা দোষে তিনি অনেক দিন সুখে থাকিতে পান নাই। মাননীয় নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী হন। বেগম আপনি সমস্ত বিষয় দেখিয়া থাকেন এবং রাজকীয় সমস্ত কার্য্য আপনি পরিচালনা করিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রাচ্য রাজার মত কর্ম্মচারীর হস্তে সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া ইনি আপনি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিয়া অনর্থের ভাগিনী হন না।

আফগানিস্থানের সীমান্ত দেশের এক ভদ্রবংশীয় যুবা পুরুষের সহিত বেগমের একমাত্র দুহিতার পাণিগ্রহণ হয়। তাঁহার চারিটি সন্তান, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর রাজভক্তি ও মহানুভবতায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে জিঃ সিঃ এসঃ আইঃ প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত করিয়া গুণের আদর করিয়াছেন।

ইহাঁর মাতাই ইহাঁর প্রধানা ও প্রথমা শিক্ষয়িত্রী। মাতা ক্ষমাশীলা

ছিলেন না। কন্যার কোনও দোষ দেখিলে তিনি শাস্তি দিতে কখনই বিরত হইতেন না। ইনি আর কাহারও নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি; থাকিলেও আমরা সে কথা এস্থলে ধরিতেছি না, কন্যার বিদ্যাবত্তায় বুঝা যাইতেছে যে, মাতা কিরূপ সুশিক্ষিতা ও বিচক্ষণা ছিলেন; তাহা না হইলে কি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার হেন্‌রি ডিউর‍্যাণ্ড ও তাঁহার অনুচর বর্গ যখন ইন্দোর হইতে পলায়ন করেন, তখন তিনি অতুল সাহসে তাঁহাদিগের রক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন?

চিকাগো।

আগামীবর্ষে চিকাগো নগরে যে অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের গোচর করা যাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ইলিনাইস প্রদেশের কুক কাউন্টিতে এই নগর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত রাজ্যের মধ্যে এই নগর আকারে চতুর্থ; কিন্তু বাণিজ্য গৌরবে দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া খ্যাত। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৭ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার ৫০টী উপনগর আছে, সে সকল সমবেত ধরিলে লোকসংখ্যা ৫লক্ষের অধিক হইবে। ২০বৎসরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নানা জাতীয় বিদেশী ইউরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষায় চাকাকোয়া অর্থে বজ্র, তাহা হইতে চিকাগো নদীর এবং তাহা হইতে আবার এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। মিচিগান হ্রদ হইতে এই নদী একমাইল আসিয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং দুই শাখা প্রবাহিত করিয়া নগরকে তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই নদীর উপরে ৩৫টী সেতু এবং নিম্নে দুইটী সুড়ঙ্গ আছে। অগ্রে এই নদীর জল মিচিগান হ্রদে গিয়া পড়িত, কিন্তু আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে ইহা ঊর্দ্ধদিকে নীত হইয়াছে, তাহাতে মিচিগান হ্রদের জল আকৃষ্ট হইয়া ইহার মধ্যদিয়া ইলিনইস ও মিসিসিপী নদীর সহিত মিলিয়া মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ মাইল উচ্চ, কিন্তু হ্রদের পৃষ্ঠ হইতে ১৪ফিট মাত্র, ১৮৫৫ সালের পূর্ব্বে ৭ফিট মাত্র উচ্চ ছিল।

এই নগরে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে। নগরবাসীরা প্রতি দুই বৎসরের জন্য ৩৬জন সভ্য ও ১জন মেয়র বা অধ্যক্ষ মনোনীত করেন,

তাহাদিগকে লইয়া এক কৌন্সিল সভা গঠিত হয়, ইহাঁদিগের হস্তে নগর শাসনের ভার। নগরটী ১৮ বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগ হইতে ২জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৫ সালে টাক্স আদায় করিয়া আয় ১ কোটী টাকারও অধিক ছিল, এখন আরও বাড়িয়াছে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় কন্‌গ্রেস মহাসভার চিকাগো হইতে ৩ জন প্রতিনিধি প্রেরিত হন।

চিকাগো বাণিজ্যপ্রধান স্থান। চুরট, জুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, ইট, কাঠ, লোহা ও ইস্পাতের জিনিষ, মদ্য, শূকর ও গোরু, শস্য, ময়দা ও বাহাদুরী কাষ্ঠ লইয়া ইহার প্রধান কারবার। ১৮৭৫ সালে ১০ হাজার বড় বড় জাহাজ বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়াছিল এবং এখান হইতে বিদেশে গিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় কত কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। চিকাগোতে বাণিজ্য দ্রব্য সকলের বার্ষিক প্রদর্শন হইয়া থাকে। এজন্য ৮০০ ফিট দীর্ঘ ও ২০০ ফিট প্রশস্ত এক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, এক মাস ধরিয়া প্রদর্শন কার্য্য চলে এবং নানাস্থান হইতে দর্শক সকলের সমাগম হয়।

১৮৭১ সালে চিকাগোতে যেরূপ অগ্নিকাণ্ড হয়, বর্ত্তমান যুগে এরূপ আর কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই। ৮ই অক্টোবর রবিবার রাত্রি প্রায় ৯টার সময় একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরে দৈবক্রমে একটী বাতী উল্টাইয়া পড়ে, তাহাতেই অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান হইয়া সে রাত্রি এবং সমস্ত পরদিন প্রচুর ভোজ্য পাইয়া দীর্ঘে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১৷৷০ মাইল স্থানের সমুদায় দ্রব্য উদরসাৎ করেন। অবশেষে কামান ছুড়িয়া কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ গৃহ দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেবকে পরাস্ত করিতে হয়। ১৭,৪৫০ খানি গৃহ এই অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদত্ত হয়। ৯৮৮৬০ লোক গৃহশূন্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৫০ জন লোক প্রাণ হারায়। প্রায় ৫০ কোটী টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছিল। বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থে যথোচিত ফণ্ড স্থাপনের চেষ্টা করা হয় এবং দেশ বিদেশ নানাস্থান হইতে এক কোটী টাকা সংগ্রহ হয়। তদ্ভিন্ন নগরবাসী কতকগুলি সদাশয় লোক সম্মিলিত হইয়া অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতির সুবিধা করিয়া বিপন্নদিগের বিশেষ সাহায্য করেন।

চিকাগো এই মহা অগ্নিকাণ্ডে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাতে ১০ বৎসরের কমে যে সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, কেহই এরূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমেরিকাবাসীদিগের আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ে ৩ বৎসরের মধ্যে নূতন নগর সুন্দরাকারে গঠিত হইল এবং ইহার গৃহসম্পত্তির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইল। চিকাগোর অধিকাংশ স্থান লৌহ, প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে পূর্ণ। এরূপ সুন্দর বাণিজ্য নগর আমেরিকায় আর নাই। একটী পয়ঃপ্রণালী দ্বারা

মিচিগান হ্রদ হইতে সমগ্র নগরে জল যোগান হইয়া থাকে।

চিকাগো শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উন্নত। ইহার এক প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট কতকগুলি কলেজ আছে। নানাবিধ স্কুলের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। তদ্ভিন্ন কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবারও কতকগুলি স্থান আছে। চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ১৮৯৫ সালে ৭টী কলেজ ছিল, সঙ্গীতেরও স্বতন্ত্র কলেজ আছে। এখানে পুস্তকালয়, অনাথ-নিবাস, দাতব্য-সভা, হোটেল, ও উদ্যান অনেক গুলি আছে। প্রকাণ্ড ভজনালয়ের সংখ্যা ২৩৮, তথায় নানা সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব বিশ্বাসমত ধর্ম্মযাজন করিয়া থাকেন।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন।

মনুষ্যজাতি প্রথমে অল্প অল্প সংখ্যায় দলবদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ হইয়াছিল, তখন আপনাদিগের প্রতিবাসীদিগের সহিতও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না, প্রত্যুত পরস্পরে পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করিত। হিন্দু যবন, গ্রীক বর্ব্বর এইরূপ ভেদাভেদের সেইজন্য সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞান ও সভ্যতার যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সঙ্কীর্ণ সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির পরস্পরের সহিত সম্মিলন কত বৃদ্ধি হইয়াছে, একজাতি অপর জাতির জ্ঞান, সভ্যতা ও উন্নতির অংশভাগী হইতেছে এবং সকলে মিলিয়া জগতের সাধারণ উন্নতির সহায়তা করিতেছে! ইউরোপীয় জাতিরা গত পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে সকল অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কার ও আশ্চর্য্য শিল্পযন্ত্র ও বিজ্ঞানকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে :—

খৃষ্টাব্দ

১৪০৫ হইতে ৩২ পোর্ত্তুগিজ নাবিকগণ কর্ত্তৃক আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী কেনারী, মেডিরা, প্রভৃতি দ্বীপ।

১৪৮৬ পোর্ত্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ।

১৪৯২ কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকার পশ্চিম ইণ্ডিয়া।*

১৪৯৮ ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক সমুদ্র পথে ভারতবর্ষ।

১৫১০ আমেরিগো ভেসপকসিয়স কর্ত্তৃক দক্ষিণ আমেরিকা।

১৫২০ মাগেলান কর্ত্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ।

* আমেরিকা প্রাচীনকালে আসিয়াবাসীদিগের এবং সম্ভবতঃ ভারতবাসীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল, কারণ তথায় রাম সীতার উপাসক একজাতি দেখা গিয়াছে। ১০০০ খৃষ্টাব্দে আইসলণ্ডবাসীরা ইহার আবিষ্কার করে।

খৃষ্টাব্দ

[illegible] রুসীয়গণ কর্ত্তৃক কামাসকাটকা।

১৭৬[illegible] ওয়ালিস কর্ত্তৃক ওটাহিটী দ্বীপ।

[illegible]-৭১ কাপ্তেন কুক কর্ত্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স এবং স্যাণ্ড উইচ দ্বীপ সমূহ।

১৮৪১ সার জেম্‌স রোস কর্ত্তৃক দক্ষিণ সমুদ্রের † বিক্‌টোরিয়াল্যাণ্ড।

১৮৭৬ সার জর্জ্জ নেয়ার্স কর্ত্তৃক উত্তর সমুদ্রের পথ।

শিল্প ও বিজ্ঞান।

২৭৪ ভারত হইতে রেসম আনয়ন।

৪৯৩ ইউরোপে গুটীপোকা আনয়ন।

৬৬৩ ইংলণ্ডে কাচ প্রবর্ত্তন।

১২০০ কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

১২৩৯ পোড়াইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার।

১২৯৯ চসমার সৃষ্টি।

১৩৩৬ বারুদ।

খৃষ্টাব্দ

১৪৩৬ মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন।

১৪৭১ ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র।

১৫৪৯ দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

১৬১৯ ডাক্তার হার্ব্বি কর্ত্তৃক রক্ত সঞ্চালন।

১৬২৩ বায়ুমান যন্ত্র।

১৬৮০ বায়ুনির্ষাণ যন্ত্র।

১৭১০ নিউকোমেনের বাষ্পীয় যন্ত্র।

১৭২০ ইংলণ্ডে মনুষ্যের বীজে টীকাদান।

১৭২২ তাড়িতের উন্নতি।

১৭৭৩ সূতা কাটিবার যন্ত্র।

১৭৭৯ জলজান বাষ্পের আবিষ্কার।

১৭৮৮ গালভানিসম তাড়িত।

১৭৯৮ গোবীজে টীকা দান।

১৮০৪ গ্যাসলাইট প্রবর্ত্তন।

১৮১২ লিথোগ্রাফী ছাপা।

১৮১৬ বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র।

১৮৩১ রেলওয়ে বাষ্পীয় যান।

১৮৩৩ ম্যাগ্নেটিসম্‌ ও তাড়িতের ঐক্যজ্ঞান। টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্মদিন-উৎসব তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, রাজপৌত্র জর্জ ডিউক, আরল ও ব্যারণ উপাধিলাভ করিয়াছেন। মহারাণীর ৭৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, ঈশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী করুন।

২। বেহারের জমীদার রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ আরা নগরে জলের কলের জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আর ৫০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কলির মহাপুণ্যকর এই জলদানে কার্য্যে অন্যান্য ধনিগণ ব্রতী হউন।

† [illegible] খৃষ্টাব্দে মেক্‌সিকো হইতে কয়েকজন ইউরোপীয় দক্ষিণ সমুদ্র প্রথম দর্শন করেন।

৩। গত ২৯এ এপ্রেল মরিচদ্বীপে ঝড় এবং তৎসহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৭ হাজার লোক হত ও ১৫ হাজার আহত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কত যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জন- ডি চরকে ফিলিয়ার বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ব- প্রধান ধনকুবের। তাঁহার ৩৮ কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে, বার্ষিক আয় ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা।

৫। নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের সাহায্যার্থ সখের বাজারে স্বয়ং বিক্রেত্রী হইয়া পর্টুগালের মহারাণী ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন!

বামারচনা।

হিন্দু রমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা।

(গতবারের শেষ)

বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতাগণের দ্বারা সাংসারিক কোন কার্য্যের প্রত্যাশা করা বৃথা। গৃহস্থালি-কর্ম্মের সুসার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় ইহাদিগের খেয়াল মিটাইতে স্বামীকে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিনয়, লজ্জা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার, নির্লজ্জতা, চাঞ্চল্য, বাচালতা, আলস্য- পরায়ণতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীর আধার হইয়া অনেকে স্কুলগৃহ হইতে বহির্গত হন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারী- জাতি-সুলভ কোমলতা টুকুরও অবসান হয়।

কোন কোন স্থলে মিশনরী স্কুল সমূহে দেখা যায় তথাকার শিক্ষাপ্রণালী আরও অদ্ভুত। একবার একটী ৩।৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার মুখে শুনিয়া- ছিলাম (অবশ্যই মিশনরী স্কুলের ছাত্রী) যে "দুর্গার মুখে পদাঘাত করি, যীশু- খ্রীষ্টই আমাদের ঈশ্বর।" কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার ঈশ্বর- তত্ত্ব সমালোচনা দেখিয়া হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিলাম। দোষটী অবশ্যই শিক্ষয়িত্রীর, কারণ সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ শৈশবে যেরূপ শিক্ষা পায়, তদনুযায়ী কার্য্যই করিয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে দৃষ্টি রাখা পিতা মাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বালক বালি- কার পক্ষে পিতা মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল সুশিক্ষিতা মাতা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মাতা যদি সুশিক্ষিতা হন, তাহা হইলে

গৃহেই শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শুদ্ধ লেখা পড়া শিখাইলেই যে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা নহে, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, রন্ধন, সন্তানপালন, সরলচিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কার্য্য পুরাকালে রমণীগণের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমান্বিতা।"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে; পরে ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে। ইহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা। বালিকাদিগের পক্ষে গৃহই বিদ্যাশিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। মাতা যদি অশিক্ষিতা হন, তাহা হইলে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত ও পিতা মাতার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া মাতার একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য। প্রাচীন মহিলারা আপনাপন কন্যাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া নিজের সঙ্গে কাজ করাইতেন। এখন আর বালিকাদিগকে ধূলা খেলা করিতে দেখা যায় না। এই ধূলা খেলা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপে গৃহস্থালী করিবে তাহাই শিখিত। এই খেলা হইতে কুটুম্ব অতিথি দীন দুঃখীকে ভোজন করাইতে, রন্ধন করিতে, শাশুড়ী ননদ দেবর প্রভৃতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সমুদয় শিক্ষা করিত। এখনও অনেক পল্লিগ্রামে (যেখানে এখনও সভ্যতা স্রোত প্রবেশ করে নাই) এরূপ ধূলা খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের লোকগুলি এমনই স্বার্থপর যে কন্যা সন্তান উপার্জ্জন করিয়া দিবে না বিধায় তাহাদিগের শিক্ষাবিষয়ে আদৌ যত্নবান্ হয়েন না। কতদিনে যে হিন্দুগণ আপনাপন ভ্রম বুঝিতে পারিবেন তাহা বিধাতা জানেন।

মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকগণ দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজীর আধার স্বরূপা হয়েন, অসদ্গুণ তাঁহাদের নিকট স্থান না পায় ইহাই প্রার্থনীয়। ইদানীং কেবল সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশে এরূপ রমণী বিরল হইয়াছে। হায়! যে দেশের রমণী 'দেবী' পদবাচ্যা, এক সময়ে যাহাদের গর্ব্বে সমস্ত হিন্দুস্থান গর্ব্বিত ছিল, সেই দেশের রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে কঠোর প্রকৃতি ও ভীষণতরা হইয়া উঠিতেছেন ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুলবালা দেবী।

*** স্থানাভাবে এবার ইংরাজী স্তম্ভ গেল না, পরে এ অভাব পূর্ণ করা যাইবে।

বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩০ সংখ্যা।	আষাঢ় ১২৯৯—জুলাই ১৮৯২।	৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সামযিক প্রসঙ্গ।

নূতন পার্লেমেণ্ট—আগামী শীতকালে পুরাতন পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া নূতন পার্লেমেণ্ট সংগঠিত হইবে।

ভারতের মুর্খতা—ভারতে ৩৮ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে ১ কোটী ১০ লক্ষমাত্র পড়িতে পারে। ৩৭ কোটী ৪০ লক্ষ ভারতবাসী এখনও নিরক্ষর!

মৃত্যু—গত ৩০এ মে বাবু রামচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ নগরে যক্ষ্মাকাশে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন দেশহিতৈষী ও উৎসাহী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। আমেরিকায় দুইবার গমন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বয়স ৫২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

শরীরের তাপ—সুস্থকায় বয়স্ক মনুষ্যের শরীরে একদিনে এত তাপ জন্মে, যে তাহাতে /৭ সের বরফ গলিয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে।

দান—ময়মনসিংহের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নসিরাবাদে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্ম্মাণার্থ ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার পুরাতন কথা।—১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতার নাম "সূতানুটী" ছিল। এখন যেখানে বড় ডাকঘর প্রভৃতি আছে, তাহার নাম গোবিন্দপুর ছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্যাঘ্র, ভল্লুকপূর্ণ জঙ্গলময় একটী পল্লী ছিল। ১৬৯০ সালের পূর্ব্বে কলিকাতায় একখানিও পাল্কী ছিল না।

১৭০০ সালের পূর্ব্বে বিলাতী ছুরি, কাঁচি ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যাইত না। ১৭২০ সালে ডংকান নামক এক সাহেব হিন্দুদিগের সন্তোষের জন্য ওলা-বিবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন পাকা ঘর বাড়ী দুই একটী মাত্র ছিল। ২০০ বৎসরের মধ্যে কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে!

দাতব্য সভা—কলিকাতায় দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থ ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটী নামে যে সভা আছে, তাহা হইতে ১৮৯১ সালে মাসিক গড় ৯৫৭ জনকে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহাতে বার্ষিক ব্যয় ৫২,৪২৭ টাকা হইয়াছে। আম্‌স হাউসে ১২০ জন গরীব বিদেশীর জন্য ২০,২৫৬ টাকা ও কুষ্ঠাশ্রমে ৯০ জন রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ১১,৪২৩ টাকা পড়িয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মাসে ১১৬৭ জন লোক সাহায্য পাইয়াছে এবং বার্ষিক ব্যয় ৮৪১০৬ হইয়াছে। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় ১০০,০০ টাকা অধিক হইয়াছে এবং ঋণের পরিমাণ ১৮২৫১ টাকা দাঁড়াইয়াছে সভার অধ্যক্ষেরা সাধারণের নিকট দাতব্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ১৲ টাকা দানও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। এরূপ হিতকর কার্য্যে সকলেরই সাহায্য করা উচিত।

মহারাণী সুনীতি—কুচবিহারের মহারাণী কলম্বোতে গিয়া বেশ সুস্থ হইয়াছেন। তথাকার দৃশ্য সকল দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—সামন্ত বিষ্ণু কর্ম্মকারের স্ত্রী একটী খৃষ্টীয় রমণী। তিনি স্বামীর সহিত আমেরিকা ভ্রমণে গিয়া ফিলাডেলফিয়া মেডিকাল কলেজ হইতে এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আগামী শীতকালে দেশে ফিরিয়া আসিবেন। আনন্দ যোশী বাই সর্ব্ব প্রথম এই পথ প্রদর্শন করেন।

অবলা-কুল-হিতৈষণী বিবী বট্‌লার।

বিবী জোজেফাইন ইঃ বট্‌লার ইংলণ্ডের এক পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামাতা অতি সদাশয় ছিলেন এবং ইহাঁরা ভাই ভগিনীতে অনেকগুলি ছিলেন। ১৮৫২ সালে ইতি অক্সফোর্ড মহানগরীতে পরিণীতা হন। তথাকার পাদরী-সম্প্রদায় তখন দারপরিগ্রহ না করিয়া কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত কালাতিপাত করিতেন। স্ত্রী ও পুরুষের চরিত্রের পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতা তিনি তখন হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করেন। এই মত তিনি চিরজীবন দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। বিবীর শারীরিক

অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহারা উক্ত নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্বামী চেল্‌টেনহ্যাম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, সুতরাং তাঁহারা তথায় গমন করেন। এখানে ১৮৬৪ সালে তাঁহার একমাত্র সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার অনতিবিলম্বে বটলার সাহেব লিবরপুল কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ে ১০০০ এক হাজার ছাত্র ছিল। লিবরপুল এক অতি বৃহৎ বন্দর, এখানে জগতের দূরতম স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব চরিত্রের ও অবস্থার লোক সমবেত হইয়া থাকে। দম্পতি প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যাহারা সতীত্বরূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, সেই সকল পতিতা নারীকে ইহাঁরা আপনাদের গৃহে আশ্রয় দিয়া হিতোপদেশ ও হিতানুষ্ঠান শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা পান। অল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহাদিগের বাটীতে কুলান না হওয়াতে তাঁহারা প্রথমে একটি তার পর আর একটি বাটী ভাড়া করেন। এইরূপ পরম হিতকার্য্য সাধন করিয়া ইহাঁরা ১৮৭৪—৭৫ সালে প্যারী, রোম, জিনিবা ও মিলান নগরে ভ্রমণ করেন। ১৮৮৭ সালে জিনিবা নগরে এক মহতী সভা আহূত হয়। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সকলে ইহাঁদিগের সাধু ব্রত বিঘোষিত হইল। বোম্বাই হইতে ডাক্তার সুন্দর পাণ্ডুরাং ১৮৭৩ সালে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিয়া একখানি পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন তাঁহার স্বামীকে উইনচেষ্টারের ক্যানেনর পদে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা অবলম্বিত হিতব্রতে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। হতভাগিনীদিগের নিমিত্ত উইনচেষ্টারেও একটি আশ্রয় সংস্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালে পতি পীড়িত হন, পর বৎসর পীড়া বাড়ে; পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা বিদেশে থাকিতে বাধ্য হন। বাস্তবিকই তাঁহার পতি পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহার নিকট যিনি আসিতেন, তিনি উপকৃত না হইয়া যাইতেন না। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। পত্নীকে এই কথা বলিয়া তিনি জন্মের মত বিদায় হন— "প্রিয়ে! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে? যাইবে কি?" পতিপ্রাণা পত্নী উত্তর করেন "হাঁ নাথ! অবশ্য যাইব।" স্ত্রীকে ছাড়িয়া তিনি কখনই দূর দেশ পর্য্যটন করিতেন না। আমরা অবগত আছি স্বামীর জীবন চরিত লিখিতে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। যে স্ত্রী ছায়ার ন্যায় কান্তের অনুগামিনী; তিনি যে তাঁহার সাধু জীবন বৃত্তান্ত প্রকটিত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়।

বিবী বটলারকে এই পতিতা নারী-

দিগের উদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই জানেন না। প্রথমতঃ আপনার মনকে এই কার্য্যে অভ্যস্ত করিতে হইয়াছিল, পরে বড় লোকদিগের সহিত দেখা, তাঁহাদিগের তাঁহার কথায় অনাস্থা, এই সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সাধারণের নিকট আন্দোলন না করিলে চলিবে না এই বিবেচনায় তিনি প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করেন ও আপনার মত প্রচারের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকেন। অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ছাড়িত না। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে এতদূর পরিশ্রম সহ্য হইত। অনেক সময় মন্দ লোকে—এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। বলা বাহুল্য তাহাদিগের পক্ষে তিনি যমদণ্ড স্বরূপ ছিলেন। তাহারা যে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে কষ্ট দিবে ও বিপন্ন করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহাতে সকলে তাঁহাকে মারে, ধরে ও যন্ত্রণা দেয়, এই অভিপ্রায়ে তাহারা তাঁহার পরিচ্ছদের আমূল বৃত্তান্ত সহিত প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়া হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে রাখিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে নাম ধাম গোপন করিয়া ও প্রতিদিন পরিচ্ছদ কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতে হইত।

ইহাঁরই প্রযত্নে সভ্য জগৎ হইতে জঘন্য চৌদ্দ আইন উঠিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘায়ু করুন! ইনি নানাপ্রকারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকুল-হিতৈষিণী মহিলার বিষয় অনেকে বোধ হয় কিছুই জানেন না, তজ্জন্য এই সামান্য বিবরণ লিখিত হইল।

মুখমণ্ডল।

"মনোভাব যত তার প্রকাশ বদনে!"

(শান্তিজল—৭ম সর্গ।)

আমাদের মুখমণ্ডলই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্ম-সংযম বা অভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সংগোপন করিবার যতই প্রয়াস পাই না কেন, আমাদের মুখমণ্ডল তৎসমুদয়ই অভিব্যক্ত করিয়া ফেলে। হৃত্তত্ত্ববিবেকবিদ্ পণ্ডিতেরা মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া জীবনের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকেন। উত্তমাঙ্গের গঠন ও পরিমাণ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এবং তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন

রেখার সমাবেশ ইহাই হৃতত্ত্ব বিবেকের (Phrenology) বর্ণমালা। যাহারা এই সকল যথাযথ পাঠ করিয়া পরীক্ষায় সমর্থ, তাহারাই এই শাস্ত্রে প্রকৃত পণ্ডিত। আমাদের এরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান নাই এবং ইহার আবিষ্কার সকলের উপর কতদূর নির্ভর করা যায়, তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের মতে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রমাণ যেমন বহুদর্শনসাপেক্ষ, ইহারও তদ্রূপ। সমধর্ম্মাক্রান্ত সমলক্ষণযুক্ত সমাময় যেমন সমৌষধে আরোগ্য হয়, সেইরূপ সমরেখাবিশিষ্ট সমশিরাযুক্ত সমলক্ষণাক্রান্ত সদৃশ মুখমণ্ডল সকলও প্রায় সমভাবের অভিব্যক্তির স্বরূপ। যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যতিরেক স্থল অবিরল নহে, তদ্রূপ হৃত্তত্ত্ব বিবেকের ব্যতিক্রম স্থলের ও অসদ্ভাব নাই। মনুষ্যের জন্ম প্রকরণ একরূপ হইলেও কেন যে তাহাদের মস্তক ও অন্যান্য অবয়ব একবিধ হয় না, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা সে রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। তবে ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, যেমন বাহ্যজগতে দেহজ ব্যাধির প্রতীকারক ঔষধ সকল নিত্য বর্ত্তমান, কেবল প্রকৃত জ্ঞানাভাবেই আমরা তৎসমস্ত যথোচিত প্রয়োগ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ অন্তর্জগতের আধিব্যাধি সকলেরও ঔষধ সকল ঠিক্ আছে, অভিজ্ঞতা অভাবেই আমরা তাঁহা নির্ব্বাচনে সক্ষম হই না। এই হেতু আমরা অসাধ্য রোগের উপশম বা মহাপাপীর নবজীবনলাভ দেখিয়াছি এবং সুস্থশরীরের বিনাশ বা সাধুজীবনের পতনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পৈত্রিক ব্যাধির ন্যায় আমরা প্রায়ই পৈত্রিক আকার এবং গুণেরও উত্তরাধিকারী। কাহার কাহার মুখশ্রী পিতৃ বা মাতৃ মুখের অনুরূপ। মাতুল প্রভৃতি নিকট কুটুম্বের মুখের ন্যায় কাহারও মুখশ্রীর গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ধাত্রী ও মাতৃদোষে কাহার কাহারও মস্তক কদাকার হইয়া থাকে। স্বীয় স্বীয় কদভ্যাসেও কেহ কেহ আপন আপন মুখশ্রী কদর্য্য করিয়া থাকে। বসন্তাদি কতকগুলি রোগ দ্বারাও মুখ শ্রীহীন ও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হয়। আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত বয়স ও গঠনাদির দ্বারা অন্যান্য অবয়বের সহিত মুখমণ্ডলেরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যে মুখ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই প্রকারে সেই মুখমণ্ডলের কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া ক্রমে ভিন্ন আকার উৎপন্ন হয়। সদ্যোজাত শিশুর কুসুমকলিকানিভ মুখমণ্ডল পলিত আকুঞ্চিত লোলিত শিরাযুক্ত প্রৌঢ় মুখ হইতে কত ভিন্ন! এইরূপ নানা কারণে মুখশ্রীর বৈলক্ষণ্য সংসাধিত হইলেও কতকগুলির সহজ লক্ষণ আমরা অপলাপ করিতে পারি না। এই জন্যই আমরা দৃষ্টি ও মুখশ্রী দেখিয়া অনেক সময় নরনারীর দোষ গুণের বিচার

করিয়া থাকি। পক্ষদ্বয় যেরূপই হউক, সিদ্ধান্ত অনেক সময় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। একজন কৃতবিদ্য ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিতের প্রশান্ত মুখশ্রীর সহিত একজন অর্ব্বাচীন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পাপিষ্ঠের কুটিল মুখ তুলনা করিলেই ইহার সত্যতা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

প্রগাঢ় প্রজ্ঞা সহকারে মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মানবজীবন প্রহেলিকাময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মর্ত্ত্যদেহে অবিনাশী আত্মার সঞ্চার,—একাধারে স্থূল ও সূক্ষ্মের সমাবেশ, সাকার ও নিরাকারের যুগপৎ আবির্ভাব—এই সকল চিন্তায় আত্মহারা হইতে হয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে ইহার নিরাকার ভাব সকল আকারের অতীত হইলেও কেবল আকার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আকার, [illegible]কে মনোবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। ভাব-ভেদে অভিব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ-সাপেক্ষ। যে শাস্ত্র দ্বারা স্থূল শরীরের এই সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র বলে। হস্ততত্ত্ববিবেক সামুদ্রিক শাস্ত্রের শা[illegible]মাত্র। ফ্রান্সিস জোসেফ গল পাশ্চাত্য হস্ততত্ত্ববিবেকের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার অলোকসামান্য মুখ-মণ্ডলই তাহার আবিষ্কৃত শাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাঁহারা তাঁহার প্রশান্ত মুখচিত্র সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন যে প্রশান্ত সমায়ত ললাট, উন্নত মস্তক, তীক্ষ্ণ নাসিকা ও উজ্জ্বল দৃষ্টি কিরূপ ভাবের অভিব্যক্ত। আলম্বিত ন্যুব্জমুখ, শলাকানিভ দীর্ঘ নত নাসিকা (খাঁদা), নিবিড় বক্র রেখা মুখ ও নাসিকা হইতে অধোভাগে বিস্তৃত, প্রশস্ত স্থূল চিবুক অগ্রভাগে ঝুকিয়া পড়িয়াছে এবং কুটিল ভ্রূভঙ্গিযুক্ত ক্ষুদ্র অক্ষিদ্বয় কেবল কদাকার নয়, পাপবুদ্ধির আধার বলিয়াও গৃহীত হইয়া থাকে। অনেক দস্যু, তস্কর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মার এইরূপ মুখ দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র গৃধ্রচঞ্চুনিভ নাসিকা, উন্নত গণ্ড অস্থি, অসম রুক্ষ চিকুর আকর্ণ বিস্তৃত নিবিড়, নতশির এবং স্থূল চিবুক ও স্থূল নিম্ন-চুয়াল বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, লোভী, অসূয়াপরতন্ত্র ও নর-ঘাতক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বর্ত্তুলবৎ গোলাকার মস্তক, অগ্রভাগ বা সম্মুখ অত্যন্ত নত ও ঈষৎ চেপ্‌টা এবং বক্র চিবুকের সহিত হঠাৎ পৃষ্ঠভাগে মিলিত, ইহাই বিখ্যাত চোর, মিথ্যাবাদী ও ধর্ম্মদ্বেষীর মুখচ্ছবি। উন্নত প্রশস্ত পূর্ণ আয়ত ললাট, মধ্যভাগ মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়াছে, বিশাল নীলোৎপলনিভ বা ঈষৎ শ্বেতনীলাভ নেত্রযুগল, সুন্দর কেশ ও ত্বক্ অনিবিড়ভাবে মস্তকের মধ্য দিয়া কর্ণ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এরূপ মুখশ্রী বিশিষ্ট ব্যক্তিই সাধু, সরল, সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, সুরসিক, বিশ্বাসী,

প্রসন্ন ও সুন্দর প্রকৃতি বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি সম্পন্ন, মেধাবী ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন। প্রেত-তত্ত্ববিদ্ ইমানুএল সুইডেনবর্গ ও সদানন্দ জোসেফ নিলের মুখচ্ছবি এইরূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখশ্রীও অনেকটা এই চিত্রের অনুরূপ। স্থূল-গ্রীব, মস্তিষ্কের নিম্ন ও পশ্চাৎভাগ ঘন ও নিবিড় নত নাসিকা, ক্ষুদ্র তীব্র অক্ষিদ্বয় কদাকার মুখ ও চিবুক দুরাচার কামুক ও মদ্যপের লক্ষণ। রোমীয় ইতিহাসে সম্রাট্ ভিটেলস ও নিরোর মুখচ্ছবি এইরূপ চিত্রিত আছে। ভিটেলস অত্যাচারী, ইন্দ্রিয় ও উদরপরায়ণ, দুর্ব্বৃত্ত, স্বার্থপর নৃপতি ছিলেন। স্বার্থ সাধন ও পশুবৃত্তি পরিতার্থ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কথিত আছে তাঁহার দুরোদরের চরিতার্থতা জন্য প্রত্যেকবার আহারের সময় দুই সহস্র ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ও মৎস্য বধ করা হইত। সুরাও আনুসঙ্গিক অমিতাচারের ত কথাই নাই। ইহার দৌবাত্ম্য ও অপব্যয়ে রোম সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা নিরো তদপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী ছিল। কথিত আছে যে সে রোমদাহ দেখিয়া আহ্লাদে সারঙ্গ বাজাইতেছিল। তাহার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বা ইতর কোন শ্রেণীর লোকই নির্ব্বিঘ্নে দারা সুত ধন সম্পত্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইত না। দুর্ব্বৃত্ত মাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা করিয়া ক্রমে স্বীয় পূর্ণগর্ভা বনিতাকেও পদাঘাতে নিহত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। অবশেষে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খৃষ্টীয় ৬৮ অব্দে আত্মঘাতী হয়। এই দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের মুখচ্ছবি এরূপ অবিকল চিত্রিত আছে যে, শিশুগণও তদ্দৃষ্টে তাহাদের রীতি ও চরিত্রের বিচার করিতে সমর্থ।

স্বাস্থ্য ও অবস্থার তারতম্যে সমভাব-সম্পন্ন সমলক্ষণাক্রান্ত মুখমণ্ডলেরও ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। সক্রেটিসের ন্যায় সমুন্নত বিশাল আয়ত ললাট বিশিষ্ট কত রুগ্ন শ্রমজীবী আমরা নিত্য রাজপথে দেখিতে পাই। কত সুইডেনবর্গ, কত জোসেফ নিল দরিদ্র ও আতুরনিবাসের চিরনিবাসী! মানসিক ও শারীরিক কর্ম্মশীলতা এবং দৈহিক গঠন ও কান্তি অনেকটা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতি-সাপেক্ষ। সুন্দর বা কদাকার যেরূপ উপাদানে শরীর নির্ম্মিত হউক না কেন, ইহার অস্থি ও মাংস পেষীর আকার, ধমনী শিরা ও স্নায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়ার সৌকর্য্য ও সম্বর্দ্ধন, মৌখিক গঠনের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য এবং মানসিক শারীরিক বলাধান—সমস্তই প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সদ্ভাবে পরিচালিত উদ্যমশীল প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল সুন্দর ও সুশ্রী, মস্তক শুভবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা পরিজ্ঞাপক ইহাঁদের ত্বক্ সুন্দর অনিবিড় কোমল এবং নাসিকা, দিব্য বংশীবৎ

ইহাদিগের চক্ষু নীলাভ বা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, এবং কেশ ঈষৎ ধূষর। ইহারা সুস্থাবস্থায় সুপ্রসন্ন, আশাযুক্ত, ভাবগ্রাহী, চতুর, মার্জিতবুদ্ধি ও প্রফুল্লবদন। ইহাদিগের ধারণা- শক্তি ও অধ্যয়নশীলতা চমৎকার। ইহা দিগের শরীর বাত শ্লেষ্মাদি তীক্ষ্ণ উত্তেজক পীড়া প্রবণ হইলেও শীঘ্র আরোগ্যলাভে সমর্থ। ইহাদের শারীরিক অপচয় সত্বর পরিপূরণ হয়, সুতরাং ইহাঁরা প্রায় দীর্ঘজীবী।

ক্ষমা।

"ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমাব্রহ্ম তপস্বিনাম্
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ।"

যাজ্ঞসেনী পঞ্চ পুত্র ও ভ্রাতৃ শোকে মূর্চ্ছাগত, অন্যান্য পরিজনবর্গ সকলেই শোকাকুল, পরিচারিকাগণ দ্রৌপদীকে লইয়া মহাব্যস্ত—কেহ তাঁহার মুখে শীতল জল সেচন করিতেছে—কেহ নীরবে অশ্রুসিক্ত বদনে চামর ব্যজন করিতেছে- কেহ মৃণাল-দণ্ড-গুচ্ছ দ্বারা শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু হায়! অতি শীতল বস্তু রাশি প্রচণ্ড অনলের দাহিকা শক্তি খর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু শোকানলের কি করিবে? কি করিতে পারে? সান্ত্বনার বাক্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ না করিয়া দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। শোকের সময় পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে শোকাগুণ আরও বাড়িয়া উঠে। পালঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, দাস দাসী গণ দ্বারা সেবিত হইলে কি শোকের- তীব্র যন্ত্রণা প্রশমিত হয়? গৃহে আগুণ লাগিলে যতক্ষণ সে দাহ্য বস্তু পায়, ততক্ষণ জ্বলিতে থাকে, পরে দাহ্য বস্তু সমূহ নিঃশেষ হইলে ক্রমে অনল শিখা নত হইয়া পড়ে। ক্রমে উত্তপ্ত মৃত্তিকাও ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কিছু কাল পরে সেই শূন্য মৃত্তিকায় হয় ত গৃহাদি মস্তকোন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, নয়, দু একটী করিয়া উদ্ভিদ দেখা দিয়া দগ্ধ মৃত্তিকার শূন্য স্থল পূর্ণ করে; কিন্তু পোড়া মৃত্তিকা কখনও অমনি পড়িয়া থাকে না। ইহা যেমন নিসর্গের অখণ্ড নিয়ম, তেমনি শোকানল যখন জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন সুখ, আশা, ভরসা, বিলাসবাসনা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি আন্তরিক দাহ্য বস্তু সকল দগ্ধ হইয়া কেবল উত্তপ্ত শূন্য হৃদয়টী পড়িয়া থাকে, ক্রমে শোকের যন্ত্রণা মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে থাকে, তখন আবার সুখ, আশা প্রভৃতি সেই শূন্য হৃদয়ে দেখা দেয়।

দ্রৌপদী আজ শোকাকুলা, দাস-দাসীগণের সেবা শুশ্রূষায় সে শোকানল নির্ব্বাণ হইতেছে না। প্রিয় পরিজন গণের সান্ত্বনা বাক্য সে শোকানলে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছে। দ্রৌপদীর চক্ষে আজ সংসার বিভীষিকা পূর্ণ ঘোর নরক,

হৃদয়ে যেন দাবানল হুহু করিতেছে—দেহ জীবনের ভার; কি জীবন দেহের ভার কল্পনা তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না—দেহ ও জীবন বন্ধুদ্বয় পরস্পর বিচ্ছেদপ্রার্থী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; যেন পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না বলিয়া লৌহ সিন্ধুকে কোন ভীমকায় পুরুষ তাহা চাপিয়া বসিয়া আছে।

অমঙ্গলের নাম শুনিলে লোকের হৃদয় শিহরিয়া উঠে, কিন্তু মন্দের মধ্যে ভাল আছে। যাহার সুখ সম্পদ আছে, তাহার মনে সর্ব্বদা ত্রাস, কখন বিপদ আসিয়া পড়িবে, আর যাহার উপর বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বিপদের কষ্ট ক্রমে সহিয়া গিয়াছে। একটী প্রবচনে আছে "উচাঁন বাড়ী বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।" তাই যাহার প্রাণে আঘাত লাগে নাই, তাহার ভবিষ্যতে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় অশান্তি ভোগ করিতে হয়, আর যাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে তাঁহার সেই মন্দের ভাল কি? সে অন্যের প্রাণের আঘাত বুঝে, সেই বিজ্ঞতা টুকুই তাহার মন্দের ভাল। সংসারে হাসি ফাঁকা—অশ্রু গভীর; মত্ততা ও আমোদ প্রমোদ হাল্‌কা—চিন্তাশীলতাই সার। কি বলিতেছিলাম—বলিতেছিলাম যাজ্ঞসেনীর কথা। দ্রৌপদী আজ রণজয়ী ভ্রাতা ও শিশু পুত্রগণের শোচনীয় মৃত্যুতে অধীরা। ক্রমে শোকের দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিল—হৃদয়টা যেন স্তম্ভিত ও নিমীলিত হইয়া আসিল। এই ভাবে শোকবিধুরা দ্রুপদ-দুহিতা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অশ্রুধারাপ্লুত বিশুষ্ক বদন ও স্ফীত নয়ন যেন ধৈর্য্য, ক্ষমা ও গাম্ভীর্য্য রাশি প্রকটিত করিয়াছে, তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্য যেন শত গুণে বিস্ফারিত হইয়াছে। বিধাতা স্বর্ণ পরীক্ষার ন্যায় শোকানলে মনুষ্যের স্বভাবধাতুকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এদিকে শোকান্বিত, ক্ষোভিত ও রোষান্বিত কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন, দ্রৌপদীর ভ্রাতৃ ও পুত্রহন্তা নৃশংস অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক শিবিরে আনয়ন করিয়াছেন ও তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই কথা শুনিবা মাত্র করুণহৃদয়া, শোভনপ্রকৃতি কৃষ্ণা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দ্রৌণীপদে প্রণাম করিলেন, পরে কাতরস্বরে অর্জ্জুনকে বলিলেন, "হে মহাবাহো, এ কি করিয়াছেন, মহাবীর অশ্বত্থামাকে ক্লান্তদেহ, মলিনবদন ও ধরাতলনিক্ষিপ্ত—নয়ন, দর্শন করিয়া কি তোমার কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? কোন্ প্রাণে ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইহাঁর প্রতি নিষ্ঠুরাচারে আমাদের অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, অতএব সত্বর ইহাঁর বন্ধন মোচন করুন্। ইনি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার গুরুপুত্র, ইহাঁর এরূপ দুর্গতি করা কখনই তোমার উচিত নহে। প্রয়োগ, সংহার, আর মন্ত্র সম্বলিত অস্ত্রাদি

যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ, ইনি তাঁহারই পুত্র, ইহাঁকে এরূপ শাস্তি দেওয়া তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে না। ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, প্রজারূপে তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্যও ততদিন সংসারে থাকিবেন। বিশেষতঃ ইহার জননী তোমার গুরুপত্নী, তিনি আজ জীবিত রহিয়াছেন, পুত্রশোক যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি, অতএব তোমার গুরুপত্নীকে আর সে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না। তিনি বীর-প্রসবিনী বলিয়া স্বামিসহ অনুমৃতা হয়েন নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুকুল সর্ব্বদা পূজ্য, বন্দনীয় ও কৃপার ভাজন, সে কুলকে দুঃখিত করা তোমার যোগ্য কর্ম্ম নহে, অতএব হে মহামতি! এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করিও না, তোমার গুরু-পত্নী যদি আমার ন্যায় পুত্রশোকে অজস্র অশ্রুপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার এক একটী অশ্রুতে আমাদের বহু অধর্ম্ম হইবে। দ্রৌপদীর বাক্যে ভীমসেন ক্রোধারক্ত নয়নে বলিলেন, "কৃষ্ণে! তুমি কোন্ প্রাণে ইহাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছ? এই দুষ্ট, পামর নারকী ব্রাহ্মণ অবশ্যই বধার্হ, ইহাকে বধ করিলে, এ ব্যক্তি দুস্তর নরক হইতে নিস্তার পাইবে। তোমার বিচারে এ কিসে বধের অযোগ্য হইল, বুঝিতে পারিলাম না। এই দুষ্ট চুরি করিয়া যে তোমার সর্ব্বজনপ্রিয়, সুদর্শন, কোমল কোরক তুল্য নির্দ্দোষী সুপ্ত শিশু গণকে বধ করিল, ইহাতে উহার ও উহার প্রভুর কি লাভ হইল? কৃষ্ণে! এ কখনই কৃপার পাত্র নহে, অবশ্যই ইহাকে বিনাশ করা উচিত।" ভীম এই বলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, দ্রৌপদী আকুল-হৃদয়ে ভীমসেনের হস্ত যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "বীর! এই গুরুপুত্র আমাদের অপকারী হইলেও ইহাঁর অপকার উপেক্ষনীয়, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তোমাকে এই অধর্ম্ম্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিব না।" দ্রৌপদীর এই সুশীলতা ও ক্ষমা দর্শনে ধনঞ্জয় মহা সন্তুষ্ট হইলেন; সুশীলা প্রিয়তমা সকল সময়েই রম্যা। দ্রৌপদীর এই আচরণে সাত্যকি, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর এই আচরণে কঠিনহৃদয় ভীমের মনও মুগ্ধ হইয়া গেল, চন্দ্রের কৌমুদী রাশি কাহাকে না আনন্দিত করে? দ্রৌপ-দীর করুণা, ক্ষমা ও সুশীলতা আজ অশ্বত্থামাকে নিরাপদ করিল, তিনি উন্মুক্তবন্ধন ও উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া লজ্জা-বনত মুখে পাণ্ডব শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন।

দেবী কৃষ্ণে! ধন্য তোমার ক্ষমা, তুমি মানুষী হইয়াও তোমার অতুলনীয় গুণ সমূহে দেবী হইয়াছ। দেবি! তুমি আর একবার এ ভারত ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম ও ক্ষমা শিক্ষা দাও। সুশীলে, তুমি যে সকল গুণে ভারতবাসীর

নিকট দেবী হইয়াছ, তোমার সেই সকল গুণ—সেই দুঃখকষ্ট-সহিষ্ণুতা, সেই নিরালস্য, সেই সাম্রাজ্ঞী হইয়াও রন্ধনে পারদর্শিতা—সেই গুরুজন সেবা—সেই ভোজন করাইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের তৃপ্তি সাধন করা—সেই করুণা, সেই ধর্ম্ম নীতিজ্ঞতা—সেই রাজনীতিজ্ঞতা—সেই সংসারের আয় ব্যয় হিসাব রাখিয়া স্বামীর সাহায্য করা—সেই দানশীলতা আর সর্ব্বোপরি তোমার সেই ক্ষমা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আজ গাউন বডি-পরিহিতা, দাস দাসী সেবিতা, স্বর্ণভূষণে পুতলীর ন্যায় সজ্জিতা হইয়া বাস্তবিক আমরা মাটীর পুতুলের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও গৃহ সজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছি, গুণবতি! তুমি তোমার গুণ সমূহে আমাদিগকে শিক্ষিতা কর, তাহা হইলে আমরা আর কালি-কলমের নিকট—পুস্তকের পাতার নিকট শিক্ষা করিতে চাহিব না। যদি তোমার সমস্ত গুণগুলির শিক্ষা না দাও, তবে তোমার ক্ষমা গুণটী আমাদের শিক্ষা দাও, যাহাতে আমরা বহু পরিবার একান্নভুক্ত থাকিয়াও পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারি। কু, রা।

পদ্মিনীর প্রাসাদ। *

এই কি চিতোর রাজপুরী হায়?
শত শত বীর জনমি যথায়
যুঝি প্রাণ পণে স্বদেশের তরে,
বিজয় লভিয়ে যবন সমরে,
যশস্বী হইল জগতের মাঝ!
সে চিতোর—দশা একি হেরি আজ?
রাজপুরী যেন গভীর বিজন,
দিবসেতে সেথা চরে শিবাগণ।
অশিব আরব শুনি মাঝে মাঝে,
চমকি উঠিছে বিজন সমাজে!
বন্য পাখী বসি শাখীর শাখায়,
বিলাপের গান গাইছে সেথায়।
নীরবে একাকী বসি নিরজনে—
চিতোরের চিন্তা করি মনে মনে,
ঘুমে অচেতন—দেখিনু স্বপন:—
রম্য হর্ম্ম্যোপরে রমণী রতন
পতিব্রতা সতী রূপেতে যাঁহার
আলো করিয়াছে সে পুরী আবার!
এক—
পাপীষ্ঠ যবন—ইন্দ্রিয়েরর দাস
দাঁড়ায়ে রয়েছে সে প্রাসাদ পাশ,
নিরখিবে কারে?—সেই লালসায়
চেয়ে আছে যেন চিত্রার্পিতপ্রায়।
জঘন্য বাসনা—পাশব প্রকৃতি
বিনাশিতে আজ অবতীর্ণা সতী।
কহিলা ডাকিয়ে শোন্ নরাধম!
রাজপুত নারী যবনের যম!
এই দেখ চেয়ে করে খর অসি
নাশিব নিশ্চয় সমরেতে পশি।
আজ—
মিটাইব তোর ইন্দ্রিয়-লালসা
অসির আঘাতে,—জীবনের আশা

* গত বৈশাখ সংখ্যার চিত্র দেখ।

বিসর্জ্জন দে, জনমের তরে ;
নাহি পরিত্রাণ পদ্মিনীর করে,
দেশে ফিরে যাবি কিরে দুরাচার ?
শুনি সে নিনাদ ভীম গরজন,
আতঙ্কে শিহরি উঠিছে যবন !
কাঁপে থর থর—তরাসেতে প্রাণ
যেন ওষ্ঠাগত ! করিছে প্রয়াণ
আপন শিবিরে—দিল্লির সম্রাট,
গণি পরমাদ —বিষম বিভ্রাট !
সিংহিনীরে হেরি শৃগাল যেমন
প্রাণভয়ে দূরে করে পলায়ন,
এল বুঝি ওই?—ফিরে ফিরে চায়
চাহিয়ে আবার উর্দ্ধশ্বাসে ধায়—
আবাসের পানে, তেমতি যবন
আপন শিবিরে করিছে গমন,
পঞ্চাত্মা উড়িছে সতীর ডরে !
সতীর কটাক্ষে ভস্ম হয় পাপ,
পাপীষ্ঠের মনে তাই অনুতাপ ;
নিজ পাপ স্মরি মরমেতে হত ।
জাগিছে হৃদয়ে কৃত পাপ যত ।
তুষানলে যেন দহিছে হৃদয়
পাপের দংশনে দুষ্ট দুরাশয় ।
ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ কুবাসনা ভার,
সতীর কোপেতে নাহিক নিস্তার !
অসুর নাশিতে অমরা ছাড়ি,
আসিলা মরতে রাজপুত নারী ।
'সতীর জয়' গাও শত মুখে
ভারত সন্তান ফুলাইয়া বুকে ।
সতীত্বের খনি—ভারত রমণী
জ্বলন্ত চিতায় পশিলা অমনি !
হয়—
পাছে কলুষিতা যবন করে ॥

বাদন প্রণালী ।

পিয়ানোফোর্ট এবং হারমোনিয়ম ।

বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে পিয়ানো ও হারমোনিয়ম অত্যুৎকৃষ্ট। এই দুই প্রকার যন্ত্র বাদন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না, এই জন্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকেরা এই যন্ত্র দুইটি ভাল বাসে। এই দুই যন্ত্রের পাঁপা অর্থাৎ চাবী বা পর্দ্দাগুলি একইরূপে সজ্জিত থাকে ; প্রভেদ এই যে পিয়ানোর মধ্যে তার থাকে, সেই তারে আঘাত লাগিয়া সুর নির্গত হয়, আর হারমোনিয়মে বায়ুর যোগ লাগিয়া উহার মধ্যস্থ রীডের চুঙ্গির দ্বারা সুর নির্গত হয় ।

বাদন প্রণালী ।

পিয়ানো যন্ত্রের চাবীতে আঘাত করিলে বাদিত হয়, আর হারমোনিয়ম যন্ত্রে দুই পদের দ্বারা ভস্ত্রা বা জাঁতা সঞ্চালন করিলে বাদিত হয়। জাঁতা সঞ্চালনের সময় প্রথমতঃ দুই পার্শ্বের দুইটী চাবী স্পর্শ করিয়া বাম পদের দ্বারা

চাপ দিতে হয়, পরে দক্ষিণ পদের দ্বারা দক্ষিণ দিকের জাঁতা পেষণ করিতে হয়, কিন্তু কোন চাবী না ধরিয়া জাঁতা পেষণ করিলে হারমোনিয়ম এককালে নষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তস্বরের প্রকরণ।

সংগীত শাস্ত্রে ধ্বনি সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্বর বা সুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। স্বরের নাম যথা;—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ। এই সমস্ত স্বর সাধিবার সৌকর্য্যার্থ ইহাদের আদ্য অক্ষরগুলি ব্যঞ্জক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।

স্বরগ্রাম।

একটী সুর হইতে অন্য সুরের যে দূরতা তাহাকে সাঙ্গীতিক অন্তর বলে। সা সুর হইতে ক্রমে সাত সুর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম বা আরোহী বলে, আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী কহে। সুরের পরম্পরাগত আনুলোমিক কিম্বা বৈলোমিক ক্রম অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বরগ্রাম বা সারগম কহে। যথা সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি; কিম্বা নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

সপ্তক প্রকরণ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী সুরকে একত্রে সপ্তক কহে। কোন সুর হইতে তাহার সপ্তম সুর পর্য্যন্ত সুরের যে উচ্চতা বা গম্ভীরতা, তাহাকেও সপ্তক কহে। এক সপ্তকে সঙ্গীতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, ইহা অপেক্ষা আরও গম্ভীর অর্থাৎ চড়া সুর সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সাতটীর অধিক সুর নাই, সুতরাং আবশ্যক মত গম্ভীরতর স্বরগ্রাম অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর।

স্বরগ্রামের পরস্পর কোন দুইটী সুরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে যথা, সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটী সুরের মধ্যগত যে সাতটী অন্তর, তাহারা পরস্পর সমান নহে যথা, সা হইতে ঋ পূর্ণস্বর, ঋ হইতে গ পূর্ণস্বর, গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর, ম হইতে প পূর্ণস্বর প হইতে ধ পূর্ণস্বর, ধ হইতে নি পূর্ণস্বর, এবং নি হইতে উচ্চ সা অর্দ্ধস্বর বাৎসল্য,

উক্ত নিয়মে পাঁচটী পূর্ণ স্ব; এবং অর্দ্ধস্বরের যোগে যে সপ্তক শ্রেণী শক্তি, তাহাকে শুদ্ধ স্বরগ্রাম বা ভূতি পুরু- কহে। উক্ত পাঁচটী পূর্ণ অন্ত মধ্যে স্ত্রীর কের মধ্যে এক একটী স্ব। মানব পাঁচটী পর্দ্দা বসাইলে, তা'গকে পালন পাঁচটী সুরের উৎপত্তি হ দেওয়া, তাহা- বিকৃত অর্থাৎ কড়ি ব ভাব সকলকে কহে। যথা. কোমল মানব সমাজের কড়ি ম, কোমল ধ ও করা স্ত্রীজাতির একটী সপ্তকের মধ্যে প আমাদের অধ্যা-

পক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, ব্যবসায়ী, শিল্পী, যোদ্ধা, রাজা, মন্ত্রী সকলেই গৃহান্তঃপুরে স্ত্রীজাতির নিকট প্রথমে শিক্ষিত হইয়াছেন। স্ত্রীর এই গুরু কর্ত্তব্য যদি তিনি পালন করেন, তাহাহইলেই তাহা সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্য এবং তাহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন—তাঁহাকে আর পুরুষের কর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিতে হয় না। যে সকল স্ত্রী স্বকীয় স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া পুরুষের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে যান, আমরা তাহাদিগকে স্ত্রীজাতির মধ্যে গণ্য করিতে ইচ্ছা করি না।

মাতা যখন শিশুকে পুরুষ করিয়া সমাজে প্রেরণ করেন, পুরুষ তখন মাতার নিকট অন্তঃপুরে শিক্ষিত সমস্ত বিদ্যা, সদ্ভাব, সদ্‌গুণ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি লইয়া সমাজ গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হন। মাতৃলব্ধ সম্পত্তি তখন তাঁহাকে সেই কার্য্যে সুদক্ষ করে। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, কৃষি, বাণিজ্য সকল কার্য্য তখন তিনি সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারেন। মাতা জনসমাজের আদিগুরু। "গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ"। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু। এই কবিবচনের অর্থ এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

লোকে যে "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করে এবং স্ত্রীরাও কোন কোন সমাজে যে স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা যদি আমাদের পূর্ব্বের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে স্ত্রী পুরুষ হওয়া এবং স্ত্রীকে পুরুষ করাই আজ কাল "স্ত্রী-স্বাধীনতা" নামে ব্যবহৃত হইতেছে। যাহারা বলেন আমাদের দেশের স্ত্রীর আদৌ স্বাধীনতা নাই, তাঁহাদের মূলভাব দোষাশ্রিত। স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্যের পার্থক্য তাঁহারা বোধ হয় স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য ভারগ্রহণ করিলে সমাজের আরও অধিক উন্নতি হইবে, অর্থাৎ সকলেই পুরুষ না হইলে সে উন্নতি হইবে না। কিন্তু সেই "উন্নত" মতাবলম্বীদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—মানবশিশুর ভার তবে কে গ্রহণ করিবে? যদি বলেন মাতাই তাহা করিবেন, কিন্তু মাতার এই উভয় কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা, সময় ও স্বাভাবিক গুণ আছে কি না? আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে মানবশিশুকে ভাবীপুরুষের সমস্ত গুণে বিভূষিত করা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় সহজ নহে, এবং তাহা সম্যক্ সমাধা করিয়া আবার সমাজ পালনের ভারগ্রহণ করিতে সক্ষমা স্ত্রী আছেন কি না আমরা তাহা জানিনা। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে বিধাতা স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক্ সৃষ্টি করিতেন না।

য।

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিবার জন্য অনেকের ইচ্ছা হয়, জানিতে পারিলে কেবল যে কৌতূহল চরিতার্থ হয় তাহা নহে, অনেক উপকার আছে সন্দেহ নাই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া মনুষ্য-জীবনের একটী প্রধান কার্য্য, 'আমি শীঘ্র মরিব না' এই বিশ্বাসে লোকে অসাবধান হইয়া যথেচ্ছাচার ও পাপাচার করিয়া থাকে। 'মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই' জানিলে সংসারেরও সুব্যবস্থা করিতে মতি হয়, পরকালের সম্বলের জন্যও যত্ন হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ কিসে জানায়ায়? জ্যোতিষীরা ইহা গণনা করিয়া দিতে পারেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের গণনা সত্যও হইয়াছে। যাঁহাদের ভাল নাড়ীজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেবল ২।৩ দিন পূর্ব্বে নয়, ২।৩ মাস পূর্ব্বেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন বিশ্বস্ত লোকের মুখে ঐরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন 'পাতঞ্জল দর্শনে' মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বিষয়ে যে কতকগুলি সঙ্কেত উক্ত হইয়াছে, তাহা বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া বোধ হয়, এস্থলে তাহাই বিবৃত হইতেছে। এগুলি বর্ত্তমানকালে কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষার বিষয়।

১। যে ব্যক্তি দেববিমান, ধ্রুব, শুক তারা, চন্দ্র-প্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র, কেহ বলেন, ভ্রূ-বিন্দু) দেখিতে পায় না, সে ব্যক্তি এক বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না।

২। যে মনুষ্য সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্র-মুখ রশ্মিশূন্য অর্থাৎ কিরণধারাব্যাপ্ত না দেখে, এবং বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকে না।

৩। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস বমন করে, কিংবা ঐরূপ বমি হওয়ার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, জানিবে যে সে ব্যক্তির দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

৪। অকস্মাৎ কোন ভয়াবহ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত, কি কোন বিকট সত্ত্ব, অথবা গন্ধর্ব্বনগর, কিংবা সুবর্ণ বর্ণ বৃক্ষ দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টা পুরুষ তদবধি নয় মাস মাত্র জীবিত থাকে।

৫। কোন কারণ নাই, অথচ হঠাৎ যদি চিরস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়, চিরকৃশ ব্যক্তি যদি স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেই ব্যক্তির জীবন আর ৮ আট মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, উলুক (পেঁচা) কিংবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী যদি অকস্মাৎ

মস্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক বাঁচিবে না।

৭। বহু কাক একত্রিত হইয়া যাহাকে তাড়না করে, বানরেরা যাহাকে ধূলি বর্ষণ করিয়া ব্যথিত করে, যে আপনার ছায়া উপযুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

৮। মেঘ নাই, অথচ দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ চমকিতে কিংবা রামধনু উঠিতে দেখিলে, দুই কিংবা তিন মাস মাত্র বাঁচিবে, এরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

৯। ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নির্ম্মস্তক কায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে একমাসের অতিরিক্ত বাঁচিবে না।

১০। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কিংবা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে ব্যক্তির আয়ু তখন এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অনুমান করিতে হইবে।

১১। স্নান করিবা মাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, সে ব্যক্তি দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

১২। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাণ নির্ঘোষ (শব্দ) শুনিতে পায় না, চক্ষু চাপিলে চাক্ষুষ জ্যোতি দেখিতে পায় না, সেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৩। কোন নারী রক্তবস্ত্র কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন যে দেখে, তাহার মরণ নিকট।

১৪। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রূরদৃষ্টিতে চাহিতেছে, বিভ্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও মৃত্যু নিকট হয়।

১৫। গর্ত্তে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগারে গেলাম আর দ্বার রুদ্ধ হইল, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৬। অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম, কিন্তু বাহির হইতে কিংবা উঠিতে পারিলাম না, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে আয়ু শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৭। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে, কি প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হয়।

১৮। দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পর-নেত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে।

১৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্য্যয় দেখিলে বুঝিতে হইবে তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে।

২০। মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু

জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ হইলে তাহার মৃত্যু নিকট, ইহা বুঝিতে হইবে।

২১। নাসিকা বাঁকিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল ঝরিতেছে, এরূপ হইলে সে নিশ্চিত বাঁচিবে না।

২২। এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় অখণ্ডভাবে শ্বাস বহিলে, তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হয়।

২৩। অনবরত দুই দিন রবিনাড়ীতে শ্বাস বহিলে তাহার জীবনের এক বৎসরেই শেষ হয়।

২৪। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়।

২৫। শ্বাস-বায়ু যদি নাসা পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ু শীঘ্রই শেষ হয়।

২৬। যাহার শরীর হইতে এককালে স্বেদ, মল, মূত্র ও ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি নির্গত হয়, সে অধিক দিন বাঁচে না।

২৭। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতি (জিহ্বা), ধ্রুব (নাসাগ্র), বিষ্ণুপদ (ভ্রূমধ্য) এবং মাতৃমণ্ডল (নেত্রজ্যোতি বা চোকের পুতুল) দেখিতে পায় না।

২৮। যে ব্যক্তি এক রঙে অন্য রঙ দেখে এবং এক রসে অন্য রস অনুভব করে, সে ছয় মাসের মধ্যে যমপুরী দেখে।

২৯। যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু, সর্ব্বদাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, যাহার করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীল বর্ণ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ছয় মাস অন্তে প্রাণত্যাগ করিবে। উত্তমরূপ স্নান করিলেও যাহার হৃদয়, হস্ত ও পদ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাস মাত্র বাঁচে।

৩০। আসনবদ্ধ করতঃ নিশ্চল হইয়া বসিলেও যাহার শরীর, বিশেষতঃ হৃদয় সবেগে কাঁপিয়া উঠে, যমদূত তাহাকে ৪ মাস পরে আহ্বান করে।

৩১। সর্ব্বদাই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সর্ব্বদাই বাক্য স্খলিত হয়, সর্ব্বক্ষণই রৌদ্র দর্শন হয়, রাত্রে দুই চন্দ্র, দিবসে দুই সূর্য্য, দিবসে নক্ষত্রব্যূহ ও রাত্রে তারকাবর্জ্জিত আকাশের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু, পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বনগর এবং দিবসে পিশাচ এই সকল দেখিতে পাইলে বুঝিতে হইবে যে মরণ নিকট।

৩২। ধূলায় ও সকর্দ্দম মৃত্তিকায় চলিয়া গেলেও যাহার পদচিহ্ন (পার্ষ্ণি বা পদাগ্রভাগের) খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে শত মাসের অধিক বাঁচে না।

৩৩। যাহার শরীর-বায়ু স্তম্ভিত হয়, যে মর্ম্মস্থান সকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ করে, জলস্পর্শ অসহ্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু নিকট।

৩৪। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুদ্বোধ হয়, হৃদয় কাতর

হয়, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, তাহার নিশ্চয়ই আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

৩৫। দৃষ্টি উৰ্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে, রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে ; মুখের উষ্ণতা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল ; এরূপ হইলে সে ব্যক্তির মরণকাল আগত ইহা স্থির করিবে।

৩৬। নির্ম্মল শুভ্রবস্ত্রকে যে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত।

বরষা।

১

গ্রীষ্মগত, বরষার শুভ আগমন—
গগনেতে ঘন ঘটা
তায় বিদ্যুতের ছটা
দুন্দভি আরাব তুল্য ঘন গরজন,
জলদ-নিকষে বুঝি করিয়া যতন
অনিয়মে আঁকা বেঁকা
বিজলী কাঞ্চন রেখা
আঁকিয়াছে স্বরগ-নিবাসী কোন জন।

২

নীরদ উরসে দেখি দামিনীর শোভা,
লজ্জায় মলিন মুখে
চন্দ্রমা পলায় দু'খে,
অভিমানে মলিনা কৌমুদী মনোলোভা;
পতির দুর্দ্দশা হেরি তারকা নিচয়
হতাশ অন্তরে দুখে
ম্লানবাসে ম্লানমুখে
করিতেছে শশাঙ্কের পশ্চাত আশ্রয়।

৩

দারিদ্র্য দশায় পতি পড়েন যথন,
মানিনী রমণীগণ
না যায় পিতৃভবন—
করে সীতা, বৈদর্ভীর পথানুসরণ।
ঝিঁঝিঁরা হরষ ভরে
তাম্বুরা বাদন করে
মহানন্দে কলাবৎ গায় ভেকগণ।

৪

তবাগমে চাষাকুল আনন্দিত মন,
মাভৈঃ মাভৈঃ বলে
আশ্বাসি কৃষকদলে
বসুন্ধরা শস্যে পূর্ণ করহ এখন;
ক্ষতিভয়ে চাষা যদি ব্যাকুলিত হয়,
তুমি ধীর বরষণে
তাড়ায়ে শলভগণে
কৃষকগণেরে কর নির্ভয়-হৃদয়।

৫

তোমার মধুর মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে
চঞ্চলা প্রকৃতি বালা
গাঁথিয়া কদম্ব মালা
পরাইবে তব গলে হরষিত মনে;
আনন্দেতে শিখিকুল পেথম ধরিবে
মেঘনাদ শ্রবণাশে
সম্ভাষিয়া কেকাভাষে
কলাপ কম্পিত করি তোমা বিজনিবে।

৬

তব মেঘে জলধনু উদিবে যখন,
জগৎ দেখিবে রঙ্গে,
শিখিপুচ্ছে মেঘ সঙ্গে,
কোন্ চিত্র সমধিক নয়নরঞ্জন!
গ্রীষ্মগত-বরষার শুভ আগমন,
বড় সাধ হয় মনে
মিশিয়ে মেঘের সনে
যক্ষের নির্দ্দিষ্ট পথ করি বিচরণ।*

৭

পূত রামগিরি রাম চরণ পরশে;
ক্ষণ তথা বিচরিয়া
পরে মাল ক্ষেত্র দিয়া
দেখিব সে আম্রকুট মনের হরিষে। (১)
কৃশাঙ্গী নর্ম্মদা যথা বিন্ধ্য পাদদেশে,
সেই স্থানে কিছুক্ষণ
সুখে করি বিচরণ
উপনীত হব পরে দশার্ণ প্রদেশে।

৮

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা দেখিব (২)
যদিও সে বাঁকা পথে
হবে উজ্জয়িনী যেতে
তবুও কবির প্রিয় কাজেই যাইব। (৩)
বেণীভূত প্রতনু সলিলা সিন্ধুনদী,
অবন্তীর রাজধানী,
বিশালা বা উজ্জয়িনী, (৪)
হেরিব হরষে উহা স্বর্গখণ্ড যদি, (৫)

৯

পদ্মগন্ধা গন্ধবতী (৬) মহাকালালয়,
দেবাচলে ষড়ানন,
চর্ম্মন্বতী দরশন
(করিব), যথা রন্তিদেব কীর্ত্তি স্রোতোরূপে
ব'য়। (৭)
দশপুর দেখি পরে ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়া,
কৌরবের কুরুক্ষেত্রে,
হেরিব সতৃষ্ণ নেত্রে,
পবিত্র হইব সরস্বতী-বারি পিয়া।

১০

কনখল, হিমাচল, গঙ্গাতরঙ্গিণী,
হংসদ্বার, ক্রৌঞ্চাচলে,
পাছে রেখে যা'ব চলে,
কৈলাসে—যথায় হর পর্ব্বত-নন্দিনী।
দেখিব কেমন দৃশ্য অলকার মাঝে,

---

* মেঘদুত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নায়ক যক্ষ মেঘকে অলকায় যাইতে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

(১) বর্ত্তমান অমরকণ্টক। (২) বর্ত্তমান ভিলসা, বেত্রবতী বা বেতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী। (৩) কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী, অলকায় যাইবার পথে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে বেঁকা পথে যাইতে হয়, প্রিয় উজ্জয়িনী বর্ণন করিবার জন্য কালিদাস মেঘের পথ বক্র করিয়া দিয়াছেন। (৪) বিশালা শিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত। (৫) কবি "মেঘ দূতে" উজ্জয়িনীকে স্বর্গখণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—"পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্। স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং, শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।" (৬) গন্ধবতী-নদী বিশেষ। (৭) কথিত আছে দশপুরাধিপতি রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করেন, সেই সমস্ত গোরুর চর্ম্ম হইতে যে শোণিত স্রাব হয়, সেই শোণিতে চর্ম্মন্বতী বা বর্ত্তমান চম্বল

৬। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

৭। পড়ে মরে বঙ্গের রাজা।

৮। পণ রক্ষায় প্রাণ হারান।

৯। পণেক খেলে ক্ষণেক গায়,
কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

১০। পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।

১১। পতির পায়ে থাকে মন তারে বলি সতী।

১২। পতির মরণে সতীর মরণ।

১৩। পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং।

১৪। পথি শূদ্রবদাচয়েৎ।

১৫। পথে পেলাম টাকা,
চৌদ্দ আনাই লাভ।

১৬। পথে পেলাম কামার,
দা গড়ে দে আমার।

১৭। পথে হাগে চোখ রাঙায়।

১৮। পয়সা দিয়ে খাই দই,
কি করবে গয়লানী সই।

১৯। পর আর পরমেশ্বর। †

২০। পর প্রত্যাশী নর, গাছে উঠে মর।

২১। পরভাতী হও ত পরঘরী হইও না।

২২। পরে দেবে চেয়ে,
পেট ভর্‌বে খেয়ে।

২৩ পরে তসর খায় ঘি,
তার আবার খরচ কি?

২৪। পরিতে হবে শাঁকা,
তবে কেন মুখ বাঁকা?

† অবিশ্বাসী লোকের কথা। বিশ্বাসী বলেন "যার কেউ নাই, তার তুমি আছ হরি দয়াময়।"

২৫। পরের ছেলে খায়,
আর বন পানে চায়।

২৬। পরের ছেলেটা খায় এতটা বেড়ায় যেন বাঁদরটা;
আপনার ছেলেটি খায় একটি বেড়ায় যেন নাটিমটি।

২৭। পরের ধনে পোদ্দারী,
লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

২৮। পরের কথায় লাথি চড়,
আপনার কথায় ভাত কাপড়।

২৯। পরের ঘি পেলে,
প্রদীপে দেয় ঢেলে।

৩০। পরের চাউল পরের ডাউল,
নদে করেন বিয়ে।

৩১। পরের পিটে, বড় মিটে।

৩২। পরের পুতে বরের বাপ।

৩৩। পরের জন্যে ফাঁদ পাতে,
আপনি পড়ে মরে তাতে।

৩৪। পরের মাথায় কাঁটাল রেখে,
আপনি কোয়া খায়।

৩৫। পরের মন আঁধার কোণ।

৩৬। পরের বেদন পর কি জানে?

৩৭। পরের লেজে পা পড়্‌লে তুলাপানা ঠেকে,
আপনার লেজে পা পড়্‌লে ক্যাঁক ক'রে ডাকে।

৩৮। পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

৩৯। পরের সোনা না দিও কানে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।

৪০। পরের মন্দ কর্‌তে গেলে আগে আপনার মন্দ হয়।

৪১। পর্ব্বতের মুষিক প্রসব।
৪২। পলকে প্রলয়।
৪৩। পক্ষীর মধ্যে ওচাঁ, নাম কাদাখোঁচা।

(ক্রমশঃ)

দোষ সংশোধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা কলিকাতার মধ্যবিত্ত অবস্থার একটী ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহিণী। সরলা তাঁহার পালিতা কন্যা। নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীর একটী অসহায়া বিধবা একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বালক বালিকার দুরবস্থার কথা শুনিয়া—তাহাদের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভাবিয়া মনোরমা কাতর হইয়া পড়িলেন। নিজেদের সংসারের অবস্থা তত সচ্ছল নহে, তা'তে আবার দুই তিনটী ছেলে মেয়ের খরচ আছে। এজন্য মনোরমার স্বামী অমর বাবু কিছুতেই এই অনাথ বালকবালিকাদিগকে গৃহে আনিতে সম্মত নহেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কান্নাকাটি করিয়া মনোরমা শেষে স্বামীর মত করিলেন এবং বালকবালিকাকে গৃহে আনাইলেন। বালকটী বয়সে বড়—আট বৎসরের, বালিকা ছয় বৎসরের মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ পরে অমর বাবু বালককে বারাশত বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া আসিলেন। বালক বিনয়কুমার বোর্ডিংএ থাকিয়া বেশ মনোযোগ সহকারে লেখা পড়া করিতে লাগিল। বালিকা গৃহে থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতে লাগিল। অনেক গুণ থাকিলেও বালিকা অত্যন্ত চঞ্চলা। চঞ্চল বলিয়া অনেক সময়ে নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিয়া বসে। যতই সময় যাইতে লাগিল, সরলার দোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়া গোপন করিতে, মিথ্যা বলিতে, অন্যের দ্রব্যাদি হরণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের মানরক্ষা করিতে শিখিতে লাগিল। শাসনে, তাড়না ও তিরস্কারে দিন দিন অসদনুষ্ঠানের তালিকা বাড়িতে লাগিল। স্নেহ মমতা, ভালবাসা, আদর ও যত্নের মধ্যে বাস করিতে পাইয়াও সরলা সংশোধিত হইতেছে না দেখিয়া মনোরমার ভাবনাও বাড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমর বাবু সময়ে সময়ে এ সকল কথা জানিতে পারিয়া মনোরমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিতেন—মা বাপ-মরা গরিবের ছেলে বাড়িতে আনিয়া এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াই ত আমি তখন সম্মত হই নাই।

এখন দেখদেখি সমস্ত পরিবারটা—এমন কি সময়ে সময়ে পাড়ার লোকেরাও বিপন্ন ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেছে।

মনোরমা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মেয়েটীও ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ, কিন্তু তাহার অভ্যাস দোষ আর কিছুতেই যাইতেছে না। সরলার দাদা বিনয়-কুমার মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়, দুএকদিন ভগ্নীর নিকট থাকিয়া আবার চলিয়া যায়। ছেলেটী মেয়েটীর চেয়ে ভাল হইতেছে দেখিয়া অমর বাবু ও মনোরমা কিঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু সরলার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন। এমন সময়ে একবার বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিনয় কয়েক দিন কলিকাতায় অমর বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছে। সরলা যে কষ্ট পায়,সরলার যে কিছুই ভাল লাগে না, সরলার প্রতি কেহ সন্তুষ্ট নহে, সরলা এ সকল কথা দাদাকে বলিল, কিন্তু কার দোষে এরূপ হইতেছে তাহা আর বলিল না, এমনিভাবে বলিল যেন তার একটুও দোষ নাই।

বিনয় সমস্ত শুনিয়া শেষে বলিল, যত কষ্ট হউক না কেন, বাবা ও মাকে বিরক্ত করিও না। দেখো তোমার বুদ্ধির দোষে তোমার আমার দুজনেরই যেন সর্ব্বনাশ হয় না।

দাদার কথা শুনিয়া সরলা মরমে মরিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর, মনে যেন কেহ বিষ ঢালিয়া দিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল—"হায়রে পোড়া কপাল, আমি মরিলেই সকল জ্বালা জুড়ায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমার সরলাকে একটু প্রয়োজন হইয়াছে, অনেকগুলি কাপড় ছিঁড়িয়াছে, দুজনে বসিয়া কাপড়গুলি সেলাই করিবেন বলিয়া আহারান্তে তাহাকে খুঁজিতেছেন। কোথাও না পাইয়া শেষে খিড়কির বাগানে গিয়া "সরলা সরলা" বলিয়া দুই তিন বার ডাকিতে ডাকিতে সরলা ছুটিয়া আসিল। তাহার আসার ভাবে বোধ হইল যেন সে কিছু বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। মনোরমা তাহাকে বলিলেন এস দেখি আজ একটু কাজ আছে, দুজনে সেই কাজটুকু করিগে, দেখ্‌বো দুজনের মধ্যে কে বেশী সেলাই কর্‌তে পারে। তখন সরলার সে কাজ করিতে একতিল ইচ্ছা না থাকিলেও অম্লানমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল—মা! হাজার সিগ্‌গীর সেলাই করিতে পারিলেও আমি তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিত্‌তে পার্‌বো না, আর তোমার সেলাই কেমন সুন্দর হয়। মনোরমা বলিলেন তুমিও চেষ্টা করিলে হয়ত আমার চেয়ে ভাল পার্‌বে।

স। হায়রে আমি আবার চেষ্টা কর্‌বো!

মা। কেন তুমি কি চেষ্টা কর না? আর যখনই চেষ্টা কর, তখনই কি ভাল হয় না?

স। হাঁ মা, আমি যখন চেষ্টা করি, তখন আমার কাজ খুব ভাল হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার মত কি হয়?

ম। আমার মত তুমি বড় হলে আমার মত হবে। তুমি এখন ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষদের মধ্যে তোমার কাজ খুব ভাল বলিতে হয়। "যত্ন করিলে তাহার কাজ বেশ সুন্দর হয়, তাহার বয়সের মেয়েদের সকলের অপেক্ষা তাহার কাজ তাহার মায়ের খুব ভাল লাগে" শুনিয়া সরলা আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উৎসাহে তাহার সুন্দর মুখখানি টুক্‌টুকে লাল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুটি বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চখের পাতায় কোলে জল দেখা দিয়াছে। মনোরমা একটীবার পশ্চাৎদিকে তাকাইলেন— দেখিলেন সরলা একেবারে গলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। পার্শী সম্প্রদায়ের অগ্রণী মিষ্টার দাদাভাই নৌরজি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে দাদাভাই সর্ব্বপ্রথম পার্লেমেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

২। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সার্কুলার রোডের ৮২।১নং ভবনে তিনটি শিশু লইয়া যে অনাথাশ্রম খোলা হইয়াছিল, তাহার উন্নতির জন্য অনেকে অর্থদান করিতেছেন। উক্ত আশ্রমটী নারিকেল ডাঙ্গার জয়শঙ্কর তর্কলঙ্কারের ষ্ট্রীটে ৭নং জমীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সাধারণকে আহ্বান করিয়া উহা খোলা হইয়াছে। এই শুভকার্য্যে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, ২০নং পটুয়াটোলার শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের নিকট পাঠাইবেন।

৩। বিবী হুইলারের স্থানে মিস ক্রিশ্চিয়ানা বোমওয়েচ কলিকাতার স্ত্রী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। ভারত গবর্ণমেণ্ট চিকাগোর বিশ্বপ্রদর্শনীতে ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪০ হাজার চা'র জন্য এবং ১০ হাজার শিল্প প্রদর্শনে ব্যয় হইবে।

৫। গত সেন্‌সসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ২৬ হাজার; অন্ধ ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার; বোবা ও কালা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং ক্ষিপ্তের সংখ্যা ৭৬ হাজার।

৬। ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র এবারে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত

শাস্ত্রের পরীক্ষায় অনার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মিঃ ডি মল্লিক র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বাবু আনন্দ মোহন বসু প্রথম র‍্যাঙ্গলার হন।

৭। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তথা হইতে ১২৩৯ জন ডাক্তার হইয়াছেন; তন্মধ্যে সিংহল দেশীয় ৩০ জন, মগ ৯ জন, মিলিটারী শ্রেণীর ছাত্র ৩১৬ জন এবং অবশিষ্ট হিন্দু।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। টডের রাজস্থান—ইংরাজিতে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪৲ টাকা। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত যে কি অমূল্য রত্নখনি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্বাধীনতা, সতীত্ব, স্বদেশানুরাগ, প্রভুভক্তি প্রভৃতির সমাদর যতকাল জগতে থাকিবে, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ততকাল পরম যতনের ধন। ইহার প্রথমার্দ্ধ আমরা উপহার স্বরূপ পাইয়াছি। ন্যূনাধিক ৯০০ শত পৃষ্ঠার মূল্য একটী টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকাশক সকলেরই পক্ষে ইহা অনায়াসলভ্য করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে তাঁহাদের সকলেরই ইহার এক এক খণ্ড থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ দেশে এমন মহামূল্য গ্রন্থ, এত স্বল্প মূল্যে বোধ হয় কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২। প্যাক্স মণ্ডী (Pax Mundi)—এই পুস্তক কে পি আর্ণল্ডসন জর্ম্মণ ভাষায় রচনা করেন, বি এফ ডনেম নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন, জাতির মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হইয়া শান্তি স্থাপনের যে শুভ চেষ্টা হইতেছে, তাহারই ইতিবৃত্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য পরে প্রকাশ করিব।

৩। জীবনছায়া—প্রেমের জয় প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতার রচিত, মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেক গভীর চিন্তা ও সার সত্য আছে। লেখকের উদ্দেশ্য সংসার তাপে তাপিত লোককে ছায়া দান, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হউক।

৪। সংসার পরিচয়—শ্রীপ্রাণনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। সহজকবিতায় বিজ্ঞান, মহাজনী, শরীরপালন ও নীতি উপদেশ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। লেখকের সরল পদ্যরচনার বেশ ক্ষমতা আছে। এ পুস্তক বালকদের পক্ষে শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ হইবে।

৫। সুবোধিনী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। বালক বালিকা-

দিগের পক্ষে যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক, সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ। ইহাদ্বারা বিষয়-জ্ঞানের সহিত ছাত্রগণ সুনীতি ও সদাচারের শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বামারচনা।

শিব পূজা।

১

নমঃ দেব মহাদেব, নমঃ রাঙ্গা পায় ;
পোড়াহাড় ভস্ম ছাই,
ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায় !
ভকত-বৎসল হর,
ভকতে দিবেন বর,
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?

২

খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন বনে অমরের দল ;
দেখেছি বৈকুণ্ঠ ধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলাসনে, উজল অনল ;
গণিয়া একটী ত্রুটি,
দেখেছি তেত্রিশ কোটী,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ—স্বর্গ রসাতল ;
এমন আপনা ভোলা,
এমন পরাণ খোলা,
এমন রজত গিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল !

৩

দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কীর্ত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচেরে পালে প্রীতি মমতায় ;
দেখিনি মরার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায় ;
কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহা তপস্যায় ?
অমৃতান্ন পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব ভরে কেবা পড়ে পা'য় ?
কার প্রেম হেন সাধা,
কে দেয় জায়ারে আধা—
"অর্দ্ধ নারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায় ?
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ সাধ নাই কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা "পাগল" ধরায় !
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?

৪

নমঃ দেব মহাদেব, নমঃ ত্রিলোচন ;
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,

কটি তটে বাঘবাস বিভূতি-ভূষণ;
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজিত মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন;
নিষ্কাম নির্ব্বাণ দাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা,
অগতির গতি নাথ অনাথশরণ,
কাহারে পূজিব আর—বিনা ও চরণ?

৫

সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি;
নিরাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস নিত্য স্বর্গবাসী;
অনাথ অধমপাতা,
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা,
রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারী উদাসী!
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি!
সহস্র প্রণাম পা'য়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি!
যদিও বুঝিনা মর্ম্ম,
জানিনা ভকতি কর্ম্ম,
তবুও পূজিব প্রভো সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।

শ্রীমা—

বৈরাগিণী বালিকা।

সন্ন্যাসিনী বেশ
জটা ভার কেশ
কে তুমি বালা বিজন বনে,
কাতর নয়ান
মলিন বয়ান
কি বেদনা জাগে তোমারি প্রাণে।
বিশাল সংসারে
তোর তরে কিরে
নাহি কি সেথায় একটি গেহ,
দেয়নি কি তোরে
নিমেষের তরে
মমতার ছায়া করুণার স্নেহ?
কাহার বিধানে
এ নব জীবনে
এ ঘোর তেয়াগী হয়েছ সতী,
কি মন্ত্র জপিছ
কাহারে ডাকিছ
হয়ে আছঁ বল কোন্ ব্রতে ব্রতী?
সাধ প্রাণ খুলে
প্রেম ফুল তুলে
এসগো দেবী সাজাই তোরে,
হৃদয় ভিতরে
চির দিন তরে
বেঁধে রেখে দি মমতা ডোরে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
কানপুর।

The Bamabodhini Patrika.

Mr. Dadabhai Nowraji is the first Indian who has been elected a member of the British Parliament. We look upon this event as a dispensation of Providence. May the giver of all good make our Parsee brother a worthy tool in His hand for the regeneration of India !

Very encouraging news of social reform come from the heroic country of the Rajputs. A conference of Rajput Kayasthas was held at Ajmir, at which a good many ladies were present behind the screen. It was resolved at the meeting to raise the marriageable age of girls, as also to cut down the expenses incurred in nuptial ceremonies. These were bold steps and we wish continued success to the noble efforts of the Kayastha community of Rajputana. In this connection, we notice with regret the death of Rao Bahadur Takiat Singha, one of the chief promoters of social reform there. It was he who asked Col. Walter to inaugurate the reform movement.

The Golden Wedding or the fiftieth anniversary of the marriage of the King and Queen of Denmark was celebrated with great rejoicing on the 29th May last atCopenhagen. All the distant members of the family, including the Czar and Czarina of Russia, the King and Queen of Greece,the Prince and Princess of Wales were present. The ruling family of Denmark is noted for its kind and sympathetic treatment of the poor and the needy.

Promoters of the higher education of women have lost a sincere friend and a hard worker in the death of Mrs. Broom Robertson, who was the Secretary and the Bursar of Girton College from 1878 to 1891. She was suffering from a painful disease, but she had courage and resignation enough to bear all the pangs of her last illness without complaint.

The untimely and sudden death of the grandson of our beloved Queen must be fresh in the memory of all our readers. Her Serene Highness Princess May of Teck, to whom the late Prince was betrothed, has presented £500 for the endowment of a cot to the Victoria Hospital for children to be named the "Prince Eddy cot." The sum was originally raised by the London Needlework Guild for Princess May.

That philanthropic and kindhearted lady, Miss Florence Nightingale, the unwearied worker on behalf of the neglected and the suffering, has been lately corresponding with Lord Cross, the Secretary of State for India regarding the working of the Village Sanitation Act in the Bombay Presidency. She has been collecting all information regarding the bad sanitary conditions prevalent in the rural parts

of the Western Presidency, so that she has been able to read a paper on the subject at the International Sanitary Congress held last autumn in London under the presidency of the Prince of Wales. A powerful memorandum supporting her views has been submitted to the Government by a good many distinguished medical men. We earnestly hope that her suggestions will be taken up and carried into effect by the Government of Bombay.

We are indebted to the Demorest's-Family Magazine for the following valuable collection of news as to what women are doing in different parts of the world :—

There are 58,000 women in England enrolled in Trades Unions.

Nearly 300 women are attending Boston University. Seven are in the law school, forty three in the medical department and eleven in the school of theology.

Miss Philippa Fawcett, who became famous by taking rank above the senior wrangler at Cambridge, has been appointed on the English Woman's Committee of the World's fair, to deliver a lecture at Chicago on "Woman's education in England."

Miss Harriet Monro of Chicago has been appointed to write the commemoration ode for the dedication of the World's Fair buildings.

Queen Victoria has promised for the Columbian Exposition specimens of her own work in spinning and knitting done when she was a girl ; also some of her embroidery, free drawing and water colour painting. Princess Louise will contribute some clay modelling, Princess Beatrice several paintings and Princess Christian some embroidery.

Mrs. Ann Walter Thomas, an English lady noted as a linguist, is said to be the best Welsh scholar living.

Miss Susan B. Anthony has been immortalized by a souvenir spoon, which bears not only her likeness and name but also the watchword of her cause "Political Equality."

Miss Caroline Phelps Stokes has given Ausonia, Connecticut, a drinking fountain in memory of Anna Swell of England, the author of "Black Beauty."

Mme Schliemann, whose husband the famous explorer Dr. Schliemann discovered the ancient site of Troy, is carrying on his work.

The women of Poland, from the princess to the peasant, will wear nothing but black during 1892 in order to commemorate the centennial loss of Poland's independence as a nation.

The Girl's Friendly Society of England is a union of over 170,000 women and girls of all classes which holds religious and secular classes, provides houses of rest and training, lodges, libraries &c.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩১ সংখ্যা।	শ্রাবণ ১২৯৯—আগষ্ট ১৮৯২।	৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দাতব্য চিকিৎসালয়—১৮৯০ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে ইহার সংখ্যা ২৬৫ ছিল, ১৮৯১ সালে ২৭২ হইয়াছে অর্থাৎ ৭টী বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব ৬টী মাত্র, অবশিষ্ট গুলি স্থানীয় ফণ্ড বা অন্য উপায়ে প্রতিপালিত। ১৮৯০ সালে ১২॥ লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হয়, ১৮৯১ সালে ১৯ লক্ষ হইয়াছে। তবু কত স্থানে কত অসংখ্য রোগী চিকিৎসার সাহায্যই পাইতেছে না! দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ও কার্য্যকারিতা যাহাতে বাড়ে, তৎপক্ষে সর্ব্বসাধারণের যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

দান—বরদার মহারাণী সখি-সমিতিতে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণী কাম্বেল হাঁসপাতালের প্রায় ৪০০ রোগীকে আম সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন এবং রোগীদিগের ব্যবহারার্থ ৫০টী কাঁশার ঘটী দান করিয়াছেন।

বৃহত্তম পুস্তকালয়—পারিসের পুস্তকালয় পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ২০ লক্ষ মুদ্রিত এবং দেড় লক্ষের অধিক হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

দাদাভাই নৌরজী—ফিন্‌সবরীর লোকেরা ইহাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া ভারতবাসী সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। নৌরজী পার্লেমেণ্টের সভ্য না হন, এজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাপ্তেন পেণ্টন এখনও চেষ্টা করিতেছেন।

মার্কিণ ভগিনী-ডোরা।

ডোরথী লেণ্ডে ডিক্স।

ডোরথী নাম্নী দুইটী রমণী-রত্ন প্রতীচ্য প্রদেশে ধর্ম্ম ও চরিত্রবল এবং লোকাতীত প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জনসমাজকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ডোরথী পুষ্প পৃথিবীর দুই মহাদেশে প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর সুগন্ধে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমোদিত করিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্ক সায়ারভুক্ত হক্সোয়েল নামক গ্রামে, ডোরথী উইণ্ডশে পাটিসনের জন্ম হয়। ইনিই উত্তরকালে "ভগিনী ডোরা" বলিয়া অভিহিত হন এবং ডোরথী লেণ্ডে ডিক্স আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত হেমডেন নগরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইটী রমণীর মধ্যে চরিত্রগত এবং কার্য্যগত অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণা, উভয়েই পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই পরিশ্রম, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের গুণে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি চরিত্রগঠন কি সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ ডোরথী ডিক্স কোনও বিষয়েই তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে অণুমাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। বাল্যকালে সম্যক্ শাসনের অভাবে তিনি স্বেচ্ছামত বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল। যে পরম বস্তু লাভ করিলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ধর্ম্মবীজ ডোরথীর হৃদয়ে শৈশবেই অঙ্কুরিত হইতেছিল।

ডোরথী দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণ করিবার জন্য তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। অগত্যা তিনি কার্য্য-প্রার্থিনী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পিতামহী বষ্টন নগরে বাস করিতেন, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতামহী নীতি ও পবিত্রতার কঠোর নিয়মের পক্ষপাতিনী ছিলেন। স্নেহের কোমলতা তাঁহার হৃদয়ে বড় অধিক ছিল না। কিন্তু ডোরথী বিনীতভাবে স্নেহপ্রার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে এবং প্রাণপণে পিতামহীর সেবা করিতে লাগিলেন। একটী প্রতিভাসম্পন্ন বালিকার পক্ষে সেই নীরসহৃদয়া বৃদ্ধার সহবাসে দিনযাপন করা কিরূপ ক্লেশকর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ডোরথী দুর্দ্দশাপন্ন পিতা

মাতার সাহায্যের আশাতে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি একটী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য পাইলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ছাত্রা-দিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যে তিনি এরূপ ব্যাপৃত হইয়াছিলেন যে, দিবসে বিশ্রাম কিম্বা গৃহ-সন্নিহিত উদ্যানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিতেও অবসর পাইতেন না! যে বয়সে সন্তানগণ পিতামাতার যত্ন ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, সেই অপরিণত বয়সে ডোরথী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পাছে বালিকার পোষাক দেখিয়া ছাত্রীগণ বালিকা বোধে তাঁহার উপদেশের প্রতি উপেক্ষা করে, এজন্য তিনি সেই সুকুমার বালিকা-দেহে যৌবনোচিত বেশ ধারণ করিতেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি স্বয়ং একটী বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। সেখানে নিজে শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার দুইটী ভাই তাঁহার নিকট থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। তাহাদের বিদ্যা-লয়ের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করি-তেন। এই কারণে তাঁহার অনেক অর্থের প্রয়োজন হইত। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণা বালিকা শিশু-পাঠ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।

তিনি নিজের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে শিক্ষাদান করিতেন। যাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের বালিকাগণ ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভবিষ্যতে জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, যাহাতে উত্তরকালে তাহাদের জীবন আদর্শ করিয়া অপরাপর নরনারী সাধুপথে পদার্পণ করিতে পারে, এজন্য ডোরথী তাঁহার স্কুলকে নৈতিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। পরি-শেষে তিনি এরূপে শিক্ষাদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। যে সকল বালক বালিকা অভিভাবক-বিহীন হইয়া অথবা অভিভাবকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া অশাসিত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা-দিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য ডোর-থীর প্রাণ আকুল হইল। পিতামহীর উদ্যানে অশ্ব-মন্দুরার (আস্তাবল) উপরি-ভাগে একটী গৃহ ছিল। পিতামহীর নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইয়া তথায় অশাসিত বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা-দান করিতে লাগিলেন।

এ সময় বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য ডাক্তার চেনিং স্বীয় মহীয়সী প্রতিভা বলে ধর্ম্ম রাজ্যে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন। তদনীন্তন ধর্ম্মসমাজে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে মানুষ অভিশপ্ত জাতি,—ঈশ্বরের নিকট ঘোরতর অপ-রাধে পুরুষানুক্রমে অপরাধী। ডাক্তার চেনিং জলদ-গম্ভীর স্বরে এই অসত্যসূচক মতের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু [illegible] সময়

প্রত্যেক ধর্ম্ম বিদ্যালয়েই পূর্ব্বতন মত শিক্ষা দেওয়া হইত।

ডোরথীর সহিত শুভ মুহূর্ত্তে ডাক্তার চেনিংএর পরিচয় হইল। ডাক্তার চেনিং ডোরথীর কার্য্যতৎপরতা এবং ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সন্তানগণের শিক্ষয়িত্রী পদে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিলেন। ডোরথী স্বীকৃত হইলেন। এ সময় ভয়ানক শীতের প্রাদুর্ভাবে ডাক্তার চেনিং সপরিবারে ডোরথীকে সঙ্গে করিয়া উষ্ণ স্থান সেণ্টাক্রস দ্বীপে গমন করেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদের সকলের শরীরই সবল হয়। ডাক্তার চেনিংএর নিকট ডোরথী ধর্ম্মের যে নবতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বিদ্যালয়ই তাঁহার প্রচারক্ষেত্র। তিনি সেণ্টাক্রস হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় বিদ্যালয়ে নূতন মত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুরাতন বিশ্বাস বিদূরিত করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত নূতন নূতন সত্য দ্বারা ছাত্রীদিগের জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে এক একটী স্বর্গের দূত প্রস্তুত করিবেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া ডোরথী ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন যে, জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ইয়ুরোপ গমন না করিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন। ডাক্তার চেনিং বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে ইয়ুরোপে পাঠাইতে চেষ্টিত হইলেন। অগত্যা তিনি সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপ যাত্রা করিলেন। লিভারপুলে উইলিয়ম রেথবল নামে ডাক্তার চেনিংএর একজন বন্ধু ছিলেন। ডোরথী আট মাস কাল তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন এবং কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় স্বদেশে গমন করেন। এ সময় তাঁহার পিতামহী পরলোকগত হন, সুতরাং তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ডোরথী প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ভাই দুইটী উপযুক্ত হওয়াতে তাহাদের খরচপত্রও তাঁহাকে যোগাইতে হইত না। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়া বহুদিনের পর ডোরথী ঈশ্বর-কৃপায় সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইলেন।

যে মহীয়সী শক্তি প্রভাবে ডোরথী আশৈশব পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই শক্তির নাম ঈশ্বরানুরাগ। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে আপনাকে ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত বলিয়া অনুভব করিতেন। বিবেক-কর্ণে পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রভু কি আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা না শুনিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

(ক্রমশঃ)

আর্য্য মহিলা।

শৈব্যা।

"ভার্য্যা মূলংত্রিবর্গস্থ ভার্য্যা মূলংতরিষ্যতঃ"

সূর্য্যবংশীয় মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র রাজার পুণ্যময় চরিত শুনেন নাই, এ রকম লোক আমাদের দেশে অতি অল্প; আবার সেই অপূর্ব্ব চরিত্র শুনিয়া হৃদয় ভক্তিও প্রীতিরসে আর্দ্র হয় না, সে রকম হৃদয় আরও অল্প। শৈব্যা দেবী এই মহাপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দেবত্বে পরিণত হইয়াছিল, সেই দেবত্বের প্রধান সহায় রাজমহিষী শৈব্যা। স্বামীকে যিনি এইরূপ অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন, তিনি রমণী কুলের অলঙ্কার। এতদ্ভিন্ন শৈব্যার সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা ও বুদ্ধিমত্তা, ভারত মহিলাগণের গৌরব স্বরূপ।

দানবীর হরিশ্চন্দ্র, ঋষি বিশ্বামিত্রের ছলনায় তাঁহাকে সমগ্র সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন। এখন তিনি পথের ভিখারী। কিন্তু তাহাতে তিনি কাতর নহেন—মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র এমন কাপুরুষ নহেন যে দান-কৃত পদার্থের জন্যে কাতর হইবেন! তবে কিনা আজি হরিশ্চন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য, তাই তিনি দানের দক্ষিণা-স্বরূপ বিশ্বামিত্রের আকাঙ্ক্ষিত সপ্তকোটী সুবর্ণ মুদ্রা দিতে পারিতেছেন না, সে বীর-হৃদয় এই ক্ষোভেই দারুণ ব্যথিত!

কিন্তু কূট-বুদ্ধি বিশ্বামিত্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্যে তপস্যা করিয়া তখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। যে সকল গুণে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা জগতের পূজিত, "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া" যাঁহাদিগের সাধনা ও তপস্যার উদ্দেশ্য—সে অমর জীবন দুই দিনে মিলে না; তাই বিশ্বামিত্র তখনও অসিদ্ধ, তখনও তাঁহার কুপ্রবৃত্তিদিগের অসংযতাবস্থা। সুতরাং আমাদের দেশে কোনও কোনও লোভান্ধ পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণা প্রভৃতির জন্যে যেমন দরিদ্র যজমানের অস্থিপেষণ করিতে থাকেন, বিশ্বামিত্রও সপ্ত কোটী সুবর্ণ মুদ্রার জন্যে রাজাকে সেইরূপ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। নিরুপায় হরিশ্চন্দ্র যেমন করিয়াই হউক একমাসের মধ্যে সমস্ত অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিছুদিনের মত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে গিয়া যখন উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলেন, তখন রাজমহিষী শৈব্যা আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র অধৈর্য্য হইলেন না! এ জগতে সুখ সম্পত্তি মানবের চিরদিনের নহে; এই কথা মনে করিয়া অনিবার্য্য বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ। এ মহত্ত্বে শৈব্যার হৃদয় পূর্ণ

ছিল, তাই রাজরাণী, ধন, মান, সুখ—সম্রাজ্ঞী পদ পরিত্যাগ করিয়া, স্বামিপুত্রের সহিত দীন বেশে রাজ-ভবন ছাড়িয়া চলিলেন। এত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যেও সে কোমল হৃদয় ভগ্ন হইল না! সংসারের দুঃখ বিপদে এই রকম ধৈর্য্যাবলম্বনেই তো রমণীর বীরত্ব। ইহাতেই বুঝিলাম শৈব্যা দেবী বীরঙ্গনা।

যত দূর হরিশ্চন্দ্রের অধিকার, এখন ততদূর বিশ্বামিত্রের অধিকৃত। বিশ্বা-মিত্রের অধিকারে স্থান পাইবেন না বলিয়া রাজদম্পতী বালক পুত্র রোহি-তাশ্বকে লইয়া বারাণসীতে গমন করি-লেন। বারাণসী, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত নহে। যাহাহউক একমাস পূর্ণ হইতে চলিল, দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র কিছু মাত্র অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে সময় উপ-স্থিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তখনও পর্য্যন্ত দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ হয় নাই দেখিয়া রাজাকে "প্রতারক", "মিথ্যাবাদী" প্রভৃতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

স্বামীর এতাদৃশ বিপদে পতিপ্রাণা শৈব্যার হৃদয় কি দারুণ ব্যথিত হইল, তাহা সহৃদয়া ভগিনীগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু তথাপি শৈব্যা স্থিরতা, ধীরতা অথবা কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইলেন না! শৈব্যা বীরাঙ্গণা, শৈব্যা ধার্ম্মিকবর হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, তিনি স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "মহা-রাজ! চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজ সত্য পালন করুন; মানব সত্য লঙ্ঘন করিলে শ্মশানের ন্যায় ত্যাজ্য হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন, দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই বিফল।" এরকম ধর্ম্মপরায়ণা দেবী না হইলে, সত্যের মহিমা এমন করিয়া না বুঝিলে, শৈব্যা কি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইতে পারিতেন? নিম্নলিখিত কথা হইতে শৈব্যার কি গভীর বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থ পতি-হিতৈষণার পরিচয়ই পাওয়া যায়!—

রাজমহিষী, পতির বিপদ প্রতী-কারের উপায় উদ্ভাবন করিরা সজলনয়নে গদ গদ কণ্ঠে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন "রাজন্! আমার পুত্র জন্মিয়াছে; বিবাহের এক প্রধান উদ্দেশ্য সফল হই-য়াছে; অতএব আমাকে বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য বিশ্বামিত্রকে দান করুন্।"

ধন্য শৈব্যা! নারীকুলের প্রধান অহঙ্কার তুমিই! সীতা দেখিয়াছি, সাবিত্রী দেখিয়াছি, স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিতে সহমৃতা হিন্দু মহিলা দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদেরও একটা অলৌকিক সুখ, অপরিসীম পরি-তৃপ্তি আছে, তাঁহাদের দারুণ দুঃখের মধ্যেও একটা প্রাণপূর্ণ সৌভাগ্যগর্ব্ব আছে! কিন্তু তোমার মত পতিপুত্র-বিচ্ছেদ সাধিয়া লইতে, তোমার মত আত্মবিক্রয় করিয়া পতিকে অঋণী

করিতে, তোমার মত স্বামীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলাশয়ে আত্মবিসর্জ্জন দিতে, কেবল তোমাকেই দেখিলাম ! কেন যে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন "ভার্য্যা ত্রিবর্গেরও মূল, ভার্য্যা মোক্ষেরও মূল" তাহা তোমাকে দেখিয়াই বুঝিলাম! নারীকুলের প্রধান অহঙ্কার তুমিই !

রাজা একথা শুনিয়া সহিতে পারিলেন না। ধন, মান, খ্যাতি, সৌভাগ্য, আসমুদ্র সাম্রাজ্য, মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের সে সবই গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় কাতর নহে। তাঁহার সংসারের লক্ষ্মী, হৃদয়ের বন্ধু, প্রীতির প্রতিমা, বিপদের মন্ত্রী, সম্পদের আনন্দ, সহধর্ম্মিণী শৈব্যা দেবীকে যে অর্থ সংগ্রহের জন্যে বিক্রয় করিতে হইবে; রক্ষক, প্রতিপালক, স্বামী হইয়া রাজরাণীকে—ভার্য্যাকে যে পরের দাসীত্বে নিয়োজিত করিতে হইবে, একথা সে বীরহৃদয়েও সহ্য হইল না ! অসহনীয় বেদনায় রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দক্ষিণালুব্ধ বঙ্গীয় পুরোহিতের, তবু একটু হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষত্রিয় ঋষিতে তাহাও পাওয়া গেল না। হরিশ্চন্দ্রের আর্ত্তনাদ, শৈব্যার অশ্রুধারা, বালক রোহিতাশ্বের কাতরতা, বিশ্বামিত্রের "অজেয় হৃদয়ের" নিকটে সবই পরাস্ত হইল। তিনি দক্ষিণার জন্যে হরিশ্চন্দ্রকে বারংবার ভৎসনা ও তাড়না করিতে লাগিলেন।

শৈব্যা, অধিকতর ব্যথিতা হইয়া অধিকতর উত্তেজিতা হইয়া পতির চরণতলে পড়িয়া আত্মবিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তুচ্ছ স্ত্রী পুত্রের স্নেহ মমতায় আকৃষ্ট হইয়া সত্যপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র সত্যভ্রষ্ট হইবেন, এই ক্ষোভে, এই বেদনায় শৈব্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জগতের সকল জিনিস হইতে স্বামী রমণীর প্রিয়, সেই স্বামী হইতে স্বামীর ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। যে রমণী স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া স্বামীকে পাপ পঙ্কে লিপ্ত করে, কুকার্য্যে অভ্যস্ত করে, যে আত্মসুখের জন্যে স্বামীকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করে, সে রমণী-কুলকলঙ্ক। তাহাকে নিন্দা করিবার ভাষা আমরা জানি না।

বিশ্বামিত্রের ভৎসনায় ও শৈব্যার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় রাজা পত্নী-প্রস্তাবিত শোচনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার নিকট হইতে একজন ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে ও রাজকুমার রোহিতাশ্বকে ক্রয় করিলেন। অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী সপুত্র ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত হইলেন। হায়রে মানব ভাগ্য! ধিক্ মানবকে, যে সে তোমাকে লইয়া অহঙ্কার করে! মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোক সহসা মেঘে ঢাকিয়া যায়, মানুষের সৌভাগ্য-প্রদীপ বড় আশার সময়েও নিবিয়া যায়! আমরা ইহা দেখিয়াও দেখিনা, বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়া ও জানি না, এই কারণে ধিক্ আমাদিগকে !

ভার্য্যা পুত্র বিক্রয় করিয়াও রাজা সমস্ত দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এই শোকসন্তপ্ত ভগ্নহৃদয় হরিশ্চন্দ্র আবার বিশ্বামিত্রের নিকটে গালি খাইতে লাগিলেন। তখন নিরুপায় রাজা আত্মবিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্মশানের অধীশ্বর একজন চণ্ডাল, শব দাহ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আশয়ে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু এতাদৃশ নীচ ও নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ভাবিয়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়হীন বিশ্বামিত্রের মনে কোনও ক্রমে করুণার সঞ্চার হইল না; বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালের নিকটে রাজাকে বিক্রয় করিয়া ঈপ্সিত অর্থ লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন।

সংস্কৃতে আছে—

"সহতে ব্যসনক্লেশং ধীর এব ন
হীতরঃ।
অশনেঃ পতনক্ষোভং গিরির্ধর্ত্তে
ন পাদপঃ॥" *

ধীর ব্যক্তিরা বিপদের ক্লেশ সহিতে পারেন বলিয়াই বুঝি জগদীশ্বর তাঁহার সুপুত্র সুকন্যাদিগকে নানা রূপ বিপদে পাতিত করেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাম, যুধিষ্ঠির, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সীতা, সাবিত্রী, গৌতমী প্রভৃতি অধিকতর দুঃখ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন। বিদেশীয় ইতিহাসেও মহাত্মা সক্রেটিস, ঈশা প্রভৃতির জীবনীতে এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। যাহা ঐশিক কার্য্য—আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের কথা দূরে যাউক, বড় বড় জ্ঞানী মহাত্মাগণও তাহা বুঝিতে পারেন না। তবে সরল বিশ্বাসে জগতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হয়, দুঃখ, বিপদ এ জগতের শিক্ষক। যিনি যত দুঃখে পড়িয়াছেন, যত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, তিনি তত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বয়সে বালক হইলেও তাঁহার মানসিক শক্তি অবশ্যই উচ্চ হইয়াছে, বিপদের কঠোর শিক্ষায় তাঁহার সহিষ্ণুতা, স্থিরতা, ত্যাগস্বীকার, আবশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। বুঝি হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার মত মহদাশয় দম্পতী এই কারণেই এত ক্লেশ পাইলেন!

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালদাস; শবদাহ ও মৃতের বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতি সংগ্রহ করা তাঁহার কার্য্য। মহারাণী শৈব্যা ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীত্বে নিযুক্তা। কোথায় তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী? তাহা শৈব্যা কিছুই জানেন না। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রও তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস। রাজার ছেলে রোহিতাশ্ব কোথায় রাজসুখ ভোগ করিবে, রাজকুমারের মত, আদর সম্মান লাভ

* ধীর ব্যক্তিই বিপদের ক্লেশ বহন করেন, অন্য ব্যক্তি নহে। বজ্রপাতের আঘাত পর্ব্বতই সহ্য করে, বৃক্ষ সহ্য করিতে পারে না।

করিবে, তাহা না হইয়া দিবারাত্র কতই লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহিতেছে! শৈব্যার এ দুঃখ—এ ক্ষোভের তুলনায় সীতা, দময়ন্তীদিগের দুঃখও কতকটা "সামান্য" বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বঙ্গগৃহের শিশু-জননী পতিত্যক্তা কুলীন মহিলারা শৈব্যার এ দুঃখের অংশভাগিনী হইতে পারেন!

কিন্তু শৈব্যার দুর্ভাগ্যের "শেষ সীমা" এই খানে নহে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া শৈব্যার প্রাণে শেষ শান্তিটুকু বিরাজিত ছিল, যাহার মুখ চাহিয়া শৈব্যা এত মনস্তাপেও অধীরা হন নাই, শৈব্যার সেই স্নেহের ধন, সেই অঞ্চলের নিধি, সেই সোণার পুতুল রোহিতাশ্ব সহসা শৈব্যার আঁধার জগৎ আরও আঁধার করিল। রোহিতাশ্ব সর্পদংশনে গতায়ু হইল, শৈব্যার সে ধ্রুবতারা নিবিল।

প্রভুর আদেশে শোকাকুলা আত্ম-বিহ্বলা শৈব্যা মৃত পুত্রের সৎকার করিতে শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে কৃষ্ণা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাজ দম্পতী উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। এই নিদারুণ সময়ে অযোধ্যার সম্রাট্ প্রিয়তম স্বামী হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের দাস ও শব-দাহকারী দেখিয়া শৈব্যার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—যে ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করিয়া শৈব্যা এতদিন অসহনীয় ক্লেশ সহিয়া আসিতেছিলেন, যে ধর্ম্ম শৈব্যার প্রাণের প্রাণ, সেই ধর্ম্মের উপরেই শৈব্যার অভি-মান জন্মিল, মনের আবেগে, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে শৈব্যা বলিতে লাগিলেন,

"যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদি পূজনে পালনে ভুবঃ॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যমার্জ্জবং চানৃশংসতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ॥" ‡

এ কথা গুলি শুনিয়া এমন কেহ বুঝিবেন না, যে শৈব্যার মত সত্যধর্ম্ম-পরায়ণা দেবী ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসিনী। ভগবানের উপরে ভক্তেরই আবদার চলে, অভক্তের নহে। যাহাকে বড় ভালবাসি, সে যদি আমার উপর নিষ্ঠুরের মত ব্যব-হার করে, তাহাহইলে আমার বুকটা আপনা হইতে ভাঙিয়া গিয়া তাহার উপরে রাগ হয়। ইহার কাছে তর্কবল, যুক্তিবল, কিছুই খাটিবে না। হৃদয়ের ভাষা, হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ বুঝা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। যতদিন শৈব্যা সহিষ্ণু-তার শেষ সীমায় উপস্থিত না হইয়াছেন, ততদিন যে ভগবানের চরণ অবলম্বন করিয়া সকল দুঃখ বহন করিয়াছেন, আজি সহিষ্ণুতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাই আজি সেই শৈব্যা সেই ভগবানের উপরে অভিমানিনী! ভগবান্ ভক্তের প্রাণের সর্ব্বস্ব। তাই ভক্তের অভিমানও

‡ হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি এইরূপ হয়, ধর্ম্মে—বিপ্রদেবাদি পূজনে ও পৃথিবীপালনে সহায়তা পাওয়া না যায়: তবে যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য, ঋজুতা, দয়া, কোথায়? যে হেতু ধর্ম্মাবতার তুমি আপনার রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ!!

তাঁহার উপর, আবদারও তাঁহার উপর। গভীর ভালবাসা না থাকিলে ভালবাসায় অভিমান জন্মে না, ভালবাসা-ভাজনের প্রতি আবদার হয় না *! তাই শৈব্যার ঐ কয়টী কথা হইতে আমরা তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ অনুভব করিতেছি। শৈব্যার মত সত্যধর্ম্মপরায়ণা দেবী কখনই অবিশ্বাসিনী নহেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে ভগবানের কৃপায় রোহিতাশ্ব পুনর্জ্জীবন এবং রাজদম্পতি দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার পরে রাজদম্পতির জন্য স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হইল। কিন্তু লোক-বৎসল হরিশ্চন্দ্র তাঁহার রাজভক্ত প্রজা ও পৌর বর্গকে ছাড়িয়া স্বর্গ সুখ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি নিজ পুণ্য দান করিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে স্বর্গ-বাসী করিতে চাহিলে, দেবতাগণ হরি-শ্চন্দ্র ও শৈব্যার সহিত তাহাদিগকেও স্বর্গে লইতে বাধ্য হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রজাবৎসলতা ও লোক-হিতৈষণা সাধারণকে বুঝাইবার জন্যেই বোধ হয় একথাটীর অবতারণা—কিন্তু এই রাজ-দম্পতির মত ধর্ম্মপ্রাণ ও সংসারের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেব দেবীগণ যে স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, আর ভারতের বন্দনীয়া মহিলাগণের সহিত রমণীরত্ন শৈব্যা দেবীও যে চির-অমরতা লাভ করিয়াছেন, একথা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি।

শ্রীমা—

* মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহার উপরে রাগ হয়ও শীঘ্র; তাহার উপরে যে রাগ হয় সে রাগ যায়ও শীঘ্র। হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিতে মানব অক্ষম; আমাদের মত মানব অবশ্য আরও অক্ষম। তথাপি এই কথা গুলি আর একদিন পাঠিকা ভগিনীদিগের কাছে ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। লেখিকা।

ব্রহ্মনারী।

মহারাষ্ট্রীয়া নারীদিগের মত ব্রহ্ম-নারীদিগেরও মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। ইঁহারা হাটে ঘাটে মাঠে পথে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। বিবাহ এখানে স্বেচ্ছাধীন, অর্থাৎ মহিলা ইচ্ছা করিলে উদ্বাহ পাশে আবদ্ধ হইতে পারেন, বয়সের কোনও সীমা নির্দ্ধারণ নাই, সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বালিকা বিবাহ যে কি জিনিস তাহা ব্রহ্মবাসিগণ জানে না। এস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি-লাম না। সেটি এই,—স্ত্রীগণ ইচ্ছামত স্বামিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাতে সমাজের বন্ধন যে শিথিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতেই যে অনেক দাম্পা-

জিক উৎপাতের উৎপত্তি, তাহা কে না বলিবে? ব্রহ্মে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই, অন্তঃপুরও নাই। ইহার কারণ কি? যে সকল দেশ বহু দিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল, সেই গুলিতে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে মুসলমানগণ কখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই, যদিও পারিয়া থাকেন, তথায় তাহাদিগের সমাজবিপ্লব ঘটাইবার ক্ষমতা ছিল না। ব্রহ্মবাসীরা বৌদ্ধ। এখানে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধদিগের সহিত হিন্দুদিগের যে অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। কারণ হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্বীকার ও মান্য করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা কোনও কালে ছিল না, সুতরাং বৌদ্ধদিগের যে উহা থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হিন্দুসমাজ বহু শতাব্দী হইতে মুসলমানদিগের অধীন থাকাতে অনেক বিজাতীয় মহম্মদীয় আচার ব্যবহার উহাতে প্রবর্ত্তিত হয়। যে আচার ব্যবহার গুলি প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে এই জেনানা প্রথা। কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে তো তাহা হয় নাই। ইহা কখনও মহম্মদীয় সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে কোনও রূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মদেশে পর্দ্দার সৃষ্টি কখনও হয় নাই।

ব্রহ্মনারীগণ রুশ ও স্পেন দেশীয় নারীদিগের মত চুরট খাইয়া থাকে। এইরূপে ধূম পান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অস্বাভাবিক। ইঁহারা চটি জুতা ও জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চেপ্টা মুখ, উচ্চ কপোল-অস্থি, সরু বুদ্ধি পরিচায়ক নয়নযুগল, মস্তকোপরি বেণী সুবিন্যস্ত, কুসুমসুশোভিত উজ্জ্বল কেশ, গাত্রে ওড়না, রেশমি বস্ত্র ও রেশমি জামা ইহাই ইঁহাদিগের পরিচ্ছদ। রাজবংশীয়া এবং উচ্চবংশীয়াদিগের পৃষ্ঠ দেশে পক্ষীর ডানার মত এক প্রকার শক্ত সোনার তারের পোসাক ও মস্তকে হীরকখচিত শিরোভূষণ। ব্রহ্মবাসীরা অতিশয় শিষ্টাচারী, রাজসমীপে স্ত্রী কি পুরুষকে কেবল যে সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হয়, তাহা নহে, শম্বুকাদির ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সন্তানোৎপাদনের কাল কর্ণবেধ দ্বারা নির্ণীত হয়। ইহা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মহাআনন্দের সময় বালকদিগের বিদ্যারম্ভ হয়। ইহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া পূজনীয় যাজকদিগের নিকট শিক্ষার্থে প্রেরণ করা হয়। ইহাদিগের শিক্ষা-প্রণালী তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। তিব্বতীয় শিক্ষার্থিগণও ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা উচ্চতর। এখানে নারীদিগের পৃথক্ উৎসব আছে। ফুল ও মুকুলে সুশোভিত বড় বড় সাজি বুদ্ধ দেবের প্রতি-

মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখে রাখিয়া বামাগণ স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন। একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলের হৃদয়ে জলন্ত ধর্ম্মভাব। পাগোডার অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবমন্দিরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বিমোহিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে তাল বৃক্ষরাজি, মধ্য স্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবমন্দির, ঘণ্টার ঠুন ঠুন শব্দের সহিত সুগন্ধ যেমন কর্ণ ও নাসিকাকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি নয়নও পরিতৃপ্ত হয়। হৃদয়ই বা না হইবে কেন? বলাবাহুল্য এ শোভার সহিত হিন্দুর দেব দেবীর মন্দিরের শোভার অনেক মিল আছে। নাট্যশালাদিতে ধর্ম্মবিষয় অবলম্বন করিয়া অভিনয়ের কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মবাসীরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে এই সকল স্থানে বসিয়া সুখে সময় কাটাইয়া থাকে, কোনও মতে ক্লান্তি অনুভব করে না। দান ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এই দুটি সদনুষ্ঠান বিত্তশালী লোকমাত্রেই করিয়া থাকেন।

ইংরাজ মহিলাদিগের মত ব্রহ্মমহিলারাও নৃত্য অতি যত্নে শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই শিক্ষা অতি শৈশবাবস্থা হইতে আরব্ধ হয়।

মহামুহূর্ত্ত।

(উপন্যাস)

"তোরা না সাধিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেত্রবতী নদী কুল কুল তানে বহিয়া যাইতেছে। দুই ধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। আকাশে আনন্দময়ী উষার হাসিতে পৃথিবীখানি আনন্দমাখা বোধ হইতেছে; বেত্রবতীকূলে আম, জাম, অশ্বত্থ,ও শিমুল গাছের উপরে পাখীরা প্রভাতি গীতি ছড়াইতেছে; সেই শোভা দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দমনে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে আমার কাজ করিতেছি।

আমার কাজ বেশি কিছুই নহে—আমি একটী গরু বাঁধিতেছিলাম। ধবলী গরু মাঠের নূতন ঘাস দেখিয়া আমার সহিত বড় "দুষ্টামি" করিতেছিল, আমি তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিতেছি; এমন সময়ে কতকগুলা অস্বাভাবিক হাসি শুনিয়া আমি চমকিয়া ফিরিয়া চহিলাম—দেখিলাম যাহারা

হাসিতেছিল তাহারা পুরুষ, আমি স্ত্রী-লোক—বাবা বলেন "বালিকা"। আর চারি পাঁচ বছর আগে যাহাদের সহিত ভাই ভগিনীর মত খেলিয়া বেড়াইয়াছি, তাহারাই হাসিতেছিল; তাহাদের হাসি দেখিয়া আমি লজ্জিতাও হইলাম, সঙ্কুচিতাও হইলাম। কারণ সে আজি চারি পাঁচ বছরের কথা, আমি এখন বড় হইয়াছি; এখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর হইয়াছে। এখন বাল্যকালের সঙ্গীদিগের সহিত কথা কহিতেও লজ্জা করে, তাহাদের সঙ্গে আমার আর দেখা শুনাও হয় না।

কিন্তু পুরুষ ছেলের লজ্জা বড় কম, নচেৎ আমি যাহাদিগের হাসিতে লজ্জিতা হইতেছিলাম, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা আরম্ভ করিয়াছে। একজন বলিতেছে "এখনকার দিনে বামন কায়েতের ঘরেও যে গয়লার ব্যবসা চোল্‌ছে?" আর একজন উত্তর করিতেছে "এত কালের পরে তবে নির্জ্জলা দুদ পাবার আশা হয়েছে, ভালই হ'ল!" সকলেই সকলের মুখ চাহিয়া হাসিতেছে।

কেবল একজন হাসিতেছে না। সে আমার সত্য দাদা। সত্য দাদা বাবার কাছে পড়িতেন। এখন কলিকাতার কলেজে পড়েন। বয়সে আমার চাইতে ছয় সাত বছরের বড়। তাঁহার নাম সত্যপ্রিয়, আমাকে চিরদিন সহোদরার মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তাই আমি তাঁহাকে "সত্যদাদা" বলিয়া ডাকি; এখনও সত্য দাদাকে দেখিলে আমার লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না। সত্য দাদা ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন।

আমাকে ত্রস্ত দেখিয়া ধবলী গরু বড় অবাধ্য হইল। সে মাঠের ঘাস উপেক্ষা করিয়া ধানের ক্ষেতের দিকে ঝুঁকিল; আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

সহসা সত্যদাদা আসিয়া গরুর দড়ি ধরিলেন। সজোরে গরু টানিয়া তাহার খোঁটা পুঁতিলেন। আমি কৃতজ্ঞতায় বিভোর হইলাম, কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম না। সত্যদাদা দ্রুতপদে স্বতন্ত্র পথে চলিয়া গেলেন।

আমি বাড়ী ফিরিতে পথে দেখি, সত্য দাদা একা দাঁড়াইয়া আছেন। আমি কিছু না বলিতে তিনি আগে কথা বলিলেন "ক্ষমা! তুমি গরু বাঁধিতেছিলে কেন? মাষ্টার মহাশয় কি গরু কিনিয়াছেন?" বাবা আগে গ্রামের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন বলিয়া সত্য দাদা তাঁহাকে "মাষ্টার মহাশয়" বলেন।

আমি নতমুখে উত্তর করিলাম "না সত্যদাদা, গরু আমাদের নয়। আমি গরু বাঁধিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম বলিয়াই আজ কয়দিন গরু বাঁধিতেছি। তা' আজ কেবল তোমার জন্যেই—সত্যদাদা আর বলিতে দিলেন না, বলিলেন "পরের গরু বাঁধিতেছ কেন?" উত্তর দিতে আমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া আবার

বলিলেন "ক্ষমা, যদি তোমারই গরু রাখিতে হয়, তবে কা'ল্ থেকে আমি ও গরুর ভার গ্রহণ করিব।"

আমার বুকে লাগিল। আমি কি মানুষ? যিনি আমার জন্যে এত আয়াস স্বীকার করেন, এতটা ক্লেশ আনন্দে বহন করেন, আমি কিনা তাঁহার কাছে আত্মগোপন করিতেছি? ধিক্ আমাকে! আমি বলিলাম "সত্য দাদা! গরু রাখিতেছি কেন, তাহা সব খুলিয়া বলিব, তুমি আমাদের বাড়ী চল।"

সত্য দাদা হাসিয়া বলিলেন "এখন নয়, সন্ধ্যাকালে যাইব।"

আমি বাড়ী ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেত্রবতীর তীরে অনতিদূরে আমাদের কুটীর। আমি বাড়ী আসিয়া বাবার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। আমার মা, ভাই ভগিনী কেহই নাই। আমার স্নেহের স্থান, সুখের স্থান, শান্তির স্থান, কেবল বাবা। আমার সকল কথা বাবাকেই বলিলে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়। আমি যে সকল ছোট ছোট কথা বলি, বাবা তাহাও খুব আগ্রহ করিয়া শোনেন, সেজন্যেও আমি সকল কথা খুঁটিনাটি করিয়া বাবাকে বলি।

সন্ধ্যার আগে আমি বাবার কাছে ভগবদ্গীতা পড়িতেছিলাম, পড়া হইয়া গেলে আবার সেই গরুর কথা উঠিল। বাবা বলিলেন "দেখিলে ত ক্ষমা, ভগবানের কি অপূর্ব্ব-লীলা, তখন সত্যপ্রিয় ওখানে না থাকিলে তোমার কত বিপদ্ হইত?" আমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "বাবা, আমিও তাই ভেবেছি, জগদীশ্বর আমাকে নিরাপদ কোর্‌তেই যেন অমন সময়ে সত্য দাদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! তা'বাবা, আমাদের সত্য দাদা যেন স্বর্গের ছেলে! যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি, তেমনি সুন্দর চেহারা; আবার পরের সুখ দুঃখও তেম্‌নি বোঝেন।"

বাবা হাসিলেন—আমার মুখপানে চাহিয়া স্নেহের হাসি হাসিলেন। ঠিক্ এই সময়ে আর একজন লোক আমাদের কুটীরে উপস্থিত হইল, সে আমার সত্য দাদা।

সত্য দাদাকে বসিতে আসন দিয়া আমি এক পাশে সরিয়া বসিলাম। বাবা সত্য দাদাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। সত্য দাদার সে বিনীত মুখের সৌন্দর্য্য যে দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

অন্যান্য কথার পরে বাবা বলিলেন, "ক্ষমা এখন গরু রাখিতে শিখিতেছে, দেখিয়াছ সত্য?" সত্য দাদা নম্রমুখে হাসিলেন। আমি একটু জড় সড় হইলাম। বাবা বলিতে লাগিলেন "ক্ষমার এক ময়রা দিদি আছে, জান কি?"

সত্য দাদা জানেন না, জানিতে বিশেষ ইচ্ছুক হইলে সত্য দাদাকে বাবা

বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গা ময়রাণী বলিয়া একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক আমাদের প্রতিবাসিনী; ক্ষমা তাঁহাকে "ময়রা দিদি" বলিয়া ডাকে। আজি কয়দিন তাহার বড় জ্বর হইয়াছে, তথাপি সে জ্বর গায়ে তাহার গরুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে দিন তাহার কষ্ট দেখিয়া ক্ষমা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে আমার অনুমতি লইয়া, গঙ্গা যতদিন আরাম না হইবে, ততদিন এই গরুটীর তত্ত্বাবধান ক্ষমা নিজে করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছে এবং ময়রাণীর সেবা শুশ্রূষাও করিতেছে। আমাকে বলে "আহা, বাবা! ময়রা দিদির আপনার জন নাই।"

শুনিয়া সত্য দাদা হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিলেন "বটে! তা ক্ষমা, এ কথা আমাকে বোল্লেনা কেন? আগে জানিলে সেই দুষ্ট ছোঁড়াদের বেশ শিক্ষা দিতাম।" আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "না সত্য দাদা, তোমার পা'য় পড়ি, এ কথা তুমি কারুর কাছে ব'ল না। লোকে হাসিলেই বা কি, গালি দিলেই বা কি, আমরা আমাদের কাজ করিতে পারিলেই মঙ্গল।" গীতার উপদেশ আমার প্রাণে জাগিতেছিল।

বিস্মিতভাবে সত্য দাদা আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর করেন যেন চিরদিন তোমাতে এই স্বর্গীয়ভাব দেখি।" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে আসিলাম। আকাশে পরিষ্কার জ্যোৎস্না।

অনেকক্ষণ নদীকূলে দাঁড়াইয়া নৌকা দেখিতেছিলাম। যখন ঘরে ফিরিলাম তখন দেখি সত্য দাদা দাঁড়াইয়া আছেন, বাবা তাঁহাকে বলিতেছেন "বাপু, ইহাই আমার শেষ কামনা—আর সবই ফুরাইয়াছে। যদি তোমার মত জানিতে পাই, তবে তোমার পিতার নিকটে প্রস্তাব করিব।" সত্য দাদা ধীরে ধীরে অধোমুখে অর্দ্ধস্পষ্টভাবে উত্তর করিলেন "আমার অমত নাই—আমার পক্ষে সে তো সৌভাগ্য।"

উচ্ছ্বসিত আনন্দভরে বাবা, সত্য দাদাকে বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন "এখন জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার পিতা সম্মত হলেই ক্ষমাকে তোমার হাতে দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

আমার বুক কি এক অজানিতভাবে চমকিয়া উঠিল। তাঁহারা কেহ পাছে আমাকে দেখিতে পান, এই ভয়ে পিছনে হটিয়া সরিয়া আসিলাম।

ভবিষ্যৎ! আমার অদৃষ্টে যাহা হইবে, তাহা তুমিই জান।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

প।

১। পাঁকাল মাছের গায় পাঁক লাগে না।
২। পাঁকের গোঁজ।
৩। পাঁচ ফুলের সাজী।
৪। পাঁচশ জুতা গুণে খায়,
ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা যায়।
৫। পাঁশ পেড়ে কাটি ভূঁয়ে না রক্ত পড়ে।
৬। পা মা ভিজলো যার, বড় কৈ তার।
৭। পাকা ধানে মৈ।
৮। পাকা আমের রসি,
খাই না খাই যায়ে ঘসি।
৯। পাখমারার ঘরে চড়ুয়ের বাসা।
১০। পাগল না ছাগল।
১১। পাগলে আর মজা নাই,
পীরিতেও সুখ নাই।
১২। পাগলে কি না কয়,
মাতালে কি না খায়?
১৩। পাগলের ছাট, তেলের কাট।
১৪। পাতা চাপা কপাল,
আর পাথর চাপা কপাল।
১৫। পাতের ভাত দে পুষলাম যোগী,
উলটে বলে পরবাস কি।
১৬। পাথরে পাঁচ কিল।
১৭। পাথল পুজনে হরি মিলে তব হাম পুজে পাহাড়,
মালা জপনে হরি মিলেতো হাম জপে কুন্দাল।
১৮। পাথুরে বোকা।
১৯। পান পান্তা ভক্ষণ,
ঐ তো পুরুষের লক্ষণ,
আমি অভাগী তপ্ত খাই,
কোন্ দিন বা মরে যাই।
২০। পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,
বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।
২১। পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।
২২। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
২৩। পাপের লেশ,
দুঃখের শেষ।
২৪। পাপাত্মনাং পাপ শতেন কিম্বা।
২৫। পায় না পচা পুঁটী,
মাঙে শ্রী আমলকী।
২৬। পায়পড়ীরে পরিত্রাণ নাই।
২৭। পার জুতা মাথায় উঠেছে।
২৮। পার যোগ্য মানুষ নয়,
গায় হাত দিয়ে কথা।
২৯। পারের কর্ত্তা হরি,
দেবেন চরণতরী।
৩০। পালাতে না পেরে পোষ মানা।
৩১। পালাব না ত কি ভয় কর্‌বো?
৩২। পালের আগে দৌড়য় ভেড়া,
উজনে গোয়ালার চোখ টেরা।
৩৩। পালের গোদা।
৩৪। পালের গোরু পালে মিশেছে।
৩৫। পাষণ্ডের নাই পাপের ভয়।
৩৬। পাষাণে মাথা ঠোকা।

দোষ সংশোধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা সরলাকে লইয়া কাজে বসিলেন। সুবিধা বুঝিয়া মনোরমা সরলাকে বলিলেন "সরলা, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি যদি উত্তর দাও, তাহলে আমি যত ভালবাসি, এর চেয়ে আরও বেশী ভালবাসিব। কথাটা যদি অপ্রিয় হয়, তাহলেও আমি যে ভালবাসার কথা বলিলাম তাহার একতিলও এ দিক্ ও দিক্ হবে না, আমার কথা ঠিক্‌থাক্‌বে।" সরলা ভয়ে জড়সড় হইয়া, চিন্তিত ও বিষণ্ণ ভাবে বলিল "মা! তুমি বল, তোমার কথার ঠিক্ উত্তর দিতে চেষ্টা করব।"

মা। চেষ্টা নয়, ঠিক্ কথা বল্‌তেই হবে।

স। আচ্ছা তবে নিশ্চয়ই বল্'ব।

ম। সে দিন শিশিরের সঙ্গে কি কি কথা হ'লো, আমার শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে—দেখো একটি কথাও যেন এদিক্ ওদিক্ না হয়।

সরলা সমস্ত কথাই বলিল, তাতে শিশির কি বলিয়াছিল তাহাও বলিল। মনোরমা সরলাকে বলিলেন "তুমি যে সত্য বলিলে এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম, আর তোমাকে যে বেশী ভাল বাসিব বলিয়াছি সে বিষয়ে তুমি আজ হইতে স্থির জানিব যে আমি তোমাকে আমার খুকির মত ভাল বাসিব। তুমি বড় মেয়ে, খুকি ছোট মেয়ে। আর তোমার সঙ্গে তার নামের মিল রাখিবার জন্য তার নাম রাখিব মুরলা।" সরলা সত্য কথার পুরস্কার পাইয়া আনন্দে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু যেন কিছু বলা হয় নাই বলিয়া সরলার মনটা তখনও ভয়ে জড়সড় হ'য়ে ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সরলা কাঁপিয়া উঠিল, দেখিয়া মনোরমা বলিলেন, "সরলা, তুমি শিহরিয়া উঠিলে কেন?" তখন সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মা একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

ম। এখন বল সে টী কি কথা।

স। সে কথাটী একা একা বলিয়াছিলাম।

ম। কি বলিয়াছিলে?

স। বলিয়াছিলাম "হায়রে পোড়া কপাল! আমি মরিলেইত সকল জ্বালা জুড়ায়।"

মনোরমা সেলাই ফেলিয়া সরলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বার বার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "সোণার চাঁদ আমার, তুমি মরবে কেন? ছি অমন কথা কি বল্‌তে আছে—তুমি আমার কথা শুনিয়া চলিবে, কোন কথা গোপন করিও না, পরিণামে তোমার ভাল হবে। আমি

তোমাকে যে পথে চলিতে বলিব, সে পথে চলিয়া তুমি শেষে সুখশান্তি লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। তোমাকে ঘরে আনিয়াছি, তোমাকে লালন পালন করিতেছি, তুমি সুখী হইলে তাহাতে আমাদের প্রাণে কত সুখ, তুমি বালিকা এখন হয়ত বুঝিতে পার না, বড় হইয়া যখন তুমি আবার আমার মত মা হবে, তখন বুঝিতে পারিবে, মেয়ে ভাল হইলে মায়ের কত সুখ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা আজ সেলাই করিতে করিতে সরলার মনটীকে সেলাই করিয়া ফেলিয়াছেন। সরলা আজ বৈকালে এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আজ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে সে যেন পৃথিবী জয় করিয়াছে, অথচ জয়ের অহঙ্কার নাই —জাঁক জমক নাই। শান্ত মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ ভাব। মিষ্ট কথা আজ তাহার দেহ মনের লাবণ্য ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলেই কথা কহিতে —কথা কহিলেই কোলে টানিতে ইচ্ছা হয়। আজ তাহার ভাব ভঙ্গী আচার ব্যবহার সমস্তই যেন মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছে। গৃহস্বামী অবিনাশের বাবা আজ সরলাকে দেখিয়া একটু প্রীত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে যেন একটা ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। অবিনাশের বাবা এখনও জানিতে পারেন নাই যে মনোরমার ভালবাসাপূর্ণ কোমল করস্পর্শে, তাঁহার স্নেহ চুম্বনলাভে, তাঁহার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া, সরলা আজ আপনাকে ও মনোরমাকে জয় করিয়াছে —তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই যে প্রীতি ও প্রসন্নতার স্পর্শ পাইয়া সরলা আজ হৃদয়-দ্বার খুলিয়া মনোরমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে—তিনি জানেন না সরলা আজ কি ধন পাইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে মহাবিদ্যালয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার বৌদ্ধ বিদ্যালয় ভারতবর্ষে অতিশয় প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। নালন্দা গয়ার নিকট, কেহ২ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই স্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিদিগের দানশীলতায় ক্রমে ঐ বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার বিদ্যামন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থলে অনেক গুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। এই সময়ে কান্য-কুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধভূপতি বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগ-রের কোলাহল পবিত্র বিদ্যামন্দিরের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলো-ভন উহার পবিত্রতা বিনাশে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্ত ভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন।

মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্র এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা মন্দিরের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। অসাধারণ ধর্ম্মশীলতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার মহা বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউ এন্থ্ সঙ্গ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসি-য়াছিলেন, তিনি ভারতীয় এই লীলা-ভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। হিউ-এন্থ্ সঙ্গ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ-পূর্ব্বক নালন্দায় গমন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর নালন্দার মহা বিদ্যালয়ে ছিলেন। পাঁচ বৎসর মহাপ্রজ্ঞ শীল-ভদ্রের পাদমূলে বসিয়া পাণিনির ব্যাক-রণ, ত্রিপেটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া সম্পূজিত হইয়া-ছিলেন, দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছিলেন, সাধারণে যাঁহার অসামান্য জ্ঞানগরিমার নিকটে অবনতমস্তক হইত, সেই মহা পণ্ডিত হিউয়েন্থ্ সঙ্গ জ্ঞান-সঞ্চার মানসে ভারতীয় এই পবিত্র নিকেতনে, ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইয়াছিলেন। এখন এই মহা বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে এই পবিত্র সারস্বত আশ্রম এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

কোন বালিকার জন্মদিনের উপহার।

(১)

অফুটন্ত—অপূরিত
বুকে লয়ে আশা-রাশি,
অজানা হাতের গড়া—অজানা প্রদেশ ফেরা,
(জনম-জীবন-মৃত্যু সুরহস্য ময় !)
রহস্যে সংসার-গীত—কে জানে ক'দিন তরে
মরম-পরশি
গাইবেরে দিবানিশি !

(২)

ছিল না জনম কালে,
সংসারের কিছু সাথে !
আবার যাইবে শোকে—একাকিনী সেই
দেশে ;
সুধু দু'দিনের তরে এই ধূলি খেলা !
মিটিবেনা সেই আশা,
মিটিতে পারে না হেথা !
অতৃপ্ত-ফুটন্ত এবে—
সুধুই ফুটিয়া যাবে !
কে জানে হাসিবে কিনা সংসারের পথে !

(৩)

চাহিনা—বাসিনা ভাল,
সংসারের কিছু দিতে !
ওতো ছাই সুধু ছাই,—এই আছে এই নাই,
ওতো সুধু মরীচিকা খেলা !
ওরা কি মিটাতে পারে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ক্ষণ তরে,
সাজাইয়া স্বপনের মেলা !
আজি শুভ-জন্ম-দিনে,
আসিয়াছি এই খানে
বুকভরা—প্রাণ ভরা
কি দিব—কি আছে প্রাণে !
বস বস এই স্থানে—
গাইব প্রাণের গীতি—
তব শুভ-জন্ম-দিনে।
(জগতের নহে কিছু
জগত শুনিবে কেন ?)
গা'ব মোরা প্রাণে প্রাণে !

(৪)

যেমন সাধের মেয়ে,—
তেমন ফুটরে ভালো !
করিয়া দিগন্তাকুল—ফুটরে একটী ফুল,
করিয়া এ গৃহ আলো !
জন্মকালে হাসিয়াছ,
কত লোক হাসিয়াছে !
আবার সংসারে পশি, হাসরে তেমন হাসি,
(যেমন বসন্ত বায়,
ফুলটী হাসায়ে যায়)
জুড়াব দগ্ধ প্রাণ তোমার পরশে আসি।
নিশির তামস-রাশি,
সরাইয়া দুই হাতে—
ঊষা যথা ধীরে ধীরে—আসে এই ধরা' পরে
সুদিন সংবাদ দিতে।
তোমার (ও) জীবন-ঊষা
ফুটি ফুটি ধীরে ধীরে,
সরায়ে সংসার মায়া—গভীর পাপের ছায়া,
প্রাণ-সঞ্জীবন'গীতে
জাগুক এ ধরা' পরে !

(৫)

কত লোক আসে ভবে,
কত লোক চলে যায়!
আঁধার এ ধরাধাম—কে করে কাহার নাম
কে চিনে কাহার মুখ,
সকল(ই) আঁধারে রয়!
যদি কার (ও) মুখ-তলে, একটু আলোক খেলে,
তার(ই) মুখ ও আঁধারে—
জগৎ টানিয়া লয়!
তার(ই) জন্মদিন ভবে,
স্মৃতি-পাতে আঁকা রবে!
তাহার(ই) আশার কথা,
তার(ই) গীত বিশ্বময়!

(৬)

তোমার (ও) জনম দিন
তাই হোক্—আশা প্রাণে
এ মোর প্রার্থনা গীতি,—এই মোর আশা প্রীতি—
এই মোর "উপহার"
তব শুভ জন্ম দিনে।
"ভালবাসা স্বর্গের সোপান,
সাধুতাই সুখের নিদান"
এই স্বরগের গীতি
গাও তুমি এ জীবনে!

শুভাকাঙ্ক্ষী।
শ্রীঅ—

লাঙ্গুলের উপযোগিতা।

মেরুদণ্ডী জীবদিগের প্রায় সকলেরই লাঙ্গুল আছে। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মধ্যে নরাকৃতি বানর* ও কতকগুলি তীক্ষ্ণদন্তের এবং সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে ভেকগণেরা† লেজ নাই। লাঙ্গুল জীবদিগের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতার সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার কার্য্য বহুল ও বিচিত্র। কোথাও ইহাদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, কোথাও গতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোথাও নৌকার হালের ন্যায় বায়ু বা জলের উপর শরীর বাহিয়া যাওয়া যায়, কোথাও ইহা আক্রমণের অস্ত্র, কোথাও ইহা শীতের বস্ত্র, কোথাও ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য ছত্রের কার্য্য করে। বিশ্বপতির বিচিত্র লীলা, লাঙ্গুলের কার্য্যকারিতা অনুসারে ইহার আকার ও গঠনও বিচিত্র।

আমেরিকার অনেক জাতীয় বানরের লাঙ্গুল হস্তের ন্যায় ধারণের উপযোগী। ইহাদ্বারা তাহারা বৃক্ষের ডাল ধরে এবং ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলিয়া যায়,

* আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন বন্য জাতীয় মনুষ্য স-লাঙ্গুল দৃষ্ট হইয়াছে শুনা যায়। লাঙ্গুল বানরজাতির সাধারণ ভূষণ সন্দেহ নাই।

† ভেকদিগের সন্তান অর্থাৎ বেঙাচিরা সলাঙ্গুল, বড় হইলে লাঙ্গুল খসিয়া যায়।

সে সময়ে হস্ত দ্বারা ভক্ষণ বা অন্য বিধ কার্য্যও চলিয়া থাকে। এই লাঙ্গুল মাংসল ও সবল, তদ্ভিন্ন তাহার অগ্রভাগের দিকে কতক স্থান লোমবিহীন থাকাতে তাহার স্পর্শ শক্তি অতি প্রবল। শাখায় শাখায় বেড়াইবার সময় এই জন্য দৃষ্টিশক্তির আদৌ প্রয়োজন হয় না—লাঙ্গুলের অগ্রভাগের স্পর্শ শক্তিদ্বারা কোথায় কি আছে বিলক্ষণ অনুভূত হয়। এই লাঙ্গুল বানরদিগের শরীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু তাহা এমন ছোট ছোট অস্থিখণ্ড সংযোগে গঠিত যে ইচ্ছামত সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও সঞ্চালিত করা যায়। লাঙ্গুল সে দেশের বানরদিগের পঞ্চম হস্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা তাহারা বৃক্ষশাখা এমত দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরে, যে বন্দুকের গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেও লাঙ্গুল অবলম্বনে শরীর অনেকক্ষণ ঝুলিয়া থাকে।

বানর ছাড়া আরও কোন কোনও জন্তুর ধারণোপযোগী লাঙ্গুল আছে। ইহাদের মধ্যে ফসুলে ইন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রজাতীয়। লাঙ্গুল অবলম্বনে বানরেরা যেমন বৃক্ষশাখায় ভ্রমণ করে, ইহারা তেমনি যব, গোধুম ও ধানগাছ প্রভৃতিতে আরোহণ করে। ডাঁটায় লেজ জড়াইয়া নামিতে থাকে এবং অতি সুন্দরগতিতে ভূমির উপর নিঃশব্দে চলিয়া যায়। আমেরিকার অপোসম প্রভৃতি জন্তুর লেজের এক চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। জননী যখন সন্তানদিগকে পিঠে করিয়া লইয়া যান, তাঁহার লেজটী বেঁকাইয়া খাড়া করিয়া রাখেন, আর সন্তানেরা আপনাপন লেজ দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে; ইহাতে কাহারও পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

অনেক জন্তুর লাঙ্গুল চামর বা ঝোপের ন্যায় এবং তাহা লোম বা পশমে আবৃত। যাহাদের এরূপ লেজ আছে, তাহারা নিদ্রার সময় লেজটী গুটাইয়া সম্মুখের পদদ্বয় ও নাসিকা আবৃত করে, ইহাতে বেশ গরম হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। কাটবিড়ালী, খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। উড্ডীয়মান কাটবিড়ালী যখন বহুদূর লম্ফ প্রদান করে, তখন তাহার দীর্ঘ লোমশ লাঙ্গুল হালের ন্যায় বাতাস কাটিয়া যায়। পক্ষীদিগের পালকযুক্ত লেজও এই কার্য্য করে, তাহাদ্বারা তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ পথে চলিয়া বেড়ায়। ময়ুরের পুচ্ছ কি সুন্দর! আরও অনেক পক্ষীর লাঙ্গুলের অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে।

লাঙ্গুল দ্বারা মনের ভাব আশ্চর্য্য রূপে ব্যক্ত হয়। কুকুর তাহার প্রতিপালক প্রভু বা সঙ্গীকুকুরের নিকট আসিয়া কেমন লেজটী নামাইয়া দিয়া নাড়িতে থাকে, তাহাতে তাহার কত ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ পায়! সেই কুকুর আবার শত্রুবেশে কোন মানুষ বা অন্য কুকুরকে দেখিলে বীরভাবে

লেজ খাড়া করিয়া তুলে। কুকুরের প্রাণে যখন ভয় হয়, তখন সে লেজটী গুটাইয়া পায়ের মধ্যে রাখিয়া সুড় সুড় করিয়া পলাইতে থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র বিড়াল রাগ হইলে লাঙ্গুল একবার এ পাশ ও একবার ও পাশ আছড়াইতে থাকে, কিন্তু যখন আহার গ্রহণে বা সঙ্গিনীর সহিত সম্ভাষণে দৌড়িয়া যায়, তখন লাঙ্গুল স্থির ও উর্দ্ধদিকে খাড়া হইয়া থাকে।

গোরু, মহিষ, ঘোটক ইত্যাদির শরীরের চর্ম্ম তত রোমশ নয়, এই জন্য কীটেরা দংশনে চর্ম্মভেদ করিয়া রক্ত পান করিতে পারে। এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর ইহাদের কেশযুক্ত লম্বা লম্বা লেজ ঝাড়নের মত করিয়া দিয়াছেন। চমরী গোরুর লেজে চামর হইয়া থাকে।

এক প্রকার ভল্লুক আছে, তাহারা বাসস্থানের জন্য গহ্বর খনন করে না। লেজটী এরূপ প্রকাণ্ড ও মজবুত, যে তাহাদ্বারা বাতাস ও বৃষ্টির উৎপাত নিবারণ করিয়া থাকে। ইহারা অলস ও নির্জনপ্রিয়; অধিকাংশ সময় নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। নিদ্রা যাইবার সময় এক পাশে ভর দিয়া শয়ন করে, বুকের লোমে নাসিকা আবৃত করে, সম্মুখ ও পশ্চাতের পদ গুটাইয়া পুঁটুলির মত হয়, তাহাতে উদর ও মস্তক আবৃত হয়। তৎপরে লম্বা ঝোপের মত লেজটী দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকে, লাঙ্গুল ছত্রের কার্য্য করে, রৌদ্র, ঝড়, বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করে না।

কেঙ্গারুর লাঙ্গুল পঞ্চম পদের কার্য্য করে। কেঙ্গারু আহার ও পরিশ্রমে করিবার সময় পশ্চাতের পদদ্বয় ও কুণ্ডলীকৃত লেজের উপর পরম সুখে উপবেশন করে। জর্ব্বোয়া কেঙ্গারুর লাঙ্গুলের কার্য্য বড় আশ্চর্য্য। লম্বা ঘাশ ও খড় দিয়া ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহারা লাঙ্গুলদ্বারা মাঠ হইতে রাশি রাশি ঘাশ খড় ছিন্ন করিয়া সংগ্রহ করে এবং পরে তাহা লেজে বাঁধিয়া থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া বাসস্থানে আসিতে থাকে। এইরূপে লাফাইতে লাফাইতে যখন আসিতে থাকে, তখনকার দৃশ্য বড় আমোদকর।

যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী জলে বাস করে এবং যাহারা উভচর, তাহাদের লেজ নৌকার হাল ও দাঁড়ের কার্য্য করে। হাইল দিয়া নাবিক যেমন নৌকা পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া সম্মুখ দিকে লইয়া যায়, ইহাদের লেজ সেইরূপ অগ্রগমনের সাহায্য করে, আবার দাঁড়ের মত যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে লইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য, এক লাঙ্গুলের মধ্যে হাল ও দাঁড় উভয়েরই সমাবেশ আছে! কুম্ভীর স্থলে আসিয়া আহার লাঙ্গুল চালনা দ্বারা শিকার আক্রমণ করে, কখনও কখনও ঢিল ছোড়ে, কখনও কখনও ধূলা তুলিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করে। ইহার লাঙ্গুলের এক আঘাতে

শিকার অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে টানিয়া জলে ডুবায় বা পিঠে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া গিয়া গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।

গটাপার্চ্চা।

ডাক্তারখানায় ঘা প্রভৃতির উপর পাতলা চামড়ার মত এক প্রকার জিনিষ ব্যবহৃত হয়, ইহার নাম গটাপার্চ্চা। ইহার এমন গুণ যে ইহা জলে ভিজে না এবং পূঁজ রক্ত ইহাতে শুষিতে পারে না। এই জিনিষটা কি, অনেকেই জানেন না। গটা অর্থ রস এবং পার্চ্চা এক প্রকার বৃক্ষ, সুতরাং গটাপার্চ্চা এক প্রকার বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়। এই পার্চ্চা বৃক্ষ মলোকা ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ সমূহে পাওয়া যায়, সিঙ্গাপুরে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষ আছে এবং তাহার রস হইতে প্রস্তুত গটাপার্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

গটাপার্চ্চা বৃক্ষ দীর্ঘাকৃতি, দেখিতে সুন্দর ও জমকাল, উচ্চে প্রায় ৭০ ফিট হইয়া থাকে, ইহার ব্যাস ৫।৬ ফিট হইবে। কাষ্ঠ স্পঞ্জের মত নরম ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার পত্র সকল ডালে একটার পর আর একটা উলটা দিকে সজ্জিত। পত্রের উপরিভাগ হরিৎ, নিম্ন ভাগ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীত।

গটা যেরূপে সংগৃহীত হয়, তাহাতে বৃক্ষের প্রাণনাশ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল মনোনীত করিয়া প্রথমে কাটিয়া ফেলা হয়, পরে ছাল ও কাষ্ঠের মধ্যস্থল হইতে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস অতি সাবধানে চাঁচিয়া চাঁচিয়া সংগ্রহ করা হয়। বাতাস লাগিলেই এই দুগ্ধ জমিয়া শক্ত হয়। তখন রুটির মত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। গটাপার্চ্চার কাঠ বড় নরম, তাহা বড় কোন কাজে লাগে না।

যে গটাপার্চ্চা পণ্যদ্রব্যরূপে রপ্তানি হয়, তাহা শক্ত দৃঢ়, কর্কশ ও অস্বচ্ছ, আগুণে শীঘ্র দগ্ধ হয় এবং সহজে গলান যায়। এই অবস্থায় ইহার বর্ণ মাংসের ন্যায়, দেখিতে কর্কের মত, গন্ধ পণির বা পচা ঘোলের ন্যায়। ইহা পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। পাতলা খণ্ড সকল কাটিয়া লইয়া গরম জলপূর্ণ বাক্সের মধ্যে দন্তবিশিষ্ট এক প্রকার যন্ত্রে ফেলা হয়। বাক্স ঘুরিতে থাকে এবং যন্ত্রের দন্ত গটাপার্চ্চাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে ও ছাল কুটাকাটি বাহির করিয়া দেয়। ছোট

ছোট খণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় রুটীর মত করা হয় এবং পাতলা কাগজের মত করিবার জন্য গরম ডলন (রোলার) দ্বয়ের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হয়। চাপে বাতাস ও জল সব বাহির হইয়া যায়।

গটাপার্চা কেবল ক্ষত স্থান বন্ধনের জন্য নয়। ইহাদ্বারা ছড়ি, জলের নল, বাগ্‌যন্ত্র প্রস্তুত হয় এবং টেলিগ্রাফের তার মোড়া হয়, তাহাতে জলমধ্যস্থ তারের কোন অপকার হইতে পারে না। গরম জলে তপ্ত করিয়া ইহা যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার আকারে গড়া যায়। রবার ইহার অপেক্ষা স্থিতিস্থাপক, কিন্তু ইহা অধিক ভারসহ। এক বুরুলের ৮ ভাগের এক ভাগ সরু গটাপার্চায় ॥১ একুশ সের ভার ঝুলান যায়, তাহা ছিঁড়িয়া যায় না।

ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পুর্ব্বেও ইহা জানা ছিল, নাবিকেরা এতন্নির্ম্মিত বিবিধ বস্তু পুর্ব্ব দেশ হইতে তথায় লইয়া যাইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মণ্টগমারী চিকিৎসা বিষয়ে ইহার ব্যবহার প্রদর্শন করাতে শিল্পসভা হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। ইহার প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল প্রায় ৫৬০০০ মণ গটাপার্চা এক বৎসরে আমদানি হয়, ইহার জন্য ৩॥ লক্ষ গাছ মারিতে হইয়াছিল। অনেক স্থান বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে এখনও পার্চা বৃক্ষের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গল রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশ।*

সুখ।

১। যে ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া অসায় বিষয়ে মত্ত হয় এবং ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া সুখ আলিঙ্গন করে, সে পরিণামে ধ্যানপরায়ণ লোকের সুখের অবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইবে।

২। কি সুখকর কি অসুখকর কোনও মনুষ্য যেন তাহার অন্বেষণ না করে। সুখকর বস্তু অন্বেষণ করিলে তাহার অভাবে দুঃখ, অসুখকর বস্তুর প্রতি বিরক্ত হইলে তাহা দেখিলেই দুঃখ।

৩। কোনও মনুষ্য পার্থিব কোনও বস্তুকে যেন প্রিয় জ্ঞান করে না, যেহেতু প্রিয় বস্তুর নাশেই দুঃখ। পার্থিব কোনও বস্তু যাহাদের প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়, তাহারাই সংসার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত।

৪। সুখ হইতে দুঃখ হয়, সুখ

* ধর্ম্মপদ ১৬শ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত।

হইতে ভয় হয়; যে ব্যক্তি সুখ-বাসনাশূন্য, তাহার দুঃখও নাই, ভয়ও নাই।

৫। মায়া হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি হয়, যে ব্যক্তি মায়া হইতে মুক্ত, তাহার শোক ও ভয় কি?

৬। ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি, যাহার ইন্দ্রিয়-লালসা নাই, তাহার শোক ও ভয় নাই।

৭। আসক্তি হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি, যাহার আসক্তি নাই, তাহার শোক ও ভয় নাই।

৮। লোভ হইতে শোক ও ভয়ের উৎপত্তি হয়, যাহার লোভ নাই, সে শোক ও ভয় হইতে বিমুক্ত।

৯। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও জ্ঞানসম্পন্ন, যে ব্যক্তি ন্যায়বান্, সত্যবাদী, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি জগতের প্রিয়।

১০। যাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাণেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে, যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং সংসারাসক্তি যাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না, তাঁহাকে ঊর্দ্ধস্রোতা বলে অর্থাৎ তিনি সংসারের অতীত হইয়া থাকেন।

১১। কোন ব্যক্তি দূরদেশে গিয়া যদি নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত হন, তাহাহইলে তাঁহার বন্ধু, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন কত আদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

১২। আত্মীয় কুটুম্বেরা বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বন্ধুকে যেরূপে অভ্যর্থনা করে, যে ব্যক্তি সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এ লোক হইতে লোকান্তরে গিয়াছেন, তাঁহার সাধুকার্য্য সকল তাঁহাকে সেইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। বরদার গুইকুমার সস্ত্রীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত ভোজন করিয়াছেন। মহারাণী তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

২। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার স্ত্রী রাজকুমারীর হইয়া বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ টাকা দিয়াছেন, এই গৃহের নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠনিবাস" হইয়াছে। ছোট লাট ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখন আরও অনেক লোকে এখানকার কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

৩। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী ফ্রেডারিক জাপানের সাম্রাজ্ঞীকে স্বহস্তরচিত একখানি চিত্রপট উপহার দিয়াছেন।

৪। "পেটিট জার্ণাল" নামক একখানি পত্রিকা আছে, তাহার গ্রাহক

সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার এক এক সংখ্যা ১২॥ লক্ষ করিয়া ছাপা হইয়া থাকে।

৫। এটনা পর্ব্বতের পুনরায় "অগ্ন্যুৎপাত" আরম্ভ হইয়াছে। কেলি-রিস দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গীর দ্বীপের এক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ১২০০০ লোক মারা পড়িয়াছে। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতেও পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর গর্ভে নূতন কি একটা গোলযোগ হইয়াছে।

৬। এক মাসের মধ্যে বড় লাট-পত্নী বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগত হইবেন।

৭। বাঁকুড়ায় একটী জেনানা হাঁস-পাতালের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। নগরে নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল হইতেছে। সদাশয়া লেডী ডফরিণ এই সদনুষ্ঠানের মূল।

৮। মুক্তিফৌজ পতিতা রমণীদিগের জন্য যে আশ্রম খুলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই আশ্রম লোয়ার সার্কুলার রোড ৮১নং ভবনে খোলা হইয়াছে। নিরুপায় অনাথা বালিকাদিগের জন্যও ইহার মধ্যে গৃহ থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা সৎ-পথে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাদিগকে এরূপ কাজ শিখান হইবে।

৯। আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৮৯৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এবং এফ এ ও বি এ পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত হইবে।

১০। ত্রিপুরার মহারাজা স্বরাজ্যে একটী সংস্কৃত কলেজ খুলিবার জন্য ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। অক্ষর পরিচয় ১ম ভাগ (সচিত্র সরল)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৫ পয়সা। এখানি বালক বালিকাদিগের উপযোগী প্রথম পুস্তক। ইতিমধ্যে ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছে, ইহাই পুস্তকের সমাদরের প্রমাণ।

২। জয়নগর রিডিং ক্লবের চতুর্দ্দশ বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ—এই পুস্তকা-লয়ে প্রায় ২০০০ পুস্তক আছে এবং তাহা স্থানীয় সাধারণের পাঠের জন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঠক পাঠিকার রুচি হইয়াছে ইহা একটী শুভ লক্ষণ।

৩। জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ—বিদ্যালয়টীর কার্য্য সুনিয়মে

সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। শ্মশান ভস্ম—দ্বিতীয় মুষ্টি। প্রথম মুষ্টির ন্যায় ইহার মধ্যেও অনেক অমূল্য হীরকচূর্ণ লুক্কায়িত আছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি সাধক চিনিয়া লইতে পারিবেন। এই ভস্ম প্রাণে মাখিতে পারিলে যথার্থ বৈরাগ্য, ভক্তি ও সেবার ভাব লাভ করা যায়। ধর্ম্মানুরাগী নরনারীগণের পক্ষে শ্মশানভস্ম আদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

বালিকার প্রেম।

মুগ্ধা বালা এ সংসারে প্রেমের কনক-তারে
চায় নাই বাঁধিবারে মানবের প্রাণ ;
বিজন প্রান্তর মাঝে পবিত্র সোণার সাঁঝে
শুনিয়াছি বালিকার প্রাণভরা গান।

ভাষাহীন সেই গানে বুঝেছি বালিকা প্রাণে,
পায় নাই কোন দিন প্রেম-প্রতিদান ;
গুপ্ত বিষ বুকে জ্বলে, মুখফুটে নাহি বলে,
সোণার প্রতিমা হয় দিনে দিনে ম্লান।

লোক-গঞ্জনার ভয়ে থাকে সব জ্বালা সয়ে,
অন্তরে শুকায় নাহি জানে কোন জন;
অসহ্য যখন হয় ছাড়ি যায় লোকালয়
তটিনীর তীর কিম্বা বিজনকানন।

বালিকা হৃদয় পটে কার মুখ জেগে ওঠে
যুবক নলিনী আজ সুদূর প্রদেশে,
নিতি নিতি চারুবালা গাঁথিয়া বকুল-মালা
বিজন কাননে ঘোরে পাগলিনী বেশে।

প্রেমময়ী বালিকার কি আছে সম্বল আর
নলিনী-রঞ্জন তার হৃদয়রতন,
গাঁথিয়ে সোহাগে বালা রুচির বরণ মালা,
যমুনার জলে পুনঃ করে বিসর্জ্জন।

* * * *

একদা নিশীথ কালে বকুল গাছের তলে
ধীরে ধীরে চারুবালা করিল গমন,
ক্ষণেক চমকি থাকি উৰ্দ্ধদিকে রেখে আঁখি
বলিল কোথায় সখা দাও দরশন।

শুনেছি বাসনা ভাল নাইবা বাসিলে ভাল
চাহেনা তোমার চারু প্রেম প্রতিদান,
দেখিব লাবণ্যমাখা সুচারু বদন, সখা!
এইমাত্র বালিকার শেষ আকিঞ্চন।

সুদূরে দাঁড়ায়ে থেকে, আঁখিপরে আঁখি রেখে
দেখিব ও পূর্ণ জ্যোতি সুখে একবার,
এমোর অপূর্ণ আশা নাহি চাহি ভালবাসা
কৃপা করে এই আশা করহ পূরণ।

বলিতে বলিতে বালা মুরছি পড়িয়া গেল
কুসুম বিছান সেই বকুলের তলে,
সেই শুভ্র রজনীতে দেখিলাম আচম্বিতে
দাঁড়ায়ে যুবক এক যমুনার কূলে।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক যেন দিতে আজ বিসর্জ্জন
যমুনার পূত জলে জীবন, যৌবন,
সহসা বালিকা স্বরে মরমের প্রতিস্তরে
ঘুমান পরাণ অই পাইল চেতন।

বকুলের তলে গিয়া দেখি সে দেবীর কায়া
ভূমেতে পড়িয়া গেল নলিনীরঞ্জন,
জোছানা,আলোক মাখা বালিকার মুখশোভা
করিল কৈশোর স্মৃতি পুনঃ আনয়ন।
যুবকের ভগ্নচিত হ'ল প্রেমে উচ্ছ্বসিত
বলিতে লাগিল চুমি গণ্ড বালিকার,;
"চারু! মোর প্রাণধন, কেন ঘুমে অচেতন?
দেখ চেয়ে আসিয়াছে নলিনী তোমার।
উঠ বসি ফিরে চাও,আর কেন দুঃখ দাও,
উঠিয়া মুছাও এই আঁখি অশ্রুধার,
তুমিত আমারি হও একবার কথা কও
একবার একবার—ও চারু আমার!
দেশে দেশে ভ্রমিয়াছি তব নাম জপিয়াছি
ভাবিয়াছি মুখানি কেবল,
ভেবেছি বাসনা ভাল,তাই সখি এত কাল
প্রবাসে ঘুরেছি শুধু নিয়ে অশ্রুজল!"
অতীত পুরাণ স্বরে সহসা বালিকা চারু
চমকিয়া মেলিল নয়ন,
ক্ষীণ সেই আঁখিদিয়া দেখিল পরাণ ভরি
নলিনীর পবিত্র বয়ান।
সোণার সে বিম্বাধরে ফুটিল মধুর হাসি
বলিল "এসগো সখা এস আরও কাছে,
এযে আঁখি দেখে ঘোর,বলাত হলোনা মোর,
মনে মনে কত কথা লুকান রয়েছে।
অনন্ত দুঃখের ভার মরম পীড়িল তার
সজল নয়ন দুটী মুছিল বালিকা,
বলিল সখাগো মোর এত দিন কোথা ছিলে
অসময়ে পর গলে বরণ-মালিকা।
নীলিম আকাশ তলে সুধাংশু তারকা জলে
তারাই রহিল সখা সাক্ষী বিবাহের,
বলিয়া সোহাগভরে, মালিকা লইল করে,
বলে সখা এমিলন বিধাতার ফের।
আর যে পারিনা সখা সংসারে এ শেষ দেখা
সুদূর বিস্তৃত পথ নহে মিলনের।"
একহাতে প্রেমভরে গলা জড়াইয়া ধরে,
আর হাতে দেয় গলে বরণের হার,
সে হাত তেমনি রয়, আঁখি পরে আঁখিদ্বয়,
ফুরাইল জনমের খেলা বালিকার!

কুমারী কুসুমকুমারী দাস।

তিনটী ফুলের মালা।

তিনটী ফুলের মালা গাঁথিয়াছি আমি,
জানিনাক কারে ইহা দিব উপহার,
উপযুক্ত পাত্র এর সাধু, ভক্ত, স্বামী,
তিনটী রতন এই ভারত-মাতার।

শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রত্ন ভারতের
প্রথম প্রচার হেতু যাঁর আগমন,
নির্য্যাতন নিপীড়ন সহি মানবের,
সত্য ধর্ম্ম-বীজ যিনি করেন বপন।

আবার সে বীজে যিনি সলিল সেচনে,
সত্য ধর্ম্ম সত্য নীতি করেন প্রচার,
দুষ্ট দেশাচার রাশি দুর্নীতি নিধনে,
দিয়াছেন যিনি পুণ্য জীবন তাঁহার।
আর যিনি চিরদুঃখী আর্য্যমহিলার,
দুঃখ দেখে তাহাদের হতেন কাতর,
অশ্রুজলে তাহাদের অশ্রুজল যাঁর,
হতো দৃশ্যমান চির সেই পুণ্যধর।
এই তিন জনে দিয়া তিন উপহার,
মিটাই মনের সাধ—আর দিব কারে?
ইহাঁদেরই আছে এতে শুদ্ধ অধিকার,
আয়াস-রচিত এই মাল্য উপহারে।

শ্রীসুমতি মজুমদার।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ মহিলা-সমিতি কর্ত্তৃক দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

লেডী মিত্র ২০০৲
শ্রীযুক্তা অচলাবালা বসু (দ্বিতীয়বার) ৫০৲
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসের পত্নী ও ,, মনোরঞ্জন দাসের পত্নী ৩০৲
ডাক্তার এম্ এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ১০৲
,, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পত্নী ১০৲
,, আর, এল মল্লিকের ,, ৬৲
,, ডি, এন রায়ের ,, ৫৲
,, ইউ, ডি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ,, ৫৲
মিসেস পি, এন মিত্র ৫৲
,, ডি, এল রায় ৫৲
,, পি, এন মল্লিক ২৲
,, যোগেশচন্দ্র রায় ৫৲
,, সত্যানন্দ দাস ৫৲
,, চণ্ডীচরণ ঘোষ ৫৲
শ্রীযুক্তা নলিনী রায় ৫৲
,, গিরিবালা রায় ২৲
,, কাদম্বিনী বসু ৫৲
মিসেস জগন্নাথপ্রসাদ (হোসেঙ্গাবাদ) ৫৲
শ্রীমতী গুণমণি মিত্র ২৲
,, বিজলীপ্রভা সরকার ১৲
শ্রীযুক্তা রুক্মিণী মহলানবীশ ২৲
,, বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ২২৫ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা থাকমণি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীযুক্তা শিবমোহিনী সিংহ (ঙ্কুঙ্গর) নিজের ও সংগৃহীত ৩৪৸০
শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাসের পত্নী ২০৲
শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমানিনী বসু ৫৲
,, হিরণ্ময়বালা ঘোষ ১৲
,, নীরদবাসিনী মহলানবীশ ১৲

শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীমতী উল্লাসিনী পালিত ৫৲
,, নীরদমোহিনী বসু ৫৲
,, বসন্তকুমারী দাস ৫৲
,, সুরবালা মুখোপাধ্যায় ২৲
,, গোলাপকামিনী মতিলাল ২৲
,, বিদ্যুৎলতা মিত্র ৷৹
,, মুক্তালতা বসু ৷৹
জনৈক হিন্দুমহিলা ২৲

শ্রীযুক্তা অ, বা, বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীমতী বিনোদিনী দে (নরসিংপুর) ১০৲
,, কৃষ্ণকামিনী দাসী (নন্দনবাগান) ২৲
,, থাকমণি ঘোষ (নরসিংপুর) ৫৲
,, অপূর্ব্বমোহিনী দাসী ২৲
দুইটী মহিলা (শোভাবাজার রাজবাটী) ৪৲
শ্রীযুক্তা গোবিন্দ দাসী ৷৹
,, কামিনী দাসী ৷৹

রাণাঘাট হইতে শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীযুক্তা মনোরমা সিংহ ২৲
,, অনুপমা ঘোষ ১৲
কুমারী নিরুপমা মুস্তফি ১৲
,, ননীবালা মুস্তফি ১৲
শ্রীমতী সুশীলা বসু ৷৹
,, হেমাঙ্গিনী গাঙ্গুলী ৷৹
,, সরোজিনী মুখোপাধ্যায় ৶৹
,, ভুবনমোহিনী দাসী ।৶৹

The Bamabodhini Patrica.

The Indian Daily News in its leading article of the 19th ultimo gave a good account of the Baranagur Female Boarding School and Hindu Widow's Home managed by Mr. & Mrs. Sasipada Bannerjee. At the last distribution of prizes to the inmates of the institution Mrs. C. Grant, Hony. Secretary of the National Indian Association presided. The first Hindu widow admitted here was on the 2nd February 1888, and in the course of the last 4 or 5 years girls have come to the Home from Calcutta, 24-Pergunnahs, Hoogly, Burdwan, Pubna, Faridpur, Barisal, Mymensing, Sylhet, &c., and every year the number of Hindu widows is increasing. It is cheering to know that married Hindu Zenana ladies of position now and then pay private visits to the Home and encourage it by pecuniary help. Girls are being taught for the Entrance Examination of the University. Besides the literary course the boarders are taught *cooking, sewing, drawing, music and useful household work*. There is a garden, attached to the Home, where they have plenty of healthy exercise. Terms are very cheap Rs. 8 per month, exclusive of,—and Rs. 10 including clothing. Extra fee is charged for *drawing* and *music*. The institution by its successful management has secured Government aid. It richly deserves public support too.

Since the death of the Venerable Pandit Vidyasagar, people have been all talking loudly of raising money to perpetuate his memory, but up to this time nothing has been done practically. Credit is however due to the Bengali ladies who assembled in large numbers at the great educational institution for women, the Bethune College, to celebrate the first anniversary of his death on July 30th last. The ladies have raised about Rs. 1300 and they resolved at the meeting, that from the interest of this sum, a stipend bearing the honored name of Vidyasagar will be awarded to a poor girl prosecuting her studies in the Bethune College. The ladies deserve great praise for having planned and carried out so far this noble proposal in the course of a year for doing honor to the momory of the great reformer who was once the Hon. Secretary of the ladies' College and always took personal interest in the true education of Bengali women.

The foundation stone of a leper asylum was laid last month at Deoghur by the Lieutenant Governor of Bengal. It has been named the Rajkumari Leper Asylum, after the wife of Dr. Mohendra Lall Sarkar, through whose instrumentality, with the aid of a large sum contributed by the public, this useful institution has been founded. There is nothing so noble like helping the poor maimed members of the population. May this resting place really afford shelter to the people for whom it has been established !

The Gaekwar of Baroda is now staying in England with the members of his family. As one of the enlightened Princes of India, in an interview with a correspondent of an English weekly

paper, he dwelt on all that he was doing to encourage technical and mass education in his own territory. He is the first Indian Prince who has opened a Free Public Library for which alone he has bought English books worth a lac of rupees, besides Sanskrit, Maharathi and Gujrati publications. He is a social reformer too. He said that he won't have his son or daughter married before the age of 20. He has about a dozen of his subjects, studying at the expense of his Government in Great Britain, qualifying themselves in different branches of knowledge. Lately H. H. of Baroda with the Princess lunched with the Queen at Windsor Castle. We wish many of our leading princes would follow the noble example of the Gaekwar in ennobling their people intellectually and socially according to their light.

We are sincerely thankful to the Editor of the *Demorest's Family Magasine* for kindly exchanging his paper with the *Bamabodhini*. We cull with pleasure the following intersting news from the July number of the paper :—

A new hospital for women, under the management of women. was lately opened at Sheffield, England.

Mme. Novikoff, a Russian of high birth, is endeavouring to interest the people of England in behalf of the slaves of Turkey.

Miss Sarah E. Farro, a colored woman of good educ tion, about twenty-six years old, has just published a successful novel.

Mlle Elise St. Omer, the French explorer, who has traveled through Europe, Asia, and America, prides herself upon journeying without any luggage, and carrying all needs in her capacious pockets.

Miss Mary Story, youngest daughter of the late Rev. W. Story, of Tyrone County, Ireland, has been appointed assistant examiner in French to the Royal University of Ireland, a post hitherto held only by men.

Miss Alice Harris, M. D., of New Market, Iowa, is medical missionary at Sierra Leone, West Africa, under the auspices of the Wesleyan Methodist Church, and she has for several months conducted the mission entirely alone.

The Girls' Friendly Society, of England, is a union of over 170,000 women and girls of all classes, which holds religious and secular classes, provides homes of rest and training, lodges, libraries, etc.

Miss Marion Evans, a year ago assumed the duties of cashier in the office of the Treasurer of the State of Mississippi, and it is said that "Mississippi has never had a more efficient or attentive cashier than this accomplished young woman."

Miss Malvina M. Bennett has been appointed instructor in elocution in the Leland Stanford, Jr. University. Miss Bennett held this place for ten years at Knox College, Illinois. During her incumbency, Knox College carried off more prize in State and inter-state contests than any other college in the country.

Cecilia Beaux, of Philadelphia, has won for the fourth time the Mary Smith prize of the Pennsylvania Academy. The conditions that accompany the gift provide that the same person shall not receive it more than five times, and that the competitors must be residents of Philadelphia.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩২ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯৯—সেপ্টেম্বর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর ঊনত্রিংশ জন্মোৎসব।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ঊনত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা কি সামান্য উৎসাহের ও আনন্দের সমাচার! আজি অন্তরের ভক্তি ও আনন্দভরে সেই দেবদেবের চরণে প্রণত হই। তিনি বামাবোধিনীকে নূতন বৎসরের বিঘ্ন বিপদ সকল হইতে রক্ষা করুন্ এবং নব উদ্যমে অবলম্বিত ব্রতপালনে সমর্থ করুন্। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, ত্রিশ বর্ষ পূর্ণ হইলে বামাবোধিনী বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া একটী বিশেষ উৎসব করিবেন এবং বামাগণের হিতার্থ ইহাঁর অন্তরে যে সঙ্কল্প আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। আজি বামাবোধিনীর শুভ জন্মদিনে অনুগ্রাহক গ্রাহক ও হিতৈষী বন্ধুগণ সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্ ও ইহার কল্যাণ প্রার্থনা করুন্।

জয় জগদীশ জীবনের মূলাধার,
চলিছে জীবন-স্রোত কৃপায় তোমার।
তুমি সেই মহাসিন্ধু আদিঅন্ত-হীন,

বড় ছোট সবে হবে তোমাতে
বিলীন।
জন্ম স্থিতি আর লয় তোমার
বিধান,
সর্ব্বময় কর্ত্তা তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।
বিন্দু করি সৃজিয়াছ তাহে দুঃখ
নাই,
মুহূর্ত্ত স্থিতির সীমা তাহে না
ডরাই।
এই কর তব পদ ক্ষুদ্রশিরে ধরি,
সচেতনে সযতনে সদা সেবা করি।
সত্য সারাৎসার তুমি অমৃত অভয়,
তোমার পরশে প্রাণ হয় মৃত্যুঞ্জয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দাদাভাই নৌরজী এম্ পি— ঈশ্বর-কৃপায় দাদাভাই নৌরজীর সকল বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, পুনর্গণনায় তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ৫ ভোট অধিক পাইয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন। পার্লেমেণ্টে তিনি বক্তৃতাও করিয়াছেন। যে প্রধান রাজমন্ত্রী ইহাঁকে "কালা আদমী" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্ত্রিত্বপদের শেষ হইয়াছে। ভারতবাসী ব্রিটিষ সাম্রাজ্যশাসনে প্রথম অধিকার পাইল, এ কি সামান্য আনন্দের কথা!

নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন—এখন ৭ বৎসর অন্তর নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া নূতন পার্লেমেণ্ট গঠিত হইয়া থাকে। পার্লেমেণ্টের সভ্য সংখ্যা ৬৭০ জন; ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জনসাধারণ আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডে এখন দুইটী প্রধান দল-রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক। রক্ষণশীল দলের নেতা লর্ড সালিসবারী এবং উদারনৈতিক দলের—গ্লাডষ্টোন সাহেব। এবারকার নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের ৩১৪ এবং অপর দলের ৩৫৫ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, সুতরাং উদারনৈতিক দলের জয় হইয়াছে।

নব মন্ত্রিসভা—নূতন পার্লেমেণ্টে উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য লাভ হওয়াতে তাঁহারা এইরূপে মন্ত্রি-সভা গঠন করিয়াছেন :—

১—প্রধান মন্ত্রী, প্রথম কোষাধ্যক্ষ ও লর্ড প্রিবিসিল } গ্লাডষ্টোন সাহেব।
২—লর্ড চান্সেলর—লর্ড হর্শেল।
৩—ভারত সেক্রেটারি—লর্ড কিম্বার্লী।
৪—রাজস্ব সচিব (চান্সেলর এক্সচেকার) } সার ডবলিউহারকোর্ট।
৫—বিদেশীয় মন্ত্রী—লর্ড রোজবরী।
৬—সামরিক মন্ত্রী—মেঃ কাম্বেল বানার্ণন্।

৭—উপনিবেশিক সেক্রেটারী—লর্ড রিপণ।
৮—হোম (স্বদেশীয়) সেক্রেটারী—মেঃ আসকুইথ।
৯—প্রধান রণপোতাধ্যক্ষ—আরল স্পেন্সার।
১০—পোষ্ট মাষ্টার জেনারল—মেঃ এ মোরলী।
১১—আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী—মেঃ জন মোরলী।
১২—বাণিজ্য সভাপতি—মেঃ মণ্ডেলা।
১৩—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সভাপতি—মেঃ এচ, এচ ফাউল।
১৪—শিক্ষা-সমিতির সহকারী সভাপতি—মেঃ আক্লাড।
১৫—স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী—সার জর্জ ট্রিবেলিয়ন।

আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনেণ্ট লর্ড হাউটন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁদিগের কতকগুলি সহকারী বা অণ্ডার সেক্রেটারী আছেন। জি, ডবলিউ, ই, রসেল ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী হইয়াছেন।

যুদ্ধাশঙ্কা—পামিরে রুষ ও আফগানদিগের মধ্যে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ৫ জন রুষ হত হইয়াছে। পামিরে রুষ সৈন্য আসিতেছে, এদিকে ইংরাজ সৈন্যদলও সে দিকে যাত্রা করিয়াছে শুনা যায়। কি কাণ্ড ঘটিবে, কে জানে?

বেলুনবাজের মৃত্যু—বিখ্যাত বাঙ্গালী বেলুনবাজ বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

স্ত্রী-স্মরণার্থ কলেজ—লাহোরের ৺ নরসিংহ রাও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতশক্তির তারতম্য—কোন বৈজ্ঞানিক অনেক প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যাহারা মাংস বা মৎস্যভোজী তাহাদের অপেক্ষা নিরামিষাশীরা সঙ্গীত-পটু। ফলশস্যভোজী পক্ষীরাই উৎকৃষ্ট গায়ক, মাংস মৎস্যভোজী পক্ষীদের গানশক্তি নাই। ইটালী ও নরওয়েবাসীরা অধিক মৎস্যভোজী, তাহাদের মধ্যে গায়ক কম, সুইডেনের লোক শস্যভোজী, তেমনি সুগায়ক।

বালিকার মাতৃভক্তি।

সুইডেনের রাজা তৃতীয় গাষ্টাভাস্ একদিন অশ্বারোহণে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানের উদ্দেশে এক নির্ঝরিণীর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, একটী বালিকা জলাধারে জল পূর্ণ করিতেছে। রাজা বালিকাকে কহিলেন, "আমি তৃষ্ণার্ত্ত, আমাকে একটুকু জল দেও দেখি।" সরলতার প্রতিমূর্ত্তি গ্রাম্য-বালিকা নিঃসঙ্কোচে জলপূর্ণ কুঁজা লইয়া রাজার মুখের নিকট ধরিল। রাজা জলপান

করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন,—"বালিকে! তোমার ব্যবহারে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমার সহিত ষ্টকহলমে যাইবে? তোমাকে আমি ভাল কাজে নিযুক্ত করিব। তোমার অবস্থা উন্নত হইবে।"

বালিকা ব্রীড়াবনতবদনে কহিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থায় যে ভাবে রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া নিজের সুখ ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

রাজা বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"কেন বালিকে, তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কি ইচ্ছুক নও? নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ করাই কি তোমার জীবনের ব্রত?"

বালিকা কহিল,—"না মহাশয়! আমার সেরূপ উদ্দেশ্য নয়। আমার মাতা অতি দরিদ্রা ও পীড়িতা। বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। আমি ভিন্ন তাঁহাকে সেবা করিবার লোক আর কেহ নাই। বিশেষতঃ মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি কোন স্থানেই যাইতে সং[illegible] নহি। মা আমাকে বড়ই ভালবাসেন।"

রাজা কহিলেন,—"তোমার মাতা কোথায়?"

"ঐ ঘরে আছেন" এই বলিয়া বালিকা একটী জীর্ণ পর্ণকুটীর দেখাইয়া দিল।

রাজা বালিকাকে সঙ্গে লইয়া সেই সামান্য পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীর অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন অবস্থায় ছিল—বায়ুর বেগ একটু প্রবল হইলেই ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা। কুটীরের মধ্যস্থলে তৃণশয্যার উপর প্রাচীনা স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছেন। অনাহারে তাঁহার শরীর অতি শীর্ণ এবং বিবর্ণ। চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে। হস্ত পদ নাড়িবার সামর্থ্য নাই। স্ত্রীলোকটী বস্ত্রাভাবে শীত ও লজ্জা নিবারণার্থ তৃণের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। রাজা এই দুরবস্থা দেখিয়া বিষণ্নবদনে কহিলেন,—"আমি আপনার ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন্।"

ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে প্রাচীনা উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিতেছেন। এই যে বালিকাকে দেখিতেছেন, এই বালিকাই আমার জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এই বালিকা না থাকিলে এতদিন কেহ আমাকে ইহসংসারে দেখিতে পাইত না। এই কন্যাই আমাকে প্রতিপালন করিতেছে। আমার আহারসংস্থান এবং সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন ইহার আর কোন কাজ নাই। মাতার পরিচর্য্যারত, মাতার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন সুমতি কন্যা কেহ আছে কিনা জানিনা। এই কন্যার ভিতরে দয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণা।"

রাজা বালিকার সরলতা, বিনয় এবং আতিথেয়তা দর্শনে পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এখন মাতার নিকট তাহার আশ্চর্য্য মাতৃভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং বালিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমি এ রাজ্যের রাজা; তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, তোমাদের এই ক্লেশের অবস্থা শীঘ্রই দূর করিব। সম্প্রতি এই অর্থ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া রাজা বালিকার হস্তে একথলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার পরে সেই অনাথা বৃদ্ধা দুঃখিনী স্ত্রীলোক রাজদত্ত সাহায্যে বালিকার সহিত সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

মহামুহূর্ত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি কি রকম গোলমাল হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমি আর "স" বাবুকে "দাদা" বলিতে পারি না, বাবার কাছে কি অন্য কাহারও কাছে তাঁহার নাম ধরিতে অথবা তাঁহার কোনও কথা বলিতে পারি না। তিনি আর আমাদের বাড়ী আসেন না, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে চাহি না, আমাদের দুজনের মধ্যে যেন একটা দারুণ ব্যবধান হইল। আমরা উভয়ে উভয়ের যেন দারুণ "পর" হইয়াছি! কিন্তু ইহাতে—তিনি কি ভাবিতেছেন জানি না, আমিতো বড় দুঃখিতা নহি।—কেন? তাহা জানিব কি করিয়া?

আজি বিকালে বাবার অনুমতি লইয়া গঙ্গাদিদি আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। গঙ্গা দিদির অসুখ সারিয়াছে, সে আমার জন্যে সিকা বুনিতেছে। তাহার সিকা আমার পছন্দসই হইবে কি না, তাহাই দেখাইবার জন্য সে আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ময়রা দিদির স্নেহ ও যত্নে মুগ্ধ হইয়া তাহার ঘরে বসিলাম। তাঁহার সিকা বেশ সুন্দর হইতেছে, কিন্তু সে আমার জন্য অত পরিশ্রম করিতেছে কেন? ইহাতে তাহার সঙ্গে ছোটখাটো রকমের একটু ঝগড়াও করিলাম। গঙ্গাদিদি হাসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী দিদিমণি আমার, তুই রাজরাণী হ'; মুক্তার মালা গলায় দিয়ে, চেলির সাড়ী প'রে দুঃখী লোক-দে'র মানুষ কর্‌। আমার মাথায় যত

চুল, তোর সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে তত দিন ঘর কন্না কর্। তুই এক মেয়ে হ'তে যেন বাবার এক সহস্র ধন হয়। —ও পাড়ার সত্য বাবু আমাকে মাসে তিন টাকা কোরে দিতে চেয়েছেন। বেঁচে থা'ক্, রাজা হে'াক্, সোণার দোয়াত কলম হোক্, যেমন মন তেম্নি ধন হোক্। ভগবান্! ভাল মানুষের ভাল হো'ক্।—আহা বাছার অসুখ দেখে অবধি প্রাণটা যেন কেমন কোচ্চে ?"

গঙ্গাদিদির শেষ কথাটা শুনিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "কার অসুখ হয়েছে, গঙ্গাদিদি ?"

গঙ্গা। ঐ সত্য বাবুর। আজ দুদিন বাছা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। এখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়স হয়েছে তো, তা মা' বাপের কেমন আক্কেল, আজ পর্য্যন্ত বিয়ে দিলে না, কাজেই মনে দুঃখ হয়।—

আমি। দূর—কি অসুখ হয়েছে, গাঙ্গাদিদি ?

গঙ্গা। তাই তো বোল্‌ছি—এখন কথা হোচ্ছে, কেজানে কোন্ দেশের মেয়ে—অতকি আ[illegible] জানি—সে মেয়ে খুব সেয়ানা,খুব সুন্দরী, নিখ্‌তে পোড়্‌তে খুব ভাল, সত্য বাবু সেই মেয়ে বিয়ে কোত্তে চান্। কর্ত্তা গিন্নী তাতে অমত কোচ্ছেন। কর্ত্তা বোল্‌ছেন "মেয়ের বাপ গরীব, আর পাওনা থোওনা কিচ্ছু হবে না, আমি আশা কোরে আছি, আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নেব।" গিন্নী বোল্‌ছেন, "আমি লেখা পড়া করা মেয়ে চাই না। বৌ আন্‌ব ঘরের লক্ষ্মী, সে কি আপিসে চাক্‌রী কোর্‌বে, না আদালতে গিয়ে মোকর্দ্দমা কোর্‌বে ? লেখা পড়া শিখেই তো এখনকার মেয়েদের এত ঠেকার—সোয়ামী হাতযোড় কোরে আছেন! আমার সোণার বাছা সত্যকে আমি তেমন মেয়ে কখনই দেব না!" এই সব কথা শুনে সত্য বাবু যেন মরমে মরে গিয়েছেন। আজ দুদিন জ্বর হয়েছে, তা' অষুধ পত্র কিচ্ছু খান না।

গঙ্গাদিদির কথা শেষ হইলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গঙ্গাদিদি "আর একটু খানি" বসিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু কৃতঘ্না আমি, তাহার কথা রাখিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাবা বুঝি নদীকূলে বেড়াইতে গিয়াছেন। কুটীরের ভিতরে আমি একা। একাকিনী দরজায় বসিয়া অনন্ত বিস্তৃত, নীল সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। একটী একটী করিয়া হীরার ফুলের মত তারাগুলি ফুটিতেছে, তাহাও দেখিতেছি।

একটু আগে বাবার একটী বন্ধু আসিয়াছিলেন, বাবা বসিয়া তাঁহার

সহিত কথা কহিতেছেন দেখিয়া আমি তফাতে ছিলাম। শুনিলাম বাবার বন্ধু বলিলেন, "আপনার মেয়ে তো বড় হইয়াছে, এখন বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত।" বাবা উত্তর করিলেন, "একটী সম্বন্ধ স্থির করিতেছিলাম, কিন্তু আজি শুনিলাম তাহা হইবে না। আপনার জানিত যদি কোনও সুপাত্র থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।"

বাবার বন্ধুর জানিত একটী "সুপাত্র আছে, তাহার বাড়ী চব্বিশ পরগণায়" এই সব কথা বলিতে লাগিলেন শুনিতে শুনিতে আসিলাম। তখন আস্তে আস্তে খানিক দূরে গেলাম, যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখি শূন্যঘর—বাবা ও তাঁহার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন। আমি ঘরের দুই একটা কাজ সারিয়া দরজায় বসিয়া আছি।

আকাশের তারা কেমন সুখী! উহাদের বড় হইতে হয় না। উহাদের জন্য উহাদের বাবাকে "কন্যাদায় গ্রস্ত" হইতে হয় না। আমি তারা হইলে খুব সুখী হইতে পারিতাম!

লোকের মনের ভাব কি তাহা জানি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতেছি—"মানুষের জ্ঞানোন্নতি প্রতি মুহূর্ত্তেই সাধিত হয়।" একথার সত্যতা যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার কাছে বলিতেছি, আজ এক মুহূর্ত্তে আমি শিখিয়াছি, বিবাহ হওয়া আমার পক্ষে বড় অন্যায়—বড় পাবাণের কাজ। এতদিন না বুঝিয়া থাকি, আজি ঠিক্ বুঝিয়াছি, বাবার আমাবই আর কেহই নাই। আমার বিবাহ হইলে, আমি শ্বশুরবাড়ী গেলে বাবাকে চারিটী ভাত রাঁধিয়া দিবে, এমন কেহই নাই। বাবার অসুখের সময়ে বাবার কাছে বসিয়া একটু শুশ্রূষা করিবে এমন কেহই নাই। বাবার সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিবে এমন কেহই নাই। বাবা যে প্রয়োজনে অথবা বিনা প্রয়োজনে প্রতিমুহূর্ত্তে "ক্ষমা ক্ষমা" করিয়া শতবার ডাকিতে থাকেন, সেই স্নেহ বুক পাতিয়া লইতে পারে, এমন কেহই নাই। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমা নহিলে বাবার একটী দিনও চলিবে না। তাই ভাবিতেছি, বাবা ঘরে আসিলে যেমন করিয়া হউক, একবার বলিব "বাবা বিবাহে কাজ নাই।"

কিন্তু বিবাহের কথা বাবার কাছে বলিতে—ছি, বড় লজ্জা করে! পারিব কি?—পারিব বই কি? দেখি ভগবান্ কি করেন!

বাবা ডাকিলেন "ক্ষমা!" আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাবা বলিলেন "মা, একা রহিয়াছ, নরেশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে আমি অনেক দূর গিয়াছিলাম। ভয় হয় নাই তো মা?"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "না বাবা, ভয় কিসের? আপনি খাবার খেলেন না?" বাবা খাবার চাহিলে আমি পেঁপে কাটিয়া বাবাকে দিলাম।

আমাদের গরীবের কুটীর, এখানে লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, রসগোল্লা অবশ্যই মিলে না।

খাওয়া হইলে বাবার আদেশে ভগবদ্গীতা লইয়া পড়িতে বসিলাম। বাবা আমার হাত হইতে গীতা লইতে লইতে আপনাআপনি বলিলেন,

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥"

"ক্ষমা, এতদিন তোমাকে গীতা পড়াইতেছি, আজি বল দেখি পড়িয়া কি শিখিলে?" বাবার মুখ গম্ভীর অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ।

গীতা পড়িয়া মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিখিতে পারে শুনিয়াছি; আমি বালিকা, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার কখনই নাই। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজে কাজে আমাকে উত্তর করিতে হইল; আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমি আজিও বিশেষ কিছুই শিখিতে পারি নাই বাবা, কেবল এইটুকু বুঝিয়াছি, ইন্দ্রিয় সংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া 'জগদীশ্বরের কাজ করিতেছি,' ভাবিয়া সৎকর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আর জগতে সর্ব্বদাই নানারূপ অভাব উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আকুল না হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।—এই রকম কি বাবা?"

বাবা হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিলেন। তার পরে বলিলেন, "ক্ষমা, উপদেশ বুঝিয়াছ; কিন্তু কাজে করিতে না পারিলে সে উপদেশ লাভ করা বৃথা। তুমি যেটুকু শিখিয়াছ, সেটুকু কাজে করিতে পারিবে কি মা? একবার বাবার মুখপানে চাহিলাম। শেষে অবনত মুখে বলিলাম "বাবা, আপনি যে বলেছেন মানুষে ভগবানের আশীর্ব্বাদেই কাজ করে।"

বাবা। বোকা মেয়ে! তুমি কি জাননা, "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়?" তুমি ভাল কাজ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরের চরণে শক্তি যাচ্ঞা করিলে, ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমার প্রাণপণ ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা চাই।

বাবার স্নেহমাখা গালি খাইয়া আনন্দে আমার প্রাণ গলিয়া গেল। বাবাকে বলিলাম "বাবা, আমাকে যেটুকু শিখাইয়াছেন, কাজে তাহা করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

বাবা প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তাই হইলে তোমার বাবার প্রধান কামনা পূর্ণ হয়। সুসন্তানকে "নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্" বলিয়া থাকে। কুসন্তান পাপলক্ষণ মাত্র। আমার পুত্র হইলেও তুমি, কন্যা হইলেও তুমি, তোমার শরীর মন ও আত্মা প্রকৃত উন্নত করিতে পারিলেই

আমার জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য পালন হয়।” বাবা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন।

আমি একছুটে বাহিরে আসিয়া ফুলের গাছ থেকে একটী গোলাপ ফুল তুলিলাম, তার পর বাবার কাছে গিয়া বলিলাম “বাবা, আমার সেই নূতন গাছে এই ফুলটী হয়েছে।” বাবা হাসিয়া সস্নেহে আমার হাত হইতে ফুলটী লইয়া গোলাপের খুব প্রশংসা করিলেন; আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম!

ছি! আমি বিবাহের সম্বন্ধে কোনও কথা বাবাকে বলিতে পারিব না—আজি তো পারিবই না—কাল যা হয় চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ মাতা।

সন্তান মূর্খ হউক, অনুপযুক্ত হউক, মাতা নিয়তই সন্তানের উন্নতির জন্য ব্যাকুল। সন্তান কিরূপে গণ্য মান্য, বড় লোক হইবে, কিরূপে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, জননী সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিয়া থাকেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জননী সন্তানের শুভকামনা রূপ যে ব্রত গ্রহণ করেন, ইহজীবনে আর সেই ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। কিন্তু ইতিহাস যে একটি সন্তানবৎসলা রমণীর অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থতা ও ন্যায়পরতার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আজ তাহা আমরা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। একাধারে এরূপ সন্তানবৎসলতা, ন্যায়পরতা, এবং স্বদেশহিতৈষণার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখা যায় না।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার জার টৌস্কির রাজত্ব শেষ হইল। তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্থির করিলেন যে জার ফেডারের মাতামহ কুলোদ্ভব মিচেল রোমানফ নামক যুবককে তাঁহারা রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। রোমানফ তখন মস্কৌ নগরে মাতার নিকট বাস করিতেছিলেন। কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের এই মনোনয়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোমানফের মাতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, ‘আমার পুত্র সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার এক্ষণে শিক্ষার অবস্থা। রাজকার্য্য পরিচালনের গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে পারে, তাহার এমন শক্তি সামর্থ্য নাই। সুবৃহৎ রুষিয়া রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব তাহার প্রতি ন্যস্ত হইলে, একদিকে তাহার শিক্ষাস্রোত বন্ধ হইবে, অপরদিকে রাজশাসনে কলঙ্ক আরোপিত হইবে। অতএব আপনারা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজসিংহা-

মনে প্রতিষ্ঠিত করুন্। আপনারা বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে আমি সুখী হইব।"

জননীর সদ্‌গুণ—হৃদয়ের উচ্চতা এবং মহৎভাব পুত্রও প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমানফও উপস্থিত রাজপদে প্রলুব্ধ না হইয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাজ্যের লোকে মাতা পুত্রের আপত্তি অনুমোদন করিল না। রোমনফকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে সকলেই বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। অগত্যা তাঁহার মাতা শুভ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন।

প্রজা-প্রতিনিধিগণ অভিনন্দন পত্রসহ মস্কৌ নগরে উপস্থিত হইলে, রোমানফের মাতা তাঁহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া উপাসনা-মন্দিরে সাক্ষাৎ করিলেন। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সজল নেত্রে তাঁহাদিগকে বলিলেন যে,—"আমি আমার পুত্রকে আপনাদিগের অভিভাবকত্বের অধীনে অর্পণ করিতেছি। আপনারা তাহাকে রাজা করিবার জন্য বারংবার আগ্রহ করিতেছেন বলিয়াই আমি সম্মত হইয়াছি। কিন্তু আপনারা আমার পুত্রের জন্য দায়ী থাকিবেন। তাহার শিক্ষা অপূর্ণ, রাজ্যশাসন করিবার শক্তি জন্মে নাই। আপনারা যদি তাহাকে প্রভূত সাহায্য না করেন, তবে আপনাদিগকে পরমেশ্বরের নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। মহান্ পরমেশ্বরের এবং স্বদেশবাসীর নিকট পুত্রের কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমি প্রকৃত পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আপনারা বাধা প্রদান করিলেন, এখন পরমেশ্বরের নিকট আপনারা সম্পূর্ণ দায়ী। এই দায়িত্ব চিন্তা করিয়া কার্য্য করুন্ এই আমার প্রার্থনা।" পৃথিবীতে এমন সুমাতা কয়জন আছেন?

মার্কিণ ভগিনী ডোরা।

(১৩১ সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর।)

পরমেশ্বরের বাণী সংসার-ক্ষেত্রে ডোরথীর পথ-প্রদর্শক ছিল। একদিন তিনি উপাসনালয় হইতে গৃহে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, দুইজন ভদ্রলোক বলিতেছেন যে, "পূর্ব্ব কেম্ব্রিজস্থ পাগলনিবাসের বন্দীগণ ভয়ানক কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া দয়াপ্রবণ ডোরথী মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তথায় গিয়া স্বচক্ষে পাগলদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তথায় যাইবেন কি না তৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের আদেশ কি, তাহা

জানিবার জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ডোরথী অন্তরে ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিয়া তথায় গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি পাগল-নিবাসে দেখিতে পাইলেন, ভয়ানক শীত হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য জেলে একটীও অগ্নিকুণ্ড নাই। পাগলগণ শীতে কম্পিত হইতেছে, গাত্রাবরণ যথেষ্ট নহে। তাহাদের ক্লেশ দেখিলে চক্ষে জল আসে। তিনি এই দুর্গতির কথা লিখিয়া তথাকার প্রধান বিচারকের নিকট তৎকাল-প্রচলিত আইন সংশোধনার্থ এক আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদন সফল হইল। আশ্রমে অগ্নিকুণ্ড রাখিবার জন্য একটী আইন অচিরে বিধিবদ্ধ হইল।

তথায় ডোরথীর মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল যে, পূর্ব্ব কেম্ব্রিজের পাগল-নিবাসে যেমন অত্যাচার হইত, এরূপ অত্যাচার দেশের অন্যান্য সকল নিবাসেই হওয়া সম্ভব। এই চিন্তা করিয়া তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা জানিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শুভকার্য্যের সহায় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি দেশের সমস্ত পাগল-নিবাস পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল, রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া ডোরথী, সিংহবিক্রমে পাগল-আশ্রম সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে যে যে অত্যাচার দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে লাগিলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রথম প্রথম অনেকেই ডোরথীর কথা বিশ্বাস করেন নাই। মিথ্যা আবেদন করিতেছে বলিয়া শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু ডোরথী সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিবার জন্য যখন একদল লোক আশ্রম পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ডোরথীর কার্য্য যে সত্যমূলক তাহা জনসমাজে প্রচারিত হইল। তখনই গবর্ণমেণ্ট পাগল-নিবাসের আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি বন্ধুর ও জঙ্গলপূর্ণ পথে পদব্রজে অনেক সময় গমন করিতেন। জঙ্গলের রাস্তায় হিংস্র জন্তুপূর্ণ পথ দিয়া কত সময় যাইতে হইত, ততোধিক ভয়াবহ দস্যুদিগের নিকট দিয়াও যাইতেন। তিনি স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কোন বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করিতেন না। পাগলদিগকে সুখ ও সুবিধায় রাখিবার জন্য তিনিও পাগলিনী হইয়াছিলেন। আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদ সুখ সুবিধা কিছুর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। কিরূপে কৃপাপাত্র পাগলগণ আশ্রমে সুখে বাস করিবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির। এই আশ্রম পরিদর্শন কার্য্যে তিন বৎসরে তিনি দশ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র এমনই বিনম্র এবং

মধুর ছিল যে, তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিলে সকলে মোহিত হইয়া যাইত। তাঁহার সুমিষ্ট কথা স্নেহব্যঞ্জক আচরণ এবং অসামান্য দয়া গুণে চতুর্দ্দিকস্থ আশ্রমের সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশীভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্থানের আশ্রম সংস্কার সম্বন্ধে যে কোন প্রস্তাব করিতেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইত। তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে জনসমাজে এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে, সকল স্থানের আশ্রম সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ লিখিয়া পাঠাইতেন যে, "আশ্রম শোধন সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহাই কার্য্যে পরিণত হইবে, আপনার পরামর্শ ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্য করিতে অসমর্থ।"

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আশ্রম স্থাপনের জন্য এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী যুক্তরাজ্যের প্রধান সভায় ১,২২,২৫,০০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৩,৬৬,৭৫০০০ বিঘা ভূমি দানের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু নানা কারণে সেই প্রার্থনা তখন পূর্ণ হইল না। এসময় তিনি পৃথিবীর নানা স্থানের পাগলনিবাস পরিদর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার দয়া স্বদেশে নি[illegible] ছিল না। তিনি স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, তুরষ্ক প্রভৃতি স্থানের বাতুলালয় দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর দেশে আসিয়া পুনরায় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পাগলনিবাস স্থাপনের জন্য যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট প্রার্থনা করেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। নূতন পাগলনিবাস স্থাপনার্থ তিনি অনেক অর্থ এবং ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তখন (অর্থাৎ ১৮৬১ সনে) যুক্তরাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ। এসময় তিনি ওয়াসিংটন নগরে থাকিয়া আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বহস্তে আহতদিগের সেবা করিতেন, এবং মৃদু মধুর সান্ত্বনা বাক্যে রোগীদিগকে আশ্বস্ত করিতেন, ও মুমূর্ষুকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার কোমল ব্যবহারে আহত মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ দারুণ ক্লেশের মধ্যেও শান্তিলাভ করিত।

যুদ্ধাবসানে এই করুণহৃদয়া দেশহিতৈষিণীকে সম্মানিত উপাধি প্রদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কোন প্রকারে উপাধি গ্রহণে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। পরন্তু তিনি বন্ধুবর্গ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যে সকল সৈন্য ন্যায় পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিলেন। এই ভয়ানক গৃহযুদ্ধে ডোরথীর আশাস্তম্ভস্বরূপ পাগলনিবাস গুলি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তখন তিনি পুনরায় সকল স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

আশি বৎসর বয়সে তিনি ট্রেনটন উন্মাদালয়ে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পীড়া। পাগলনিবাসের একদিকে তাঁহার শয্যা

স্থান নিরূপিত হইল। তিনি শয্যাগত পীড়িত অবস্থাতেও সর্ব্বদা পাগলদিগের সমাচার লইতেন। পাগলগণ যখন নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাঁহার নিকট দিয়া যাইত, তখন তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি পাগলদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পাগলগণও তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত।

রোগশয্যায় নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলের সহিতই পাগলনিবাস সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। তাঁহার মুখে আর কোনও কথা ছিল না। তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও নিয়ত কবিতা, ধর্ম্ম বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এবং বন্ধুবান্ধব দিগকে আশাজনক চিঠি লিখিতেন। তিনি নিয়ত এই কথা বলিতেন, "এ সময়েও আমার কিছু কাজ করিবার আছে।" ১৮৮৭ সনের ১৭ই জুলাই এই মূর্ত্তিমতী করুণা দেবী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তিনি ইহ সংসার হইতে অনন্তকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নরনারীর নিকট মানব-চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উন্নতি-শীল জনসমাজের হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত থাকিবে।

প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স।

আমাদের ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স। কিন্তু এই উপাধি যে কেবল একমাত্র ইহাঁর, তাহা নহে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাজ্ঞীর প্রথম পুত্রমাত্রেই এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬০০ বৎসরের অধিক হইল, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থার কারণ কিছু কৌতুকজনক, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর ১ম এডওয়ার্ড ১২৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং যুদ্ধে ফরাসী, ওয়েল্‌স ও স্কটদিগকে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স তৎকালে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল, সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই ইহার উপর এড-ওয়ার্ডের দৃষ্টি পড়ে এবং ১২৮২ সালে ইহা সম্পূর্ণ জয় করিয়া লন, সেই অবধি ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স এক রাজ্য হই-য়াছে। এই রাজ্য অধিকার করিতে

তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি বারংবার জয় করিয়া লন, আবার ওয়েল্‌স-বাসীরা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা স্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে এক দল কবি ছিল, তাহারা কবিতা ও সঙ্গীত দ্বারা। দেশবাসীদিগের দেশহিতৈষিতা ও বীরভাব উত্তেজিত করিয়া দিত। এডওয়ার্ড তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন, কিন্তু তাহাতেও দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। রাজা এক সময় সস্ত্রীক ওয়েল্‌সের এক দুর্গে গিয়া কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করিবার জন্য তত্রত্য প্রধান লোকদিগকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলেন। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইলে তোমরা সন্তুষ্ট হও?" তাহারা বলিল "আমরা একজন দেশী রাজা চাই, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং ইংরাজদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিব না।"

রাজা বলিলেন "তোমাদের যেমন ইচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি তোমাদিগকে এমন একটী রাজা দিব, ওয়েল্‌সে তাঁহার জন্ম হইয়াছে এবং তিনি ইংরাজী কথা একটীও বলিতে পারেন না।" পরে তিনি একটী দিন ঠিক করিয়া বলিলেন "অমুক দিন সকলে দুর্গে আসিও, তোমাদের নূতন ওয়েল্‌স-রাজকে দেখিতে পাইবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা সকলে দুর্গে আসিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "সে ব্যক্তি কে? সে ব্যক্তি কে? কে আমাদের রাজা হইবেন?" তাহারা মনে মনে ভাবিতেছিল প্রাচীন রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসন দেওয়া হইবে, তাহা হইলে তাহাদের আর কোনও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না।

এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়েকদিন হইল সেই দুর্গে জন্মিয়াছিল। এডওয়ার্ড সেই রাজকুমারকে কোলে তুলিয়া লইয়া প্রজাদিগকে দেখাইলেন এবং বলিলেন "দেখ, এই তোমাদের শিশুরাজা। তোমাদের মধ্যেই ইহার জন্ম হইয়াছে এবং এ একটীও ইংরাজী কথা বলিতে পারে না।"

ওয়েল্‌সবাসীরা এ কৌশলে নিরুত্তর রহিল, কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইল না। কি করিবে, এডওয়ার্ডের কাছে বলে আঁটিবার যো নাই, কাজে কাজে সেই শিশুকেই আপনাদের রাজা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি ইংলণ্ডের প্রথম রাজপুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স অর্থাৎ ওয়েল্‌সের রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

সাবিত্রী।

১

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, নিশীথ গগণে
আঁধার জলদ রয়েছে ছেয়ে,
আঁধার ধরেছে জড়ায়ে আঁধার,
পলায়ে গিয়েছে বিজলী মেয়ে।

২

নিঝুম নিঝুম নিবিড় কানন,
জ্বলে না জোনাকী কাঁপেনা পাতা,
স্তবধ প্রকৃতি-স্তবধ আকাশ,
তটিনী গাহেনা মধুর গাথা !

৩

নীরব নিথর নিচল অবনী
ঘুমায় আঁধারে আনন ঢাকি,
জেগে আছে শুধু সাবিত্রী অভাগী,
মৃতপ্রায় পতি হৃদয়ে রাখি !

৪

খুলিয়া গিয়েছে বসন ভূষণ,
এলো থেলো হয়ে পড়েছে চুল ;
মরমে জ্বলেছে দারুণ আগুন,
শুকায়ে উঠিছে কলিকা ফুল !

৫

হৃদয় গলিয়া যুগল নয়নে
দর দর দর বহিছে ধারা,
অজানা আতঙ্কে শিহরে পরাণ,
আজি রাজবালা আপনা হারা !

৬

—কভু তুলি ধীরে স্নেহমাখা কর
যতনে বুলায় পতির গা'য়,
কভু বা আঁচলে করিছে বাতাস,
কভু মুখপানে চমকি চায় !

৭

ক'য়েছে তাহারে দয়িত তাহার
বিষাদ ব্যথিত করুণ রবে,
"ধর গো আমায় দংশিছে বিছা'য়
তোমারি পরশে আরাম হবে !"

৮

তাই কোলে সতী রাখিয়াছে পতি,
(ঘুচাতে তাহার অসহ ব্যথা),
তবু সে চাহে না তবু সে হাসে না,
আর তো কহে না একটী কথা !

৯

নীরব ভুবন আঁধার কানন,
তা'য় তো রমণী করেনি ভয়,
তার বুক শুধু উঠিছে কাঁপিয়া,
"আজি বা সাবিত্রী বিধবা হয় !"

১০

ঘনায়ে আসিছে যুগান্ত আঁধার,
ফাঁকি দেয় বুঝি জীবিতনাথ—
সুখ শান্তি আশা জীবন-লালসা
সবি ফাঁকি দেয় তাঁহারি সাথ !

১১

না না সে দয়িতে দিবেনা যাইতে
পরাণে পরাণ রাখিবে চেপে,
হেরিয়া সে দৃশ্য চমকিবে বিশ্ব,
মরণেরো প্রাণ উঠিবে কেঁপে !!

১২

মাভৈঃ মাভৈঃ ডাকিছে দেবতা—
"সাবিত্রী! তোমার কিসের ভয়,"
আকাশ অবনী ডাকে প্রতিধ্বনি,
"সতী কি কথনো বিধবা হয়?"

১৩

কোন্ তুচ্ছ যম, কি তার বিক্রম,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাবিত্রী-হৃদি,
পরাণে জ্বালায়ে রাবণের চিতা,
কেড়ে নেবে তার অমূল নিধি!

১৪

জগতে অভয়া অনন্তে বিজয়া,
সাবিত্রী সতীত্বে অমৃতময়,
তার প্রিয় পতি দেবতা অমর,
তার কি মরণ কথনো হয়?

১৫

এখানে এসনা, নিঠুর শমন!
সাবিত্রীর নাম দিওনা ঘুচে,
ভবের লালসা প্রাণের ভরসা
সিঁথির সিঁদুর নিওনা মুছে!

১৬

থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্ আঁধার যামিনী,
ফুটোনা ফুটোনা সোণার রবি,
হেরি মৃত পতি ম'রে যাবে সতী,
আগে তো মরিবে অভাগা কবি!

শ্রীমা—

বাঙ্গালা প্রবচন।

প (শেষ)

১। পিড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
২। পিটে থায়, পিটের ফোঁড় গণে না।
৩। পিতল শরা ঝাঁকে ভরা।
৪। পিতা শত্রু মাতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
৫। পিতার বয়সে কল্মা নাই, পাঁজা ভরা দাড়ী।
৬। পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।
৭। পিতৃ-মাতৃ-দায়।
৮। পিতৃসত্য পালিবারে রাম যান বন।
৯। পিপাসার অন্ত নাই।
১০। পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
১১। পীরিতে যেথানে বিচ্ছেদ সেথানে।
১২। পীরিতের ঝগড়াই মজা।
১৩। পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।
১৪। পুকুর কেটে নাওয়া।
১৫। পুঁজির উপর একটী।
১৬। পুঁটী মাছের প্রাণ।
১৭। পুত নয় ভূত।
১৮। পুতুল যেমন পুতুল কাচে, যেমনি নাচায় তেমনি নাচে।
১৯। পুত্রে যশসি তোয়েন নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।
২০। পুনর্মূষিকো ভব।
২১। পুরাণ চাউল ভাতে বাড়ে।
২২। পুরাণ পাপী।
২৩। পুরুষের দশ দশা।

২৪। পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই,
কপাল জোড়া কোঁটা।
২৫। পূবে বাঁশ পশ্চিমে হাস,
উত্তরে কলা দক্ষিণে মেলা।
২৬। পূর্ব্বধনং বিনশ্যতি।
২৭। পৃথিবী দু-ফাল হও,ভিতরে সেঁধুই।
২৮। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।
২৯। পেতনীর হাতে রাঙা শাঁকা।
৩০। পেট জ্বলে ভাতে,
সোণার আংটী হাতে।
৩১। পেটটী যেন ঢাকাই জালা।
৩২। পেট ভর্‌লে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।
৩৩। পেট ভর্‌লে মোণ্ডা তেতো।
৩৪। পেট থেকে পড়িল বাছা লাউরে।
৩৫। পেট ভরে তো নজর ভরে না।
৩৬। পেটে খিদে মুখে লাজ।
৩৭। পেটে খেলে পিটে সয়।
৩৮। পেটের ভাত গেঁটের সোণা।
৩৯। পেটে ভাত নাই কোঁটায় দড়।
৪০। পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী।
৪১। পেঁজ পয়জার দুই।
৪২। পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই।
৪৩। পোর নামে পোয়াতীর বর্ত্ত।
৪৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।
৪৫। প্রতি গ্রাসে মুড়ো।
৪৬। প্রদীপের কোল অন্ধকার।
৪৭। প্রভাতে মেঘ ডম্বরু!
৪৮। প্রাণটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
৪৯। প্রাপ্তকালো ন জীবতি।

প্রাণিতত্ত্ব।

কুক্কুরজাতীয় জন্তু।

মাংসাশী জন্তু পাঁচভাগে বিভক্ত ;— (১) কুক্কুরজাতীয়, (২) বিড়ালজাতীয়, (৩) নকুলজাতীয়, (৪) ভল্লুকজাতীয় এবং (৫) শীলজাতীয়। কুক্কুর, নেকড়ে, শৃগাল, উল্কামুখী প্রভৃতি কুক্কুরজাতীয় জন্তু। এই জাতীয় জন্তু পরস্পর এতদূর বিভিন্ন-প্রকৃতি যে কোন্ কোন্ জন্তু এই জাতির অন্তর্নিবিষ্ট তাহা সহজে ঠিক্ করা কঠিন।

কুক্কুর।

অবস্থাভেদে কুক্কুরের আকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ আর কোন জন্তুরই নহে। আমাদিগের দেশে বহুসংখ্যক কুক্কুর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইউরোপখণ্ডে ইহাদিগের শ্রেণীসংখ্যা আরও অধিক। তথায় প্রকৃতি ও আকৃতি অনুসারে কুক্কুর স্পেনিয়েল, হাউণ্ড গ্রেহাউণ্ড, মাস্‌টিফ, বুলডগ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কুক্কুর একই জনক জননীর সন্তান সন্ততি, কেবল অবস্থা-ভেদে এবং পালনের তারতম্যানুসারে

তাহাদের আকৃতিগত ও স্বভাবগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

কুক্কুরের ন্যায় আর কোন জন্তুই এত অধিক পরিমাণে গৃহপালিত হয় না। অনুচরের ন্যায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা কুক্কুর অধিক ভালবাসে। কি শীতপ্রধান মেরু সন্নিহিত প্রদেশ, কি উষ্ণপ্রধান বিষুব প্রদেশ, যেখানে মনুষ্য বাস করিতে পারে কুক্কুরও তথায় বাস করিতে সক্ষম। কুক্কুর যেরূপ প্রভুভক্ত, অন্য কোন জন্তুই সেরূপ নহে। বিড়াল ও কুক্কুর এই উভয়ের প্রভুভক্তি তুলনা করিলে বিড়ালকে অনেক নিম্ন স্থান অধিকার করিতে হয়। বিড়াল যেস্থানে বাস করে সেই স্থানের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তথা হইতে স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কুক্কুরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা যে প্রভুর আশ্রয়ে বাস করে, তাঁহার প্রতিই অনুরক্ত হয়, সুতরাং প্রভু স্থানান্তরিত হইলে তাহারা তাঁহার সহিত স্থানান্তরিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

কুক্কুরকে ভাল করিয়া পালন করা হয় না বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কুক্কুরের দ্বারা চোর দস্যু তাড়ান ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহাদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, তাহা অবগত হইলে যুগপৎ বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। কুক্কুর অন্ধকার রাত্রে আলো লইয়া প্রভুকে পথ দেখাইয়া আনে, ছাত্রদিগকে স্কুলে দিয়া আইসে এবং যথাসময়ে আবার তাহাদিগকে বাড়ী লইয়া যায়, বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে ইত্যাদি ঘটনার কথা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না। শিকার করিবার সময় ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য অধিবাসীগণের এবং প্রায় সমুদয় অসভ্যজাতির কুক্কুর প্রধান সহায়। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা বরফের উপর দিয়া যাইবার জন্য যে একপ্রকার শকট তৈয়ার করে, তাহা কুক্কুরে টানিয়া লইয়া যায়।

আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা স্বল্প ভোজনসন্তুষ্টি, অল্প নিদ্রা এবং প্রভুভক্তি কুক্কুরের নিকট এই কয়টী প্রধান গুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন।

নেকড়ে।

কুক্কুর, নেকড়ে ও শৃগালের চিরশত্রু। ক্ষুদ্র শ্রেণীর কুক্কুর ইহাদিগকে দেখিলে পলায়ন করে, কিন্তু দৃঢ়কায় ও বলবান্ কুক্কুর ইহাদের অনুসরণ করিয়া বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুক্কুর ও নেকড়ে এই উভয়ের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ ভাব সত্ত্বেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্দিগের নিকট কুক্কুর নেকড়ের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত। নেকড়ে এরূপ ভয়ানক জন্তু যে নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে পালন না করিলে ইহা-

দিগকে কোনও মতে নম্র ও বশীভূত করিতে পারা যায় না। ইহারা দল বাঁধিয়া বাহির হয় এবং শিকারের সময় অত্যন্ত ধূর্ত্ততা প্রকাশ করে। বন কাটিয়া ফেলাতে যত নূতন নূতন দেশের উৎপত্তি হইতেছে, অন্যান্য বন্য জন্তুদিগের ন্যায় নেকড়ে জাতির সংখ্যাও তত হ্রাস হইতেছে। আমেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তৎকালে আটলাণ্টিক মহাসাগর-তীরস্থ দেশ সকলে ইহারা দলে দলে বিচরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগকে উত্তর আমেরিকার কোন স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আজিও ইউরোপের কোন কোন দেশে নেকড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আসিয়ার অনেক দেশেই নেকড়ের বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। ভারতবর্ষে ইহারা প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক গৃহপালিত পশুপক্ষী বিনষ্ট করিয়া ভক্ষণ করে।

নেকড়ে স্থূলকায় জন্তু না হইলেও বিলক্ষণ বলবান্। ইহাদিগের স্বভাব রুক্ষতা, ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার সমবায়ে উৎপন্ন।

শৃগাল।

শৃগাল উত্তর আফ্রিকা, পারস্য ও ভারতবর্ষে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা দেখিতে অনেক পরিমাণে কুক্কুরের মত। নেকড়ের স্বভাব যেরূপ, ইহাদিগের স্বভাবও ঠিক্ সেইরূপ। ইহারা দিনের বেলায় গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং রাত্রিতে দল বাঁধিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হয়। আমাদিগের দেশে জনশ্রুতি আছে, যে শৃগাল ধূর্ত্ততায় সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ শুদ্ধ আমাদিগের দেশে কেন যে দেশে শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় সেই দেশের অধিবাসীদিগের নিকট ইহারা ধূর্ত্ততার জন্য বিখ্যাত। শৃগাল মাংসাশী হইলেও কুক্কুরের ন্যায় শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে।

উল্কামুখী।

ইহাদিগের মুখ সরু এবং পুচ্ছ কুক্কুর অপেক্ষা দীর্ঘ ও সরল দীর্ঘাকৃতি লোমে আচ্ছাদিত। অন্ধকার রাত্রে ইহাদিগের মুখ দিয়া আলোক বাহির হয় বলিয়া ইহাদিগকে উল্কামুখী কহে। শৃগালের ন্যায় উল্কামুখীও অত্যন্ত ধূর্ত্ত। ইহারা দিনের বেলায় অন্ধকার গর্ত্তে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে শঙ্কিতভাবে পক্ষিশশকাদি শিকারে বহির্গত হয়। উল্কামুখী আকৃতিতে কৃশ বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বলবান্ ও দ্রুতগমনপটু। আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল উল্কামুখী দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উল্কামুখী আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে সে সকল আমাদিগের দেশের উল্কামুখীর ন্যায়।

অনেক প্রদেশে উল্কামুখীর আকারের

এক প্রকার জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লোমের জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে ইহাদিগের লোম পাংশুবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু শীতের প্রারম্ভ হইতেই রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল লোম এ সময় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া পদতল পর্য্যন্ত আবৃত করে।

হায়না।

হায়না সচরাচর আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ভয়ানক, সেইরূপ বলবান্। ইহাদিগের দন্তে ও কপোলে এত অধিক বল যে অনায়াসে বৃষের জংঘার হাড় কামড়াইয়া ভাঙ্গিতে পারে। যে সকল জন্তু মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে, ইহারা তাহাদের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। হায়না মনুষ্য মাংস খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে, এই জন্য যে স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তথায় দল বাঁধিয়া গমন করে এবং গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া রণ-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করে। ইহাদিগের পশ্চাৎ ভাগ সম্মুখ ভাগ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, এই জন্য চলিবার সময় ভাল দেখায় না।

মার্থার মাতৃদর্শন।

গত ১৩ই জুলাই শনিবার বিলাতে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছে এবং প্রায় সকল সংবাদপত্রে তাহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনা জানিবার জন্য পাঠিকাগণের অবশ্য কৌতূহল হইতে পারে। ইহা মহারাণী

বিক্টোরিয়ার সহিত মার্থা নাম্নী একটী দরিদ্রা বিধবা বৃদ্ধা নিগ্রো রমণীর সাক্ষাৎকার। মার্থাকে লোকে (Aunt) খুড়ীমা মার্থা বলে, ইহার বয়স ৭৬ বৎসর, সুতরাং বয়সে ইনি মহারাণী অপেক্ষাও বড়। ইহার স্বামীর নাম রিক্ সাহেব, ৬। ৭ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খুড়ীমা মার্থার জন্ম দাসবংশে আমেরিকাতেই হয়। তাহার পিতা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহাকে, তাহার মাতাকে ও ৭টী ভাইকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। তৎপরে ইহারা আফ্রিকায় ফিরিয়া যায় এবং লাইবিরিয়া নামক স্বাধীন প্রদেশে বাস করে। ইহাদিগের এই লাইবেরিয়াতে বাসের সময়ে মহারাণী বিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন। তথন মার্থার হস্তে তাঁহার একখানি ছবি পড়ে। ইংলণ্ডের রাজা রাজ্ঞীরা নিগ্রো দাসদিগের প্রতি বড় সদয় এবং তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া বিক্টোরিয়ার প্রতি মার্থার ভক্তির সঞ্চার হয় এবং তিনি তাঁহাকে মাতা বলিয়া বরণ করেন। সে ৫০ বৎসরেরও অধিক দিনের কথা, তথন এই মাতাকে একবার দেখিবার জন্য মার্থার মনে সঙ্কল্প হয়। কিন্তু কোথায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, আর কোথায় ইংলণ্ড এবং কোথায় এই বর্ব্বর দরিদ্রা স্ত্রীলোক, আর কোথায় রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়া! মার্থার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক সরলা রমণী মনের কথা খুলিয়া যাকে তাকে বলিত "মাতা বিক্টোরিয়াকে দেখিবার মানস করিয়াছি।" সকলে পাগল বলিয়া তাহার কথায় হাস্য বিদ্রূপ করিত, তাহার স্বামীও যখন তখন তামাসা করিয়া বলিত "ভাল মার্থা মহারাণী বিক্টোরিয়াকে দেখিবার জন্য কবে ইংলণ্ড যাত্রা করিবে?" দুঃখিনী রমণী ক্ষেত্রে কার্য্য করিত, সেই সময় হইতে ইংলণ্ড গমনের পাথেয়স্বরূপ কিছু কিছু টাকা জমাইতে থাকে এবং মহারাণীকে কিছু উপহার দিতে হইবে বলিয়া স্বহস্তে একখানি সাল প্রস্তুত করিতে থাকে। সালের জমী সাদা সাটিন, তদুপরি সবুজ রঙের একটী কাফী গাছ বোনা। মার্থা ক্রমে ক্রমে অনেক টাকা জমাইয়া ফেলে এবং একাকিনী অপর লোকের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। পথে তাহার দেশের কয়েকটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা ফ্রান্সে চলিয়া যায়।

মহারাণীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হয়, মার্থা তাহার বৃত্তান্ত স্বমুখে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "শনিবার অপরাহ্নে লাইবিরিয়ার রাজমন্ত্রী ব্লাইণ্ডেন সাহেব, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, একটী ছোট নাতিনী, বিবী রবার্ট ও আর কয়েকটী বন্ধুর সহিত একত্রে রেলগাড়ীতে চলিলাম। উইণ্ডসরে পৌছিলে দুই খানি গাড়ী আমাদিগকে লইয়া গেল এবং ৪টার সময় মহারাণী

আসিয়া দেখা করিলেন। একটী সোণার ঘরে তিনি দেখা করিলেন ; সেখানকার সকল বস্তু এমন সুন্দর, সকল রাজা ও রাণীর ছবি সাজান রহিয়াছে, আমি জানি না আর কোথাও এ সকল ছবি এরূপ একত্র দেখা যায় কিনা। কুইন বিক্টোরিয়ার আগমনের কোন সাড়া শব্দ পাই নাই, কিন্তু হঠাৎ সকলে বলিল 'তিনি ঐ খানে, আমাদিগের দিকে আসিতেছেন।' কুইন বিক্টোরিয়া আমাকে কি বলিলেন, তোমাদিগকে তা বলিতে পারি না। তিনি এত নরম নরম স্বরে কথা কন, কিন্তু তিনি হাস্য করিলেন এবং তাঁর স্বর বড় মধুর এবং তিনি আমার সহিত—কেবল আমার সহিত সেকহ্যাণ্ড করিলেন। আমার সঙ্গীরা বলিয়াছিল তিনি সাধারণ লোকের সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করেন না, কোন রাণীই তাহা করেন না ; তিনি লাইবিরিয়ার মন্ত্রী ব্লাইণ্ডেন সাহেবের সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন না ; কিন্তু কুইন বিক্টোরিয়া সত্য সত্য আমার সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন।"

সে সময় মহারাণীর সঙ্গে যুবরাজ, যুবরাজপত্নী, রাজকন্যা বিয়েট্রিস, বিক্টোরিয়া ও মড ছিলেন। কিন্তু মার্থাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "কুইন বিক্টোরিয়া ও সমুদায় রাজপরিবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন।" তৎপরের কথা।

"আমি মহারাণীকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা বৃদ্ধ বোধ হইল। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু তিনি আমার চেয়ে কুঁজো হইয়া পড়িয়াছেন। আহা, তাঁহাকে অনেক কষ্ট —অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। তিনি সোণার ঘরে বহুক্ষণ রহিলেন না। আমি যখন দেখিলাম তাঁহারা সকলে চলিয়া গিয়াছেন, ভাবিলাম তিনি আমাকে কি বলিলেন, সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তিনি কেমন হাসিলেন এবং আমার সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন, ইহা কখনও ভুলিব না। ইহার পর ভৃত্যেরা কুইন বিক্টোরিয়ার বাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া গেল। কি সুন্দর —অতি সুন্দর জিনিষ সকল! একটী সুন্দর ঘরে আমাদের ভোজ হইল। আমি তাঁহার দেবালয় দেখিলাম। এ দেবালয় অনন্তকাল থাকিবে, ইহা চিরকাল থাকিবার জন্য যেন গড়া হইয়াছে। কুইন বিক্টোরিয়ার বাড়ীর ছাদে উঠিলাম। তিনি আমাদিগকে সব দেখিতে দিলেন। পরে আমরা গাড়ী করিয়া ষ্টেসনে গেলাম।"

এই ঘটনাতে একদিকে যেমন মার্থার সরল বিশ্বাস, অধ্যবসায়, কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে ইংলণ্ডেশ্বরীর সৌজন্য, প্রজাবাৎসল্য ও হৃদয়ের উদারতা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

মাতার যত প্রকার কার্য্য আছে তন্মধ্যে সন্তানপালন সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর। সন্তানকে সমাজোপযোগী ও সর্ব্বগুণভূষিত করিয়া যিনি সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই ধন্য মাতা। শুধু স্নানাহার করাইয়া বড় করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে মাতার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না, তাহাত পশুমাতা পক্ষিমাতাও করিয়া থাকে। শাবক আপনাকে যত দিন রক্ষা করিতে না পারে, যত দিন খুঁটিয়া থাইতে না পারে, তত দিন মাতৃক্রোড় হইতে পরিত্যক্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ, সন্তানের প্রতি মনুষ্যমাতার অন্যান্য জীবের মাতার অপেক্ষা আরও অনেক গুলি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আছে, তাই মনুষ্য-মাতার সন্তানপালন অতি গুরুতর কার্য্য। কেন না যে সকল সন্তানের উপর ভাবী সমাজোন্নতি নির্ভর করিতেছে—যাহাদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ক্ষেত্রে শুভাশুভ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা-দিগকে স্তন্য পান করাইয়া, বসন ভূষণা-দিতে সুসজ্জিত করিয়া দিলেই মাতার কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত হইল না—ধাত্রীকরে অর্পণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না, যেহেতু স্নান, আহার করান, ক্রোড়ে ধারণ করা, "বাবা, যাদু" বলিয়া সোহাগ করা, বহুমূল্যের বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে চেষ্টা করা, প্রহার করা, যমের বাড়ী যাইতে আদেশ দেওয়া ইত্যাদি ব্যতীত মাতার সন্তানের প্রতি দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য আছে, সেই দুইটী কর্ত্তব্য পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ যে একটী নহিলে অপরটী বৃথা বা মূল্যহীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসার হইয়া পড়ে। সেই দুইটী কর্ত্তব্য জানিয়াও যে মাতা সন্তানের প্রতি তাহা পালন করিতে উপেক্ষা করেন, সেই মাতা সন্তানের নিকট, সংসারের নিকট, সমাজের নিকট, ভগবান্ প্রজা-পতির নিকট অবশ্যই অপরাধী। ঐ দুইটী কর্ত্তব্য কি, তাহা আমরা নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য। শিশু আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানে না—আপ-নাকে আপনি বুঝে না, এ অবস্থায় মাতার ন্যায় স্নেহশীল ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত শিশু একদিনও বাঁচিতে পারে না, অত-এব শিশুর স্বাস্থ্য মাতার হাতে। যদি কোন মাতা সংসার কার্য্যের ব্যস্ততা বশতঃ সন্তানকে অনিয়মে অর্থাৎ অদ্য সকালে কল্য বিকালে, পরশ্ব দু-প্রহরে স্নানা-হার করান, তাহা হইলে অবশ্যই মাতার কর্ত্তব্যের ক্রটী হইল। "বৌটী অতিশয় ভদ্রলোক, দেখ সেই সকাল বেলা ছেলেটী রেখে যে কার্য্যে লাগিয়াছে, আর এখনও ছেলেটী একবার কোলেও করে নাই।" প্রাচীনাগণের মুখে এই অচলা প্রশংসা শুনিবার জন্য তিনি

সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্যপান না করাইয়া, রাত্রিতে বা সন্ধ্যার পর মুহুর্মুহু স্তন্যপান করান, তাঁহার প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছাকে ধিক্! যিনি নিজের সন্তানটীকে একজন অসদ্বংশজা, অশিক্ষিতা, অসভ্যা, বেতন পাওয়ার কারণেই যে ছেলেটীকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য সেই ধাত্রীর করে অর্পণ করিয়া নিজের বেশ বিন্যাস করিবার ও অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে এমন কি বন্দোবস্ত করিলেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? সন্তানকে নিজের নিকট সর্ব্বদা রাখা অন্ততঃ শিশুর স্নান আহার ও তাহার শারীরিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে দিন যে সময়টুকু লাগে, সেই সময় পর্য্যন্ত শিশুকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি নিজের টাকা ও গহনা গুলি অন্যের হস্তে দিয়া সে অপব্যবহার করিবে বা নষ্ট করিবে বলিয়া শঙ্কিত হও, তবে প্রাণাধিক সন্তানের পালন-ভার অন্যের হস্তে দিয়া কি কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না? রাগভরে সন্তানকে স্তন্যপান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় ও কিসে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সে বিষয় ধাত্রীশিক্ষা ও মাতৃশিক্ষা পাঠ করিলে মাতারা নিশ্চয়ই সাহায্য পাইতে পারেন। যাহা হউক শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে লেখিকা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও প্রসূতিগণকে শিশুর স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, তাহা জানিবার জন্য ও শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লজ্জিতা নহে। শিশুর বাহ্যে, প্রস্রাব, দুধতোলা ও কৃমিদোষ ইত্যাদির প্রতি মাতার সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশু-পালন জন্য "ভারতকামিনী" ও প্রসূতিদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। বালক বালিকাদের কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ মলের কাঠিন্য, দড়কা, প্রস্রাবের অস্বাভাবিক বর্ণ কৃমিদোষ ইত্যাদি যে শিশুদিগের কি ক্ষতি করে এবং ঐ সব রোগের টোট্‌কা ঔষধ আর উক্ত রোগ সমূহ হইতে প্রসূতিদের পূর্ব্বেই সাবধান হইবার উপায় উপরি উক্ত তিন খানি পুস্তকে সুন্দররূপে লিখিত আছে, তাই প্রসূতিগণ নভেল, নাটক ও উপন্যাসাদির স্থলে উক্ত রূপ পুস্তকাদি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। শিশুদের পেট ভরিয়াছে, আর খাইতে চাহিতেছে না, কিন্তু জননী যে দুধটুকু বা যে ভাতগুলি খাওয়াইবেন সংকল্প করিয়াছেন, শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুজুর ভয় দেখাইয়া বা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া উহা শিশুকে খাওয়ান নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। শিশু যাহা খাইতে পারে তাহা আপনিই ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খাইবে,

অধিকন্তু মিষ্ট দ্রব্যাদি বালকেরা পেটে না ধরিলেও খাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করে না, কোথায় জননী তাহার ভরাপেটে কিছু না খাইতে দিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া আরও কিছু বাধ্য করিয়া খাওয়ান, ইহা কি নিতান্ত অনুচিত নহে? শিশুদের হাত পা নাড়িয়া, হামাগুড়ি দিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তাহাদের কোন রকমে আঘাত পাইবার বা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের ঐরূপ খেলায় বাধা দেওয়া অনুচিত।

(ক্রমশঃ)

কুমারী জেসী এঃ একারম্যান।

এই আমেরিকা দেশীয়া বিদ্যাবতী গুণসম্পন্না মহিলা এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ায়। আগামী শীতঋতুতে চীন, জাপান ব্রহ্মদেশাদি পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন। এদেশে তিনমাস কাল অবস্থিতি করিবেন, করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করতঃ সুরাপানের অবৈধতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবেন। ইনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের World's Women's Temperance Union অর্থাৎ বিশ্বমহিলার সুরাপান নিবারণী সভার অন্যতম সভ্য। পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য মাননীয় সামুয়েল স্মিথ্, কেন প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এংলো ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স সভার সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উক্ত সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত "আবকারি" নামে মাসিক পত্রিকায় ইঁহার আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে ইঁহার একটি সুন্দর প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। আশা করি যে সকল শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষে আছে, সকলে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর ইঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, আর ভারতমহিলাগণও সমবেত হইয়া ইঁহার সম্ভাষণ ও সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না। মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতি যে সকল সভাসমিতি আছেন, সকলে সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বে যেমন কুমারী কার্পেণ্টার ও কুমারী ম্যানিংএর অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, সেইরূপ উদ্যোগপূর্ব্বক ইঁহার অভিনন্দন করিয়া আপনাদিগের হৃদয়বত্তার পরিচয় দিবেন। যদি সম্ভব হয় যথাসময়ে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আম্রফল।

কি গুণ লভিয়ে তুমি আইলে ধরায়—
ফলশ্রেষ্ঠ, হে রসাল বলনা আমায়?
বসন্তের আগমনে হও মুকুলিত,
সৌরভেতে দশদিশ হয় আমোদিত!
গুটী ধর যে সময়—কত আশা হয়,
সুরস রসাল কবে তুষিবে হৃদয়?
আঁবের আচার সে যে উপাদেয় অতি,
খাইতে অরুচি কারু নাহি থাকে রতি।
নিদাঘে আঁবের টক যেই করে পান,
সব জ্বালা ঘোচে তার ঠাণ্ডা হয় প্রাণ।
পাকা আঁব যোগ যবে হয় রসনায়,
সুধারসে মাতোয়ারা যেন গো সবায়!
এমন সুমিষ্ট ফল আছে কি ধরায়?
সার্থক জনম তার যে তোমারে খায়!
বিতরিয়ে সুধা রস তুষিছ মানবে,
তোমার মতন বন্ধু কেবা আছে ভবে?
সাধে কি তোমারে পেয়ে পবন-নন্দন,
আঁঠি শুদ্ধ গিলেছিল করি আস্বাদন।
"মালদহ" ধন্য তুমি ধন্য ধরাতলে,
দেবের বাঞ্ছিত ফল লভিলে কি ফলে?
যাইব তোমার কাছে ঘটে না সুযোগ,
ভুগিতেছি মিছামিছি কর্ম্ম ফল ভোগ।
আফিসে "কেরাণী" তাই নাহি অবসর,
কেমনে যাইব বল তোমার গোচর?
পাখী হয়ে উড়ে [illegible]ই পাই যদি পাখ,
তোমার গুণেতে আমি হয়েছি অবাক্!
পোকা নাই শুনিয়াছি মালদাই আমে,
থাকিলে জনম লয়ে গিয়ে সেই ধামে,
পোকা হয়ে সুধারস করিতাম পান,
গাইতাম একচিত্তে তবগুণ গান।

তোমার তুলনা দিব আর কার সনে?
কাঁঠাল হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ শত গুণে!
কদলী তোমার কাছে তুলনায় ছার,
নারিকেল কিছুই না নিকটে তোমার।
কালোজাম গোলাপজাম পেয়ারা বাদাম
আতা লিচু নোনা ফল কত কব নাম—
সকলেই এক বাক্যে তোমারে বাখানে;
হেঁটমাথা আনারস তব বিদ্যমানে!
ছিলটে-কমলা লেবু এত যে মধুর,
তুলনায় তোমা সনে সেও বহুদূর।
কিস্‌মিস্ আকরট বেদানা আঙ্গুর,
পেঁপেঁ কুল তাল বেল দাড়িম খাজুর।
রসেতে রসাল তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার,
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার!
আম্‌শী ও আমস্বত্ব অতি যত্ন ক'রে,
প্রস্তুত করিয়ে রাখে গৃহিণীরা ঘরে।
জামাই শ্বশুর বাড়ী এলে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
শাশুড়ী তোষেন তারে কতই উল্লাসে!
বাছা বাছা আঁবগুলি দেন তার পাতে,
খা'য়ান উদর পুরি বসিয়ে সাক্ষাতে।
পাইয়ে গ্রীষ্মের ছুটি মনের হরষে,
প্রবাস হইতে সুত আসিলে আবাসে,
অমনি জননী তারে খেতে দেন আঁব,
(স্নেহে বিগলিত কিবা মায়ের স্বভাব!)
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেবা করে তোরে,
তাই তোর স্তুতি আজ করি করযোড়ে।
তুষিস এদাসে দিয়ে তোর সুধা রসে,
প্রতিদিন গ্রীষ্মকালে বরষে বরষে।
হয় যদি দেহধারী পুনঃ এধরায়,
(যেন)মৃত্যুপরে প্রেতআত্মা মালদহে যায়।

আত্ম-পরীক্ষা। *

যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ চায়, সে যেন সতর্ক ভাবে আত্মপরীক্ষা করে; ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে অন্ততঃ একবার জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মানুসন্ধান করিবেক।

যাহা ভাল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে আপনাকে তাহাতে নিয়োগ করুক, পরে অন্যকে তাহার শিক্ষা দিবেক; জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

মনুষ্য অন্যকে যাহা শিক্ষা দেয়, নিজে যদি তদনুরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে আত্মজয়ী হইয়া সে অপরকে সহজে জয় করিতে পারে। আপনাকে আপনি জয় করাই অধিক কঠিন।

আত্মাই আত্মার প্রভু, আর কে প্রভু আছে? আত্মাকে জয় করিলে এমন প্রভু পাওয়া যায়, যে অল্পলোকের ভাগে সেরূপ ঘটে।

নিজকৃত পাপের জন্মদাতা নিজেই, প্রতিপালক নিজেই,ইহাদ্বারা নির্ব্বোধকে পিষিয়া মারে, যেমন হীরা মূল্যবান্ প্রস্তরকে বিনষ্ট করে।

লতা যেমন বৃক্ষের আপাদমস্তক শত ফেরে বেষ্টন করে, যাহার পাপ অধিক, তাহার সেই অবস্থা। তাহার শত্রুরা তাহাকে যে অবস্থায় দেখিতে চায়, সে নিজে সেই অবস্থাপন্ন হয়।

মন্দ কার্য্য এবং নিজের পক্ষে অনিষ্টকর কার্য্য সহজেই করা যায়, ইষ্টকর ও সৎকার্য্য করাই কঠিন।

যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি পূজ্য ও ঈশ্বরের অনুগৃহীত ধার্ম্মিক লোকদিগের সুনিয়ম পরিত্যাগ করিয়া কুনিয়মের অনুসরণ করে, সে কাটক তৃণের ন্যায় আপনার মৃত্যুর জন্য আপনি ফল প্রসব করে।

মনুষ্য নিজেই পাপ করে, নিজের দোষেই কষ্ট পায়, নিজের যত্নেই মনুষ্য পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং পবিত্র হয়। পবিত্র ও অপবিত্র হওয়া নিজস্ব কার্য্য, একজন মানুষ অপরকে পবিত্র করিতে পারে না।

অন্যের কর্ত্তব্য যত বড় হউক না, তাহার জন্য কোন মনুষ্য যেন নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। যে ব্যক্তি আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছে, সে সর্ব্বদা তাহাতেই মনোযোগী হউক।

নূতন সংবাদ।

১। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের একটা কাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। পথে যাইতে যাইতে এক গোরু ক্ষেপিয়া গুঁতাইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়, অধিক আঘাত লাগে নাই।

* বৌদ্ধ ধর্ম্মপদ হইতে সংগৃহীত।

২। আজি কালি মুক্তিফৌজ ও থিওজফিকাল সমাজেরই খুব জয় জয়-কার। মুক্তিফৌজের সেনাধ্যক্ষ ১১০০০ হাজারের অধিক, সৈন্য কত না হইবে! পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইহাদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, উত্তরকেন্দ্র মনুষ্যের বাসের অযোগ্য স্থানেও ইহাদের পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। থিওজফিকাল সমা-জের শাখা ইতিমধ্যে ২৫৮টী হইয়াছে; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ১৩৬, আমেরিকায় ৬০, সিংহল ও ব্রহ্মে ২৫, ইংলণ্ডে ১৫টী, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থানে। থিওজফী দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় বিস্তার হইতেছে।

৩। বর্ষাগমে পঞ্জাব, বোম্বাই, কটক প্রভৃতি অনেক স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছে, তাহাতে অনেক গৃহ ভগ্ন ও অনেক লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

৪। কলিকাতার বক্ষ দিয়া যে নূতন রাস্তা "হারিসন রোড" নামে আখ্যাত হইয়াছে, গত ৩১এ আগষ্ট হইতে তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলো-কিত হইতেছে। আলো জ্বালার সময় রাস্তাময় লোকের অত্যন্ত ভিড় হয় এবং তাহা দেখিতে বড় সুন্দর।

৫। ইনস্পেক্ট্রেস হুইলার দুই মাসের পর তাঁহার কার্য্য পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। গত ৩১এ জুলাই অনরেবল বিক্‌টর কাবেণ্ডিসের সহিত আমাদের বড় লাট সাহেবের কন্যা লেডী এভেলিন ফিট্‌জ মরিসের শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, বিলাতের গণ্য মান্য লোক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হন।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ক্যাথারাইনের পিতৃভক্তি—শ্রীকেদারনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তকখানি প্রথম নমুনা, এই আদর্শে আরও কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহা অতি সুন্দর নমুনা। গ্রন্থকারের হৃদয়ের ভাব লিখিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তাঁহার লেখা যে হৃদয়গ্রাহী হইবে বলা বাহুল্য। বালকবালিকাদিগের হৃদয় গঠন করা এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এইরূপ পুস্তক দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ সহায়তা হইতে পারিবে।

২। পঞ্চামৃত—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পদ্যানুবাদ সহিত প্রকাশিত। ইহাতে বাল্মীকির গঙ্গাষ্টক, শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক ও সাধনপঞ্চক এবং ভক্তগীতা অর্থাৎ নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত ভক্ত-দিগের প্রাণের কথা আছে। অমৃতে অরুচি কার? পঞ্চামৃত পানে পাঠক পাঠিকারা

অনুরাগ হইবে সন্দেহ নাই। পঞ্চামৃতের মূল্য ।/০ বিফলে যাইবে না। পুস্তকের আয় বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। যিনি এক এক খানি পুস্তক লইবেন, তিনি এক একজন কুষ্ঠরোগীর অন্ততঃ অন্নবস্ত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান করিবেন। আশা করি দয়াশীল ধনাঢ্য নরনারী এ পুস্তক কিনিয়া কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য করিবেন।

বামারচনা।

পুঁটুর হাঁসি।

(ঠাকুর মাতার আনন্দ)

পুঁটুমণি তোমার কি সুমধুর হাসি রে।
হেরিয়া মধুর হাসি,
আনন্দ সাগরে ভাসি,
এমন সুন্দর হাসি কে তোরে শিখাল রে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি,
হেরি তব মুখশশী,
সতত দেখিয়া হাসি আশা নাহি মিটে রে।
দন্তহীন শক্তিহীন,
নাহি কিছু বুদ্ধি জ্ঞান,
দশমাস বদ্ধ ছিলে গর্ভ-কারাগারে রে।
নূতন এসেছ তুমি,
হেরিতে এ ভব-ভূমি,
জাননা এ সংসারে রে নাহি সুখ-লেশ রে।
প্রাতঃকালে শুয়ে ঘরে,
দাপু দুপু খেলা করে,
লোকে বলে শান্ত মেয়ে কেমন খেলিছেরে।
যদি কেহ কাছে আসে,
তাহারে দেখিয়া হাসে,
হোঁগোহোঁগো বলে পুঁটু হাসে বারে বারেরে।
ক্ষুধা পেলে পেট জ্বলে,
বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া গালে,
চুষিয়া চুষিয়া দেখে ক্ষুধা নাহি ভাঙ্গেরে।
চুষি ঝুমঝুমি লয়,
অমনি পড়িয়া যায়,
গলার কবচ ধরে চাহে খাইবারে রে।
অবশেষে কেঁদে ছুটে,
জননীর কোলে উঠে,
স্তনদুগ্ধ মিঠে মিঠে পুঁটু পান করে রে।
গাভীদুগ্ধ যদি খেলে,
তখনি তুলিয়া ফেলে,
নাহি জানি কি কারণে পেটে না তা সয়রে।
পুঁটু লয়ে সন্ধ্যাকালে,
ছাদের উপরে গেলে,
চাহিয়া চাঁদের পানে হাসে ঘন ঘন রে।
পুঁটু—যেন কত ব্যস্ত কাজে,
খেলিছে জগৎ মাঝে,
জানেনা যে এই লীলা স্বপনের প্রায় রে!
নিদ্রা দেবী এসে ঘরে,
লয় পুঁটু কোলে করে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কত দেখিছে স্বপন রে।
এ দারুণ পুত্রশোকে,
পুঁটু তোরে লয়ে বুকে,
মায়া-মোহে মুগ্ধ করে আমায় ভুলালি রে।
সংসারে পাঠান যিনি,
হাসান কাঁদান তিনি,
এ জগতে একমাত্র কর্ত্তা মূলাধার রে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বসু।

"মন সাবধান।"

কি হেতু এসেছ মন সংসার বাজারে রে ?
জীবনসর্ব্বস্ব দিয়ে কিনিতে অসারে রে ?
বিপণি যতেক দেখ বাজারের মাঝারে-
মায়া,প্রবঞ্চনা তায় সাজায়ে রেখেছে রে !
পশ্চাতে তোমার আছে ছজন দালাল রে,
দেখ যেন তাহাদের কথায় ভুলনা রে !
অমৃত কিনিতে যদি এসেছ হেথায় রে
শ্রদ্ধা ভক্তি দুই বোনে সঙ্গে করে লও রে
লয়ে যাবে তারা তোমা দয়ার দোকানে রে
প্রাণ বিনিময়ে ক্রয় করিও অমৃত রে !

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

আকুল রোদন।

গভীর নিশীথ, নীরব ধরণী
নাহি কোন কোলাহল ;
এ হেন সময়ে, কোন্ অভাগিনী
ফেলিতেছে অশ্রুজল ?
সমীরে ভাসিয়া, আসিতেছে ওই,
কাহার গভীর শ্বাস ;
নীরব ধরণী, ঝিঁ ঝিঁ রবচ্ছলে,
গাহে কা'র শোকোচ্ছ্বাস ?
করে অশ্রুসনে, মিশিয়া শোকেতে,
পড়িছে শিশির চয় ?
কার দুঃখে আজি, পুর্ণিমার নিশি,
হয়েছে আঁধারময়।
কার দুঃখ হেরি, গগণের তারা,
খেদে মিটি মিটি করে ;
কাহার রোদনে, হয়ে বিষাদিত
কুসুম ঝরিয়া পড়ে।
কে এই নিশীথে, বীণা হাতে লয়ে
গাইছে খেদের গান !
কার মর্ম্মব্যথা, পশিয়া মরমে,
আকুল করিল প্রাণ !
নিরাশ অন্তরে, বসি আন মনে,
কে কাঁদেরে কার তরে।
কোন্ অভাগিনী, জনমের মত
ভাসিল শোকের নীরে ;
কার অত্যাচারে, কোন্ অভাগীর
ছিঁড়িল কুসুম হার।
বাসন্তী নিশীথে, অকস্মাৎ হায়,
ভাঙ্গিল হৃদয় কার।
কার অশ্রু লয়ে, ধীরি ধীরি বহে,
সুদূরেতে তরঙ্গিণী।
কার শোকে আজি, হইয়া আকুল,
কাঁদিতেছে নিশীথিনী ?
বিষাদ কালিমা, মাখান মু'খানি
হেরিলি কভু নয়নে ;
তবু যেগো হায়, ভাবিলে সে মুখ
বড় ব্যথা পাই মনে।
হেন ইচ্ছা হয়, নিকটেতে গিয়া
মুছাই নয়ন তার ;
করেতে ধরিয়া, সান্ত্বনা বচনে,
ঘুচাই শোকের ভার।

শ্রীনী—

The Bamabodhini Patrica.

In our Bengali columns will be found the account of a very interesting interview between a poor old Negro woman named Aunt Martha and Her Majesty the Queen-Empress Victoria which took place on the 16th ultimo. The following is an extract from the description the poor woman gives of the right royal reception accorded to her :—

"At Windsor two carriages fetched us at the station, and at four o'clock Queen Victoria came and saw me. It was in a golden room ; every thing was so beautiful, and there were pictures of all the Kings and Queens, and I did not know where to look to see it all. I never heard Queen Victoria come in, but all at once they told me she was there, and they were all coming towards us. I cannot tell you what Queen Victoria said to me ; she speaks so softly, but she smiled, and her voice was sweet, and she shook hands with me, only with me. They had told me she never shook hands with people ; no Queens did ; she never shook hands with Dr. Blyden, though he is the Liberian Minister ; but Queen Victotia really shook hands with me.—After that we were taken all over Queen Victoria's house. Oh the beautiful, beautiful things of which it was full ! And we had dinner in a lovely room, and we saw her chapel, and the place where she sits when she goes to meeting. We went right to the top of Queen Victoria's house ; she allowed me to see every thing, and then we were driven back to the station."

It is a gratifying news that the Hon'ble Kasinath Trimbuck Telang has been appointed Vice-chancellor of the Bombay University. This is the second instance of such a high office being conferred on a Native of India.

The Maharani of Gæowar has been invested with the order of the Crown of India.

The Salvation Army has established in Calcutta a Rescue Home for fallen women. We wish it all success.

We have been greatly pleased to see some earnest young Brahmos engaged in helping the helpless and diseased children, men and women in Calcutta. They have opened a home where about a good many people have found shelter as long as they were ill. They have also started a monthly journal named "*Dasi*" advocating the cause of the poor. They deserve every encouragement from the public.

Pandit Tarakumar Kaviratna has compiled and published a nice little book, called *Panchamrita*. The profits of the sale will go to the funds of the Baidyanath Leper Asylum.

We look with interest upon the efforts that are being made by the Banga Mahila Samaj to have popular lectures delivered on Nursing and Hygienic matters. We expect much good from spreading such useful knowledge among the members. The other day

certificates of proficiency were granted to some ladies in London under the pre-sidency of the Duchess of Albany and in the presence of good many noted medical men. The ladies passed examinations on such subjects as "the phenomena of life," "Food and "diets," "Physical and mental training of children" &c.

It is with much pleasure, we note that Syud Abdus Souban Chaudhury of Bogra intends to establish a Hospital for women in the name of his deceased wife. He has also made an endowment for its maintenance. We wish that such examples may be followed by other Zemindars and well-to-do people in Bengal.

Miss Sorabji B.A., of the Bombay University has passed a law examination with credit in the University of Oxford. It was Mr. Dadabhai Naoroji, the first Indian Member of Parliament, with some other zealous workers laid the foundation of learning among Parsi girls. Their pioneer work has now borne fruits. Under the Parsee Educational Syndicate, more than a thousand girls are being educated in the city of Bombay.

We are indebted to the Demorest's Family Magazine for the following items of news :—

Mrs. John H. R. Bond, of Chicago, numbers among her most valued possessions the Royal Red Cross presented to her a few years ago by Queen Victoria, in commemoration of her services as a nurse during the campaigns in Egypt and Zululand.

Miss Ormerod, the wellknown English naturalist, won distinction, some years ago, by biting the tail of a crested newt, that she might learn for herself the character of the acrid secretion the reptile gives out when angry. An inflamed mouth and convulsions lasting several hours resulted from her experiment.

A blind girl who lives at Oak Hill, Texas, from a few acres of land, cultivated by herself, has cleared about $ 200 each season, for several years, by growing vegetables. She began with no capital, on an unfenced piece of uncultivated land. There is now a neat fence about her domain, and a well and pump in the centre. In addition she has paid for a piano, and for a hack to take her vegetables to the market, twenty miles from her home. During the dry season she waters the plants herself. Insects she detects by her acute sense of hearing, and grass and weeds are easily distinguished from plants, by her sensitive fingers.

Four women have lately been graduated from the Law School of the Boston University. Two of them gained honors.

There are 37,000 women in the United states earning their living as telegraph operators, and a large number in other branches of the service.

A Firm of women Tea-Marchants have bought an estate in Ceylon, and carry on their business entirely through women blenders, tasters, packers and agents.

Eleven young ladies from St. Louis and Chicago, all members of the King's Daughters, have gone to Russia to distribute money among the starvng Russians. Miss Amelia Eustram is the leader of the party.

Miss Margaret L. Knight invented the machine for making square-bottomed paper bags, and has since invented a machine for folding these bags.

Miss Mary Stub has exclusive charge of the money-order department of the post office at Pittsbury Pa. Last year abut $2,500,000 (more than 50 lacs of rupees) passed through her hands.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৩ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৯৯—অক্টোবর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌দিগের সভা—গত ৫ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে "ওরিয়েণ্টাল কনগ্রেস" সভার নবম অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় সকল দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত হন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব সভা ষ্টকহলমে হইয়াছিল। সুইজার্লণ্ডের বারন্‌ নগরে দশম এবং রৌমেনিয়ার বুচারেষ্ট নগরে একাদশ বার্ষিক সভার আহ্বান পত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারত বিভাগের প্রথম বক্তা সার রেনল্ড ওয়েষ্ট 'ভারতে উচ্চ শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নূতন সিবিলিয়ান—বাবু কিরণচন্দ্র দে বি এ ও বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রুসিয়া কি চান?—নবস্তী নামক রুসীয় পত্র বলেন রুসিয়া পামীর অধিকারের জন্য তত ব্যস্ত নন, ভারত মহাসাগরের সহিত সাক্ষাৎকার ইহার উদ্দেশ্য। এ কথাটীর মধ্যে অনেক ভয়ের কথা রহিয়াছে।

রামমোহন রায় উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব হয়। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

ভারত মহিলার রাজসম্মান—ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বরদার রাজমহিষী চিমনা বাই এবং গওলের রাণী

নন্দকুবর রাইকে "সি আই ই" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। উভয় মহিলাই স্বামিসহ বিলাত ভ্রমণে গিয়াছেন।

মহারাণীর বাল্যখেলা—মহারাণীর জন্মস্থান বকিংহাম প্রাসাদে তাঁহার বাল্যকালের খেলনার পুতুল কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে এ গুলি অসবরন্ প্রাসাদে প্রেরিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে তিনি নানা দেশীয় লোককে দেখিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহার পুতুলগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পরিচ্ছদে শোভিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেইরূপ নানা জাতির অধীশ্বরী করিয়াছেন। এই পুতুলগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া তাহাদের ছবি তোলা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের রাজনৈতিক অধিকার—নিউজিলণ্ডে যে দেশবাসীদিগের প্রতিনিধি সভা আছে, তাহাতে স্ত্রীলোকগণ ভোট বা মত দিতে পারিবেন এ বিষয়ে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে আজিও ইহা হইল না!

লাহোরে বিধবা বিবাহ—ভারত ভগিনীর সম্পাদিকা হরদেবী লাহোরের একটী বিদ্যাবতী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যা, কয়েক বৎসর হইল ইনি বিলাত পরিদর্শন করিয়া আসেন। একজন স্বজাতীয় বারিষ্টারের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে, এই সংবাদে আমরা পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর নবদম্পতীর কল্যাণ করুন্।

মঙ্গল গ্রহের সঞ্চার—এবার আশ্বিন মাসে এত গরম হইয়াছে, যে বড় গ্রীষ্মের দিনেও তত হয় নাই। ইহার কারণ মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে। এই মঙ্গলগ্রহ আজি কালি জ্যোতির্ব্বিদদিগের আলোচনার একটী প্রধান বিষয় হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরে "হিতবাদী" হইতে ইহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠিকাগণ তৎপাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

নাম-যজ্ঞ।

(প্রাপ্ত)

সত্যযুগে ধ্যান, ক্রিয়া, সমাধি; ত্রেতায় যজ্ঞাদি; এবং দ্বাপরে দেবপরিচর্য্যাদি দ্বারা সাধকগণ যে ফল পাইতেন; "—কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" কলিযুগে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্তি হয়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হিন্দুশাস্ত্রের এই উক্তি সাধকগণকে দৃঢ়রূপে জানাইতেছেন যে, হরিনাম ভিন্ন কলিতে ভক্তের অন্য গতি নাই।

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী স্বকৃত "ললিত মাধব" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের একটী শ্লোকের মধ্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবান্ সত্যাদি যুগত্রয়ের জীবগণকে কৃপা করিয়া যে নাম ধর্ম্ম প্রদান করেন নাই, কলিযুগের ক্ষীণপ্রাণ, হীনবল জীবগণকে কৃপা করিয়াই সেই নামধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন।

উপরি উক্ত বাক্যের মধ্যে একটা প্রশ্ন হইতে পারে। প্রশ্নটা এই, পূর্ব্ব কালের সাধকগণকে ভগবান্ নামধর্ম্ম প্রদান করেন নাই, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপে কৃপা করা হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটা লৌকিক ঘটনার অবতারণা আবশ্যক। যদি কোন ঐশ্বর্য্যশালী মহৎ ব্যক্তির সন্তানের পীড়া হয়, তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রধান প্রধান চিকিৎসককে আহ্বান করেন,—মূল্যবান ধাতু ঘটিত ঔষধ সংগ্রহ করেন, তখন যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের আরোগ্য জন্য একটা সামান্য টোট্‌কা ঔষধ দেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না; বরং টোট্‌কা ঔষধ ও সেই ঔষধদাতাকে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু দুঃখীর সন্তান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করে। সেইরূপ সত্যাদি যুগত্রয়ের জীবগণ ধ্যান, ধারণা, যাগ যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি-ধনে ধনী ছিলেন, ধন থাকিলে যেমন একটু অহঙ্কার থাকে, তাঁহাদিগের তাহাও ছিল। জীব চিরকালই ভবরোগে পীড়িত। ভবব্যাধি হইতে মুক্তিলাভার্থ জীবের চিরকালই ঔষধ সেবনের প্রয়োজন আছে। তখন যদি তাঁহাদিগকে অতি সুলভ টোট্‌কা ঔষধ স্বরূপ নামধর্ম্ম প্রদান করা হইত; তাঁহারা কখনই তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের নামের নিকট অপরাধ হইত। সকল অপরাধের নিষ্কৃতি আছে, নামাপরাধের নিষ্কৃতি নাই। এই উৎকট অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ দয়া করিয়া তখন তাঁহাদিগকে নামধর্ম্ম প্রদান করেন নাই। কলির জীবের কোন সম্বল নাই, ধ্যান, ধারণা, যাগ যজ্ঞ, ভজন সাধন কিছুই নাই, তাহারা বড় দীন; বিশেষতঃ ভবরোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, এখন অতি সুলভ টোট্‌কা ঔষধ নাম ভিন্ন তাহাদের আর গতি নাই। তাই ভগবান্ পরম দয়াল ভক্তাবতার বেশে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া জীবদিগকে দয়া করিয়া নাম দিয়াছেন। অতএব নামই আমাদের সর্ব্বস্ব।

সখ্যরসের পরমভক্ত অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের রণভূমি দর্শনে মোহাবিষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। সেই সকল উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে কোন স্থলে অর্জ্জুন মহাশয়ের এমন একটী প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল যে, বিভিন্ন বিভূতি দ্বারা

চিন্তনীয় তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কোন্ কোন্ বিভূতিরূপে চিন্তা করিব? অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া চিত্ত বহির্ম্মুখী হইলে তোমাকে কোথায় কিরূপে পাইব? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার মধ্যে তাহা বিভূতিযোগ নামে আখ্যাত। গীতা পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"—মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

সকল প্রকার যজ্ঞের মধ্যে আমিই জপযজ্ঞ। অতএব নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যজ্ঞ করাই যদি একটা বড় ধর্ম্ম হয়, তাহাও নামকীর্ত্তন।

স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥"

নিষ্ঠা করিয়া নাম লইতে পারিলে কৃষ্ণ মিলে। সাধক কবিগণও ভাবের উচ্ছ্বাসে গাহিয়াছেন,—

যারে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল করে,
একবার ডাক্ দেখি মন তারে।
সে যে অনাথের নাথ জগন্নাথ,
অনাথ ডাক্‌লে রইতে নারে॥"

কলির জীবের ন্যায় অনাথ আর কে আছে? অতএব আমরা যদি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি, তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন।

শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে যে আভাস টুকু পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, নাম ভিন্ন গতি নাই। যুক্তিও তাই বলে,—যুক্তিও বলে, জীবের নাম বই আর গতি নাই। কেননা আমরা তাঁহার যদি কিছু পাইয়া থাকি, সে নাম মাত্র। যিনি যতই বলুন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যতই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করুন, তাঁহার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রেয়ঃ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সুষমা সৌন্দর্য্য, মহিমা, মাধুর্য্যাদির কিছুই বলিতে পারেন নাই এবং বলিতে পারিবেনও না। বস্তু মাত্রেরই একটী নাম আছে, ইহা সনাতন সত্য, ইহাতে বিচার বিতর্ক, বাদ বিতণ্ডা সংশয় অবিশ্বাসাদি কিছুই নাই, তেমনি ভগবানেরও একটী নাম আছে, ইহাতে অবিশ্বাসের কোন হেতু নাই। তাঁহার নাম অনন্ত হইলেও সাধকের পক্ষে একটী। কেননা সাধকের সাধের একটী নামের মধ্যেই ভগবানের অনন্ত নাম নিহিত আছে। ভগবানের নাম আছে, এ বিশ্বাস যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার নাম ও তিনি অভিন্ন সে বিশ্বাসও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। অতএব নাম ধরিলে তাঁহাকে ধরা যায়, এ কথাটা মনে লাগে। মনে লাগা বা মনে ধরা এ তত্ত্বটাও ছোট নহে। কেননা

"সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্য,

মনেতে করিয়া ঐক্য,
তবে কর শ্রীকৃষ্ণ ভজন।"

সাধু নাম প্রচার করিতেছেন, গুরু মন্ত্ররূপে নাম দিতেছেন, শাস্ত্র নাম-মহিমা ঘোষণা করিতেছেন, যদি মনেও তাহা লাগে, তবে আর কি বাকী রহিল?

কোন বস্তুর কামনা করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই কাম্য বস্তুরই ভজন—ভগবদ্‌ভজন নহে। ভগবানের প্রতিজ্ঞা আছে,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,
তাং তথৈব ভজাম্যহং।"

যে ব্যক্তি যে ভাবে তাঁহার ভজনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যে যাহা চাহে, তাহাকে তাহাই দেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কিন্তু নিষ্কামচিত্তে নাম ধরিয়া ভজন করিলে তাহাকে অন্য কিছু দিয়া ভুলা-ইতে পারেন না, তাঁহাকে নিজে তাহার হইতে হয়। তাহার ভবরোগ দূর করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে হয়। অতএব ভাই ভগিনীগণ; আইস আমরা কাতর হইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার জন্য তাঁহাকে ডাকি—সকল যজ্ঞের শিরোমণি নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। এমন সুলভ সাধন হেলায় হারা-ইলে এমন জন্ম আর পাইব না,—এমন দিন আর হইবে না। নিতান্ত পক্ষে হরিনামের বলে মানবজন্ম রক্ষা করিতে পারিলেও এ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাধনের দেহ পাইলে ভজনের সময়ও পাইব।

মহামুহূর্ত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। এজগতে আমি লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন বহিয়া বেড়াইতেছি। আমি এখন বুঝিতে পারি বাঙ্গালির মেয়েরা বিধবা হইলে ত্যাগস্বীকারপরায়ণা হয় কেন? আমি এখন বুঝিতে পারি বিধবা রমণীদিগের জন্য যিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তিনি "নিষ্ঠুর" না হইয়া হৃদয়বান্ কেন? আমি এখন বুঝিতে পারি মানুষ, সকল পার্থিব সুখ সাধের মাথায় পদাঘাত করিতে পারে কেন? যে, প্রাণের অধিক জিনিস হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহার সকল আশা ভরসার মূলে বজ্রাঘাত হইয়াছে, একজনের অভাবে যাহার সারা জীবন [illegible]

হইয়াছে, সে সংসারে কখনই টিঁকিতে পারে না। সংসারের উপহাস, সংসারের নির্ম্মমতা তাহার কখনই ভাল লাগে না। সে আমার মত সুখ ঐশ্বর্য্যের হাত এড়াইয়া পথে পথে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইতে চাহে।—নয়তো আমি এ বয়সে সে সোণার সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলাম কেন ?

আমি এজগতে একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম—আমার সখী, সঙ্গিনী, বন্ধু সেই এক জনই ছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম সে আমার চিরজীবনের হইবে! বড় আশা করিয়াছিলাম সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া আমাতে তাহার অস্তিত্ব মিশাইবে! স্নেহের তারে আমাদের দুটি প্রাণ গাঁথা ছিল, আমি বড় আশা করিয়াছিলাম সে বাঁধন অনন্ত জীবনের বাঁধন হইবে! সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!—নিজে উদ্ভাবন করিয়া নহে, আমাকে তাহার অভিভাবক দেখাইয়াছিলেন!

হায় রে, সে স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল! আমার সে প্রাণভরা আশায় এক মুহূর্ত্তেই ছাই পড়িয়া গেল! বাঙ্গালির মেয়ে মুমূর্ষু স্বামীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতে করিতে সহসা বিধবা হইলে তার প্রাণটা যেমনতর হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে প্রাণটা তেমনি হইয়া গেল! নিষ্ঠুর সংসার আমার মুখের উপর ডাকিয়া বলিল "ক্ষমা তোমার হইবে না।"

ক্ষমা আমার হইবে না! মা যেমন তাহার স্নেহের শিশুর সংবাদ শোনে, আমিও তেমনি করিয়া শুনিলাম, ক্ষমা আমার হইবে না! কিন্তু মাতৃশোকের সীমা এইখানে—আমার শোক অসীম ; আমার কাণে আরও সংবাদ পৌছিল "ক্ষমা একজন পরের হইবে—"! ক্ষমা একজন পরের সহধর্ম্মিণী, বহযোগিনী, সেবিকা, পুজিতা, তিরস্কারের পাত্রী, আদরের জিনিস সবই হইতে চলিল! আমার ক্ষমাতে সেই একজন পরের ষোল আনা অধিকার!—ক্ষমা আমারই ক্ষমা, পুরোহিত ঠাকুর যতই মন্ত্র প'ড়ান, পিতা যতই ক্ষমার হাত জামাতার হাতে দিয়া "অহং দদামি" বলুন, হাতে হাতে যতই দৃঢ় বন্ধন হউক, ক্ষমা তবু আমারি ক্ষমা! যেদিন বনে বনে ফুল তুলিয়া তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিতাম, সে দিনের স্মৃতি যতদিন রহিবে, ততদিন আমি ঠিক্ জানিব সে ক্ষমা আমারি ক্ষমা! যে দিন বাবার কাছে মূর্খতার জন্য গালি খাইয়া সরলা বালিকা আমার কাছে পড়া শিখিতে আসিত, সেদিনের স্মৃতি যতদিন রহিবে ততদিন আমি মনে মনে বলিব সে ক্ষমা আমারি ক্ষমা! যেদিন গঙ্গা ময়রাণীর গরু বাঁধিতে গিয়া দুষ্ট ছেলেদের নির্লজ্জ উপহাসে তরুণ বালিকা লজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই লজ্জাবনত মুখখানি যতদিন মনে পড়িবে, ততদিন—বিশ্ব সংসার যাহা

বলে বলুক, আমি আপনা আপনি বলিব সে ক্ষমা আমারই ক্ষমা!—ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা যেমন সত্য, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ যেমন সত্য, ক্ষমা যে আমারই, একথাও তেমনি সত্য, অভ্রান্ত সত্য—কিন্তু কেমন করিয়া সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমার সেই ক্ষমা একজন পরের হইবে! আমার সহিত তাহার এক-বিন্দুও সংস্রব রহিবে না! তাহার সুখ দুঃখে সে আমার সহানুভূতি লইবে না! আমার সুখ দুঃখে সে অংশভাগিনী হইবে না!—কেবল তাহাই নহে, এক জন পর আসিয়া ক্ষমার জীবন ষোল আনা অধিকার করিবে!—আমি সামাজিক বন্ধনের মর্য্যাদা অনভিজ্ঞ নহি, সমাজ বিপ্লব ঘটাইবার নীচ প্রয়াসে প্রয়াসী নহি, ক্ষমার স্বামীর দেব-সুখের হিংসুকও নহি, কিন্তু আমার ক্ষমা আমার হইল না কেন? আমার শৈশব-সহচরী আমার জীবন-সহচরী হইল না কেন? এ তাপদগ্ধ জীবন তাহার শীতল ছায়ায় জুড়াইতে পারিলাম না কেন?

ক্ষমার বিবাহ হইয়াছে কিনা তাহা আমি জানিনা—সে কথা জানিতে আমার অধিকার নাই। আমি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট, আমি পথে পথেই বেড়াইতেছি; এই এক বৎসর বাড়ী যাই নাই। বাবা, মা মনে করেন আমি চাকরির চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহা নহে—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। সংসারাশ্রমের কাজ আমা হইতে হইবে না। আমি বুঝিতে পারি যে আমি স্বার্থপরতায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—কিন্তু আমি কি কর্ত্তব্য পালন করিতাম না? আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি—চাকরি করিতাম, পিতা মাতার সেবা করিতাম, বেঙ্গলি কি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের একজন লেখক হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য আন্দোলন করিতাম, চিরদিনই আত্মোন্নতি, পারিবারিক উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি চেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিতাম—যদি ক্ষমা আমার জীবনের অংশভাগিনী হইত, তবে আমার মত একজন শিক্ষিত যুবকের যাহা কর্ত্তব্য আমি দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাই করিতাম। ক্ষমার সুখের আশয়ে সারা জীবন খাটিলেও আমার একটু শ্রান্তি হইত না; আমি স্বার্থপর হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মত ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি আমার মত "স্বার্থপর" হইয়া যায়!—এ কথা সত্য কিনা তাহাও জানিনা।

যাহাহউক আমাকে এবার বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ী হইতে আমার একটী বন্ধু পত্র লিখিয়াছেন, "তোমার পিতা একজন দরিদ্রের উপরে বড় অত্যাচার করিতেছেন," আমি বাবার স্বভাব জানি; বাবা ধনী। সাধারণ ধনী ব্যক্তিদের মত টাকার দিকে ঝোঁকটা বড় বেশী। টাকা আদায় করিবার সময়ে বাবা দরিদ্র প্রজা, দরিদ্র অধমর্ণের উপর যে ব্যবহার করেন—আমার তাহা

দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের ব্যবহার। আমি পিতৃনিন্দা করিনা, হয় তো বাবার অবস্থায় পড়িলে আমি নিজেই ঐ রকম করিতাম। কিন্তু এখন আমার প্রাণে বাবার এ রকম কাজ বড়ই খারাপ লাগে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। যদি আমা হইতে কাহারও একবিন্দু উপকার হয়, তাহা কেন করিব না?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী আসিলাম বটে, এক বৎসর পরে আমি বাড়ী আসিয়াছি দেখিয়া মা, বাবা, ভাই ভগিনী সকলেই খুব সন্তুষ্ট। আমার বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইতেছে, তাহাও শুনিলাম। শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম। সবই শুনিলাম, কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ক্ষমার বিবাহ হইয়াছে কি না?—পনর বছর বয়সে হিন্দুর মেয়ে অবিবাহিতা থাকা অসম্ভব, তাই ক্ষমার বিষয়ে আমি কিছুই বলিলাম না।

এখন আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহার অনুসন্ধান লইলাম। সে বড় ভয়ানক ঘটনা। আমি হতাশপ্রায় হইলাম।

সনাতন জাতিতে গন্ধবেণে। আমাদের বাজারে তাহার একখানি দোকান ছিল। গত পূর্ব্ববৎসর দোকানের জিনিস নিঃশেষ হওয়াতে সনাতন ঘরের সমস্ত টাকা, এবং আমার পিতার নিকটে নিজের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া দেড়শত টাকা লইয়া (নূতন দ্রব্যাদি কিনিবার আশয়ে) নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছিল, নৌকা ডুবিয়া সে মারা যায়। এদিকে সনাতনের পাঁচটী শিশু সন্তান, উপার্জ্জন করিবার লোক কেহই নাই—তাহার স্ত্রী সেই অনাথা বিধবা যে কত ক্লেশে সন্তানদিগকে পালন করিতেছে, তাহা একমাত্র ভগবান্ জানেন। যাহাহউক বাবা সনাতনের মহাজন। মহাজন অবশ্য খাতকের অবস্থা বুঝিয়া টাকা চাহে না,—কিন্তু টাকা পাইবার কোনও উপায় নাই দেখিয়া বাবা সনাতনের স্ত্রীর বাড়ী বিক্রয় করিয়া তাঁহার টাকা লইবেন, এই রকম স্থির করিয়াছেন! আমার বিবেচনায় এ বিষয় যতই ভয়ানক হউক না কেন, বাবার বিবেচনায় অবশ্য ন্যায্য। একা বাবা কেন, বাঙ্গালার অধিকাংশ মহাজনের অবস্থাই এই রকম—আমি যদি মহাজন হইতাম, তবে হয় তো এই রকম কাজই করিতাম!—আমি বাবাকে নিন্দা করি না।

কিন্তু নিন্দা করি আর না করি, আমি যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছি, আমি যাহা "নিষ্ঠুরাচরণ" ভাবিয়াছি, তাহা করিতে বাবাকে কথনই দিব না। আমার নিজের মাত্র ক্ষতি হইলে—ক্ষমাকে বিবাহ করিবার মত কিছু হইলে বাবার সন্তুষ্টির জন্য না হয় পরি-

ত্যাগ করিতাম! কিন্তু যে কাজে পরের সর্ব্বনাশ হইতেছে, যে কাজে একজন আশ্রয়হীন হইতেছে, সে কাজ বাবাকে কখনও করিতে দিব না।

বাবা যখন আমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না, তখন হঠাৎ কিছু বলিব কি না?—এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম বাবা লোক জন সঙ্গে করিয়া সনাতনের বাড়ী গিয়াছেন। শুনিয়া আমিও চলিলাম। আমার ইচ্ছা একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া আগে ঘটনাটী দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাদিদি ডাকিল "দিদিমণি!" আমি উত্তর করিলাম "এই যে!"

গঙ্গা। তুই কুমারী কন্যে, তোর এই-রূপ, এই বয়স, তুই আমার সাথে এতটা পথ চলে এলি, কর্ত্তাবাবু শুন্‌লে না জানি কত বোক্‌বেন! আমার তো ভয় কচ্ছে, বিশেষ তিনিবাড়ী নাই।"

গঙ্গাদিদির কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম. বলিলাম, "আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করি নাই—এমন দুঃখী-দিগের এমন বিপদের দিনে যদি যথা-সাধ্য উপকার না করি, তবে বাবা আমার কত মনোবেদনা পাইবেন।—তা যাক্, গঙ্গাদিদি তুমি সেই কর্ত্তাবাবুকে আমার কথা বল গিয়া।"

গঙ্গাদিদি আমাকে বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া নিজে বাহির বাড়ী গেল। [illegible] ক্ষণের মধ্যে একজন ষাট বৎসর বয়সের অথচ সবল সুস্থ দেহ ভদ্রলোকের সহিত ফিরিয়া আসিল।

যিনি আসিলেন, তাঁহাকে আমি চিনি। খুব ছেলেবেলায় তাঁহাকে দেখি-য়াছি। তিনি গ্রামের একজন মান্য গণ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলাম।

তিনি স্নেহোৎফুল্ল চক্ষে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমি নীলরতন রায়। তুমি কি মা জগদীশ বাবুর মেয়ে? তোমার নাম কি ক্ষমাশীলা?"

আমি। আজ্ঞে।

তিনি। তুমি কি এই বাড়ীটি কিনিতে চাহিয়াছ, মা?

আমি। আজ্ঞে।

তিনি। তুমি কিনিতেছ কেন মা, তোমার পিতা আসেন নাই কেন?

আমি। বাবা বাড়ী নাই, তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন; আসিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে।

তিনি। এ বাড়ী আমি তিন শত টাকায় বেচিব, তাহা তুমি দিতে পারিবে মা?

আমি। আজ্ঞে তা পারিব।

কর্ত্তাবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না দেখিয়া আমি আঁচল থেকে মুক্তার মালা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম, "এ হারের মূল্য [illegible]

শত টাকা, এই হার বেচিয়া আপনার টাকা দিতে পারিব,” শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, “মা, গায়ের গহনা বেচিয়া বাড়ী কিনিতেছ, এত প্রয়োজন কেন? এ বাড়ী লইয়া তোমরা কি করিবে?”

দায়ে পড়িয়া সত্য কথা—সকল কথা বলিলাম। “আজ্ঞে এ বাড়ী কিনিয়া সনাতনের স্ত্রীকে দিব,” শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ যেন অবাক্ হইলেন; শেষে বলিলেন, “সনাতনের স্ত্রী তোমার কে যে, তাহার জন্যে তিনশ টাকা দিতেছ—গায়ের গহনা বেচিতেছ?”

আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম, “আজ্ঞে এ হার আমার এতদিন ছিল না, আমার বাবার এক মাসী—তিনি নিঃসন্তানা, বিধবা, খুব বড় লোকের স্ত্রী ছিলেন। এবার ওলাউঠা রোগে তিনি মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, বাবা ও আমি যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আরাম হইয়া স্নেহোপহার স্বরূপ এই মুক্তার মালা দিয়াছেন। ইহা এতদিন ছিল না, আমরাও ইহার অভাবে কোনও কষ্টে পড়ি নাই। আজি দুই দিন সনাতনের স্ত্রী আশ্রয়হীনা হইয়া আমাদের বাড়ীতে রহিয়াছে, আমার হার হইতে যদি তাহার আশ্রয় মিলে, তাহা হইলেই এ হার সার্থক হইবে, আমি সেই জন্যে এ রকম প্রার্থনা করিতেছি।”

তিনি খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, “কি বলিলে মা, আবার বল, তোমার বাবা কি তোমাকে এ ব্যয়ের জন্যে তিরস্কার করিবেন না?” আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলাম, “বাবা, অপব্যয় করিলে তিরস্কার করেন, বাবা বলেন “যে অপব্যয় করিয়া পরের গলগ্রহ হয়, সে পাপের স্রোত বেশী করে” সেই জন্য আমি অপব্যয় করি না। তবে এরকম ব্যয়ে বাবা কখনও গালি দিবেন না, কারণ বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, মানুষের গৃহাশ্রম নিজের জন্য নহে, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য, বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা ধনীদিগের এক প্রধান কর্ত্তব্য, আর বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, কর্ত্তব্যপালন করাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ। আপনি জানেন, এ ব্যয়ের জন্য আমরা দরিদ্র হইব না।”

তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না; তার পরে গদগদকণ্ঠে বলিলেন “মা! এ জগতে তোমার পিতাই ধন্য! তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তুমি বালিকা হইলেও এমন মহৎ জীবন লাভ করিয়াছ! আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা গহনা দিয়া পোষাক দিয়া সাজাইয়াছি আর তোমার পিতৃদেব অমূল্য জ্ঞান ধর্ম্ম রত্নে তোমার হৃদয় ভূষিত করিয়াছেন! মা! আমি বয়সে প্রাচীন হইলেও এতদিন অজ্ঞ শিশুই ছিলাম, আমি এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে [illegible] জীবন

তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছ! এই এক মুহূর্ত্তে মা, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি জন্ম জন্মান্তরেও সে ঋণ শোধ দিতে পারিব না। এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা" বলিয়া বাঙ্গালীর ছেলেরা কেন ক্ষেপিয়াছে! এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা সাধিত হইলেই এ দেশ যথার্থ উন্নতি লাভ করিবে! এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, টাকা কড়ি সবই তুচ্ছ, মহত্ত্বই মানবের প্রার্থনীয়! এই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছি মা, মানবের গৃহাশ্রম নিজের জন্যে নহে —সকলের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্যে, দরিদ্রদিগকে রক্ষা করাই ধনীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যপালন করাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ! যে মুহূর্ত্তে এত শিক্ষা পাইলাম মা, সে মুহূর্ত্ত আমার জীবনের চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্ত—সে মুহূর্ত্ত আমার মহামুহূর্ত্ত! আমি সোণার অক্ষরে এই মহামুহূর্ত্ত লিখিয়া রাখিব, এ জীবনের বাকী কয়েক দিন এই মহামুহূর্ত্ত মনে করিয়া আনন্দে কাটাইব! মা, আমি বিষয়াসক্ত অর্থপিশাচ, আমি তোমার পিতার মহত্ত্ব বুঝি নাই, তাই ধনলোভে তোমার মত রাজলক্ষ্মীকে পুত্রবধূ করিতে চাহি নাই—মা তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমি সনাতনের স্ত্রীকে এবাড়ী দান করিলাম, তাহাদিগকে ঋণ হইতে মুক্ত করিলাম—তোমার বাবা কি এ নরাধমের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন না?—তোমাকে পুত্রবধূ করিয়া কি আমার জীবন সফল করিতে দিবেন না?"

লজ্জাতে আমার মাথা কাটিয়া পড়িতেছিল, আনন্দে আমার চক্ষে ধারা বহিতেছিল, আমি সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না—সরিয়া আসিলাম। এ মুহূর্ত্ত বাস্তবিক আমারই মহামুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তে আমি ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম "যে ব্যক্তি ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করে, সে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন; এক দিন কৃতকার্য্য হইবে।

বাড়ী যাইবার জন্য আমি আর গঙ্গাদিদি আসিতেছি, সহসা পথে এক জন দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ক্ষমা! ধন্য তুমি! তোমার সৎসাহস, তোমার স্থির চিত্ততা, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া আমি আজি নিজের ত্রুটী বুঝিলাম।—আমি রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া যাহা শিখিতে পারি নাই, আজি এই মুহূর্ত্তে তোমাহইতে তাহাই শিখিলাম; এ মুহূর্ত্ত আমারই মহামুহূর্ত্ত!"

এ মধুর স্বর অনেকদিনের পরে আমার কাণে পৌঁছিল। আমি কেমন যেন জড় সড় হইয়া গেলাম, একটীবার চাহিতেও পারিলাম না, একটী কথা কহিতেও পারিলাম না!

যিনি ঐ কথা কয়টী বলিলেন, তিনি আর একটুও দাঁড়াইলেন না—অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তখন গঙ্গাদিদি বলিল, "তোর এ কেমন ধারা

কারণ কি? অনেকে বলেন, এখানকার উদ্ভিদ্ লালবর্ণ এবং সেই জন্য ইহা লাল দেখায়, এ অনুমান অন্যায় বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মঙ্গলের আর একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে সমান্তরাল সোজা সোজা রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সাগরাদির যে বর্ণ, এই দাগ গুলিও সেই বর্ণের অর্থাৎ এ দাগগুলি জলপূর্ণ খাল। খালগুলি প্রস্থে প্রায় ৬০ মাইল এবং সাগর হইতে সাগরান্তর বিস্তৃত। দাগগুলি এরূপ সরলভাবে কাটা যে, তাহা নৈসর্গিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহা উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক জীব কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া জ্ঞান হয়। আমাদের আট্‌লাণ্টিক, পাসিফিক প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় মহাসাগর মঙ্গল গ্রহে নাই, ইহার সাগরগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট।

মঙ্গল বয়সে পৃথিবী অপেক্ষা প্রাচীন। পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল কোটি কোটি বৎসরের বড়। স্বর্গীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত প্রক্টর এজন্য বলিয়াছিলেন যে, যদি মঙ্গলে কোন জীব থাকে, তবে তাহারা বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যদি তাহাই হয়, তবে উপরে উল্লিখিত খালগুলি যে তদ্রূপ জীবের খাত, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আর মঙ্গলবাসীরা যে, আমাদিগকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত করিতেছে, তাহা বা বিশ্বাস না হইবে কেন? বাস্তবিক বিশ্বরহস্য ভাবিতে গেলে হৃদয় মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে।" হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত।

ব্রত।

ব্রত গ্রহণেতে ভারত রমণী
উদাসীনী বল কবে?
করি প্রাণ পণ পরহিত ব্রত
পালন করেছে সবে। ১

অতিথিসেবায় অতুলন ভবে।
রোগী শুশ্রূষায় প্রাণ
দেছে অকাতরে ভারত ললনা;
ভুলি স্বার্থ অভিমান। ২

দীন দুঃখী যত পাড়া প্রতিবেশী
পেয়েছে সাহায্য কত,
রমণীর কাছে অভাবে বিপদে
দিবানিশি অবিরত। ৩

কোথায় সে ব্রত, কোথায় সেদিন,
দুর্দ্দিনে কে কারে চায়!
(আজ) ভারতের নারী ব্রত পরিহরি
রত ভোগবাসনায়। ৪

বিদুষী অনেক আছেন আপনি,
কিন্তু সে হৃদয় কই?
পর দুঃখ দেখে কাঁদে কার প্রাণ?
ভেবে ভেবে ক্ষুণ্ণ হই। ৫

হৃদয় কাননে জ্ঞানের প্রসূন
ফুটিতেছে দিন দিন,
কিন্তু সে মমতা সে মহাপ্রাণতা
বিস্মৃতি সাগরে লীন! ৬

পায় পড়ি বোন, শোন দুটো কথা
যদি ভাললাগে মনে,
তবে দিস্ কাণ ভায়ের কথায়
বধির রবি কেমনে? ৭

আর্য্য নারীগণ যেব্রত পালনে
এদেহ করেছে পাত,
সে ব্রত আবার করিয়ে গ্রহণ
পাল বোন্ দিন রাত। ৮

ভালবাসা দিতে জনম নারীর,
জীবন পরের তরে,
পরহিত রূপ মহা সাধনায়
সাধ সবে ঘরে ঘরে। ৯

প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলি
দয়ার আধার তোরা;
তোরা নাকরিলে দীনের কল্যাণ
কোথা যাবে অন্ধ খোঁড়া? ১০

তাই বলি বোন্ ক্ষুদ্র সীমা ছাড়ি
গণ্ডীর বাহিরে আয়,
বিশ্বপ্রেমে প্রাণ ঢেলে দে সবাই
মাতিয়ে পরসেবায়। ১১

বটলার হয়ে অভাগিনীদের
ফিরাও কুপথ হতে,
ফাউলার হয়ে যাও দূর দেশে
রোগি-সেবা মহাব্রতে। ১২

অঙ্গের ভূষণ করিয়ে বিক্রয়
দুর্ভিক্ষেতে কর দান,
(দেখুক জগৎ কেমন উদার
ভারত নারীর প্রাণ। ১৩

(দেখিয়ে তোদের পরহিত ব্রত
সুকবি গাঁথিয়ে গাথা
শুনাক সবারে দেশে ও বিদেশে
তোদের গুণের কথা। ১৪

"নব্যা রমণীরা ভোগ বিলাসিনী"
আহা কি কঠিন প্রাণ!
পর দুঃখ হেরি নহে সে কাতর
কপর্দ্দক নাহি দান।" ১৫

এ দুর্নাম আর সহিতে যে নারি
রমণীর কুৎসা গান!
ঘুচা একলঙ্ক জগতের কাজে
দিয়ে স্বার্থ বলিদান। ১৬

এ নশ্বর দেহ একদিন নাশ
পাইবে নাহি সংশয়,
তবে কেন আর দেহের পতনে
করিতেছ এত ভয়? ১৭

জ্বলন্ত অনলে যে দেশের নারী
পুড়িয়া হইল ছাই,
সে দেশের নারী মরিতে কাতর
কেনরে শুনিতে পাই? ১৮

তাই বলি বোন্ একা বসি ঘরে
ভুঞ্জিবে অতুল সুখ,
হয়ে উদাসীনী মা'র আর্ত্তনাদে
কেমনে দেখাবে মুখ? ১৯

ভারত রমণী নহে সে ছাঁচের,
কোমল হৃদয় তার,
কাঁদে পর দুখে হয় ম্রিয়মাণ
ভুলি সুখ আপনার। ২০

আসিবে সেদিন পরহিত ব্রত
পালন করিবে সবে,
আবার তাহারা রমণী সমাজে
আদর্শ হইবে ভবে। ২১

বাঙ্গালা প্রবচন।

ফ।

১। ফকীরে ফকীরে ভাই ভাই,
ফকীরের রাজত্ব সর্ব্ব ঠাঁই।

২। ফকীরী করা গোঁসাই বড়ই কঠিন,
ফকীর পথের তৃণ হ'তে হীন।

৩। ফল ঈশ্বরের হাতে।

৪। ফল ফল কদলীর ফল,
সেবার নারী আর ইন্দ্রজল।

৫। ফলের মধ্যে আম্র ফল,
সুন্দর নারী আর গঙ্গা জল।

৬। ফলেন পরিচীয়তে!

৭। ফতো বাবু।

৮। ফাঁকা আওয়াজ।

৯। ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।

১০। ফাঁপা ঢেঁকীর শব্দ বড়।

১১। ফাঁপর দালালী।

১২। ফালে আজ্জায় তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে?

১৩। ফাগুনে আগুন চৈতে মাটী,
বাঁশকে রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটী।

১৪। ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত, খরতর খরা।

১৫। ফিকীরে ফকীর।

১৬। ফি হাত মাছের মুড়ো।

১৭। ফুট্‌লো কেশে, ফুরালে বার্ষে।

১৮। ফুটী ফাটা।

১৯। ফুৎকারে পাহাড় উড়ান।

২০। ফুঁ দিয়ে দুধ খাওয়া।

২১। ফুরণ কাজ।

২২। ফুলে নাই গন্ধ, চোখ থাক্‌তে অন্ধ।

২৩। ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

২৪। ফুলের মধ্যে মালা,
বাসনের মধ্যে থালা।
কুটুম্বের মধ্যে শালা।

২৫। ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।

২৬। ফেন দিয়ে ভাত খায়,
গল্পে মারে দই,
মেটে হুঁকায় তামাক খায়,
আমার গুড়গুড়িটা কই।

২৭। ফৌজদারী পেয়াদা।

শিশুর জন্মদিনের উপহার।

২৩শে ভাদ্র, ১২৯৯।

(১)

যে আলোক প্রীতি আশা
হাসি প্রেম ভাল বাসা
মিলনের স্থিতি লয়,—ভুবনে তরঙ্গময়!
তার(ই) বিন্দু বিন্দু মিশি,
ক্ষুদ্র ঢেউ পরকাশি
আসে সংসারের পারে—ক্ষণপরে যায় স'রে
ঘাত প্রতিঘাত-স্থান
জনম-মরণ-প্রাণ!
উহু কত প্রহেলিকা—প্রাণে তার আছে লেখা!
অই নৃত্য—অই ধ্বনি
জীবনের খেলা গান!

(২)

সেই খেলা সেই হাসি,
সেই গীতে দিবানিশি,
আজি বরষের পরে,—কত প্রাণ মুগ্ধ ক'রে
শারদ জ্যোছনা রূপে
আঁধারের আলো রূপে
মায়ের নয়নমণি—সসীম সৌন্দর্য্য খনি!
আয় কাছে আয় মোর
আজি জন্মদিনে তোর
গাইবরে ভ'রে প্রাণ,—সেই মরমের গান
আনন্দে বিরলে বসি
আয় কাছে আয় মোর!

(৩)

অনন্তের শিশু তুই,
অনন্তেতে তোর আশা!
সংসারের গণ্ডীমাঝে—ধুলি মাটি ভস্মসাজে
মিটিবেনা খেলার পিয়াস!
আলোকের শিশু তুই!
আলোকে প্রাণের মেলা!
সংসার তামসে ঢাকা,—অই ক্ষীণ আলো রেখা!
ভয় হয় পাছে তার
আঁধারে ফুরায় খেলা!

(৪)

আয় কাছে আয় আয়!
নিশি দিন প্রাণ চায়
ও ক্ষুদ্র ঢেউটী ধ'রে—প্রাণে প্রাণে রাখি পু'রে,
ও যে মন্দাকিনী জলে
সুখে নিতি নিতি খেলে!
পাষাণে যদি বা হায়—একবিন্দু প'শে যায়!
দগধ মরুর ভূমে
যদি বা জীবন ফলে!

(৫)

অসীমের সূচীপত্র
তোররে সসীম প্রাণ!
দুর্জ্জয় বাসনা মূলে,—আজি একপত্র খুলে
প্রেমশিশু ক্ষুদ্রঢেউ!
হও—হও আগুয়ান!
সংসারের বালুকায়—শুকাবেনা ক্ষুদ্রকায়
অনন্ত যোগাবে জল
অনন্ত তোমার বল!

চাহি অনন্তের পানে
চ'লে যাও অবিরাম!

(৬)

তোর মত কত ঢেউ—
এ সংসারে উঠে পড়ে!
তুই পা না যেতে হায়,—অকালে লুকা'য়ে যায়!
আঁধারের গর্ভে কত,
এই জনমের মত,
চুপি চুপি ধীরে ধীরে—
কোথায় মিশিয়া যায়!
যার গতি অব্যাহত—
সংসারের বাধা ঠেলি,
মধুর স্বর্গীয় গানে—শান্তি শীতলতা দানে
প্রেম প্রীতি পুণ্য ফলে,
সাজা'য়ে ধরণীতলে—
সুধু অনন্তের পানে—ছুটে যায় একমনে
তারই(ই) গান তার(ই) নাম—
সদা গীত বিশ্বতলে;

(৭)

অবসন্ন মৃত প্রাণে
আছে যারা পথে প'ড়ে
অপ্রেম ঘৃণায় ভুলে,—যেওনা তা'দের ফেলে!
কে আছে ওদের ভবে
ধূলিতে কি প'ড়ে রবে!
ওই শুষ্ক প্রাণে দিও—এক বিন্দু জল দিও!
জাগাইও জাগাইও—
সঞ্জীবন আশা-রবে!

(৮)

পাপের কর্দ্দমে প'ড়ে—
যেই পথ ভু'লে গেছে,
ধুইয়া নির্ম্মল নীরে,—বুকে ল'য়ে যেও তারে!
সংসারের শৈত্যে হায়—
যেই প'ড়ে জড়প্রায়,
হৃদয়ের দাবানলে,—বাঁচাইয়া যেও চ'লে!
স্বরগ উন্মাদ গীতে—
মাতাইও সেই চিতে!
তুইরে প্রেমের শিশু—
লইও প্রেমের ক্রোড়ে!

(৯)

তুইরে স্বর্গের শিশু—
মর্ত্ত্যে দু'দিনের খেলা!
এই মরমের গীতি,—দেব হৃদয়ের প্রীতি
শুভ জন্ম দিনে তোর,
এ অমর "উপহার"!
স্বর্গমর্ত্ত্যে মাখামাখি,—দেবনরে দেখাদেখি,
মন্দাকিনী ভাগীরথী—
ও প্রাণে মিলন স্থান!
ঈশা বুদ্ধ মহম্মদ,—নানক চৈতন্য যত
নিতি আসি নবভাবে—
রচুক্ হৃদয়-ধামে,
দেবের বাঞ্ছিত আহা
এই আশা অবিরাম!!

শ্রী অ।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। *

হে অনাদি ভগবন্! আমি তোমাকে নমস্কার করি; যাঁহার অমোঘ শক্তি দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে আমি সেই অজ পুরুষকে নমস্কার করি, যিনি বিশ্বের উৎপত্তি স্থান, বিশ্ব ও প্রকৃতি নিয়ত যাঁহার গুণ গান করিতেছে—যিনি এক হইয়াও ত্রিগুণসম্পন্ন (অন্ত, স্থিতি ও উৎপত্তি) আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, যাঁহার আদেশে দিবা, রাত্রি, উষা ও সন্ধ্যা স্ব স্ব নিয়মে কার্য্য করিতেছে—যাঁহার আদেশে সূর্য্য আলোক প্রদান করিতেছেন, চন্দ্র কর রাশি বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং গ্রহ উপগ্রহাদি যথা নিয়মে কার্য্য করিতেছে, ষড় ঋতু পর্যায়-ক্রমে খাটিতেছে—যাঁহার ইচ্ছায় ধরণী-পৃষ্ঠে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও উদ্ভিদাদি অবস্থিত, সমুদ্র-গর্ভে রত্ন, খনিগর্ভে ধাত্বাদি ও গগন-তলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিরাজিত, আমি সেই মহাশক্তিযুক্ত ভগবান্‌কে নমস্কার করি; যিনি দ্রব (সরিৎ সমুদ্রাদিবৎ), নিবিড় সংযোগে কঠিন (পর্ব্বতাদিবৎ), স্থূল (ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য ঘটাদিবৎ), সূক্ষ্ম (অতীন্দ্রিয় পরমাণ্বাদিবৎ), লঘু (উৎপতনযোগ্য তুলাদিবৎ), গুরু (হিমাদ্রিবৎ অচল), ব্যক্ত (কার্য্যরূপ), অব্যক্ত (কারণস্বরূপ) বিভূতি অণিমাদি), আমি সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি; যিনি পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু, পরম শক্তি, চরাচর-বিধাতা, অজর, অশোক, অমর, অরূপ, অদেহ, অগেহ, অনাদি, পূর্ণাত্মিপূর্ণ, পরমাতি-পরম, শুদ্ধাতি-শুদ্ধ, আমি সেই ভগবান্ অনন্তকে নমস্কার করি। হে কার্য্যকারণাত্মন্ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম! হে নিষ্পাপ মনীষিগণশরণ্য জগদাদি-কারণ হরি! তোমাকে নমস্কার। যিনি স্থূলভূত পৃথিব্যাদি ও সূক্ষ্মতম তন্মাত্রা-দির সমবায়স্বরূপ চৈতন্যময় পরব্রহ্ম; যিনি প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ, নির্ব্বি-কার সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যিনি সমুদয় ভূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বভূতময়; যিনি বিশ্ব হইতে নির্লিপ্ত হইয়াও সমুদয় বিশ্বের নিদান; যিনি জগৎ-জনক অথচ নিজে অজ, যিনি জগতের আদি, কিন্তু নিজে অনাদি, যিনি জগদীশ, কিন্তু স্বয়ং নিরীশ্বর, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিয়ম। কার্ত্তিক

*ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে যে কয়েকটী রচনা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমতী মানকুমারী বসু ও শ্রীমতী কুমুদিনী রায়ের লেখা উৎকৃষ্ট ও পারিতোষিক-যোগ্য হইয়াছে। কুমুদিনী রায়ের লেখাটী অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া অগ্রে প্রকাশ করা গেল। বা, বো, স।

মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হয়; এই দিবস ভগিনীগণ নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত ও রাশি রাশি তাম্বুল সজ্জিত করেন, পরে পরিষ্কার কাষ্ঠাসনে ভ্রাতাকে বসাইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা সার চন্দনের ফোঁটা ভ্রাতার ললাটে পরাইয়া দেন, পরে নূতন বস্ত্র, উত্তরীয় ও উপাদেয় খাদ্যাদি থালায় সাজাইয়া ভ্রাতার হস্তে প্রদান করেন। এই সময় অনুজা ভগিনী ভ্রাতাকে প্রণাম করেন, আর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতার নিকট প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব যেমন পবিত্র, তেমনি উদার। ইহার নিয়ম এই যে প্রথমে প্রতিবাসী ভ্রাতাকে ফোঁটা দিয়া পরে মাসতুত, পিসতুত, খুড়তুত, জেটতুত, ভ্রাতাগণকে ফোঁটা দেওয়া হয়, সর্ব্বশেষে সহোদর ভ্রাতাকে ফোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে চলিত কথায় 'ভাইফোঁটা' বলা হইয়া থাকে। অনন্তর ভগিনীগণ স্নানাদি করিয়া গণ্ডূষ দিয়া থাকেন এবং গণ্ডূষ দেওয়ার পূর্ব্বে ভগিনীগণ কিছু আহার করেন না। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভ্রাতার সম্মুখে রাখিয়া ভগিনী একটী পাককরা শাক ভ্রাতার হস্তে দিয়া তদুপরি কাঁচা দুগ্ধ ঢালিয়া বলেন, "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং। প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥" জ্যেষ্ঠা ভগিনী হইলে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" ইত্যাদি বলিতে হয়। ভগিনী যদি কোন নিঃসম্পর্কীয়কেও ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তবে তাঁহাকেও এইরূপে ফোঁটা প্রদত্ত হয়।

পল্লীর মধ্যে কোন এক বাড়ীতে এই উৎসব হইলে বেশ সুবিধা হয়, কারণ তাহা হইলে সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীগণকে এবাড়ী ও বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না, আর ভ্রাতাগণের আহারাদির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা সকল ভগ্নীগণে সমাংশ দিয়া পল্লীর মধ্যে এক বাড়ীতে আয়োজন করিয়া তথায় পাড়ার সকল ভ্রাতা ভগিনীগণ লইয়া এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিলে বিশেষ সুখের হয় এবং তাহা হইলে ভগিনীগণ যথাসময়ে সকল ভ্রাতাদিগকে ফোঁটা ও গণ্ডূষ দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আমাদের যে সকল ভগিনীর সহোদর ভ্রাতা কিম্বা একান্নবর্ত্তী খুড়তুত, জেটতুত ভ্রাতা না থাকেন, তাঁহারা এই পবিত্রোৎসবে যোগদান করেন না, ইহা তাঁহাদের কম ভুলের কথা নয়। যাহাহউক তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহিনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্যে। হিন্দুগণের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথা যিনি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক উচ্চ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপরে যিনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যথার্থ প্রচারকর্ত্তা—এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম যাঁহার প্রশস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, আমরা যথাস্থানে সেই মহাত্মার আলোচনা

করিব। আমরা যদি প্রাচীন হিন্দুগণের চিরপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপগুলির ফল যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহাহইলে বোধ হয় এই বিশ্বপ্রেম-মিশ্রিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায় সকলগুলিই সারগর্ভ দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা এমন উদার ও পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম ত জানিই না, অধিকন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কেহ আদর প্রদর্শন করি না। কি কুক্ষণেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্যানুকরণ ঢুকিয়াছে! যে দেশের কবি গাহিয়াছেন, "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" সেই দেশের ভ্রাতা আজ তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর অসন্তোষ জন্মিলে অনাথা ভগিনীকেও এক মুষ্টি অন্ন দিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। অবশ্যই ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ নহে, অনুকরণের দোষ, তাহাও আবার মন্দের অনুকরণ, ভাল'র নহে, কেমনা পাশ্চাত্য দেশে কি বিশ্বপ্রেমিক সহৃদয় ব্যক্তি কেহ নাই? কত শত আছেন, তাঁহাদের অনুকরণে চলা অবশ্যই দোষের নহে, কিন্তু মন্দের অনুকরণ অধোগতির লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুনিয়াছি ইংরেজগণ নাকি স্ত্রী পুত্র ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়কে পোষ্য বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বলেন—

'পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥'

মনু।

ইহাতে বুঝায় যে হিন্দুগণ কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূকেও পোষ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আজ ভ্রাতার গৃহলক্ষ্মীর অসন্তোষ জন্মিলে অনাথা ভগিনীও ভ্রাতৃগৃহে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন না, একি কম দুঃখের বিষয়! আমরা এস্থলে একটী পূর্ব্বকালের ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি ব্যবহার আর একটী আধুনিক ভ্রাতার ভগ্নীর প্রতি ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদান করিলাম, প্রথমটী শুনা, দ্বিতীয়টী প্রত্যক্ষীকৃত।

১ম। কোন ব্যক্তির ভগিনী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া অগ্রজকে প্রণাম করিতে গেলেন, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রণাম করিতে না দিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কপালে কি?" ভগ্নী ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন, "দাদা! এমন ঘরেও আমার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাদের একখানিমাত্র মেটে ঘর, তাহার আবার চৌকাট এত নীচু যে আমি আসিবার সময় যেমন ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিতেছি, অমনি সেই চৌকাটাঘাতে আমার কপাল কাটিয়া গেল, তাই শাশুড়ী ঠাকুরাণী ক্ষতস্থানে চূণ হলুদ লেপিয়া দিয়াছেন।" ভগিনীর কথা শুনিয়া ভ্রাতার প্রাণে আঘাত লাগিল, ভ্রাতা মনে মনে স্থির করিলেন যে, সে গৃহে আর ভগিনীকে যাইতে দিবেন না। অনন্তর বৎসরেক ভগিনীকে নিজ গৃহে রাখিয়া স্থানান্তরে একটী বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই বাড়ী ভগিনীকে প্রদান

করিলেন। এই ঘটনায় আমরা যদিও ভগিনীকে তাদৃশ বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না, কিন্তু ভ্রাতা যে আদর্শ ভ্রাতা, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২য়। কোন ভগিনী বিধবা হইয়া আশ্রয়লাভার্থে ভ্রাতৃভবনে আসিলেন, অমনি ভ্রাতার গৃহিণী তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভ্রাতাও আসিয়া ধীরে ধীরে ভগিনীকে বলিলেন, "তোমার এখানে স্থান হইবে না, কারণ তোমার বৌদিদি বড় মুখরা।" ভগিনী ভ্রাতার বাক্যে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, ভ্রাতা কিন্তু নিজের স্ত্রীকে কিছুই না বলিয়া নিজেদের নিকটবর্ত্তী কোন কুটুম্বের বাড়ীতে ভগিনীকে থাকিতে পরামর্শ দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। যে ভ্রাতা নিজের সহোদরার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি কি কখনও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বুঝেন? কখনই নহে। যে আপন পুত্রকে ভাল বাসে না, সে কি অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে? যে আপন সহোদরা সহোদরের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার করিতে পারে, সে কি কখনও জগৎকে ভাই বোন বলিয়া হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারে? কোনও বঙ্গীয় লেখক বলিয়াছেন, আপনা হইতে পরিবার, পরিবার হইতে আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে পৃথিবী ও মানব জাতি, মানবজাতি হইতে প্রাণিজগৎ ক্রমেই প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয় প্রশস্ত হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া এই ক্রম অবলম্বন করে। এস্থলে আমরাও বলি যিনি সহোদর সহোদরাকে ভাল বাসিতে না শিখিয়াছেন—যিনি সহোদর সহোদরার দুঃখে কখনও অশ্রুজল না ফেলিয়াছেন, তিনি অনন্তকাল সাধনা করিলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আর আমরা—আমরা যে এত যত্নে, এত উৎসাহে ভাই ফোঁটা দিতেছি, আমরাও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বুঝি? যদি বুঝিতাম তবে সকল ভ্রাতাগণকে সমান স্নেহ চক্ষে দেখিতাম। প্রতিবেশী ভ্রাতা গোপাল দাদার সহিত তোমার পিতার ও ভ্রাতার বহুদিন হইতে যে বৈষয়িক বিবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং সেই জন্য গোপাল দাদার উপর তোমারও বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে, অথচ তুমি সেই দ্বেষ রূপ বৃশ্চিক বুকের ভিতর পুষিয়া—মনের ভাব গোপন করিয়া বলিতেছ, "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং" ইত্যাদি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এই ব্যবহার কতদূর কাপট্যপূর্ণ! প্রতিবেশিনী কামিনীর পিতা কিম্বা ভ্রাতার সহিত শ্যামের বিপক্ষভাব চলিয়া আসিতেছে; কামিনীর পিতা কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কষ্টে সৃষ্টে কোন পাত্র স্থির করিলে শ্যাম সেই বর পক্ষের নিকট

কামিনীর, কামিনীর পিতার ও ভ্রাতার কুৎসা রটাইয়া সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, আর কামিনী যখন শ্যাম দাদাকে ফোঁটা দিয়া বলিতেছেন "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" ইত্যাদি, তখন কি শ্যাম দাদা একবার স্নেহদৃষ্টি বিক্ষেপে কামিনীর মুখপানে চাহিয়া কামিনীদের প্রতি বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া থাকেন? যাহা হউক আমাদের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নী গণের সদ্ভাবের অভাব হইলেও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসবকে কখনও অনাদর করা উচিত নহে; কারণ কতকগুলি লোক হরিপ্রেমে মত্ত হইয়াছেন, না এইরূপ ভান করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন আর তাঁহাদের মধ্যে বাস্তবিক প্রেমিকের বিলক্ষণ অভাব, তাহা হইলে কি আমরা হরিসংকীর্ত্তনকে ঘৃণা করিব? না ভক্তগণকে ঘৃণা করিব? অবশ্যই আমরা হরিনাম ত্যাগ না করিয়া কপট ভক্তগণকে ঘৃণা করিব। ভাল কার্য্যের আলোচনা করাও ভাল, অতএব আমরা চিরকাল এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরণ করিয়া আসিলে কি আমাদের নিম্নতম শত পুরুষের মধ্যেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগৎকে ভাই বোন বলিতে পারিবে? যখন এক নিমাইয়ের ভাই "বোন" সঙ্গীতের ঢেউ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লাগিয়াছিল, তখন আমরা শত শত ভ্রাতা ভগিনীগণ জগৎকে ভালবাসিতে শিখিলে জগৎ কি প্রেমতরঙ্গে নাচিবে না? অবশ্যই নাচিবে, কেন নাচিবে না? আমরা সকলেই যদি সকলকে ভাই বোন বলিয়া ভালবাসি, ও মনে করি সবাই আপন, পর কেহই নহে, সবাই মানুষ, সবাই সবার নিকট উপকার ও স্নেহ মমতা পাইবার জন্য সৃষ্ট, কেহ কাহারও নিকট হিংসা দ্বেষাদি পাইবার যোগ্য নহে; সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, বর্ষাদি তোমার পক্ষেও যেমন, আমার পক্ষেও তেমনি, শোক, যাতনা ও বেদনাদি তোমারও যেমন অনুভূত হয় আমারও তেমনি, তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ কি? যদি কেহ বলেন যে জ্ঞান ও বিভবাদিতে প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে উহাত যত্ন, শ্রম, ইচ্ছা ও চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু এমন কেহ আছেন কি যিনি অনর্গল বৃষ্টিধারায় নগ্ন গাত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও ভিজেন না, বা জীবন্ত ও সুস্থশরীর কাটিয়া দিলেও যাঁহার শোণিতস্রাব হয় না? অতএব সবাই সবার ভাইবোন, সবাই এক পিতার দয়ায় জীবিত, এক পিতার আদেশে পালিত, এক পৃথিবীতে সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চন্দ্র-কিরণে সকলের প্রাণ পুলকিত হয়! তবে কেন দুই প্রাণ থাকিব? সকলেই একতান, একপ্রাণ হওয়া উচিত, আমার তোমার হওয়া ও তোমার আমার হওয়া উচিত, সবার প্রাণে সমস্বরে সকলকে ভাইবোন বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, তাহা

হইলে আমাদের ভ্রাতা ভগিনীগণের সদ্ভাব সন্দর্শন করিতে শূন্যে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নর মণ্ডলী সমবেত হইবেন, মর্ত্ত্যে স্বর্গের জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে—পৃথিবীতে নন্দনের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবে। যখন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় নিমাই, পতিত ও ঘৃণিত ভ্রাতা ভগিনীগণকে সৎপথে আনিয়া পদস্থ ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত মিলিত করিবার জন্য পথে পথে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন কত পাষাণহৃদয়ও প্রেমস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, রত্নাকর বাল্মীকির এক বীণা তন্ত্রী ভ্রাতৃবাৎসল্য গাহিয়া জগৎকে প্রেমতরঙ্গে নাচাইয়াছিল, অতএব আমাদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য কি অনন্তকাল সাধন করিলেও সিদ্ধ হইবে না ? ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যখন একা চৈতন্যের সাধনায় জগতে সিদ্ধলাভ করিয়াছিল, তখন কি আমরা শত শত ভ্রাতা ভগিনীগণে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না ? পারিব, কিন্তু তেমন সুন্দর, উচ্চ ও বিশাল হৃদয় কৈ ? যদিও আমি আজ "বিষকুম্ভং পয়োমুখম্" সাজিয়া এই পবিত্রোৎসব ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যোগদান করিয়াছি, তথাপি কাতর হৃদয়ে বলি হে চৈতন্য ! একবার তোমার দাসানুদাস-দাসীদিগকে তোমার সেই বিশ্বপ্রেমের কণা মাত্র প্রদান কর, যাহাতে আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগৎকে ভাইবোন বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

বাতিঘরের বালিকা।

রবার্ট ম্যানিঙ নামে এক সাহেব একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের বাতীঘর-রক্ষক ছিলেন। এই দ্বীপের চারিদিক্ পাহাড়ময়। সমুদ্রতীর হইতে দ্বীপটী দুই মাইল দূরে ছিল। ম্যানিঙের সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কেবল আইডা নাম্নী ৮ বৎসরের কন্যা পিতার সহিত বাস করিত।

বালিকাটী এরূপ নির্জ্জনস্থানে একাকী থাকিত, ইহাতে তাহার কষ্টবোধ হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটী ছোট বিড়ালছানা ও একটা কুকুর ছিল, সে তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিত। আইডা এই দ্বীপে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, এবং তাহার পিতা প্রাণের অপেক্ষা তাহাকে ভালবাসিত, এজন্য আইডা দুঃখের মধ্যেও বেশ মনের আনন্দে থাকিত।

একদিন প্রাতঃকালে ম্যানিঙ খাদ্য ও তৈল আনিবার জন্য একখানি নৌকা করিয়া সমুদ্রতীরে যাইতে বাধ্য হইলেন। কন্যাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে তাঁহার

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সমুদ্র বেশ স্থির ছিল এবং তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিবেন মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, আমার ফিরিয়া আসিতে যদি অপরাহ্ন হয়, তুমি কি ভয় পাইবে?" কন্যা বলিল, "বাবা ভয় কি? আমি পাহাড়ে চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়াইব, মেঘের চলাচল দেখিব এবং তুমি যতক্ষণ না আইস, খেলা ও আমোদ করিব।" ইহাতে পিতা বড় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

বাতীঘর-রক্ষক তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা গেল। আকাশ অন্ধকার হইল, বাতাস ক্রমে প্রবল হইয়া ঝড়ের আকার ধারণ করিল। প্রবল তরঙ্গ সকল তাল বৃক্ষের মত উচ্চ হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপটীর উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং বাতীঘরকেও কম্পিত করিতে লাগিল।

এখন পিতা ও কন্যার মনের অবস্থা কি, একবার ভাবিয়া দেখ। আইডা প্রথমে বিপন্ন নাবিকদিগের দশা ভাবিল, তৎপরে পিতার কথা ভাবিতে লাগিল। এরূপ ঝড়ের সময় পিতা নৌকা খুলিয়া আসিবেন না, এই ভাবিয়া মনকে একটু শান্ত করিল। পিতাও প্রথমে বেচারা নাবিকদের কি হইবে ভাবিলেন, পরে সুকুমারী বালিকা একাকিনী সেই দ্বীপে এই ভয়ঙ্কর ঝটিকার মধ্যে না জানি কি কষ্ট পাইতেছে, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একছুটে বাতীঘরে উপস্থিত হন, তিনি প্রাণ দিয়াও তাহার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ এরূপ উন্মত্ততায় কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, দিন অবসান হইল, ক্রমে বাতীঘরে বাতী জ্বালিবার সময় উপস্থিত। রবার্ট ম্যানিঙ এখন ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কেবল এই ভয় হইতে লাগিল, বাতীঘরের আলোক অভাবে কোন্ জাহাজ কখন আসিয়া পাহাড়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে—কত জীবন নষ্ট হইবে! অবশেষে তিনি আর কোন বাধা মানিলেন না, নৌকায় আসিয়া পাড়ী দিতে উদ্যত হইলেন। কি আশ্চর্য্য, তখন দেখিলেন বড় লণ্ঠনের ভিতর দিয়া আলো বাহির হইয়াছে, বাতীঘরের বাতী জ্বলিয়াছে।

বাতীঘরের মধ্যে সাহসপূর্ণ একটী হৃদয় এবং কর্ম্ম-তৎপর দুইটী হস্ত ছিল। আইডা পিতাকে প্রতিদিন বাতী জ্বালিতে দেখিয়াছে, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইলেই ইহা জ্বালিতে হয় জানে। বালিকা একাকিনী বাতীঘরের সিঁড়ী বাহিয়া উঠিল। ঝঞ্ঝাবাত বহিতেছে, তরঙ্গ আসিয়া বাতীঘরের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, সমুদ্র-পক্ষী সকল চীৎকার করিতেছে, বালিকা সকলই শুনিল, কিন্তু

ভয় পাইল না। সে যথাস্থলে উঠিয়া দেখে বাতী হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায় না, একখানি কেদেরা বসাইল, পরে তাহার উপর কতকগুলি বই স্তরে স্তরে সাজাইল, তৎপরে তাহার উপর খোঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটী দিয়েশেলাই কাটী জ্বালিল এবং তাহা বাতীতে দিবামাত্র তাহা জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আলোকের প্রভা ঝড় ও তরঙ্গের মধ্য দিয়া সমুদ্রের উপর গিয়া পড়িল, আইডার মনে কতই না আনন্দ হইল!

কিন্তু আর একজনের প্রাণে আরও অধিক আনন্দ হইল। রবার্ট ম্যানিঙ এখন বুঝিলেন কন্যা নিরাপদ! কন্যা সময়োচিত কার্য্য করিতে জানে এবং এত সাহস অবলম্বন করিয়াছে, ইহাতে আপনাকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ঝড় থামিয়া গেল। বাতীঘর-রক্ষক পাড়ী দিয়া বাড়ী আসিল এবং আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে কন্যাকে বুকে করিয়া লইল। তাহার আনন্দ ও গৌরবের যথেষ্ট কারণ ছিল, কারণ সে রাত্রে এই সাহসী বালিকা বাতী না জ্বালিলে অনেক জাহাজ মারা যাইত এবং অনেক লোক জীবন হারাইত। বালিকার একটী কার্য্য দ্বারা অনেক প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

শিশু সন্তানের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য।

(গতবারের পর)

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস। অভ্যাস একবার পাকিয়া দাঁড়াইলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। এই অভ্যাস পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতেই বোধ হয় পাকিয়া দাঁড়ায়, কেন না পণ্ডিতেরা বলেন, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥" অভ্যাস পরিণত হইলেই উহা চরিত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা—Man is a bundle of habits অথবা, "Habit is second nature" অতএব সন্তানের অভ্যাসের দিকে মাতার তীব্রদৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সঞ্চালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বালক বালিকাগণ মাতার বাধ্য ও অনুগত থাকিবে ইহা অসম্ভব নহে। যদিও কন্যাগণ ঐ বয়সে শ্বশুরালয়ে থাকেন ও সন্তান-জননী হইয়া পড়েন, তবুও তখন মাতার স্নেহ ও মাতৃদত্ত শিক্ষাকে তাঁহারা সমধিক আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। মাতা সর্ব্বদা সন্তানের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন, অধিক, অনাবশ্যক আদর বা সোহাগ তাহাদের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত নহে।

কোনও অপরাধ করিলে দুমদাম করিয়া প্রহার ও ঝড় বৃষ্টির মত গালি বর্ষণ করিয়া শিশুদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া ক্রোধ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, বরং ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তাহাদের প্রিয় বস্তু হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে ও মিষ্ট কথায় উপদেশ দিলে বিশেষ ফল লাভ করা যায়। শিশু দুরন্ত হইলে মাতা সর্ব্বদা যেন তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা না করেন। উহা করিলে শিশুর দুইটী বিষয়ে বড়ই অপকার করা হয়, প্রথমতঃ ঐ দৌড়া দৌড়ি, ছুটা ছুটি তাহার ব্যায়াম; দ্বিতীয়তঃ তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাহস, উদ্যমশীলতা, প্রভৃতি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া সংকুচিত হইয়া যায়। শিশু দৌড়াদৌড়ি ক্রীড়াকূর্দ্দন করুক, কিন্তু মাতার চক্ষু যেন পাহারা দেয় যাহাতে তাহার আঘাত না লাগে কিম্বা যাহাতে সে অন্যকে আঘাত না করে। এইরূপে তাহারা যে কোন কার্য্য করুক প্রথমে তাহাদিগকে বাধা না দিয়া উৎসাহ দিবেন, আর মন্দ কার্য্য করিতে দেখিলে বাধা দিবেন। বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না ঐ কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিয়া সেরূপ কার্য্য আর যাহাতে না করে সে বিষয়ে উত্তমরূপে উপদেশ দিবেন, আর জননীও সেরূপ কার্য্য কখনও সন্তানগণ সমক্ষে করিবেন না। মাতৃ চরিত্রের প্রতিবিম্ব সন্তান চরিত্রে প্রায়ই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অতএব যিনি সুসন্তান কামনা করেন, তাঁহার নিজে অগ্রে সর্ব্বগুণভূষিত হওয়া যাই, কেন না যাহার মাতা পিতা ও শিক্ষক অসচ্চরিত্র হয়েন, সেই সন্তান কখনই সচ্চরিত্র হইতে পারে না। মাতা সর্ব্বদা মন্দ কার্য্য সমূহে শিশুর ঘৃণা ও সৎকার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবেন, সন্তানকে ননীর পুতুল জ্ঞান না করিয়া তাহাকে মনুষ্য জানিয়া মনুষ্যোচিত কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবেন, সন্তানকে অলস অবস্থায় কখনও থাকিতে দিবেন না। আলস্য রোগের ন্যায় মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে, সন্তানকে সৌখীন হইতে দেওয়াও ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শিশুগণ মাতা কর্ত্তৃক যেন বাল্যাবধিই যথোপযুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করে অর্থাৎ উহাতে যেন শিশুদের রুচি জন্মে। আমি একটী একাদশ মাসের শিশুকে দেখিয়াছি, সে তাহার দুধ খাইবার সময় হইলে, যেখানে দুধ থাকিত, সেই খানে হামাগুড়ি দিয়া যাইত, এবং মাতা যতক্ষণ আসন না দিতেন, ততক্ষণ বসিত না এবং কাষ্ঠাসন ধরিয়া টানা টানি করিত। মাতা পিঁড়ী দিলে তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করিত এবং পানান্তে দুই খানি হস্ত উঁচু করিয়া মাতার দিকে দৃষ্টি করিত। মাতা যতক্ষণ গামছা আনিয়া তাহার হাত মুখ না মুছাইয়া দিতেন, ততক্ষণ শিশু ঐ অবস্থায় থাকিত। ইহা অবশ্যই মাতার গুণ সন্দেহ নাই। এই প্রসূতির আরও দুইটী সন্তান আছে। তাহারা

অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু একটী দিনও তাহাদের হাতে গায়ে ধুলা কাদা দেখি নাই এবং বিকালে খেলার পর তাহারা আপনা আপনিই গামছা ভিজাইয়া গাত্র মুছিত, পা ধুইয়া জুতা পায় দিত। ইহারা ৪ বৎসর বয়স অতীত হইলে, স্নান করা, গা মুছা, জুতা পায় দেওয়া, কাপড় জামা পরার জন্য আর মাতার সাহায্য গ্রহণ করে না। অতএব মাতা যাহা অভ্যাস করান, তাহাই সন্তানের চরিত্র। বালকবালিকাদিগকে সময় সময় খেলিতে বা নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতে না দিয়া সর্ব্বদা পড়াইবার, লেখাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া পুস্তক ও কালি কলম যমের তুল্য দেখে, মাতাও তাহাদের নিকট ভক্তির পাত্রী না হইয়া কেবল ভয়ের চক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। লেখা পড়া শিক্ষার উপকারিতা এবং উহা শিখিলে অনেক ভাল ভাল বিষয় জানা যায় ইত্যাদি মাতা প্রথমে সন্তানের নিকট সময়মত বলিবেন, শিশুর পাঠ্যপুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পড়া করা হইয়াছে, দেখিলে তাহাকে উৎসাহ দিবেন, শিশু যদি নির্দ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মাতা নিজে তাহাকে যথার্থ যাহা দিতে পারেন সেই বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া শিশুকে পাঠে মনোনিবিষ্ট করাইবেন। পাঠ সমাপ্ত করিলে তাহাকে প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য, উহা না দিলে শিশুর কোমলান্তঃকরণে অবিশ্বাসের, মিথ্যার, জননীর বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করার বীজ রোপণ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ৬ই অক্টোবর ইংলণ্ডের কবিকুলাগ্রগণ্য লর্ড টেনিসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সুনীতির প্রতিপোষক এবং স্ত্রীজাতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন্।

২। ময়মনসিংহের নেত্রকোণা এবং জেলা ২৪ পরগণায় জয়নগর থানা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণের দাতব্য প্রার্থনীয়।

৩। ফরাসীদিগের রাজ্যে সাধারণতন্ত্র ১৭৯২ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়, এই জন্য তাঁহারা এ বৎসর ঐ দিনে অনেক স্থানে শত বার্ষিক উৎসব করিয়াছেন।

৪। মুক্তিফৌজের পতিতা রমণীদিগের আশ্রম কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড ৮১ নং ভবনে স্থাপিত হইয়াছেন।

৫। জর্ম্মণির রাজগৃহে ৮৪ বৎসরের পর এক কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, সে আবার ৬ পুত্রের পরে, এইজন্য জর্ম্মণ সম্রাট্ আনন্দোৎসব করিয়াছেন এবং এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে অনেকগুলি স্ত্রীকয়েদীকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

বামারচনা ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ।

১

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
চরণ পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,'
আকাশে অমর-কণ্ঠ আগমনী গায় !
পারিজাত-পরিমল,
মাখা আজি হৃদিতল,
পরাণে অমৃত ধারা ঢেউ খেলে যায় !
বরষের একদিন,
ভাই দ্বিতীয়ার দিন !
বিশ্ব মা'র স্নেহসিন্ধু উথলে ধরায় !
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে, প্রণমি তোমায় !

২

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
আমরা "ভগিনী ভাই"
চিনিনে বুঝিনে ছাই !
আঁধারে রয়েছি প'ড়ে মরণ-শয্যায় !
চাঁদিমা তপন তারা,
এখানে হাসেনা তা'রা,
স্নেহ মমতার মুখ নাহি দেখা যায় !
এ মহা শ্মশান-ভুমি,
কেমনে আসিলে তুমি,
উজলিয়া দশদিক্ নব জ্যোছনায়,
ও পূত অঙ্গের বাসে,
শব-দেহে প্রাণ আসে,
অমৃত-উচ্ছ্বাস ছোটে গঙ্গা যমুনায় !
ফিরে আসে স্নেহ প্রীতি,
ফিরে জাগে সুখ-স্মৃতি,
ফিরে বহে আর্য্যরক্ত, ধমনী শিরায় !
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ।

৩

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
তোমারি করুণা তরে,
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে,
আনন্দ-উৎসব পূর্ণ, তৃপ্ত সমুদায় !
গাঁথিয়া ফুলের মালা,
ডাকে তোমা বঙ্গবালা,
কুসুম অঞ্জলি তারা দিবে রাঙ্গা পা'য় ;
গলাগলি কোটী বোন,
কোটী কণ্ঠে আবাহন,
"আয়রে অমৃতময়ি ! মৃত বাঙ্গালায়"
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ।

৪

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
বঙ্গের কুমারী সবে,
আজি সে "ভগিনী" হবে,
পাইবে জীবন নব, তব করুণায় !
জননী, দুহিতা, নারী,
আজি সবে মানে হারি,
"শমন-দমন" হেন কার ক্ষমতায় ?
কে দিলে কপালে ফোঁটা,
থাকেনা যমের খোঁটা,—
"যমের দুয়ারে কাঁটা" কেবা দিতে পায় !

একটু মিষ্টান্ন কায়,
মুখে দিলে একবার,
রোগ শোক দরিদ্রতা দূর হ'য়ে যায় ?
ভগিনীরে এ সম্মান,
তোমারি—তোমারি দান !
হেন ঋণ কেবা কবে শুধিবারে পায় !
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ।

৫

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
নারীগণে মহাপ্রাণ,
আজি দেবি, কর দান,
"ভগিনী" হইবে তা'রা তব করুণায় !
স্বার্থশূন্য পাপশূন্য,
নিষ্কাম, পরার্থপূর্ণ,
পরের মঙ্গল চাবে ভুলি আপনায় ;
জগতে ভগিনী-হিয়ে.
স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে,
এক বিন্দু ফিরে পেতে কভু নাহি চা'য় ;
কুটিল সংসার দূর,
শান্তিময় অন্তঃপুর,
ভগিনীর বাস সেথা মমতার ছায় ;
উদাসীনী সুখ দুঃখে,
তথাপি অতৃপ্ত বুকে,
ভ্রাতার কল্যাণ যাচে, বিধাতার পা'য় ;
এ হেন ভগিনী-প্রাণ,
আজ দেবি ! কর দান,
হীনতা নীচতা যেন লাজে ম'রে যায়,
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ।

৬

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
জগতে পুণ্যের সেতু,
অনন্ত সুখের হেতু,
আশার স্বপন সুধা নিরাশ নিদ্রায় !
চরণ পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,
বহিছে অমৃত গন্ধ হেমন্তের বায় !
আজি কি তোমার বরে,
বিশ কোটী সহোদরে,
ডাকিবে ভগিনী কুলে স্নেহ মমতায় !
তাদের পবিত্র বক্ষ,
উচ্চ আশা উচ্চ লক্ষ্য,
মলিনতা কুটিলতা ছুঁইতে না পায় !
নহে অন্য নহে পর,
ভগিনীর সহোদর,
দেবতার শিশু তারা, দেবরক্ত গা'য় !
বিশ্ব মার আশীর্ব্বাদ,
পুরিবে প্রাণের সাধ !
ভগিনীর নিমন্ত্রণ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়,
আমি দিব ভাইফোঁটা—কে কেনিবি আয়

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী ।

*** পূজার বন্ধে ছাপাখানা বন্দ থাকাতে, আশ্বিনের বামাবোধিনী প্রকাশের অনেক বিলম্ব হইল, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এজন্ত ক্ষমা করিবেন । বা, বো, স ।

The Bamabodhini Patrika.

The thirteenth anniversary of the Banga Mahila Samaj, founded for the religious, moral and intellectual culture of Bengali ladies, was celebrated with great *eclat* on Monday the 19th September, more than a hundred ladies being present on the occasion. The Hall and the rooms were festively decorated with palms, ever-greens and flowers. There were as usual music and songs, members passing a very pleasant evening in conversation and in renewing acquaintances. A piece was selected from the great epic poem Mahabharata and some young ladies recited it with ease and fluency. Some beautiful microscopical specimens and an experiment on harmony of vibration were demonstrated. Different structures of the human body with their various functions were described with the help of an anatomical chart. The meeting on the whole was a great success. The Ladies' Association during the last decade has done a great educational work among the members. We wish it a long lease of useful life.

It is with great pleasure that we read in the papers of the good work that Miss Read, the lady member of the Labor Commission, is doing as one of the committee of that body. She had a brilliant educational career—in fact she is the only lady who ever took First Class Honors in two triposes. She was a wrangler and for years gained some prizes open to the Girton graduates. She is a noble example of a highly educated lady devoting her time and energies to the good of her sex.

The small but enlightened state of Travancore has initiated a good work by awarding from the 1st of next month 4 scholarships to girls educated in Travancore and then qualifying as Medical Practitioners. These stipends, for the present, will be continued for 9 years.

In Europe, men and women never think their education to have been complete without travelling abroad. Mr. Thomas [illegible], who was the pioneer of popular excursions to all parts of the world, died recently at the age of 84. He rose from a humble position to a world-renowned fame. A day will also come to the people of India, when they will take to travelling as a part of liberal education.

We congratulate Pundita Rama Bai on the completion of the new home for widows at Poona at the cost of Rs. 45,000. The Pundita by her self-devotion and with the assistance of her American friends, has made the institution a success. It now behoves the people of the great Maharatta country to foster the *Saroda Sadan* with all their earnest and faithful co-operation to make it a true shelter for the helpless widows.

The British Medical Association has at length after a good many years' fighting accepted a resolution at their annual meeting, to admit qualified lady practioners to the membership. This is a step in the right direction. There are now hundreds of such medical women in the United Kingdom. Our sisters on this side of the world are also taking to the Medical profession. We wish that our countrywomen properly qualified in the profession should receive the same emoluments as their European sisters. We were sorry to notice the other day that for a Dispensary at Dinajpore a European lady's services were wanted. Public spirited citizens, members of District Boards and Municipalities should encourage female Medical education by giving high and responsible posts to their own ladies when found qualified.

Some years ago the import duty on cotton was taken away in the interests of the Lancashire people, entailing a loss on Indian treasury. Now that India, especially Bombay, is competing with Mill Indnstry in England, a factory act has been passed, curtailing the working hours of the hands. Lat[illegible] some [illegible]00 women, who were so long maintained by working in the facto[illegible] and have now been thrown out of [illegible]

ployment under the provision of the new Act, petitioned in Guzrati the Bombay Government to consider their case, but without avail. There has been of late so much struggle for existence in the Western Presidency, that the Government should reconsider the matter and give effect to the prayers of the poor women, who have no other means of earning their subsistence.

Last winter many of us had the pleasure of hearing General Booth of the Salvation Army. We are glad to see that the Army has established a home for the helpless in Calcutta. The other day the 25th Anniversary of the Army was celebrated in London. We all admire the self-sacrificing spirit of the members who are doing a good deal by their devotion and earnestness to raise the status of the degraded in society. Our sisters here ought to learn a good lesson from the practical and useful lives of the lady members of the Army.

Lord Tennyson the Poet Laureate died on the 6th October. He was a great advocate of woman's cause, and so we mourn his loss the more.

The Congress of the United States has contributed £ 250,000 in aid of the Chicago fair.

The French had their first Republic established in 1792. They held in September last centenary meetings in commemoration of the same.

Bai Manockbai the younger daughter of Mr. Dadabhai Nawroji M. P. is one of the 34 successful candidates who appeared at the last L. M. S. Examination at Bombay.

Dadabhai Nawroji M. P. is expected to preside at the ensuing National Congress to be held at Allahabad.

How sad is the news of the birth of a female child in a Hindu house! The German Emperor however has been exceedingly pleased to see his 7th child, who is a daughter, born after 6 male children. It is said eightyfour years have elapsed since a Queen of Prussia gave birth to a daughter! The Emperor telegraphed the good news to his grandmother the Queen-Empress of England and released a good number of female prisoners on the happy occasion.

The French have defeated the Dahomeyans of Africa with great loss and are advancing towards their capital Abomey.

The *Bokhara*, a P. and O. Steamer has been wrecked on its way from Hungkong to India. No less than one hundred and seventy lives have been lost!

Colonel Olcott, President Founder of the Theosophical Society delivered at the Calcutta Town Hall on the 24th instant an eloquent and impressive lecture on "The kinship between Hinduism and Buddhism." We commend his object, which is to bring about a reconciliation between the Hindus and the Buddhists.

Miss Lucy Booth the youngest daughter of General Booth who has assumed the title of Colonel Ruhini has been enthusiastically received at Bombay and is on her way to Calcutta.

We are glad to hear of a widow marriage having been lately celebrated at Raj Mahendri at the instance of the local Widow Marriage Society.

The Empress of India has invested the Rani of Gondal, who visited Windsor with her husband in September last with the Imperial Order of the Crown of India. Princess Beatrice and the Dutchess of Connaught were present on the occasion of the [illegible]mony.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৪ সংখ্যা। } কার্ত্তিক ১২৯৯—নবেম্বর ১৮৯২। } ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সামযিক প্রসঙ্গ।

কলিকাতার বাণিজ্য—গতবর্ষে কলিকাতার ৬৭॥ কোটীর অধিক টাকার বাণিজ্য হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমদানী ২৮, ৬৫, ৭২, ৩৪২ এবং রপ্তানী ৩৮, ৯১, ৩৬,০৫৫ টাকার মাল। বিদেশীয়েরাই যে এই বাণিজ্যের অধিকাংশ ফলভোগী তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে ৫০ লক্ষ মণের অধিক চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

চিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী—গত ২১এ অক্টোবর এই মহা মেলার জন্য প্রস্তুত বৃহৎ অট্টালিকাটীর উৎসর্গক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, শীঘ্র মেলা আরম্ভ হইবে। পত্নীবিয়োগ নিবন্ধন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হেরিসন উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

স্বর্ণমণি মুস্তোফী পুরস্কার—হুগলী জেলার শ্রীপুরের বাবু পূর্ণচন্দ্র মুস্তোফী ও অতুলচন্দ্র মুস্তোফী নিম্নলিখিত ৩টী রচনার পুরস্কার দিবেন। ১৮৯৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর পর ১৫ই তারিখের মধ্যে রচনা গৃহীত হইবে :—

১। মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি (বাঙ্গালা ভাষায়) সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার ২০০৲।

২। মাতা অভাবে গাভীদুগ্ধে জীবন রক্ষা ও গোহত্যা অন্যায় (ইংরাজী বা উর্দ্দু ভাষায়) ৫০৲

৩। ভাতের ফেণ গালা অকর্ত্তব্য, তজ্জন্য ভারতবাসী হীনবল ও নির্ধন হইতেছে। (বাঙ্গালা ভাষায়) ৫০৲

ঝটিকা—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোকনদ নামক স্থানে ২ ঘণ্টা কাল ঝড় হইয়া সমস্ত প্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়াছে, অনেক বৃক্ষ উন্মুলিত এবং শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—২৪ পরগণা ও ময়মনসিংহে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এক মাস কাল সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কেহ সাহায্য প্রেরণ করিলে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। আমরা ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানে অতি শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আসিয়াছি।

জীবনের উদ্দেশ্য।

"বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এসংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।"

কবি যথার্থই বলিয়াছেন এজন্ম বৃথা নহে এবং এ জীবন অর্থশূন্য নিশার স্বপন নহে। জন্মিয়া অবধি পদে পদে বাধা পাইলেও জন্ম বৃথা নহে। সুখ দুঃখ হাসি-কান্নাময় এ সংসারে সকলের সকল আশা পূর্ণ হইতে পারে না। এই হাসি কান্না—আলো ছায়া না থাকিলে নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে জীবন বহন করা কষ্টকর হইত। তখন সুখ দুঃখই বলিয়া বোধ হইত। দুঃখের পর সুখ—কান্নার পর হাসি, আঁধারের পর আলো—পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আছে বলিয়া সুখ, হাসি, আলো ও বিশ্রাম আমাদের এত ভাল লাগে। যে সুখ ভোগ করিবার জন্ত যতঅধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহাই তত শান্তিপ্রদ। তাই বলিতেছিলাম এসংসারে পদে পদে বাধা ও বিপত্তি। এই বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরা অল্প অগ্রসর হইয়া হতাশ হইয়া পড়ি, এবং সেই সময় বলি এজন্ম বৃথা—এজীবন নিরর্থক। এখন এই জীবনের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা কি? যাঁহারা অর্থলিপ্সু, তাঁহারা মনে করেন অর্থ উপার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। অর্থ জীবনের অনেক সংকার্য্যসাধনে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমরা সাধারণতঃ পদমর্য্যাদা লাভ অথবা ধনোপার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া তাহারই উপর জীবনের সফলতা বা বিফলতা স্থির করি। এ মর সংসারে ধন, মান, বা পদ চিরস্থায়ী নহে। যাহা চিরস্থায়ী নহে, তাহা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ক্ষণস্থায়ী জীবন যদি ঐ ক্ষণস্থায়ী ধন মান ইত্যাদির সহিত শেষ হইত, তাহা হইলে ঐ সকলকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা যাইত। এ জীবন—অনন্ত সাগরের একটী বুদ্‌বুদ্—সহস্র কিরণের একটী কিরণ, অনন্ত বায়ুর একটী নিঃশ্বাস—অনন্ত

প্রাণের একটী কণা। যাহাতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু সেই অনন্ত প্রাণে মিশাইতে পারে, তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য।

আমরা অনেক সময় উৎসাহহীন হইয়া জীবনের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইবার কারণ অদৃষ্টের উপর চাপাই। কিন্তু তাহা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। এসংসারে এক পরম সত্য এই যে কেহ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। আকাঙ্ক্ষা মানুষের কিছুতেই প্রশমিত হয় না বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অসম্পূর্ণ মনুষ্যের সম্পূর্ণতার চেষ্টা বৃথা। যিনি ধার্ম্মিক, তিনি যতই সেই পথে অগ্রসর হইবেন ততই বলিতে চাহিবেন তাঁহার কিছুতে ক্লান্তি কি তৃপ্তি হইবে না; সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যতই তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইবে, তিনি ততই অতৃপ্তহৃদয়ে সেই দিকে ছুটিবেন। যিনি বিদ্বান্, তিনি সাধারণ মনুষ্যের নিকট পরম বিদ্বান্ হইলেও অতৃপ্তহৃদয়ে তবুও বলিবেন আমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। যিনি অর্থলিপ্সু তিনি ধনকুবের হইলেও আরও অর্থের জন্য তৃষিত। কামী এবং ভোগীর সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐরূপ। তাই বলিতেছি এসংসারে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া জীবন বৃথা মনে করা নিতান্ত ভুল। অসম্পূর্ণ জীবনে অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে। যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়া অনেক সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। এ জীবন অর্থহীন স্বপ্ন নহে। এ জীবন এক ভীষণ সংগ্রাম, এই সংসার তাহার রঙ্গভূমি। এ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে দৃঢ়ব্রত হইয়া কর্ত্তব্য অসি লইয়া সাহস, উদ্যম, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইতে হয়। জগদীশ্বর আমাদিগকে নিরুদ্যম ও নিশ্চল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সৎ অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু অনেক সময় অসৎ ও অকর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিয়াও আমরা তাহাহইতে বিরত হইতে পারি না। সে কেবল আমাদের দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে সেই স্বর্গীয় বিভার অনুসরণ করিতে হয় এবং তাহাতেই মনের সমস্ত মলিনতা ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়। নিশ্চেষ্ট ও অযত্ন অবস্থায় সে জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয় না।

ঈশ্বর আমাদিগকে চেষ্টা ও যত্ন করিবার ক্ষমতা দিলেও আমরা সে ক্ষমতার ব্যবহার করি না। যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী নক্ষত্র অবিরামগতিতে চলিতেছে, তাঁহার এ জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যকে তিনি নিশ্চল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মনুষ্যকেও অবিরামগতিতে সেই জ্যোতির দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। কোন্ পথে চলিলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারা যাইবে এবং

জীবনের সেই গূঢ় সত্য কিরূপে উপলব্ধি হইবে? বাহিরের আলোকে চোক ঝল্‌সিয়া যায়। এ আলোকে দিশেহারা হইয়া যাই। বাহ্যিক চক্ষুতে সে পথ দেখা যায় না। অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত না হইলে সে পথ দেখা যায় না।

এ জীবনের গূঢ় রহস্য সেই স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিই ভেদ করিতে পারে। যাঁহারা পূর্ব্বগামী জীবন সংগ্রামজয়ী বীরদিগের পদ অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পথ দেখিতে পান, তাঁহারাই জীবনের সার্থকতা বুঝিতে পারেন এবং তাঁহারাই নিরুদ্যম ও বিপথগামী মনুষ্যদিগকে বীরদর্পে বলিতে পারেন :—

"বলো না কাতর স্বরে,
বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন।"

সৎকার্য্য অনুষ্ঠানই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে সৎ ও অসৎ কার্য্য চিনিয়া লইতে হয়। মনুষ্য অনেক সময় ভ্রান্ত হন। অনেক সময় অসৎকে সৎ মনে করেন। যাঁহারা পরোপকারী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাঁহাদের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। স্বর্গীয় আলোক প্রভাবে তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হয়। যাঁহারা সময়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—যাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিবার চেষ্টা কবিবেন না, যাঁহারা নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, তাঁহাদেরই ভুল হয়, তাঁহাদেরই হৃদয় কুপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তাঁহারাই সেই অন্ধকারে অসৎকে সৎ এবং মন্দকে ভাল বলিয়া ভ্রান্ত হন। তাই বলিতেছি আমাদের অগ্রগামী ধর্ম্মবীরদিগের পথানুসরণ করিলে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝিতে সক্ষম হইব এবং বলিব :—

"এ জীবন সত্য – কর্ম্মসাধন-তৎপর,
ইহার চরম গতি নহে ত মরণ;
'মাটীর মানুষ হবে মাটী অতঃপর,'
একথা আত্মার পক্ষে খাটে না কখন।"

লুসী লারকম।

আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরের দশক্রোশ দূরবর্ত্তী বিভারলী নামক স্থানে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুসী লারকম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত অতি নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান ছিলেন। যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পিউরিটান মতাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল, তখন লুসী লারকমের পিতা মাতা বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আমেরিকাতে গমন করেন। এই পরিবার ধর্ম্মভাব দ্বারা স্থানীয় অধিবাসিগণের চিত্ত এরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল যে, বালক বালিকা যুবক যুবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত ছিল।

লুসী লারকম তাঁহার পিতা মাতার অষ্টম সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম এমেলী। লুসীর পিতা এক দিকে যেমন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তেমনি পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি অতি ক্লেশে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মভাবের এমনই মহিমা যে, একদিনও কেহ তাঁহাকে দারিদ্র্য অবস্থার জন্য বিষণ্ণ বা চিন্তিত হইতে দেখে নাই। পরমেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি দরিদ্রতার কষ্ট হইতে প্রমুক্ত থাকিতেন। লুসীর মাতাও সুগৃহিণী ছিলেন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গৃহকার্য্য এবং ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি স্বামীর অনুসরণ করিতেন। এই দম্পতী মণি-কাঞ্চন সংযোগের ন্যায় পরস্পর আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে সংযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ 'আদর্শ দম্পতীর' গৃহে লুসী লারকম জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে মহত্ত্ব ও দেবত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

লুসীর পিতার দোকানের উপরিভাগে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম মাণ্টহেনা। তিনি অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। লুসী লারকমের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন এই শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি বাইবেলের কথা মুখে মুখে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ধর্ম্ম সংগীত অভ্যাস করেন। তিনি সংগীতে সমবয়স্কদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মুখস্থ একশত ধর্ম্ম সংগীত গাইতে পারিতেন। তিনি এমন ভাবের সহিত গান করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার মধুময় সংগীতে পরমেশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত—বোধ হইত যেন বালিকা হৃদয়ের অন্তস্তলের নিভৃত স্থানে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ভাবাবেশে সংগীত করিতেছে।

পিউরিটান সম্প্রদায়ে তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু লুসী সেই পথ দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। হৃদয়ের সরল বিশ্বাসই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। লুসীর এই স্বর্গীয় প্রভাব তাঁহার ভগ্নী এমেলীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। লুসীর সত্য ব্যবহার, ঈশ্বর ভক্তি, সাধুভাব এমিলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বালিকা-সময় হইতে সত্যের প্রতি লুসীর এরূপ অনুরাগ ছিল যে, কেহ মিথ্যা কথা বলিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। অনেকের এমন প্রকৃতি যে তাঁহারা নিজে মিথ্যা কথা বলেন না; কিন্তু অপরে মিথ্যা কথা বলিলে তাদৃশ বিরক্ত বা দুঃখিত হন না। লুসী এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি নিজে যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মিথ্যাবাদীর প্রতি তেমনি তীব্র বিরাগ প্রদর্শন করিতেন। একবার একটী বালিকা মিথ্যা কথা বলায় লুসী তাহার সহিত কখনও

কথা বলেন নাই। সেই বালিকাটী যৌবনে পদার্পণ করিলে দেখা গেল যে, বালিকা-বয়সে তাঁহার ভিতরে যে বিষ-বীজ প্রবেশ করিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার ভয়ানক কু ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বালিকা লুসী ফুল ফল এবং বন উপবন প্রভৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মহান্ পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। তিনি পরমেশ্বরের অমৃতময় রাজ্যে বাস করিতেন। ভগবান্ সর্ব্বত্র, সকল সময় বর্ত্তমান এই মহা সত্য তাঁহার প্রাণে উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল ও স্নেহময়ী করিয়াছিল। তিনি বন-বালিকার ন্যায় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। কিন্তু শীঘ্র ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়া তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল।

যখন লুসীর বয়স ১০ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম গৃহকর্ত্তার অভাবে লারকম পরিবারের অতি দৈন্য দশা উপস্থিত হইল। তাঁহারা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এই নূতন স্থানে একটী কলে লুসী কাজ করিতে আরম্ভ করেন। পরিশ্রমের আতিশয্য প্রযুক্ত তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে অবসর পাইলেন না। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যখন একটু বিশ্রামের সময় পাইতেন, তখন নানা প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

কলে অনেক শ্রমজীবিনী বালিকা কাজ করিত। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই নৈতিক জীবন হীন দেখা যায়। লুসী স্বীয় চরিত্রবলে তাহাদিগের ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সাধু ব্যবহার ও সদালোচনা দ্বারা পাপের প্রতি সকলের ঘৃণা জন্মাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি সেই বালিকাদিগের মধ্যে জ্ঞানালোচনার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। বালিকাদিগের জন্য একখানা সাময়িক পত্র বাহির করিলেন। কলের সকল বালিকাই তাহার গ্রাহক হইল। যাহারা লেখা পড়া জানিত, তাহারা নব-প্রকাশিত কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল। লুসী সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বালিকাদিগের সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। সেই সময় সকল বালিকা একত্রিত হইয়া সেই কাগজ পাঠ এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিত। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানালোচনা আরম্ভ হওয়ায় বালিকাগণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে লাগিল। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহায় সহায়।" লুসী সাধু সঙ্কল্প দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করাতেই পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ তাহার মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল।

অশিক্ষিত দরিদ্র এবং হীনচরিত্র শ্রমজীবিনী বালিকাদিগকে কিরূপে জ্ঞান

ও ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত করিতে হয়, বালিকা লুসী তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রেম ও ধর্ম্মভাব তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। এই দুই বস্তু দ্বারাই তিনি সমবয়স্ক বালিকাদিগের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মধ্যে এইরূপ লোকহিতকর কার্য্য করা সামান্য হৃদয়বত্তার পরিচায়ক নহে। লুসী ধর্ম্ম-প্রচারকের নাম গ্রহণ করেন নাই; কিম্বা "আমি ধর্ম্ম প্রচার করিব" এই সংকল্প লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এমন উন্নত ও প্রেমময় ছিল যে, মৃগনাভির গন্ধে যেমন কাননের চতুর্দ্দিক্ সৌরভান্বিত হয়, তেমন তাঁহার সাধুজীবনের সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া নিকটস্থ নরনারীর জীবন সুগন্ধিময় করিয়াছিল। এ শ্রেণীর নরনারীগণ মুখে কোন কথাই প্রচার করেন না, ইঁহাদের চরিত্রই নীতি ও ধর্ম্মের প্রচারক। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন দূষিত বাষ্পরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইঁহারা যে স্থানে বাস করেন, ইঁহাদের চরিত্র অনলে সে স্থানের পাপ বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এ সকল জীবনের ইহাই বিশেষত্ব।

লুসী লারকম শ্রমজীবিনী বালিকাদিগকে সৎপথে আনিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন, একথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায় তাঁহার প্রতি তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিপাত হইল। এ সময় কোনও নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ লুসীকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা প্রদান করিয়া কিছু কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন এবং নিজেও নিয়মিতরূপে শিক্ষা করিতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তথাকার উপাধিধারী (গ্রাজুয়েট) হইয়াছিলেন। যে বালিকা কারখানায় শ্রমজীবিনীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, যাঁহার সংসারে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না, তিনি ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অতি উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সংসারে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অনেকেই রাজপদে আসীন হইয়াছেন, অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়বিধ পদার্থ সমানভাবে লাভ করা অনেকের ভাগ্যেই কম ঘটে। লুসী লারকম এরূপ দেব-চরিত্রের দৃষ্টান্তস্থল। দরিদ্রের সন্তান, সমশ্রেণীর শত শত হীনচরিত্র বালিকাকে সৎপথে আনয়ন ও শিক্ষা দান করা এবং নিজে বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়া উচ্চ উপাধি লাভ করা অতি গুরুতর ব্যাপার। লুসী লারকম স্বীয় জীবন দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞান ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য হইলেই মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধিত হয়। এই মহীয়সী শক্তিসম্পন্না মহিলা উচ্চ লক্ষ্য সাধনের যে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগৎ চিরদিন

তাহা অনুকরণ করিবে। এই বরবর্ণিনী ধর্ম্ম-সংগীত রচনা, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা এবং সাধারণ লোকদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

গ্রীষ্মমণ্ডলের অনেক গাছের মূল ও গুঁড়ি বোতল বা বারেলের মত। ব্রেজিলের বারিগডো বৃক্ষ দেখিতে এইরূপ আশ্চর্য্য। অষ্ট্রেলিয়াতে মিচেল সাহেব ডেলাবেথিয়া বা বোতলগাছ আবিষ্কার করেন। ইহার কাঠ এত নরম যে তাহার উপর গরম জল ঢালিয়া দিলে গলিয়া আঠার মত হয়। এই গাছের লম্বা লম্বা শাখা হয়, তাহা সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশলে গুঁড়ি হইতে এক বা অর্দ্ধ ফুট মোটা স্বাভাবিক অবলম্বন-দণ্ড (ঠেকো) সকল ১০।১২ ফিট উপরে উঠিয়া ঐ শাখা সকল ধারণ করে। এরূপ উপায় না হইলে উপরের ভারে গাছ উন্মূলিত হইয়া যাইত।

বংশীবট জাতীয় এক বৃক্ষের শিকড় এঁকা বেঁকা হইয়া সর্পের মত দেখায়, ইহাকে দেশীয় লোকে সর্প বৃক্ষ বলে। অনুচ্চ ৩০ ফিট বৃক্ষের শিকড় মাপিলে লম্বে ১৪০ ফিট হইবে!

আফ্রিকার বেওয়াব (Monkey bread tree) একটী ঐরাবত বৃক্ষ। রঁসেজার নামক সাহেব গুমার গ্রামে এক গাছ দেখেন তাহার ব্যাস ৩০ ফিট, পরিধি ৯৫ ফিট, ডাল এরূপ প্রশস্ত যে নিগ্রোরা তাহার উপর শয়ন করিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা যায়। ১৪৫৪ খৃঃঅব্দে কাদানষ্টো নামক এক বিনীসীয় পর্য্যটক সেনিগাল নদীর তীরে ১০০ ফিটের অধিক পরিধির এক গাছ দেখেন। বেওবাব গাছের গুঁড়ির মধ্যে ২৫।৩০ জন লোক সচ্ছন্দে শয়ান থাকে। সেনিগাম্বিয়ার এক গুঁড়ির মধ্যে গ্রামস্থ লোকে সভা করিয়া থাকে! বর্ষাকালে গুঁড়ির ভিতর জল জমিয়া পুষ্করিণীর আকার ধারণ করে! এইরূপ জল থাকাতে সে দেশের প্রখর সূর্য্যতাপেও বৃক্ষ সরস থাকে এবং শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই জল কলের জলের মত যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়। বেওবাব বৃক্ষ উচ্চে ৬০ ফিটের অধিক হয় না, ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উর্দ্ধে বাড়িয়া তৎপরে ফাঁড়ে বাড়িতে থাকে। ডাল সকল কড়ীর মত আগাগোড়া প্রায় সমান। ইহার ফল বড় বড় শশার মত, শাঁস সাদা, খাইতে অম্ল মধু, পাকিলে ফলের বর্ণ পাটল হয়, তাহার মধ্যে কাল কাল বীচি থাকে। বাঁদরেরা এই ফল খাইতে বড় ভালবাসে বলিয়া বৃক্ষের নাম "বানর পিঠে গাছ।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগিজ নাবিকেরা একটী বেওবাব

গাছে দাগ দিয়া গিয়াছিল, তাহার পর প্রায় ৪০০ বৎসর গত হয়। আডানসন সাহেব এই সময়ের মধ্যে বৃক্ষের উন্নতির ক্রম গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে ৩০ ফিট পরিধি গাছের বয়স অন্ততঃ ৫০০০ বৎসর। এ গণনাকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলেন। এই বৃক্ষ আফ্রিকার সানিগাম্বিয়া, সুদান, নিউবিয়া ও জাম্বেজি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপে মান্নার উপসাগরের নিকট এই বৃক্ষ আছে, তাহা পোর্ত্তুগিজ বা ফিনীসীয়দিগের আনীত।

ড্রেগুণ বা দৈত্য বৃক্ষ কেপ কলোনী ও বোর্ব্বন দ্বীপে জন্মে, কিন্তু কানারী ও মেডিরা দ্বীপে ইহা অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে! টেনেরিফ দ্বীপের আরাটোবার বৃহৎ বৃক্ষ গোয়াঞ্চে নামক জাতি পূজা করিত। ১৪০২ সালে কানারীজিৎ বেথেস কোর্টস তাহাকে যত বড় দেখেন, ১৭৯৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হম্বোল্ডও তত বড় দেখেন। দুঃখের বিষয় ১৮৭১ সালের ঝড়ে বৃক্ষটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। শিকড়ের উপর গুঁড়ির পরিধি ৪৫ ফিট, ১০ ফিট উচ্চেও গুঁড়ির ব্যাস ১২ ফিট। ইহা উচ্চে ৬৫ ফিট ছিল, শাখাগ্র সকল আনারসের ঝুঁটির মত, পত্র চির-হরিৎবর্ণ।

সিকামোর আফ্রিকার তৃতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ। ইহা উচ্চে ৪০।৪৫ ফিট, কিন্তু ইহার গুঁড়ি বৃহৎ হয় এবং মাথা নিবিড় কুঞ্জবনের শোভা ধারণ করে। ইহার সারকাষ্ঠে মিশরের সংরক্ষিত শব সকলের (the mummies) আধার নির্ম্মিত হইত।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা।

জীব শক্তির স্বাভাবিকী গতি আনন্দের পথে। প্রত্যক্ষ চেষ্টায় জীবকে বিবিধ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিতে দেখিলেও তাহাদিগের পরোক্ষ চেষ্টা আনন্দের দিকে। সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও এই সত্যেরই সমর্থন দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের আত্ম শক্তি দ্বারা নিত্যানন্দের অনুভূতিই সৃষ্টির মূল।

আত্মশক্তি দ্বারে করে আত্ম আস্বাদন।
সুখস্বরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঐ দুইটী বাক্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ ও সৃষ্টির মূল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে ঐ দুইটী মহা বাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিলে উপলব্ধি হয় যে, ভগবান্ আপনিই একদিকে অনন্ত উপভোগ্য পদার্থ হইয়াছেন, অন্য দিকে আপনিই অনন্ত

উপভোক্তা হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিতেছেন। সুতরাং আনন্দ উপভোগ ভিন্ন জীবের স্বরূপ আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব যে কোন কার্য্য দ্বারা জীবের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করা অস্বাভাবিক নহে। তবে আনন্দ ভোগের যে সকল চেষ্টা সামাজিক নীতি ও সামাজিক ধর্ম্মের বিরোধী তাহা অবশ্যই বর্জনীয়।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা কোনও ধর্ম্ম, কোনও নীতি বা কোনও দেশের আচার-বিরুদ্ধ নহে, বরং বিশুদ্ধ বিমল সুখের আস্পদ। কিন্তু অশিক্ষা বা কুশিক্ষা প্রভাবে এক্ষণে এদেশে ঐ প্রথা রহিত এবং নিন্দিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের রমণীগণ যদি অন্যান্য শিক্ষার সহিত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা করেন, তাহাতে গৃহ-সুখের বৃদ্ধি ভিন্ন কোন প্রকার অনিষ্ট দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এ প্রথা বিশিষ্টরূপই প্রচলিত ছিল, তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। অতএব এমন বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগের পথটী কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার পুনঃ প্রচলন অন্যতম সংস্কার করিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য।

আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভারতের কোন কোন প্রদেশে উপরিউক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে। মহিশুরের মহারাণীর কালেজ এবিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঐ কালেজের ছাত্রীগণ বীণা সহযোগে দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সঙ্গীতরসজ্ঞ শ্রীযুক্ত টী, এম্, ভেনকট্ শাস্ত্রী এজন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এজন্য যত্ন ও অর্থ সাহায্য অকাতরে করিতেছেন। দেশের কোন কুপ্রথার দূরীকরণ বা নূতন প্রথার প্রচলন করিতে হইলে সংস্কারকদিগকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কেও তাহা বিলক্ষণরূপে ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র কাতর বা ক্ষুব্ধ নহেন। তাঁহার অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ। তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনজনিত আত্মপ্রসাদ অপরিমেয়। সুতরাং কুসংস্কারাপন্ন দেশীয় লোকদিগের কুৎসা বা অপবাদ ঘোষণায় তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

স্ত্রী, কন্যা, বধূ ইহাঁরা যদি স্বীয় স্বামী, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ইত্যাদির সমক্ষে সঙ্গীতাভিনয় করেন, তাহা হইলে কি দোষ হয়? এবং যদি দোষ না থাকে, তবে বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ আপন আপন গৃহে ঐ প্রথার প্রচলন করিতে অভিভাবকগণকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন কিনা ইত্যাদি

বিষয়ে তাঁহারা আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিয়া পত্রাদি লিখিলে আমরা তাহা সাদরে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিব।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৩৩ সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

কেহ কেহ বলেন যে জগতের মধ্যে যদি সকলেই ভাই ভগিনী হইলেন, তবে আমরা বাবা, মা, খুড়ীমা, জেঠাইমা, খুড়া মহাশয়, জেঠা মহাশয়, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী স্ত্রীকে কি বলিয়া ডাকিব? এবং এই বিষয় লইয়া তাঁহারা কত ঠাট্টা বিদ্রূপও করেন, কিন্তু এইবিদ্রূপকারীগণ যদি একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রম অতি সহজেই বুঝিতে পারেন, কারণ যাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা রহিয়াছে, যাঁহাদের আমরা বাল্যাবধি আপন বলিয়া জানি, জগৎকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহাদের জন্য অত ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, কেন না তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ত রহিয়াছেই। আমরা মনে করি যাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, যাঁহারা পর, তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করিতে হইলে তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিতে গেলে, ভাই বোন ব্যতীত উপযুক্ত সম্পর্ক আর কি আছে? আর কি বলিয়া আপন বলিলে অত মধুময় হইবে জানি না। অতএব যাঁহারা অকপটে জগৎকে ভাই বোন বলিয়াছেন, বলিবেন বা বলিতে পারেন, তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, বিদ্রূপের পাত্র কখনও নহেন। আরও বিদ্রূপকারীগণ মনে করুন দেখি যে মনুষ্যোৎপত্তি শক্তি কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর ও প্রকৃতি সংযোগে উৎপাদিকা শক্তির জন্ম; সুতরাং ধরিতে গেলে সকলেরি পিতা মাতা ঈশ্বর ও প্রকৃতি, তাই জগৎকে ভাই বোন্ বলায় কখনও দোষ হইতে পারে না। আর হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগৎকে ভাই বোন বলায় কেহ দোষ দিতে পারেন না, কেন না হিন্দুর শাস্ত্র কিম্বা উপদেশ যদিও জগতে সকলে সকলের ভাইবোন, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলে নাই তথাপি বলিয়াছে যে "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্! উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" হিন্দুগণ আরও বলেন, "ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা॥" অতএব ভাই বোন অতি পবিত্র সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রেমিক জগৎকে ভাই বোন কেন

না বলিবেন ? ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বিশ্বপ্রেমিকগণই সম্যক্‌রূপে অবগত, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মাত্র (ব্যবহার সর্ব্বত্র আন্তরিকও নহে) বিশ্বপ্রেমের ছায়া ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্ত্ত মাত্র জগৎ আলোকিত করিয়া আবার স্বার্থদ্বেষ প্রভৃতি রূপ জলদ জালের ভিতর লুকাইয়া যায়। যে হিন্দুগণ এখন দিন দিন নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া স্বার্থপর ও সৌখিনতার বশীভূত হইয়া নিজকে ও নিজের পরিবারবর্গকে বিলাতি অনুকরণে সজ্জিত করিয়া, বিলাতি চাল চলন ধরিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়েন, সেই হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন বিশ্বপ্রেমিকতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রেম প্রাণিজগতেও বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরাও সেই জাতীয় ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম পালন করিব।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

হিন্দুগণের মধ্যে যদিও জাতিভেদের নিয়ম থাকে, কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক হিন্দুগণ সে জাতিভেদ মানিতেন না, ইহা আমরা পশ্চাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আর যথন কি স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়, কি বিদেশীয় ও বিজাতীয় সদুপদেশমাত্র গ্রহণ করা সাধু ব্যক্তির উচিত, তথন আমরা যীশু প্রভৃতি বিদেশীয় বিশ্বপ্রেমিকগণের সদুপদেশ সমূহও গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে আবার আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে ব্যবহারেই শত্রুতা ও মিত্রতা জন্মে। মিত্রতাই জগতে সুখকর, আমরাও সুখের জন্য লালায়িত, অতএব সুখকর মিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখশান্তিহারী শত্রুতাকে ডাকা কাহারও উচিত নহে। যদি কেহ বলেন যে অর্থ না থাকিলে মিত্র যোটে না, তাহা হইলে আমরা সে কথা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ কতকগুলি অন্ন জলে ছড়াইয়া আমি তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম আর কতকগুলি মৎস্য আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিল ও আমার গাত্র ঠোক্‌রাইতে লাগিল। অন্নগুলি ফুরাইলে মৎস্যগুলিও চলিয়া গেল, এখন কি সেই মৎস্যগুলিকে আমরা মিত্র বলিব ? এইরূপ অর্থ দ্বারা যে মিত্রতা জন্মে সে মিত্রতা মিত্রতাই নহে। জগৎকে ভালবাসিতে হইলে অর্থাৎ মিত্র করিতে হইলে স্বর্গীয় প্রেমের যত আবশ্যক, অর্থ বা পার্থিব অন্য কোন পদার্থের তত অধিক আবশ্যকতা নাই। অর্থ নহিলে যে মিত্র যোটে না বা চরিত্রকে উন্নত করা যায় না এ কথা প্রাচীন হিন্দুগণ এক প্রকার অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাকৃচতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

অতএব সরলান্তঃকরণে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করা, সদুপদেশ দ্বারা লোক-

দিগকে সৎপথে চালিত করা ও কায়-মনোবাক্যে সকলের হিতকামনা করায় ত আর অর্থ ব্যয় হয় না। প্রেম হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি, উহা একটী সাম্রাজ্য বিনিময়েও ক্রয় করা যায় না, উহা অমূল্য সুতরাং উহাতে অর্থের আবশ্যক কি? ভালবাসায় জগৎকে যেমন আপন করা যায়, অর্থবলে, সৈন্যবলে কিম্বা অন্যান্য উপায় অবলম্বনে সেরূপ আপন করা যায় না। বিশ্বপ্রেমিক নিমাই যখন গর্ভধারিণী মাতাকে কাঁদাইয়া—পতিব্রতা পত্নীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া মানব সাধারণের সুখ বৃদ্ধির জন্য পারিবারিক সুখ পরিহার করিয়া, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য,মানবজাতিগত অস্তিত্বানলে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আহুতি দিবার জন্য—লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর চক্ষুর জল নিবারণ করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্রও ছিল না, সেই আত্মত্যাগী সন্ন্যাসিবর ডোর-কৌপিন পরিধান করিয়া দীনবেশে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যে বিশ্ব ছারখার হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ নীচজাতির প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমাজশাসন লোকের যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পতিতা রমণীগণ প্রবল বাত্যাহতা ব্রততীর ন্যায় ভূমিলুণ্ঠিত ও পাদদলিত হইতেছিল, সেই সময় ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রেম-বীণা ইমন্ কল্যাণে গাইয়া উঠিল, "আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্"। সেই আহ্বানে—সেই প্রেম সংকীর্ত্তনে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া চৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিলেন। ভ্রাতা ভগিনীগণের জন্য যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে—যিনি জগৎকে ভালবাসিয়াছেন, যাঁহার বাহু জগৎকে প্রেম আলিঙ্গন দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত, তিনি কি পরিবারগণের সসীম স্নেহে আবদ্ধ হইয়া গৃহে থাকিতে পারেন? জগতে সকলে ভাই ভাই, সকলে ভাইবোন্, এই মন্ত্র যাঁহার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য-সাধনের জন্য যিনি আত্মবলী দিলেন, সেই মহদাশয় বিশ্বপ্রেমিক চৈতন্যের পবিত্র চরিত্র অতি মহৎ, সে চরিত্র আদর্শ চরিত্র, সে চরিত্র দেবতারও অনুকরণীয়। তাই চৈতন্যের চরিত্রে মোহিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার প্রেম সংকীর্ত্তন সেই সমস্ত পাপীতাপীদিগের প্রতি যেন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তাপিত বালুকারাশির উপর বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাঁহার সেই 'আমরা সব এক পিতার সন্তান, সব ভাই ভাই, সব ভাই বোন' সঙ্গীতে কত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া উঠিল, চৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হইয়া গেল। কথিত

আছে দস্যু জগাই মাধাই প্রথম দর্শনে ইহাঁদিগকে থাপরা ছুড়িয়া মারে, পরে ইহাঁদের প্রেম-সংকীর্ত্তনে মোহিত হইয়া মন্ত্রশিষ্য হয়। চৈতন্যের সাধনা মন্ত্র জাতিভেদ,বর্ণভেদ ও মান অপমান বিস্মৃত হইয়া সবাই ভাই ভাই, সবাই ভাই বোন হওয়া। সাধনায় সিদ্ধ লাভ, এই প্রবাদ চৈতন্য অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যে "ভাই ভাই, ভাই বোন" রূপ মন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধনার ফল দয়াময় হরি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই চৈতন্য-দেবই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রকৃত প্রচার কর্ত্তা, ইনিই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম সম্যক্‌-রূপে অবগত ছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলে, মহাপ্রভু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আদর্শ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, যথায় ভ্রাতা ভগিনী একাধারে মিলিত—যথায় জাতিভেদ নাই, লিঙ্গভেদ নাই—যথায় মান অপমান বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে অমৃতান্ন প্রদান করেন। শিবের পার্শ্বে দুর্গা, নারায়ণের পার্শ্বে লক্ষ্মী, রামের পার্শ্বে সীতা ইত্যাদি হিন্দু দেব দম্পতীর মূর্ত্তি মিলিত থাকে, যে কোন তীর্থে যাও দেখিবে দেব দম্পতী মিলিত; কালীঘাট যাও দেখিবে কালিকা নকুলেশ্বর, কাশী যাও দেখিবে অন্নপূর্ণা মহেশ্বর ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যাও দেখিবে বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রা একাধারে মিলিত। হিন্দু এমন ভ্রাতা ভগিনীর মিলন শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন্‌ তীর্থে দেখিয়াছেন? এমন জাতিভেদ, বর্ণভেদ, মান অপমান বিস্মৃত হওয়াই বা কোন্‌ তীর্থস্থানে আছে? কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন এই সময় যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই মহা তীর্থে সেই যন্ত্রণাদায়ক সমাজবন্ধন ছিল না। এখানে বিধবাগণকে একাদশী ও একাহার করিতে হয় না, এখানে পতিত ব্যক্তিগণও পবিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া নিজের চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাই এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আদর্শ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য অবস্থান করিলেন। তাই তিনি গয়া, গঙ্গা, কাশী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন, চন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, ব্রহ্ম-পুত্র ও গঙ্গাসাগরাদি সর্ব্বতীর্থ ছাড়িয়া এই স্থানেই যোগ সাধন করিলেন। চৈতন্যই একমাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভেদজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, উহা বৃথা অভিমান মাত্র, সংসারে সাম্যই সুখ। তাই যে তীর্থের দেববিগ্রহে ভ্রাতা ভগিনীর মধুর সম্মিলন, যেখানে সকলেই জাত্যভিমান ভুলিয়া ভ্রাতা ভগিনী ভাবে সমবেত, সেই তীর্থই তাঁহার প্রিয়তম হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ন্যায় শাস্ত্রা-দিতেও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য নীরস কিম্বা হৃদয়ের পরিপুষ্টি-বিরহিত ছিল না,

স্বদেশের অবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণ, বিদেশী ছাত্রবৃন্দের পাঠ সমাপনান্তে পুস্তক ফিরাইয়া লইতেন, চৈতন্যের নিকটও ঐরূপ পুস্তক চাহিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া সগৌরবে পুস্তক ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার স্মরণ-তুলটে এই সমস্ত গ্রন্থ উত্তম লেখা আছে, আমি বঙ্গে গিয়া এই সমস্ত মন খুলিয়া প্রচার করিব, তাহা হইলে পাঠার্থে তথাকার কোনও পাঠক আর এখানে আসিবেন না।" পঠদ্দশাতেই যাঁহার প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিয়াছিল, কালে যে জগতের জন্য—জগতের ভাই বোনের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি মানব জাতিগত অস্তিত্বানলে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। চৈতন্যদেব এইস্থানে যোগ সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীক্ষেত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ। যতদিন শ্রীক্ষেত্র থাকিবে, ততদিন নিমাইয়ের নাম থাকিবে সত্য—যতদিন সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক পৃথিবীতে থাকিবেন, ততদিন চৈতন্যের নাম ভারত সন্তানগণের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে সত্য—যতদিন চৈতন্যের নাম থাকিবে, ততদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইবে সত্য, কিন্তু তাঁহার মত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রেমোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত করিবে কে? দেব! তুমি আর একবার এই শোক, তাপ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ ও ক্রোধপূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও—আর একবার আমাদিগকে ক্ষমা গুণ ও প্রেম শিক্ষা দাও—আর একবার আমাদের "আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, সব ভাই বোন" গান গাইতে শিখাও—আর একবার ভাই বোনের দুঃখে আমাদিগকে কাঁদিতে শিখাও। মহাপ্রভো! আর একবার আসিয়া দেখ, আবার সংসারে ভেদ-বহ্নি প্রজ্বলিত—আবার সংসার শোক, তাপ, পাপ, স্বার্থ, ক্রোধে পরিপূর্ণ—আবার জাতিভেদে মনান্তর—আবার সেই মরগণ অভিমানে পূর্ণ—আবার পরস্পর পরস্পরের অন্নত্যাগ করিয়াছে—আবার লোকের অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের হাহাকার—আবার নৈরাশ্যের তাড়না—আবার "আপন, পর"—আবার শোকাতুরের, পতিতের হাহাকার শ্রবণে কাহারও প্রাণে আঘাত লাগে না, সকলেই আপনাপন পরিজন, মান, জাতি, উচ্চপদ ও অর্থ লইয়া ব্যস্ত। যদিও আজও তোমার প্রেম-সঙ্গীত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তিত হইতেছে—যদিও এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচারকের অভাব নাই—যদিও এখনও আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু দেব! তোমার সেই মহৎলক্ষ্য এই ধরাধাম হইতে অপসৃতপ্রায়! মহাত্মন্! তাই আর একবার গোলোকধাম পরিত্যাগ করিয়া এই মরজগতে পদা-

র্পণ কর, দেখ তোমার সেই সাধনের ধন ভ্রাতা ভগ্নী মিলন কালসাগরে নিমগ্ন-প্রায়, অতএব তোমার প্রেমামৃতে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে সেই অমৃত পূর্ব্বের ন্যায় ধরায় সিঞ্চন কর, অসার, রুগ্ন, ভগ্ন, কম্পিত, জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষীণাবয়ব ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াও তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চনে স্বস্থও পুষ্টকলেবর হউক, তোমার প্রেম-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র শ্রীক্ষেত্র বিরাজ করুক। দেব! একবার আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও মান অপমানাদি বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণে সমবেত হইতে পারিব, এবং জগৎও তোমার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহা-মন্ত্র সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ কামনা করিবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

ব।

১। বউ উঠ্‌তে স্থান পায় না, উঠান যোড়া দাসী।

২। বউ জব্দ শিলে
ঝি জব্দ কিলে,
আর পাড়া পড়্‌সী জব্দ হয়
চোকে আঙ্গুল দিলে।

৩। বউ ভাঙ্‌লে সরা,
গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভাঙ্‌লো নাদা,
ও কিছু নয় দাদা।

৪। বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।

৫। বকঃ পরমোধার্ম্মিকঃ।

৬। বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।

৭। বক শাদা বগিনী শাদা, শাদা রাজহংস,
তা হইতে অধিক শাদা তোমার হাতের শঙ্খ।

৮। বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে।

৯। বগা ধার্ম্মিক।

১০। বচন সর্ব্বস্ব।

১১। বজ্রাঘাতে রাম নাম।

১২। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

১৩। বট গাছ নারায়ণ।

১৪। বড় খিদে পাটকেলে কামড়।

১৫। বড় গাছে ঝড় বাঁধে।

১৬। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙুতে মাথা করে হেঁট।

১৭। বড় বাড়ীর বড় কথা।

১৮। বড় মাছের কাঁটা,
আর ঘন দুধের ফোঁটা।

১৯। বড়র বড়, ছোটর ছোট।

২০। বড় লোকে কথা কয়,
সকলেই বলে হয় হয়।

২১। বড় হবে ত ছোট হও।

২২। বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।

২৩। বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।

২৪। বন রক্ষক শিব
শিব রক্ষক বন।

২৫। বন থেকে বেরুল টে,
সোণার টোপর মাথায় দে।

২৬। বনেদি ঘরের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

২৭। বন্ধ্যানারীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।

২৮। বয়সে গাছ পাথর নাই।

২৯। বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

৩০। বরং পণ্ডিত শত্রুণা নচ মূর্খেণ মিত্রতা।

৩১। বরের মাসী কন্যার পিসি।

৩২। বর্গির হাঙ্গামা।

৩৩। বল্‌তে গেলে জাত থাকে না।

৩৪। বল্‌তে পারি কইতে পারি সইতে পারিনে,
নিতে পারি খেতে পারি দিতে পারিনে।

৩৫। বল্‌বো বল্‌বো মনে করি বল্‌তে লাগে ভয়,
নির্ধনী পুরুষের কথা রয় কিনা রয়।

৩৬। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

৩৭। বল্‌লে তো মা মার খায়,
না বল্‌লে বাপ বেঙ খায়।

৩৮। বলং বলং ব্রহ্মবলং
নচ অন্য বলং বলং।

৩৯। বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ।

৪০। বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।

৪১। বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।

৪২। বলেছিলাম হলো না, ঘরে গিয়ে খা।

৪৩। বস্‌বি তো ছেলে ধর, উঠ্‌বি তো কাঠ কাট।

৪৪। ব'সে খে'লে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়।

৪৫। বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং।

৪৬। বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

৪৭। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

'লর্ড টেনিসন্।'

অমূল্য রতন আজ হারালে ব্রিটন!
এরতন যুটী আর খুঁজে পাওয়া ভার,
বহু তপস্যায় হয় অদৃষ্টে মিলন,
সহজে রতন হেন ভাগ্যে ঘটে কার?
কাল রাহু গরাসিল অকলঙ্ক শশী,
কর হানি বুকে মায় কাঁদিছেন বসি! (১)

সমস্ত প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ নীরব।
পশু পক্ষী তরুলতা বিষাদে মলিন,
কিসের অভাবে আজ নর নারী সব—
শান্তিহারা একেবারে—শোকের অধীন;
কে যেন আঁধারি তারে গেছে কোন্ দেশে?
অকূলে ব্রিটন আজ বেড়াইছে ভেসে। (২)

আৰ্ত্তনাদ করে মায়—হায় হায় হায় !
এমন সোণার চাঁদ চলে যায় যার,
সান্ত্বনা কি মানে মনে প্রবোধিলে তায় ?
মা'র প্রাণ পুত্রশোকে করে হাহাকার !
সম্বরিতে নারি শোক কাঁদিছে জননী—
কোথা গেলি টেনিসন্ আয় যাদুমণি ? (৩)

ব্রিটনের ঘরে ঘরে কত নর নারী
ফেলিছে শোকাশ্রু আজ কবীশের তরে,
মহারাণী ভিক্টোরিয়া—নয়নের বারি
ফেলিছেন তাঁর লাগি—ব্যথিত অন্তরে।
রাজ-পরিবার আজ শোকেতে মগন
কবীন্দ্রের মৃত্যুকথা করিয়ে শ্রবণ। (৪)

ভারতে ভারতী লয়ে বীণাযন্ত্র করে
গাইছেন শোকভরে বিষাদের গান,
শ্রবণে বিলাপগীতি-যুগ আঁখি ঝরে,
গ'লে যায় সে গাঁথায় হিমাদ্রি পাষাণ !
জাহ্ণবী যমুনা যেন শোকেতে আকুল
তুলিছে বিষাদ গান—কুল কুল কুল ! (৫)

টেনিসন্—চিরদিন জাতি নির্ব্বিশেষে
চারি মহাদেশে পূজা করিবে তোমার,
যে নাম রাখিলে তুমি স্বদেশে বিদেশে,
গাইবে তোমার গুণ কোটি রসনায়।
মহাকবি মিল্‌টন্ সেক্ষপীর পাশে
তব সিংহাসন পাতা আছে স্বর্গবাসে। (৬)

ওই দেখ সুরগণ স্বর্গীয় প্রসূনে
গাঁথিয়ে অপূর্ব্ব হার,—গলে পরাইতে
এনেছেন উপহার—মুগ্ধ তব গুণে
তাই এসেছেন তাঁরা আদর করিতে।
অতুল কবিত্বশক্তি নিরখি তোমার
দিয়েছেন দেবতারা দিব্য উপহার। (৭)

হে ব্রিটন—কাঁদিওনা মোছ অশ্রুধার,
টেনিসন্ এতদিনে হ'লেন অমর,
মরিলেই পুত্রশোক,—তবে কেন আর
অমরের তরে এত হয়েছ কাতর ?
গর্ভে ধরি রত্ন হেন রত্নগর্ভা তুমি,
পূজিবে তোমায় সবে বলি পুণ্যভূমি। (৮)

অবলার উপকারী বান্ধব এমন
পাইব কি ?—কে ফেলিবে এক ফোঁটা জল,
টেনিসন্ অবলার আত্মীয় যেমন,
সেধেছেন তাহাদের অশেষ মঙ্গল ?
তাই আজ নারীজাতি তোমায় আশীষে,
এত ভাগ্যবান্ তুমি হ'লে বল কিসে ? (৯)

যাও দেব স্বর্গধামে—ভুঞ্জ শান্তি সুখ
ঢালিয়ে পীযূষধারা মজাও সকলে,
জ্বলন্ত লেখনী সেথা মাতায়ে তুলুক
সুরগণে—পিয়াইয়ে কাব্য-পরিমলে।
মহাকবিগণসনে—নন্দন কাননে
কেলি কর চিরকাল আনন্দিত মনে। (১০)

শ্রীচ।

প্রেত সম্বন্ধে আনি বেসাণ্টের মত।

বিবি আনি বেসাণ্ট সম্প্রতি প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ে ইংলণ্ডে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে 'ether' অর্থাৎ নীহারিকা বলে, থিয়সফিষ্ট অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ তাহাকে 'astral matter' অর্থাৎ নাক্ষত্রিক পদার্থ বলে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথ-মোক্তটি পরীক্ষিত, শেষোক্তটি অদ্যা-বধি ভালরূপ পরীক্ষিত হয় নাই। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি একটী আকৃতি দেখিতে পাইল। সে এই মাত্র দেখিল যে কোনও ব্যক্তি যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে; সে কোনও কথা কহিল না, বা কিছু করিল না। দর্শক ইহাকে যে দণ্ডে শোকভাবাপন্ন বা শোক-বিহ্বল দেখে, তাহার অনতিবিলম্বে আকৃতি অদৃশ্য হয়। ইহা কেনই বা আইল আর কোথাহইতে আইল তদ্বিষয়ে কিছু বুঝা যায় না, এবং কেহই কোনও মতে কাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। ইহা সত্য কি মিথ্যা, দর্শক নিজে জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় সেই দৃশ্য দেখিল সে তাহা কিছুই বলিতে পারে না। সে রাত্রিকালে ইহা দেখিয়া ভয় পাইল, অমনি দৃশ্যটি অদৃশ্য হইল। থিয়সফিষ্ট-গণ ইহাকে "astral light" নাক্ষত্রিক জ্যোতিও বলেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন কোনও লোকের মন গভীর চিন্তায় আকুল থাকে, তখন তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির অধীন হয়। যেমন বিদ্যুৎ এক প্রকার প্রকৃত পদার্থ সেইরূপ ঐ চিন্তাও এক প্রকার প্রকৃত তেজ,—এক প্রকার প্রকৃত বল। ইহা স্থানব্যাপিনী বৈদ্যুত-শক্তির মত প্রকৃত। চিন্তার কার্য্য-কারিতা ঠিক্ বৈদ্যুতিক কার্য্যকারিতার ন্যায়। এ কথার যে কোনও রূপ অর্থ নাই তাহা কখনও বলা যায় না। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ বলেন যে, যখন মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা পরি-চালিত হইতে থাকে, তখন আবার মস্তিষ্ক হইতেই বৈদ্যুতিক কার্য্য হইয়া থাকে। লোক যখন জড়জগতে প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত, তখন সে নীহারিকা বা আকাশিক পদার্থ ভেদ করিয়া বৈদ্যুত স্রোত আকাশমণ্ডলে প্রবাহিত করিতে থাকে। তাড়িত যেমন দূরবর্ত্তী স্থানা-ভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বার্ত্তা আনয়ন করে, সেইরূপ লোকে অন্য কোনও লোকের বিষয় অত্যন্ত ভাবিলে সেই নাক্ষত্রিক বা আকাশ পথ অতিক্রম করিয়া চিন্তা-তাড়িত প্রবাহ যে ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই নৈহা-রিক প্রকম্পন যে ব্যক্তির বিষয় ভাবা যায়, তাহার নিকট পৌঁছিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে ভাবে, তাহাকে অভিভূত করে, করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তির চর্ম্মচক্ষুর সমীপে

এক অদ্ভুত আকৃতিতে পরিণত হয়, তাহাই সচরাচর প্রেতাত্মায় অভিহিত। অনেক স্থলে ইহা আবার মানস-ক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্য অনুভূত মাত্র হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যায়। যখন কোনও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়াতে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি কোনও অনুপস্থিত বন্ধু পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ লাভে অত্যন্ত অভিলাষী হয়; তখন এবম্বিধ চিত্র সচরাচর চিত্রিত হয়। বিশেষতঃ পরম বন্ধু ও অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। পরে মৃত্যুর সংবাদ পাইলে আত্মীয় ব্যক্তি জানিতে পারেন যে, যে সময়ে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছেন, ঠিক্ সেই সময়ে তিনি ঐরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। এইত গেল আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা দর্শন সম্বন্ধে ভুবন বিখ্যাত বেসাণ্টের মত। অন্য প্রেতাত্মা বিষয়ে তিনি উল্লিখিত বক্তৃতায় কিছু মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানিনা; বোধ হয় তৎ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রায় তদ্রূপ হইবে। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাসের সহিত ইহাঁর মতের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম।

আজ রোমের ঘরে ঘরে আনন্দ! রোমের সপ্তজন রাজার রাজত্বকালে রোম কখনও এরূপ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয় নাই। কি জন্য রোমান্‌গণ আজ এত আনন্দে মগ্ন? দুর্দ্দান্ত লাটিনজাতি কি রোম আক্রমণকালে রোমের বীরসন্তানগণের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা রোমান্‌গণ কোন বিপুলবলশালী জাতির উপর আজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেইজন্য কি তাহারা আজ এত আনন্দে মগ্ন? না, তাহা নহে। ঐ দেখ রোমের কাপিটলে* আজ প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের চিহ্নস্বরূপ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রোমান্ প্রজা সাধারণের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে। তাই রোমান্‌গণের হৃদয় আজ এত আনন্দে পূর্ণ, তাই প্রতি গৃহে এত আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। আজ রোমের বীরসন্তানগণ দুরাচার টারকুইনকে রোমের সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়াছে। তাহার সহিত তাহার অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহার রোম ত্যাগের সহিত রোমানেরা চিরকালের জন্য রাজা ও রাজপদের সমূলোচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন দ্বারা প্রজা সাধারণের স্বত্ব ও অধিকার সমূহ নিরাপদ করিয়াছে ও তাহাদের স্বাধী-

* কাপিটল পর্ব্বত, যাহা রোমের দুর্গস্বরূপ ছিল।

নতা দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছে,—এই সকল চিন্তাতে প্রত্যেক রোমানের হৃদয় আজ অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ। প্রধানতঃ যে মহাত্মার যত্নে রোমে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়, সেই ধর্ম্মবীর ব্রুটদের যশোধ্বনিতে রোমের গগন আজ পরিপূরিত হইতেছে,রোমীয়গণ তাঁহার গুণের যথোচিত সম্মান করিবার জন্য তাঁহাকে রোমের প্রধান কনসল্ বা সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়াছে। ব্রুটসের হৃদয় যেরূপ সাহস ও বীর্য্যে পূর্ণ ছিল, তেমনি অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। জগতের ইতিহাসে ব্রুটস তাঁহার সে অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার সদৃশ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। আমরা এক্ষণে তাহার সেই কাহিনী বর্ণন করিব।

দুরাচার টারকুইন রোমের সিংহাসন হারাইয়াও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। সে রোমের প্রতিবেশী জাতিগণের সাহায্যে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে রোমের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। কেহই এই নব উদীয়মান রোমের বিপক্ষে সহসা উত্থিত হইতে সাহসী হইল না। শেষে টারকুইন রোমের প্রতিবেশী টরকুইল নামক জাতির অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহারা তাঁহার অবস্থা সন্দর্শনে দয়ার্দ্র ও তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া রোমে দূত প্রেরণ করিল। টারকুইন তাহাদের প্রেরিত দূতের হস্তে রোমান প্রজা সাধারণের নামে এক পত্র প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তিনি তাহাদের নিকট হস্তচ্যুত রাজ্যের জন্য নহে, কেবল তাহার পৈতৃক নিজস্ব সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রোমান্‌গণ তাঁহার এই ন্যায্য প্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিল না। তাহারা তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রদান করিতে সম্মত হইল। এদিকে দূতেরা টারকুইনের উপদেশানুসারে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পেট্রি-সিয়নের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। এই ষড়্‌যন্ত্রে ব্রুটসের পুত্রেরা আসিয়া যোগদান করিল। রোমের সাধারণ তন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য এই ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, রোমান্‌গণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। কয়েকজন প্রভুত্বপ্রিয় সম্ভ্রান্ত পেট্রিসিয়নের‡ নিকট সাধারণতন্ত্রের সাম্যনীতি বড়ই অসহ্য হইয়াছিল। তাহাদের সহিত প্লিবিয়ানগণ সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার ভোগ করিবে, তাহারা আর প্লিবিয়ানগণকে পদদলিত করিতে পারিবে না, রাজ্যের সমুদয় বল সমুদয় উচ্চপদ তাহাদের

‡ রোমানেরা পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান্ এই দুই জাতিতে বিভক্ত ছিল, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ। প্লিবিয়ান্ বা ইতর শ্রেণীর লোক শত শত বৎসর চেষ্টার পর পেট্রিসিয়ান বা ভদ্র শ্রেণীর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সমকক্ষ হইয়াছিল।

আয়ত্তে আর থাকিবে না এই চিন্তা তাহাদের বড়ই কষ্টদায়ক হইল এবং সাধারণতন্ত্রের কঠোর শাসনপ্রণালী ও কঠোর রাজনিয়ম সকল তাহাদের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহারা যে সাধারণতন্ত্রের বিনাশসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বিধাতা তাহাদের সে ঘৃণিত অভিলাষ সফল হইতে দিলেন না, বিধাতার কৃপায় অচিরে তাহাদের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া রোমকে আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিল। প্রতিদিন ষড়্‌যন্ত্রকারীরা একিউলাই নামক একজন সম্ভ্রান্ত পেট্রিসিয়নের গৃহে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিত, কিন্তু একদিন,—যেদিন তাহারা টারকুইনকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে আপনাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে হত করিয়া এবং সেই হত ব্যক্তির রক্তপান ও অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিবে এবং এইরূপ ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক দূতের হস্তে টারকুইনকে প্রদান জন্য পত্র দান করিবে, সেইদিন তাহাদের গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র আর অপ্রকাশিত রহিল না। সেই দিবসও তাহারা ঐ সকল কার্য্য অতি গোপনে সম্পাদন করিবে, কেহই জানিতে পারিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু একিউলাইয়ের একজন ক্রীত দাসের নিকট তাহা গোপন রহিল না। একিউলাইয়ের এই দাস প্রভুর প্রতি সন্দিহান হইয়া গোপনে গৃহের একটী ছিদ্র দিয়া তাহাদের কার্য্য সকল দর্শন করিয়াছিল। একিউলাইয়ের দাস এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল। স্বদেশের এই ঘোর বিপদ দর্শন করিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অবিলম্বে ভেলেরিয়াস নামক একজন সেনেটারের নিকট গিয়া এই গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিল। প্রাচীন রোমের ক্রীতদাসেরা স্বদেশকে স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিতে জানিত, এই দাসের দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ভেলেরিয়াস দাসের নিকট এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না, অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সাহায্যে ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করিলেন। ইহাদের সহিত ব্রুটসের পুত্রদ্বয়ও ধৃত হইল। তৎপর দিন কমিটিয়মে* অর্থাৎ দেশস্থ সকল লোক মিলিত হইয়া যে সভায় সাধারণতন্ত্রের গুরুতর বিষয় সকলের মীমাংসা করে, সেই সভায় আনয়ন করা হইলে প্রধান কনসল্ ব্রুটস তাহাদের বিচার আরম্ভ করিলেন। সমবেত রোমান্‌গণ বিচারের শেষ ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ব্রুটস সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার অপরাধী পুত্রদ্বয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট তাহাদের সমস্ত অপরাধই

* লাটিন ভাষার কমিটিয়ম্ শব্দ হইতে ইংরাজী কমিটি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রমাণিত হইল। তাহারা যে রোমের সাধারণতন্ত্র ধ্বংস সাধনে দৃঢ়সংকল্প ও টারকুইনকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে সকলই প্রমাণিত হইল। ব্রুটস পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া তাহাদের আপনাদের পক্ষ সমর্থনার্থ যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই উত্তর করিতে পারিল না, শুদ্ধ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের এই অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সেনেট সভার অধিকাংশ সভ্য তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিতে ব্রুটসকে অনুরোধ করিলেন। ব্রুটসের অন্যতর সহযোগী কলেটিয়ানস্ তাহাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কমিটিয়মের সমবেত জনমণ্ডলী ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহাদের শোকপূর্ণ বদন যেন নীরবে অপরাধীদের জন্য দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। ব্রুটসের পুত্রেরা করুণস্বরে পিতার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রুটস্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পুত্রাপেক্ষা স্বদেশ তাঁহার নিকট অধিকতর প্রেমের বস্তু। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর পুত্র কলত্র জীবন সকলই পরিত্যাগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এমন প্রিয় স্বদেশের বিদ্রোহী হয়, সে পুত্র হইলেও ব্রুটসের নিকট ক্ষমার যোগ্য নহে। স্বদেশের মঙ্গলার্থ এমন কুলাঙ্গারের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। তিনি দৃঢ়স্বরে জল্লাদকে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা শ্রবণে কমিটিয়মের সমবেত জনমণ্ডলী শোকে অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদান সময়ে ব্রুটসের স্বর একটুও কম্পিত হইল না। যখন জল্লাদগণ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন করিল, তখন তিনি অবিচলিতভাবে সে নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রুও পতিত হইল না। অপরাধী পুত্রদ্বয়কে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া ব্রুটস্ তাঁহার অন্যতর সহযোগী কলেটিয়ানসের উপর অন্য অপরাধীদিগের বিচার ভার প্রদান করিয়া কমিটিয়ম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। করুণহৃদয় কলেটিয়ানস অন্য অপরাধীদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, কিন্তু রোমানেরা তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের পুনর্বিচারের জন্য ব্রুটস্‌কে পুনরায় কমিটিয়মে আসিতে অনুরোধ করিল। ব্রুটস্ তাহাদের আহ্বানে কমিটিয়মে আগমন করিলে সমবেত রোমানগণ তাঁহাকে অপরাধীদিগের বিচার করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু ব্রুটস তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "সন্তানের উপর পিতার যে ক্ষমতা থাকে,

সেই ক্ষমতা অনুসারে আমি আমার পুত্রদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়াছি, অবশিষ্ট অপরাধীদের পক্ষে সমবেত রোমান্‌গণ যে দণ্ড উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেই দণ্ড প্রদান করা হইবে। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের মতে প্রাণদণ্ডই তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইলে অপরাধীদিগের মস্তকচ্ছেদন করা হইল। এইরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক বহুতর বীরসন্তান রোমের ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিল বলিয়া উত্তরকালে রোম জগতের সম্রাজ্ঞীপদে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

গৃহচিকিৎসা।

সর্দ্দি সচরাচর সামান্য পীড়া। সর্দ্দি হইলে, হয় টানিয়া গেলে সারে, নয় ঝরিয়া গেলে সারে। সর্দ্দি বুকে বসিয়া যাওয়াই নানাবিধ রোগের মূল এবং ছোট শিশুর পক্ষে অনেক সময়ে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। সর্দ্দি টানিয়া যাওয়ার অর্থাৎ সর্দ্দির উপক্রমেই আরাম হওয়ার আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

১। কুমীরিকা গাছের শিকড় * ২।৩টী গোলমরীচ দিয়া বাটিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়।

২। একটু হরিদ্রা গুঁড় ও একটু আদা বাটিয়া বড়ি করিয়া সকালে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ রতি। শিশুদিগকে সিকি মাত্রা দিতে হইবে।

৩। (১) তুলল ফুলের পাতার রস হাত পায়ের তেলোয় ও দুই রগে দিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

সর্দ্দি ঝরিয়া পড়াই উত্তম। সর্দ্দি ঝরাইবার আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান ও মিছরির জল পান করা বিধেয়।

সর্দ্দি হইলে অত্যাচার করিলে, (শীতল দুধ পান, শীতল বায়ুতে বেড়ান, ভিজাবস্ত্রে থাকা প্রভৃতি) সর্দ্দি বুকে বসিয়া নানাবিধ কাশির উৎপত্তি ও দুশ্চিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। অতএব সর্দ্দি হইলে সাবধানে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জল-কাশী হইলে, আদা গোল গোল করিয়া কাটিয়া সৈন্ধব বা লবণ মাখাইয়া জলন্ত সলিতায় পোড়াইয়া খাইবে। ২।৩ দিন খাইলে আরাম হইবে।

সর্দ্দিতে গলায় যদি বেদনা হয়, তবে পানে করিয়া সরিয়া তৈল গরম করিয়া

---

* কুমীরিকা লতাবিশেষ। এই লতা পল্লীগ্রামে সূতিকা গৃহেও দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পাকা শিকড় শিলে ঘসিলে চন্দনের মত বাহির হয়,তাহাই লইবে।

(১) এটী কেবল শিশুদিগের জন্য।

গলায় লাগাইবে। ঐ বেদনায় যদি গলার স্বর বসিয়া যায়, তবে আমের পাতায় ঐ তৈল গরম করিয়া দিবে।

গলায় যদি এমন বেদনা হয় যে ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়,তাহাহইলে একটী বড় পান ঠোঙার মত করিয়া তাহাতে প্রদীপের শিষে জল গরম করিয়া ৩।৪ ঢোক খাইলে আরাম হইয়া যায়।

১। কাশী যদি হাঁপানির মত হয়, তবে শ্বেত আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া রোগীর গলায় মালিস করিবে।

২। উক্ত রোগীর শ্লেষ্মা উঠাইবার আবশ্যক হইলে একটা পাত্রে ধুতুরা ছাড়াইয়া তাহাতে আগুণ দিয়া সে ধূম রোগীকে আঘ্রাণ করাইবে, তাহা হইলে শ্লেষ্মা উঠিয়া পড়িবে।

৩। তিত বেগুণ (বৃহতী) ভাজিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

৪। বিছুটী পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও এ রোগ উপশম হয়।

৫। খানকত তেজপাতা কলিকায় রাখিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া রোগীকে সেই ধূম পান করিতে দিবে।

সর্দ্দি হইলে অনেকের বুকে বেদনা হইয়া থাকে *। এরূপ হইলে গৃহ-চিকিৎসার উপর নির্ভর না করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

সর্দ্দিবশতঃ কান কামড়ানি বা কট-কটানি হইলে একটা রশুন ছাড়াইয়া কানের ভিতর রাখিলে আরাম হয়।

বনমরীচ নামক লতার পাতা সরিষা তৈলে দিয়া তৈল গরম করিয়া কানের ভিতর ঐ তৈল দিলে আরাম হইবেক।

সর্দ্দি হইলে প্রায়ই জ্বর হইয়া থাকে, সে জ্বর সর্দ্দির আরামের সঙ্গেই আরাম হয়। যদি চিকিৎসা আবশ্যক হয়, তবে প্রথমে জোলাপ লওয়া বিধেয়। বিল্বপত্রের রস একরূপ জোলাপ। অথবা ২।৩টী লবঙ্গের সহিত ৩।৪টী হরীতকী বাটিয়া গরম জলে গুলিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে খুব খানিকটা গরম জল খাইলে জোলাপ খুলিবে। জোলাপ খুলিলে সর্দ্দি টানিবার ঔষধ সেবন করিলে আরাম হইতে পারিবে।

জ্বরে পথ্য খই, মিছরি, রুটী ও সাগুদানা। জ্বর না থাকিলে একবেলা রুটী ও এক বেলা ভাত খাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

* সর্দ্দিতে বুকে বেদনা হইলে বুকে আকন্দের পাতার সেক দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা কালিকাসিন্দা গাছের পাতা ইক্ষুচিনি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হইতে পারে।

রাসায়নিক কৌতুক।

১। সীসকের গাছ প্রস্তুত প্রণালী—একটী কাচপাত্রে কিছু এসিটেট্ অব্ লেড জলে গুলিয়া তাহাতে দুই তিনটী দস্তার পাতের লম্বা এবং সরু টুকরা ফেলিয়া রাখিলে দুই তিন ঘণ্টা পরে দেখিবে যে পাত্রের তলায় শেহালার ন্যায় সুন্দর দানা বাঁধিয়া দস্তার পাত হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এসিটেট্ অব্ লেড বেনের দোকানে পাওয়া যায়। ইহা শুক্‌লেট্ (Sugar of Lead) বলিয়া বিক্রীত হয়। ভাল করিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত করিলে একটী কুইনাইনের সিসি বা অন্য কোন ফাঁদাল গলাযুক্ত সিসি লইয়া তাহার কাকের (cork) নীচে একখণ্ড দস্তার চাক্তি দিবে; পরে দুইটী বা তিনটী তামার সরু তার লইয়া, কাকের ও দস্তার চাক্তির ভিতর দিয়া সিসির ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে। এরূপ ভাবে দিবে যেন তারগুলি দস্তায় লাগিয়া থাকে। পরে দুই তিন পয়সার শুক্‌লেট্ কিনিয়া তাহা জলে গুলিয়া ঐ সিসি পূর্ণ করিয়া দিবে। দেখিও দস্তার চাক্তি যেন জলে ডুবিয়া থাকে। তিন চারি ঘণ্টা পরে দেখিবে যে এই তামার তারগুলি হইতে চারিদিকে সীসকের দানাগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। সীসক ভিন্ন অন্য ধাতু হইতেও এইরূপ সুন্দর দানা পাওয়া যায়। নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার জলে গুলিয়া তাহাতে পারা ফেলিয়া দিলে] এইরূপ "রূপার গাছ" প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

২। বাজী—একটী হাঁসের ডিম লইয়া তাহার এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরের যাহা কিছু বাহির করিয়া লও। এই খোলাটী শুকাইয়া টেবিলের উপর রাখ। পরে একটী কাচদণ্ড ও এক টুকরা ফ্ল্যানেল লও। এই দুইটী দ্রব্যকে গরম কর এবং এই কাচদণ্ডটী ফ্ল্যানেলে উত্তমরূপে ঘসিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে ঐ কাচদণ্ডটী হাঁসের ডিমের খোলাটীর অতি নিকটে লইয়া গেলে খোলাটী কাচদণ্ডের দিকে সরিয়া আসিবে। কাচদণ্ডটী আস্তে আস্তে যত সরাইবে, ডিমের খোলাটীও তত তাহার দিকে সরিয়া যাইতে থাকিবে।

৩। একখানি রবারের চিরুণি (যাহা মেয়েরা মাথায় দেয়) বা অন্য কোন রবারের জিনিষ ফ্লানেল দিয়া খুব ঘসিলে তাহাতে তাড়িত উৎপন্ন হয়। কুচা কাগজ, লোম বা নরম পালকের নিকট সেই রবারের জিনিষ ধরিলে তাহার টানে তাহার উপর লাফাইয়া আসিয়া পড়িবে।

তুরস্ক নারী।

আমাদিগের দেশে যেমন অন্তঃপুর ও বহির্বাটী আছে, তুরস্ক দেশেও সেইরূপ আছে। অন্যান্য মুসলমান-রাজ্যেও এইরূপ বন্দোবস্ত। অন্তঃপুর প্রথা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ের এস্থানে অলোচনা হইতেছে না। ইহা ভালই হউক বা মন্দই হউক আমরা যে ইহা মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দুরমণী অবরোধবাসিনীও ছিলেন না, এরূপ অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। তাঁহারা বিদ্যাবতী, লজ্জাবতী ও অন্যান্য সদ্‌গুণবতী ছিলেন। লজ্জাই নারীর প্রধান গুণ,লজ্জাই নারীর অমূল্যনিধি, এই গুণে যিনি গুণবতী, তিনিই পরম গুণবতী, পরম সুন্দর। বর্ত্তমান সময়ের বামাগণ অন্য কোনও বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হউন বা না হউন,এই এক রত্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের অদ্যাপিও এত গৌরব; এখনও ইহারই দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছেন, এখনও তাঁহারা ইহা পাইয়াছেন বলিয়াই স্ব স্ব জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। তুরস্ক নারীদিগেরও বেশ লজ্জাশীলতা আছে। হিন্দু বালিকার মুখে যখন স্তন্যের গন্ধ, তখন হইতে বৈবাহিক কার্য্যপ্রণালী অনুকরণ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে ভাবী জীবন অভিনয় করিতে শিক্ষা করে। ইহাকেই বলে পুতুল খেলা, ইহাকেই বলে বৌ বৌ খেলা, রাঁধীবাড়ী খেলা অর্থাৎ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে পরিজনকে, জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবকে, আহূত বা অনাহূত আগন্তুক অতিথি দেবতাকে পরিবেশন করা। একদিকে যেমন মাতৃত্বের দায়িত্ব, অপরদিকে তেমনি পরিণীত জীবনের পরম সুখ, একদিকে যেমন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের দায়িত্ব, অপরদিকে তেমনই আতিথ্য-সৎকারজনিত পরম ধর্ম্মলাভে মোক্ষফল লাভ করে। একজন সুবিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, নারীর গৌরব শুদ্ধ মাতৃত্বে। একথার মূলে যে অমূল্য সত্য আছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে অবগত আছেন। অস্মদ্দেশীয়া বালিকাদিগের মত তুরস্কদেশীয় বালিকারাও ক্রীড়াচ্ছলে আপনা আপনি ভাবী জীবনের শিক্ষা ও দূরদর্শন লাভ করে। ইংরাজ-বালিকা কি বালিকা নয়? ইহারাও ত পুতুল লইয়া খেলা করে, মাতৃত্ব ও ও বৈবাহিকত্বের দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে? করে সত্য, প্রভেদ এই অধুনাতন প্রাচ্য মহিলাগণ মনে করেন যে, বিবাহই যেন নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য মহিলাগণ তাহা ভাবেন না। তাঁহারা জানেন যে, ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহার সহিত অন্যান্য মহদুদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট আছে, সেগুলিও

কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ভাল বরে বিবাহ হইবে বলিয়া তুরস্ক বালিকাকে লেখা পড়া শিখিতে হয়। পিত্রালয় তাহার শিক্ষালয়। বিবাহের পর সে শ্বশুরালয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখে গমন করে। এই সকল বিষয়েই আমাদিগের বালিকাগণের সহিত তাহাদিগের মিল আছে। তুরস্ক সমাজে নারী সম্মানিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোক পুরুষকে ঘরে বাহিরে যথোচিত ভৎর্সনা করিতে পারেন, কিন্তু পুরুষ কখনই স্ত্রীলোককে ভৎর্সনা করিতে পারেন না, করিলে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। তুরুস্কনারী অলস থাকিতে পায় না। লেখা পড়া, বাদ্য, চিত্র, বুটীতোলা; সেলাই, পোষাক তৈয়ারি করা—রন্ধন, গৃহাদি মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার রাখা, বস্ত্রাদি ইস্ত্রি করা—এইগুলি তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়।

শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

(গতবারের শেষ)

শিশুদের যখন কথা বলিবার শক্তি জন্মে, তখন শিশু আধ আধ বোলে জননীর নিকট "মা! এটা কি, ওটা কি?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকে। সে সময় মাতা ঐ বস্তুর যথার্থ নাম ও বিষয় গোপন করিয়া শিশুর কৌতুক জন্মাইবার জন্য কোনও কাল্পনিক বিষয়ের উল্লেখ করিবেন না, কিম্বা "কি জানি বাপু! আমি তোমার সহিত আর বকিতে পারি না" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। শিশু যদি সান্ধ্য মেঘের লোহিত বর্ণ দর্শন করিয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করে "মা, ও কি?" মাতার উচিত, "বুড়ি সিন্দুর মেলিয়া দিয়াছে" না বলিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাই মেঘ লাল হইয়াছে" বলা। শিশুদের নিকট মন্দ বিষয় গোপন করিয়া কেবল ভাল বিষয় সর্ব্বদা বলাও উচিত নহে, কেন না সংসারে যখন ভাল মন্দ দুই আছে, আর শিশুগণও সেই সংসারক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, তখন একদিন না একদিন মন্দকে জানিতে পারিবে; তখন সেই মন্দের ফল না জানিয়া হয়ত উহাতে লিপ্ত হইবে, তজ্জন্য যেটি মন্দ কার্য্য তাহার বিষয় গোপন না করিয়া উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ঐ কার্য্যের প্রতি শিশুর ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। এক কথায় যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, এমন সমস্ত কার্য্যে সন্তানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া মাতার উচিত। কুসঙ্গ হইতে সন্তানকে দূরে রাখাও মাতার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। যে

বালক কুসংসর্গে থাকে, তাহাকে উপদেশ দাও, প্রিয় বস্তু দাও, মিষ্ট বাক্য বল, আর গালি দাও, প্রহার কর, বা অন্যান্য প্রকার শাস্তি দাও. কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিবে না। শাস্তি ও উপদেশের ফল ক্ষণস্থায়ী, তাহাকে আবার ঐ কুসঙ্গ ধরিবে, অমনি উহা চলিয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। ১০ই নবেম্বরের ফরাসী রাজকীয় টেলিগ্রাফে প্রকাশ যে ফরাসীরা ডাহোমীয়দিগের রাজধানী কানা অধিকার করিয়াছে। ঘোরতর যুদ্ধ হয়, দেশীয় স্ত্রীসৈন্য দলও স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রবলের হাতে হতভাগ্য আফ্রিকজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।

২। হাবড়া পঞ্চাননতলা নিবাসী বাবু ক্ষীরদচন্দ্র পাল হাবড়া তেলকুল ঘাটে লৌহ সিঁড়ী সহিত একটী চাঁদনী নির্ম্মাণার্থ পোর্ট কমিসনরদের হস্তে ১৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

৩। কাকিনিয়ার রাণী শ্রীমতী মনোমোহিনী চৌধুরাণী স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাসাগর স্মৃতিচিহ্ন ফণ্ডে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। গবর্ণর জেনারল ভূপাল দর্শন করিয়া তথাকার বেগমের প্রতি খুব সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫। নদিয়ার দানশীল জমীদার বাবু নফরচন্দ্র পাল কৃষ্ণনগর হাঁসপাতালে স্ত্রীলোকদিগের একটী গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০০৲ টাকা দিয়াছেন।

৬। বরদার গুইকুমার আপনার রাজ্য মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে পুত্র কন্যার বিবাহে ২০০৲ টাকার অধিক যৌতুক কেহ প্রদান করিতে পারিবেক না। বঙ্গদেশে কি এরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না?

৭। সে দিন পিও কোম্পানীর জাহাজ চিনের সমুদ্রে ভগ্ন হইয়াছে, গত ২৭শে অক্টোবর আবার গ্রাহাম কোম্পানীর রুমানিয়া জাহাজে লিসবনের অনতিদূরে ভগ্ন হইয়া ১৭২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নবগ্রাম—জনৈক বঙ্গ মহিলা প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পুস্তকখানির লেখা সরল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং গল্পটী সুপ্রণালীবদ্ধ। ইহাতে কয়েকটী সুন্দর চিত্র এবং অনেকগুলি দৃষ্টান্তচ্ছলে উপদেশ আছে

একজন বঙ্গ মহিলা এরূপ মনোজ্ঞ উপন্যাস লিখিতে পারেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে।

২। মনোরমার গৃহ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। সুভর্ত্তা ও সুভার্য্যা মিলিত হইয়া কেমন করিয়া সুখের ঘর সংসার করিতে পারেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অসৎ পতি ও পত্নীও কেমন করিয়া ভাল হইতে পারে ইহাতে তাহা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্য সংসারে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা বেশ সরস এবং বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। পাঠক পাঠিকাগণ বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠে পুলকিত ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

৩। সাধনা—শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ইহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধের বৈচিত্র, ভাষার মাধুর্য্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও মুদ্রাঙ্কণাদির পারিপাট্য সকল বিষয়েই সাধনা প্রশংসার্হ। এরূপ পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বামারচনা।

অভিনন্দন।

(আলো ও ছায়া-প্রণেত্রীর প্রতি)

আধেক রয়েছে রাতি,
আধেক জেগেছে উষা,
আধেকে আঁধার বাস,
আধেকে কনক ভূষা!
আধ গীতি গা'য় পাখী,
আধ ফোটে বেলি ফুল,
স্বরগ মরত আধ,
চিনিতে আঁখির ভুল!
আকাশে অমরী-কণ্ঠ
আধ আধ শোনা যায়,
আধ সে আঁচল খানি
লুটিছে সুমেরু গা'য়!
জগত ভরিয়া গেছে
আধ আলো আধ ছায়া,
কে হেন মোহিনী মেয়ে
কার এ মোহিনী মায়া?

কার এ মধুর বীণে
মন্দাকিনী উথলিল,
কার এ পাপিয়া আসি
অকালে ঝঙ্কার দিল?—
জানিনে নারী কি দেবী,
জানিনে কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি—একবার
এস কাঙ্গালের পুরে!
উঠিছে পূরবাকাশে
তোমারি পুরবী তান,
মরমে পশিছে মোর
শিহরি আসিছে প্রাণ!
জাগিয়া স্বপনে শুনি
তোমারি মধুর বাঁশি,
মনে মনে পূজি নিতি,
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি!

প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

The Bamabodhini Patrika.

The Duchess of Teck takes great interest in the cause of the needlework guild, whose object is to benefit the workers and the recipients of the work. Last year alone 250,000 articles were produced. A great many poor people are thus clothed. Patience, perseverance, industry and sympathy were all encouraged by the guild, which was thus a benefit to work. Many a gentle lady, especially, widows not in good circumstances, might be helped to earn a decent livelihood if such a guild were established in our own country. We throw out this suggestion to our readers.

October is the time when all the colleges in England re-open after the long holidays. It is astonishing to find the number of opening and other scholarships in Arts, Literature and Science thrown open to the women in various places of learning in London, Cambridge and Oxford. Private citizens, the Queen herself, and different guilds vie with each other in encouraging higher education among women in England. Thus year by year the scholarships increase, bringing into the field proportionately a greater number of women to compete for them. We may well follow the example of giving such liberal aid towards encouraging the higher education of women.

According to the official French despatches of the 10th instant, the French forces have captured the sacred Dahomyan city of Kana after hard fighting, in which the French lost fifty men in killed and wounded.

The gratest English singer poet Tennyson has 'crossed the bar' in his 83rd year. In his journey heavenward, his immortal spirit left the mortal remains at midnight, when there was no artificial light in the room but the moon shining in his face, emphasising in his own words: "Twilight and Evening Bell and after that the dark!

And may there be no sadness of farewell when I embark."

He was buried in the Poets corner, beside Browning in the Westminster Abbey, where religion, science, statesmanship, arts, law, medicine were represented by the leading lights of the respective branches. All English knowing people will always remain under obligation to Tennyson for his highly elevating poetical writings. His spirit will always live with us to teach us toprepare to embark for a better world.

The following words taken from the "Princess" sum up Tennyson's view of woman's position :—

"The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarf'd or godlike, bond or free.

* * *

If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?"

Miss Eckermann, a lady missionary, is now on a visit to Calcutta to further the good cause of temperance. She is a member of the Women's Christian Temperance Union. We wish her all success in the noble cause for which she has been working.

The people, the sovereign of Spain, and all the representatives of European and American nations were celebrating

the fourhundredth anniversary of Columbus's sailing on Oct. 12 last, from Huelra, to discover America. The Great Western nations, in the course of the last 400 years, have made great progress in all that make people happy.—in religion, education and in material improvement, and the land where they dwell, was discovered by the genius and single-handed efforts, amidst trials, of one man. Italy where the great discoverer was born, and Spain, whose Queen helped Columbus with ships, may well be proud of Columbus.

We think our education complete when we leave the schools and colleges, and forget that we can improve our minds always by further learning the arts and sciences. In England by the establishment of Polytechnics and by the university extension lectures, people are being more cultured than they were before. It would be worth while to have evening lectures and examinations conducted in connection with them in our country.

The Demorest's Family Magazine for October records the following good news about the work of women :—

There are 56 women medical missionaries in China.

Miss Emily Dickson of Dublin, lately took the highest honours at the Royal University of Ireland, far outstripping all the young men. She is a Dublin girl, the daughter of a member of Parliament.

Miss Phillippa Fawcett, who had the honor, two years ago, at Cambridge University, of ranking "Above the Senior Wrangler" has been appointed by the Council of Newnham College a Resident Mathematical Lecturer After her brilliant successes she was awarded the Marian Kennedy studentship, and has been living at Newnham while engaged in research work in the Cavendish Laboratory, and quite recently she has been elected to a Fellowship at University College, London.

Alma Atkinson, a fourteen-year-old girl of Albany N. R. has designed a set of spoons especially intended for birthday souvenirs. Each spoon-handle indicates the month for which it is named.

Liliokaliani, Queen of the Sandwich Islands, is so ardent a temperance advocate that she will have no wines or spirituous liquors at her dinners or receptions; and she pays the license for a coffee-house opened in her capital city by the Women's Temperance Union.

We are glad to see that the Lucknow Women's College and the High School for girls are making great strides in the advancement of female education under the Principalship of Miss Thoburn. The Lieutenant Governor of N. W. Provinces was much pleased with the visit that he made to the College on the 3rd instant. Some of the pupils have passed creditably the B.A. and the M.B. Examinations. We wish the College all success in its good work.

Lakshmi Bai of the tailor caste,alleged to have been 120 years old, is reported to have died at Darjeepetta in Bangalore. She often recounted incidents connected with the troublesome times of Tippu Sultan.—*Indian Union.*

A Natural Barometer.—One of the most curious stones in the world is found in Finland, where it occurs in many places. It is a natural barometer, and actually foretells probable changes in the weather. It is called "semakuir." and turns black shortly before approaching rain, while in fine weather it is mottled with spots of white. For a long time this curious phenomenon was a mystery, but an analysis of the stone shows it to be a fossil mixed with clay and containing a portion of rock-salt and nitre. This fact being known, the explanation was easy. The salt, absorbing the moisture, turned black when the conditions were favourable for rain, while the dryness of the atmosphere brought out the salt from the interior of the stone in white spots on the surface.—*I bid.*

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৯৯—ডিসেম্বর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কন্‌গ্রেস্—আগামী কন্‌গ্রেস্ বা জাতীয় মহাসভা এলাহাবাদে হইবে, ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

স্বর্ণ-রৌপ্য-বস্ত্র— সুমাত্রা দ্বীপ-বাসিনী রমণীরা খাঁটি সোণা ও রূপা গলাইয়া যে সূত্র নির্ম্মিত হয়, তাহাতে কাপড় বুনাইয়া পরিধান করেন। ইহা না কি বড় ঠাণ্ডা, কিন্তু ইহাতে মাথা গরম না হইলে ভাল।

নরবলী—মান্দ্রাজের গাঞ্জাম জেলার কোন ব্যক্তি কালীপূজা করিয়া নরবলী দেয়। সেসন জজ যোজেফ সাহেবের বিচারে অপরাধীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে দান—জয়নগরের দুর্ভিক্ষে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১০০৲, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ১০০৲, ভারতসভা ২০০৲, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ১০০৲ এবং আরও অনেক মহাত্মা অনেক চাঁদা দিয়াছেন। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা প্রায় ৩০৲ টাকা তুলিয়া দিয়াছেন। ময়মনসিংহের দুর্ভিক্ষে রাজা সূর্য্যকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার-গণ অনেক টাকা দিয়াছেন। মেদিনী-পূরের দুর্ভিক্ষে মহিষাদলের ও নাড়া-জোলের রাজা ২০০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

জুরিপ্রথা বিলোপ — ছোটলাট গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দিয়া বাঙ্গালার কয়েকটী প্রধান জেলা হইতে জুরীপ্রথা

রহিত করিয়াছেন, ইহাতে দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়াছে। ছোটলাট এরূপ অকার্য্য করিয়া সাধারণের নিন্দার্হ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা।

আজি কালি কার্য্যতঃ যে রকম ফলই হউক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বড় শুভ উদ্দেশ্য, বড় মহদুদ্দেশ্য। প্রাচীন বঙ্গমহিলাগণের অবস্থা আলোচনা করিলে এবিষয় সহজে অনুভূত হইবে।

পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, তথনকার দিনে গৃহকর্ম্ম শিক্ষার নামই "স্ত্রীশিক্ষা" ছিল। তথনকার বালিকারা থেলা ঘরেই গৃহকর্ম্মের অভিনয় করিত, অনেক ব্রত নিয়মাদিতে গার্হস্থ্য তত্ত্ব শিখিতে পাইত, অভিভাবিকা আত্মীয়ারা যাহাতে বালিকাগণ গৃহকর্ম্মে নিপুণতা লাভ করিতে পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। এই সকল কারণে বঙ্গমহিলাগণ গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। সে সময়ে বার বছরের মেয়েটী সংসারের ভার গ্রহণ করিলেও সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। এই গার্হস্থ্য শিক্ষার সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস, দয়া, সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, শ্রমশীলতা ও নিরলসতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলও বিকাশ পাইত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালি জাতি বহু পরিজন সহিত একান্নভুক্ত থাকিতেন; এই একান্নবর্ত্তিতার গুণে বঙ্গমহিলাগণ দয়া, সেবা-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতিতে বিশেষ অভ্যস্ত হইতেন। গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই তখন নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই তখন বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা বিরাজমানা ছিলেন। আপন পর বিবেচনা নাই, যে কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিত, যে কেহ রোগাদিতে কাতর হইত, বঙ্গগৃহলক্ষ্মীগণের মাতৃস্নেহ তাহারই উপরে শতধারায় পড়িত। অতিথি সেবার জন্যে তাঁহারা "মুখের গ্রাস" দিয়া সন্তুষ্টমনে উপবাস করিতে পারিতেন! বড় লোকের স্ত্রী হইলেও সন্তুষ্টমনে গৃহের নীচকর্ম্ম সকল স্বহস্তে করিতে লজ্জিতা হইতেন না! তাঁহাদের এই রকম কত মহত্ত্বের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আমাদিগের দুর্ভাগ্য, তাই সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এত গুণ সত্ত্বেও সেই শ্রদ্ধেয়া মহিলাদিগের জীবন একদিকে বড় অসম্পূর্ণ ছিল।—সে দোষ তাঁহাদের নহে, তাঁহাদিগের সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহাদিগের ত্রুটি বশতঃই এরূপ হইয়াছিল। ন্যায়পরতার অধীনে থাকিয়া শারীরিকী,

মানসিকী এবং নৈতিকী বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই তিন শ্রেণীস্থ কোনও বৃত্তি অনমুশীলিত থাকিলে সমগ্র জীবনই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শারীরিকী বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে পরিচালনা করিয়া মানব সুস্থ, বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল হইয়া থাকে। মানসিকী বৃত্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানী, হিতাহিত-বিবেচক এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। আর নৈতিকী বৃত্তি পরিচালনার ফলে মানব ধার্ম্মিক, সংযতেন্দ্রিয়, পরোপকারী প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ বৃত্তির পরিস্ফুটনই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। দুরদৃষ্ট ক্রমে বঙ্গীয় প্রাচীন মহিলাদিগের শারীরিকী ও নৈতিকী শিক্ষা যে রকম হইত, মানসিকী শিক্ষা সে রকম কিছুই হইত না। কোন্ পথ্য সুপথ্য, কিরূপ নিয়মে চলিলে শরীর সুস্থ থাকিবে, প্রাচীনা মহিলা-দিগকে অনেক সময়ে শাস্ত্রবচন, দেশাচার প্রভৃতি দ্বারা সে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশু চিকিৎসায় তাঁহারা যে বিশেষ অভিজ্ঞ, এ কথা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মনীতিতেও তাঁহা-দিগের ভক্তি বিশ্বাস, দয়া সহিষ্ণুতা, রমণী মাত্রেরই শিক্ষণীয়। কিন্তু মান-সিকী শিক্ষা অভাবে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হওয়া দুঃসাধ্য। বুদ্ধি বৃত্তি অভাবে মানবের মনুষ্যত্ব নিস্তেজ হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান, হিতাহিতবিচার, পরিণামদর্শিতা, এ সকলই বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনী শক্তির কার্য্য। লেখা পড়া সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রধান সহায়। লেখা পড়া শিখিয়া মানব, শরীর মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারে, লেখা পড়া শিখিয়া মানব সকল প্রকার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে, লেখা পড়া শিখিয়া মানব নিজের, নিজ পরিবারের এবং সমাজের অশুভ বিষয় পরিত্যাগ ও শুভকর বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীনা মহিলাগণ সকলেই প্রায় নির-ক্ষরা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বা রাণী রাসমণির মত মহা-প্রাণা রমণীগণের পক্ষে না হউক, সাধারণ মহিলাগণের পক্ষে এই নিরক্ষর অশিক্ষিত অবস্থা শোচনীয় অবস্থা। এই জন্যেই তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের সহিত কুসংস্কার, সরলতার সহিত নির্ব্বোধতা, সহিষ্ণুতার সহিত কলহপ্রিয়তা, চন্দ্রে কলঙ্ক রেখাবৎ প্রতীয়মান হয়। এত-দ্ভিন্ন লেখা পড়া অভাবে বিদেশস্থ আত্মীয়কে একখানি পত্র লিখিবার জন্য অথবা বিদেশস্থ আত্মীয়দিগের লিখিত পত্র পড়াইবার জন্য, সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব, দুগ্ধ প্রভৃতির হিসাব, ধোপার কাপড় ইত্যাদির জন্য তাঁহা-দিগকে যে কি দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রীর বঙ্গপুত্রীদিগকে যদি

সরস্বতীর সহিত ভালরকম পরিচিত করা হইত, তাহা হইলে বঙ্গগৃহে অনেক সুখ শান্তি পাওয়া যাইত! বঙ্গ মহিলাগণ অনেক অংশে জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তক মহাত্মাদিগের বিশ্বাস ছিল, বঙ্গীয় রমণীগণ লেখা পড়া শিখিয়া সকল প্রকার কুঅভ্যাস, কুসংস্কার ও কদাচার অতিক্রম করিবেন! বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত ও চিন্তা শক্তি পরিস্ফুট হইলে তাঁহারা নিজেদের, নিজ নিজ গৃহের এবং প্রতিবাসিনীদিগের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন। অন্ধ ভক্তি, অন্ধ বিশ্বাস, পতিবশীকরণ ঔষধ, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া মৃতবৎসার শিশু রক্ষা, স্বজাতীয়দিগের সহিত একত্র হইলে পরনিন্দা, পরকুৎসা, কলহ, অথবা ভাত তরকারী বিষয়ক গল্প, মিসি দিয়া উল্কি দিয়া দেহ চিত্র বিচিত্র করা প্রভৃতি দোষগুলি নারীজীবন হইতে (লেখা পড়া শিখিলে) একেবারে দূর হইবে। যাহারা (অবরোধবাসিনী হইলেও) সমাজের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ, তাহারা এরূপ অজ্ঞান ও মূর্খজনোচিত কার্য্যে রত থাকিলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সুশিক্ষা পাইলে—লেখা পড়া শিখিতে পারিলে বঙ্গ মহিলাগণ প্রকৃত জীবন লাভ করিবে, তাহাতে কেবল বঙ্গ গৃহ নহে—বঙ্গ সমাজও উন্নতিপথে অগ্রসর হইবে, এই বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই সকল মহাশয় ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। যাঁহারা আজি কালি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ও উন্নতির জন্য চেষ্টিত, তাঁহাদিগের অনেকের উদ্দেশ্যও যে অন্যরূপ নহে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই শুভ উদ্দেশ্য, মহদুদ্দেশ্য কাজে কি রকম হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান বঙ্গ মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব।

উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্তা কৃতবিদ্য মহিলাগণের কথা আমাদিগের অনালোচ্য। সাধারণ মহিলাগণ লেখা পড়া শিখিয়া কতক দূর কদাচার অতিক্রম করিয়াছেন। বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজনদিগকে পত্রাদি লিখন, ও তাঁহাদের প্রেরিত পত্রাদি পঠনের অসুবিধাও দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে সংসারের আয় ব্যয়ের দৈনিক হিসাব, দুগ্ধ ও ধোপার কাপড়ের হিসাব বঙ্গ মহিলাদিগের হস্তে রহিয়াছে। উল্কি, মিসি, পতিবশীকরণ ঔষধ, মৃতবৎসার পরের সন্তানের অনিষ্ট কামনা প্রভৃতি অনেক স্থলে বঙ্গ মহিলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার উৎকৃষ্ট ফল এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু আজি কালি বঙ্গ মহিলাগণের অনেকগুলি দুর্নামও শুনা যায়। অনেকের—বিশেষতঃ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিবেচনায় সেগুলি স্ত্রীশিক্ষা-জনিত দোষ। দোষগুলি এই রকম—

এখনকার মেয়েরা বড়ই দুর্ব্বিনীতা, স্বার্থ-পরায়ণা ও বিলাস-প্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কালের মহিলাগণের বিদ্যা বুদ্ধির ক্রটি থাকিলেও তাঁহারা বিনীতা, ভোগ বিলাস-বিরতা ও গৃহ-কার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন। তাঁহাদিগের স্বভাবের মধুরতায় ও গৃহিণীপনার নিপুণতায় বঙ্গ গৃহে অনেক সুখ শান্তি মিলিত। এখনকার দিনে মেয়েরা বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যাহা নিজস্ব সম্পত্তি, সেই বিনয়, দয়া, গৃহকর্ম্মানুরাগ, শ্রম-শীলতা প্রভৃতি হইতে বঞ্চিতা হইতেছেন। ঘরে ঘরে কেবলই অলসতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতার ছড়াছড়ি। "স্বামীর চাকরি হইবে, স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থানে যাইব, শাশুড়ী ননদিনীদিগের হাত এড়াইয়া রাঁধুনী, চাকরাণী প্রভৃতির উপরে সম্রাজ্ঞী হইব" ইহাই ইহাঁদের চরম সুখেচ্ছা। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অনুরাগ নাই বলিয়া এখন বঙ্গ গৃহে প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষুধার সময়ে তৃপ্তিজনক আহার্য্য মিলে না, রোগের সময়ে বুকভরা স্নেহের শুশ্রূষা মিলে না, অশান্তির সময়ে কোমলতা মাখা মধুর ব্যবহার মিলে না, সকল দিকেই দারুণ অভাব। স্ত্রী শিক্ষায় লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি, কারণ বঙ্গবাসীর যে টুকু গার্হস্থ্য সুখ ছিল, স্ত্রী শিক্ষার জন্য তাহাও গেল!

আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই "এ সকল কথা কখনই সত্য নহে" এমন কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু এ সকল দোষ স্ত্রীশিক্ষা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয় "সত্য" বলিতে কখনই পারিব না। যিনি বর্ত্তমান রমণীগণের অবস্থা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, এ সকল দোষের মূল কারণ দুইটী; একটী বঙ্গবাসীর পাশ্চাত্য "সভ্যতার" অনুকরণ দ্বিতীয়টী (স্ত্রীশিক্ষা ভ্রমে) অনুপযোগী শিক্ষার অবতারণা। এই দুইটী কারণেই বঙ্গ মহিলাগণ নিজস্ব সম্পত্তি হারাইতে বসিয়াছেন—স্ত্রী শিক্ষা কোনও দোষে দূষিত নহে। আমরা সংক্ষেপে এই কারণ দুইটী দেখাইতেছি, ভরসা করি ইহাতে অনেক নারী চরিত্র-বিকৃতির হেতু বুঝিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

কুমারী জেসী এঃ একারম্যান্।

গত ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনীতে আমরা এই মহিলার বিষয় এক একটু উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম, তদনুসারে ইহার জীবনী এবার বিবৃত হইতেছে।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত

বোষ্টন নগরে কুমারী জেসী এঃ একারম্যান্ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় প্রথমতঃ অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিতে শিক্ষালাভ করিয়া আইন ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপ অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য দেশ সমূহে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির আইন শিক্ষার কথা উত্থাপিত হইলে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, স্ত্রীলোকের আবার আইন শিক্ষা কি, ইহার উপকারিতাই বা কি? তাঁহারা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না, এজন্য এ কথা এস্থলে একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে প্রয়াস পাইলাম। প্রাচ্য দেশের কথা দূরে থাকুক, য়ূরোপ খণ্ডের সুসভ্য দেশসমূহে, এমন কি ইংলণ্ডেও স্ত্রীজাতির মধ্যে আইন অধ্যয়ন করিবার প্রথা নাই, যেহেতু ইহার উপকারিতা বিষয়ে সুসভ্য ইংরাজগণও সন্দিহান আছেন। ইংরাজেরা যাহাই বলুন না কেন, উহাঁরা অনেক বিষয়ে স্ত্রীলোককে উচ্চ অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু আমেরিকা তাহা দিয়া থাকেন। আমেরিকীয়গণ যেমন নারীকে আইন অধ্যাপনা করান,সেইরূপ কোনও নারী আইনাভিজ্ঞা হইলে উকিল ব্যারিষ্টার ও জজের পদ প্রদান করিতে কোনও মতে কুণ্ঠিত হন না। কুমারী একারম্যান্ তজ্জন্য আইনশিক্ষা করেন। আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ যে ধর্ম্মমতাবলম্বিনী, সেই মত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মপুস্তক সকল সম্যক্রূপ অধ্যয়ন করেন না। এটি এক মহাদোষ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহা নয়। তথাকার শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র। যিনি যে মতাবলম্বিনী, তাঁহাকে সেই মতাবলম্বিগণ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সেই মত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহার অধিক যিনি করিবেন তাহা বেশির ভাগ। বিবী একারম্যান্ তাহাই করেন। ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইনি একজন পরম ধার্ম্মিকা খৃষ্টীয়া রমণী, বিশ্বসংসারের হিতব্রতে ব্রতিনী, কিরূপে শোক দুঃখ ক্লিষ্ট মানবজাতির ও স্ত্রীজাতির কষ্টের অপনোদন হইবে, ইহাই ইহাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। নরনারীর দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন বিশ্বপতি দুঃখ দারিদ্র্যদ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবম্বিধ দুঃখ দারিদ্র্য অনিবার্য্য, মঙ্গলের পথ; অনন্ত সুখে ইহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু আমরা নিজেই আমাদিগের অধিকাংশ দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ। কুশিক্ষা, কুসংসর্গের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাই তাহা আনয়ন করিয়া থাকি,দোষ আর কাহারও নাই। ইহার মধ্যে আবার বেশির ভাগ দুঃখ মদ্যপানজনিত; সুতরাং ইনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন যে, সুরাপান নিবারণ করিতে পারিলে কিম্বা যাহাতে সুরাসুরের শক্তি হ্রাস হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলে সংসারের বিশিষ্টরূপ উপকার সাধিত হইবে। যে অতীব ক্লেশকর ঘটনা দর্শন করিয়া

ইহাঁর ও ইহাঁর সখীগণের সাধুহৃদয়ে এই সাধুসংকল্পের উদ্রেক হয়, তাহা বলিতেছি। ইহাঁরা একদিন বেড়াইতেছেন এমন সময়ে মদের দোকানের সম্মুখে হৃদয়-বিদারক পাশব আচার অবলোকন করেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ইহাঁরা সম্মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানের সম্মুখে ঈশ্বরের প্রার্থনা ও সাধূপদেশ দ্বারা মত্ত নর নারীকে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহাঁ হইতেই ১৮৭৩ সালে বিশ্ব-নারীর খৃষ্টীয় সুরাপাননিবারিণী সভার (The World's Women's Christian Temperance Unionএর) অভ্যুদয় হয়। কেহ স্বপ্নেও জানে নাই যে, কাল-ক্রমে এই সভা এত বলবতী হইবে। হইবেই না বা কেন? ঈশ্বর যাহার সহায়, ধর্ম্ম যাহার নেতা, সাধু উদ্দেশ্য ও সাধু সংকল্প যাহার সম্বল, সে কি না করিতে পারে? আমেরিকা, য়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ৪৭ সাতচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার শাখা সংস্থাপিত হই-য়াছে। রাজবংশীয় উচ্চবংশীয় হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ-কোটী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই অল্প কালের মধ্যে সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। চিক্যাগো নগরে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। যে গৃহে অধি-বেশন হয়, তাহাকে Temperance Temple অর্থাৎ সুরাবিরামমন্দির বলে। প্রকাণ্ড যুক্ত রাজ্যের মধ্যে ১৩ ত্রয়োদশ তল ও ১০০০ এক সহস্র ঘর বিশিষ্ট ইহাই বৃহত্তম বাটী। প্রায় সভার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সভাকর্তৃক "Union Signal" অর্থাৎ মিলন সঙ্কেত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহাতে সুরাপানের অবৈধতা ও অপ-কারিতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত আলোচিত হয়। মাননীয় স্যামুএল্ স্মিথ্ এমঃ পিঃ ও মাননীয় ডবলিউ, এস, কেন এমঃ পিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত এংলো-ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স এসোশিএশ্যনের সহিত উক্ত সভার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সৌসাদৃশ্য আছে, যেহেতু উদ্দেশ্য উভ-য়েরই এক—সুরাপান ও অহিফেণ সেবন নিবারণ। এংলো ইণ্ডিয়ান সভায় যেমন "আবকারী" নামে মুখপত্র আছে, ইউনি-য়নের তেমনি "ইউনিয়ন সিগন্যাল" আছে। প্রভেদের মধ্যে এই প্রথমোক্ত সমিতিতে কিছু রাজনীতির গন্ধ আছে, শেষোক্তটিতে তাহা আদৌ নাই।

কুমারী একারম্যান্ এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইনি অষ্ট্রেলিয়া হইয়া চীন, ব্রহ্ম ও শ্যামে গমন করেন, তথা হইতে গত ৫ই নবেম্বর শনিবার কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপর দিন হইতেই কার্য্য আরম্ভ করেন। ৬ই রবিবার পাদরি থোবরণ সাহেবের গির্জ্জায় মাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ নীতিবিষয়ক বক্তৃতা করিয়া উপাসনার কার্য্য শেষ করেন।

৭ই সোমবার অপরাহ্নে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইউনিয়ন চ্যাপেলে য়ুরোপীয় য়ুরেশীয় মহিলাদিগের নিকট বক্তৃতা করিয়া সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত উপাসনা গৃহে ৭ই হইতে ৯ই পর্য্যন্ত প্রতিদিন উক্ত সময়ে উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহাঁর মতে ছোট ছোট বালকদিগের বড় বড় বালক বা যুবকদিগের সঙ্গে বেড়ান অনেক অনর্থের মূল। সোমবারের বক্তৃতাকালীন ইহাঁর মুখ হইতে যে একটি বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই ;—"যে দেশ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এমন দেশে সুরা বা অহিফেণের আমদানি বন্ধ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।" তাঁহার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! ঈশ্বর করুন অচিরে তাঁহার কথা যেন কার্য্যে পরিণত হয়। বুধবার ৪ চারিটার সময় বঙ্গীয় ভদ্রলোক ও যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া এমারল্ড থিয়েটরে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া মদ্য-বিষ পানের বিষময় ফল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সমবেত লোকদিগকে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন। ৪৪ চুয়াল্লিশ জন স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্র সুরাপাননিবারণী সভায় প্রেরিত হইবে। ১০ই বৃহস্পতি বার রাত্রি ৯টার সময় পাদরি থোবরণের গির্জায় "এলেস্কা" অর্থাৎ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের দেশ ও তৎ নিবাসিগণ এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৲ এক টাকা করিয়া টিকিট হইয়াছিল। ১১ই শুক্রবার ১০দশ টার সময় দরিদ্র ফিরিঙ্গিদিগকে লইয়া চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর ১০নং মিশন রোর উপাসনাগৃহে উপাসনা করিয়া রাত্রির ডাকগাড়ীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। দানাপুর, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর পেশোয়ার, জয়পুর, বোম্বাই বাঙ্গেলোর, ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার ইহাঁর ইচ্ছা আছে। শেষোক্ত নগরীতে ইহাঁদিগের শাখা সম্মিলনী আছে, তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিবেন। তথাকার মেল্‌বোরণ নগরেও ইহাঁদিগের শাখা আছে তথা হইতে মাডাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ও তৎপরে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চারি বৎসর পরে আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিবেন। ঈশ্বর ইহাঁর একমাত্র সহায় থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে লইয়া যান, ইহাঁর সাধুব্রত উদ্‌যাপন করাইয়া দিন ও ইহাঁকে দীর্ঘায়ু করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

মঙ্গলগ্রহে নূতন আবিষ্কার।

অধ্যাপক পিকারিং মঙ্গলগ্রহে চল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অধ্যাপক হোল্ডেন্ উক্ত গ্রহের সীমা ও উচ্চতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন,তাহারও যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও আমেরিকা ও ইউরোপের পর্য্যবেক্ষিকা সকল এই গ্রহের উপরিভাগের প্রাকৃতিক অবয়বাদি সম্বন্ধে আমাদিগের বর্ত্তমান জ্ঞান বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাচ স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার জল বায়ু বিষয়ে আমরা শুদ্ধ তাহাদিগের সাহায্যে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। ১৮৭৭ সালে অধ্যাপক নিয়াপেরিলি উল্লেখ করেন যে, ইহাতে খাল আছে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে তাঁহার কথা বিরোধী ভাবাত্মক। দূররীক্ষণ সাহায্যে ক্যালিফোর্ণীয়াস্থ পর্য্যবেক্ষিকা হইতে যে সকল জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জন বলেন যে, তথায় একটি যুগ্ম উপনদী (খাল) আছে। আবার দেখুন পেরুর জনৈক পণ্ডিত বলেন যে, যদিও তথায় অনেক খাল দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোনওটা যুগল নয়। এস্থলে এই বুঝা যায় যে উপনদীগুলির যুগলত্ব বা একত্ব বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান নহেন। অধ্যাপক পিকারিং আরও প্রকাশ করেন যে, উক্ত গ্রহের কুমেরুর নিকট দুইটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী আছে। তিনি ইহাও বলেন যে, গত ৫ই আগষ্ট তারিখে মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বরফ পড়িয়া দুটি তুঙ্গতম শৃঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে; দুই দিন পরে গ্রহের শ্বেত চিহ্ন অদৃশ্য হওয়াতে অনুমিত হইল যে, বরফ দ্রব হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সহিত মঙ্গল গ্রহের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকাতে তিনি অনুমান করেন যে, তথায় মনুষ্যজাতি বা অধিকতর বলবীর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী জাতি আছে। উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা বিজ্ঞানমূলক। এক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত বলিয়া ইহা এস্থলে প্রকটিত হইল।

মঙ্গলগ্রহে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে দিন দিন যেরূপ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় বিজ্ঞান প্রভাবে পৃথিবীর যুগান্তর উপস্থিত হইবে। আমেরিকা আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞানের নূতন রাজ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মঙ্গলবাসীর সহিত পৃথিবীবাসীর যোগ যদিও এখন কল্পনার বিষয়, ইহা অসম্ভব কে বলিবে?

ফল্গূৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাস এখনও অৰ্দ্ধেক গত হয় নাই, কিন্তু শীত আর নাই। সূর্য্যকিরণে প্রখরতা জন্মিয়াছে। আর রোদের আভাও সহ্য হয় না। অনেকেই শীতবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবাসী-দিগের একটা রীতি যে শ্যামাপূজা হইতে শীতবস্ত্রের ব্যবহার আর দোল হইতে গ্রীষ্মকালের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। দোল আগতপ্রায়। আজ পঞ্চমী তিথি, কেবল আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এ দেশের আবাল বৃদ্ধ "হোলী" আসৃছে বলে মহা আনন্দে আনন্দিত। বঙ্গবাসীদিগের যেরূপ দুর্গোৎসবের আমোদ আহ্লাদ প্রতিগৃহে বিভাসিত হয়, পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীদিগের ফল্গূৎসবের আনন্দস্রোত সেইরূপ ধনী ও দরিদ্র সকলের গৃহে ন্যূনাধিক পরিমাণে বহিতে থাকে।

আমরা দেখি গিয়া পণ্ডিত রাজ-নাথের ধনাঢ্য গৃহে উৎসবের ঘটায় কিরূপ পূর্ণিত। পণ্ডিত রাজনাথের একমাত্র কন্যা শ্যামরাণী, ঘরের মেজেতে গালিচা পাতিয়া সূচীকৰ্ম্মে উপবিষ্টা। অতি উৎসাহ সহকারে সখীগণকে উপহার দিবার জন্য বিবিধ শিল্পের আয়োজন করিতেছেন। সকল কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন তিনি এক খানি গোলাবি শাড়ীতে চুমকির কাজ করি-তেছেন। এখানি তাঁহার শৈশব সহচরী রূপরাণীর জন্য। রূপরাণী শ্যামার মাসতুতো ভগিনী। রূপরাণী বস্তুতঃ রূপেরই রাণী, বিধাতা যত রূপের সৃষ্টি সেইখানেই করিয়াছেন। রূপার জন্ম কাশ্মীর নগরে। তাহার পিতা রাজ-সরকারে সামান্য কৰ্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু চারি বৎসর হইল তিনি রূপা ও তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহ-জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রূপা শৈশব ও বাল্যের সীমা ছাড়াইয়াছেন। রূপার মাতা তাঁহার কনকলতাটি কাহার হাতে জড়াইয়া দিবেন উহাই ভাবেন। অবশেষে তাঁহার একমাত্র অভিভাবক সুযোগ্য ভগ্নীপতির সাহায্যার্থী হওয়াই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন। যদিও কন্যার কুল শীল ও রূপ গুণের অভাব ছিলনা, তথাপি এখনকার বৈবাহিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা বিধবার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামরাণীর রূপা দিদি আসিয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদের সীমা নাই। শ্যামরাণীর সরল প্রাণ প্রেমে পরিপূরিত। সে আপন পর চেনে না, মিষ্ট হাসি দেখলেই ভুলে যায়। আজ তাহার প্রাণে পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলার কত কথাই তিমেনপড়। দুই বোনে পুকুরেরছ

জল তুলিয়া গাছের পাতা কুড়াইয়া রাঁদাবাড়া করিত। ছেলে মেয়ের বিবাহ দিত। আবার মায়েদের পূজার ফুল তুলিয়া দিত। কখন বকুল তলায় বসিয়া দু বোনে মালা গেঁথে সাধের কাকাতুয়া পিঞ্জরে ঝুলাইয়া কতই পুলকিত হইত। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই, কেবল সেই সুখের স্মৃতিতে সুখ আছে। আজ বৈকালে রূপরাণী মায়ের সহিত এ বাড়ীতে আসিবে।

মদনমোহন নিজেই উহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। সম্মুখের গৃহে শ্যামরাণীর মাতা মদনের অপে-ক্ষায় বসিয়াছিলেন, সুতরাং মদন প্রথমেই গৃহিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এদিকে শ্যামরাণীও মায়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মদনের বলিবার পূর্ব্বেই সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কই মদন দা, দিদিরা এলেন না? মদন কহিলেন "না, রূপার শরীর কিছু অসুস্থ, কাল তাঁ'রা নিজেই আসবেন।"

ইতিমধ্যে দুলারী দাসী আসিয়া কহিল "মাজি, সরকার দোলের বাজার করে এনেছেন?" আপনি একবার দেখবেন?

গৃহিণী ইহা শুনিয়া দাসীর পশ্চাদ্-বর্ত্তিনী হইলেন ও রাণীকে মদনমোহনের জলখাবারের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। মদন পার্শ্বস্থিত কৌচে হেলিয়া বসিলেন, তাঁহার মন যেন অজানিত চাঞ্চল্যভাবে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল।

রাণী মদনকে জলখাবার দিয়া কহিলেন "মদন দা দেখগে ত আমার রূপা দিদি কেমন সুন্দরী।" মদন ঈষদ্‌হাস্যে কহিলেন তোমার কথাটা সত্য বটে। "তোমার চক্ষে ভাল লাগিল এও ঢের, আজ পর্য্যন্ত তুমি কাহাকেও ভাল বল নাই। এখন একটি তাহার উপযুক্ত পাত্র মিলাইয়া দেও, তা তোমার সঙ্গে বেশ মানায় কি বল?" রাণী একটু পরিহাসচ্ছলে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

শুনিবামাত্র মদনের মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল—কহিলেন, "রাণী, আমি ত তোমার ভগ্নীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই নাই। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাই যা মনে হইল কহিলাম। আমার বিবাহ কোথায় হবে বোধ করি উহা রাণীর অগোচর আর নাই," এই বলিয়া মদন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাণী যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "রাগ করো না মদন দা, আমি মণিকাঞ্চনের সমাবেশ দেখাইতে-ছিলাম। যাক্ তুমি ত অবশ্যই ফল্গুৎসব পর্য্যন্ত এখানে আছই।" মদন কহিলেন "নিশ্চয় নাই, এখনি নন্দলালের পত্র পাইলাম, সে এই ছুটিতে শিকারে যাবে, আমাকেও তার সঙ্গে যেতে লিখেছে।"

রাণী কহিলেন "তা হবেনা, আর তাঁকেও ত নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, তিনিও বোধ হয় এখানে আসবেন, তা ছাড়া এবারে তোমাকে থাকৃতেই হবে।" মদন কহিলেন "আমার না থাকায় কোন বিশেষ ক্ষতি দেখ্‌ছিনা ত, আর তুমিও নূতন বন্ধু বান্ধব লইয়া উৎসবে মগ্ন থাকিবে, বরং সে সময় না থাকাই ভাল।" ইহা শুনিয়া রাণীর গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল, আয়ত লোচন দুটি ছল ছল করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে কহিলেন, "মদন দা আমি কি কোন মতে তোমার মনে আঘাত দিয়াছি, তুমি ত জান এ জগতে যাহা তোমার সন্তোষদায়ক নহে, তাহাতে কি আমি সুখী হইতে পারি?

"রাণী যাক্ এ পরিহাসে আর কাজ নাই, শৈশবে হইতে যে লতাটি সযত্নে রোপণ করিয়াছি, আজ উহাকে নিষ্ঠুর হইয়া কিরূপে ছিঁড়িতে বল?" এই কথোপকথনের মধ্যে বাধা দিয়া বাহির হইতে কর্ত্তা মদনকে আহ্বান করিলেন। মদন চলিয়া গেলেন। এখানে মদনমোহনের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। ইনি পণ্ডিতজির একটি নিতান্ত বন্ধুর পুত্র। মদনের পিতা একজন অতি বিষয়াপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উহার ভুমিষ্ঠ হইবার এক সপ্তাহ পরেই জননীর মৃত্যু হয়। শিশু মদনকে শ্যামরাণীর মাতাই লালনপালন করেন। পরে যখন মদনের সাত বৎসর বয়স, তখন তাহার পিতার কাল হয়। তিনি আপন অন্তিম অবস্থা সন্নিকট বুঝিয়া পণ্ডিতজিকে ডাকিয়া কহিলেন "ভাই আজ হইতে মদন তোমার, দেখো ইহার যেন উপযুক্ত রূপে বিদ্যা অর্জ্জন হয়, এ বিষয় সম্পত্তি সকলি তোমার অধীন রহিল। আর আমার আরও একটি অভিলাষ ছিল যে মদনকে ইংলণ্ডে পাঠাইব, অতএব তুমি আমার স্থানীয় হইয়া যাহাতে উহার সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয় চেষ্টা করিও।"

পণ্ডিত রাজনাথ বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মদনমোহনকে স্বীয় পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। গৃহিণীও নিরপত্য ছিলেন ও ক্রমান্বয়ে ২।৩ টি সন্তান নষ্ট হওয়াতে নিতান্ত শোকাকুলা থাকিতেন। এ জগতে প্রায়ই একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয়। মদনকে পাইয়া যেন তাঁহার হারাণ ধনগুলি ফিরিয়া পাইলেন। ওদিকে পিতৃমাতৃহীন মদনকেও ভগবান নূতন আশ্রয়দাতা মিলাইয়া দিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে শ্যামরাণীর জন্ম হয়। ঈশ্বরের লীলা বুঝে কে? এবারে আর তিনি উহার মাতার ক্রোড় শূন্য করিলেন না। পুত্র কন্যা দুটি এক যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক বৃন্তে দুটি ফুল পণ্ডিতজির গৃহে ফুটিয়াছিল। পরস্পরে পরস্পরকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। ক্রমে মদন স্বীয় প্রতিভা বলে অল্পকালের মধ্যেই ইউনিভার্সীটি পরী-

ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহার পরলোকগত পিতার অভিলাষ মতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

শ্যামরাণীর পিতা মাতারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা জীবনাধিকা একমাত্র দুহিতাকে মদনের হাতে সমর্পণ করেন, লোকেও পরস্পরে এইরূপ কাণাকাণি করিত, কিন্তু এখন মদন যে পর্য্যন্ত বিলাত প্রত্যাগত হইয়াছেন, সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহাকে জাতিচ্যুত করিবারভয় দেখাইয়াছে, এজন্য গৃহিণী কিছু দমিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তা এখনও অমন রূপে গুণে, ধনে ও মানে উপযুক্ত পাত্রের আশা সহজে ছাড়িতে পারিতেছেন না। কিন্তু মদন কিম্বা রাণী এ সকল প্রসঙ্গের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তাহাদের শৈশবের সরল স্নেহ এখন বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া প্রণয়রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মদনের আশা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। সুতরাং মদন আজ সেই কথা রাণীর মনে ফুটাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছিল। কোথা হইতে অজানিত বাধা আসিয়া সে পথ রোধ করিল। গৃহিণী স্বীয় ভগিনীর অভ্যর্থনায় মদনকে প্রেরণ করিলেন।

এখানে রূপা শিরঃপীড়ায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। ঘন ঘন পিপাসায় মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। গাত্রদাহ ভয়ানক। রূপরাণীর সাঙ্ঘাতিক জ্বর। শ্যামরাণী তাহার কচি হাত খানি গায়ে বুলাইয়া দিতেছেন। সরল প্রাণে কত ব্যথা লাগিয়াছে। বিষণ্ণতায় বদন ঢাকিয়া পড়িয়াছে। এক এক বার ব্যগ্রভাবে জানালায় মুখ বাড়াইয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। রূপার মাতা শিয়রে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন। আয়ত লোচন দুটি জলে ভাসিতেছে। প্রাণে কত ভয় কতই আশঙ্কা! তাহার অন্ধকারের স্তিমিত আলোকটি বুঝি এইবার নির্ব্বাণ হয়। একবার একবার গভীর শ্বাসে হৃদয়ের গুরুভার লঘু করিয়া বলিতেছেন "হে হরি রক্ষা কর।" ইতিমধ্যে গাড়ীর শব্দ হইল, সকলেই দ্বারের দিকে- ঔৎসুক্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। মদনমোহন ডাক্তর লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। চিকিৎসক দেখিয়া মায়ের মন যেন কিছু আশ্বস্ত হইল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। জ্বর অত্যন্ত প্রবল, ঔষধের ব্যবস্থা পত্র দিয়া যাইবার সময় ঘরের বাহিরে গিয়া মদনকে কহিলেন "মশায় ভাল করে 'ওয়াচ' করবেন। আমি আবার এসে দেখ্‌বো।" রূপার মাতা ব্যথিত ও ভয়াকুল চিত্তে ব্যগ্র হইয়া চিকিৎসকের নিকট অনুকূল বাক্য শুনিবার আশয়ে শ্যামরাণীকে জিজ্ঞাসিলেন "কিরূপ দেখিলেন বুঝিতে পারিলে? রাণী কহিল "না মাসি মা।" ইহার মধ্যে মদন ডাক্তারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহারও প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গভীর রেখা পড়িয়াছে। মুখে বিমর্ষতা আসিয়া

জমিয়াছে। কিন্তু রূপার মাতাকে ভরসা দিয়া কহিলেন "কোন ভাবনার কারণ নাই, রূপরাণী স্বভাবতই রোগা কিনা তাই অমন হইয়া পড়িয়াছে। আজ রাত্রির মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।" মায়ের প্রাণের আতঙ্ক কমিয়া না গেলেও আশ্বাস বাক্যে প্রাণ কিছু শান্ত হইল। আজ রাত্রে কিরূপে এই রুগ্ন বালিকাকে লইয়া দুঃখের গভীরা নিশি কাটাইবেন এই ভাবনা প্রবল হইল।

কহিলেন "রাণী মা আজ তুমি রূপার কাছে থাক।" রাণী সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহার মাতাও অসুস্থ, তাহাকেই বা কে দেখে, অগত্যা রাণী তাহার স্থানে মদন দাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, মদন বিনা আপত্তিতে স্বীকার পাইলেন। রাণীর পাল্কী বেহারা উপস্থিত, সুতরাং তিনি ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইলেন।

রোগিণী অজ্ঞানভাবে জ্বর ভোগ করিতেছেন। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছেন। কেবল পিপাসা বোধ আছে। মদনকে রাণী জ্ঞানে অসঙ্কুচিত ভাবে কখনও তাহার কোলে মাথা গড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও হাত ধরিয়া দাহময়গাত্রে ফেলিতেছেন। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত হইতেছে।

চিকিৎসক পুনরায় আসিয়া নিদ্রার জন্য স্লিপিং ডোজ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। ধরণী নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। রূপার মাতা উদ্বিগ্ন প্রাণে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া অনিমেষ চক্ষে মুখখানি দেখিতেছেন, আর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতেছে না, বরষার ধারা নেত্রযুগল হইতে দরদর বহিতেছে। হায়! বুঝি এইবার প্রস্ফুটিত মল্লিকাটি আজিকার ঘোর তুফানে ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া যায়। আর যে দুঃখিনীর এ জগতে জুড়াইবার কিছু নাই। কেমন করে এই নিদারুণ রাত্রি পোহাইবে? সূর্য্যদেবের আগমনে তাঁহার ঘোর কষ্টেরও অবসান হইবে। একান্তমনে ইষ্টদেবে জপিতেছেন, বিপদে আর কাকে প্রাণ চায়? মদনমোহন পার্শ্বে বসিয়া সময় নিরূপণ করতঃ ঔষধ দিতেছেন। কে বলে পুরুষ-হৃদয়ে স্নেহ মমতার অভাব, ঐ দেখ আজ মদনের দৃঢ় অন্তঃকরণও পরদুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছেন। তাহার মলিন চিন্তাকুল বদনে কি নিঃস্বার্থ কাতরতা প্রকাশ পাইতেছে না? আহা এই কোমল কলিকা না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িবে, ইহাতে কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়?

ভোর চারিটা হইতে রূপরাণীর জ্বর ত্যাগ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সকল গ্লানি অপসারিত হইয়া গেল।

মায়ের প্রাণ আশার উজ্জ্বল আলোকে ছাইয়া পড়িল। ভগবানের কৃপায় ও মদনের অপরিসীম যত্ন শুশ্রূষায়

রূপরাণী নবজীবন লাভ করিল। রূপা এ উপকারের জন্য প্রাণে প্রাণে কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিল না। মদনের অকাতর পরিশ্রম ও যত্ন যে সফল হইল, ইহাতেই তিনি প্রথমতঃ আশাতীত পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু রূপার জ্যোৎস্নাময়ী বদনখানি আর যেন তাঁহার চিত্ত হইতে কোন মতে সরাইতে পারেন না। বাস্তবিক তাঁহার নিকট যেন জগৎ এক নূতন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ!! রূপার মাতা পূর্ব্বেই মদনের গুণবত্তায় মুগ্ধ ছিলেন। এখন তিনি যে এ উপকারের কিরূপে প্রতিশোধ দিবেন, তাহাই অনুক্ষণ ভাবেন। অবশেষে জীবনধনকে জীবনদাতার হস্তে চির-জীবনের জন্য দান করিয়া চরিতার্থ হইবেন ইহাই স্থির করিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে রাণীর মাতার সহিত পরামর্শ আবশ্যক জানিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিবেন মনে মনে ঠিক্ করিলেন।

পিঠে গাছ।
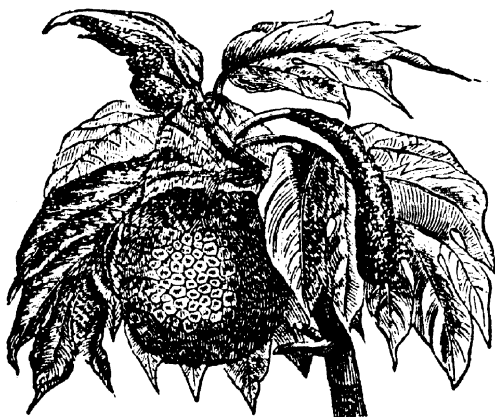
রাখালের পিঠে গাছের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। সে ক্ষুধা পাইলেই পিঠে গাছে উঠিয়া গরম গরম পিঠে পাড়িয়া খাইত এবং কেহ চাহিলে তাহাকেও দিত। ঈশ্বরের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই, সত্য সত্যই পিঠে গাছ আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে এই গাছ জন্মে, ইংরেজীতে ইহাকে 'Bread fruit' রুটী বৃক্ষ বলে। গাছের ডালে তরমুজ বা কাঁঠালের মত সুন্দর ফল হয়, তাহার ছবি উপরে দেখ। ইহা দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। দ্বীপবাসীদিগকে গম বা চাউল গুঁড়া করিয়া পিঠে তৈয়ারি করিতে হয় না, তাহারা এই ফল হইতেই তাহা পায়।

পিঠে গাছ সরু, ৪০।৫০ ফিট উর্দ্ধ

হয়, অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত ডাল পালা হয় না। ছবিতে যে ফলটী ঝুলিতেছে, তাহা একটী ডাল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ইহার আকৃতি কাঁঠালের মত হইলেও ভার তত নয়; তথাপি দুই বা আড়াই সের হইবে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অর্দ্ধ পক্ক অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা শাদা এবং ময়দার মত, প্রথমে দেখিলে টাট্‌কা রুটীর মত বোধ হয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা ফল হইতে খাদ্য যে প্রণালীতে প্রস্তুত করে তাহা এই :—তাহারা প্রত্যেক ফল ৩।৪ ভাগে কাটিয়া শাঁস বাহির করিয়া লয়। মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার তলায় তপ্ত পাথর খণ্ড সকল রাখে, প্রস্তর খণ্ড সকলের উপরে সবুজ পাতা বিছাইয়া দেয় এবং তাহার উপর ফলের এক এক ভাগ কাটিয়া রাখে। ইহার উপরে আবার তাহারা পাথর খণ্ড, পাতা ও ফল থাক্ থাক্ করিয়া সাজায়। যে পর্য্যন্ত গর্ত্তটী প্রায় পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ করে। তৎপরে পাতা ও মৃত্তিকা কয়েক বুরুল পুরু করিয়া তাহার উপরে দেয়। তপ্ত পাথরের তাপে এইরূপ অদ্ভুত উনানে রুটী সেঁকা হয় অথবা পিঠে গাছের ফল মানুষের খাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

কথনও কখনও দেশশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া বৃহদাকার উনান প্রস্তুত করে। ইহার পরিধি ১৮।২০ হাত হয়। কাষ্ঠের আগুণে পাথর গরম করিয়া ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রণালীতে শত শত রুটীফল এককালে সেঁকা হইয়া যায়।

উনান হইতে তুলিলে শাদা ফলগুলির বাহির দিক্ সুন্দর পাটল বর্ণ হয়। ভিতর দিক্ পামরুটীর ছিল্‌কার মত দেখায়। ফলের আস্বাদ তত মিষ্ট নয়, কিন্তু ইহা বড় পুষ্টিকর।

আমাদের দেশে যে গম হইতে রুটী হয়, তাহার চাষ বৎসরে একবার মাত্র হয়। পিঠে গাছের চাষ বৎসরে দুইবার, কখনও তিনবার হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের লোকেরা বারো মাসই গাছ হইতে পিঠে ফল পায়। এরূপ সহজ উপায়ে আহার পাইলে লোকে পরিশ্রম করিবে কেন? এই সকল দ্বীপবাসী সেই জন্য বড় অলস।

পিঠে গাছ হইতে কেবল খাদ্য পাওয়া যায়, তাহা নয়। গাছের ছাল হইতে সুন্দর সূত্র হয়, তাহাতে সে দেশের লোক বস্ত্র বয়ন করে। গাছের গুঁড়িতে সাল্‌তী এবং গৃহনির্ম্মাণের খুঁটী প্রভৃতি হয়। গাছের গুঁড়িতে অস্ত্র বসাইলে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাতে এক প্রকার শিরিষ হয়। বস্তুতঃ দক্ষিণ সমুদ্রবাসীদিগের পক্ষে পিঠে গাছই প্রধান উপজীব্য।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পিষ্টক বৃক্ষ 'Artocurpus incises' জাতীয়। ইহার পাতা সকল বৃহৎ ও চিক্কণ।

ইহার ফুল হয়, ফুলের মধ্যে বীজকোষ ও পর্ভকেশর আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই গাছের আকৃতি ও ফুল ফল প্রভৃতির তারতম্য আছে। ফল অনেকটা তরমুজের মত, কাঁটালের কাঁটা সকল ফলের গায়ে হয় না, কোথাও কোথাও গাত্র মসৃণ হয়। কোথাও কোথাও ফলের বীচি যথেষ্ট হয়, তাহা লোকে কাঁচা খাইয়া থাকে। কোথাও কোথাও তাহাতে তরকারী রাঁধিয়া খায়। ফল পাকিবার কিছু পূর্ব্বে পাড়া হয়। ইহার পাকপ্রণালী অনেক প্রকার, উপরে কেবল এক প্রকার প্রথার উল্লেখ করা গিয়াছে। ফল রন্ধন করিলে সুসিদ্ধ হয়, মধ্যস্থলে কেবল কিছু ছিব্‌ড়া থাকে। সিদ্ধ করা হইলে আলু বা দুগ্ধের মত ইহার আস্বাদ। মালয় দ্বীপসমূহ পরিদর্শনকারী ওয়ালেস সাহেব এই ফলের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—"মাংসের সহিত খাইলে ইহা যেমন সুন্দর তরকারী হয়, আমি সমমণ্ডল বা গ্রীষ্মমণ্ডলে তাহার মত কোন বস্তু দেখি নাই। দুগ্ধ, চিনি, মাংসের সহিত মিশাইলে সুন্দর পরমান্ন হয়, তাহার আস্বাদ মধুর, তাহা খাইয়া কাহারও আশ মিটে না।"

প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপ সকলে বড় বড় খানা করিয়া রুটীফল সকল রক্ষিত হয়। ফল সকল কিছু দিনের মধ্যে রসিয়া কাইয়ের বা পনিরের মত হইয়া যায়। তাহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু তপ্ত পাথরে সেঁকিলে তাহা হইতে সুগন্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও ফল সকল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। ইহা গুঁড়াইয়া ময়দার মত বস্তু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রুটী, বিস্কুট, পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুঁড়া না করিয়াও শুকান ফলখণ্ড বেশ আহার করা হয়।

আমেরিকার পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে ১৭৯৩ সালে লেপ্টনেণ্ট ব্লাই এই বৃক্ষ আনয়ন করেন, তদবধি তথায় ইহা বেশ জন্মিতেছে। ইহার প্রথম আনয়ন উপলক্ষে একটী দুর্ঘটনা হয়। ১৬৮৮ সালে কাপ্তেন ডাম্পিয়ার এই ফলের সংবাদ ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকট প্রথম জ্ঞাপন করেন। পরে কাপ্তেন কুকও ইহা দর্শন করিয়া পশ্চিম ভারতে চাষের জন্য উপদেশ দেন। ১৭৮৭ সালে লেপ্টনেণ্ট ব্লাই "বাউণ্টি" নামক জাহাজে টাহিটী দ্বীপে গমন করেন এবং অনেকগুলি পিঠে গাছ লইয়া পশ্চিম ভারত দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় জাহাজের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং একখানি বোটে কয়েকজন লোক সহিত তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া জাহাজখানি লইয়া টাহিটী দ্বীপেই ফিরিয়া আইসে। তথা হইতে এই বিদ্রোহীরা পিটকেয়ন্ নামক এক ক্ষুদ্র নির্জ্জন দ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। লেপ্টনেণ্ট

কষ্টেশ্রেষ্ঠে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছেন এবং পুনরায় অন্য জাহাজ আরোহণে আসিয়া পিষ্টকবৃক্ষের চারা সকল লইয়া যান। ভারতে চেষ্টা করিলে ইহার চাষ হইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে এই জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে মেহাগিনি কাঠের মত সুন্দর কাঠ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাপ্রবচন।

ব

১। বাইশ লাখের থাড়ি,
তেইশ লাখের যুড়ি,
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে,
দেউলে মোষের মুড়ি।

২। বাউলের ঘরে গরু।

৩। বাক্ সর্ব্বস্ব।

৪। বাক্যেতে পর্ব্বত,
কিন্তু কার্য্যে তুলাকার।

৫। বাঘে গোরুতে (ছাগলে)
এক ঘাটে জল খাওয়ান।

৬। বাঘের আড়ি।

৭। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

৮। বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

৯। বাঘেরে গোবধ।

১০। বাথের ঘরে ঘোগের বাসা।

১১। বাঘের পিছে ফেউ লাগা।

১২। বাঘের বাচ্চা শিয়াল,
দেখে ভয় পায় না।

১৩। বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ।

১৪। বাছার আমার দুধে অরুচি,
বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি।

১৫। বাছার আমার এত বাড়ি,
ছআনার কাপড়ে নয়আনার পাড়ি।

১৬। বাছা রূপে গুণে ছিরখণ্ডী,
বসে আছেন বড়াইচণ্ডী।

১৭। বাজাতে বাজাতে বান,
গাইতে গাইতে গান।

১৮। বাজারে আগুণ লাগলে
পীরের ঘর মানে না।

১৯। বাজী ভোর বা বাজী মাত।

২০। বাড়া ভাতে ছাই।

২১। বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।

২২। বাড়ীর ধারে হাট বসাবে,
ঘর করে ছাবে না।
প্রতি গরাসে মুড়ো খাবে,
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।

২৩। বাড়ীর বুড়ো আর ক্ষেতের হুড়ো।

২৪। বাড়ীর মধ্যে এক ঘর,
তার আবার অন্দর।

২৫। বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল,
কেউ কল্লে দুনো লাভ কেউ হারালে মূল।

২৬। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

২৭। বাতাসে গেরো বাঁধা।

২৮। বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে।

২৯। বাদুড় চোষা তাল।

৩০। বাধা না মানে গাধা।

৩১। বানরের গলায় মতির মালা।

৩২। বানরের হাতে খন্তা বা আড়ি।

৩৩। বাপ্‌কো বেটা,
সিপাহীকো ঘোড়া,
কুচ নেই ত থোড়া থোড়া।

৩৪। বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।

৩৫। বাপ পিতমোর নাম গেল,
হেদে জোলার নাতি।

৩৬। বাপ মা মরা দায়।

৩৭। বাপের জন্মে নাইক চাষ,
ধানকে বলে দুর্ব্বাঘাষ।

৩৮। বাপের বোন্ পিসী,
তারে ভাত দিয়ে পুষি।

৩৯। বাপ জানে না, মা জানে না,
হোগল বনে বিয়ে।

৪০। বাবা পেটে, মা হাঁটে,
আমি তখন বছর আটে।

৪১। বাবার কালে নাইকো গাই,
চালুনী দিতে দুইতে যাই।

৪২। বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।

৪৩। বাবুই ঘর থাক্‌তে বাহিরে ভেজে।

৪৪। বামন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

৪৫। বামনের গরু, থাবে অল্প,
দুধ দেবে অধিক।

৪৬। বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ।

৪৭। বার হাত পুকুরে তের হাত মাছ।

৪৮। বার মাসে তের পার্ব্বণ।

৪৯। বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ী,
কেউ না খায় কারু বাড়ী।

৫০। বারোটা ঝাড়লুম তেরোটা মলো,
তুই না মরে মোর অপযশ হলো।

৫১। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ান।

৫২। বালানাং রোদনং বলং।

৫৩। বালির বাঁধ।

৫৪। বাল্‌তীর ঘরের আগড়।

৫৫। বাস করবে গাঁয়ের মাঝে।
জমী করবে যার মা বাপে আছে।
(মা-গ্রাম ধোয়া জল,
বাপ-পুষ্করিণী)

৫৬। বাস করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে।

৫৭। বাস্তু ঘুঘু।

৫৮। বাহিরের জামাই মধুসূদন,
ঘরের জামাই মধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন,
ভাত খেসেরে মধো।

৫৯। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত।

৬০। বাঁচলে কত দেখ্‌বো আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার,
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়াল হলুদ মেখে।

৬১। বাঁজি জানে না প্রসব বেদনা।

৬২। বাঁজির পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।

৬৩। বাঁশ বাক্‌স বামণ,
জমী নেবার তিন যম।

৬৪। বাঁশের চেয়ে কঞ্চী টন্‌কো।

৬৫। বাঁশ তলায় বিউলো গাই,
সেই সম্বন্ধে মাসতুতো ভাই।

৬৬। বাঁশ যদি পড়ে জলে,
কি কর্‌তে পারে তালে আর শালে।

দাদাভাই নৌরজি।

ওই যে মহাত্মা—দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী,
প্রশস্তললাট বিশালনয়ান,
সুধীর প্রবীণ গম্ভীর-প্রকৃতি
তেজস্বী পুরুষ—ভারত সন্তান! (১)

উদার নীতির পূর্ণ অবতার,
জীবনের ব্রত—জগতের হিত,
বিশ্বপ্রেমে যাঁর বিগলিত মন,
'পার্লেমেণ্টে' আজ তিনি মনোনীত !(২)

ভারত মাতার—অমূল্য রতন!
বম্বেতে জনম—নাম 'দাদাভাই,'
বাড়ালেন কত দেশের গৌরব,
এস সবে মিলি তাঁর গুণ গাই। (৩)

এমন সুদিন কবে হবে আর?
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ ইতিহাসে,
"পার্লেমেণ্ট—মহাসভাতে মেম্বার
দাদাভাই আজি" ইংলণ্ড প্রবাসে! (৪)

এ আনন্দ হৃদে ধরে না যে আর,
আশার স্বপন হইল সফল,
একসূত্রে বাঁধা ইংলণ্ড ভারত,
কে ছিঁড়িবে এই প্রণয় শিকল? (৫)

সুসভ্যতম জাতি যাঁহারা জগতে,
তাঁহাদের সভা কম কথা নয়!
সে সভাতে আজ ভারতসন্তান,
ভাবিলে কাহার না হয় বিস্ময়? (৬)

ভারতের ভাগ্যে ঘটে নাই আর,
অঘটন আজ হ'ল সংঘটন,
কোটিকণ্ঠে গাও—'ভারতের জয়'
কাঁপায়ে মেদিনী—কাঁপায়ে গগন! (৭)

যাহার ইঙ্গিতে সমগ্র পৃথিবী
চালিত হ'তেছে অপূর্ব্ব কৌশলে,
সে মহাসভায় প্রজার প্রবেশ
একমাত্র গুণ প্রতিভার বলে। (৮)

ধন্য ধরাতলে ইংরেজসমাজ
সাম্য নীতি যাঁর মূলমন্ত্র সার,
উদার মতের জাগ্রত প্রহরী—
জীবন্ত ভাবেতে করিছে প্রচার! (৯)

স্বাধীনতা রত্ন অঙ্গের ভূষণ,
মানসিক বল—জীবন সম্বল,
স্বার্থ বলিদান আত্মার প্রকৃতি,
বিশ্বসেবা ব্রত জীবনে প্রবল! (১০)

আত্মপর ভেদ নাহি যে জাতির,
সে জাতির পদে কোটি নমস্কার,
তাদের সদ্‌গুণ করিলে গ্রহণ,
পতিত ভারত হইবে উদ্ধার। (১১)

দেখালে যে ভাব উদার ইংরাজ,
বরণীয় হ'লে সুসভ্য সমাজে,
চিরস্মরণীয় ভারতে ও নাম
একমাত্র এই সুমহৎ কাজে। (১২)

ধন্যা ভিক্টোরিয়া 'ভারত-ঈশ্বরী'
ধন্য গ্লাডষ্টোন'—'কেইন্' 'রিপণ,'
ধন্যা ধন্যা ধন্যা 'মধ্য ফিন্সবারি'
ধন্য মোরা করি ও নাম স্মরণ। (১৩)

থাক 'দাদাভাই' দীর্ঘজীবী হয়ে,
সাধ কায়মনে দেশের কল্যাণ,
করি হে আশীষঃ—পার্লেমেণ্টে বসি
বাড়াও দেশের গৌরব সম্মান। (১৪)

যতকাল র'বে রবি শশী তারা,
যতকাল রবে জাহ্নবী যমুনা,
যতকাল রবে বিন্ধ্য হিমাচল,
'দাদাভাই'-যশ গাইবে রসনা। (১৫)

ঘরে ঘরে হবে মহা মহোৎসব
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার,
আনন্দের স্রোতে ভাসিবে ভারত
যুগ—যুগান্তর সদা-অনিবার। (১৬)

ভাবী বংশধর স্মরিয়ে ও নাম
সিদ্ধ-মনোরথ হইবে সকলে,
করতালি দিয়ে নাচিবে শিশুরা,
উলু দিবে নারী মাতি কুতূহলে! (১৭)

এমন সুদিন কবে হবে আর?
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ ইতিহাসে
পার্লেমেণ্ট মহা সভাতে মেম্বার
'দাদাভাই' আজি ইংলণ্ড প্রবাসে। (১৮)

শ্রীচ।

উদাসীনের চিন্তা।

সৎসাহসের পরিচয়।

শ্রীচৈতন্য—নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পর একদিন হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ নগরের মধ্য দিয়া খোল করতাল ধ্বনি সহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছিলেন। কাজীর আদেশক্রমে তাহার অনুচরবর্গ আসিয়া কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাঁহাদিগের খোল ভাঙ্গিয়া দেয়, করতাল বল পূর্ব্বক অপহরণ করে, এবং নানারূপে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। চৈতন্যের শিষ্যবর্গ ধর্ম্মভ্রষ্ট যবনদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া গুরুদেবের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্যের বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয় ঈদৃশ বিরুদ্ধ শক্তির নিকট পরাস্ত হইবে কেন? যাঁহাদিগের ব্রহ্মশক্তির উপর বিশ্বাস নাই, অথবা যাঁহারা ক্ষীণ বিশ্বাস লইয়া সংসারপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে পারেন। কিন্তু চৈতন্য আপনার প্রাণে যে দুর্দ্দম বল ও অপরিমেয় তেজঃ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে বল ও সে তেজ তাঁহাকে দ্বিগুণতর প্রোৎসাহিত করিল। তিনি নগরসংকীর্ত্তন করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে খোল করতালাদি

লইয়া প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে এক দিবস দেখা গেল হরিভক্তের দল রাজপথে সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়াছে। তৎকালে নবদ্বীপে চৈতন্যের শিষ্য সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদিগের কীর্ত্তন কোলাহলে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল। চতুর্দ্দিকে এসংবাদ পরিব্যাপ্ত হইল। জনস্রোত রাজপথ দিয়া কাজী সাহেবের গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। দর্শকবৃন্দ এতাদৃশ অসমসাহসিকতার ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে কাজীর প্রতাপ তৎকালে বর্ত্তমানকালীন জিলার মাজিষ্ট্রেটদিগের হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, সে কাজীর বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া সংকীর্ত্তনের দল কাজী সাহেবের বাড়ীর অভিমুখে চলিয়াছে ইহা দেখিয়া ক্ষীণবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইবে বিচিত্র কি ? কিন্তু চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মনে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার হয় নাই। কাজী সাহেব যখন সংকীর্ত্তন দলের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি ভীত হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ক্রুদ্ধস্বভাব ছিলেন, তাঁহারা কাজীর গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতি লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন, কেহ বা কাজী সাহেবের প্রতি নীতবৎ ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষমাশীল হৃদয় এজন্য ব্যথিত হইল। তিনি শিষ্যদিগের ঈদৃশ অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাজীকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত মধুর প্রেমালাপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাজী স্বীকৃত হইলেন, আর বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার হইতে দিবেন না। কি দুর্দ্দম তেজ! ইহাই প্রকৃত সৎসাহস। দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করা সৎ সাহসের কার্য্য নহে। কিন্তু বিশ্বাসের অক্ষয় কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সবলের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ ও দমন করা সৎসাহসের পরিচায়ক। চৈতন্য জীবনের ভয় করেন নাই, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বিশ্বাসের তেজ যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের ন্যায় হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। চৈতন্য পাশবিক শক্তির ভয়ে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, তিনি ধর্ম্মকে অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া স্বগৃহে আরামে অবস্থান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সে উপাদানে গঠিত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মের জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মবল হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষ পৃথিবীর আর সমস্ত শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে। মৃত্যুভয় তখন সুদূরে পলায়ন করে। তখন মানুষ আপনার দিকে দৃষ্টি করিবার সময় পায় না। নিয়ত সেই ধ্রুব তারার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি

হেতু সে মুগ্ধ হইয়া যায়। তখন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এইরূপ সৎসাহসিকতা কাহার না বাঞ্ছনীয়? যাঁহারা নানা ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা ঈশ্বরের সুপুত্র কিংবা সুকন্যা নহেন। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও প্রিয়কন্যা হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সকল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ব্রহ্মশক্তিকে জীবনের চালক করিয়া থাকেন। ব্রহ্মশক্তি জীবনের চালক হইলে কোন ভয় ভাবনা থাকে না।

পারিবারিক সঙ্গীত।

মা আমার আনন্দময়ী সর্ব্বমঙ্গলা,
(মা) প্রেমদাত্রী জগদ্ধাত্রী ভক্ত-বৎসলা।
স্নেহের প্রতিমাখানি,
প্রেমোন্মত্তা পাগলিনী,
অরূপী মার কতরূপ নাহি যায় বলা।
চাঁদে সূর্য্যে মার আলো,
ফুল বনে শোভে ভালো,
কোটী চন্দ্র জিনি কান্তি, কুসুম-কোমলা।
মা মোর বিশ্বরূপিণী,
চিদানন্দ স্বরূপিণী,
হৃদাকাশ-বিহারিণী স্থির চপলা।
মা মোর দুঃখবারিণী,
পাপ সন্তাপহারিণী,
সুখদা মোক্ষদা মাতা চিরশীতলা।
মা মোর গর্ভধারিণী,
পালয়িত্রী জননী,
বরাভয় প্রদায়িনী স্নেহে অচলা।
মার খাই মার পরি,
মার রাজ্যে বাস করি,
অপার মহিমা মার অনন্ত লীলা।
চিনেছি মারে এবার,
মা আমার আমি মার,
মার কোলে জুড়াইব ত্রিতাপ জ্বালা।
(মার সঙ্গে রব রঙ্গে নহি একেলা।)

বাদন-প্রণালী।

পিয়ানোফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩০ সংখ্যা—৭৮ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম যন্ত্রে দুই প্রকার সারণা অর্থাৎ পর্দ্দা শ্রেণী থাকে, তন্মধ্যে শ্বেত পর্দ্দাগুলির দ্বারা স্বাভাবিক সুর ও কাল পর্দ্দাগুলির দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ কড়ি ও কোমল সুর বাদিত হয়; কিন্তু কোন্ শ্বেত পর্দ্দায় কোন্ স্বাভাবিক সুর বাদিত হয়, তাহার নাম না জানিলে সহসা সুর বোধ হয় না। এই জন্ত

পাঁচ সপ্তকবিশিষ্ট একটী হারমোনিয়মের প্রত্যেক চাবির নাম পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

এই পাঁচ সপ্তকবিশিষ্ট হারমোনিয়ম যন্ত্রের সর্ব্ব প্রথমে যে শ্বেত পর্দ্দা থানি থাকে, তাহাকে আমরা ষড়জ ও ইংরাজেরা C স্বর কহিয়া থাকে। তৎপরের শ্বেত পর্দ্দা গুলিকে ক্রমান্বয়ে ঋষভ বা D, গান্ধার বা E, মধ্যম বা F, পঞ্চম বা G, ধৈবত বা A, এবং নিষাদ বা B স্বর কহা যায়। এইরূপে প্রত্যেক অষ্টম পর্দ্দা "সা" (ষড়জ) ধরিয়া স্বরগ্রাম (সাঋগম) নির্ণয় করিতে হয়। এই যন্ত্রের সর্ব্ব প্রথম সাত খানি পর্দ্দা অতি উদারার সপ্তক, দ্বিতীয় সাতখানি পর্দ্দা উদারার সপ্তক, তৃতীয় সাতখানি পর্দ্দা মুদারার সপ্তক, চতুর্থ সাত খানি পর্দ্দা তারার সপ্তক, এক পঞ্চম সাতখানি পর্দ্দা অতি তারার সপ্তক। এই পাঁচ সপ্তকের মধ্যে প্রতি সপ্তকে পাঁচ খানি করিয়া কোমল পর্দ্দা আছে। প্রথম সপ্তকের প্রথম কাল পর্দ্দা কোমল ঋষভ, দ্বিতীয় কাল পর্দ্দা কোমল গান্ধার, তৃতীয় কাল পর্দ্দাকে কোমল পঞ্চম বা কড়ি মধ্যম বলে, চতুর্থ কাল পর্দ্দাকে কোমল ধৈবত এবং পঞ্চম কাল পর্দ্দাকে কোমল নিষাদ কহে। ইংরাজিতে কোমলকে "Flat ও কড়িকে Sharp" কহে। প্রতি সপ্তকে পাঁচ খানি করিয়া পঞ্চ সপ্তকে পঁচিশ খানি কোমল পর্দ্দা আছে। প্রথম পর্দ্দা হইতে চতুর্দ্দশ পর্দ্দা পর্য্যন্ত বামহস্ত দ্বারা বাজাইতে হয় এবং পঞ্চদশ পর্দ্দা হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ পর্দ্দা পর্য্যন্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাজাইতে হয়।

হারমোনিয়মে সংগীতের উচ্চ ও খাদ উভয় কুঞ্চিকারই আবশ্যক হয়। উচ্চ কুঞ্চিকাযুক্ত মঞ্চের গত প্রভৃতি দক্ষিণ হস্তে যন্ত্রের দক্ষিণদিককার উচ্চ স্বরের পর্দ্দা সকলে বাজাইতে হয়। এবং খাদ কুঞ্চিকযুক্ত মঞ্চের স্বর সকল বামহস্ত দ্বারা বামদিক্‌কার খাদ পর্দ্দা সকল বাজাইতে হয়। হারমোনিয়ম মাত্রই অচল পর্দ্দাবিশিষ্ট। বাজাইবার সময় দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলিই ব্যবহার করিতে হয়। পর্দ্দা সকলে অঙ্গুলি বিক্ষেপের নিয়ম এই,—অনুলোমে সা-এর পর্দ্দায় বৃদ্ধা, ঋ-তে তর্জ্জনী, গ-তে মধ্যমা, ম-তে মধ্যমার ভিতর দিয়া বৃদ্ধা, এবং প, ধ, নি ও সা-তে ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা। এবং বিলোমে সা, নি, ধ, প ও ম-তে ক্রমান্বয়ে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা, গ-তে বৃদ্ধার উপর দিয়া মধ্যমা এবং ঋ ও সা-তে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধা। এইরূপ নিয়মে পর্দ্দায় অঙ্গুলী বিক্ষেপ করিতে হইবে। উদাহরণ সকল সাধনার সময় প্রত্যেক স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিয়া বাজাইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

পর্দ্দার উপরিভাগে অর্থাৎ হার-

মোনিয়মের ডালার কাষ্ঠে যে তিনখানি সরু কাষ্ঠ ফলক দ্বারা চতুষ্কোণ পদার্থ থাকে, তাহা উপর দিকে টানিয়া তুলিয়া তথায় স্বরলিপি পুস্তক রাখিতে হয়।

হারমোনিয়ম ফ্লুট অর্থাৎ ছোট হারমোনিয়ম বাজাইবার নিয়ম সকলই হারমোনিয়মের মত, কেবল বিশেষ এই যে, ইহার ভস্ত্রা (বায়ুকোষ) পদদ্বারা সঞ্চালন করা হয় না, বাম হস্তদ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করিতে হয়। ইহার বায়ুকোষ নিম্নে না থাকিয়া, ইহার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত, সেই জন্য বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ইহার উপরিস্থ কাষ্ঠখণ্ডে সংলগ্ন করিয়া অপর চারিটি অঙ্গুলী দ্বারা বায়ুকোষের কাষ্ঠধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু ইহার বায়ুকোষ উপর দিকে উঠাইবার সময় অর্থাৎ ইহাকে বায়ুপূর্ণ করিবার সময় অতি দ্রুত ইহার ভস্ত্রা উপরে উঠাইতে হইবে এবং নামাইবার সময় ধীরে ধীরে নামাইতে হইবে। এই যন্ত্র দুই হস্ত দ্বারা না বাজাইয়া কেবল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাজান হইয়া থাকে এবং বাম হস্ত দ্বারা ভস্ত্রা সঞ্চালন করিতে হয়। ইহাতে কেবল একটী টানা কীলক (stop) থাকে।

(ক্রমশঃ)

দন্তশূল।

(TOOTH-ACHE.)

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা।

দন্তশূল অতি কষ্টদায়ক পীড়া, এই পীড়া হইলে রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অনেক কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে—দন্তক্ষয়, দন্তভাঙ্গা, হঠাৎ ঠাণ্ডা অথবা গরম লাগা, বাত, পারদসেবন, পেটের পীড়া, স্নায়বিক পীড়া ইত্যাদি প্রধান কারণ। এই পীড়া হইলে কর্ণমূলে কন্‌কনানি, ঝন্‌ঝনানি, সূচবিদ্ধবৎ বেদনা, দন্তমূল স্ফীত হওয়া, শিরঃপীড়া মুখমণ্ডল ও মস্তকে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্‌ করে ইত্যাদি অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন :—

দন্তশূল হইলে প্রথমে **প্লাণ্টেগো** ব্যবহারে উপকার হইতে পারে, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের গোড়াতে প্রদাহ হইলে **মার্ক-সল** ৩ ক্রম দিবে। যদি দন্তমূল ফুলিয়া প্রদাহ হয়, তবে **এপিস** ৩ ক্রম **মার্ক-সলের** সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যব-

হার করিবে। আহার কালীন দন্তশূলে **কেলাই-কার্ব্ব** দিবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে **ক্যাল-কার্ব্ব** ৬ ক্রম দিবে, গরমে রোগ বৃদ্ধি হইলে **ক্যামোমিলা** ৬ ক্রম দিবে। গর্ভাবস্থায় এই রোগ হইলে **ক্যাল-কার্ব্ব** ও **সিপিয়া** ৬ দিবে। শয়নকালে অসহ্য বেদনা হইলে ম্যাগ্নে-ক্যার্ব্ব ৬ ক্রম ২ঘণ্টা অন্তর দিবে।

একোনাইট—দন্তমূলে বেদনা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, মাথায় রক্তাধিক্য, জ্বর। ১।৬ ক্রম দিবে।

এই ঔষধের অমিশ্র আরক তুলায় ভিজাইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ক্যামোমিলা—রাত্রে অসহ্য বেদনা, শিরঃপীড়া, দন্তমূলে চিড়িক মারিয়া উঠা, গরম ও ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, দন্ত নড়া, গাল লাল ও গরম বোধ হওয়া। ৬। ১২ ক্রম।

বেলেডোনা—আহার অন্তে, বৈকালে, দন্তস্পর্শ করিলে ও ঠাণ্ডা লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি, মাথার বেদনা, অতিশয় দন্তশূল, মুখে লাল উঠা, দন্ত মাড়ী স্ফীত, জ্বর, পিপাসা। ৬।৩০ ক্রম।

মার্কুরিয়স-সল—সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কে বেদনা, ছিড়েফেলার ন্যায় বেদনা, আহার অন্তে বেদনার বৃদ্ধি, মাড়ী স্ফীত, ঘর্ম্ম, মুখে লাল উঠা ৩।৬ ক্রম।

পলসেটীলা—দন্তমূলের বেদনার দরুণ কর্ণে, মস্তকে, সমস্ত দন্তে, মুখে, চক্ষে বেদনা, অস্থির বেদনা, সন্ধ্যাকালে ও গরম গৃহে বেদনার বৃদ্ধি, সূচি বেদনার ন্যায় বেদনা। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় ও গর্ভাশয়ের অন্য পীড়ায় এই রোগ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ৬। ৩০ ক্রম।

নক্সভমিকা—কোষ্ঠবদ্ধ, দন্ত-মাড়ীতে টাটানি, খোঁচান ও দপ্‌দপানি, দন্তমাড়ী স্ফীত, রোগী খিটখিটে ৬।৩০ ক্রম।

ষ্টেফাই সেগ্রিয়া—ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত, সকল দন্তে চিড়িক মারিয়া উঠা, কনকনানি, বেদনা, মুখ ও হাত পা শীতল, ঘর্ম্ম, স্নায়বীয় বেদনা। ৬।১২ ক্রম।

ব্রাইওনিয়া—খোচানে বেদনা, রাত্রে ও উষ্ণে বেদনার বৃদ্ধি, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, রোগী খিটখিটে, নিস্তেজ, নড়িয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি। ৬।৩০ ক্রম।

রোগ শয্যা।

আমি এখন রোগ শয্যায়, সুতরাং আমার পাঠিকা ভগিনী বুঝিতে পারিবেন যে, শরীর ও মনের বল, দর্প, উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, কৌতুক—আমাদের

"দুরন্তপনা" করিবার যে সকল উপকরণ—তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আমি "শান্ত, নির্ব্বিকার (?) ভালমানুষ" রূপে, বিছানায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের চতুর্ব্বিধ বৃত্তির * পোষণীয় সকল জিনিষই জগতে রহিয়াছে, কিন্তু আমি এখন তাহার অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে অযোগ্য ও অক্ষম। রোগীর প্রধান ক্লেশ এই যে সাধারণতঃ রোগী মনুষ্যত্ব অনুশীলন সুখে বঞ্চিত ও অনধিকারী। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অনুশীলন। আমি রোগী হইয়া প্রধান সুখ, প্রধান উদ্দেশ্য হইতে দূরে পড়িয়াছি। এখন আমার প্রয়োজনীয় জিনিষ ঔষধ পথ্য আর স্নেহ মমতা। আমার বর্ত্তমান জীবনের "জীবন" কেবল এই কয়টীরই মধ্যে। এখানে "ভগবানের কৃপার" কথা আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা সকল অবস্থায় সকলেরই জন্যে। বোধ হয় সকলেই প্রতিক্ষণে সে জিনিসের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকেন।

এখন আমার প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির ছোট বড় বিচার করিতে গিয়া আমি ঔষধ পথ্য অপেক্ষা স্নেহ মমতাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেছি। বিচারে পক্ষপাতিতা হইতেছে কিনা (এবং রোগ ভোগে আমার মস্তিষ্ক বিঠিক্ হইয়াছে কি না) তাহা বুঝিতে না পারিলেও সিদ্ধান্তের নির্ভুলের বিষয়ে আমার একটু বিশেষ রকম ভরসা আছে। কারণ আমি আপনা আপনিই বুঝিতে পারি—ঔষধাদি ব্যবহার সত্ত্বেও "বাস্তবিক বাঁচিয়া আছি কি না" আমার মনে এই রকম একটা সন্দেহ সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে। যখন জগতের মধুর সৌন্দর্য্য, আমার বিরক্ত ও ক্লান্ত চক্ষের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ খাইলেও, আমার মনে হয়, আমি বুঝি ভাল রকম বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া থাকিলে সুন্দর জিনিষ ভাল লাগে না কেন? যখন আমার ক্ষুদ্র জীবনের অসম্পন্ন "কর্ত্তব্য" গুলির দিকে চাহি, তখন স্বাস্থ্যকর—বলকর পথ্য গ্রহণ করিলেও আমার মনে হয়, আমার জীবনই যদি আছে, তবে কর্ত্তব্যপালন করিবার শক্তি যাইবে কেন? আমি হয়তো প্রকৃত জীবন্ত নহি। যখন, মানবের সজীবতা শক্তি গুলি আমার প্রাণের চারিপাশে ঘুরিতেছে বুঝিতে পারি, অথচ একটিকে ধরিতেও ক্ষমতা হয় না, তখন ঔষধ পথ্যের সহস্র শক্তি অতিক্রম করিয়া আমার মনে হয়, আমি বাঁচিয়া থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন? কিন্তু এই রোগ শয্যায় এই জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, যখন আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণীদিগের স্নেহ, দয়া ও সহানুভূতি পাই, যখন আমার আরোগ্যাকাঙ্ক্ষী হৃদয় কয়-

* চতুর্ব্বিধ বৃত্তি—শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী।

খানি অনুভব করিতে পাই. তথনই অমোর—ঔষধ পথ্য গ্রহণ করি বা না করি, তখনই আমার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। তখনই ভাবি, আজিও আকাশে চাঁদ উঠে, আজিও বাগানে ফুল ফুটে, আজিও সুকুমার শিশু মায়ের কোল আলো করে, আজিও শান্ত রস পূর্ণ সঙ্গীত সন্ধ্যা-কালে জগৎ মাতাইয়া থাকে! তখনই বুঝিতে পারি, আজি ও জগতে সুখ আছে, মানব হৃদয়ে সাধ আছে, আমি 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' হইলেও জগতের আমাতে প্রয়োজন আছে! যাহার স্নেহের বন্ধন আছে, সে জীবিতও আছে; যে জীবিত আছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, অন্ততঃ আশার আলো মাখা একটা কাল্পনিক ভবিষ্যৎ তো আছে—যাহার ভবিষ্যৎ আছে, তাহার তো সবই আছে! তাই তখনই এ সুপ্ত প্রাণের লুপ্ত সাধ বাসনা এক একবার বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমার "রোগশয্যা" ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন মহৌষধ, এমন অমৃতমাখা পথ্য, কোনও এম্, ডি, কোনও এম, বি, কোনও কবিভূষণ, কোনও কবিকেশরী, ব্যবস্থা করিতে পারেন জানি না। তাই আমি বিবেচনা করি, রোগীদিগের জন্যে আগে স্নেহ মমতা, তার পর ঔষধ পথ্য আবশ্যক। হয়তো আমি জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, বহুলোকে এ কথা বলিয়া গিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই রোগশয্যার প্রসাদে এ নূতন রকম "সত্য" হয় তো আমিই আবিষ্কার করিয়া বসিলাম! ভরসা করি, এখন হইতে আমার আবিষ্কৃত "তত্ত্ব"টী, দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা চিকিৎসা প্রকরণে বিধিবদ্ধ করিবেন!—প্রার্থনা করি,তাঁহারা যাহাই করুন, বঙ্গবাসিনীরা সকলেই ইহা মনে রাখিবেন; তাহা হইলেই আমার "রোগ-শয্যা" সার্থক হইবে।

বলিতেছিলাম, আমি এখন রোগ শয্যায়। আমি এখন মানবজগৎ হইতে এক রকম বিদায় লইয়া, একটী বিছা-নায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমি যে মানব জগতের একজন, এ কথা সহসা মনে হয় না। আমি কাহারও জন্য কিছুই করিতে পারি না। মানুষেরা—আমার শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু ও বন্ধুরা আমাকে স্নেহ মমতা করেন, আমার জন্য খাটেন, আমার জন্য ব্যস্ত হন, আমি কাহারও জন্যে কিছুই করি না! কেবল বিছানায় পড়িয়া দীর্ঘক্ষণ, দীর্ঘ মুহূর্ত্ত, দীর্ঘ দিবারাত্রি কাটিতেছি! আমি বুঝি এখন মানুষের কেহ নহি, আমি বুঝি বা বিছানারই "আপনার জন" হইয়াছি!

মনুষ্যশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব সমাজের এ রকম "পর" হওয়া যে কি দুর্ভাগ্যের কথা, তাহা এই রোগশয্যার প্রসাদেই আমি বুঝিতেছি। আমাদের বড় সৌভাগ্য এই যে আমরা একা

নহি—মানব সমাজ হইতে পৃথক্ নহি। আমি এক পরিবারের একজন, এক সমাজেরও একজন—যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা তো বিশ্ব জগতেরই! আমাদের মত লোকের ক্ষুদ্রাশয়তা ও সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে যতই ক্ষুদ্রতম করুক না কেন, আমরা অহং জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া মোহান্ধ হইয়া পড়ি না কেন, তথাপি মানব সমাজের সহিত আমাদের গভীর সম্বন্ধ—নৈসর্গিক নিয়ম, সে সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে। প্রায় সকল অবস্থাতেই মানব-হৃদয় মানবের জন্য লালায়িত। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, ধনীরই হউক, আর দরিদ্রেরই হউক, একটী হৃদয় আর একটী হৃদয়কে চাহিবেই চাহিবে! মানুষের নিজের সুখে পরিতৃপ্তি হয় কখন? যখন কোনও সহৃদয় আত্মীয়, সুখীর সুখ নিজ সুখের মত গ্রহণ করেন, যখন একজনের হৃদয় অন্যের সুখে প্রকৃত সুখাগার হইয়া উঠে, তখনই। আবার মানুষের দুঃখে শান্তি আসে কখন? যখন কোনও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের সহানুভূতি তাহার ব্যথিত হৃদয় আকর্ষণ করে, যখন কোনও স্নেহের হৃদয় গলিয়া দুঃখীর জন্য দুই ফোঁটা অশ্রু মোচন করে, তখনই ব্যথিত হৃদয় আরাম পাইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, মানব পরেরই, যিনি পরার্থপর, তিনিও পরের, যিনি স্বার্থপর তিনিও পরের। রাজার ছেলে শাক্যসিংহ পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, অন্যে পরে জরা মৃত্যু অতিক্রম করিবে বলিয়া; নরপিশাচ তৈমুরলঙ্গ অগণ্য নরহত্যা করিয়াছিল, দশ জনের কাছে—পরের কাছে "সম্রাট্" হইবে বলিয়া; ভারতীয় ঋষিগণ জ্ঞানানুশীল করিয়া রক্ত মাংস জল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অর্জ্জিত রত্নে সমস্ত জগৎ ধনী হইবে বলিয়া; আমাদের ক্ষুদ্রাশয় ধনিগণ দীন দুঃখীর মুখগ্রাস বঞ্চিত করিয়াও লৌহসিন্ধুক বোঝাই করেন, কেবল তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ "ভোগ" করিবে বলিয়া; বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, সেক্সপীয়র, মাইকেল মধুসূদন, লর্ড বায়রণ প্রভৃতি তাঁহাদের প্রাণময়ী কবিতা—অমানুষিকী প্রতিভা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পরে দেখিয়া সংসারবেদনা—ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকিবে, এই আশয়ে; আমাদের সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা পঞ্চমে সুর তুলিয়া গান গাহিতে আসে, পরকে সন্তুষ্ট করিয়া দু পয়সা পাইবে এই আশয়ে; বঙ্গলক্ষ্মী শঙ্করী পিসী এই শীতকালে পানাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া হাসিমুখে রান্নাঘরে ঢুকেন, পরকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিবেন, এই কামনায়; আমাদের বিলাস দিদি নূতন নূতন গহনা পরিয়া দরিদ্র প্রতিবাসিনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তাহাদিগের নিকটে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, এই কামনায়; তাই বলিতেছি মানব পরেরই জন্যে—পরার্থপর পরার্থপরতার জন্য, স্বার্থপর স্বার্থপরতার জন্য,

পরকেই চাহিবে। মানব মানবের সহিতই সম্বন্ধ রাখিবে। এ সম্বন্ধ আমাদের জাতীয় সম্বন্ধ। এই জাতীয় সম্বন্ধ আমাদের বড় সুখের জিনিস। কিন্তু যিনি পরার্থের জন্য মানব জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তিনি পুরুষ হইলে পরম সৌভাগ্যবান্, রমণী হইলে পরম সৌভাগ্যবতী। তিনিই মানব সমাজের প্রকৃত বন্ধু—প্রকৃত আত্মীয়। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতার জন্য মানব সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখে, সেইই প্রকৃত দুর্ভাগ্য, সেইই সংসারের পর। রোগী এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। রোগী আত্ম-চিন্তা-কাতর; স্নেহ, মমতা, দয়া, সহানুভূতি, রোগী লইতেই পারে, দান করিতে অক্ষম! এই রকম সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মানব রোগশয্যা পাতিয়া থাকে! এই সঙ্কীর্ণতাই বুঝি মৃত্যুর রূপান্তর!

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দাদাভাই নৌরজীর ও তৎসঙ্গে ভারতবাসীদের মাথার উপর যে তরবারি ঝুলিতেছিল, তাহা সরিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কাপ্তেন পেণ্টন অভিযোগ করিয়াছিলেন দাদাভাই অসদুপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন, বিচার কালে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

২। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ কন্‌গ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ২৮এ ডিসেম্বর হইতে কন্‌গ্রেসের কার্য্যারম্ভ হইবে।

৩। সেরপুরের জমীদার শ্রীমতী তারাসুন্দরী চৌধুরাণী দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অন্নদান করিতেছেন।

৪। চিকাগোর প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ৩০০০ শিক্ষক আছেন, তন্মধ্যে ২৮০০র অধিক স্ত্রীলোক। এদেশে বালিকা-বিদ্যালয়েও স্ত্রী-শিক্ষক জুটে না।

৫। লেডী টেনিসন একজন পাকা গৃহিণী। কবিবর টেনিসন এক সময় পরিহাস ছলে বলিয়াছিলেন, "আমার লেখাদ্বারা পয়সা না হইলে শ্রীমতীর রন্ধন বিদ্যা দ্বারা পরিবারের দারিদ্র্য মোচন হইবে। টেনিসন চা-বিস্কুট বাজারে বিকাইবার জিনিষ।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। **সরল কবিতা**—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। বালকদিগের নীতিশিক্ষা-বিধায়ক ও আমোদকর কয়েকটী বিষয় লইয়া পুস্তকখানি

হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন প্রসিদ্ধ কবিতা লেখক। তাঁহার কবিতাগুলি বেশ সরল এবং এ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

২। বিষাদলহরী—শ্রীঅঘোরনাথ বসু চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। লেখক আপনার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস কবিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরস ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাঁহার অন্তরের সুন্দর ধর্ম্মভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। আশ্রম চতুষ্টয়—শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। প্রাচীনকালের ধর্ম্ম জীবন গঠনের প্রধান সহায় হিন্দুর চতুরাশ্রম, ইহা সাধারণের গোচর করিয়া রজনী বাবু সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইহা ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার এক একখানি থাকিলে তাহাদের চরিত্র গঠনের সাহায্য হইতে পারে।

৪। আর্য্যালোক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। এই পুস্তকে জীবতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বিষয়গুলি যেমন উচ্চ, তেমনি চিন্তাশীলতার সহিত সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে। লেখক হিন্দুর মত ও বিশ্বাসগুলি ভিত্তিভূমি করিয়া বিশুদ্ধ যুক্তিবলে সেইগুলি সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য না থাকিলেও তাঁহার আন্তরিক ভাব ও শুভ উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ধীরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ ও আলোচনা করিলে বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লবের কুফল অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

৫। দীপ্তি—বিকাশপ্রণেতা প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। কবিতাগুলি ধর্ম্মভাব পূর্ণ, কতকগুলিতে প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা এবং কতকগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবের মধুর বিকাশ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। লেখক কবিতাদেবীর সেবা করুন, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ ?

সঙ্গীত নৃত্যাদি শিক্ষায় যে হিন্দু স্ত্রীগণের পক্ষে দোষ আছে, তাহা আমরা বুঝি না। কিন্তু উহা যে সমাজে হঠাৎ বা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে সে আশাও খুব কম; কারণ আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে নৃত্য গীতাদি কুলস্ত্রীগণের কার্য্য নহে, উহা নির্লজ্জা কুলটা স্ত্রীগণের কার্য্য। কিন্তু উহা যে কেন কুলস্ত্রীর

কার্য্য নহে সে বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোন যুক্তি তর্ক পাওয়া যায় না, কেবল পাওয়া যায় অন্ধবিশ্বাস মাত্র। সমাজে যাহার প্রচলন না থাকে, তাহার আলোচনা অনেকে অনেক সময় ধরিয়া না করিলে উহা সিদ্ধ হয় না। শুনিয়াছি এ দেশে প্রথমে বালিকা স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব হইলে নাকি অনেকেই স্ব স্ব কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণকে স্কুলে যাইতে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় নাকি সাহসে ভর করিয়া নিজ কন্যাদিগকে স্কুলে যাইতে দেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ১০।১২ বৎসরের পরে আর স্কুলে যাইতে পান নাই,এখন তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ ১৩।১৪ বৎসর বয়সে স্কুলে গেলেও কোন কথাটী হয় না। অবশ্যই আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের বা বেথুন কলেজের মেয়েদের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি হিন্দুসম্প্রদায়ের পল্লীগ্রামস্থ বালিকাস্কুলের কথা। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে ব্রাহ্ম ও হিন্দুসম্প্রদায় যে পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী এমন বিশ্বাস আমার নয়, আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের পরিণত অবস্থা, তবে কি না হিন্দুধর্ম্মের অপরিণত অবস্থা লইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হয়েন বলিয়াই বোধ হয় ব্রাহ্ম হিন্দু দুটী সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে অত্র প্রবন্ধে অধিক আলোচনা করিতে গেলে মূল প্রবন্ধের মৌলিকতা থাকিবে না, সুতরাং ব্রাহ্ম ও হিন্দু যে একই ধর্ম্ম ইহা দেখাইতে আমরা বারান্তরে চেষ্টা করিব। সে যাহা হউক এখন বক্তব্য এই যে যদি বড় বড় লোকে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে হিন্দুস্ত্রীগণের নৃত্য গীতাদির বিষয় ক্রমাগত আলোচনা করেন, যদি বড় বড় স্কুল কলেজের ছাত্রীগণের মধ্যে ঐ প্রথার আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ পল্লীগ্রামস্থ বালিকা স্কুলেও আসিয়া লাগিবে এরূপ আশা করা যায়, এবং তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণও আপন আপন আত্মীয়গণের নিকট তখন আর নৃত্যগীত শিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না। আর পুরুষেরাও স্বইচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণকে উহা শিক্ষা দিতে যত্ন করিবেন, যেমন এখন বিদ্যা (লেখাপড়া) শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। পূর্ব্বে যাঁহার স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার প্রতি বিদ্বেষ ছিল শুনিয়াছি, এখন সেই বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা মহাশয়কে স্কুলে যাওয়ার জন্য পৌত্রীর প্রতি তাড়না করিতে দেখিতেছি, নৃতগীতের পদ্ধতি স্ত্রীমহলে প্রচলিত হইলে কালে যে ইহা লেখাপড়ার মত সকলের দ্বেষ, তর্ক, ও অমতাদি কাটিয়া ঠিক্ হইয়া দাঁড়াইবে না কে বলিল ? অতএব একবার প্রচলন হইয়া দাঁড়াইলে কালে যে "নৃত্যগীত কুলটার কার্য্য" এ কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবেন আশা করা যায়।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৬ সংখ্যা।	পৌষ ১২৯৯—জানুয়ারি ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এলাহাবাদ কন্‌গ্রেস্‌— ৮ম জাতীয় মহাসভার কার্য্য ২৮এ হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, তাহাতে প্রায় ১ সহস্র প্রতিনিধি ও তিন সহস্র দর্শকের সমাগম হয়। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ অভ্যর্থনাসমিতির এবং বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করেন। কার্য্য সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী বর্ষে অমৃতসরে এই মহাসভার অধিবেশন হইবে। জগদীশ্বর এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতি-বিধান করুন।

পুনা মহিলা বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ের কার্য্য যেরূপ চলিয়াছে, তাহা অতি সন্তোষকর। এই বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য যাহা ছিল, তাহার হ্রাস হওয়াতে বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। এই জন্য লর্ডরিপণ ও ভারতহিতৈষী অনেক লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র লইয়া সার উইলিয়ম হণ্টার, দাদাজী নৌরজী প্রভৃতি মহাত্মা ষ্টেট সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিদ্যালয়ের সাহায্য পূর্ব্বমত দিবার প্রার্থনা করেন। দুঃখের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারী অর্থের অসচ্ছলতা দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। দেশের শিক্ষোন্নতির জন্য দেশের লোক প্রস্তুত হউন। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদার্হ, শিক্ষাবিভাগে তাঁহাদের নিকট এখন আর অধিক অর্থ সাহায্যের আশা করা বৃথা।

দান—কলিকাতা লেডী ডফারিণ স্ত্রী হাঁসপাতালে প্রত্যেক রোগীর জন্য স্বতন্ত্র রন্ধনশালা ও স্নানাগার নির্ম্মাণার্থ

কার্য্য নহে যে লালা বংশগোপাল নন্দ ৫
কোন যুক্তি ...কা দান করিয়াছেন।
কেবল

সেবিংস্ ব্যাঙ্ক—এদেশের মধ্য-সমবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোক "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিয়া দুপয়সার সংস্থান করিতে পারে না, ইহাতে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সেবিংস্ ব্যাঙ্ক সংস্থাপন পূর্ব্বক অল্প পরিমাণ টাকা জমাইবার উপায় করিয়া অনেক লোকের মহোপকার করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর অধিকতর সংখ্যক লোক ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতেছেন এবং টাকার পরিমাণও বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ১৮৯২ সালে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে ৬৬৪২টী ব্যাঙ্কে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,২৮,৭৫২ জন টাকা জমা দেয়, তাহারা ৩০,৪৪০,৬৯ টাকা সুদ পাইয়াছে, তাহাদের আসল টাকা ৮ কোটী, ৮৮ লক্ষ, ৫৯ হাজার ১১৮ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৫৩,৩,২৩ জন অধিক লোক টাকা জমা দিয়াছে।

শিক্ষাবিভাগ—ডাইরেক্টর সার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌টের বিদায় কালের জন্য পণ্ডিতবর টনি সাহেব প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এখন টনি সাহেব বিলাতে চলিয়া যাইতেছেন, আর ফিরিবেন না, তাঁহার স্থানে সি এ মার্টিন্ কার্য্য করিবেন।

স্ত্রী-পুলিস—ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ রক্তাম্বরপরিহিতা কৃপাণপাণি কতকগুলি বীরাঙ্গনাকে আপনার দেহরক্ষিণী করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শ্যামাধিপতি তাহাদিগকে রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নারীর অলক্ষিত প্রভাব।

নারীজাতির নিজ অধিকৃত পরিবার-রাজ্যে তাঁহাদের যে প্রভূত প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে, যদিও তাহা সচরাচর চক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু তাহার ফল অতি স্পষ্ট। যাঁহাদিগকে 'অবলা' কহা গিয়া থাকে, তাঁহাদেরই আবার অপর এক নাম শক্তি। এ শক্তি শাণিত অসি, কিম্বা আগ্নেয় আয়ুধ ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করে না, মহাসভা এবং ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ বেদীতে বসিয়া বক্তৃতা উপদেশ দেয় না, ধর্ম্মাধিকরণে বিচার সিংহাসনে বসিয়া বিচারও করে না; কিন্তু অদৃশ্য ভাবে সুমহৎ কার্য্যের মূল প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যে পাষাণ হৃদয় সহস্র তর্ক যুক্তিতে ভয় বিভীষিকার তর্জ্জন গর্জ্জনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহা নারীর সুকোমল চক্ষের এক বিন্দু জলে

বিগলিত হইয়া যায়। যে বজ্রবাহু বীর সেনাপতি লক্ষ লক্ষ সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত হয়েন না, তিনি একটী ক্ষীণাঙ্গী মৃদুভাষিণী ললনার ঈষদ্ধাস্যে দ্রবীভূত হইয়া যান। এ সকল দেখিয়াও কি শক্তিরূপিণী নারীকে অবলা বলিতে সাহস করিবে? আধুনিক শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি স্বাধীনচেতা বঙ্গীয় সমাজের উপর অন্তঃপুরবদ্ধা অশিক্ষিতা মহিলাগণের প্রভাবই কি সামান্য? ইহারা যবনিকার অন্তরালে অবগুণ্ঠনাবৃত থাকিয়াও লুক্কায়িত ভাবে অনেকানেক প্রাচীন সদাচার, ধর্ম্মশাসন ও নৈতিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে। দেখিতে যদিও পুরুষের ক্রীড়ামৃগ সদৃশ, কিন্তু অবলা-সকল শক্তিহীনা নহে। যাহারা প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়াও কেবল স্বীয় স্বভাবের প্রভাবে এতাবিক আধিপত্য অদ্যাবধি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, সুশিক্ষিতা হইলে না জানি তাহারা কি না করিতে পারিত?

আমাদের বঙ্গীয়া ভগিনীগণ এখনও পর্য্যন্ত মুক্তভাবে বাহিরে যথা তথা বিহার করিতে পারিলেন না. তাঁহারা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না, ইহা ভাবিয়া দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। নারীজাতির বিশেষ চিহ্নিত বিস্তীর্ণ রাজ্য আছে, মনুষ্য পরিবারের উৎপাদন, প্রতিপালন এবং সংসারের গুরুভার তাঁহাদের হস্তে আছে। এখানে পুরুষের কটাক্ষপাতেরও অধিকার নাই, হস্তক্ষেপ ত দূরের কথা। এই নির্ব্বিবাদ একাধিপত্যের সীমামধ্যে নারী রাজরাজেশ্বরী। ইহার ভার কাহার হস্তে দিয়া তিনি পুরুষরাজ্যের আধিপত্যের অংশভাগিনী হইতে যাইতেছেন? নারীই স্ত্রীপুরুষের গর্ভধারিণী, প্রসূতি এবং ধাত্রী; পুরুষ কোনও কালে সে অধিকার পায় নাই, পাইবেও না। পরিবারের শান্তি, সৌন্দর্য্য, সুশৃঙ্খলা, প্রথম শিক্ষা, মানসিক শক্তি এবং সদ্গুণের বিকাশসাধন কামিনীগণের কমনীয় হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে; পান ভোজন ইত্যাদি গৃহকার্য্যের উন্নতি এবং রক্ষার ভারও নারীজাতির নিজস্ব অধিকার। এই বিস্তৃত বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেন পুরুষের বিশেষ অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাদের এত আগ্রহ বুঝা যায় না। যে সকল শক্তি ক্ষমতা, মান মর্য্যাদা, বীরত্ব, জ্ঞান প্রতিভায় পুরুষসমাজ বিখ্যাত হইয়াছেন তাহার মূলেও কি নারীর এক প্রধান অংশ নাই? অবশ্য আছে, প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী রাজ্যে ফরাসী সমাজে স্ত্রীজাতির এমন প্রভাব ছিল যে বড় বড় রাজকীয় উচ্চপদ তাঁহাদের অনুরোধ এবং উত্তেজনায় পুরুষেরা প্রাপ্ত হইত; সমাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিতা মহিলাগণের দ্বারা পরিচালিত হইত; ভদ্রতা সভ্যতা,

...ত্তর নিয়ম, বিশুদ্ধ রুচি, সাহিত্য কবিত্ব, লৌকিক ব্যবহার এ সমস্ত তাঁহারা উদ্ভাবিত ও নিয়মিত করিতেন। ভদ্র মহিলাগণের মতানুসারে যিনি উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তিনিই স্বতন্ত্র রাজকার্য্য এবং পদমর্য্যাদা পাইতেন—এমন কি মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, তদীয় স্ত্রী জোসেফাইনের বিশেষ চেষ্টায় সেনানায়ক পদে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। ফলতঃ এমন এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিতা প্রধানা মহিলাগণের প্রশংসাপত্র না পাইলে অনেকানেক পুরুষ সাধারণ্যে কোন মর্য্যাদা লাভে সমর্থ হইতেন না। বড় বড় পদের জন্য সমাজে মান্য গণ্য হইবার জন্য অনেক উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক বিশেষের শরণাপন্ন হইতে হইত। এখনও কি সে দিন চলিয়া গিয়াছে? যায় নাই, কিন্তু যাইবার কারণ ঘটিতেছে। স্ত্রীরা যদি নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত কার্য্যের প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বভাব কঠোর এবং বিকৃত হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহাদের কোমল প্রভাবে, মৃদু হাস্যে, স্নেহকটাক্ষে যে যে মহৎ কার্য্য অতি সহজে পূর্ব্বে সুসম্পন্ন হইত, এখন আর তাহা হইবে না। নারী তলোয়ার কিম্বা বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, অথবা কঠিন কুটিল তর্কযুক্তি বিজ্ঞান কৌশলে রাজনৈতিক আন্দোলনে জয়লাভ করিতে পারে না বলিয়া কি সে অবলা? সে স্বয়ং রণরঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া নাচিতে পারে না বটে, কিন্তু নয়নকটাক্ষে এক বিন্দু অশ্রুজলে সহস্র অশ্বারোহী বীরপুরুষকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে? দুইটী মিষ্ট কথায়, একটু মধুর হাসিতে বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞদিগকে নিজ পক্ষ সমর্থন করাইতে পারে। অতএব নারীর প্রভাব অতি অদ্ভুত। ইহাতে যেমন বড় বড় মহারাজ্য সকল ছারখার হইয়া গিয়াছে, তেমনি ইহা দ্বারা এখনও অতি সুমহৎ বীরোচিত কার্য্য সমস্ত সম্পাদিত হইতে পারে। শিক্ষিতা কোমলাঙ্গী স্নেহশালিনী মধুরভাষিণী মৃদুহাসিনী সাধুচরিত্রা দয়াবতী পরহিতৈষিণী নারীর অজেয় শক্তি মহা মহাবীরদিগেরও অনতিক্রমণীয়।

আলাস্কা।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে আলাস্কা একটী আশ্চর্য্য হিমপ্রধান দেশ। ইহা এতাবৎকাল রুশিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু যুক্তরাজ্য ৭৫০০০০০ ডলার মুদ্রা ও ২ কোটী পুরাতন বন্দুক দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া লইয়াছে। বান্‌কোবারের

দ্বীপ অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তিন দিবস কাল সভ্যসমাজের কথা দূরে থাকুক,পশু পক্ষী প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্নও পাওয়া যায় না। এই প্রকার পথ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে আলাস্কায় উপস্থিত হওয়া যায়। অন্যান্য হিমপ্রধান দেশের ঘর বাড়ীর মত এখানকারও ঘর বাড়ী, প্রভেদের মধ্যে এই যে, দ্বারদেশের খুঁটির ভিতরে স্ত্রীলোকদিগের বংশাবলীর বিবরণ সংগৃহীত আছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পুরুষদিগের কেন নাই? তদুত্তরে আমরা বলি যে, এখানকার সমাজ স্ত্রী-প্রধান সমাজ। এখানকার অনেক প্রথা অতি জঘন্য। স্ত্রীলোকে এখানে বহু স্বামী গ্রহণ করিয়া থাকে। কুমারী একারম্যান্ বলেন যে, এমন কি এক নারী ২৮ জন পতিও গ্রহণ করিয়াছে! ভূত প্রেত শয়তানে এখানকার লোক-দিগের খুব বিশ্বাস। দাঁড়কাক পবিত্র পক্ষী বলিয়া পরিগণিত। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত অশ্বতর আছে, তদ্দ্বারা লোকে গতায়াত করিয়া থাকে। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইলে জঙ্গল কাটিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। পার্ব্বত্য পথ এরূপ পিচ্ছিল যে, এক পা অগ্রসর হইলে দুই পা পিছাইয়া আসিতে হয়। বিবী একারম্যান্ বলেন যে, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তিনি একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পান। ইহা বরফের চাঁই নিঃসরণের শব্দ। বেয়ারিং প্রণালী অতিক্রম করিলে সভ্য জগতে আসিবার জাহাজ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে আরোহিশ্রেণীভুক্ত প্রায়ই করা হয় না, কারণ স্ত্রীলোক অযাত্রা বলিয়া বিবেচিত হয়। কি আশ্চর্য্য বৈপরীত্য! যে দেশে স্ত্রীলোকের এত সম্মান যে তাঁহার বংশাবলীর নাম গৃহের খুঁটির মধ্যে লিখিত থাকে, সেই দেশেই আবার স্ত্রীলোক 'অযাত্রা' 'আপদ জঞ্জাল' জ্ঞানে বর্জ্জিতা হন। ষ্টীমার যোগে বিবী একারম্যান্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আড্ডায় উপস্থিত হন। প্রচারকগণ এখানে তিন বৎসরকাল শ্বেতাঙ্গের মুখাবলোকন করেন নাই। খাদ্যদ্রব্য ও ডাকের চিঠী ইহাঁরা বৎসরে একবার মাত্র প্রাপ্ত হন। এমন দেশেও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া-ছেন! কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি ধর্ম্মপিপাসা! ভাষায় যাহাকে বলে 'চণ্ডীপড়া,গোয়াল-কাড়া,' এখানকার প্রচারকগণকে তাহাই করিতে হয়। এখানে তাঁহাদিগকে কাঠকাটা প্রভৃতি নীচ গৃহকর্ম্মও করিতে হয়, ধর্ম্মপ্রচারও করিতে হয়। বেয়ারিং সমুদ্রে প্রবেশ করিলে, মার্ত্তণ্ডদেবকে মস্তকোপরি—তার পর একবারে অদৃশ্য হইতে দেখা যায়। ইহার পর ভয়ানক অন্ধকার। আলাস্কায় রুশিয়ানদিগের দ্বারা নির্ম্মিত একশত বৎসরের পুরাতন গ্রীকসম্প্রদায়ভুক্তদিগের একটী গির্জ্জা আছে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে খোদাই ও চিত্র কার্য্য এখানকার

বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপনা হয়। এখানে ৫০ জন খৃষ্টীয়া মহিলা মিলিয়া "World's Women's Christian Temperance Union" অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী মিতাচার সভার শাখা সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে ১৭০০ ফিট গভীর একটা স্বর্ণখনি আছে, অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই খনিতে কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সৎসাহসের পরিচয়।

২—মাধব দাস রঘুনাথ দাস।

মেরবা কেনবা বোম্বে নগরের ছোট আদালতের জজের কার্য্য করেতেন। বোম্বে প্রদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রচলিত হিন্দু-রীতির বিরুদ্ধে চলিয়াছিলেন বলিয়া মেরবা কেনবা বোম্বে প্রদেশের রক্ষণশীল হিন্দু মাত্রেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ সংস্কারে বিরোধী দলের নায়কগণ মেরবার ব্যবহারে নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন। সংস্কারের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। অবশেষে একটী নৃশংস উপায়ে উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইলেন। একদা নিশীথকালে মেরবা যখন তাহার পত্নীসহ নিদ্রিত ছিলেন, তখন সংস্কার-বিরোধী কতিপয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহা-দিগের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া উভয়ের মুখবন্ধ করিল। স্বামী স্ত্রী এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভীত হইয়া জাগরিত হইলেন। কিন্তু নিরু-পায়। অতঃপর দুরাত্মাগণ দম্পতীকে দারুণ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বাহিরে লইয়া চলিল এবং এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে অসহায় অব-স্থায় দম্পতী কূপোদকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পর দিবস তাঁহাদিগকে গৃহে না পাওয়াতে অন্বেষণ আরম্ভ হইল। দুই একদিন তাঁহাদের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে কূপের মধ্যে তাঁহাদিগের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তাঁহাদিগের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ চতু-র্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীলগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল;—প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী সংস্কারকগণ যে সমাজকে অতল জলে ডুবাইবার জন্য প্রয়াসী হইয়া-ছিলেন, সে পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহাদের আস্পর্দ্ধার আর সীমা রহিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের ঈদৃশ অমানুষিক আচরণে কোন কোন সংস্কারকের উৎ-সাহ এবং উদ্যম নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সাধু কার্য্যের গতি প্রতিরোধ করে কার সাধ্য? এক মেরবা, দুই মেরবা—এমন কি শত শত মেরবার জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার শক্তি অবরুদ্ধ হইতে পারে না। মেরবার স্থলে সৎসাহসী মাধব দাস রঘুনাথ দাস দণ্ডায়মান হইলেন। ইনি বোম্বের একজন বিখ্যাত ধনী বণিক্। ইহাঁর হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল না। ইনি রক্ষণশীল সংস্কারবিরোধীদিগের অবৈধ কলঙ্কিত আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তরবারি তাঁহার মস্তোকপরি লম্বমান ছিল, সংস্কারবিরোধী হত্যাকারীদিগের শোণিত-রঞ্জিত হস্ত তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল। রক্ষণশীলদিগের বিষাক্ত রসনা সংস্কারকদিগের কুৎসা কীর্ত্তনে নিয়োজিত ছিল। তথাপি সৎসাহসী মাধব দাসের সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। তিনি সাহস পূর্ব্বক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিলেন। বিরোধীগণ মাধব দাসের এই অসমসাহসিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিরাশার অন্ধকার তাঁহাদিগের প্রাণ আচ্ছন্ন করিল। তখন তাহারা সংস্কারের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিতে লাগিল। একদিকে সংস্কারকগণ যেমন মাধবদাসের সৎসাহসে প্রোৎসাহিত হইতে লাগিলেন, অপরদিকে সংস্কারবিরোধীগণ উদ্দেশ্যসাধনে তেমনি অকৃতকার্য্য হইয়া নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহী হইয়া পড়িলেন। এখন বোম্বাই প্রদেশে অনেকগুলি বালবিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৩—হেলভিডিয়াস্ প্রিস্কাস্।

ইনি রোমের মন্ত্রি-সভার একজন সদস্য ছিলেন। একদা রোমের সম্রাট্ ভেস্পেসিয়ান তাঁহাকে মহাসভায় (সিনেটে) না যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমি যখন মহাসভার একজন সদস্য, তখন আমাকে যাইতেই হইবে।"

সম্রাট্—তবে আপনি সেখানে নির্ব্বাক্ থাকিবেন।

হেলভিডিয়াস—আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না। আমি নির্ব্বাক্ থাকিব।

সম্রাট্—আমি আপনার মত জিজ্ঞাসা করিব।

হেলভিডিয়াস—তবে আমি যাহা উচিত বুঝি, তাহাই বলিব।

সম্রাট্—তাহা হইলে আমি আপনাকে বধ করিব।

হেলভিডিয়াস—আমি অমর একথা কি আমি কখনও আপনাকে বলিয়াছি? আপনি আপনার কর্ত্তব্য করিবেন, আমিও আমার কর্ত্তব্য করিব। আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিব। আপনি আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কিন্তু আমি শোক না করিয়া তাহা শিরোধার্য্য করিব।

ধন্য হেলভিডিয়াস! রাজ তরবারির ভয় তোমার সত্যনিষ্ঠাকে বিচলিত

করিতে পারিল না। যে সম্রাটের ভ্রূকুঞ্চনে কত বীর পুরুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইত, তৎকর্ত্তৃক মৃত্যুভয় প্রদর্শনেও তোমার নির্ভীক হৃদয় বিকম্পিত হইল না। তুমি জগৎ সম্মুখে যে ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছ, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

ভল্লুক-পালিতা কন্যা।

বিধির বিচিত্র লীলা বুঝে উঠা ভার!
যেদিকে ফিরাই আঁখি-অবাক্ হইয়ে থাকি
কেবলি নিরখি তাঁর মহিমা অপার!
অদ্ভুত ঘটনা কত ঘটিতেছে অবিরত
বুদ্ধির অগম্য সব—জ্ঞানের অতীত!
সে গূঢ় রহস্যভেদ কি ক'রে মিটাবে খেদ
বিজ্ঞান কল্পনা বুদ্ধি হ'ল পরাজিত!
নদ নদী গিরি বন পশু পক্ষী অগণন
সাগর জঙ্গম যত সৃষ্টির কৌশল,
সকলেই সমস্বরে ঈশ গুণ গান করে
নীরবে ভবেশে ভাবে হইয়ে বিহ্বল।
অসীম গগনতলে অসংখ্য তারকা জ্বলে
ঝলমলে চন্দ্রাতপ—অনন্ত আকাশ,
চন্দ্রমার চিতহারী—চারু শোভা,লয় কাড়ি
প্রাণ মন মানবের হইয়ে বিকাশ।
ভানু উঠি নিতি নিতি—আলোকিত করে ক্ষিতি
প্রভাতী-রক্তিম ছটা মরি কি সুন্দর!
পূরব গগনভালে কতই সৌন্দর্য্য ঢালে
উষার কপালে যেন ফোঁটা মনোহর!
বাহিরের ভাবে ভোর নাহি পাই অন্ত-ওর
ভিতরের ভাব তাঁর না জানি কেমন?
ভাবিলে অবাক্ মন বিস্ময়েতে নিমগন
পশুর হৃদয়ে স্নেহ মমতা এমন!

ভল্লুক-পালিতা মেয়ে--কিভাবে কিসূত্রে যেয়ে
ভল্লুক-বাৎসল্য ভাব করি আকর্ষণ,
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে নিরাপদে-নিরজনে
এতকাল কি প্রকারে করিল যাপন?
শীত বর্ষা হ'তে তারে কে বাঁচাল কিপ্রকারে
কি খেয়ে বালিকা প্রাণ করিল ধারণ!
বিষয়টি ভাবি যত বিস্ময় বাড়িছে তত
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই কারণ।
বাঘ ও ভল্লুক যত সাধিছে অনিষ্ট কত
মানবের মহাশত্রু রক্তপায়ী তারা,
সে হিংস্র জন্তুর মনে—এত দয়া কি কারণে
সঞ্চারিল?—ভেবে ভেবে এবে বুদ্ধিহারা!
'সেবালয়ে' অবলার ত্রুটি নাহি শুশ্রূষার
তবু সে স্বভাব দূর হয় নাই তার,
থপ্ থপ্ করি চলে ভল্লুকের মত, ফলে—
মানব প্রকৃতি প্রাপ্ত হবেনাকো আর।
রীতিমত খেতে নারে মাঝে মাঝে হুঙ্কারে
কিন্তু কিবা গুণ তার—ছাড়িতে না চায়;
যে তাহারে ভালবাসে, পড়ে থাকে তার পাশে,
অনিমেষে তার পানে কেবলি তাকায়।
প্রেমে বশীভূত সব পশু পক্ষী কি মানব
প্রেমের অসাধ্য কিছু নাহি এ ধরায়।
প্রেমে শত্রু মিত্র হয় প্রেমে বিশ্ব পরাজয়
সাধে কি স্নেহেতে হিংস্র জন্তুকে মাতায়?

'দাসাশ্রমে' শত শত এসে লোক অবিরত
দেখিছে অপূর্ব্ব ছবি—বিস্ময়জনক !
ভল্লুক-পালিতা কন্যা! আজ তুই হলি ধন্যা
জানিলনা শুধু তোর জননী জনক।
হে বিশ্বনিয়ন্তা তব অদ্ভুত কৌশল সব !
অসম্ভব কিরূপেতে সম্ভাবিত হয় ?
এ গূঢ় রহস্য-জাল বিস্তারিয়ে কতকাল
সমস্যার মাঝে ফেলি বাড়াবে সংশয় ?

আড়ালে থেকোনা আর ঘুচাও ধাঁধাঁ-আঁধার,
খুলে দেও জ্ঞান-আঁখি দেখি একবার,
সংশয়-দোলায় মন দুলিতেছে অনুক্ষণ,
জীবন্ত বিশ্বাসে ভর নাহি যে আমার।
দেখেও দেখিনা যেন হয়েছি অধম হেন,
অবিশ্বাসী কি জঘন্য প্রকৃতি আমার!
অনন্ত দয়ার সিন্ধু দেও কৃপা একবিন্দু,
দয়াঘন তোমা হেন কেবা আছে আর?

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা।

ফরাসী দেশে মার্সেলিস একটী ক্ষুদ্র নগর। ইহা পার্ব্বত্যস্থান। ইহার ভুমি অনেক স্থলেই কঠিন প্রস্তরময়। এই স্থানে কোন নদী প্রবাহিত না থাকাতে নগরবাসীদের জলকষ্টের পরাকাষ্ঠা হই-য়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রচুর টাকা খরচ করিয়া যে কয়েকটি কূপ খনন করিয়াছেন, তাহাতে নাগরিকদিগের জল সঙ্কুলন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিনের জন্য এক গ্ল্যাসের অধিক জল পাইতেও পারে না। রাজকর্ম্মচারীগণ প্রতিদিন প্রত্যূষে সংখ্যানুসারে প্রতি পরিবারে ঐ নিয়মে জল যোগাইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ ব্যবহারের জন্য কূপ খনন করিয়া লইয়াছেন। তাহাহইতে এক বিন্দু জলও অন্যে লইতে পারে না। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নগরবাসীরা এক গ্লাস মাত্র জল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

আজ অনেক দিনের কথা। ঐ পার্ব্বত্য মার্সেলিসের একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারে গভীর মর্ম্মস্পর্শী বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। দরিদ্রা জননী পীড়িত দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। বালক রোগ-জনিত দারুণ তৃষ্ণায় "মা জল" বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। মা—স্নেহময়ী মা—ক্রমে ক্রমে পরিবারের সকলের পানীয়াবশিষ্ট জল বালকের শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা-তেও দারুণ পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। জলতৃষ্ণায় সন্তান ছট্ ফট্ করিতেছে, মা অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"বাছা এ হতভাগ্য পাষাণ-ময় প্রদেশে কে তোকে এক বিন্দু জল দিবে—আমাদের সকলের পানীয় জল দিয়াছি—আর জল কোথা পাইব?" বালক অনেকক্ষণ মা'র মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—মার সকরুণ কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ যেন অন্তরে ও বাহিরে প্রতিধ্বনিত

হইতে লাগিল। বালকের মুখে এক স্বর্গীয় দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার ভাব অযুত তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিয়া যাইতে লাগিল। বালক নীরব হইল—প্রবল রোগতৃষ্ণা তাহার অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিয়া কি এক অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিল। বিধাতার কৃপায় বালক কিছুদিন মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া এক মহামন্ত্র লইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল।

কয়েক বৎসর পরে তাহার পিতা মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী এখন সে একাকী। এমন কোন আত্মীয় নাই যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া এখন যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যে এই নবীন যুবক আত্মরক্ষা করিয়া সেই মহাযজ্ঞের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে। সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ভাবে সংসার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু যে অগ্নি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহার প্রাণে প্রধূমিত হইয়াছিল—আজ বিধাতার অলক্ষ্য মঙ্গলবিধানে তাহার প্রারম্ভিক শিখা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যুবক পিতা মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা মূলধন করিয়া এক ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। যাহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী—যাহার হৃদয় নিঃস্বার্থ প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত—যাহার জীবনের লক্ষ্য সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উচ্চতম স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিয়াছে—তাহার সর্ব্বত্রই জয়। যুবক সত্যনিষ্ঠার সহিত ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি ও বিপুল অর্থাগম হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে মার্সেলিস্ নগরে তিনি একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অন্য কারণে তিনি দিন দিন লোকের অপ্রিয় ও দুর্ব্বিষহ ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। যে প্রেমমন্ত্র তাঁহাকে সংসারাতীত রাজ্যের জীব করিয়া তুলিয়াছে—সেই প্রেমমন্ত্রই তাঁহার এই অপ্রিয়তার পরোক্ষ কারণ। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে যেরূপ চাল চলনের প্রয়োজন, তাঁহাতে তাহা লক্ষিত হইত না। তিনি অমরাবতী সদৃশ সৌধকক্ষে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন না করিয়া—নগরের এক নির্জ্জন প্রান্তে এক কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নিশিতেও তাঁহার কুটীরে কেহ আলোক দেখিতে পাইত না। তিনি দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন। তাঁহার খাদ্য অর্দ্ধাহারী ভিক্ষুকেরও পক্ষে অনুপাদেয়। তাঁহার জামা ও পেণ্টুলন মলিন ও সহস্র তালিসংযুক্ত। নগরবাসিগণ যে সকল জুতা অব্যবহার্য্য জ্ঞানে পথে পরিত্যাগ করিত—তাহাই তিনি নিজহস্তে সেলাই করিয়া ব্যবহার করিতেন। আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া বিফল হইয়া

প্রত্যাবর্ত্তন করিত। তাঁহাকে কেহ পাগল বলিত—কেহ রোগগ্রস্ত বলিত—কেহ কেহ অদ্ভুত কৃপণতার অবতার বলিত। বলা বাহুল্য তিনি আমরণ বিবাহ করেন নাই।

আত্মীয় বন্ধুগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিলে বিদ্রূপ করিত—বালকগণ পথে দেখিলে তাহার গায় ধূলি দিত। তাঁহার কুটীরের কাছে কেহ যাইত না। তাঁহার পীড়া হইলে কেহ তাঁহাকে ডাকিয়াও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সর্ব্বত্র নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে মহাযজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না। তিনি সকল অবস্থাতে অবিচলিত রহিলেন, কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। বালকেরা যখন তাঁহার গায় ধূলি দিত, তখন তিনি হাসিতেন—লোকে যখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত,তখন তিনি হাসিতেন। যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লোকে ঘৃণা প্রকাশ করিত—তখনও তিনি হাসিতেন। হাসি আনন্দ যেন তাঁহার প্রাণময় হইয়াছিল।

স্বার্থময় সংসারকর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া একদিন তিনি নিজের সুখময় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল—তিন দিন আর দ্বার খুলিল না—নগরবাসীদের আশঙ্কা হইতে লাগিল। লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল—কিন্তু কেহ যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইল না। পুলিশ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল—তাঁহার মৃত শরীর মলিন শয্যায় পড়িয়া আছে। এইরূপে প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে তাঁহার বাল্যকালের অবলম্বিত মহা ব্রতের উদ্‌যাপন হইল; তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন।

এই বিপুল সম্পত্তির কি হইল, পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। উপাধানের নিম্নদেশ হইতে এক উইল বাহির হইল। উহাতে লেখা আছে "আমার এই বিপুল সম্পত্তি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা যেন গবর্ণমেণ্ট মার্সেলিসের জলকষ্ট নিবারণ করেন।"

চারিদিকে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এখন সকলে বুঝিল, যাহাকে তাহারা এতদিন পাগল বলিয়া আসিয়াছে—যাহাকে তাহারা কত নিন্দা ভৎর্সনা করিয়াছে—সে স্বর্গরাজ্যের জীব। সেই জন্যই—সংসারাতীত নিয়মে সংসারে একটুকু নিঃস্বার্থ অতুলনীয় প্রেমের খেলা খেলিয়া গেল। সকলে ছুটিয়া তাঁহার সেই কুটীর দ্বারে আসিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন প্রদেশ লোকারণ্য হইল। নগরের সম্ভ্রান্ত ও ধনিগণ সসম্মানে তাঁহার মৃতদেহ আপনাদের মস্তকে লইয়া সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে যাইতে লাগিল।

যথোপযুক্ত সমারোহে তাহা সমাধিস্থ হইল।

মার্সেলিস্! মার্সেলিস্! তুমিই ধন্য! তোমার পুণ্যগর্ভে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার পুণ্যকাহিনী জগৎ অনন্তকাল কীর্ত্তন করিবে। আর বঙ্গ! তোমার আজ কি দুর্দ্দশা! অন্নাভাবে তোমার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল—কত অনাহারক্লিষ্ট বালক মাতার ক্রোড়ে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে আহার্য্য ভিক্ষা করিতেছে—কত মার চক্ষের জল সন্তানের বক্ষে নির্ঝরিণী সাজাইতেছে! যুগযুগান্ত চলিয়া গেল; বালকের কথা দূরে থাকুক, কই একটী বৃদ্ধের প্রাণেও এমন প্রতিজ্ঞা জাগিল কই! স্বদেশ প্রেমের নিঃস্বার্থ যজ্ঞমন্ত্রে একটীরও প্রাণ উৎসর্গিত হইল কই! বঙ্গ, তোর গর্ভে কত কুসন্তানের জন্ম হইয়াছে! তোর ঐ পাপদগ্ধ গর্ভে এমন একটী মহাপুরুষের জন্ম না হইলে, তোর দেহ পবিত্র হইবে না! তোর অন্নক্লেশ যাইবে না। তোর ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইবে না!

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

উপরি উক্ত শিরোনামাঙ্কিত প্রথম প্রবন্ধ আমরা কার্ত্তিক মাসের ৩৩৪ সংখ্যক বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরায় অতীব আহ্লাদ সহকারে ঐ বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইলাম। শুধু আহ্লাদ নহে; উহার সহিত একটু উৎসাহ ও কৌতূহলও আছে। স্বহস্ত-উপ্ত বীজের প্রথম অঙ্কুর দর্শনে যেরূপ আনন্দোৎসাহ ও তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে যেরূপ কৌতূহল হয়, এ বিষয়ে আমাদের আনন্দোৎসাহও তদ্রূপ। কেন না যে উদ্দেশে আমরা ঐ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহার সফলতা ভবিষ্যগর্ভে নিহিত হইলেও সাধারণ্যে তাহার আন্দোলন ও আলোচনার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার মধ্যেই আমাদের প্রথম প্রবন্ধ বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে এবং কাহার কাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার নিদর্শনস্বরূপ "পারিবারিক সঙ্গীত" ও "সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ?" এই দুইটী সন্দর্ভ পাইয়াছি এবং তাহা অগ্রহায়ণ মাসের ৩৩৫ সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ তাহাও পাঠ করিয়াছেন। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় প্রবন্ধটী কোন রমণীর রচিত। রমণীর রচিত শুনিয়াই তাহা যেন কেহ অসার বা অকিঞ্চিৎকর

মনে না করেন। এক্ষণকার অনেক মহিলা অনেক পুরুষাপেক্ষা ভাল লিখিতে শিখিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মধ্যে সার ও ভূয়োদর্শনের নিদর্শন আছে। আমরা এই প্রবন্ধের পুষ্টি-বর্দ্ধনার্থ স্থলান্তরে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

দ্বিতীয় সন্দর্ভটী একটী পারিবারিক সঙ্গীত। কোন পুরুষ বা স্ত্রী পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি সমক্ষে যেরূপ সঙ্গীত করিতে পারেন, সঙ্গীতটী সেইরূপ। তাহা স্ত্রী স্বামীর সমক্ষে,—কন্যা পিতার সমক্ষে, ভগ্নী ভ্রাতার সমক্ষে গাইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, বরং তদ্দ্বারা গার্হস্থ্যরূপ উৎস হইতে বিমল আনন্দপ্রবাহ উৎসারিত হইতে থাকিবে।

আমরা কার্ত্তিক মাসের বামা-বোধিনীতে উল্লেখ করিয়াছি যে, মহীশূরের মহারাণীর কলেজে মহিলাদিগকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং মান্দ্রাজের টিঃ এস্, ভেন্কট্ শাস্ত্রী বহু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন আমরাও ত বলিতে পারি, আমাদের দেশেও অনেক রাজা মহারাজা, অনেক রাণী, মহারাণী, অনেক ভেন্কট শাস্ত্রী আছেন; তাঁহারা কি এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না? এমন মাধুর্য্য-ময়, এমন হৃদয়মুগ্ধকর, ভজন সাধনের এমন প্রধান উপাদান যে সঙ্গীত, বঙ্গীয় গৃহস্থগণ স্ব স্ব পরিবার মধ্যে তাহা প্রচলিত করিতে কি মনোযোগী হইবেন না? হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কেন না হওয়া উচিত।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা উচিত কেন? এ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সঙ্গীত রসের আস্বাদন-লালসা মানুষের স্বাভাবিকী; বিশেষতঃ রমণীগণের। ঐ লালসাবশে রমণী-সমাজে কতই জুগুপ্সিত কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। গীতবাদ্য শ্রবণ জন্য বা বাই খেমটার নৃত্যাদি দর্শন জন্য প্রতি-বেশী বা আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে, নাট্য-শালায় বা বারএয়ারি তলায় কুলাঙ্গনা-গণের গতাগতি বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ বা গুরুজনের সম্মতিক্রমে কেহ বা অসম্মতিক্রমে, কেহবা ছদ্মবেশে এই লীলাখেলা করিয়া থাকেন। এ ছাড়া বিবাহবাসরে, বা কন্যাগণের পুষ্পোৎসবে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে গৃহে কুলটাগণকে আনাইয়া নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অন্তঃপুরের প্রভাব এতই প্রবল যে, সময়ে সময়ে বড় বড় বোদ্ধা, বিচক্ষণ ও সমাজসংস্কারকগণকেও তাহা অতিক্রম করিতে অক্ষম দেখা যায়। তাঁহাদিগের অভিমতি ও অনুমোদন ক্রমেই উপরি-উক্ত ঘটনা কালে ঐ সকল কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে যে পারিবারিক সাংঘাতিক অনিষ্ট গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা বোধ হয়, চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি-

মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, যদি পরিবারের মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কাণ্ড রহিত হইবার সম্ভাবনা। ঘরে বসিয়া আপনা আপনির মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে পাইলে বোধ হয়, বাহিরে গতাগতি বা গৃহস্থের পবিত্র গৃহে সঙ্গীত ব্যপদেশে কুলটা সমাগম রহিত হইতে পারে।

আমরা দুই একটী গণ্ডগ্রামে দেখিয়াছি অনেক ভদ্র মহিলা নৃত্য গীত বাদ্যাদি শিক্ষা করিয়াছেন। গৃহস্থের গৃহে যে সকল উৎসব স্ত্রীমহলে নিবদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পুরুষগণের যোগ দিবার সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থলে তাঁহারা গীত বাদ্যাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু রমণীগণের এরূপ স্বাধীন আমোদপ্রমোদ অনেকে অনুমোদন করেন না। এরূপ অননুমোদনের বিশিষ্ট কারণ আর কিছুই দেখা যায় না, কারণের মধ্যে কেবল পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার অভাব জন্য স্ত্রীগণের এরূপ আমোদ দর্শনে অনভ্যাস। স্ত্রীসমাজে সঙ্গীত চর্চ্চা প্রচলিত হইয়া গেলে আর পুরুষগণের ঐরূপ অননুমোদন ও অসন্তোষ থাকিবে না। এই স্থলে আমরা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অগ্রহায়ণের বামাবোধিনীর "সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ?" এই প্রাপ্ত প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে ঃ—

"এখন বক্তব্য এই যে, যদি বড় বড় লোক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে হিন্দু স্ত্রীগণের নৃত্য গীতাদির বিষয় ক্রমাগত আলোচনা করেন, যদি বড় বড় স্কুল কলেজের ছাত্রীগণের মধ্যে ঐ প্রথার আরম্ভ হয়, তাহাহইলে সেই ঢেউ পল্লীগ্রামে বালিকা স্কুলেও আসিয়া লাগিবে আশা করা যায়।" ২৫৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ।

বঙ্গদেশের মধ্যে মহামান্য হিন্দুকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত সার্ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর K. T. মহোদয় সঙ্গীতরসজ্ঞ ও সঙ্গীতবিজ্ঞানবিৎ এবং ধনে মানে ক্ষমতায় সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অভিমত হইলে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক হইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অতএব আমরা আশা করি, বঙ্গদেশে পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার প্রচলন বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন এবং ইহা তাঁহার অনুমোদিত হইলে যাহাতে প্রথমে বেথুন কলেজে দেশীয় সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা দ্বারা যেমন সমাজের উপকার, তেমনি তাঁহার দিগন্তপ্রসারী যশঃ সৌরভের অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(২৩৫ সংখ্যা ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম ফ্লুট বাদ্যযন্ত্র খুলিবার নিয়ম এই যে, ইহার যে দিকে ভস্ত্রা আছে, সেই দিকের কাষ্ঠখণ্ড পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া দিলে, বায়ুকোষ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া অনেক পরিমাণে বায়ুধারণে সক্ষম হয়। যতদূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎদিকে ইহা সরিয়া যায়, তত দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া দেখিবে যে দুই পার্শ্বে দুইটী পিত্তলের টোপ উঠিয়া পড়িবে, কারণ ইহারা স্প্রীংযুক্ত এবং এই পিত্তলের টোপ দ্বারা বায়ুকোষস্থ কাষ্ঠফলক আবদ্ধ থাকে।

বক্স হারমোনিয়মে আড়াই সপ্তক সুর থাকে,অর্থাৎ পঁচিশটী সাদা ও পঁচিশটী কাল চাবি থাকে। ইহার বামদিক হইতে পঞ্চম চাবিটী ষ ড় জ বা C সুর, তৎপরটী ঋ ষ ভ বা D সুর এবং তাহার পর গ, ম, প, ধ, নি বা, E, F, G, A, B, সুর গুলি বাহির হয়।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাত সুরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে। সা সুর হইতে ক্রমে সাত সুর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম বা আরোহী বলা যায়; আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী কহে। সুরের পরম্পরাগত আনুলোমিক বৈলোমিক ক্রম অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বরগ্রাম বা সারগম কহে।

কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত হইলে তিন সপ্তক পরিমিত পর পর উচ্চ ২১টী সুর নির্গত হইতে পারে। হিন্দু সঙ্গীতে তাবৎ কার্য্য ঐ তিন সপ্তকের মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ তিন সপ্তককে মন্দ্র, মধ্য ও তার বা উদারা, মুদারা ও তারা বলে।

স্বরগ্রাম স্বরলিপিতে তিন সপ্তকের তিন সা, তিন ঋ, তিন গ ইত্যাদিকে পৃথক্ করার জন্য, সাত সুরের নামের নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র(১) বা(০) লিখিয়া উদারা সপ্তকের সংকেত হয়, যথা সা, ঋ, গ, ইত্যাদি। সাত সুরের কেবল আদ্য অক্ষর গুলি লিখিয়া মুদারা সপ্তকের সংকেত হয়, যথা—সা, ঋ, গ, ম, ইত্যাদি। সাত সুরের উপর দিকে ক্ষুদ্র (১)বা(০) লিখিয়া তারা সপ্তকের সংকেত হয়, যেমন সা' ঋ' গ' ইত্যাদি। উক্ত তিন সপ্তকের স্বাভাবিক পর্য্যায় এইরূপ :—

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সা ঋ গ ম প ধ নি সা' ঋ' গ' ম' প' ধ' নি'

বাদ্যযন্ত্রে তিন সপ্ত[illegible]ও অধিক-

তর স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিন সপ্তকের অধিক স্বর স্বরলিপিতে লেখা প্রয়োজন হইলে স্বরাক্ষরের উপরে ও নিম্নে ঐ অঙ্কসংখ্যা বা শূন্য বৃদ্ধি করিলেই বিভিন্নতা হইবে; যেমন তারা সপ্তকের উপরের সপ্তকে সা২ ঋ২ ইত্যাদি এবং উদারা সপ্তকের নীচের সপ্তকে নি২ ধ২ প২ ইত্যাদি।

স্বরগ্রামের কোন দুইটী স্বরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে, যথা সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটী স্বরের মধ্যগত যে সাতটী অন্তর, তাহারা পরস্পর সমান নহে; কেননা সা হইতে ঋ, কিম্বা ঋ হইতে গ যে পরিমাণে উচ্চ, গ হইতে ম কিম্বা নি হইতে সা তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ। অতএব, ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ এই পাঁচটী গ্রামিক অন্তর পূর্ণ স্বর; এবং ৩য় ও ৭ম এই দুইটী অর্দ্ধ স্বর। যথা সা হইতে ঋ পূর্ণ স্বর, ঋ হইতে গ পূর্ণ স্বর, গ হইতে ম অর্দ্ধ স্বর, ম হইতে প পূর্ণস্বর, প হইতে ধ পূর্ণ স্বর এবং নি হইতে সা অর্দ্ধ স্বর।

কৃষ্ণ সারণার আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল শ্বেত সারণায় যে স্বরগ্রাম সাধিত হয়, অর্থাৎ পাঁচটি পূর্ণ স্বর ও দুইটী অর্দ্ধ স্বরের যোগে যে সপ্তক সাধিত হয়, তাহাকে প্রকৃত স্বরগ্রাম বা Diatonic Scale কহে। শ্বেত এবং কৃষ্ণ এতদুভয়ের মিলনে অর্থাৎ কৃষ্ণ সারণা অপরিত্যাগে প্রথম হইতে গণনায় দ্বাদশ সারণা পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে যে স্বরগ্রাম সাধিত হয়, তাহাকে বিকৃত স্বরগ্রাম বা Chromatic Scale কহে।

(ক্রমশঃ)

রোগশয্যা।

(৩৩৫ সংখ্যা—২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

বাঙ্গালির মেয়ের মুখে "সঙ্কীর্ণতা"র কথা শুনিয়া হয়তো অনেকে হাসিবেন; "যাহারা জগতে 'ক্ষুদ্রাশয়া' বলিয়া পরিচিতা, রোগশয্যায় ক্ষুদ্রত্বের জন্যে তাহাদের আবার এ নাকে কান্না কেন?" এ রকম একটা প্রশ্নও হয়তো "উদারচেতা" মহাশয়দিগের মনে আসিবে। যাঁহারা এরকম কথা বলিবেন, তাঁহাদিগের বিবেচনাশক্তি—কে আমরা কিন্তু কখনই "শ্রেষ্ঠ" বলিতে পারিব না। আমরা "ক্ষুদ্রাশয়া, সঙ্কীর্ণহৃদয়া" সত্য; আমাদেরই বিশ্বজগৎ একটী পরিবারের মধ্যে সত্য, আমরাই শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর "সীতারামের" রমার মত স্বদেশ বুঝি না, স্বজাতি বুঝি না, বীরত্ব বুঝি না, মহত্ব বুঝি না, কেবল স্বামী পুত্রাদির অমঙ্গল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ি সত্য; এ জগতে প্রধানতঃ আমা-

দেরই "উত্তর সীমা স্বামী, পূর্ব্ব সীমা সন্তানগণ, দক্ষিণ সীমা পিতা, মাতা, পশ্চিম সীমা শ্বশুর শ্বাশুড়ী" এ কথাও সত্য; কিন্তু আরও সত্য এই যে, আমি রোগশয্যার প্রসাদে যে রকম সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া হইয়া পড়িতেছি, সাধারণ বঙ্গ-মহিলারা সে রকম সঙ্কীর্ণহৃদয়া কখনই নহেন। তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত দোষ ও ত্রুটি যাঁহার যাহাই থাকুক না কেন, সংসারে তাঁহারাই ভক্তিপরায়ণা কন্যা, প্রীতিপরায়ণা ভগিনী, প্রেমপরায়ণা ভার্য্যা, স্নেহপরায়ণা মাতা এবং সার্ব্ব-ভৌমিকতার ক্ষুদ্রতম প্রতিকৃতি-রূপিণী গৃহিণী! এই সকল জীবন যে ত্যাগ-স্বীকার, পরসেবা প্রভৃতি পরার্থপরতা-শূন্য নহে, এ কথা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু মধুর, বঙ্গমহিলার হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখ, স্ফুট অবস্থায় হউক আর অস্ফুট অবস্থায় হউক, সেখানে কিছু না কিছু মিলিবেই! অতএব সাধারণ বঙ্গ-মহিলাতে আর এই রোগশয্যাশায়িনী, আত্মচিন্তা-নিপীড়িতা,স্বার্থপরতা-বিজড়িতা আমাতে যে কি দারুণ পার্থক্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিবেন! সেই সঙ্গে আমি আমার অবস্থা দেখিয়া যে কেন দুঃখিত হইতেছি, তাহাও বুঝিতে পারি-বেন।

আমি এই দুরবস্থায় রোগশয্যায়। এখন আমার মনে হয় যদি ইহার উপরে একটা বিকটাকার যমদূত আমার মুখের উপরে ডাকিয়া বলে "নির্ব্বোধ মানব! 'কেমন, এখন জব্দ হও!" তাহা হইলে বুঝি বা এ রোগশয্যার পূর্ণ "সুখ" উপ-ভোগ করিতে পারি!!

কিন্তু যমদূত ডাকিয়া বলুক আর নাই বলুক, আমি যে আচ্ছা রকম "জব্দ" হইতেছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করি না। এ রকম অবনতির দিকে পিছাইয়া পড়া, এ রকম জীবন্মৃত হইয়া থাকা, আর পরমায়ুটুকু অপব্যয় করা, ইহা আমার বিবেচনার বড়ই ক্ষতিকর— এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও উপদেশ আছে। তাই বলিতেছি যমদূত বলুক আর নাই বলুক এক দিকে আমি কিন্তু ভারি "জব্দ" হইয়াছি।

তা এক দিকে "জব্দ" হইয়াছি সত্য—বলিতে লজ্জা করে, সব দিকে নহে। এ জগতে সকল পদার্থেরই দুই দিক্ আছে। চন্দ্রমণ্ডলে ঘন অন্ধকারও আছে, সূর্য্যকরবিম্বিত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাও আছে, গোলাপ গাছে কাঁটাও আছে, ভুবনমোহন ফুলও আছে, মানবহৃদয়ে অবাচ্য পশুবৃত্তিও আছে, পুণ্যময়ী দেববৃত্তিও আছে; মানব জগতে "রঘো ডাকাত"ও আছে, নরদেবতা চৈতন্য, বুদ্ধও আছেন; এই মন্দ ভাল এ আঁধার আলো, এই কু ও সু র সংমিশ্রণই আমাদের মানব জগৎ। এই সুখ দুঃখই আমাদের জগতের অপূর্ণতা, এই অপূর্ণতাই আমাদের জগতের সাধারণ নিয়ম (১)। তবে প্রিয় ভগিনি, তোমার

(১) অপূর্ণতা আমাদের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বিশেষ নিয়ম নহে। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণত্ব লাভ করাই বিশেষ নিয়ম। প্রঃ লেঃ।

কাছে মনের কথা বলিতে আর দোষ কি যে আমার এই রোগশয্যায় এতগুলা হাড়ভাঙ্গা দুঃখও আছে, আবার খানিকটা প্রাণজুড়ান সুখও আছে। জগতের সাধারণ নিয়মানুসারে আমার এ রোগশয্যাও "এক ঘেয়ে" দোষ দূষিত নহে। দুঃখের কথা এতক্ষণ বলিয়াছি, এখন সুখের কথাও একটুখানি বলিয়া যাইতেছি।

আগে বলিয়াছি আমি জগতের "অনেক জিনিস গ্রহণ অরিতে অযোগ্য ও অক্ষম" হইয়াছি ; কিন্তু সব জিনিস সম্বন্ধে নহে। বাহ্য জগতে রোগী অনেক স্থলে মৃত অথবা জড়স্থানীয় হইলেও অন্তর্জগতে তাহার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য রোগীর রোগ-শয্যায় শিখিবার সুখও মিলে, ভোগ করিবার সুখও মিলে। শিক্ষাজনিত সুখের কথা আগে বলি।

এ জগতে আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা নাকি বড় স্বার্থপর, বড় স্বেচ্ছা-চারী অপরিণামদর্শী, তাই সকল সময়ে আপনাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আপনাদিগকে সামলাইতে পারি না। এই দুর্ব্বলতা আমাদের অসংযমনের এবং অসংযমন আত্মার প্রকৃত অবনতির মূল কারণ। অতএব যাহাতে আমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিতে না পারে অথবা আমরা যাহাতে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারি, এই শক্তির জন্যে আমাদের এক এক (কঠোরপ্রকৃতিসম্পন্ন ?) ন্যায়বান্ শিক্ষাগুরু আবশ্যক। স্নেহময়ী বিশ্ব-জননী সন্তানের সকল অভাব বুঝিয়াই তাহা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়াছেন, তাই অন্তর্জগতে বিবেক আমাদিগের যেরূপ ন্যায়বান্ শিক্ষাগুরু, বাহ্যজগতে রোগ শোক প্রভৃতি বিপদও সেই রকম "শিক্ষাগুরু" হইয়াছেন। বিপদ আমা-দিগকে নিজের ত্রুটি বুঝাইয়া দেয়, আমাদিগের অভিমান চূর্ণ করিয়া দেয়, আমাদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আত্ম-সংযম ও ত্যাগস্বীকার শিক্ষা দেয়। বহু দিন বহু চেষ্টা করিয়া আমরা যে সকল শিক্ষায় অকৃতকার্য্য হই, একবার বিপ-দের তীব্র শিক্ষায় অনেক সময়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। এই জন্য দেখা যায় এ জগতে যিনি যত বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি মনুষ্যত্ব বিষয়ে তত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য মনুষ্য-জীবনে বিপদ এক উপকারী বন্ধু। আমার এ রোগশয্যা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আপনা চিনাইতে পারে, যদি ক্ষণকালের জন্য আমার অসারত্ব আমার হীনত্ব বুঝিতে দিয়া জীবনপথে আমাকে সতর্ক করিতে পারে, আর যদি আমার ক্ষুদ্র জীবন গঠনের পক্ষে এক বিন্দু সহায়তা করিতে পারে, তাহা হইলে প্রিয়ভগিনি ! রোগশয্যাকে "সুখ-শয্যা" বলিব না কেন ?

দ্বিতীয়তঃ রোগে আমাদের হৃদয়ের এক দিকে একটু উন্নতিও হয়। সুস্থ মানব অপরের স্নেহ মমতায় উপেক্ষা

করিতে পারেন—(বালুকারণ্যে জল-ধারার মত) তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে গিয়া মানব তাঁহাদের হৃদয় ভিজাইতে অক্ষম হইতে পারেন, কিন্তু রোগীর পক্ষে সেরূপ নহে। পরের স্নেহ মমতা পাইবার জন্য রোগীর হৃদয়ই লালায়িত! যে স্বার্থপর, যে কখনই অন্যের সংসর্গ কামনা করে না, রোগের সময়ে তাহারও স্নেহময়ী মা'কে-প্রীতিময়ী ভগিনীকে মনে পড়ে। দুইটি স্নেহমাখা কথা শুনিতে পাইলে তাহার রোগযাতনা অনেক হ্রাস হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ রোগীকে "স্বার্থপর" বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ কার্য্য অর্থাৎ পরের দয়ার প্রার্থী হওয়া যে স্বার্থপরতামূলক আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। "মনুষ্য মাত্রেই আমাকে স্নেহ মমতা করুক" সাধারণ রোগীরা কখনই এমন কথা ভাবে না। তবে যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্নেহ করেন, রোগীর হৃদয়ে তাঁহাদের স্নেহ বড়ই মধুর লাগে। এই জন্য আমার বোধ হয় রোগভোগে মানব হৃদয়ের কোমলতা অধিকতর পরিস্ফুট হয়, তাই মানব পরের স্নেহমমতার মূল্য, রোগশয্যায় পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে; যে যাহার তত্ত্ব বোঝে সে তাহার আকাঙ্ক্ষী হইয়াই থাকে! অতএব রোগ-শয্যা আমাদের হৃদয়ের কোমলতা সাধনেরও এক সহায়; সেই জন্যও আমি রোগ-শয্যা "সুখশয্যা" বলিতে চাহি।

রোগ শয্যায় আমরা আরও দুই একটী ছোটখাট সুখ পাই বটে, কিন্তু মর জগতের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ তাহা আমরা এই রোগ-শয্যাতেই উপভোগ করি। বিপদের সর্ব্বোচ্চ সুখ এই যে বিপদের সময়ে বিপদনাশিনী ভগবতীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে হয়! সম্পদের সময়ে তাঁহা হইতে দূরে থাকাও সম্ভব, কিন্তু বিপদের সময়েই আমরা তাঁহার অভয় কোলে-স্নেহের কোলে মাথা লুকাইয়া থাকি! বঙ্গবধূ-বালিকা বধূ যখন শ্বাশুড়ীর কাছে গালি খায়, তখনই মাতৃ-স্নেহ তাহার মনে পড়ে—তখনই মা'র কাছে যাইতে তাহার প্রাণ আকুল হয়। আমরা যখন রোগাদির আক্রমণে পার্থিব সুখের অভাব বুঝিতে পারি, তখনই সুখময়ী বিশ্বজননীর মধুময় কোলে যাইবার জন্যে পাগল হই। তাই বলিতেছি যাহা ভবদ্গীতা পড়িয়া না বুঝিতে পারি, যাহা সাধু ও সিদ্ধ মহাত্মাদিগের পুণ্যময় জীবনচরিত শুনিয়া না বুঝিতে পারি, যাহা শ্রীযুক্ত * * মহাশয়ের পবিত্র উপদেশ শুনিয়া শিখিতে না পারি, বিপদের আক্রমণে—এই রকম রোগ-শয্যার মাহাত্ম্যে এক পলকের জন্য তাহাও যেন বুঝিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় শুইতে পারিলেই একবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাজ্ঞীকে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিলেই

(রোগ-শয্যায়) তাঁহার অভয় কোল অনুভব করিতে পারি! এই রকম রোগ-শয্যায় থাকিলেই একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চরণে আত্ম-বলি দিতে পারি! একবার আপনা ভুলিয়া আশা হয়—আশায় বিশ্বাস হয়—বিশ্বেশ্বরী একদিন সন্তানের শরীরের রোগ দূর করিবেন—আত্মার কালিমা মুছিয়া দিবেন—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও, সর্ব্বাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও একদিন—সে যত দিনের পরেই হউক, যত জীবনের পরেই হউক, এই নগণ্য জীবাণুকেও একদিন সম্পূর্ণ করিবেন। অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণতাই বিশ্বসৃষ্টির এক প্রধান উদ্দেশ্য। এখন বল পাঠিকা ভাগিনি! আমার রোগ-শয্যা কি "সুখ-শয্যা" নহে?

কিন্তু তথাপি এ রোগ-শয্যা হইতে অব্যাহতি চাহি।—কেন চাহি? আমরা জগতে আসিয়াছি, কাজ করিবার জন্য। অণুই হই, পরমাণুই হই, যতটুকু পারি, কাজ করিতেই হইবে। মা'র কোলে পড়িয়া আরাম করিলে বিবেকই আমাদিগকে "কর্ত্তব্যভ্রষ্ট" বলিয়া গালি দিবে!

তবে এখন জগদীশ্বরের কৃপায়, বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের আশীর্ব্বাদে, পাই যেন আরোগ্য ও নবজীবন।

লেখিকা,
শ্রীমা—

উৎকলের ব্রাহ্মণজাতি।

আর্য্য রাজগণকর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উড়িষ্যায় "বিহার" স্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহারাজি, অশোকের অনুশাসন-খোদিত ধউলিপাহাড়, এবং পুরীর "জগন্নাথ ধর্ম্ম" আজিও বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তরসরকার প্রদেশের উত্তরসীমা হইতে মেদিনীপুরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত একটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী অল্পপরিসর ভূখণ্ড কলিঙ্গ নামে অভিহিত ছিল; উড়িষ্যার অবশিষ্টাংশে উৎ—কলিঙ্গ বা উৎকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কবি কালিদাসের বর্ণনায়ও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঘুর দিগ্বিজয়কালীন পথ বর্ণনায় কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

সতীর্ত্বা কপিশাং (সুবর্ণরেখা) সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ
উৎকলা দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ।

উড়িষ্যা বা ওড়িষা নাম উৎকল শব্দের অপভ্রংশ নহে; ওড্র বা ওড় নামক আদিম অধিবাসীদিগের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

যখন কলিঙ্গে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন মগধরাজের প্রতি-

নিধি শাসনকর্ত্তৃগণ কটকনগরীর উত্তর পারস্থিত চৌদ্বুয়ার নামক স্থানে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উৎ-কলিঙ্গের কিয়দংশ শাসন করিতেন। কালক্রমে যখন ধর্ম্মবিপ্লবে কলিঙ্গরাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় তনয়া হেমলতাকে দেশ-পরিত্যাগী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক রাজকুমারের সহিত বিবাহিত করাইলেন, এবং চৌদ্বুয়ারের শাসন-কর্ত্তাদিগের বংশধরগণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মগধের অধীনতা পরিহার পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করিলেন, সেই সময় হইতেই উৎকলের ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

কলিঙ্গরাজের আশ্রয়ে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, তাঁহারা যে দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও ব্যবহারাদি অব-লম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। রাজার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর ইঁহারা অনেকেই উৎকলিঙ্গ বা উৎকলের দক্ষিণ সীমায় হিন্দুরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক উৎকল ব্রাহ্মণগণ কি ইঁহাদের বংশধর? যদি না হন, তবে তাঁহারা কোথায়? নিম্নে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাইতেছে। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজগণ এই বিদেশীয় এবং অপরিচিত ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সম্মান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু রাজার আশ্রয়ে থাকিয়াও ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ আদর প্রাপ্ত হন নাই। কেশরী রাজগণ যাজপুর বা যজ্ঞপুরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনে সুবিধা করিয়া গ্রামাদি দান করিয়াছিলেন। ইহারা অদ্যাপি উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইহাঁদিগকে ব্রহ্মোত্তরভোগী বা শাসন ব্রাহ্মণ বলে। শাসন অর্থ উড়িয়া ভাষায় এখন ব্রাহ্মণ-গ্রাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পুরী জেলার অন্তঃপাতী রঘুনাথপুর প্রভৃতি শাসন দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন রাজগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য কত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিয়দংশ উৎ-কল ভাষাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের খেমড়ী, ঘুমসর, প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সসম্মানে বাস করিতে লাগিলেন। পরে যখন উড়ি-ষ্যার পশ্চিমভাগে পাহাড় এবং অরণ্য পরিপূর্ণ কন্দ ও গণ্ড প্রভৃতি জাতিভুক্ত দেশ সমূহ (Res nulius) কাহারও অধিকারস্থ নহে এই বিবেচনায় উৎ-কলের রাজবংশীয় লোকেরা বাহুবলে জয় করিয়া অধিকার বিস্তার করিলেন, তখন সুবিধা পাইয়া অরণ্যবাসী আনাদৃত কলিঙ্গ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই জন্য কটক, পুরী প্রভৃতি অঞ্চলে এই ব্রাহ্মণদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং এই কারণেই উড়িষ্যার গড়জাত সমূহে, বিশেষতঃ সম্বলপুর অঞ্চলে ইহাঁদের বিস্তৃতি এত অধিক। অরণ্য হইতে

সমাগত বলিয়া ইঁহাদের নাম আরণ্য ব্রাহ্মণ্। প্রচলিত কথায় ইঁহাদিগকে ঝাড়ুয়া (ঝাড়=অরণ্য) ব্রাহ্মণ বলে। লেখক, সোনপুর নামক (ফিউডেটরী) করদ রাজ্যে দেখিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজাকে নমস্কার করেন; কিন্তু উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রণাম আদায় করেন। ইহা ছাড়া এই দুইটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি নীতির মধ্যেও প্রাচীন ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। উৎকল ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তের রীতি নীতি দ্বারা শাসিত; কিন্তু ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণদিগের রীতি নীতি সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র।

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্ত্তিরই ইতিহাস লিখিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ের কোন আভাস তাঁহার গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হণ্টর সাহেব যদিও উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উড়িষ্যা নাকি উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্ত্তিময় অংশ মাত্র, সেই জন্য তিনিও এ বিষয়ের কোন তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহশেয়ের দারুব্রহ্ম গ্রন্থে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অস্তিত্বের কেবল একটুকু আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে রীজ্‌লি সাহেবের এত বড় ডাক হাঁকের ভারতজাতি বিবরণ গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট কথা থাকিবে। কিন্তু তাহা নাই দেখিয়াই আমরা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিলাম।

সম্বলপুর অঞ্চলে আর একশ্রেণী উৎকল ভাষাবলম্বী ব্রাহ্মণ আছেন; ইহারা রঘুনাথ পন্থী বলিয়া খ্যাত। জিজ্ঞাসা করিলে ইহাঁরা বলেন, যে যে সময়ে রাম বনবাসে ছিলেন, তখন তিনি ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়াছিলেন! এই প্রবাদ দৃষ্টে এইরূপ অনুমান অযুক্ত নহে যে এদেশীয় রাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে দেবালয়ের পূজা এবং পাচকের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কোন কোন অনাদৃত অরণ্যবাসী হিন্দুজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিধান করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন; কারণ উৎকল ব্রাহ্মণেরা দেবপূজা কিম্বা পাচকের কার্য্য করিলে আপনাদিগকে পতিত বলিয়া বোধ করেন। সম্বলপুরী ব্রাহ্মণদিগের দেহ সংগঠন দেখিলেও মনে হয় যেন ইহারা গৌরবান্বিত আর্য্যবংশোদ্ভব নহেন। আমি কখনও একজন গৌরকান্তি রঘুনাথপন্থী ব্রাহ্মণ দেখি নাই। সাধারণতঃ ইহাদের নাসিকা ক্ষুদ্র এবং হনু বিস্তৃত।

বাঙ্গালা প্রবচন। *

বি, বু, বৃ।

১। বিকারী রোগীর জলপান।
২। বিক্রমপুর পাঠান (বিক্রয় করা)।
৩। বিচমোল্লায় গলদ।
৪। বিছের কামড়।
৫। বিড়াল তপস্বী।
৬। বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।
৭। বিদ্যারত্নং মহাধনং।
৮। বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা।
৯। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।
১০। বিদ্বানের চেয়ে বুদ্ধিমান্ বড়।
১১। বিধির নির্ব্বন্ধ।
১২। বিধাতার বাজী,
কেউ খায় পোলাও ভাত,
কেউ খায় কাঁজী।
১৩। বিধবার একাদশী
করিলে পুণ্য নাই, না করিলে পাপ।
১৪। বিনা দানে মথুরা পার।
১৫। বিনা বাতাসে গাং (বা গাছ) নড়ে না।
১৬। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
১৭। বিপত্তে মধুসূদন।
১৮। বিপাকে প'ড়ে রাম নাম।

* ইহা নানা স্থান হইতে সংগৃহীত। একই বচন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কথায় চলিত আছে, এ জন্য সকলের সঙ্গে মিলিবে না। পাঠক পাঠিকারা তাঁহাদের জানা মূল কথা পাঠাইলে আদরেরর সহিত গ্রহণ করিব।
বা, বো, স।

১৯। বিবাদের টেরা কথা,
জ্বরের মাথা ব্যথা।
২০। বিয়ে ফুরালে ছালনায় লাথি।
২২। বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।
২১। বিয়ে হ'লে ঘর চলে না।
২৩। বিয়ের সময় কন্যা বলে—কি কর্‌বো?
২৪। বিল শুকাবে যখন,
বকের আমোদ তখন।
২৫। বিশকর্ম্মায় বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা।
২৬। বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর
২৭। বিষ হারায়ে ঢোঁড়া।
২৮। বিষকুম্ভং পয়োমুখং।
২৯। বিষদাঁত ভাঙ্গা।
৩০। বিষম সমস্যা।
৩১। বিষয় বাড়িলে ব্যবস্থা বাড়ে।
৩২। বিষস্য বিষমৌষধং।
৩৩। বিষ্ঠায় ঢিল মারা।
৩৪। বিস্তর বা'ড়ে পতন।
৩৫। বিস্তর সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
৩৬। বুকচেরা ধন।
৩৭। বুকে ব'সে দাড়ী উপড়ায়।
৩৮। বুচকির তোন, সদাই মন।
৩৯। বুঝতে নারি সেকরার (তাঁতির) ঠার,
বলে এককথা করে আর।
৪০। বুড়ো গাইয়ের বাচ্চা।
৪১। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।
৪২। বুড়ো ম'লে খুনের দায়।

৪৩। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

৪৪। বুড়ো হলে বায়াত্তরে পায়।

৪৫। বুড়োর কাজ নাই ভাঙ্গে আর বাঁধে,
বুড়ীর কাজ নাই চা'লে
ধান ফেলে আর বাচে।

৪৬। বুড়োয় বুড়োয় কথা হয়,
প্রতি কথায় কাশি,
যুবায় যুবায় কথা হয়
প্রতি কথায় হাসি!

৪৭। বুদ্ধিগুণে হা ভাত,
বুদ্ধিগুণে খা ভাত।

৪৮। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

৪৯। বুদ্ধে বৃহস্পতি।

৫০। বুনলাম ধান হইল তিল,
ফল্লো রুদ্রাক্ষ*, খেলাম কিল।

৫১। বুলবুলের সাধ্য কি বট ফল গেলা?

৫২। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

৫৩। বৃন্দাবনে আগুণ লেগেছে।†

ফল্গুৎসব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ বসন্ত পূর্ণিমা! পণ্ডিত রাজনাথের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে আলোকমালায় উজ্জ্বলিত। নানাবিধ পত্র পুষ্পে প্রাচীর শোভিতেছে। উপরে চাক্‌চিক্যময় চন্দ্রাতপ। বিস্তৃত কার্‌পেটের গালিচার উপরে "কোকিলা" ও সুন্দরী বাই সুতান ধরিয়া নিমন্ত্রিতগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে। আতর কুঙ্কুম গোলাপজলের পিচকারী স্রোত বহিতেছে।

উপরে দ্বিতল বারাণ্ডার উপরে নানা বর্ণের চিকের ভিতর দিয়া পুরনারীগণ উৎসবে যোগ দিতেছেন। গৃহটি যেন আনন্দে ভরপুর, শ্যামরাণী কুটম্বিনীবর্গের সমাদরে নিযুক্তা। সকলকে সমভাবে অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাহার নিকট বসন ভুষণের গৌরব নাই। প্রফুল্লমুখী যেন প্রাণ খুলিয়া প্রীতিভরে বান্ধবগণের সন্তোষ সাধনে ব্যাপৃতা। কিন্তু তাহার রূপাদিদি যে এমন আনন্দে আসিয়া মিলিতে পারিল না, ইহাই তাহার একটী গভীর ক্ষোভের কারণ। আজ দুই বোনে কত ফাগ খেলিবে, নূতন বাগানের গোলাপ তুলে খোঁপায় পরাইয়া দিবে, কত খেলা খেলিবে কল্পনায় আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটিও সফল হইল না।

অন্যান্য সখীগণ সকলেই আসিয়াছে, কেবল রাণীর প্রিয়সহচরী কিশোরমোহিনী এতক্ষণে আসিয়া পৌছিলেন। রাণী তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "এতক্ষণে বুঝি তোমার ছুটি হলো, আমি যে সেই অবধি একা থেটে খেটে খুন হচ্চি।"

কিশোরী কহিল "হাঁ ভাই আমার

* ওকড়া।

† বড় ক্ষুধা বা পেটের জ্বালা।

একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে দেখ আর একজন বেশী এনেছি। যেই আমি বেরুচ্চি, দাদা এসে বল্লেন আমিও যাব, আর মদনকে রূপাদের বাসা হতে তুলে নিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে মদন ও নন্দলাল উভয়ে বাড়ীর ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও রাণীর মাতাকে ডাকিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। রাণীর মাতা কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। দু চার কথার পর নন্দলাল কহিলেন তবে রাণীর বিবাহটা এই উৎসবের পরেই কি দিতেছেন? রাণী ও কিশোরী একটু অন্তরালে গেলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তায় কান ছিল।

মদন অতি সাবধানে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গৃহিণী কহিলেন "হাঁ বাবা, আমার ইচ্ছা আছে যত শীঘ্র পারি দিয়া ফেলি, রাণীর ষেটের এই পোনর বছর যাচ্চে, আর বাড়ন্ত গড়ন দেখতেই পাচ্চ।

মদন যেন আর তখন বেশী ওকথা শুনিতে পারিলেন না, নন্দলালকে বলিলেন বাহিরে আমাদের জন্য যে অনেক কাজ রয়েছে, এস এখন যাই।

মদনমোহন আজ কাল যেন কিছু অন্যমনস্ক ভাবে সর্ব্বদাই থাকেন। বিশেষতঃ রাণীর সহিত দেখা হইলেই কি যেন একপ্রকার অপ্রস্তুত ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করে। তিনি সেখানে থাকিতে পারেন না, কাজেই সরিয়া পড়িতে হয়। রাণী তাঁহার এই নূতন ভাবে কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি নিজের মনকে অবিশ্বাসী করিতে পারিতেছেন না। এ যে তাহার পক্ষে অসম্ভব ভাবনা। বাল্যের সরল স্নেহ এখন প্রণয়রূপে ফুটিতে না ফুটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এ কথা মনে আনিতে কি রাণীর প্রাণ প্রস্তুত?

এইবার রাণী ও কিশোরী নির্জ্জন পাইলেন। কিশোরীর বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। মদনের লুকায়িত দীর্ঘশ্বাস সে ধরিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণে বলিবার সুযোগ হয় নাই।

রাণীর চিবুক ধরিয়া কহিল "তবে ভাই এইবার তোমার বিয়ের ঘটাটা আছে।"

রাণী—হাঁ তাই দেখ্‌ছি "যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়সির ঘুম নাই," তোমার নিজের বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত আমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি?

কিশোরী কহিল হ্যাঁ ভাই রূপরাণী, এখন বেশ সেরেছেন ত, তার বিয়ের কি হলো শুনেছ কিছু?

"তুমি যে বিয়েপাগলা হয়ে পড়েছ! না আমি এখনও সে বিষয়ে শুনি নাই ত।"

কিশোরী রাণীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আহা কেমন সরল মনটি, কিছুই জ্ঞান নাই।

"কেন ভাই কি বুঝ্‌বো, আর এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে?"

কিশোরী আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না—বলিল আমি শুনেছি রূপার মাতা নাকি মদন দাদাকে ভারি ধরেছেন, আর তিনিও কোনমতে অমত করিতে পারিতেছেন না।

রাণীর হৃদয়ে যেন কোথা হইতে সহসা তীক্ষ্ণ বাণ আসিয়া মর্ম্মস্থলে পশিয়া গেল। কহিল ভাই কিশোর! আর শুনিতে চাহি না, আমার মোহ ভাঙ্গিও না, আমি যাহাকে জন্মাবধি চিরসঙ্গী জানিয়াছিলাম, তাহাকে পরের মনে করিতে আমাকে শিখাইও না। সখী! আমাকে সেই ঘুমঘোরে ডুবিয়া থাকিতে দেও, সেই সুখস্বপ্ন আমি আজীবন দেখিব। এই বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া শত ধারে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

"হাঁ ভাই সত্যই কি পুরুষের প্রেম সম্পূর্ণ রূপজ!"

কিশোরী সখীর কাতরতায় বড়ই ব্যথিত হইয়া বাম হস্তে গলা জড়াইয়া বুকের কাছে মাথাটি লইয়া আকুলভাবে স্বীয় প্রাণের সান্ত্বনা ঢালিয়া দিতে ব্যগ্র হইলেন। আঁচল দিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্র মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন "আমি তোমায় ব'লে বড় ভুল করে ফেলেছি।"

যদিও রাণীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, হৃদয়ের প্রশস্ততা যায় নাই, গদ গদ বচনে কহিলেন "ভাই কুয়াসায় মেঘ কতক্ষণ ঢাকা থাকে? হউক মদন যাহাতে সুখী হয় আমিও তাহাই শিখিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কিশোরী! আমি যেন এখনও নিজেই নিজের কাছে প্রতারিত হইতেছি।

কিশোরমোহিনী রাণীকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য কহিলেন চল না ভাই একবার নূতন বাগান দেখে আসি।

স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ উদ্যানের বৃক্ষরাজির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্যস্থিত সরোবার শ্বেত কুমুদ গুলি চাঁদ পানে চাহিয়া আছে। সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সরোবরের তীরে এক খানি বেঞ্চের উপর মদন মোহন ও নন্দলাল মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছেন। মদন কহিলেন ভাই আমি কি করিব? কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজের সুখ নষ্ট করিতে পারি, কিন্তু সে সরলাকে কিরূপে নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলিয়া দিব? আহা! অমন গোলাপ কলিকা পাছে হস্তিপদ দলিত হয়, ইহা ভাবিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না।

"মদন! কিসে তোমার এমন পরিবর্ত্তন হইল। আহা! রাণীর চির বিশ্বাস কিরূপে ভঙ্গিতে উদ্যত হইলে! তোমার মন কি কিছু মাত্র বিচলিত হইতেছে না?"

না ভাই আমি হৃদয় সংগ্রামে একেবারে পরাস্ত হয়েছি। হয়ত এক দিন সংসার আমাকে "নিষ্ঠুর প্রতারক" আখ্যা দিবে, কিন্তু তুমি ভাবিয়া দেখ, রাণী এক জন ধনবানের কন্যা, তাহার পিতা অনায়াসে আমা অপেক্ষা

সুপাত্রে তাহাকে দিতে পারেন, কিন্তু রূপরাণীর বিধবা মাতার কে আছে ?" নন্দলাল মদনের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মদন! তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ বট, কিন্তু ভাই তোমার হৃদয়ে প্রেমের বন্ধন নাই।"

"নন্দলাল! তুমি আমার স্থানে হইলে আর এ কথা বলিতে পারিতে না। তা ছাড়া আমিও ধর্ম্মত কোন প্রকারেই রাণীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ এখনও হই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বস্থ মল্লিকা ঝাড়ের পশ্চাতে কি শব্দ হইল, উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই দিকে অনুসন্ধিৎসু হইয়া বেগে গমন করিলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে অত্যন্ত ভয় বিষাদে আশ্চর্য্যান্বিত! একি! রাণীর সুবর্ণময় দেহ খানি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়াছে, কিশোরমোহিনী মুখে জল সিঞ্চন ও অঞ্চল দিয়া বীজন করিতেছেন। পরে মদনের আর কারণ অনুভব করিতে চেষ্টিত হইতে হইল না। ভাবিলেন হায়! আমিই বুঝি সকল অনর্থের মূল হইলাম। প্রাণ অনুতাপে পুড়িতে লাগিল।

নন্দলাল সত্বর বাড়ীর ভিতর গিয়া মাতাকে সংবাদ দিয়া চিকিৎসকের নিকট গেলেন। বুড়ো দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির বাটীতে গিয়া উপস্থিত, "কর্ত্তা মশায় গো রাণী বিবিকে কিসে ধরিল গো! এত রেতে নূতন বাগানে গিয়ে ছিলো, আইবড় মেয়ে না জানি কোন্ দেবতার দৃষ্টি পড়িল, শীগগির চল দেখ্‌বে তারে।" পণ্ডিতজী সহসা রাণীর পীড়ার সংবাদে ব্যাকুল হইয়া মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নূতন উদ্যানে গেলেন। এই মুহূর্ত্তে যে রঙ্গভূমিতে আনন্দের স্রোত বহিতেছিল, নিমেষের মধ্যে তাহা বিষাদের মেঘে ঢাকিয়া পড়িল, ঐন্দ্রজালময় জগৎ ক্ষণে নূতন খেলা প্রকাশ করে।

দ্বিতল গৃহে পালঙ্কের উপর রাণী শায়িত, মূর্চ্ছা এখনও অপনোদিত হয় নাই। মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব সকলেই চৈতন্যের প্রতীক্ষক। চিকিৎসক কহিলেন কেবল মূর্চ্ছা মাত্র, কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ ঘটিয়া থাকিবে। ঔষধ প্রয়োগে কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে অতি ক্ষীণস্বরে কহিল "কি শু নি লা ম !!"

কয়েক দিবস সুচিকিৎসায় এবং কিশোরীর অবিশ্রান্ত যত্ন শুশ্রূষায় রাণীর মস্তিকের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল, কিন্তু প্রাণের অন্ধকার ঘুচিল না। জীবনে বুঝি চির আমাবস্যা ঘেরিল আর কখনও সুখের মধুময়ী জ্যোৎস্না ফুটিবে না !!

রাণীর শরীর দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল, বর্ণ পাংশু হইল। হৃদয় ঘোর নিরাশায় পীড়িত। প্রায় সর্ব্বদাই অসুখেই কাটে। এইরূপে দিনের পর

দিন মাসের পর মাস সমাগত হইতে লাগিল। নিদাঘের খর তাপ আর রাণীর উত্তপ্ত প্রাণ সহিতে সক্ষম হইল না। রাণী আবার অত্যন্ত পীড়িত। সেই নূতন বাগান গৃহে আজ রাণীকে বায়ু সেবন করাইতে আনা হইয়াছে। রূপা ও তাহার মাতা দেখিতে আসিয়াছেন। মদনমোহন নিজে প্রাণপণ করিয়া রাণীর জীবন রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আর আশা কই? অনুতাপের জ্বালায় মদন মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছেন। এদিকে বেলা অবসান হইয়াছে, রাণীর রোগের প্রাবল্য ক্রমেই শমিত হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার আগমনে প্রকৃতিও স্থির হইলেন রাণীর মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। একবার আবার সেই সুদীর্ঘ নয়ন দুটী বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন মায়ের বুকের উপর পড়িয়া গলা জড়াইয়া যেন কিছু বলিতে উৎসুক কিন্তু পারিলেন না। চক্ষের দুই পাশে দুটী মুক্তা বিন্দু দেখা দিল। এইবার কাতর দৃষ্টিতে মদনের দিকে চাহিয়া জন্মের মত বিদায় লইলেন। সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইল, চির শান্তিময় ভবনে রাণী প্রবেশ করিলেন।

অদ্ভুত বিবরণ।

১—আকাশ বুড়ীর সূতা।

পাঠিকারা অনেকেই আকাশ বুড়ীর সূতার কথা শুয়াছেন, কিন্তু কেহ কি ইহা এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন? কেহ কেহ হয়তো ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা অলীক নহে। আকাশ হইতে এরূপ সূতার গুলি বা তাল মাঝে মাঝে পড়িয়া থাকে। কিছু দিন হইল আমেরিকার অন্তঃপাতী যুশোবিল নগর হইতে এক ব্যক্তি আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে গত ২০শে সেপ্টেম্বর (১৮৯২) বৃষ্টির সময় এক তাল শাদা সূতা পতিত হয়। তিনি তখন কুড়াইয়া লইয়া তত্রত্য বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ জন্য পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষক ডাক্তার জর্জ মারক্স্ সে সম্বন্ধে প্রকাশ এই প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন।

এই সূতা উদ্ভিদ পদার্থজাত নহে, ইহা জান্তব রেশম। বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ইহা এক জাতীয় মাকড়সার লালা-ক্ষরিত জালতন্তু। এই জাতীয় মাকড়সারা সহস্র সহস্র একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ হয় এবং শূন্য পথ দিয়া এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন করিয়া থাকে। ইহাদিগের যাইবার সময় এরূপ বৃহদায়তন জাল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে

তদ্দ্বারা শূন্যদেশ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বৃষ্টির সময় জলবিন্দু পাত দ্বারা ইহা ভারী হয় এবং তন্তু সকল ছিঁড়িয়া গুড়াইয়া তাল পাকাইয়া বৃষ্টির সহিত পতিত হয়। তিনি বলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর দিবসে কালিফর্ণিয়া প্রদেশেও এরূপ সূতার তাল পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে গত চারি বৎসর ক্রমান্বয়ে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসেই তথায় এইরূপ সূতার তাল পাওয়া যাইতেছে। এই জাতীয় মাকড়সাকে (Nephila) মাকড়সা বলে। ইহাদিগের তন্তুজাল সম্পূর্ণ শুভ্র ও চিক্কণ। ইহাতে কার্পাস ও রেশমের অংশ আছে, রেশমের ভাগই অধিক। আমাদিগের দেশে প্রচলিত আকাশ বুড়ীর সূতা এইরূপ মাকড়সার জাল ছেঁড়া সূতার তাল দেখিয়াই কথিত হইয়াছে বোধ হয়।

২—লাইকোশ জাতীয় মাকড়সা।

দক্ষিণ আমেরিকার লাপ্লাটা প্রদেশ ভ্রমণকারী প্রাণিতত্ত্ববেত্তা হডসন সাহেব একদা অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটা মাকড়সা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। মাকড়সা ঘোড়ার পদবিক্ষেপের সহিত সমবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া প্রায় তাঁহার উপর পতিত হয়; এমন সময় তিনি চাবুক হাঁকাইয়া তাড়া করিলেন। মাকড়সা লাফাইয়া চাবুকের উপর পড়িল এবং সদর্পে তাঁহার হস্ত লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হডসন ঘোর বিভ্রাট দেখিয়া মাকড়সা সহিত চাবুক গাছটী দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চালাইলেন। এইরূপে পলায়ন করিয়া তিনি মাকড়সার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি বলেন এই জাতীয় মাকড়সা অত্যন্ত ভয়ানক। ইহাদিগের দংশন ও লালা বিশেষ অপকারক। ইহারা পরস্পর জাল বিস্তার করিয়া কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখনি কোন আগন্তুক জন্তু তাহার সংস্পর্শে আইসে, অমনি বেগে তাহার উপর পতিত হয়। যখন ইহারা মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়ে না, তখন যে ইতর জন্তুদিগকে কিরূপ বিপদাপন্ন করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

(৩) হুহানাকো জাতীয় উষ্ট্র।

এই জাতীয় উষ্ট্র কেবল দক্ষিণ আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আকারে আমাদিগের দেশীয় উষ্ট্র অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দেখিতে অতি সুশ্রী। অন্যান্য বিষয়ে প্রায় এতদ্দেশীয় উষ্ট্রদিগেরই অনুরূপ। কিন্তু ইহাদিগের একটী চমৎকার স্বাভাবিক জ্ঞান আছে যাহা অন্য জাতীয় উষ্ট্র বা ইতর জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায় না। মনুষ্য (সকল দেশীয় না হউক) কোন কোন দেশে সংস্কার বশতঃ অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিলে বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া তীর্থে বা উপবনে তপস্যা দ্বারা

জীবনপাত করিয়া থাকে। কিন্তু ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও যে এরূপ সংস্কার আছে তাহা এতদিন কেহই জানিত না। এই হুয়ানাকো উষ্ট্র সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলে অথবা আশু জীবন নাশের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নির্জ্জন বনদেশে গমন করে। তাহার সঙ্গীগুলি তাহা জানিতে পারিলেও কেহ তাহার অনুগামী হয় না। মুমূর্ষু উষ্ট্র অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কিরূপ তপস্যা বা যোগ সাধন দ্বারা দেহ পাত করে তাহা জানা নাই বটে, কিন্তু সে যে মরিবার জন্য তথায় গমন করে ও প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণিতত্ত্ববেত্তা ডারউইন, ফিট্‌জরয় ও হডসন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নূতন সংবাদ।

আমেরিকার চিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী দেখিবার জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে কোনও কোনও বাঙ্গালী রমণী যাত্রা করিবেন এ সংবাদে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা করিতে পারেন, এ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় পণ্ডিত মত দিয়াছেন। আমরা আরও দেখিয়া আনন্দিত হইলাম বোম্বাইয়ের কর্সেটজী সোরাবজী কোম্পানী হিন্দু যাত্রীদিগকে চিকাগোতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের ঠিকানা বোম্বাই ১৫ নং আপলো ষ্ট্রীট। যাঁহারা যাইতে ইচ্ছা করেন, ১লা ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট আবেদন করিবেন। জ্ঞাতব্য বিষয় সকল তাঁহাদের নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন।

২। অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে বিচারপতি জে কিউ পিগট বি এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর হইয়াছেন।

৩। আগামী ২৮এ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন মহাসভায় কুমারী ইন্দিরা ঠাকুর এবং কুমারী প্রিয়ম্বদা বাগচী বি এ উপাধি এবং কুমারী ফ্লোরেন্স হলণ্ডে এম এ উপাধি পাইবেন।

৪। কুমারী রোস গোবিন্দরাজুলু নাম্নী এক হিন্দু রমণী মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ডিপ্লোমা পান, এখন তিনি বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া এডিনবরার চিকিৎসালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। ক্রপার নামে এক সাহেব এই বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৫। এখন মেল ৩ সপ্তাহে ভারত হইতে লণ্ডনে পৌঁছে। সম্প্রতি হিমালয় নামক এক বাষ্পীয় পোত বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া ১৩॥ দিনে বিলাত

পৌঁছিয়াছে। আরও অল্পদিনে যাইবার উপায় হইতেছে।

৬। আমেরিকার রমণীগণ স্বাধীন ও স্বপোষণক্ষম, অন্নের জন্য আত্মীয়ের কৃপাপাত্র হইয়া থাকেন না। তথায় এক টেলিগ্রাফের কাজে ৭১ হাজার স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছেন।

৭। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, স্ত্রী ডাক্তারদিগকে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও হস্‌পিটাল আসিষ্টাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

বামারচনা।

সঙ্গীত চর্চ্চায় দোষ কি ?

এখন দেখা যাউক নৃত্যগীত ও বাদ্যশিক্ষা করিলে হিন্দু স্ত্রীগণ লজ্জাশীলতার সমাজের, নীতির ও চরিত্রের নিকট দোষী হয়েন কি না ? যশোহরের অন্তর্গত ৪।৫ খানি গ্রামব্যতীত আমার ভাগ্যে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানই দেখা ঘটে নাই, আর দেখিয়াছি যশোহরে আমাদের বাসাবাড়ীর সীমাটুকু; সুতরাং আমি অনেক স্থলের স্ত্রী-আচারের বিন্দু বিসর্গও জানি না, তাই আমাদের এ অঞ্চলের বরণের কথা তুলিতে লজ্জা করিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তুলিতে হইল। পাঠিকা ভগিনীগণ! আপনাদের মধ্যে যদি এই 'বরণ' কেহ না দেখিয়া থাকেন তবে আমাকে "যশোহরে বাঙ্গাল" বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন কি ? আমাদের এদিকের অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে বাসী বিবাহের সময় বা বরকনে বাড়ী আসিলে বউ পরিচয়ের সময় কত কুলবধূ সধবাগণ সুসজ্জিত হইয়া বর কন্যাকে বরণ করেন। যাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ঐ বরণ আর কিছুই নহে, উহা সানাই ঢোল ও কাঁসী ইত্যাদি বাদ্যের তালে তালে চুড়ী, বালা, হীরা, পান্না শোভিত হস্ত দুখানিকে নৃত্য করান মাত্র, এই সুন্দর বরণ দেখিতেও মনে বেশ কৌতুক উপস্থিত হয়, বরণ দেখিবার জন্য অপরিচিত বরযাত্রিগণ ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ বাসীবিবাহের বরণের সময় সমবেত হইয়া থাকেন। হারমোনিয়ম বাজানও আর কিছুই নহে, উহা হস্ত পদ দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে গান করা। আজ কাল আমাদের মধ্যে অনেকে হারমোনিয়মও বাজাইয়া থাকেন, ভাল মন্দ যেমন হউক একটু আধটু উহা প্রায় সকলেই জানেন, এবং বাজাইয়াও থাকেন ও বরণ করিয়াও থাকেন, তবে বরণটা সুমঙ্গলারূপিণী সধবাগণেরই একচেটিয়া। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে যদি হারমোনিয়ম্ বাজান ও বরণ করায় দোষ না হয়, তবে কণ্ঠস্বরের দ্বারায় বা বীণার সাহায্যে গান করায় ও অঙ্গাদি সঞ্চালন

দ্বারা নৃত্য করায় কোনও দোষ আছে কি? অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নৃত্য করিলে জিম্‌নাষ্টিকের কার্য্য হয় কি না বা অন্য কোন উপকার আছে কি না জানি না, কিন্তু সঙ্গীতে সমধিক উপকার পাইবার আশা করা যায়।

প্রথমতঃ সুকণ্ঠ গায়কের তাল, মান, লয় বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় এবং সেই গানের সহিত নিজের প্রাণ যেন ভাবময় হইয়া মিশিয়া যায়। গৃহকার্য্যাদি হইতে অবসর লইয়া অবশ্যই অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্রাম করা আবশ্যক এবং সকলে উহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু এই বিশ্রামটা অন্তঃপুরবাসিনীগণের নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে হইয়া থাকে :—কুম্ভকর্ণের ন্যায় দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া, বেশ বিন্যাস করা, তাস খেলা ও পাঁচজনে বসিয়া দেশের লোকের রূপ, গুণ ও দোষাদির সমালোচনা করা অথবা পারিবারিক দোষ ও অভাবের বিষয় তুলিয়া ভারী মুখে রাগে গরগর করা। এরূপ বিশ্রাম অপেক্ষা সঙ্গীত বাদ্যাদি শিক্ষায় বিশ্রাম করা কি অধিক সন্তোষকর নহে? সঙ্গীতের আমোদ যে নির্দ্দোষ আমোদ নয়, এ কথা আমাদের বিশ্বাস নয়। যদি কেহ বলেন যে, একটী কুলস্ত্রীর কণ্ঠস্বর ও বাদ্যের স্বর অনেক দূর যাইবে, ওমা কি লজ্জা! কিন্তু তাহাকে বক্তব্য এই যে, শঙ্খ বাজান ও হুলু দেওয়া যাহা হয়, গীত বাদ্যাদি ওকি তাহাই নহে? তাহাও ত শাঁখে একটানা ফুঁ দেওয়া ও জিভ নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হুলু দেওয়ার অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। ইহাতেও যদি কাহারও আর কোন কথা থাকে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বাসরঘরে নূতন পরিচিত একটী পুরুষের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীত করায় যদি লজ্জার গায় আঘাত না লাগে, তবে চিরপরিচিত আত্মীয়গণের নিকট বা তাঁহাদের কর্ণে যায়, এমন সঙ্গীতে বেশী লজ্জার বিষয় কি? আমাদের বিশ্বাস বীণা যোগে হউক বা কণ্ঠযোগে হউক সঙ্গীত শিক্ষায় নৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক কোন দোষে স্ত্রীগণ দোষী নহেন, বরং সঙ্গীত এ সকল বিষয়েরই—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গৃহকার্য্যাদি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া মনে মনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলে অতি সত্বরই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সসঙ্গীতে ঈশ্বরারাধনা করিলে নিজের মন ত ভক্তিরসে গলিয়া যাইবেই, অধিকন্তু শ্রোতৃগণের মনও সেই সঙ্গে নিমগ্ন হইয়া যাইবে, প্রমাণ —রামপ্রসাদ, নরেশচন্দ্র, কমলাকান্ত, নানক, মীরাবাই ও তুলসীদাস প্রভৃতির সাধন ও ভজন সঙ্গীতে কাহার মন না বিগলিত হয়? রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে পাষাণও গলিয়া যায়। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নিধু বাবু ও গিরিশ বাবু প্রভৃতির প্রেম-সঙ্গীতে কাহার মন না উন্নত হয়? (ক্রমশ)

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৭ সংখ্যা।	মাঘ ১২৯৯—ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জীব রহস্য—ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া রাস্তায় একটী পুকুরের ধারে দুই জন শ্রমজীবী একটী বাঁশ চিরিতেছিল। এমন সময় একটী পর্ব্ব হইতে দুই সর্প সম্মুখে পতিত হইল। ইহারা বিষধর সর্প। পতিত হইয়াই কুণ্ডলী করিয়া ফণা তুলিয়া কামড়াইবার উপক্রম করিল। শ্রমজীবীরা তাহাদিগকে ধরিতে বা মারিতে সাহসী না হওয়াতে তাহারা বেগে নিকটস্থ বনে প্রবেশ করিল। বংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে কিছু মাত্র ছিদ্র ছিল না, সুতরাং সর্প দুইটী যে কিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার রহস্য ভেদ করা সহজ কার্য্য নহে। প্রস্তরের স্তরের মধ্যে ভেক জীবিত থাকার কথা শুনা যায়, কিন্তু বংশের পর্ব্ব মধ্যে সর্পের অবস্থান এই নূতন আবিষ্কার।

দান—সম্প্রতি ম্যাডাম মার্টিন নামক এক জন ধনী বিধবার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার উইল পাঠে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার জন্মভূমি টুলো নগরের উন্নতির জন্য দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক (Frank) দান করিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় অন্ত্যেষ্টি ও সমাধির জন্য ১২০০ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উইলে একটী অদ্ভুত কথা প্রকাশিত আছে যে তাঁহার স্বামীর কবর হইতে যত দূর সম্ভব তত দূরে যেন তাঁহার কবর নির্ম্মিত হয়। স্ত্রীলোকটী বোধ হয় স্বামীর জীবৎসময় তাঁহার নিকট হইতেও নিকটে ছিলেন।

প্রকাণ্ড বৌদ্ধমূর্ত্তি—ব্রহ্ম দেশে প্রোমনগরের অনতিদূরে ইরাবতী উপকূলে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ইহা এক ক্রোশ দীর্ঘ ও ৩০০ পাদ উচ্চ।

এই নগের সম্মুখ ভাগে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এমন কি ইহার তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই মূর্ত্তিময়। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অনেকটীই বিংশতি পাদের কম উচ্চ নহে। আবার অনেকগুলি চাকৃচিক্যময় ধাতু-দ্বারা গিল্টিকরা, হইাতে সূর্য্যালোকে অতি চমৎকার শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলি শিল্প-নিয়মে খোদিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। পেগু প্রদেশেও একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা বুদ্ধদেবের শয়নাবস্থা। বুদ্ধদেব দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মূর্ত্তিটী দীর্ঘে ২৭০ পাদ এবং তাহার স্কন্ধ দেশের প্রসরতা ৭০ পাদ। পৃথিবীতে এতবড় দীর্ঘ মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত এবং পরিমিতরূপে গঠিত। অনেকে অনুমান করেন যে ইহা পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুদিন জঙ্গলে অদৃশ্য ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একদল রেলওয়ে কন-ট্রাক্টর বন কাটিতে কাটিতে আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়—বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী ইউরোপীয় বালিকা সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

গত ২৮এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সভা হইয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনারল ও নূতন বাইস চান্সেলর বিচারপতি পিগট বক্তৃতা করেন। মিস ফ্লোরেন্স নাম্নী একটী বালিকা লাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীর এম, এ, হইয়াছেন, ইঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়া রাজপ্রতিনিধি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বরাহনগরে হিন্দু-বিধবাশ্রম—এই আশ্রমে হিন্দু-বিধবারা আপনা-দিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনায়াসে থাকিতে পারেন। বরাহনগরের কয়েকজন হিন্দু-সমাজপতি এই আশ্রমের সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন। ভট্টপল্লি-নিবাসী প্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণহরি শিরো-মণি মহাশয়, এই আশ্রম দেখিয়া এই মন্তব্য লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু-বিধবাশ্রম দর্শন করিয়া বড় সুখী হইলাম, এখানে হিন্দু-বিধবারা আপনাদের আচার ব্যবহার ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে এবং কয়েকটি রহিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম এবং তাহাদিগের আহারাদির সুপ্রণালী ও শুদ্ধ ভাবের পরিপাটী দৃষ্ট হইল। এরূপ অনাথা স্ত্রীজাতির উপর যাঁহার এরূপ সদ্ব্যবহার, তিনিই ধন্য। এক্ষণে আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই উপ-যুক্ত আশ্রমের ক্রমশঃ পরমোন্নতি লাভ হইতে রহুক।" প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল-ইন্স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় বাহাদুর এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখানে যে বিধবারা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম

রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইল।

"And the existing arrangements I can confidently recommend to Hindoos generally."

দেশের অনেক স্থানে অনেক হিন্দু বিধবা নিরাশ্রয় হইয়া বর্ত্তমান সময়ে অন্ন বস্ত্রের কত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা লাভ ও কার্য্যের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের অভিভাবকগণ এই আশ্রমে, অথবা কলিকাতা সিমলা বলরাম দের ষ্ট্রীট নং ৩ সাগর ধরের গলিস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিবিধ প্রবন্ধ।

মেঘের গতি।

সমুদ্র বা পর্ব্বত হইতে শনৈঃ শনৈঃ উত্থিত হইয়া বায়ুর উর্দ্ধতন স্তরে উপনীত হইলেই মেঘের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বর্ষাকালে হিমালয়ে বা অন্য কোন অত্যুচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন মেঘ সকল উৎপন্ন হইয়া কেমন স্থিরভাবে কন্দর বা উপত্যকা দেশে অবস্থাপিত থাকে। বৃষ্টিধারা পুনর্ব্বার পরিষ্কার হইলে শুভ্র মেঘ রাশি সূর্য্যালোকে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর আকার ধারণ করে, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝান কঠিন। এই শুভ্র অভ্ররাশি সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপের ন্যায় গিরিগাত্রে সংলগ্ন বোধ হয়। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিয়া ধীরে ধীরে অবসৃত হইতেছে বোধ হইতে থাকে। বাস্তবিক ইহার গতি তখন এত মৃদুভাবে সম্পন্ন হয়, যে প্রায় সহজে জানিতে পারা যায় না। কিন্তু যখনি ইহা যথেচ্ছামতে উপরি স্তরে উপনীত হয়, তখনই ইহার ভাব ও গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে শীত ও গ্রীষ্ম কালে মেঘের উচ্চতার তারতম্য হইয়া থাকে। শীতকালে মেঘ সকল অনেক নিম্নে অবস্থান করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে (Cumuls nimbus) সম্মিলিত মেঘের নিম্নদেশ ভূমি স্পর্শ করিলেও তাহার শীর্ষদেশ শীতকালের মেঘের অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়া থাকে। শীতকালে সর্ব্বোচ্চ মেঘের গতি গড়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইল; কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতি ঘণ্টায় ২৩০ মাইল

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। য়ুরোপ অপেক্ষা আমেরিকার বায়ুর উপরিতন স্তর অত্যন্ত দ্রুতগামী, সুতরাং তথায় অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে। মেঘের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে পৃথিবী সন্নিকট পর্য্যন্ত বায়ুর গতি প্রায়ই পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, ৪০০০ চারি সহস্র মিটারের উচ্চতর স্তরে মেঘের গতি প্রায় উত্তর পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিম। পৃথিবী সন্নিকটস্থ স্তরের বায়ুর গতি কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিম এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্তরে বায়ু দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। যখন ইহা দক্ষিণদিকে মহা প্রবল বেগে বহে, তখনি ঝড় উপস্থিত হয়।

সাবান ব্যবহার।

ইংরাজদিগের অনুকরণে আমরা তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে শারীরিক অনিষ্ট হয়, তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নাই। ইংরাজেরা বহুকাল ব্যবহার করিয়া এক্ষণে তাহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদিগের সংবাদ পত্র সকল তারস্বরে চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে এবং বিনা পরীক্ষায় বা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিতেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের কৌশলে অনেক প্রকার স্বল্প মূল্যের সাবান প্রস্তুত হইতেছে। তাহাতে নানা প্রকার বস্তুর সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বশতঃ এমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে যে তদ্দ্বারা শারীরিক অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। এই সকল ব্যাধি চর্ম্মজ হইলেও বহু কষ্টদায়ক ও কখন কখন মারাত্মক হইয়া উঠে। অনেক সুবাসিত বা সুগন্ধি সাবানে এইরূপ বিষাক্ত দ্রব্যের বাহুল্য থাকে, সুতরাং তাহা একবারে পরিহার করা উচিত। যাঁহারা সাবান ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহারা সবিশেষে পরীক্ষা না করিয়া ব্যবহার করিবেন না। নিলামে ফিরিওয়ালা ও সামান্য দোকানিদিগের নিকট যে কোন সাবান ক্রয় না করিয়া বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে পরীক্ষিত সাবান আনাইবেন।

হিমপ্রধান প্রদেশ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হিমপ্রধান স্থল সাইবিরিয়ার অতঃপাতী ওয়ার্খোজাংক্ষ (Werkhojansk) নিকটবর্ত্তী প্রদেশে। সেখানে তাপমান যন্ত্র শূন্যের নিম্নে ৮১ ডিগ্রী দেখা গিয়াছে ও ৪০০ চারিশত পাদ নিম্নে জমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেখানে বরফ রাশির গভীরতা ৪০০ চারিশত পাদ, তথায় যে কিরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ভূগোলবেত্তারা এই স্থানকেই পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এখনকার বরফ বা নীহাররাজী পৃথি-

বীর হিমানীযুগ (Glacial cpoch) হইতে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে নতুবা ইহার গভীরতা কখন এত অধিক হইত না। ইতিপূর্ব্বে য়াকুতস্ক (Yakutsk) নামক একটী স্থানকে পৃথিবীর কেন্দ্র দেশ বলিয়া অনুমান করা হইত। এ স্থানটী ওয়ার্খোজাংস্ক হইতে দুই শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী, কিন্তু এখন শেষোক্ত স্থানটী হিমপ্রধানতম প্রদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ।

একখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে য়ুরোপীয় ও আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পীড়ার প্রাবল্যের প্রধান কারণ তাহাদিগের অনাবশ্যক পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ বা অঙ্গরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা করা। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুসারে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্য শরীরকে পরিচ্ছদে বদ্ধ রাখিয়া অকর্ম্মণ্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। স্বাস্থ্যই পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য আনুসঙ্গিক। ভাল দেখাইবে বলিয়া কতকগুলি অনাবশ্যক বস্ত্র অঙ্গে জড়াইলে তজ্জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা দূরে থাকুক, শীঘ্র স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরব্যাপী তাপ সমভাবে রক্ষা করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য্য হয়। যাঁহারা অভ্যাসবশতঃ সামান্য বস্ত্রদ্বারা দেহাবরণ করেন, তাঁহাদিগের হস্ত ও পদ অনাবৃত থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা কটির উর্দ্ধ হইতে ১৬ বা ২০ বার ফের দিয়া পরিচ্ছদের দ্বারা শরীরকে স্তম্ভিত করিয়াথাকেন, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু তাহাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, শরীরস্থ রক্তও শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে না। তাহার উপর হস্ত ও পদাগ্রভাগ হয় তো একবার মাত্র কেবল দস্তানা ও মোজা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং শরীরের একদেশ অত্যন্ত তাপ-বিশিষ্ট ও অন্যদেশ শীতল হওয়াতে শীঘ্রই উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। অনেক বিলাতী রমণী পাঁচ সের সামগ্রী তুলিতে হয় তো কত কষ্টই অনুভব করেন, কিন্তু তাঁহারা আট দশ সের পরিচ্ছদের ভার বহন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। ক্ষীণাঙ্গ গুরুভারে ব্যথিত হইয়া থাকে, লজ্জা বা সভ্যতানুরোধে প্রকাশ করিবার যো নাই, কিন্তু প্রকৃতি তাহা সহ্য করিতে পারে না। ব্যথা বা পীড়া চাপিয়া রাখিলে চাপা থাকে না, বরঞ্চ অত্যাচার নিবন্ধন দ্বিগুণ কোপে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জন্যই ঐ সকল দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উৎকট উৎকট পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অনেকের পরিচ্ছদ কেবল কার্পাস, রেসম বা পশম নির্ম্মিত বস্ত্রের দ্বারা পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কুৎসিতাঙ্গ গোপন করিয়া কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহ নির্ম্মিত

কাচলি * ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষীণাঙ্গ সবল দেখাইবার জন্য কাষ্ঠের প্যাড্ ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে অবিরল নহে। এই সকল অস্বাভাবিক ভার ও চাপের দ্বারা মাংসপেশী ও শিরার ক্রিয়া সকল বন্ধ হইয়া রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রতিফলস্বরূপ পীড়াও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আমাদের ইতর জন্তুদিগের মত ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রাবরণ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইবার কারণ নাই বটে, কিন্তু প্রয়োজন মত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে শীতবস্ত্র বা শীতকালে গ্রীষ্মবাস ব্যবহার করিলে যে শরীর ক্লিষ্ট হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বৃথা সভ্যতার অনুরোধে অনাবশ্যক বা অপ্রচুর পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যে সকল এতদ্দেশীয় নরনারী বাহ্য সভ্যতানুরোধে এবং ইংরাজানুকরণে বেশ ভূষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ এবং বামাবোধিনীর পূর্ব্বপ্রকাশিত "কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি" প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন।

মহাভারত।

মহাভারত মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা তাহার প্রতি সংশয় করেন। কেহ কেহ বলেন ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত যে এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, এরূপ প্রতীতি হয় না, উহা সময়ে সময়ে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলে মনু ও ব্যাস নামে ভারতবর্ষে অনেক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন, এইরূপ ইউরোপের মধ্যে কোন কোন মহাত্মার নামে অনেকে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। বেদের বিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতের রচয়িতার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত কৃষ্ণ এবং দ্বীপে জন্মহেতু দ্বৈপায়ন নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারত অতিবৃহৎ ও অতি অদ্ভুত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অমৃতময় ফলে পরিপূর্ণ। এ সুধার একবার আস্বাদ পাইলে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, রোগ শোক থাকে না। পূর্ণভাবে ভারত-রসে মন রসিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বাস্তবিকই তিষ্ঠিতে পারে না। মহাভারত একলক্ষ শ্লোকে পূর্ণ এবং অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। মনোযোগপূর্ব্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার, নীতি ধর্ম্ম ও বিষয় ব্যবহারের

* Steel ribbed corset.

অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং কেবল নীতি উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানগুলি অতি মনোহর ও নানা শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদ চতুষ্টয়ের অনুগত। ইহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতি শাস্ত্রসকল রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বন করিয়া অনুপম কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়া জনগণের চিত্ত বিনোদন সাধন করিয়াছেন। বাস্তবিক ভারতের অন্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে ভারতবর্ষীয় লোকে অনেক প্রকার নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকল প্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। *

মহাভারতের দুই জন টীকাকার, নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্র, তন্মধ্যে অর্জ্জুন মিশ্র অপেক্ষা পণ্ডিতেরা নীলকণ্ঠকে অধিক প্রমাণ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অর্জ্জুন মিশ্রও একজন উত্তম টীকাকার।

মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সবিস্তর বর্ণিত আছে। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তাহা অদ্যাপি কুরুক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, উহা আধুনিক দিল্লী হইতে বড় অধিক দূর নহে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজগণ সাম্রাজ্য করেন, তাঁহারা নানাবিধ বংশে বিভক্ত; যথা,—সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, বৃষ্টিবংশ, ভোজবংশ, গঙ্গাবংশ, ও গজপতিবংশ ইত্যাদি। যদিও ঐ সকল বংশের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে, তথাপি হিন্দুস্থানে অনেক লোক সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

চন্দ্রবংশে কুরু ও পুরু নামে দুইজন রাজা জন্মিয়াছিলেন, একারণ দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদি কুরুবংশাবতংশ ভূপালাবলি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা দুষ্মন্ত পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার বিবরণ কবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে লিখিয়াছেন। কুরুবংশে বিচিত্রবীর্য্য ও

---

* মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণ কালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদ চতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

চিত্রাঙ্গদ নামে দুই জন রাজকুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাহাদিগের দুই বিধবা অঙ্গনা রহিল। ভগবান্ সত্যবতীনন্দন মাতৃ আজ্ঞা অনুসারে তাহাদের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি বাল্যকালাবধি অতিশয় বিদ্বেষ করিত। কুমারদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনিই অধীশ্বর রাজা হন। যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন এককালে হিংসায় অধৈর্য্যতাপ্রযুক্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিবিধ অপকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সুশীল ও ধার্ম্মিক হইলেও দ্যুতক্রীড়ায় অনুরাগী ছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে তাহাতেই প্রবৃত্ত করাইল। যুধিষ্ঠির তাহাতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত বনে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রবংশীয় ভূপালাবলি দ্বাপরযুগে সাম্রাজ্য করেন, তৎকালের সহিত এই সময়ের তুলনা করিতে গেলে কি বিপর্য্যয় বোধ হয়। মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে শান্তনু রাজা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে বাদরায়ণ ভ্রাতৃবধূর গর্ভে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন, আবার পাণ্ডুরাজা ব্রহ্মশাপে স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, এই হেতু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনীকুমার দ্বারা পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। ইতিপূর্ব্বে শান্তনু রাজার ঔরসে ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অধুনা কৌতূহলের ব্যাপার হইয়াছে।

পাণ্ডবেরা অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন ও সুচারুনিষ্কলঙ্কচরিত্র এই জন্য দেবপুত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। রোমদেশের আদি রাজা রোমুলশ ও তাঁহার ভ্রাতা রিমস উভয়েই পাণ্ডবদিগের ন্যায় দেবপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ট্রয় দেশেয় মহাবীর ইনিএস্ ভীষ্মদেবের ন্যায় মনুষ্যের ঔরসে দেবীগর্ভে সম্ভূত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, মহাকবি বর্জ্জিল সুচারু কবিতায় তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির সপরিবারে দ্বাদশ বৎসর বনে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পরিশেষে এক বৎসর বিরাট রাজার গৃহে অবস্থিতি করেন। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের স্বর্গে গমন ও বাণ শিক্ষাদি সম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠির নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া অচল ধর্ম্মপ্রভাবে ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় উদ্ধার পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের মাতুল পুত্র ও সখা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সমবয়স্ক বলিয়া তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের অতিশয় প্রণয় ছিল। অর্জ্জুন ও উদ্ধব নামে একজন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

আকারগত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য ছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ-স্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন থাকাতে লোকে তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিত। উদ্ধব যৎকালে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তৎকালে গোপীরা তাঁহাকে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ বোধ করে। ইলিএড কাব্যে বর্ণন আছে, একিলিসের সহিত পেট্রোক্লসের আকারগত সৌসাদৃশ্য ছিল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরম বন্ধু ছিলেন, কবি-দের এই বিচিত্র বর্ণন পাঠকালে চিত্তে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়!

ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তদনন্তর রাজ্য বিভাগের বিষয় আন্দোলন হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন পূর্ব্বাবধি মনে করি-য়াছিলেন যে, কিছুই দিবেন না, অধুনা তদ্বিষয়ে একবারে কৃতসংকল্প হইলেন। বহু বিতণ্ডার পর শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি পঞ্চ পাণ্ডবকে পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রদান পূর্ব্বক অখণ্ড মেদিনী মণ্ডল ভোগ করুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যুদ্ধ ব্যতিরেকে সূচ্যগ্র পরিমিত মৃত্তিকাও প্রদান করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ শান্ত, কর্ম্মদক্ষ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ অথচ লোকাতীত লাবণ্যবিশিষ্ট ছিলেন। তৎকালে সকল লোকেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত, কেবল রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেন না। অনেকেই বলিলেন, মহারাজ আপনি এ বিষয়ে কেশবের অনুরোধ রক্ষা করুন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি-লেন না। পরিশেষে সুতরাং যুদ্ধই স্থির হইল। একদিকে দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্ব-থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হই-লেন, অন্যদিকে পঞ্চপাণ্ডব ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ রণসজ্জা করিতে লাগি-লেন। এই কালে রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম-দেবকে কহিয়াছিলেন, হে পিতামহ! আপনার সমীপে দুর্য্যোধন ও আমি উভয়ে নির্ব্বিশেষ। আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পরিহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেন? তাহাতে ভীষ্ম কহিলেন,

অর্থস্য পুরুষো দাসো,
দাসোঽস্ত্যর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ,
বদ্ধস্ত্বর্থেন কৌরবৈঃ॥

"পুরুষ অর্থের দাস নিশ্চয় জানিবে, অর্থ কখন কাহার দাস হয় না, ইহা অতি যথার্থ বচন মহারাজ, আমি অর্থের কারণ কৌরবের বাধ্য।" যুধিষ্ঠির শল্য ভীম, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও কর্ণ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দুর্য্যোধন রণে কাতর হইয়া জলস্তম্ভবিদ্যা প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইলেন। ভীম জানিতেন দুর্য্যোধন অভিমানী। সে

তিরস্কার শ্রবণ করিলে কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। অবশ্যই জল হইতে উঠিয়া আসিবে। ইহা বিবেচনা করিয়া হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। ভীম বাক্য দুর্য্যোধনের সহ্য না হওয়াতে তিনি জল হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং সেই যুদ্ধেই উরু-ভঙ্গ হইয়া গতাসু হন। নীতিজ্ঞেরা কহেন, লোকে এরূপ স্থলে অপমান সহিষ্ণু হইবে। দুর্য্যোধন অপমান সহ্য করিতে পারিলে কখনই প্রাণ হারাই-তেন না।

রাজা দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভিন্ন অন্য সমুদায় অঙ্গ অভেদ্য ছিল, তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক শকু-নির পরামর্শে বীরধড়া পরিধান পূর্ব্বক গান্ধারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে উরুদেশ তাঁহার জননীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ভীমমূর্ত্তি ভীম কুরুপতির সেই উরুভঙ্গ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিল। ঐ মত একিলিসের গুল্‌ফ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার জননী জলমগ্ন করাতে ঐ অংশ ভিন্ন সমুদায় শরীর অভেদ্য ছিল। বিপক্ষ কর্ত্তৃক সেই স্থানে শরাহত হইয়া তিনিও গতপ্রাণ হন। উরুভঙ্গ হইয়া যৎকালে রাজা দুর্য্যোধন শিবিরে অব-স্থান করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চকুমারকে হত্যা করিয়া অর্জ্জুন [illegible] পতিত হন, অর্জ্জুন তাঁহাকে নিশ্চয় যমালয়ে প্রেরণ করিতেন, কেবল দ্রৌপদীর অসামান্য কারুণ্য ও সৌজন্য জন্য জঘন্য ব্রহ্মবন্ধু প্রাণ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

যুদ্ধকালে তৃতীয় পাণ্ডব বীর ধনঞ্জয় আত্মীয় স্বজনগণকে রণস্থলে উপস্থিত দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া অস্ত্র পরিহার করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন, তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রধান পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঐ গ্রন্থ ভগবদ্গীতা বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহা অষ্টাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে আত্মতত্ত্ব কথিত আছে, তন্নিমিত্ত উহা অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে তন্মধ্যে আত্মতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ ইহাদ্বারা আমাদের ইহপরকালের কল্যাণ লাভ হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভ করিয়া চারি ভ্রাতার সহিত বহুদিন রাজত্ব করেন এবং বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন করেন। পরে তাঁহারা অভিমান্যু পুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য ভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন। কথিত আছে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে দ্রৌপদী সহিত পঞ্চভ্রাতা পদব্রজে চলিয়া যান। একে একে সকলের মৃত্যু হয়, কেবল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন।

বাঙ্গালা প্রবচন।

ব (শেষ)

১। বেকারের বেগারও লাভ।
২। বেগম চেনেন না বেগুণ।
৩। বেগারের পুণ্য গঙ্গাস্নান।
৪। বেঙের আড়াই হাত।
৫। বেগুণ গাছে আঁকশী।
৬। বেগুণ বাড়ী*।
৭। বেঙের আধুলি।
৮। বেঙের নাকে মিনের নোলক।
৯। বেঙের মাথায় সোনার ছাতি।
১০। বেঁচে থাক্ মোর চূড়া বাঁশী,
মিল্‌বে রাধা হেন কত দাসী।
১১। বেটা মদ খায়, মা ডাইন।
১২। বেটী যেন সজিনার খাড়া,
রোদ লেগেছে ছায়ায় দাঁড়া।
১৩। বেড়া আগুণ।
১৪। বেড়া নেড়ে গেরস্তের মন বুঝা।
১৫। বেঁড়েকে চোমরা বল্লে লেজ ফুলায়।
১৬। বেঁড়ে গোরুর ওকৃড়া বনে ভয় কি?
১৭। বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ।
১৮। বেদের বাজী।
১৯। বেঁধে মারে, সয় ভাল।
২০। বেয়ানে বাদল বাদল নয়,
মায় ঝিয় কোন্দল কোন্দল নয়।
২১। বেয়ানের পো নিয়ে তিন পো।

* নিত্য কিছু কিছু পাওয়া যায়।

২২। বেল পাক্‌লে কাকের কি?
২৩। বেল্লিকের নিমন্ত্রণ,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
২৩½। বেহায়ার বালাই নাই।
২৪। বৈদ্যনাথের ষাঁড়।
২৫। বৈরাগীর রাগ টুকু আছে,
সুখ টুকুও আছে।
২৬। বৈশাখে নরবানরাঃ।
২৭। বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ,
তৃণাদপি শুনে মনে লেগেগেছে বাদ্।
২৮। বৈষ্ণবের করঙ্গে ভোজন।
২৯। বোঁচা কান, চুলদে ঢাকা।
৩০। বোঝার উপর শাকের আটি।
৩১। বোড়ায় বিষ।
৩২। বোবার স্বপ্ন দেখা।
৩৩। বোবার শত্রু নাই।
৩৪। বৌ না বোবা, বৌ না বাবা।
৩৫। বংশের তিলক।
৩৬। ব্যথার ব্যথী।
৩৭। ব্রজের ভাব।
৩৮। ব্রণ চুল্‌কে ঘা করা।
৩৯। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।
৪০। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে,
হাতী আর বিড়ালে।
৪১। ব্রাহ্মণের গোরু, খাবে অল্প,
দুধ দিবে অধিক।

গ্রেস্ ডার্লিং।

এদেশে স্ত্রীদিগের লজ্জাবতীত্বের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। লজ্জা, স্ত্রীদিগের রূপ। লজ্জা, স্ত্রীদিগের ভূষণ। যে নারী লজ্জাহীনা, তাহার অধঃপতন সন্নিকট। এই প্রতিষ্ঠা নিবন্ধন এ দেশের স্ত্রীরা ঐ লজ্জা গুণ প্রধানরূপে ধারণ করেন। কিন্তু উহা স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আমি উহার সমধিক প্রশংসা করি না। তবে যদি তাঁহারা নিম্নো-ল্লিখিত ডার্লিংএর কন্যা গ্রেসের ন্যায় কীর্ত্তিমতী অথচ লজ্জাবতী হয়েন, তবে তাঁহাদের লজ্জাবতীত্ব যথার্থ প্রশংসা-যোগ্য হয়।

ইংলণ্ডের একটী প্রদেশের নাম নর্থম্বরলণ্ড। উহা সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী। নর্থম্বরলণ্ডের অনতিদূরে কতকগুলি দ্বীপ আছে। তাহাদিগকে ফারন্ দ্বীপপুঞ্জ বলে। জোয়ারের সময় ফারন্ দ্বীপ সমূহের মধ্য দিয়া সমুদ্রের জল অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। ঐ দ্বীপ গুলি বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত, রুক্ষ ও প্রস্তরময়, কোন কোন স্থানকে লৌহ-ময় বলিলেও বলা যায়। সৃষ্টিকালাবধি ঝটিকাদিজনিত তরঙ্গাঘাতে তাহার সকল অংশ ক্ষত বিক্ষত এবং কোন কোন স্থান সূচ্যগ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে। এমন স্থলে সমুদ্রযানের যাতায়াত যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পড়িয়া কত জাহাজই ভগ্ন ও জল-মগ্ন হইয়াছে! ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই স্থানে ফরফারশিয়র নামক এক জাহাজ মারা পড়িয়াছিল।

সমুদ্রবাহী পথিকদিগকে পথ প্রদ-র্শন ও সতর্ক করিবার নিমিত্ত উপকূল ভাগের কোন উচ্চ ভূমির উপর এক উচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হয়। সেই স্তম্ভোপরি রাত্রি কালে দীপ প্রজ্বলিত থাকে। উহাকে আলোক গৃহ বা বাতী ঘর বলে। উল্লিখিত ফারণ দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে লংষ্টোন নামক দ্বীপে ঐ রূপ একটী বাতী ঘর ছিল। সেই গৃহে ডার্লিংনামা এক ব্যক্তি পরিরক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী ও কন্যার সহিত সেই গৃহে অবস্থান করিতেন। যে স্থলে ফরফারশিয়র জাহাজ মারা পড়ে, সেই স্থানে ঐ বাতী ঘর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর।

৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ডার্লিং এবং তাঁহার পত্নী ও কন্যা আলোক-গৃহের স্তম্ভোপরি উঠিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, কিয়ৎ দূরে একটী জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে। জাহাজের অধিকাংশ মগ্ন হইয়াছে, যে অংশটুকু জাগিয়া আছে, তথায় কতক গুলি লোক

একত্রিত হইয়া সকাতরে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গ অতি ভীষণ বেগে উল্লম্ফন করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ বিপন্ন হতাশ ব্যক্তিগণের মনে হইতেছে, এই মরিলাম। জাহাজের আর যে সকল লোক ডুবিয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের তো কথাই নাই; যাহারা এখনো সমুদ্রের কুক্ষিগত হয় নাই, তাহাদিগকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, এই চিন্তা আলোক গৃহস্থিত ডার্লিং পরিবারের মনে উদিত হইল। কিন্তু সে স্থান পর্য্যন্ত গমন করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার কিছু দিন পরে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যের জন্য এক ধীবরকে ৫০৲ টাকা দিয়াও ঐ স্থানে পাঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু তখন সে স্থানে না গেলে ঐ হতভাগ্যদিগের বাঁচাইবার আর কোন প্রকার উপায় নাই। ডার্লিংএর দয়ার্দ্রা কন্যা উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন এবং পিতার সহিত স্বয়ং যাইতে উদ্যত হইলেন।

এই বিপদ্জনক কার্য্যে প্রথমতঃ ডার্লিংএর প্রবৃত্তি হয় নাই, পরে তিনি কন্যার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইয়া নৌকারোহণ করিলেন। তাঁহার কন্যা গ্রেসও সঙ্গে চলিলেন। গ্রেস্ দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি আর কখন দাঁড় ধরেন নাই। দয়ার অনুরোধে এই দাঁড় বহন কার্য্যে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভাঁটা হইয়াছিল। অতএব নৌকা সুবিধা মত চলিল। কিন্তু ভগ্ন জাহাজের নিকট উপনীত হইলে তথাকার উত্তাল তরঙ্গোপরি নৌকা রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই সময়ে ডার্লিং বিষম সঙ্কট ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসাও সঙ্কট, যেহেতু তখন জোয়ার হইতেছে। কিন্তু ইহারা যে কএক জনকে ঐ মগ্নপ্রায় জাহাজ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন, তাহারা সকলে দাঁড় ধরাতে নৌকা স্ববশে রক্ষিত ও আলোক-গৃহাভিমুখে চালিত হইতে লাগিল।

এই রূপে ঐ বিপন্ন লোকদিগের উদ্ধার হইল। যে কএক দিন তাহারা আলোক গৃহে ছিল, সে কএক দিন গ্রেস্ ডার্লিং আপনার শয্যা তাহাদিগকে দিয়া নিজে টেবিলের উপর শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন।

গ্রেস্ ডার্লিংএর এই কীর্ত্তি ইউরোপময় প্রচারিত হইল। মহৎ লোকেরাই মহতের মর্য্যাদা জানে। ইংলণ্ডের লোকেরা এই কার্য্য নিবন্ধন গ্রেসের যেরূপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। ছোট বড় সকল প্রকার লোকমধ্যে ও সভাতে তাঁহার যশ ঘোষিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট ধন্যবাদ ও অভিনন্দন পত্র উপস্থিত হইল।

নর্থম্বরলণ্ডের ডিউক ও তাঁহার পত্নী আলনউইক নামক দুর্গে গ্রেস্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি স্বর্ণ ঘড়ি উপঢৌকন দ্বারা তাহার অভিনন্দন করিলেন। সাধারণ লোকেরা কতক টাকা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও দয়ার পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কত লোকে তাঁহার ছবি তুলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। কোন কোন নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা প্রভূত অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আপনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমাদের এক নাটকের দাঁড়বাহনরূপ অভিনয়াংশ টুকু সম্পাদন করুন্। গ্রেস্ তাহাতে সম্মত হইলে তাঁহার নামে বোধ হয় সে দিন অসংখ্য লোক অভিনয় দর্শনে সমবেত হইত।

পরন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে গ্রেস্ এই শেষোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এত যে প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইল,—এত যে প্রতিষ্ঠাপত্র ও অর্থ রাশি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র গর্ব্বিত হইলেন না। বরং তিনি এই সকল সম্মান আশ্চর্য্য ভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থা ভাল হইল। কিন্তু তথাপি তিনি ঐ আলোক গৃহ ত্যাগ করিলেন না। তথায় তিনি যে সকল সামান্য পারিবারিক কার্য্য করিতেন, তজ্জনিত বিশুদ্ধ সুখ তাঁহার সমৃদ্ধিমন্ত লোকপূর্ণ নগর বাসের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইল।

মহামতি গ্রেস্ আপনাকে সামান্য নারী জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নারীজনসুলভ লজ্জারও কিছু ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কত লোক তাঁহাকে দেখিতে চায়। কিন্তু তিনি লোক সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। উইলিয়ম হাউইট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথমতঃ তাঁহার দর্শন পান নাই। তাঁহার পিতা বলিলেন, গ্রেস্ সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড় অনিচ্ছুক। শেষে হাউইটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছেন, গ্রেস্ ডার্লিংএর মুখাবয়বে কিছু অসাধারণতার লক্ষণ ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ দয়া, সাধুতা ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে গ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৪২ অব্দের ২০এ অক্টোবর অবিবাহিত অবস্থাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জৃম্ভণ (হাইতোলা)।

অনেকের সংস্কার যে হাইতোলা একটী রোগ বা কদভ্যাস। দশজন ভদ্রলোকের মাঝে বসিয়া হাই তুলিলে অশিষ্টাচার বলিয়া জৃম্ভণকারীকে

অপ্রতিভ হইতে হয় এবং চারিদিক্ হইতে হাততুড়ি পড়িয়া যায়। যিনি হাই তোলেন, তিনিও তিনটী তুড়ি দিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য সন্তান হাই তুলিলে মাতা আগ্রহ সহকারে "ষাট্ ষাট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনবার তাহার মুখ ও নাসাগ্র স্পর্শন করেন। বাস্তবিক হাঁচি যেমন অশুভ লক্ষণ—হাই তদ্রূপ না হইলেও শুভ বলিয়া গৃহীত হয় না। অলস, অমনোযোগী ও কোন কোন স্থলে উত্ত্যক্তকারী বলিয়া জৃম্ভণকারী অভিযুক্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই জৃম্ভণকারীর অবস্থা দেখিতে ভাল নহে। সমস্ত শরীর বিস্ফারিত করিয়া হস্তদ্বয় প্রসারণ ও যতদূর সম্ভব বদন ব্যাদন দর্শনে দর্শকের মনে এক প্রকার বিভৎস ভাবের উদয় হয়। জৃম্ভণকারী নিজেও শশব্যস্ত হইয়া হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জৃম্ভণের এই সকল বাহ্যদোষ সত্ত্বেও ইহা আমাদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে পরমোপকারী। এই রহস্য বোধ হয় অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলে জৃম্ভণ স্বতঃ উত্থিত হইয়া আমাদিগের দেহযন্ত্রের আশু সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপন্নতা করে। একমাত্র নিদ্রাই দেহের সংস্কারক ও শ্রান্তিহারক। এই নিদ্রা স্বত উত্থিত জৃম্ভণের অনুগামী। অন্যে জৃম্ভণকারীকে যেরূপই দেখুন না কেন, তিনি নিজে জৃম্ভণ সময়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার মৌখিক মাংসপেশী ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল সঞ্চালিত হইয়া স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা নিম্ন চোয়ালের গতিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং যে সকল ধমনী ও শিরা শ্বাস-যন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন করে, সেই সকল মাংসপেশী ও শিরা, একমাত্র জৃম্ভণ দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। এই সকল মহোপকারী মাংসপেশী ও শিরা আর কোন ব্যায়ামেই সম্বর্দ্ধিত হয় না। বিস্তৃত জৃম্ভণে সমস্ত শরীরই সঞ্চালিত হইয়া থাকে—বাহুদ্বয় বিশেষরূপে উত্থিত ও বিস্তৃত হইয়া রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ সুবিধা করে। এই সময়ে দীর্ঘ শ্বাসগ্রহণজনিত, বক্ষস্থলও ক্ষণকাল বিস্ফারিত হয়, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত কর্ণদ্বয় ঈষদুত্থিত, এবং নাসারন্ধ্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। মুখমধ্যস্থিত জিহ্বাবর্ত্তুলও অর্দ্ধগোলাকার ধারণ করে এবং তালু কঠিন ও প্রসারিত হয়, এবং আল-জিহ্বাও প্রসারিত হইয়া কর্ণ ও নাসিকার সন্ধিস্থান সম্পূর্ণ রোধ করিয়া থাকে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রারম্ভেই কর্ণমূলে এক প্রকার শব্দ শ্রুত হয়; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিরা সকল যে জৃম্ভণ দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। গভীর জৃম্ভণ এক হইতে দেড় সেকেণ্ড ব্যাপী। এতদ্দ্বারা সমস্ত মাংসপেশী ও শিরা সঞ্চালিত হয়।

বিশেষতঃ যে সকল শিরা ইচ্ছায়ত্ত নহে, তাহারা কেবল জৃম্ভণ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। হাই তুলিবার সময় শরীরের বিস্ফারণ জন্য বাহিরের অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া জৃম্ভণ দ্বারা সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নেজেলী(Dr Naegeli) হৃদ্রোগীদিগকে পুনঃপুনঃ জৃম্ভণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে হৃদ্রোগ, নাসাবদ্ধ, তালুজ্বালা, ক্ষত, কর্ণমূল ব্যথা প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগ জৃম্ভণ দ্বারা আরোগ্য হয়। তাঁহার ব্যবস্থা দিবসের মধ্যে যতবার সম্ভব হাই তুলিবে। এককালে ছয়বার হইতে দশবার পর্য্যন্ত দীর্ঘজৃম্ভণ করিয়া ইহার অব্যবহিত পরেই কিছু খাদ্য গিলিয়া খাইবে। অল্প দিন এরূপ অভ্যাস করিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে এই ব্যবস্থার অনুসরণে কিছুমাত্র আয়াস নাই, হয় ত অনেক পাঠক পাঠিকা এই প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই বহুবার হাই তুলিবেন।

পানামার খাল ও রেলওয়ে।

পাঠিকারা ভূগোলে পড়িয়াছেন, পানামা একটী যোজক। ইহা দক্ষিণ আমেরিকাকে উত্তর আমেরিকার সহিত যোগ করিয়াছে। ইহা পর্ব্বতময়, আণ্ডিস পর্ব্বত শ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া উত্তর আমেরিকা ব্যাপিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের একদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও অপর দিকে আট্‌লান্টিক মহার্ণব। গত ৮।১০ বৎসর এই পর্ব্বত-শ্রেণী ভেদ করিয়া খাল খনন ও রেল-পথ নির্ম্মাণ করিয়া উভয় মহাসমুদ্রের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবার প্রয়াস হইতেছে। এতদর্থে অনেক অর্থ ও কৌশল ব্যয়িত হইয়াছে, তবুও অদ্যাপি ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। একে পর্ব্বতময় বন্ধুর দেশ, তাহাতে একদিকের সিন্ধুতল অপর দিকের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইঞ্জিনিয়ারগণ পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারেন নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্র হইতে আট্‌লান্টিক উপকূল অনেক উচ্চ। যদি গভীর খাদ কাটিয়া কোন প্রকারে (ইহা কত দূর সম্ভব বলা যায় না।) খাল দ্বারা যোগ সাধন হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে। জলপ্রপাতের ন্যায় একটানে পর্ব্বতের উপর দিয়া আট্‌লান্টিকের জল প্রশান্ত মহার্ণবে পড়িবে, তাহাতে কোন বাষ্পপোত বা অর্ণবপোতে যাতায়াত করা দূরে থাকুক, কালে পর্ব্বত ভিন্ন হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে ইহা বিশেষ রূপে বিবেচিত হইয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশলে খাল খনন হইতেছে। পার্ব্বতীয় নদী-স্রোত সাহায্যে উভয় দিকে সম্ভবতঃ দূরে দূরে বিস্তীর্ণ হ্রদ সকল খনন করা হইতেছে। সমস্ত হ্রদগুলি কপাটীয় কল

দ্বারা বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকে। পোত সকল প্রবাহ বেগে উঠিবে ও নামিবে। খালের উপর দিকেই প্রস্তরের দৃঢ় প্রাকার, সুতরাং জলস্রোত স্বতঃ অন্য দিকে যাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার গভীরতা ও পরিসর এরূপ যে দুইখানি অর্ণবপোত অনায়াসে যুগপৎ যতায়াত করিতে পারে। পর্ব্বতের প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ঢালুর দিকে পাঁচটী ও আটলাণ্টিকের ঢালুতে নয়টী এরূপ হ্রদ ও কপাটীর কল নির্ম্মিত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার রেলপথই অতি আশ্চর্য্য। একে পর্ব্বতের উপর রেল, তাহাতে আবার এরূপে খালের প্রতিযোগী। ইহা দুইবার খালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রথমে আটলাণ্টিক যাইতে একটী সুদূর প্রসারিত লৌহসেতু দ্বারা রেলপথ খাল অতিক্রম করিতেছে, পরে প্রশান্তমহাসাগরের ঢালুতে সুড়ঙ্গদ্বারা খালের তলদেশ দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। এখানে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলও অত্যাশ্চর্য্য। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর খাল দিয়া সমুদ্রপোত পাইল তুলিয়া প্রধাবিত হইতেছে; এবং খালের নিম্নে সুড়ঙ্গ দিয়া রেলের গাড়ী বিদ্যুৎ বেগে দৌড়িতেছে, পাহাড়ের উপর জাহাজ। জাহাজের নীচে রেলের গাড়ী! এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার পূর্ব্বে চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে ইহা প্রগাঢ় সত্য।

বীরাঙ্গনা।

লীনা বা সিংহী।

দয়া রমণীহৃদয়ের প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু তথাপি যে সকল সদ্‌গুণ পুরুষোচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেগুলিও বীরাঙ্গনা-হৃদয়ে নিতান্ত বিরল নহে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, অসীম সাহসিকতা, কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অকুতোভয়তা এসকল সদ্‌গুণেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বীরাঙ্গনাগণ জগতে অচল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে গ্রীস নামে একটি ক্ষুদ্র দেশ আছে। পুরাকালে তথাকার অধিবাসিগণ সভ্যতার জন্য বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি গ্রীকগণ যেমন দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পনৈপুণ্যে, তেমনই বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের জন্মভূমি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ইহা এক রাজার শাসনাধীন ছিল না। ইহা কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং তন্মধ্যে এথেন্স সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এথেন্সের

অর্থাৎ এথেন্সের অধিবাসিগণ, বড় স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। অতি পুরা-কাল হইতে তাঁহারা কোন রাজার শাসনাধীনে না থাকিয়া আপনাদের শাসন কার্য্য আপনারাই নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু কালক্রমে পিজিস্‌ট্রেটস্‌ নামক তাঁহাদের কোন ক্ষমতাশালী স্বদেশবাসী একাধিপত্য লাভ করিয়া রাজার ন্যায় এথেনস্‌ শাসন করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যুকালে হিপিয়াস্‌ ও হিপার্কস্‌ নামক তরুণবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়া গেলেন। পিজিসট্রেটস্‌ সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেও অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শাসন এথিনীয়-দিগের পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয়ে পিতার কোন গুণই ছিল না। ইহাদের অত্যাচারে স্বাধীনতা-প্রিয় এথেনীয়গণ অল্প দিনের মধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের বিনাশের জন্য অচিরে অতিগোপনে একটি ষড়্‌যন্ত্র হইতে লাগিল। এই সংস্রবে একটি এথেনীয় রমণী যে অলৌকিক সাহসিকতা ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি।

তৎকালে লীনা নাম্নী এক সমৃদ্ধি-শালিনী রমণী এথেন্সে বাস করিতেন। গ্রীক-ভাষায় "লীনা" শব্দের অর্থ সিংহী। এই রমণীর নাম ও প্রকৃতি উভয়েই সিংহী স্বরূপিণী ছিলেন। স্বদেশের দুর্গতি দেখিয়া সিংহবিক্রমা লীনার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। অত্যাচারী হিপিয়াস্‌ ও হিপার্ক-সের বিনাশের জন্য যাঁহারা ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। শুধু যোগদান করিলেন না—তিনি তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া তথায় নিত্য তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি অবশ্য বিলক্ষণ জানিতেন যে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে ভয়ে বীরাঙ্গনার হৃদয় টলিল না। টলিবে কেন? কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের জন্য যাঁহাদের হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহারা মৃত্যুভয়ে, কি যন্ত্রণাভয়ে কখনও কি ভীত হন? যাঁহারা মৃত্যুকে উপহাস করিয়া বলিতে পারেন:—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়।"

তাঁহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে পারে, সংসারে এমন কিছু আছে কি?

স্বদেশের উদ্ধারের জন্য লীনা স্বগৃহে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ একথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। হিপিয়াস্‌ ও হিপার্কস্‌ জানিতে পারিলেন যে তাঁহাদের বিনাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে, এবং লীনা সে ষড়্‌যন্ত্রের মূল। এই সমাচার পাইবামাত্র তাঁহারা লীনাকে কারারুদ্ধ করিলেন। লীনার অবশ্য যথোচিত শাস্তি হইবে, কিন্তু

হিপিয়াস্ ও হিপিয়ার্কসের বৈরনির্যাতনাভিলাষ শুধু তাহাতেই কি পরিতৃপ্ত হইবে? লীনা একা অপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সহিত অপরাপর ব্যক্তিগণ সম্মিলিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কে, তাহা অত্যাচারিদ্বয় জানিতেন না, সুতরাং লীনার মুখ হইতে তাঁহাদের নাম বহির্গত হওয়া চাই। লীনা কি তাঁহাদের নাম স্বীকার করিবেন? যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার গৃহে আহূত হইয়া মন্ত্রণা করিতেন, তাঁহাদিগকে কি তিনি বিপন্ন করিবেন? তাঁহার ত মরণ নিশ্চয়, কিন্তু যাঁহারা চাই কি রক্ষা পাইতে পারেন তাঁহাদের কি তিনি সর্ব্বনাশ করিবেন? ইহা কি বন্ধুর কার্য্য? ইহা কি অতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা নহে? লীনা সংকল্প করিলেন যে তিনি কখনই তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিবেন না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অসহায়া রমণীর উপর যৎপরোনাস্তি নির্যাতন হইতে লাগিল। সে শাস্তি এমন ভয়ানক যে তাহার তুলনায় মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। রমণীর কোমল প্রাণ সে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে কি? লীনা যতক্ষণ পারিলেন নীরবে তাহা সহ্য করিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন যে আর কিছুতেই সহ্য হয় না। তখন উপায় কি? সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া দিয়া যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন কি? লীনার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল যে পাছে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহাদের নাম বলিয়া ফেলেন। তৎকালে মনে মনে তিনি এই কামনা করিতে লাগিলেন যে কেহ আসিয়া তাঁহার জিহ্বা দ্বিখণ্ড করিয়া দিক্, কারণ তাহা হইলে তিনি আর সঙ্গীদিগের নামোচ্চারণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কে এমন বন্ধুর কাজ করিবে? কে তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া দিয়া বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহাকলঙ্ক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? এইবার লীনা আপনার হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি এমন সজোরে নিজের দন্তের দ্বারা নিজের জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দ্বিখণ্ড হইয়া শোণিত-প্রবাহে তাঁহার মুখ প্লাবিত করিল। তখন লীনা নিরুদ্বেগ-চিত্তে যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন, কারণ পাছে তাঁহার দ্বারা তাঁহার সঙ্গীরা বিপদ্গ্রস্ত হন এভয় তাঁহার আর রহিল না। বীরাঙ্গনা এই অদ্ভুত উপায়ের দ্বারা অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়া নিজে প্রফুল্লচিত্তে দেহত্যাগ করিলেন। গুণগ্রাহী এথেনীয়গণ তাঁহার মৃত্যুর পরে একটী জিহ্বাহীন সিংহীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিলেন।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৬ সংখ্যা—২৭২ পৃষ্ঠার পর)

কোন স্বরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরকে তাহার দ্বিতীয় স্বর কহে, যেমন সা ইহতে ঋ দ্বিতীয় স্বর। সংগীতে সচরাচর দুই প্রকার দ্বিতীয় স্বর ব্যবহার হয়; পূর্ণান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন সা হইতে ঋ, কিম্বা ঋ হইতে গ; এবং অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন গ হইতে ম। কোন স্বর হইতে এক স্বর ব্যবহিত যে স্বর তাহাকে উহার তৃতীয় স্বর কহে, যেমন সা এর তৃতীয় গ। তৃতীয় স্বরও দুই প্রকার-বৃহৎ তৃতীয় ও ক্ষুদ্র তৃতীয়। দুইটী পূর্ণান্তর ব্যবহিত যে স্বর, তাহাকে বৃহৎ তৃতীয় কহে, যেমন সা হইতে গ, কিম্বা ম হইতে ধ এবং একটী পূর্ণান্তর ও একটী অর্দ্ধান্তর ব্যবহিত যে স্বর, তাহাকে ক্ষুদ্র তৃতীয় বলা যায়, যেমন ঋ হইতে ম, কিম্বা গ হইতে প।

ষড়্জ (খরজ) হইতে তৃতীয় স্বরের বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ভেদে গ্রাম ভেদ হয়। যে গ্রামের গ বৃহৎ তৃতীয়, তাহাকে বৃহৎ বা স্বাভাবিক গ্রাম (Major Scale) বলে। এবং যে গ্রামেব গ ক্ষুদ্র তৃতীয়, তাঁহাকে ক্ষুদ্র গ্রাম (Minor Scale)) বলে। সা দইতে গ্রামের উত্থান হইলে, তাহাকে স্বাভাবিক বৃহৎ গ্রাম বলে। সংগীতের সকলপ্রকার গ্রামই ঐ দুই গ্রামের অন্তর্গত।

বিকৃত স্বরগ্রামই গ্রাম পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ উপযোগী, কেন না উহাতে যাবতীয় বিকৃত স্বরগুলির পর্দ্দা উপস্থিত থাকে। বিকৃত স্বরগ্রামের কোন্ কোন্ স্বরকে খরজ করিয়া শুদ্ধ স্বরগ্রামের রীতিতে গ্রাম প্রস্তুত করিতে হয়, ও প্রত্যেক গ্রামে কতগুলি ও কি কি বিকৃত স্বর আবশ্যক হয়, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

সারগ্রামে কড়ি বা কোমল পর্দ্দার আবশ্যক হয় না; যথা

সা বা C গ্রামে সা ঋ গ ম প ধ নি

বা C D E F G A B

ঋ বা C sharp গ্রাম হইলে,

৭ (১)
ঋ গ ম ম ধ নি সা

ঋ বা D গ্রাম হইলে,

৭ (১)
ঋ গ ম প ধ নি ঋ

গ বা D sharp গ্রাম হইলে,

(১) (১)
গ ম প ধ নি সা ঋ

গ বা E গ্রাম হইলে,

গ ম ধ নি ঋ গ

ম বা F গ্রাম হইলে,

ম প ধ নি সা ঋ গ

ম বা F sharp গ্রাম হইলে

ম ধ নি নি ঋ গ ম

প বা G গ্রাম হইলে,

প ধ নি সা ঋ গ ম

ধ বা G sharp গ্রাম হইলে

ধ নি সা ঋ গ ম প

ধ বা A গ্রাম হইলে,

ধ নি ঋ ঋ গ ম ধ

নি বা A sharp গ্রাম হইলে

নি সা ঋ গ ম প ধ

নি বা B গ্রাম হইলে,

নি ঋ গ গ ম ধ নি

মাত্রা বা কাল।

স্বরলিপি দেখিয়া গীত বা গত শিক্ষা করিতে হইলে উত্তমরূপে মাত্রা অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। মাত্রা বোধ না হইলে বেতালা হইবার সম্ভাবনা, কারণ মাত্রা দ্বারা সময় ও তালের ব্যবচ্ছেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। তালের সহিত বাজাইবার মাত্রাই প্রধান উপায়। মাত্রা সুরের মস্তকে লিখিত হয়। এই রূপ (।) একটী দণ্ড চিহ্ন থাকিলে তাহা এক মাত্রা কাল। যে স্থলে দুইটী দণ্ড থাকিবে, সেই থানে দুই মাত্রা কাল লইতে হইবে, আর তদতিরিক্ত দণ্ড থাকিলে তদতিরিক্ত কাল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক মাত্রার অর্দ্ধ পরিমিত সময়কে অর্দ্ধ মাত্রা কহে; তাহার চিহ্ন (৺) অর্দ্ধচন্দ্র। একটী অর্দ্ধ মাত্রার অর্দ্ধ সময়কে সিকি বা অণুমাত্রা কহে। অণু মাত্রার এইরূপ (×) ডমরু চিহ্ন। এইরূপে যে প্রকার মাত্রার প্রয়োজন হইবে, এক মাত্রার ভগ্নাংশ করিয়া লইতে হইবে।

স্বরলিপি দেখিয়া গান করিতে বা যন্ত্র বাজাইতে হইলে সমভাবে হস্ত বা পদ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে; তাহার একটী আঘাত হইতে অপর আঘাত পর্য্যন্ত যে সময় তাহা এক মাত্রা। দুই তিন চারি কিম্বা ততোধিক মাত্রা প্রয়োগ কালে প্রথম মাত্রাটীর স্থায়ী কাল অনুযায়ী পরবর্ত্তী মাত্রাগুলির কাল নিরূপণ করিতে হইবে। যাঁহারা এই রূপ সমকালান্তর মাত্রা প্রয়োগে অক্ষম হইবেন, তাঁহাদের ঘড়ীর শব্দের সহিত ক্রমান্বয়ে মাত্রা অভ্যাস করা উচিত। ঘড়ীর প্রত্যেক শব্দকেই এক একটী মাত্রা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

যে স্থলে কোন সুরের উপর মাত্রা চিহ্ন আছে আর তাহার পরস্থিত দুই বা ততোধিক সুরের উপর মাত্রা নাই, সে স্থলে পূর্ব্ব সুরের মাত্রার মধ্যে সমু-

দায় সুরগুলি সমভাবে প্রকাশিত হইবে, নির্মাত্র সুরগুলি মাত্রাবিশিষ্ট সুরের সহিত এইরূপ——বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকিবে। যে স্থলে মাত্রা চিহ্ন কোন সুরের উপর না থাকিয়া খালি স্থানে থাকে, সেই স্থানে সেই মাত্রার বিশ্রাম জানিতে হইবে।

যে সুরের উপর এইরূপ ( ) ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবে, তাহাকে কোমল বলিয়া জানিতে হইবে। আর যে সুরের উপর এইরূপ (৭) পতাকা চিহ্ন থাকিবে, তাহাকে তীব্র বলিয়া জানিতে হইবে। এবং যে সকল সুরের নীচে—„ এইরূপ সরল রেখা থাকিবে তাহা অবিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মাত্রার সমষ্টিকে তাল কহে। তাল চারিপদে বিভক্ত, যথা, বিষম, সম, অতীত ও অনাঘাত।

বিষম প্রথম পদ বলিয়া তাহার চিহ্ন ১
সম দ্বিতীয় „ „ ২
অতীত তৃতীয় „ „ ৩
অনাঘাত ফাঁক বা বিশ্রাম „ „ •

স্বরলিপিতে পদ বিভাগের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে (।) ছেদ ব্যবহৃত হয়, এবং দুইটী ছেদের অন্তর্গত যে সমস্ত সুর তাহাতে এক ফেরা হয়। আস্থায়ী এবং অন্তরার শেষে ঐরূপ দুইটী ছেদ একত্রে ব্যবহৃত হয়, যথা (॥)। কখন কখন ঐ ছেদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে দুইটী করিয়া বিন্দু ব্যবহৃত হয়, যথা, ॥ : :॥ এইরূপ বিন্দুযুক্ত ছেদের মধ্যস্থ সুরগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যে সকল সুরের উপর বা নীচে (১ম বার) এইরূপ লেখা আছে, সেই সকল সুর প্রথমবার আবৃত্তিকালে বাজাইতে আর যে সুরের উপর বা নীচে (২য় বার) এইরূপ লেখা আছে, সেই সকল সুর দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে ১ম বার চিহ্নিত সুরগুলিকে ত্যাগ করিয়া কেবল ২য়বার চিহ্নিত সুরগুলিকে বাজাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গগৃহ।

প্রথম আভাস।

শীতের রাগ কিছু কমিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি বাবু একটি কারপেটের ব্যাগ হাতে করিয়া একাকী মাঠ পার হইয়া মাজদিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আর কেহই ছিল না। রুচি ও প্রকৃতি ভেদে লোকে একাকী পথে যাইতে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিন্তায় আপনাদিগকে ডুবাইয়া দেয়। কেহ বা অর্থাগমের নানা প্রকার উপায় চিন্তনে রত হয়, কেহ বা

বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাড়িত হইয়া তৎসাধনের নানা প্রকার উপায় চিন্তা করে, কেহ বা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পুত্র কন্যা পিতা মাতা, বা পত্নীর সুখ ও আরাম বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়, কেহ বা কল্পনায় কোন স্নেহ-ভাজন প্রিয়পাত্রের প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন করিয়া আপনিই নির্জ্জনে তৃপ্তি অনুভব করিতে করিতে পথশ্রান্তি বিস্মৃত হইতে প্রয়াস পায়। এতদপেক্ষা অধিকতর চিন্তাশীল ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোক নির্জ্জনতার গাম্ভীর্য্য,প্রান্তরের শোভা ও তাহার নীরব প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ অনুভব করিয়া ও দূরস্থ পল্লীগ্রামের নির্ব্বাণপ্রায় জন কোলাহলের শেষ অণু তাহাতে মিশাইয়া দিয়া এক অব্যক্ত মধুর ভাবে আপনাকে মগ্ন করিয়া দেয়—সংসারের জীবন সংগ্রামের আভাসপূর্ণ স্মৃতি পরলোকের নীরব সত্তায় ঢালিয়া দিয়া মধুর মিলন সাধন করিয়া পরম সুখ পরম শান্তি অনুভব করে। বাবুটি এই শেষোক্ত প্রকার স্নিগ্ধ মধুর ভাবের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাঁহার জীবনের সুখস্মৃতি মধুরতর হইয়া তাঁহাকে সংসারের কল্পনার অতীত সুখে ডুবাইতেছে। যখন তাঁহার গম্যস্থান নিকটতর হইয়া আসিল, তখন তিনি একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন—চারিদিকের সজীব ভাব তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আহ্বান করিতেছে, শীতের শেষ কণা বসন্তের বিমল হিল্লোলে মিষ্টি হইয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে এবং সেই মৃদু হিল্লোল সীমান্ত প্রদেশের রাখাল-কণ্ঠের কোমল গীতধ্বনি বহন করিয়া কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, বন ও উপবন খণ্ডের বৃক্ষ ও লতাকুলের অঙ্গাভরণ সকল সুরাগরঞ্জিত ও সৌরভপূর্ণ হইয়া তাঁহার চক্ষে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। তিনি আত্মহারা হইয়া যখন জড় ও জীবপূর্ণ এই ধরার সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন নিজ গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা আট মাসের একটি কোমল পুষ্পকোরক ক্রোড়ে লইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রিয়বালা আনন্দে আটখানা হইয়া "বাবা আসিয়াছেন, বাবা আসিয়াছেন" বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। সে আনন্দ কোলাহল ধ্বনি অন্তঃপুরের অন্তরতম স্থানে প্রবিষ্ট হইল এবং সে শুভকামনায় তীক্ষ্ণ তাড়নায় আন্দোলিত অন্তঃপুরাঙ্গনায় চিত্ত বিক্ষেপের মধ্যে বিদ্যুৎরেখার ন্যায় সে সংবাদ ক্রীড়া করিল—হাসিল-হাসাইল। গৃহিণী যে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, ব্যস্ততা বশতঃ সে কাজ শীঘ্র ভালরূপ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলিলেন—প্রদীপ জ্বালিতে একটি শলিতা স্থানে দুটি শলিতা দিলেন—এক পলা তেলের যায়গায় দুই পলা তেল ঢালিলেন—একটি কথার যায়গায় দশটা কথা

বলিলেন—এক পা অগ্রসর হওয়ার স্থানে দশ পা অগ্রসর হইয়া পড়িলেন! তাইত হয়—গৃহে প্রেম থাকিলে—হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হইলে—তারে তারে মিল থাকিলে লোক আপনাকে ভুলিয়া যায়। প্রেমে আপনাকে ভুলাইয়া দেয়—বঙ্গবধূ এমনি করিয়াই আপনাকে দিয়া স্বামি-সোহাগিনী ও পতিধর্ম্মানুরাগিণী হয়েন বলিয়াইত সীতা সাবিত্রী নিরন্তর তাঁদের সমক্ষে আদর্শরূপে উপস্থিত রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ। *

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে করেন বিহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥১

প্রাতে চারি, মাঝে দুই, সাঁজে তিন পায় চলে।
বল দেখি হেন ভাই জন্তু কারে বলে?॥২

বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা॥
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে রথ ধায় ভূতলে সারথি॥৩

হাতা আছে মাথা নাই, পেট ঝলঝল করে।
বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে॥৪

ছেলেবেলা আঁটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাই।
বুড়ো বেলা সেই আঁটি পাথর সমান।
তখন ছোবড়া তার গুড় বলে খাই।
এ কেমন ফল বামা করহ সন্ধান।৫।

দিন রাত্ত চলে যায় নাহি তার পা।
টাকা দাও কড়ি দাও তবু থামে না।৬

বোন্ থেকে বেরুলো হুমো।
তার গায়ে ডুমো ডুমো॥৭

ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়।
গলায় পৈতা বামন নয়॥৮

নীচে মাটি উপরে মাটি।
মধ্যখানে তামার বাটী॥৯

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে পা ভেঙ্গে যায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে দুগ্ধ যোগায়॥
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে ধানের ঘর হয়।
তিন অক্ষর যোগ হলে সুগন্ধ বেরোয়॥১০

খাবার জিনিষ নয় কিন্তু সকলেই খায়।
বুড়ো লোকে খেলে পরে করে হায় হায়॥
যুবা লোকে খেলে এদিক্ ওদিক্ চায়।
বালকে খাইলে পরে কেঁদে ঘরে যায়॥১১

---

* যে পাঠিকা সংগৃহীত ১০০ প্রহেলিকার সদুত্তর দিবেন, সংগ্রহকার বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির এক এক খণ্ড পুরস্কার দিবেন:—খগোল বিবরণ, ব্যাবহারিক জ্যামিতি, সঙ্গীত রত্নাকর, জমিদারী দর্পন ও সাহিত্যমঞ্জরী। বা, বো, স।

রাজার মুকুট মাথে, পরম সুন্দর।
সকলেই রাজা ব'লে করে সমাদর॥
এই ছিল রাজা প্রজা হল পরক্ষণে।
কে পার উত্তর দাও, বিচারিয়া মনে॥১২

বল সে কি ঠাকুর হয়।
পেলে যারে মৃত্যু হয়॥ ১৩

ইংরাজীতে হয় গালি।
বাঙ্গলাতে শোভে ডালি॥ ১৪

নীল রঙ্গের কাপড়খানি জরির ফুল তায়।
পরিমাণে কভু শেষ দেখা নাহি যায়॥১৫

কায়া আছে প্রাণ নাই, এ বড় আশ্চর্য্য।
হস্ত আছে, পদ আছে, নাহি করে কার্য্য॥ ১৬

সিংহ নয় বাঘ নয় আছে চারি পা।
সর্ব্ব ঘরে থাকে সে কভু কামড়ায় না॥১৭

কাল কাল পাখীগুলি খুড়ো খুড়ো বলে।
বল দেখি হেন জীব কি আছে ভূতলে॥১৮

দেখিতে দেখিতে তাহা হয় অদর্শন।
যাকে ছোঁয় হয় তার তখনি মরণ॥১৯

সবুজ রঙ্গের কাপড়খানি মুক্তা দেওয়া তায়।
প্রাতঃকালে বড় তার শোভা দেখা যায়॥২০

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে দামী কাপড় হয়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে গন্ধে নাক যায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে সে বড় কামড়ায়।
তিন অক্ষর যোগে চারিদিক্ আলোময়॥২১

স্বর্গ হতে কলা গাছ দিল দরশন।
পনরটী কলা মাত্র তাহার ফলন॥
রাত্রিকালে কলা ফলে একি চমৎকার।
যেমন সুস্নিগ্ধ তার তেমনি বাহার॥২২

হাঙ্গর কুম্ভীর নয় নদীতে নিবাস।
আস্ত আস্ত মানুষেরে করিতেছে গ্রাস॥২৩

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে টলে পড়ে যায়
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কালাংশ বুঝায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে ছবি হয় ভাই
তিন অক্ষর যোগে তাহা রেঁধে রেধে খাই॥২৪

নদীর কূলে জন্ম তার কর্ণমূলে বাসা।
চাঁচিয়ে চুঁচিয়ে তার গা করেছে হাঁসা॥
কাটিয়ে কাটিয়ে জিহ্বা করেছে খান খান
তথাপি তাহার মুখে বাহির হয় ভাগবত পুরাণ॥২৫

বৃক্ষ নহে কাঁটা আছে নাহিক জীবন।
তথাপি মনের সুখে করিছে ভ্রমণ॥
প্রতি পদে শব্দ করি যখন বেড়াই।
নব উপকার বহু করি আমি ভাই॥২৬

জালা মধ্যে থাকি বটে আমি জল নই।
কলসীর মধ্যে থাকি কিন্তু আমি জল নই
জলাশয়ে থাকি আমি আমি জল নই।
পাতাল ভিতরে থাকি আমি জল নই॥
ফল মধ্যে থাকি তবু আমি জল নই।
না থাকি আকাশে কিন্তু আমি জল নই॥
না থাকি নদীর মধ্যে আমি জল নই।
বল দেখি কোন্ বস্তু তবে আমি হই॥২৭

অনল সমান ক্ষিতি নাহি তাতে চাষ।
নাহি তাহে কাদাপাণি নাহি তাতে ঘাস॥
বীজ ফেলিলে পুষ্প হয়ত প্রচুর।
আশ্চর্য্য পুষ্পের কাণ্ড না হয় অঙ্কুর॥২৮

সাতজন এক ঠাঁই, যদি হয় ওহে ভাই।
পাই সবে ছুটি, বল কি হয় সেটি॥২৯

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বড়া করে খাই
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে গাড়ীতে বোঝাই॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে কোলে গিয়ে বাঁচি।
তিন অক্ষর যোগে যে হয় তাকে করি ছিছি॥৩০

এক থাল সুপারি।
গুণিতে নারে ব্যাপারী॥৩১

এক বিন্দু মুখ তার চারিপণ দন্ত।
তাহার ঐরির নাম জগতে বিখ্যাত॥
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যেই মহাশয়।
ত্বরা করি সেই দ্রব্য পাঠাবে নিশ্চয়॥৩২

জল মধ্যে জন্ম তার কারীকরে গড়ে।
দেব নহে দানব নহে মাথারউপর চড়ে॥৩৩

পাখী নয় পতঙ্গ নয় উড়ে উড়ে যায়।
বিচিত্র বর্ণেতে তার অঙ্গ শোভা পায়॥
চাতক পাখীর সঙ্গে বড় ভাব হয়।
বল দেখি তার নাম করিয়া নিশ্চয়॥৩৪

উল্টাইলে ধাতু হয় সোজাতে জননী।
কি শব্দ হয় তাহা বল দেখি শুনি॥৩৫

তেল কুচকুচ পাতা তার ফলে ধরে কাঁটা।
পাকলে মধুর রস বীজ গোটা গোটা॥৩৬

সরল সুবোধ শিশু বল দেখি ভাই।
সকল গড়েছে বিধি কিবা গড়ে নাই॥৩৭

সবকাজ করিবার, শক্তি আছে বিধাতার।
এ হেন কি আছে কাজ, কর্ত্তে নারে বিধিরাজ।৩৮

এক রত্তি জলে মাছ খিল খিল করে।
জেলের সাধ্য নাই যে মাছ ধরিতে পারে॥৩৯

দুটী মাত্র গাছে কলা একি চমৎকার।
নড়িয়া বেড়ায় গাছ অদ্ভুত ব্যাপার॥
কোন্ দেশে এই গাছ বল ভগ্নীগণ।
দেখে তার ফল করি সার্থক নয়ন॥৪০

কাঁটার টার ফেলে পাঁটার ফেলে পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে বেচে বেচে খা॥৪১

বিষম সে জন্তু তার একমাত্র হাত।
তাহাতেই করে সব শত্রুকে নিপাত॥
কুষ্ঠ রোগী নহে তবু না আছে আঙ্গুল।
না আছে নখর হবে বিধাতার ভুল॥
তথাপি সে হাতে অতি সুক্ষ্ম সূচ ধরে।
এ কেমন জন্তু বল পৃথিবী ভিতরে॥৪২

দুই পক্ষ আছে তার কিন্তু পক্ষী নয়।
এক পক্ষ কাল আর পক্ষ সাদা হয়॥
অতি দ্রুত উড়ে যায় ধর্ত্তে কেহ নারে।
বুঝে লও ওগো বামা তুমি ঠারে ঠারে॥৪৩

হড় গড়ানে দীঘির পাড়।
তাতে একটী মল্লিকা ঝাড়॥
মল্লিকা ঝাড়টী ফুটিল।
ছেলে বুড় ছুটিল॥ ৪৪

হাত দিয়া ছড়াই।
মুখ দিয়া কুড়াই ॥৪৫

এক অক্ষরে নাম তাহা সকলেরি হয়।
মানুষাদি জীব জন্তু যে আছে যথায় ॥
এ বড় আশ্চর্য্য নাম করহ শ্রবণ।
বিপদে পড়িলে সবে করে উচ্চারণ ॥৪৬

এক গাছি দড়ি।
সকল ঘর বেড়ি ॥৪৭

কোন কথা হয় কহ বালক বিদ্বান।
ইংরাজিতে যার অর্থ হয় 'ডেকে আন ॥'
যন্ত্র বুঝাইবে যদি বাঙ্গালাতে বল।
বল শিশু কোন্ কথা হয় শীঘ্র বল ॥৪৮

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান্।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান ॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি হয়।
অবশেষে করি দেয় সম্বল উপায় ॥৪৯

দেখিতে পুরুষ এক মুখ দুই কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥
মারিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সে সভা মধ্যে বৈশে ॥৫০

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত বিবরণ।

আর্টিজান ওয়েল।

বা পাতাল কূপ।

আরটারী শব্দে ধমনী। পৃথিবীর ধমনী বিদীর্ণ করিয়া কূপদ্বারা জল-প্রবাহ আকর্ষণ করাকেই আর্টিজান ওয়েল বা পাতালকূপ বলে। ইহার এক একটীর গভীরতা ৫০০ পাদ হইতে ৩০০০ পাদের অধিক। জর্ম্মণি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় এরূপ অনেক পাতালকূপ আছে। ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া পাতাল হইতে বিশুদ্ধ পানীয় বারি আকর্ষণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি গলভিষ্টন নগরে এরূপ একটী সুগভীর কূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার গভীরতা ৩০৭০ পাদ। ৮২৫ পাদ হইতে১৩০০ পাদ পর্য্যন্ত গভীর ১৩টী পাতাল কূপ এ নগরে বিদ্যমান আছে,কিন্তু ইহাদিগের একটীরও জল পানীয়রূপে ব্যবহারে আইসে না। নগরবাসীরা তজ্জন্য পাঁচ হাজার ডলার ব্যয়ে এই অতি গভীর কূপটী খনন করিয়াছেন। ইহার প্রথম ৮৭০ পাদ নিম্নে ১৫ ইঞ্চ ব্যাস নল প্রোথিত আছে, পরে এক পাদ ব্যাসের নল ১২০০ পাদ গভীরতা পর্য্যন্ত, তৎপরে ৯ ইঞ্চ ব্যাসের নল ২০৬৩ পাদ পর্য্যন্ত, অবশেষে ৫ ইঞ্চ ব্যাসের নল কূপটীর ৩০৭০ পাদ গভীরতা পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়াছে। সচরাচর গভীরতা অর্দ্ধ মাইলেরও অধিক। ভূগর্ভে পাহাড় বা বিশেষ বন্ধুর জমি ছিল না, সুতরাং খনন করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অর্থ ব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রীয় যুবরাজ ফার্দ্দিনান্দ ভারত ভ্রমণার্থ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

২। চিকাগো প্রদর্শনীতে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যাইতেছেন। তথায় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্য প্রদর্শনার্থ একটী স্বতন্ত্র সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী স্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার ইহার প্ল্যান (মূল নক্‌সা) করেন, ইহার ভিতরের সজ্জা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহার তত্ত্বাবধান ভার একটী মহিলা সমিতির উপর আছে, চিকাগোর বিবী পটার পামার তাহার অধ্যক্ষ।

৩। গ্রীশের সন্নিকটবর্ত্তী সপ্ত আইওনীয় দ্বীপের মধ্যে জাণ্টি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে আগ্নেয় গিরি আছে। সম্প্রতি এই দ্বীপে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হওয়াতে দ্বীপবাসীরা গৃহহীন হইয়া নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, এখনও জানা যায় নাই।

৪। বিচারপতি ট্রিবিলিয়ান আপনার সৌজন্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কুলকামিনীদিগকে সাক্ষ্য দানার্থ এজলাসে হাজির হইবার নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিয়া স্বয়ং তাহাদিগের বাটীতে গিয়া সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। গোয়ালিয়ারের মহারাণী নাবালক মহারাজের সহিত কলিকাতা দর্শনার্থ আসিয়া লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০৲ টাকা ও ডিষ্ট্রিক্‌ট দাতব্য ফণ্ডে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। জুনাগড়ের নবাবও লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০৲ টাকা দান করাইলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। লুপ্তরত্নোদ্ধার—৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী মূল্য ৩৲টাকা, ক্যানিং লাইব্রেরীব বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন এবং তাহাতে দেখাইয়াছেন "বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে চলিতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ" এবং তাঁহার প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল "আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি।" আমরাও বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,প্রায় ৩০বৎসর অতীত হইল; আমরা যখন বামাবোধিনী প্রচারে প্রবৃত্ত হই, প্যারী বাবুর প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার লিখনপ্রণালী সাধা-

রণের—বিশেষতঃ বামাগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আদর্শস্থলে গ্রহণ করি। প্যারী বাবুর লেখা যেমন সরল, তেমনি সরস ও হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি সুসংস্কার, সুজ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষার ভাণ্ডার। তাঁহার অধিকাংশ লেখায় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি পাঠিকাগণ বামাকুলের পরম হিতৈষী প্যারী বাবুর গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড যত্নের সহিত সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

২। নিত্যকৃত্য, প্রথম কল্প (শিশুদিগের জন্য) মূল্য ৴১০ অর্দ্ধ আনা, দ্বিতীয় কল্প (সাধারণের জন্য) মূল্য ৴০ আনা। প্রথম কল্পে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত শিশুদিগের কৃত্য প্রত্যেক কার্য্যে কবিতাকারে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা আছে। কবিতাগুলি সরল ও সুখবোধ। ৪ বৎসরের বালক বালিকা-গণও সহজে বুঝিতে ও অভ্যাস করিতে পারিবে। আশা করি, প্রত্যেক ধর্ম্ম-পরায়ণ পিতামাতা স্বীয় শিশু সন্তানকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক-খানিও সমগ্র অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিবেন। দ্বিতীয় কল্প বয়স্ক ব্যক্তিরা আপনাদের জন্য ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

স্বর্গের ফুল।

বাসন্তী পূর্ণিমা শেষে
বালক বালিকা বেশে
দেখেছিনু স্বরগের ফুল।

ফোটেনি সংসারে তারা
এমন পবিত্র যারা
ফুটিবে কি ? এযে মহাভুল !

স্বরগের পুণ্য দেশে
কচি মুখে আধ হেসে
জন্ম পুনঃ হয় তাহাদের।

চাঁদের অমিয় হাসি,
তরল লাবণ্য রাশি,
বাড়াইল শোক আমাদের।

সরোজ ইন্দুর কথা
মনে এলে পাই ব্যথা,
তারাতো রয়েছে মহাসুখে।

জনক জননী যাঁরা,
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আমরাও অশ্রু ফেলি দুখে।

সরোজ মধুর বোলে
'মাসিমা'! 'মাসিমা' ব'লে
করেছিস্ কত আবদার।

সোণার কমল মুখে
দিছি চুমু কত সুখে
আজ তুই আয়না আবার!

সুচারু লাবণ্য মাথা,
স্মৃতির কিরণে আঁকা,
চাঁদ মুখ দেখিবারে সাধ।

আয়না সোণার ছেলে
অভিমানে হেলে দুলে
ঘুচে যাক্ ঘোর অবসাদ।

চঞ্চল আঁখির কোলে
হাসির বিজলী খেলে
স্নেহে মাখা করে ঢল ঢল।

দেখিব কি আর বার?
প্রাণ-কাড়া হাসি আর,
রাঙা দুটী বিমল কপোল।

আধ আধ ভাঙ্গা সুরে
বলিবি কি ধীরে ধীরে
"মাসিমা দাওনা সাদাফুল!"

উদিলে সোণার শশী,
হাসিতিস্ চারু হাসি
তাদেখে হাসিত তারাকুল।

* * * *

উচ্ছ্বাসে হইয়া সারা
ডাকিতিস্ "আয় তারা
আয় চাঁদ আয় মোর কাছে।"

ডেকে ডেকে শ্রান্ত হয়ে
মোর কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমাইয়া পড়েছিলি শেষে।

ঘুমন্ত সে চাঁদ মুখে
দিয়েছি সোহাগে সুখে
শত শত স্নেহের চুম্বন।

সরোজ! সোণার ছেলে
অতীতের কথা তুলে
পাই প্রাণে বিষম বেদন।

'কোথা তুই' 'কোথা তুই' স্বরগের ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল!
থাক সুখে-মহা সুখে
জননীর স্নেহ বুকে
পাষাণে বাঁধিয়া বুক বলিনু আবার
থাক সুখে অতিদূরে—সরোজ আমার!

সরোজ!
তোরি ছোট বোন্ ইন্দু তোরি সনে আছে
শরতের 'কবি ঊষা' রেখো কাছে কাছে।
এক বৃন্তে দুটী ফুল
কোথা আর পাব তুল
স্বরগের কুঁড়ি তোরা-স্বরগের ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল!

শত মন্দাকিনী ধোয়া তোরা দুটী ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল
থাক সুখে-মহা সুখে,
জননীর স্নেহ-বুকে
পাষাণে বাঁধিয়া বুক বলিনু আবার,
থাক সুখে অতি দূরে সরোজ আমার।

কুসুমকুমারী দাস।

The Bamabodhini Patrika.

It is highly gratifying that our learned lady doctor Srimati Kadambini Ganguli will shortly start for Chicago to be present at the great Exhibition and help in making exhibit of the handwork of Indian ladies. She also intends to reside in the United States for some-time and compete for Medical degrees of the American Universities. While we wish her all success, we earnestly hope she will be the means of uniting the sisters of the New World with those of India.

We are glad to see that the Newnham College for ladies in London is helping the cause of female education in India. Miss Vokins, a student of the College, has filled the place of Miss Cough, Principal of Maharani s School in Mysore, who died a few months ago.

Miss Govindarajulu, Assistant Surgeon of Mysore, who has proceeded to Edinburgh to acquire a higher education in the faculty of the Medical profession, has been granted, says the Madras Journal of Education, a scholarship of £50 per annum, on the understanding that at the end of two years she will join the Mysore Medical Service, and continue to serve therein for a period of five years certain.

The total amount of expenditure on the girls' schools in Mysore was in 1891-92 Rs. 1,04,375 against Rs. 67,911 in the previous year. The consequence has been, as might be expected, the marked progress in female education in that province.

We are glad to find that Lala Bungsha Gopal Nande, grandfather of the present Minor Maharajah of Burdwan, has given Rs. 5,000 for the provision of separate kitchens and bath-rooms for each ward in the new zenana Hospital in Calcutta. May such beneficent gifts increase !

Many of our readers might remember the honored name of Rao Sahib Rupram, the social reformer in Guzrat. On the 17th ultimo a deserving memorial in the shape of an asylum for the poor and helpless orphans and foundlings was opened in remembrance of his good works at Ahmedabad where he worked so long.

In our country we have got no association where teachers of youth might gather together and take steps to further the cause of education. The ninth annual meeting of the University Association of women teachers took place the other day, when Miss Walsh of Girton College, gave an interesting and appropriate address. The membership now numbers 426.

We are glad to read in the Report of Mr. Tawney, the acting Director of Public Instruction that in Bengal there has been a fair increase of both the girls and girls' schools during the last year. For particular reasons, the Government

cannot help female education as they have been doing in regard to the education of the boys. So it behoves the District Boards, the Municipalities as also the educated gentry to come forward and help the cause of female education throughout the country. More private efforts will have to be made in this way. We all desire the advancement of our people. This cannot be done if the better half of the population remain ignorant. The other day a powerful deputation attended the Secretary of State for India in London not to allow the Government of Bombay to decrease the aid granted to the Higher Girls' School in Poona. The deputation was assured that Lord Kimberley would see that the grant be not decreased, and that sufficient support be given to the cause of female education in the Western Presidency.

The success of Miss Jagannatham in having qualified herself in Medical degrees in England has encouraged some philantropic gentlemen in Scotland to come forward to defray the expenses of another Indian lady for Medical education in Great Britain for a term of 4 years. Miss Jagannatham has been appointed a Resident Medical Officer in Cama Hospital in Bombay, as an Assistant to Dr. Peechy.

The Viceroy, during his last visit to Mysore paid a well-merited tribute of praise to the Manager of the Maharani High girls' school. This good Institution has been educating hundreds of girls in English, Vernaculars, needle-work and music. The more the number of such schools, the greater will be the progress all round among the people. The Mysore Government also supports some female Medical pupils in Madras.

Mrs. Harrison, the wife of the President of the United States has died at the age of 58. She married early Mr. Harrison who after fighting a good many battles in life, at last achieved the greatest success, which an American citizen can aspire to. viz. becoming the head of the Executive Government at Washington. Mrs. Harrison presided over all the ceremonies in White House. She was much respected and liked by the American people for her courteous and kindly manners, and so her death has been deeply mourned by the people of the United States as a great loss. The Queen of England sent a sympathetic message to President Harrison on the occasion. In the States, the election for the Presidency comes after every 4 years. The next President is Mr. Cleveland, who is appointed a second time to the honorable post. Mrs Cleveland, although young, had been very popular, when her husband first presided over the Executive Mansion. She will again fitingly fill up the place on 4th March next for another 4 years.

Miss Marsden, who has been doing so much for the poor lepers of Siberia after having been honored by the Queen and the English people has gone over to America to collect money for the noble Mission. She is really a sister of mercy devoting all her life to alleviate the sufferings of the poor lepers in Asiatic Russia. She has been travelling all over that dreadful country, founding homes and Asylums for the suffering people. May all success attend the noble and self-sacrificing efforts of this lady! We would very much like to have a Miss Marsden among our own country-women.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৮ সংখ্যা। } ফাল্গুন ১২৯৯—মার্চ্চ ১৮৯৩। { ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিশরে গোলযোগ—মিশরের অধিপতি খেদিব এতদিন ইংরাজদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এখন তাঁহার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে ইংরাজ রণপোত তথায় দেখা দিয়াছে এবং খেদি-বের চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। শেষ ফল কি হয় বলিতে পারা যায় না।

সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ—জর্ম্মণেরা ইউরোপের মস্তক বলিয়া অভিহিত। তাহারা অনেকদিন হইতে সংস্কৃতের চর্চ্চায় বিশেষ অভিনিবিষ্ট। ডসন নামক তত্রত্য এক দার্শনিক পণ্ডিত সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে অনর্গল কথাবার্ত্তা কন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র অনু-শীলন করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন। আমরা আবার শুনিয়া আনন্দিত হইলাম নরওয়ে সুইডেনের রাজা বড় বেদপ্রিয়। বেদ বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা করি-বেন, তিনি তাঁহাকে এক স্বর্ণপদক উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দান—মহারাজা সিন্ধিয়া কলি-কাতার ভিন্ন ভিন্ন কলেজ ও দাতব্যা-লয়ে প্রায় ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী গত ভাদ্র হইতে মাঘ এই ৬ মাসের মধ্যে অন্যূন ৩৩৮৮৫ টাকা নানাবিধ দেশহিতকরি কার্য্যে দান

করিয়াছেন। কে বলে মহারাণীর দানশীলতা খর্ব্ব হইয়াছে? ইহার মধ্যে ৫০০ ও তদধিক দানের উল্লেখ করা যাইতেছে;—

কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা	৫০০৲
সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ফি	৬০০৲
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ফি	৯২৯৲
পুরীর মন্দির সংস্কার	৪০০০৲
মহারাণীর জমীদারী মধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার	৫০০০৲
দেবীপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভিক্ষুকদিগকে দান	৬০০০৲
ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান	৩০০০৲
সখিসমিতি	১০০৲
চিকাগো প্রদর্শনে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি	১০০০৲
শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্যান্য দায়গ্রস্ত লোকদিগকে দান	৭৯০৪৲

হেওয়াই দ্বীপের বিপ্লব—আমেরিকা এই দ্বীপের পদচ্যুত রাজ্ঞীকে পেন্সন দিয়া ইহার স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিতেছেন। তথায় মার্কিণদিগের জাহাজের আড্ডা হইবে।

কপট সন্ন্যাসিনী—গিরিবালা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিয়া পাণ্ডুয়ার ৩টী ভদ্ররমণীকে গঙ্গাস্নান করাইয়া শ্রীক্ষেত্রে লইয়া যাইবে বলিয়া কলিকাতায় আনে। ইহাদিগকে কুলি ডিপোতে লইয়া যাওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল। সন্ন্যাসিনী হাজতে, মোকর্দ্দমা চলিতেছে।

আশ্চর্য্য বিবাহ—ভোমগরের রাজকন্যা কুমারী রম্ভার সহিত পুরবন্দরের রাজপুত্র কুমার ভারসিংজির বিবাহে বর উপস্থিত হইতে না পারিয়া তাঁহার তরবারি পাঠাইয়াছিলেন, সেই তরবারি বর স্থানীয় হইয়া কন্যা গ্রহণ করেন। এক রমণী এই তরবারীবাহিকা হইয়াছিলেন। কন্যা ভোমগরে যাইলে বিবাহের উদীচ্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

চিকাগো মহামেলা—গণ্টুরের মুসলমান রমণীদিগের শিল্পবিদ্যালয় হইতে ২০০০ টাকা মূল্যের শিল্পজাত এই মহামেলায় প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী—এই বোম্বাইবাসিনী রমণী বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি অকস্‌ফোর্ডের বি, সি, এল উপাধি পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজে নারীবলি—গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় মান্দ্রাজের এক উকীল ব্রাহ্মণের কন্যাকে কয়েক ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়া বলি দেয়। তন্মধ্যে এক পেন্সনপ্রাপ্ত পেয়াদা ছিল, তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়—প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ২৯টী বালিকা পরীক্ষা দিয়াছে, তন্মধ্যে ৯টী বাঙ্গালী, অবশিষ্ট ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়।

পৃথিবীর শ্বসনক্রিয়া।

এই প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিয়াই অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। বাস্তবিক ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারই কথা। চেতন পদার্থই (উদ্ভিদও চেতনের অন্তর্গত) শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে, অচেতন জড় পদার্থ পৃথিবীও যে শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিবে ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। ত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হইল প্রস্তাবলেখক একদা কাব্যভাবে মোহিত হইয়া জগৎ 'জীবন্ত' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যথাঃ—

* * * * * * * *

"সেই মত জানিবে এ অখিল সংসার।
প্রত্যক্ষ শরীরধারী সচেতন প্রাণী,—
প্রাণী মধ্যে প্রাণী থাকে এ তো সবে জানি।
আমাদেরি ক্ষুদ্র-দেহে কত দেহী চরে!
তেমতি আমরা চরি অবনী উপরে।
অবনীও কোন এক মহাপ্রাণি কায়ে
ক্ষুদ্রতম অণুমত রহে লুকাইয়ে।"

বিজ্ঞানবিভা—অসীমদ্যুলোক।

আজি জগতের অগ্রণী বৈজ্ঞানিক পত্রে* তাঁহার মতের প্রতিপোষক প্রস্তাব পাঠ করিয়া তিনি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর শরীরের যে সমস্ত অংশ জলশূন্য, স্থূলতঃ তাহা সছিদ্র। সেই সমস্ত ছিদ্রদ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ নির্ম্মল বায়ু রাশি নিয়ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট এবং তদভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু বহির্গত হইতেছে। স্বাভাবিক অতল-স্পর্শী আগ্নেয় গিরি-গহ্বরে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। পৃথিবীর ধমনীচ্ছেদ করিয়া গভীর পাতাল কূপ খনন করিবার সময়ও নিয়মিত শ্বসনক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং তদুপরি বায়ুমান যন্ত্র স্থাপিত করিলে ইহা আরও সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। আমেরিকায় ইলেনয়িস ও আয়রা প্রদেশে অনেকগুলি অতলস্পর্শী বাষ্প-কূপ (Gas-well) আছে, এগুলি নিয়-মিত সময়ে বাষ্প বা বায়ুত্যাগ ও বায়ু-গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থানউডের নিকট ওরগণেও একটী শ্বসনশীল কূপ আছে। ইহার ৯০ পাদ গভীরতার নিম্নে জলীয় স্তর বা জলপ্রবাহ। কূপটী ক্রমশঃ কর্দ্দম, বালুকা, প্রস্তর ও মৃদঙ্গারের স্তর ভেদ করিয়া খনিত হইয়াছে। মৃদঙ্গারের তরল স্তর ৮০ পাদের নিম্নে। তন্নিম্নে ভগ্ন প্রস্তর ও আগ্নেয়গিরিপ্রসূত ধাতুচূর্ণ। তন্মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ শনৈঃশনৈ নিঃসৃত হইতেছে। কূপটী খনন সময়ে মধ্যে মধ্যে প্রভূত বাষ্প নির্গত হইয়া অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইত; কিন্তু যখন খনন

* Scientific American January 14, 1893.

কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, তখন আর এক প্রকার বিপদ্। প্রথমতঃ অবিশ্রান্ত বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল, তদনন্তর যতক্ষণ ধরিয়া বাষ্প নির্গত হইয়াছিল, ঠিক্ ততক্ষণ ধরিয়া উপরিস্থ বায়ুরাশি সেইরূপ বেগে কূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। জল যেমন ৯০ পাদ নিম্নে প্রবাহিত ছিল, তদ্রূপই রহিয়া গেল। এক্ষণে কেবল নিয়মিতরূপে বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ সম্পন্ন হইতেছে। এই শ্বসন কার্য্য এক হইতে পাঁচ কিম্বা ছয় দিন ব্যাপিয়া হইতেছে। ইহা এরূপ প্রবলবেগে সম্পন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা একটী বায়ুযন্ত্র (উইণ্ড মিল) অনায়াসে চালিত হইতে পারে। কেবল যন্ত্রের পক্ষসকল বাষ্প বা নিশ্বাস ত্যাগেয় সময় একদিকে এবং বায়ু গ্রহণ কালে বিপরীত দিকে চালিত হইবে মাত্র।

বায়ুমান যন্ত্রের দ্বারা যে কোনও বৃহৎ-খাদ গভীর গহ্বর মধ্যে এই শ্বসন ক্রিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। যিনি ইচ্ছা করেন, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ভেস্তা কুমারী সম্প্রদায়।

প্রাচীন রোমীয় জাতি বর্ত্তমান পারসীদিগের ন্যায় অগ্নিপূজক ছিলেন কি না তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহাদিগের আরাধ্যা দেবী ভেস্তার মন্দিরে পূত হুতাশন চিরপ্রজ্বলিত থাকিত। ভেস্তা গ্রীক দেবী হেস্তিয়ার ন্যায় অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী। বোধ হয় আর্য্যদিগের দেব হুতাশন হেস্তিয়া দেবীরূপে কল্পিত। ইহাঁর মন্দিরে পবিত্র অগ্নি সংরক্ষণার্থ ছয়টী কুমারী অগ্নিহোত্রীরূপে নিযুক্তা থাকিতেন। কুমারীগণ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা সুলক্ষণা এবং ছয় হইতে দশম বৎসর বয়সে মনোনীতা হইতেন। ইহাদিগের ব্রত বা পরিচর্য্যার কাল ত্রিশ বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল। ত্রিশ বৎসর ব্রত পালন করিয়া উদ্যাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন। তখন তাঁহারা যদৃচ্ছ বিবাহাদি করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারিতেন। কিন্তু সচরাচর কুমারীগণ সংসার-ধর্ম্মাবলম্বন না করিয়া চিরকুমারী থাকিয়া ভেস্তা দেবীর পরিচর্য্যাতেই জীবনাতিপাত করিতেন। সংসারের প্রতি এই ঔদাসীন্য যে বৈরাগ্য-জনিত, তাহা সর্ব্বথা বর্ণিত হয় নাই। তবে যে সকল কারণে আমাদিগের দেশের মোহন্তগণ দায়গ্রহণ না করিয়া দেবসেবায় জীবন যাপন করিয়া থাকেন, এই কুমারীগণের মধ্যেও সেই সকল কারণের অসদ্ভাব ছিল না। সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক ইহারা অতুল সম্পত্তিশালিনী হইতেন। স্বয়ং সম্রাট্‌ও ইহাদিগকে দেবীবৎ পূজা করি-

তেন, সুতরাং ইহাঁরা রাজবিধি দ্বারাও শাসিতা হইতেন না। রাজসভা ও জনসমাজে—প্রকাশ্য বা গুপ্ত স্থানে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে ইহাদিগকে দেবীবৎ আমন্ত্রণ করা হইত। ইহাদিগের অনুগ্রহ বা বিরাগভাজন হওয়া মহাভাগ্য বা অভিশাপের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ স্থির সৌভাগ্যপূর্ণ আধিপত্য ও অসীম সম্পত্তির বিনিময়ে কে সাংসারিক অনিশ্চিত সুখের আকিঞ্চনে প্রয়াস পায়? কাজে কাজে ইহাঁরা চিরকৌমার্য্য ব্রতেরই পক্ষপাতিনী থাকিতেন। এখানে ভোগবিলাসিতারও অভাব হইত না। ধর্ম্মের ছদ্মবেশে গোপনে গোপনে এমন কুকার্য্যই ছিল না যাহা ইহাঁদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইত, তবে তজ্জন্য ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। যে হতভাগিনী তাদৃশ সতর্কতা সহকারে স্বীয় দুশ্চরিত্র গোপনে সমর্থা না হইত, তাহারই সর্ব্বনাশ হইত। প্রকাশ্য পাপাচরণের শাস্তি জীবদ্দশায় কবরসাৎ করা। সম্ভ্রান্তবংশীয় ও পদমর্য্যাদাশীল বিলাসী ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা এই পাপাচরণে সংলিপ্ত থাকিত বলিয়া অনেকের চরিত্র অপ্রকাশিত থাকিত। তবে ইহাঁদিগের মধ্যে উন্নত হৃদয়া দেব-চরিত্রা রমণীরও অসদ্ভাব ছিল না এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা ও চেষ্টায় রোমকজাতির অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু মানব-সংসারে সকল সদনুষ্ঠানের যেমন অপব্যবহার হয়, এই অগ্নিহোত্রীদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ভেস্তার অগ্নিরক্ষণ ব্যতীত ইহাঁদিগকে আর একটী দেবীর পরিচর্য্যা করিতে হইত। এটী ত্রয়ের ইষ্টদেবী পালাদিয়ম। গ্রীকেরা ত্রয়ের ধ্বংস সাধন করিলে ত্রয়রাজজামাতা ইনিস এই দেবীমূর্ত্তি রোমে আনয়ন করেন। তদবধি ইনি রোমেরও ইষ্টদেবী বলিয়া পূজিতা। খৃষ্টীয় ৩৯৪ অব্দে যখন এই কুমারী সম্প্রদায়ের চরিত্র-রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য কুমারীদিগকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তখন কুমারীরা ষড়্যন্ত্র করিয়া ভেস্তা ও পালাদিয়ম উভয় দেবীমূর্ত্তিরই ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। তদবধি এই কুমারী সম্প্রদায়েরও বিলোপ হইয়াছে।

অপূর্ব্ব পণ্য!

পাঠিকারা অনেক প্রকার পণ্য-দ্রব্যের কথা শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন। বর্ব্বর জাতির মধ্যে পুত্র কন্যা বা পত্নী বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত অবিরল নহে, সভ্যজগতে আত্মবিক্রয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সকল পণ্য মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। স্বোদরপূরণ বা পুত্র কন্যাদিগের ভরণ পোষণার্থে যে সকল অনাথিনী মস্তকের কেশ বা বদনের দশন বিক্রয় করেন, তাঁহারা

অমানুষী দেবী। ভিক্টর হিউগো তাঁহার "লেস মিজারেবল" গ্রন্থে দরিদ্রা ফন্টাইনের চিত্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। হতভাগিনী তাঁহার শিশু সন্তানের ভরণ পোষণার্থে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অবশেষে আপনার মস্তকের সুন্দর কেশ ও বদনের মুক্তাফলনিভ দন্তগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল! এই দুঃখপূর্ণ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল কি না আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহা প্রগাঢ় সত্য। একটী রেলওয়ে কর্ম্মচারী রেলওয়ে দুর্ঘটনায় আহত হইয়া সানফ্রান্সিস্কো হাঁসপাতালে নীত হয়। তাহার দক্ষিণ পদ দগ্ধ হইয়া বিষম ক্ষত হইয়াছিল। তাহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। চিকিৎসকেরা শেষে যুক্তি করিয়া স্থির কারলেন যদি কোন জীবিত ব্যক্তির শরীর হইতে নয় ইঞ্চ দীর্ঘ ও পাঁচ ইঞ্চ প্রস্থ পরিমাণ একখণ্ড মাংস কাটিয়া ক্ষত স্থানে সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ক্ষত স্থানে সংযুক্ত হইয়া ক্ষত পূর্ণ ও পদ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কর ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে বিপদাপন্ন করিবে? হতভাগ্যের একজন সহচর কর্ম্মচারী প্রথমতঃ আপনকার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, কিন্তু যখন মাংসের পরিমাণের কথা বলা হইল, তখন ভয় পাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। অবশেষে আহত ব্যক্তি নিরাশ হইয়া প্রকাশ করিল যে "যে এইরূপ আপনার শরীর হইতে মাংস দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে, মাংসের মূল্য স্বরূপ তাহাকে একশত ডলার (প্রায় তিন শত টাকা) প্রদান করিবে।" উক্ত হাঁসপাতালে লুসি প্লাট নাম্নী একটী বিধবা ধাত্রী ছিল। ইহার তিনটী অপগণ্ড শিশুসন্তান হাঁসপাতালে বৃত্তি স্বরূপ যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সংসার চলিত না। একশত ডলার পাইলে অনেক উপকার হইবে, ভাবিয়া দরিদ্রা সন্তান-বৎসলা আপন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া মাংস প্রদান বা বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। অনেকে তাহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু সে কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। অকুতোভয়ে ও প্রসন্নচিত্তে সে চিকিৎসক সমিতির নিকট উপস্থিত হয় এবং অম্লানবদনে আবশ্যক মত মাংসখণ্ড দান করে। অস্ত্র চিকিৎসককে মাংসখণ্ড কাটিয়া লইবার সময় কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। অঙ্গচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে এবং ক্ষতস্থান ঔষধ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে বিধবা স্বয়ং একশত ডলার গণিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে গৃহে গমন করিল। বলা বাহুল্য যে তাহার ক্ষত স্থান অচিরে আরোগ্য হইয়াছে এবং আহত রেল-কর্ম্মচারীরও পদ পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাত্মা নানক সাহ নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করতঃ শান্ত, নিরীহ যোগীকুলের ন্যায় শিখ (শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই শিখগণ যত দিন না মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিরাপরাধে বিনষ্ট হইতে লাগিল—যত দিন না তাহারা মোগলসম্রাটের ঘোরতর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, ততদিন তাহারা মহদাশয় নানকের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাবর ও আকবরের অনুপযুক্ত বংশধর—সম্রাট্ কুলকলঙ্ক দুর্ব্বৃত্ত অরঙ্গজেবের অত্যাচারে তেমন সুশীতল স্থির সলিল রাশির ন্যায় শিষ্য সম্প্রদায়ে বিগ্রহবাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। "ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না" বলিয়া নানক যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সম্রাটের অত্যাচার হইতে রক্ষার্থ সেই মহান্ উপদেশ শিখকুল উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া যে মহাত্মা তাহাদিগকে চালিত করিতেছিলেন—যিনি স্বজাতির, স্বশ্রেণীর, স্বধর্ম্মীর ও স্বদেশের প্রতি অত্যাচার দর্শন করিয়া হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন—যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়ে ও মহোৎসাহে এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বার্থকে বলি দিয়াছিলেন—যাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা, অদম্য সাহস ও মহাপ্রাণতা অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়া শিখ সম্প্রদায়ে নবজীবন সঞ্চার করতঃ জাতীয় জীবনের অঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়াছিল, সেই মহাত্মাই এই প্রবন্ধের শীর্ষক 'গুরু গোবিন্দ সিংহ।'

গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নানক শাহ হইতে গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত বংশ নির্ণয় করা কঠিন, কারণ নানকের পর যিনি গুরু পদ গ্রহণ করেন, তিনি নানকের পুত্র বা পৌত্র নহেন, তিনি একজন শিষ্য। নানকের পর তিন জন শিষ্য পরপর গুরু পদ প্রাপ্ত হইয়া পরলোক গত হইলে অর্জ্জুনমল চতুর্থ গুরু হইলেন। এই চতুর্থ গুরু হইতে গোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত একটী বংশতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ইঁহাদের বংশের পরিচয় যতদূর পাইয়াছি, এই বংশ তালিকায় বোধ হয় তাহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইবে।* চতুর্থ গুরু যদি

---

* অর্জ্জুনমল
|
হরগোবিন্দ
|
গুরুদিত্ত, সুরতসিংহ, তেগবাহাদুর, অটলরায়, অন্নরায়

গুরুদিত্ত
|
ধীরমল, হররায়
|
রামরায়, হরেকৃষ্ণ,

তেগবাহাদুর
|
গোবিন্দসিংহ

নানকের জ্ঞাতি হয়েন, তবে ইহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলা যাইতে পারে। নানক যে লব বংশীয় বলিয়া প্রথিত, তাহা আমরা প্রস্তাবান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গুরুশ্রেণী।

(১) নানক, (২) অঙ্গদ, (৩) অমর দাস, (৪) রামদাস, (৫) অর্জ্জুনমল, (৬) হরগোবিন্দ, (৭) হররায়, (৮) হরে কৃষ্ণ, (৯) তেগবাহাদুর, (১০) গোবিন্দ সিংহ।

কাহারও কাহারও মতে নানককে ছাড়িয়া দিয়া অঙ্গদ প্রথম ও গোবিন্দ সিংহ নবম গুরু স্থানীয়।

অর্জ্জুনমল ও হরগোবিন্দ মোগল সম্রাট্ কর্তৃক নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়েন, এবং তেগ বাহাদুরের অবস্থাও স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় ঘটে। তেগ বাহাদুর মৃত্যুর জন্য যখন দিল্লীতে নীত হয়েন তখন গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "শুন গোবিন্দ! আমি চির বিদায় লইয়া দিল্লীতে চলিলাম, কিন্তু আমার দুটী কথা কি তোমার স্মরণ থাকিবে? একটী, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইতে দিও না, দ্বিতীয়টী—তোমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় বিস্মৃত হইয়া ভোগ-বিলাসের অধীন হইও না।" এই সময় গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর মাত্র, গোবিন্দ অশ্রুজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া পিতার নিকট "তাহাই হইবে" বলিয়া বিদায় লইলেন। এখন হইতেই গোবিন্দ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়ব্রত হইলেন। বলা বাহুল্য যে দিল্লী হইতে পিতার মৃতদেহ শিষ্যদিগের দ্বারা আনয়ন করিয়া সৎকার করিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, গোবিন্দ সে অঙ্গীকার আজীবন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। হরগোবিন্দ যদিও শিখ সম্প্রদায়ে অস্ত্র শিক্ষার প্রথম প্রচলন করেন, কিন্তু গোবিন্দসিংহ সেই অস্ত্রের জীবনদাতা অর্থাৎ শিখদিগকে ইনিই যুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করেন এবং ইহাঁরই তেজে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহে অবতীর্ণ হয়। গোবিন্দ সিংহ যদিও জীবনের শেষাংশে মোগলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল শিখ সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খলা সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ যদি জীবন-মধ্যাহ্নে গুপ্ত হত্যা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহাহইলে ভারত সম্রাজ্যের ভাগ্যচক্র কোন্‌দিকে চালিত হইত কে বলিতে পারে? ইনি এক সময় আরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন, "আপনি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছেন, আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব; আপনি

আপনাকে নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূপাতিত করিবে।” গুরু-গোবিন্দ সিংহের এই তেজোগর্ব্বিত বাক্য মিথ্যা হয় নাই। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নাহনের সর্দ্দারের সহিত মোগলদিগের বিপক্ষে তাঁহার প্রথম যুদ্ধ সংঘটন হয়, এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ জয়লাভ করেন। নাদন* রাজের সপক্ষে মোগলের বিরুদ্ধে মিয়া খাঁ নামক মোগল সর্দ্দারের সহিত ইহাঁর দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধেও গোবিন্দের জয় হয়। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির খাঁর সহিত ইহাঁর তৃতীয় যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ প্রথমে পরাজিত হয়েন ও তাঁহার দুইটী শিশুসন্তান মুসলমানকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। যে স্থলে এই যুদ্ধ হয় তাহা আজও মুক্তসর নামে প্রসিদ্ধ, কারণ এই পরাজয়ের পর ইনি এখান হইতে সপরিবারে চম্পকুমারে প্রস্থান করেন। এই পরাজয়ের পর গোবিন্দসিংহ,আরও একটী যুদ্ধে মোগল-দিগকে পরাস্ত করেন। গোবিন্দসিংহ নিজে বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং ইনি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের পূর্ব্বে অন্য কোনও গুরুর সিংহ উপাধি ছিল না, যুদ্ধ কার্য্য ও বীরত্বের পরিচায়ক সিংহ উপাধি গোবিন্দ নিজে সৃষ্টি করিয়া উহা গ্রহণ করেন ও শিষ্যদিগকে প্রদান করেন। গোবিন্দ সিংহ পণ্ডিত, অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধকৌশলবিদ্ স্বদেশানুরাগী তেজস্বী বীর এবং ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন। গোবিন্দ সিংহ যখন তাঁহার শিক্ষিত চটক দ্বারা মোগল সৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিতেছিলেন, সেই সময় যদি তিনি ও শিবজী দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হতভাগিনী ভারতমাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য অসি সঞ্চালন করিতেন, তাহা হইলে ভারতসিংহাসন আর বাহাদুর সাহকে ক্রোড়ে স্থান দিত কি না সন্দেহস্থল। কিন্তু হায়! ভারতের অদৃষ্টে যে বিধি তাহার সন্তানগণের বুকচিরা শোণিতাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, “অধীনতা—লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ হও” তাহা কে খণ্ডাইবে? গোবিন্দ হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়া—বামন, বৈশ্য, শূদ্রকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া যে গভীর-সাধনা, একপ্রাণতা, স্বাধীনতা, স্থিরতা ও নিস্পৃহতা শিখগণের মজ্জায় মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন,তাহাতে শিখসমাজ নববলে নবজীবনে অভ্যুত্থিত হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু গুরুগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন বলিতে হইবে। আজও শিখ-সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। গুরু-গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরী তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে কোনও

* নাদন রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমে ও জম্বুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

পাঠানের হস্তে জীবনত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর একটী সন্তানও জীবিত ছিল না। ইনি শিষ্যগণকে কিরূপে শিক্ষা দিতেন, তাহার একটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

গোবিন্দ সিংহ সময় সময় নির্জ্জন বাস করিয়া শাস্ত্রাদি পাঠে নিয়ত রত থাকিতেন। একদা ইনি নির্জ্জনে গিরিগুহায় বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দ যথায় নির্জ্জন বাস করিতেন, ইঁহার শিষ্যগণ তাহা জানিত এবং আবশ্যক হইলে তথায় গিয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিত। এক সময় রঘুনাথ নামক একজন শিষ্য ঐ গিরিগুহায় আসিয়া গুরুকে ৫০,০০০ টাকার ছুখানি হস্তাভরণ উপহার দিল। গুরু উহা গ্রহণ করতঃ শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলয় ছুটী পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন—অমনি তাহার একটী গড়াইয়া নদীস্রোতে পতিত হইল। রঘুনাথ দেখিবামাত্র জলে নামিয়া উহার অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। তখন রঘুনাথ একজন ডুবারী আনিয়া তাহাকে ৩০০ টাকা প্রদান করিবে বলিয়া জলে নামাইয়া দিয়া গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল ঐ বালা কোথায় পড়িয়াছে? গুরু দ্বিতীয় বালাটী নদীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন"ঐখানে পড়িয়াছে।" তদ্দর্শনে ডুবারী সবিস্ময়-চিত্তে ফিরিয়া গেল। রঘুনাথ গুরুর নিস্পৃহতা দর্শনে মোহিত হইয়া সেই অবধি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া গুরুর দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

সাঙ্গ জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।
মর্ত্ত্য-অভিনয় শেষ হয় প্রায়!
কাল পারাবারে অনন্ত পাথারে
উন পঞ্চাশত
বর্ষ ভেসে যায়। ১

পার্থিব বন্ধন একে একে যত,
কষিতে কষিতে ছিঁড়িছে নিয়ত!
উজান বহিল, ভাটিতে পড়িল,
ক্ষীণ তনু-তরী
বহে আর কত? ২

সম্পদ বিপদ, সংযোগ বিয়োগ,
সুখ দুখ, হর্ষ শোক ভোগ রোগ,
ঘটনার ঘোরে দিবানিশি ঘোরে,
অদৃষ্ট আবর্ত্তে,
কর্ম্ম-ফল যোগ! ৩

জীবন বৃক্ষের অবশিষ্ট ফুল
ফুটিতে ফুটিতে ছিঁড়ি বৃন্তমূল,
সহসা খসিল, সর্ব্বনাশ হৈল,
উন্মূলিত হৈল
আশালতা মূল! ৪

জীবনের সাধ সমস্ত ঘুচিল!
জনমের মত ভোগ ফুরাইল!
শ্মশান সংসার, আঁধার আগার,
প্রজ্বলিত দীপ
সহসা নিবিল! ৫

কত সাধ, ফুল, ছিল তব মনে!
শোভাময়ী তুমি, সংসার কাননে!
আহ্লাদে হাসিতে, আনন্দে ভাসিতে,
সোহাগে দোলিতে
সুখ সমীরণে! ৬

সংসারের হিত সাধিতে বিব্রত,
কতই আগ্রহে খাটিতে নিয়ত!
সদাহাস্য মুখ, জানিতে না দুখ,
পূর্ণ আশা ভরে
সুখী ছিলে কত! ৭

ভাবিতে এমতে যাবে চিরকাল!
ভাঙ্গিল স্বপন অসময়ে কাল!
সোণার সংসার হৈল ছার খার!
জ্বলিল আবার
দাবাগ্নি বিশাল! ৮

সংসার কাননে মঞ্জরিয়া ক্ষণে,
আশা-কৃশা-লতা কালের দংশনে,
ফুটন্ত সময়ে, ছিন্নমুল হ'য়ে;
আছাড়িয়ে যবে
ত্যজিল জীবনে! ৯

অমার আঁধারে ঘেরিল ভুবন!
শূন্যময় হেরি হৈনু অচেতন!
হারালাম জ্ঞান, সারা হৈল প্রাণ,
কর্ম্ম-ভোগ হেতু
নহিল মরণ! ১০

কত সাবধানে, কত সন্তর্পণে,
ছিন্নমূল তন্তু গুছায়ে যতনে,
বান্ধি হৃদি দলে, সিঞ্চি অশ্রুজলে,
কত যে কাঁদিনু
গুমরিয়া মনে! ১১

সতী-দেহ চক্রে খণ্ড খণ্ড করি
দিগ দিগন্তরে নিক্ষেপিলা হরি!
আকুল শঙ্কর যোগে দিলা ভর,
সাধনায় পুনঃ
লভিলা শঙ্করী! ১২

না জানিনু কোন্ সাধনার বলে?
কোন্ পুণ্য ফলে? কি গূঢ় কৌশলে?
ছিন্ন মূল হৈতে পুনঃ আচম্বিতে,
গজায়ে অঙ্কুর
পুষ্ট হৈল দলে! ১৩

পুনঃ কিশলয় নূতন নূতন
সোহাগে সতেজে দিল দরশন!
পুনঃ মঞ্জরিল, সৌরভ ছুটিল,
লাবণ্য প্রভায়
উজলিল বন! ১৪

কৃশ লতা ক্রমে বর্দ্ধিতা হইয়া
ছায়ায় সংসার ফেলিল ছাইয়া!
বৃন্তে বৃন্তে ফুল, কলিকা মুকুল,
দলে দলে মধু
পড়ে চলকিয়া! ১৫

নিয়তির গতি রোধে সাধ্য কার?
ফুটন্ত সময়ে লতিকা আবার!
সহসা কি হৈল, আছাড়ি পড়িল,
কিশলয় শীষ
লোটে চারিধার! ১৬

মুকুল কুসুম, কলিকা শুকায়,
কোমল পাবড়ী ঝ'রে প'ড়ে যায়!
বৃন্ত চ্যুত হৈয়া ভূমিতে খসিয়া
কচি কচি ফল
গড়াগড়ি যায়! ১৭

দেখিতে দেখিতে একি চমৎকার!
স্বর্ণ-লতিকার চিহ্ন নাহি আর!
মূল উৎপাটিয়া চিবিয়া চিবিয়া
গরাস করিল
কাল দুরাচার! ১৮

আর এ সংসারে লতিকা সুন্দরী
হাসিবে না পুনঃ বন আলোকরি!
সাজি ফল ফুলে, বান্ধি বাহু মূলে,
দোলিবে না আর
হৃদি দল ধরি! ১৯

স্নেহে সিক্ত করি প্রেম কিশলয়
আর না শীতল করিবে হৃদয়!
জনমের মত ফুরাল তাবত
পৃথিবীর সুখ
ভোগ সমুদয়! ২০

সংসারের সাধ মিটিল সকল!
নিবিল প্রবল আসক্তি অনল!
ফুরাইল আশা ঘুচিল পিপাসা,
উন্মূলিত হৈল
বাসনার দল! ২১

নীরস জীবন নিরাশে জ্বলিল!
হাহাকার রবে ভুবন ভরিল!
এ ঘর সংসার, কার তরে আর?
শূন্য গৃহ চির
শোকে পূর্ণ হৈল! ২২

বিধির বিচার অন্যথা কি হবে?
কোথা জন্মদুঃখী ভাগ্যে সুখ লভে?
না জানি সংসারে দুঃখ ভুগিবারে
এ পাপ জীবন
কত দিন রবে? ২৩

কেন আর শোক? দুঃখ কি কারণ?
কিসের বিপদ? কেন বিলাপন?
পালা ফুরাইল, লীলা সাঙ্গ হৈল,
প্রেমের প্রতিমা
হ'লো বিসর্জন! ২৪

৩রা ফাল্গুন—১২৯৯।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

সভ্যজগতে সচরাচর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্বিবিধ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে—শবদাহ ও শবসমাধি। প্রাচীন আর্য্যজাতি বহুদর্শন দ্বারা শবদাহ প্রথা প্রচলন করিয়া বিদ্যামত্তার পরিচয় দিয়াছেন! ম্লেচ্ছজাতি অনার্য্য সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতির বিপরীত আচরণ করিত। শব কবরসাৎ করিবার প্রথা তাহাদিগেরই দ্বারা প্রচলিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অধুনা এই উভয় প্রথারই ফলাফল বিবেচনা করিয়া সভ্যজগতে ভয়ানক আন্দোলন উপ-

স্থিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ এক্ষণে শবদাহের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্থানে স্থানে চিতা নির্ম্মাণ করিতেছে। এখানে শব সকল বৈজ্ঞানিক কৌশলে দাহ করা হইয়া থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে প্রথম চিতা নির্ম্মিত হয়। ইহার কিছুপূর্ব্বে ইতালিতে পরীক্ষার্থে কতিপয় চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে লণ্ডন, রোম, ব্রসেল্‌স, মিলান, ড্রেসডেন, কোপেনহেগেন, ইত্যাদি অনেক নগরে স্থায়ী চিতা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইতিমধ্যে ৪টী চিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে শবদাহ সমিতির সভাপতি সার হেনরি টমসন। তাঁহার মতে বাইবেল-প্রোক্ত "ভস্ম ভস্মে ও ধূলা ধূলীতে লীন" হইবে ইহা প্রগাঢ় সত্য। তিনি বলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা শরীরের শুদ্ধিসাধন হয়। শারীরিক ব্যাধি ও ব্যাধিবীজ সকল অগ্নিসংস্কারেই বিনষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ধূলি বা মৃত্তিকাসাৎ হয়। মৃত্যুর পর অন্য অন্য ইন্দ্রিয় ও উপাদানাংশ সকল মূল পদার্থে লীন হইয়া থাকে।" আমরাও ভৌতিক শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয় বলিয়া থাকি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সৎকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। দেহত্যাগের পর আত্মা মানসিক বৃত্তি সকলের সহিত অনন্ত আত্মার অনুগামী হইয়া অনন্তদেশে অনন্ত উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মুক্ত হইয়া থাকে।

একজন দর্শক পারিসের একটী স্থায়ী চিতাগৃহ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে "চিতাগৃহের একপার্শ্বে তিনটী ফুকর আছে। এক একটী ফুকরে সাত ফিট লম্বা ও তিন ফিট চৌড়া চুল্লী আছে। ইহাতে কলে জ্বাল দেওয়া একটী অল্পভার কাষ্ঠের শয্যায় শব স্থাপিত করিয়া তাহা একটী লৌহের পাত্রে রাখা হয়। পাত্রটীও একটী ক্ষুদ্র লৌহ গাড়ির উপর রাখিয়া রেলের উপর দিয়া গড়াইয়া চুল্লী বা চিতার উপর চড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমনি পাত্রটি চিতার-উপর উঠে, অমনি একটী দরজা কলে উঠিয়া ফুকরটী বন্ধ করে, অমনি প্রবল চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া অলক্ষ্যে শবদাহ করিতে থাকে। একঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া দরজা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পাত্রটী বাহিরে আনিলে তখন দেখা যায় সমস্ত দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, কেবল যে সকল অস্থি দগ্ধ হইবার নহে, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। সেইগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া একটী ক্ষুদ্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সুগন্ধি পুষ্প ও অপরাপর গন্ধদ্রব্য প্রদত্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা এখানে সমাগত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্যান্য কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই পরিপূর্ণ পাত্র অবস্থানুসারে সমাধিস্থ করা হয়।"

য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকারে

শবদাহ হয়। এইরূপ স্থায়ী চিতার নির্ম্মাতা ইটালির লডি নগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গরিণি, তজ্জন্য ইহাকে গরিণি চিতা বলে।

বাঙ্গালা প্রবচন।

ভ

১। ভক্তিহীন ভজন আর লবণহীন রন্ধন।
২। ভক্তের ভগবান্।
৩। ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট।
৪। ভগ্ন তরী।
৫। ভগ্ন গৃহে বাস, দুঃখ বারো মাস।
৬। ভগ্ন স্নেহেন যা মৈত্রী ন সা কল্যাণদায়িকা।
৭। ভট্টাচার্য্য খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।
৮। ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।
৯। ভবানীভ্রূকুটীভঙ্গী ভবো বেত্তি ন ভবানী।
১০। ভবের বাজী ভোর।
১১। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে ?
১২। ভবী ভোলবার নয়।
১৩। ভয়ও নাই ভরসাও নাই।
১৪। ভরা ডুবী।
১৫। ভরা পেটে মোণ্ডা তিতো।
১৬। ভরার চেয়ে খালি ভাল যদি ভর্ত্তে যায়, আগের চেয়ে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
১৭। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি।
১৮। ভস্মে ঘি ঢালা।
১৯। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
২০। ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাম হাত পাই।
২১। ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির মাথায় টনক নড়ে।
২২। ভাগের কড়ী সাঙ্গে বয়।
২৩। ভাগের ভাগ না খেলেও চিবয়ে ফেলি।
২৪। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।
২৫। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।
২৬। ভাঙ্গা ঘরে জ্যোছনার আলো,
যে দিন যায় সে দিন ভাল।
খাই না খাই আছি ভাল।
২৭। ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।
২৭॥। ভাঙ্গা শাঁখা কি যোড়া লাগে ?
২৮। ভাঙ্গা ঢাক বা ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী।
২৯। ভাঙ্গা হাড়ে ভেল্‌কী খেলে।
৩০। ভাঙ্গলে পরে সকল-গড়ে মন গড়ে না।
৩১। ভাঙ্গে ত মচ্‌কায় না।
৩২। ভাজা বলো ভুজো বলো
ভাতের সমান নয়,
মাসী বলো পিসী বলো
মার সমান নয়।

৩৩। ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেন না!

৩৪। ভাজে ঝিঞে বলে পটল।

৩৫। ভাত উতলালে দিবে কাটি,
জ্বাল দিবে গুটি গুটি,
তবে ভাতের পরিপাটী।

৩৬। ভাত কাপড়ের কেউ নয়,
নাক কাটবার গোঁসাই।

৩৭। ভাত খাই কাঁসী বাজাই
আর কিছুর ধার ধারি না।

৩৮। ভাত ঘর দেখে দিলে কাঠ ঘর হয়।

৩৯। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

৪০। ভাত রোচে না রোচে মোয়া,
চিড়ে রোচে পোয়া পোয়া।

৪১। ভাত হাঁড়ীর ভাত
একটী টিপলেই সব বোঝা যায়।

৪২। ভাতার পুতের কল্যাণ সকলেই চায়।

৪৩। ভাতার যদি না চায়
দুঃখ নাই তাতে,
মর্‌তে যেন পারি ভাই
নোঙা রেখে হাতে।

৪৪। ভাতের চাউল চর্ব্বণে যায়।

৪৫। ভাদ্র মাসের তাল।

৪৬। ভায়ারও ফলার?

৪৭। ভারী নৈলে ভার বয় কে?

৪৮। ভারত ছাড়া কথা নাই।

৪৯। ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষিকা।

৫০। ভাল কর্ত্তে পার্ব্বোনা মন্দ কর্ব্বো,
কি দিবি তা দে।

৫১। ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল মানুষকে এক কথা।

৫২। ভালর ভাল সকল ঠাঁই,
মন্দের ভাল কোথাও নাই।

৫৩। ভালবাসার এম্‌নি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চূণ,
কম হৈলে লাগে ঝাল,
বেশী হৈলে পোড়ে গাল।

৫৪। ভাল কথা মনে পড়্‌লো আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেছে নাচাতে নাচাতে।

৫৫। ভালুক জ্বর।

৫৬। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

৫৭। ভাবে ডগমগ তেলাকুচো,
হেসে মলো কালো ছুঁচো।

৫৮। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

৫৯। ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

৬০। ভাঁড়ে ভবানী।

৬০॥। ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

৬১। ভিক্ষয়া নৈব নৈব চ।

৬১॥। ভিক্ষার চাউল,
তা আবার কাঁড়া না আকাঁড়া।

৬২। ভিজে বিড়াল।

৬৩। ভিটায় ঘুঘু চরে।

৬৪। ভিতরে গরল,
বাহিরে সরল।

৬৫। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

৬৬। ভিমরুলের চাকে ঘা দেওয়া।

৬৭। ভীমের গদা।

৬৮। ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈল শৈল হৈল
রথী,
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর
পাছে বাতী।
৬৯। ভীষ্মের শরশয্যা।
৭০। ভূত ভোজ্য।
৭১। ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।
৭২। ভূতের বোঝা বহা।
৭৩। ভুঁই শূন্য রাজা।
৭৪। ভুঁইফোড় জমীদার।
৭৫। ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু
কিন্তু সম্ভাবিতানাং।
৭৬। ভেক না লইলে ভিক্ মিলে না।
৭৮। ভেড়াকান্ত।
৭৯। ভেড়ার পাল।
৮০। ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া।
৮১। ভেতো বাঙ্গালী।
৮২। ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।
৮৩। ভোজনং যত্র তত্র
শয়নং হট্ট মন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে
অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।
৮৩। ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা।

ভাই বোন।

আগে আগে শ্যামা যায় পিছুতে তাকায়।
পিছু পিছু ভাবী বোন দাদা বলে ধায়॥
শ্যামার পড়িয়ে গেল হাত হ'তে বই।
ভাবী এসে বলে দাদা দাঁড়য়ে কেন তুই॥
পোড়ামুখী! তোর জন্যে বইপ'ড়ে গেল।
মারে বল্‌বো শেমো পথে গাল দিয়ে
ছিল॥
দূর হ'তে দেখে তোরে দাঁড়ানু হেথায়।
পড়ে গেল বই তোর জ্বালায় কাদায়॥
চলে কেন যাস্ নাই দেখিলি যে পিছু?
আস্‌ছিলি দেখে তুই হয় পাছে কিছু॥
হ'ত হ'ত আমার হ'ত তোর তায় কি?
তোর সব কথা মারে এখন বলে দি?
আমর দাঁড়ায়েছিনু তোর জন্যে ভাবী।
মোর কথা মার কাছে তুই কি বলিবি?
বল্‌বো পথে দিয়ে ছিল শেমো ফেলে
বই।
শ্যামা বলে সত্তি বল্লে মা বকে নাতো
কৈ॥
আস্‌ছিলি পিছু পিছু দাঁড়ালাম দেখে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল পড়ে বই হাত
থেকে॥
কোথায় হারিয়ে যাবি পথহারা হয়ে।
দূর থেকে দেখে আমি দাঁড়ানু সে ভয়ে॥
কোঁদল আবার এত করে মোর সঙ্গে।
চল মার কাছে আগে দিব হাড় ভেঙ্গে॥
রাস্তায় দাঁড়ায়ে গেল লোক যত শুনে।
হেসে বলে এ কি করে দেখ ভাই
বোনে॥
কেহ কার কাছ নারে এদিকে ছাড়িতে,
ওদিকে ঝগড়া শুন দোঁহার মুখেতে॥

মার বাছা মার কাছে চলে যাও ধন।
চুপকর যাদুমণি বলি কথা শোন্॥

ভাই বোন যে জিনিস্ অন্যে কি জানিবে ?
অন্যে নয় শুধু ভাই বোনেই বুঝিবে।

বিজ্ঞান রহস্য।

নূতন কল—কিনেটোগ্রাফ।

(Kinetograph)

পাঠিকারা জানেন ফটোগ্রাফ দ্বারা কেমন স্বল্প সময় মধ্যে অবিকল প্রতিমূর্ত্তি সকল অনায়াসে অঙ্কিত বা তোলা হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ব দর্পণে মুকুরিত হইবা মাত্রই বিজ্ঞান-কৌশলে অঙ্কিত হয় এবং যদৃচ্ছাক্রমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফে যেরূপ রূপের প্রতিভাস চিত্রিত হয়, ফনোগ্রাফে সেইরূপ শব্দের প্রতিঘাত মুদ্রিত হইয়া থাকে। গানবাদ্য বক্তৃতা বাদানুবাদ হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদি যাবতীয় ধ্বনি ফনোগ্রাফে মুদ্রিত হয় এবং যদৃচ্ছাক্রমে তৎসমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ইডিসন। বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইহাঁর নাম ও ইহাঁর নির্ম্মিত তাড়িত যন্ত্র সকলের বিষয় অনেক বার শুনিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি কিনেটোগ্রাফ নামে আর একটী নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা ফটোগ্রাফ ও ফনোগ্রাফের একত্র সমাবেশ। ইহাতে ফটোগ্রাফের দ্বারা রূপ ও ফনোগ্রাফের দ্বারা কণ্ঠস্বর সকল মুদ্রিত হইয়া যুগপৎ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাত্রা, উৎসব, রঙ্গভূমে, নাট্যালয়ে, বিরাট সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। একদিকে যেমন ফটোগ্রাফের মুকুর দ্বারা প্রতিবিম্ব সকল চালিত হইয়া বিজ্ঞান-কৌশলে প্রস্তুত দীর্ঘ পটে অঙ্কিত হইতেছে, অন্যদিকে ফনোগ্রাফের সূচি শব্দসকল বিদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। ঘর বাটী পশু পক্ষী নরনারী অস্ত্র শস্ত্র বাদ্যযন্ত্র বাদক গায়ক যাবতীয় আকারবিশিষ্ট পদার্থ ভাব ভঙ্গীর সহিত একেবারে অঙ্কিত হইতেছে অর্থাৎ যেমনই দর্পণে পতিত হইতেছে, অমনি প্রতিফলিত হইতেছে এবং শব্দ ও ধ্বনি সকল অবিকল উক্ত পটে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬ ষষ্ঠ চত্বারিংশৎবার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত বা ছবি তোলা হইয়া থাকে। পাঠিকারা অনুধাবন করুন কত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হইতেছে। যন্ত্র তাড়িত-কৌশলে চলিতেছে, পট দুলিতেছে—থামিতেছে—

প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে, তাহাতে শব্দ মুদ্রিত হইতেছে ও গুটাইতেছে ;আবার পট দুলিতেছে—থামিতেছে—গুটাইতেছে ইত্যাদি অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ বেগে চলিতেছে এবং প্রতি মিনিটে ২৭৬০ বার শব্দ সমেত ছবি তুলিতেছে। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া ৮২৮৮০ ছবি তুলিতে পারে। এক একটী যন্ত্র আপাততঃ অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া থাকে। ইডিসন একটী রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ নাটকের অভিনয় তাঁহার কিনেটোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া চিকাগোর বিশ্ব মেলায় প্রদর্শন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন দর্শকদিগের সম্মুখে শুভ্র যবনিকা বিস্তার করিয়া ক্যালসিয়ম (calsiom) বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত আলোক দ্বারা কিনেটোগ্রাফের প্রদর্শিত মূর্ত্তি ও যন্ত্রাদি সকল অবিকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিয়া মুকুরের মধ্য দিয়া দর্শন করিলে জীবন্তবৎ অবিকল আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইডিসন এরূপ মুকুর ব্যবহার করেন না। তিনি তৎ পরিবর্ত্তে এই বৈজ্ঞানিক আলোক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ছবি সকল শুভ্র পটে প্রতিফলিত হইয়া জীবন্তাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল যে প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে এরূপ নহে, কিন্তু অভিনেতৃগণ কে কিপ্রকারে অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ইত্যাদি করিয়াছিল, তৎসমুদই প্রদর্শিত হইবে অর্থাৎ সমগ্র অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হইবে। ধন্য বিজ্ঞানের কৌশল! আমরা আশ্চর্য্য নব যুগে বসবাস করিতেছি, আরও কত নূতন কাণ্ড দেখিব!

প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ।

গতবারের শেষ।

মৎস্য মকর নহে পাণি পাণি বুলে।
কুম্ভীর কচ্ছপ নহে, দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে যেন দেখে জগজ্জন।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥ ৫১

জীয়ন্তে যেমন হোক মৈলে ভাল ডাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে॥
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত ভাব মনে॥ ৫২

করতলে জন্ম তার বায়ু পথে ধায়।
আপনি আহার করে পরে লয়ে খায়॥
আহার করিতে গেলে হয়ত মরণ।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে সেই কোন্‌জন॥ ৫৩

অন্তহীন মাজাক্ষীণ যুগল দশন।
দুই দিকে লঘুগুরু দন্তের মিলন॥
পাণিযুক্ত হইয়া যবে সেন্ধায় কাননে।
তরুসনে জীব জন্তু ধরে ধরে আনে॥

ধরিয়া আনিয়া সেই দেয় বধুগণে।
ভক্ষণ না করে তারা বধয়ে পরাণে॥
কহে কবি মাধব হিঁয়ালি প্রবন্ধ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ॥৫৪

তিন বর্ণ নাম তার শুন অতঃপর।
শেষ বর্ণ ছাড়ি দিলে হবে ক্লেশকর।
মধ্য বর্ণ ছাড়ি সবে রোজ তারে খায়।
আদ্য বর্ণ ছাড়িলে সে আসক্তি বুঝায়॥
আমাদের সকলের প্রিয় অতিশয়।
কি যে সেটী বলিতে কি পার বামাচয়॥৫৫

এমন কি আছে দ্রব্য ধরা ধাম মাঝে।
চিরদিন চিরকাল মিষ্ট বলে বুঝে॥
যদি হে থাকয়ে কোন পদার্থ সংসারে।
ত্বরা করি বলিবে বা পাঠাবে আমারে॥৫৬

নাহিক তাহার দন্ত, নহে কোন প্রাণী।
সময় বিশেষে ভাই দন্ত অনুমানি॥
বল হে ইহার তত্ত্ব, যদি জান ভাই।
কহিতে পারিলে সাধু বলিয়া সুধাই॥৫৭

গুণ গুণ করি তার গুণের নাহি লেশ।
বলদ বাহনে যায় নহেক মহেশ॥
ভোজন করিলে তার মুখ হয় বন্ধ।
মূর্খেতে বুঝিবে কি পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ॥৫৮

কহ দেখি হে সত্য কথা।
কোন্ জনের একুশ মাথা॥৫৯

কোন-খানে জল নাই গাছের আগায়
জল।৬০

এমন প্রকাণ্ড পেট আর দেখি নাই।
ব্রহ্মাণ্ড খাইয়া বলে আরো খাব ভাই॥৬১

বনবাসী চিরদিন, অরণ্যে না যাই।
গৃহে নাহি থাকি আমি, ভবনে সদাই॥
বারিতে থাকি হে আমি, নাই যাই জলে।
গাছে নাহি উঠি কিন্তু বিটপী বল্কলে॥
শিব অর্দ্ধ অঙ্গ আমি না হই শিবানী।
বাল্মীকি-বদনে থাকি, মুখ নাহি চিনি॥
বৈকুণ্ঠে নিবাস মম, নহি নারায়ণ।
কি হয় আমার নাম, কহ নারীগণ॥৬২

এক রত্তি কানি।
শুকাতে না জানি॥৬৩

হাতে আছে হাতে নেই।
হাত বাড়ালে পেতে নেই॥৬৪

এখান থেকে মাল্লাম তীর।
ঐ গাছটা চৌচির॥৬৫

বুড়ি ঠাকুরমাকে আমি জোর করে ধরি।
কাটিলাম তাঁর অঙ্গ, দুই খান করি॥
এক ভাগে হল বাবা, অন্যেতে ধরণী।
এমন আশ্চর্য্য কথা, আর নাহি শুনি॥৬৬

ভাই ভগ্নী নাহি মোর বিধির বিধান।
ওর বাপ হয় মোর বাপের সন্তান॥৬৭

কিসে উকারটী দিলে, মজা হয় ভাই।
নাচিতে নাচিতে সবে বাড়ী চলে যাই॥৬৮

পিঠেতে করাত তার শিরে দুই কাণ।
বলি কই বোঝে না সে বড়ই অজ্ঞান॥৬৯

আমি খেয়ে ফেলে দিলে, সে তাহা খায়।
তাহাতেই সেই জন প্রাণে রক্ষা পায়॥
সে খেয়ে ফেলিয়া দিলে আমি তাই খাই।
তাহার উচ্ছিষ্ট খেয়ে আমি বেঁচে যাই॥৭০

ঘরের ভিতর ঘর।
নাচে কনে বর ॥৭১

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে দ্রব্যের মূল্য হয়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বাঁ দিক্ বুঝায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে অর্থ হয় বন।
তিন অক্ষর যোগে ফল জান নারীগণ ॥৭২

দিবা নিশি চলে তাহা দেখে সর্ব্বজন।
সে না চলে আমি চলি নিশ্চয় কথন ॥৭৩

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালে,
কৃষ্ণ ঠাকুর দোলে ॥৭৪

জলেতে নৌকার যোগ করিলাম সত্বর।
তাহে হল সৃষ্টি এক পায়রা সুন্দর ॥
কি আশ্চর্য্য সংঘটন না দেখি কখন।
দেও হে উত্তর যদি পার বামাগণ ॥৭৫

লেজহীন, কালামুখ, পেটেতে গরল।
কোন্ জন্তু হয় তাহা নারীগণ বল ॥৭৬

মণি নয় মুক্তা নয় মনোহর হার।
ভক্ত সাধকের কাছে সমাদর তার ॥৭৭

ছটী "ত্র" একত্র করিলে কি হয়।
বল দেখি বুদ্ধিমতী পাঠিকা-নিচয় ॥৭৮

প্রথম অক্ষর ছেড়ে বুঝায় হরণ।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে বুঝায় আমার ॥
শেষাক্ষর ছেড়ে অর্থ মায়ার বন্ধন ',
তিন অক্ষর যোগে হয় স্বর্ণ মুদ্রা সার ॥৭৯

উই পোকার আগে হা করিবে তুমি যাই।
'আকাশে আগুন হয়ে উড়ে যাবে ভাই॥৮০

দিন হলে মরে যাই রাত হলে বাঁচি।
বাতাস হইলে আমি দুলে দুলে নাচি ॥৮১

খায় তাহা গেলে না ।৮২

মাতৃ বিল্ব ফল দুটি নিয়ে এস ভাই।
খেলিব দুজনে ইচ্ছা মনেতে সদাই ॥৮৩

ইংরাজিতে ঠাণ্ডা অর্থ বাঙ্গালাতে ফল ।
কি হয় সে শব্দে ওগো বল নারীদল ॥৮৪

খাটের উপর খুরখানি।
তার উপরে যাদুমণি ॥
বসে বিরাজ করে।
গা বেয়ে বেয়ে ঘাম পড়ে ॥৮৫

ছটি রি একত্র করিলে কি হয়।
বল দেখি বুদ্ধিমতী অবলা নিচয় ॥৮৬

এ ঘর যায় ও ঘর যায়।
দুম দুম করে আছাড় খায় ॥৮৭

এখান থেকে মারলাম দড়া।
দড়া গেল সেই বামন পাড়া ॥৮৮

অলি, অলি, গলি, গলি পাখীগুলি যায়।
(তার) হাড় নাই মাংস নাই সর্ব্ব লোকে খায় ॥ ৮৯

অজ্ঞানে পরেন বস্ত্র, সজ্ঞানে উলঙ্গ।
মাথায় শিবের জটা, ভিতরে সুরঙ্গ ॥ ৯০

দুই পাখা আছে তার কিন্তু পাখী নয়।
বল দেখি কোন্ বস্তু রমণী নিচয় ॥৯১

কি শব্দ হয় তাহা বুঝায় সে স্থান।
যোগী ঋষি তাহে বসে হয়ে ভক্তিমান্ ॥

অন্য অর্থে মন্দরূপ শাসন বুঝায়।
ত্বরায় উত্তর কর ঠেক নাক দায় ॥ ৯২

দুই হালি খাটি মুক্তা, অঙ্গে শোভা পায়।
উজ্জ্বল সে মুক্তা দেখে, নয়ন জুড়ায় ॥
গোল গোল নহে মুক্তা, চতুষ্কোণ মত।
গণিলে মুক্তার সংখ্যা বত্রিশ সতত ॥
কি ধনী গরিব সবে, করিছে ধারণ।
এমন কি মুক্তা আছে, কহ বামাগণ ॥ ৯৩

পশু হতে জন্ম তার, হয় গোলাকার।
কেহ নাহি দেখে কভু এই চমৎকার,
হেঁসে হেঁসে লোকে বলে, তুমি ইহা খাবে।
কি দ্রব্য হয় নারী ত্বরায় শুনাবে ॥ ৯৪

পা নাহি আমার কিন্তু চলি সর্ব্বক্ষণ।
দুই হাতে কাজ করি জানে সর্ব্বজন॥
চলিতে চলিতে শব্দ, করি হে সদাই।
কি জাতীয় পশু আমি, কহ দেখি ভাই ॥৯৫

শ্রীরামের পিতা রাজা দশরথ নাম।
বহুদিন গিয়াছেন তিনি স্বর্গধাম ॥
এখনও সে দশরথে দেখিবারে পাই।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা, একি শিশু ভাই ॥৯৬

এমন কি গাছ বল আছে এ ধরায়।
মজ্জা, ফল, ফুল যার সকলেই খায় ॥ ৯৭

বহুরূপী আমি, বল দেখি কিবা হই।
কখন সন্তুষ্টমনে শূন্য মার্গে রই ॥
কখন বা হই আমি গিরিশৃঙ্গবাসী।
কখন বা সাগর নদীর সঙ্গে মিশি ॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে মোর ভিন্ন ভিন্ন নাম।
বল কেবা আমি ওহে শিশু গুণধাম ॥ ৯৮

দেখায় প্রস্তর খানি সুন্দর কেমন।
যখন উহারে রাখি সুশীতল স্থলে ॥
উষ্ণ স্থলে যদি আমি করি হে স্থাপন।
তখনি হইবে উহা পরিণত জলে ॥ ৯৯

এমন কি ফল বল আছে এ ধরায়।
তোলে যদি কেহ তার মরণ বুঝায় ॥
কহে কবি নবীন হিঁয়ালি প্রবন্ধ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ ॥১০০

নিন্দুক।

নিন্দুক যে কোন্ স্থানে অবস্থিত, মানবসমাজকে কি চক্ষে দেখিতেছে, তাহা ভরসা করি অনেকেই জানেন। মানব সমাজের মূলবন্ধন প্রীতি, নিন্দুকের হৃদয় সেই প্রীতি হইতে বঞ্চিত। সে প্রীতিশূন্য চক্ষে জগতের দিকে চাহিয়া কেবল দোষই দেখে, কেবল দোষেরই আলোচনা করিতে করিতে তাহার মন এত বিকৃত—এত নীচত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কাহারও প্রশংসা শুনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। পেচক যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের বিমল আলোক সহিতে পারে না, ঘন অন্ধকারই তাহার বাঞ্ছনীয়; নরক-কীট ফুলের সৌরভ সহিতে পারে না, পূতি-গন্ধময় নরকই তাহার বাঞ্ছনীয়; আর পরনিন্দায় অভ্যস্ত নিন্দুক পরের

সুখ্যাতি সহিতে পারে না, পরনিন্দাই তাহার বাঞ্ছনীয়। আবার এজগতে সকলের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা আছে—কোনও কার্য্য যত বড়ই হউক না কেন তাহার অবশ্য শেষাংশ আছে, কিন্তু নিন্দুকের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহার কার্য্যের "উপসংহার" নাই! সে চিরদিনই পরনিন্দা করে, নিন্দা করিবার সুযোগ পাইলে সে কাহাকেও ছাড়ে না; তাহার চরিত্র বিশেষ জানিয়াই কবি বলিয়াছেন,

"পরদোষ তোমার নিকটে যেই কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়।"

পরনিন্দা অভ্যাস হইলে মানুষ এত অসংযত—এত নীচ হয় যে বিনাকারণে সাধুব্যক্তিগণের নিন্দাবাদ করে! পরের কুৎসা, পরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হয়! গুণানুরাগ ও পরের যশঃকীর্ত্তনে ক্ষমতাপন্ন মানবের পক্ষে ইহা যে কি অবনতিকর, কি শোচনীয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

নিন্দুকের অর্থ সমালোচক নহে—কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলেও সমালোচক "নিন্দুক" কখনই নহেন। নিন্দুকের উদ্দেশ্য অতি নীচ, সমালোচকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সমালোচক মানবের দোষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানবকে তাহার ভ্রম বা ত্রুটি দেখাইয়া দিলে সে সংশোধিত হইবে, এই আশয়ে; নিন্দুক মানবের দোষ প্রকাশ করে, দোষী সাধারণের নিকট ঘৃণিত হইবে—জগতে তাঁহার অপযশ হইবে এই এই আশয়ে। সমালোচক ন্যায়-পরায়ণ; তিনি সংসারকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, সংসার যাহাতে সুখের আগার হয়, তাহাই করিতে চাহেন; নিন্দুক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত, সে সংসারের প্রতি স্নেহ-মমতা-শূন্য, মানবকে ঘৃণার চক্ষে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। সমালোচক স্বার্থশূন্য, তাঁহার কাজের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য-পালন; নিন্দুক কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য, তাহার কাজের উদ্দেশ্য নিজের হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। সমালোচক মানব সমাজের উপকারী বন্ধু, নিন্দুক অপকারী শত্রু। পরার্থ-পরতা ও স্বার্থপরতায় যে রকম প্রভেদ, দেবতা ও পিশাচে যে রকম প্রভেদ, সমালোচক ও নিন্দুকে সেই রকম প্রভেদ। সমালোচককে যে নিন্দুক বলিবে, সে ভ্রান্ত।

সমালোচক মানবের অতি প্রয়োজনীয়—সমালোচক অভাবে মানব-জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। নিজে আত্মানুসন্ধান করিয়া আপনার দোষ চিনিয়া বাহির করিতে অতি অল্পলোকেই পারেন; আত্মদর্শনে সূক্ষ্মদর্শী নরনারী ব্যতীত এরূপ ক্ষমতা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এই সকল কারণে আমরা সমালোচকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভব করি। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য উন্নতি, সমালোচক সেই উন্নতি-

সাধনের পক্ষে প্রধান সহায়। অতএব যিনি আমাদিগের জ্ঞান, চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভ্রম ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তাহা সংশোধনের উপায় বলিয়া দেন, আমাদের প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তিনিই। "বন্ধু" শব্দ প্রয়োগ করিবার সময়ে আগে তাঁর নামই প্রযোজ্য।

কিন্তু সমালোচক হওয়া সাধারণের সাধ্য নহে। উপযুক্তরূপে আত্মগঠন না করিলে কেহ সমালোচক হইতে পারে না। যতদিন হৃদয় হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির অতীত না হয়, যতদিন বিচার শক্তি উপযুক্তরূপে বিকাস প্রাপ্ত না হয়, যতদিন পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, যতদিন গভীর প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় ব্যক্তিবিশেষের অথবা জনসমাজের মঙ্গলানুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারা যায়, ততদিন মানব অন্য যাহা হউন—কদাপি সমালোচক হইতে পারেন না। সমালোচকীয় কর্ত্তব্য অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত, অসংযত ও অনভ্যস্ত মানব সহসা এই ভার গ্রহণ করিলে "নিন্দুক" হইয়া পড়ে। তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে "শিব গড়িতে বাঁদর" হইয়া থাকে।

এ জগতে নিন্দুক সমালোচকের বিকৃতি। তদ্ভিন্ন হিংসা ও অহঙ্কার, পক্ষপাতিতা হইতেও নিন্দুকের উৎপত্তি হয়। নিন্দুক যে কারণেই আবির্ভূত হউক না কেন, সে যে মানবসমাজের পরম শত্রু, এ কথা বলা বাহুল্য। পাপাত্মাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিবার সময়ে নিন্দুকেরা নরহন্তাদিগের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য নরহন্তাদিগের কার্য্য হইতে কম ক্ষতিকর নহে। পতিপ্রাণা সীতা দেবী কাহার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন? ঈশা, সক্রেটিস কাহার জন্য প্রাণদণ্ড পাইয়াছিলেন? ধর্ম্মপ্রাণা মীরা বাই কাহার জন্য গৃহচ্যুতা হইয়াছিলেন? কেবল নিন্দুকের জন্যই। আরও বলি নরহন্তা মানবের প্রাণ বিনাশ করিয়াথাকে, কিন্তু প্রাণের অপেক্ষা মান অধিক আদরেরও গৌরবের জিনিষ। নিন্দুক মানবের সেই সুযশে কলঙ্ক দিয়া থাকে। এতাদৃশ অপকারী ব্যক্তিকে নরহত্যাকারী ব্যক্তির অপেক্ষা অল্প ক্ষতিকারক বলিব কি করিয়া?

নিন্দুক মানব জগতের এরূপ দারুণ ক্ষতি করিলেও তাহার মত দুর্ভাগ্য অতি অল্পই আছে। সে পরের ক্ষতি করিতে গিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। মহাত্মা এপিক্‌টিটাস্ বলিয়াছেন "মানুষ আমার অনিষ্ট করিয়া নিজেরই অপকার করে, তবে আমি তাহার অপকার করিয়া নিজের ক্ষতি করিব কেন?" নিন্দুকের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। নিন্দুক পরের নিন্দা করিয়া, পরের সুযশে কলঙ্ক দিয়া নিজে নিন্দিতের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কেবল রাগ

হয় না, দুঃখও হয়—আহা! নিন্দুক বড় কৃপাপাত্র!

নিন্দুক নিন্দিতের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিসে? সে পরের হৃদয়ের দূষিত—ঘৃণিত পদার্থ সকল গ্রহণ করে বলিয়া তাহার হৃদয় অন্ধকূপ হইয়া থাকে। ক্রমাগত পরের দোষ আলোচনা করিতে করিতে তাহার গুণগ্রাহিতা শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। তাহার অসংযত হৃদয়, অশাসিত রসনা কত সময়ে নির্ম্মল-চরিত্র সাধু ব্যক্তির দোষ—মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করিয়া আত্মাকে মহা পাপ পঙ্কে ডুবাইয়া থাকে! তাই বলিতেছি নিন্দিত ব্যক্তি যদি প্রকৃত দোষী না হন, তবে নিন্দুকের অত্যাচারে তিনি যতই বাহ্যিক ক্ষতিগ্রস্ত হউন না কেন, নিন্দুকের মানসিক ও নৈতিক ক্ষতি তাহার অনেক উপরে।

পরনিন্দায় মহাপাপ, মহানীচত্ব জন্মে। ভারতীয় আর্য্যগণ এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে নিন্দুকের বিষয়ে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাও সংক্ষিপ্তরূপে লিখিলাম। এখন কথা এই যেখানে ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ প্রীতির অনুরোধে পর নিন্দা করিতে হয়, যেখানে পরনিন্দার উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজের হিতসাধন, যেখানে পর নিন্দার উদ্দেশ্য "সুশীল! গোপালের সহিত বেড়াইওনা, গোপাল বড় খারাপ ছেলে" এইরূপে ব্যক্তি-বিশেষকে সাবধান হইতে বলা, সেখানে পরনিন্দা নীচ বা পাপ কার্য্য কখনই নহে। শরীর রক্ষার্থে তিক্ত জিনিষও আবশ্যক হয়, সমাজ-শরীর রক্ষার্থে দোষ আলোচনারও আবশ্যক হয়।

এখন বলি পাঠিকা ভগিনি! "অনেক বঙ্গবাসিনী পরনিন্দা করিতে ভালবাসে" বলিয়া বাঙ্গালির মেয়েদের এক অখ্যাতি শুনা যায়। এ কথা সত্য কিনা, এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিবার সময় এখন নহে—কারণ পরের সহিত তর্ক বিতর্ক করা অপেক্ষা আপনাদের জীবন ভাল করিয়া গড়িতে পারাই মানুষের শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বঙ্গবাসিনী-দিগের জীবনে যেন ঐ অখ্যাতির অসত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়, আমরা জগদীশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি। নিন্দুকের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিন্দার নীচত্ব জানিয়া বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে কেহ যে "নিন্দুক" হইবেন—তাঁহাদের জীবনে "অনেক ক্রটি লক্ষিত" হইলেও—আমি তাঁহাদিগকে ততদূর "অপদার্থ" মনে করিতে পারি না।

শ্রীমা।

অস্ত্রচিকিৎসা।

অস্ত্রচিকিৎসার নাম করিলেই ইংরাজী ডাক্তারগণের অস্ত্র চিকিৎসা বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে অন্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও অস্ত্র চিকিৎসা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং অদ্যাপি কতকগুলি অস্ত্রের চিত্র পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্ত্র চিকিৎসা, ইংরাজীই হউক, আর হিন্দুই হউক, বাহ্য দর্শনে অতীব ভয়ানক। যে কোন ঘটনা ক্লেশকর, হিন্দুর দেশে তাহাই আসুরী ঘটনা বা আসুর কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই জন্য অস্ত্র চিকিৎসাকেও আসুরী চিকিৎসা বলা হয়।

অঙ্গ বিশেষে স্ফোটক হইয়াছে, বেদনা ও যন্ত্রণার পরিসীমা নাই,—যন্ত্রণায় আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে, অষ্ট প্রহর রোগীর কাতরধ্বনিতে পার্শ্ববর্ত্তীর অশ্রুপাত হইতেছে, এমন অবস্থায়, তাহার উপর মৃদুতম ফুৎকার সহে না,—সেই স্ফোটকের উপর অস্ত্রাঘাত কি ভয়ানক দৃশ্য! কেবল অস্ত্রাঘাত নহে, ডাক্তার মহাশয়ের দেহে যত বল আছে, তাহার সম্যক্ প্রয়োগ সহকারে সেই কর্ত্তিত স্ফোটক নিষ্পীড়ন করিতেছেন, অর্থাৎ টিপিয়া দিতেছেন, ইহা দেখিলে ডাক্তার মহাশয়কে ভয়ানক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর না বলিয়া থাকা যায় না। ফলতঃ অস্ত্রচিকিসা যে, কি কাণ্ড, প্রত্যক্ষদর্শনকারী ভিন্ন তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন না—লেখনীতে বর্ণনা করা অসম্ভব। যাহাহউক, এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিণাম, জীবের মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বোঝাই গাড়ীর মাচান চাপা পড়িয়া কোন ব্যক্তির জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া মচ্‌কান সাঁড়কের ন্যায় অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল! যন্ত্রণায় মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতেছে, ধনুষ্টঙ্কার হইয়া আশু প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় কোন ডাক্তার হাত-করাত দিয়া ভগ্ন জঙ্ঘাস্থির বহির্গত অংশ কাটিয়া দিলেন, কর্ত্তন ও কর্ত্তিত মুখ চর্ম্মমধ্যে প্রবেশন কালে ডাক্তার বাবুর প্রকাণ্ড দেহ ঘর্ম্মে প্লাবিত হইল,—পাঠক পাঠিকাগণ কল্পনায় অনুভব করুন, তখন রোগীর কি অবস্থা! যাহাহউক, এই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষম হইল। এই প্রকার চিকিৎসার নাম, আধিভৌতিক অস্ত্র চিকিৎসা।

আমরা এক্ষণে মহাভারত হইতে একটী আধ্যাত্মিক অস্ত্র চিকিৎসার প্রকরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইহা অরণ্য পর্ব্বের অখ্যায়িকা। সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা অপরাহ্লে কোন স্থানে উপনীত হই-

গেন। সমস্ত দিন অনাহারে, ক্ষুৎ-পিপাসায় সকলেই অতি কাতর। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাধিরাজ চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাণী দ্রৌপদীর সহিত ভীমার্জ্জুনসদৃশ ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়াও বনমধ্যে আজ জঠরের জ্বালায় ব্যাকুল। কাল-বশে আজ তাঁহাদের দুর্দ্দিন।

"চিরদিন কখনও সমান না যায়,

* * * * * *

অদৃষ্টেরই গুণে, কি হবে তা জেনে, পাণ্ডু পুত্র পাশায় হেরে গেল বনে, অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়।"

সেই দাসত্বের পূর্ব্বাবস্থায় আজ এই ঘটনা উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে আহার অন্বেষণ হইতে লাগিল। কোথাও কিছু মিলে না, বহু সন্ধান ও বিস্তর উৎকণ্ঠার পর হঠাৎ দেখা গেল একটা আম্র-বৃক্ষের অগ্রভাগে একটী মাত্র বৃহৎ আম্রফল পরিপক্কাবস্থায় দোদুল্যমান। যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে অর্জ্জুন মহাশয় গাণ্ডীবে শর যোজনা করিয়া সেই অপূর্ব্ব ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিলেন। যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অসময়ের অপূর্ব্ব ফল আমরা ছয়জনে ভোজন করি ; কিন্তু এই সময়ে প্রাণসখা কৃষ্ণ এখানে উপ-স্থিত থাকিলে তাঁহাকেও ইহার অংশ দিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিতাম। দৈবচক্র দুর্জ্জ্ঞেয়! সহসা কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের আনন্দের সীমা নাই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণসমীপে সমস্ত দিনের বিবরণ বর্ণন করিয়া অবশেষে আম্র ভোজনের অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন।

কৃষ্ণ সমস্ত বিবরণ শ্রবণান্তে বিষণ্ণ-ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আজ পাণ্ডবকুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপ-নাদের দুর্দ্দৈব অতিশয় বলবৎ। এই আম্র ফল সকল অনর্থের মূল। কোন উগ্রতপা ঋষি এই বনে বাস করেন। তিনি স্বকার্য্যসাধনে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। বোধ হয় আগতপ্রায়। তাঁহার তপঃ প্রভাবে প্রতিদিন এই বনে একটী করিয়া আম্রবৃক্ষ জাত হইয়া এই-রূপ একটী মাত্র ফল ধারণ করে। তিনি সমস্ত দিন তপশ্চর্য্যার পর সায়ংকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ ফল ভোজন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়া থাকেন। অদ্য এই ফলটী আপনাদিগকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে অভিসম্পাতে আপনারা সবংশ বিনষ্ট হইবেন।

এই কথা শুনিয়া ভীমাদি পাণ্ডবগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন, এক্ষণে উপায়? কৃষ্ণ কহিলেন, উপায় দেখি-তেছি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিপত্তির মধুসূদন তুমি উপস্থিত থাকিতে আমরা এই বিপদে পতিত হইব, ইহা কেমন কথা ভাই? কৃষ্ণ কহিলেন, একমাত্র উপায় আছে ; কিন্তু তাহা অবলম্বন করা বড় কঠিন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,

যতই কঠিন হউক, তাহা আমাদিগকে আশ্রয় করিতেই হইবে। এক্ষণে অগ্রে বল, কি করিতে হইবে? কৃষ্ণ কহিলেন, যদি আপনারা অকপটে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ফল পুনরায় যথাস্থানে সংযোজিত হইবে।

এই কথা শুনিবামাত্র, যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার মনের ভাব এই, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া নিরন্তর যাগযজ্ঞ করি, সাধুসজ্জনের সহবাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা করি এবং আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্ব্বকার্য্যে তোমারে পাই। এই কথার পর, সেই আম্র ফল ভূমিহইতে কিয়ৎদূর উত্থিত হইল। অনন্তর মধ্যম পাণ্ডব ভীম কহিলেন, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে যে উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই উরু এই গদার আঘাতে ভগ্ন করিব এবং যে দুঃশাসন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, এই নখরে তাহার বক্ষ বিদারিত করিয়া কবোষ্ণ* বক্ষশোণিত পান ও রক্তরঞ্জিত হস্তে কৃষ্ণার বেণী সংহার† করিব, ইহাই আমার মনের ভাব। আম্র ফল আরও কিয়ৎদূর উত্থিত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন নকুল সহদেব আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলে ফল প্রায় স্ববৃন্তের নিকটবর্ত্তী হইল। এখন দ্রৌপদীর পালা। দ্রৌপদীও আপনার মনের কথা বলিলেন; কিন্তু ফলটী আর ঊর্দ্ধে গমন না করিয়া ভূপতিত হইল! কি সর্ব্বনাশ!

এখন পাণ্ডব বংশ রক্ষা করার ভার দ্রৌপদীর হস্তে। পঞ্চপাণ্ডব স্তম্ভিত হইলেন। কৃষ্ণ মনে মনে হাসিতেছেন। পাণ্ডবগণ মনের কথা বলিবার জন্য দ্রৌপদীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী লজ্জায়, ক্ষোভে,অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া কৃষ্ণের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, সখে কৃষ্ণ, এই কি তোমার মনে ছিল? আমার মনে কি আছে, তুমি কি তা জান না? তাই সেই কথা বলাইয়া আমাকে মর্ম্মাহত করায় কি তোমার সুখ হইতেছে? কৃষ্ণ কহিলেন, তোমার মনে কি আছে না আছে, আমি তা কিরূপে জানিব? সত্য কথা ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মশাপ হইতে পাণ্ডবকুল রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, কর; না হয়, করিও না; আমি কি করিব? এই কথায় বিস্ফোটকে অস্ত্রাঘাত করিলে শরীরে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, দ্রৌপদীর মনে তদপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাঞ্চালি, মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিয়া নিদারুণ ব্রহ্মশাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। অতএব তাহা ব্যক্ত করিতে আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করিও না, সত্বর বল; ঋষির আগমন কাল আসন্ন। তখন দ্রৌপদী অনন্যো-

* ঈষৎ উষ্ণ।
† বন্ধন।

পায়া হইয়া অগত্যা কহিলেন, কৃষ্ণ, তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর আর কেহই নাই। তোমার এই কুটিল চক্রের ঘর্ষণে আজ অবলার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। আমার মনের কথা এই,—এই বলিয়া মনের একটী লুক্কায়িত গূঢ় মলিন বাসনা প্রকাশ করিলেন। এই ব্যাপারের কিরূপ উপসংহার হইয়াছিল, তাহার বর্ণন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেটুকু, তাহা এই, দ্রৌপদীর ঐ কথার পর আম্র ফল বৃন্তে গিয়া সংযোজিত হইল। পাণ্ডবদিগের ব্রহ্মশাপ-শঙ্কার নিরসন হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, দ্রৌপদী সম্বন্ধে কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিলেন। বস্ত্র হরণ, দুর্ব্বাসার পারণ প্রভৃতি ঘটনায় দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণ যেরূপ দয়ার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সাধারণের এই সংস্কার আছে যে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীর পরম সখা,—দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণ-কৃপার সীমা নাই। সেই দ্রৌপদীর প্রতি সেই কৃষ্ণের আজ একি ভাব! আমরা বলি, রোগীর প্রতি অস্ত্র-চিকিৎসকের যে ভাব, আজ প্রিয়সখী দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণের সেই ভাব। যে সকল পাপ-চিন্তা মানুষের হৃদয়ে লুকায়িত থাকে, তাহাই অন্তরের বিস্ফোটক। তাহা নিষ্পীড়িত ও বহির্গত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে হৃদয় সুস্থ ও বিশুদ্ধ হয় না, হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহাতে ভক্তির স্থান হয় না। হৃদয়ে ভক্তি না হইলে জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। এই জন্য ভক্তি শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

অন্যাভিলাষ পরিশূন্য না হইলে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সহজ প্রেম সাধন হয় না। অনুকূল অনুশীলনই শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তিই কৃষ্ণাকর্ষণী শক্তিরূপা। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বড়ই ভাল বাসেন। দ্রৌপদীকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার করিয়া লইবেন এই জন্যই আজ দ্রৌপদীকে অস্ত্র-চিকিৎসা করিলেন। কৃষ্ণ অস্ত্র-চিকিৎসকটী মন্দ নহেন!

বরাহনগরের পারিতোষিক বিতরণ।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি বরাহনগর ফিমেল বোর্ডিং ও বিধবাশ্রমের পারিতোষিক বিতরণ সমাধা হইয়া গিয়াছে; ডেলিনিউস সম্পাদক মাননীয় উইলসন সাহেব, জাতীয় বেঙ্গল সমিতির সেক্রেটরী মিসেস গ্র্যাণ্ট, মিস ক্রাইপার, জেনানা মিসনের মিস হাইটিন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ এবং কুমার দৌলত

চন্দ্র রায়, বাবু কিরণচন্দ্র রায় জমীদারগণ, বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু বিনোদলাল ঘোষ, বাবু কেদারনাথ গাঙ্গুলী ডাক্তার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপে সাহায্য করিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র সেন সভাবাজার সেনবংশীয়, ২টী রৌপ্য পদক মূল্য ২০৲; বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমীদার, বরাহনগর, ১ থান রামপুর চাদর ; বাবু নীমচাঁদ মৈত্র বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা ১ থান তসর কাপড় ; রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর ১ খান র‍্যাপার ; কুমার দৌলতচন্দ্র রায় ইংরাজি পুস্তক মোট মূল্য ৩০৲; বাবু কেদারনাথ গাঙ্গুলী (ডাক্তার) ১টী টাইমপিশ ; বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জমীদার, ১ থান তসর কাপড় ; বাবু বিনোদলাল ঘোষ, ভাইসচেয়ারম্যান, পুস্তক ও জ্যাকেটের কাপড় মূল্য ১০৲; বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিপিনবিহারী পাল, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ও বাবু কানাইলাল ঘোষ বাঙ্গালা পুস্তক ও ইংলণ্ড হইতে আনীত পুতুল, বাক্স ও পুস্তক, মিসেস গ্র্যাণ্ট পুস্তক বাক্স ও নগদ ১০টী টাকা, মিস ক্রাইপার ৪৲ এবং একটী হিন্দু-মহিলা (যাঁহার নিজ নাম বা স্বামীর নাম অপ্রকাশ্য) নগদ ১০৲ টাকা দয়া সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কুমার দৌলতচন্দ্র রায় মহোদয় ১০০০৲ টাকা এককালীন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এই বিদ্যালয় ও হিন্দু-বিধবাশ্রমের উপকারিতা সাধারণ হিন্দুগণের ও হিন্দু-সমাজ নেতৃগণের বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া আমরা সাতিশয় আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইতেছি। ইহাতে পাশ্চাত্য জাতির বিশেষ দৃষ্টি, সাহায্য ও সহানুভূতি আছে। কিন্তু শুদ্ধ তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না। স্বদেশীয় লোকের সাহায্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে আশা করা যাইতেছে যে, মঙ্গলময় জগদীশ্বর উত্তরোত্তর ইহার উপকারিতা বৃদ্ধি করিবেন এবং যাঁহার দেশ-হিতৈষিতা গুণে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও পরিপুষ্ট হইতেছে, অচিরে তাঁহার সাধু-ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়, তখন বরাহ নগর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। এমন কি স্থানীয় অনেকেই ইহার বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণে ইহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৮-৭২ শালে এই নগরের দক্ষিণভাগে কুঠীঘাটায় একটী শাখা বিস্তার করে। পরে ১৮৮৭ শালে নিরাশ্রয়া হিন্দু বিধবা-দিগের জন্য একটী আশ্রম ও একটী বোর্ডিং বিভাগ ইহাতে সংযোজিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা, স্ত্রীজাতির মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে থাকিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়া যাহাতে দীনহীনা বিধবাগণ আপন

আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, বিধবাশ্রমে তাহারই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয় সকল এই স্কুলে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তদ্ভিন্ন রন্ধন,সীবন, শাক সবজীর চাষ, সাধারণ পীড়ার চিকিৎসা ও গার্হস্থ্য-শৃঙ্খলা প্রভৃতি যে সকল বিষয় শিক্ষা করিলে বালিকারা বড় হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলে আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন ও সুখ স্বাস্থ্য বিধান করিতে পারেন, এখানে তৎ-সমুদায় বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে নানাবিধ উপদেশ দিয়া হিন্দুরমণীদের আচরণীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ ও ড্রইং রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড লান্সডাউন আগামী ৩রা এপ্রেল সস্ত্রীক সিমলা যাত্রা করিবেন, পথে রেওয়া রাজ্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।

২। কটক মেডিকেল স্কুলে ৫টী ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। ঢাকা ও পাটনাতে ছাত্রী গ্রহণের চেষ্টা হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশে দিন দিনই (ডাক্তারীতে) স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। একজন কাফ্রী রমণী মম্বাসার হাঁসপাতালে চাকুরি লইয়া গিয়াছে।

৩। বিগত কার্ত্তিক বারুণী মেলা হইতে একজন ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক তাঁহার শিশু সন্তানটী লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নৌকার মুসলমান মাজি তাঁহাকে অসহায় ভাবিয়া ধলেশ্বরী নদীর পর পারের চড়ে নৌকা লইয়া যায়। চড়ের উপরে স্ত্রীলোকটীকে ফেলিয়া দা দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করে। পরে নৌকার জিনিষ পত্র ও শিশুটীকে লইয়া প্রস্থান করে। ঘটনাক্রমে একটী ভদ্রলোক এই মৃতপ্রায় দেহ দেখিতে পাইয়া হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। কিন্তু মাজি ও শিশুটীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

৪। মহারানী ভিক্টোরিয়া চিকাগো প্রদর্শণীতে তাঁহার স্বহস্ত রচিত কয়েক-খানি ছবি পাঠাইয়াছেন।

সমস্তিপুর বালিকা-বিদ্যালয়।

স্বদেশবৎসলা বিদ্যোৎসাহিনী শ্রদ্ধেয়া ভগ্নীগণ

সমীপেষু:—

শ্রদ্ধেয়া প্রিয়ভগ্নীগণ !

বৎসরত্রয় অতিবাহিত হইল, অত্রত্য ভদ্র মহোদয়দিগের বিশেষোদ্যমে ভগবানের কৃপায় এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনাদের এই দরিদ্রা ভগ্নী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়াছে। রেলওয়ে হইতে এই বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক অভাব আছে।

আপনারা ২।৪ আনা করিয়া সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলে সে অভাব পূরণ হইবে। আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি।

সমস্তিপুর বালিকাবিদ্যালয়
৯ই ফেব্রুয়ারি

আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী
শ্রীমতী সুমতি মজুমদার

বামারচনা।

পতিতোদ্ধারিণী। *

"মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে বিফলে মিশিবে কেন ?"

১

যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে,
কখনো সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘর বাড়ী আমাদেরি তরে,
যে পড়ে তাহার ঠাঁই নয় !

২

অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙিবে,
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কভু উঠিতে চাহিবে,
ছিছি, তার হাত না ধরিব !

৩

সুখের সাধক মোরা—আত্ম-সুখ-দাস,
সে পতিত পথের কাঙ্গালী—
তার তরে নাই—ক্ষমা, করুণা, আশ্বাস ;
আছে শুধু পদাঘাত, গালি !

৪

এই আমাদের নীতি—চিরদিন সবে
পতিতেরে পায়ে দ'লে যাই—
আমাদের কত পাপ—সীমা নাহি হবে,
তার পানে কভু নাহি চাই !

৫

এখানে সহসা কি এ,—কোন্ দেবী এলে,
মরদেশে স্বরগের বালা—
তুমি কি কাটিয়া শির, রক্ত-স্রোত ঢেলে
জুড়াইবে পাতকীর জ্বালা ?

৬

এই সব পতিতার অশ্রুমাখা-তাপ,
ভেসে কি গো স্বরগে গিয়েছে ?

---

* বঙ্গজননীর যে দুহিতা পতিতোদ্ধার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই কবিতা সাদরে তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত হইল।—লেখিকা।

পতিতপাবনী, তাই মুছাইতে পাপ
তোমারে কি পাঠায়ে দিয়েছে ?

৭

তাই কি স্বরগ মেয়ে দেখা দিলে আসি
আমাদের নিঠুর ভবনে,
পতিতারে কোলে নাকি নেবে ভালবাসি
মা'র স্নেহে—ভগিনী-যতনে ?

৮

ওদের কি ক্ষমা আছে, আছে কি মুকতি,
আছে উষা, কাল নিশি প'রে ?
পতিতপাবনী মা কি অগতির গতি,
ওদেরো কি দয়া স্নেহ করে ?

৯

মুছিলে পাপের ধূলি ওরাও কি কভু
মা'র কোলে পারিবে যাইতে ?
নরকের কীট হোক্—মা'র প্রাণ তবু
"মা" বলিলে পারে না থাকিতে ?

১০

কও দেবি, কও তুমি, কি অমিয়া-ধারা
ঢেলে দিলে নীরস হিয়ায় ?—
ফুটিছে অমার রেতে এযে শুকতারা,
তটিনী বহিছে সাহারায় !

১১

অন্ধ আমি মন্দমতি কখনো বুঝিনে
জগতের সবি ভাই বোন ;
অধম পাতকী আমি আপনা খুঁজিনে,
পর-পাপে ফিরাই আনন !

১২

তুমি প্রাণ দিবে যদি পতিতার তরে,
আমরা কি দাঁড়ায়ে রহিব ?—
অণু, রেণু, কণা হই, তবু মা'র তরে
যাহা পারি তাহাই করিব।

১২

ও অমৃত মন্ত্র বলে উঠিবে জাগিয়ে
এই মৃত কোটী কোটী প্রাণ,
অহঙ্কার অবিচার যাবে পলাইয়ে,
হব সবে মায়ের সন্তান।

১৪

মা'র সে অমৃত ধামে কে কে যাবি আয়—
ছোট বড় ভেদ সেথা নাই,
সবারি পরাণে ব'বে ত্রিদিবের বা'য়,
সবে হ'ব বোন আর ভাই ?

১৫

চল দেবি ! আগে চল, স্বরগের বালা !
ক্ষুদ্র মোরা, পিছনে রহিব,
তুমি জুড়াইয়ে দিও পাতকীর জ্বালা,
আমি মা'র নাম শুনাইব !
দেহ মোর যেথানে রহিবে,
হৃদি প্রাণ তোমারি হইবে !
জীবন মরণে নাহি ভয়,
জয় বিশ্ব-জননীর জয় !

প্রিয়প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৯ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৯—এপ্রেল ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ষ শেষ—এই চৈত্র মাসে ১২৯৯ সাল শেষ হইল, আগামী বৈশাখ হইতে ১৩০০ সাল লিখিতে হইবে। এক এক শতাব্দীর আরম্ভ ও শেষ ইংরাজদের দেশে অতি মহৎ ঘটনা, তদুপলক্ষে কত ধুমধাম হয়! নববর্ষের ন্যায় নব শতাব্দীকে বিশেষ স্মরণীয় করিবার চেষ্টা করা আমাদেরও কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-উকীল—জাপানের সর্ব্বপ্রথম আইনজ্ঞ রমণীর নাম শ্রীমতী টেল-সোনা। তিনি ইংলণ্ড দর্শন করিতে গিয়াছেন।

ভারতের আশা—ভারত হিতৈষী ওয়েডারবরণ সাহেব পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। দাদাভাই ও তাঁহাতে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে এ দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবেন।

হোম-রুল—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব অনেক দিন হইল আয়র্লণ্ড শাসনের জন্য হোমরুল নামে স্বতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রণয়ন করেন। ইহা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য এখন তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। পার্লেমেণ্টে ইহার আলোচনা হইতেছে। লর্ড সালিসবরী-প্রমুখ তাঁহার বিপক্ষ দলও ইহা যাহাতে ব্যর্থ হয়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

দান—মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। বেথিয়ার

মহারাজা ও মুর্শিদাবাদের নবাবও এই রূপ দান করিয়াছেন। গড়ের মাঠে সেনাপতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে।

মেয়ে ডাক্তার—কুমারী মার্স এম, ডি, আগ্রার স্ত্রী-হাঁসপালে কার্য্য করিতেছিলেন, এখন বেথিয়া মহারাজের স্ত্রী-হাঁসপাতালের তত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার—ভারতীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধি সকল যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বঙ্গদেশীয় সভা ১০ জন রাজকর্ম্মচারী ও ১০ জন প্রতিনিধি লইয়া শীঘ্র নূতন আকারে গঠিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, বণিক্‌সমিতি প্রভৃতি হইতে প্রতিনিধি গৃহীত হইতেছে। ভারতীয় সভা আগামী বর্ষে গঠিত হইবে। এই মহৎ পরিবর্ত্তন যে জাতীয় কন্‌গ্রেসের আন্দোলনের ফল, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্য-বালক—ভাগলপুরের জমিদার ভাগলু সিং শিকারে গিয়া জঙ্গল হইতে এক বন্য বালক ধরিয়া আনিয়াছেন। সে চারি পায়ে চলে, কাঁচা মাংস ও ভেক প্রভৃতি খায়। ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল, কোনও মতে ঔষধ খায় নাই, কিন্তু জলাশয়ের জল পেট পূরিয়া খাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে, কথা কহিতে পারে না। বালকটী এখন বাজিতপুরে আছে।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম।

বোধ হয় মানবের সৃষ্টি অবধিই পৃথিবীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। অনেক জাতির ধর্ম্মপুস্তকে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। হিন্দু চিন প্রভৃতি জাতি ইহা এক প্রকার অসংখ্য বৎসর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মতে ৬০০০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। যতদিন য়ুরোপখণ্ডে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হয় নাই, ততদিন তত্রত্য লোকে বাইবেলের এই মতের পোষকতা করিত। কিন্তু যতই বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের মন হইতে পূর্ব্বসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। ভূতত্বশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে এক এক স্তর নির্ম্মাণের কাল লক্ষ লক্ষ বৎসর। পৃথিবীর নিম্নস্তরে যে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে,তাহাতে মানবজাতিরই সৃষ্টিকাল

লক্ষ বৎসর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি ডাক্তার ওয়ালেস নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনূ্যন (২,৮০,০০,০০০) দুইকোটী আশীলক্ষ বৎসর। তাঁহার মতে পৃথিবীর জমির কালি৫,৭০,০০,০০০ পাঁচকোটী সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল। উপকূলের পরিমাণ একলক্ষ মাইল, সঞ্চিত জমীর প্রশস্ততা গড়ে ৩০ মাইল অর্থাৎ তিনকোটী বর্গ মাইল। গড়ে তিন হাজার বৎসরে এক ফুট জমি সমস্ত পৃথিবীতে প্রস্তুত হইতেছে। ধরাময় মেরু স্তরের গভীরতা ১৭৭২৮০ ফিট, এই হিসাবে দুইকোটী অশীতি সহস্র বর্ষে জমি প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে এক একটী স্তর প্রস্তুত হইবার সময় পৃথিবী এক একবার জলমগ্ন হয়। হয় এককালে নতুবা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সমস্ত ভূখণ্ড জলমগ্ন হইয়াছে। এই নিমজ্জন ও উন্মজ্জনের দেদীপ্যমান চিহ্ন সকল স্তরে স্তরে প্রকটিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বতের উপর সামুদ্রিক জন্তুদিগের এবং সমুদ্রগর্ভে ভূচরদিগের দেহাবশেষ এই জলপ্লাবনের সাক্ষ্য দিতেছে।

নিদ্রা।

আধুনিক বিজ্ঞানবিৎদিগের মতে শরীরস্থ শৈরিক কন্দরে জলাতিশয্য নিবন্ধনই নিদ্রা হইয়া থাকে। শিরা ও ধমনী সকল বহুক্ষণব্যাপী শ্রমদ্বারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলেই তাহাদিগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জলপ্রবাহের সঞ্চার হয়। ইহার কারণ—শরীরস্থ বাষ্প ও শ্বাস যন্ত্রের বিকলতা প্রযুক্ত শ্বাস বায়ুর আংশিক রোধ এবং কার্য্যকালে শৈরিক পদার্থ বিশেষের জলরূপে পরিবর্ত্তন। এই শরীরস্থ জল জাগ্রদবস্থায় শ্বসন ক্রিয়ার সময় কতকটা বাষ্পরূপে বহির্গত হয়, কিন্তু অধিকাংশই নিদ্রাকালে তিরোহিত হইয়া থাকে। শারীরিক সম্প্রসারণ নিয়মে রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়া এই জল বহির্গত হয়। রক্তের যেরূপ অবস্থা, তদনুসারে ইহারও গতিক্রিয়ার সুবিধা বা অসুবিধা হয়। নিদ্রাকালে যে পরিমাণে শরীরস্থ জল বাষ্পকারে বহির্গত হইতে থাকে, ভুক্ত পদার্থ সকলের সারাংশ সেই পরিমাণ তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলে। জলের তিরোভাব ও তৎস্থান খাদ্যের সারাংশ দ্বারা পূর্ণ হওয়াতেই শারীরিক সংস্কার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অপচয়ের এইরূপ পূরণ দ্বারাই, ক্লান্ত দেহ পুনর্ব্বার সবল ও উদ্যমযুক্ত হইয়া উঠে। এই মহোপকারক ব্যাপার

নিদ্রাকালেই বিশেষরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে বুদ্ধিরও পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন জল যে পরিমাণে মস্তিক হইতে অন্তরিত হয়, বুদ্ধিও সেই পরিমাণে তৎস্থান পূর্ণ করিয়া থাকে।

রাজকবি লর্ড টেনিসন।

গত ৬ই অক্টোবর (১৮৯২) দিবসে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড টেনিসন কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম আলফ্রেড টেনিসন। ইনি খৃষ্টীয় ১৮০৯ অব্দে ৬ই আগষ্ট দিবসে সমারস্বি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ডাক্তার জি সি টেনিসন এই সময় উক্ত গ্রামস্থ ধর্ম্মমন্দিরের (রেক্টার) প্রধানযাজক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলফ্রেড কেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং শীঘ্রই তথায় কাব্য রচনা জন্য খ্যাতিলাভ করেন। যতই তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কাব্যশক্তির বিকাশ ও রচনামাধুরি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কাব্য রচনাশক্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উত্তরাধিকারী স্বরূপ "রাজকবি" (Poet Laureate) উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৪ অব্দে "ব্যারণ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক তিরাশী বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর রচিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কাব্য আছে, তাহার কয়েকখানি আমাদিগের উচ্চ বিদ্যালয় সকলে পাঠ্য পুস্তক মধ্যে প্রচলিত। ইহাঁর বিষয়ে কথিত আছে যে ইহাঁর অন্তিম পীড়াকালে একজন মহিলা ইহাঁর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হন, তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে দুইশত পাউণ্ড (প্রায় ৩০০০ টাকা) দেওয়া হয়, তিনি তৎসমুদায় রাজকবির অশীতিত্রয় জন্মদিনের উৎসব জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। লর্ড টেনিসন স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু ছিলেন এবং তাহাদের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে লেখনী চালনা করিয়াছেন। নারীগণ যেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন।

খগোল চিত্র।

ভূপৃষ্ঠের ন্যায় খগোল চিত্রেও কতকগুলি বৃত্ত কল্পনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের গতি স্থির করা যায়। ভূপৃষ্ঠের অনেকগুলি বৃত্তের

সহিত খগোলের অনেকগুলি বৃত্তের সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিবার
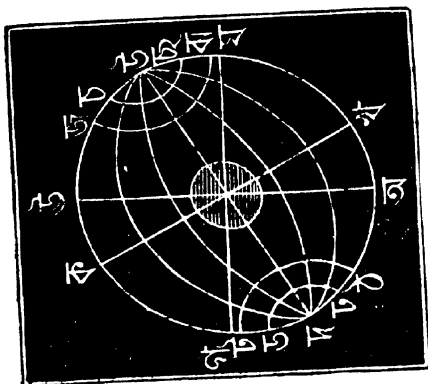
জন্য উপর প্রদর্শিত চিত্রে পৃথিবীকে মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিয়া বাহিরের বৃহৎ বৃত্তটীকে খগোল চিত্র স্বরূপ কল্পনা করা গেল। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে পৃথিবীর মধ্যদেশ দিয়া উত্তর দক্ষিণ ভাবে একটী রেখা অঙ্কিত করিলে ঐ রেখা যে যে স্থানে বৃহৎ বৃত্তটীকে স্পর্শ করে, ঐ স্থানদ্বয় খগোলের উত্তর এবং দক্ষিণ। এই দুইটীকে খগোলের সুমেরু ও কুমেরু বলা যাইতে পারে। আকাশের মধ্যদেশকে বেষ্টন করিয়া যে রেখা ভূগোলকে দ্বিভাগে বিভক্ত করে, তাহাকে বিষুব রেখা কহে, যথা ক খ। এই বিষুব বৃত্তাংশ ভূপৃষ্ঠের বিষুব বৃত্তাংশের সহিত মিলিত হইয়াছে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথে সূর্য্য যখন এই বৃত্তে সমাগত হয়, তৎকালে দিবারাত্রি সমান হয়, সেই জন্য ইহার নাম বিষুব বৃত্ত হইয়াছে। যে সকল ক্ষুদ্র বৃত্ত এই বিষুব বৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সমান্তরালভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সে সমস্তকে "অয়নবৃত্ত" কহে, যথা চছ, জঝ, টঠ, ডঢ। এই সমস্ত বৃত্ত দ্বারা সূর্য্য ও নক্ষত্রের অয়ন অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণাভিমুখ গতি নিরূপিত হয়। উ হইতে দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকে "হোরাবৃত্ত" কহা যায়, যেহেতু ইহাদের দ্বারা সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।*

সূর্য্য যে পথ দিয়া স্বীয় বার্ষিক গতি সম্পন্ন করে, উহাকে রাশিচক্র কহে। চিত্রে গঘ নামক বৃত্তাংশ রাশিচক্র বৃত্ত। রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে এক একটী রাশি আছে, সূর্য্য প্রতি মাসে এক একটী রাশিতে প্রবেশ করে +। সমস্ত বর্ষের মধ্যে

---

* পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০ অংশ ভ্রমণ করে; অতএব প্রত্যেক স্থান এক ঘণ্টায় ১৫ অংশ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে; সেই জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যে স্থান ১৫ অংশ পশ্চিম, তথায় ১ ঘণ্টা বিলম্বে সূর্য্যোদয় হইবে। যথা,—কলিকাতায় যখন মধ্যাহ্ন বা ১২টা, তখন বোম্বাই নগরে ১১টা হইবে। কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রায় ১৫ অংশ পশ্চিম।

+ শ্রাবণমাসে দক্ষিণায়ন ও মাঘমাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। আষাঢ় ও পৌষে কর্কট ও মকর সংক্রান্তি। আমাদের দেশে (উত্তর গোলার্দ্ধে) ১০ই আষাঢ় দিবা দীর্ঘ ও রাত্রি অত্যন্ত অল্প হয় এবং ১০ই পৌষ দিবা অত্যন্ত অল্প ও রাত্রি দীর্ঘ হয়। ১০ই আশ্বিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। এই দিবসকে বিষুব দিবস কহে। ১০ই চৈত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়। ঐ দিবসকেও বিষুব দিবস কহে। চৈত্র মাসের শেষ দিনকে মহাবিষুব সংক্রান্তি কহে, কারণ এই মাসে দিবা ও রাত্রি সমান হয়। অনেকে বলেন চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে পূর্ব্বে দিন রাত্রি সমান ছিল, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণকে ষড়শীতি সংক্রান্তি বলে।

সূর্য্যকে কেবল দুই দিবস, ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়। নতুবা মাঘ হইতে আষাঢ় ছয় মাস কিঞ্চিৎ উত্তরের দিকে, এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণের দিকে সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনকে অয়ন বলে।

দ্বাদশ রাশির নাম এবং সূর্য্য যে মাসে যে অয়নে ও যে রাশিতে গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অয়ন কাল	রাশির নাম	সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে প্রবেশ করে।
উত্তর অয়ন	মেষ	বৈশাখ
	বৃষ	জ্যৈষ্ঠ
	মিথুন	আষাঢ়
দক্ষিণ অয়ন	কর্কট	শ্রাবণ
	সিংহ	ভাদ্র
	কন্যা	আশ্বিন
	তুলা	কার্ত্তিক
	বৃশ্চিক	অগ্রহায়ণ
	ধনু	পৌষ
উত্তর অয়ন	মকর	মাঘ
	কুম্ভ	ফাল্গুন
	মীন	চৈত্র

আমরা ক্রমে ক্রমে এই দ্বাদশ রাশির ও তদন্তর্গত নক্ষত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ বর্ণনা করিতেছি। প্রথম রাশি ছয়টী আকাশের মধ্যস্থিত বিষুব রেখার উত্তরাংশে এবং শেষ ছয়টী দক্ষিণাংশে অবস্থিতি করে।

মেষ। এই রাশিতে তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহারা মেষের মস্তকে স্থিত। প্লিয়াডিস নামক যে নক্ষত্র স্তবক আছে, তাহার উত্তর পশ্চিমে দেখিলে মেষের ঐ তিনটী বড় নক্ষত্র দেখা যাইবে। প্লিয়াডিস নক্ষত্রকে কৃত্তিকা নক্ষত্র বলে। বৈশাখ মাসে সূর্য্য এই রাশিতে থাকে।

বৃষ। প্লিয়াডিস অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র একত্রে এবং তাহারই নিকট যে ঈষৎ রক্তবর্ণ একটী নক্ষত্র দেখা যায়, এই কয়েকটী বৃষের প্রধান নক্ষত্র। জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্য এই রাশিতে থাকে।

মিথুন।—মিথুন বৃষের পূর্ব্বদিকে স্থিত। মিথুনের মস্তকে দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র এবং তাহাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে চারিটী তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র দুইটী নিকটে নিকটে আছে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে। আষাঢ় মাসে সূর্য্য এই রাশিতে আসিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণবাহী হয়; সেই জন্য শ্রাবণ মাস হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়।

বৃষ এবং মিথুনের দক্ষিণে একটী নক্ষত্রমালা আছে, তাহাকে লোকে কালপুরুষ বলে। ইংরাজিতে ইহাকে ওরায়েন কহে। উহাই মৃগশিরা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রমালা দেখিতে নরাকৃতি। উহার মস্তকে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র; দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র,

বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের নক্ষত্রটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র; কটিদেশে তিনটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র; কয়েকটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র নাভিস্বরূপ হইয়াছে; বামপদে একটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র।

কালপুরুষ অর্থাৎ মৃগশিরার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, ইহাকে ইংরাজিতে ডগষ্টার কহে। এবং তাহার পূর্ব্বদিকে আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, ইহা ইংরাজি লিটিল্-ডগ নক্ষত্রমালার একটী নক্ষত্র। কালপুরুষের দক্ষিণ স্কন্ধের ঈষৎ রক্তবর্ণ নক্ষত্র এবং এই দুইটী নক্ষত্রকে পরস্পর সরল রেখা-দ্বারা যোগ করিলে একটী ত্রিভুজ হয়।

এই সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা থাকায় আকাশের এই ভাগটী অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা যায়।

কর্কট। কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে সেই জন্য স্পষ্ট দেখা যায় না। কর্কট মিথুনের পূর্ব্বদিকে। সূর্য্য শ্রাবণ মাসে এই রাশিতে সঞ্চরণ করে।

সিংহ। সিংহ, কর্কটের পূর্ব্ব-উত্তর-দিকে। এই রাশিতে চারিটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। তন্মধ্যে দুইটী দক্ষিণভাগে, আর দুইটী উত্তরভাগে।

* * সিংহের উত্তর পশ্চিম কোণে সাতটী
* * নক্ষত্র এইরূপে আছে, এই নক্ষত্র-
* মালাকে ইংরাজিতে (গ্রেট বেয়ার)
* বৃহৎ ভল্লুক কহে। ইহার চারিটী
* এক চতুর্ভুজক্ষেত্র স্বরূপ; অপর তিনটী বক্ররেখার ন্যায় ভল্লুকের লাঙ্গুল স্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ছয়টী নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কন্যা।—এইরাশি সিংহের পূর্ব্ব-দিকে। ইহাতে পাঁচটী ঈষৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। একটী প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। সূর্য্য আশ্বিন মাসে এই রাশিতে সঞ্চরণ করে। এই রাশিতে আসিলে দিবা ও রাত্রি সমান হয়। এই স্থলে রাশিচক্র ও বিষুবরেখার সম্পাত হয়। এই রাশির পরের রাশি-গুলি দক্ষিণ খগোলার্দ্ধে স্থিত, অর্থাৎ আকাশের দক্ষিণভাগে।

তুলা। তুলারাশি কন্যার দক্ষিণদিকে। উহার মধ্যে চারিটী নক্ষত্র আছে; একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপর তিনটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র। এই চারিটীতে একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র হইয়াছে।

বৃশ্চিক। বৃশ্চিক, তুলার পশ্চিমে। ইহাতে দুইটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। একটী প্রথমশ্রেণীর নক্ষত্র বোধ হয়। ধনু এবং বৃশ্চিকের মধ্যে ছায়াপথ, যাহাকে যমের জাঙাল বলে। ইংরাজিতে ইহাকে (Milky way) মিল্কি ওয়ে কহে।

ধনু। ধনু ছায়াপথের পশ্চিমদিকে। ইহার চারিটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাশির দক্ষিণে আর সূর্য্য গমন করে না। এইখান হইতেই তাহার উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। সূর্য্য এই রাশিতে আসিলে দিবাভাগ অত্যন্ত অল্প ও রাত্রি দীর্ঘ হয়।

মকর। মকর, ধনুর পশ্চিমদিকে। ইহার উত্তরভাগে তিনটী এবং দক্ষিণে দুইটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে। মকরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে।

কুম্ভ। কুম্ভরাশি মকরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে। ইহার পাঁচটী নক্ষত্র দেখা যায়; দুইটী স্কন্ধে এবং আর তিনটী উহার কিঞ্চিৎ অন্তরে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে।

মীন। এই রাশি কুম্ভের উত্তর পশ্চিমদিকে। এই স্থানেই সূর্য্যের পশ্চিমগতি শেষ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখ গতি আরম্ভ হয়। সূর্য্য এই রাশিতে থাকিলে দিবা রাত্রি সমান হয়। এই স্থানে বিষুববৃত্ত ও রাশিচক্রের পুনর্ব্বার সম্পাত হয়। এই রাশিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়।

সূচী-নির্ম্মাণ।

এক পয়সায় ২৫টী সূচী বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু এগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে পরিশ্রম, কৌশল ও সময় ব্যয় হইয়া থাকে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উৎকৃষ্ট ঢালা ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার যন্ত্রদ্বারা এক একবারে যোড়া যোড়া ডবল সূচের আকারে কাটা হয়, পরে সেই গুলি এক লৌহ টেবেলে উঁখা দ্বারা সমান করা হয়; অপর একটী যন্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া থাকে। এই কাজটী অত্যন্ত বিপদজনক। উখার ঘর্ষণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইস্পাত ও শাণ প্রস্তরের গুঁড়া শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে শরীরের সমূহ অনিষ্ট হয় এবং যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত তাহার অল্পায়ু হইয়া থাকে। কথিত আছে একজন সূচী-নির্ম্মাণের কর্ম্মকার সর্ব্বদা একটী চিকিৎসকের নিকট বলিত যে তাহার বক্ষস্থলের ও কণ্ঠদেশের মধ্যে বর্ত্তুলের ন্যায় একটা ভারী পদার্থ উঠিয়া ও নামিয়া থাকে, ইহাতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়—এমন কি শ্বাস প্রশ্বাসেরও ব্যাঘাত হইয়া থাকে। চিকিৎসক কোনও পীড়ার চিহ্ন না দেখিয়া কেবল উপহাস করিতেন এবং বলিতেন যে শরীরের মধ্যে বর্ত্তুলের আবির্ভাব কেবল মস্তিকের বিকারমাত্র। কর্ম্মকার সন্তুষ্ট হইলেন না। শেষে যখন তাহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, তিনি সেই চিকিৎসককে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইলে শবচ্ছেদ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা হয়। তদনুসারে শবচ্ছেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটী ডিম্বের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইল —ইহা ইস্পাতও প্রস্তরের বর্ত্তুল। হৃৎপিণ্ডের উপরেও ইস্পাত প্রস্তরের জমাট বাঁধিয়া এমন কঠিন হইয়াছে যে,

তাহা ছুরিকা দ্বারাও সহজে বিদ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে যে, এ ব্যবসায় কিরূপ বিপদ্‌জনক! কিন্তু শিল্পযন্ত্রের কৌশলে এক্ষণে আর এই সকল কার্য্যে কোনও আপদের সম্ভাবনা নাই। লৌহশলাকার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হইলেই পেষণ যন্ত্রের দ্বারা মূলদেশ প্রশস্ত ও বিদ্ধ করা হয়। সূক্ষ্ম তার বিঁধ করা যে কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা সহজে অনুমিত হইবার নহে। অতি সন্তর্পণে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রত্যেক সূচীতে দুইটী করিয়াও বিঁধ হয়। পুনর্ব্বার ঘর্ষণ যন্ত্রের দ্বারা মূলদেশ মসৃণ করা হয়। এতক্ষণ ইহা যোড়া বা ডবল সূচ ছিল। পরে সামান্য নাইএর উপর রাখিয়া অপর একটী যন্ত্রের সাহায্যে চিরিয়া দুইটী পৃথক্‌ করা হয়, পুনরায় ঘর্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সুগোল করিয়া সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখনও ইহা ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। কারণ কাঁচা সূচী অত্যন্ত নমনশীল, সুতরাং তাহাকে পাকাইয়া লওয়া আবশ্যক। এইজন্য ইহার বিঁধ রঞ্জিত করিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়, এবং শেষে তৈলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও সূচী শক্ত হয় না, প্রত্যুতঃ ইহা কাচের ন্যায় সামান্য চাপেই ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং ইহাকে আবার উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় অনেক সূচী তেড়া বাঁকা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে হাতুড়ীর দ্বারা এক একটী করিয়া আস্তে আস্তে পিটিয়া সোজা করিতে হয়। মাথাগুলি পুনর্ব্বার রঞ্জিত করা হয়, এবং সূচীগুলি মাজিয়া চক্‌চকে করা হয়। এই প্রক্রিয়া প্রায় এক সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। একটী শ্লথ কাম্বিসের থলিয়াতে কোমল সাবানও (emery powder) এমারি চূর্ণ দ্বারা তৈলসিক্ত সূচীগুলি বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, পরে উষ্ণজলে ধৌত করিয়া করাতের গুঁড়া দিয়া শুকাইতে হয়। এই প্রক্রিয়াকালে অনেক সূচীর বিঁধ সকল বদ্ধ ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভোঁতা হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাদিগকে ঘর্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইতে হয় এবং মাথাগুলি রঞ্জিত করিতে হয়। পরিশেষে প্রস্তুত চর্ম্ম মধ্য দিয়া অপর একটী যন্ত্র দ্বারা পালিস করিতে হয়। এইবারেই ব্যবহারোপযোগী সূচী প্রস্তুত হইল। অবশেষে সূচীগুলি গণিয়া চীরখণ্ডে আটকাইয়া কাগজে মুড়িয়া লেবেল বা শিরোনামা লিখিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। আমেরিকা বা য়ুরোপে এই প্রকারে প্রস্তুত সূচী সকল আমাদের দেশে পয়সায় ২৫টী করিয়া বিক্রয় হয়। পাঠিকাগণ দেখুন একটী সূচী নির্ম্মাণের ঝঞ্ঝাট কত!

বীরাঙ্গনা বর্ব্বর রমণী।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে একটী দ্বীপপুঞ্জ আছে। এই পুঞ্জের একটী দ্বীপে কিলোইয়া নামে এক ভীষণ দৃশ্য আগ্নেয়গিরি আছে। অগ্ন্যুদ্গীরণ কালে এই পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বর্ণনাতীত, কিন্তু তাহা ছাড়া সাধারণতঃও ইহার দৃশ্য দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ইহার গহ্বর হইতে দিবারাত্রি ধূমপুঞ্জ উদ্গীরিত হইতেছে। দিবাভাগে এই ধূম শ্বেতাভ ঘনঘটার ন্যায় লক্ষিত হয়, কিন্তু রজনীর অন্ধকারে ইহার জ্বলন্ত শিখা চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। বর্ব্বর দ্বীপবাসিগণ এই পর্ব্বতকে পিলী নাম্নী ডাকিনীর মত এক দেবীর আবাস স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিত। ইহার পার্শ্বদেশস্থ জঙ্গলের উপর এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পিলীর কেশ এবং দ্রবীভূত অগ্নিবর্ণ ধাতুতে পরিপূর্ণ ইহার গহ্বর তাঁহার স্নান-কুণ্ড। ভ্রান্ত দ্বীপবাসিগণ নানা কাল্পনিক দেবতার উপাসনা করিত বটে, কিন্তু কিলোইয়ার অধিষ্ঠাত্রী পিলী তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। সেই আগ্নেয়গিরির ধাতু-নিঃস্রব, ধূমপুঞ্জ, গভীর গর্জ্জন ও অগ্নি-শিখা দিবানিশি তাহাদের চক্ষুর উপরে পিলীর মাহাত্ম্য বিস্তার করিত। কালক্রমে ইউরোপ হইতে খ্রীষ্টান মিশনরিগণ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা শিখাইতে লাগিলেন। দ্বীপবাসিগণ মিশনরিদিগের শিক্ষায় আপনাদের কাল্পনিক দেবদেবী পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা পিলীর উপাসনা ভুলিতে পারিল না। যে পিলীর মাহাত্ম্য তাহারা দিবানিশি চক্ষুর উপরে দেখিত —যাঁহার প্রভাবে পর্ব্বত, অগ্নি ও ধূম বমন করে এবং ভূমি কম্পিত ও সাগর উদ্বেলিত হয়—সেই ভয়ঙ্করী পিলীর অবমাননা তাহারা কেমন করিয়া করিবে? নিরাকার ঈশ্বর মানব-চক্ষুর অতীত। দ্বীপবাসিগণ তাঁহার উপাসনা করিতে প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে দেবতার অস্তিত্ব তাহারা চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সাহস তাহাদের কিছুতেই হইল না। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও দ্বীপবাসিগণ পূর্ব্ববৎ পিলীর উপাসনা করিতে লাগিল। মিশনরিগণ তাহাদিগকে এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইলেও এক বর্ব্বর রমণীর দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল।

তৎকালে সেই দ্বীপে কেপিওলেনী নাম্নী এক রমণী বাস করিতেন। তিনিও

মিসনরিগণ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসিগণ যেমন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও পিলীর নামে কম্পিত হইত, তিনি সেরূপ হইতেন না। অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল, সুতরাং স্বদেশবাসীদিগকে পিলীর কাল্পনিক ভয়ে ভীত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়া হউক তিনি তাহাদিগকে সেই অমূলক ভয় হইতে মুক্ত করিবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা অতি বিস্ময়কর। পিলী কিলোইয়া গিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতএব তিনি যদি পিলীর দেবত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্বজন সমক্ষে সেই আগ্নেয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নিম্নে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই লোকের ভ্রম দূরীভূত হইবে। বীরাঙ্গনা সত্যের মাহাত্ম্য বিস্তার করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই দ্বীপে এক প্রকার ফল জন্মিত। পিলীর উপাসনায় এই ফল ব্যবহৃত হইত বলিয়া দ্বীপবাসিগণ ইহাকে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইহা স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। কেপিওলেনী এই বিভীষিকায় ভীত না হইয়া সেই ফল কতকগুলি হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী কেপিওলেনীর দুঃসাহস দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইল। পর্ব্বতের উপরে পিলীর উপাসকগণ বাস করিত। কেপিওলেনী কিয়দ্দূর না উঠিতে উঠিতে তাহারা অগ্রসর হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। কেপিওলেনী তাহাতে ভীতা হইলেন না। তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে অতি কষ্টে সেই ক্রোশাধিক উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার ধূমপুঞ্জময় গহ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি হস্তস্থিত সেই ফল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া স্থির গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"স্বদেশবাসীগণ! তোমরা পিলীর ভয়ে ভীত। আমি তোমাদের সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিলাম। সে যদি আমাকে ধ্বংস করিতে পারে, তবেই তোমরা তাহাকে ভয় করিও; আর আমাকে যদি ধ্বংস করিতে না পারে, তাহা হইলে আজ হইতে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করিও না।"—এই বলিয়া বীরাঙ্গনা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন, এবং সেই দিন হইতে দ্বীপবাসিগণ মহাভয়ঙ্করী পিলীর উপাসনা পরিত্যাগ করিল।

এক্ষণে পাঠিকাবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা

করিবেন—"কেপিওলেনীর চরিত্র প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহাতে বীরত্বের লক্ষণ কোথায় ?" অতএব তাঁহাকে বীরাঙ্গনা মধ্যে কেন গণ্য করিলাম—তাহা বলা আবশ্যক ; মানুষ কুসংস্কারের দাস। একবার কোন কুসংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। আমি মুখে বলিতে পারি "অমুক বিশ্বাসটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক—আমি এ কুসংস্কারের বশীভূত নহি।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় যে আমি মুখে যাহা বলি, কার্য্যে তাহা করিতে অক্ষম। কুসংস্কার হৃদয়ে পাষাণের মত চাপিয়া আছে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়াও করিতে পারি না। কেপিওলেনীর স্বদেশবাসীগণ ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মিশনরিগণ কর্ত্তৃক তাহারা সকলেই অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরোপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভয়ঙ্করী পিলীর নামে তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইত। সকলে যে মিথ্যা ভয়ে ভীত, একজন রমণী যদি সে বিভীষিকায় জ্ঞানশূন্য না হন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সাহসের—তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিবে না কি ? শুধু ইহা নহে। সেই ক্রোশাধিক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করা সকলেরই পক্ষে—বিশেষতঃ রমণীর পক্ষে—বড় সামান্য কথা নহে। আরোহণ-জনিত ক্লেশেরত কথাই নাই—পর্ব্বত হইতে পদস্খলিত হইয়া প্রাণবিয়োগেরও খুব সম্ভাবনা। অতএব যে রমণী সত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ক্লেশকে গ্রাহ্য করিলেন না, মৃত্যুভয়কে গ্রাহ্য করিলেন না, তাঁহার বীরত্বের কি তুমি প্রশংসা করিবে না ? শুধু ইহাও নহে। দ্বীপবাসিগণ পিলীকে সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিত। কেপিওলেনী তাহাদের ভ্রম দেখাইবার জন্য আপনার উপর দেবকোপের ভার লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহা কি অল্প সাহসের কথা ? সামান্যা নারী বা সামান্য পুরুষ হইলে কখনই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইত না। লোকে কি বলিবে—হয়ত লোকে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইবে—এই ভয়ে অবশ্যই তাহার হৃদয় কম্পিত হইত। কিন্তু বর্ব্বর রমণী কেপিওলেনী কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোনও বিভীষিকায় ভীত না হইয়া সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। পাঠিকাবর্গ তাঁহাকে বীরাঙ্গনা মধ্যে স্থান দান করিতে স্বীকৃত হইবেন কি ?

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

দয়ার প্রতিমা খানি তুমি,
তব ঋণে ঋণী বঙ্গভূমি।

মুছাইলা কত অশ্রুধার
অভাগিনী বঙ্গবিধবার,

মাতৃহীন শিশুলয়ে ক্রোড়ে
বাঁধিলা অপত্য-স্নেহ ডোরে ।
অকালে ছাইল যবে দেশ,
ঘুচাইতে নরনারী ক্লেশ,—
অন্নছত্র খুলি শত শত
বিলাইলা অন্ন অবিরত ।
অর্থরাশি দিলা দেশহিতে
ধন্যা তুমি ধন্যা অবনীতে ।
তোমার দয়ার তুলনা নাই !
'স্বর্ণময়ী' গুণ সাধে কি গাই ?
দয়াতে মায়াতে গঠিত হিয়া,
সাধিছ মঙ্গল হৃদয় দিয়া ।
পরের কল্যাণে সঁপিছ প্রাণ,
নিঃস্বার্থ উদার তোমার দান ।
কে বলে মা তুমি যশের তরে
রাশি রাশি অর্থ দিতেছ পরে ?
কে বলে মা তব দয়ার সর
শুকাইয়া গেছে ? পাষণ্ড নর
না হ'লে কি কেহ দুর্নাম রটে,
'নির্দ্দয়তা' নাই তোমার ঘটে ।
আজিও সে সরে গরিব কত,
জুড়াইছে ডুবি জনমের মত ।
অগাধ সলিল শুকায় কবে ?
যত লও নাহি নিঃশেষ হবে ।
পাত্রাপাত্র ভেদ নাহিক দানে
এত উদারতা কাহার প্রাণে ?
এ মহাপ্রাণতা ক'জনে সাজে
বিনে স্বর্ণময়ী বঙ্গের মাঝে ?
ধন কুবেরের অভাব নাই,
ক'টী প্রাণ হেন দেখিতে পাই ?
দয়াময়ী তুমি যথার্থই মা
ভারতে তোমার নাহি উপমা ।
না জানি কি উপাদানে
(মিলেনা যা এ সংসারে
বিধাতা বিরলে বসি
গঠিলেন মা তোমারে ?
পর দুঃখ নিরখিলে
কেঁদে উঠে তব প্রাণ,
আপন ভাণ্ডার খুলি
অকাতরে কর দান !
স্বর্ণাক্ষরে তব নাম
রবে বঙ্গ ইতিহাসে
"স্বর্ণময়ী" দয়াময়ী—
নারী রত্ন বঙ্গদেশে ।"
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি
সাধি সদা পরহিত,
সকলে আনন্দে মাতি
গাবে তব যশোগীত ।
জীবনের মহাব্রত
পালিলে যা এজীবনে
পুরস্কার পাবে তার
গিয়ে নিত্য নিকেতনে ।
বঙ্গের গৌরব তুমি
লভেছ রাজ-সম্মান
কিন্তু সে সম্মানে তব
বিচলিত নহে প্রাণ ।
সাধিছ কর্ত্তব্য জানি
স্বদেশের উপকার,
কর্ত্তব্যের কাছে সেই
রাজোপাধি কোন ছার !
মহারাণী স্বর্ণময়ী
'সি, আই, ই' উপাধি তব,

তাহাতে কি বাড়িয়াছে
তোমার এত গৌরব ?
'দয়াময়ী' তুমি তাই
গৃহে গৃহে তব নাম
লইতেছে নরনারী
দিবানিশি অবিরাম !
যে ব্রত সাধনে মাগো বঙ্গে অতুলন,
সফল জনম তব সার্থক জীবন।
ভারত ললনা মাঝে ধন্যা দয়াময়ী—
লভিলা অক্ষয় যশঃ রাণী স্বর্ণময়ী।

যে ঋণেতে ঋণী বঙ্গ শোধিবার নয়,
দানেতে করিলা আজ সবে পরাজয়।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ঘুষিবে সুযশ,
তোমার (ও) উৎসব হবে বরষ বরষ।
'স্বর্ণোৎসব' সবে মিলি দিব তার নাম,
পূজিয়ে তোমারে বঙ্গ হবে পূর্ণকাম !
হরষে রমণীকুল দিবে উলুধ্বনি,
তোমারে উদরে ধরে ধন্যা এ ধরণী।
ধন্যা ধন্যা স্বর্ণময়ী দয়ায় অতুল,
তোমার নামেতে আজ ধন্যা নারীকুল।

দুঃখিনী রমণী ও বালিকাদিগের আশ্রম।

লণ্ডন মহানগরীতে ১৮৭৮ সালে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের যে যে স্থানে ইহার বড় আবশ্যক, সেই সেই স্থানে ইহার শাখা আছে। ইহাতে এক্ষণে ৫০২টী যুবতী ও বালিকা আছে। ইহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া কল কারখানায় শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের উপায় করে। আশ্রম এক সুগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সভার উদ্দেশ্য কেবল সেই সকল নিরাশ্রয়া যুবতী ও বালিকা-দিগকে সাহায্য করা, যাহারা সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সদুপায়ে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহাদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ উদ্ভাবন করা এবং জীবনের বিষম প্রলোভনের সময় সৎপথে পরিচালনা করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার সংস্কারিণী শক্তি দ্বারা ইহাদিগকে সংস্কৃত করা সভার আর একটী মহদুদ্দেশ্য। যাঁহার চরিত্র তত্ত্বাবধায়কের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইবে, সেই রমণী আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য। পতিতা বা যাহার বয়ঃক্রম ২৫ পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাহার ইহাতে কোনও মতে প্রবেশের অধিকার নাই। ভালরূপ বাসা খরচ ও খাইখরচের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৫।৭ টাকা লাগে। চা প্রভৃতি পান করিবার অনুমতি নাই। পরিধেয় বস্ত্রাদি স্ব স্ব অর্থে ক্রয় করিতে হয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল স্থানে ও ভাল সংসর্গে বাস করা যাহা গরিবদিগের অদৃষ্টে ঘটে না, তাহা আশ্রমে আনায়াস-লব্ধ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা বেশী সুবিধা আর কোথায় হইবে ? পীড়িতাদিগের জন্য প্রতি সপ্তাহে এক এক পেনি করিয়া আশ্রম-নিবাসিনীদিগের নিকট হইতে

সংগৃহীত হয়। যাহারা পীড়ায় শয্যাস্থ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে এক পক্ষকাল দৈনিক এক শিলিং করিয়া, দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা বিনামূল্যে ২১ একুশ দিন ঔষধ পাইয়া থাকে। সদাশয় চিকিৎসকগণ আছেন, তাঁহারা কিছু না লইয়া চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহে আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) অবলম্বন করিয়া আলোচনা হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এখানকার নির্দ্দোষ আমোদের আর একটি অঙ্গ। অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দ্বারা এই সুন্দর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যাহাদিগের দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের জন্য বায়ু ও স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহাদিগের জন্য এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল অবধি সমুদ্র উপকূলে যাওয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কত উপকার, তাহা বলা যায় না। লোকে এইরূপ গতিবিধি এত ভালবাসে যে, পুনর্ব্বার কোন দিন যাইবে বলিয়া উৎসুক থাকে। আশ্রমের এক এক স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগারে ভাল ভাল পুস্তক থাকাতে পাঠেরও সুব্যবস্থা হইয়া থাকে।

উপরে যে আশ্রমের উল্লেখ করিলাম, অবিকল সেইরূপ না হউক, তদনুরূপ একটি আশ্রমের অভাব এ দেশে আছে এবং ক্রমে আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এ দেশে কল কারখানা হইয়াছে, অনেক স্ত্রীলোক পেটের জ্বালায় তথায় গিয়া কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু নর-পশুর সম্মুখে পতিত হইয়া ইহারা বিপন্ন হয়—জন্মের মত উৎসন্ন যায়। তাহারা আশ্রমের আশ্রয়ে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সে আশ্রম করিবে কে, সেইরূপ মহানুভব লোক কোথায়?

ছোট ভাইটী আমার।

(১২৯৯—৮ই চৈত্র)

১

ছোট ভাইটী আমার!
এ জগতে তুমি যাহা,
ভাষায় আসে না তাহা,
সে দেব-শকতি নাই প্রাণে কবিতার;
বিধাতার প্রেম ফুল,
মরতে মিলেনা তুল!
নীরবে নীরবে শুধু বুকে রাখিবার!
ছোট ভাইটী আমার!

২

ছোট ভাইটী আমার!
এক ফোঁটা একটুক,
তোর অই কচি মুখ,
হেরিতে উথলে তবু প্রীতি পারাবার!
ও মুখ আনন্দ খনি,
ভূতলে পরশ মণি,
ও'ই চুমি সোণা হয় হৃদি সবাকার!
ছোট ভাইটী আমার!

৩

ছোট ভাইটী আমার !
বুঝি এ অমূল নিধি,
মরতে দে'ছেন বিধি,
জানা'তে জগত-জনে সুখ-সমাচার !—
কি আছে নন্দন বনে,
পারিজাত-সমীরণে,
কেমন অমৃত-গন্ধ গা'য় দেবতার !
ছোট ভাইটী আমার !

৪

ছোট ভাইটী আমার !
ভাই অই মুখ চেয়ে,
সুখে যায় ধরা ছেয়ে,
থাকেনা সে রোগ,শোক,পাপ,হাহাকার,
মলয় পরশে যথা,
হাসে সে শুকানো লতা,
তোরে পেলে হাসে,প্রাণে বড় জ্বালা যার।
ছোট ভাইটী আমার !

৫

ছোট ভাইটী আমার !
তোর ও অমিয় ভাষে,
সুখ আসে, সাধ আসে,
তুই এক স্নেহ-ছায়া বুক জুড়া'বার !
পাঁচ বছরের ছেলে,
এ শকতি কোথা পেলে,
এ স্নেহ-বাঁধন যে গো বিশ্ব বাঁধিবার !
ছোট ভাইটী আমার !

৬

ছোট ভাইটী আমার !
হেরি ক্ষুদ্র হৃদিখানি,
আমি শত হারি মানি,
ও টুকুনি, অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার !
বড় সাধ হয় তাই,
তোরি মত হ'য়ে ভাই,
প্রাণ ভ'রে ভালবাসা ঢালি একবার !
ছোট ভাইটী আমার !

৭

ছোট ভাইটী আমার !
দিন পর দিন যায়,
সিত পক্ষ শশী প্রায়,
নব জীবনের পথে হও আগুসার ;
চিরদিন বেঁচে থা'ক,
মা' বাপ গৌরব রাখ,
স্বরগ মাধুরী থা'ক্ হিয়ায় তোমার ;
নীরোগ, নিষ্পাপ, হও,
সত্য সুখ ভোগে রও,
স্বদেশের প্রাণে দিও সন্তোষ অপার !
চিরদিন—অবিরত,
জগদীশে হও রত,
অনন্ত মঙ্গল হো'ক্ জীবনে তোমার !
আমি তাই ভিক্ষা চাই পা'য় বিধাতার।

৮

ছোট ভাইটী আমার !
আজি দেবতার বরে,
পা' দিয়েছ ছ' বছরে,
পুলকে গেঁথেছি তাই, এ সাধের হার ;
তুই কি আদর করে,
দাঁড়াবি গলায় প'রে,
জনম দিনের তোর, স্নেহ-উপহার—
ছোট ভাইটী আমার !

—লেখিকা
"দিদি"—

বাঙ্গালা প্রবচন।

ম

১। মগের মুলুক।

২। মঘা, এড়াবি ক ঘা?

৩। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

৪। মণিহারা ফণী।

৫। মৎস্য চিনে গভীর গমা,
পক্ষী চিনে ডাল,
মা জানে পুতের দরদ,
ছাতি বিদরে যার।

৬। মৎস্যানি সর্ব্বভক্ষ্যাণি।

৭। মদ খায়, না মদে খায়।

৮। মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং।

৯। মধু নাই মধুর পাত্র আছে।

১০। মধু পান করিতে পারি,
মাছির কাপড় সইতে নারি।

১১। মধুমাখা কথা বা মধুমাখা পাথর।

১২। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

১৩। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

১৪। মনটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকী পোকার আলো দেখে,
গ্লাস বাতীর সখ মিটাই।

১৫। মন চায় বাদ্সা হ'তে,
খোদা না দেয় মেঙ্গে খেতে।

১৬। মনময় রাজ্য।

১৭। মন ভাল নয় তীর্থ কর,
বৃথা কাজে ঘুরে মর।

১৭। মনঃপূতং সমাচরেৎ।

১৯। মনের অগোচর পাপ নাই।

২০। মনের কথা খুলে বল্লে সকলেই পাগল।

২১। মনের মানুষ।

২২। ময়না টিয়া উড়য়ে দিয়ে খাঁচায় পোষেন কাক।

২৩। ময়দা পেষা কর্‌বো।

২৪। মরকট বৈরাগ্য।

২৫। মরণকালে হরিনাম বা রাম নাম।

২৬। মরণকালে জল সেক।

২৭। মরণ নাই কোনও কালে,
মোচ রেখেচে তোবড়া গালে।

২৮। মরণ নাই মর্‌বি কিসে,
আমার কাছে ঔষধ নিসে।

২৯। মরণ বাড় বাড়া।

৩০। মর্‌তে বস্‌লে পীরের দিকে পা।

৩১। মরদ্‌কো বাত,
হাতিকো দাঁত।

৩১॥। মর্‌বে মেয়ে উড়্‌বে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।

৩২। মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

৩২॥। মরার বাড়া গাল নাই।

৩৩। মরা বাঘকে কিল্‌য়ে মারা।

৩৪। মরা হাতী লাখ টাকা।

৩৪॥। মরা কামড় দেওয়া।

৩৫। মরা বিড়ালের দাঁত খামটী।

৩৬। মরেও মরে না রাম এ কেমন শত্রু।

৩৭। ম'লে রোগ থাকবে না।

৩৮। মশা মার্‌তে গালে চড়।
৩৯। মশা মার্‌তে কামান পাতা।
৪০। মশালের আগে চেরাকের আলো।
৪১। মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
৪২। মহিষের শিং বেঁকা,
যোঝবার সময় একা।
৪৩। মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ।
৪৪। মহেন্দ্র ক্ষণ।

বঙ্গগৃহ।

(দ্বিতীয় আভাস।)

(৩১২ পৃষ্ঠা—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পিতা কন্যাকে স্নেহচুম্বন দিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয়বালা সকলের সংবাদ দিতেছে, এমন সময়ে ভগ্নীর আনন্দ কোলাহলে উৎফুল্ল হইয়া খোকাবাবু পিতার মুখের দিকে তাকাইয়াছে। তাহার বিভক্ত অধরওষ্ঠে সুমিষ্ট মৃদু হাসির ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে আর মুখামৃতে গায়ের ফ্রকটি ভিজিয়া যাইতেছে। অবিনাশ বাবু খোকা বাবুর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত না হইলেও সর্ব্বদা একত্রে না থাকার জন্য বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে নাই—এখনও পর পর ভাব আছে, এজন্য খোকা বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার কোলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না। কিন্তু তার বাহিকার আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া তাহার জুজুসড় ভাব তখনই চলিয়া গেল, অবিনাশ বাবু হাতের ব্যাগটি রাখিয়া তাঁর নবকুমারকে কোলে লইলেন। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে বার বার তার মুখচুম্বন করিয়া তাঁর প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল। প্রাণে কি যেন এক অব্যক্ত মধুর তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। খোকাকে কোলে করিয়া সদর বাটী পার হইয়া অন্দরে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়বালা বাবার ব্যাগটি লইয়া বহু কষ্টে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু খানি গিয়া বলিল "বাবা ব্যাগটা এত ভারি কেন? বাবা আমাদের জন্য কল্‌কেতা থেকে কি এনেছ?" বাবা বলিলেন, মা, আমি গরিব লোক কোথায় কি পাব বল ত? তোমাদের খাবার জন্য দুটা ফুলকপি, একটা বাঁধাকপি আর গোটাকতক লেবু আনিয়াছি। বাবা, কম্‌লা লেবু এনেছ? বাবা বলিলেন হাঁ মা, কটা কম্‌লা লেবু এনেছি। লেবুর কথা শুনিয়া প্রিয়বালা উৎসাহপূর্ণ হইয়া ব্যাগটি কাঁকে করিয়া তুলিয়া লইল, তার গায়ের জোর যেন দ্বিগুণ হইল। সে ব্যাগটি লইয়া পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, বাড়ীর ভিতর গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্যাগ রাখিয়া মাকে কম্‌লা লেবুর সংবাদ দিতে ছুটিল। অবি-

নাশ বাবুর গৃহে গৃহিণী, একটি কন্যা, একটি পুত্র, এক বিধবা ভগ্নী ও তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা। ভগ্নী পুত্রকন্যা সহ নিকটস্থ পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। অবিনাশ বাবু বাড়ী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ভগ্নীকে ডাকিলেন। গৃহিণী অবগুণ্ঠন মধ্যহইতে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুরঝি ঘাটে গিয়েছেন, এখনই আস্‌বেন। তুমি কেমন আছ ?

স্বা। দেখে কেমন বোধ হয় ?

স্ত্রী। দেখে ত সব সময়ে বোঝা যায় না।

স্বা। সব সময় বোঝা যায় না সত্য, এখনও কি তাই ?

স্ত্রী। কথার ধরণে বোধ হয় ভাল আছ, তবে ভিতরে কি তা কি করে ব'ল্‌বো ?

স্বা। থাক্‌লেও তা তোমার হাসি-ভরা মুখ দেখে, তোমার ছেলে মেয়ের মধুমাখা কথা শুনে ও তাদের মুখ চুম্বন করে সেরে গেছে।

স্ত্রী। বা ওষুদ ত মন্দ নয়, বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে এমন ওষুদ পেলে লোক বেঁচে যায়।

স্বা। বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে কি ক'রে হল ? আট আনা রেল ভাড়া দিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া এত বড় একটা মোট ব'য়ে এনেও যদি বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে হয়, তা হলে কষ্ট কাকে বলে তাত জানি না।

স্ত্রী। তোমার সঙ্গে কথায় কে কবে পেরেছে ? আমি কোন্ ছার ! তোমার পায়ে নমস্কার এই বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম। যেমন প্রণাম করা আর অমনি ননদিনী খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলোচনা গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া বউকে দাদার পায়ে প্রণাম করিতে দেখিয়া বলিলেন এ কি এ—এযে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—এ কেন ? এই মাত্র তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চোখ্ ছল ছল কর্‌ছিল, মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, যেন অমাবস্যার সন্ধ্যার মত মনে হচ্ছিল। তা মাথা খোঁড়া খুঁড়ি কেন ? দাদা, তুমি কি এসেই বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছ নাকি ?

দাদা। না না, আমার কপি কম্‌লা লেবু আনার কেরামৎ দেখে তোমার বউ ভক্তি করে আমায় প্রণাম কচ্ছিল। লজ্জা ও ভয় সমানভাবে গৃহিণীর মন প্রাণ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তার কৈফিয়তের কায়দা দেখিয়া ভগ্নস্বরে হাসিতে হাসিতে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। সে হাসিতে অবিনাশ বাবুর মন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। সমস্ত পথশ্রম ভুলিয়া গেলেন। হাত মুখ ধুইবার পূর্ব্বেই ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে ও নিজের কন্যাকে কম্‌লা লেবু বাহির করিয়া দিতে বসিলেন। সুলোচনা ছেলে মেয়ে গুলাকে ধমক্ দিয়া দূরে

লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া দাদা বলিলেন দেখ ওরা ত রোজ রোজ আমাকে পায় না। ওদের মুখ দেখেই আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়াছে, আগে ওদের লেবু দিই—তার পর হাত মুখ ধোবো, তুমি আমার এ সুখভোগে বাধা দিও না। অগত্যা ভগ্নী বিরত হইলেন।

অবিনাশ বাবু লেবু বাহির করিতে করিতে পাশের বাড়ীর সুরেশ ও সরলাকে ডাকিতে বলিলেন—কেহই ডাকিতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি প্রিয়বালাকে ডাকিতে বলিলেন। প্রিয়বালার সঙ্গে লীলা ও নলিনও (ভগিনী ও ভাগিনেয়) ছুটিল। তিন জনে দৌড়িল দেখিয়া খোকা বোনের কোলে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল, তখন খোকার পিসি আসিয়া খোকাকে কোলে লইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সুন্দর সুন্দর লেবু বাহির হইয়াছে দেখিয়া খোকা তার পিসিমার কোল হইতে নামিয়া হামা দিয়া তার বাবার কাছে আসিয়া বসিল। অনেক চেষ্টা করিয়া একটা লেবু হস্তগত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া অবিনাশ বাবু তার হাতে একটা লেবু দিলেন। সে লেবুটা দুহাতে ধরিয়া চাটিতে ও মুখামৃতে সিক্ত করিতে লাগিল—তাহার নিকট তাহাই মিষ্ট। অনেক প্রবীণ লোকেও খোকার মত অনেক সময়ে খোলা চাটিয়া সন্তুষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে প্রিয়বালা, লীলা ও নলিন, সুরেশ ও সরলাকে ডাকিয়া আনিল। তখন অবিনাশ বাবু প্রিয়বালাকে একটা লেবু দিয়া আর নলিন্‌কে একটা লেবু দিয়া দুজনকে বলিলেন তোমরা আগে সুরেশ ও সরলাকে লেবু দেও, তার পর নিজেরা খাবে। প্রিয়বালা সরলাকে আর নলিন সুরেশকে লেবু দিল, তখন অবিনাশ বাবু প্রিয়বালাকে আর একটা লেবু দিয়া বলিলেন প্রিয় তোমার দিদিকে এই লেবুটা দাও। লীলা লেবুটি লইল। তখন প্রিয়বালার জন্য একটি লেবু রাখিয়া সমস্ত লেবু আর কপি প্রিয়বালার দ্বারা তার পিসিমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রিয়বালা লেবু না পাইয়া একটু বিষণ্ন হইতেছিল, তখন অবিনাশ বাবু বলিলেন যাও ওগুলি তোমার পিসিমাকে দিয়ে এস, তোমার লেবু এই রহিল।

প্রিয়বালা আসিয়া যখন লেবুটি লইল, তখন অবিনাশ বাবু তাহাকে এবং লীলা ও নলিন্‌কে বুঝাইয়া দিলেন যে কোন ভাল দ্রব্য আসিলে আগে অন্য সকলকে দিয়া তবে নিজে খেতে হয়, বুঝলে ত? সকলেই একবারে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া মহা আনন্দে লেবু খাইতে লাগিল।

অবিনাশ বাবু হাত মুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহির বাটীতে দুই একজন বন্ধু আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, অবিনাশ বাবু একটু জল খাইয়া বাহিরে গেলেন।

যুনানী দ্বীপ ঝান্তি।

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বোত্তর ভাগই যুনানী সাগর। ইহা গ্রীশ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে সাতটী দ্বীপই অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ। এগুলিকে সপ্ত যুনানী দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঝান্তি ইহারই অন্যতম দ্বীপ। ইহার পরিমাণ দীর্ঘে ২৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১২ মাইল: কালি প্রায় ২৭৭ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৪৮০০০ সহস্র। এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগে বিলক্ষণ শস্যশালী উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বিস্তৃত আছে, তাহার পশ্চিমেই চূর্ণ প্রস্তরের বা ঘুটিমের পাহাড়। ইহার উচ্চতা ১০০০ হইতে ১২০০ পাদ। দ্বীপের প্রধান নগর ঝান্তিনগর। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ১৩০০০ সহস্র। গত ৩১এ জানুয়ারী প্রাতঃকাল হইতে ২০এ ফেব্রুয়ারী (যে পর্য্যন্ত সমাচার পাওয়া গিয়াছে) পর্য্যন্ত উপরি উপরি বহুবার ভূকম্প হইয়া দ্বীপ ও নগরটী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। এতাবৎ প্রায় ৬০০,০০০ পাউণ্ড বা এক কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যের ক্ষতি হইয়াছে। অনেকের গৃহশূন্য ও ভূসম্পত্তি ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী সিফে-লোনিয়া দ্বীপেও ভূকম্প হইয়াছে। ঝান্তিদ্বীপে এরূপ ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে, কখন কখন অত্যন্ত বিপদজনকও হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ অক্টোবর দিবসে এক ভয়ানক ভূকম্প হইয়াও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। এই ঘটনায় অনেকগুলি গ্রাম একবারে উৎসন্ন হয়, প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য অপচয় হয়। এই ভয়ানক ভূকম্পের পরও উপরি উপরি অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল। ৩০এ অক্টোবর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্তও দিনে অন্যূন ৯৫ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। একজন গ্রন্থকার এই সময়ে লিপিবদ্ধ করেন যে যুনানী দ্বীপপুঞ্জ আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, এখানে কেবল এক একটী দ্বীপেই ভূমিকম্প আবদ্ধ থাকে। ঝান্তিতে ভূমি কম্প হইলে সিফেলোনাতে হয় না। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য কথা বটে, কিন্তু এবারে ২রা ফেব্রুয়ারী ভূমিকম্প ঝান্তি ও সিফেলোনিয়া উভয় দ্বীপেই হইয়াছে। এই উভয় দ্বীপে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর তিন মাস ধরিয়া অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু উভয় দ্বীপে যুগপৎ ভূমিকম্প একবারও হয় নাই অর্থাৎ যখন ঝান্তিতে ভূমিকম্প হইত সিফেলোনিয়াতে হইত না এবং সিফেলোনিয়াতে হইলে ঝান্তিতে হইত না। কখন কখন একদ্বীপে ভূমিকম্প হইলে তাহার অনেকদিন পরে অপর দ্বীপে হইত, কিন্তু কখনই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উভয় দ্বীপে ভূমিকম্প

হয় নাই। অথচ উভয় দ্বীপের দূরত্ব এত অল্প যে একদ্বীপ হইতে গোলা ছুড়িলে অপর দ্বীপে পতিত হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী দিবসেও ঝান্তিতে ভূমিকম্প হয়। আশ্চর্য্য—এই দিন ভিনিসের উপসাগরে ভাঁটা হইয়া এত জল কমিয়া যায় যে অনেক নদী ও খাল বিল হঠাৎ শুকাইয়া গিয়াছিল। কতকগুলি ব্যবসায়ী পোত বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেকগুলি ডাঙ্গায় লাগিয়া ভগ্ন হয়। এদিনে সিফেলোনিয়া দ্বীপেও বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

অসতর্ক মাতা।

নরেশ বাবু পল্লীগ্রামের একজন ক্ষুদ্র জমীদার। তাঁহার চারি বৎসরের একটী কন্যা ও দুই বৎসরের একটী পুত্র, গৃহিণী, বিধবা ভগিনী, একজন হিন্দুস্থানী চাকর ও একটী বৃদ্ধ চাকরাণী এই মাত্র পরিবার। তদ্ভিন্ন গোমস্তা রপ্তান প্রভৃতি আছে, কিন্তু তাহারা পৃথক্ আহার করে। কোন সময় নরেশ বাবুর স্ত্রীর ও অন্যান্য গ্রামবাসী স্ত্রীলোকদিগের পশ্চিম পাড়ায় নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এই সময় নরেশ বাবুর কন্যাটী তিন দিবস সামান্য জ্বরে পীড়িত বলিয়া তাহার পীড়ার প্রতি মাতার মন আকৃষ্ট হয় নাই, আর নরেশ বাবুর স্ত্রীর সন্তানের প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহ থাকিলেও তাদৃশ যত্ন ও লালনপালন তিনি করিতেন না, বোধ হয় তাহা তিনি ভালরূপ জানিতেন না বা জানিতে চেষ্টা করিতেন না। যাহা হউক গৃহিণী স্নানান্তে বেশ বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন, নরেশ বাবুর ভগিনী পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া রসুই ঘরে ঢুকিয়াছেন, বাবু ও চাকরটী বহির্ব্বাটীতে এবং কন্যাটী একাই উপরে শয়নাগারে আছে। খোকা নীচের ঘরের বারাণ্ডায়—যেখানে তাহার মাতা বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন, তাহারই অনতিদূরে বারেণ্ডার মেজের একটী ভগ্ন স্থানে জল ঢালিয়া সুরকী মর্দ্দন করিতেছিল, তাহাতে তাগাড়ের চুণ সুরকীর ন্যায় সুরকী উঠিতেছিল, আর খোকাবাবু মহা আনন্দে তদ্দ্বারা নিজের মস্তক, মুখ ও সর্ব্বাবয়ব দাগরাজি বা মেরামত করিতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ খোকার সে কার্য্যটুকু অধিকক্ষণ থাকিল না, কেননা ঐ ভগ্ন স্থানে জল ঢালায় নিম্নে ডেয়ো পীপিলীকার আবাস স্থান আর্দ্র হওয়ায় তাহারা বহির্গত হইতে লাগিল এবং তাহাদের একটী খোকার আঙ্গুলের ফাঁকে দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিল। খোকা কচি হাতে অতিশয় বেদনা পাইয়া চিৎকার করিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিল, মাতা ব্যগ্রভাবে খোকাকে ক্রোড়ে করিতে গিয়া দেখেন যে তাঁহার তেমন সাধের সেমিজ, বডি ও ক্রেপের সাড়ী সমস্তই সুরকী মাখা হইয়া গিয়াছে। তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য থাকিল না, তিনি খোকাকে ক্রোড় হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য খোকা ডেয়োর দংশনে ও প্রহার যন্ত্রণায় যতই মাতার ক্রোড় পাইবার জন্য মাতাকে জড়াইয়া ধরে, মাতা ততই তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া "ঝি" "ঝি" ও ঠাকুর উপসর্গ পূর্ব্বক ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি কিন্তু আসিল না, আসিলেন রসুই ঘর থেকে উপসর্গান্বিত ঝি। তিনি আসিয়াই খোকাকে বুকে লইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী, খোকা হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কাঁদায় তাঁহার সাধের কাপড়গুলি কলঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরঝি সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে "খোকা অপেক্ষা কি কাপড়গুলি অধিক মূল্যবান্?" খোকার মাতা বলিলেন "তোমার ঐরূপ অযথা আদরেই ত উহাদের ইহকাল পরকাল যাইতেছে।" কিন্তু আমরা জানি যে মাতার অযত্নে, কর্কশ ব্যবহারে ও অসতর্কতায় নরেশ বাবুর পুত্রটী ধূলা কাদা মাখিতে ও অপরিষ্কার থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং কন্যাটিও অবাধ্য ও দুরন্ত হইয়াছে। নির্ব্বোধ মাতা মনে করিতেন কেবল প্রহার করিলে ও গালি দিলে উহাদের সকল দোষ শুধরাইবে। যাহা হউক খোকার ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন খোকা তাহার পিসীমার গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই সময় তাহার পিসীমা দেখিলেন খোকার একটী হস্ত রক্তমাখা। তখন তিনি "একি!" বলিয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখ পানে চাহিলে তিনি হঠাৎ চমকাইয়া বলিলেন যে "ঐ ভগ্নস্থানে খোকা খেলা করিতেছিল, কিসে কামড়াইয়া থাকিবে।" তখন উভয়ের মনে শঙ্কা হইল যে খোকাকে সাপে কামড়াইয়াছে। এই আশঙ্কার কথা নরেশ বাবুর কর্ণে গেলে তিনি কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া চিলের পিছে পিছে দৌড়িলেন, অর্থাৎ সর্পবৈদ্য ডাকিতে আদেশ দিয়া নিজে শয্যা আশ্রয় করিলেন। বৈদ্য মহাশয় যখন আসিলেন, তখন খোকা রোদন-পরায়ণা মাতার ক্রোড়ে ক্লান্ত দেহে নিদ্রা যাইতেছিল। বৈদ্য মহাশয় দেখিয়া বলিলেন "আহা! ছেলেটী যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে" বলিয়া তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, অনন্তর খোকার রক্তাক্ত হস্তটীতে একটী ধূলার বেড় দিয়া বলিলেন 'বাবারে! এযে গোখুরা।' দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, গ্রামস্থ

স্ত্রী পুরুষ একত্র সমবেত হইয়া আজ নরেশ বাবুর বাটীতে উপস্থিত। ওদিকে নিমন্ত্রণের বাড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পচিতেছে, কেহ খাইতে যাইতেছে না। সহর-বাসিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহারা কোন বিপদের সময় এত লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যাহা হউক বৈদ্যবর মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলেন, তবুও গোখুরার বিষ আর নামে না। এদিকে প্রায় বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। খোকার ক্ষুধা পাইয়াছে—ঘুমও শেষ হইয়াছে, সুতরাং সে মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিয়া খাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তখন বৈদ্যকে আর পায় কে! বৈদ্য বলিলেন "বাবু কোথায়? দেখুন এসে তাঁহার মৃত পুত্র জীবিত হইল।" বাবু এই সংবাদে উঠিয়া আসিয়া বৈদ্যের হস্তে ৩০৲ টাকা ও এক যোড়া শাল দিলেন। বৈদ্য কত দুই তিন দিনের সর্পদষ্ট মৃতকে বাঁচাইয়াছেন এবং মনসা দেবী স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন, এই সমস্ত গল্প করিতে করিতে বলিলেন "মা! আপনার পুত্রের ক্ষুধা বোধ হইয়াছে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, অতএব উহার কপালে ৫৲ টাকা ছোঁয়াইয়া উহাকে খাইতে দাও।" গৃহিণী খোকাকে অন্যের ক্রোড়ে দিয়া তাহাই করিলে বৈদ্য বলিলেন "টাকা পাঁচটী আমার হাতে দাও, আমি ভোগ দিলেই মনসাদেবী পরিতৃপ্ত হইবেন।" গৃহিণী তাহাই করিলেন, অনন্তর সকলে আহারাদি করিলেন।

এই গোলমালে নরেশ বাবুর কন্যা-টীর কেহ কোন খোঁজ লয় নাই, সে উপরে শয়ন ঘরেই একা ছিল। সেই শয়নাগারের খাটের নীচে একটী পাত্রে সুপক্ক মর্ত্তমান কলা কতকগুলি ছিল, বালিকা উহা দেখিতে পাইয়া ইচ্ছামত যাহা পারিয়াছে তাহা খাইয়াছে, কিন্তু বেলা ৯টার সময় তাহার জ্বর খুব বৃদ্ধি হওয়ায় সে চুপ করিয়া শুইয়াছিল এবং সেজন্য মাতা ও পিসীমাকে আর ডাকা-ডাকি করে নাই, নীচেও আইসে নাই কিম্বা অন্য দিনের মত ভাত খাইবার জন্য আবদারও করে নাই সুতরাং নির্ব্বোধ মাতা নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য যখন বেশবিন্যাসের উপযোগী অলঙ্কার বস্ত্রাদি বাহির করিয়া নীচে আইসেন তখনও কন্যাকে দেখিয়া আইসেন নাই। অনন্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়নাগারে গেলেন, তখন তাঁহার কন্যার জ্বরের কথা স্মরণ হইল এবং সে সমস্ত দিন কিছুই আহার করে নাই মনে করিয়া মাতা মিছরী ও জল লইয়া কন্যাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন উহা খায় কে? বালিকা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে; তাহার ললাটে ও হস্ত পদে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তখন চিকিৎসক ডাকা হইল, চিকিৎসক আসিলেন, ঔষধ দিলেন, টাকা লইলেন,

কিন্তু ঔষধ রোগীর উদরস্থ হইল না। রাত্রি ভোর হইতে না হইতে সে কুসুম কলিকা ঝরিয়া পড়িল। মাতার সে ঘোর বিলাসিতা জন্মের মত ফুরাইল, পিতার বুকের একখানি অস্থি খসিয়া পড়িল, সুখের সংসার দুঃখময় হইল।

এইরূপ গৃহিণীর অসতর্কতা দোষে কত প্রতারকের উদর পূরণ হয়, কত সন্তান সময়ে চিকিৎসাভাবে কালকবলে পতিত হয়, কত সংসার দুঃখময় হয়, তাহার সংখ্যা নাই। যে সকল শিশু-সন্তান ভবিষ্যৎ সংসার ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, যাহারা সংসার-কাননের প্রফুল্ল কুসুম, গৃহের ও নয়নের আনন্দ, হৃদয়ের আরাম, তাহাদের প্রতি অযত্ন করিয়া বিলাসের দিকে কোন প্রসূতির মনোযোগ দেখিলে সে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? সন্তান পালনের যে গুরুভার ঈশ্বর প্রসূতির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি হইলে অবশ্যই প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। অনেক প্রসূতি "আমি ছেলেমানুষ, আমার আবার সন্তান পালনের ভার কি, উহা মাতা কিম্বা শ্বাশুড়ীর কার্য্য, আমার কার্য্য প্রসব করা, তাহা করিয়াছি," ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যখন ঈশ্বর তাঁহা-দিগকে জননী করিয়াছেন, তখন সন্তান পালন করার ভার তাঁহাদেরই উপর চাপাইয়াছেন, অতএব সন্তান পালন, ভার বহন ও শিক্ষা করিবার জন্য মাতা কিম্বা শ্বাশুড়ীর সাহায্য লওয়া উচিত, কিন্তু উহাতে উদাসীন হওয়া কখনও উচিত নয়।

বরাহনগরের পারিতোষিক বিতরণ।

(গতবারের শেষ)

১ম ও ২য় শ্রেণীতে ১৮৯৪, ৯৫ শালের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য, অপ-রাপর শ্রেণীতে মধ্যবৃত্তি, উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য সকল পাঠিত হইতেছে। সেনেটহলের ছাত্রবৃত্তি পরী-ক্ষায়৩টীছাত্রীগত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কয়েকটী বিধবা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ বা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া বাটীতে গিয়া আত্মীয়গণের বালকবালিকদিগের শিক্ষা ও সংসারের অন্যান্য ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ শিক্ষার সুফল দেখাইয়া দিতেছেন। একটী বালিকা এখান হইতে ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে গিয়াছিল, তথা হইতে 'পাশ' হইয়া মফস্বলে ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। একটী বিধবা এখানে ২ বৎসর নিয়মিত শিক্ষার পর ইডেন্ হাঁসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে-ছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটীও

হিন্দুবিধবা এখানে শিক্ষালাভ করিতে সম্মত ছিলেন না। এখানে হিন্দু বিধবাগণ যে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, একথা কেহ বিশ্বাস করে নাই। এত কাল পরে আশ্রমটী লোকের বিশ্বাস, অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছে। জমীদার বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং বুদ্ধি ও বয়সে সুপরিণত, নীমচাঁদ বাবু বারেন্দ্র সমাজের অধিনেতা; ইহাঁরা এবং ভট্ট পল্লীনিবাসী গুরুবংশীয় মহাশয়েরা যখন ইহার অনুমোদন ও পোষকতা করিতেছেন, রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রেসীডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর বোর্ডিং স্কুল ও বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া যখন ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তখন বোধ হয় এই হিতকারী আশ্রমটীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

১৮৯১ শালে ১৫টী ও ১৮৯২ শালে কুড়ীটী বিধবা এখানে ছিলেন। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে। স্কুলের বালিকা ও বোর্ডারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। স্কুলের সুশিক্ষা দেখিয়া পরিদর্শকগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন যেন বর্ষে বর্ষে এই ফিমেল বোর্ডিং ও বিধবাশ্রমের উন্নতি বিধান হয়।

এই আশ্রমে আরও কতকগুলি হিন্দুবিধবা ছাত্রী লইতে প্রস্তুত। তাহাদিগের আহার ও পরিধেয় খরচ আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে।

১২৯৯ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

৫। বিজ্ঞান।

১১। বামারচনা।

১২। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১৪। নূতন সংবাদ।

১৫। (English) ইংরাজী।

নূতন সংবাদ।

১। ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছেন, তিনি তথা হইতে আমেরিকায় যাইবেন।

২। চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী আগামী জুন হইতে রীতিমত খোলা হইবে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।

৩। বেথুন কলেজের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী কুমুদিনী খাস্ত-গির বি এ মহীশূরের উচ্চ শ্রেণী রাজ-বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ, তাঁহার প্রতি বিদেশ হইতে এই সম্মান প্রদর্শিত হইল দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

৪। কুমারী বার্জিনিয়া মেরী অতি প্রশংসিতরূপে (M. B.) ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি স্বাধীন চিকিৎসা করিবেন বলিয়া কলিকাতায় আসিয়া-ছেন। তাঁহার আশা সফল হউক।

৫। কৃষ্ণা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতা-সোপান—শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৴১০ পয়সা। শিশু শিক্ষার উপযোগী সরল কবিতা লিখিবার ক্ষমতা লেখকের বেশ আছে। পদ্য-মালার ন্যায় এখানি বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্য হইবার যোগ্য।

২। নীতি-কবিতা—শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর জন্য। ইহারও কবিতাগুলি সরল ও নীতি পূর্ণ। "বালিকার রামায়ণ শ্রবণ" পদ্যটী বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। আঁখিজল—"ভগ্নতরী" লেখনী প্রসূত, মূল্য ।৵০। ইহাতে প্রেমোচ্ছ্বাস-পূরিত কতকগুলি কবিতা আছে। লেখকের কবিত্ব শক্তি আছে, ইনি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

৪। উপদেশ কথা, প্রথম খণ্ড—তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের রচিত। ইহাতে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ সার কথা আছে। লেখা হিঁয়ালীর মত ভাষায়। ইহা দ্বারা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

৫। নিশীথের অশ্রুধারা মূল্য ৵১৪৩ আনা। ইহাতে উক্ত রাজাবাহাদুরের প্রণীত কতকগুলি সুন্দর পারমার্থক কবিতা আছে।

৬। বিদ্রূপ ও বিকল্প শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার ইহার প্রবন্ধ গুলিতে আপনার সুরসিকতার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া খুব আমোদ হইবে, কিন্তু চিত্ত মলিন হইবে না।

বামারচনা।

বসন্ত স্বপ্ন।

ঘুম ঘোরে ছিনু অচেতন।
হিমানী-কম্পিত হিয়া,ঢাকা ছিল আবরণে
অস্ফুটন্ত যুগল নয়ন।
চাহিনি সংসার পানে, ধারিনি কাহার ধার,
আঁখি ভরা ঘুম!
আমি ছিনু আমা লয়ে, দেখিনি ভবের ওই,
আনন্দের ধুম!
শ্রান্ত দেহ,—শ্লথপ্রাণ,অবনী-কম্পিত কোলে
দিছিনু ঢালিয়া,
জানিতাম—গাঢ় তন্দ্রা,ভাসিবেনা বুঝিআর
হিয়া জাগাইয়া।
—সে যে মহা ভুল!
বিশ্বকেন্দ্রে সেই চক্রে, ঘুরি ফিরি অনুদিন
করিছে আকুল,—
তারি মহা আবর্ত্তনে, আমারোএ জড় হিয়া
ঘুমন্ত জীবন,
অপসারি কুহেলিকা, দেখিল সহসা মরি!
বসন্ত স্বপন!
ঘুচে গেল মহা তন্দ্রা, শিথিলতা পরাণের,
মেলিনু নয়ন!
চেয়ে দেখি বিশ্বমাঝে,আনন্দের ছড়াছাড়ি
অপূর্ব্ব ভুবন!
পরাণ ঢালিয়া দিনু প্রকৃতির শান্তি কোলে!
তান লয় ধরি
গাহিনু বসন্ত গীতি; খেলিল পরাণে কত
সুখের লহরী।

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

The Bamabodhini Patrika.

In a recent Government resolution on the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1891-92 it is found that female schools increased in number from 2,270 to 2,743 and their pupils from 49,638 to 57,801. Of the children of school-going age, it is said that 26.2 per cent of the boys and 1.7 per cent of the girls are at school. The cause of female education demands more active support of the public.

Our readers may remember Mr. Sorabji Bengallee whose name we mentioned in connection with the Parsi Girls' School. It is with great regret that we have to announce the death of this benevolent gentleman on April 4th. It was he who, among other reforms, was the first to establish a Woman's Hospital under the superintendence of an English lady physician. For some time he personally bore the expenses for keeping up the Institution. In Mr. Bengailee, the country has lost a sincere social reformer. In this connection we have also to record the death of Mr. Nulkar, a prominent citizen of Poona. While staying in Calcutta as a member of the Imperial Legislative Council, he used to interest himself in all educational and social questions.

In connection with the extension of lectures among women for increasing their knowledge, there are more than thirty lady lecturers, all having university qualifications, working for the cause. Under their auspices the work has been carried on with great success and lately centres have been opened for holding lectures and examinations.

Village Homes, bearing the name of Princess May have been established for the training of children rescued from parents convicted of habitual crime. There are now 200 children educated and trained in this Institution in such a way that when grown up they may lead a happy and useful life.

The bridge over the river Krishna was opened the other day. In a few years we expect to travel through from Madras through the Circars straightway to Calcutta. The railway has been a great civilising factor. There will be a branch line of Railway to Jagannath.

It is with great pleasure that we announce the appointment of Miss Kumudini Khastagir, B.A., to a high and responsible post in the Maharajah of Mysore's High Girls' School. For her liberal education and amiable and cheerful disposition, Miss Khastagir is liked by all her pupils in the Bethune College. She carries the best wishes of her pupils and friends alike to her new place of work, where she may be as useful as she has been in Calcutta. It is again no less a gratification to find a gifted Bengali lady taking a high place in the educational work of the great Mysorean people.

The four Universities in Scotland are doing a good deal in furtherance of the higher education of woman in Arts and Science. The recent admissions in the Winter Session of the University shew an increasing number of ladies going in for the classes with good many scholarships and bursaries.

The Maharani and the Guicowar of Boroda have left England for India. The former was decorated by the Queen herself in Windsor Castle with the order of "Crown of India". Such visits to Europe do a god deal in the enlightenment of the Indian Princes and people. A Guzrati merchant of Bombay, after his return from travels in Europe founded some two months ago a free Library in his own city.

We cull the following interesting items of news from the Demorest's Family Magazine :—

Of three thousand teachers employed in the public schools of Chicago

over two thousand eight hundred are women. *

Lady Tennyson has always been a notable housekeeper. Early in his married life her husband said distinctly, that should literature fail, his wife would keep the family from poverty by her culinary skill, and he added "I am sure the Tennyson tea biscuit would have a success."

Miss Florence Nightingale is seventy-two years of age. Her health is very poor, but she still continues to write for the nursing journals.

Miss Constance Smith is the head of the female staff at the Post Office Savings Bank in London. Subject to the Controller, she has command of seven hundred women and girls.

Miss Katherine Sharp, of Chicago, was awarded the prize of $100 for the best essay on "The Relation of University Extension to Local Libraries," at the recent Convocation of the University of the State of new york.

Miss Louisa Macdonald, M.A., Principal of the new University College for women in Australia, has been appointed by the Sydney University to be public examiner in Greek. She has also been asked to deliver a course of six lectures on Greek life and art.

Mlle. Marguerite Gombert passed the examination for a doctor's degree at Brussels, with marked success. It is the first time that a woman has attained such distinction in Belgium, and she is the first woman on whom the faculty of Brussels have been called to betow the honor.

Miss Mary Day of Londan has been successful in her experiment of taking deaf and dumb girls as pupils in type-writing. Miss Day is one of the long established woman-typewriters in England. As so much typewriting is transcribed from manuscript, the girl's affliction is no drawback.

Mrs Kumudini Mukherji of the Campbell Medical School stands first among the female students of her class in the recent diploma examination of the institution. She has gained a silver medal for her special proficiency in Surgery and another from the Lady Dufferin Fund for her general proficiency.

We are glad to hear that Babu Manilal Mullik of Sinduriapati, Calcutta, has endowed Rs. 32,000, the interest of which will be spent in educating orphan boys. The Trustees to this fund are the Chairman and the Secretary of the Calcutta Muncipality, the Minister of the Adi-Brahmo Samaj and the donor himself or after his death his representative in the family.

Mrs Kadambini Ganguli has reached England and will thence shortly proceed to America to be present at the Chicago Fair.

We learn with great pleasure that the lady doctor Miss. Virginia Mary M.B., has come back from Bhagulpur to settle in Calcutta as an independent practitioner. She has proved herself a distinguished medical scholar and is expected to be equally successful in her profession. We wish her god-speed.

The following are the compliments given to women by some of the greatest men :—

Earth has nothing more tender than a pious woman's heart.—Luther.

All I am or can be, I owe to my angel mother.—Abraham Lincoln.

No man can either live piously or die righteously without a wife—Richter.

Eternal joy and everlasting love there's in you, woman, lovely woman. —Otway.

Even in the darkest hour of earthly ill, woman's fond affection glows.—Sand.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪০ সংখ্যা। | বৈশাখ—১৩০০—মে ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০০ সাল।
ইং ১৮৯৩-৯৪।
সংবৎ ১৯৪৯, শক ১৮১৫,
ব্রাহ্মাব্দ ৬৪-৬৫।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বু	র	বু	শ
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
+এ	মে	জুন	জু	আ	সে
শ	সো	বৃ	শ	ম	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু
২৯	৩০	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
র	বু	শু	সো	বৃ	বৃ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

‡বৃ	র	বু	র	বু	শ	১	৮	১৫	২২	২৯	ম	বৃ	শু	শ	সো	[illegible]
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	২	৯	১৬	২৩	৩০	বু	শু	শ	র	ম	শু
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বৃ	শ	র	সো	বু	শ
র	বু	শ	বু	শ	ম	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শু	র	সো	ম	বৃ	র
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৫	১২	১৯	২৬		শ	সো	ম	বু	শু	সো
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৬	১৩	২০	২৭		র	ম	বু	বৃ	শ	ম
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৭	১৪	২১	২৮		সো	বু	বৃ	শু	র	বু

পূঃ	১৮	১৭	১৬	৩০	১১	১০
অঃ	২	১	৩০	২৭	২৬	২৪
এঃ	১৪	১[illegible]	১১	৯	৮	৬
এঃ	৩০	২৮	২৭	২৪	২২	২১

পূঃ—পূর্ণিমা; অঃ—অমাবস্যা, এঃ—একাদশী।

পূঃ	৯	৯	৯	৯	৯	৮
অঃ	২২	২৪	২৩	২৪	২৪	২৪
এঃ	৫	৬	৫	৬	৫	৪বা৫
এঃ	১৯	২০	১৯	২০	২০	২০

* বৈশাখ বৃহস্পতিতে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। ২রা শুক্র ৩রা শনি ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ ১লা রবি, ২রা সোম ইত্যাদি। আষাঢ় ১লা বুধ ২রা বৃহস্পতি ইত্যাদি।

+ এপ্রেল শনিতে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস। ১৩ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ।

‡ বৈ বৃ ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

, ৯ই কার্ত্তিক পূর্ণিমা, ২২এ অমাবস্যা, ৫ই ও ১৯শে একাদশী ইত্যাদি।

নববর্ষ।

নব শতাব্দীর নূতন বরষ,
উদিলে উজলি ধরা-দিক্‌দশ!
শতবর্ষ মাঝে তুমি বর্ষবর,
কি ব'লে তোমারে করি সমাদর?
তারাদল মাঝে তুমি সুধাকর,
নদীগণ মাঝে তুমি সে সাগর;
শতগিরি মাঝে তুমি হিমাচল,
শতফুল মাঝে তুমি শতদল,
শতবর্ষ পরে হইলে উদয়,
গাও শত মুখে জগদীশ জয়।

যে শতাব্দী গত—বিধির-বিধান,—
দেখ ভারতেরে দেছে নব প্রাণ।
ধর্ম্ম জ্ঞান শুভ কার্য্য সমুদয়,
নবভাবে তাই হয়েছে উদয়।
উন্নতির পথ অনন্ত বিস্তার,
বাধাবিঘ্ন সব হইবে সংহার।
গত শতাব্দীর হয়ে সুসন্তান,
এ পথে তুমি কি হবে আগুয়ান?
সহায় ঈশ্বর কি ভয় কি ভয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয়।

তুমি যাবে চলে আমরা যাইব,
কালচক্রে ঘুরে কে কোথা পড়িব!
চিরসত্য যিনি মঙ্গল আলয়,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে সমুদয়।
তিনি সিদ্ধিদাতা করুণা-নিধান,
করুন্ সবার মঙ্গল বিধান।
যতক্ষণ প্রাণ তোমার আমার,
প্রাণপণে এস সাধি কাজ তাঁর;
অনন্ত জীবন পাইব নিশ্চয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয়।

১৩০০ সালকে বর্ত্তমান শতাব্দী-রাজ বলিয়া আমরা সাদরে বরণ করিতেছি। ১২০০ সাল যে শতাব্দী আনয়ন করিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারত দোর্দ্দণ্ড ইংরাজ প্রতাপের একছত্রতলে আনীত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, ভারতবাসী নানাভাষী নানা জাতি এক রাজভাষাদ্বারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং জাতীয় মহা-সম্মিলন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত যদিও পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও দৃঢ়রূপে পরিধান করিয়াছে, কিন্তু একটী সভ্যতম জাতির শাসনাধীন হইয়া অনেক সুশিক্ষা ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। ভারত সভ্যদেশোচিত লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় পোত, অশেষবিধ কলকারখানা ও শিল্পজাতে সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া এই সৌভাগ্য গণনা করিতেছি না, ধর্ম্মস্পৃহা, জ্ঞানস্পৃহা, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি মহৎগুণ সকল পুনরুজ্জীবিত হইয়া পতিত ভারতের উদ্ধারের আশার সঞ্চার করিয়াছে। যে ব্রহ্মসাধন—সত্য সনাতন ধর্ম্ম—ভারতবাসীর অক্ষয় পৈতৃক সম্পত্তি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিল, এই শতাব্দীতে তাহা রত্নপুনরুদ্দীপন হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সকলের সমাদর ও আলোচনা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের নব যুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যাও এখন আর কোন

শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া বস্তু নহে, ইহার দ্বার সকলের জন্য উদ্‌ঘাটিত। এখন যাহার বুদ্ধি, গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহারই গৌরব; কাহারও উন্নতির পথ অপরে অবরুদ্ধ করিতে পারে না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণের অনেক উপায় হইয়াছে এবং সেই সূত্রে অবলা স্ত্রীজাতি বহুদিনের সামাজিক উৎপীড়ন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছেন ও অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সহমরণ, বহুদারপরিগ্রহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহপ্রতিষেধ, জ্ঞানার্জন ও শাস্ত্রানুশীলনে অনধিকার, স্বাধীন ব্যবসায়ে অসামর্থ্য ইত্যাদি যে সকল দূষিত দেশাচার পাষাণের মত নারীজাতিকে পেষণ করিতেছিল, অতীত শতাব্দী তাহার কতক নিরাকরণ করিয়াছে, তাহাতেই আমরা দেশমধ্যে অনেক বিদুষী রমণীর অভ্যুদয় দেখিতেছি, উচ্চশিক্ষার উচ্চতম পরীক্ষাতেও রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, অনেক দুর্ভাগিনী বালবিধবা পতিসুখে সৌভাগ্যবতী হইয়া পুনরায় সুখের সংসার করিতেছে, অনেক রমণী সপত্নীর জ্বালা হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং অনেক গুণবতী মহিলা শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও চিকিৎসক হইয়া জীবিকা অর্জনেও সক্ষম হইতেছেন। স্থানে স্থানে নারীদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্য সাধনের পথ রমণীদিগের নিকটও প্রসারিত করিয়া দিতেছে। ভবিষ্যৎ এখন আশাপূর্ণ।

গত শতাব্দী যে সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে মঙ্গলময় বিধাতার সাক্ষাৎ হস্ত দেদীপ্যমান। তিনি যে মঙ্গলানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার উন্নতি হইবেই হইবে। ১৯০০ শতাব্দী অতীত শতবর্ষের প্রস্তুত ভিত্তির উপরে যেন উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবাসীর সকল আশা পূর্ণ করিতে পারে। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই কার্য্যের সহায় হউন্।

গত শতাব্দীতে বিধাতার বিধানে ভারতের হিতের জন্য বিদেশী স্বদেশী অনেক মহাত্মার এদেশে অভ্যুদয় হইয়াছে; তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের সুপরিচিত কয়েক মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি—বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফ, ক্যানিং, রিপণ, কেরী, মার্সম্যান, হেয়ার, বেথুন; রামমোহন, রাধাকান্ত, দেবেন্দ্র, কেশব; দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার, দ্বারকানাথ, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল। আরও কতকগুলি নাম অব্যক্ত রহিল। ইহাঁদের প্রতি ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। নূতন শতাব্দীতে এ প্রকার মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব কি দেখিতে পাওয়া যাইবে?

গত শতাব্দীর শেষভাগে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতরমণীগণের সেবার জন্য বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছে। ইহা ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া শতা-

কীর প্রায় তৃতীয়াংশ দর্শন করিল। আগামী ভাদ্র মাসে ইহা ৩১ বর্ষে প্রবেশ করিবে। এই শুভঘটনা উপলক্ষে একটী উৎসব করিবার ইচ্ছা আছে এবং তদুপলক্ষে "গত শতাব্দীতে ভারত রমণীদিগের উন্নতির" বিষয় আলোচনা করা যাইবে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি উপরি উক্ত বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তাঁহাকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৭২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৪৫ প্রথম, ১৯০১ দ্বিতীয় এবং ৮৭৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুফল যুবিলী বৎসর ব্যতীত আর কখনও দেখা যায় নাই।

নব রাজপুরুষ—প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস অতি সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। সার জর্জ হোয়াইট তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট আপাততঃ ৬ মাসের ছুটী লইতেছেন, তাঁহার স্থানে সার ম্যাকডোনাল্ড কার্য্য করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

শিক্ষা সমিতি—স্ত্রীশিক্ষার পরিদর্শন ও সাহায্যদানাদির বিষয় বিবেচনার জন্য ছোটলাটের আদেশে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এক শিক্ষা-সমিতি আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থার সংশোধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রহেলিকা পূরণ—ফাল্গুন ও চৈত্রের বামাবোধিনীতে যে ১০০ প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠিকাদিগের বিশেষ আমোদজনক হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নিম্নলিখিত পাঠিকাগণ নিম্নলিখিত সংখ্যক উত্তর দিয়াছেন, যিনি পুরস্কারযোগ্যা, তাঁহার নাম পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে:—

১—সজলনয়না দাসী, কলিকাতা ... ৫০
২—সৌদামিনী দেবী, কুষ্টিয়া ... ৫০
৩—ভুবনমোহিনী দেবী, দাঁতুন ... ৫০
৪—কুসুমকুমারী সেন, ফরিদপুর ... ১০০
৫—নিতম্বিনী চট্টো, বাঁকুড়া ... ১০০
৬—সুচারুবালা দাসী, গাজীপুর, ... ১০০
৭—প্রভাতকুমারী দাসী, ময়মনসিং ... ৫০

৮—ভবতারিণী দাসী, চেতলা ... ১০০
৯—সুশীলাবালা বসু, কুচবিহার ... ১০০
১০—বসন্তকুমারী দাসী, রাজপুর ... ১০০
১১—মৃণালিনী রায়চৌধুরী ... ১০০

বিবী-রাণী—পাতিয়ালার মহারাজা এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। তাঁহার এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তিনি তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ ব্রায়ান নামক সাহেবের ভগ্নী মিস্ ব্রায়ানকে আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই যুবতী শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত ও "হুরনম কুর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে চিন্তার বিষয়।

সাময়িক পত্রের উপর ট্যাক্স—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এক দিকে ট্রামওয়ের অধ্যক্ষদিগকে দেশছাড়া করিতে বসিয়াছেন, অন্যদিকে গরিব সাময়িক পত্র সকল লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন ছাপাখানারই ট্যাক্স ছিল, এখন দেশহিতব্রতে কোন কাগজ বাহির হইলেও আগে তাহাকে টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। বহুদিন প্রচলিত পত্রিকা সকলও এ দায় এড়াইতে পারিবেন না। নব্যভারত সম্পাদক এই বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যদি সকল সম্পাদক এক যোগে প্রতিবাদ করেন, শুভফলের আশা করা যায়। "প্রেস আসোসিয়েসান" আর কোন্ কার্য্যের জন্য?

বামাবোধিনীতে ইংরাজী—এ বৎসর হইতে ইংরাজী নিয়মিত দেওয়া যাইবে না। আবশ্যক মতে সময় সময় দেওয়া যাইবে। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে ইহার সমাবেশ স্থান দুর্ঘট হয় এবং অধিকাংশ পাঠিকার পক্ষে ইহা তত আবশ্যক দেখাযায় না।

বিলাতি মহিলাগণের কার্য্য।

১—বিলাতি মহিলাগণের জনহিতৈষণা—স্ত্রীলোকদিগের টেম্পারেন্স ইউনিয়ানের প্রতিনিধি কুমারী উইলার্ড স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি গত জানুয়ারি মাস হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় জনহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও সর্ব্বত্রই অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার গুণে মাদকসেবনের বিরোধিগণ সর্ব্বত্রই নব উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। কুমারী উইলার্ড প্রধানতঃ সুরাপান নিবারণকার্য্যে ব্রতী হইলেও তিনি বহুদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে সকলপ্রকার সংস্কার কার্য্যেই স্ত্রীলোকদিগের যোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদের উপস্থিতিদ্বারা কার্য্যের পবিত্রতা

ও পুরুষদিগের উৎসাহ সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। তিনি তদনুসারে সকল প্রকার সংস্কারকার্য্যে উৎসাহী হইয়াছেন। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় স্থায়ী কার্য্য হয় না, সংবাদ পত্রের সাহায্য এপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; সেইজন্য "উইমেন্‌স্ লিবারেল ফেডারেশন" সভার মুখপাত্র "উওমান্‌স্ হেরাল্ড" নামক পত্রিকার কার্য্যক্ষেত্র আরও বর্দ্ধিত করিয়া লেডি হেন্‌রি সমারসেটকে তাহার সম্পাদিকা করা হইতেছে। চিকাগো নগরের "ইউনিয়ান সিগনাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার যখন প্রায় একলক্ষ গ্রাহক, তখন "উওমান্‌স্ হেরাল্ডের"ও গ্রাহকসংখ্যা যে তদনুরূপ হইবে, এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নহে।

২—সাধারণ কার্য্যে স্ত্রীলোক নিয়োগ—মিঃ আস্‌কুইথ বিলাতী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কারখানার স্ত্রীলোকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গ্লাস্‌গো ও লণ্ডনে এক জন করিয়া স্ত্রীলোক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইঁহারা বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। রোগের তুলনায় ঔষধ যদিও নিতান্ত হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় হইল বটে, তথাপি "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" এই বিবেচনায় ইহাও কতকটা ভাল বলিতে হইবে।

৩—কয়েকজন বিখ্যাত রমণী—"রিভিউ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড" নামক পত্রিকায় রেভারেণ্ড ডাঃ প্রেসি "আমাদের প্রচারিকা বীরাঙ্গনাগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভে এমন কতকগুলি স্ত্রীলোকের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের দ্বারা মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের নাম ও কার্য্য নিম্নে দিলাম :—

বার্ব্বরা অট্‌ম্যান্ বালিসের লেস্ নির্ম্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া স্যাক্সনিপ্রদেশকে ঘোর দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। বেটসি মেট্‌কাফ্ ইউনাইটেড্ ষ্টেটে প্রথমে খড়ের টুপি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; তদবধি উক্ত রাজ্যে খড়ের শিল্পকার্য্যের এত বিস্তার হইয়াছে যে কেবল ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশ এই ব্যবসায় হইতে বৎসরে কোটী কোটী মুদ্রা লাভ করিয়া থাকে। তুলানির্ম্মিত জিন্ বস্ত্র যাহা লোকে এত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা মিসেস্ জেনেরাল্ গ্রীন কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আর একজন স্ত্রীলোক ঘোড়ার নাল নির্ম্মাণের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করেন, যাহাদ্বারা প্রতি মিনিটে ২০ খানা নাল প্রস্তুত হয়, ইহাদ্বারা উক্ত কার্য্যের পরিশ্রম ও ব্যয়ের যথেষ্ট লাঘব হইয়াছে। যখন প্রকাণ্ড ব্রুক্‌লিন্ সেতুর ইঞ্জিনিয়ার্ মিঃ রোবলীং অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ শয্যাগত হন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন এবং তিনি শিল্পীদিগের সহিত বসিয়া তাহাদিগকে
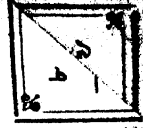
এমন সকল নূতন ধরণের জিনিস প্রস্তুত করিতে শিখাইতেন যাহা তখন অন্য কোথাও প্রস্তুত হইত না; ভ্যাসার কালেজের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপিকা কুমারী মেরিয়া মিচেল্, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়া ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে একটী মেডাল পুরস্কার পান; এতদ্ভিন্ন তিনি আরও সাতটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। তিনি ইউরোপের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্গণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

৪।—বিলাতী স্ত্রীলোকদের পোষাক—লেডি জিউন্ "নিউ রিভিউ" ও "ন্যাশনাল্ রিভিউ" নামক পত্রিকায় পোষাকে অর্থের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যদি বিলাতি মহিলাগণ পোষাক সম্বন্ধে অন্ধভাবে ফরাসী দরজীদের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে ও আপনাদের সদ্বিবেচনা অনুসারে চলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা স্থানীয় ও বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক বি[illegible] করিবার কতদূর উপযুক্ত তৎসম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইবে। "ন্যাশনাল রিভিউ" পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাহইতে বুঝাযায় যে পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রত্যেক কন্যার পোষাকে বার্ষিক ১২০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড (অর্থাৎ সাবেক হিসাবে ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা) ব্যয় হইত! এখন আর তাহাতে চলে না। সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক শ্রেণীর লোকে উপরিস্থিত শ্রেণীর সহিত সমান চাল চলন রক্ষা করিতে ও তাহাদের বিলাসিতার অনুকরণ করিতে যাওয়াতে সামাজিক শক্তির মূলক্ষয় হইতেছে এবং ঘোর সামাজিক বিপ্লব সন্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। পোষাক সম্বন্ধে আমাদের সমাজ এখন পরিবর্ত্তনাধীন। কিন্তু এখন হইতেই এদিকে একটু একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশীয় মহিলাগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা উচিত বোধ করিলাম।

আর্য্যমহিলা—সুমিত্রা।

যেমন বাগানের মধ্যে বেলফুল, তেমনি রামায়ণের মধ্যে সুমিত্রাদেবী। বেলফুল ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে অনন্ত শোভা—অনন্ত সৌরভ; সুমিত্রা-চিত্র অপূর্ণ হইলেও তাহাতে অনন্ত সৌন্দর্য্য—অনন্ত মধুরতা! মহর্ষি বাল্মীকির দিগন্তব্যাপিনী প্রতিভা সুমিত্রাদেবীর ক্ষুদ্র জীবনী যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছে, সাধারণ প্রতিভা বহু-

বিস্তৃত জীবনীরও সেরূপ সম্পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না। যিনি সুমিত্রা-চরিত্র বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবেন, ভরসা করি তিনি এ বিষয় অস্বীকার করিবেন না। তবে যে বাগানে গোলাপ, গন্ধ-রাজ প্রভৃতি ফুল ফোটে, সেখানে বেল-ফুল সহসা দর্শকের চক্ষু আকর্ষণ করে না।

সুমিত্রাদেবী অযোধ্যাপতি দশরথের তৃতীয়া ভার্য্যা। পদ্মের মত সুন্দর ফুলেও কাঁটা, ময়ুরের মত সুন্দর পাখীরও কণ্ঠস্বর কর্কশ, তদধিক দুঃখের বিষয় এই যে সুনীতি ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় আর্য্যজাতিমধ্যেও "বহুবিবাহ" কুপ্রথা প্রচলিত *। বহু বিবাহের ফল রাজা দশরথকে কিরূপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এদেশে অনেকেই জানেন। যাহা হউক, সুমিত্রাদেবীর ভাগ্যে স্বামি-সুখ মিলে নাই। কারণ রাজা দশরথ দ্বিতীয়া ভার্য্যা কৈকেয়ীতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; প্রথমা কৌশল্যা বা তৃতীয়া সুমিত্রা রাজার বিশেষ প্রণয়ভাগিনী হইতে পারেন নাই। এ দুঃখ যে রমণী-হৃদয়ে কত বড় দুঃখ—ভরসা করি তাহা পাঠিকা ভগিনী-দিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। রাম-চন্দ্রের বনগমন সময়ে, স্বয়ং কৌশল্যা-দেবী এই দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দারুণ দুঃখে সুমিত্রাদেবীই ভগ্নহৃদয়া হন নাই। এইরূপ স্থিরতা ও ধীরতা সুমিত্রা-চরিত্রের এক প্রধান উপাদান।

স্বামী সপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও সাধারণ রমণীর মত সুমিত্রাদেবী তাঁহাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। সুমিত্রা পতিপ্রাণা সাধ্বী। পতিপ্রাণা সাধ্বী তাঁহার পতিদেবতাকে যে প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষে দর্শন করেন, সুমিত্রাদেবী রাজা দশরথকে সেই প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষেই দর্শন করিতেন। সুমিত্রা-চরি-ত্রের আলোচনায় ইহা পশ্চাতে বিবৃত হইবে।

ইহার পরে সুমিত্রাদেবীর আরও সুশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও ভরত তাঁহার সপত্নী-পুত্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ মমতা করিতেন। তাঁহারই শিক্ষাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, রাম ও ভরতের একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কার্য্যে সুমিত্রাদেবীর বুদ্ধির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়! কৈকেয়ীর মত নীচা-শয়া 'ক্রূরহৃদয়া রমণী সপত্নী-সন্তানের প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু সুমিত্রার মত ধর্ম্মপ্রাণা, পতিপ্রাণা, স্নেহময়ী দেবী সপত্নী-সন্তানের প্রতি প্রকৃত মমতাময়ী হইতে পারেন।—গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষাও সপত্নী-

* আমরা বহুবিবাহকে "কুপ্রথা" বলিয়াছি যে ঐ দেশে "বিলাতি-সভ্যতার" হাওয়া বহিতেছে বলিয়া নহে। যাহা ভাল,তাহা ভারতীয় হইলেও ভাল, বিলাতীয় হইলেও ভাল। এই কথাগুলি পারি তো পরে বুঝিয়া বলিব। প্রঃ লেঃ।

সন্তানের সুখ দুঃখে অধিকতর সহানুভূতি করিতে পারেন।—ইহা অস্বাভাবিক ভাব নহে,অবস্থা ও উপযোগিতা ক্রমে, সহৃদয়তা ও সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য। ইহাই দেবী-হৃদয়ের কার্য্য।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা সুমিত্রা-চরিত্রে অধিকতর প্রশংসনীয় গুণ আছে—এ জগতে সাধারণতঃ রমণীগণ যে সপত্নীকে মূর্ত্তিমতী প্রতিযোগিতাস্বরূপ মনে করেন, যাঁহারা পরস্পর অহি-নকুল-সম্বন্ধবিশিষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে "সাপত্ন্য" ভাব কেবল হিংসা দ্বেষাদির পরিচায়ক, মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী নিজগুণে সেই সপত্নীর স্নেহময়ী ভগিনী ও হিতৈষিণী সখীস্বরূপা ছিলেন—সপত্নী-ভাব ভগ্নীভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। রামায়ণে দেখা যায় কৌশল্যাদেবী প্রায় সকল অবস্থাতেই সুমিত্রার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতেন; আরও দেখা যায় যে এরূপ সাহচর্য্য গ্রহণ প্রধানতঃ সুমিত্রাদেবীরই গুণে; সুমিত্রার সহৃদয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেই কৌশল্যাদেবী তাঁহার একান্ত বশীভূতা ছিলেন। রমণীগণের বিনয়, সুশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, নিরলসতা প্রভৃতি কয়টী গুণ থাকিলেই তাঁহারা পিতৃকুল ও পতিকুলের প্রায় সকল আত্মীয়গণের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, কিন্তু সপত্নীর নিকটে সপত্নীর প্রীতিপাত্রী ও হিতৈষিণী বিশ্বস্তা সঙ্গিনী হইতে পারা যে কতদূর উন্নত পবিত্র চরিত্রের কার্য্য,তাহা সহৃদয়া ভগিনীগণ মনে মনে অনুভব করুন, তাহা হইলেই সুমিত্রা-চরিত্র হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এ সকল গুণের পরে সুমিত্রার মাতৃ-জীবন আলোচ্য। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠভক্তি, নিস্পৃহতা, সত্য-নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগস্বীকার, দয়া, বীরত্ব, বিনয়, সেবা-পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে দেবোচিত, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই নরদেবতা লক্ষ্মণ প্রধানতঃ তাঁহার মাতা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুমিত্রা-দেবী পুত্রদিগকে কি অপূর্ব্ব শিক্ষা দিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়—

দুষ্টা মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী যখন নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, অযোধ্যার তরুণ আশা ভস্মীভূত ও রাজা দশরথের পরমায়ু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যখন কৈকেয়ীর দুরাকাঙ্ক্ষায় রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইতেছেন, যখন দশরথের বিলাপে পুরবাসী ও প্রজাগণের হাহাকারে, কৌশল্যার আর্ত্তনাদে সুখময়ী অযোধ্যাপুরী মহা-শ্মশান বলিয়া অনুভূত হইতেছে, তখন সুমিত্রাদেবী কি করিলেন? তিনিও কৌশল্যাদেবীর মত স্নেহপরায়ণা মাতা; কিন্তু তিনি কেবল স্নেহপরায়ণা মাতা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণা মাতা। তাই তাঁহার উপযোগী কাজ করিলেন; [illegible]

না হইয়া বনগমনোদ্যত পুত্রকে সময়োচিত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিলেন; তিনি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বলিলেন;—

"বৎস! যদিও সকলের তোমার প্রতি অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্নই হউন, আর সম্পন্নই হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে; বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য।—দান, যজ্ঞানুষ্ঠান সমরে দেহত্যাগ এই বংশের যোগ্য*। তার পরে বলিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত! যথাসুখম্॥"

অর্থাৎ তুমি এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে আমি, গহন বনকে অযোধ্যা মনে করিও। বৎস! এখন সুখে গমন কর।

এই কয়টী কথায় সুমিত্রার কতই উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে! তাদৃশ দারুণ বিপৎকালেও যাঁহার এমন স্থিরতা, এমন ধীরতা, এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্য-জ্ঞান! তাঁহার চরিত্র যে দেবী-চরিত্র এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন মায়ের সন্তান হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ তরুণ বয়সেই দেবতা। আর আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় শত্রুঘ্নকেও যে দেবোপম চরিত্রবান্ দেখিতে পাই, সেও এই সুমিত্রার মাতৃত্ব-গুণে; তাই বলিতেছি, সুমিত্রা-চরিত্র দেবী-চরিত্র।

মানবজীবনের উচ্চ গৌরব সত্য-ধর্ম্মানুরাগে। সুমিত্রাদেবী সেই সত্য ধর্ম্মের কেমন অনুরাগিণী ছিলেন, পাঠিকা ভগিনী তাহা দেখুন;—

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলে যখন শোকাকুল দশরথ, রাম-শোকে জীবন্মৃত হইয়া কৌশল্যার গৃহে পড়িয়া আছেন, যখন শোকাকুলা কৌশল্যা চেতনাহারা হইয়া গিয়াছেন, সেই দারুণ শোকের সময়ে, পুত্র-নির্ব্বাসন-ব্যথিতহৃদয়া সুমিত্রাদেবী বিনীত ভাবে কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—"আর্য্যে! তোমার রাম সর্ব্বগুণাধার; কুত্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই; তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম সত্যবাদী, পিতার অঙ্গীকার পালন করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোনও ক্রমে উচিত হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই! যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত অনুবাদ।

করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্য-বাসের দুঃখ সম্যক্ জানিতে পারিলেও রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্য-নিষ্ঠ, ইহা কি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না?"

কি অপূর্ব্ব সত্যানুরাগ! কি গভীর ধর্ম্মভাব! সুমিত্রাদেবী আবার বলিলেন,—"রাম বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোনও দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী, জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকে, উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ অসি, শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাই-তেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে সেই উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবে। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিওনা; রামের কোন-রূপ অশুভ সম্ভাবনা নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয় নিজেই বিকল হইলে? বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই *।"

মানব বড় দুঃখ—অসহনীয় দুঃখও যে আশার আলোক দেখিলে সহজে সহিতে পারে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকিলে বর্ত্তমান সহস্র ক্লেশেও মানব যে ভগ্ন-হৃদয় হয় না, তাহা এই মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী বিশেষরূপে জানিতেন তাই কৌশল্যাকে শেষে বলিলেন;—

অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্।
মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী॥
পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
করাভ্যাং মৃদুপীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি॥
অভিনন্দ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্।
মুদাস্রৈঃ প্রোক্ষ্যসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্। †

এখন সেই সময়ে—সেই ব্যথিত হৃদয়ে, সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন কথাসকল যাঁহার মুখে আইসে, তিনি যে একজন দেবী, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কথাকয়টীতে সুমিত্রার ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, অথচ হৃদয়-পূর্ণ প্রীতি মমতা

---

* রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড ৪৪ সর্গ——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

† আপনার সেই অভীষ্টদাতা পুত্র অচিরে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়া কোমল ও মাংসল করযুগল দ্বারা আপনার চরণ বন্দনা করিবে। আপনার সেই বীরপুত্র যখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া আপনার চরণে নমস্কার করিবে, তখন তাহাকে অভিনন্দন করত আপনি মেঘরাজি যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় অভিষিক্ত করে, তেমনি সেই পুত্রকে আনন্দাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিবেন।

সবই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যে কবি "রামায়ণ" রূপ অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিতে পারেন, তিনিই সহজে এ মহামহিমময়ী সুমিত্রার চরিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। তিনিই অনায়াসে আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন, সুমিত্রা-চরিত্রে এমনই মধুরতা—তীব্র মধুরতা নহে—এমনই মৃদু মধুরতা,যে সুমিত্রাদেবী সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সকল লোকেরই সকলসন্তাপহারিণী! এমন দেবী যে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে ভারত মরিয়াও অমর! এমন দেবী-চরিত্র যে কবি লেখেন, সে কবির অমরতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করাও আমার বিশেষ ধৃষ্টতা।

আর এক কথা, রামের রাজ্যচ্যুতি ও বনবাস ঘটনায় সকলের অপেক্ষা—স্বয়ং কৌশল্যার অপেক্ষাও, দশরথের মনস্তাপ অবশ্য অধিক। কারণ, প্রথমতঃ রাজা দশরথই তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রের সকল বিপত্তির মূল; দশরথের প্রতিজ্ঞার জন্যই তো রামের অদৃষ্টে এত ক্লেশ উপস্থিত! মানব-হৃদয়ে অনেক সহে, কিন্তু যাহাকে সুখী দেখিলে বড় সুখ হয়, মানব নিজেই যদি তাহার দুঃখের—গুরুতর দুঃখের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, সে দুঃখ মানব-হৃদয় সহিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীকে প্রাণের অধিক প্রীতি ও মমতা করিতেন, জগতে রাম ব্যতীত অপরের সহিত যাহার ভালবাসার তুলনা করিতে পারিতেন না, সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা, সেই স্নেহপ্রতিমা সখী, সেই বিশ্বস্তা সহধর্ম্মিণী যে দারুণ ক্রূরহৃদয়া, নৃশংসা বিশ্বাসঘাতিনী, স্বার্থপরতার প্রতিকৃতিরূপা পিশাচী, ইহা সেই রাম-বনবাসের দিনেই দশরথ বুঝিতে পারিলেন। মানব-হৃদয়ে অনেক সহিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি মানবের প্রাণাধিক প্রিয়তম, সে যে কপটাচারী, যাহাকে মানব অকপটে মন প্রাণ সমর্পণ করে, সে যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে মহাপাতকী, এ দুঃখ মানব-হৃদয় কখনই সহিতে পারে না। এটী "দুর্ব্বলতা" হয় তো মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা।

এই দুই অসহনীয় দুঃখে রাজা দশরথ সকলের অপেক্ষা অধিকতর কাতর। এ জগতে সকল ব্যথীরাই একটু সহানুভূতি চাহে, একটী ব্যথিত হৃদয় আর একটী ব্যথিত হৃদয় পাইলেই কতক পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ করে। মানবহৃদয় সহজেই সহানুভূতির প্রার্থী; ব্যথিতহৃদয় আরও প্রার্থী, সহানুভূতির ভিখারী। এই সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেই রাজা দশরথ, রাম-বনবাস-দিনে কৌশল্যার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাম-নির্ব্বাসনে দশরথের যে মরণাধিক যাতনা হইতেছিল, অভাগিনী কৌশল্যা তাহা অবশ্য বুঝিয়াছিলেন।—স্বয়ং দশরথ কৌশল্যার গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে

ভার্য্যার ন্যায়, সংপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায় ও ভোজনকালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন"। এতাদৃশী পতিব্রতা মহিলা যে স্বামীর সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিতে অশক্তা, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত। তথাপি রাম-বনবাসের দিনে তিনি শোকের অধীরতায় রাজা দশরথের প্রতি যে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য যে পতিপ্রাণতা নহে, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি; কৌশল্যা বলিতেছেন, "মহারাজ! রাম এতক্ষণ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে! বল দেখি তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে? সকলেরই তরুণবয়স, ভোগের সময়ে আবার তুমি বনবাস দিলে, জানিনা এখন তাহারা ফল মূল খাইয়া কিরূপে দিনপাত করিবে?"

একথা মাতৃস্নেহ-প্রসূত সন্দেহ নাই। আর অভাবনীয় পুত্রনির্ব্বাসন-শোকে কৌশল্যার যে মতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, ইহাও আশ্চর্য্য নহে। তথাপি প্রকৃত পতিপ্রাণা ভার্য্যা স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান; নিদারুণ শোক দুঃখের সময়েও স্বামীর অবস্থা, উপযোগিতা—স্বামীর কৃত কার্য্য কুকার্য্য হইলেও তাহার কারণ সবই দেখিতে পান। তাই পতিপ্রাণা সীতাদেবী নির্ব্বাসনকালে বড় শোকের সময়ে, বড় অভিমানের সময়েও বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—"আর্য্যপুত্র কেবল প্রজারঞ্জন জন্যই আমাকে বনবাস দিলেন, অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া নহে"! তাই বলিতেছি, পতিব্রতা কৌশল্যাদেবীও যদি প্রকৃত পতিপ্রাণা হইতেন, তাহা হইলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুমিত্রা—এমন কি স্বয়ং কৌশল্যা হইতেও রাজার মনস্তাপ অনেক অংশে অধিক এ কথায় কোন সন্দেহ করিতেন না, আর সেই অনুতপ্ত ভগ্নহৃদয়, হতভাগ্য দশরথেরও "কাটা ঘায়ে নূণের ছিটা" দিতে পারিতেন না! পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না।

"পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না" এ বিষয়ে এক বিশেষ প্রমাণ আমাদের সুমিত্রাদেবী। গভীর পতিপ্রাণতায় সুমিত্রা-চরিত্র "আদর্শ"-স্থানীয়। পাঠিকা-ভগিনী জানেন, কৌশল্যার যে প্রকার শোক, সুমিত্রারও তাহাই; কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাসে, এই মাতৃভাবের প্রবলতায়, সুমিত্রাদেবীর পতিপ্রাণতা সঙ্কুচিত হইল না—বরং অধিকতর প্রবল হইল। সেই অবস্থাতেও সুমিত্রাদেবী কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—"দেখ! তোমার রাম সত্যবাদী পিতার অঙ্গীকার সিদ্ধ করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন!" এই একটীমাত্র কথাতেই সুমিত্রাদেবীর হৃদয়-পূর্ণ পতি-অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। গভীর ভালবাসা-যোগে যিনি স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান,

তিনি ভিন্ন আর কেহ কি সে অবস্থায় এমন কথা বলিতে পারে? তাই সুমিত্রা-দেবী পতিপ্রাণা সাধ্বীগণের শীর্ষস্থানীয়া, "সহধর্ম্মিণী"র উপযোগিনী। আমাদের বিশ্বাস যদি সুমিত্রাদেবী রামচন্দ্রের গর্ভ-ধারিণী হইতেন, তাহা হইলে রাজা দশরথ রাম-বনবাসের দিনে পুত্র-শোক-জনিত মৃত্যু হইতে বুঝিবা রক্ষা পাইতে পারিতেন! অন্ধকমুনির শাপ বুঝিবা ব্যর্থ হইত! সাবিত্রীর মত সুমিত্রা-চরিত্রও বঙ্গমহিলাগণের অমৃতময়ী গাথা হইয়া রহিত। যে মহিলা নিজ শরীরে নিদারুণ আঘাত পাইয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন-ভয়ে আত্মগোপন করেন, তিনি আদর্শ রমণী*। আর যিনি—যে মহিলা গর্ভজাত পুত্রের, তরুণবয়স্ক পুত্রের দারুণ দুঃখজনক নির্ব্বাসনসময়েও স্বামীর চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার আশয়ে আত্মসংবরণ করেন, সে সময়েও যে কথা শুনিলে স্বামীর প্রাণে একটুকু আরাম বোধ হয়, সেই প্রকার কথা কহিতে পারেন, তিনি আদর্শ দেবী। এই জন্য আমাদের সুমিত্রাদেবীও আদর্শ দেবী—তাঁহার পদ-ধূলি মনে মনে গ্রহণ করিলেও আমাদের অপদার্থ প্রাণ পবিত্র হইতে পারে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সত্যধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়াই মানবের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি—সর্ব্বোচ্চ গৌরব। সুমিত্রাদেবীর ধর্ম্মভাব যে কত উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল, পাঠিকা ভগিনী তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সুমিত্রাদেবীর স্থিরতা, ধীরতা, বিজ্ঞতা যে এমন দেবোচিত, সে এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পরায়ণতা হইতে তাঁহার দেব-বৃত্তি সকল এমন পরিস্ফুট হইয়াছিল যে তাঁহার ভার্য্যাত্ব, মাতৃত্ব, সপত্নীত্ব, বিমাতৃত্ব সবই মধুর—মধুরতর—মধুরতম! এ দেবী কেবল অযোধ্যার রাজরাণী হইবার উপযোগিনী নহেন, গৃহলক্ষ্মী সতীকুলের সাম্রাজ্ঞী স্বরূপা। এ দেবীচরিত্র মহর্ষি-বাল্মীকির অমৃতময়ী প্রতিভার জীবন্ত চিত্র, সাধারণ মানবের ইহা ছুঁইবার সাধ্য নাই। তথাচ ক্ষুদ্র আমি, মূর্খ আমি পুনরালোচনার চেষ্টা করিলাম। মহর্ষি-বাল্মীকির স্থাপিত স্বর্গীয় প্রতিমার সৌন্দর্য্যে মানবের হৃদয় এতই মুগ্ধ হয় যে "পূজা করিতে পারিব কি না" সে বিচারশক্তি থাকে না! ভরসা করি অন্যে যেমনই করুন, স্বদেশীয় ভগিনীরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। শ্রী মা—

* ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজ মন্ত্রী ডিজরেলী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সস্ত্রীক, বক্তৃতা করিতে যাইতেন। একদিন ঐরূপে যাইবার সময়ে, মন্ত্রী গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একটী আঙুল পিষিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বামীকে নিজের অবস্থা জানাইলে তাঁহার মন খারাপ হইবে, বক্তৃতার ক্ষতি হইবে, এই ভয়ে ডিজরেলী-পত্নী বক্তৃতার পূর্ব্বে নিজের ক্লেশের কথা কিছুমাত্র স্বামীকে বুঝিতে দেন নাই। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সবিশেষ বলিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রঃ লেঃ

উদাসীনের চিন্তা।

রাধারাণীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা এবং বাল-বিধবা। পতি বিয়োগের পর হইতেই যত্যাচারে বিলক্ষণ শরীর নিগ্রহ করিতেছেন। শরীর নিগ্রহ বেশ আছে, কিন্তু আত্ম-শাসন মাত্রও নাই। সামান্য কারণেই অগ্নি অবতার হইয়া উঠেন। এজন্য প্রতিবেশী এবং বৃদ্ধা জননীর সহিত প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা জননী ভিন্ন রাধারাণীর সংসারে আর কেহই ছিল না। স্বামিদত্ত বেশভূষা বিক্রয় করিয়া রাধারাণী ৪০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহারই সুদ হইতে ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রয়োজনীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপেও কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়। এতদ্ভিন্ন জননী-সহ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রাধারাণী একরূপ নিঃসহায়া হইলেও তাঁহার অর্থবল ছিল, তাই ধরাখানিকে সরা মনে করিতেন। বিশেষতঃ তিনি গয়া, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা কত? সুযোগ পাইলেই প্রতিবেশিনীদিগের সমীপে গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। লোকে শুনিতে ইচ্ছা না করিলেও, ধরিয়া আনিয়া দুই কথা শুনাইয়া দেন। গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মন সে সকল তীর্থের প্রতি আকৃষ্ট করা রাধারাণীর উদ্দেশ্য নহে। শ্রোতৃগণ তাঁহার ভূয়োদর্শিতার প্রশংসা করেন ইহাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য। রাধারাণী যে পল্লীতে বাস করিতেন, সে পল্লীতে সুধাময়ী নাম্নী এক যুবতী ছিলেন। সুধাময়ী সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। একদিন রাধারাণী তাঁহাকে পাইয়া তিনি কাশীধামে যেরূপ দান ধ্যান করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন "দেখ সুধাময়ী। এবার কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে জাম ফল দিয়ে এসেছি! মা কত বল্লেন, বল্লেম রাধা ও কি করিস, যে ফল সচরাচর মিলে না এরূপ একটা ফল দান কর, আমি বল্লুম, না মা! তা হবে, মা বিশ্বেশ্বরকে একটা ভাল ফল দিতে হবে"। তাই অনেক ভেবে চিন্তে জামটাকে দিয়ে এসেছি?

সুধাময়ী রাধারাণীর এতাদৃশ ভোগ বিলাসের কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন; এবং বলিলেন "কেন জাম ভিন্ন কি আর ভাল ফল পেলেন না?" ভাল, আঁবটাই দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ও মা তাকি হয়, বৎসরের মধ্যে একটা ফল, তাও দিয়ে আসবু, এ কেমন কথা?

সুধা—বিশ্বেশ্বরকে দিতে হ'লে, যে ফলে আসক্তি রয়েছে, সে ফলই দিতে

হয়। বিশ্বেশ্বরের ত কিছুরই অভাব নাই। তবে ফলদানেরও একটা অর্থ আছে। ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগই এ দানের উদ্দেশ্য। তা আপনিত খুব দান করে এয়েছেন। জামেতে কি আর লোকের আসক্তি জন্মে?

রাধা—জন্মে বই কি! আমার পক্ষে আঁব ছাড়া সহজ, তবুও জাম ছাড়তে পারি না।

সুধা—এ নূতন কথা শুনলেম, কেউ জামকে আঁবের চেয়ে ভাল বাসে, এত কখনও শুনি নাই।

রাধা—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে বসি নাই। আমি বলছি বিশ্বেস কর্ত্তে হয় কর, না কর্ত্তে হয় নাই কর।

সুধা—ভাল জামটা দিয়ে এলেন, রাগটা দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ফলইত দেয় জানি, রাগ আবার দেয় কি করে তাত জানি না। তোমাদের নতুন শিক্ষে! নতুন কথা! আমরা সেকেলে লোক, তোমাদের কথা বার্ত্তা বুঝি না।

সুধা—সংকল্প করিয়া যেমন ফল ছাড়তে হয়, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করে সংকল্প পূর্ব্বক তেমনি রাগ ছাড়তে হয়।

সুধাময়ীর এই কথাতে রাধারাণী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "তোমরা সব স্বর্গের দেবী কিনা, তাই সকল রিপুর হাত এড়ায়েছ, আমরা নরকের কীট তাই আমরা রাগী, আমরা ঝগড়াটে, আমরা সব।

সুধা—আপনি রাগ কর্ব্বেন না। আমি স্বর্গের দেবী একথা কি আমি বলেছি?

রাধা—বল নাইত কি? আমার রাগ ছাড়া উচিত আর তোমার ছাড়া উচিত না?

সুধাময়ী দেখিলেন রাধারাণীর সহিত বাদানুবাদ করা নিষ্ফল। তাই বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রাধারাণীর ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাহার শান্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ক্রোধের কারণ স্বরূপা সুধাময়ীকে ছাড়িতে পারেন না। সুধাময়ীর অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গতি নিবৃত্ত করিলেন। সুধাময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে শব্দটী মাত্র নাই। আর রাধারাণী যত ইচ্ছা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রবৃত্তির ক্রিয়া শেষ হইলেই তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। রাধারাণীর ক্রোধও তদ্রূপ কিয়ৎকাল পরে নিবৃত্ত হইল। সুধাময়ী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠিকা ভগিনী!—তীর্থযাত্রা কিংবা শরীর নিগ্রহে প্রবৃত্তির দমন হয় না। কুপ্রবৃত্তিচয় প্রবল অসুর, তাহাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। বাহিরের শত্রু দমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু অন্তরের শত্রু দমন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। লক্ষ সৈন্যের অধিপতি বীরকেশরী প্রবল সময়ে প্রতিপক্ষীয় সেনানী-চয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, বৈজ্ঞানিক সমর-নীতির সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সৈন্য-

দিগকে পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রিপুর তীব্র প্রহারে তাঁহাকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এজন্য অতি সাবধানে অন্তর পরীক্ষা করিয়া রিপুকুলের গূঢ় স্থান আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় তাহারা বন্ধুর বেশে উপস্থিত হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। কখন বা স্বীয় স্বীয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধার সহিত সাধুতার শিবির আক্রমণ করিয়া থাকে। তাই অনুরোধ করি অতি সাবধানে জীবন পথে চলিবে। বাহিরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই অন্তঃশুদ্ধির জন্য। অন্তর শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। লোভ ও মোহের অধীন হইয়া ক্রোধাদির বশীভূত থাকিয়া কেহ কোন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, পারিবে না। যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি আসন দিবার জন্য প্রস্তুত, যাঁহারা অনিত্য সংসারে থাকিয়া নিত্য ধন লাভের জন্য লালায়িত, যাঁহারা বিষয় তাপে দগ্ধ হইয়া শান্তি সুধা লাভের জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্তি নিগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। দুষ্প্রবৃত্তিকুল নিগৃহীত না হইলে, ধর্ম্মার্থে লক্ষ কোটী মুদ্রা দান, কিংবা নানাদেশ বিদেশ পর্য্যটনেও কোন ফলোদয় হয় না। রাধারাণীর উপাখ্যান তাঁহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

নরহত্যা।

পুরাকালে সভ্যতম জাতিদের মধ্যে নরহত্যা যে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশস্থ লোকে কোন প্রকার জীবহিংসা করিত না, কিন্তু নরবলি দিতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না। পারস্য দেশে সজীব মনুষ্য গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত হইত। জরক্সিসের মহিষীকর্ত্তৃক দ্বাদশজন মনুষ্য প্রোথিত হয়। রোম দেশেও ঐ রূপ নরহত্যা প্রচলিত ছিল। এমিলিয়স্ ও টেরেন্টিয়স্ ভারোর যুগ্মরাজত্বের সময়ে দুইজন গ্রীক্ ও দুইজন গল প্রোথিত হয়। সেরিয়স্ জয়লাভ করিবার আশয়ে স্বীয় দুহিতাকে বলিদান করেন। লেন্টুলস ও ক্রাসসের যুগ্মরাজত্বের সময় নরবলি প্রতিসিদ্ধ হইবার একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। সিসিরোর সময় ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু আগষ্টস সিজার ৩০০ ব্যক্তিকে বলি দিয়াছিলেন। ফলতঃ আড্রিয়ান সম্রাটের সময় পর্য্যন্ত রোমরাজ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল।

গল ও জর্ম্মণ জাতিদের মধ্যে অসংখ্য নরহত্যা হইত। নিভৃত কাননের মধ্যে দেবীর মন্দির সংস্থাপিত হইত ও তথায় রাশি রাশি নরবলি প্রদত্ত হইত। অপসালা প্রদেশ নরহত্যার একপ্রকার কালী-

ঘাট ছিল। কখন বা অসিদ্বারা মস্তক-চ্ছেদন, কখন বা উদর বিদারণ, কখন যষ্টি-দ্বারা মস্তক চূর্ণীকরণ ও শিলাঘাত দ্বারা মস্তিষ্ক বহিষ্করণ ইত্যাদি নানা প্রকারে হত্যাক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। নয় বৎসর অন্তর নয় দিন বিশেষ সমারোহ হইত, তখন আর বলিদানের সংখ্যা থাকিত না। মেক্সিকো দেশেও বিস্তর নরহত্যা হইত। ভারতবর্ষেও যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল, ইহা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন নহে। কলিকাতা বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তলার নরবলীর কথা বোধ করি পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন।

পূর্ব্বতন কালে পৃথিবী যে কেবল নরহত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছিল এমত নহে, তৎকালে এতদপেক্ষাও গুরুতর পাপ প্রবাহে সর্ব্বংসহা নিরন্তর প্লাবিত হইত। নরহত্যা অতি ভয়ানক পাপ বটে, কিন্তু স্বহস্তে সন্তানবধ তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু বলিতে কি, এই মহাপাপও পূর্ব্বে বিরল ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কোমলহৃদয়া পাঠিকাগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া ম্রিয়মাণা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিবেন, যে এইক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সকল পৈশাচিক ক্রিয়ার অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং যত সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, ততই উহার তিরোধান হইবে—ততই সংসার পুণ্যধাম হইয়া উঠিবে।

কেনান্ রাজ্যে শিশুবলি অতিশয় সাধারণ ছিল। কার্থেজ্ দেশে ঐ প্রথা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। হামিল্‌কার একটী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া একটী শিশুকে বলিদান দেন, এবং অনেকগুলি পুরোহিতকে সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন করান। তিনি আর একবার, ভদ্রবংশজাত অতি সুশ্রী ২০০ শিশুকে বলিদান দিয়াছিলেন। কার্থেজ প্রদেশে একটী প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিপৎপাত হইলে উহার নিম্নে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া সকলে স্ব স্ব শিশু সন্তানকে ঐ দেবীর অঙ্কে অর্পিত করিত এবং সন্তানগণ যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইত, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিত। জনক জননীরা ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। যদি কেহ ইহার অনাথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, লোকে তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিত। টায়র প্রদেশে জনকজননীরা স্বহস্তে সন্তান বলিদান দিতেন। জননী, বলিদান সময়ে, সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনাদি স্নেহসূচক ব্যবহার করিতেন, ও পাছে সন্তানস্নেহের করুণ ভাবে অধীর হইয়া ক্রন্দনাদি করিলে পাপ স্পর্শ হয়, এই শঙ্কাক্রমে পরক্ষণেই অম্লানবদনে তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রহার করিতেন, এবং শোণিতপ্রবাহ যেমন বহির্গত হইত, অমনি উষ্ণ উষ্ণ উহা ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা দেব দেবীর গাত্র অভিষিক্ত করিতেন। প্লুটার্ক এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিয়া গিয়াছেন

"দেবতাগণ নরশোণিতে পরিতুষ্ট হন, এরূপ বিশ্বাস করা অপেক্ষা, দেবতাগণের অস্তিত্ব স্বীকার না করাই শত সহস্র গুণে ভাল"। ক্রমশঃ

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৭ সংখ্যা ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম যন্ত্রে গীত বাজাইতে হইলে আরও কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যথা,—

< বর্দ্ধিত বল। ইহার তাৎপর্য্য এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমে বলবৃদ্ধি। > হ্রস্ব বল। ইহার তাৎপর্য্য প্রবল হইতে ক্রমশঃ মৃদু।

◇ স্ফীতি। ইহার অর্থ এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বল-বৃদ্ধি করতঃ মধ্যে প্রবল করিতে হয়, তৎপরে আবার ক্রমে বল হ্রাস করিয়া মোলায়ম করতঃ অতি মৃদু ভাবে শেষ করিতে হয়।

∧ এই চিহ্ন দ্বারা প্রস্বন, অর্থাৎ প্রবল স্বনন (accent) বুঝায়।

স্বরের বল ভাষার অক্ষর দ্বারা সাংকেতিক করা যায়, যথা, মৃদুর মৃ, প্রবলের ব, হ্রস্বের হ, ইত্যাদি। স্বরের মস্তকে এই (ব) কিম্বা (*f*) প্রয়োগ দ্বারা স্বরের প্রবলতা; (মৃ) কিম্বা (*p*) দ্বারা মৃদুতা; (বৃ) দ্বারা বৃদ্ধি; এবং (হ) দ্বারা ধ্বনির হ্রাস বুঝাইবে। দুইটী (বব) (*ff*) দ্বারা অতীব প্রবল: দুইটী (মৃমৃ) কিম্বা (*pp*) দ্বারা অতীব মৃদু বা ক্ষীণ বুঝাইবে। মধ্য বলের জন্য এই (ম) কিম্বা (*m*) সংকেত; (*mf*) দ্বারা মধ্য প্রবল; (*mp*) দ্বারা মধ্য মৃদু বুঝাইবে।

এই সাংকেতিক চিহ্নগুলি স্বরের শিরোদেশেই সচরাচর আদিষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার অলংকার হারমোনিয়ম সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে আশ্ কহে।

———— বা ‿ আশের চিহ্ন। গানের কথার একটী অক্ষরে দুই বা ততোধিক স্বর উচ্চারণ করাকে আশ কহে। স্বরলিপিতে স্বর সমূহের নীচে একটী সরল বা বক্র রেখা প্রয়োগ দ্বারা উহা সাংকেতিক হইয়া থাকে।

তাল।

তালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করণের নাম লয়। লয়ের গতি সামন্যতঃ তিন প্রকার, যথা, বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রুত।

	১	।	।	+
বিলম্বিত লয় যথা—	সা	ঋ	গ	ম

	১	।	+
মধ্যম " "	সা	ঋ	গ

	১	+
দ্রুত " "	সা	ঋ

গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত বা ঠেকা কহে। তাল নানা প্রকার। এই স্থলে কেবল কয়েকটী সহজ তালের বর্ণনা করা হইল।

কাওয়ালী।

চারিটী পদে কাওয়ালী হইয়া থাকে। ইহার চারিটী পদ প্রত্যেকে একটী দীর্ঘ বা দুইটী হ্রস্ব অথবা চারিটী অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। ইহার ঠেকা যথা,—

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা
০।	।	।	।	১।	।	।	।
ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা

এই বোলটী চারি সমান ভাগে বিভক্ত; প্রথম বিভাগের মস্তকের চিহ্নকে সম; দ্বিতীয় বিভাগের উপর ৩ চিহ্নকে তৃতীয় তাল বলে। তৃতীয় বিভাগের উপরের ০ চিহ্নকে ফাঁক কহে, ও চতুর্থ বিভাগের মস্তকের ১ চিহ্নকে প্রথম তাল কহে।

এই তালের একটী পদে ফাঁক ও অপর তিনটীতে তিনটী তালি দেওয়া যায় বলিয়া এই তালকে সাধারণতঃ ত্রিতালী বা তেতালা নামে কহা যায়। ফাঁকের অর্থ এই যে, কোন প্রস্বনেতে তালি না দিয়া, যে করতলটী উপরে থাকে, তাহা তৎকালে চিৎ করা, ইহাকেই ফাঁক দেওয়া বলে।

মধ্যমান।

মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টী দীর্ঘ, অথবা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা; ঠেকা, যথা—

+।	।	।	৩।	।	।	।
ধাগে	ধিন্	ধিন্	ধা	গে	ধিন্	ধিন্
০।	।	।	১।	।	।	।
তা কে	তিন	তিন্	ধা	গে	ধিন্	ধিন্

ঠুংরী।

এই তালেও চারিটী হ্রস্ব মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে। ঠেকা যথা—

+৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺	৺
ধা	ধা	কেটে	তাক্	নে	ধা	কেটে	তাক্

একতালা।

ইহার তিনটী পদ। প্রত্যেক পদ হয় চারিটী হ্রস্ব মাত্রায়, কিম্বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। একতালা কখন কখন চারিপদে বিভক্ত হইয়া থাকে। চারি পদে বিভক্ত হইলে, ইহার প্রতিপদে তিনটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠেকা যথা—

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তি	ত্তা	ক	ত্তে
১।	।	।	।				
ধাগে	নাগে	ধিন্	তা				

+।	।	।	৩।	।	।
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	থুন	না
০। ।	৺	৺	১ × × × ×	।	।
ক ত্তে	ধা	গে	তে রেকেটে	ধিন্	ধা

খেমটা।

এই তাল তিনটী হ্রস্ব মাত্রা বিশিষ্ট ও সমান চারি পদে বিভাজিত। ঠেকা যথা—

+৺	৺	৺	৩৺	৺	৺
ধা	গ্	ধি	না	তি	ন
•৺	৺	৺	১৺	৺	৺
না	ক্	ধি	না	ধি	ন্

এই কয়েকটী তাল উত্তম রূপে বোধগম্য হইলে পাঠিকাগণের অন্যান্য তাল অতি সহজে অভ্যাস হইবে।

পাঠিকাগণের প্রথমে স্বরজ্ঞান, পরে মাত্রা ও তাল বোধ হইলে, স্বরলিপি দেখিয়া বিনা শিক্ষকের সাহায্যে গৎ বাজাইতে পারিবেন।

ঐক্যধ্বনি।

দুই কিম্বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন স্বর একত্রে ধ্বনিত করিলে যে একটী যৌগিক স্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্বরের যোগ কহে। সুশ্রাব্য যোগ সহকারে দুই কিম্বা ততোধিক যৌগিক স্বর একত্রে ধ্বনিত অর্থাৎ বাদিত হওয়াকে ঐক্যধ্বনি বা ঐকতান কহে। একটী স্বর, তাহার পূর্ণ তৃতীয় ও পূর্ণ পঞ্চম এই তিনটীর যে যোগ, তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐক্যধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর সর্ব্বদা মিলিয়া যেমন ঐক্যধ্বনি হয়, তৃতীয় আর পঞ্চম স্বরও মিলিয়া সেরূপ ঐক্যধ্বনি হয়। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বর মিলিয়া যেমন ঐক্য ধ্বনি হয়, তদ্রূপ চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্বরও মিলিয়া ঐক্যধ্বনি হয়। পঞ্চম ও সপ্তম স্বর মিলিলে অষ্টম স্বরের অর্থাৎ নিখাদের পরবর্ত্তী সা-কে নির্দ্দেশ ও অপেক্ষা করে বলিয়া, সপ্তম বা নিখাদকে আপেক্ষিক স্বর কহা যায়।

দ্বিতীয় ও সপ্তম স্বর এক সঙ্গে মিলিলে অথবা চতুর্থ ও সপ্তম স্বর মিলিলে ঐরূপ অষ্টম স্বরকে অপেক্ষা করে।

দুই স্বর একসঙ্গে মিলিলে তাহাকে দ্বিধ্বনি বলে। তিন স্বর একত্রে মিলিলে ত্রিধ্বনি কহা যায় এবং চারি স্বর এক সঙ্গে মিলিলে তাহাকে চৌধ্বনি বলা যায়।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ভাগাড় জমিতে যত অধিক পরিমাণে সার দেওয়া যাইবে, ততই ভাল। যদি জমি উর্ব্বর হয়, এবং সার দেওয়ার উদ্দেশ্য শুদ্ধ ফসলের পুষ্টতার আধিক্য সাধন হয়, তাহাহইলে, অত্যল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত।

জমির দোষ কি, তাহা অগ্রে বিবেচনা না করিয়া বুদ্ধিমান্ কৃষক এই সার দিতে প্রবৃত্ত হয় না। যদি জমির সম্বর্দ্ধন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধাতুমিশ্রিত মাটির সংযোগ করা উচিত, কিন্তু পরীক্ষার্থ জমির পার্থক্য সাধন করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য আছে। যদ্যপি ক্ষেত্রে সূর্য্যমণি, শেয়ালকাঁটা, কানচিড়ে প্রভৃতি গাছ জন্মে, তাহা হইলে দূরদর্শী কৃষক অবশ্য জানিতে পারে, যে জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক। সালগাম যদি গোলাকৃতি না হইয়া জড়ান জড়ান শিকড়, অথবা অন্যপ্রকারের হয়, অথবা এই রূপ অন্যান্য বিকৃত ফশল উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ইহা স্থির করা যায়, যে মাটির আঁট শিথিল হইয়াছে। এইরূপ স্থলে কর্দ্দম-ধাতু-মিশ্রিত মাটির সংযোগ প্রয়োজন, তাহাহইলে পূর্ব্বকার দোষ সমূহ বিনষ্ট হয়। জমিতে কেশে প্রভৃতি জঙ্গল জন্মিলে, ইহা প্রতীয়মান হইবে, যে ভূমিতে অম্ল আছে। জালন মাটি মাত্রেই গালিক (gallic) অম্ল থাকে। অম্লপ্রযুক্ত কোন কোন ভূমি অতিশয় অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। স্কটলণ্ডের এক ক্ষেত্রের মাটি এমন আঁটিয়া গিয়াছিল, যে তাহার দুই সের মাটির মধ্যে আধসের তীব্র তুঁতেযুক্ত অম্ল (vitrollic acid) পাওয়া যায়। বেড্‌ফোর্ড সায়ারের এক ভূমিতে ঐ রূপ অনেক পরিমাণে লৌহগর্ভ বস্তু (sulphate of iron) ছিল, কিন্তু ডিউক অফ্ বেড্‌ফোর্ড ঐ ক্ষেত্র সার প্রয়োগের দ্বারা অত্যুর্ব্বর জমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূমি মাত্রেরই ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা উপকার সম্ভবে। কোন কোন কর্দ্দম জমিও ফস্‌কা থাকে, তাহাতে সার দিয়া আবাদ করিলে খড় অধিক ও শস্য অল্প হয়; কর্দ্দম ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইহার ঔষধ স্বরূপ। আর উক্তপ্রকার ভূমিতে একজাতি কীট অপর্য্যাপ্ত জন্মে, ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা তাহা নিরাকৃত হয়, এইটী এই পদার্থের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ। ফলতঃ যাহাতে জমির আঁট হয়, তাহারই এই ক্ষমতা আছে।

খড়ি। খড়ির গুণ প্রায়ই ধাত্বংশ মৃত্তিকার মত, কিন্তু ইহাতে ধাতু-মিশ্রিত মাটির ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহাতে আটালিয়া মাটি অধিক শুষ্ক ও নীরস করে, শুষ্ক পাথরিয়া ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ততদূর হইতে পারেনা। লোকে ঘাসের জমিতে ধাত্বংশ মৃত্তিকার সার অপেক্ষা খড়ি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। নীচ ও অপরিষ্কার জমিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকারিতা পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে ফশল জন্মে তাহা অতি মধুর হয়।

খড়ি প্রায়ই খনি হইতে খুঁড়িয়া তুলে, কিন্তু হার্টফোর্ডসায়রে চোঙ বসাইয়া উঠায়। খড়ি খনন ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, চোঙের চারিদিক্ বদ্ধ করিয়া বসায়, স্তম্ভের দ্বারা সামান্য মাটি অবলম্বনে বাণ্ডিল পুরিয়া উপরে তুলে। উত্তম কর্দ্দম মৃত্তিকায় খড়ির সারে বিশেষ উপকার হয়। খড়ির সারে ভূমি

ঈষৎ লোহিত বর্ণ হয়, এই ভূমি অনেক দূর হইতে লক্ষিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার হয়, যে ভূমিতে খড়ির সার পড়ে, সে ভূমিতে ঘাস জন্মে না। এসেক্স সায়ারের অনেক ভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে তৃণাদি বিস্তর ছিল, সারদেওয়ার পর সে সকল একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। সেখানে যে খড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কোমল নহে, এমন কি অতি তীক্ষ্ণ নীহারেও দ্রবীভূত হয় না, সে সকল কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। যে সকল খড়ি হস্তের দ্বারা ভাঙ্গা যায়, তাহা অপেক্ষা শক্ত খড়ি ভাল, এবং এই খড়িগুলি অতিশয় শুভ্র বর্ণ হয়। এ সকলও ভূমির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ক্রমশঃ

তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

(টেলিগ্রাফ)

[পিতা ও প্রফুল্লবালা]

প্রফুল্লবালা—বাবা, ও পাড়াতে এত গোলমাল কেন? কান্নার শব্দও শুনা যাচ্চে। বোধ হয়, ঘোষালদের বাড়ীতে এই গোলমাল।

পিতা—তোমার সে কথা শুনে দরকার কি? বই নিয়ে এখানে এস।

প্রফু—না, বাবা বলনা। আগে শুনি শেষে পড়্‌বো।

পিতা—রামরতন বাবুর মৃত্যুর খবর এসেছে।

প্রফু—সে কি বাবা! (ও!—ওদের কি উপায় হবে!) কবে মরেছেন?

পিতা—কাল।

প্রফু—রামরতন বাবুত অনেক দূরদেশে চাকুরী করেন। কালকের খবর কেমন করে আজ এল?

পিতা—তারে।

প্রফু—আহা, ছোট ছেলেপিলেদের এখন কি উপায় হবে! ওদের খাওয়া পরা কিরূপে চল্‌বে! বুড়ো দিদিমার ত সর্ব্বনাশ! ওদিগকে কে রক্ষা করবে!

পিতা—পরমেশ্বর।

প্রফু—শুনেছি, তিনি দয়াময়! এত ভালমানুষের উপরে তবে এমন বিপদ হয় কেন?

পিতা—মা, আমাদের মন কেবল এ সংসারের ভাবেই ডুবে আছে। সে জন্যই ঘটনার উপরের দিক্‌টা দেখেই তার গুণাগুণের বিচার করে থাকি। এ ঘটনার পশ্চাতে যে বিধাতার মঙ্গল

ইচ্ছা নাই, কে বল্‌বে? যাক্‌—এখন বই খোল। আজ কি পড়তে হবে?

প্রফু—আজ পড়তে শুনতে আর ইচ্ছা নেই। তবে একটা বিষয় বুঝ্‌তে একটু ইচ্ছা হচ্চে।

পিতা—কি বিষয় বল না?

প্রফু—তারে কিরূপে খবর আসে;—এত শীঘ্র কেমন করে আসে;—এ সম্বন্ধে যদি খুলে কিছু বল, তবে বুঝ্‌তে পারি। সে দিন একটা বই পড়্‌তে পড়্‌তে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পারি নাই।

পিতা—তবে তাহাই শুন। আমার কথা আরম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে, "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার ও তাড়িত-চুম্বকের কথা কিছু বল্‌ব। তা না হলে, তুমি "টেলিগ্রাফ" বা তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

প্রফু—তবে তাহাই বল।
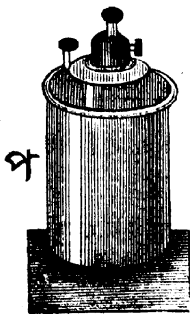
১ম চিত্র।

পিতা—এই পার্শ্বের ১ম চিত্রটী দেখ। ইহাকেই "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার বলে।

প্রফু—চিত্রটী দেখে ভাল বুঝা গেলনা। কি কি জিনিষে ইহা তৈয়ারী তাহা পৃথক্‌ পৃথক করে দেখাও।

২য় চিত্র।
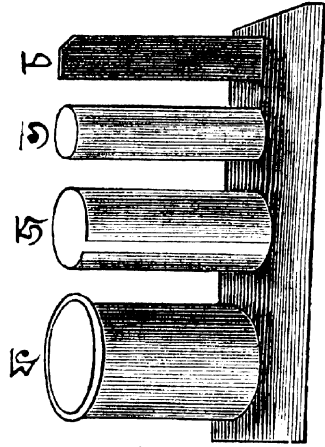
পিতা—তবে দ্বিতীয় চিত্রটী দেখ। 'ফ' একটী প্রস্তর বা কাচনির্ম্মিত পাত্র। ইহাতে গন্ধক দ্রাবক আছে। 'জ' একটী ফাঁকা ও মোটা নল। ইহা পারদ ও দস্তা এই দুটী ধাতুর মিশ্রণে তৈয়ারী হয়েছে। 'ভ' একটী অতি-ক্ষুদ্র-ছিদ্র-বিশিষ্ট মাটীর পাত্র। ইহাতে যবক্ষার দ্রাবক আছে। "চ" একটী অঙ্গারক ধাতু-দণ্ড। এখন বুঝ্‌তে পাল্লে, তাড়িতাধারের ভিতরে কি কি জিনিষ আছে?

প্রফু—বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

পিতা—এই চার প্রকারের জিনিষ গুলি ক্রমে ক্রমে একটীর ভিতরে অন্যটীকে রাখলে একটী পূর্ণ "তাড়িতাধার" হয়। এই দ্রাবক ও ধাতুগুলির পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে দুই প্রকারের তাড়িত জন্মে। দস্তার উপরে যে তাড়িত জন্মে, তাহার নাম "নিগেটিভ্‌" বা বিয়োজক তাড়িত। আর অঙ্গারক ধাতুর উপরে

যাহা জন্মে, তাহার নাম "পজিটিভ্" বা সংযোজক তাড়িত। এখন আবার প্রথম চিত্রটী দেখ। দস্তা ও অঙ্গারকের সহিত একটী করে রেশমের সূতা বেষ্টিত তামার তার সংযুক্ত আছে। যদি এই তার দুটী যোগ ক'রে দেও, তবে "তাড়িতাধার" হ'তে তাড়িত স্রোত এসে এই তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাক্‌বে। ইহাদের ভিতর দিয়ে তাড়িত অন্যস্থানেও নেওয়া যেতে পারে। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রেখ; নতুবা টেলিগ্রাফের কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

প্রফু—এ গুলি এক রকম পরিষ্কার বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন "তাড়িত-চুম্বকের" কথা বল।

পিতা—"চুম্বক কাহাকে বলে, তাহা জানত?

প্রফু—হাঁ, চুম্বক লৌহকে টানিয়া নিজের দিকে আন্তে পারে।

৩য় চিত্র।

পিতা—তৃতীয় চিত্রটী দেখ। "ক" সহজে বাঁকান যায়, এরূপ একটা লৌহ দণ্ড। ইহা একটা তামার তারে বেষ্টিত। যদি এই তারের "খ" ও "গ" প্রান্ত একটী তাড়িতাধারের দুইটী তারের সহিত যোগ ক'রে দেও, তবে সহজে বুঝা যাবে, এই তারের ভিতর দিয়াও তাড়িত চলতে থাক্‌বে। আর এই লৌহদণ্ডটাও চুম্বকের গুণ পাবে। ইহা প্রমাণের জন্য, যদি ইহার নিকটে একটী ছোট লৌহখণ্ড ধর, তবে দেখতে পাবে, এই লৌহদণ্ড ইহাকে সজোরে নিজের দিকে টান্‌ছে।

প্রফু—এই লৌহদণ্ডটা কি তবে একেবারে চিরদিনের জন্য চুম্বকের গুণ পাবে?

পিতা—না। যে মুহূর্ত্তে তাড়িতাধারের তারের সহিত ইহাদের যোগ ছাড়ায়ে দিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাড়িতের চলন বন্ধ হওয়াতে ইহার টান্‌বার শক্তিও চলে যাবে। মোট কথা, যতক্ষণ তাড়িত চলবে, ততক্ষণ ইহার এই গুণ থাক্‌বে। যদি এক সেকেণ্ড এই যোগ রাখ, তবে এক সেকেণ্ড এই গুণ থাকবে। যদি দুই সেকেণ্ড রাখ, তবে দুই সেকেণ্ড থাক্‌বে ইত্যাদি। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রাখ্‌বে।

প্রফু—তাড়িত চুম্বকের বিষয় বুঝেছি, এখন টেলিগ্রাফের বিসয়টা বুঝাও।

পিতা—কিরূপে উহা তোমাকে ভাল করে বুঝাই, তাই ভাব্‌ছি।

প্রফু—কেন, তুমি পূর্ব্বেই বলেছ, তাড়িতাধার ও তাড়িতচুম্বকের কথা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাল্লে টেলিগ্রাফ্ বুঝা সোজা হবে?

পিতা—আজ কাল আফিসে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, উহা খুব জটিল। উহার সবটা কাগজে আঁকিয়া বুঝাবার চেষ্টা কল্লে, বোধ হয়, বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

প্রফু—তবে মোটামুটি বুঝাও।

পিতা—তাই কর্চ্চো। এই যে চতুর্থ চিত্রটী দেখ্‌ছ, উহা দ্বারা মোটামুটি কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

প্রফু—চিত্রটী দেখে বোধ হচ্ছে, বুঝা খুব সোজা হবে।

পিতা—আমার কথায় মনোযোগ কর। এই টেলিগ্রাফ্ বা তাড়িত-বার্ত্তা-বহ যন্ত্রের জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয় আবশ্যক—

৪র্থ চিত্র।
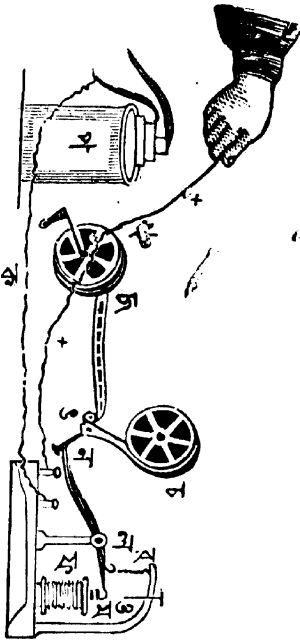
(১) মোটা ও দৃঢ় লোহার তার। এই তার দস্তার আবরণে ঢাকা। ইহা দ্বারা দুটী দুরস্থান সংযুক্ত করা হয়। তুমি গতবারে কলিকাতা যাওয়ার সময়ে রাস্তাতে থামের উপরে যে তার দেখেছ, উহা এই তার। কলিকাতার টেলিগ্রাফ আফিস হ'তে এই তার অনেক দূর দূর সহরে চলে গেছে। এই তারের ভিতর দিয়াই তাড়িত যায়। পার্শ্বের চিত্রে "ক" ও "খ" চিহ্নিত যে দুটী তার দেখ্ছ, উহাই এই তার। (২) তাড়িত তৈয়ারি কর্বার জন্যে একটী তাড়িতাধার। এই চিত্রে "প" পাত্রটীই এই তাড়িতাধার। (৩) "তাড়িত-চুম্বক"। "ফ" এই তাড়িত-চুম্বক। এই তাড়িত-চুম্বকের উপরে যে তামার তার আছে, তাহার দুই প্রান্ত "ক" ও "খ" তারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংযুক্ত। এই কথাটা ঠিক্ করে মনে রেখ। চিত্রের দিকে ভাল করে তাকাও। "ম-ন" একটা লৌহদণ্ড। ইহার অগ্রভাগে "ম" এক খণ্ড কাঁচা লোহা সংযুক্ত আছে। এই দণ্ডটী "ল" স্থানে এরূপে বসান যে, অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারে। "ন" স্থানে একটা ভাল সীস্ পেন্সিল বসান আছে। "র" একটা স্প্রিং। ইহা ঐ দণ্ডটাকে উপরে টেনে উঠাতে পারে, একেবারে অনেকদূর উঠে না যায়, এজন্য "ও" একটা স্ক্রু আছে। "চ" ও "ছ" দুইটা চক্র। খুব লম্বা এক খণ্ড পুরু ও শক্ত কাগজ "চ" চক্র হতে এসে "ঙ" স্থানটী বেষ্টন করে, "ছ"চক্রে যুক্ত হয়েছে। "ছ" চক্রটী ঘুরালে কাগজ খানি চলতে থাকে। ঐ গুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে, এই "ম-ন" দণ্ডের "ন" প্রান্তটা উপর দিকে উঠলে, অনায়াসে "ঙ" স্থানের কাগজে, লেগে দাগ বসাতে পারে। এখন এই

তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালীটা ভাল ক'রে বুঝতে পাল্লে ?

প্রফু—বেশ বুঝতে পেরেছি। এত সোজা আগে জান্‌তেম না।

পিতা—এখন কিরূপে খবর পাঠান যায়, তা তোমাকে বুঝাচ্ছি। এ স্থানে আর একটী কথা তোমাকে বলে রাখি। ইংরাজী ভিন্ন অন্যভাষাতে তারে খবর পাঠান যায় না। যাক্, তুমি যখন ইংরাজী জাননা, তখন তুমি যেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার, তেমন করেই বুঝাচ্ছি।

প্রফু—আহা, ইংরাজী না শিখে কি খারাপই করেছি! এমন ভাল বিষয়টাও ঠিক্ ভাবে বুঝ্‌তে পাল্লেম না! বাবা, এখন হতে তুমি আমাকে ইংরাজী পড়াও, ইংরাজী শিখ্‌লে না জানি আরও কত ভাল বিষয় জান্‌তে পার্ত্তেম।.

পিতা—আবার এই চিত্রটীর দিকে তাকাও। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ, কাগজের উপর যে পেন্সিলের দাগ বসে, তাহা হয় একটা শূন্য (০), না হয় একটা ক্ষুদ্র রেখা মাত্র (-)। যদি এক সেকেণ্ড পেন্সিলটা কাগজে লেগে থাকে, তবে একটা শূন্য (০), দুই বা ততোধিক সেকেণ্ড লেগে থাকলে একটা রেখা পড়ে। এই শূন্য এবং রেখার সংখ্যা, ও আগে পরে বসানর ক্রম অনুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর তৈয়ারী করা যেতে পারে। এই রূপে তৈয়ারি অক্ষরই টেলিগ্রাফ্ আফিসে ব্যবহৃত হয়।

এখন মনে কর তোমাকে "মরণ" এই শব্দটা কলিকাতা হইতে ঢাকাতে পাঠাতে হবে। "মরণ" এই শব্দটীতে তিনটি অক্ষর আছে, যথা "ম" "র" ও "ণ"। এই তিনটীর স্থলে ক্রমে, (- -) (- — -), (— -) এই তিনটী চিহ্নিত অক্ষর বসান যেতে পারে। এখন আবার পূর্ব্বের চিত্রটীর দিকে তাকাও। মনে কর "প" চিহ্নিত তাড়িতাধারটী কলিকাতার কোন টেলিগ্রাফ্ আফিসে আছে। আর এই তাড়িতচুম্বক প্রভৃতি সহ "ট-ঠ" টেবিলটী ঢাকার টেলিগ্রাফ্‌আফিসে আছে। "ক-খ" তার দুটির "খ" তারটী কলিকাতার আফিসে টেলিগ্রাফ-মাষ্টারবাবু হাতেকরে আছেন। যখন খবরটী পাঠাতে,হবে, তখন মাষ্টার বাবু তাড়িতাধারের অঙ্গারক দণ্ডটার সঙ্গে যে তারটী সংযুক্ত আছে, তাহাতে নিজের হাতের তারটী যোগ ক'রে দুই সেকণ্ড রাখ্‌লেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বুঝায়েছি, তাতে বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ, তারটী যোগ করা মাত্রই তাড়িত প্রবাহ তাড়িতাধার হতে ঐ তারের ভিতর দিয়া ঢাকার আফিসের তাড়িত-চুম্বকের উপরের তারে চল্‌তে লাগ্‌লো। তাহাতে উহা চুম্বকের গুণ পেয়ে, নিকটবর্ত্তী "ম" লৌহখণ্ডকে জোরে টেনে নিজের দিকে আন্‌লো। উহাতে "ম-ন" লৌহ দণ্ডটীর "ন" প্রান্ত উপরে উঠাতে, পেন্সিলটী কাগজে লাগ্‌লো। কাগজের গায়ে একটী ক্ষুদ্র রেখা (—) বসে গেল। আবার মাষ্টার বাবু তারের যোগটী খুলে এক

সেকেণ্ড অপেক্ষা কল্লেন। ইহাতে তাড়িত প্রবাহ থেমে যাওয়াতে, তাড়িত-চুম্বকের টান্‌বার শক্তিও চলে গেল। সুতরাং "ম" প্রান্তটীকে "র" স্প্রিং উপরে টেনে উঠালো, কাজেই পেন্সিলটী ও নীচে নেবে আস্‌লো। আবার মাষ্টার বাবু পূর্ব্ববৎ কাজ কল্লেন, ইহাতে কাগজে আর একটী রেখা (—) বসে গেল। এইরূপ ক্রমে ক্রমে তুটী রেখা বসে যাওয়াতে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ম" অক্ষরটী বুঝে নিলেন। এই প্রক্রিয়াতে "র" ও "ণ" পাঠান গেল। ঢাকার মাষ্টার বাবুও "মরণ" শব্দটী বুঝে নিলেন।

প্রফু—(উচ্চহাস্যে) বাহবা! ! কেমন আমোদজনক! বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। বাবা এ বিষয়ে আরও কিছু বল, যত শুনি, ততই শুন্তে ইচ্ছে হচ্ছে।

পিতা—না, মা, আজ আর অধিক বল্‌তে পার্‌বো না, আমার দরকার আছে। ঐ ঘোষালদের বাড়ী যেতে হবে। আর তুই একটী প্রয়োজনীয় কথা বলে, শেষ কর্ব্বো।

প্রফু—যত পার, তত বল। এমন সুন্দর বিষয় আগে কেন আমাকে বুঝাও নাই?

পিতা—এখন মনোযোগ কর। প্রত্যেক অক্ষরটী পাঠান শেষ হলেই, মাষ্টার বাবুকে তুই তিন সেকণ্ড থেমে থাক্‌তে হয়; কারণ কাগজে যে দাগ বসে, তাহাতে অক্ষরটী পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্যে, প্রতি তুইটী অক্ষরের মধ্যে ফাঁক রাখ্‌তে হয়। নতুবা অক্ষরগুলি কেবল চিহ্নের সমষ্টি ব'লে গোল হোয়ে যেতে পারে। আর, দাগ বস্‌তে আরম্ভ কল্লে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ছ" চক্রটীকে ঘুরাতে থাকেন, ইহাতে কাগজ চলাতে ক্রমে দাগ বস্‌বার সুবিধা হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রফু—যিনি এই যন্ত্রটী করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁকে কোটি কোটি নমস্কার!

পিতা—মা, মানুষ কিছুই নূতন তৈয়ারি কর্ত্তে পারে না। মানুষ বিধাতারই সৃষ্ট জিনিষ নিয়ে, মিলায়ে মিশায়ে একটা কিছু করে নেয়। তাঁহারই শক্তি এই জিনিষ গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য ক'রে এই অদ্ভুত ক্রিয়া কচ্ছে। মা, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে নমস্কার কর। বল,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

বাঙ্গালা প্রবচন।

মা।

১। মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পো।

২। মা নয় যে তাড়্‌য়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথায়?

৩। মা পায় না কাঁথা সেলাই
করিবার সুত,
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে
চৌদ্দ সিকার জুত।
৪। মা পোঁটা চুকুণী (খায় ভাড়া ভেনে)
ছেলের নাম চন্দন বিলাস।
৫। মা ম'লে বাবা তালুই,
ছেলে হয় বোনের বাউই।
৬। মা বলেছেন মাথা ধরেছে।
৭। মা বিউলো না, বিউলো মাসী,
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী।
৮। মাকড় মারলে ধোকড় হয়।
৯। মাকাল ফল।
১০। মাগো ভবানী, আপনায় আপনি।
১১। মাংনার উপর টাক্‌না।
১২। মাঙুরুড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।
১৩। মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা লাগে।
১৪। মাছধুইলে মিটে, মাংস ধুইলে সিটে।
১৫। মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত করে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতার পানি
হেরি সাপের চোকে।
১৬। মাছের মার পুত্রশোক।
১৭। মাজ ঘস কর ক্ষয়,
কাল কি কখন গোর হয়?
১৮। মাটীর গুণ।
১৯। মাঠে মারা যায়।
২০। মাঠে ধান, ভাত চড়াও।
২১। মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে,
পতঙ্গে প্রহার করে।
২২। মাতার সমান নাহি শরীর পোষিকা,
ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষিকা,
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা,
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।
২৩। মাতা শত্রু পিতা বৈরী
যেন বালঃ ন পাঠিতঃ।
২৪। মাতৃ দোষে শিশু নষ্ট।
২৫। মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা।
২৬। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।
২৭। মাথার ঘায় কুকুর পাগল।
২৮। মানুস বড় হালদার ঠাকুর।
২৯। মানুস বড় মান,
তার ছেঁড়া দুটো কান।
৩০। মানের গোড়ায় ছাই।
৩১। মামার ভাতে বেগুণ পোড়া।
৩২। মামার ক্ষেতে বিউলো গাই,
সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।
৩৩। মামার শালা পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।
৩৪। মায়ে মারা বাপে খেদান।
৩৪। মায়ের পেটে ভাত নাইকো,
বৌয়ের চন্দ্রহার।
৩৬। মার গলায় দিয়ে দড়ী,
বৌকে পরায় ঢাকাই সাড়ী।
৩৭। মার চেয়ে দরদী যে,
তারে বলি ডাইন।
৩৮। মার পেটের ভাই,
কোথায় গেলে পাই?
৩৯। মা লক্ষ্মী ঘরে এস,
অলক্ষ্মী দূর হও।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য।

সচরাচর ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই আদর হইয়া থাকে। আবশ্যকতা ও উপযোগিতার তারতম্য হেতু সামগ্রীর মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবহারোপযোগী বসন-ভূষণ ও জীবন-সম্বল শস্যাদির মূল্য যত কেন অধিক হউক না, "সখের" সামগ্রীর মূল্যের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বিনিময়ের সুবিধা না থাকিলে স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্য কি? মুক্তা শুক্তি-জাত ব্রণ মাত্র। হীরক মৃদঙ্গারের বিকার বা সামান্য উপল খণ্ড এবং অন্যান্য মণি ও মৃত্তিকা ও ধাতুবিশেষের সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিকার মাত্র। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, উজ্জ্বলতা ব্যতীত ইহার অপর কোনওদৃষ্ট গুণ আছে কি না বলা যায় না; তথাপি ইহার মূল্য এত অধিক যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটী কুকুর ৫ হাজার টাকায়, একটী ঘোটক ১০ হাজার টাকায়, একখানি ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইবার কথা শুনিয়াছি, তথাপি এগুলি কেবল "সখের" দ্রব্য নহে, আংশিক ব্যবহারেও আসিতে পারে। কিন্তু "বিশুদ্ধ সখের" সামগ্রীর জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য সহজে বোধগম্য হয় না।

কবিবর সেক্সপিয়ারের বাটীর বৃক্ষের কাষ্ঠ টুকরা টুকরা করিয়া অনেক দামে বিক্রীত হয়। তিনি যে কেদেরায় বসিতেন, তাহা নূতন নূতন রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া কত হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে! ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর আইজাক্ নিউটনের একটী দন্ত ৭৩০সাত শত ত্রিশ পাউণ্ডে(প্রায় দেড় হাজার টাকা) বিক্রয় হইয়াছিল। ক্রেতা একজন সম্ভ্রান্ত ধনী, নতুবা এরূপ "খেয়াল" হইবে কেন? তিনি দন্তটিকে অঙ্গুরীয়ের উপর বসাইয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট "আইলা" যুদ্ধে একটী টুপী পরিয়াছিলেন, সেই টুপীটী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পারিসে ১৯০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রয় হইয়াছিল। পরিশেষে ইহা ৫০০ ফ্রাঙ্কে আবার বিক্রয় হয়। শেষোক্ত বিক্রয়ের দিবসে ৩২ জন ক্রেতা একবারে উক্ত মূল্য ডাকিয়া উঠে। প্রসিদ্ধ ষ্টার্ণের একটী পরচুলা লণ্ডন নগরে প্রকাশ্য নিলামে দুই শত গিনিতে (প্রায় ৩ হাজার টাকা) বিক্রয় হয়। ইংরাজ-রাজ প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। তিনি মৃত্যুসময়ে ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিয়া যে প্রার্থনা পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে খানি খৃষ্টাব্দ ১৮২০ সালে এক শত গিনিতে (প্রায় দেড়হাজার টাকায়)বিক্রয় হইয়াছিল।

নূতন সংবাদ।

১। হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। মহারাণী বিক্টোরিয়ার বয়স ৭৪ বৎসর হইল। ইহার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি টাকশালে নূতন টাকা মুদ্রিত করাইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ৭৪ জন ভিখারীও ৭৪ জন ভিখারিণীকে বিতরণ করিয়াছেন।

৩। এ বৎসরের বি, এ, পরীক্ষায় বেথুন কলেজ হইতে শশিবালা বন্দ্যো, এলেন চন্দ্র ও সুরবালা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরলা সেন ১ম ও প্রমদা দেব ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বামা-রচনা।

বসন্ত-সুহৃদ।

জগতে এসেছ যদি
দিন কত যাও থেকে,
জুড়াব দগধ চিত
অই হাসি-মুখ দেখে। ১

পাগল বিভল হিয়া
হেরি ও মধুর হাসি,
পোরে না মনের আশা
যত দেখি সুখে ভাসি! ২

মন জানে প্রাণ জানে
জানেন অন্তরযামী—
—তুমি তো জান না ভাই!
কত ভাল বাসি আমি! ৩

দেহের সন্তাপ জ্বালা
মরমের "হায় হায়"
অই মুখ চেয়ে চেয়ে
ভুলে গেছি সমুদায়! ৪

তোমারি মলয়া বা'য়
পেয়েছি নবীন প্রাণ,
গড়িছে ভগন হৃদি
তোমারি বিহগ-তান! ৫

তুমিই নবীন ভাবে
ভরিছ আমার ধরা,
মরম মরম-তলে
কি যেন অমিয়া ভরা! ৬

তোমার ত্রিদিব স্নেহে
জাগে নিতি সুপ্ত আশা,
কেমন দেবত্ব তব,
বলিতে মিলে না ভাষা! ৭

মনে সাধ হয় তাই,
চির দিন ধরে রাখি,
ও মুখে নয়ন রেখে
নিমেষ ভুলিয়া থাকি! ৮

আমার মাথার কিরে
দিন কত থেকে যাও,
এমনি নীরস হিয়ে
সরস করিয়া দাও! ৯

অথবা—
মিছে মোর সাধাসাধি
মিছে বুঝি ডাকাডাকি,
অমরপুরের তুমি
মরদেশে রবে নাকি? ১০

বাতাসে আতর দিতে,
সাজাতে ফুলের মেলা,
তোমারে নন্দনবনে
ডাকে বুঝি দিক্‌বালা? ১১

সেথাও রয়েছে সবে
শীতের কুহেলি মেঘ,
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ
ও অমিয়া হাসি দেখে? ১২

—তবে কি বলিব মিছে
এস গিয়ে, সুখে থেক;
গরিবের ভাল বাসা,
ভাল বেসে মনে রেখ। ১৩

বাহিরে আসিবে গ্রীষ্ম
তপনে তাপিবে ভূমি,
ভিতরে জাগিও মোর,
সোণার বসন্ত! তুমি। ১৪

এমনি মলয়া ব'বে,
এমনি ফুটিবে ফুল,
উথলিবে শ্যাম ছটা,
গাহিবে পাপিয়া কুল! ১৫

প্রীতির জগৎ ভরা
অনন্ত বসন্ত রবে,
অমর এ মর প্রাণ,
সে আমার কবে হবে? ১৬

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

ভুবন হইয়া হারা ভুবনেতে বাস।
এ ভুবনে আর কিছু নাহি অভিলাষ॥
হায় হায় কোথা গেলে পাইব ভুবন।
ভুবন আমার ছিল জীবনের ধন॥
রূপে গুণে ধনে মানে কে আছে তেমন।
নিদারুণ বিধি হরে নিল সে রতন॥
আশীর্ব্বাদ করি আর ফেটে যায় প্রাণ।
সেইরূপ ধ্যান যোগে হয় অধিষ্ঠান॥
প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।*
ভুবন বিহনে আমি রেখেছি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে আমি হতেছি দাহন॥১
হালিসহরেতে গেলে দেখিতে পাব না।
সত্য নহে এই কথা কানে শুনিব না॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল পতন।
ধরায় পড়িল দেহ হয়ে অচেতন॥
নিদারুণ কথা শুনাইল যেই জন।
পাষাণে গঠিত বুঝি তাহার জীবন॥
ঘিয়ে ভেজে কেন নাহি রাখিল সে দেহ।
প্রাণ ভরে দেখিতাম করিতাম স্নেহ॥২
কাঁদি আর ভাবি পাছে অমঙ্গল হয়।
চক্ষু নাহি শোনে কথা বারিধারা বয়॥
বুকে পিঠে দুটী বস্ত ছিল সর্ব্বক্ষণ।
পিঠভেঙ্গে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন॥
সমুদ্রের মাঝে ছিল বিদ্যার জাহাজ।
পীড়া ঘুণ ধরে তার নষ্ট করে মাজ॥
কোন রূপে যোড়া দিয়ে রেখেছিল ঘরে।
কাল দূত গোপনেতে নিল চুরি করে॥৩
চোরের কে সাজা দেবে ভাবিয়ে না পাই।
জগদীশ তব কোর্টে বিচার কি নাই॥
প্রাণ মন জ্বলে গেল বলি আমি কারে।
ওহে নাথ দেখা দেহ জানাই তোমারে॥
সর্ব্বাঙ্গ উঠিছে পুড়ে কেবা দেবে জল।
উঠিতে পারিনে দেহ হইল দুর্ব্বল॥
ভুলিবার চেষ্টা করি ভোলে না যে মন।
ভুবন যে করিতেছে প্রাণ আকর্ষণ॥৪
যে যাতনা পাইতেছি কি জানিবে পরে।
যখন না জানিলেন সেই পরাৎপরে॥
পিঠি পিঠি দুই জন ছোট সে আমার।
তবে কেন আগে গেল একি অবিচার॥
যোড় ভেঙ্গে নিয়ে গেল কোন্ দুরাচার।
শাপ দিলে শাপ কিরে লাগে না তাহার॥
ছয় মাস দেখি নাই মরি সেই খেদে।
দিবা নিশি প্রাণ মন উঠিতেছে কেঁদে॥৫
যমেরে পাইলে দেখা জিজ্ঞাসি তাহায়।
আমার সে ভুবনেরে রেখেছে কোথায়॥
কেবা তার মাথা খোঁটে ঘুমিবার আগে।
বিজন করিতে তার কেবা রাত্রি জাগে॥
কত হিম লাগিতেছে ভুবনের গায়।
কত জল লাগিতেছে সে সোনার পায়॥
রাগে দুঃখে খেদে আমি করি হায় হায়।৬
কেন নাহি ভুবনেরে দেখালে আমায়॥
কখন না ছাড়িতাম রাখিতাম ধরে।
জোর করিতাম আমি যমের উপরে॥
কে গলালে সেই দেহ ধন্য সেই জন।
একে বারে গেল গলে মাখন যেমন॥
এজনমে আর নাহি পাইব ভুবন।
ভেবে দেহ ক্ষীণ হল ঝরে দুনয়ন॥
এক সঙ্গে বেড়াতাম মার পিট' কত।
করিতাম এক সঙ্গে গল্প অবিরত॥৭
আমার হইলে পীড়া তার পীড়া হ'ত।
তার পীড়া শুনে কানে আমি শয্যাগত॥
তবে কেন একা গেল ফেলিয়া আমায়।
কখন সে যায় নাই আছে গো কোথায়॥
ভুবন যে ছিল আমার নয়নের তারা।
তারা হারা হয়ে আর নাহি দেখি তারা॥
কেমনে ভুলিব আমি সে যে ছোট ভাই।
ওরে রে মরণ তোর মরণ কি নাই॥৮

(ক্রমশঃ)

* প্রথম স্তবকের শেষ ৪ লাইন প্রত্যেক স্তবকের শেষে পড়িতে হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪১ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ—১৩০০—জুন ১৮৯৩। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ—বর্ত্তমান যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ডিউক অব ইয়র্কের টেক রাজকুমারী প্রিন্সেস মের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

লোকসংখ্যা গণনা—১৮৯১ সালের গণনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮১ সালে বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল, ১৮৯১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ১০ বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক অথবা শতকরা ৭.৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দু শতকরা ৫, মুসলমান প্রায় ১০, বৌদ্ধ ২৬, এবং খৃষ্টান ৫০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩০ জন বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১৬, দ্বিতীয়ে ৮, ও তৃতীয়ে ৬ জন।

এফ,এ, পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণাদিগের নাম :—

বেথুন কলেজ—	বার্থা ডি মেলো	২য়
	ফ্রান্সিস্ক ডি সাউজা	৩য়
	পরোজমালা প্রামাণিক	,,
	প্রভাবতী রায়	,,
	প্রেমকুসুম সেন	,,
লোরেটো—	আলিস কাণ্টওয়েল	,,
	আইডা ডিক্রুজ	,,
লামার্টিনিয়ার—	এমি ই ওয়াইট	২য়
নাইনিতাল বা, বি—	কেট ই সাউদন	,,
প্রাইবেট—	এমিলি ক্লেয়ার হানা	১ম

মূক ও বধিরদিগের শিক্ষা—সিটী কলেজে এই দুর্ভাগাদিগের শিক্ষার জন্য একটী শ্রেণী খুলিয়াছে এবং যে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইয়াছে, অল্পদিন মধ্যে

তাঁহাদের বেশ উন্নতি হইতেছে। তাহাদিগকে ছবি আঁকা, লেখা পড়া ও কথা কহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্ত্রী মাতাল—গত বৎসর ডবলিন সহরে ১৫০০০ মাতাল ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৫০০০ স্ত্রীলোক! ভগবান্ এ বিলাতী রোগ হইতে এদেশকে রক্ষা করুন্।

চিকাগো প্রদর্শনী—গত ১লা মে প্রেসিডেন্ট ক্লিবল্যাণ্ড মহাসমারোহে এই বিশ্বপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন। প্রারম্ভিক বক্তৃতার পর যেমন তিনি একটী বোদাম টিপিয়াছেন, অমনি চারিদিকে কল ঘুরিতে ও ফোয়ারা হইতে জল উঠিতে লাগিল, অমনি চারিদিকে তোপধ্বনি, ঘণ্টানাদ ও সমাগত লোকদিগের মহানন্দরোলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল।

স্ত্রী দৈত্য ও বামন—অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সটাউন হইতে দুইটী অদ্ভুত স্ত্রীলোক চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতে যাইতেছেন—একটী উচ্চে ৫৷৷০ হাত ও তাহার শরীরের ওজন ৩৷৷ মণ, বয়স ১৬ বৎসর মাত্র; আর একটী উচ্চে ২ হাত, তাহার শরীরের ওজন ১৫ সের, বয়স ২১ বৎসর।

গ্রীকরমণী—কোনও ইংরাজ সম্প্রতি গ্রীশ দেশ দর্শন করিয়া তত্রত্য রাস্তা ঘাটে স্ত্রীলোকদিগকে না দেখিয়া তাহাদিগকে "অসভ্য" অবস্থাপন্ন বলিয়াছেন। আরও বলেন ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ুসেবন অভাবে ইহারা সচরাচর স্থূলকায় হইয়া থাকে, কিন্তু তুরুকদিগের ন্যায় গ্রীকেরাও এইরূপ স্ত্রীলোককেই অধিক সুন্দরী বোধ করে। সুন্দরী গ্রীক রমণীর চিত্র এইরূপঃ—"খর্ব্বাকৃতি, স্থূল ও বলিষ্ঠা, মুখকান্তি কোমল ও পাণ্ডুবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, সুন্দর চক্ষু, সুগঠিত মুখমণ্ডল।" পল্লীগ্রামস্থ গ্রীকনারীগণ মুক্তভাবে বাহিরে বিচরণ করে ও নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করে। তবে অপরিচিত লোক দেখিলে তাহারা বস্ত্রে মুখ আবৃত করে।

আদর্শ হিন্দুরমণী।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথমাবস্থায় যে সকল বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার তিরোধান হইয়াছে। এখন ক্রমে ক্রমে ইহার সুফল ফলিতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিতেছি। আজি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি স্কুলের পণ্ডিত। মুক্তকেশী নামে তাহার এক কন্যা জন্মে। বি, এ, উপাধিধারী বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী নামক এক যুবকের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। সেই মুক্তকেশী দেবীর এক শত চল্লিশ পৃষ্ঠা পরিমিত এক জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি

পাঠ করিলে "মুক্তকেশী" দেবী হইয়া মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বোধ হয়। দুঃখের বিষয় মুকুল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে কালদশনে চর্ব্বিত হইয়াছে, ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মুক্তকেশী—শিক্ষিতা, বিনীতা, অশেষগুণে গুণবতী, বিদ্যাবতী, ও পতিব্রতা সতী। যিনি রীতিমত সুশিক্ষিতা হইয়াও, রন্ধনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ গৃহস্থালীর কার্য্যে—গুরূপদেশ প্রতিপালনে—ভ্রাতৃস্নেহে—পিতৃ-মাতৃ ভক্তিতে—স্বামি-শুশ্রূষা ইত্যাদি বিষয়ে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না; নম্রতা, শিক্ষাসক্তি, শ্রমানুরাগ, নারীর ভূষণ স্বরূপ লজ্জাশীলতা,—যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ;—যিনি রীতিমত যথার্থ হিন্দুভাবে শিক্ষিতা ও উদরতায় জড়িত;—সেই দেবীর জীবনী ক্ষুদ্র হইলেও কেনই না বর্ত্তমান কালের কামিনী-কুলের অনুকরণীয় হইবে? হিন্দু-রমণীগণ তাঁহাকে আদর্শ-স্থলে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপথের পথিকা হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

১২৭৮ সালের ২০শে চৈত্র মুক্তকেশী ভূমিষ্ঠা হন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হইলে তিনি পিতার স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কেননা, তখন তাঁহার মাতার আর একটী সন্তান জন্মে। এই অবসরে পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখাইতেন। ইহাতেই শিক্ষার প্রথম সুযোগ ঘটে। পিতৃদেবের সঙ্গে মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে (১২৮৯ সালে) প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর তিন টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান। আসাম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক উইলসন্ ও নক্‌সওয়াইট সাহেব ঐ বালিকার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। এই বয়সেই বঙ্গ-সাহিত্যশাস্ত্রে মুক্তকেশীর বোধাধিকার জন্মিয়াছিল। এই বয়সেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের ধাতু ভিন্ন প্রায় সকল অংশই পাঠ করিয়া ফেলেন। কেবল বিদ্যাশিক্ষায় কেন—স্বভাব-চরিত্রেও তিনি স্বশ্রেণীর গণনীয়া। কেহ কখনও তাঁহাকে কলহ করিতে দেখেন নাই। স্বভাব গুণে তিনি প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণেরও সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে অনুরাগিণী ছিলেন। প্রাইমারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গেলে, তিনি বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বর্ষে মুক্তকেশীর বিবাহ হয়। যে বরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তিনি পুঁটীয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রতিপালিত। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ সেই পাত্র, পালনকর্ত্রীর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে

কন্যাদাতা অধীর হইয়া পাত্রান্তরের অনুসন্ধানোদ্যত হন। কন্যা দময়ন্তীর ন্যায় মনে মনে সেই পাত্রকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বরণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভাবী স্বামীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। শিলচরের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর নক্‌স ওয়াইট সাহেব, বিবাহ-সময়ে এইরূপ পত্র লেখেন, "আমি বিদ্যালয়ে আপনার তনয়াকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। বালিকা মৎপ্রদত্ত প্রশ্নের যে সদুত্তর করিয়াছিল, তাহাতে সে আপন অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক বালক হইতেও বুদ্ধি-অংশে যে উৎকৃষ্ট, তাহার পরিচয় পাইয়াছি।'

মুক্তকেশীর জীবনচরিতে তাঁহার "প্রাণেশ্বর" শরচ্চন্দ্রের বিষয় কিছু না বলিলে, এই জীবনী অসম্পূর্ণ হইবে আর আমাদেরও কর্ত্তব্য বাকী থাকিবে, তাই কিছু লিখিতেছি। তিনি প্রথমতঃ বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার নিমিত্ত অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তিনি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করেন, অপরিণীত পুরুষ অপূর্ণ। তিনি এক জন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মুক্তকেশীর পাণি গ্রহণের পর, শ্বশুরকে লেখেন,—

"এখন আমার প্রধান ব্রত শ্রীমতীর শিক্ষা সমাপ্তি। আপনি এ যাবৎ তাঁহার শিক্ষার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, আমার দোষে আপনার সে যত্ন বিফল না হয়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালার বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া গৃহিণী ও সন্তানবতী হয়, এজন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আধুনিক সংস্কারকেরা এই যুক্তি দেখাইয়া কন্যাদিগকে ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতেছেন। আমার ইচ্ছা, হিন্দু-সমাজের প্রচলিত নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হইলেও, ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে শিক্ষা রমণী-জীবনের একান্ত উপযোগিনী, এই সত্যটী শ্রীমতীর জীবনে সপ্রমাণ করা।"

সৌভাগ্যের বিষয়, এই আশা সফল হইয়াছিল। যে বরের সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহের প্রসঙ্গ হয়, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা "জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসী" বলিয়া জানিতেন। তিনি অতি উচ্চ ধাতুর লোক। কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা, বিদ্যাবত্তা, সদ্বিবেচনা এই সকল প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয় গুণ তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। মুক্তকেশীর বিয়োগের পর তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া এক মহৎকার্য্য করিয়াছেন। অনেকে ভাবিবেন, এ আবার মহৎকার্য্য কিসে হইল? পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি একাহারী হবিষ্যান্নভোজী হইয়াছেন!

এদেশে কন্যাদের প্রতি পিতামাতার কিরূপ যত্ন, আর পুত্রদের প্রতিই বা কিরূপ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই বালিকা সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ ছিল না। বিবাহের পর মুক্তকেশী, পতিসঙ্গিনী হইলে তাঁহার জননী দেবীর কি প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরি-

চয় পাওয়া যায়। মুক্তকেশীর, স্বর্ণপ্রভা নামে এক ভগিনী ছিল। সে দিদী মুক্তকেশীকে মাতার শোকের বিষয় লিখিয়াছিল, তদুত্তরে মুক্তকেশী কি লিখিতেছেন, দেখুন—

"স্নেহের স্বর্ণ! মা যাহাতে না কাঁদেন, তোমরা সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিও। তোমরা তিন জনে কি মার মন হইতে আমার দুঃখ দুর করিতে পার নাই?"

কিছু দিন পরে তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রচনায় ও হস্তলিপিতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। পুরস্কার ও বৃত্তিতে সর্ব্বসমেত ৪২৲ টাকা পাইয়াছিলেন। অতঃপর ভট্টিকাব্যের দুই সর্গ ও মুগ্ধবোধের অবশিষ্ট পাঠ করেন। এই সময়ে "পুরাণ" শাস্ত্র পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার জন্য মুক্তকেশীর ভর্ত্তা শরচ্চন্দ্র বাবু বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তদর্থে তিনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিলে তদুত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় লেখেন,—

"সবিনয় নিবেদন।—

"মহাশয়ের পত্র পাইলাম। আপনার সহধর্ম্মিণী পুরাণ পরীক্ষা দিতে উদ্যতা হইয়াছেন, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আর্য্য মহিলাগণের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষারও অনুযায়িনী নহে। তবে পরীক্ষার নিয়ম কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তিনি লজ্জাশীলা, সুতরাং আমি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারি অর্থাৎ তিনি আমার বাড়ীতে আমার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য স্ত্রী-গার্ড নিযুক্ত করা যাইবে। ইহা আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়াই লিখিলাম। ইতি।

বশম্বদ—

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।"

এই পত্রে ব্যক্ত হইল, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবার জন্য মুক্তকেশীর স্বামীর কেমন চেষ্টা ছিল। পুরাণ পরীক্ষার জন্য মুক্তকেশী প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণ পড়িতে থাকেন। এস্থলে তাঁহার পাঠের নিয়ম দেখান আবশ্যক মনে করিতেছি। যথা,—

মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার—ভাগবত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ।

বুধ, শুক্র—ভাগবত, মহাভারত, চণ্ডী।

শনি—অনুবাদ, সংস্কৃত রচনা ও পরীক্ষাদান।

আর এক খানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাহাতে তাঁহার পত্ররচনার ও হৃদগত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সে পত্র খানি এই,—

"হৃদয়েশ্বর। আজ বাবা বলিতেছেন, তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া একা কাছাড় যাইবেন। টাকা পয়সা হাতে কিছুই নাই, লোকের কাছে ধার পাইবারও সম্ভাবনা নাই। অথচ এখন আমাদিগকে লইয়া যাইতে হইলে ১০৭৲ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ পরামর্শ

শুনিয়া আমার মন যে কেমন হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব? আমার মন এদিকে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে পড়া শুনা কখনই ছাড়িব না। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিবে কিনা তাহাই সন্দেহস্থল হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি একথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানিতে পারিলেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষা দিব, এখন দিতে না পারিলে কেমন লজ্জার কথা! লোকে না জানিলে এত লজ্জার কারণ হইত না। যাহাহউক এবিষয়ের সম্পূর্ণ ভার আমি ঈশ্বরের হাতেই অর্পণ করিলাম। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এদিকে আমার জ্ঞান-পিপাসু মনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না, আর কিছু দিন বাবার নিকট না থাকিলেও আমার প্রকৃত জ্ঞানলাভের আশা নিতান্তই কম। আমি দেখিলাম কোনরূপে এক্ষণে কাছাড় যাওয়ার খরচটা যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেও সম্প্রতি চলিতে পারে। আমার চিক্‌ ও চন্দ্রহার গাছি পাঠাইতেছি, ইহা বিক্রয় করিয়া যে কয়টী টাকা পাওয়া যায় তাহা বাবার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার দিব্য, চিক্‌ ও চন্দ্রহার ফেরত দিবেন না। ইহা বিক্রয় না করিয়া ফেরত দিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অবশ্য ইহাতে যে আপনার খুব কষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু নাথ! বিপত্তির সময়ে কোন কষ্ট না করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমার আর অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? আপনিতো আমার অলঙ্কার। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে যে দেব-দুর্ল্লভ স্বামিরত্ন দিয়াছেন, ইহা যেন আমার অনন্ত জীবনের হয়। ** আমি মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, আপনি এই জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি এই গুলি বিক্রয় করিতে আপনার নিকট দিতাম না *** পিতা মহাশয়ের চিঠি খানাও দেখিলাম, আমার শিক্ষার ব্যাঘাত হইলে তিনিও যে নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাদের উভয়ের পত্র পাঠ করিয়া আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন। মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায় হই। শ্রীচরণের মঙ্গল সংবাদে দাসীকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

আপনার অনন্তজীবনের দাসী

মুক্ত।"

আমরা শত শত পঙ্‌ক্তিতে যাহা করিতে পারিতাম না, এই একমাত্র পত্রে তাহা সাধিত হইল। পত্রে হৃদয়ের কথা যেমন জানা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়।

এই বার মুক্তকেশী দেবীর ধর্ম্মভাবের আলোচনা করিব। আমাদের নিজের কথায় অধিক আড়ম্বর না করিয়া আমরা

তাঁহার পত্র হইতে দেখাইব, তিনি ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুক্তকেশী, স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা একস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এখানে দেখাইব, তিনি পিতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার মধ্যে কি বস্তু আছে।

"দেব! আমি এই পবিত্রকুলে জন্ম ধারণ করিয়া কি করিলে সাধারণ হইতে পৃথক্‌ভূত জীবন গঠন করিতে পারিব, তাহা আমি আপনার নিকট উপদেশচ্ছলে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মুক্তকেশীর পিতা প্রথমে শিলচরে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে তিনি গৌহাটীতে বদলি হইয়া যান। কামরূপ গৌহাটীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই কামরূপ মুক্তকেশীর পক্ষে বড়ই মনোরম বোধ হইত। কেবল বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শোভায় তিনি মুগ্ধ হইতেন, এমন নয়। কিন্তু এখানে বশিষ্টাশ্রম, কামাখ্যা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আছে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং সে সকল তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণও করিয়াছিলেন।

কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি পতিপরায়ণতা—কিছুতেই তাঁহাকে আমরা পশ্চাৎপাদ দেখি নাই। হৃদয় সৌকুমার্য্যে মুক্তকেশী অতুলনা এই দেখুন মাতাকে লিখিতেছেন,—

"মা! আপনাদের কথা মনে হইলে চক্ষে জল রাখিতে পারি না। যোগেন্দ্রের মধুমাখা ডাক মনে হইলে কি যে কষ্ট হয়, তাহা কত লিখিব? ইঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবেন। মা! কাছাড়ে থাকিতে আপনার নিকট কত যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। বাবা একদিন ভাগবত হইতে একটী শ্লোক আমাকে শিখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে সন্তান, পিতা মাতার মনের ভাব বুঝিয়া অগ্রেই কার্য্য করে, সে উত্তম সন্তান; বলিলে যে করে, সে মধ্যম; আর বলিলেও বিরক্ত হইয়া যে করে সে অধম। মা! তবে আমি আপনার সেই অধম সন্তান। আমি কত সময় আপনার কথা শুনি নাই, তাহা মনে হইলে এখন কত যে কষ্ট হয়, ভগবান জানেন। যাহা হউক, আমি অধম সন্তান বলিয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

এই পত্রখানি আমরা যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিলাম। মুক্তকেশী এক সময় মাতার নিকট অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন, এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইল। এই অবাধ্যতা তরুণ বয়সে প্রায় সকলেরই ঘটিয়া থাকে। সেই অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে যেরূপ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়।

মুক্তকেশী স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুর সহিত মধ্যে মধ্যে পত্রালাপ করিতেন। কি উদারতা!

মুক্তকেশী, স্কুলে ও কালেজে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও, গৃহে বসিয়া কেমন উচ্চতম সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন! উপস্থিত সময়ে এরূপ দৃষ্টান্ত শিক্ষাপ্রদ। ইনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা না করিয়াও, যেমন বিদ্যাবতী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়।

আমরা মুক্তকেশীর একটী বঙ্গভাষায় লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধটী তাঁহার জীবনীতে নাই,

"নবজীবনে" মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পাদক প্রবন্ধের উপর এইরূপ মতামত প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

"লেখিকা ষোড়শ বর্ষীয়া, ইংরেজী জানেন না, অন্তঃপুরে থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।"—

নবজীবন—সম্পাদক।"

তাঁহার পুরাণাদিতে কিরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এক জন কবিরাজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন,—

"পরীক্ষার্থিনী দেবী মুক্তকেশী আমার সংস্কৃত মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব গৌহাটী লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার তনুত্যাগের পর ভগ্নাশ শরচ্চন্দ্র সেই পুস্তক প্রত্যর্পণ করিলে দেখিলাম, তন্মধ্যে যত সার ও সৎকথা আছে, তাহার প্রায় সমস্তই দেবীর হস্তাঙ্কিত চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত।"

ষোল বৎসরে এই শক্তি ও প্রবৃত্তি যাঁহার জন্মিয়াছিল, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে, সংসারের কত উপকার হইত!

মুক্তকেশীর সংস্কৃতে অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল, আমরা তাহার এক উদাহরণ পাইয়াছি। তিনি স্বামীকে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

কথং নু প্রত্যয়ানর্হা ভবন্তি কথয় স্ত্রিয়ঃ।
প্রাণেশ! পাপজন্মাসাং কথমাহুর্মনীষিনঃ ॥১॥
ইদং ভাগবতং শাস্ত্রং পুরাণং ব্রহ্মসম্মতং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কথং ন শ্রুতিগোচরং ॥২॥

হে প্রাণেশ! নারীগণ কি জন্য বিশ্বাসযোগ্যা নন? বিদ্বানেরা কি কারণে তাঁহাদের জন্ম, পাপময় বলিয়াছেন? এই ভাগবৎ শাস্ত্র, কেন স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর হইবে না?

ইহাতে একদিকে সংস্কৃত রচনার ও অন্য দিকে তাঁহার যুক্তি তর্কশক্তির প্রমাণ দিতেছে।

১২৯৫ সালের ৩২এ শ্রাবণে শ্রীমতী মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণ হয়। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-রক্ষার্থে কাছাড়ে একটী ধর্ম্মালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে যে তিনটী শ্লোক লিখিত আছে তন্মধ্যে দুইটী এই,—

সাসীৎ পুণ্যবতী নারী,
বিদুষী ধর্ম্মতৎপরা।
পতিপ্রাণা মহাভাগা,
পিতৃমাতৃবশানুগা ॥
তস্যাঃ পুণ্যস্মৃতের্ন্যূনং,
স্ফুরণায় বিনির্ম্মিতঃ।
এষ দেবালয়ো যত্র,
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

উদাসীনের চিন্তা।

এক সময়ে বাষ্পীয় পোতারোহণে ঢাকায় আসিতেছিলাম, পোতের উপরিভাগে কতিপয় পার্ব্বত্য অসভ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা শ্রীক্ষেত্র

হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহাদিগের বাসস্থান কুমিল্লার পূর্ব্ব সীমান্তর্ব্বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ। তাহারা ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীর চন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রজা। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তিপ্রা বা ত্রিপুরা জাতি অন্যান্য অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের ন্যায় অহিন্দু ছিল। কুক্কুর ও বরাহ মাংস ভক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রিপুরা মহারাজের অনুজ্ঞায় তাহারা ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এবং ক্ষত্রিয়ের বাহ্যিরের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে। ইহারা মহারাজের অবলম্বিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতেছে। অনেকে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া তিলক মালা ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থলে গমন করিয়া থাকে। আমার সহযাত্রী ত্রিপুরাগণ যে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদিগের দলে পাঁচ জন রমণী ও পাঁচ জন পুরুষ ছিল। মহিলাগণ বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারে না, তাহাদিগের মাতৃভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকে। পুরুষগণ বাঙ্গালা ভাষায় অতি কষ্টে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, বাঙ্গালির সমস্ত কথা বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহাদের দেশে কোন বিদ্যালয় নাই। পুরুষেরা বাঙ্গালিদিগের সহিত আলাপাদি করিতে করিতে বাঙ্গালাভাষা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গে এক খানি "ভক্তি তত্ত্ব সার" নামক গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। একজন আমাকে সে গ্রন্থের কিছু পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিল। ব্যাখ্যা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিল। "পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেশ" প্রণেতা জন বেনিয়ানের বাইবল গ্রন্থই প্রধান সম্বল ছিল। ইহাদিগেরও এই "ভক্তিতত্ত্ব সার" প্রধান সম্বল হইয়াছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া সময় কর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, বটতলার অতি কদর্য্য বইও তাহাদিগের সুপাঠ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি অনেক বাঙ্গালি পুরুষ কিংবা মহিলার রুচিসঙ্গত নয়, কিন্তু অশিক্ষিত তিপ্রাদিগের এখনও পর্য্যন্ত এতাদৃশ দুর্গতি ঘটে নাই, তাই তাহারা ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠেই আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালিদিগের এতাদৃশ অসভ্যপার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। উভয় স্ত্রী এবং পুরুষদিগকে মূর্ত্তিমতী সরলতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি তাহাদিগের সরলহৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারজীবীদিগের কপটতা তাহাদিগের অজ্ঞাত। ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে দিগ্বিজয়ু সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার

দিতে ইচ্ছা হয়, এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদিতার আলোক রেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতি লাভের বাসনা জন্মে। যদি কপটতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইতে থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষা ও সে সভ্যতায় মানবসমাজের অধঃপাতের কারণ।

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদিগের দেশে চোরের কিরূপ শাস্তি হয়। চুরী কি তাহা বুঝাইতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল তাহাদের দেশে চুরী নাই। একের জিনিশ অপরে বিনানুমতিতে গ্রহণ করে না। তাহাদিগের দেশে রাত্রিকালে মূল্যবান্ জিনিস বাহিরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও তাহা স্থানান্তরিত হয় না। সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত বঙ্গবাসিগণ এতাদৃশ সমাজকে কি মনে করিবেন? সভ্যদেশের কারাগার অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কত চোর শাস্তি ভোগ করিতেছে। আর জ্ঞানালোক যে পার্ব্বত্য সমাজের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; সেখানে চুরীর নাম মাত্র নাই; ইহা পড়িয়া পাঠক পাঠিকা কি আদিম অবস্থার কথা মনে করিবেন না? খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে আদি পুরুষ আদম সর্ব্বাগ্রে নিষ্পাপ ছিলেন, সয়তানের প্ররোচনায় পাপে পতিত হন। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্য জাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্য জাতি স্বভাবতঃই তাহা লাভ করিতেছে। মহিলাদিগের মুখ দেখিলেই বোধ হয় তাহাদের অন্তর যেন পবিত্রতাময়। অপবিত্রতার লেশও যেন তাহাদিগের প্রাণে নাই। তাঁহারা অতি স্বাধীন ও মুক্তভাবে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেছেন। যত্নপূর্ব্বক আর তাঁহাদিগের আত্মরক্ষা করিতে হয় না। তাঁহারা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার বর্ম্মাবৃত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছেন। রুদ্ধদ্বার গৃহবদ্ধ মহিলাদিগের ন্যায় তাহারা পুরুষের পাদচারণের শব্দ শুনিয়া সশঙ্কিত হওয়া দূরে থাক, তাহাদিগের পবিত্রতাব্যঞ্জক নয়ন আভা দেখিয়া পাপাচারীর অন্তরও কম্পিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ কিংবা শিশুবিবাহ প্রচলিত নাই। কখন বর কন্যা স্বস্ব অভিরুচি অনুসারে একত্রিত হইয়া থাকে, কখনও পিতা মাতা বর কিংবা কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন। ঘৃণিত বর কিংবা কন্যাপণ প্রচলিত নাই। পিতা মাতা ইচ্ছা করিলে যৌতুক স্বরূপ কিছু দিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক রক্ত শোষণের প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি এত-দূর প্রবল যে তাহারা আমাকে তাহাদের

দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, এবং বলিল যে আমি যত দিন তাহাদিগের দেশে থাকিব আমার কোনও ব্যয় লাগিবে না। দুদিন ইহার বাড়ী দুদিন তাহার বাড়ী, এইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করা যাইতে পারে। অনেক সন্ন্যাসী এইরূপে জীবিকা ধারণ করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করিতেছে।

কৃষিজাত বস্তুই তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। তাহাদিগের দেশে বহুল পরিমাণে কৃষিজাত বস্তু জন্মিতেছে, কিন্তু রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। এজন্য তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অধিকাংশই দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রবল কোপে দেশ নির্ম্মূল হইতেছে না, কারণ অর্থাভাব হইলেও দেশে কখন ও খাদ্যাভাব হয় না।

এই অসভ্যাদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমার সহযাত্রীদিগের মধ্যে একজন সত্যযুগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয় সত্যযুগ এখনও বিদায় গ্রহণ করে নাই। সত্যযুগের লোক দেখিতে হইলে ঐ দিকে যান" এই বলিয়া তাহাদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। বাস্তবিক তাঁহাদিগের স্বাভাবিক গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া মানব প্রকৃতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে আমি তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মানবপ্রকৃতিকে পুনর্ব্বার এই স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে কত শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। আমার মনে হয় মানুষ হৃত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করে সে শক্তি পুণ্য উপার্জ্জনে ব্যয়িত হইলে, মানবসমাজ স্বর্গধামে পরিণত হইত।

জাপানে কর্পূর বৃক্ষ।

দক্ষিণ জাপানে তোসা, হিঙ্গা ও সাতসুমা প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে কর্পূরবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বহুদূরে পার্ব্বতীয় গহন অঞ্চলে এই বৃক্ষ উৎপাদনের প্রশস্ত স্থান। জাপান দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ কর্পূর বৃক্ষের আবাদ করিয়া থাকে। প্রজাদিগের যাহার কর্পূর বৃক্ষ আছে, দেশের রাজবিধি অনুসারে সে আর একটী নূতন বৃক্ষ রোপণ না করিয়া পুরাতন বৃক্ষটী কর্ত্তন বা বিক্রয় করিতে পারে না। কর্পূর প্রস্তুত ব্যতীত কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল

প্রস্তুত হয়। কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক ও তোরঙ্গ বস্ত্র রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পশমী, রেশমী ও মহার্ঘ কার্পাশ বস্ত্র সকল কীটাদির উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক তোরঙ্গে তদ্রূপ হয় না। কর্পূর কাষ্ঠ একদিকে যেমন কোমল, অপর দিকে তেমনই স্থায়ী; সুতরাং ইহার দ্বারা অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু কর্পূর প্রস্তুত জন্যই ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্পূর বৃক্ষ লরেল জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্গত। ইহার পত্র গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বাদামে ও ধার ঈষৎ করাতের মত। পত্র-সকল বৎসরের সমস্ত সময়ই গাঢ় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ থাকে, কেবল বসন্তের প্রাক্‌কালে দুই এক সপ্তাহ মাত্র কোমল তরল হরিৎ-বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় নূতন পত্র সকল অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ইহার ফল সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল জামের ন্যায় শরৎকালে ফলিয়া থাকে। কাষ্ঠের সারাংশে নানাদ্রব্য গঠন এবং মূল দ্বারা জাহাজের সন্ধিস্থল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক একটী বৃক্ষ বৃহদাকার হয়। প্রসিদ্ধ নাগাসাকি নগরের নিকট অনেকগুলি কর্পূর উদ্যান আছে। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক একটীর গুড়ীর ব্যাস ৭।৮ হাত এবং বেড় ২০।২৫ হাত। অসুওয়ার প্রাচীন দেবমন্দির কর্পূর কুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত। এখানে শত শত বড় বড় কর্পূর বৃক্ষ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া মন্দিরের উপর পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা বহুকালের হইলেও অদ্যাপি সতেজ ও সুন্দর দেখা যায়। কিউ-সিউর অন্যান্য স্থানে আরও বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কোন কোনটীর গুঁড়ির ব্যাস বিংশতি পাদেরও অধিক; বেড় প্রায় ৪০ হস্ত উন্নত। গুঁড়ি ২০ বা ৩০ পাদ সরল-ভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, মধ্যে একটী শাখা বা পল্লব নাই, কিন্তু তৎপরেই প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা নিবিড় পল্লব ভারে অবনত হইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া ছায়া ও শোভা বিস্তার করিয়াছে। বৃক্ষগুলি যেরূপ প্রকাণ্ড, ইহাদিগের শাখা সকলও তদ্রূপ বিশাল ও আয়ত, সুতরাং দেখিতে অতীব সুন্দর।

কর্পূর প্রস্তুত করিতে হইলে বৃক্ষকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চেলা করিয়া থাকে। একটী বৃহৎ লৌহ বা ধাতু-পাত্রে খানিকটা জল দিয়া মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। তদুপরি একটী কাষ্ঠের টবের মধ্যে চেলা গুলি বদ্ধ রাখে। টবের উপরিভাগ বিলক্ষণ রূপে বদ্ধ থাকে—এমন কি বাষ্প পর্য্যন্ত নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, ইহাদ্বারা উষ্ণজলস্থিত বাষ্প তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। একটী বংশনল দিয়া একটী হইতে আর একটী টব সংযোগ করা হয় এবং তাহাও তৃতীয় টবের সহিত উক্তরূপে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় টবটী দুই অংশে

বিভক্ত, একটীর উপর আর একটী। উপরি স্তর বা অংশে একপ্রস্ত খড় বিস্তৃত থাকে, বংশনল দিয়া বাষ্প প্রথম টব হইতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় টবে আসিয়া থাকে। দ্বিতীয় টবেই কর্পূর ও তৈল প্রস্তুত হইয়া তৃতীয় টবে পতিত হয়। কর্পূর অংশ খড়ের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং তরল তৈল অংশ নিম্ন স্তরে পতিত হয়। পরে শীতল করিয়া কর্পূর সংগ্রহ করিয়া একটী কাষ্ঠের টবে বদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অপর পাত্রে তৈল সংগৃহীত হয়। একটী কর্পূরের টবে ১৩৩ ১/৩ পাউণ্ড কর্পূর থাকে এবং এই অবস্থায়, বাজারে বিক্রীত হয়। একবার সিদ্ধ হইলেই জল একটী ক্ষুদ্র নলের দ্বারা নির্গত হইয়া তৈল মাত্র টবে অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহা গ্রহণ করিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আলোক ভিন্ন কর্পূর তৈল আরও অনেক উপকারে আইসে।

বাদন প্রণালী।

অঙ্গুলি চালনা প্রণালী।

হারমোনিয়ম্ শিক্ষা করিতে হইলে পাঠিকাগণের বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি চালনা প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়। অঙ্গুলি চালনা শিক্ষা করিয়া যন্ত্র বাজাইলে উহা শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ হারমোনিয়ম্ যন্ত্র বাদন কালে এমন ভাবে চাবিগুলির উপর হস্ত রাখিবেন, যে একটী অঙ্গুলিও আড়ষ্ট ভাবে না থাকে; অর্থাৎ যে কোন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিবার ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ সহজেই তাহা করিতে পারা যায়।

অঙ্গুলি সঞ্চালন কালে কোন্ অঙ্গুলি কোন স্বরের উপর ন্যস্ত হইবে, অর্থাৎ কোন পর্দ্দা টিপিয়া বাজাইতে হইবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, যেখানে ১ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, যে স্থানে ২ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা তর্জ্জনী দ্বারা, ৩ মধ্যমা দ্বারা, ৪ অনামিকা দ্বারা এবং ৫ কনিষ্ঠা দ্বারা টিপিয়া বাজাইতে হইবে। কখন কখন একখানি পর্দ্দাতে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়।

প্রথম সাধন।

আরোহণ।

	১	২	৩	১	২	৩	৪	৫
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা১।

অবরোহণ।

	৫	৪	৩	২	১	৩	২	১
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা১	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।

অথবা

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
। । । । । । । ।১
দ। সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

৪ ৩ ২ ১ ৪ ৩ ২ ১
। । । । । । । ।
দ। সা১ নি ধ প ম গ ঋ সা।

দ্বিতীয় সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২
। । । । । । । ।
দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ

১ ১ ২ ২
। । । ।
সা সা ঋ ঋ

৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ১
। । । । । । ॥১
দ। গ গ ম ম প প সা।

৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪
। । । । । । । ।
বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১

৫ ৫ ৪ ৪
। । । ।
সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫
। । । । । । ॥
বা। গ১ গ১ ম১ ম১ প১ প১ সা।

দ্বিতীয় সাধন প্রণালী একত্রে দুই হস্তে।

তৃতীয় সাধন।

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪
৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
দ। সা সা ঋ ঋ গ গ ম ম

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪
৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺১ ৺১
প প ধ ধ নি নি সা সা

৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২
৺১ ৺১ ৺ ৺ ৺ ৺
দ। সা সা নি নি ধ ধ

১ ১ ৪ ৪ ৩ ৩
৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
প প ম ম গ গ

২ ২ ১ ১
৺ ৺ ৺ ৺
ঋ ঋ সা সা।

চতুর্থ সাধন।

১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ১
× × × × × × ×
দ। সা ঋ ঋ গ গ ম ম

২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫
× × × × × × ×
প প ধ ধ নি নি সা১।

৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২
× × × × × × ×
দ। সা১ নি নি ধ ধ প প

১ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১
× × × × × × ×
ম ম গ গ ঋ ঋ সা।

পঞ্চম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ১ ৩ ২
। । । । । । ।
দ। সা গ ঋ ম গ প ম

৪ ১ ৩ ২ ৪
। । । । ।
ধ প নি ধ সা১।

৪ ২ ৩ ১ ৪ ২ ৩
। । । । । । ।
দ। সা১ ধ নি প ধ ম প

১ ৪ ২ ৩ ১
। । । । ।
গ ম ঋ গ সা।

ষষ্ঠ সাধন। একত্রে দুই হস্তে।

১ ৩ ২ ১ ২ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
দ। সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ
৩ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
গ প ম গ ঋ ম গ ঋ
৫ ৩ ৪ ৫ ৪ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
বা। সা১ গ১ ঋ১ সা১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১
৩ ১ ২ ৩ ৪ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
গ১ প১ ম১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২
| | | | | | | |
দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ
১ ৩ ৫ ৩ ১ ১ ২ ২
| | | | | | | |১
সা গ গ প সা সা ঋ ঋ
৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪
| | | | | | | |
বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ১ ৩ ৫ ৫ ৪ ৪
| | | | | | | |
সা১ গ১ গ১ প১ সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ৪ ৪ ১
| | | | ||
দ। গ গ ঋ ঋ সা।
৩ ৩ ৪ ৪ ৫
| | | | ||
বা। গ১ গ১ ঋ১ ঋ১ সা১।

সপ্তম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৩ ১
| | | | | | | |
দ। সা১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ গ১ সা১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
| | | | | | |
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১।
৫ ২ ১ ৫ ৩ ২ ১ ৫
|| || || || || || || ||
বা। সা১ ম১ প১ সা১ গ১ ম১ প১ সা১
৩ ৪ ২ ৩ ১ ৩ ২
| | | | | | ||
গ১ ম১ ঋ১ গ১ সা১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
| | | | | | ||
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১
৫ ১ ৩ ১ ২ ৩
|| || || || || ||
বা। সা১ প১ গ১ প১ ম১ গ১
২ ১ ৫
|| || ||
ম১ প১ সা১।

অষ্টম সাধন।

৪ ৩ ৪ ৫ ৩ ৫
| | | | | |
দ। ম গ ম প গ প
৩ ২ ১ ৩ ৫ ৫
| | | | | |
গ ঋ সা গ প প
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
বা। সা প সা সা প সা
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
সা প সা সা প সা

৪ ৩ ৩ ২ ৩ ৪
| | | | | |
দ। ম গ গ ঋ গ ম
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
| | | | | |
বা। সা প সা সা প সা

নবম সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫
| | | | |
সা ঋ গ ম প
১ ২ ৩ ৪ ৫
| | | | |
ঋ গ ম প ধ

১	২	৩	৪	৫
।	।	।	।	।
গ	ম	প	ধ	নি

১	২	৩	৪	৫
।	।	।	।	।১
ম	প	ধ	নি	সা।

৫	৪	৩	২	১
।১	।	।	।	।
সা	নি	ধ	প	ম

৫	৪	৩	২	১
।	।	।	।	।
নি	ধ	প	ম	গ

৫	৪	৩	২	১
।	।	।	।	।
ধ	প	ম	গ	ঋ

৫	৪	৩	২	১
।	।	।	।	।
প	ম	গ	ঋ	সা।

উল্লিখিত স্বরগুলির মস্তকে এক মাত্রার চিহ্ন আছে, এই সাধন অভ্যাস হইলে পর পাঁচটী স্বর এক মাত্রার ভিতর করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

যথা, ১ ২ ৩ ৪ ৫ —————ইত্যাদি।
সা ঋ গ ম প

দশম সাধন।

কখন কখন প্রয়োজনাধীন কোন স্বর বিশেষের উপরে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহার হয় যথা—

	১২৩৪	৩২১	৪২
	।	।	।
দ।	সা	সা	সা
	৪৩২১	১২৩	২৪
	।	।	।
বা।	সা১	সা১	সা১

আলোকতত্ত্ব।

আমাদের জ্ঞান ও সুখবৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য দয়াময় পরমেশ্বর যে সকল উপায় বিধান করিয়াছেন, আমরা সে সকলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া দেখি না। এই জগতে যে সকল সুখের সামগ্রী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু রহিয়াছে, নিত্য সেই সকল ভোগ করা যায় বলিয়া ঐ সকল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মন যেন কেমন অসাড় হইয়া পড়ে। মানুষের কাছে সামান্য একটু উপকার পাইলে আমাদের মনে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়, পরমেশ্বরের নিকট হইতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উপকার পাইয়াও আমাদের মনে অনেক সময় তাহার শতাংশের একাংশ কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয় না। পরমেশ্বর-প্রদত্ত বিবিধ সুখ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আমরা সাধারণতঃ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হইলে আমরা যেরূপ অধীর হই, তাহা হইতেই বুঝা যায় উহা আমাদের সুখের জন্য কত আবশ্যক। লোকে কথায় বলে, "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।" প্রত্যেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। এই যে শারীরিক স্বাস্থ্য যাহার অভাব হইলে লোকের কত কষ্ট, কত ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহার জন্য আমাদের মনে সকল সময় পরমেশ্বরের প্রতি বিশেষ তেমন কৃতজ্ঞতার উদয় হয় কি? এই যে চক্ষু যাহা দ্বারা আমরা জগতের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া কত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি, যাহার ভিতরে পরমেশ্বরের কত আশ্চর্য্য জ্ঞান-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার জন্য যে সেই করুণাময় পিতার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাহা কি আমরা সকল সময় চিন্তা করি? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যদি তোমার চক্ষু না থাকিত, তবে কি হইত?—তাহা হইলে কতকষ্টে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে হইত! এখন যে জগৎ তোমার নিকট সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি কি দেখিতে?—অন্ধকার, অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার! এখন বল দেখি এই চক্ষুর জন্য আমাদিগের পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে কি না?

কিন্তু সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যাহাই হউক, যাঁহারা জ্ঞানালোচনা দ্বারা এই জগতের নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, কিরূপ আশ্চর্য্য নিয়মে ও শৃঙ্খলায় এই জগতের কার্য্য চলিতেছে, তাঁহা বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার আরও অধিক কারণ দেখিতে পান। এই জন্য বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়া থাকি। অদ্য আমরা আলোক সম্বন্ধে দুই একটী জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ কথায় তাঁহাদের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

আলোকের সাহায্যেই আমরা জগতের সকল বস্তু দেখিতে পাই। আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না, আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইতে হইত। আলোকের দুইটী গুণ থাকাতে আমরা এই জগতের নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে পাই—ইংরাজীতে এই দুইটী গুণের নাম Reflection ও Refraction; বাঙ্গালাতে আমরা প্রথমটীকে প্রতিবিম্বন ও দ্বিতীয়কে বক্রগমন বলিব।

আমরা যে সকল পদার্থের দিকে চক্ষু ফিরাই, তাহা হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়াই আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে কোন কোন বস্তু নিজেই আলোক প্রদান করে, এবং সেই আলোকের সাহায্যে আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিয়া থাকি—যেমন সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যালোকের প্রতিবিম্বন দ্বারা আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই। এই পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই প্রতিবিম্বিত আলোকের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

(ম শেষ)

১। মিছরীর ছুরি।

২। মিছা কথা ছেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

৩। মিছে ডুমুর গোমর করে,
পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।

৪। মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস!

৫। মিড়মিড়ে প্রদীপ,
আর বিড়বিড়ে বউ।

৬। মিঠে কুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গেলে।

৭। মিন্‌ষের কোলে ছেলে দিয়ে,
মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৮। মিষ্ট কথায় মন ভেজে।

৯। মিষ্ট হাসিতে সৃষ্টি নাশ।

১০। মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।

১১। মুখ যেন তলো হাঁড়ী।

১২। মুখ শুকিয়ে তুলসী পাতা।

১৩। মুখটী যেন ভাজনা খোলা।

১৪। মুখ সর্ব্বস্ব।

১৫। মুখে রাম রাম বগলে ছুরি।

১৬। মুচির কুকুর।

১৭। মুচির নাই নাক, শুঁড়ির নাই কাণ।

১৮। মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।

১৯। মুড়াগাছার গান।

২০। মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের শুঁড়ি।

২১। মুড়ি রেখে কোপ।

২২। মুনির মন টলে।

২২॥। মুড়ী মিছরী এক দর।

২৩। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

২৪। মুষলং কুলনাশনং।

২৫। মুরদের নাই সীমে,
রথ দিয়েছে নিমে।

২৬। মূর্খবৈদ্যো যমসমঃ।

২৭। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধঃ।

২৮। মূর্খের অশেষ দোস।

২৯। মূলাচোরের ফাঁসী।

৩০। মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।

৩১। মূলে অশুদ্ধ, তিবড়ীই গোবর।

৩২। মৃৎপিণ্ড একো বহুভাণ্ডরূপঃ
সুবর্ণমেকং বহুভূষণাত্মা,
গোক্ষীরমেকং বহুধেনুজাত
মেকপরমাত্মা বহুদেহবর্ত্তী।

৩৩। মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং।

৩৪। মেকি টাকায় ঘন নিশান।

৩৫। মেঘ না চাহিতে জল।

৩৬। মেঘ হয়েছে চাকা চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজ কাল,

৩৬॥। মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কনে বৌ সাতবার খায়।

৩৭। মেড়ার শৃঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।

৩৮। মেজে ঘসে রূপ, আর জোর করে প্রণয়।

৩৯। মেনি মুখো।

৪০। মেয়ে মানুষের বাড় কলা-গাছের বাড়।

৪১। মোগল পাঠান হদ্দ হৈল
পারসী পড়েন তাঁতি,
বাঘ পলালো বিড়াল এলো
শিকার কর্ত্তে হাতী,
ময়ূর গেল ছাতার এলো
ফুলয়ে বুকের ছাতি।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল
জোনাকীর পাছে বাতি।

৪২। মোটা ভাত, মোটা কাপড়।

৪৩। মোটে মা রাঁধে না
তা পষ্টি আর পান্তা।

৪৪। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

৪৫। মোল্লার দাড়ী ঔষধে লাগে।

৪৬। মোশালজী আপনি কাণা।

৪৭। মৌতাত।

রজকী-সমিতি।

গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান, গরিব রজকদিগের অদৃষ্ট আরও মন্দ। শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই, ইহারা সমস্ত দিন জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত হইয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিতে থাকে ও মাথায় করিয়া বা সম-দুর্ভাগ্য প্রাণীর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া বস্ত্র বহিয়া অনেক কষ্টে কালাতিপাত করে; তাহাতেও অর্দ্ধাশনের বেশী হয় কি না সন্দেহ। আমাদিগের দেশে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় অবাধে বলা যাই-তে পারে যে, অনেক দোষ ইহাদিগের নিজের। সমস্ত কাপড় জড় করিয়া তিন সপ্তাহ—এমন কি এক মাস দেড় মাস অন্তর যাহারা কাপড় দেয়, তাহা-দেরও কষ্ট, যাহারা কাচে তাহাদেরও কষ্ট। এরূপ অবস্থায় দুঃখ কোনও কালে ঘুচে না—ঘুচিবারও নহে। যাহাহউক পৃথিবীর সভ্যতম দেশেও এই শ্রেণীর শ্রম-জীবিগণের ভাগ্য প্রায় তুল্যরূপ শোচ-নীয়, ইহাই আশ্চর্য্য। এই জন্য ইংলণ্ডে তিনজন সুবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী মিলিয়া এক রজকী-সমিতি সংগঠন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম বিবি আনিবেসাণ্ট, কাউণ্টেস্ ওএচমিষ্টার ও মিঃ এমঃ এঃ মুর। ইহাঁদিগের কল্পনা একটি বাটী ভাড়া লইয়া কাপড় ধোলাইয়ের কল কেনা হইবে। এতদুপায়ে পাটায় ফেলিয়া কাপড় কাচা ও নিংড়ানর কার্য্য আদৌ করিতে হইবে না অনু-ষ্ঠাত্রীগণ অনুমান করেন যে এবম্বিধ উপায় জীবিকা নির্ব্বাহের এক সুন্দর স্বাস্থ্যকর সদুপায়। বিলাতে এক্ষণে রজকী-গণ যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, তদ-পেক্ষা কিছু বেশী উপার্জ্জন করিতে তাহারা সক্ষম হইবে এই অভিপ্রায়ে কিছু অধিক হারে তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে বেতন দেওয়া হইবে এবং তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর লাভ

হইতে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। এজন্য চাঁদা সংগৃহীত হয় ভাল, না হয় শতকরা চারি পাউণ্ডের হিসাবে মূলধন তোলা হইলে লাভ দাঁড়াইবে, লাভ হইতে ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ হইতে থাকিবে। লাভের কিয়দংশে কল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মেরামত হইবে; আর যদি লাভ বেশী দাঁড়ায়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানে এতদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। এই কার্য্যের সূত্রপাত করিবার জন্য ২০০০ পাউণ্ড আবশ্যক। ইংরাজ জাতি যেরূপ অধ্যাবসায়শীল, তাহাতে আশা করা যায় যে এই সৎকল্পনা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইবে।

পাঠক পাঠিকা বলুন দেখি যে, এববিধ একটি ধৌত রজক বা রজকী-সমিতি এদেশে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে কি না? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মহানগরীতে কতিপয় ভদ্রলোক মিলিয়া এক রজকালয় খুলিয়াছিলেন। কাজ কিছু দিনবেশ চলিয়াছিল, দুঃখের বিষয় কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কার্য্য তুলিয়া দেন। পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করা বিধেয়।

সুদূর টেলিফোঁ।

প্রথম টেলিফোঁ নির্ম্মিত হইলে ইহা-দ্বারা যে দূরদেশ নিকট হইবে এরূপ-প্রত্যাশা ছিল না। গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা এক নগরের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তই শব্দ শ্রবণের শেষ সীমা নিরূপিত ছিল। কিন্তু এখন ইহা সে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পাঠিকারা অবগত আছেন যে গত মে মাস হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে "জগৎ মেলার" কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ইহা অনূ্যন ছয় মাস কাল খোলা থাকিবে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের শিল্পজাত এখানে প্রদর্শিত হইবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া ইহার আয়োজন হইতেছে। আমেরিকার প্রধান নগর নিউইয়র্ক ও বোষ্টন চিকাগোর মেলার সহিত যোগ রাখিবার জন্য টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দিবসে বোষ্টন নগরের সহিত চিকাগো মেলার যোগ স্থাপিত হইয়াছে। নিমেষ মধ্যে বাক্য সকল ১২৫০ মাইল পথ বিদ্যুচ্চালিত হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট বন্ধুযুগলের আলাপের ন্যায় অবাধে কথোপকথন সম্পাদিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নিউইয়র্কের সহিতও উক্ত মেলার যোগ স্থাপন হয়। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কের সহিত "সিটি অব দি লেক্স" হ্রদ নগরের সহিতও যোগ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পরীক্ষার দিবসে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি এরূপ সুন্দররূপে তাড়িত দ্বারা চালিত হইয়াছিল যে উভয়

নগরের দূরত্ব সহস্র মাইলেরও অধিক হইলেও শ্রোতা ও দর্শকগণ তাহা স্পষ্টরূপে শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের সহিত যে দিন চিকাগোর যোগ স্থাপন হয়, প্রদর্শক প্রথম কথোপকথন শেষ করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগকে আর ৪০টী টেলিফোঁ তারে যোগ করিয়া প্রদান করেন। এই সময় চিকাগো নগরের একটী গৃহে সঙ্গীত হইতেছিল। তার দ্বারা গৃহটী সংযুক্ত হওয়াতে সঙ্গীত স্পষ্টরূপে সকলে শুনিয়াছিলেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি!

পথভ্রান্ত লোক ঘোরে কেন?

মরুভূমি প্রান্তর বা গহন মধ্যে পথ হারাইয়া পথিকগণ কেন ঘুরিয়া বেড়ায় একখানি বিজ্ঞান পত্রে তাহার কারণ প্রকটিত হইয়াছে। মনুষ্যের পদ ও অঙ্গ সকলের দৈর্ঘ্যের অসমতাই তাহার বৃত্তাকারে ভ্রমণের কারণ। যতক্ষণ না সে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গম্যস্থান নিরূপণে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তাহাকে চক্রাকারে ঘুরিতে হয়। মনুষ্যের অবয়ব সকল যে সমভাবাপন্ন নহে, পরীক্ষাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাহারও বামপদ দক্ষিণ পদ অপেক্ষা দীর্ঘ। কাহারও বা দক্ষিণ হাত বাম হাত অপেক্ষা বৃহৎ। কাহার কাহারও অবয়বের উপরিভাগ নিম্ন ভাগাপেক্ষা দীর্ঘ ইত্যাদি। যাহার দক্ষিণপদ দীর্ঘ সে বামপদ অপেক্ষা দক্ষিন পদের দ্বারা অধিক স্থান ব্যাপিয়া পদবিক্ষেপ করিয়া থাকে। যাহার বাম হস্ত দীর্ঘ সে বামদিকে হেলিয়া চলে, সুতরাং যতক্ষণ না চক্ষুদ্বারা এই ভ্রম দূর হয়, ততক্ষণ সে বৃত্ত বা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। নরকঙ্কাল পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে শতকরা কেবল দশ জনের নিম্ন অঙ্গ উপরিভাগের দীর্ঘতার সমান; ৩৫ জনের দক্ষিণ অঙ্গ বাম অঙ্গের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং ৫৫ জনের বামপদ দক্ষিণ পদাপেক্ষা দীর্ঘ। অধিকাংশ লোকের বাম পদ দীর্ঘ বলিয়া তাহারা দক্ষিণে ঝুঁকিয়া ঘুরিয়া থাকে। দুই চক্ষু বাঁধিয়া কোন এক ব্যক্তিকে চলাইলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। হস্তের পরিমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শতকরা ৭২ জন লোকের দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তাপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ২৪জনের বাম হস্ত দক্ষিণাপেক্ষা দীর্ঘতর। সুতরাং অধিকাংশ লোকেরই বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘ। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে এই অবয়বের অসমতা বর্ত্তমান আছে। এতন্নিবন্ধন "দিশাহারা" ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

জীবরহস্য।

মাকড়সার তন্তুজাত রেশম।

একখানি ফরাসি বিজ্ঞানপত্রে মাকড়সার তন্তুজাত রেশমের ব্যবসার প্রস্তাবে প্রকটিত হইয়াছে, যে এতদ্দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। এই রেশম সুবর্ণের ন্যায় পীত বর্ণ এবং সামান্য কৌশলেই সংগৃহীত হইতে পারে। মাকড়সা ডিম্ব প্রসব করিয়াই অধিক তন্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক একটী মাকড়সা ২৭ দিনে তিন মাইল দীর্ঘ রেশম প্রস্তুত করে। গুটিপোকার ন্যায় মাকড়সা সকলও রক্ষা করিয়া এবং তাহাদের রেশম সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস হইতেছে। এতদর্থে একটী সূক্ষ্ম কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গুটির ন্যায় মাকড়সার তন্তু-তার অনায়াসে গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। কিরূপ কৌশলে বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য।

সঙ্কর-সিংহ।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উইণ্ডসর পশুশালায় একটী পিঞ্জরে একটী প্রকাণ্ড সিংহ ও বৃহৎ ব্যাঘ্রী একত্রে আবদ্ধ থাকিত। প্রায় তিন বৎসর একত্রে সহবাস করিয়া শেষে সিংহটী গতাসু হয়। ইহাদের পরস্পরের বিলক্ষণ প্রণয় ছিল এবং সিংহের মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রীর গর্ভে দুইটী শাবক জন্মগ্রহণ করে। শাবকগুলির আকৃতি প্রকৃতি সিংহেরই অনুরূপ—কেবল গাত্র বর্ণ ব্যাঘ্রীর ন্যায় হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর ইহাদিগকে "কেশরী-ব্যাঘ্র" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরের পশ্বালয়েও একটী ব্যাঘ্রীর গর্ভে ও সিংহের ঔরসে দুইটী শাবক জন্মে; কিন্তু শাবকগুলি একবৎসরের মধ্যেই মৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত উইণ্ডসরস্থ পশ্বালয়ে শাবকগুলিও তিন মাসের হইয়া মরিয়া যায়। এই উভয় ঘটনাই "ইংলিস সাইক্লোপিডিয়া" নামক বৃহৎ শব্দকোষে লিপিবদ্ধ আছে এবং তদানীন্তন প্রাচীন প্রধান সংবাদপত্রে সর উইলিয়ম জারডিনের প্রাণিবৃত্তান্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সম্প্রতি আয়র্লণ্ডের রাজকীয় জুলজিকাল সোসাইটি তত্রত্য পশ্বালয়ে সঙ্কর সিংহ প্রস্তুত করিতেছেন। তথায় এক্ষণে প্রায় একশতেরও অধিক সঙ্কর সিংহ-শাবক উপজাত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। প্রদর্শন ব্যতীত এই সকল সঙ্কর সিংহ শাবকদিগকে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না তাহা এখনও নিশ্চিত হয় নাই।

বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ।

মা * * * *, আজি তোমার জীবনের বিশেষ দিন ও অতি শুভ দিন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে আজি তুমি তোমার জীবন-সঙ্গী লাভ করিলে এবং পবিত্র গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলে। তোমার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ, গৃহ কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়াছ, পতি-মর্য্যাদা বুঝিয়াছ এবং আপন ইচ্ছায় সচ্ছন্দচিত্তে তোমার মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছ। তুমি ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া ঈশ্বরের চরণে মিলিত হও এবং যাবজ্জীবন জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাধু অনুষ্ঠানে জীবনকে উন্নত করিয়া শান্তি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হও এই আমাদিগের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা। এত দিন তুমি আমাদিগেরই ছিলে, আজি তোমাকে আর এক জনের হস্তে সমর্পণ করিতে—আর এক গৃহে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগের প্রাণ কি সহজে চায়? তুমি আমাদিগের গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রথম ফল, অপত্য-স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তোমা হইতে আমরা প্রথম অনুভব ও শিক্ষা করিয়াছি; তোমার শৈশব জীবনে আমরা ঈশ্বরের অপরূপ লীলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি; তুমি আজি অষ্টাদশ বর্ষকাল নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদিগের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছ, তুমি তোমার সদ্‌গুণে, পরিশ্রমে, স্নেহে ও সুবিবেচনায় আমাদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য-ভার অনেক সময় আপনার মস্তকে লইয়া নিপুণা গৃহিণী ও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছ এবং গৃহবাসী সকলের সেবা শুশ্রূষায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছ। তুমি আমাদের অতি প্রিয় ও অতি উপকারী স্নেহের ধন, তোমাকে প্রাণ ধরিয়া অন্যের হস্তে দিতে আমাদের কি সহজে ইচ্ছা হয়? কিন্তু মা জানিও, তোমার চিরজীবনের কল্যাণের জন্য অতি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে অপরের গৃহিণী হইয়া নূতন গৃহ ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু অপরের জীবন-সঙ্গিনী হইলে বলিয়া আমাদিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ আজি হইতে কি শেষ হইবে? ইহা কখনও ভাবিতে পারি না। আমরা সামান্য তৈজস পাত্রের ন্যায় তোমাকে নিঃস্বত্বে আর এক জনকে দিতেছি না, আমরা অর্থের অনুরোধে গৃহপালিত পশু বা ক্রীত দাসীর ন্যায় তোমাকে আর এক জনের নিকট বিক্রয় করিতেছি না, ধর্ম্মকাম হইয়া ধর্ম্মার্থে তোমাকে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এবং তিনি আদর করিয়া ধর্ম্মব্রত পালনার্থ ঈশ্বর ও

ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া, আজি তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, এ কার্য্যে তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই; তুমি আমাদের যে স্নেহের কন্যা, সেই কন্যা চিরকাল থাকিবে। তুমি সুকন্যার কর্ত্তব্য সকল জান, আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহা সাধন করিবে; ঈশ্বর করুন আমরা যেন তোমার প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সাধ্যমত চিরকাল প্রতিপালন করিতে পারি।

মা! সতীত্ব ধর্ম্ম নারীকুলের প্রধান গৌরব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ। এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে যত্নশীলা হইবে, ইহাতেই তুমি ঐহিক ও পারত্রিক সকল কল্যাণ লাভ করিবে। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে অনেক ধর্ম্মপ্রাণা পতিব্রতা রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তুমি আবার যে কুলে প্রবেশ করিতেছ, অনেক পবিত্রচরিত্রা সাধ্বী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া সে কুলকেও ধন্য করিয়াছেন, ক্রমে ইহার পরিচয় পাইবে। আজি তুমি এই সকল মহিলাকে এবং ভারতের আদর্শ সতী রমণীদিগকে বিশেষরূপে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে রাখ এবং বিনীতভাবে তাঁহাদিগের চরণতলে বসিয়া তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। সীতা, সতী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি কত রমণী-রত্ন ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ শ্রদ্ধার সহিত ইহাঁদের সুচরিত স্মরণ ও অনুশীলন কর। সীতা দেবী ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জনকের কন্যা ছিলেন, রাজ-কন্যা রাজ-বধূ রাজ্যেশ্বরী হইতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবঘটনায় পতির বনবাস হইল। সতী রাজ্য সম্পদ পশ্চাতে করিয়া আনন্দচিত্তে পতির সহচারিণী হইলেন, এবং অরণ্যে পর্ণকুটীরে বাস ও ফল মূল আহার করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরও দুর্বিপাক ঘটিল, একাকিনী রাক্ষস পুরীতে কারার বন্দিনী হইয়া অশেষ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন,—এই অগ্নি পরীক্ষায় হৃদয়ে অবিচলিত পতিভক্তি ও আত্মায় দেববল ধারণ করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন। বনে বনের পশুদিগকে প্রেমে বশীভূত করিয়াছিলেন, রাক্ষসগৃহে রাক্ষসীদিগকে তাঁহার তেজে ভীত ও গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যখন পুনরায় সুদিন হইল, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া স্বামীর সহিত রাজ্য ভোগ করিলেন, কিন্তু সম্পদে এক দিনের তরেও উন্মত্ত হন নাই। আবার বিনা দোষে স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে বাল্মীকির তপোবনে তপস্বিনীর বেশে পরম সুখে কালযাপন করিলেন, এবং স্বামীর গুণানুধ্যান ও শুভ চিন্তাতেই নিরত রহিলেন। প্রবাদ বাক্য শুনিয়াছ "যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মর্‌বে সীতা যাবে দুঃখ" এইরূপ চির দুঃখময় জীবনে অটল প্রেম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াই

তিনি অলৌকিক দেবীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ধন্য দেবী সীতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে তোমারই জন্ম সার্থক হইয়াছে।

পার্ব্বতী গিরিরাজ হিমালয়ের এক মাত্র কন্যা হইয়াও ঘোরতর তপস্যা করিয়া শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের সহ-ধর্ম্মিণী হইলেন। রাজগৃহে বাস অপেক্ষা এই ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হইয়া অধিক সুখ অনুভব করিলেন। অন্ন বস্ত্র জুটুক না জুটুক, দেবাত্মা স্বামীর সহিত জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা করিয়া ইন্দ্র পদ ও স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। এরূপ মহাপ্রাণা রমণী দেবতাগণেরও পূজনীয়া হইবেন আশ্চর্য্য কি?

সাবিত্রী রাজার কন্যা এবং চিরদিন সম্পদে প্রতিপালিতা হইয়াও হৃতসর্ব্বস্ব বনবাসী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন, মৃত পতি অল্পায়ু জানিলেও যাঁহাকে একবার হৃদয় দিয়াছেন, পার্থিব কোন দুঃখের ভয়ে বা সুখের লোভে তাঁহাহইতে সে হৃদয় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যুতঃ তিনি পিতার অতুল রাজ্য সম্পদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দুঃখিনীর বেশে অরণ্য আশ্রয় করিলেন এবং দরিদ্র স্বামী ও শ্বশুর শাশু-ড়ীর সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আপ-নাকে ধন্যা মনে করিলেন। এরূপ নারী নিজগুণেই সতীর আদর্শ হইয়াছেন।

স্বামী অন্ধ বলিয়া দেবী গান্ধারী আপনাকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করিয়া-ছিলেন। লোপামুদ্রা রূপযৌবনসম্পন্না রাজকন্যা, এক জটাবল্কলধারী ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহার্থী হওয়াতে পিতা মাতা আত্মীয় সকলে ভীত ও গভীর শোকে আকুল। কিন্তু সেই রাজকন্যা পরমার্থ লাভের পরম সুযোগ দেখিয়া স্বেচ্ছাক্রমে প্রফুল্লমনে ঋষিবর অগস্ত্যের গৃহিণী হই-লেন এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ দেখিবে কত সুবুদ্ধি আর্য্য রমণী ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস তুচ্ছ করিয়া অনন্ত জীবনের কল্যাণোদ্দেশে গুণবান্ পতির সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।

আজি মা * * * * তুমি রাজা বা ধনাঢ্যের ঘরে পড়িতে পারিলে না বলিয়া কি ক্ষুব্ধ হইবে? গুণবান্, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মনিষ্ঠ পাত্রের মর্য্যাদা বুঝিয়া তুমি যে তাঁহাকে জীবন সাথীরূপে গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে তোমার দুঃখের কোন আশঙ্কা নাই। এখন পতির সহিত যদি বৃক্ষতলে বাস করিতে হয় করিবে; শাকান্ন আহার করিয়া দিন কাটাইতে হয় কাটাইবে; সুন্দর পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি ছিন্ন বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে যদি শাঁখা ও লোহার খাড়ু মাত্র পরিতে হয় পরিবে, তাহাতে দুঃখ কি? ঐ ত দেখিলে কত রাজরাজেশ্বরের কন্যা দুঃখের অবস্থা সুখের বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। প্রকৃত সুখ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। যিনি সুখের সাগর ও শান্তির অনন্ত উৎস, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের

প্রেমে স্বামীর সহিত একপ্রাণ হইয়া যদি মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলেই প্রকৃত সুখিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিবে। আর তাহা না হইলে সম্পদও বিপদ ও অশান্তির কারণ হইবে। আজি যে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ইহা স্বর্গীয় প্রেমের ধর্ম্ম, ইহার প্রাণ পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর; স্বামী ও স্ত্রীতে একত্র হইয়া অনন্ত কালের জন্য তাঁহাতে মিলিত হইতে হইবে। সাধ্বী স্ত্রী নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পতিত স্বামীকে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর চরণে আনিয়া তাঁহার সহিত চিরকাল জীবনের পবিত্র সুখভোগ করেন। যে স্ত্রী ধর্ম্মানুরাগী পতি পান, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি?

প্রেমব্রত সাধনের কয়েকটী নিগূঢ় সঙ্কেত সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও যত্নপূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিয়া চলিবে;—১ম বিশ্বাস, ২য় সন্তোষ, ৩য় সহিষ্ণুতা, ৪র্থ আত্মত্যাগ। প্রথমতঃ স্বামীকে আপনার জন বলিয়া দেখিবে এবং প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবে। স্বামী সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় জীবনের সহচর ও বন্ধু, অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারেন, ভ্রমক্রমেও ইহা কখনও মনে স্থান দিবে না। স্বামীর নিকট হইতে সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইলেও তাঁহাকে হিতকারী বন্ধু জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিবে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সেবা করিবে। দ্বিতীয়তঃঃ—স্বামীতে সর্ব্বদা তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। পার্থিব চক্ষে দেখিলে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না, ঈশ্বরের করুণার বিশেষ দান বলিয়া যদি দেখিতে পার, সর্ব্বদাই তাঁহাকে সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া দেখিবে, এবং তাঁহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে—অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বামীর প্রতি মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। সন্তোষ যথার্থই স্পর্শমণি, ইহা আপনার অন্তরকে সুন্দর করিয়া আর সকলকে সুন্দর করিয়া দেখায়। তৃতীয়তঃ—যদি স্বামীর দোষ বা ত্রুটী দেখ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। এমন লোক নাই যাহার ভ্রম প্রমাদ ও দুর্ব্বলতা নাই, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম থাকিলে এমন দোষ নাই যাহা মার্জ্জনা করা যায় না—এমন অত্যাচার নাই যাহা সহ্য করা যায় না। এদেশের হিন্দু নারীগণ ব্রত বিশেষে প্রার্থনা করেন যেন "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই" বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্থতঃ—প্রেম সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় আত্মত্যাগ, যে নারী আত্মসুখেচ্ছু, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। কিন্তু যে পতিব্রতা রমণী আপনাকে ভুলিয়া স্বামীর সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহারই জীবন ধন্য। প্রিয়তম স্বামী কিসে সুখে থাকিবেন এই তাঁহার প্রাণগত চিন্তা ও চেষ্টা। স্বামীর দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির জন্য তিনি আপনার মস্তকে

দুঃখভার যত লইতে পারেন, ততই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। স্বামিসেবার জন্য তিনি যদি জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন—তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক মনে করেন, তদপেক্ষা তাঁহার সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যে প্রেমে প্রিয়তমের জন্য মরিলেও সুখ, বাঁচিলেও সুখ, নিজের জন্য কিছু চাই না, সেই ত প্রকৃত প্রেম। দাম্পত্য ধর্ম্ম এই গভীর উন্নত পবিত্র প্রেমের শিক্ষা দেয়; এই প্রেম ঈশ্বরে উত্থিত হইলেই জীবের মুক্তি ও অনন্ত শান্তি লাভ হয়।

শেষ একটী কথা তোমাকে বলিবার আছে * * * * বিবাহ দুই এক বৎসরের জন্য নহে, ইহা অনন্ত জীবনের ব্রত, সেই ভাবে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং কায়-মনোবাক্যে তোমার স্বামীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হও। মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন।

নরহত্যা।

(৩৪০ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর)

আরব দেশের মধ্যে অনেক গর্ভবতী প্রসবের সময় কোন একটী গর্ত্তের নিকট শায়িত হইত। যদি কন্যা জন্মিত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানটী ঐ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু মহাত্মা মহম্মদকে অগণ্য ধন্যবাদ, তিনি কোরাণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রতিষেধ করিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে স্ত্রীলোকের এমনি দুর্দ্দশা যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করিবে এই ভাবিয়া জননী অনেক সময় স্বয়ং কন্যা সন্তান বিনাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিউ সাউথ্‌ওয়েল্‌স দ্বীপে মাতার মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু সন্তানেরও সমাধি হয়। ওটাহিটী দ্বীপে ভদ্র বংশীয় স্ত্রী পুরুষে ইচ্ছামত পরস্পরে দাম্পত্য ব্যবহার করিয়া থাকিত, অপত্য জন্মিলে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিত।

কোন গ্রন্থকর্ত্তা এরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে পোলেনিসিয়ায় স্বহস্তে সন্তান বিনাশ করেন নাই এমন গর্ভধারিণী কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই।

এই বঙ্গ ভূমিতেই কিছুকাল পূর্ব্বে জননীরা পুণ্যকার্য্য বলিয়া গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু প্রাগুক্ত কয়েক স্থল ব্যতীত পৃথিবীর যে যে অংশে শিশু হত্যা প্রচলিত ছিল, প্রায়ই সেই সেই স্থানে উহার একটা না একটা বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশে লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি হইলে অবশেষে দুর্ভিক্ষ হইবে, আহারের কষ্টে প্রাণ বিয়োগ হইবে, প্রায় এই ভয়েই অনেক স্থলে শিশু হত্যার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই জন্যই চীন দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত আছে। শোলন এই জন্যই আথেন্স নগরে শিশু হত্যা অনুমোদন করিয়া যান। স্পার্টাতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইবার দ্বিতীয় কারণ নাই।

প্লেটোর মতে সুশ্রী পুরুষের সুন্দরী স্ত্রীলোকের সহিত মিলন হউক, প্রথম শ্রেণীর অপত্য রক্ষিত হউক, এবং অধম শ্রেণীর অপত্য বিনাশিত হউক। আরিষ্টটলেরও ঐ মত। তিনি বলেন সন্তানের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, সেই নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ হইলে পর যত সন্তান জন্মিবে, তৎসমুদায় নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

যে গ্রীস, যে রোম, যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল, তাহারাও অম্লানবদনে স্বহস্তে সন্তান বিনাশের অনুমতি দিতেছে। যে প্লেটো, যে আরিষ্টটলের নামোচ্চারণ করিলে সরস্বতী প্রসন্না হন, যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে জগতীস্থ সমস্ত ব্যক্তি আজি পর্য্যন্ত গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রহিয়াছে, যাঁহারা জন্মগ্রহণ দ্বারা অবনীমণ্ডলকে পবিত্র করিয়াছেন, এবং মানবজাতির শ্লাঘাস্থল হইয়াছেন, সেই অলোকসামান্য গুণসম্পন্ন মহাত্মারও দেশাচারের মোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে অপত্য বিনাশের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। ধন্যরে দেশাচার, তোর এমনি ক্ষমতা যে, যাঁহারা নানা প্রকার বিরোধী তর্ক খণ্ড খণ্ড করিয়া আত্মমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও নরহত্যাকে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

এই প্রস্তাব সংক্রান্ত আর একটী আশ্চর্য্য কথা আছে। যে ফিনিসিয়াবাসীরা কোনক্রমেই গরুকে আঘাত করিত না, যে কার্থেজবাসিরা বানরকে আঘাত করা মহাপাপ স্থির করিয়াছিল, যে হিন্দুরা পশুদের চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে, এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাক্যে যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারাই আবার নরশোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছে। মানব প্রকৃতির কিছুই স্থৈর্য্য নাই। এক অন্তঃকরণেই পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আজও পৃথিবীর স্থানে স্থানে বহুবিবাহের বিবরণ শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তুরস্কের সুলতানের মহিষী সংখ্যা ৩০০, পারস্যের সার ৪০০, শ্যামরাজের ৬০০ এবং আসান্টির রাজার ৩০০।

২। শ্যামবাসীদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ফরাসীরা কতক স্থান দখল করিয়াছে, শ্যামবাসীরা একজন ফরাসী সেনাপতিকে বন্দী করিয়াছে।

৩। পারসী রমণী সোরাবজী বারিষ্টার হইয়াছেন। ভারতীয় রমণীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বারিষ্টার। ইহাঁর শত্রু অনেক হইবে, ঈশ্বরকৃপায় ইনি নিরাপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হউন।

৪। আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে এক মহামেলা হইবে, এখন হইতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। ফরাসীরা চিকাগো প্রদর্শনীকে হারাইয়া দিতে ইচ্ছা করিবে আশ্চর্য্য নহে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কৃষকের ছবি—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রকাশিত। সহজ কবিতায় কৃষক জীবনের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষক জীবনের সহিত রাজা শশিশেখরেশ্বরের প্রাণের স্বাভাবিক সহানুভূতি তাঁহার লেখার বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত।

২। The Chaitanya Library Journal.—চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করিতেছেন। বার্ষিক ১৲ টাকা মূল্যে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশেরও সেই উদ্দেশ্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। তটিনী—শ্রী"প্রমীলা" রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। লেখিকা সুকবি এবং বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিতা নহেন। পুস্তকে ৫৭ টী সুন্দর কবিতাস্তবক আছে। লেখা যেমন সরল, তেমনি সরস ও মধুর। আমরা পাঠিগণকে ইহার মধুরতা আস্বাদনে বিশেষ অনুরোধ করি।

৪। কুন্তলীন—গত চৈত্রের বামাবোধিনীতে এই তৈলের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহা কেশ পরিপোষক সুগন্ধি তৈল। ইহা ব্যবহার করিয়া আমরা উপকার পাইয়াছি। ইহার উদ্ভাবক এইচ বসু সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

৫। গো-লক্ষ্মী—ইহা গো-সেবার একখানি সুন্দর ছবি। ছবিখানি দেখিলে গাভী যে দেবময় মূর্ত্তি ও সকলের মহোপকারিণী সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ ছবি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য।

বামা-রচনা।

মা।

(অনুকরণ)

জননি, দয়ার খনি, স্নেহের প্রতিমা খানি,
এস মা, পূজিব আজি কবিতা ফুলে!
জ্বালাময়ী ধরাধামে, মা, তব মধুর নামে
গলে গো পাষাণ হিয়া প্রেমাশ্রু-জলে!
নিরদয় এই ভব, অনন্ত করুণা তব,
ভাবিতে পরাণ-সিন্ধু উঠে উথলে!
স্নেহময়ি, প্রেমময়ি, জননি, করুণাময়ি,
সাজাব শ্রীপাদপদ্ম ভকতি মালে!
এ হৃদয়-এই দেহ, এতো মা, তোমারি স্নেহ,
প্রদীপ্ত প্রকাশ তারি জীবন-মূলে!
এমন প্রেমেতে ভরা, এমনি আপনাহারা
কে আছে মা, তব সম জগতিতলে!
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তুমি, অধম সন্তান আমি,
তোমারে হেরিলে যাই হরষে গ'লে!
তব যোগ্য উপহার, ধরাধামে নাহি আর
ক্ষুদ্র এ প্রসূন লও শ্রীকরে তুলে!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

(গত বারের শেষ)

লক্ষ্মীরূপা পতিব্রতা তাহার রমণী।
কোন্‌প্রাণে তাহারেকে সাজাবে যোগিনী॥
পতির কাছেতে ছিল ছায়ার মতন।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তাহার জীবন॥
জীবন্তে হইয়া মরা রহিল সে নারী।
চিরদিন সার হল নয়নের বারি॥
বাড়ী ঘর টাকা কড়ি সকলি থাকিবে।
ভুবন ঘুরিলে কিন্তু ভুবনে না পাবে॥
স্বামী ভিন্ন অবলার নাহি অন্য গতি।
বিশেষত যে অবলা নহে পুত্রবতী॥
স্বামি-শোক নিবারণ পুত্র মুখ হেরি।
শোক তাপ দূরে যায় পুত্র কোলে করি॥
স্বামীর তেজেতে হয় পুত্রের উৎপত্তি।
মা বলে কাছেতে এলে স্থির হয় মতি॥
ওহে বিধি একি বিধি দেখিহে তোমার।
পতিপুত্র ভিন্ন দেখি অসার সংসার॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে কত হতেছে দাহন॥ ৯

ভুবনের চারি কন্যা পতিব্রতা সতী।
রূপে গুণে তুলনাতে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
পিতৃভক্তি কত হায়! কি বলিব আর।
কোথা বাবা বলে মূর্চ্ছা যায় বারে বার॥
মৃত্যুকালে তিন কন্যা নাহি ছিল কাছে।
পিতার শোকেতে তারা বাঁচে কিনা বাঁচে॥
শুষ্ক দেহ রুক্ষ কেশ মলিন বদন।
তাহাদের দেখে কাঁদে পশুপক্ষীগণ॥
কি বলে বুঝাব আমি সাধ্য কিছু নাই।
ভুবনে ভুবন ঘুরি খুঁজিয়ে না পাই॥
বুকে করে কন্যা গুলি মানুষ করেছি।
তাদের দেখিয়ে মুখ কিরূপেতে বাঁচি॥
রাজকন্যা ছিল তারা কিছু নাহি জানে।
আগুণ কে জ্বেলে দিলে বালিকার প্রাণে॥
মেয়ে গুলি মনে মনে করিত যে সাধ।
এত দিনে হল সার হরিষে বিষাদ॥

প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা ত্যাজিবে জীবন ॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা হতেছে দাহন ॥ ১০

বৃদ্ধ ভগ্নী মার বাড়া মানুষ করেছে।
জানি নাক অভাগীর কি দশা ঘটেছে ॥
চলে গেলে ভুবন সে ব্যাথা পেত প্রাণে।
করিত সে বার ব্রত তাহার কল্যাণে ॥
ভুবন না দেখে করে সদা হাহাকার।
হাবা কালা হয়ে বুঝি গেল এইবার ॥
ভুবনের ঘরেতে সে ছিল যে গৃহিণী।
ভুবন হইয়া হারা মণিহারা ফণী ॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তাঁর আছে কি জীবন ॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন ॥
ভুবন ভুবন বলে ডাকে অনিবার।
ভুবন না দেখে দেখে সব শূন্যাকার ॥
কত মাথা খুঁড়িত সে দেবতার স্থান।
ভুবনকে ভাবিত সে গর্ভের সন্তান ॥
জননীর তুল্য জ্ঞান করিত ভুবন।
পুত্র শোক এত দিনে জানিল কেমন ॥
বুকের উপরে তার হল সর্ব্বনাশ।
এত দিনে উঠে গেল ভুবনের বাস ॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তার আছে কি জীবন ॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন ॥১১

দাস দাসী প্রতিবাসী করিছে রোদন।
হায় হায় করিতেছে আত্ম বন্ধুগণ ॥
ধন্য বিধি একি বিধি করিলে সৃজন।
অকালে হরিয়ে নিলে প্রাণের ভুবন ॥
ভুবন বিহনে হল পুরী অন্ধকার।
ওরে যম তোর পায় কোটি নমস্কার ॥
দিনেতে ডাকাতি করে লুকালি শমন।
পলকেতে নিলি হরে অমূল্য রতন ॥
ভাল দেখে লোভ বুঝি হইলরে তোর।
দেখিতে না দিলি আর ধন্য তুই চোর ॥
সেই বাড়ী সেই দোর আছে সেই ঘর।
চন্দ্র বিনা নক্ষত্র না হয় শোভাকর ॥
ভুবন করিতে আলো ভুবনমোহন।
বোধ হয় নাই আর দ্বিতীয় তেমন ॥
রূপের তুলনা দিব কাহার সহিত।
শশধর শশ ধ'রে আছে কলঙ্কিত ॥
বদন পদ্মের তুল্য কিরূপে বা হবে।
নিশিযোগে শতদল ম্রিয়মাণ রবে ॥
গুণেতে ছিলরে বশ জগৎ সংসার।
পরিজন মধ্যে নাহি ছিল অবিচার ॥১২

সাত পুত্র সাত কন্যা মা বাপের ছিল।
পুত্র গুলি ক্রমে ক্রমে একে একে গেল ॥
পাঁচ ভগ্নী বেঁচে আছি দুঃখের কারণ।
চারি ভগ্নী বিধবার ছোট যে ভুবন ॥
বিধবা চারি জনের না হল মরণ।
যম বুঝি ভুলে গেছে নাহিক স্মরণ ॥
পথে ঘাটে মাঠে পড়ে আছে কত জন।
সে দিকেতে শমনের না যায় নয়ন ॥
দ্বিতলেতে কত যত্নে ছিলরে ভুবন।
খুঁজে পেতে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন ।১৩

জ্যেষ্ঠ ভাই ইন্দ্র তুল্য বিখ্যাত সে নাম ॥
রূপে গুণে ধনে মানে গুণে গুণধাম।

মধ্যম ভায়ের গুণ বর্ণিতে না পারি।
বর্ণিতে যাইলে চক্ষে পড়ে শত বারি॥
চন্দ্র তুল্য সেজ ভাই বিদ্যার আকর।
শুনিলে তাঁহার কথা যুড়াত অন্তর॥
সকলের ছোট ভাই ভুবনমোহন।
মা বাপের ছিল রে সে অঙ্গের ভূষণ॥
দিক্ পাল চারি ভাই সবে কীর্ত্তিমান।
রূপে গুণে ধনে মানে সকলে সমান॥
বাল্যকালে স্বামিহীনা করিল ঈশ্বর।
সহোদর গণ দেখে জুড়াত অন্তর॥
অতিশয় শিশুপুত্র আমি কুলনারী।
বিষয় ব্যবস্থা কিছু বুঝিতে না পারি॥
জমিদারী বাড়ী গাড়ী ছিল যত ধন।
ফাঁকি দিয়া কেড়ে নিলে দস্যু জ্ঞাতিগণ॥
জননী শুনিয়া কাণে আমার দুর্গতি।
দুঃখিনীরে ফেলে প্রাণ ত্যজিলেন সতী॥
দিবা নিশি কাঁদি আমি হয়ে ম্রিয়মাণ।
অভাগীর নাহি ছিল দাঁড়াবার স্থান॥
ছোট ভাই ভুবন যে ডাক্তার প্রধান।
রাজার ডাক্তার হয়ে বর্দ্ধমান যান॥
তাহার কাছেতে থাকি নাহি কিছু দুঃখ।
দুঃখের কপালে কোথা হয়ে থাকে সুখ॥
লেখা পড়া করে পুত্র মনে কত আশা।
ভাঙ্গিল আশার বাসা আশাতে নিরাশা॥
আচম্বিতে মূর্চ্ছারোগ পুত্রের ধরিল।
কোথা রাম রাজা হবে কোথা বনে গেল॥
স্বপন ভাঙ্গিল শেষে ভেঙ্গে গেল বুক।
আমার অদৃষ্ট গুণে বিধাতা বৈমুখ॥
কত মত চিকিৎসা করালে ভুবন।
কোন মতে হইল না রোগ নিবারণ॥
ডাক্তার হাকিম বৈদ্য দৈব কর্ম্ম যত।
হাতুড়ে ভুতুড়ে দণ্ডী ফকির মহন্ত॥
দেখে শুনে সকলেতে হার মেনে গেল।
আমার কপাল গুণে নাহি হল ভাল॥
পীড়িত সন্তান আর ছিল যে ভুবন।
আটুই মাঘেতে উড়ে গেল সে ভুবন॥
বাপের বাটীর আশা সব ফুরাইল।
পত্র লেখা যাইবার সাধ মিটে গেল॥
আর এক কালসাপ রাখিয়াছি বুকে॥
দংশিয়া যাইবে চলে ছাই দিয়া মুখে।১৪

হে নাথ, সচ্চিদানন্দ আনন্দ নিধান।
আমাদের পক্ষে ভাল করেছ বিধান।
জগদীশ তব পায় কি দোষ করেছি।
কত দুঃখ দেবে দেও বুক পেতে আছি॥
আমরা মরিলে তব আশা পূরিবে না।
এত কষ্ট এ জগতে কেহ সহিবে না॥
পক্ষপাতী হলে নাথ সত্য সনাতন।
ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে গেল দুনয়ন॥
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে ওঠা ভার।
জীবন রাখিয়ে নিলে জীবনের সার॥১৫

দিদি পাঁচটী ভগিনী, দিদি পাঁচটীভগিনী,
জন্মিয়া মাতার গর্ভে জনম দুখিনী।
কতকরেছিগো পাপ, কত করেছিগো পাপ,
পাপের ফলেতে এত পাই অনুতাপ।
সুখে থাক সর্ব্ব জন, সুখে থাক সর্ব্ব জন,
চল পাঁচ জনে যাই নিবিড় কানন।
দিদি সকলি অসার, দিদি সকলি অসার,
শ্রীগোবিন্দ চিন্তানন্দ এক মাত্র সার।
করি তাঁরে আরাধনা, করি তাঁরে আরাধনা
জঠর যন্ত্রণা আর পাইতে হবে না।
আর দগ্ধ নাহি হব, আর দগ্ধ নাহি হব,
চারি সহোদর গুণ বনে গিয়া গাব।
নাহি আর সহোদর, নাহি আর সহোদর,
কি বলে দেখাব মুখ সংসার ভিতর।১৬*

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

* বামাবোধিনীর এক পুরাতন শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বড়শোক পাইয়া তাঁহার এই শেষ লেখা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতে একান্ত অনুরোধ করাতে ইহা প্রকাশিত হইল, আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহার সহিত সহানুভূতি করিবেন। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪২ সংখ্যা	আষাঢ়—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সামযিক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, জগদীশ্বর মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

রাজ-বিবাহ—আগামী ৬ই জুলাই টেকের রাজকুমারী মের সহিত যুবরাজ-পুত্র প্রিন্স জর্জ্জের শুভবিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এই সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই বিশেষ আনন্দিত।

দান—(১) মাণিকজি পেটিটের স্ত্রী তাঁহার পতির স্মরণার্থ একটি পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০টাকা দিয়াছেন।

(২) হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

(৩) মান্দ্রাজের কোলার জেলার বীরাপাপাটেল ও তাঁহার দুই সহোদর দেশহিতকর কার্য্যে ১৪,০০০ টাকা দিয়াছেন।

বিলাতী যাদুঘর—গত ১০ই মে ইংলণ্ডেশ্বরী ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টীটিউট্ নামক যাদুঘর খুলিয়াছেন। প্রধানতঃ যুবরাজের উদ্যোগে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা মহারাণীর ৫০ বৎসর রাজত্বের স্মরণ-চিহ্ন। যুবরাজের পঠিত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মহারাণী বলিয়াছেন এই শিল্পগৃহ তাঁহার বিশাল বিচ্ছিন্ন রাজ্য সমুদয়ের যোগ বন্ধনের উপায় হইবে।

মান্দ্রাজ-স্ত্রীশিক্ষা— মান্দ্রাজের হিন্দু-সমাজ-সংস্কার-সভা তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য একটী সুন্দর নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কতকগুলি বিদুষী

রমণী স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও আমোদ বিধানের জন্য মাসে মাসে একটি করিয়া বক্তৃতা করিবেন। বিজয় নগরের মহারাজার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম সভা হয়; কুমারী আনি সাম্মগাম্ ইংলণ্ড ভ্রমণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়া ইংলণ্ডের কতকগুলি দৃশ্য প্রদর্শন করেন।

বানপ্রস্থ যাত্রা—কচ্ছের মহারাজা প্রাচীন রাজর্ষিদিগের ন্যায় সপত্নীক বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সঙ্গে দুই জন মাত্র ভৃত্য আছে।

আদর্শ পতি সেবা—বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা গ্রীন সাহেবের পত্নীর স্বামিভক্তি ও অধ্যবসায় বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্বামীর বহুল গ্রন্থ প্রচার তাঁহারই পরিশ্রমের ফল, পুরাতত্ত্বের সংগ্রহে তিনি স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অনেক সময় স্বামীর জন্য ১১ ঘণ্টা করিয়া লিখিতে হইত; এই গুরুতর শ্রমে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বাতে অসাড় হইয়া যায়; সাধ্বী রমণী বামহস্তে লেখা অভ্যাস করিয়া কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

দীর্ঘজীবন—(১) কুর্গ প্রদেশে ভেঙ্কাটারামিয়া চেটি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ১২০ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করিয়াছেন। ৮ আট মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ও স্মরণ শক্তি উজ্জ্বল ছিল, তৎপরে জ্বর ও দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহক্ষয় হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইল।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণা হইয়া অযোধ্যা নগরে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি জেনানা হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বার্থে পরার্থ।

আগুনের ভিতর যেমন জল, বিষের ভিতর যেমন (ঔষধ রূপী) অমৃত, স্বার্থের ভিতর সেইরূপ পরার্থ। কথায় শুনিতে বড় ভাল না লাগিলেও আসলে সত্যই হয়; কেমন করিয়া সত্য হয়, বলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

মানব জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভূত হয় যে সত্য ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ মানবের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ; প্রথম ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় জাতিগত কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব নহে; কারণ মানবের অবস্থা ও উপযোগিতা বুঝিয়া ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া থাকে। আর নিজের, নিজ পরিজনের, সমাজের ও জগতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

করা মানবের জাতিগত কর্ত্তব্য। মানব-বুদ্ধি যত টুকু বুঝিতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যে এই কর্ত্তব্য পালন করাই ভগবানের আদেশ। অতএব ধর্ম্ম আত্মোন্নতি—ধর্ম্ম পরহিতৈষণা। কিন্তু পরহিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতিই প্রথম প্রয়োজনীয়। আপনাকে উপযুক্ত রূপে গঠন করিতে না পারিলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। যীশুখ্রীষ্ট বা চৈতন্য দেব নিজে যদি ধার্ম্মিক চূড়ামণি না হইতেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইত না; আর্যভট্ট, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি যদি বিজ্ঞানানুশীলনে একাগ্রচিত্ত না হইতেন, তবে জগৎ তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধনে ধনী হইত না; রাজা রামমোহন রায় যদি ধর্ম্মবীর না হইতেন, তবে শতাব্দী পূর্ণ না হইতেই বঙ্গভূমির এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইত না; পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহার দেবোপম দয়া বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইত না; পণ্ডিতা রমা বাই যদি উচ্চাশয়া না হইতেন, তবে "শারদা সদন" স্থাপিত হইত না; মহারাণী স্বর্ণময়ী যদি ধনবতী না হইতেন, তবে তাঁহার দানশীলতা এত স্ফূর্ত্তি পাইত না; আমাদের দরিদ্র বিধবা গঙ্গাজেলেনী যদি সবল সুস্থ না হইত, তবে শরীর খাটাইয়া একঘর শিশু বাঁচাইতে পারিত না। তাই বলিতেছি, পরহিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতি আগে আবশ্যক। নিজে কার্য্যক্ষম না হইলে পরের কাজ করা যায় না।

সুতরাং যাহাতে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি উন্নতি প্রাপ্ত হয়, সেই রকম কাজ করা ধর্ম্মানুমোদিত—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই সকল কাজকে "স্বার্থ" বলিতে চাও, বল, কিন্তু এই রকম স্বার্থ পূর্ণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ—বোধ হয় সকলে বুঝিতেছেন, এরূপ স্বার্থ সিদ্ধি ব্যতীত মানুষের "মানুষ" হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে স্বার্থের উদ্দেশ্য পরহিতৈষণা, যে স্বার্থ ধর্ম্মের শাসনে শাসিত, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাই যে পুণ্য ইহা মানবের সকল সময়েই স্মরণীয়। আর আসক্তিমূলক যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাকেই পাপ বা অধর্ম্ম বলা যায়। যে ব্যক্তি আসক্তিমূলক স্বার্থ, পূর্ণ করিতে চাহে, তাহাকে "স্বার্থপর" কহে। স্বার্থপর ব্যক্তিকে এ জগতে প্রথম শ্রেণীর অধার্ম্মিক—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ব্যক্তি পরের প্রয়োজন—পরের হৃদয়, কিছুমাত্র বুঝে না, অথচ আপনার সবটা ষোল আনায় হিসাব করিয়া লয়, তাহাকে লোকে কেবল "স্বার্থপর" বলিয়া তৃপ্ত হয় না, "নির্ম্মম"ও বলে, "হৃদয়হীন"ও বলে।

কিন্তু এই রকম স্বার্থপর হওয়া মানবের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আত্মসুখকামনা মানবহৃদয়ে যেমন স্বাভাবিক, তাহাতে জীবন পথে একটু অসতর্ক হইলেই মানব

স্বার্থপর হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বর ইহা নিবারণের জন্য যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিশেষ চমৎকৃত হইতে হয়।

জগদীশ্বর আমাদিগের শরীর, মন, ও হৃদয়ে যে শক্তি ও বৃত্তি গুলি দিয়াছেন, সে সকলই প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের বিশেষ উপকার হয়, সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি—আর যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের অপকার হয়, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলে। কিন্তু এই সকল শক্তি ও বৃত্তির মধ্যে বিবেকশক্তি শ্রেষ্ঠতম। প্রজার সহিত রাজার যেমন সম্বন্ধ, শিষ্যের সহিত গুরুর যেমন সম্বন্ধ, আমাদের অন্যান্য বৃত্তি ও শক্তির সহিত বিবেকের সেই রকম সম্বন্ধ। এই বিবেকের শাসনাধীনে সকল শক্তি ও বৃত্তিকে পরিচালন করাকেই "সংযম" বলা যায়। মানব, বিবেকের শাসনাধীনে যদি তাঁহার আত্মোন্নতিকামনা পরিচালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থের উদ্দেশ্য "পরার্থ" হইয়া থাকে; কারণ বিবেক হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে "জগদীশ্বর" আমাদিগকে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য—কৃপণের মত নিজের সিন্দুক বোঝাই করিবার জন্য নহে। আমরা এ জগতে দুই দিনের জন্য আসিলেও আমাদিগের কাজের ফল অনন্তকাল-স্থায়ী।" এইরূপে মানবহৃদয় বিশ্ব-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে পারে। এইরূপে পরার্থপরতার উদ্দেশ্যে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, সকলই উন্নত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহারই পরিণতিতে স্বার্থ পরার্থের সহিত মিশিয়া যায়—মানব-হৃদয় পর-ময় হইয়া পড়ে। জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হয়, আবার সেই জলে মিশিয়া যায়, স্বার্থও তেমনি পরার্থের জন্য জন্মিয়া সেই পরার্থে ডুবিয়া থাকে! এমন "স্বার্থ"ই ভগবানের অনুমোদিত।

এখন তুমি আমাকে বল প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা—তোমার আত্মোন্নতির ইচ্ছা অবশ্য আছে, নহিলে তোমার মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—তাই বলিতেছি, তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা, তাহা কি কেবল তোমার আত্মতৃপ্তির জন্য? অথবা যে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় এ রাজ্যে আসিয়াছ, তাঁহার জন্য যথাসাধ্য—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য?

শ্রীমা।

মহারাণী সীতাবিলাস।

মহিশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই, স্বর্গীয় মহাত্মা তরুভিখারী বীররাজ উর্শের একমাত্র কন্যা। কুলগানা নামক গ্রামে ইহাঁর আদি বাসস্থান

ছিল। মহারাণীর পিতা তরুভিখারীতে * আসিয়া বাস করেন। ইনি বিষয় কর্ম্মোপযোগী উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণরাজ উদয়ার বাহাদুর ইহাঁকে মাম্‌লৎদারের পদে নিযুক্ত করেন। ইহাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একপুত্র ও এককন্যা হয়। পুত্রের নাম কসবরাজ উর্শ। ইনিও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কন্যার নাম দেবজম্মনী, ইনিই আমাদের মহারাণী সীতাবিলাস। দেশের অবস্থা এক সময়ে এত স্বচ্ছল ছিল যে, ৩।৪ টাকায় একজন লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এই উক্তির যাথার্থ্য যেমন বঙ্গদেশে, তেমনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও প্রযুক্ত হইত। মহারাণীর পিতামহ ৩৲ টাকার কষ্টের জীবনে সন্তুষ্ট না হইয়া, পুত্রকে এমন সুশিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হন, যাহাতে তিনি জনসমাজে গণনীয় ও মাননীয় হন। ইনি ইহাকে সংস্কৃত অধ্যাপনা করান। অগ্রজ পাঠ করিতেন, অনুজা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করিতেন। শুধু তাহাতে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। শিক্ষক যাহা বুঝাইয়া দিতেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতাকে কণ্ঠস্থ করিতে হইত। যাহা ভ্রাতা ভুলিয়া যাইতেন, ভগিনী তাহা বলিয়া দিতেন। এইরূপে ভ্রাতার মত ভ্রান্তার সহিত শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন; পিতা মাতাকে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তাহাঁর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসরও হয় নাই, তখন হইতেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষোপযোগিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতা তাঁহার অধ্যাপনায় কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর মহিশূরের মহারাজ কর্তৃক ইহাঁর অগ্রজ বাসবরাজ উর্শ পেস্কারের পদে নিয়োজিত হন। সুতরাং উহাঁর সহিত আর অধ্যয়ন করিতে না পারিয়া দেবজম্মনী পিতাকে আপনার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একজন উপযুক্ত শিক্ষক রাখেন। প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্যা সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয় ও কানারি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। স্ত্রী শিক্ষার অন্যান্য অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে তিনি যে বীতরাগ ছিলেন, এমন নহে। অবকাশ পাইলে তিনি গীতবাদ্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কারুকার্য্য শিক্ষা করিতেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহার এত বিদ্যোন্নতি দেখিয়া তাঁহার সমবয়স্কা বালিকাগণ ঈর্ধান্বিতা হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর, তখন তিনি প্রাচীন বৈদিক হিন্দু মহিলার যথার্থ স্থলাভিষিক্তা বলিয়া পরিচিতা হইতে পারগ হন। মহিশূরের মহারাজা এই সময় ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় অবগত হইয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। রাজস্ব প্রেরণ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে ইহাঁর পিতা দণ্ডার্হ হইয়া মহারাজ সমীপে আনীত

হন। জনৈক মন্ত্রী বলিলেন যে, অগ্রে উহাঁর নিকট কি আছে দেখা যাউক, পরে দণ্ড দেওয়া হইবে। ইহাঁর নিকট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির হইল; ঐ কাগজ গুলির মধ্যে উহাঁর কন্যার কোষ্ঠী ছিল। মহিশূররাজ উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা তাঁহার মনোনীত পাত্রীর কোষ্ঠী। এই দেখিয়া তিনি পিতার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন। পাত্রীর বয়স যখন ১৭ সপ্তদশ বৎসর, তখন তিনি মহিশূর মহারাজ-মহিষী হন।

তরুণ বয়সেই মহারাণী দেবজম্মনী বিদুষী আখ্যার যাথার্থ্য সম্পাদন করেন। ইনি বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন; শুধু অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; যাবজ্জীবন ইহার অনুশীলনে ক্ষেপণ করেন। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রবিৎ অনেক বিদ্যাভিমানী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইহাঁর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হইতেন। ইহাতে তাহাদিগের অল্পবিদ্যাজনিত অসারত্ব প্রতিপন্ন হইত; প্রত্যুত মহারাণীর বিদ্যা জলধি যেমন অপরিমেয় তেমনি থাকিত। একদা এক কূট দার্শনিক প্রশ্নে, ইহার মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। ইনি তাহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন, করিলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তটী তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহোদয়কে মীমাংসার জন্য আহ্বান করেন। ইনি আসিয়া মহারাণীর মতের পোষকতা করেন। ইহাঁর হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন ছাপার অক্ষর। উড়িয়াদিগের মত তাল পত্রে উত্তমরূপ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিকই তিনি আদর্শ রমণী ছিলেন। মণিকাঞ্চনের যোগ ইহাঁতে হইয়াছিল। একদিকে যেমন অতুলঐশ্বর্য্য, প্রবলপ্রতাপ, এক বিস্তৃত হিন্দু রাজ্যের অধীশ্বরী; অপর দিকে সেই রূপ বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতা। ভারতের অনেক স্থানে অনেক পুণ্যবতী দানশীলা আরাধ্যা নারী ছিলেন ও আছেন; কিন্তু কয়জন দেবজম্মনী ছিলেন বা আছেন? ইনি যেরূপ সদ্গুণবতী, সেইরূপ কীর্ত্তিমতী; যেমন বিপুল অর্থ, তদ্রূপ বিদ্যা মহানিধিতে বিভূষিতা ছিলেন। ইহাঁকে কেবল মহিশূরের গৌরব-সূর্য্য নয়, বিশ্ব ভারতের গৌরব-সূর্য্য বলিলে, বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

ক্রমশঃ।

সুজাতার অপূর্ব্ব কথা।

মহাবীর শাক্যমুনি যৎকালে ঘোরতর তপস্যায় নিরত, সেই সময়ে বুদ্ধগয়ার নিকট নীলঞ্জনা নদীতটে সিনানি নামক একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করি-

তেন। সিনানী দুঃখীর বন্ধু ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ এবং গোধন ছিল। সুজাতা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী। সেই প্রিয়দর্শনা মধুরভাষিণী দয়াবতী সরলহৃদয়া সুজাতার সহিত সিনানি পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। কোনও বিষয়ে তাঁহাদের দুঃখ কিম্বা অভাব ছিল না। কিন্তু এত সৌভাগ্যের ভিতরে থাকিয়াও পুত্রমুখ দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। পুত্রহীনা সুজাতা সন্তান কামনায় লক্ষ্মীর নিকট অনেক প্রার্থনা করেন, পূজা দেন এবং সেই সঙ্গে এই মানস করেন, যে যদি একটী পুত্র-সন্তান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নিকটস্থ বনদেবতাকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা উপহার প্রদান করিবেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুজাতার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তান যখন তিন মাসের, তখন সুজাতা তাহাকে বক্ষে লইয়া বনদেবতার পূজা দিবার জন্য অরণ্য মধ্যে উপ-নীত হইলেন। তাঁহার এক হস্ত বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত সন্তানকে এবং অপর হস্ত মস্তোকপরি দেবভোগ্য উপহার পাত্র ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গে কেবল একমাত্র দাসী রাধা। রাধা অগ্রে বনমধ্যে দেবতার স্থান পরিষ্কারার্থ গমন করে। তথায় সে হঠাৎ বৃক্ষমূলে সৌম্যমূর্ত্তি নিমীলিত লোচন শাক্যদেবকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল এবং শঙ্কিত ভাবে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, দেখ! দেখ! বনদেবতা কেমন তাঁহার স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন! আহা জানুপরি যোড়কর, কেমন অপরূপ দৃশ্য! ললাটের চারিদিকে যেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। কি শান্ত, কি বিরাট রূপ! আহা নয়নদ্বয়ে কি স্বর্গীয় প্রভা! দেবদর্শন বড়ই সৌভা-গ্যের বিষয়!"

তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে সুজাতা কম্পিত-কলেবরে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভূমি চুম্বন করিয়া আনত বদনে বলিতে লাগিলেন, "হে মঙ্গলদাতা পবিত্র বন-দেবতা, যদি এই দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলে, তবে আমি এই শুভ্র পরমান্ন সেবার্থ আনিয়াছি, ইহা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া শাক্যের হস্তে গন্ধ-দ্রব্য প্রদানানন্তর স্বর্ণপাত্র হইতে পরমান্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা প্রভাবে তৎকালে শাক্যের দেহ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে অনাহারে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সহসা মধুর পরমান্ন লাভ করিয়া নীরবে তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। কি মনোহর সেই দৃশ্য! সন্তানকোলে জননী দেবীমূর্ত্তি সুজাতা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণপাত্র হইতে শাক্যের হস্তে পরমান্ন দিতেছেন আর তিনি তাহা ভোজন করিতেছেন।

এমনি উপাদেয় বলপ্রদ সে পরমান্ন যে ভোজন করিবা মাত্র মহামুনির শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল এবং জীবনী শক্তি ফিরিয়া

আসিল। নিমেষের মধ্যে তাঁহার কষ্টগ্লানি, ক্ষুধাপিপাসা, উপবাসজনিত ক্লেশও চলিয়া গেল। যেন মরুভূমি বিচরণকারী ক্লান্ত বিহঙ্গের অঙ্গে নবীন পক্ষ সকল সহসা উদ্ভিন্ন হইল। সুজাতা যতই তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন, শাক্যের মূর্ত্তি ততই সতেজ এবং মুখশ্রী ততই উজ্জল হইয়া উঠিল। তদনন্তর সেই মহিলা মৃদু মধুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস্তবিকই কি আপনি দেবতা? এবং আমার এই উপহার কি আপনি কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন?"

শাক্য উত্তর করিলেন, "ইহা কি সামগ্রী যাহা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ?"

সুজাতা। হে পবিত্র পুরুষ! আমাদের গোগৃহে যে সকল দুগ্ধবতী গাভী আছে, তন্মধ্যস্থ একশত গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ পাইয়াছিলাম, তাহা পুনরায় পঞ্চাশটীকে পান করাইয়াছি। পরে সেই পঞ্চাশটীর দুগ্ধ পঁচিশটীকে এবং পঁচিশটীর দুগ্ধ বারটীকে, পরিশেষে বারটীর দুগ্ধ ছয়টী উৎকৃষ্ট গাভীকে পান করাইয়া তাহা হইতে যে দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলাম, সেই দুগ্ধের এই পরমান্ন। সেই দুগ্ধ রজতপাত্রে চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহাতে নবভূমিজাত উৎকৃষ্ট বীজোৎপন্ন পরিশুদ্ধ তণ্ডুল মিশাইয়া হৃদয়ের সহিত পরম যত্নে ইহা রন্ধন করিয়াছি। কারণ, ইহা দেবতার ভোগ এবং পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় আপনার এই বৃক্ষতলে ইহা পূজার্থ দিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। এক্ষণে বাঞ্ছিত পুত্রধন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দের সহিত আপনার পূজা দিতে আসিয়াছি।

পরে বুদ্ধদেব অঞ্চলাচ্ছাদিত মাতৃ-বক্ষস্থিত সেই শিশুর আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া মৃদু-স্বরে বলিলেন, "তোমার আনন্দ দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হউক এবং ইহার জীবন-ভার লঘু হউক, কেননা, তুমি আমাকে সাহায্য দান করিলে। কিন্তু আমি দেবতা নহি, তোমার একজন ভাই, —পূর্ব্বে ছিলাম রাজপুত্র, এক্ষণে পরি-ব্রাজক। এই ছয় বৎসর কাল এখানে ক্রমাগত দিবা রাত্রি জ্ঞানালোক অন্বেষণ করিতেছি। সমস্ত মানবকুলের অন্ধ-কারকে আলোকিত করিবার জন্য কোন স্থানে সেই আলোক সমুজ্জলিত আছে। সেই আলোক আমি প্রাপ্ত হইব। যখন হে ভগিনী! তোমার পবিত্র আহার দ্বারা আমার শ্রান্ত দুর্ব্বল দেহ পুন-র্জ্জীবিত হইয়াছে, তখন সেই শুভ ঊষা নিকটবর্ত্তী। মানুষ যেমন জন্ম জন্মান্তর ক্রমে নিষ্পাপ হয়, তেমনি বহু গাভী-প্রসূত এই দুগ্ধ আমাকে জীবন দান করিল। তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করি, কেবল জীবন ধারণই কি যথেষ্ট সুমিষ্ট মনে হয়? জীবন এবং প্রেম ইহাই কি সর্ব্বস্ব?

সুজাতা বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ দেব! আমার মন অতি ক্ষুদ্র, অল্পেতেই ইহা পূর্ণ হয় এবং আপনার আশীর্ব্বাদ এবং

আমার এই সন্তানের হাস্যমুখ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে আমার গৃহাশ্রমকে আনন্দময় করিল। গৃহকার্য্যের চিন্তায় পরিপূর্ণ আমার দৈনিক জীবন অতীব সুখকর। সূর্য্যোদয়ে আমি জাগিয়া দেবতাদের মহিমা গান করি, জীবদিগকে অন্নদান, এবং তুলসীবৃক্ষের সেবা করি, গৃহের পরিচারিকাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত রাখি। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যখন আমার স্বামীদেব আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন, তখন আমি মৃদু সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে সোহাগ করি এবং বীজন ব্যজন করি। পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভোজন করাইবার জন্য আমি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহার সেবা করি। তদনন্তর রাত্রিকালে যখন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রালোকে আলোকিত হয়, তখন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প স্বল্প করিয়া নিদ্রা যাই। এরূপ যে সৌভাগ্য-শালিনী আমি, স্বামীর স্বর্গভোগের উপায়-স্বরূপ পুত্র সন্তান গর্ভে ধরিয়াছি, এমন ভাগ্যবতী যে আমি, আমি কেন সুখী হইব না? কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, পথিকদিগকে ছায়াদানের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে, জীবের শান্তির জন্য জলাশয় খনন করিয়া দিলে, পুত্র সন্তান উৎপাদন করিলে, মৃত্যুর পর এ সকল দ্বারা নিশ্চয় শুভ ফললাভ হয়। শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে, তাই আমি গ্রহণ করি; কেন না, যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, যাবতীয় শান্তি এবং পুণ্যের পথ এবং গাথা মন্ত্র যাঁহারা অবগত ছিলেন, সেই প্রাচীন মহাজনদিগের অপেক্ষা আমিত জ্ঞানী নহি! তদ্ব্যতীত আমি ইহাও জানি যে ভাল করিলে ভাল, মন্দ করিলে মন্দ হয়; নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সকলেরই পক্ষে এ কথা সঙ্গত। আরো আমি দেখিয়াছি, উত্তম বৃক্ষ হইতে রসাল ফল, এবং বিষবৃক্ষ হইতে তিক্ত ফল উৎপন্ন হয় এবং ইহ জীবনেই বিদ্বেষ হইতে ঘৃণা, দয়া হইতে বন্ধু, ধৈর্য্য হইতে শান্তি উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। যখন বিধাতার ইচ্ছা-হইবে আমরা মরিব, এবং তখন কি এরূপ মঙ্গল ঘটিবে না যেমন এখন ঘটি-তেছে? বরং ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে। যেহেতু দেখিতে পাই, একটী শস্য-কণিকা হইতে মুক্তাসদৃশ পঞ্চাশটী শস্য কণিকা উৎপন্ন হয়। হে মহাত্মন, আমি জানি অনেক দুঃখও বহন করিতে হইবে, ধূলায় মুখ লুকাইতে হইবে। যদি আমার এই শিশু সন্তানটী আমার আগে প্রাণত্যাগ করে, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহাহইলে মৃতশিশু বক্ষে ধরিয়া আমাকে স্বামীর মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, আমি তাঁহাকে কোলে লইয়া আনন্দ-মনে চিতানলে প্রবেশ করিব। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি স্ত্রী এইরূপে সহমৃতা হয়, তাহাহইলে তাহার প্রেম স্বামীকে—স্ত্রীর মাথায় যত চুল আছে,

প্রত্যেক চুলের গণনানুসারে কোটী কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করাইবে। অতএব আমি কোন প্রকার ভয় করি না এবং সেই জন্য হে পবিত্র পুরুষ! আমার জীবন আনন্দময়। তথাপি আমি কোন প্রকার দুঃখী, আর্ত্ত, হতভাগ্য এবং দুষ্টমতি লোকদিগকে ভুলিয়া থাকিনা। দেবতারা তাহাদিগকে কৃপা করুন! যাহা কিছু মঙ্গল তাহা আমি বিনম্র ভাবে সাধন করি, শাস্ত্রবিধির অনুগত হইয়া চলি; এই বিশ্বাস করি, যে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহাতে আমার ভালই হইবে।”

সুজাতার বিশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন, “ভদ্রে! যাহারা শিক্ষা দেয়, তুমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। তোমার এই সরল সহজ জ্ঞান উচ্চতর জ্ঞান। না জানিয়া এবং এইরূপে আপনার সত্য পথ এবং কর্ত্তব্য অবগত হইয়া তুমি সুখী হও! হে কুসুমকোমলা, তুমি উন্নত হও! সত্যের তীব্র মধ্যাহ্ন জ্যোতি তোমার ন্যায় কোমল পত্রের জন্য নহে, তাহার জন্য অন্যবিধ সূর্য্যালোক প্রয়োজন। তুমি আমাকে পূজা করিয়াছ, আমি তোমাকে পূজা করি। হে অত্যুৎকৃষ্ট হৃদয়! কপোত যেমন প্রেমের টানে আপনার বাসার দিকে উড়িয়া যায়, অজ্ঞাতসারে তেমনি তুমি জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ। মানুষের কেন যে আশা আছে, তাহা তোমাকে দেখিলে বুঝা যায়। তুমি চিরসুখ শান্তিতে বাস কর। তুমি যেমন স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি। যাহাকে তুমি দেবতা মনে করিয়াছিলে, তিনি তোমার শুভ ইচ্ছার ভিখারী।”

সুজাতা বিস্মিত ব্যাকুল লোচনে বলিলেন, “কি! আপনি বলিলেন, আমি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছি তেমনি আপনি হইতে চাহেন!” সেই সময় সুজাতার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানটী বুদ্ধদেবের পানে হাত বাড়াইয়া যেন আপনার দলস্থ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল। অতঃপর মহামুনি শাক্যদেব সুজাতাপ্রদত্ত পবিত্র পরমান্ন ভোজনে বললাভ করত আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে বোধীবৃক্ষমূলে তিনি মহাজ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন, প্রশান্ত ভাবে মৃদু পদ বিক্ষেপে তাহার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

দার্জিলিং।

এমন অপূর্ব্ব শোভা দেখিব কি আর!
চৌদিগে অচলাবলী, উন্নত শিখর তুলি
অনন্ত মহিমা কার করিছে প্রচার?
তরুণ অরুণ করে, রতন মুকুতা ধরে,

“মরি মরি কি সৌন্দর্য্য বলা নাহি যায়,
বিচিত্র বরণে আঁকা, যেন গো ময়ূরপাখা,
আঁকিয়া রেখেছে শৈল চূড়ায় চূড়ায়!
কাঞ্চন-ধবলা গিরি অবাক্ বারেক হেরি

তুষার-মণ্ডিত শিরে সোণার কিরীট,
যেনগো শোভিছে তায়, কিরণ পড়িয়ে গায়
উচ্চতায় কে বলিবে ক'হাজার ফিট?

নিম্ন উপত্যকা পানে, তাকাইলে একতানে,
পরাণে কতই ভাব উপজে তখন;
বুঝি সে পাতালপুরী, ভূধরেতে ভূরি ভূরি
নয়ন রঞ্জিতে বিধি করিলা সৃজন!

'বার্চহিল' দেখিবারে সাথে লয়ে বাসনারে
যাইনু সেথায়—স্থান অতি নিরজন,
পার্ব্বতীয় তরুরাজি, অপরূপ রূপে সাজি
বিরাজিছে থরে থরে যেন কুঞ্জবন।

সুন্দরী প্রকৃতি সতী, গম্ভীর প্রশান্ত অতি,
মূর্ত্তিমতী দেবী যেন করে বিচরণ,
নাজানি ভাবুক জনে, ভুলায় কি প্রলোভনে?
সংগোপনে কেড়ে লয় হৃদি প্রাণমন।

'জলা পাহাড়ের' পর প্রাণমন মুগ্ধকর
দেখিনু যে দৃশ্য তাহা না যায় বর্ণন,
গা' ঘেঁসিয়া মেঘ যায়, বহিছে শীতল বায়
ভাবের তরঙ্গ মাঝে ডুবিতেছে মন!

'ভিক্‌টোরিয়া ফল' হেরি, আনন্দে হৃদয় ভরি
গেল যে আমার,—কত ভাবের লহরী
খেলিছে পরাণ মাঝে, ধন্য সেই বিশ্বরাজে
ধন্য তাঁর সুকৌশল—ধন্য কারিকরী!

বহিছে অজস্র ধারা—রজত স্রোতের পারা,
মাতোয়ারা ঝর্ ঝর্ শব্দে ত্রিভুবন।
ভকতি-রসেতে মন,—ডুবে থাকে অনুক্ষণ
পাষাণ বিদারি বারি হতেছে পতন!

'অব্জারভেটরি হিল' উরধে অনন্ত নীল
নিম্নেতে সহর খানি পাহাড়ের গায়,
মরি কি অতুল শোভা, দর্শকের মনোলোভা
চেয়ে থাকে একতানে চিত্রার্পিত প্রায়!

চৌরাস্তায় সন্ধ্যাবেলা, প্রবাসী মিলায় মেলা
পুরুষ রমণী কত বসি কাষ্ঠাসনে,
লভেন বিশ্রামসুখ, সন্তোষে মাখানো মুখ
'ব্যাণ্ড' বাজে—সুধারস সিঞ্চয় শ্রবণে।

পাহাড়ী লোকেরা সবে, সুধাইছে কুলী লবে?
প্রফুল্ল আনন অতি প্রশান্ত প্রকৃতি,
কাজে ব্যস্ত অনুক্ষণ, বড়ই সরল মন
কার্য্যক্ষম সমতুল্য পুরুষ প্রকৃতি।

বেণী পৃষ্ঠে লম্বমান, নরনারী দু'সমান
রমণীরা বন্যফুল গুঁজে দেয় শিরে,
দেখিতে সুন্দর অতি, সরলতা মূর্ত্তিমতী,
কি ছার তাহার কাছে মণি মুক্তাহীরে।

স্বভাবসম্ভূত জাতি, রয়েছে স্বভাবে মাতি,
দিবা রাতি পরসেবা পালে মহাব্রত,
লেপ্‌চা ভূটীয়া সব, অপরের অগৌরব
করিবে না একতিল বাঙ্গালীর মত।

অসভ্য বর্ব্বর বটে, জ্ঞানবুদ্ধি নাহি ঘটে,
কিন্তু অকপট ভাব সকলেরি মনে;
জানে ভদ্র ব্যবহার, নাহি করে অপকার,
করিবে পরের সেবা খাটি প্রাণপণে।

'দার্জিলিং' দরশনে, যে ভাব উদিছে মনে,
স্মরণেতে সুখ-সিন্ধু উথলে আমার,
হিমাচল নমে যাঁরে, নতশিরে সে ধাতারে,
একান্তে ভকতি ভরে করি নমস্কার॥

শ্রীচ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

"প্রেমরূপং পরংব্রহ্ম প্রেমরূপং চরাচরম্।
নান্যদস্ত্যেকমেবাস্তি প্রেমপ্রেমৈব কেবলম্॥"

প্রেম রূপে রয়েছেন দেব ভগবান,
বিশ্ব চরাচর সবি প্রেমে বর্ত্তমান;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আর কিছু নাই,
একমাত্র "প্রেম প্রেম" রয়েছে সদাই!

আজি শুভময় দেবতার প্রসাদে আমাদের এক শুভদিন। আজি আমরা আমাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ-কর্ত্তৃক এক মহদ্বিষয় আলোচনা করিতে নিয়োজিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের মত অক্ষম, দুর্ব্বল ও অজ্ঞান ব্যক্তিগণ এই পবিত্র গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপ-যুক্ত। তাই যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্ব-শক্তিমান্, জ্ঞানময়, সত্যস্বরূপ দেবতা, তাঁহারই চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করি। আমরা সকলেই যাঁহার কাজ করিতে আসিয়াছি, জগতের অণু, কীটাণু, পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, যিনি সকলেরই সদিচ্ছার সহায়, আমি সেই ইচ্ছাময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি অক্ষয় অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি আদি ও অনাদি, যিনি অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়, আমি সেই সচ্চিদানন্দ দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি ন্যায়বান্ হইয়াও দয়াময়, অন্তর্যামী হইয়াও ক্ষমাময়, জগদীশ্বর হইয়াও প্রেমময়, আমি সেই মঙ্গলময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, সর্ব্ব-ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বজগতের নিয়ামক, আমি সেই ব্রহ্মময় দেবতাকে প্রণাম করি। যিনি নীতিবাদীদিগের নীতি, প্রত্যক্ষ-বাদীদিগের প্রকৃতি, সর্ব্ববাদীদিগের সত্য, আমি সেই সর্ব্বময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। প্রহ্লাদ, চৈতন্য, খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, মহম্মদ, সকলেই যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া জগতের কাজ করিতে পারিয়াছেন, আমি কীটাণু, সেই পরম দেবতার চরণে প্রণাম করি। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্থা-পন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যাঁহাকে ডাকিতেছেন, সেই সকলের ডাক একত্রে যাঁহার চরণে পৌছিতেছে, আমি সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণাধার, ইন্দ্রি-য়ের অপ্রাপ্য হইলেও ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ের বাঞ্ছিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্ হইয়াও আমারই, আমি আমার সেই দেবতাকে প্রণাম করি। আমি শাক্ত হইলে যিনি আমার শক্তি, বৈষ্ণব হইলে যিনি আমার বিষ্ণু, শৈব হইলে যিনি আমার শিব, আর আমার মত শক্তি-হীনা, ভক্তিহীনা, জ্ঞানহীনা, কর্ম্মহীনা

* পারিতোষিকযোগ্য বলিয়া যে দুইটী রচনা বিবেচিত হইয়াছে, ইহা তাহার অন্যতর এবং শ্রীমতী রাজকুমারী বসু বিরচিত। বা, বো, স।

"আমি" থাকিলে যিনি আমার সব, আমার সেই সর্ব্বস্বধন ইষ্ট দেবতার চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। আমি যেন তাঁহাতে আপনা উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার বলে বলবতী হইয়া, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জন্যই আমার এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তাঁহার সত্য যেরূপেই হউক তিনিই প্রকাশ করিবেন, তাঁহার নীতি তিনিই প্রচার করিবেন—আমার ভিক্ষা, আমার মত কীটাণুও যেন তাঁহার কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে, এ ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মনপ্রাণ ও দেহে তিনি যে টুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই যেন তাঁহার নামে তাঁহার কার্য্যে ব্যয়িত হয়। এই অকিঞ্চিৎ-কর শক্তি হইতেও যেন সকল কর্ত্তব্য পালিত হয়! আমি তাঁহারই চরণে অসঙ্খ্য প্রণাম করি; তাঁহার শুভ ইচ্ছা সফল হউক।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যংচ পরংচ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ!

* * * *

পিতা সি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমো হস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো হন্তে
লোকত্রয়ে হপ্যপ্রতিমপ্রভাব!

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

গীতা।

কি আর চাহিব পিত!
তোমার চরণ তলে—
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে!

এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার তাই
সদা যেন মনে রাখি।

যত টুকু— যত বিন্দু
যা'হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়।

করম করম-ফল
সকলি তোমার হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ,
ধর এ মিনতি করি।

একদিন ভারতবর্ষ হিন্দু আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। সেই আর্য্যজাতি জগতে "আদর্শ" জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া জন্ম-ভূমিকে "দেবভূমি" করিয়াছিলেন। কেবল বাহুবলে নহে, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বল, জ্ঞান-বল, চরিত্র-বল ও হৃদয়ের বল অপরিসীম ছিল। এই সকল বলে বলী-য়ান্ হইয়াই তাঁহারা জনসমাজে অসম-কক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব, গার্হস্থ্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি হইতে নিয়ম, প্রথা, দৈনিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত, প্রায় সকল গুলিই অলৌ-কিক ধর্ম্ম বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। অধিকাংশ গুলিই মানব জগতের চির-উপযোগী। তাঁহাদিগের অবস্থা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া অনেক সময়েই চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন জাতি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের

সৌভাগ্য "অপরিসীম" হইয়া থাকে; ভারতেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু উত্থান পতনাদি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই হউক বা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অপরিজ্ঞেয় কোনও কারণে হউক, কোনও জাতি বংশপরম্পরায় ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। রোমীয়, গ্রীক্ ও ভারতীয় আর্য্য জাতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন ধার্ম্মিক, মনস্বী, তেজস্বী আর্য্যগণ লোকান্তরিত হইতে লাগিলেন, যখন ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ও তাহার আনুষঙ্গিক সমাজবিপ্লবে আর্য্যবংশীয়েরা হতাশ্বাস ও অস্থির হইয়া উঠিলেন, তখনই দেবাত্মা ঋষিদিগের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তখনই তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শুভকরী প্রথা সকল স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইতে লাগিল। তখন যাহা "হিন্দুর সারধর্ম্ম, তাহাই জগতের ধর্ম্ম" এই অমূল্য সত্য বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠিল। হিন্দুর পিতৃপুরুষদিগের সঞ্চিত রত্নসমূহে ছাই মাটী মিশ্রিত হইতে লাগিল! এই সময়ে হিন্দুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, কি দারুণ অবনতি হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিকে ধর্ম্ম বলিয়া উপধর্ম্ম, সত্য বলিয়া অসত্য, ন্যায় বলিয়া অন্যায় গৃহীত হইতে লাগিল; অপর দিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিবেচনায়, মহত্ত্ব দুর্ব্বলতা বিবেচনায় ও সদাচার কদাচার বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। প্রতারণার বাজারে সকলেই প্রায় ঠকিয়া গেলেন! কিন্তু সত্য কতদিন লুক্কায়িত থাকে? আগুন কতদিন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়? জগতের অণু পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, সেই দেবাদিদেবের কৃপায় চাতুরী, ভ্রম প্রমাদাদি অধিকদিন আধিপত্য করিতে পারিল না। দেশে বিদেশে আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যনীতি বুঝিবার মত নরদেবতাগণ জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রাণপণ অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচারণা ফলে সত্য যেরূপ উদ্ধার হইতে লাগিল, সেইরূপ সাধারণেও কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। তাঁহাদের প্রসাদে, দেশের আচার ব্যবহারমাত্রেই বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের অনেকে এখন বুঝিতে পারিয়াছেন "কুসংস্কার, ভাবিয়া কত সুসংস্কারও হারাইয়াছি, ছাই বলিয়া কত রত্নও পরিত্যাগ করিয়াছি!" এই দুর্ঘটনা নিবারণাশয়ে অনেকেই এখন পুরাতন আচার ব্যবহারাদির মূলানুসন্ধান করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। এই কার্য্য যে দেশের এক শুভ লক্ষণ, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টে কি আছে তাহা আমরা জানিনা—আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অনেক জ্ঞানী মহাত্মাই এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। তবে ভাবিয়া দেখিলে এই টুকু বোধগম্য হয়, যে যাঁহাদিগের জন্য ভারত "দেবভূমি, কীর্ত্তিমন্দির" প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতবাসী

তাঁহাদিগের সত্য, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে গ্রহণীয় বিষয় গুলি গ্রহণ করিলে* কেবল তাহাই নহে, দেশেরই হউক, বিদেশেরই হউক যাহা সত্য, যাহা ন্যায়-সঙ্গত, যাহা জনসমাজের মঙ্গলসাধক, সেই সকল বিষয় শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে, বলিতে সাহস হয় না বুঝি বা ভারতও ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারে! এই কার্য্যে মনোযোগী হওয়া দেশীয়-দিগের এক "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলা যায়।

আর্য্য-গণের জাতীয় চরিত্র আলোচনা করিলে অনুভূত হয়, তাঁহাদের হৃদয়ের শক্তি অপরিসীম ছিল। দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, গুণানুরাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতায় আর্য্যগণ অদ্যাপি মানবজগতের শীর্ষস্থানীয়, সম্ভবতঃ চিরকালই রহিবেন। আর্য্যগণের প্রধান সাধনীয় ছিল প্রেম ; প্রেম সাধনা হইতেই আর্য্যগণ দেবত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। যে হৃদয়ে প্রেম প্রতি-ভাত হয়, সে হৃদয় স্বর্গ হইয়া থাকে। আর্য্যগণেরও তাহাই হইয়াছিল ; প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ আত্ম-বিস্মৃত, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ ত্যাগস্বীকার-পরায়ন, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগন পরার্থ-পর—শুধু পরার্থপর নহে, পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমই মানবের প্রধান শিক্ষণীয় ; প্রেমের অনুশীলন ব্যতীত মনুষ্য-হৃদয় শুষ্ক মরু-ভূমিবৎ প্রতীয়মান হয়, শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সরলতা প্রভৃতি মহতী বৃত্তিসকল উপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমের বলেই জগতে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, শক্রতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া সমস্ত জগৎ একখানি গৃহ ও সমগ্র মানব মানবী একাত্মপরিবাররূপে পরিগণিত হইতে পারে। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, জগতের সহিত জগদীশ্বরের যে অলক্ষ্য মিলন, তাহা কেবল প্রেম হইতেই সম্ভাবিত হয়। এই সকল বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেম-সাধক ও প্রেম-প্রচারক হইয়াছিলেন। লোক শিক্ষায়ও আর্য্যগণ আদর্শস্থানীয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকশিক্ষায় (অবশ্য মস্তি-ষ্কের শিক্ষায়) বাঙ্গালি হইতে ইংরেজ শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ হইতে আমেরিক শ্রেষ্ঠ বিবেচনা হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যগণ লোকশিক্ষায় ইহাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-তর। তাঁহারা জানিতেন সাধারণ ব্যক্তি-গণ সুশিক্ষিত না হইলে মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি বা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু কেবল বেদ, উপনিষদ হইতে অথবা মৌখিক উপদেশ হইতে সাধারণের "মনুষ্যত্ব" লাভ হওয়া অসম্ভব। তাহা-দিগকে সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত করিলেই তাহাদিগের সাধুতা সহজলভ্য হইতে

* আর্য্যগণ যতই মহানুভব হউন না কেন, অন্ধ-ভাবে তাঁহাদিগের পথানুসরণ করা কিংবা তাঁহাদের কোনও ভ্রম বা ত্রুটি থাকিলে তাহা গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। গোঁড়ামী সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। প্রঃ লেঃ।

পারে। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের জন্য দৈনিক সাময়িক প্রভৃতি নিয়মে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম ও প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। সেই গুলি পালিত হইলে সকলের ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি গুলি পরিস্ফুট হইবে, সকলেই "প্রেম" আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী সময়ে প্রতারণা ও অজ্ঞানতার জন্য অনেক প্রথা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কোনও কোনটী আলোচনা করিলে তাহা হইতে মহতী শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়। আজি আর্য্যগণের প্রবর্ত্তিত, "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" হইতে আমরা এ বিষয় বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা বার্ষিক নিয়মে অর্থাৎ প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে সম্পন্ন হয়। প্রেমের প্রথমাবস্থাকে সদ্ভাব বলা যায়। ফুল একবারেই ফুল হইয়া ফোটে না, আগে কলিকায় উৎপত্তি, শেষে ফুলে পরিণতি; প্রেমও একেবারে "প্রেম" হইয়া আসে না, সদ্ভাবে প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমে পরিণতি। তাই প্রেমিক হইলে আগে "সদ্ভাব" চাই। আগে হৃদয়কে সদ্ভাবে অভ্যস্ত করিলে প্রেম আয়ত্ত হয়। দূরদর্শী আর্য্যগণ সেই জন্য সদ্ভাব শিক্ষা দিবার আশয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার আলোচনায় বোধ হয়, আমরা এসকল বিষয় বুঝিতে পারিব। প্রথমে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই আলোচনীয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া" বলে। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে "এই দিবস যমুনা দেবী, সহোদর যমরাজকে নিজগৃহে আনিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন; জগতের ভ্রাতাভগিনীদিগকেও তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে হইবে।" এই কারণে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার অপর নাম "যম দ্বিতীয়া"। এই দিবস ভ্রাতা, ভগিনীর নিকটে পূজিত হন; ভগিনীর বাটীতেই আহার করেন। বর্ত্তমান হিন্দু গৃহে ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্রাদি পরাইয়া ভগিনী তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দেন; এই ফোঁটাকে "ভাই ফোঁটা" বলে। ভাই ফোঁটার সময়ে ভগিনীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে হয়—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পোড়্লো কাঁটা;
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই ভাইকে ফোঁটা।"

"ভাই ফোঁটা" হইয়া গেলে ভগিনী ভ্রাতার হস্তে কতক গুলি মিষ্টান্ন দেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ ক্রমে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের আশীর্ব্বাদ প্রণাম প্রভৃতি আদান প্রদান হয়। অন্নাহারের সময়ে ভগিনী নিম্নলিখিত সংস্কৃত মন্ত্রটী বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডুষ করিতে দেন—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

জ্যেষ্ঠা ভগিনী হইলে "স্তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই

দিবস ভ্রাতারও ভগিনীদিগকে বস্ত্র, অন্ন ও অলঙ্কারে পূজা করা কর্ত্তব্য। সহোদরা অভাবে অন্যান্য ভগিনীগণ পূজিত হইবেন (১)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাকে পর্য্যায়ক্রমে ভগিনীগণের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার গ্রহণ করিবার বিধি আছে। ভ্রাতা প্রথমতঃ জেঠ্‌তুত খুড়্‌তুত ভগিনীদিগের, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীদিগের, তৃতীয়তঃ মাস্‌তুত পিস্‌তুত ভগিনীদিগের, চতুর্থতঃ সহোদরা ভগিনীদিগের হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধক আহার্য্য গ্রহণ করিবেন। সকল ভগিনী অর্থাৎ যে রকম সম্পর্কের ভগিনীই হউন, সকলের হস্ত হইতে ভ্রাতাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা এইরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়ে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও হিন্দু আর্য্য-গণ এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন (২)।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস ইহাতে যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে অর্থাৎ এই কার্য্য হইতে ভ্রাতার যমের ভয় থাকে না। এইরূপ বিশ্বাসে (সরল-বুদ্ধিবিশিষ্টই বল আর স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্টই বল) সাধারণ ব্যক্তিগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় প্রবৃত্ত হন। আবার অপেক্ষাকৃত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ "যমের দুয়ারে কাঁটা" পড়িবার কথা শুনিয়া কুসংস্কার বিবেচনায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতে বিরত হন। যাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তত্ত্ব বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এতদুভয়ের কোনও পক্ষকে অভ্রান্ত বলিতে পারেন না। যিনি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হন, তিনিও ভ্রান্ত; আবার যিনি কুসংস্কার ভাবিয়া সদাচার পরিত্যাগ করেন, তিনিও ভ্রান্ত। আমরা আর্য্যগণের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস অভাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সূচনা প্রভৃতি বুঝিতে পারি না, এবং সদ্ভাব শিখাইবার এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল যে কোন্ নরদেবতার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিনা; * তবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতত্ত্ব অনুশীলন করিলে ইহার উদ্দেশ্য গুলি যেরূপ অনুভূত হয়, তাহাতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সাধারণের সংস্কারের অনেক উপরে,

(১) কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ॥
অতোযমোদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততোনরৈঃ॥
স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং।
দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রান্নপূজাসংকারভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ॥

(২) পিতৃব্যভগিনী হস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথানৃপ।
পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ কন্যে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিন্যাঃ হস্ততঃ পরং।
সর্ব্বাসু ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং॥

* ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেখিলে পৌরাণিক যুগে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে মানবের মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান উপায়, যে ভাব হইতে জগতের প্রত্যেক নরনারী ভ্রাতাভগিনীর প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের প্রতি ভ্রাতা ভগিনীর ব্যবহার করিতে পারে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে সেই "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত" এইকথা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এই কথা গুলি আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, আজি দেশীয় সদাশয় মহাত্মা ও মহিলাদিগের নিকটে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গগৃহ।

(তৃতীয় আভাস)

(৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

অবিনাশ বাবু বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলেন পাড়ার কয়েকটি বন্ধু বেড়াইতে আসিয়াছেন। ক্ষণকাল নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অবিনাশ বাবুর একটী বন্ধু আর একটী অপরিচিত লোককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অপরিচিত লোকের পরিচয় দিয়া বলিলেন ইনি অতি মহাশয় লোক, তোমার ভাগিনেয়ী প্রিয়বালাকে দেখিয়া ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছে যে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন। আজ কাল পাত্র পাওয়া যায় না, এমন স্থলে যদি পাত্রের পিতা কন্যা বিশেষের রূপগুণ ও লক্ষণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাহাহইলে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত—কি বল অবিনাশ? অবিনাশ বাবু বলিলেন, ভাই তুমি যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, আর বিশেষতঃ গোবিন্দপুরের ঘোষ মহাশয়েরা ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাগ্রগণ্য; আমার সৌভাগ্য রামময় বাবু! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এই পিতৃহীনা বালিকার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমি আপনার এ প্রস্তাবে বিশেষরূপে সম্মানিত হইলাম। কিন্তু মেয়েটি এখন ছোট, তার মায়ের একমাত্র সন্তান, এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আমার তত ইচ্ছা নাই। সে এই সবে এগারোয় পা—দিয়াছে। বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট একটী আইন করিয়াছেন, সেটাও তো মানিয়া চলা আবশ্যক। প্রিয়বালার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আমি তাহাকে পাত্রস্থ করিব না। পাত্রের পিতা ঘোষ মহাশয় বলিলেন মেয়েটি বয়সে ছোট হইলেও দেখ্‌তে বেশ বাড়ন্ত, দেখ্‌তে বার তের বছরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়, আর আমার ছেলেরও ত

খুব বেশী বয়স হয় নাই, সে এই সবে সতের বছরে পড়িয়াছে। ছেলেটি দেখ্‌তেও বেশ সবল, হৃষ্ট-পুষ্ট ও শ্রীমান্। অবিনাশ বাবু বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই সত্য, কিন্তু এত অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ না হওয়াই ভাল। বাল্যবিবাহ হেতু ছেলে মেয়ে ও তাহাদের সন্তান সন্ততি বড় অল্পায়ু হইয়া পড়ে। মহাশয়ের ছেলেটি লেখা পড়া কি করিতেছে? ঘোষ মহাশয় বলিলেন ছেলেটি গ্রামের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে। পাস দিবার কিছু বিলম্ব আছে, তবে পাস দিতে না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ তার পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতেই তাহার ও তাহার সন্তানাদির যথেষ্ট হইবে। অবিনাশ বাবু বলিলেন আপনি মাননীয় ব্যক্তি, আপনার কথায় দোষ ধরা মাদৃশ জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি অনুমতি করিলে একটী কথা বলিতাম। আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, লেখা পড়া না শিখিলে শিষ্টাচার ও সহবৎ শিক্ষা হয় না। ভাল সহবৎ না হইলে, ভাল সঙ্গ না পাইলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন। আমি আমাদের মত গরিবের ছেলেকেও মেয়ে দেওয়া অন্যায় মনে করি না যদি দেখিতে পাই যে সৎলোক হইবার সমস্ত আয়োজন তাহাতে আছে। যে ধনসম্পদ রক্ষা করিবার উপযুক্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, তাহার ধন থাকা না থাকা দুই সমান; তাহার অপেক্ষা দরিদ্র সজ্জন শতগুণে ভাল। মহাশয়ের পুত্র যদি মহাশয়ের রীতি-চরিত্র অনুকরণ করিতে শিখিয়া থাকে, তবে তাহার সহিত ভাগীনেয়ীর বিবাহ দিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহ দেওয়া স্থির হইলেও বয়সের অল্পতাতেও বিলম্ব করিতে হইবে, এবং আপনার বালক যাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক হইবে। বরকর্ত্তা বলিলেন আমি অত বিলম্ব করিতে পারিব না, কারণ আমার কুল রক্ষা করিতে হইবে; পাত্রীটী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই আমি আপনার নিকট এত অনুরোধ করিতেছি। অবিনাশ বাবু বলিলেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত নহি, বিলম্ব করিলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি একবার আমার ভগ্নীর সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া দেখি তিনি কি বলেন। এই বলিয়া অবিনাশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন গোবিন্দপুরের ঘোষেদের বাড়ী হইতে এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে। পাত্রের অবস্থা, লেখাপড়া বিষয়ে যাহা যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। ভগ্নী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন আমি এসম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা বলিব তাহা অপেক্ষা তুমি ভাল বুঝিবে, আর তুমি থাকিতে

আমি এবিষয়ে ভাবিতে যাই কেন? যাহা ভাল হয় করিবে। তবে আমার আর নাই, এত তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে পরের ঘরে পাঠাইয়া চিরকাল ছটফট করিব? দিন কতক যাক্ না। অবিনাশ বলিলেন তবে আমি তাই বলিগে। কিন্তু এককাজ কর, কিছু জলখাবার যোগাড় কর। প্রিয়বালাকে একখানা পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া উহাকে দিয়া জলখাবার আয়োজন করাইয়া দেও। ভগ্নী ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝিয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিনাশ বাহিরে গিয়া ভগ্নীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন আপনি যদি দয়া করিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যান। সকলেই তাহাতে সায় দেওয়ায় বৃদ্ধ অগত্যা সম্মত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জলযোগ উপলক্ষে মেয়েটীকে আর একবার দেখিয়া আসিলেন। সামান্য অবস্থার মধ্যেও গৃহের পারিপাট্য, দ্রব্যাদির শৃঙ্খলা, গৃহস্থের সুরুচি ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক পট ও চিত্রসকল দর্শন করিয়া বৃদ্ধ বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং অবিনাশ বাবুকে বলিলেন আজ আপনার গৃহে এই কয়েক মুহূর্ত্তে যে তৃপ্তি অনুভব করিতেছি, নানা প্রকার সুখ সম্পদের মধ্যে অল্প সময়ই সেরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতে পাই। কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি এই ক্ষুদ্র গৃহ চিরদিনই যেন সুখের আলয় হইয়া থাকে। অবিনাশ বাবু বৃদ্ধের এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভগ্নী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার অনুরোধ বিশেষভাবে জানাইয়া সকলকে আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যঃ পলায়তে স জীবতি।

২। যখন আদর জোটে,
তখন ফুটকলাই দিয়ে ফোটে,
যখন আদর টুটে,
তখন ঢেঁকিপেড়ে কুটে।

৩। যখনকার যা, তখনকার তা।

৪। যখন যার, তখন তার।

৫। যখন যার পড়্তা হয়,
ধুলা মুঠা ধরে, সোণা মুঠা হয়।

৬। যজ্মেনে বামনের হাজা শুকা নাই।

৭। যত্ত কর পুতু পুতু,
তত হয় ছোলার ছাতু।

৮। যত কর, তত নয়।

৯। যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তে
পা ধোও।
১০। যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।
১১। যত চতুর, তত ফতুর।
১২। যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশর্ম্মা।
১৩। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
১৪। যত ছিল নাড়া বুনে,
সব হল কীর্ত্তুনে,
কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল কর্ত্তাল।
১৫। যত দূর মুখ, তত দূর কথা।
১৬। যত দোষ নন্দ ঘোষ।
১৭। যতনের মধু পিপিড়ায় খায়,
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
১৮। যত দূর পা ছড়াও,
তত দূর ঝাঁতলা।
১৯। যতন বিহনে কভু মিলেনা রতন।
২০। যত রজপুত তত হাঁড়ি,
কেউ না যায় কাহার বাড়ী।
২১। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
২২। যত্র আয় তত্র ব্যয়।
২৩। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ।
২৪। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।
২৫। যথাপূর্ব্বম্ তথা পরং।
২৬। যদি থাকে আগা পাছা,
কি করে তার শাগা মাছা?
২৭। যদি পাও রাজ্য দেশ,
তথাপি না যাবে বৃহস্পতির শেষ।
২৮। যম জামাই ভাগ্না,
তিন না হয় আপনা।

২৯। যমস্য করুণানাস্তি তস্মাৎ
জাগ্রত জাগ্রত।
৩০। যমের অরুচি।
৩১। যমের বাড়ীর পথ সকলেই চিনে।
৩২। যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।
৩৩। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ
পারম্পর্য্যো বিধিয়তে।
৩৪। যক্ষের চোখে ঘুম নাই।
৩৫। যক্ষের ধন।

যা।

৩৬। যা নাই ভারতে,
তা নাই ভারতে।
৩৭। যা নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলেয় খেতে।
৩৮। যা রটে, তাই ঘটে।
৩৯। যা হবার হবে,
ভাবনা কেন তবে?
৪০। যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।
৪১। যাকে রাখ সেই রাখে।
৪২। যাচলে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচলে ভোঁতাটা পান না।
৪৩। যাচলে জামাই না খান পিটে,
না যাচলে মরেন টেঁকশাল চেটে।
৪৪। যাচলে সোণা রাং হয়।
৪৫। যা ছিল পান পান্তা
মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামায়ে কানাইয়ের জন্ম
ধান শুকাতে দিনু।
৪৬। যার নুণ খাই,
তার গুণ গাই।

৪৭। যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়াপড়সী বলে সাত বিয়েন।

৪৮। যার ধারি, তার মরণ কর।

৪৯। যার জন্য করলাম চুরি
সেই বলে চোরা।

৫০। যার নাম ভাজা চাল
তার নাম মুড়ী;
যার মাথায় ধবচুল,তার নাম বুড়ী।

৫১। যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৫২। যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।

৫৩। যার লাটী, তার মাটী।

৫৪। যার শিল তার নোড়া,
তার ভাঙব দাঁতের গোড়া।

৫৫। যার বিয়ে তার দেখ্‌তে মানা।

৫৬। যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।

৫৭। যারে দেখতে পারিনে
তার চলন বাঁকা।

৫৮। যার সঙ্গে ঘর করিনে
সেই বড় ঘরণী,
আর যার হাতে খাইনে
সেই বড় রাঁন্ধুনী।

৫৯। যার যেখানে ব্যথা,
তার সেখানে হাত।

৬০। যার নিয়ত যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে?

৬১। যারে বল্লে ছি,
তার জীবনে কাজ কি?

৬২। যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

৬৩। যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ,
মরবে সীতা যাবে দুঃখ।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪০ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর)

যে সকল ভূমিতে অধিক পরিমাণ অম্ল বৃক্ষবিশেষ (Sorrel) জন্মে, তাহাতে খড়ির সার দিলে বিশেষ উন্নতি হয়, এবং যেরূপ ভূমিতে ধাত্বংশ মৃত্তিকা ব্যবহার করে, সেরূপ প্রায় সকল ভূমিতেই খাটে খাটে। নর্ফক্ প্রদেশের অনুর্ব্বর অথবা মধ্যবিধ জমিতে কোন কোন বিখ্যাত কৃষক খড়ি ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপ ফসল পাইয়াছেন। নামাল ভাগাড় জমি মাত্রেই ধাতু মিশ্রিত সকল জাতীয় সার ব্যবহার করিতে পারা যায়, এবং তাহাতে বিশেষ উপকারও হইয়া থাকে।

চূণ—ধাতু মিশ্রিত মৃত্তিকা নামায় খড়ীসার (Carbonate of lime), সুতরাং অঙ্গারক অম্ল (Carbonic acid) এবং জল অগ্নির দ্বারা বিযুক্ত করিলেই চূণ পাওয়া যায়, এই অবস্থায় ইহার ক্ষয়কারী গুণ থাকে, এবং পৃথিবী উপরিস্থ আকাশে

অনাবৃত থাকিলে রস ও অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করে। চূণ-পাথরে সামান্যত কর্দ্দম ও বালুকার ভাগ থাকে, সেই হেতু চূণ ধাতুমিশ্রিত মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাতে উহার পদার্থগত গুণের বিশেষ অন্যথা হইতে পারে না, কেবল ধাতুমিশ্রিত মাটির ভাগ অল্প করিয়া ফেলে। কখন কখন ইহাতে ভেদক পদার্থ (Megnesia) সংযুক্ত থাকে; কেহ কেহ বলেন যে, তাহা ফশলের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। যে চূণপাথরে ভেদক পদার্থ থাকে, তাহা কিঞ্চিৎ ধূযর বর্ণ হয়, কিন্তু কোন কোন পাথর (যাহাতে ভেদক পদার্থ আছে) ভাঙ্গিলে তাহার ভিতরে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় না।

চূণ চারি পাঁচ মাস ফেলিয়া রাখিলে অবস্থান্তরিত হইয়া খড়ি হয়, অতএব খড়ির মত ইহারও ধাতুমিশ্রিত মাটি যোগাইবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু ইহার সংযোগে বালুকা চটচটে (tenacious) করা যায় না। ক্ষয়কারী অবস্থায় ছড়াইলে ভূমিতে অযত্নসম্ভূত তৃণাদির উৎপত্তি নিবারণ করে। যে সব স্থানে এইরূপ তৃণাদি অধিক হয়, সেই সকল ভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বিল জমিতে প্রয়োগ করিলে ইহার গুণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে।

কেহ কেহ ইহার অত্যন্ত ক্ষয়কারী অবস্থাতেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ কিছু দিন ফেলিয়া রাখেন, এবং ক্ষয়কারিতা গুণ কিঞ্চিৎ মন্দ হইলে ও পরিমিত মাত্রায় অঙ্গারক অম্ল পুনঃশোষণ করিলে প্রয়োগ করেন।

(ক্রমশঃ)

ঘুমপাড়াইবার গান।

রাম লক্ষ্মণ দুটী ভাই চলে যায় বনে,
অযোধ্যায় হায় হায় করে প্রজাগণে।
কালি রাম রাজা হবে আজি বনবাস,
কে কোথা দেখেছে বল হেন সর্ব্বনাশ?
বুড় রাজা দশরথ মরে পুত্রশোকে,
নিদয়ী কেকয়ী ব'লে ডাকে সর্ব্ব লোকে।
ধন্য সীতা পতিব্রতা ত্যজি রাজ্য ধন,
হৃষ্ট মনে পতির সনে চলে গহন বন।
পঞ্চবটী বনে বাস করে তিন জন,
সূর্পনখা আসি তথা করে জ্বালাতন।
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইল তখন,
নাক কান কাটে তার ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বোনের অপমানে রোষে লঙ্কার রাবণ,
মারীচ রাক্ষসে পাঠায় ছলতে সীতার মন।
সোণার হরিণ হয়ে মারীচ আইল,
রাম লক্ষ্মণেরে দূর বনে লয়ে গেল।
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন?
শূন্য ঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ।
সাগরের পারে লঙ্কা তাহে অশোক বন,
বন্দী হয়ে সীতা কত সহে নির্যাতন।
রাম লক্ষ্মণ বহুদিন ফিরি দেশে দেশে,
কাঁদিয়া বেড়ান সুধু জানকী উদ্দেশে।

বানর সহায়ে শেষে বাঁধিয়া সাগর,
লঙ্কায় পশিয়া করেন যুদ্ধ ঘোরতর।
মরিল রাক্ষস কত না হয় গণন,
সবংশে হইল ধ্বংস পাপীষ্ঠ রাবণ।
একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতী,
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি।
লঙ্কার রাজত্ব রাম দিলা বিভীষণে,
উদ্ধারি সীতারে যান অযোধ্যা ভবনে।
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই ঘরে এল ফিরে,
যাদু ঘুমাল পাড়া জুড়াল ভাবনা আর কিরে?

নরহত্যা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে যে কন্যা-হত্যার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। লাহোর, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক স্থানে আজও-পর্য্যন্ত কন্যাহত্যা হইয়া থাকে। আমাদের রাজা ইংরাজেরা ঐ নৃশংস ব্যবহার উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলক্ষণ যত্ন পাইয়াছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃত-কার্য্যও হইয়াছেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে এই প্রথা অত্যন্ত সাধারণ ছিল, জননীরা স্তনে অহিফেন মাখাইয়া সদ্যোজাত কন্যাকে পান করিতে দিতেন এবং সে জীবনবিন্দু দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইত। ইংরাজের কঠোর শাসনে সে ভীষণ প্রথা রহিত হইয়াছে। চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি অনেক দেশে কন্যা সন্তানের আদর নাই; এমন কি চীনদেশে কন্যাহত্যার দণ্ডই নাই, কিন্তু অনাদৃত বলিয়াই তাহাদের হত্যা-করা হয় এমন নয়। পাঠিকাবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন যে, ঐ সমস্ত প্রদেশে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা এত কঠিন, এত ব্যয়সাধ্য ও বিশুদ্ধ উচ্চকুলসম্ভূত পাত্রের এত অসদ্ভাব, যে নীচ বংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অপমান স্বীকার করা অপেক্ষা, কন্যা বিনাশ করা, তত্রত্য লোকের শ্রেয়স্কর বোধ হইয়াছে। বিসপ হিবার একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমরা এমন কঠিনহৃদয় কেন? তোমরা স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বধ কর কেন? তিনি উত্তর করিলেন বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় দাও, তাহা হইলে আমরা কন্যা হত্যা করিব না।

বঙ্গদেশেও কন্যা সম্প্রদানের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে কন্যা-সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনাদর জন্মিতেছে। আর কে বলিতে পারে যে রাজপুতানার ন্যায় বঙ্গদেশেও কন্যা-হত্যা হইতেছে না? ১৮১০ খৃঃ অব্দে একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে রাজপুতানা প্রদেশে ৮০০০ বিবাহিত লোকের কন্যা-সন্তানের মধ্যে ৬০টি মাত্র জীবিত আছে। রাজপুতানার ন্যায়, বঙ্গদেশে রাজ-

পুরুষেরা কন্যা সম্প্রদানের ব্যয়ের নিয়ম আঁটিয়া না দিলে, ভবিষ্যতে এখানেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

হে পরমাত্মন্! কবে এই বিষম অনর্থমূল কুলমর্য্যাদা একেবারে তিরোহিত হইবে; কবে আমাদের মাতৃভূমি কন্যা-শোণিতস্পর্শরূপ মহাপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিবে; কবে আমাদের কন্যা-সন্তানগণ সমুচিত স্নেহ ও যত্নে প্রতি-পালিত হইবে এবং কবেই বা আমাদিগের নারীগণ স্বাধীনতা ও সমুচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে।

প্রহেলিকার উত্তর।

গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় যে ১০০টী প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী প্রকা-শিত হইয়াছিল, ১৫।১৬টী পাঠিকা অতি যত্নপূর্ব্বক সে গুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি লিখিয়া জানাইবার নহে। সকলের সকল উত্তর অবশ্যই সন্তোষজনক হয় নাই, কিন্তু সকলেই যে যথাসাধ্য বুদ্ধি চালনা করিয়া সমস্যাপূর-ণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমা-দিগের সংশয় নাই। শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু, সজলনয়না দাসী এবং মৃণালিনী রায় চৌধুরীর উত্তরগুলি অনেকটা ঠিক্ হই-য়াছে, তন্মধ্যে আবার শ্রীমতী সুশীলাবালা বসুর উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনিই পারিতোষিক যোগ্যা বিবেচিত হইয়াছেন। প্রতিশ্রুত পুস্তকগুলি তাঁহাকে প্রদান করা হইবে। আশাকরি অন্যান্য লেখি-কারা নিরাশ হইবেন না। জ্ঞানচর্চ্চার পুরস্কার কোন বাহ্য বস্তু নহে, তাহার জন্য যে পরিশ্রম তাহাই সর্ব্বোত্তম পু[illegible]। প্রহেলিকা পূরণে জ্ঞানানুশীলন ও আমোদ এই উভয়বিধ লাভ। বঙ্গীয় ভগিনীগণের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আরও প্রহেলিকা প্রকাশে আমাদের ইচ্ছা রহিল। কোনও পাঠক পাঠিকা সুচিন্তাপ্রসূত নূতন প্রহেলিকা পাঠাইলে তাহাও পত্রস্থ করা যাইবে।

মাঘ ও ফাল্গুনের প্রকাশিত প্রহেলিকা-গুলির সদুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠিকারা মিলাইয়া দেখিবেন ঠিক্ হইল কি না।

১ ডিম্ব বা পেশীকোষ। ২ মনুষ্য। ৩ কুলালচক্র অর্থাৎ কুমারের চাক। ৪ পিরাণ। ৫ তাল। ৬ সময়। ৭ আনা-রস। ৮ চরকা। ৯ ওল। ১০ গোলাপ। ১১ আছাড়। ১২ বর বা যাত্রার দলের রাজা। ১৩ কুষ্ম। ১৪ ফুল। ১৫ আকাশ। ১৬ ছবি বা পুতুল। ১৭ খাট, তক্ত-পোষ ইত্যাদি। ১৮ কাক। ১৯ বিদ্যুৎ বা বজ্র। ২০ শিশিরময় ঘাস। ২১ মশাল।

২২ চন্দ্র। ২৩ নৌকা। ২৪ পটল। ২৫ খাঁকড়ার কলম। ২৬ ঘড়ী। ২৭ "ল" এই অক্ষরটী। ২৮ খৈ। ২৯ দুর্গা ঠাকুরাণী। ৩০ মাতাল। ৩১ নক্ষত্র। ৩২ কুশ। ৩৩ সোলার টোপর। ৩৪ মেঘ। ৩৫ মাতা। ৩৬ কাঁঠাল। ৩৭ বিধি।

"জল স্থল মেঘাকাশে দেখিবারে পাই।
সকল গড়েছে বিধি, বিপুল সৌন্দর্য্য নিধি,
বিধির বিধানে বিধি, বিধি গড়ে নাই।"

৩৮ পাপ বা পাপীকে পরিত্যাগ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি আছে যত স্থান।
সকল লোকের রাজ' বিধি দয়াবান্॥
কোন স্থলে থাকে যদি কেহই পাপিষ্ঠ।
করিতে নারেন তারে অধিকারভ্রষ্ট॥

৩৯ ভাত ফোটা। ৪০ মনুষ্য এবং তাহার হাতের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলি। ৪১ কাঁঠাল। ৪২ হাতী। ৪৩ মাসের দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। ৪৪ হড় গড়ানে দীঘির পাড়, অর্থাৎ হড় গড়ানে উনান; তাতে একটী মল্লিকা ঝাড়, অর্থাৎ ভাতের-হাঁড়ি, মল্লিকা ঝাড়টী ফুটিল, অর্থৎ ভাত ফুটিল, ছেলে বুড় ছুটিল। ৪৫ লেখা পড়া। ৪৬ মা। ৪৭ প্রদীপ। ৪৮ কল। ৪৯ স্থালী বা কুমারের মাটি। ৫০ সনাল গর্গরী। ৫১ মুকুর। ৫২ শঙ্খ। ৫৩ বর্ত্তুল। ৫৪ কঙ্কতিকা বা চিরুনি। ৫৫ ভারত। ৫৬ সুনীতি। ৫৭ শীতকালের কনকনে জল। ৫৮ থলে। ৫৯ মানুষ, অর্থাৎ কুড়ি আঙ্গুলের কুড়ি মাথা, এবং মানুষের মাথা, সমুদায়ে একুশ মাথা। ৬০ নারিকেল। ৬১ আকাশ। ৬২ "ব" এই অক্ষরটী। ৬৩ জিহ্বা। ৬৪ কনুই। ৬৫ ফুটি। ৬৬ পিতামহী। ৬৭ বাপ মাত্রেই তাহার আপনার বাপের সন্তান হয়। এক বাপ আপনার ছেলেকে তাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—ওর বাপ ইত্যাদি। ৬৮ ছুঁয়ে উটি দিলে ছুটি। ৬৯ কই মৎস্য। ৭০ মানুষ ও বৃক্ষ। আমরা যে যবক্ষার জান পরিত্যাগ করি, তাহা খাইয়া বৃক্ষ সকল বাঁচে। বৃক্ষেরা অম্লজান বায়ু ত্যাগ করে, আমরা নিশ্বাস দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। ৭১ মশারি। ৭২ বাদাম। ৭৩ সূর্য্য চলে না, পৃথিবী চলে। ৭৪ বেগুন। ৭৫ "ক" অর্থ জল এবং "পোত" অর্থ নৌকা; কপোত বা পায়রা। ৭৬ হিংস্রক মনুষ্য। ৭৭ হরিনামের মালা। ৭৮ ছত্র। ৭৯ মোহর। ৮০ হাউই। ৮১ রাত্রিতে যে সকল ফুল ফুটে এবং যাহা দিনে শুকাইয়া যায়, নাল ফুল ইত্যাদি। ৮২ খড়কে, আছাড় অথবা কিল। ৮৩ মারবেল। ৮৪ কুল। ৮৫ খাটের উপর খুর খানি, অর্থাৎ উননের ঝিক্, তাহার উপর হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছে। ৮৬ ছড়ি। ৮৭ ঝাঁটা। ৮৮ শঙ্খ। ৮৯ বাতাস। ৯০ বাঁশ। ৯১ বাদুড় বা মাস। ৯২ কুশাসন। ৯৩ দন্ত। ৯৪ ঘোড়ার ডিম। ৯৫ ঘড়ী। ৯৬ কাঁকড়া। ৯৭ কলাগাছ। ৯৮ জল। ৯৯ বরফ। ১০০ পটল।

ইয়োরোপে প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কার।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে অদ্যাবধি বিবিধ প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এবিষয়ে সুসভ্য ইয়োরোপ অর্দ্ধসভ্য এসিয়া অপেক্ষা যে উন্নত তাহা বলা যায় না। ইয়োরোপবাসীদিগের কয়েকটী বর্ত্তমান কুসংস্কার নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

স্পেনের অনেকানেক গ্রামের লোক দিগের এই বিশ্বাস যে মুরগীর ডাক শুনিলে যদি কেহ চক্রাকারে তিনবার নৃত্য করিয়া না বেড়ায়, সেই দিন হইতে এক বৎসরকাল তাহার জীবনে নানা দুর্ঘটনা ঘটিবে।

ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যদি এক বামন দ্বিপ্রহর রজনীতে মহিষের মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে এইরূপে ঝড় সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সের কোন ধনী জমীদার তাঁহার শত্রুর জাহাজকে জলমগ্ন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্কটলণ্ডের অনেক লোকের এই দৃঢ় সংস্কার যে যদি কোন পক্ষী বাসা নির্ম্মাণে কাহারও একটী কেশ ব্যবহার করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে শীঘ্রই ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইবে, আর যদি ঐ পক্ষী মেগ্‌পাই পক্ষী হয় তাহা হইলে একবৎসর একদিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। এই কুসংস্কার থাকা প্রযুক্ত স্কটলেণ্ডের অনেক লোক কেশকর্ত্তন করিবার পর কর্ত্তিত কেশগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করে, কিম্বা এমন স্থানে নিক্ষেপ করে যেখানে পক্ষীর গমনাগমন অসম্ভব।

নরওয়ে প্রদেশে কোন শিশুর উৎকট কাশপীড়া হইলে একটী মাকড়সা ধরিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুরিয়া দেয়ালে লম্বমান করিয়া রাখা হয়। ঐ প্রদেশের সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে এরূপ স্থলে বস্ত্রবদ্ধ মাকড়সাটী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেই শিশুটী রোগমুক্ত হইবে।

রুষিয়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি হত হইলে যদি তাহার প্রাণ বিনাশকারী কে? তাহা স্থির করা না যায়, তাহা হইলে সন্দেহার্হ ব্যক্তিগণকে তাহার নিকটে উপস্থিত করা হয়, এবং যে ব্যক্তি মৃত শরীরের নিকটে আসিলে ঐ শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখা যাইবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কখন কখন দেখা যায় যে হত ব্যক্তির শরীর অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে, কিম্বা উহাতে কিছুকাল রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে উহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এইরূপ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন।

অষ্ট্রীয়ার সাধারণ লোকের মধ্যে চোর ধরা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কুসংস্কারমূলক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। একখণ্ড রুটী আনিয়া উহার নিকটে মুখ রাখিয়া খৃষ্টমাতা মেরীর স্তব পাঠ করা হয়; তৎপরে সেই রুটীখণ্ড সন্দেহভাজন লোকদিগকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে যাহার মুখ বিবর্ণ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চোর বলিয়া বিবেচিত হয়।

আলোক তত্ত্ব।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখন ঐ রশ্মির কিয়দংশ ঐ পদার্থের শক্তি বিশেষের সাহায্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং অবশিষ্ট রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সমতল দর্পণে আলোক পড়িলে তাহা কি নিয়মে প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

মনে কর ক খ একখানি সমতল দর্পণ, গ একটী আলোকবিন্দু, ঘ দর্শকের চক্ষু। গ হইতে ক খ দর্পণের উপর গ ঙ রেখা ঠিক্ লম্বভাবে টানিয়া দর্পণের অপর দিকে উহা বাড়াইয়া দাও এবং ঐ দিক্ হইতে গ ঙর সমান করিয়া ঙ চ অংশ কাটিয়া লও। চ হইতে ঘ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টান। ঐ রেখা ছ বিন্দুতে ক খ দর্পণকে ছেদ করুক। গ ছ একটী সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দাও।

আলোকের গতি সরলরেখা ক্রমে হইয়া থাকে। গ বিন্দু হইতে যে সকল আলোক-রশ্মি দর্পণের ছ চিহ্নিত স্থানে পড়ে, সেই সকল রশ্মি ঐ স্থান হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ছ ঘ রেখার দিকে চলিয়া গিয়া দর্শকের চক্ষে পতিত হয়। দর্শক ঘ ছ রেখার টানে দর্পণের অপর দিকে চ-চিহ্নিত স্থানে গ-বিন্দুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে [illegible]বেন যে ক খ দর্পণের পৃষ্ঠদেশ [illegible] দূরে, দর্পণের অপর দিকে

ঠিক্ ততদূরে গ বিন্দুর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়।
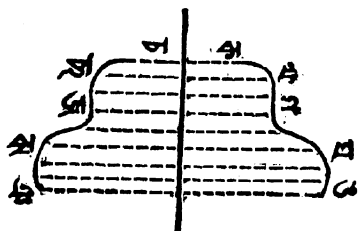
দর্পণে পদার্থ সকল বিপরীত দেখায় কেন? মনে কর ক খ গ ঘ ঙ একটী বক্র রেখা, ইহার ক, খ প্রভৃতি অংশ দর্পণ হইতে যতদূরে অবস্থিত, দর্পণের বিপরীত দিকে উহার প্রতিবিম্ব চ, ছ ইত্যাদি ঠিক্ ততদূরে অবস্থিত হইবে। সুতরাং সমস্ত রেখাটীর প্রতিবিম্ব চ ছ জ ঝ ঞ রেখার ন্যায় দেখাইবে। আবার নিম্নে দেখ ক্ল এই অক্ষরটী প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে।

নারীচরিত্রের গুণকীর্ত্তন।

ইয়োরোপের কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নারীচরিত্রের গুণানুবাদ করিয়া, যিনি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। স্ত্রীচরিত্রের এই সকল প্রশংসাপূর্ণ বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ অনেক চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হইবেন এবং ফলপ্রদ উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি—জর্ম্মণ গ্রন্থকার লেসিং। লোকে আমাকে যে সকল গুণে বিভূষিত বলিয়া আমার প্রশংসা করে, তৎসমস্তই আমি আমার মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি—আমেরিকার বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ [illegible] জন্ কুইন্স এডেমস্।

নারী সৃষ্টির মুকুটস্বরূপা—জর্ম্মণ দার্শনিক হার্ডার।

স্ত্রীলোক আমাদিগকে শিষ্টতা ও পবিত্রতা শিক্ষা দেন—ফরাসীস্ দার্শনিক ও নাটককার বল্‌টেয়ার।

বাইবেলে উক্ত আছে নারীর জন্য আমরা স্বর্গ হারাইয়াছি; কিন্তু যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব—আমেরিকার কবি হুইটিয়ার।

নারী যখন সম্পূর্ণ নারী জনোচিত গুণ মালায় বিভূষিতা হয়েন, তখনই তিনি পূর্ণাবয়বা নারী—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্।

সুন্দরী মহিলা অলঙ্কার স্বরূপা; সৎ-

স্বভাবসম্পন্না নারী হীরকের খনি—ইংরাজ উপন্যাসকার বুলুয়ার।

পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহার মূল স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে—ফরাসীস্ মহাপুরুষ লামার্টিন।

সাধারণতঃ কোন পুরুষ সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে চিরজীবন ধর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পারে না, কিম্বা ঈশ্বরভক্ত হইতে পারে না—জর্ম্মণ গ্রন্থকার বিক্টার।

ধর্ম্মভাবসম্পন্না সুন্দরী স্ত্রী সুগন্ধ-পূর্ণ পুষ্পের ন্যায় মধুর ও পবিত্র—জর্ম্মণ গ্রন্থকার হীন্।

পুরুষের অসংখ্য যুক্তি ও বিচার স্ত্রী-লোকের হৃদয়ের একটী কোমল ভাবের সমকক্ষ হইতে পারে না—বলটেয়ার।

পৃথিবীতে স্ত্রীর অপেক্ষা একটীমাত্র মূল্য-বান্ জিনিস আছে, তাহা মাতা—লিও পোলড্ সেফর।

দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দর পদার্থ পৃথিবীতে নাই—ধর্ম্মসংস্কারক লুথার্।

রমণী পুরুষের রবিবার, অর্থাৎ তাঁহার বিশ্রাম, আরাম ও আনন্দদায়িনী—মিক্‌লেট্।

নারী ভাল বাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না সে কার্য্যে তিনি কখনও সুখ ও সুসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেনা—ফুলার ওস্‌লি।

স্ত্রীলোক কুরূপা, অশিক্ষিতা, মূর্খা বা অসচ্চরিত্রা হইলেও কখন পুরু-ষের ঘৃণার উদ্রেক করেনা, কৃপাই উত্তে-জিত করিয়া থাকে—লুইডেস্ নায়েরস।

সংসারে দুইটী সুন্দর বস্তু আছে, রমণী ও গোলাপপুষ্প—মেলহারব্।

নারী সাধারণতঃ শক্তিহীনা ও দীনা, কিন্তু বিপদ ও সঙ্কটের সময় তিনি দেবীর ন্যায় তেজোময়ী ও ক্ষমতাশালিনী—বুলয়ার লিটন্।

আইনের যে শক্তি না আছে, স্ত্রীলো-কের নয়নে সে শক্তি আছে; বড় বড় জ্ঞানীপুরুষের যুক্তি ও বিচারের যে ক্ষমতা নাই, স্ত্রীলোকের অশ্রুবারির সে ক্ষমতা আছে—সেবিল্।

পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু স্ত্রীলোক কার্য্যকরী কবি; স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্, এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকেন—এমার্সন।

স্লেট্।

স্লেট বলিলেই অনেকের মনে হইবে অঙ্ক কসিবার ও লিখিবার স্লেট্। কিন্তু স্লেটের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। গৃহের ছাদ প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে [illegible]তঃ ইষ্টক বা টাইল্ ব্যবহার করা [illegible] য়ুরোপে টাইলের পরিবর্ত্তে

অনেক স্থলে স্লেটই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীর,সোপান ও মেজে প্রস্তুত করিতেও অনেকে স্লেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে স্নানের জন্য জলাধার ও জল নির্গমের প্রণালী স্লেট্ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্লেট্ যে একটী অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহা ক্রমে প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্লেট্ খনিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের মধ্যে গ্রেট্ব্রিটেন্, ইটালী ও ফ্রান্সে এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের নানা স্থানে স্লেটের খনি আছে। আমেরিকার পেন্সেল্ভিনিয়া প্রদেশে যে স্লেটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিস্তৃত স্লেটখনি।

যখন সর্ব্বপ্রথমে স্লেট খনির মধ্য হইতে বাহির করা হয়,তখন তাহা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রস্তর অপেক্ষা স্লেট অনেক নরম, তজ্জন্য উহা ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎখণ্ডে বিভাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পেন্সেলভিনিয়ার সুবৃহৎ স্লেট্ খনিতে নানা আকারে স্লেট্ বিভাগ করিবার জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ কার্য্যই কলেরদ্বারা সম্পাদিত হয়। আমরা স্লেট্ যেরূপ মসৃণ দেখিয়া থাকি, যখন খনি হইতে বাহির করা হয়, তখন উহার ঐ প্রকার মসৃণতা কিছুমাত্র দেখা যায় না। একটী বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা স্লেটকে মসৃণ করা হয়। স্লেট্ কাটিবার জন্য হীরকপ্রান্তবিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পেন্সেল্ভিনিয়ার যে স্লেট্খনির কথা উল্লিখিত হইযাছে, উহা যে ভূমিখণ্ডে অবস্থিত, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উহার অধিকারী উহার মূল্যস্বরূপ কেবল এক পিঁপামাত্র মদ পাইয়াছিলেন। ঐ জমীতে স্লেটের খনি আছে, তাহা তিনি অনুমান করিলেও ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্লেটের এত অল্প ব্যবহার ছিল যে তিনি উহার পরিবর্ত্তে এক পিঁপা মদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন নাই। উক্ত স্লেট্ খনির বর্ত্তমান অধিকারী উহা হইতে প্রতি বৎসরে একলক্ষ মুদ্রার অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন!

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটির বাবু মণিলাল মল্লিক কিছুদিন হইল দরিদ্র ছাত্রদিগের সহায্যার্থ একটী ফণ্ড স্থাপন করেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হ[illegible] তিনি তাঁহার জননীর স্মরণার্থ [illegible] "ব্রহ্মময়ী অনাথ ভাণ্ডার" স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন।

২। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিদ্যালয় হইতে ২৩ জন স্ত্রীলোক আইন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা "পিঞ্জরাপোল" সভায় ১,০০০৲টাকা দান করিয়াছেন।

৪। পার্লেমেণ্টের সভ্য পল সাহেব প্রস্তাব করেন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়-স্থানে এক সময়ে ইণ্ডিয়ান্ সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা হইবে। অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা গ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে এদেশের বালকেরা ঘরে বসিয়া বিলাত যাওয়ার উপকার পাইবে, তবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কিছু-কাল বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

বামা-রচনা।

হতাশে।

(১)
আশয়ে ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহুঃ! প্রাণে ছাইল হতাশ!
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেই খানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাঁশ!

(২)
সহসা তপন তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুসুম-মুকুল,
হায়রে সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙে গেল স্বপনের ভুল!

(৩)
আরতো সে ফুল ক'টী সোনালী লতায়,
দেখিবনা কখনো ফুটিতে,
আরতো সে শ্যামা পাখী বকুল পাতায়,
আসিবে না সে গীতি ঢালিতে!

(৪)
আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা,
আমি তারে কত ভালবাসি,
আর খুঁজিবে না বুঝি—নিতি খোঁজে যারা
কেন আমি কাঁদি, কেন হাসি?

(৫)
যে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
কহিবে না পরাণের কথা,
এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
শুধিবে না সে সব বারতা!

(৬)
ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
কাল্ পুনঃ আসিবে ঘুরিয়া,
আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
আসে না'ক কখনো ফিরিয়া!

(৭)
পলে পলে ক্ষ'য়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও 'খুলে তা' কহে না!

(৮)
অশনি, ভুজঙ্গ, বাঘ, যত হলাহল,
গড়ি বিভো! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটী কেবল,
কেন নাথ "হতাশা" গড়েছ?

(৯)
জীবন্ত শরীর দিলে জ্বলন্ত অনলে,
মরে নর যেই যাতনায়!—
অসহ হতাশ জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে,
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায়!

(১০)
ছুটিছে শ্যামাসুন্দরী কপোতাক্ষী নদী,
দুকূল উছলি ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি,
[illegible]প দিয়ে পড়িলে কি হয়?

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৩ সংখ্যা	শ্রাবণ—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স জর্জ্জ রাজকুমারী মের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সেণ্টজেম্‌স ধর্ম্মমন্দিরে এই শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লণ্ডনে আর কোন ঘটনায় এত জনতা কস্মিন্‌কালে কেহ দেখে নাই। জগদীশ্বর রাজদম্পতিকে চিরসুখী করুন্।

বিধবা-বিবাহ— আমেদাবাদ্ বিধবা বিবাহ সমিতির উদ্যোগে একটী জাঁকাল রকমের বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহিলাগণ বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলে[illegible]

রেলওয়ে বিস্তার—ভা[illegible] রেলওয়ে হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ দীর্ঘে ১৫৬৯৪ মাইল।

ডাক্তারী-পরীক্ষা — শ্রীমতী নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী কলিকাতার ক্যাম্বেল স্কুলের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা— আগামী এম এ, বি এল ও ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা ২০এ নবেম্বর হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং এফ এ, বি এ, পরীক্ষা ২৬এ ফেব্রুয়ারি হইতে হইবে। প্রশ্নদাতা পরীক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

টাউনহল সভা—গত ২২এ আষাঢ় বুধবার কলিকাতার টাউন্ হলে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সিবিল সার-বিস পরীক্ষার প্রস্তাব সমর্থন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

শ্যামফরাসী যুদ্ধ — মিনাম নদীর মুখে ফরাসী ও শ্যামসৈন্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ফরাসীদিগের ৫ জন হত হইয়াছে, শ্যামবাসীদিগের হতাহতের সংখ্যা ৩০ জন। ব্যাঙ্কক নগরবাসিগণ সশস্ত্র হইয়া নগর রক্ষা করিতেছে।

দান— নাভার রাজা লাহোরের দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ ফণ্ডে ৪১০০ টাকা দিয়াছেন। (২) সহৃদয়া কুচবিহারের মহারাণী এ বৎসরও ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের প্রায় ৬০০ রোগীর জন্য বোম্বাই আম্র, আনারস, সন্দেশ ও বাতাসা প্রদান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ — কামরূপে ইতিমধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে এখনও আমন ধান্যের বীজ তৈয়ার হইতেছে না, চাষের বিষম ব্যাঘাত, এবারও যে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা।

দুর্ঘটনা —বিক্‌টোরিয়া নামক মহারাণীর জাহাজ জলমগ্ন হইয়া ৭১৮ জন আরোহীর মধ্যে ১৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশসূচক সংবাদে লণ্ডনবাসিগণ ও কমন্স সভা শোকাকুল হইয়াছেন।

পুরাণ কথা।

সৌভরি চরিত। *

সৌভরি নামে এক মহর্ষি সলিলে অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি যে জলমধ্যে থাকিতেন, তথায় এক বৃহৎ মৎস্য, পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া সুখে বিচরণ করিত। এই মৎস্য-সংসর্গে বাস করায় জিতেন্দ্রিয়, সংসার-ত্যাগী, বিবেকী, মোক্ষকাম মহর্ষির মন বিচলিত হইল; তিনি একদিন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! এই মৎস্যরাজ পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কি সুখেই দিনযাপন করিতেছে! অতঃপর তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে নিতান্ত বাসনা করিলেন, এবং কঠোর তপস্যা পরিহারপূর্ব্বক সদ্বংশজা কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পঞ্চাশটী অবিবাহিতা কন্যা আছেন জানিতে পারিয়া, জরাগ্রস্ত মহর্ষি সৌভরি সেই রাজসভায় উপনীত হইলেন, মহামতি মান্ধাতাও তাঁহাকে

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই সৌভরি চরিত লিখিত [illegible]

সসম্মানে পূজা করিয়া অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণ করিয়া মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "মহারাজ! আপনার পঞ্চাশটী কন্যা অবিবাহিতা আছেন, তন্মধ্যে একটী বিবাহার্থে আমাকে প্রদান করুন্।" মহর্ষির বাক্য শ্রবণে মহারাজ মান্ধাতা ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় হতচেতন হইলেন। পরে আত্মসংযম পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই জরাজীর্ণ মহর্ষি যে এমন প্রার্থনা করিবেন তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই, আর সেই সুকুমারী রাজ-কন্যাগণের মধ্যে কাহাকেই বা এই বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিব? ইত্যাদি অনেক চিন্তার পর মহর্ষিকে বলিলেন, "ভগবন্! কোন সদ্বংশজ পাত্রকে কন্যার ইচ্ছানুসারে প্রদান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম, এইরূপ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কুল-ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" সৌভরি বলিলেন—"মহারাজ! আমাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন, যদি আপনার কোনও কুমারী স্বইচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনি সেই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিবেন, নতুবা আমি বিবাহের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া একজন কঞ্চুকীকে সঙ্গে দিয়া মুনিবরকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কঞ্চুকী রাজঅন্তঃপুরে মুনিবরকে লইয়া গিয়া রাজকন্যাগণকে বলিল,—"এই সকলের মধ্যে যদি কেহ এই মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহারাজ তাঁহাকে এই মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" কঞ্চুকীর বাক্য শেষ হইলে রাজকন্যাগণ সকলেই মুনিবরকে পতিত্বে বরণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মান্ধাতা বিষণ্নমনে সৌভ-রিকে পঞ্চাশৎ কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পঞ্চাশটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পঞ্চাশ ভার্য্যার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মান্ধাতা কন্যা-গণকে আপনার মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করিতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কন্যাগণের অবস্থা মনে মনে কল্পনা করিয়া নিতান্ত শোকে দুঃখে অধীর হইয়া মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় গিয়া মনোহর সৌধাবলী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার একটী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, অমনি সানন্দে তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! আমার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেমন আছ? সেই কন্যা বলিল "পিতঃ! এখানে পরম সুখে আছি, কেবল পিতৃমাতৃবিরহ জন্য যাহা কিছু কষ্ট!" এইরূপে মান্ধাতা প্রত্যেক কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা করায় সকলেই ঐ এক কথাই বলিল। পরে রাজা সানন্দ অন্তরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ

করিয়া প্রীতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কালক্রমে মহর্ষির পঞ্চাশ ভার্য্যা এক শত পঞ্চাশ পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিবর সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে ইহাদের বিবাহ দিব, অনন্তর তাহাদের পুত্রাদি হইলে আমি পুত্র পৌত্র বেষ্টিত হইয়া মৎস্যরাজের ন্যায় সুখে কালহরণ করিব।

এইরূপে সৌভরি আপন জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কিছু দিন সংসার সুখে অতিবাহিত করিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি আপন দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমার মোহ কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে! অনন্ত আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে চায় না, একটী আশা পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী নুতন আশা আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। এই আশাই মনুষ্যের সকল দুঃখের আকর। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! সঙ্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হেতু জলজন্তু মীনের সহবাসেই আমার এই সংসার-সুখাভিলাষ অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল; আমি বিবাহ করিয়া নিজের আর পঞ্চাশটী শরীর বৃদ্ধি করিলাম, অতএব সংসার-বন্ধন-মমতার আকর পরিজনগণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে! অল্পসিদ্ধের কথা দূরে থাকুক যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণও কুসংসর্গ দোষের হাত এড়াইতে পারেন না। এখন আমার জ্ঞানোদয় হইল, নিঃসঙ্গই মুক্তির মূল, এখন নিঃসঙ্গ হইয়া তপশ্চারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অনন্তর সৌভরি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাগণের সহিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন।

যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক এই সৌভরি চরিত শ্রবণ, অধ্যয়ন, স্মরণ বা অনুশীলন করেন, তাহার অসৎ সঙ্গে বাঞ্ছা থাকে না, অসৎ কার্য্যে ইচ্ছা হয় না ও পরমার্থ ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্তুতে মমতা জন্মে না।

কু, রা।

কয়খানি চিঠি।

১নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু।

প্রণামানন্তর নিবেদন—

আপনি অবগত আছেন যে আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র এবারে এল, এ, পাস্ করিয়াছেন; যখন তিন বার ফেল্ হইয়া এবারে পাস্ করিয়াছেন, তখন বি, এ, পাস করিবার ভরসা আমরা বড় করি না; সুতরাং তাহার বিবাহ [illegible] শীঘ্রই আবশ্যক। এ দিকে আমরা [illegible] বিপদে পড়িয়াছি। শুনিয়া

থাকিবেন, "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ায়" এই রকম গোচের কতকগুলি বাবু "বঙ্গ-হিত-সাধিনী" নামে এক সভা করিয়াছেন; পুত্রের বিবাহের সময়ে টাকা কড়ি লওয়া নিবারণ করাও সে সভার এক উদ্দেশ্য। সম্প্রতি শ্রীশবাবু আমাদের বাড়ীর বাবুকে সেই সভায় লইয়া গিয়াছিলেন; আমাদের বাবু নিতান্ত ভাল মানুষ, সেখানে অনেক বড় লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, চক্ষুলজ্জার দায়ে সেই সভার এক "সভ্য" হইয়াছেন। এখন হেমচন্দ্রের বিবাহের সময়ে তিনি কন্যাকর্ত্তাদিগের কাছে টাকা চাহিতে পারিতেছেন না, আবার চিরদিনের আশা যে "মাটী" হইয়া যাইবে ইহাও প্রাণে সহিবে না! সভাই বলুন, সমিতিই বলুন, আপনার ক্ষতি করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কাজ; আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। তবে পরকে যথাসাধ্য উপদেশ দিতে বাবু কখনও ত্রুটি করিবেন না। যাহাহউক আপনার নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন, যে সকল বাবুর নিকটে বিবাহার্থী পুত্রের পিতাকে টাকা চাহিয়া লইতে না হয়—নিজেরা সাধিয়াই কন্যা জামাতাকে দশ হাজার, বা'র হাজার টাকা দান করেন, তাঁহাদেরই একজনের কন্যার সহিত আমার হেমচন্দ্রের শুভসম্বন্ধ স্থির করিবেন। তাহাহইলেই আমাদের দুইকুল বজায় থাকে। এ গোপনীয় পত্র—খুব সাবধানে রাখিবেন [illegible] বিদায়ের সময়ে আপনার প্রতি যে বিশেষ বিবেচনা করা যাইবে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। নিবেদনমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী—
শ্রীশরৎশশী মিত্র।

২নং চিঠি—শ্রীমতী জয়মণি দেবী,
ঘটকী ঠাকুরাণী
শ্রদ্ধাস্পদাসু।

নমস্কারান্তে নিবেদন—

বলি, ঠাকুরাণি! আপনার আক্কেলটা কি? আমিতো মেয়ের মা নই, যে লোকে যা' বোল্‌বে, তাই কোর্‌বো। আমার যতীন তিন্‌টে পাশ কোরেছে; তার জন্য মেয়ে দেখার তাড়াতাড়ি কি? আপনি লিখেছেন "নরেন্দ্র বাবুর মেয়েকে দেখে যতীন পছন্দ করেছে।" আমিতো "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" দিতে বসি নাই, তবে ছেলে মেয়ের মতামত জান্‌তে এত মাথা-ব্যথা কেন? যদি দেনা পাওনা স্থির হয়, মেয়ের বাপ যদি যতীনের মতন ছেলের উপযুক্ত ব্যয়ভূষণ কোর্ত্তে পারেন, তাহলে মেয়ে দেখা, পাকাপাকি করা, সবই ঠিক্ হবে। আসল কথাটা আগে, না আলাত পালাত কথাগুলো আগে? তাই বোল্‌চি, আপনি দেনা-পাওনা আগে ঠিক্ করিয়া এখানে আসিবেন; যেমন বিবেচনা হয় তাহা করিব। যতীন যাঁহার সন্তান, তিনি

পরলোকে, কিন্তু যতীনের জমিদারি তো আছে। নিবেদন ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—
যতীনের মা—
শ্রীসরোজিনী দেবী।

৩নং চিঠি—শ্রীমতী ঘটকিনী ঠাকুরাণী

মহোদয়াসু।

প্রণাম জানিবেন। শ্রীমান্ শরতের জন্য "কি রকম কন্যা আবশ্যক" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এজন্য লিখিতেছি। আমরা নগদ টাকা কড়ি চাহি না; মেয়ের বাপ একজন জজ, হাইকোর্টের উকিল, আসিষ্ট্যান্ট বা পুরাতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিদেন কোন খ্যাতনামা ডাক্তার হওয়া চাই; তাঁহার কেবল একটী মাত্র কন্যা (অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একটী মাত্র কন্যা) থাকা চাই; মেয়েটী সুশীলার মত উঁচু হওয়া চাই; রঙ্ সরলার মত দুধেআল্তা ফর্সা হওয়া চাই; চোক্ দুটি আমাদের পুঁটীর চোখের মত "নীলপদ্ম" হওয়া চাই; মুখখানি সরলাদের বউএর মত "শতদলপদ্ম" হওয়া চাই; হাসিটুকু মৃণালের হাসির মত মধুমাখা চাই; হাত পায়ের তেলো গোলাপফুলের মত গোলাপী হওয়া চাই; গড়নটী যোগেন কাকার সেজ মেয়ের মত গোলা'ল ও নরম নরম চাই; চুলগুলি সুকেশিনীর চুলের মত ঠিক্ হওয়া চাই; গলার স্বর আর কথার ধরণ, আমাদের ইন্দুর মত মিঠে মিঠে হওয়া চাই; হাঁটনটি চারুবালার মত "গজগমনে" চাই; মোটের উপরে মেয়েটী পুরাণকথার "তিলোত্তমা" অথবা উপকথার পরীরাণী হওয়া চাই; মেয়ের লেখাপড়া জানা চাই; শিল্প চিত্র, হার্মোনিয়ম ও পিয়ানো বাদনে নিপুণতা চাই; মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গে হীরা, মুক্তা, জড়াও গহনা চাই; এরই উপযোগী পোষাক কাপড় চাই; ছেলের বরসজ্জা সব সোণা, রূপা চাই; বরাভরণ সব হীরা মুক্তা চাই; আর আর যাহা চাই তাহা "উনি" বাড়ী আসিলে লিখিব। তবে আমরা এমন ছোট লোক নই, যে "নগদ টাকা চাই" বলিয়া কন্যাকর্ত্তাদিগকে পীড়ন করিব! ছি! সে ভারি লজ্জার কথা! নিবেদনমিতি।

অনুগতা—
শ্রীসুহাসিনী রায়।

৪নং চিঠি—পূজনীয়া শ্রীমতী ঘটকী ঠাকুরাণী—

পূজনীয়াসু।

আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা, গোপালের বিবাহের জন্য আপনাকে কি রকম মেয়ে দেখিতে বলিয়াছেন তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীলের বিবাহ কেবল টাকার লোভে দিয়া এখন অন্তর্[illegible] জ্বালায় আমিই পুড়িয়া মরি-

তেছি। এমন বউ হইয়াছে যে—তাহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিলাম না, এমন ছেলেটী পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়িয়া যাইতেছে! দোহাই ঠাকুরাণি! আপনার পায়ে পড়ি, আমার গোপালের জন্য একটী সুশ্রী, সুশীলা ও সুলক্ষণা মেয়ে আনিয়া দিবেন। আমার শ্বশুর ঠাকুর যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমার বাছারা তাহাই ভগবানের দয়ায় ভোগ করুক; বউ গরিবের মেয়ে হইলেও বা কি? আমাদের শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"; অতএব আমি ঘরকন্নায় সুখী হইতে পারি, মেয়ে না হওয়ার ক্ষোভ মিটাইতে পারি, আমাকে এই রকম একটী মেয়ে খুঁজিয়া দিবেন। কর্ত্তামহাশয় যদি টাকার মমতায় একটা "শ্বাশুড়ীজ্বালানী" মেয়ে আনিতে বলেন, তাহা আপনি কখনই শুনিবেন না। আমি সুশীলের বিবাহ টাকা পয়সার সহিত দিয়াছি—গোপালের বিবাহ দিয়া মনের মত বউ আনিব। আপনি ইহা মনে রাখিবেন, আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব। নিবেদনমিতি।

প্রণতা—

শ্রীবিনোদিনী সরকার।*

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

(৩৪২ সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব অর্থাৎ সহোদর সহোদরাদিগের স্নেহ মমতা বর্দ্ধন করা। যে ব্যক্তি একান্ত আত্মীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে না পারে, সে পারিবারিক, সামাজিক অথবা বিশ্বজনীন কর্ত্তব্যপালন করিবার অযোগ্য —যোগ্য হইলেও তাহা—একরূপ নিষ্ফল বলা যাইতে পারে। এই কারণে আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব; সহোদর সহোদরার স্নেহবর্দ্ধন পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এক প্রধান সহায়। এজগতে সহোদর সহোদরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উভয়ের জন্ম একই গর্ভে, উভয়ের লালন পালন একই হস্তে, উভয়ের জীবন রক্ষা একই স্নেহে। এরকম স্বাভাবিক সহযোগিতা জগতে আর নাই, স্বাভাবিক এরূপ স্নেহ মমতাও জগতে আর বেশী নাই। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে একান্ত ব্যবধান হইয়া থাকে। ভগিনীকে অপরের হস্তে দিয়া জন্মের মত "পর" করিতে হয়;

---

* এই চিঠি কয়খানি ঘটকী ঠাকুরাণীর "ত্যাজ্য সম্পত্তি" বিবেচনায়, প্রকাশ করিতেছি। ছেলের মা'র চিঠিগুলি দেখিয়া যদি কোনও মেয়ের মা উপকৃতা হন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থা হইব।

জনৈক "প্রকাশিকা।"

ভ্রাতার গৃহ, সম্পত্তি, বা গোত্রে ভগিনীর কোনও অধিকার থাকে না। পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, তাঁহার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি পোষ্য বর্গের জন্য, ভগিনীর জন্য নহে। ভগিনীরও গৃহধর্ম্ম তাঁহার স্বামী ও শ্বশুর কুলের জন্য, ভ্রাতার জন্য নহে।* এই কারণে প্রাপ্তবয়সে ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ মমতা কতকদূর শিথিল হইতে পারে। মন সর্ব্বদা যাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করে, প্রায় প্রতিকার্য্যেই যাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, যাঁহাদিগের উপরে সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা সমস্তই নির্ভর করে, সাধারণতঃ মানব-হৃদয় তাঁহাদিগের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাই ভ্রাতার নিকটে তাঁহার প্রতিপালিত পরিবারবর্গ অধিকতর স্নেহ মমতা প্রাপ্ত হন, আর ভগিনীর নিকটে তাঁহার শ্বশুর কুল অধিকতর আত্মীয় বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীতে যতই পার্থক্য হউক না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনী নহিলে ভ্রাতার চলে না, ভ্রাতা নহিলে ভগিনীর চলে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় মাতার অধিকার নাই, স্ত্রীর অধিকার নাই, কন্যার অধিকার নাই, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কেবল ভগিনীই অধিকারিণী। তাই এই দিনে ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে! এই দিনে মনে পড়ে দুই জনের দেহ একই উপাদানে গঠিত, দুই জনের দেহে একই জীবনী, দুই জন দুয়ে এক একে দুই! "ভ্রাতা ভগিনী" বলিতে দুইজন দুই-জনেরই বুঝায়।—বৌদিদীরা শুনিলে কি বলিবেন জানিনা, আমি যেন ঠিক্ বুঝিতে পারি, দাদা ও আমি এক বোঁটায় দুইফল, এক শরীরের দুই ছায়া! "ভ্রাতা" বলিতে ভগিনীর হৃদয় কি এক স্বর্গীয় ভাবে—কি জীবন্তভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি, লিখিতে পারিনা; লিখিয়া সে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারি না, তাহা কেবলই অনুভবনীয়!

এজগতে ভগিনীর ভালবাসা অমূল্য ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সেই ভালবাসা ভগিনীর হৃদয়ে। ভ্রাতার গৃহে বাস না করিয়া ভ্রাতার সহিত সাংসারিক কোনও সহযোগিতা না রাখিয়া, ভ্রাতার সুখ দুঃখে ভগিনীর হৃদয়ের পূর্ণ সহানুভূতি। এইখানে ভগিনীজীবনের বিশেসত্ব। এইখানে ভগিনী স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির উপরেও স্থান পাইতে পারেন। সহৃদয় আর্য্যগণ এ স্বর্গীয় ভালবাসা বুঝিয়াছিলেন; পাছে সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া এই স্বর্গীয় ভালবাসা উপযুক্তরূপে বিকসিত না হয়, পাছে ভ্রাতা, ভগিনীর ভালবাসার প্রতিদান করিতে বিমুখ হন, সেই আশঙ্কায় ঋতু-পরিবর্ত্তন সময়ে, হেমন্তের প্রথম মাসে পীড়িত ভ্রাতাদিগের (কার্ত্তিকমাসে আমা-

---

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য। বিধবা বা পতিত্যক্তা ভগিনীরা ভ্রাতৃগৃহে বাস করিয়াও থাকেন; সে সকল ঘটনা অবস্থা ক্রমেই হয়। [illegible]শঃ।

দের দেশে পীড়ার কিরূপ প্রাতুর্ভাব তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন) দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। "জামাই ষষ্ঠী" ভদ্রতার জন্য বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আমের সময়ে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রাণের টানে বলিয়া কার্ত্তিক মাসে, রোগের বাড়াবাড়ি সময়ে। এই সময়ে যে ভগিনী ভ্রাতাকে পূজা করিয়াছেন, যে ভ্রাতা ভগিনীর সেই প্রাণভরা ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনীর জীবনের বিমল সুখ তাঁহারাই উপভোগ করিয়াছেন! ভাই ভগিনী বিধাতার যে কি অমূল্য দান, তাহা সেই এক মুহূর্ত্তে উভয়েই বুঝিয়াছেন! সে সময়ে পাষাণও গলিয়া যায়। তাই বলিতেছি যতদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রহিবে, ততদিন ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়পূর্ণ মমতাও রহিবে; রহিবে বলিয়াই আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পারিবারিক সদ্ভাব। ব্যক্তিগত ভাবের পরেই পারিবারিক ভাব। সহোদর সহোদরার কর্ত্তব্য পালিত হইলে, পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহায়তা। হিন্দুজাতি জ্যেঠা খুড়া হইতে মেসো পিসা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের সহিতও একান্নভোগীরূপে বাস করেন। সকল মানবের প্রকৃতি কখনও একরূপ হয় না, বিশেষতঃ হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি, কুপ্রবৃত্তি সকল নিয়তই অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মানবের সংযমন শক্তি অল্পতা দেখিলেই ইহারা মানব মন অধিকার করিয়া বসে। এই কারণে যেখানে বহুপরিবার, সেই খানেই প্রায় মত-বৈষম্য; তাহারই ফলে বিবাদ বিসংবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া পারিবারিক শান্তিকে একেবারেই দূর করে! কিন্তু অপক্ষপাতিতা, অমায়িকতা ও সমদর্শিতা যে গার্হস্থ্য সুখ শান্তির প্রধান উপায়, এ কথা নীতিজ্ঞ হিন্দু, প্রেমিক হিন্দু বিশেষরূপে জানিতেন; তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে উলটিয়া পালটিয়া এই কথাগুলি বার বার লিখিয়াছেন; এই কথাগুলি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইতেও হৃদয়ঙ্গম হইবার আশয়ে তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতাকে আগে জ্যেঠতুত ভগিনী ইত্যাদির হস্ত হইতে এবং সকলের শেষে সহোদরা ভগিনীর হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সহোদরার যে গৌরব সে গৌরব তো রহিলই, লাভে অন্যান্য ভগিনীরা পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সহোদর সকলের ভাগ্যে সম্ভব হয় না, কিন্তু আর্য্যগণের সদ্বিবেচনায় কোনও ভগিনী দুঃখিতা বা ঈর্ষ্যাপরায়ণা হইতে পারেন না। যতই পর হউন না কেন, যতই দূর সম্পর্কীয় হউন না কেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে সকল ভাইভগিনীই সহোদর সহোদরা স্থানীয়। ভালবাসাতেই পর আপন হয়, মিত্র হয়। পরকে আপন করিতে না পারিলে—অন্য জাতির যাহাই হউক হিন্দু জাতির গার্হস্থ্যধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

প্রেমিক হিন্দু আর্য্যগণ ইহা জানিতেন বলিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকেও পারিবারিক সদ্ভাব শিখাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের এত সৌজন্য, পর তাঁহাদের আপন হইবে না কেন?

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তৃতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক সদ্ভাব—পরিবারের পরে সমাজই মানবের অবলম্বনীয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতাভগিনী সম্পর্কীয় সামাজিক নরনারী মাত্রেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য করিতে পারেন। মৌখিক সম্পর্কেও ইহা আচরিত হয়। আর্য্যগণ বলিয়াছেন —

"সর্ব্বাসু ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং"

সকল সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ সহোদর সহোদরার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইলে মানব সমাজের কি কল্যাণ সাধিত না হয়? ভালবাসার সীমাবিস্তারে মানব-হৃদয়ের মহত্ব। দয়া, ক্ষমা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণগুলির ন্যায় ভালবাসাও গৃহ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে—হইলেই মানবসমাজ দেবসমাজ হইতে পারে। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার মত পবিত্র স্বার্থশূন্য ভালবাসাই প্রকৃত সামাজিক ভালবাসা। এইরকম ভালবাসা যতই বাড়িবে, সমাজেরও তত উন্নতি হইতে থাকিবে। এই ভ্রাতা ভগিনী ভাব বিস্তৃতির আশয়েই আর্য্যগণ ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্কীয় ব্যক্তি মাত্রের জন্যই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভাই ভগিনীর ভালবাসা যে সামাজিক ভালবাসার আদর্শ একথা একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মাতা পিতা আমাদের ভালবাসার আদি ও সর্ব্বোচ্চ স্থান, কিন্তু মাতাপিতাকে বাস্তবিক নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়াছি কি না তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা আমাদিগকে প্রাণপণে লালনপালন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের প্রাণপূর্ণ স্নেহ মমতার একবিন্দু অভাব হইলে আমাদিগের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, আমরা মনুষ্যহৃদয়ে তাঁহাদিগকে ভক্তি না দিয়া থাকিব কি করিয়া? আরও শিক্ষক ছাত্র, উপকারী উপকৃত, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতির ন্যায় সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে অন্য কেহ কাহারও পিতামাতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইতে পারে না। ভালবাসার মধ্যবিন্দু দম্পতী। এরূপ অলৌকিক আকর্ষণবিশিষ্ট ভালবাসা জগতে আর নাই, এরূপ এক জীবনে দুই দেহ আর নাই। কিন্তু ইহাঁদিগের ভালবাসা স্বার্থশূন্য কিনা তাহা বুঝিতে পারা অসম্ভব। ভরসা করি এই কথায় পবিত্রতম দাম্পত্য সম্বন্ধের অগৌরব করা হইতেছে না, কারণ আমরা বলিতেছি আমাদের দেশে ভার্য্যাগণ স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী, আশ্রিতা, পালিতা ও সেবিকারূপে থাকেন। অতএব যাঁহাদের পরস্পরকে লইয়া প্রতিপলকেই প্রয়োজন, সকল বিষয়েই যাঁহাদিগের সহযোগিতা, তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসার কতটুকু স্বার্থপূর্ণ কতটুকু নিঃস্বার্থ, তাহা বুঝিব কি করিয়া?

বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা ব্যক্তিগত ভালবাসা; উহা কেবল স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্তব্য। পারিবারিক ভালবাসার শেষ সীমা সন্তান। কিন্তু বাৎসল্য বা স্নেহ অতুলনীয় হইলেও তাহা সামাজিক সাধারণ জিনিস নহে; তবে ব্যক্তি বিশেষের উপরে ব্যক্তি বিশেষের সন্তানবৎ স্নেহ জন্মিতে পারে। তাই বলিতেছি ভাই ভগিনীর ভালবাসা সমাজিক ভালবাসার আদর্শ। ভ্রাতা ভগিনী হইতেই লোকের নিঃস্বার্থ ভালবাসার আরম্ভ। শিশু ভাই বালিকা ভগিনী, কেহ কাহারও বিশেষ কিছুই সাহায্য করে না, তথাপি উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা দেখা যায়। এই ভালবাসা চিরকালই স্বার্থশূন্য। ভাই ভগিনীদিগের পরস্পরকে ভালবাসিয়াই সুখ; কোনও দিন ভালবাসা ফিরিয়া চাহিবার আবশ্যক হয় না—অবকাশ হয় না। প্রাপ্ত বয়সে পুরুষের সুখ দুঃখে তাঁহার সহযোগিনী সহভোগিনী ভার্য্যার হৃদয় যেরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করে, শতদূরবর্ত্তিনী সর্ব্বথা অনধিকারিণী ভগিনীর হৃদয়ও সেইরূপ অনুভব করে। তবে বৌদিদিদের আবশ্যক হইলে বিয়াশি সিক্কা ওজনের মুখ ঝাম্‌টা দিতে পারেন, এক নিমেষে পঞ্চমে উঠিতেও পারেন, বা এ সকলের চেয়ে গুরুতর বিধিও প্রবর্ত্তন করিতে পারেন; বৌদিদিদের অনেক রকম আবশ্যকও হয়, অনেক রকম অধিকারও আছে; ভগিনী কিন্তু ভাইকে ভাল বাসিয়াই পরিতৃপ্ত; ভ্রাতা যতদূরেই থাকুন তাঁহার মঙ্গলেই ভগিনীর মঙ্গল। আবার ভগিনী পরের গৃহিণী, পরের পরিচর্য্যায় নিরতা, ভ্রাতা তাহাতেই সন্তুষ্ট; ভগিনীর সুখ্যাতি শুনিয়া, মঙ্গল জানিয়া ভ্রাতা কৃতকৃতার্থ। এই রকম ভালবাসাই তো সামাজিক ভালবাসা, ভ্রাতা ভগিনীই তো সমাজ গৃহের ভিত্তি। স্ত্রী পুরুষ লইয়াই মানবসমাজ গঠিত; হিন্দু সমাজের রীত্যনুসারে সামাজিক নরনারীগণ বিশেষ কারণ ব্যতীত পরস্পরের সম্মুখীন না হইলেও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। তাই সামাজিক নরনারী ভ্রাতৃত্ব ভগ্নীত্বে অভ্যস্ত হইয়াই সামাজিক কর্ত্তব্য অনায়াসে পালন করিতে পারেন। নরনারীর পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সদ্ব্যবহার, অবস্থা ও উপযোগিতাক্রমে পরস্পরের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলের সহায়তা করা, এই সকল কার্য্য সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। সামাজিক কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মানবসমাজ পশুসমাজ হইয়া পড়ে। অতএব সামাজিক নরনারী যদি ভ্রাতৃভাবে ভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য অতিসহজে পালিত হয়। ভ্রাতা বলিতে আমাদিগের মনশ্চক্ষে, আত্মত্যাগী ন্যায়পরায়ণচেতা, পবিত্র এক দেবকুমার আবির্ভূত হন; ভ্রাতৃমূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। আর "ভগিনী" বলিতে আত্মবিস্মৃত ভালবাসা ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী

ত্তরী আমাদের মনশ্চক্ষে বিরাজ করেন, ভগিনী মূর্ত্তির আদর্শ এই রকম। সামাজিক নরনারীদিগকে ভ্রাতৃ ভগ্নীর পবিত্র মূর্ত্তিতে সাজাইবার পক্ষে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া অপূর্ব্ব কৌশল। হিন্দু মহিলাকে যিনিই "ভগিনী" সম্বোধন করিতে পারেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় তিনিই সহোদর স্থানীয়। ভ্রাতৃ-স্নেহো-দ্বেলিতা হইয়া হিন্দুমহিলা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁহার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করেন; এরকম সহজে এমন পরার্থপরতা আর কোথায় শিক্ষা হয় বলতো? সামাজিক নরনারীকে সদ্ভাব শিখাইবার এমন কৌশল আর কি দেখিয়াছ বলতো? (ক্রমশঃ)

মহারাণী সীতাবিলাস।

(৩৪২ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর)

দেবজম্মনীর স্বামী মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের পাঁচ বিবাহ। ইনি চতুর্থা ভার্য্যা ও বন্ধ্যা ছিলেন। সুতরাং মহারাজের জীবদ্দশায় প্রাচ্য দেশে সপত্নী-সহবাসে হিন্দু রমণীকে যেরূপ অসুখের জীবন কাটাইতে হয়, ইহাঁকেও সেইরূপ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মহারাজের স্বর্গলাভের পর ইহাঁর প্রভূত প্রতাপ বালার্কের ন্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার আদেশের কাঠিন্য, কথার গুরুত্ব, শুধু তাঁহার পরিবার মধ্যে নয়, নগরবাসী সকলে সমভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাঁর নিজের কোনও সন্তানসন্ততি হয় নাই। মহারাজ চামরাজ উদয়ার ইহাঁর দত্তক পুত্র। দত্তক পুত্রের ছেলে গুলিকে ইনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে কিরূপে কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন—যেখানে তীব্র শাসন আবশ্যক, সেখানে তাহা করিতেন, যেখানে যেখানে মিষ্টকথা, মধুর ভাব, বশ্যতা স্বীকার একান্ত আবশ্যক তাহার কোনও মতে অন্যথাচরণ করিতেন না। মহারাজরাণী শাসনকর্ত্রীর যে যে গুণ অতি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। যদিও ইহাঁর স্বভাব কথঞ্চিৎ তীব্র ছিল, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি মিষ্টভাষিণী, সদালাপিনী ও দয়ালুচিত্তা ছিলেন। উন্নত অবস্থায় লালিতা পালিতা হইয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে ইহাঁর অন্তর এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে, ইনি পর্ণকুটীরবাসী নরনারীর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা সকলের—সকলের কেন প্রায়ই থাকে না, যদি থাকিত, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইত। সুতরাং মহিসূরে দুরবস্থাক্লিষ্ট

এমন কোনও লোক ছিল না যে ইহাঁর সাহায্য না পাইয়াছে। সংক্ষেপে ইহাঁর দানশীলতার এইমাত্র আভাস দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে, উক্ত রাজ্যে ২৫০।৩০০ পরিবার প্রতিমাসে ইহাঁর নিকট হইতে সাহায্য পাইত। যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, তখন তিনি একদিন তাঁহার অনুগৃহীত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে এক একজন করিয়া নিকটে ডাকিয়া বলেন যে, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ছিল, তদনুযায়ী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি দুঃখিতা আছেন। তিনি এক্ষণে তাহাদিগের প্রত্যেককে ফল ও পুষ্প ও এক এক মুষ্টি টাকা দান করিয়া জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজধর্ম্মোচিত কর্ম্ম ইহাঁ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল! "সীতাবিলাস অগ্রহার" নামে যে অষ্টাদশ বাটী সম্প্রতি বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া ও চাম রাজেন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া তৎসমস্ত তাহাদিগকে দান করিতে আদেশ দেন। তাহাই হইল। আরও অনেক বাটী নির্ম্মিত হইয়া এইরূপে বিতরিত হইবে, আর এই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটি একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তরুভিখারীতে তিনি যে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন, তিনি বা তাঁহার পুত্রাদি যদি কেহ জীবিত থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঐরূপ দান করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

তাপমান যন্ত্র।

উষ্ণতার ইতরবিশেষবশতঃ জড় বস্তুদিগের আয়তনের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যই উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত ও শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। অতএব যদি কোন বস্তুর প্রসারণ ও আকুঞ্চনের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাহইলে উহার উষ্ণতা অনুষ্ণতারও পরিমাণ অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, এই উপায় অবলম্বন করিয়াই তাপমানযন্ত্র (Thermometer) সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় সকল প্রকার দ্রব্য দ্বারাই তাপমান যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে; কিন্তু কঠিন বস্তুদিগের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প ও বায়বীয় বস্তু সকলের বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক বলিয়া সচরাচর তরলদ্রব্য দ্বারাই তাপমানযন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তরল বস্তুদিগের মধ্যে পারদ ও সুরাসার এই দুইটী তাপমানযন্ত্র নির্ম্মাণার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কেননা সমধিক উত্তপ্ত না হইলে পারদ বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত শীতল হইলেও সুরাসার জমিয়া যায় না।

অন্যান্য তাপমান অপেক্ষা পারদ-

[illegible] তাপমান সমধিক প্রচলিত। পারদ-তাপমান নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটী সরল, সূক্ষ্ম ও সমছিদ্রসম্পন্ন কাচনালী লইয়া তাহার এক প্রান্তে একটী কন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তর কন্দ ও দণ্ডের কিয়দংশ পারদপূর্ণ করিয়া উত্তাপ-দিতে হয়। তাপনিবন্ধন যখন পারদ ফুটিয়া উঠে এবং তাহার বাষ্পদ্বারা নলের অভ্যন্তর হইতে বায়ু ও জলীয়-বাষ্প নিরাকৃত হইয়া যায়, তখন অপর প্রান্ত দ্রবীভূত ও রুদ্ধ করিয়া উষ্ণতানুষ্ণ-তার পরিমাপক চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, (Melting ice) ক্ষয়মাণ তুষার ও স্ফুটনশীল জলের (boiling water) উষ্ণতা সকল স্থানে ও সকল কালেই সমান, এই নিমিত্ত ইহাদিগের উষ্ণতানুষ্ণতা অবলম্বন করিয়া তাপমান যন্ত্রের চিহ্ন সকল অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাচনালীকে ক্ষয়মাণ তুষার-চূর্ণ মধ্যে নিমগ্ন করিলে অভ্যন্তরস্থ পারদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পরিশেষে যে বিন্দুতে স্থির হয়, তথায় আর একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হয়। যেরূপ হস্ত পদাদির দৈর্ঘ্যকে একক ধরিয়া যাবতীয় দ্রব্যের দৈর্ঘ্য মাপা যায়, তদ্রূপ যে উষ্ণতা দ্বারা তাপমান যন্ত্রের পারদ একচিহ্ন হইতে অপরচিহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তদ্দ্বারা সকল দ্রব্যের উষ্ণতানুষ্ণতা পরি-মিত হইয়া থাকে। আরও যেরূপ ফুট পরিমাপক দণ্ডকে ইঞ্চি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়, তদ্রূপ উল্লিখিত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাগে বিভক্ত করিয়া উষ্ণতার "অংশ" সূচক চিহ্ন সকল অঙ্কিত করা হয়। কিন্তু তাপমান যন্ত্রের মাপদণ্ডের বিভাগ প্রণালী সর্ব্বত্র সমান নহে। তুষার হিম-জলে নিমগ্ন করিলে পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলে নিমজ্জিত করিলে উহা যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, সেই দুই বিন্দুর অন্তর্গত স্থানকে কোথাও ১০০, কোথাও ১৮০, কোথাও বা ৮০, সমান অংশে বিভাগ করে। ফরাশীদেশে শতাংশিক-মাপ প্রচলিত এবং সর্ব্বদেশীয় পদার্থ বেত্তারাও এই মাপ অনুসারে শীতোষ্ণ-তার পরিমাণ প্রকাশ করেন। ইহার দ্রবণবিন্দু 0° শূন্য ও স্ফোটনবিন্দু ১০০° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান সমশতাংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রকার মাপ ইংলণ্ডে প্রচলিত; আমেরিকা ও ভারতবর্ষেও এই মাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফারেণহীট নামক এক ব্যক্তি ইহার উদ্ভাবন করেন। ফারেণহীটের তাপমানের দ্রবণ বিন্দু ৩২° ও স্ফোটন-বিন্দু ২১২° এবং ইহাদিগের অন্তর্গত স্থান ২১২ — ৩২ = ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণ বিন্দুর ৩২ অংশ নিম্নে ইহার 0° শূন্য। রিওমার নামক একজন পণ্ডিত তৃতীয় প্রকার পরিমাপের সৃষ্টি করেন। রুষরাজ্যে এই মাপ প্রচলিত। রিওমারের তাপমানের দ্রবণ-বিন্দু 0° ও স্ফুটন বিন্দু ৮০ এবং মাপ-

দণ্ডের যে ভাগ এই দুই বিন্দুর অন্তর্গত তাহা ৮০ অশীতি সমান অংশে বিভক্ত।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য লিখিতে হয়, এবং যে পরিমাপ প্রণালীর অংশ তাহার আদ্য অক্ষর লিখিতে হয়। যথা—১৫° শ, ৬০° ফা ১২° রি, ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে শতাংশিকের ১৫ অংশ, ফারেণহীটের ৬০ অংশ ও রিওমারের ১২ অংশ বুঝায়। শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিত হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়, যথা—১৫° শ, অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

দ্রুয়মাণ তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে তাপমান যন্ত্রের পারদ অনতিবিলম্বেই ০° শ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়ে এবং স্ফুটনশীল জলোত্থিত বাষ্পমধ্যে নিমগ্ন করিলে যাহার অভ্যন্তরস্থ পারদ ১০০° শ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া উঠে, সেই তাপমান যন্ত্রই উৎকৃষ্ট। যে সকল তাপমান যন্ত্র দোষশূন্য, তাহাদিগের ভিতরে লেশমাত্র বাতাস থাকে না। এনিমিত্ত তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলে অপর প্রান্তের সহিত পারদের অভিঘাত বশতঃ এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তাপমান যন্ত্রের অংশ সকলের পরিমাণ সমান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অংশগুলি সমান কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, ঈষৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা পারদস্তম্ভ হইতে কিঞ্চিৎ পারদ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিতে হয়, যদি সকল অংশের পরিমাণ সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পারদের দৈর্ঘ্য সকল প্রদেশেই সমান অংশ দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

কাল সহকারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তাপমান যন্ত্র সকলও এত মন্দ হয় যে, দ্রুয়মান তুষার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদ ০° শ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে না। ২° শ কি ১° শ পর্য্যন্ত নামিয়াই স্থির হয়। উত্তাপ বশতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদ যেরূপ প্রসারিত হয়, কাচনালী ও সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি পারদ ও কাচের প্রসারণের পরিমাণ সমান হইত, তাহা হইলে আমরা শীতোষ্ণতা নিবন্ধন তাপমানের অন্তর্গত পারদের উন্নতি অবনতি অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু কাচ অপেক্ষা পারদ সাতগুণ অধিক প্রসারিত হয়। অতএব, বলিতে হইবে, পারদের প্রকৃত উন্নতির সাত ভাগের ছয় ভাগ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। উত্তাপদ্বারা কাচমাত্রেই বিস্তৃত হয়, কিন্তু সকল প্রকার কাচের বিস্তৃতির পরিমাণ সমান নহে। এই নিমিত্ত যে সকল তাপমান ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাচদ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পারদের উন্নতি সকল সময়ে সমান হয় না।

পারদের তুল্য তাপমান নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্প উত্তাপে ইহা অপেক্ষাকৃত

অধিক প্রসারিত এবং—৩৬° শ ও ১০০°শ অংশের মধ্যে সমান সমান উত্তাপে প্রায় সমান সমান দূর বিস্তৃত হয়।

উষ্ণতার পরিমাণার্থ যেরূপ পারদপূর্ণ কাচনালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুরাসার পূর্ণ কাচনালীদ্বারা শৈত্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। ৭৮°শ উষ্ণ হইলে সুরাসার ফুটিতে থাকে, কিন্তু শীতল করিয়া ইহাকে এপর্য্যন্ত কেহ কঠিন করিতে পারেন নাই।

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ৩৫০°শ উষ্ণ হইলে পারদ ফুটিয়া উঠে। এ নিমিত্ত কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি অবলম্বন করিয়া অতীব উত্তপ্ত দ্রব্যসমূহের উষ্ণতা পরিমিত হইয়া থাকে। এই সকল তাপমানকে সচরাচর "বহ্নিমান" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শীতাতপ সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে দিবারাত্রিতে উহাদের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। সচরাচর যে সকল তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অনবরত তাহাদিগের অন্তর্গত পারদস্তম্ভের উন্নতি ও অবনতি অবলোকন না করিলে উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায় না। এই অসুবিধা নিরাকরণার্থ পদার্থবেত্তৃগণ কয়েকপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উষ্ণতানুষ্ণতায় হ্রাস বৃদ্ধির সীমা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার বৃদ্ধির চরম সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (maximum) "গরিষ্ঠ তাপমান" আর যদ্দ্বারা উহার হ্রাসের শেষ সীমা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম (minimum) "লঘিষ্ঠ তাপ মান।"

তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ মাত্র জানিতে পারা যায়, কিন্তু কাহারও তাপের পরিমাণ জানা যায় না। এক কলস জলমধ্যে কোন তাপমান যন্ত্র নিমগ্ন করিলে তাহার অন্তর্গত পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এক বাটি জলে নিমজ্জিত হইলেও সেই পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, কিন্তু এক বাটি জলের উত্তাপ অপেক্ষা যে এক কলস জলের উত্তাপ অনেক অধিক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এক বাটি জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে যে তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, এক কলস জলের উষ্ণতা ১ অংশ বৃদ্ধি করিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও, সকল দ্রব্য সমান উষ্ণ হয় না। অল্প উত্তাপে বালুকা অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ হয় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে উত্তাপ নিবন্ধন ১ সের পারদের উষ্ণতা ৩০ অংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ১ অংশ মাত্র বৃদ্ধি হয়। অতএব ১ সের জল ও ১ সের পারদের উষ্ণতা সমান হইলেও ১ সের পারা অপেক্ষা ১ সের জলের তেজ ৩০গুণ অধিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে। ফলতঃ তাপমান যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদির উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপিত হয়, কিন্তু কাহারও অন্তর্গত তেজের পরিমাণ জানিতে পারা যায় না।

প্রহেলিকা।

বিধাতার সৃষ্ট কুল—আশ্চর্য্য কৌশল,
হস্তপদ বিহীন সে চলে অবিরল!
পলকের তরে তার নাহিক বিশ্রাম,
অবিশ্রান্ত-অবিরাম করিছে সংগ্রাম।
না মানে বারণ, করে সকলে সংহার,
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী নাহিক বিচার।
বিচার করিয়া বল—কি পদার্থ হয়?
সহজে পাইবে তারে ধ্রুব—সুনিশ্চয়॥ ১

শূন্যের সমষ্টি বটে—নহে নিরাকার,
নয়নে নিরখি কিন্তু নিতান্ত অসার।
অচেতন—মৃত প্রাণ, ছাড়ে না আমায়,
ছুটাছুটি যত করি সাথে সাথে যায়।
অদ্ভুত পদার্থ অতি—নহে কিন্তু ভূত,
অদ্ভুত হলেও নহে সৃষ্টি-বহির্ভূত।
বুদ্ধির চালনা কর—ছাড়িয়ে বিজ্ঞান,
করিতে পারিবে ঠিক্ উত্তর প্রদান॥ ২

তিন বর্ণে নাম তার অতি বলবান্,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাধিবে সংগ্রাম।
মধ্যম বরণ তার করিলে হরণ,
হানে প্রাণ—যেতে হয় শমন-ভবন।
শেষ বর্ণ শব্দ হ'তে যদি ছিন্ন হয়,
সপ্তাহের কোন দিন জানিবে নিশ্চয়।
অতএব চিন্তা করি দেখ একবার,
কি জাতি কোথায় বাড়ী কি নাম তাহার?৩

তিন বর্ণে নাম তার অতি নিরমল,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বিপরীত ফল।
মধ্য বর্ণ বাদ দিলে বুদ্ধিরে বাখানি,
অন্ত্য বর্ণ লোপ হলে পরিমাণ জানি।
জলচর নহে কিন্তু থাকে জল মাঝে,
কাড়ে সে কবির মন মনোহর সাজে!
শিশুর(ও)মনোজ্ঞ অতি—মনোজ্ঞ নারীর,
চিন্তা করি বল দেখি সুবিজ্ঞ সুধীর? ৪

হস্ত পদ বিহীন সে চলে যথা তথা,
মুখে বাক্য নাহি কিন্তু ভাবে কয় কথা।
বোবারে বলায় বাক্য—বধিরে শুনায়,
অধীরে সন্দেশ দিয়ে পরাণ জুড়ায়।
বিদেশে যখন যায় নিজ দেশ ছাড়ি,
পরিচিত লোক যত খুঁজে বাড়ী বাড়ী।
পরিচিত লোক যদি না পায় সেথায়,
আশায় নিরাশ হ'য়ে দেশে ফিরে যায়॥৫

দানে বৃদ্ধি হয় কিন্তু নহে বিদ্যা ধন,
অদানে অধর্ম্ম হয় বেদের বচন।
অতি দানে একেবারে হয় স্বার্থ নাশ,
বিশ্বসেবা মহাব্রত পালে বার মাস।
দু'টী বর্ণ নহে কিন্তু দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান,
সকলের সার ধর্ম্ম কেড়ে লয় প্রাণ।
সে ধনে বঞ্চিত যেবা অসার জীবন,—
দ্বেষ হিংসা তুষানলে দহে আজীবন॥৬

নড়েনা চড়েনা তবু গতি বহুদূর,
নয়নের গ্রাহ্য নহে থাকে অন্তঃপুর।
অজর অমর কিন্তু জড়ের অধীন,
জড় সঙ্গে সহবাস করে যত দিন।
যে দিন হইবে সেই জড়ত্ব বিনাশ,
অমরত্ব সেই দিন পাইবে প্রকাশ।
যাইবে অমরাপুরী—ফিরিবে না আর,
শোধ করি একেবারে স্বভাবের ধার ॥ ৭

জলেতে যাতনা বৃদ্ধি—অনলেতে হ্রাস,
সকলে বিকালে পায় প্রকোপ প্রকাশ।
শূন্যকায় বিঁধে গায় দেখিতে না পাই,
সকলেই জড় সড় তার কাছে ভাই!
ভুবন-বিজয়ী বীর—রাজা করযোড়
তার কাছে, হেঁট মাথা সবে যেন চোর!
জারি জুরি থাটে নাকো সে বীরের কাছে,
মহারথী শত শত হার মানিয়াছে !! ৮

প্রকাণ্ড উদর তার ভূগহ্বরে বাস,
মুখেতে পাষাণ চাপা থাকে বার মাস।
আহার যোগায় সবে বসিয়ে নীরবে,
মানব সুহৃদ্ হেন হবে কি এ ভবে?
আপন উদর চিরি অপরে বাঁচায়,
যত দিন বস বাস করে এ ধরায়।
মৃত্তিকার দেহ যবে মাটিতে মিশাবে,
তখনি ভুলিবে সেই আপন স্বভাবে।
গৃহে গৃহে বিরাজেন যেন গো জননী,
কি নাম তাহার বল হে ভাই ভগিনী? ৯

উচ্চকুল সমুদ্ভব—পর উপকারী,
ঘরে ঘরে বর্ত্তমান গৃহস্থের বাড়ী।
বিরাজ করেন যবে গৃহিণীর করে,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—কে রহিবে ঘরে?
উপকারী হইলেও ঘৃণা করে সবে,
রাগিলে ও নাম শুনি রমণীর রবে।
বল দেখি কিবা নাম কি পদার্থ তিনি?
প্রশংসা করিব তারে ভাঙ্গিবেন যিনি॥ ১০

বরফমিশ্রিত জল।

গ্রীষ্ম কালে বরফমিশ্রিত জল পান করার রীতি এদেশের বড় বড় সহরে খুব প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বিলাতেও গ্রীষ্মের সময় বরফ মিশ্রিত করিয়া জল, চা, কাফি বা দুগ্ধ পান করার রীতি আছে। বরফমিশ্রিত জল পান করা কতদূর স্বাস্থ্যকর, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইংলণ্ডের যে সকল চিকিৎসক ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যেই বলেন যে এই রীতি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে। গ্রীষ্মের সময় বরফ জল উদরে প্রবেশ করিবা মাত্র উদরস্থ সূক্ষ্ম শোণিত-পাত্র-গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তৎপরে সেগুলি অস্বাভাবিক রূপে প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ জন্য উদরে রক্ত-সঞ্চয় হয় এবং উদরের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপ অধিক-

কাল হইলে ঋতু ও শরীরের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে বরফ-মিশ্রিত জল পানে গ্রীষ্মকালে সহজে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস অতীব ভ্রমাত্মক। বরফ মিশ্রিত অতি শীতল জল অপেক্ষা নাতিশীতল জলেই তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারিত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের এই মত যে বরফ মিশ্রিত জল যদি অল্পক্ষণ মুখে করিয়া তৎপরে গলাধঃকরণ করা যায়, তাহা হইলে তত অপকার হয় না। জল মুখে রাখিলে উহা একটু উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, অতএব উদরে পৌঁছিবার সময় আর ততদূর শীতল থাকে না। আজ কাল কলিকাতা নগরীতে কলের বরফ হওয়াতে উহা অতি সুলভ হইয়াছে, সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেই উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সতর্কতার সহিত ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মানবদেহ।

মানবদেহে গড়ে দুইশত চল্লিশটী ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দেখা যায়।

মানুষের গড়ে একত্রিশটী দন্ত দেখা গিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কালের ওজন গড়ে সাত সেরের অধিক নহে।

মানবদেহস্থ শোণিতের ওজন গড়ে নয় সের।

পুরুষের সুস্থ যুবা শরীরের ওজন গড়ে সত্তর সের।

মানুষের মস্তিষ্কের যে ওজন, তাহা গড়ে পশুর মস্তিষ্কের ওজনের দ্বিগুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক।

এক মিনিটের মধ্যে গড়ে কুড়ি বার মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

মানুষ নিঃশ্বাসের সহিত যে কার্ব্বন নামক বাষ্প ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা বৃক্ষ লতাদির আহারস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ লতাদিকে ৬২ সের কার্ব্বন্ বাষ্প প্রদান করিয়া থাকে।

মানবদেহের কঙ্কাল মানবদেহ অপেক্ষা এক ইঞ্চি কম লম্বা।

গড়ে পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন সাত পোয়া ও স্ত্রীলোকের ওজন দেড় সের।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ছয় হাজার সের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

এক মিনিটের মধ্যে মানুষ প্রায় নয় সের বায়ু নিঃশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিয়াথাকে।

ফেলার মা।

বেলা গেল ফেলা এল, কাজ সেরে' ঘরে।
ফেলার মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাত বাড়ে॥
হাত মুখ ধুয়ে ফেলা এক পলা জলে।
কুচ্‌কি কণ্ঠা পূরে ভাত যত পারে গেলে।
তরকারি দরকারি নাই ক্ষিদে যার।
সারা দিন খেটেছে সে তাহাতে আবার॥
এক কুল্লা—আচমন, মুখে নাই বাক্।
উবু হ'য়ে বসে গেল খাইতে তামাক॥
থালা নিয়ে ফেলার মা ঘাটে গেল ধুতে।
এদিকে লাগিলা ফেলা কেমনি গাইতে॥
গাইতে গাইতে বোধ করিলা আরাম।
দিনের খাটুনি পর করিলা বিশ্রাম॥
যেমনি পড়া তেমনি ঘুম নাই কোন জ্বালা।
এক ঘুমে কাটে রাত, ভোরে উঠে ফেলা॥
ভাত খেয়ে, ঘাট থেকে এসে ফেলার মা।
ভাড়া ভানি ঝেতলায় ঢালি দিল গা।
মার ঘুম ছাঁর মত, কে করে বারণ?
এরা সুখী, যারা কাটে খাটিয়ে জীবন॥
নাহিক ভাবনা কোন, নাহি দস্যুভয়।
নাহি অর্থচিন্তা, নাহি হৃদয়ে সংশয়॥
মোটা অন্নে, মোটা বাসে ইহারা যেমন
সুখী, ধনী তুমি কভু হ'বে কি তেমন?
অতএব মজুরের নিকট শিখিতে
যাও, যদি স্বদশায় চাও তুষ্ট হ'তে॥

গার্হস্থ্য জীবনে নারীর বীরত্ব।

যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রদর্শনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিগৃহে কত কত পুরুষ ও রমণী নিভৃতভাবে জগতের অজ্ঞাতসারে স্ব স্ব গার্হস্থ্য জীবনে প্রকৃত বীরত্বের কত অসামান্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন কে তাহার সংবাদ লইয়া থাকে? ঘটনা-ক্রমে মধ্যে মধ্যে এরূপ বীরত্বের পরিচায়ক যে দুই একটী বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর—তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় কোন এক মহিলা গার্হস্থ্য জীবনে কিরূপ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে গুলবরণ নামে একটী ক্ষুদ্র উপনগর আছে। ঐ নগরে একজন চিকিৎসক বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা; এই মাত্র তাঁহার পরিবার। পুত্রটীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে গিয়া থাকে। একদিন স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া বামপদে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত

হয়। বালকের পিতা চিকিৎসক, সুতরাং তিনি তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ না করিয়া স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রতীতি হইল তাহাকে মেলবোরণ নগরের প্রধান হাসপাতালে না পাঠাইলে তাহার প্রকৃত চিকিৎসা হইবে না। সুতরাং বালককে দূরবর্ত্তী মেলবোরণ নগরে পাঠাইতে হইল। এই ঘটনার কয়েকদিবস পরেই ডাক্তারটী নিজে এবং তাঁহার কন্যা উভয়েই ডিপ্থেরিয়া নামক ভয়ানক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। স্বামী ও কন্যা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী এবং পুত্রটী দূরস্থ হাসপাতালে আহত পদের যন্ত্রণায় কাতর; এ প্রকার বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ডাক্তারপত্নী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া না হইয়া স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। ডাক্তারের হঠাৎ পীড়া হওয়াতে তিনি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি বিপদে পড়িলেন, কেননা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অন্য ডাক্তার ছিল না; সুতরাং বিনা চিকিৎসায় তাঁহাদিগের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল। এই অবস্থায় ডাক্তারপত্নী একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বামী ও কন্যার শুশ্রূষা করিয়া তিনি যে সময় পাইতেন, তৎকালে তিনি তাঁহার স্বামীর চিকিৎসাধীন রোগীদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদিগের রোগের লক্ষণ ও অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া স্বামীকে জানাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা অবগত হইয়া নিজেই সুন্দররূপে স্বামীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পনর দিবস তাঁহার স্বামী শয্যাগত ছিলেন, এই পনর দিনই ডাক্তারপত্নী তাঁহার স্বামীর পরামর্শ ও আদেশ অনুসারে চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে চালাইলেন। যে কয়েকটী রোগীর তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সত্বর আরোগ্যলাভ করিল। ডাক্তার মহাশয় দুই চারি দিন পথ্য করিয়াছেন, এখনও কিছু মাত্র বললাভ করেন নাই, এমন কি চলৎশক্তি বিহীন। এই সময়ে একটী রোগীর অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইল। তাঁহার পত্নী নিজে তাহা করিতে অক্ষম ভাবিয়া স্বামীকে অতি যত্নের সহিত স্কন্ধে লইয়া একটী ধীরগামী অশ্বযানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে রোগীর বাটী লইয়া গেলেন এবং নিজে অন্যান্য সকল কাজ করিয়া কেবল যে টুকু তাঁহার স্বামীকে না করিলে নয় তাহা তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরাপদে বাটীতে আনিলেন। রোগীর কষ্টদূর হইবে, অথচ স্বামীর কোন কষ্ট হইবে না, ডাক্তারপত্নীর ইহারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি এই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন ডাক্তারপত্নী এদিকে এরূপ ব্যাপৃতা থাকিয়া হয়ত হাসপাতালস্থ আহতপদ

স্বীয় পুত্রের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই মেলবোরণ্ নগরের হাসপাতালে পুত্রকে দেখিতে যাইতেন। একদিন হাসপাতালস্থ প্রধান চিকিৎসক তাঁহাকে বলিলেন;—"তোমার পুত্রের ক্ষতটার চতুঃপার্শ্বের মাংস বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার সহিত সুস্থ মাংস সংযোজন না করিলে তাহা আরাম হইবে না। আমরা এতদিন মনে করিতেছিলাম যে হাত বা পা কাটিবার আবশ্যক হইয়াছে এরূপ একটী রোগী এই হাসপাতালে উপস্থিত হইলে তাহার ছেদিত হাত বা পা হইতে সুস্থ মাংস লইয়া তোমার ছেলের ক্ষতের নিকটবর্ত্তী স্থানের বিনষ্ট মাংস পূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু আজও ঐ প্রকার রোগী কেহ আসিল না। আর বিলম্ব করিলে তোমার ছেলের পা রক্ষা করা অসাধ্য, উহা, কাটিয়া ফেলিতে হইবে।" চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া আহত বালকের মাতা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, আমার এই হাত থেকে আপনি যতটা ইচ্ছা মাংস কাটিয়া লউন।" চিকিৎসক প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না, বালকও ভীত হইয়া চিকিৎসককে স্বীয় মাতার অনুরোধানুসারে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসামান্যা সাহসসম্পন্না অতুলস্নেহশালী ডাক্তারপত্নী বারম্বার কাতরভাবে অনুরোধ করাতে চিকিৎসক অবশেষে সম্মত হইলেন। ডাক্তারপত্নী হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিলেন, দুই তিনজন চিকিৎসক এক একটী করিয়া ক্ষুদ্রায়তন পাঁচখণ্ড মাংস তাঁহার হস্ত হইতে কাটিয়া লইলেন। পাছে পুত্র মনঃকষ্ট পায়, তজ্জন্য মাংস কাটিবার সময় অতুল আত্মবল প্রয়োগ দ্বারা এই অলোকসামান্যা বীরনারী যন্ত্রণাপ্রকাশক একটীও কাতরোক্তি করিলেন না। চিকিৎসকগণ এই মাংসখণ্ডগুলি লইয়া বালকের ক্ষত স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ বিনষ্ট মাংসের স্থানে সংযোজন করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বালক সুস্থ হইয়া উঠিল।

মহদ্বাক্য।

সত্যের যেমন বল তেমন বল আর কাহারও নাই। সত্যের বলে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারাই সুখী হইতে পারে। সত্যই মানুষের ক্ষমতার ভিত্তিভূমি—সত্যেতেই তাহার কৃতার্থতা।

মানুষের প্রতি প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক বা স্থায়িত্ব

সম্ভব নয়। মত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যে মত ভিন্ন আরও কিছু তাহা যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত লোক আর দেখা যায় না।

যখন তুমি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থ তাহার হস্তে মুদ্রা অর্পণ কর, তখন তোমাকে সেই মুদ্রা কি বলে তাহা কি কখন শুনিয়াছ? সে বলে;—আমি ক্ষুদ্র ছিলাম, তুমি আজ আমাকে মহৎ করিলে; আমি এক ছিলাম, তুমি আজ আমাকে অনেক করিলে; আমি তোমার শত্রু ছিলাম, আজ আমি তোমার বন্ধু হইলাম; আমি ক্ষণস্থায়ী ছিলাম, আজ তুমি আমাকে চিরস্থায়ী করিলে।

মহম্মদের সহধর্ম্মিণী আয়েষা অতি ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। অনেকানেক মহিলা তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা আগমন করিতেন। এক দিন উপদেশপ্রার্থিনী কতকগুলি সমবেত রমণীকে তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্ম-জীবন লাভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন;—এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে; তাঁহারই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে; সৎসঙ্গে কালযাপন করিবে; ক্রোধ দমন করিবে; আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও প্রতিবাসী-দিগের দোষ গোপন করিবে; সদা সংযত বাক্য বলিবে; দরিদ্রকে দানদ্বারা সুখী করিবে; মৃত্যুকে ভয় না করিয়া পরকালে জগৎপিতার আশ্রয় লাভ করিবে এই আশায় আশান্বিত হইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিবে।

যদি অর্থদ্বারা পরের দুঃখ মোচন করিবার সামর্থ্য তোমার না থাকে, তাহা হইলে সদয় বাক্যে লোককে তুষ্ট করিবে, সৎপরামর্শ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিবে।

সমস্ত মানবজাতির যাহাতে কল্যাণ হয়, এরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা মহত্তর,—উচ্চতর কার্য্য আর নাই।

ফলভারাবনত বৃক্ষ প্রস্তরাহত হইলে যেমন আঘাতকারীকে ফল উপহার দেয়, তেমনি তোমার শত্রুর তুমি মঙ্গল সাধন করিবে।

নিজের সুখ অপেক্ষা পরিবারের কল্যাণ সাধনে অধিক মনোযোগী হইবে। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবে। স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি তোমার ক্ষমতা ও অবসর থাকে, সমস্ত মানব জাতির যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাতে মনোনিবেশ করিবে।

শিশিরসিক্ত হইয়া পুষ্প যেমন সুন্দরতর হইয়া উঠে, অশ্রুবারি দ্বারা ধৌত হইয়া হৃদয়ও তেমনি সুন্দরতর হয়। অকপট অশ্রুবারি উচ্চতর আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ।

সদুৎসাহ ভিন্ন সৎকাজ সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন।

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা বহু আয়াসসাধ্য। বহু চেষ্টা, বহু যত্ন, বহু-

পরিশ্রম ও বহু চিন্তার ফল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ।

বুদ্ধির অহঙ্কারে কত লোক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতেছে। বিশ্বাসের নিকট বুদ্ধি মস্তক নত না করিলে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

দয়া প্রবৃত্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক চালনা করিবে, যেন মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া অমঙ্গলের কারণ বৃদ্ধি করা না হয়।

সুস্থদেহ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুস্থ আত্মা তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে প্রার্থনীয়। সুস্থ দেহে, সুস্থআত্মা ইহাই পরম সাধুর লক্ষণ।

সহিষ্ণুতা ও আত্মবল এই দুইটী গুণ থাকিলে সংসারপথে নিরাপদে বিচরণ করা যায়।

দয়া ও প্রেম প্রকাশক কার্য্য করিতে আমরা যেটুকু সময় ক্ষেপণ করি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই টুকু আমাদের জীবনের উচ্চতম সুখের সময়।

ভাল কথা বলিলে—ভাল কাজ করিলেই যে তুমি পবিত্র হইলে তাহা নহে; তোমার হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহাতে আর অপবিত্রতা স্পর্শ করে কি না? হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে পবিত্র হইলে।

বাঙ্গালা প্রবচন।

য।

১। যুক্তি হীন বিচারেণ,
ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

২। যুগীর গীতে ভনীতা নাই।

৩। যে আগুণ খাবে সে অঙ্গার বর্ষাবে।

৪। যে আছে বাড়ীর শত্রু,
সেই যাক বরযাত্র।

৫। যে এল চসে, সে থাক বসে,
যে এল মূলে খুঁড়ে
তাকে দাও ভাত বেড়ে।

৬। যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।

৭। যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ,
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
তার হই দাসের দাস।

৮। যে কাল যায় সে কাল ভাল।

৯। যেখানে উৎপত্তি,
সেই খানে নিবৃত্তি।

১০। যেখানে গৃহস্থের বাসা,
সেখানে অতিথের আশা।

১১। যেখানে ধন, সেখানে মন।

১২। যেখানে বাঘের ভয়,
সেইখানে সন্ধ্যা হয়।

১৩। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

১৪। যে খেয়েছে তার জন্য ভাত বাড়।

১৫। যে খেলে,
সে কাণা কড়ি নিয়ে খেলে।

১৬। যে গরুতে দুধ দেয়,
তার চাইট্ সহ্য যায়।

১৮। যেচে মান আর কেঁদে সক।

১৯। যে ছা উড়ে,
সে বাসায় ধড়্ ফড়্ করে।

২০। যে টিপ্ সেই ফোঁড়।

২১। যেতে ছাগল আস্‌তে পাগল।

২২। যে দিকে জল পড়ে,
সেই দিকে ছাতা ধরে।

২৩। যে দিন যায়, সে দিন
আর আসে না।

২৪। যে দাম টানে, সে কই খায়।

২৫। যে দিল অন্তরে ব্যথা,
তার সঙ্গে কিসের কথা ?

২৬। যে দেখালে যো,
তাকেই দেখায় ভো!

২৭। যেন তেন প্রকারেণ
বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ।

২৮। যেন সত্য সতীনের ঘর।

২৯। যে পাতে বেশী তরকারি,
সে পাত আমারি।

৩০। যেমন কন্যা রেবতী,
তেমনি পাত্র ফক্‌রে তাঁতী।

৩১। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
মশা মার্‌তে গালে চড়।

৩২। যেমন বুনো ওল,
তেমনি বাগা তেঁতুল।

৩৩। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

৩৪। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য।

৩৫। যেমন ঠাকুর, তেমনি বাহন।

৩৬। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।

৩৭। যেমন মা, তেমনি ছা।

৩৮। যেমন মা তেমন ঝি,
তার বাড়া নাতিনটী।

৩৯। যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।

৪০। যেমন হাঁড়ী, তেমনি সরা।

৪১। যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে না ?

৪২। যে মাছটা পলায়, সেইটা ডাগর।

৪৩। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

৪৪। যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

৪৫। যে বনে যাই, সেই ফল খাই।

৪৬। যে শর্ষেতে ভূত ছাড়্‌বে,
সেই শর্ষের ভিতর ভূত।

৪৭। যে হয় নির্বংশ,
তার পৌত্র আগে মরে

৪৮। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

৪৯। যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ
প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায়
কিমু তত্র চতুষ্টয়ং।

৫০। যৌবন জোয়ারের জল।

আয় কোলে আয়।

১

আয় বাছা কোলে আয়,
কেন দাঁড়ায়ে হেথায়
মু'খানি করিয়ে চুন পারা ?

আঁখি দুটি ছল ছল,
কেহ কি বলেছে বল ?
কেঁদে কেঁদে হ'লি যে রে সারা।

২

কেহত বকেনা তোরে,
তবে অভিমান কোরে
কা'র 'পরে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে?
(কি বলিলি?) কেহ কিছু বলে নাই?
সাধের বাঁশিটী নাই!
ভেঙ্গে ফেলে দেছে খুকী তারে।

৩

ওরেরে অবোধ ছেলে
বাঁশিটী ভেঙ্গেছে বলে
তাই তোর এত অভিমান?
(তাই) সজল দুটি নয়ান,
বিষাদে আকুল প্রাণ,
(তাই) শুকায়েছে ও চাঁদ বয়ান।

৪

এমন অবোধ ছেলে
দেখিনিত কোন কালে,
বাঁশী লাগি এত মুখ ভার;
বাঁশীর ভাবনা কিরে,
এখনি দিব তা তোরে
যাহা চা'বি, বাঁশী কোন্ ছার।

৫

কাঁদিসনে বাছা আর,
মুছে ফেল অশ্রুধার,
ম্লান মুখ দেখাস নে আর।
হাসি মুখে আয় কোলে,
অভিমান যারে ভুলে,
চাঁদমুখে চুমি শতবার।

৬

তোর ও চখের জল,
প্রাণ যে করে বিকল,
মুখ দেখে বুক ফেটে যায়।
বল যাদু কিবা চাই,
এখনি দিবরে তাই,
কাঁদিসনে আয় কোলে আয়।

পশুহত্যা।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, পৃথিবী আদৌ উষ্ণ তরল পদার্থময় ছিল। তৎকালে ইহাতে কোন প্রকার প্রাণীর বসতি ছিল না, পরে ক্রমশঃ পৃথিবী শীতল ও প্রাণিগণের বাসযোগ্য হইলে, প্রথমে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ নিকৃষ্ট প্রাণিজাতির উৎপত্তি হয়; অবশেষে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতির অভ্যুদয় হয়।

পৃথিবীতে কত সংখ্যক জীবের বসতি, তাহার নির্ব্বাচন করা বস্তুতঃ মনুষ্যের অসাধ্য বটে; কিন্তু সমস্ত সংখ্যা নির্দ্ধারিত না হউক, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ প্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং এক্ষণেও যে সকল জাতীয় জীব আছে, তাহারও প্রকার সংখ্যা আড়াই লক্ষের ন্যূন নহে।

জগদীশ্বর বহুসংখ্যক জীবজন্তুর

সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের অসীম উপকার করিয়াছেন। ফলতঃ যাহাতে আমাদের উপকার না ঘটে, ঈশ্বরসৃষ্ট এরূপ কোন বস্তুই নাই। পৃথিবীস্থ অসংখ্য প্রকার পদার্থের মধ্যে যে বস্তুকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ অপকারক, অপ্রয়োজনীয় ও সামান্য বলিয়া বোধ করি, পণ্ডিতের সূক্ষ্মদর্শনে তাহাই আবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্টতর পদার্থ বলিয়া লক্ষিত হয়। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ যে বস্তুর যথার্থ গুণ ও প্রকৃত ব্যবহার অবগত না থাকি, তাহারই অনাদর ও অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু যখন সেই সকল বস্তুর প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারিত হয়, আমরা তখনও যদি পূর্ব্বের ন্যায় অনুচিত ব্যবহারে রত থাকি, তবে অবশ্যই আমাদিগকে সদসদ্বিবেচনারহিত বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জন্তু বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। পশ্বাদি ইতর জন্তুগণ যে মানবজাতির সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাদৃশ জন্তুর প্রতি আমাদিগের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতেছি, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বোধ করি পাঠিকাগণের নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। পশ্বাদি জন্তুগণ কি পরিমাণে মানবজাতির উপকার সাধনের উপকরণ হইতে পারে এবং তাহাদিগের প্রকৃত ব্যবহার কি অথবা তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের প্রচলিত ব্যবহার উচিত কি না, আমরা সময়ান্তরে তাহার যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিব; এইক্ষণে পৃথিবীতে পশ্বাদি জন্তুর প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

প্রথমতঃ পৃথিবীর অনেক প্রদেশেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণের প্রাণবধরূপ নৃশংসাচরণ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; তদনুসারে অনেক অনেক জাতি ধর্ম্মবুদ্ধিতে জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরা গো-মেধ, অশ্ব-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থে পশুহনন করিতেন। এক্ষণেও এতদ্দেশে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিবর্ষে ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি সহস্র সহস্র জীবের প্রাণহিংসা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এরূপ প্রথা আছে যে, তথায় দুর্গোৎসব কালে ক্রমাগত পনর দিবস বলি প্রদান হয়। যাঁহারা কিছু সম্পন্ন লোক, তাঁহারা আপনাদিগের ধনবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত, ক্ষুদ্র ছাগ মেষাদি পশুর প্রাণবধ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ সকলকে বলিদান করেন। আবার তৎকালে আমোদই বা কত! কোন কোন ব্যক্তি মহিষের ছিন্ন মুণ্ড মস্তকে করিয়া এবং অনেকেই তন্নিঃসৃত রুধিরধারায় সর্ব্বশরীর প্লাবিত

করিয়া জনতা মধ্যে নৃত্য করিতে থাকে। বলির রক্তে সমস্ত নাটমন্দির কর্দ্দমময় হইয়া যায়।

ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রতি বর্ষে গ্রামের মঙ্গলার্থে শীতলা প্রভৃতি দেবীপূজা উপলক্ষে শত শত ছাগাদি পশুর প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা কোন প্রকার রোগগ্রস্ত হইলে, তাঁহারা সন্তানের রোগ শান্তির নিমিত্ত কোন কোন দেবীর নিকট ছাগ বলি দিয়া থাকেন। তাহাদিগের সংস্কার এই যে, ঐ সকল বলি প্রদত্ত হইলেই দেবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া পীড়িত-সন্তানের রোগ শান্তি করিবেন। ফলতঃ এই বা কি? কলিকাতা নগরীতে প্রতি-দিন যে শত শত বা সহস্র সহস্র বলিদান হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে কেনা বিস্ময়ান্বিত হইবেন?—কালীঘাট একটী সিদ্ধ পীঠস্থান, তথায় প্রত্যহই অনেক ছাগ বলি প্রদত্ত হয়। অমাবস্যার দিন আরও অধিক সংখ্যক ছাগ বিনষ্ট হয়, এবং শ্যামাপূজার দিবস অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হয়। কলিকাতায় বহু-তর স্থানে ইতর লোকেরা ছাগ বধ করিয়া মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে।

পশ্বাদির প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার উচিত কিনা, উহাকে প্রকৃতরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা এইক্ষণে আমাদের বিবেচ্য নহে। কিন্তু এস্থলে পাঠিকাবর্গকে এক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। কোন একটী প্রাণীর জীবন বলির পরিবর্ত্তে বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিলেও তৎ-সমান ফল প্রাপ্তির বিষয় শাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; এমন স্থলে আমরা কেন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই করি, তাহা বিবেচনা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণ-বেরা বলিদান করেন না, এবং বলিদান স্থলেও যান না, এজন্য তাঁহারা কি অধার্ম্মিক?

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

(৩২৮ সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর পাশে একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ, মা, কি ক'ল্লে ছেলে বাঁচ্‌তে পারে? কি ক'ল্লে ছেলের অকাল মরণ হয় না?" সরোজিনী বলিলেন, এ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ মত কাজ করতে পার্‌লে অধিকাংশ সন্তানকে অকাল মৃত্যু হ'তে রক্ষা করা যেতে পারে। স্ত্রীলোকটী বলিলেন "হাঁ মা, তাঁরা কি উপদেশ দিয়াছেন আমরা ত

পড়্‌তে শুন্‌তে জানি না, আপনি বলুন আমরা শুনি।" আর একটী মেয়ে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ মা, বলুন, বলুন, আমরা শুনি। ওসব জেনে রাখা ভাল।" সরোজিনী বলিলেন "আপনাদের যখন শুন্‌তে এত আগ্রহ, তখন আমি বল্‌ছি, আপনারা শুনুন,—"অনেকেই ব'লে থাকেন "যেম্নি মা, তেম্নি ছাঁ" অর্থাৎ মা যেমন হন, সন্তান তদনুরূপ হইয়া থাকে" মা সুস্থ থাক্‌লে সন্তান সুস্থ থাকে, মা রুগ্ন হইলে সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে থাকে। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর ছেলের স্বাস্থ্য যখন এতটা নির্ভর করে, তখন মা কিসে সুস্থ থাকেন, তাহার উপায় আগে করা উচিত। মাতাকে সুস্থ রাখিতে হইলে এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে।

প্রথমতঃ। পরিষ্কার বাতাস। এটী ভারি দরকার। আমাদের মেয়েরা কিরূপ পরিষ্কার বাতাস পান. তাঁদের "আঁতুড়" ঘরের অবস্থা দেখ্‌লেই সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। যে ঘর একবারে জঘন্য, যাহা আর কোন কাজে আসে না, যাহার দরজা বন্ধ কর্‌লে একবারে "অন্ধ-কূপ," না আছে জানালা, না আছে আলো আস্‌বার পথ, চলিত কথায় যাকে "শোর খুঁদী" বলা যায়, এমন একটি ঘর আঁতুড়ঘরের জন্য মনোনীত হয়। সুস্থকায় ব্যক্তি একঘণ্টা যে ঘরের মধ্যে থাক্‌লে বোধ হয় হাঁপ্‌য়ে উঠ্‌বে, সেই ঘরের ভিতর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে দুঃখিনী জননী কারাবাসিনী। সন্তানকে গর্ভে ধ'রে যেন তিনি কি অপরাধ করে-ছেন, সেইজন্য আজ এই কঠোর কারা-বাস। সেই কঠোর কারাবাস হ'তে যদি ছেলেকে নিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহির হন, ছেলেটিকে কোলে করে যদি বাহিরে কিয়ৎকালের জন্য বসেন; অমনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কড়া হুকুম—"ও মেয়ে, কর কি? ছেলের গায়ে ভূত প্রেতের বাতাস লাগ্‌বে, বাহিরে ব'সে কাজ নাই, ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতর যাও।" সুতরাং মাতার পরিষ্কার বাতাস পাওয়ার কেমন সুবিধা দেখুন! রাত্রে ঘরে হিম আস্‌বে, এই ভয়ে এমন কি একটি ছিদ্র থাকিলেও তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আঁতুড়ঘর গরম রাখ্‌বার জন্য এবং ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য ঘরে আগুণ করা হয়। কিন্তু ধোঁয়া বাহির হ'বার পথ না থাকাতে সমস্ত ধোঁয়া ঘরের মধ্যে থেকে, আঁতুড়ঘরকে একবারে "যমপুরী ক'রে তোলে। এই ত অবস্থা। মাতার পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত না থাকাতে যে কত হাজার হাজার সন্তান মাতার কোল শূন্য করে চ'লে যাচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে! পরিষ্কার বাতাস পাবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই আঁতুড়ের জন্য মনোনীত করা উচিত। ভূত প্রেতের বাতাসের ভয় না ক'রে যা'তে মা অধিকাংশ সময় ছেলেকে নিয়ে ফাঁকা পরিষ্কার বাতাস পেতে

পারেন, তার বন্দোবস্ত করা উচিত; কারণ জীবনধারণ কর্‌তে হলে, পরিষ্কার বাতাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জল না খেয়ে বরং কিয়ৎদিন বাঁচা যায়, কিন্তু বাতাস না পেলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা যায় না। সেই কারণ পরিষ্কার বাতাস পাইবার বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। পরিষ্কার জল। মা যে জল পান কর্‌বেন, তাহা পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পাড়া গাঁয়ে কেমন অপরিষ্কার পানীয় জলের অবস্থা দেখুন। গ্রামের মধ্যে হয়ত একটী ভাল পুকুর আছে, গ্রামের সমস্ত লোক সেই পুকুরের জল পান করে। কিন্তু সেই পুকুরের অবস্থা দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে। লোকে সেই পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, গয়ের, থুতু ফেলে, জলশৌচ করে; গরু প্রভৃতি স্নান করায়, পাট, শণ পচায়, ছেলেদের কাঁথা, কানি প্রভৃতি কাচে, থাল ঘটী বাসন-কোসন মাজে, নানাবিধ আবর্জ্জনা ফেলে। তা ছাড়া এমন অনেক পুকুর আছে, যার পাড়ে লোক মলমূত্র ত্যাগ করে, বৃষ্টির জলে সেই সমস্ত মলমূত্র ধুয়ে এসে পুকুরে পড়ে এবং জল দূষিত করে। এইত অত্যাচার। এ ছাড়া আনুসঙ্গিক অনেক অত্যাচার আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। আর এই পানীয় জলের অভাবে অনেক মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কাজে কাজেই সন্তানও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহার পরিণাম। এই পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব হেতু যে অসংখ্য সন্তান অকালে চলিয়া যাইতেছে কে তাহার খবর রাখে? অতএব যাহাতে মাতার পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব না হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। মাতার খাদ্য খুব পুষ্টিকর হওয়া উচিত। তা ব'লে যেন গুরুপাক না হয়। কারণ লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যের অনুকূল। বিশেষতঃ মাতার পুষ্টিকর খাদ্যের উপর তাঁহার দুধের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমাদের দেশে অনেক স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ থাকে না, তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য পান না। যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পান, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। মাতার কোন রকম মাদকসেবন করা উচিত নয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যদিও কোন রকম গুরুতর মাদক দ্রব্য সেবন করেন না, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় অনেক মেয়ে পানের সঙ্গে দোক্তাতামাক খান এবং দোক্তাতামাকের গুলে দাঁত মাজিয়া থাকেন। এ অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়! যাহাতে এ কু-অভ্যাস দূর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত! মাতার কোন রকম কু-অভ্যাস থাকিলে সন্তানও সেই কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মাতার সু-অভ্যাস অপেক্ষা কু-অভ্যাস, ভালটা অপেক্ষা মন্দটাই যখন অধিক পরিমাণে

সন্তানে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, তখন মাতার এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ। মাতা যে ঘরে থাকেন, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। কোন রকম আবর্জ্জনা অথবা জঞ্জাল যেন ঘরের মধ্যে না থাকে। এমন কোন কিছু ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয় যাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া ঘরের বায়ু দূষিত হয়। এবিষয়ে আমাদের দেশের অনেক মেয়ে ভারি অসাবধান।

রাত্রে ছেলে কাঁথায় মল মূত্র ত্যাগ করিল, অমনি কাঁথাখানি গুটাইয়া সেই বিছানার পাশে রাখা হইল। এইরূপ যতবার মলমূত্র ত্যাগ করে, তত বার এইরূপ করা হয়। ইহাতে যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা আমাদের দেশের অনেক মেয়ে বোঝেন না। যে কাঁথায় মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা আর ঘরের মধ্যে রাখা উচিত নয়, রাখিলে বায়ু দূষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অলসতা বশতঃ সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট করা মায়ের উচিত নয়।

পঞ্চমতঃ। অলসভাবে সর্ব্বদা ব'সে থাকা অথবা শু'য়ে থাকা মায়ের উচিত নয়। কারণ আলস্য নানাপ্রকার রোগের মূল। সেই কারণে মায়ের শরীর যাতে একটু নাড়াচাড়া পায়, একটু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায় করা উচিত। এতে শরীরের অনেক গ্লানি কেটে যায়, অথচ শরীর ক্রমশঃ বেশ সবল হ'য়ে উঠে। গৃহের কাজ দু'চারিখানা দেখে করলে কতক পরিমাণে শরীর সঞ্চালিত হইতে পারে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বাটীর মধ্যে উঠানে বেড়ালে দু'কাজ সাধিত হ'তে পারে। প্রথমতঃ ইহাতে তাঁহার নিজের শরীর বেশ সঞ্চালিত হয়, দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যাইতে পারে। এই পরিষ্কার বাতাস মাতা ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যপ্রদ।"

পাশের একটী মেয়ে বলিলেন হ্যাঁ মা, আপনি ঠিক্ কথা—বলেচেন, আপনি যে সকল উপদেশের কথা বল্লেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা যে তাহা পালন করে না, তা ঠিক্। আর ঐ সকল উপদেশ মত কাজ না করাতেই এত কষ্ট। আর এক কথা বলি, কেই বা ওসব উপদেশ দেবে? যাঁরা গিন্নী গুর্ব্বিণী, তাঁরা ত অধিকাংশ মুখ্যু, না জানেন লেখাপড়া, না জানেন সন্তান পালনের সুরীতি। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু লেখা পড়া জানেন, তাঁদের মুখে ও সকল উপদেশ কখনও শুনি নি। তাঁরা পড়েন গল্প নবেল। এসব গল্প পড়ে, শুনে কি ওসব উপদেশ পাওয়া যায় মা? আপনার উপদেশ বেশ, আরও বলুন আমরা শুনি। সরোজিনী বলিলেন, "কি করলে মায়ের শরীর ভাল থাকে, তা বলেছি, "কি করলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়, কি করলে ছেলের অকাল মরণ হয় না" তাহা পরে বলব। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৮এ জুলাই (১৩ই শ্রাবণ) স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও বিজ্ঞান সভাগৃহে উৎসব হয় এবং সিটী কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী সুন্দর অয়েলপেইণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি উৎসর্গীকৃত হয়। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, সভাপতির কার্য্য করেন।

২। কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ৯ লক্ষ, বোম্বাইয়ের ৮, এবং মান্দ্রাজের ৪॥ লক্ষ মাত্র। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৭৫০ ইউরোপীয় বাস করেন। সমুদায় বাঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭॥ কোটী, তন্মধ্যে বঙ্গে ৪ কোটী ৩ লক্ষ, বেহারে ২ কোটী ১২ লক্ষ, উড়িষ্যায় ৫৭ লক্ষ এবং ছোটনাগপুরে ৭২ লক্ষ।

৩। হাজারা জাতি আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে সশস্ত্র করিয়াছে। যদি জয়ী হয় ভাল, পরাজিত হইলে স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তে সসন্তান আপনাদিগকে বধ করিবে এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা।

৪। আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের পদত্যাগের সময় ঘনাইয়াছে। লর্ড কিম্বার্লি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন এইরূপ জনরব।

৫। খিলাতের খাঁর ৮০টী পত্নী, প্রত্যেকের জন্য তাঁহার ৬ টাকা মাত্র ব্যয় হয়!

বামা-রচনা।

ভিখারিণী।

ভিখারিণী নারী আমি,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে;
কিছুই আমার নাই,
সব গেছে পর পারে।
আমার বাগানে আর
নাই ফুল নাই ফল,
লতাটি শুখায়ে গেছে
ঢালেনাকো কেহ জল।
আমার উঠানে আর
ফুটেনা জোছানা ভাতি,
আঁধারে পড়িয়া থাকি
জ্বলেনা একটি বাতি।
মৃদুল মধুর বায়
আসে না আমার কাছে,
"আমার" "আমার" বলি
ধরে রাখি তায় পাছে।

উষা কালে পাখীগুলি
আর নাহি ডাকে এসে,
অরুণ তরুণ রেখা
আঁকেনা আমার বাসে।
জগতে আছেতো সব,
কেবল আমার নাই,
তাই আমি ভিখারিণী
ভেবে দিশেহারা হই।
আমি কি জগত-ছাড়া?
এই ভুলে কেন রই,
জগতে কেন না আমি
আমার করিয়া লই।
কেবা পর কে আপন
সবে এক হয়ে রই,
সবাই আমার হবে
ভিখারিণী কভু নই।

নী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৪ সংখ্যা	ভাদ্র ১৩০০—সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনীর পূর্ণ তিরিশ বছর,
ভাই ভগ্নী মিলি সবে, আজি আনন্দ-উৎসবে,
গাও জয় জগদীশ করুণাসাগর।

প্রাণদাতা পিতা তিনি, পালিকা জননী,
তিনি দুঃখভয়ত্রাতা, কল্যাণসুখ-বিধাতা,
গুরু কল্পতরু, ভব পারের তরণী।

শক্তিরূপে সর্ব্বভুতে বিহার তাঁহার,
জ্ঞান প্রেম পুণ্যভাব, সব তাঁর আবির্ভাব,
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শোভা বিচিত্র প্রকার।

লীলাময় লীলা তাঁর পরম অদ্ভুত,
ক্ষুদ্র জল কণিকায়, অনন্ত আকাশ ভায়,
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডে খেলে বিজলী অযুত।

ক্ষুদ্র ঘটে হলে তাঁর শক্তি প্রকটন,
তৃণ হয় বজ্রোপম, কীটাণু দেবতাসম,
অসাধ্য সাধন হয় নিমেষে ঘটন।

এ ক্ষুদ্র জীবনে বিভু! মহিমা তোমার,
দেখায়েছ চমৎকার, কভু নহে ভুলিবার,
তাই সব দুঃখ ভুলি সাধ বাঁচিবার।

সাধ দেখিবারে তব করুণার জয়,
সাজি তব কন্যাগণে, জ্ঞান ধর্ম্ম বিভূষণে,
করিবে এ ধরাধাম সুখশান্তিময়।

আজি শুভ জন্মদিনে নমি তব পায়,
শুভাশীষ কর দান, সঁপি দেহ মন প্রাণ,
কাটাই জীবন তব চরণ সেবায়।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী আজি ৩০ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩১ বৎসরে পদার্পণ করিল। আজি ইহার প্রবর্ত্তকদিগের ও হিতৈষী বন্ধুগণের পক্ষে কি আনন্দের দিন! ইহার জন্ম সময়ে এ দিনের সহিত যে সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আশা করিতেই পারা যায় নাই। যে দেশে বর্ষে বর্ষে কত সহায়সম্পন্ন সাময়িক পত্র দেখা দিয়া অদৃশ্য হইতেছে, সে দেশে দুর্ভাগিনী বঙ্গরমণীদিগের দরিদ্র সেবিকা এতদিন জীবনধারণ করিবে ইহা যার পর নাই আশ্চর্য্য। মঙ্গলময় বিধাতার বিশেষ কৃপাই বামাবোধিনীর এ সৌভাগ্যের মূল। জীবনসংগ্রামে এই পত্রিকা এক এক সময় এরূপ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে ইহার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না, কত সময় কত সহায় বন্ধু হারাইয়াছে, কিন্তু ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বামাবোধিনীর জীবন, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আজি আমরা সেই বিঘ্নহারী সিদ্ধিদাতা পরমদেবতার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি ইহাকে আরও দীর্ঘজীবন দান করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখুন্।

বামাবোধিনীর জীবনের ইতিবৃত্ত ইহার ২৫ বার্ষিক জুবিলী উপলক্ষে আমরা বিবৃত করিয়াছি, তৎপরে ৫ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এখন আর সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে ৩০ বৎসরের কথায় অনেক পবিত্র স্মৃতির উদয় হয়, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিব। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজ দেখিয়া আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন "মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও

অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না—এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।” স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনার্থ যে সকল মহাত্মা প্রথম উদ্যোগী হইয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আজি কোথায়? বঙ্গনারীগণ এম এ, বি এ হইতেছেন, স্বদেশে ও বিদেশে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উচ্চ উপাধি ও চিকিৎসাদি ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, অধ্যাপিকা, শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও সুকবি হইয়া উচ্চ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন; এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম ও দেশহিতকর কার্য্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থার কত শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং আর ৩০ বৎসরের মধ্যে কি হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের বাক্য, চিন্তা, প্রার্থনা ও কার্য্য এই সকল উন্নতির মূল, তাঁহারা কোথায়? রামমোহন, রাধাকান্ত, রামগোপাল, মদনমোহন, প্যারীচাঁদ, প্যারীচরণ, কালীকৃষ্ণ, শিবচন্দ্র এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু বেথুন ইহাঁরা এবং ইহাঁদের কত সহকারী মহাত্মা আজি জীবিত থাকিলে কি আনন্দে ভাসিতেন! তাঁহাদের রোপিত বৃক্ষের উপাদেয় ফল আস্বাদন করিয়া কি সুখভোগ করিতেন! কিন্তু কি দুঃখের বিষয় এক একটী করিয়া ইহাঁদের প্রায় সকলেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন! স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তকদিগের আর কয়জন বর্ত্তমান যুগের সাক্ষী হইয়া আছেন?

যাহাহউক দুঃখের অধিক কারণ নাই, ঈশ্বরের রাজ্যে মহাত্মাগণ তাঁহাদের মহৎ কার্য্যে জীবিত থাকেন এবং তাঁহাদের প্রভাব নিত্যকাল চলিয়া থাকে। এক সময় ছিল যখন পুরুষগণকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে হইত, এখন বঙ্গবালাগণ নিজে বলিতে, চিন্তা করিতে ও খাটিতে শিখিয়াছেন, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা? কৃতবিদ্য রমণীগণ তাঁহাদের হিতৈষীগণের অন্তরের ভাব গ্রহণ করিয়া কেবল আপনাদিগের উন্নতি করিয়া সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে পুরুষদিগের সহায় হইয়া সমাজের মহোন্নতি সাধনে ব্রতী হইতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ কত আশাকর ও আনন্দকর!

বামাবোধিনী ৩০ বৎসরের মধ্যে আশার অতীত অনেক সুফল দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আরও কিছুদিন ইহাঁর বাঁচিবার সাধ হয়—সে স্ত্রীজাতির আরও উন্নতি ও কল্যাণ দর্শনের জন্য এবং নিজ ক্ষুদ্রশক্তিতে তাহার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া ধন্য হইবার জন্য। স্ত্রীলোক কত অল্প উপকার পাইয়া কত অধিক কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন এবং কেমন সুন্দর চিন্তা করিতে ও সুন্দররূপে তাহা ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ কোন হিন্দুনারী প্রেরিত একখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। বামাবোধিনীর নিজের প্রশংসা নিজের স্তম্ভে মুদ্রিত করা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখিকার বহুদিনের প্রার্থনা ও আগ্রহাতিশয়ে ইহা প্রকাশ করিতে হইল। বামাবোধিনীর এই মাত্র মন্তব্য যে ইহার সামান্য সাহায্যে যদি এমন একটী সুফলও ফলিয়া থাকে, ইহার জীবনধারণ বিফল হয় নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজবংশীয় রমণীদিগের সামান্য কার্য্য—(১) দিল্লীর পুরাতন বাদসাহ পরিবারের কন্যা বেগম আহম্মদী এখন লণ্ডনে গীত বাদ্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

(২) সেমোয়াদ্বীপের রাজা মানিটোয়া নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায় করিতে না পারায় তাঁহার রাণীগণ ধোপার কারখানা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু—(১) যুবরাজপত্নী মাখন তুলিতে বেশ পারেন এবং তাঁহার কন্যাটীকে ঐ কার্য্যে নিপুণ করিয়াছেন। (২) চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্ স্বহস্ত খোদিত একখানি ওক কাষ্ঠের কেদেরা প্রেরণ করেন, অনেকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহার এক এক টুকরা কাটিয়া লওয়াতে ইহা ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে।

বৃদ্ধপ্রদর্শনী—পারিসে কখন বা সুন্দরী-রমণী এবং কখন বা বালক বালিকা প্রদর্শনী মেলা হইয়া থাকে। এবার একটী শতাধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধদের প্রদর্শনী হইবে। এরূপ অনুষ্ঠানে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।

ভাষা—পৃথিবীতে ২৭৫৪ প্রকার ভাষা প্রচলিত।

পার্লেমেণ্টে স্ত্রী বক্তা—সুবিখ্যাত পর্য্যটিকা ও লেখিকা বিবী ইসাবেলা বার্ড বিসপ কুর্দিস্থানের খৃষ্টানদিগের অবস্থা বিষয়ে কমন্স সভায় বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও স্ত্রীলোক এ অধিকার পান নাই।

বিবাহচ্ছেদের প্রতিবাদ—ইটালীর ৬০ হাজার মহিলা বিবাহবন্ধন ছেদনকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তাহা রহিত করিবার জন্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতেছেন। রোমের সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীগণ ইহার নেত্রীস্থানীয়।

প্রতিনিধি গ্রীক রমণী—কলম্বীয় প্রদর্শনীতে গ্রীকরমণীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গ্রীস রাজ্ঞী মাডাম কালীও পারেনকে মনোনীত করেন। তিনি আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই বিদ্রোহ—বোম্বাইয়ে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া ৫০ জন হত ও প্রায় ৪০০ লোক জখম হইয়াছে। কেল্লার অশ্বারোহী সৈন্য আনিয়া বিদ্রোহীদিগকে থামাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার বিগত বিভ্রাট অপেক্ষা ইহা অনেক গুরুতর।

রমাবাইয়ের সহকারিণী—কুমারী সুন্দর বাই পাউয়ার নাম্নী মহারাষ্ট্রীয় রমণী লণ্ডন হইতে সুশিক্ষিত হইয়া পুনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি রমাবাইয়ের কার্য্যের সহকারিতা করিবেন।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এডিনবরা নগরে এক-

কালে তিনটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন, শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল আর সি পি এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর দুইটী উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাণী হাটুলুর সিংহাসন—খৃষ্টের জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী হাটুলু মিশর দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সিংহাসন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রাজাসন। ইহা আবলুস কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্যে শোভিত, ইহা কালের গতিতে এরূপ কঠিন হইয়াছে যে, দেখিলে কাল মার্ব্বেলে গঠিত বোধ হয়।

ঘড়ী কথা কয়—জেনিভা নগরের একজন কারীকর এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ঘন্টা ও কোয়ার্টার বাজিবার সময় ঘড়ী হইতে সময়জ্ঞাপক বাক্য বহির্গত হয়।

রাজপৌত্র ও বধূর প্রতি উপদেশ—যুবরাজ পুত্র প্রিন্স জর্জের বিবাহান্তে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভর্ত্তা ও বধূকে আপনার নিকট বসাইয়া এই উপদেশ দেন :—"তোমাদের পদ উচ্চ—তোমাদের অধিকারও উচ্চ, সেইজন্য তোমাদের কর্ত্তব্য গুরুতর। তোমরা তোমাদের পদের উপযুক্ত হও। যে জ্যোতি তোমাদের মুখে পড়িয়াছে, তাহা যেন তোমাদিগকে সুবিবেচনা শিক্ষা দেয়—কিন্তু সেই সঙ্গে নিষ্ঠা ও উৎসাহকে যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। যাহা ভদ্র ও মঙ্গল তাহাই যেন উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়। গৌরবপূর্ণ সাম্রাজ্য এবং বৃহদ্ব্রত পরিশ্রমী প্রজাগণ তোমাদের প্রতি চাহিয়া আছে এবং জাতীয় গৌরব পুর্ব্বপরম্পরাক্রমে যাহা রক্ষিত হইয়াছে,তাহা তোমরা আরও বৃদ্ধি করিবে এই তাহাদের আশা। বিবাহ পারিবারিক ভিত্তি, এবং পরিবারের বন্ধন প্রীতি ও শক্তির উপরে জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত।"

লেডী ডফরিণের সৌভাগ্য—তাঁহার এক খুড়া মৃত্যুকালে তাঁহার নামে ৬০০০০ পাউণ্ড উইল করিয়া গিয়াছেন। লেডী ডফরিণের অর্থ এ দেশের রমণীগণের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হইবে আশা করা যায়।

সাথী—এই নামে বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। সখা যে উদ্দেশে কার্য্য করিতেছে, ইহারও সেই উদ্দেশ্য দেখা যায়। ইহার কাগজ, মুদ্রাঙ্কণ ছবি প্রভৃতি যেমন সুন্দর, প্রবন্ধ সকলও সেইরূপ সুলিখিত এবং বালকদিগের উপযোগী হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

নূতন স্ত্রীশিক্ষালয়—(১) ওয়াদাভানের রাজা হিন্দুবিধবাদিগের শিক্ষার জন্য এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, ইহার কার্য্য বিদুষী রমাবাইয়ের সারদাসদনের আদর্শে পরিচালিত হইতেছে। (২) কলিকাতার সার্কুলার রোডের ১৬৩ নং ভবনে স্ত্রীলোকদের জন্য এক কালেজ খোলা হইতেছে, ইহাতে প্রবেশিকা হইতে বি এ পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইবে। আমেরিকার "ওম্যান্স ইউনিয়ন মিসনরী" সমাজ ইহার উদ্যোগী। এস্ এক গার্ডনার সম্পাদক, শ্রীমতী সোম এম এ এবং অন্যান্য সুযোগ্য অধ্যাপক শিক্ষাদান করিবেন।

অভিনন্দন।

(বামাবোধিনীর প্রতি)

"আমি কি তোমার কাছে শিখিয়া আবার—
নব পাঠ, মুক্ত স্বরে, প্রচারিব ঘরে ঘরে,
সুমঙ্গল বিশ্বপ্রেম মুক্তির নিদান,
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান ?"

বামাবোধিনি ! আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময়ের কৃপায় তোমার বয়স ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল ! এমন শুভদিনে তোমার সহিত একহৃদয় হইয়া আমরা সেই শুভময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। এ বিঘ্ন বিপদের দেশে, এ অকালমরণের দেশে, যে দেবতা তোমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আজি আমরা তাঁহারই চরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনা করি।—এ প্রার্থনা আমাদের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা নহে, তোমার উন্নতির সহিত আমাদের জাতীয় উন্নতি একই সূতায় গাঁথা, তাই তোমার উন্নতি হইতে আমরাও উন্নত হইতে পারিব।

ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালা দেশে "স্ত্রী-শিক্ষা" এমন সহজ-লভ্য ছিল না, দুটী চারিটী মেয়ের পক্ষে যেমনই হউক, অনেকে লেখা পড়া কিছুই জানিত না; যাহারা এক আধটু শিখিত, তাহাদিগের পড়িবার মত পুস্তক মিলিত না; যে সকল পুস্তক পড়িলে নারী-জীবনোপযোগী শিক্ষা হয়, সে সকল পুস্তক কেহই লিখিত না; স্ত্রীজাতির সুখ দুঃখে অনেক পুরুষ উদাসীন থাকিতেন; সুতরাং নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি, সমাজে রমণীর কর্ত্তব্য কি, এ সব কথা অনেকেই ভাবিতেন না; অনেকে ভাবিতেন না বলিয়াই স্ত্রীজাতির পরমসুহৃৎ পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা বেথুন সাহেব প্রভৃতির একান্ত যত্ন, চেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতেছিল না। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা অনেকস্থলে পুরুষের "খেলার পুতুল" সদৃশ ছিল; পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ব্ব ও স্বার্থপরতা কিছু প্রবল, তাঁহারা কখনও,"দেবতা" সাজিয়া স্ত্রীজাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, কখনও "বিচারক" সাজিয়া স্ত্রীজাতির লঘু পাপে গুরু দণ্ড ব্যবস্থা করিতেন, কখনও "মহাপুরুষ" সাজিয়া শাসনের কঠোরতা বৃদ্ধি করিতেন !—স্ত্রীর উপরে রাগ করিয়া স্বামী দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহন করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইত না; অথচ স্বামীর হিতকামনাতেও স্ত্রী গোপনে স্বামীকে

দোষের কথা জানাইতে পারিতেন না, কারণ স্বামীর দোষের বিষয় আলোচনা করিলেই সহধর্ম্মিণীর অধর্ম্ম হইত! স্ত্রী, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিত, ঘরকন্নার কাজ করিত, ছেলে মেয়ে মানুষ করিয়া দিত, তার চেয়ে বেশি আর বড় কিছু করিতে পারিত না; জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, গার্হস্থ্য সুখের অবতারণা—এ সব বিষয় দম্পতীর মধ্যে বড় প্রচলিত ছিল না, কারণ স্বামী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও, "যোগীনের মা কি তরকারি দিয়া ভাত খায়, গোপালের স্ত্রীর কোন্ গহনার দাম কত, মিত্র বাড়ীর সেজ বৌয়ের মুখের গঠনে কি কি দোষ" এই সব কথা ভিন্ন বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই আর কিছু জানিত না!—কাজে কাজে পুরুষ—অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোকের জ্ঞানকাণ্ড, আচার ব্যবহার, উদ্দেশ্য, কার্য্য দেখিয়া "অপূর্ব্ব জন্তু" বলিয়া হাসিতেন, কিন্তু "মানবকুলে জন্মিয়া বেচারীরা এমন পশুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল কেন?" একথা অনেকেই বুঝিতে চাহিতেন না!

ত্রিশ বৎসরের কথা বলিতেছি—এই সব হতভাগিনীদের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, তোমাকেও বামাবোধিনি! তাঁহাদিগের সহিত উচ্চ আসন দিতে হয়। যাহাতে নারীজাতি জীবনোপযোগী শিক্ষা পায়, যাহাতে হিতাহিত জ্ঞান লাভ করিয়া স্বার্থপরতার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই সব শুভ উদ্দেশ্য লইয়া তুমি জন্ম-গ্রহণ করিলে! সেই অবধি তুমি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীরূপে বঙ্গবাসিনীদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, সতীত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গৃহধর্ম্ম শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি সাহিত্য, সঙ্গীত, সুরুচি শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি তুমি ধর্ম্মে অনুরাগ, মহত্ত্বে প্রীতি, জ্ঞানে আসক্তি, গুরুজনে ভক্তি, স্বামীতে প্রেম, সন্তানাদিতে স্নেহ, শিখাইয়া আসিতেছ; সেই অবধি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রমণীর ত্রিবিধ কর্ত্তব্য শিখাইয়া আসিতেছ; যাহাতে রমণী পিতৃকুলে সু-কন্যা, সু-ভগ্নী, পতিকুলে সুভার্য্যা, সু-বধূ, সু-মাতা (এবং কি পরিবারে কি সমাজে) সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রাণা, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, সাধ্বী, সুশীলা ও পবিত্রতার প্রতিকৃতিরূপিণী হইয়া জগতের পুণ্য ও আনন্দবর্দ্ধনের সহায়তা করিতে পারেন, তাহারই উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছ! আজি যে বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কত জনে সত্যধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন, কত জনে "সুরুচি সভ্যতা" বুঝিতে পারিয়াছেন, কত জনে সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, কত জনে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক, শিক্ষক ও প্রতিপালক, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির শুশ্রূষাকারিণী, কোমলতাবর্দ্ধিনী, পবিত্রতা ও উৎসাহ বিকাশিনী; সকলেই এক বিশ্বজননীর সন্তান, সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী, সকলেই সেই পরম-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইব

—আজি যে কত জনে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে বামাবোধিনি! তোমারও প্রাণপণ যত্ন ও শ্রমের সফলতা দেখিতে পাইতেছি। আজি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়া আসিতেছ, সুতরাং বঙ্গবাসিনীরা বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে তোমার যত্ন আছে, চেষ্টা আছে, হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি আছে! তাই বলিতেছি, মা, কন্যার মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর মঙ্গলের জন্য যেমন আপনা ঢালিয়া দেন, শুভাকাঙ্ক্ষিণী তুমি বঙ্গবাসিনীদিগের মঙ্গলের জন্য সেই রকম আপনা ঢালিয়া দিয়াছ! এ স্নেহ মমতার প্রতিদান মরজগতে মিলে না! তুমিও বঙ্গবাসিনীর কাছে "প্রতিদান" রূপে কিছুই গ্রহণ করিতে চাও না— তাহারাও তোমার এ স্বর্গীয় ঋণ শোধ দিবার ইচ্ছা করে না, তবে বামাবোধিনি! দাসত্ব-পীড়িত হতভাগা নিগ্রো জাতি এব্রাহাম লিঙ্কন, জন হাউয়ার্ড প্রভৃতি মহাত্মাগণকে যাহা দিয়াছে, সেবালয়ের রোগীগণ ফাদার দামিয়েন ও ভগিনী ডোরাকে যাহা দিয়াছে, পথ-ভ্রষ্ট পতিত নরনারীগণ মহাত্মা বুথ্‌কে যাহা দিয়াছে, বঙ্গভূমির পাষণ্ড নাস্তিকগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেবকে যাহা দিয়াছে, দীন অনাথ অধমেরা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহা দিয়াছে, তোমার অভাগিনী বঙ্গবাসিনীগণ, তোমার চরণে সেই দীন-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতেছ—প্রার্থনা করি এ টুকু গ্রহণ করিতে তুমি বিরক্ত হইবে না! জানতো বামাবোধিনি। (উপকারী উপকৃত সম্বন্ধ লইলেও) ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি মহৎ ব্যক্তিকে কিছু দিয়া সুখী হয়, তবে নিষ্কামধর্ম্মী মহাত্মারা তাহাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ, জীবনদাতা হইয়াও ময়দানবের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাই রামচন্দ্র ভক্ত শবরীর নিকট হইতে সাধিয়া আহার্য্য লইয়াছিলেন, তাই বলিতেছি তোমার বঙ্গবাসিনীগণ তোমাকে যতটুকু ভক্তি প্রীতি দিবে, (যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার ভুলিয়া) তোমাকে তাহা লইতেই হইবে।

ত্রিশ বৎসরে তুমি আমাদের জন্য কি কি কাজ করিলে তাহা বলিব না— বলিতে পারিব না। মা' শিশুকে মানুষ করেন, এই পর্য্যন্ত জানি, কেমন করিয়া মানুষ করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তা' ছাড়া আরও কারণ আছে; কথা কি, তুমি আমাদিগকে যে রকম সম্পূর্ণ দেখিতে ইচ্ছা কর, সে রকম সম্পূর্ণতা লাভের এখনও বহুতর বাকি রহিয়াছে। আমরা যে পর্ব্বতের উপরে উঠিব, এখনও তাহার উপত্যকায় পৌঁছিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ; সুতরাং তোমারও অনেক কাজ বাকি— ত্রিশ বৎসর খাটিয়াছ, এমন কত ত্রিশ বৎসর খাটিতে হইবে! অতএব যখন

অতীতের অপেক্ষা ভবিষ্যতের দিকে বোঝা ভারি ঠেকিতেছে, তখন আর বলিতে পারিলাম কই? আর জীবন্ত মানুষের কি জীবনচরিত লেখা যায়?—লজ্জা করে না?—তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আগেই বলিয়াছি—এখনকার মেয়েদের উন্নতির জন্য—উন্নতির "খেয়াল" নহে, প্রকৃত উন্নতির জন্য যাহা কিছু কাজ হইতেছে, তাহার অনেকগুলি কাজে তোমার যত্ন, শ্রম, চেষ্টা—এবং সকল গুলিতেই হৃদয়ের সহানুভূতি জাগিয়া রহিয়াছে! তাই নারীজাতির উন্নতি আলোচনা করিতে গিয়া তোমার স্নেহময়ী মূর্ত্তি আগে মনে পড়ে!—আবার বলি, বঙ্গবাসিনী গত ত্রিশ বৎসরে যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, প্রত্যক্ষরূপেই হউক আর পরোক্ষরূপেই হউক—তোমার সহায়তাও তাহার এক প্রধান উপাদান—এবিষয়ে অধিক আর বলিতে পারিব না—তুমিও শুনিতে চাহিবেনা।

তার পরে বলি, বামাবোধিনি! বিধাতার আজ্ঞা পালন করিতেই তুমি এসংসারে আসিয়াছ, চিরদিনই সেই কাজ করিতেছ, তথাপি এ মরজগতের শোক দুঃখাদি তোমাকে কত সময়ে পীড়ন করিয়াছে! আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মত তোমার মহৎ জীবনেও কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে; কখনও তুমি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বিয়োগযাতনা সহিয়াছ, কখনও নিজ জীবনের আশঙ্কা ক্ষোভও করিয়াছ, দরিদ্রতার দারুণ ক্লেশও পাইয়াছ!—এত ক্লেশেও তুমি যাঁহার কৃপায় এ ত্রিশ বৎসর তোমার জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছ, সেই দেবতার চরণে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু বামাবোধিনি, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের কথা আছে—সে কথা এই যে এত সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছ, তথাপি সময়ে সময়ে তোমাকে নিষ্ঠুর সমালোচনা সহিতে হয়, তীব্র বিদ্রূপে ব্যথিতা হইতে হয়—স্ত্রীজাতিকে"যথেচ্ছাচারিতা-শিক্ষাদায়িনী" বা"সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্রী" এমনতর গালাগালি খাইতে হয়!—এসব কথা আশ্চর্য্য মনে করি না—কারণ এ জগতে যাঁহারা উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের অনেককেই এমনতর নিগ্রহ ভুগিতে হয়! বুদ্ধদেব হইতে পণ্ডিতা রমাবাই পর্য্যন্ত ইহার উদাহরণস্থল। যাহা হউক বামাবোধিনি! যিনি তোমার মত, স্ত্রীজাতিকে নিরপেক্ষভাবে,ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, অধিকার, সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য, উদ্দেশ্য—নারীজীবনের উপযোগী সকল রকম সুশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন,লোকে তাঁহাকে হিন্দু,ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান যাহাই কেন বলুক না, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে "বিকৃত শিক্ষা, যথেচ্ছাচারিতার শিক্ষা" যাহাই কেন বলুক না, বঙ্গবাসিনীগণ তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে তাহাদিগের জীবন

সার্থক হইবে। এ কথা যে তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে বলিতেছি, তাহা নহে—এ রকম দুঃখে তুমি বিচলিত হইলে, আজি ত্রিশ বৎসর আমাদের জন্য রক্ত মাংস জল করিতে পারিতে না!—তবে আমাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্যই এ কথা উল্লেখ করিলাম। তুমি আমার উপরে অসন্তুষ্ট হইওনা।

আজিকার এই শুভদিনে যে সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার অনেক কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না—আর একটী কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না—বামাবোধিনি! তুমি যে একটী শোক ও নৈরাশ্যপূর্ণ তরুণ জীবন কি অসীম স্নেহ-ছায়ায় বাঁচাইয়া তুলিয়াছ, কি করিয়া সেই মৃতপ্রায় শিরাধমনীতে অমৃতবিন্দু সিঞ্চন করিয়াছ, কি করিয়া সেই জড় হৃদয় প্রাণের আশা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য, একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছ, সেই মৃতদেহের অস্থি মজ্জায় কি করিয়া নবজীবন সঞ্চার করিয়াছ; মা'র মতন স্নেহে, ভগিনীর মতন যত্নে, শিক্ষয়িত্রীর মতন হিতৈষণায়, সখীর মত প্রীতিতে একটী অসহ্য দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ের সকল অভাব কি করিয়া পূর্ণ করিতেছ, সে কথা বামাবোধিনি! আমি নিজেও বুঝি না, পরকেও বুঝাইতে পারিব না। লোকে বলে "জগতে ঋণগ্রস্তের মত দুঃখ আর নাই," আমি বলি মা'র কাছে সন্তানের, শিক্ষয়িত্রীর কাছে ছাত্রীর আর তোমার কাছে আমার, অনন্ত ঋণে ঋণী থাকা অপেক্ষা সুখ আর নাই!—তা' বামাবোধিনি! বামাবোধিনি! আমার উপাস্যা দেবী বামাবোধিনি! আমি বিধাতার নামে তোমারই হইয়াছি; তুমি এ ক্ষুদ্র প্রাণ—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া লইবে কি?

লেখিকা—
তোমারই
আমি।

পন্‌জ্ সাহেব।

ভারতের ধর্ম্ম ও রাজনীতিক্ষেত্রে শিখগুরু নানক একটি অমূল্য ও অত্যুজ্জ্বল রত্ন। নানকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির বিস্তৃত ইতিহাস আমরা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। শিখজাতিও নানককে 'বাবা' অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। যে অসামান্য বীরত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশবৎসলতা, স্বজাতিপ্রিয়তা, একপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহে শিখজাতি ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, বাবা নানক তাহার মূল। অদ্যকার প্রস্তাবে বাবা নানক সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় অথচ নূতন কথার অবতারণা করিব। নানকের জন্মস্থানে এবং পঞ্জাব প্রদেশে আমরা এইগুলি সংগ্রহ করিয়া কোনও সময়ে ইংলণ্ডের একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রোক্ত পত্র হইতে আমরা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই প্রস্তাবের অঙ্গপূর্ণ করিয়াছি।

বাবা নানক, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী জলন্ধর জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কৃষিকার্য্য করিতেন এবং পিতা মহাশয় নানা সময়ে নানা স্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাউলপিণ্ডি জেলায় বাবা নানক বহুকাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি আপনার ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যে পরম রমণীয় স্থানটিতে মহাপুরুষ নানকের আশ্রম ছিল, তাহা আজিও সগৌরবে বর্ত্তমান। অমৃতসহর ভিন্ন ভারতবর্ষে শিখজাতির এতদপেক্ষা অধিকতর পবিত্র তীর্থ আর নাই। এই স্থানের নাম "পন্‌জ্‌ সাহেব।" পেশোয়ার এবং কোহাটের সৈনিকবর্ত্মের মধ্য দেশে ইহা অবস্থিত এবং কৃষ্ণপর্ব্বত হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দূর। ইহার চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পর্ব্বতমালা; এই পর্ব্বতশ্রেণী আফগানিস্থানের সলিমান গিরির সহিত মিশিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে অতীব স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিল তীব্রবেগে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা এত স্বাস্থ্যকর যে বহু দূর দেশ হইতে রোগী সমূহ স্বাস্থ্যের জন্য ঐ জলপান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ দর্শন উপলক্ষে এস্থানে আগমন করেন এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা দেন। মুসলমানেরাও পন্‌জ্‌ সাহেবের বিশেষ পক্ষপাতী। এই স্থানটি নানাকারণে সকল জাতির এতাদৃশ শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার নিকটে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জল বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যকর, চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণীয়।

বাবা নানক সর্ব্বপ্রথমে পন্‌জ্‌ সাহেব নামক স্থানে মুসলমান জাতির মধ্যে গোহত্যার বিরুদ্ধে উপদেশ দেন এবং শিয়া ও সুন্নী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদনের বিহিত চেষ্টা করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ পর্ব্বতে* এক বলবন্ত পাঠান দস্যু রাজত্ব করিত। ঐ পাঠান দস্যুর

* সম্প্রতি পেশোয়ারের সন্নিকটে যে স্থানে বৃটীশ সেনা ও পার্ব্বতীয় জাতির সহিত মহাসমর হইয়া গিয়াছে, ঐ স্থানের উপরিস্থিত পর্ব্বতের ইংরাজী ভৌগলিক নাম ব্লাক্ মাউন্‌টেন্, দেশী নাম কৃষ্ণ পর্ব্বত এবং মুসলমানী নাম জাংগী পাহাড়। এই স্থান চিরকালই বৃটীশের ভীতিক্ষেত্র। অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত বন্য যবনজাতি ভিন্ন আর কেহ কখন ইহাতে অধিবাস করিতে পারে নাই।

নাম দলী খাঁ। নানকের উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া, দলী খাঁ বাবা নানককে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণপর্ব্বতে লইয়া যান এবং পার্ব্বতীয় দুর্গে আবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে শিখজাতির অভ্যুদয়ের বীজ পর্য্যন্ত প্রোথিত হয় নাই। বাবা নানকের সঙ্গে তাঁহার তিনজন শিষ্য ছিল, এই তিনজনই তাঁহার প্রথম শিষ্য। ইহাঁদের একজনের নাম চর্ণি। নানক ব্যতীত আর সকলকেই দলী খাঁ স্বহস্তে নিহত করেন। ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইলে, একদিবস যোগাসনে বসিয়া বাবা নানক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে দলী খাঁ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল; কহিল, "অদ্য শুক্রবার, মুসলমানের অতি পবিত্র দিন, সুতরাং অদ্য আমরা তোমাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমি সম্মতি না দিলে, আমাদের শাস্ত্রমতে বলপূর্ব্বক তোমার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" বাবা নানক সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন "তথাস্তু।" ঐ দিবস বাবা নানকের মুসলমান ধর্ম্মে বাস্তবিকই দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়; একপক্ষ কাল অতিবাহিত না হইতে হইতে মুসলমানেরা দেখিল যে, বাবা নানক মহম্মদীয় এবং হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই পালন করিতেছেন, অথচ ইহাদের কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার বিশেষ আস্থা নাই। দলী খাঁ বলিল "মুসলমান হইয়া তোমার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক।" নানক কহিলেন, "এইরূপ ব্যবহারের জন্যই আমার জন্ম। আমি না হিন্দু না মুসলমান, অথচ উভয় ধর্ম্মকে একটী সাধারণ ক্ষেত্রে আনিয়া সংস্কার করতঃ একটি নূতন অথচ বিশুদ্ধ পরিচ্ছদে শোভিত করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং হিন্দু হওয়া আর মুসলমান হওয়া আমার পক্ষে তুল্য কথা। আমি মুসলমানের গোহত্যা, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মযাজন, শীয়া সুন্নীর বিবাদ এবং হিন্দুজাতির জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথা উঠাইয়া এক নবধর্ম্ম স্থাপন করিতে চাই; আমার ধর্ম্মের সম্মুখে যবন ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে।" ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার প্রস্তাবিত ধর্ম্মের নীতিসমূহ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে দলীখাঁর মন টলিল; কৃষ্ণপর্ব্বতে অসভ্য দস্যু জাতির মধ্যে শিখ ধর্ম্মের বীজ আজ প্রোথিত হইল; দস্যু পাঠানরাজ শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। প্রকাশ্যভাবে নানকের এই সর্ব্বপ্রথম শিষ্য! ইহার বংশ এখনও বর্ত্তমান, সম্প্রতি এই বংশের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

নানকের শরীর সবল, সুস্থ, নীরোগ, স্থূল এবং অতীব সুন্দর ছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অথচ তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে

রমণীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের ধর্ম্ম, স্বভাব চরিত্র, আহার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ সমূহ নিতান্ত সারগর্ভ। নারীজাতি বলবতী হয়, ইহাও তাঁহার মনোগত অভিলাষ ছিল; প্রত্যেক শিখ রমণী কেবল গৃহ-ক্ষেত্রে নহে, সমর ক্ষেত্রেও বুদ্ধি, কৌশল এবং বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারে, ইহা তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার গ্রন্থ-জীতে ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ রমণী জাতির শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী না হইলে, বোধ হয় এতদিনে শিখনারীগণ সৈনিক শিক্ষায় ব্যুৎপন্না হইয়া উঠিতেন। শিখ যুদ্ধে শিখ রমণী সহায়তা করি-য়াছে, ইহার প্রমাণ ভারতের ইংরাজ ইতি-হাসেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কথিত আছে, এক সময়ে এক দল অসামান্যা লাবণ্যবতী রমণী একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরিস্থিত তরুতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ পর্ব্ব-তের নিম্নদেশে উপবেশন করিয়া বাবা নানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নানকের উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষ, শালপ্রাংশু বাহু, সুন্দর আয়তন, অপরূপ মুখশ্রী, সুস্থ দেহ প্রভৃতি দর্শন করিয়া রমণীগণ বিমোহিতা হয় এবং নানকের ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে, বাবা নানক নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার কুচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত করি-বার প্রয়াস পায়। পরিশেষে বিফল-মনোরথ হইলে, রমণী সম্প্রদায়ের কর্ত্রী বলিয়া উঠিল, "যদি তুমি আমাদের নিকটে না আইস, তাহাহইলে আমরা এই পর্ব্বতমালা এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরোপরি প্রক্ষেপ করিব, তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" বাবা নানক তাহাতেও টলিলেন না। স্ত্রীলোকগণ যখন বাস্তবিক পর্ব্বত ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং গিরিমালা যখন মুহূর্ত্ত মধ্যে শিরোপরি পতিতপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে বাবা নানক এই বলিয়া চীৎকার করিলেন যে, "হে পর্ব্বত! যদি আমি যথার্থ নির্দ্দোষী হই, তাহা হইলে এই নির্দ্দোষীকে নিহত করিয়া আপনার শুভ্রদেহে চিরকলঙ্কের কালিমা স্থাপন করতঃ জগতে অকীর্ত্তি ঘোষণা করিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি পর্ব্বতের গাত্রে স্থাপনা করিলেন। অর্দ্ধ-পতনোন্মুখ গিরিমালা পড়িতে পড়িতে আটকাইয়া গেল। প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু পর্ব্বতের এই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইহা রাওলপিণ্ডি জেলায় আজিও বর্ত্তমান। পঞ্জাবী ভাষায় পন্‌জ্ অর্থে পাঁচ এবং সাহাব অর্থে অঙ্গুলী। এই জন্য এই স্থানের নাম পন্‌জ্ সাহাব্। এই প্রবাদ পঞ্জাবের সর্ব্বত্র প্রচলিত। শিখের নিকটে

যদি কেহ এই প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টা কাল মধ্যেই ঘোষণাকারীর প্রাণবায়ু তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। শিখের শাণিত তরবারী তাহার ধর্ম্মের রক্ষক।

পনুজ_সাহেব ক্ষেত্রেই বাবা নানক কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে, এই প্রস্তাব লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উভয় দলেরই নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, মুসলমানেরা তাঁহার মৃতদেহের কবর এবং হিন্দুরা দাহন সংস্কার করিতে চায়। পরিশেষে মুসলমানেরা জয়লাভ করিয়া মৃতদেহকে কবরস্থ করেন। প্রবাদবাক্য শুনা যায়, ভগবান হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ দেখিয়া, যোগবলে নানককে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে অনুমতি দেন। শিখ সমাজে এই প্রবাদ আজিও প্রচলিত।

পশুহত্যা।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর)

মুসলমানেরা যেরূপে জবাই করে, তাহা অল্প ভয়ানক ও অল্প নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে। তাহারা গো কুক্কুট প্রভৃতিকে একবারে দ্বিখণ্ড করে না; অস্ত্রদ্বারা উহাদিগের কণ্ঠনালীর অর্দ্ধেক ছিন্ন করিয়া দেয়, জন্তুটী অসহ্য যাতনায় ভূমিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাহারা স্বচক্ষে সেই ব্যাপককালে পরম কৌতূহলীর ন্যায় অম্লানবদনে ঐ ব্যপার অবলোকন করে। হা ধর্ম্ম! তোমার মূর্ত্তি কি এইরূপ ভয়ানক আকারে পরিণত হইল !!!

দ্বিতীয়তঃ। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই স্বার্থসাধনার্থ পশু পক্ষ্যাদির প্রাণহিংসা, এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহা একপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই মনুষ্যের সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। স্বার্থসাধনার্থে অনেক প্রকারে পশুহিংসা হইয়া থাকে। বৈষয়িক আড়ম্বর ও রসনার তৃপ্তিসাধন পশুহিংসার একটী প্রধান হেতু। এদেশের কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাগশাবকগুলি কিছুকাল প্রতিপালন করিয়া কোন একটী ভোজ উপলক্ষে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন। আবার ছাগ বধের প্রণালীই বা কত! এরূপ শুনা গিয়াছে, একবারে ছাগের মস্তক ছেদন করিয়া রক্ত বহির্গত হইয়া সুস্বাদুতার হানি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ রজ্জুদ্বারা ছাগটীর মুখবন্ধ কওত তাহাকে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে। নিরুপায় ও নিরীহ জীবটী তথায় শ্বাসরোধের অসহ্য

যাতনায় প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তদীয় মাংসদ্বারা উহার বধকারীদিগের উদর-পোষণ ও আমোদ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবাসী অসভ্য গারো-জাতিরা কোন কোন মহোৎসব উপলক্ষে "কুকুর পিষ্টক" ভক্ষণ করে। তাহারা একটী কুক্কুরকে বলপূর্ব্বক আকণ্ঠ তণ্ডুল ভক্ষণ করায়; এবং রজ্জুদ্বারা তাহার মুখবন্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ঐ দগ্ধ কুক্কুরের শোণিতাদি দ্বারা উহার উদরমধ্যস্থ তণ্ডুল পরিপাক হইয়া পিষ্টকের আকার ধারণ করে। পরে অস্ত্রদ্বারা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রধানতম আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে প্রদান করে। এইরূপে তাহাদিগের মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় ডোম হাড়ি প্রভৃতি অনেক ইতরজাতিরা আপনাদিগের মহোৎসব-কালে দুই চারিটী শূকর বধ করে। তাহার প্রণালী অতি নিষ্ঠুর; কর্ত্তন করিলে রক্ত বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া এক স্থানে তিন চারি ব্যক্তি লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান হয়; মধ্যস্থলে শূকরটীকে ছাড়িয়া দেয়। এক ব্যক্তি উহার গাত্রে যষ্টি প্রহার করিলে, উহা যাতনায় উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করতঃ প্রাণভয়ে অন্যদিকে পলায়ন করে, সেদিকেও সেইরূপে আঘাত পায়। নিরুপায় জন্তুটী প্রহারে বিকল হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

ব্যাধেরা এবং মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তিরা যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এরূপ শ্রুত আছে, নিরীহ মৃগযূথ শিকার করিবার সময় পাছে অস্ত্র শস্ত্র দর্শনে দ্রুতগমনে পলায়ন করে, এই নিমিত্ত ক্রূরবুদ্ধি ব্যাধেরা মনোহর বংশীধ্বনি করে। সরলস্বভাব মৃগযূথ আহ্লাদিত হইয়া অনিমেষনেত্রে স্থিরভাবে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে। এদিকে কুটিলমতি যমদূতস্বরূপ ব্যাধেরা অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সেই সুবিশ্বস্ত জন্তুগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে!!! ইউরোপীয় জাতিরা এবং দেশস্থ কোন কোন ধনাঢ্য মহাশয় মৃগয়াকে অতি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আনন্দজনক ক্রীড়া মনে করিয়া সঙ্গে ভয়ঙ্কর কুক্কুর এবং বন্দুকাদি লইয়া খরগস শৃগাল, হরিণ প্রভৃতি জন্তুকে শিকার করিতে যান। যখন ঐ সমস্ত ভয়ার্ত্ত জীব ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, ও যখন ঐ কুক্কুরেরা উহাদিগকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে, তখনই শিকারিগণের আনন্দের আধিক্য হয়, এবং তাহারা নানা প্রকার বিকট শব্দ করিয়া কুক্কুর-দিগকে উৎসাহদান এবং আপনাদের আহ্লাদ প্রকাশ করেন।

মুসলমানেরা গো, মেষ ও কুক্কুট দ্বারা সর্ব্বদাই সাড়ম্বর ভোজন করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ সভ্য ইউরোপীয় মহাশয়েরা আবার এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ নানা জাতীয় লোক যত প্রকার প্রাণীর

মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয়েরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কোনও জীবের জিহ্বাটী উপাদেয় বলিয়া, কেবল তজ্জন্যই সেই জাতীয় শত শত জীবের প্রাণবধ হয়, কোন জন্তুর মস্তিষ্ক উপাদেয় বিবেচনায় তজ্জাতীয় বহুতর জন্তু বধ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নীতি কণ্ঠহার।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু, কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানশ্চ, সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অনিষ্ট না করা, প্রত্যুতঃ অনুগ্রহ ও দয়া করা সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ১

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতেদুষ্কৃতের্বাপি, তাদৃশং দৃশ্যতে ফলং॥

কৃষক যাদৃশ বীজ করিবে রোপণ,
তাদৃশ তাহার ফল হয় সংঘটন।
ভাল কর্ম্মে ভাল ফল, মন্দ কর্ম্মে মন্দ।
অকাট্য এ সত্য, ইথে নাহি কোন দ্বন্দ্ব।২

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং, বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥

গরল হ'তেও কর অমৃত গ্রহণ।
বালকেরো মুখে কর সুকথা শ্রবণ।
অমিত্রের সুদৃষ্টান্ত করহ গ্রহণ,
অপবিত্র স্থান হ'তে লইবে কাঞ্চন। ৩

জ্ঞানপূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম ছাদয়ন্তে হ্যসাধবঃ।
ন মাং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি, ন মাং পশ্যন্তি দেবতাঃ॥

অসাধু লোকেরা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া গোপন করে, এবং মনে করে যে, মনুষ্যেরা আমাকে দেখিতেছে না, দেবতারাও দেখিতেছেন না। ৪

তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মান স্তএব পুরুষা ভুবি।
যে সুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধো যৌবন সংকটাৎ॥

হে সাধো! যাঁহারা যৌবনরূপ সঙ্কট হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ পৃথিবীতে পূজনীয় মহাত্মা পুরুষ। ৫

ন চক্ষুষা ন মনসা, ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা, কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ॥

চক্ষু দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা কখন দূষিত কার্য্য করিবেক না; এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে। ৬

মাতরং পিতরঞ্চৈব, শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চাপি সস্নেহা স্তেনরা স্বর্গগামিনঃ॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার সেবা ও শুশ্রূষা করেন, ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন। ৭

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ, শমচিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥

বিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রশান্তভাব দয়া, সকলের সুখান্বেষণ, সরলতা, সমদর্শিতা এই সকল সাধুতার লক্ষণ। ৮

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতেষু চাজ্জর্বম্।
ক্ষমাচৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ॥

অহিংসা, সত্যবাক্য, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ক্ষমা, অপ্রমাদ, এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন। ৯

শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা প্রিয়া।
ভজন্তি মৈত্র্যা সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যে সকল ব্যক্তি প্রীতিসহকারে মিলিত হইয়া নিত্য বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু মিত্রের সেবা করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন। ১০

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৩ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার চতুর্থ উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন সদ্ভাব। এ কথা শুনিয়া হয় তো অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন, কারণ আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধ্যে এমন কথা বলেন নাই যে "সকল নরনারীই এইদিনে ভ্রাতাভগিনীবৎ ব্যবহার করিবে।" অথবা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা করিতে যে হিন্দু মহিলা, ইংরেজ কি ফরাসীকে "ভাইফোঁটা" দিতে গিয়াছেন, ইহাও কেহ কখন দেখেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সকল ঘটনা না হইলেও আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা নিহিত রাখিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত হইতে পারিলেই মানবের সর্ব্বজনীন সদ্ভাব অভ্যাস হইতে পারে—সেই মহত্তম ইঙ্গিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আছে বলিয়াই আর্য্যগণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া "বিশ্বজনীন সদ্ভাবের সঙ্কেত মাত্র।"

এ জগতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াও নরনারীর ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধের অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সামাজিক নরনারী সকলেই সমাজের সন্তান। এই সামাজিক ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব সকলের মনেই নিহিত আছে—আছে বলিয়াই একজন বাঙ্গালির গৌরবে সমগ্র বঙ্গবাসী গৌরবান্বিত হন। আবার একজন ইংরেজের গৌরবে সমগ্র ইংলণ্ডবাসী গৌরবান্বিত হন। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় সম্বন্ধ হইতে নরনারীগণের ভ্রাতৃভগ্নী ভাবের পরিবর্দ্ধন; যিনি "জননী, জন্মভূমিশ্চ" বুঝিয়াছেন, তিনি স্বদেশীয় নরনারীগণের ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাব অবশ্যই বুঝিবেন। স্বদেশীয়দিগের সহানুভূতি কিরূপ স্বাভাবিক, ভারতবাসী ভারতবাসীর প্রতি ফ্রান্সবাসী ফ্রান্সবাসীর প্রতি অনুরক্ত হওয়া কিরূপ স্বাভাবিক, তাহা অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এসকল ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বন্ধ উচ্চ হইলেও সীমাবদ্ধ—আমাদিগের ভ্রাতৃভগ্নীত্বেরও যে উদার মহান্ স্বর্গীয় তৃতীয় সম্বন্ধ আছে, তাহার তুলনায় এ সকলই অকিঞ্চিৎকর বিবে-

চিত হইতে পারে; সেই সম্বন্ধানুসারে আমরা অভ্যস্ত হইলে এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা মিলিত হইয়া "একখানি গৃহ" হইতে পারে! সেই সম্বন্ধে আমরা সকলেই সেই বিশ্বজননীর সন্তান; এই বিশাল জগৎ শরীরে আমরা সকলেই এক এক পরমাণু, আমার মত অসঙ্খ্য অণু পরমাণু যোগেই এই মানব-জগৎ গঠিত। যাহা জগতের মঙ্গলসাধক, সেই কার্য্য আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে পরস্পরে পরস্পরের সহায়তা করা নরনারী জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, সকলেই ভ্রাতা—সকলেই ভগিনী। অতএব ভ্রাতৃত্ব সকল পুরুষেই থাকিবে, ভগিনীত্ব সকল রমণীতেই থাকিবে, নচেৎ আমাদের জীবনের এক মহদুদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। ভ্রাতাকে দেখিলে আমাদের মনে হয় পুরুষজাতিই রমণীর রক্ষক ও শিক্ষক, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ রমণীকে ধর্ম্মজ্ঞান ও অভয় দিবার জন্য, রমণীর সম্মান গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, ইহাই ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব। ভগিনীকে দেখিয়াই আমাদের মনে হয় রমণীজাতি পুরুষের সখী ও সেবিকা, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন—প্রধানতঃ পুরুষের তাপদগ্ধ হৃদয়ে শীতলছায়া দিবার জন্য; দয়া ও পবিত্রতার প্রতিরূপ হইয়া পুরুষের সেবা ও সাহায্যের জন্য; পুরুষের নিত্যসঙ্গিনী না হইলেও তাঁহার সুখ দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি দিবার জন্য। ইহাই ভগ্নীর ভগ্নীত্ব। ইহাই সমগ্র নরনারীগণের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য; সমুদয় নরনারী ভ্রাতৃভগ্নীভাবে অভ্যস্ত হইলেই এই কর্ত্তব্য পালিত হয়, এবং এই কর্ত্তব্য পালিত হইলেই সর্ব্বজনীন সদ্ভাব রক্ষা হয়।

কিন্তু এ শিক্ষায়, সর্ব্ব সাধারণকে পুস্তক পড়াইয়া অথবা মৌখিক উপদেশ দিয়া শিক্ষিত করা যায় না। নীতিগ্রন্থ মুখস্থ হইলেই কেহ নীতিপরায়ণ হয় না। নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলনে পরিস্ফুট হইতে পারে, স্মৃতি, মেধা, ধারণা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল পরিস্ফুট করিতে হইলে সাধুকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া চাই। ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি শিখিতে হইলে সদ্ভাব অভ্যাস করা চাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, শুধু বুঝিয়াছিলেন নহে—সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনী জীবনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন, সকলের হৃদয় যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীভাবে অভ্যস্ত হইতে পারে এবং সকলেই যাহাতে ভ্রাতা ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সেই আশয়ে তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য—অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য, ভ্রাতাভগিনীর ভালবাসা অনুশীলিত হইয়া লোকের চিত্ত মার্জ্জিত

হইবে, স্বার্থপরতা দূর হইবে, সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার কৃত্য, রমণী ভগ্নী-ভাবে প্রণোদিত হইয়া পুরুষের শুভকামনা ও পরিচর্য্যা করিবেন, পুরুষ ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া রমণীকে "ভগিনী" বিবেচনা করিবেন, তাঁহার সম্মান গৌরবরক্ষা করিবেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শিক্ষা, বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভগ্নী-ভাব, নিষ্কাম ভালবাসা, ভালবাসিয়া ত্যাগ স্বীকার। সহোদর সহোদরায় ইহার উৎপত্তি, পরিবার মধ্যে ইহার উন্নতি, সমাজে ইহার বিস্তৃতি এবং বিশ্বজগতে ইহার পরিণতি—এই সদ্ভাবের নাম—এই স্বর্গীয়-ভাবের নাম,—**বিশ্বজনীন সদ্ভাব**!

বঙ্গমহিলা ইংরেজকে অথবা ইংরেজ-মহিলা বাঙ্গালিকে "ভাই ফোঁটা" দিলেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সফল হইল, তাহা নহে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপদেশানুসারে আত্মগঠন করিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে সকলে সকলের ভ্রাতা ভগিনী হইতে পারিলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহদুদ্দেশ্য সফল হয়। আর্য্যগণ সেই আশয়েই ইহা প্রবর্ত্তিত করেন।

বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার যুগ, বর্ত্তমান যুগ স্বাধীনতার উন্নতির যুগ। বর্ত্তমান যুগ শিল্পবিজ্ঞানের যুগ, বর্ত্তমান যুগ বাণিজ্য অর্থনীতির যুগ; এই সকলই বর্ত্তমান যুগের গৌরব; কিন্তু বর্ত্তমান যুগ প্রেমের যুগ নহে। এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, কুমারী নাইটিঙ্গেল, বা ফাউলার জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এমন কথা বলি না বর্ত্তমান যুগে প্রেমিক কেশব চন্দ্র, বিদ্যাসাগর ভারত-বক্ষ উজ্জ্বল করেন নাই—এই কথা বলিতেছি যে, যে নিষ্কাম প্রেম সাধনায় ভারতীয় আর্য্যগণ দেবতা হইয়াছিলেন, ভারতভূমি দেবভূমি হইয়াছিল, সেই প্রেম আর নাই! প্রেম গিয়াছে, সদ্ভাবও গিয়াছে, ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব কেবল কথার কথা হইয়াছে! কেন?

নরনারীগণ প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের ভ্রাতাভগিনী, সকলেই যে বিশ্বজননীর সন্তান, একথা অনেকেই জানেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে করিয়া থাকেন কয়জন? আমরা প্রমাণ স্বরূপ আমাদের বঙ্গদেশে দেখাইতেছি। এদেশে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাবের তো কত রকম ব্যাখ্যা ও কত রকম উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি সকলেই ভাই সকলেই ভগিনী হইতেন, তাহা হইলে এদেশের এমন চেহারা হইত না। যদি সকলেই ভ্রাতার কর্ত্তব্য ভগিনীর কর্ত্তব্য পালন, করিতেন, তাহা হইলে এত বিবাদ, এত পাপ, এত মহাপাপ জন্মিত না—যদি সকলেই ভ্রাতার হৃদয় ভগিনীর হৃদয় পাইতেন, তাহা হইলে পুরুষগণ রমণীগণকে পদ-দলিত করিতেই সুখী হইতেন না—রমণীজাতির সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, অবস্থা, উপযোগিতা বিষয়ে অন্ধবৎ কার্য্য করিতে পারিতেন না। ভাই হইয়া ভগিনীকে অজ্ঞান অন্ধকারে রাখিতেন না; ভাই হইয়া

ভগিনীকে "পুরুষ" সাজাইতেও চাহিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিতে পারিতেন না; ভাই হইয়া ভগিনীর নামে শুধু শুধু আঠার গণ্ডা নিন্দা বাহির করিতে পারিতেন না! ভগিনী যাহা জানেন, ভাই তাহা শিখাইয়া দেন—ভগিনী যাহাতে শিখিতে পারেন, ভাই প্রাণপণে তাহারই উপায় বিধান করেন। ভগিনীর অশ্রু-মোচন করিতে ভাই সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। ভগিনীর ধর্ম্মভাব, পবিত্রতা, লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে ভাই প্রাণপণে সহায় হন। ভগিনী ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য—ভ্রাতার পরিচর্য্যার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। এদেশে সে ভ্রাতৃভাব কোথায়, সে ভগ্নীভাবই বা কোথায়? তাই বলিতেছিলাম ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব এদেশে আজি কথার কথা হইয়াছে! শুধু বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের এই দশা হইয়াছে! যে পথে ব্যাস অষ্টাবক্র গিয়াছেন, জনক শিবি গিয়াছেন, গৌতমী গার্গী গিয়াছেন, সীতা সাবিত্রী গিয়াছেন, ভারতে "জাতীয়" ভালবাসাও বুঝি সেই পথে গিয়াছে! (ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

ভারতবাসী মাত্রেই চীনদেশের নাম অবগত আছেন। জগতের প্রাচীন সভ্য জনপদের মধ্যে চীন একটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত। যখন বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ড উলঙ্গ বর্ব্বরের আবাসভূমি ছিল, যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গ্রীশ ও রোমের প্রতি চাহিয়া থাকিত; তাহারও পূর্ব্বে ভারতভূমির ন্যায় চীনদেশও সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। চীনদেশকে সভ্য করিতে পাশ্চাত্য সাহার্য্যের প্রয়োজন হয় নাই। চীনবাসিগণ সর্ব্বপ্রথম দিগ্‌দর্শন নির্ম্মাণ ও মুদ্রাঙ্কন প্রচলন দ্বারা সমস্ত সভ্যজগতের সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছে।

চীনবাসিগণ পূর্ব্বকালে প্রতিবেশী তাতারদিগের উৎপাতে বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিক্ এক প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা ঘেরিয়া লইয়াছে। এই প্রাচীর দীর্ঘে ১৫০০ মাইল ও উর্দ্ধে ৩০ ফুট এবং এপ্রকার প্রশস্ত যে ছয়জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে তাহার উপর পরস্পর পাশাপাশি হইয়া গমনাগমন করিতে পারে। চীনদেশের প্রাচীর পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ কয়েকটীর মধ্যে একটী।

একে চীন দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তাহার উপর আবার চীনবাসিগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাতে উহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুরারোহ পর্ব্বতমধ্যস্থ ভূখণ্ড সমূহ, ইহারা যেরূপে সমতল ও উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করে, তাহা অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের

অনুকরণীয়। খাল কাটিয়া ইহারা অত্যুচ্চ প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর স্থান হইতেও শস্যাদি উৎপন্ন করে। চীনদেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চা ও ধান্য প্রধান। চীনদেশজাত চা প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই রপ্তানি হইয়া থাকে। উদ্যানজাত দ্রব্য এবং রেশম ও বংশবিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য চীন বাসিগণ ধরাতলে অদ্বিতীয় না হইলেও নিতান্ত অগণ্য নহে।

চীন দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এই ক্ষুদ্র চীন দেশে (৫০০০০০০ বর্গমাইল স্থানে ৩৫০০০০০০০ পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের বাস; স্থানাভাবে অধিকাংশ অধিবাসী নৌপল্লী নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে বাস করে।

চীন রমণীদিগের মধ্যে যাহার পদতল যত ক্ষুদ্র সে তত সুন্দরী নামে পরিচিত হয়, এই হেতু অতি শৈশব কাল হইতেই চীন রমণীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব পুরুষদিগের পূজা করা চীনবাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গুরুজনগণের প্রতি ইহারা অসাধারণ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। সাধারন লোকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই কনফিউসিয়স প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধ ও কনফিউসিয়স্ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত চীনদেশে টাউ নামক আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। চীনবাসিগণ কাগজের মুদ্রা, গৃহ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে—তাহাদিগের বিশ্বাস এরূপ করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃত মুদ্রাগৃহাদি প্রাপ্ত হইবেন। অতিথিসৎকার চীনবাসীগণ একটী মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে, ইহাদিগের কার্য্যকলাপে বিনয় ও সদাচারের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু ইহারা সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না।

চীনবাসীদিগের আহার পদ্ধতি বড়ই জঘন্য। বিড়াল কুকুর ইন্দুর টিকটিকি ভেক এবং তৈলপায়িক (আশুলা) প্রভৃতি জন্তু ইহাদিগের খাদ্য। মৃত জন্তুর গলিত মাংস ইহারা আদরের সহিত ভোজন করিয়া থাকে। কোনও ভোজব্যাপারে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। আহারান্তে নৃত্যগীত ও নাটকাদিঅভিনয় দ্বারা আগন্তুকদিগকে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ ভোজ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে না—তাহারা অন্তরাল হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া থাকে। চীনবাসীরা যেরূপ অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে, অন্য কোনও দেশীয় লোক সেরূপ করে না। ইংরাজ বণিকগণ সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে অহিফেন ব্যবসা বিস্তার করেন।

চীনবাসীরা যুদ্ধকৌশলে বিলক্ষণ

অভ্যস্ত। ইহারা যদিও স্বভাবতঃ উদ্ধত, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে ইহাদিগের একতার অসদ্ভাব নাই।

চীনভাষার সহিত জগতের কোনও ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায় না। এইভাষার এক একটী অক্ষর এক একটী শব্দ। অপরাপর ভাষায় যেমন ছত্রগুলি পত্রের বাম বা দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বা বামদিকে শেষ করা হয়, চীন ভাষায় সেরূপ হয় না। ইহার ছত্র গুলি পত্রের ঊর্দ্ধ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অধোদেশে সমাপ্ত হয়। অন্যান্য ভাষার সহিত এ ভাষার কোনও সাদৃশ্য না থাকিবার কারণ এই, চীন বাসীরা অন্য কোন জাতির সহিত সংমিলিত হইতে ভালবাসে না।

চীনদেশে অপরাধীকে দণ্ড দিবার পদ্ধতি অতিশয় ভয়ঙ্কর। অপরাধীকে বন্ধন করিয়া ভূমিতে শয়ন করান হয় এবং বংশখণ্ড দ্বারা তাহার হস্ত পদাদি এরূপ ভবে দলিত করা হয় যে ঐ সকল অঙ্গ একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তারতম্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় স্ত্রীলোক ও পুরুষে সমান ভাবে দেখা যায় কিনা? এবিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়াতে তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে প্রকাশ্য স্থলে তাঁহারা পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন ধাতু ও শারীরিক অবস্থাসম্পন্ন শতাধিক পুরুষ ও প্রায় একশত রমণী স্বেচ্ছাক্রমে পরীক্ষাধীন হয়েন। পরীক্ষার পর পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকগণ যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই আমরা বিবৃত করিতেছি। তাঁহারা বলেন যে স্পর্শেন্দ্রিয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে অধিকতর তীক্ষ্ণ। সীবন কার্য্যে, মালাগাঁথা, সূতাকাটা ইত্যাদি কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ যে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিনী হয়েন, তাঁহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকতর তীক্ষ্ণতাই তাহার কারণ। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ঐ দুইটী ইন্দ্রিয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকে সমান রূপেই তীক্ষ্ণ। রসনেন্দ্রিয় পুরুষে অধিকতর তীক্ষ্ণ। পরীক্ষকগণ কতকগুলি এরূপ মদ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহাদের উপাদানে অতি সামান্য তারতম্য ছিল। পুরুষগণ এই সকল খাদ্য আস্বাদন করিয়া তাহাদের মধ্যে তারতম্য অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকগণ তাহা অনুভব করিতে- পারেন নাই।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা পুরুষে অধিক না স্ত্রীলোকে অধিক এই প্রশ্ন করিলে অনেকেই হয়ত উহা স্ত্রীলোকে অধিক এই উত্তর করিবেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা পুরুষেই অধিক, নানা পরীক্ষার পর ইহা প্রমাণিত হইয়াছে! একটী পরীক্ষার কথা বলা যাইতেছে। এক আউন্স প্রুসিক্ এসিড্ একলক্ষ আউন্স জলে মিশ্রিত করিলে পুরুষগণ তাহার আঘ্রাণ পাইয়াছিলেন কিন্তু উহা বিশহাজার আউন্সের অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিবার পর পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত কোন স্ত্রীলোকই তাহার আঘ্রাণ পান নাই।

শরীরতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর এবং কতকগুলি ক্ষীণতর হইয়াছে। একথার মধ্যে যে সত্য আছে, সন্দেহ নাই।

নিদ্রা।

কাহার পক্ষে কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, বয়স, ধাতু ও দেশের জলবায়ু অনুসারে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। কফযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির অপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। যৌবন কাল অপেক্ষা বৃদ্ধকালে অধিক নিদ্রা প্রশস্ত। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক নিদ্রা আবশ্যক। প্রায় সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। দেখা গিয়াছে উহা শরীরের পক্ষে উপকারী। যাহার পক্ষে যতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া প্রশস্ত, তদপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় ছয় ঘণ্টার কম ও আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে। দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বৈদ্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, বামপার্শ্বে শয়ন করা প্রশস্ত, কিন্তু এই বিধি যে কেন প্রশস্ত তৎসম্বন্ধে উক্ত শাস্ত্রে কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। আধুনিক ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে একটী বোতল উলটাইয়া ধরিলে যেমন হয়, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে পাকস্থলীর অবস্থা অনেকটা সেরূপ হয়, সুতরাং ভক্ষিত দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী হইতে পারে না; অর্থাৎ কূপ হইতে জল উত্তোলন করার ন্যায় পাকস্থলীকে আয়াস স্বীকার করিয়া ভক্ষিত দ্রব্যকে স্বীয় গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে হয়! কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে ভক্ষিত দ্রব্য স্বাভাবিক ভাবে অনায়াসে স্বীয় পথে প্রেরিত হয়। অতএব দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করাই স্বাস্থ্যপ্রদ। নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করাও নিষিদ্ধ। নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করিলে শোণিত সঞ্চালনক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়,

সুতরাং নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন ও অজীর্ণতা উপস্থিত হয়। উদর পূর্ণ করিয়া, গুরু-পাকদ্রব্য আহারের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করিলে নিদ্রাবস্থায় কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সুস্থ-শরীর লোক রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়াছে, প্রাতে শয্যায় মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেক হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় গুরুতর ভোজনের পর নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া শয়নই মৃত্যুর মুখ্য কারণ, অনেকানেক ভিষক একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন। নিদ্রাবস্থায় পরিপাক ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য আহারের পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া তৎ-পরে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা অজীর্ণতা বা অম্বল রোগে কষ্ট পান, এই নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ রূপে পালনীয়।

বাঙ্গালা প্রবচন।

র।

১। রঘু চৈয়া বলা,
তিন কলির চেলা।

২। রঙ থাক্‌লে রঙে কড়ী,
রঙ ফুরালে গড়াগড়ি।

৩। রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।

৪। রতন গর্ভের পেতন সন্তান।

৫। রতনে রতন মিলে।

৬। রত্নগর্ভা।

৭। রথ দেখা, কলা বেচা।

৮। রণের ঘোড়া।

৯। রাই কুড়ায়ে বেল।

১০। রাখালের হাতে শালগ্রাম।

১১। রাখে গোঁসাই মারে কে,
মারে গোঁসাই রাখে কে?

১২। রাগ ক'রে আপনার ঘরে
বেশী করে খাবে।

১৩। রাগখানিও আছে,
সুখখানিও আছে।

১৪। রাগ চণ্ডাল।

১৫। রাঙা মূলো।

১৬। রাঙের রাধা।

১৭। রাজা গেল পাটনে,
শূন্য হৈল দেশ,
মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।

১৮। রাজা থাক্‌তে,
কোটালের দোহাই।

১৯। রাজা পশুপতি কর্ণাভ্যাং।

২০। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়।

২১। রাজার মা আর পঞ্চাতেলী।

২২। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজা কষ্ট পায়,
গিন্নীর দোষে গ্রেস্ত নষ্ট,
লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

২৩। রাজার ভাল বাসা
আর গৃহস্থের খাসী পোষা।

২৪। রাজার রাজ্যপাট,
গরিবের শাক ভাত।
২৫। রাজার রাণী, কাণার কাণী।
২৬। রাজার হাল, স্বর্গে বাস।
২৭। রান্না খেয়ে কান্না পায়।
২৮। রাতারাতি বামনা
হইল মহারাজ।
২৯। রাতের বেলা ভূতের ভয়।
৩০। রাম না হতে রামায়ণ।
৩১। রাম নামে ভূত পলায়।
৩২। রাম বলা ধুতি তোলা
তুদিক্ কি সাজে ?
৩৩। রাম রাজ্যে বাস।
৩৪। রাম লক্ষ্মণ তুটী ভাই,
রথে চড়ে স্বর্গে যাই।
৩৫। রাম হেন যেন স্বামী পাই।
৩৬। রামে মারুক আর রাবণে মারুক্।
৩৭। রাবণের চিতা।
৩৮। রাহুর দশা।
৩৯। রুচে পুছে খা, মন চলেতো যা।
৪০। রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও।
৪১। রূপে অন্ধ।
৪২। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
৪৩। রোকা কড়ি চোকা মাল।
৪৪। রোগ কেবল মুড়িতে,
আর ভুঁড়িতে।
৪৫। রোগা চড়ুয়ের
মুলুক যুড়ে বাসা।
৪৬। রোগিণো দেবতাভক্তঃ।
৪৭। রোগী এখন তখন,
রোজা ছ মাসের পথ !
৪৮। রোগী তুষ্ট অম্বলে,
সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।
৪৯। রোগের শেষ,
আর ঋণের শেষ।
৫০। রোজার ঘাড়ে বোঝা।
৫১। রৌদ্রের তাত সয়,
বালির তাত সয় না।

প্রহেলিকা।

তিন বর্ণে নাম তার অতি মূল্যবান,
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেবের প্রধান।
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে হয়ে যায় মোর,
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে শত্রু হয় ঘোর।
বল দেখি হেন বস্তু কি আছে এ ভবে,
যার তরে লালায়িত সর্ব্বদাই সবে ? ১

সাগরের মাঝে থাকি নাহি থাকি নীরে,
নগরের মাঝে থাকি না থাকি সহরে।
গগনেতে আছি আমি—আকাশেতে নাই
কি নাম আমার ভেবে বল দেখি ভাই ॥২

তিন বর্ণে নাম তার কি সুন্দর অঙ্গ !
তরুপ'রে বাস করে নহে সে বিহঙ্গ।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে শ্রেষ্ঠ জীব গণি,
মধ্য বর্ণ নিলে বার বুঝিবে তখনি।
শেষ বর্ণ লোপে হয় তরঙ্গ প্রবল,
চাতুরীতে তার কাছে পরাস্ত সকল ॥ ৩

তিন বর্ণে নাম তার অপূর্ব্ব চেহারা।
বাধা নাই স্বেচ্ছামত করে চলা ফেরা।
আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে সকলেরি হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে দেখে করে ভয়।
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে বিমুখ সকলে,
যে ভাঙ্গিবে বাখানিব বুদ্ধির কৌশলে ॥ ৪

তিন বর্ণে নাম তার বাস করে অঙ্গে,
বাড়ায় আদর তার আশ্বিনে এ বঙ্গে।
মস্তক কাটিলে হবে কাল নিরূপণ,
মাঝ কেটে দিলে তার হইবে গহন।
অন্তিমে আকার দিলে হবে চন্দ্রহার,
বল দেখি হে ভগিনি কি নাম তাহার ? ৫

তনু নাই তবু আমি সর্ব্বত্র প্রকাশ,
মোর মাঝে বাস করে সবে বার মাস।
আমারে ঠেলিয়ে চলে ধরিতে না পায়,
আমি কিন্তু লেগে থাকি সকলেরি গায়।
আমি না থাকিলে নাশ বিশ্ব চরাচর,
কি নাম আমার বল ওহে বিজ্ঞবর ? ৬

জনতার মাঝে থাকি সকলেই জানে,
সকলেই দেখে মোরে শয়নে স্বপনে।
নয়নে নয়নে থাকি বচনে মননে,
অশনে বসনে থাকি দশনে বদনে।
সজনে বিজনে থাকি জনমে নিদানে,
কি পদার্থ বল আমি বিধির বিধানে ? ৭

অবিনাশী বস্তু আমি বিজ্ঞানীরা কয়,
আমা বিনা সৃষ্টি নাশ জানিবে নিশ্চয়।
আমাকে আশ্রয় করি আছে এই ধরা,
অসীম সৌরজগত গ্রহ চন্দ্র তারা।
আমার স্বরূপ কেহ ভাবিয়ে না পায়,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বলেন সবায়।
আছয় অস্তিত্ব মোর নাহিক বিস্তার,
সাকার পদার্থ আমি নহি নিরাকার ॥ ৮

কলিকাতা আছি আমি ক'রে বাড়ীঘর,
আমার সেবায় রত কত নারীনর।
আমার মহিমা সবে করেছে প্রচার,
বছরে সেবক বাড়ে হাজার হাজার।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে মোর পূজা হয়,
কায়মনে মোর কাজ ধর্ম্মকর্ম্ম ক্ষয় ॥ ৯

রমণীর প্রিয় আমি অসিত বরণ,
কায়োমনে করে তারা আমারে যতন।
অভাব হইলে মোর কত কষ্ট মনে,
ঘরকোণে বসে থাকে বিষণ্ণ বদনে!
ধার করে এনে মোরে করয় ধারণ,
কথঞ্চিৎ মনকষ্ট হয় নিবারণ।
বল দেখি ভেবেচিন্তে কি নাম আমার,
নারীর সম্পত্তি আমি দান বিধাতার ॥ ১০

সতী ও শান্তি।

(৩৪৩ সংখ্যা ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর পরিষ্কার সরু কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বাগ্রে ধোওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তার পর অল্প গরম জলে তাহার সর্ব্বশরীর ধোওয়াইয়া শুক্র

সরু কাপড় দিয়া তাহার গা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিতে হইবে। তার পর একখানি সরু পরিষ্কার কাপড় তাহার গায়ে দিবে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েরা সচরাচর যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহা মন্দ নয়। সন্তান প্রসবের পর অনেক স্থলে মাতা "বেহুঁশ" ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে মাতার "হুঁশ" হইলে এবং উঠিলে ছেলেকে তাঁহার কোলে দেওয়া উচিত। তিনি কোলে লইয়া তাহাকে স্তনপান করাইবেন। ছেলেদের প্রথমে স্তনপান করান বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ভারি একটী কুসংস্কার আছে, সেটি এই যে, স্তনে প্রথমে যে দুধ্ আইসে, তাহা ভাল নয়, তাহা বিষাক্ত, সুতরাং তাহা গালিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু এরূপ করা ভারি ভুল। তাঁহারা যাহা বিষাক্ত মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নয়। ঐ প্রথম দুধ ছেলের ভাবি উপকারী। দয়াময় পরমেশ্বর, যিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার আগে, সে কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব, যে তিনি সন্তানকে কষ্ট দিবার জন্য প্রথম স্তনদুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছেন? অধিকন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মায়ের স্তনে প্রথমে যে দুধ আসিয়া থাকে, তাহা সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। উহা এক পক্ষে যেমন খুব পুষ্টিকর, অন্য পক্ষে আবার তেমনি রোগনাশক। ছেলের পেটে যদি কোনরূপ গোলমাল থাকে, তাহা ঐ প্রথম দুধে সারিয়া যায়। ঐ প্রথম দুধ কেবলমাত্র খাদ্য নয়, উহা একটি মহৌষধ। সুতরাং কুসংস্কার বশতঃ ঐ দুধ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। পাশের একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "আমরা আগে এ কথাটি জানতুম্ না, আপনার মুখে আজ্ শুন্লুম্। আমরা আগে মনে কত্তুম্ ও দুধ্টা দেখ্‌তে পুঁযের মত, উহা খাওয়ালে ছেলের অসুখ হবে, তাই আমরা গেলে ফেলে দিতুম্। ও দুধ্ এমন উপকারী, আমরা আগে জান্‌লে কি ফেলে দি মা? সরোজিনী বলিলেন, যাহাহউক, আর কখনও ফেলিবেন না। অনেক মেয়ের আবার স্তনে দুধ আসিতে দেরি হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ আমাদের দেশের মেয়েরা গাই দুধ ছেলেকে খাইতে দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, যে তাঁহারা ছেলেকে যে দুধ খাইতে দেন তাহা অত্যন্ত ঘন। ছেলের পক্ষে এই ঘন দুধ হজম করা বড় সোজা কথা নয়। আপনারা দেখিয়াছেন স্তনের দুধ কত পাতলা, গাইয়ের দুধ কি সেই রকম পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে তাহা করেন না। পরমেশ্বর ব্যবস্থা করিলেন ছেলের জন্য পাতলা দুধ, তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন ঘন, বলুন দেখি এ দোষ কার? ইহা কি কপালের

দোষ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তনে দুধ না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক ভাগ গাই দুধে দুই ভাগ গরম জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত। স্তনপান করাইবার সময় একবার এ স্তন একবার ও স্তন, এইরূপ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া স্তনপান করান উচিত। অনেক মেয়েকে আবার এরূপ করিতে দেখিয়াছি, যে ছেলেকে একটি স্তনপান করাইতেছেন ত করাইতেছেন, ছেলে এদিকে স্তনপান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। অধিকাংশ মেয়েকে অনেক সময় দেখিয়াছি, শুইয়া ছেলেকে স্তনপান করাইয়া থাকেন। শোয়াইয়া স্তনপান করাইলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তাহা বোঝেন না। ছেলেরা যে "দুধ তোলে" তাহার একটি কারণ ছেলেকে শোয়াইয়া দুধ খাওয়ান। শোওয়াইয়া খাওয়াইলে দুধ একবারে গিয়া তাহার পেটে পড়িতে পারে না, সুতরাং তাহা উর্দ্ধগামী হয়। যদি মাতা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজে বসিয়া এবং ছেলেকে কোলে বসাইয়া দুধ খাওয়ান, তাহা হইলে আর রাত দুপুরে "ডাইন ছাড়ান ওঝা" ডাকিতে হয় না। আর সারারাত ছেলেকে কোলে নিয়ে থাক্‌তে হয় না। আর "গোষ্ঠী শুদ্ধ" সকলকে জাগাইয়া কাঁদিয়া হাট পাকাইতেও হয় না।

মহারাণী সীতাবিলাস।*

দেবজম্মনীর বিবাহের পরে, তাঁহার পিতা মহিশূরে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৮০ অশীতি বৎসর বয়সে ও কন্যার পরিণয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর সন্তান অর্থাৎ মহারাণীর ভ্রাতা বাসবরাজ দত্তক পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই দত্তকপুত্র আবার নিঃসন্তান হওয়াতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক প্রপৌত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সন্তান এক্ষণে মহিশূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

'মৃত্যু নিকট' এইটি এক পক্ষকাল পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়া মহারাণী স্বীয় গুরুকে ডাকিয়া স্থানীয় প্রথানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন ও পুত্রকে ডাকিয়া উক্ত কার্য্য গুলি অক্ষুণ্ণ ভাবে সংরক্ষণ করিতে বলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া এই উপদেশ দেন যে, "শিশু সন্তানের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু অত্যন্ত অভিভূত হওয়া উচিত নহে; হওয়াতে কোনও ফল নাই। তোমাদিগের বিস্তৃত

রাজ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; তোমাদিগের শাসনাধীন সহস্র সহস্র প্রজা তোমাদিগের সন্তানের মত। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; অবশিষ্ট যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তৎসমস্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।" "দেওয়ান জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি বলিলেন "তাহার পূর্ব্বগত দেওয়ান রঙ্গচালু যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন সেইরূপ করেন।" এই সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়া গত ২৬এ মার্চ্চ রবিবারে মহারাণী দেবজম্মনী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। অতি সমারোহে প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় মহারাণীর মৃতদেহ শ্মশানাভিমুখে বাহিত হইতে থাকে। চারিদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী নির্ধনী প্রজাপুঞ্জ শোকার্ত্ত হইয়া দণ্ডায়মান। মহারাজ কৃষ্ণজী উদয়ারের যেস্থানে সৎকার্য্য হয়, তাহার বামপার্শ্বে ইহঁার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মুখাগ্নির পূর্ব্বে ও দাহের পর ধন ধান্য তণ্ডুলাদি প্রচুর পরিমাণে অকাতরে বিতরিত হয়। মৃত্যুর দিন ও তৎপরদিন ও শ্রাদ্ধের তিন দিন (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই এপ্রেল) সমস্ত আপীস বন্ধ রাখিবার জন্য মহিশূর গভর্ণমেণ্ট গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মহিশূর ও বাঙ্গালোর রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর বয়ঃক্রম জ্ঞাপক ৮৯টি তোপ ধ্বনি প্রতি মিনিটে হইতে থাকে। গত ৬ই এপ্রেল পর্য্যন্ত রাজ্যের মধ্যে সমস্ত পতাকা অর্দ্ধ মাস্তল উত্তোলিত হইবার আদেশ বিঘোষিত হয়। "মহীশূর হেরল্ড" "ইণ্ডিয়ান্ স্পেক্টেটর" "ইভিনিং মেল" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে খেদসূচক মৃত্যু বিবরণ প্রকাশিত হয়॥

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আকাশকুসুম কাব্য—শ্রীনবীন চন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। একটী যুবক ও বালিকা অকৃত্রিম প্রেমে বদ্ধ হইয়া একস্রোতে জীবন ভাসাইবার আশা করিয়াছিলেন, পিতা ধনলোভে বালিকাকে অন্যপাত্রসাৎ করিলেন, প্রণয়ীদের আশা "আকাশকুসুম" হইল, এই বিষয় লইয়া কাব্য রচিত। নবীন বাবুর এই বাল্যরচনায় তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা অতি সুন্দর।

২। ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি, প্রথমভাগ—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারাম এই চারিটী ভক্ত সাধকের জীবন ইহাতে বর্ণিত আছে। এতৎপাঠে ধর্ম্মানুরাগী নবনারীর উপকার হইবে। গ্রন্থকার অন্যান্য ভক্তের জীবনী প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমরা সুসিদ্ধ দেখিতে চাই।

৩। An Indian Woman's Impeachment, সুন্দর বাই এচ্ পাউয়ার

প্রণীত। অহিফেন সেবনে ভারতের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কয়েকখানি ছবি সহিত হৃদয়বিদারক ঘটনা সকলের বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের চক্ষু খোলা আবশ্যক।

৪। বিধবার আশা—মূল্য ৵১০ পয়সা। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের উপকারিতা প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বিধবাদিগের দুঃখের অবস্থা এবং তাহা মোচনের উপায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে।

নূতন সংবাদ।

১। মজঃফরপুর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেকস্থানে বিষম জলপ্লাবন হইয়াছে। ঢাকা জেলার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

২। ইংলণ্ডেশ্বরী বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন্।

৩। বিক্‌টোরিয়া কলেজ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একশ্রেণী খুলিয়াছেন, বেতন ১৲ টাকা। মেডাল ও ছাত্রবৃত্তি দ্বারা সুদক্ষ ছাত্রীদিগকে উৎসাহদান করা হইবে।

৪। বিবি টিলি ষ্টিভেন্‌সান্, ফ্রেঞ্চ সেলডম, অনীতা নিউকম ও কুমারী এলিস্ ফ্লেচার্ এই চারিটী রমণী আদিম জাতিদিগের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ওয়াসিংটন এন্থ্রোপলাজিকাল্ সমাজের সভ্য বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

৫। খিলাতের খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীর মামুদ খাঁ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। বড় খাঁ সাহেবকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হইবে।

৬। এলাহাবাদের পোষ্ট আফিসে অনেক স্ত্রীলোক কেরাণী হইয়াছেন। কলিকাতার বড় ডাকঘরেও এরূপ ব্যবস্থার কথা হইতেছে। সিংহলের ডাকবিভাগের কর্ত্তাসাহেব স্ত্রী কেরাণীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

৭। ব্রহ্মপুত্রে সেতু নির্ম্মাণের জন্য ময়মনসিংহের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৮। ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গমহিলাদিগের প্রস্তুত যে সকল শিল্পজাত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মহিলাগণ প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ানা সে গুলি চিকাগোতে পাঠাইবার সাহায্য করিয়াছেন।

৯। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১০। মেন নাম্নী এক বিএ উপাধিধারিণী মাদ্রাজী রমণী এবৎসর গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়াছেন, ইনি বিলাতে গিয়া শিক্ষা করিবেন। বিজয়পুরের মহারাজা

ইহাঁর সাহার্য্যার্থে বার্ষিক হাজার টাকা করিয়া দিবেন।

১১। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হাইকোর্টের বিচারপতি কাশীনাথ ত্রিম্বক তিলাঙ গত ৩১এ আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি যেমন নানা বিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি বাগ্মী এবং তেমনি দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁর বিয়োগে ভারতমাতা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

১২। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের ক্রমশঃ উন্নতি দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে এখনও ১০।১২টী হিন্দু বিধবার স্থান হইতে পারে। প্রার্থিনীগণ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

১৩। একখানি বিখ্যাত ইংরাজী পত্রে বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ মহিলাদিগের বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—বিবী বুথ পরলোকগতা। বিবী ব্রামওয়েল বুথ পতিতোদ্ধারে এরূপ ব্যস্ত, যে রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁহার অবসর নাই। বিবী ফসেট হোমরুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীর প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। বিবী বেসান্টের যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ ও চরিত্র তাহাতে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম, কিন্তু তিনি থিওজফীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ডচেস এডিলান গ্রীক ভাষায় পারদর্শিনী, গুণবতী ও সুলেখিকা এবং স্বশ্রেণীর রমণীগণের মানসিক উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন দলের নেত্রী হইবার উপযুক্ত নন। লেডী হেনরী সমারসেট এই নেত্রীত্ব পদ লাভ করিয়াছেন।

বামা-রচনা।

বিজনে।

বিজন ভূধর মাঝে একেলা বসিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করে থাকি ;
আঁধারেতে আলোকের জ্যোতি প্রকাশিয়া,
হৃদয়ের থরে থরে ছবিখানি আঁকি।
শীতল বাতাস ওই যায় পরশিয়া,
প্রকাশিয়া তাঁর জ্যোতি হৃদয় মাঝারে ;
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে আরতি করিয়া,
স্থাপিব প্রেমের মূর্ত্তি নাশিয়ে আঁধারে।
তাঁহার আলোকে আমি পাইব আলোক,
হৃদয় মাঝারে আমি রাখিব তাঁহায়,
যা বলে বলুক ওই জগতের লোক,
একেলা যদিও আমি তবুও দোঁহায়।
রাখিব তাঁহারে আমি আপনার মনে ;
যেমন কমল থাকে সলিল শয়নে।

শ্রীমতী হিঙ্গনকুমারী ঘোষ
রায়না, বর্দ্ধমান।

ফটো বিচার।

তুই আর আমি ভাই ! ছবির ভিতর,
ভাই বো'ন দুই জনে,
বসে আছি এক সনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র, কৃতী চিত্রকর !

অনন্ত সন্তোষ প্রীতি,
সুখমাখা শুভ স্মৃতি,
রবে এই ছবি মাঝে হইয়া অমর !
এই দিন, মাস, সবে
কোন্ দূরে পড়ে রবে,
আমরা মিলিয়া র'ব অনন্ত বৎসর !—
তুই আমি র'ব অই ছবির ভিতর ! ১

সাধে কি এ ছবি দেখি অতৃপ্ত অন্তর ?—
তুই আমি একসনে,
আনন্দ ধরে না মনে,
তৃপ্তিহীন এ বাসনা, মরম ভিতর !
কি দেখে গিয়েছি ভুলে,
বলিতে পারিনে খুলে,
তুই এ রহস্য ভেঙে, বল্ অতঃপর—
দেখিলি তো দুটি ছবি, কে হেন সুন্দর ?২

বল ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
চাহিতে কাহার পানে,
উল্লাস উথলে প্রাণে,
কার মুখ শরতের কচি শশধর ?
সংসারের শত জ্বালা,
শত কালকূট ঢালা,
ভুলি চেয়ে কার চোখে—নীল ইন্দীবর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৩

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
কার মধুমাখা হাসে
প্রভাত কিরণ ভাসে,
বিরাজে বাসন্তী উষা সুমেরু উপর ?
কার তরে সন্ধ্যাকালে,
প্রকৃতি সোণার থালে,
আনে উপহার হীরা মাণিক নিকর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৪

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
সোণামুখী দিগঙ্গনা,
কারে করে অভ্যর্থনা,
কার মুখ চেয়ে হাসি হাসে সুধাকর ?
আনন্দ জাগা'তে কার
সুখময়ী বরিষার
প্রাণ গ'লে ঢেউ চলে, তর তর তর ?
বল্ দেখি দুজনের, কে হেন সুন্দর ? ৫

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
আজিও মরত-বায়
লাগেনি কাহার গা'য়
স্বরগ-সৌরভ ভরা কার কলেবর ?
জগতের পাপলেশ
পরশেনি কার কেশ,
কে সে দেবতার শিশু, কে সে মনোহর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৬

বল ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর,
সরলতা মধুরতা,
মিশিয়া রয়েছে কোথা ?
প্রীতি পবিত্রতা—যাহা ত্রিদিব উপর,
—মাখিয়া কাহার হিয়ে,
বিধি দেছে পাঠাইয়ে,
দেখা'তে এ মর পুরে দেবের আদর ?
বল্ দেখি, দুজনের কে হেন সুন্দর ? ৭

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
হেরি কার ক্ষুদ্র দেহ,
বুকে ওঠে প্রীতি স্নেহ,
মরমের তারে তারে বাজে সপ্ত স্বর !—
বল্ দেখি কার রূপ
প্রাণতোষ অপরূপ !
অনন্ত সন্তোষ লভে বিরক্ত অন্তর।
বল্ কে আমার চোখে এমন সুন্দর ? ৮

বল্—কে আমার চোখে এমন সুন্দর,
যদি তার ছবি নিয়ে
প্রাণে রাখি মিশাইয়ে,
পশিবে কি তার ছটা আমারো ভিতর ?
তারি মত নিরমল
হবে কি এ হৃদিতল,
পুনঃ কিরে ভেঙে চুরে গড়িবে ঈশ্বর ?—
এই আমি তারি মত হব কি সুন্দর ? ৯

লেখিকা—
"দিদি"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৫ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০০—অক্টোবর ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন গবর্ণর জেনারেল—আগামী ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় পূর্ণ হইতেছে। সার হেন্‌রী নরম্যান্ নূতন রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইনি কুইন্সল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা। লর্ড লিটনের সময়ে ইনি সামরিক সেক্রেটরী ছিলেন।

মধ্যম রাজকুমারের রাজত্বলাভ—ইংলণ্ডেশ্বরীর ভাসুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়াতে মধ্যম রাজকুমার জর্ম্মণির অন্তঃপাতী স্যাক্সিকেবার্গ রাজ্য পাইয়াছেন। ইনি ইহাঁর ভাগিনেয় জর্ম্মণ সম্রাটের অধীনস্থ রাজা হইলেন।

হোমরুল—গ্ল্যাডষ্টোনের প্রিয় আইরিস্ আইন বিল কমন্স সভার অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভায় অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কোরিন্থ যোজকের বিয়োজন—১১ বৎসরের চেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয়ে কোরিন্থ যোজক কাটিয়া প্রায় দুই ক্রোশ দীর্ঘ একটী খাল হইয়াছে। গ্রীসরাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে খাল খুলিয়াছেন।

রমণীর তিব্বত ভ্রমণ—কুমারী পেলার নাম্নী এক ইংরাজ রমণী তিব্বত দেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য রীতিনীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বৎ রমণীগণ সাহায্য না করিলে তাঁহার ঘোর বিপদ হইত।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সভা—চিকাগোতে একটী নূতন ব্যাপার হইয়াছে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহারা একত্র হইয়া সকল ধর্ম্মের সার কথা শ্রবণ

কীর্ত্তন করিবেন। ভারতবর্ষ হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বি বি নগরকার, জষ্টিস আমীর আলি ও সিংহলের ধর্ম্মপাল গমন করিয়াছেন। ১১ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য চলিবে এবং প্রতিদিন নিম্নলিখিত এক একটী বক্তৃতা হইবেঃ—

(১) অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা,(২) ঈশ্বর, (৩)মনুষ্য, (৪) ধর্ম্ম মানবজাতির বিশেষ লক্ষণ, (৫) ধর্ম্ম-প্রণালীসমূহ, (৬) পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, (৭) ধর্ম্ম ও পরিবার, (৮) ধর্ম্মের নেতা সকল, (৯) বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (১০) ধর্ম্ম ও নীতি। (১১) ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রশ্নসকল, (১২) ধর্ম্ম ও সভ্যসমাজ, (১৩) ধর্ম্ম ও মানব প্রীতি, (১৪) খৃষ্ট জগতের ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, (১৫) খৃষ্টজগতের ধর্ম্মের পুনর্মিলন, (১৬) সমুদায় মানব পরিবারের ধর্ম্মসম্মিলন, (১৭)ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম্মে পূর্ণ ধর্ম্মের মূলসূত্র যাহা স্বীকৃত ও বিবৃত হইয়াছে।

রচনা পারিতোষিক—আগামী ১লা মার্চ্চের মধ্যে "শিশুপালন বা পিতৃ-ভক্তি" দুইটীর অন্যতর বিষয়ে রচনা বঙ্গমহিলা মাত্রেই লিখিয়া প্রেসিডেন্সী সার্কেলের স্কুল ইনস্পেকটরের আফিসে পাঠাইতে পারেন। ইহা ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা। এবার ৮০ টাকা করিয়া দুইটী পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

প্রহেলিকার উত্তর—শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীতে যে প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ তাহার উত্তর দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় বহরমপুর, শ্রীমতী সত্যবতী দেবী ফতেগড়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী নোয়াখালি, অবনীপ্রসাদ নিয়োগী ময়মনসিংহ ও শ্রীমতী অছি-মন্নেসা খাতুন ছিদ্দিকা হবিবগঞ্জ। মৃণা-লিনীর উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর।

বামাবোধিনীর মহোৎসব।

বামাবোধিনীর ত্রিংশ জন্মোৎসব উপ-লক্ষে গত ২০এ ভাদ্র সোমবার সিটী কলেজ গৃহে ইহার হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধুদিগের এক বৃহৎ সম্মিলন হয়। প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগমে কলেজ হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চলৎ-শক্তিহীন হইয়াও উৎসাহভরে আসিয়া উপ-স্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ছিলেন। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম এ এবং আরও অনেকগুলি বিদুষী রমণী মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী হারমো-নিয়ম সহকারে গীত হয়। বেথুন বিদ্যা-লয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অতি সুস্পষ্ট সুমধুর স্বরে গান করিয়া শ্রোতৃগণের

চিত্ত মোহিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী হারমোনিয়ম বাদন করেন।

সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গাও জয় জগদীশ জয়, জয় জগদীশ-জয়।
আজি আনন্দ উৎসবে,
ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
আনন্দে উৎফুল্লমন, প্রফুল্লহৃদয়।
অজ্ঞানা অবলা হীনা,
কারাবন্দী পরাধীনা,
কত দীনা বঙ্গাঙ্গনা বর্ণন না হয়;
দুর্ব্বলের যিনি বল,
দুঃখীর চিরসম্বল,
মুখ তুলে চেয়েছেন হইয়ে সদয়।
কে জানিত বল কবে,
অন্ধজনে চক্ষু পাবে,
মৃত দেহে জীবনের হইবে উদয়;
আজি নারী নরসাথে,
চলেছে উন্নতিপথে,
বাধা বিঘ্ন সব চূর্ণ আর কিবা ভয়?
পিতার প্রেমভাণ্ডার,
সদা অবারিতদ্বার,
সম-অধিকারী তাহে তনয়া তনয়;
এক পদে করি ভর,
কে হইবে অগ্রসর,
দুই পদে চল গতি হইবে নিশ্চয়।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
সুপুত্র সুকন্যা হয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে নারীনর সাজাও হৃদয়;
যাবে দুঃখ যাবে পাপ,
দূর হবে মনস্তাপ,
মানবসমাজ হবে সুখ শান্তিময়।

তৎপরে সম্পাদক বামাবোধিনীর গত জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে বিধাতার আশ্চর্য্য অপার করুণার জন্য ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ইহার ভাবী জীবনের কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং সকলে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় * "স্ত্রীজাতি, ইহাঁদের বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের পরস্পরের দায়িত্ব।" স্ত্রীজাতি জনসমাজে হীন ও অজ্ঞান বলিয়া অনাদৃত, এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইতেছে না। গ্রীক, রোমান্, হিন্দু সকল জাতির বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরুষ নহেন, কিন্তু স্ত্রীলোক। "সরস্বতীর বরপুত্র" বলিয়া মহাকবি কালিদাসের এত গৌরব। তবে স্ত্রীজাতি উচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী বলিয়া কেন না সম্মানিত হইবেন এবং তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিয়া পুরুষগণ কেন না ধন্য হইবেন? পরে তিনি দেখান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের এত

* Womanhood; Its Mission at the present day, and our Relative Responsibility.

উচ্চ শিক্ষা যে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিতেছে না, ইহার প্রকৃত কারণ স্ত্রীলোকদিগের হীনাবস্থা ও শিক্ষাভাব। আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার প্রভাব আমাদিগের উপরে অসীম, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা নীচ হইয়া থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই নীচ হইয়া যাইব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক শিক্ষয়িত্রী ও নেত্রী হইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা সুশিক্ষিত, উন্নত, ও মহচ্চরিত্র হইলে গৃহের ও সমাজের মহাশক্তি হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের চরণের দিকে লইয়া যাইবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীজাতি সমাজোদ্ধারে মহাশক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি পরে বলেন জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই স্ত্রীপুরুষের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। পুরুষগণ ভক্তিহীন জ্ঞানী এবং স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানহীন ভক্তিমতী হইবেন ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে একথা বলিতে পারেন? আপনাদিগকে ও পুরুষজাতিকে উন্নত করা যেমন স্ত্রীলোকের কার্য্য, আপনাদিগকেও স্ত্রীজাতিকে উন্নত করা তেমনি পুরুষজাতিরও কর্ত্তব্য। পুরুষজাতি যে দয়া করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির সহায় হইবেন তাহা নহে, ইহা করিতে তাঁহারা ন্যায়তঃ বাধ্য। ইহা না করিলে তাঁহারা ঘোর অপরাধে অপরাধী ও সেই অপরাধের ফলভোগী হইবেন।

পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া প্রদর্শন করেন যে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ স্ত্রীশিক্ষার পথ একটু প্রসারিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কার্য্য এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। সুশিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যায়। অসংখ্য অসংখ্য রমণী এখনও প্রকৃত জ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির আশা নাই। তিনি কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যে এখন ইংলণ্ডে যে কিছু সংস্কার ও জনহিতৈষণার কার্য্য হইতেছে, তত্রত্য সুশিক্ষিতা মহিলারা তাহার তলে তলে রহিয়াছেন এবং পার্লেমেণ্ট ও ইংরাজ সমাজকে তাঁহারাই চালাইতেছেন। আমাদের রমণীগণ শিক্ষিতা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ সমাজের মহাশক্তি হইবেন। বামাবোধিনীর তিনি একজন বহুদিনের লেখক এবং ইহার সঙ্গে একীভূত, এজন্য ইহার গুণের কথা না বলিয়া তিনি ইহার কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলেন। আজি কালি সভা-সমিতি, স্ত্রীবিদ্যালয়, পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার যে সকল কার্য্য হইতেছে, এক সময় বামাবোধিনী একাকী সে সকল কার্য্য করিয়াছেন। বামাবোধিনী পয়ঃপ্রণালীর মত নানাবিধ

জ্ঞান অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল ইনি এই কার্য্যে রত থাকিয়া ঈশ্বর কৃপায় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সামান্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয় নহে।

ইহার পর বামাবোধিনী সম্পাদক বক্তাদ্বয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া সভাস্থ সকল বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অধিষ্ঠানে সভার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করেন। লাহিড়ী মহাশয় বাক্য অপেক্ষা তাঁহার ভাব ভঙ্গীদ্বারা তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দের পরিচয় দেন এবং স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ দিয়া এক একটী করিয়া উপস্থিত সকল মহিলাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সভার কার্য্য অতি আনন্দের সহিত সমাহিত হয়। সভার আরম্ভে রঙ্গিল কাগজে মুদ্রিত সঙ্গীত সকলকে প্রদত্ত হয়, সভা ভঙ্গ সময়ে পুষ্পস্তবক বিতরণ করিয়া সভাস্থগণকে বিদায় দান করা হয়। জগদীশ্বর করুন্ বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ সম্মিলন সুখ উপভোগপূর্ব্বক তাঁহার করুণা ও মহিমার যেন সাক্ষ্যদান করিতে পারেন।

বালক আকবর এবং গুলবিবি।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন স্বজাতীয় বৈরিবর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যখন করাচী হইতে আটকাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী অমরকোট নগরে সেই সময়ে আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ুনের কনিষ্ঠ সহোদর এবং একজন বৃদ্ধাদাসী বালক আকবরের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এক বর্ষকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে, খুল্লতাতের মৃত্যু হওয়াতে আকবরের আহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ভার ঐ দাসীর হস্তে সম্যক্ প্রকারে ন্যস্ত হয়। বৃদ্ধাকে সকলে গুলবিবি বলিয়া সম্বোধন করিত। গুলবিবি মিসর দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত যবন বণিকের দ্বিতীয়া কন্যা; ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে আজি মোগল রাজপ্রাসাদে দাসীত্বে নিযুক্তা। হুমায়ুন ইহাকে প্রধানা দাসীপদে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দাসীর ন্যায় কখনই ব্যবহার করিতেন না। স্বভাব, সুশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য গুলবিবি মোগল সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দাসীর অধীনে পালিত হইয়া আকবরের বুদ্ধি ও শিক্ষার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল যে, আবুল ফজল গুলবিবিকে "আকবরের মাতা এবং শিক্ষা গুর্ব্বী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

গুলবিবির নিকটেই বালক আকবরের পারস্য ও আরব্য ভাষার শিক্ষা হয় এবং তাঁহারই যত্নে তাঁহার স্বভাবের সৌন্দর্য্যও বিকশিত হয়। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত মহামতি আকবর যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ দ্বারা ভারতকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বৃদ্ধা গুলবিবিই তাহার মূল। স্ত্রী-বুদ্ধি বিকৃত হইলে যেমন প্রলয়ঙ্করী, সুমার্জিত হইলে তেমনি শুভকরী। শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা রমণীর হস্তে বালকের ভার ন্যস্ত হইলে বালকের ভবিষ্য জীবনের এতদূর উন্নতি হয়, গুলবিবি ও আকবর তাহার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। অতি বাল্যাবস্থাতেই আকবর কিরূপ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা কোনও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পারস্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হুমায়ুন বাদসা আপন বৈরিবর্গকে পরাস্ত করিয়া যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে আকবর এবং গুলবিবি উভয়েই দিল্লীতে আনীত হয়। হুমায়ুন আকবরকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন এবং সততই আপনার চক্ষুর সম্মুখে রাখিতেন। ক্রমে আকবরের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে, রাজবিধি, বিচার এবং ন্যায় শিক্ষা দিবার জন্য, হুমায়ুন কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগের বিচার ভার আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিতেন।

এক দিবস হুমায়ুন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাহ্নে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্ষত্রিয়-জাতীয় এক হিন্দু বণিক্ সসম্মান সেলাম করতঃ সম্রাট্ সমীপে এই বলিয়া নিবেদন করিল যে, "মহাত্মন্"! আপনার ধর্ম্ম-ময়ী নগরী মধ্যে এ পর্য্যন্ত কাহারও একটি কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই, কিন্তু পঞ্চ-সহস্র রৌপ্য মুদ্রা বঞ্চনা করিয়া একব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; আমি তিন মাস কাল ব্যাপিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই আমার চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। আপনি কৃপা না করিলে আমি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যাইব।" সম্রাট হুমায়ুন এই অভিযোগের বিচারের ভার বালক আকবরের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

যথাসময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় বণিক্ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বিষয় এইরূপে বর্ণন করিল:— "মহাত্মন্! আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মে হিন্দু এবং ব্যবসায়ে বণিক্। গত বৎসর কোনও দূরদেশে সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার অভিলাষে দিল্লী পরিত্যাগ করি। দিল্লী নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে আমার গৃহে ৫ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা ছিল, আমি ঐ মুদ্রা আমার স্বজাতীয় একজন মহাধনী এবং বিখ্যাত বণিকের বাটীতে জমা রাখিয়াছিলাম। একটি সুবৃহৎ কার্পেট বন্ধন (ব্যাগ) মধ্যে মুদ্রা

সমূহ রক্ষা করিয়া উহা দিল্লীর নির্ম্মিত কঠিন তালা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছিল; তদনন্তর লোহিতবর্ণের স্থূল বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা গালিচা-বন্ধনটিকে সুন্দর ও কঠিন রূপে আবৃত করিয়া চারিদিকে সেলাই করিয়া দিয়াছিলাম, ঐ সেলাইয়ের উপরে পারস্য ভাষায় আমার নামের মোহরটিকে লাক্ষা সহযোগে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলাম। বহুদিন পরে আমরা তীর্থদর্শন করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয় বণিক্ মহাশয় সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং পরদিবসে তোমাদের গচ্ছিত দ্রব্য নিরাপদে পুনর্গ্রহণ কর" বলিয়া আমাদের হস্তে ঐ গালিচা-বন্ধনটিকে প্রত্যর্পণ করেন। ব্যাগ খুলিয়া বিস্ময় ও বিষাদের সহিত দেখিলাম, উহার সেলাই, লাক্ষামোহর প্রভৃতি সমুদায় ঠিক্ আছে, কিন্তু অভ্যন্তরে রৌপ্য মুদ্রা নাই, কেবল কতকগুলি যমুনানদীর তীরদেশসংগৃহীত শুভ্রবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড! ওজন করিয়া দেখিলাম, গচ্ছিত ব্যাগের ওজন এপর্য্যন্ত ঠিক্ আছে, রতি মাষা কম নাই!! মহাত্মন্! এই অপূর্ব্ব বঞ্চনা দ্বারা আমার আত্মীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিচারালয়ে অপরাধীর দণ্ড এবং আমার অপহৃত অর্থের পুনরুদ্ধার না হইলে আমার জীবন ধারণের ভরষা নাই।" বালক আকবর, অভিযোক্তার সমুদয় কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, "যত শীঘ্র পারি, তোমার অর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া প্রকৃত অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।" বণিক্ সন্তোষ সহকারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে, অন্যতম ক্ষত্রিয় বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলিতে ইচ্ছা কর?" বণিক্ বলিল, "মহাত্মন্! লাক্ষার মুদ্রাঙ্কন, ওজন, সেলাই, আবরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সুন্দররূপে সংরক্ষিত; ওজনের এক রতি মাষা ন্যূন নাই; বোধ হয় ঐ দুষ্ট ক্ষত্রিয় আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য প্রোক্ত কার্পেট বন্ধনে প্রস্তর স্থাপন করিয়া, পঞ্চ সহস্র মুদ্রার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।" আকবর, ইহাকেও সান্ত্বনা করিয়া সহাস্যবদনে বিদায় দিলেন।

এইরূপে একপক্ষকাল অতিবাহিত হইলে, এক দিবস মধ্যাহ্নকালে বালক আকবর সম্রাট হুমায়ুনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক ক্ষুদ্র শাণিত ছুরিকা দ্বারা পিতার পরম রমণীয় বহুমূল্যবান্, পুরাতন অথচ সুবৃহৎ উপাধানটিকে (বালিস) স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ গোপনে তাহার মধ্যদেশের সামান্য অংশ কর্ত্তন করিয়া দিলেন। এই বালিসটি সম্রাট বাবরের সমসাময়িক; সম্রাট্ ভিন্ন কাহারও ইহাতে শরীর স্পর্শের অধিকার ছিল না। বালিসের সেলাই এমন চমৎকার ছিল যে, এত বর্ষ বিগত হইয়া গিয়াছে,

তবুও যেন ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আকবর ইহা কর্ত্তন করিয়া, গুলবিবির নিকটে গমন করতঃ কহিলেন যে, আমি কোনও কারণে পিতা মহাশয়ের প্রিয় বালিসটি কাটিয়া ফেলিয়াছি; কল্য প্রাতে কাছারীর সময়ে সম্রাট শিরোধানের এরূপ অবস্থা দেখিলে আমার উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। মাতঃ! আমি এমন একজন কার্য্যকুশল চতুর দর্জী চাই, যে ব্যক্তি খুব কৌশল সহকারে সেলাই করতঃ এই বালিসকে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারে।

গুলবিবি কেবল প্রাসাদের সমাচারে অভিজ্ঞ ছিলেন এমত নহে, দিল্লী নগরীর সমগ্র অংশ তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি আকবরকে বলিলেন "এই সহরে কেবল এইরূপ একজন মুসলমান দর্জ্জী আছে, যে ব্যক্তি তোমার অভিলাষ পরিপূরণ করিতে পারে।" গুলবিবি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দর্জ্জী আসিয়া শিরোধানের সেলাই ক্রিয়া এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলসহকারে সম্পন্ন করিল যে, বালিসের ছিন্নতা আর সহজে দেখা যায় না অথচ ওজনও পূর্ব্বের মত ঠিক্ রহিল।

বালক আকবর, দর্জ্জীকে গোপনে এক গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন এবং বহু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কার্পেটবন্ধনের সেলাই শিখাইতে পার কি?" দর্জ্জী দিল্লীর অধিবাসী, সুতরাং বনিকের অভিযোগ সম্বন্ধে সহরে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সম্রাটপুত্রের কথার মর্ম্মে দর্জ্জী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। আকবর দোষী বণিকের যথাবিধি দণ্ড দিলেন এবং নির্দ্দোষী বণিকের হস্তে পঞ্চসহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে গুর্ব্বী গুলবিবির গৃহে গমন করিলেন।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে একটি মহৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলে পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধাংশ এবং পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্ত্রীলোকের উন্নতি না হইলে পুরুষ এবং পুরুষ সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সামান্যা দাসীকর্ত্তৃক লালিতা ও পালিতা হইয়া যদি আকবরের ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে না জানি হতভাগ্য ভারতের সমগ্র নারীসমাজ শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা হইতে পারিলে ভারতের ভাগ্যচক্র কি অসাধারণ সুন্দর শক্তি ধারণ করে!

বাঙ্গালা প্রবচন।

ল।

১। লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

২। লঙ্কাকাণ্ড।

৩। লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রি,
নিয়ে এলেন হরিদ্রি।

৪। লঙ্কায় রাবণ মলো,
বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো।

৫। লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।

৬। লজ্জা নাহি যায়,
রাজা হারে তায়।

৭। লজ্জা নারীভূষণং।

৮। লম্বা কোঁচা ফতো জারি।

৯। ললাটের লেখা বল
কে খণ্ডিতে পারে?

১০। লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর,
তবে হয় হাত স্থির।

১১। লক্ষ্মণের মত দেবর হোক্।

১২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

১৩। লক্ষ্মী আস্‌তে কি দুওরে আগড়?

১৪। লক্ষ্মী চঞ্চলা!

১৫। লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বড়।

১৬। লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগেন।

১৭। লক্ষ্মীর বরযাত্র।

১৮। লক্ষ্মীর বেটী ফক্কী।

১৯। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

২০। লাউ শাকের বালি,
আর অন্তরের কালি।

২১। লাখ কথা না হলে বে হয় না।

২২। লাখ কথার এক কথা।

২৩। লাখ টাকা লাখ টাকা,
তুকুড়ী দশ টাকা।

২৪। লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।

২৫। লাগে তীর না লাগে তুক্ক।

২৬। লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার গিয়ে আপনার কাজ।

২৭। লাজে বৌ ভাত খান না,
চাল্‌তা হেন গ্রাস।

২৮। লাজ নাইকো যার,
রাজা হারে তার।

২৯। লাট সাহেব!

৩০। লাঠির আগে ভূত ভাগে।

৩১। লাড়ার মার ভাঁড়া।

৩২। লাথি মেরে পায়ে পড়।

৩৩। লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ।

৩৪। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

৩৫। লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে?

৩৬। লাফয়ে চাঁদ ধরা।

৩৭। লাভ লোকসান জেনে,
চাস করে না সোনার বেণে।

৩৮। লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়।

৩৯। লিখিলে পড়িলে মরিবে দুঃখে,
মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে।

৪০। লুকয়ে খেলে শুকয়ে যায়।

৪১। লুণ খাই যার, গুণ গাই তার।

৪২। লুণ আন্তে পান্তা ফুরাল।

৪৩। লেখা পড়া ঘন্টা নাড়া।

৪৪। লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

৪৫। লেখা পড়া যেমন তেমন
কপাল মাত্র গোড়া;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ান,
রামা চড়ে ঘোড়া।

৪৬। লেঙটার ঘরে চুরি।

৪৭। লেজ ধরে সিন্ধু পার।

৪৮। লেজে পা দেছে।

৪৯। লেবু টেবু সব আছে।

৫০। লেবু রগড়ালেই তিত।

৫১। লোক দেখানে ভালবাসা,
ভাদ্র মাসের কচি শশা;
দেখলে তারে হয় লোভ,
খেলে পরে পিত্তের কোপ।

৫২। লোকে বলে আছ ভাল,
সালুক খেয়ে দাঁত কাল।

৫৩। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

৫৪। লোহা জব্দ কামার বাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুর বাড়ী।

৫৫। লোহার কার্ত্তিক।

৫৬। লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আজি ভারতে ভালবাসার বড় "টানা টানি" পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতের পক্ষে ইহা হাসিয়া উড়াইবার কথা নহে। —সদ্ভাবের কীর্ত্তিমন্দির, অমায়িকতার শিক্ষাগৃহ, প্রেমের আনন্দমঠ ভারতভূমি আজি যে ভালবাসা হারা হইয়াছেন, ইহা হাসিবার কথা নহে; প্রেমময়ী ভারত ভূমি আজি যে বিবাদের রাজ্য, ইহা বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে দেশে ভ্রাতৃ-ভগ্নীভাব শিখাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে নানা রকমের বিবাদ! সে দেশে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ। সকলের ধর্ম্মেই বলিতেছে "দেবতায় ভক্তি কর, সংযতেন্দ্রির হও, সত্যপ্রিয় হও, পরোপকারে আত্মোৎসর্গ কর"—প্রভেদ নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রধান নীতি গুলির যখন সামঞ্জস্য আছে, তখন বিবাদ "অপরিহার্য্য" নহে। ভারতে পরস্পরের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়াও বিবাদ; সকলেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিতেছে "যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা জনসমাজের হিতকর, তাহাই গ্রহণীয়" তথাপি দারুণ বিবাদ। আজি ভারতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রুটি ধরিয়াও পরস্পরে বিবাদ। পারিবারিক ঘটনা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক সময়ে তুচ্ছ বিষয়—যাহা এক কথায় মীমাংসা হইতে পারে, এ রকম তুচ্ছ বিষয় লইয়াও গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ভারতবাসীর সামাজিক বিবাদ বা জাতীয় বিবাদের মূলেও অনেক সময়ে

সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা পরিলক্ষিত হয়! জগতের নরনারী সকলেই এক বিশ্বমাতার সন্তান, মা'কে যিনি যেমন করিয়া ডাকিতেছেন, তাঁহার সেই ডাকই মা'র চরণে পৌছিতেছে, তথাপি ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে দারুণ বিবাদ। এ-বিবাদ স্নেহভাবে ত্রুটি বুঝাইয়া দেওয়া নহে, এ বিবাদ ভাল বাসিয়া দোষ সমালোচনা নহে, এবিবাদ কোনও মঙ্গলের আশয়ে নহে, কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া বিবাদ!—তীব্র গালি, মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ, নিদারুণ বিবাদ! কোথায় বা সেই ভ্রাতৃভগ্নীভাব আর কোথায় বা এই সাপত্ন্য ঈর্ষ্যা! কোথায় বা সেই সদ্ভাব আর কোথায় এই শত্রুতা! লিখিতে লজ্জা করিতেছে কত জ্ঞানী ব্যক্তি—লোকে যাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি, এই বিবাদের পক্ষসমর্থক, পৃষ্ঠপোষক অথবা স্বয়ং প্রবর্ত্তকরূপে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন!! জ্ঞান যদি সুনীতির পোষক না হইল, তবে সে জ্ঞান "ভারবহন" মাত্র; বিশেষতঃ অজ্ঞান মূর্খের অপরাধ অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দোষই অধিকতর গ্রহণীয়।

এই সকল শোচনীয় ঘটনার আনুষঙ্গিক কারণ যতই থাকুক না, প্রধানতঃ পরস্পরের ভালবাসার অভাবেই এ সকল বৈষম্য। কেহ যে কাহারও হৃদয় বোঝেন না, কেহ যে কাহারও অবস্থা ও উপযোগিতা বিবেচনা করেন না, কেহ যে কাহাকে সহানুভূতি দিতে পারেন না, সে কেবল ভালবাসা নাই বলিয়া। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভ্রম কি ত্রুটি দূরে যাউক, সে যদি প্রকৃত দোষী হয়; তথাপি সে ক্ষমা পাইয়া থাকে—এ ক্ষমা পক্ষপাতিতা নহে; দোষীকে ভাল বাসিলেই দোষের "ইতিবৃত্ত" বুঝিতে পারা যায়, দোষীর হৃদয়ে ও ঘটনাবলীতে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, "তাহার অবস্থায় পড়িলে এরকম দোষ অনিবার্য্য" একথা স্বতঃই মনে আসিবে। তখন ক্ষমা করা অতি সহজ। শুধু ক্ষমা নহে, দয়া, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ এ গুলিতো ভালবাসা হইতে জন্মে; নচেৎ এ জগতে কে কার? সকলেই স্বার্থপরতায় অন্ধ, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারের ফলে কেবলই বিবাদ, কেবলই শত্রুতা। তাই বলিতেছি সকলেই যদি সকলকে ভাল বাসেন, সকলেই যদি সকলকে বিশ্বজননীর সন্তান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ সকল শোচনীয় ঘটনার পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন সদ্ভাব সকলের আয়ত্ত হয়, এই মানবরাজ্য দেবরাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়।

একথা তুমি আমি বুঝিতেছি, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, সিসিরোর বাগ্মিতা, কোমৃতের দর্শন, মিলের যুক্তি যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লীন ছিল, তাঁহাদের জাতিদের অস্তিত্ব যখন জগতের সভ্য জগতের অজ্ঞাত ছিল, তখন ভারতীয় আর্য্যগণ এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়া সর্ব্ব

সাধারণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিতে, তাহাদিগকে বিশ্বজনীন সদ্ভাবে অভ্যস্ত করাইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাই এক একবার ভরসা হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা ভারতের লুপ্ত প্রায় সদ্ভাব আবার ফিরিয়া আসিবে! তাই ভরসা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলে বুঝি বা সকলেই ভাই, সকলেই ভগিনী হইবে! বুঝি প্রেমসাধক আর্য্যগণের মহামন্ত্র ব্যর্থ হইবে না। বুঝি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্ম নিষ্ফল হইবে না!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সদ্ভাবের পরিণতির অবস্থাকে প্রেম বলে। বলিয়াছি যেমন কলিকা ও ফুল, সেইরূপ সদ্ভাব ও প্রেম। সদ্ভাব হইতে পর আপনার জন হয়, প্রেম হইতে পর প্রেমিক নিজেই! সদ্ভাব বলেন "এই জগতে যত নর নারী সকলেই এক মায়ের সন্তান;" প্রেম মানবকে বলেন "এ যত মানব দেখিতেছ, এ সব তুমিই"! "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই হইল সদ্ভাবের কথা, আর "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই হইল প্রেমের কথা! হৃদয়ে হৃদয়ে যে একটুকু ব্যবধান, প্রেম তাহা সহিতে পারে না, প্রাণে প্রাণে যে একটুকু প্রভেদ, প্রেম তাহা সহিতে পারে না। সদ্ভাব সকলের মুখে হাসি দেখিতে চায়, সকলের বুকে সুখ দেখিতে চায়! প্রেমিক নিজে সন্ন্যাসী ভিখারী হইয়া পরের সুখ বাড়াইতে চায়! প্রেমিক বুদ্ধ—প্রেমিক চৈতন্য কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন? প্রেমময়ী মীরা বাই—করমেতো বাই কিসের জন্য পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন? কেবল প্রেমের জন্য। প্রেমিক বিশ্বেশ্বরকে—এই অনন্ত বিশ্বের সম্রাটকে আপনার বুকের ভিতর পূরিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিক পঞ্চভূতের সমষ্টিও নহে, ইন্দ্রিয়ের—একাদশ ইন্দ্রিয় অধিকারীও নহে; প্রেম, কায়মনোবাক্যে প্রেমিককে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, প্রেমিক সেই ঈশ্বরের। প্রেমের সহিত ধর্ম্মের মিলন অপরিহার্য্য। ধার্ম্মিক বলিতে প্রেমিক বুঝায়, প্রেমিক বলিতে ধার্ম্মিক বুঝায় একথা তুমিই বুঝিয়াছিলে, হিন্দু আর্য্য তুমিই বলিয়া গিয়াছ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

অর্থাৎ "ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখেন" ইহাই প্রেমের চরমোৎকর্ষ! এমন স্বর্গীয় কথা যে জাতি বলিয়াছেন, সে জাতি মানব কি দেবতা, পাঠক পাঠিকা স্বয়ং তাহার বিচার করুন।

প্রকৃত পতিপ্রাণা রমণী সপত্নী-সন্তানকে "পর" ভাবিতে পারেন না, স্বামীর সন্তান বলিয়া, স্বামীর ধন বলিয়া তাহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক কোনও ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া, কোনও সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলিয়া,

ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারেন না!—সকল মানব ঈশ্বরের সৃজিত বলিয়াই তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন; শত্রুতা কি বিদ্বেষ বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, প্রেমিক তাহার অস্তিত্ব অবগত নহেন। বিশ্বপ্রেমিক দেবতা যীশুখৃষ্ট মৃত্যু কালে প্রাণহন্তাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, বিশ্বপ্রেমিক দেবতাগণেরই এ কার্য্য সম্ভবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কথা অনেকেই জানেন; প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন বলিয়া অধার্ম্মিক পিতা হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের প্রতি পাশব অত্যাচার করেন; কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট হইল না; হরিভক্ত প্রহ্লাদ, পিতৃরূপী অসুরের সহস্র চেষ্টাতেও মরিল না! মরিল না কেন?—যিনি তোমার আমার মত অভক্ত অকৃতজ্ঞ মানুষগুলাকে আপনা দিয়া সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষার্থে তিনিই সহায় হইলেন, তাই প্রহ্লাদ মরিল না। ইহাতে হিরণ্যকশিপু অধিকতর কুপিত হইয়া পুরোহিতদিগকে আদেশ দিলেন প্রহ্লাদকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে। পুরোহিতেরা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, সেই পাঠ্য মন্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া প্রহ্লাদের পরিবর্ত্তে দুরাশয় পুরোহিতগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদতো হিংসাপরায়ণ মানব নহেন যে শত্রুর বিপদে আনন্দ উপভোগ করিবেন! প্রহ্লাদ মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন কিনা, জগদীশ্বরের চরণে আপনা উৎসর্গ করিয়া প্রহ্লাদ "আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে" দেখিতেছেন কিনা, তাই এ "শোচনীয়" দৃশ্য দেখিয়া প্রহ্লাদের বুক ফাটিয়া গেল, প্রহ্লাদ কাতর কণ্ঠে তাঁহার প্রাণের হরিকে, ডাকিতে লাগিলেন।—

"সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্রূপ! জগৎস্রষ্টঃ! জনার্দ্দন!
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্ মন্ত্রপাবকাৎ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়ামারিপক্ষো ঽপি, জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ॥"

কি অমৃতময় কথা! যে কেহ প্রহ্লাদের জীবন বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, প্রহ্লাদ তাহাদের কাহাকেও শত্রু জ্ঞান করেন নাই! প্রহ্লাদের জীবনবিনাশে সঙ্কল্পকারী পুরোহিতগণের জীবন ভিক্ষার্থে প্রহ্লাদের এত দীনতা! প্রহ্লাদ প্রেমিক বলিয়াই এ সব কথা বলিতে পারিয়াছেন, প্রেমে মানুষের "মনুষ্যত্ব" ঘুচিয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়!

কিন্তু আগে সদ্ভাব চাই! কলিকা না হইলে ফুলের বিকাশ হয় না; সদ্ভাব অভাবে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ হইবেই হইবে। সদ্ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইতে না পারিলে প্রেম-সাধক হওয়া যায় না।

প্রেমে সাধারণের অধিকার নাই—সদ্ভাবেই সাধারণের অধিকার। সদ্ভাবের অনুশীলনে সাধারণের সাধারণত্ব ঘুচিয়া যখন বিশেষত্ব জন্মে, তখন তাঁহারা প্রেমের সাধক হইতে পারেন। প্রেম সাধারণের ধারণার অতীত। মহাপ্রাণ দূরদর্শী আর্য্যগণ এই কারণেই ব্রত প্রথা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত প্রথা, অন্ধভাবে গ্রহণ করিলে কোনও ফল হয় না—যদি আমরা চক্ষুষ্মান্ কি চক্ষুষ্মতী হইয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাতেই কতক দূর "মনুষ্যত্ব" শিক্ষা পাইতে পারি। এজগতে প্রহ্লাদ দধিচ ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বা বিদ্যাসাগর মহাশয় দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তোমার আমার মত "হরে, পুঁটীর" মত অসঙ্খ্য মানব নিত্যই জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমরা—সাধারণ নর নারীগণ যাহাতে "হৃদয়" লাভ করিতে পারি—এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ হৃদয়ে যাহাতে "সমগ্র জগৎ এক পরিবার" এই বিশ্বজনীন সদ্ভাব ধারণা করিতে পারি সেই অভিপ্রায়ে আর্য্যগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও কি সুরুচিপ্রাপ্ত দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তক আর্য্যগণকে "কুসংস্কার প্রবর্ত্তক" বলিয়া মনে করেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব—নিষ্কাম ভালবাসার অনুশীলন করিতে বিরত থাকেন? এখনও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে "কুসংস্কার" মনে করিয়া ভাই ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে পর হইয়া রহিবেন? প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! এমন কাজ তুমি কখনই করিও না, এমন অমূল্যনিধি হেলায় হারাইলে আমাদেরই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, আমাদেরই মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না! (ক্রমশঃ)

ভারতীয় য়িহুদী।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বোগদাদ, বুশায়ার এবং অন্যান্য কয়েকটী আরবীয় প্রদেশ হইতে বিংশতি জন য়িহুদী সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করে। এক্ষণে ভারতে যে সকল য়িহুদী দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহাদিগেরই বংশ। পৃথিবীর অনেক দেশে য়িহুদীরা রাজা ও দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে, এই জন্য অনেক য়িহুদী এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। অপর রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিষ শাসনাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে পারিবে এই বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া উক্ত বিংশতি জন য়িহুদী এদেশে আগমন করে। বোম্বাই নগর ভারতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী নগর নগরীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান

এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়াতে ঐ নগর হইতে বিভিন্ন দেশ প্রদেশের সহিত আমদানী রপ্তানি করিবার বিশেষ সুবিধা, এইজন্য উহারা ঐ নগরেই প্রথমে বসতি করে। য়িহুদী জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য কার্য্যে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, সুতরাং এই ভারতপ্রবাসী য়িহুদীগণ অচিরাৎ বাণিজ্যকার্য্যে যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ক্রমে ইহাঁরা একদিকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ এবং অপর দিকে মিসর, ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ভারতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি এবং তত্তৎদেশ হইতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন। চীনদেশে অহিফেন রপ্তানি করার কার্য্য ক্রমে ইহাদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। অহিফেন ব্যবসায়ে ইহাঁদিগের উদ্যম, কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতার প্রমাণ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে এই য়িহুদীদিগের বংশ ভারতের অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আজকাল ভারতের অনেক প্রধান নগরে প্রায়ই দু চারি জন য়িহুদী দেখা যায়, কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতাই ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান।

ভারতবাসী য়িহুদীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী প্রাচ্য য়িহুদী, দ্বিতীয় শ্রেণী বেনি-ইজ্‌রেল, এবং তৃতীয় শ্রেণী কোচিন্ য়িহুদী নামে খ্যাত। প্রাচ্য য়িহুদীগণই উচ্চশ্রেণীর য়িহুদী বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা য়িহুদী জাতির ব্রাহ্মণ। ধনে, মানে, বিদ্যায় য়িহুদী সমাজে ইহাঁরাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায়ই ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। বেনি-ইজরেল্ য়িহুদীগণ মধ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা খুব পরিশ্রমী ও কার্য্যপটু। এই শ্রেণীর অনেক য়িহুদী হিন্দুর পরিচ্ছদ ও বেশভূষার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নিম্নতম শ্রেণীর য়িহুদীগণই কোচিন্ য়িহুদী নামে খ্যাত। ইহারা অশিক্ষিত এবং অপর দুইশ্রেণী য়িহুদীদিগের ভৃত্য ও পাচকের কার্য্য করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভারতীয় য়িহুদীগণ ইয়োরোপীয় য়িহুদীগণের ন্যায় ইয়োরোপীয়দিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অনুসরণ করে না। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার যে আতিশয্য দেখা যায়, তাহা ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতী বিবাহার্থী হইয়া আলাপ পরিচয় করিবার রীতি য়িহুদীগণের মধ্যে প্রচলিত নাই। হিন্দুদিগের ন্যায় পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরাই পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। পূর্ব্বানুরাগ (কোর্টসিপ্) প্রথা ইহারা ঘৃণাকর বিবেচনা করে।

যৌবন বিবাহ প্রচলিত থাকাতে পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই সম্মতি দান না করিলে ইহাঁদিগের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। য়িহুদী দিগের বিবাহপদ্ধতি খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাহ পদ্ধতির অনুরূপ, তবে কোন কোন বিশেষ বিশেষ পার্থক্যও আছে। য়িহুদী বিবাহপদ্ধতির একটী নিয়ম এই যে বর ও কন্যা উপাসনালয়ে আচার্য্যের সম্মুখে নীত হইলে বর কন্যাকে একটী স্বর্ণ, একটী রৌপ্য ও একটী তাম্র মুদ্রা উপহার দিয়া বলেন, "মূসা ও ইজরেল প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার সহিত আজ পবিত্র উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে।" যে তিনটী মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা বিশ্বাস, প্রেম ও আশার চিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হয়। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বাস, প্রেম ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে দম্পতি কালযাপন করিতে সমর্থ হইবে, এই বাসনার নিদর্শন স্বরূপ উপরোক্ত তিনটী মুদ্রা বিবাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

য়িহুদী মহিলা গৃহকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন। স্নেহ, প্রেম, স্বামিভক্তি এই সকল স্ত্রীজনোচিত গুণে তাঁহারা বিভূষিতা। অশিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন। অশিক্ষিতা হইলে স্ত্রীলোকগণ প্রায় কুসংস্কারের বশীভূত হয়েন, কিন্তু য়িহুদী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কুসংস্কারের আধিক্য দেখা যায় না। বেশভূষা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে য়িহুদী রমণীগণ যত্নশীলা, কিন্তু অনেকানেক ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা ফ্যাসন লইয়া উন্মত্তা হয়েন না। ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা ও সাদাসিদে ভাব এই দুইটী লক্ষণ দেখা যায়। অতি ধনাঢ্য য়িহুদী রমণীও পোষাক সম্বন্ধে জাঁকজমক ভাল বাসেন না। ভারতীয় য়িহুদী রমণীগণের মধ্যে একটী কুপ্রথা প্রচলিত দেখা যায়—ইহাঁরা অত্যন্ত ধূমপানপ্রিয়। হুঁকা বা গুড়গুড়ির সহযোগে ধূমপান উভয় য়িহুদী পুরুষ ও রমণী বড়ই ভাল বাসিয়া থাকেন। ইহাঁরা এদেশীয়দিগের ন্যায় তাম্বুলও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাটীতে কোন আত্মীয় বা বন্ধু উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় পান তামাক না দিয়া ইহাঁরা তাঁহাকে এক পাত্র কাফি পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করেন। য়িহুদীরমণীগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। য়িহুদী পুরুষগণ যে দেশে বাস করেন, প্রায়ই সেই দেশের লোকদিগের পরিচ্ছদ অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় য়িহুদী পুরুষগণ ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ভারতীয় য়িহুদী পুরুষগণ এতদিন মুসলমানদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। য়িহুদী রমণীগণের পোষাক ইয়োরোপীয় ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের

সংমিশ্রণ—গাউন, আঙিয়া, জুতা, মোজা ইত্যাদি। অলঙ্কারের মধ্যে হার, বালা, ইয়ারিং ও ব্রুচ এই কয়টী য়িহুদী রমণীগণের অতি প্রিয়। ভারতীয় য়িহুদীগণের মধ্যে একটী অতি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই যে পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে পুত্রের পিতা তাহাকে দুইমাস কাল পরে প্রথম দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে পুত্রমুখ দর্শন করা য়িহুদীগণের মধ্যে অশুভকর বিবেচিত হইয়া থাকে।

য়িহুদীগণের ধর্ম্মজুডাইসম্ (Judaism) নামে খ্যাত। উহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। উহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব অনেক পাওয়া যায়। য়িহুদীগণ অতিশয় স্বধর্ম্ম-নিরত। অতি প্রাচীন কাল হইতে য়িহুদী জাতি ঈশ্বরপরায়ণতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম বিশুদ্ধতর, কারণ ইহাতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য দেবতা ও মুক্তিদাতা।

পঞ্চযজ্ঞ।

"পঞ্চযজ্ঞ" নাম শুনিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীরা কি ভাবিতেছেন জানি না, আমি কিন্তু যে দিন প্রথম উহা শুনিয়াছিলাম সে দিন ভাবিয়াছিলাম, সে কালে যেমন রাজসূয়, অশ্বমেধ, প্রভৃতি যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, পঞ্চযজ্ঞও হয় তো সেই রকম কোনও একটী ক্রিয়া! তার পরে হিন্দুশাস্ত্রের প্রসাদে ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, পঞ্চযজ্ঞের বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে। পঞ্চযজ্ঞ মানবের জীবনের শিক্ষা; এ কালে মা বাপ যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে পাঠাইয়া থাকেন, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ সেই উদ্দেশ্যেই "পঞ্চযজ্ঞ" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—ইহা হইতে মানবের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে। "পঞ্চযজ্ঞ" কি তাহা পরে বলিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে, আত্মসংযম, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহদ্গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন ব্যতীত মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুটিত হইতে পারে না। ভগবান্ মানবজাতির শরীর, মন ও হৃদয়ে যে সকল শক্তি ও ভাব দিয়াছেন, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেই যে সমুদয় বিকসিত ও চরিতার্থ হইতে পারে; ভগবান্ মানবজাতির জন্য যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেই সে সমুদয় পালিত হইতে পারে। অতএব, মানবজীবনের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনেই তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ

গার্হস্থ্যাশ্রমকেই "জ্যেষ্ঠাশ্রম" বলিয়া গিয়াছেন; আমাদেরও প্রতীত হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বর্গের সোপান।

কিন্তু সকল কথা সকলের পক্ষে ঠিক্ খাটে না। যদি গার্হস্থ্যাশ্রম সকলের পক্ষেই "স্বর্গের সোপান" হইত, তাহা হইলে রামায়ণে রাবণের চিত্র থাকিত না, মহাভারতে দুর্য্যোধনের চিত্র থাকিত না, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর গৃহস্থগণের চিত্র সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। অতএব ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে বলা যায় যে, ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বহিতৈষণা উদ্দেশ্যে যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহারই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করা সফল হয়। সেই গৃহস্থই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পক্ষে সংসারাশ্রম যথার্থই স্বর্গের সোপান হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতায় অন্ধ, আত্মসংযমে অক্ষম, গার্হস্থ্যাশ্রম তাহার পক্ষে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ, নরকের প্রশস্ত দ্বার*। সে মানব গৃহধর্ম্মের অযোগ্য।

অতএব সাধারণ মানবকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ ও বিশ্বহিতৈষণা ব্রতে দীক্ষিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সনাতন ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াই গৃহস্থের সুশিক্ষার জন্য বহুবিধ উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সকল মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে না; প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে সদা সাধুভাবে উত্তেজিত ও সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত জীবনের জন্য জ্ঞান চাই, কর্ম্ম চাই, ভক্তি চাই। এই তিনের সমবায়ে মনুষ্যত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ কেবল বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবতে শিক্ষা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞান যাহাতে কর্ম্ম ও ভক্তির সহিত মিলিত হয়, তাহার জন্য বহুবিধ ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়াদির অনেক গুলিই মানব জগতে চিরস্থায়ী হইতে পারে; কারণ মানব জগৎ চিরদিন যে উন্নতির পিপাসু, আর্য্য ঋষিদিগের অনেকগুলি ব্রত নিয়ম মানব জগৎকে সেই উন্নতিপথেই লইয়া যায়—মানবের মনুষ্যত্ব লাভের সহায়তা করে। আমাদিগের আলোচ্য "পঞ্চযজ্ঞ"ও আর্য্যগণের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহাপ্রাণতা ও বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইতে হয়, আর আর্য্যভারত যে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল কিসের জন্য, তাহাও কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

* হিন্দুশাস্ত্রেও এই কথা বলে; ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখংচেহেচ্ছতা নিত্যং যোহধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
মনুসংহিতা ৩।৭৯।

পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থগণের দৈনিক পাঁচ প্রকার কার্য্য। এই পঞ্চযজ্ঞের নাম, ১ম, ব্রহ্মযজ্ঞ। ২য়, পিতৃযজ্ঞ। ৩য়, নৃযজ্ঞ। ৪র্থ, ভূতযজ্ঞ। ৫ম, দেবযজ্ঞ। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মযজ্ঞং দৈবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ॥"

অর্থাৎ মানব ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ যথাবিধি পালন করিবে—কখনই পরিত্যাগ করিবে না। ইহার পরে পঞ্চযজ্ঞ-ত্যাগী গৃহীকে আর্য্য ঋষিগণ "নরাধম"ও বলিয়াছেন, "নরপিশাচ"ও বলিয়াছেন।

পঞ্চযজ্ঞের কোনটী কি প্রকারে আচরিত হইবে তদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
মনু, ৩।৭০

অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ *, পিতৃলোকের তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দৈবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ সকল জীবকে আহারদান করাকে ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ঞ কহে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ আচরিত হইয়া থাকে। পঞ্চযজ্ঞের আচরণে গৃহী ও গৃহিণীগণ কি পুণ্য লাভ করিবার যোগ্য হন, আমরা তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম যজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। গৃহস্থগণ নিজে নিরেট মূর্খ অথবা লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হইলে পারিবারিক বা সামাজিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা; অন্ততঃ মানবের গার্হস্থ্য জীবন যেরূপ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত, মূর্খ গৃহস্থগণের সেরূপ হইতে পারে না; এই অনিষ্ট নিবারণের আশয়ে আর্য্য ঋষিগণ অধ্যয়নকে দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়াছেন (১)। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। নিজের অধীত উপদেশে অন্যের মূর্খতা দূর করাইতেই শিক্ষার সার্থকতা। আর্য্য ঋষিগণের অনেকেই জানিতেন, যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সুশিক্ষিত, সেই সমাজেরই প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে (২)। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুশিক্ষা, বড় সহজ কথা নহে। সে কাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রম, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। আমরা অগ্রে বলিয়াছি, অধ্যয়ন গৃহস্থগণের অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং গৃহস্থেরা অনেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের

* মূলে ব্রহ্মযজ্ঞের কার্য্য "অধ্যাপন"ই লিখিত আছে। কিন্তু টীকায় কুল্লূকভট্ট "অধ্যাপনশব্দেনাধ্যয়নমপি গৃহ্যতে" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপন যে অসম্ভব, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রঃ লেঃ

(১) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কি দারুণ পার্থক্য তাহা অনেকেই বোঝেন। তথাপি কেহ কেহ বুঝিয়াও অবুঝ হন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(২) যে সকল আর্য্য বেদাদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য বলিতেছি না।

উপরে লোকশিক্ষার ভার অর্পিত হওয়াতে সমাজের বহু ব্যক্তিই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিত। এইরূপ কৌশলেই সমাজে ছোট, বড়, দরিদ্র, ধনী, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সুশিক্ষা লাভ করিত। লোকশিক্ষার এই প্রকার বহুল প্রচারে ভারতীয় আর্য্যসমাজ প্রকৃত পক্ষে উন্নততর উন্নততম হইয়াছিল। এই আত্মশিক্ষা ও লোকশিক্ষা হিন্দু আর্য্য-গণের "ব্রহ্মযজ্ঞ" রূপে প্রতিদিন আচরিত হইত। ব্রহ্মযজ্ঞের আচরণে মানব কি পুণ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, ভরসা করি আমাদের দেশের ভাই ভগিনীরা সে কথা বুঝিয়াছেন।

২য় পিতৃযজ্ঞ—পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। পরলোকগত পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আর্য্য ঋষিগণ গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন, এ কথা এখনকার কালে অনেকেই বুঝিতে চাহেন না।—তবে ইহলোকবাসী পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদিগের প্রদত্ত জলপিণ্ড যে পরলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অবশ্য দিতে পারি না; কিন্তু যে দুইটী কারণে আর্য্যগণ ইহা মানবের "কর্ত্তব্য-কার্য্য" বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা অর্থসাধ্য নহে। প্রথমতঃ যে সকল ভক্তিমান্ সন্তান পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের জন্য শোকাকুল হন, পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহারা বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারেন। পিতৃযজ্ঞের আচরণে একদিকে আত্মার অমরত্ব যেমন অনুভূত হয়, অপর দিকে ইহলোকবাসী আত্মীয়ের সহিত পরলোকবাসী আত্মীয়ের সম্বন্ধের দৃঢ়তাও সেইরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। শোকাকুল মানবের পক্ষে এরূপ ঘটনা যে কতদূর শান্তিপ্রদ, ভুক্তভোগিগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পিতৃযজ্ঞের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই হইলে "পিতৃযজ্ঞ" সর্ব্বসাধারণের "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিতে পারিতাম না। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যই মানবজগতের অধিকতর কল্যাণ সাধন করে; সেই জন্য ইহা মানবমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলা যায়। সে উদ্দেশ্য এই যে, ভরসা করি সকলেই বুঝিতে পারেন যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অভাবে মানব-হৃদয় মরুভূমিবৎ নীরস হইয়া পড়ে।—কেবল তাহাই নহে, ভক্তিহীন ও কৃতজ্ঞতাবিহীন হৃদয়ে কোনও সদ্‌গুণও উপযুক্তরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না, মানবপ্রকৃতিও কাজে কাজে গর্ব্ব ও কঠোরতার প্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মানবহৃদয়ের অন্যান্য সাধুভাবের ন্যায় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাও অনুশীলন দ্বারা ক্রমবিকাশ লাভ করে। পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি হইতে মানবহৃদয়ে সেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি মানবের ভক্তি-উদ্দীপক ক্রিয়া; মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে২ মানবের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা

তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ ছুটাইয়া যে সহস্র স্রোতে উথলিয়া উঠে, মানবের অহঙ্কারাদি সকল প্রকার কঠোরতা চূর্ণ হইয়া যায়, এ সকল বিষয় "পিতৃযজ্ঞ"-কারী মানবগণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতৃগণের নিকটে গৃহস্থকে যে বর যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহাতে প্রকৃত নিঃস্বার্থতা ও পরার্থপরতার অভ্যাস হয়, আমরা দেশীয় ভাই ভগিনীদিগের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচীষ্ম কাঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাম্ নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥"

অর্থাৎ পিতৃগণ আমাদিগের নিকটে সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন; আমাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক; দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হউক; শ্রদ্ধা হইতে আমরা যেন কদাচ বিচলিত না হই; দানের বস্তু আমরা যেন প্রচুর লাভ করি। আমরা যেন প্রচুর অন্ন ও বহু অতিথি লাভ করি। আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা-পূর্ণ করি; যেন কাহারও নিকটে আমরা কিছু ভিক্ষা না করি; গৃহে অন্ন নিত্যই বর্দ্ধিত হউক; এবং দাতারা চিরজীবী হউন।

ভগবদ্গীতায় যে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রকাশিত, যে ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম অদ্যাপি মানবজগতে প্রচারিত হয় নাই, এই প্রার্থনার ছত্রে ছত্রে সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রতিভাত হইয়া আছে। এই অপূর্ব্ব পিতৃযজ্ঞ মানবের শান্তিবিধান করে, ভক্তি কৃতজ্ঞতার উদ্দীপন করে, মানবকে স্বার্থত্যাগী ও পরার্থপর করে। এতগুলি সুশিক্ষা হয় বলিয়াই আর্য্যগণ পিতৃযজ্ঞকে মানবের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

সতী ও শান্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটী মহদ্দোষ এই, ছেলে যখনই কাঁদিয়া উঠে, তখনই তাহাকে স্তনপান করান্। ছেলে কাঁদিলেই কি জানিতে হইবে যে তাহার ক্ষুধা হইয়াছে? এ ছাড়া কি তাহার কাঁদিবার আর অন্য কোন কারণ নাই? ছেলে দুধ খাইয়া ঘুমাইল, হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, অমনি মুখে স্তন না দিয়া দেখা উচিত কেন সে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। মশা কামড়াইল, ছারপোকা কামড়াইল, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। ভারি গরম হইয়াছে অথবা ভারি শীত লাগিয়াছে, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। অতিরিক্ত দুধ খাওয়াতে ঘুমাইতে পারিতেছে না, ছেলে

কাঁদিয়া উঠিল। এ ছাড়া কাঁদিয়া উঠিবার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে। অতএব ছেলে কাঁদিয়া উঠিল বলিয়া যে অমনি তাহাকে স্তনপান করাইতে হইবে এরূপ মনে করা ভারি ভুল। মাতার এ বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ যে কত হাজার হাজার শিশু মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার খবর কে রাখে? আমাদের দেশের অনেক মেয়ে মনে করেন যে, ছেলেকে যত বেশী খাওয়াইবে, তত সে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। এই ভ্রমে পড়িয়া আমাদের দেশের মেয়েরা যে সন্তানের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা মনে করিলে কান্না আসে। ইহাতে সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক, বরং রোগে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অজীর্ণতা প্রভৃতি পীড়ায় অশেষ কষ্ট পাইয়া মায়ের কোল ছাড়িয়া অবশেষে মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করে। যত দিন আমাদের দেশের মেয়েরা এ বিষয়ে সতর্ক না হইবেন, ততদিন সন্তানের এই অকালমৃত্যু কখনই ঘুচিবে না। ছেলে স্তনপান করিতে করিতে যখনই দেখিবে আর স্তনপান করিতেছে না, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে স্তন দিতে বিরত হওয়া উচিত। যখনই স্তন ছাড়িল, তখনই জানিতে হইবে যে, তাহার স্তনপান করা শেষ হইয়াছে—তাহার, পেট ভরিয়াছে। স্তন পান করাইবার একটা ঠিক সময় থাকা ভারি দরকার। দিনের বেলা দুই ঘণ্টা অন্তর, এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তনপান করান উচিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান করাইবার সময়ও বৃদ্ধি করা উচিত। যদি মাতার স্তনে দুধ না থাকে, তাহা হইলে গাই দুধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই গাইদুধ খাওয়াইবার প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত ঃ-প্রসবের পর প্রথম মাসে এক ভাগ খাঁটী গাই দুধের সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে দিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে যতটুকু দুধ তত টুকু জল, চতুর্থ মাসে দুই ভাগ দুধ এবং এক ভাগ জল মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়ান উচিত। চতুর্থ মাসের পর খাঁটি দুধ ছেলেকে দেওয়া যাইতে পারে। ছেলেকে "বাসী দুধ" খাওয়ান কখনও উচিত নয়। বাসী দুধ যত রোগের মূল। এদিকে যেমন বাসী দুধ খাওয়ান একেবারে নিষিদ্ধ, ওদিকে আবার যেন কখন ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ান না হয়; কারণ ঠাণ্ডা দুধ হজম করিতে অনেক দেরি হয়, এবং ইহাতে অনেক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। আর যে গাভীর দুধ পান করান হয়, দেখা উচিত, সে গাভীর কোন রোগ আছে কিনা? যদি কোন রোগ থাকে,তাহাহইলে তাহার দুধ কখনও ছেলেকে খাওয়াইবে না। দুধের সঙ্গে যে জল মিশাইয়া দেওয়া হয়, সে জল পরিপাক হওয়া উচিত; কারণ জলের গুণাগুণের উপর দুধের গুণাগুণ অনেক নির্ভর করে। দুধ ফুটাইয়া লইলে আর কোন রকম দোষ থাকিবার সম্ভাবনা

থাকে না। কিন্তু দুধ ফুটাইবার সময় ইহাও মনে রাখা উচিত যে "এক বলগ্" দুধ ছেলের পক্ষে উপকারী।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে যত ছেলের অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দেখা গিয়াছে যে মাতার স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অপেক্ষা গো-দুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান অধিক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্তনদুগ্ধ পানে পরিপুষ্ট সন্তান সকল অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে দেখা যায় এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। অতএব আমাদের এদেশের মেয়েদের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। কি করিলে মাতার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধ হয়, তাহা আগে বলা হইয়াছে। অতএব সেই সকল নিয়ম মত কাজ করিলে আর দুধের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সন্তানের পক্ষে গাই দুধ অপেক্ষা যে স্তনের দুধ শতগুণ উপকারী, ইহা সর্ব্বদা সকলের মনে রাখা উচিত। এই স্তনদুগ্ধের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য, এমন কি, তাহার দীর্ঘজীবন নির্ভর করিতেছে। অতএব সন্তান যাহাতে ঐ স্তনদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে যত্ন রাখা সকলের উচিত।

মন! তুমি হওনা রাজা।

১

মন! তুমি হওনা রাজা
কেন বও ভূতের বোঝা!
ছ'জন রাজার অধীন হয়ে *
কাল কাটাবে আদেশ ব'য়ে?
একটুও জ্ঞান নাই তব কি,
তাই হতে চাওনা সুখী?
মন! তুমি হওনা রাজা,
রাজা হওয়া বড় মজা।

২

হ্যাট, কোট, গাউন, বডি,
সেমিজ কামিজ লাখ কি কোটী,
চেন আংটী চিক বালা,
রূপার গেলাস রূপার থালা,
আতর গোলাপ ল্যাবেণ্ডার,
অডিকলোন, ম্যাকেসার,
লুচি মণ্ডা, মুরগি মটন
দধি দুগ্ধ ঘৃত ওদন,
দোতালা তেতালার ভিতর
কোমল শয্যা খাটের উপর,
স্বার্থে যাহা খেটে মর
ও গুলি ছয় রাজার কর,
কর দেওয়া নয়ত সোজা,
তাই বলি মন! হওনা রাজা।

৩

বাহিরেতে খরচ সরু,
অন্তঃপুরে কল্পতরু,
আর কত দিন এমনি ভাবে
বল দেখি কাল কাটাবে?

* ছজন রাজা ষড়রিপু।

হয়ে দেহ রাজ্যের রাজা
আর কত কি ভুগ্‌বে সাজা ?
ভূতের বোঝা ল'য়ে মাথায়
পড়িতেছ প্রতি পায়,
আর কেন ভুগ্‌বে সাজা ?
তাই বলি মন ! হওনা রাজা।

৪

যখন রে মন ! রাজা হবে,
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সবে—
বশীভূত হয়ে র'বে
আদেশ তব মাথায় ব'বে।
এক বার ভেবে দেখ্ দেখি মন !
জোর দাপটে রাজা ছ'জন
সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে
পথের ফকীর করে দিয়ে
তব দেহ রাজ্যের রাজা—
হয়ে ব'সে করছে মজা,
একটুও বল নাই তব কি,
নিলে সব দিয়ে ফাঁকী !
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম,
শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম,
অচৌর্য্য, অক্রোধ মনে
ধী বিদ্যাকে পাঠাও রণে,
বেঁধে তারা দুষ্ট দলে
দিবে তব চরণতলে,
কিম্বা স্বীয় দশ করে,
দশটী অস্ত্র* দৃঢ় ধ'রে
যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
ছয় রাজাকে দূর কর,
সুখ, শান্তি ধর্ম্ম সনে
বসি দেহ-রাজাসনে,
পা'য়ের উপর পা দিয়ে,
যাও ওরে মন ! কাল কাটিয়ে,
হওরে নিজে রাজার যোগ্য,
দেহ রাজ্য তোরি ভোগ্য,
বিশ্ব রাজ্যের রাজা যিনি,
দিয়াছেন এ আদেশ তিনি,
লঙ্ঘিলে তাঁর আদেশ ভবে
ছ'জন রাজার অধীন হবে।
রাজা হওয়া বড় মজা,
তাই বলি মন হওনা রাজা।

কু, রা।

* ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্‌।
উপরিউক্ত 'দশটী অস্ত্র' এই দশ ধর্ম্মকে বলা হইল।

পশুহত্যা।

(৩৪৪ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

সভ্য ফরাসিরা ভেকজাতির দক্ষিণ পদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ছুঁচা অতি দুর্গন্ধময় জন্তু; কিন্তু অনৈক ফরাসিস্ পণ্ডিত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন যে, ইহাদের দেহের মধ্যে একটী শিরা আছে, কেবল তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঐ শিরা পরিত্যাগ করিলেই ছুঁচার মাংস উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য হইবে। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা ঐ পণ্ডিত মহাশয় মনুষ্য

জাতীয় অনেকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অনেক জাতি, মৃগমাংস ও গণ্ডারের মাংস পবিত্র বলিয়া ভোজন করে। আসাম দেশবাসীরা হস্তিমাংস ভক্ষণ করে। কাফরিজাতি জলহস্তীর মাংস এবং আফরিকার অন্যান্য অসভ্য লোক সিংহের মাংস, আসিয়ার তুরাণ প্রদেশবাসীরা ঘোটকের মাংস, গ্রীক ও রোমকেরা কুকুর, কুক্কুট, বিরাল ও গাধার মাংস, চিনেরা ইন্দুর মাংস, ভারতবর্ষের পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিরা সাপ, গোসাপ, টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপগণের মাংস ভক্ষণ করে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রাণীই মানব জাতির করাল গ্রাস হইলে নিস্তার পায় নাই।

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্তও অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকারে প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে। অজ্ঞান বালকেরা যেমন আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভেকাদি নিরীহ জন্তুকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে; তাহারা যেমন পক্ষী, পতঙ্গ, কীট প্রভৃতি কোন একটী জন্তু দেখিলেই তাহাকে বন্ধন করে, কাহারও পদ, কাহারও ডানা কাটিয়া দেয়, উহারা যাতনায় যত ধড় ফড় করে, বালকেরা ততই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে; সেইরূপ এতদ্দেশীয় অধিকবয়স্ক অনেক ব্যক্তিও বিষয় কর্ম্ম হইতে অবকাশ দিবস প্রাপ্ত হইলেই নিদারুণ ব্যাধগণের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরপরাধ মৎস্যকে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া যেরূপ কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশও আছে, এরূপ বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণবধ করা ভিন্ন মানবজাতি কত শত প্রকারে জন্তুগণের প্রতি নৃশংসাচরণ করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কৃষক ও বণিকেরা যখন গবাদি পশু দ্বারা কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য করে, রজকেরা যখন গর্দ্দভগণের দ্বারা আপনাদিগের গুরুতর বস্ত্রভার বহন করায়, তখন তাহারা ঐ মহোপকারক জন্তুগণের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তাহারা ঐ নিরীহ জন্তুগণের উপর অপরিমিত ভার প্রদান করে, অল্পপরিমাণে ও অতি অখাদ্য আহার প্রদান করে, যথার্থ পিপাসা বুঝিয়া বারি পান করিতে দেয় না, নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখে, কোনরূপ রোগ উপস্থিত হইলে ব্যয়ের আশঙ্কায় চিকিৎসা করায় না, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও শীর্ণকলেবর হইলেও তাহাকে বিলক্ষণ বলিষ্ঠের ন্যায় পরিশ্রম করাইবার চেষ্টা পায়। অধিক কি, দিবারাত্র অবিচ্ছেদ ভার বহন করাতে শরীরের চর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিতপাত হইতে

...প ঐ পাষণ্ডেরা তাহাদিগকে কিছু- ...র অবকাশ বা কিঞ্চিন্মাত্র তাহাদিগের ...ার লাঘব করিয়া দেয় না বরং তাহারই ...পর কশাঘাত করে। ছাগ গবাদি ...গুরা খোঁয়াড়ে যেরূপ ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা কাহার না বিদিত আছে?

হস্তিপকেরা আপনাদিগের অভি-লাষানুরূপ দ্রুতগমনের ত্রুটী দেখিলেই হস্তিগণের মস্তকে এরূপ ভীষণতর অঙ্কু-শের আঘাত করে যে এতাদৃশ পর্ব্বতা-কার প্রকাণ্ড জন্তুও একবারে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; তাহাদিগের লৌহতুল্য মস্তকও বিদীর্ণ হইয়া শোণিত বর্ষণ করিতে থাকে।

শকটবানেরা যে সকল ঘোটক, গরু ও মহিষ দ্বারা শকট চালন করিয়া আপনা-দিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, প্রতি-দিন যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা-দিগের সংসার নির্ব্বাহের কিছুমাত্র উপায় নাই, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার বা পানীয় প্রদান করে না; অতীব দুর্গম পথে দ্রুতগমনের কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য দেখিলেই আপনার যত শক্তি ততই কশাঘাত করিতে থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া যাইতেছে, গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে অনবরত ফেনোদ্গার করিতেছে, তথাপি মৃদু গমন দ্বারা পাছে সেই স্বার্থপরগণের নিতান্ত অন্যায় লাভের অণুমাত্র হানি হয়, এই ভয়ে ঐ হতভাগ্য নিরুপায় প্রাণীকে যথার্থই প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে, কিছুতেই ঐ নিষ্ঠুরদিগের লৌহময় অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইবে না! এক কলিকাতা নগরীতে প্রতিদিন এ বিষয়ের শত সহস্র দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ পরি-দৃশ্যমান রহিয়াছে।

হা নির্দ্দয় মানব! হতভাগ্য পশ্বাদি জন্তুগণ আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়াই কি তোমরা দস্যুর ন্যায় তাহা-দিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে? যদি আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উহাদিগের বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহাহইলে বোধ হয় উহারা এরূপ কাতর ও করুণস্বরে বিলাপ ও অনু-যোগ করিত যে, তদ্দ্বারা তোমাদিগের পাষাণময় হৃদয়ও এককালে দ্রবীভূত হইয়া যাইত।

প্রহেলিকা।

চারি বৃক্ষ প্রবাসে করেন অবস্থান,
...পেলে পথপ্রদর্শক দেশে চলে যান।
...চারি যুগের বৃক্ষ তারা জানে সর্ব্বজন,
...তাহাদের বাল্য কেহ দেখেনি কখন।
সংসারের কাজে বহু উপকার করে,
ভেবে দেখ, বিনা ক্লেশে পাইবে তাহারে।১

প্রভাতের নব কলি ঝরে পড়ে যায়,
মধ্যাহ্নের খর তাপে উজ্জ্বলে শোভায়।

সায়াহ্নের সুশীতল মৃদুল অনিলে,
"ঝঞ্ঝাবাতে তরুসম" পড়ে, হেলে, দুলে।
নব কলি ঝ'রে গেলে,
শোভে পুনঃ নব সাজে ;
যায় সে জনম মত যে কুসুম ঝরে সাঁজে।
কভু সে প্রসূন মাঝে বজ্রের নিঃস্বন,
কি আশ্চর্য্য ! নাম তার বল ভগ্নীগণ। ২

প্রথমেতে কাঁধে তুলে করয়ে সম্মান,
শেষে কান ধরে তার করে অপমান।
নহে কোন দোষে দোষী কভু সেই জন,
কশাঘাতে জর জর করে নরগণ।
প্রতিশোধ দিতে সেই না জানে কখন,
আকুলি ব্যাকুলি শুধু করয়ে রোদন।
তাহার রোদনে সবে হরষিত মন,
কেবা সে, কোথায় থাকে বল সর্ব্বজন।৩

কমলেতে বাস মম নহি ত ভ্রমর,
কিন্তু মধুকর সহ রহি নিরন্তর।
কোমল কলিকা পরে বসি অনুক্ষণ,
কুসুম কেশরে সদা কাটাই জীবন।
ভক্ষ্য মধ্যে ডুবে থাকি কেহ নাহি দেখে,
ব্যঞ্জনের গোড়া কিন্তু সবে জানে মোকে।
কালিয়ে কাবাব হতে শাক কচু কলা,
তরকারী সকলেতে করি লীলা খেলা।
কি অকাল কি দুর্ভিক্ষ কভু ছাড়া নই,
কাংশ পাত্রে কলাপাতে সুশোভিত হই।
পাচক পাচিকা সহ সদা বাস করি,
কি নাম আমার ভাই বলহ বিচারি। ৪

সুবর্ণের বর্ণক্ষয় করিয়া যতনে,
সংসারের সার ত্যাজ অতি হৃষ্ট মনে ;
সুবাদে সু বাদ দিবে, সঙ্কোচ না,
পরে যাহা পাবে তাই ত্বরিতে পাঠ

তিন বর্ণে নাম তার জানে সর্ব্বজন,
প্রথম অক্ষর ছাড়ি পাঠে দাও মন।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি করগে লুণ্ঠন,
শেষাক্ষর ছাড়ি দিলে বুঝায় ছলন।
তিনাক্ষর যোগে হয় লজ্জা নিবারণ।
কোন্ বস্তু হয় তাহা বল ভগ্নীগণ। ৬

ক্রোধেতে জনম তার ক্রোধেই জীবন,
কিন্তু ক্রোধজয়ী সেই জানে সর্ব্বজন।
নানা ক্রোধে মণ্ডিত তাহার তনুখানি,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকাল কিন্তু আদরিণী।
কি আশ্চর্য্য কেহ তারে দেখেনি নয়নে,
কিন্তু সদা লীলা তার বদনে বদনে।
আকর্ষণী শক্তি বহু ধরে সেই জন,
কিন্তু পরপ্রত্যাশী সে সদা সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বকাল মানবের বন্ধু সেই হয়,
যতনে সেবিলে তার যাতনা পলায়।
শোকে দুঃখে শান্ত করে যেন গো জননী,
কেবা সেই শান্তিময়ী বলগো ভগিনী।৭

আদ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে ক্ষুদ্রশাখা হয়,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে সবে তুষ্ট হ'য়ে খায়।
শেষ বর্ণ বাদ দিয়ে কর্ম্মে দাও মন,
তিন বর্ণ যোগে রেঁধে খায় সর্ব্বজন। ৮

নহে তরু, নহে লতা নহে সে উদ্ভিজ,
আছে তার পত্র পুষ্প আছে তার বীজ
কুসুমেতে বীজ তার আশ্চর্য্য ঘটন,
কি পদার্থ হয় সেই বল ভগ্নীগণ। ৯

একটী বিদুষী নারীর মৃত্যু সৌভাগ্য।

(প্রাপ্ত)

পঞ্চবৎসর অতীত হইল এক দিন একটী তীর্থময় প্রদেশে দেখিয়াছিলাম, ভাগ্যবতী মুক্তকেশী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। শিরোদেশে তুলসী, গঙ্গাজল এবং আদরাতিশয়ে স্থাপিত গীতা, রামায়ণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রাশীকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। চতুর্দ্দিকে জ্ঞানবান্‌পতি এবং পিত্রাদি গুরুমণ্ডলী সমাসীন। অশ্রুমুখী মাতা শিরঃসন্নিধানে বসিয়া পবিত্র হস্তে তুলসী মিশ্রিত গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে প্রদান করিতেছেন। পিতা শিরে হরিনাম, কণ্ঠে নারায়ণ নাম ও বাহুতে যযাতি নাম লিখিয়া কর্ণে অজস্র নামপীযূষ সিঞ্চন করিতেছেন। আর পতি পার্শ্বদেশে বসিয়া একান্তমনে জীবের পরমগতি ও চরমসহায় ভবকাণ্ডারীকে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপ নামধ্বনি, দৃষ্টিদিস্থ নারায়ণ ও গুরুমণ্ডলীর মধ্যে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যধাম প্রয়াণ অবশ্যই সুকৃতির ফল বলিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারে ইহাই দেবীর প্রথম দৃশ্য ও অতি প্রশংসনীয় মৃত্যু সৌভাগ্য।

ইহার দ্বিতীয় দৃশ্য বিপ্রগণ বাহিত-পুষ্পরথে ঐ পবিত্র দেহ যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইবার কালে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার গমন।

তৃতীয় দৃশ্য—একটী দেবনদীর তীরে কদম্বমূলে ভাব সহকারে গয়া গঙ্গাদি বিবিধ তীর্থ আহ্বান করিয়া ঐ পূত সলিলে দেহের অভিষেক এবং পতিকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত অগ্নিতে সেই পাঞ্চভৌতিক সতী-দেহের আহুতি।

তৎপর চতুর্থ দৃশ্য—পিতৃকৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ অশ্বক্রান্ত নামক এক প্রাচীন তীর্থে ঐ ভাগ্যবতীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও তত্তীর্থবাসী বিপ্রবর্গের সেবা।

এর চেয়েও অধিকতর ভাগ্যের কথা দেবীর ভস্মাবশিষ্ট অস্থিনিচয়ে বিরচিত জপমালা। জানি না ইহা হইতে আর অধিকতর প্রেমের নিদর্শন জগতে কি আছে! কবিত্ব নয়, কল্পনাও নয়, একমাত্র প্রাণের প্রবর্ত্তনাতেই এই এক নূতন প্রেম-ক্রিয়া সদাত্মা মুক্তকেশী-পতি আমাদিগকে প্রদর্শন করিলেন। অহো! ভাগ্যবতীর অস্থি নির্ম্মিত প্রত্যেক মালা-বীজই প্রত্যেক অভিনিবেশে পতির হৃদয়ে ভগবান্‌কে আনিয়া উপস্থিত করে। অহো! কি ভাগ্য কি ভাগ্য!!

তাহার পর মনস্বিনী সাধ্বী রমণীকুলের দর্শনযোগ্য ৬ষ্ঠ দৃশ্য—মুক্তকেশী-পতির তীব্র বৈরাগ্য। প্রেমাস্পদ পত্নীর মৃত্যু হইতে ইহার মুনিব্রত, মুনিবেশ ও যত্যাচার আরম্ভ। ভারতের পূজনীয়া

সতীকুল অবগত হউন, পুরুষের মধ্যে ও এমন জনৈক সৎপুরুষ আছেন, যিনি বৈধব্যের ন্যায় কঠোর এক পত্নীব্রত লইয়া প্রীতির সহিত সময় যাপন করিতে পারেন।

দেবীর সপ্তম দৃশ্য—পিতার কাছে একটী ক্ষুদ্র উদ্যানস্থিত একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মালয়ে স্বর্গীয়া দেবীর অস্থি ও চিতাভস্ম প্রোথিত ধর্ম্মবেদী। এই সতীক্ষেত্রে আবার একটী পঞ্চবটী স্থাপন করাতে স্থানটী যেন তীর্থময় হইয়াছে। এই পাঁচটী বৃক্ষ পাঁচটী সতীমাতার নামে রোপিত। গাছ একটী উপলক্ষ্য মাত্র, নানাপ্রকার ভাব ঘনীভূত করিয়া আনন্দের উপচয় করাই এই সমস্ত দৃশ্যের উদ্দেশ্য। ভাবের চক্ষে চাহিলে এই সকল তরুলতাও অনেক সময়ে ঈশ্বর দর্শনেরই যন্ত্র হইয়া থাকে।

দেবালয়ের দক্ষিণে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত আমলকী-রোপিত স্থানটী নারায়ণীক্ষেত্র বলিয়া চিহ্নিত ও আদৃত। নারায়ণী মুক্তকেশীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নাম। পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটীর অঙ্গীভূত অশ্বত্থ রোপিত স্থানটী ভাগীরথী ক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত। ভাগীরথী দেবী মুক্তকেশীর পিতামহী। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের অশোক তরুটী উমাতারা সেনগুপ্তার নামে আদৃত। কথিত আছে এই অশোক তরুতলেই তপস্যা করিয়া নগনন্দিনী উমা বীতশোক হইয়াছিলেন।

বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না, কিন্তু পঞ্চবটীর প্রত্যেক বৃক্ষেরই স একটী ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে। মুক্তকেশীর মাতামহী দিনময়ী নামে একটী বিল্বতরু রোপিত। বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে জানি না, পুরাণে উল্লেখ আছে বিল্বতরুতলে অক্ষয় স্বর্গোৎপাদক। আর পঞ্চবটী অঙ্গীভূত পশ্চিমের ছায়াপ্রধান বটত রোপিত স্থানটী সাবিত্রীক্ষেত্র বলি সমাদৃত। সাবিত্রী ভদ্রজায়া, ঐ ভূ-স্বাম রমেশ বাবুর স্বর্গীয়া মাতা।

এই সতীক্ষেত্রে এইবার মুক্তকেশী ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক কৃত্য তিন দিবসে সম্প হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৯ শে শ্রা দেবালয়ে একটী ধর্ম্মসভা হয়, তাহা একজন সর্ব্ব প্রথম হিন্দুধর্ম্মের মাহ কীর্ত্তন করেন। তৎপর যথাক্রমে এ একজন সভ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা যথারীতি বর্ণন করেন। সর্ব্বশেষে পাদ্রি জোন্স সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাস মতে পরলোক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন।

তৎপর ৩০শে তারিখ মাতৃপূজা। মাতা দেবালয়ে উপস্থিত হইলে স্বর্গীয়া দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ প্রথমতঃ সেই দেবীমাতার চরণ ধৌত করিয়া দেন। তৎপরে তিনি আসনস্থা হইলে তাঁর চরণ সন্নিধানে সবস্ত্র একটী ফলপুষ্পের ডালা স্বর্গীয় মুক্তকেশীর নামে উপহার স্থাপন করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। তাহা

...ঘণ্টাদি বাদনদ্বারা আনন্দ ও শাস্ত্র পাঠ দ্বারা রোরুদ্যমানা ...মাতার আত্মাতে শান্তিজল সেচন ...য়।

...শে তারিখ সংক্রান্তি দিবস অক্ষয়া- ...য়া বলিয়া মাতার খুব আনন্দ। আর ...তা মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণের দিন ...লিয়াই অতিশয় অনুরাগের সহিত পূর্ব্বাহ্নে সবান্ধবে ভগবদুপাসনা, অপরাহ্নে সতীমাহাত্ম্য পাঠ ও সায়াহ্নে বিশ্বরাজের আরতি করিয়া অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করেন। এই সকল পূর্ব্বাপর ঘটনা একত্রিত করিয়া মুক্তকেশীর মৃত্যু সৌভাগ্য বা মৃত্যুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে নিশ্চয়ই অস্মদ্দেশীয় রমণীকুল আপ্যায়িতা হইবেন। শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে,—শিলচার।

নূতন সংবাদ।

১। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে বিজ্ঞাপিত পারিতোষিক রচনায় ...মলিখিত মহিলাগণ প্রতিযোগিনী হইয়া...ন এবং তাঁহাদিগের প্রবন্ধ প্রাপ্ত ...য়া গিয়াছে। প্রবন্ধ সকল বিচারিত ...লে যাঁহারা পারিতোষিকযোগ্যা, ...হাদিগের নাম পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। (১) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা—শ্রীমতী মানকুমারী বসু, বসন্তকুমারী দাসী ও প্রভাবতী দেবী। (২) স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সুশীলা সিংহ ও মানকুমারী বসু। (৩) রোগীর শুশ্রূষা—শ্রীমতী কুমুদিনী রায়, বরদা সুন্দরী দেবী ও নিস্তারিণী দেবী। (৪) পঞ্চযজ্ঞ—শ্রীমতী মানকুমারী বসু। (৫) বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীমতী প্রভাবতী চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। (৬) একালের শাশুড়ী ও বধূ—শ্রীমতী শারদা সুন্দরী দেবী ও সত্যবতী দেবী।

২। গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সাংবৎসরিক মহাসভা হয় তাহাতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে উপরের হলে ও নীচের উঠানে এককালে বক্তৃতা হয়। উপরে জষ্টীস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীচে বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। ৬০ বৎসর হইল রাম মোহন রায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার জন্য অদ্যাপি কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল না। তিনি ভারতের গৌরবরবিরূপে উদিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

৩। স্বর্গীয় জষ্টীস তেলাঙ্গের স্থানে

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলার হইয়াছেন।

৪। সার হেনরি নর্ম্মাণ ইতিমধ্যে গভর্ণার জেনারলের প... প্রকাশ করিয়াছেন। ... বেন এখনও স্থির হইতেছে ন।

বামারচনা।

পদাঙ্কে চন্দ্রের ছায়া।

পদাঙ্ক সলিলে আজি কি মাণিক জ্বলে,
গগন হইতে শশি!
হেথায় পড়েছ খসি,
অন্য ঠাঁই তোমার কি ছিলনা ভূতলে?
মর্ম্মর প্রস্তরে মোড়া ধনীদের গেহ,
মণি মুক্তা তায় কত
শোভা পায় শত শত
তথা কেন না ঢালিলে এ সুন্দর দেহ? ১

হীরা ও স্বর্ণের খনি আছেত ভূতলে,
ও মোহন রূপ চাঁদ!
ভূগর্ভে রাখিতে সাধ
হয় যদি, তবে কেন এই ক্ষুদ্র জলে?
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু বক্ষস্থল ছাড়ি,
একাঞ্জলি মাত্রবারি
পদাঙ্কে রয়েছে ভরি
তার সহ কেন এত প্রেম বাড়াবাড়ি? ২

যদিও এ ধরাধাম হীন স্বর্গ চেয়ে,
রহিয়াছে তবুও তো
রমণীয় স্থান কত
তাহাও কি একবার দেখ নাই চেয়ে?
বাবুর বৈঠকখানা অট্টালিকা পরে,
নাট্যালয়ে পুষ্পোদ্যানে,
শুভ বিবাহের স্থানে
বৌ ঠাকুরাণীদের শয়নের ঘরে—৩

পাইলে না স্থান? চোখে লাগিল না শশি?
তাই কি রজনীকান্ত
হইয়া এমন শান্ত
কর্দ্দম পদাঙ্ক নীরে পড়িয়াছ খসি?
ভাস্করের প্রিয় কাকা, অত্রির নন্দন,
কমলালয়ার ভাই
রাজা যক্ষের জামাই
কেন তুমি ক্ষুদ্র প্রতি সদয় এমন
বড় লোক হ'য়ে কর ক্ষুদ্রের সঙ্গ
ক্ষুদ্র সহ আলাপনে
ঘৃণা কিছু নাহি মনে
সর্ব্বদা তুষিছ ক্ষুদ্রে তুমি মতিমান
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুপত্রে শতধা হইয়া,
শিশিরের স্বচ্ছ জলে
ক্রীড়াকর কুতূহলে
বায়ু সঙ্গে পাতা সঙ্গে রহিয়া র...
নৃত্যকর শশধর নয়ন রঞ্জন।
নবদূর্ব্বাদল শিরে
ক্ষুদ্র শিশিরের নীরে
কেমন ক্ষুদ্রটী হও জগৎ মোহন!
হৃদয় খুলিয়া ক্ষুদ্র চকোরের তরে
কর সুধা বিতরণ
ধরাধামে কয়জন
বড় হ'য়ে ক্ষুদ্রজনে এত সমাদরে

কি বলিলে শশধর? ক্ষুদ্রের উপর
তোমার বড়ই স্নেহ,
ক্ষুদ্রে না আদরে কেহ
বড় ত্যজি ক্ষুদ্রে তাই এমন আদর
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য মহাশয়।
যেমন মোহন রূপ
গুণ তার অনুরূপ
যেমন উচ্চেতে থাক তেমনি হৃদয়

কিন্তু শশধর! যবে মানব সকল
কি জানি কি গুরুদোষে
কলঙ্কী বলিয়া ঘোষে

...ই চঞ্চল,
...বে সহিয়া এসব
...র কর্ত্তব্যে রত
...হয়াছ অবিরত
...াদ তোমা কুমুদ-বান্ধব ৮
...হু যথা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে
...র পরে হে শশাঙ্ক!

কর্দ্দমেতে এ পদাঙ্ক
সেই মত শোভা পায় ভাবুকের চক্ষে,
সাধারণে ধনীদের বড়লোক কহে;
দয়া, ধর্ম্ম আর আর
বড় গুণ আছে যার
সেই বড়, সুধু ধনী বড়লোক নহে। ৯

শ্রীকুমুদিনী রায়।

...হিলাদিগের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

...ত ১৮৮৯-৯০, ১৮৯০-৯১ ও ১৮৯১-...র কোন রচনা পারিতোষিকের ... বিবেচিত না হওয়াতে ইহা ... হইয়াছে যে ১৮৯২-৯৩ অব্দের ...ষিক দান কালে ৪০্ চল্লিশটাকা ...ারিটির পরিবর্ত্তে ৮০্ আশী ...িয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত ...ং "শিশুপালন" বা "পিতৃভক্তি" ... বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন ...প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

...তোষিক দানের নিয়ম ঃ—

...) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতো-...ার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎ-...বয়সের কোন নিয়ম নাই।

...) পারিতোষিক প্রার্থিনীগণকে ...তেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই ...ান একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা ...হইবে।

...) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ ...র মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলিকে ...র জন্য সেণ্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমি-...কট পাঠাইতে হইবে।

...) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত ...াষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা ...বককে এরূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া ...তে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে ... ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্স্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভা-রের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতো-ষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎ-সর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারি-তোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা-টিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারি-তোষিক প্রদত্ত হইবে না।

সি, এ, মার্টিন্

বাঙ্গালা দেশের বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর।

থাকে, এবং উহার অগ্রভাগে ঠিক স্তনের "বোঁটার" মত "নিপল" থাকে। ঐরূপ প্রণালীতে দুধ [illegible] কিন্তু এ বিষয়ে এ[illegible]ক। যে মাইপোষ[illegible]ইতে পারে, যন্ত্র [illegible]চিত। নতুবা উহাতে[illegible]নেক সময় অহিত হইয়া[illegible] নলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, দুধ জমিয়া দই [illegible]বং উহা টক্। ঐ [illegible]লে তাহাও শীঘ্র [illegible] যায়। সুতরাং [illegible]লেই "অম্বল" [illegible]ভৃতি নানাবিধ রো[illegible]দের। আমাদের দেশের বুড়ীরা যেমন অনেক সময় ছেলেকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া থাকেন, আজ কাল [illegible]বার অনেকে "চামচে" ধরিয়াছে[illegible]ানটি নিরাপদ নয়। ঝিনুকে[illegible]াওয়ান হইতেছে, ছেলে হঠা[illegible]ুরাইয়া লইল, এরূপ স্থলে অনেক সময়ে ছেলের ঠোঁট অথবা দাঁতের "মেড়ে" কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। চামচেতেও অনেক সময়ে তাই হয়।

শান্তি বলিলেন, আচ্ছা দিদি, আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা যে নরম কলমী প্রভৃতির নলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া[illegible]ত মন্দ নয়। সরো[illegible]বোন[illegible] বেশ। অপকারের সম্ভাবনা নাই, তেমনই আবার একটা খুব উপকার আছে। ছেলে যখন মায়ের স্তনের বোঁটার সঙ্গে সেই কলমীর নল চুষিয়া দুধ টানিয়া লইতে থাকে, সেই সময়ে তাহার জিভের সহিত ঘর্ষণে প্রচুর লালা উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই লালা দুধের সহিত মিশিয়া হজমের পক্ষে খুব সহায়তা করে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "লালা [illegible]ব্ উপকারী?" সরোজিনী বলি[illegible]খুব্ উপকারী বৈ কি। উপকারী বলিয়া ত ডাক্তারেরা ভাত খাইবার সময় জল খাইতে নিষেধ করেন। কারণ সেই সময় জল খাইলে, লালা জলের সহিত মিশিয়া অনেক নষ্ট হইয়া যায় [illegible]া যায়, তাহার সহিত [illegible] পারে না।" পাশের[illegible] কেন মা, অনেকে[illegible]জল খাইয়া থাকেন, [illegible]মের ব্যাঘাতের কথা ত [illegible]য় না?" সরোজিনী ব[illegible] তা শোনা যায় না বটে; লালা যেমন অনেক নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আর যে চারিটি রস আছে, তাহাদের দ্বারা হজম হইয়া যায়। পাঁচটি রসে শীঘ্র হজম হইত, চারিটি রসে একটু দেরি হয়; যেমন পাঁচজনের কাজ চারিজনে করিতে গেলে দেরি হইয়া থাকে।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "হ্যাঁ মা এবার বুঝ্‌তে পেরেছি।"

সরোজিনী বলিলেন, যতদিন না দাঁত উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুধ ব্যতীত অন্য

গ্রীষ্মের বিমলাকাশে
উদিয়া চন্দ্রমা সাঁঝে
বরষিবে সুধা ধা...
আমা...

বরষার ন...
গম্ভী...
তুষিবে নয়ন ...
বিজলীভূষণ পরি,
সুরঞ্জিত জলধনু
...হবে,

...য়
হাসিয়া সরল হাসি
তুষিবে মম হৃদয়।
শারদ চন্দ্রিকা রাশি,
...প্রেমিকের ন্যায়,
ঢালিয়া ... ধারা
... অভাগায়।

কল্লোলিয়া তরঙ্গিণী
গাহিবে মধুর গান
ভুলিয়া তোমার রোষ
তায় জুড়াইব প্রাণ।
মৃদুল পবন মাখা
সুনীল সলিল রাশি
তুষিবে হৃদয় মম
হেসে অকপট হাসি।

১০

তোমার পেষণ যন্ত্রে
হয়েছে যা শতখান
জুড়ে গেঁথে মিশাইব
নীলোর্ম্মিতে সেই প্রাণ,
আতিথ্য করিবে মোরে
ঋজু তীর-তরু চয়,
বিহগের সদালাপে
হবে প্রাণ ...ত্তিময়।
ভীষণ ...
...াণ,
পলা...
...ানি,
দলিতে...
অ... তব কাছে!
গর্ব্ব তো... বে
আঁধারে আলোক আছে।

কু, রা।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৪১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

অস্থায়ী।

২ ২ ১ ২ ১ ২ ১
সা নি সা ...

৩ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৩
গ | সা১ নি প ম প |

অন্তরা।

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪
প প প প | প প ম প |

৩	৪	৫	৪	২	৪
+।৭	।	।	।	৩॥	॥
ম	প	ধ	প	গ	প

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়, এবং ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করাকেও রাগ কহে।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ, যথা—

১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ বসন্ত, ৫ পঞ্চম ও ৬ নটনারায়ণ।

৩৬ রাগিণী, যথা,—

১। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকেলী, গুণকেলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।

২। মালশ্রী. ত্রিবলী, গৌরী, কেদারী মধুমাধবী ও পা[illegible]

৩। ম[illegible] সারেবী, কৌশিকী, গ[illegible]

৪। দে[illegible] তোড়ি, ললিতা ও হি[illegible]

৫। বিভাষা, [illegible]র্ণাটী, বড়-হংসিকা, মালবী, ও [illegible]।

৬। কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, ও হম্বিরা।

উল্লিখিত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী ব্যতীত আরও যে সকল রাগ রাগিণী ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে উহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ, অথবা উপরাগ ও উপরাগিণী বলে। হিন্দু সংগীত গ্রন্থে রাগ, রাগিণী ও উপরাগ ও উপরাগিণী সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ভরত ও হনুমন্ত মতে এক একটী রাগের পাঁচ পাঁচটী রাগিণী। ব্রহ্মার ও অন্য অনেক গীত তত্ত্ববিদের মতে রাগের ছয় ছয় রাগিণী।

রা[illegible] পুত্রবধূ সম্বন্ধেও অনে[illegible]ন মতে এক এক [illegible] কোন মতে ছয়, [illegible]

রা[illegible]—শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সং[illegible]কল রাগের সহিত অন্য রাগের সংশ্রব থাকে না, তাহাদিগকে শুদ্ধ রাগ কহে। দুই [illegible] হইয়া যে রাগ উৎপন্ন, [illegible]। বহু রাগ সংযো[illegible] সংকীর্ণ বলা যা[illegible]

শুদ্ধ, সাল[illegible]ম জাতীয় রাগ আ[illegible]শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—ওড়ব, খাড়র ও সম্পূর্ণ।

যে যে রাগ রাগিণীর স্বর বিন্যাসে সাত স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয়। যে [illegible]াগাদিতে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়, [illegible]কে খাড়ব জাতি বলা যায়। আ[illegible] যে সকল রাগ রাগিণী পাঁচ স্বর বিশিষ্ট, তাহারা ওড়ব জাতি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

কোন রাগ আলাপে যে স্বর প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গ্রহ। রূপের বিশ্রামক যে স্বর, তাহাকে ন্যাস কহা যায়।

রাগে যে স্বর স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে স্বর অন্য স্বর [illegible] প্রধান বা যাহার বহুল প্র[illegible]

৫। হাম্ ছোড়া, লেকেন কম্লি নেহি ছোড়া।

৬। মহতের [illegible] দাঁত, পড়ে ত নড়ে না। [illegible]

৭। মন চা[illegible]

৮। বেক[illegible]ল।

৯। বেগার[illegible]কার বুঝে না।

১০। তৈয়ারি ভাত ছাড়তে নাই।

১১ [illegible]র, মুল্লুক তার।

[illegible]রি। ইত্যাদি।

[illegible]তা ও অমিত-ব্যা[illegible]কে সে সকল প্রবা[illegible]থাকে, রাজ-রাজড়া[illegible]তাদি অবলম্বনে সে সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

১। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

২। ছকু বাবু।

৩। ন[illegible]রাজউদ্দৌলা।

৪। রাজাদের বুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

৫। নবাব আর কি?

৬। নবাব পুত্র।

৭। নবাবি চাল। ইত্যাদি।

এইরূপে প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা দেশের হিতৈষী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, প্রবাদ পুষ্টি ও রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নপর হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়, কেননা প্রবাদ দেশের অতীব উপকারী পদার্থ। যেমন প্রাচীরাদির উপর [illegible]লে তাহার অসংখ্য তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে, প্রবাদসকলও তদ্রূপ সমাজের প্রত্যেকা-ন্তরে প্রবেশ করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহার হিতসাধন করিতেছে। কোথাও সরল উপদেশ, কোথাও শ্লেষ, কোথাও ব্যাজ-স্তুতি, কোথাও উপমা, কোথাও আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে তাহাই করিতেছে। মনুষ্য-সমাজে এমন বিষয় কিছুই নাই, প্রবাদ যাহাকে স্পর্শ না করিয়াছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, দান, আতিথ্য, তপস্যা, তীর্থাটন, অর্থনীতি, পরকাল, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থ, পরার্থ [illegible]কলকেই প্রবাদ আপনার বি[illegible]ছে। আমরা এক্ষণে ঐ স[illegible]টী প্রবাদকে উদাহরণ স[illegible]রিবার চেষ্টা করিব। প্র[illegible] যাউক প্রবাদ কোথায় কিরূপ [illegible] দিতেছেন। অতি-শয় দর্প, অতিশয় অভিমান এবং অতিশয় দান ইহার কিছুই ভাল নহে। প্রবাদ তাহাই দেখাইবার জন্য পুরাণ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন,—

"অতিদর্পে হতালঙ্কা
অতিমানেচ কৌরবাঃ,
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।"

সকলের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সঙ্গতি-পন্ন ব্যক্তিগণও ভাগ্যচক্রের প্রতিকূলতাৎ

কখন কখন দুরবস্থায় পতিত হইয়া বড়ই ক্লেশ প্রাপ্ত হন। উন্নতির সময়ে যে সকল লোক তাঁহাদিগের অধীন ছিল, দুঃসময়ে হয়ত তাঁহাদিগকে সেই সকল লোকের অধীনতায় পতিত হইতে হইয়াছে। ইহা সংসারী লোকের পক্ষে সামান্য দুঃখ নহে। প্রবাদ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন,—

"[illegible] হরিণী চাটে
[illegible]
[illegible]ই, সময় গুণে"

উৎকলের অনার্য্য শূদ্র।

পরাজিত অনার্য্যজাতি, কিরূপে ধীরে ধীরে আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছিল, আর্য্যশাসিত এবং অনার্য্যপ্লাবিত মধ্যপ্রদেশে, এবং ওড়িষার * কিয়দংশে, সমাজস্তরের প্রতি সযত্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহার অনেক তত্ত্ব বুঝি[illegible] যায়।

যে অনা[illegible]ী ওড়িষার আদিম অ[illegible]াতি সর্ব্ব প্রথমে শূদ্র[illegible]্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল, আ[illegible] ওড়িয়া নামে পরিচিত। আমি য[illegible] (প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে) আমার একজন ভৃত্যের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম সে "ওড়িয়া," তখন বড়ই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালীর কাছে ওড়িষাবাসী মাত্রেই যখন ওড়িয়া, তখন বিশেষ জাতির 'ওড়িয়া' পরিচয়ে [illegible] বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়া[illegible]হল চরিতার্থের জ[illegible]ই, হন্টার সাহেবে[illegible]ধ্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু [illegible]লের রাজনৈতিক বিভা[illegible]ওড়িয়ার ইতিহাস লিখিয়াছেন; কাজেই মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যেখানকার ভাষা উড়িয়া—আচার ব্যবহারাদি সকলই উড়িয়া, [illegible]দেশের কোন সন্ধান তাঁহার গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। সম্বলপুর অঞ্চলের কোন তত্ত্ব না লইয়া ওড়িষার ইতিহাস লিখিত হওয়ায়, অনেক ত্রুটী জন্মিয়াছে, একথা পূর্ব্বে আর এক প্রবন্ধেও দেখাইয়াছি।

একালের সভ্যতার স্রোত, বিদেশীয় বাণিজ্যের স্রোত, প্রাচীনকালের মুসলমানদিগের প্রভুতা, কটক পুরীর এবং বালেশ্বরের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কিন্তু ওড়িষার গড়জাত বা [illegible]সীমা বহির্[illegible]

* 'উড়িষ্যা' না লিখিয়া 'ওড়িষা' লিখিলাম, কারণ তাহাই প্রকৃত নাম। যাঁহাদের দেশ, তাঁহারা বলেন ওড়িষা; ইংরাজীতে লিখিত হয় Orissa; কেবল বাঙ্গালায় চলিয়াছে উড়িষ্যা। ওড়িষা শব্দে বিশেষরূপে এস্থানকার ইতিহাস সংযুক্ত আছে; কাজেই বাঙ্গালার [illegible] পরিত্যাগ করিলাম।

বনের কৃপায়, মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে চিরদিন সুরক্ষিত ছিল। এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য [illegible] করিতে পারে নাই ; কা[illegible] অবস্থা অপরিবর্ত্তিতভা[illegible]লিয়া আসিয়াছে। [illegible]লপুর জেলাটুকু ইংরাজ-[illegible] ইহার ৮।১০ গুণ ভূভাগ দেশীয় রাজ-শাসনে শাসিত। কাজেই এ অঞ্চলে প্রাচীন ভাবের [illegible]টি ছবি পাওয়া যায়, এম[illegible] নহে। বেঙ্গল না[illegible]য়—এ প্রাচীনত্ব আ[illegible]বে না ; শীঘ্রই এদে[illegible]প্রদেশ পাশ্চত্য সভ্যতার [illegible]রিপ্লাবিত হইবে। ইহাতে দেশের সুখ বাড়িবে কি দুঃখ বাড়িবে বিধাতা জানেন ! অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে নহে। ঈশ্বর করুন যেন দেশের লোক প্রাচীনকালের ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, সরলতা এবং আড়ম্বরশূন্যতা, সভ্যতার নামে বলিদান না করেন।

ওড়িষা এবং মধ্যপ্রদেশে যত "স্পর্শ্য" অনার্য্যশূদ্রজাতি আছে, তাহার মধ্যে "ওড়" জাতি কেবল "মানবধর্ম্মশাস্ত্রে" উল্লিখিত আছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইবার পরেও অনেক অনার্য্যজাতি হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে ; শাস্ত্রে তাহাদের উল্লেখ নাই অথচ তাহাদের হাতের জল ব্রাহ্মণা[illegible] ব্যবহারে লাগিতেছে। [illegible]দিগেরও শ্রেষ্ঠবর্ণের কাছে বশ্যতা বা দাসত্ব সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সুদ প্রভৃতি অনেক জাতি এখনও সম্পূর্ণ দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হয় নাই ; এখনও অনেক বিষয়ে তাহারা আপনাদিগের প্রাধান্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পায়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার, কিম্বা—স্পর্শ করার বিষয়ে, গোপ নাপিত প্রভৃতি সৎশূদ্রদিগের কোন আপত্তি নাই ; বরং সেটা তাহারা পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এ অঞ্চলের কোন কোন গোয়ালা জাতি, 'ওড়'দিগের একটি সম্প্রদায়, এবং সুদ প্রভৃতি শূদ্রেরা ; কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। 'ওড়'-দিগের যে সম্প্র[illegible]ণের দাসত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে [illegible]পাথর কাটার কাজ, রাজ[illegible]বং অন্যান্য শিল্পবিদ্যার [illegible]বিকানির্ব্বাহ করে। যাহারা [illegible]কালে ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিত, শিল্পী-দিগের অপেক্ষা তাহারা যে বেশী আদৃত হইত, প্রাচীন জাতিবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কাজেই 'কৃষক ওড়' জাতিই মনুর গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। এই কৃষক ওড়েরা দাসত্বে অন্যান্য শূদ্রের অনুরূপ। পরে যখন ওড়িষায় মন্দিরাদির সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই হয় ত অন্য শ্রেণী আদৃত হইয়া সমাজভুক্ত হয়। যাহারা আদর পাইয়া কাছে আসে, দায়ে ঠেকিয়া তাহাদিগকে দলে পুরিয়া লইতে হয়,

তাহারা যে একটুখানি আপনাদের সম্মান বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর যে গোয়ালা জাতির কথা বলিতেছিলাম, তাহাদের বিশেষত্ব আরও অধিক। ইহারা যে খুব অল্পদিন আর্য্যসমাজভুক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য অনার্য্যজাতির মত ইহারা মদ খায়, কুক্কুট মাংস খায়, শূকরাদি খায়;—কেবল দুধ দই বিক্রয় করে বলিয়া ইহারা গোয়ালা। কিরূপে ইহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভাই বা আর কেহ, যখন বিস্তীর্ণ বনপ্রদেশ কেবল আরণ্যজাতি পরিপূর্ণ দেখিয়া—জনকত [illegible]লের সাহায্যে সেখানে আ[illegible]ইয়াছিলেন, তখন আর্য্য[illegible], শিল্পী বা ব্যবসায়ী কেহ[illegible]ই। এখানে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়া[illegible], করণাদি বর্ণও রাজকার্য্যের জন্য বিদেশবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন দূরদেশের ব্যবসায়ী জাতি আসে নাই তাহা নিশ্চিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ একালেও এই শ্রেণীর লোক বড় দেশভুঁই ত্যাগ করে না। অনার্য্য গোয়ালা মদ্যপায়ী বা কুক্কুট মাংসাশী হইলেও, গোপজাতি সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত বলিয়া, ইহাদিগকে সমাজভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই আরণ্যজাতি পোষ মানিবে কেন? তাহারা যখন দেখিল যে আর্য্যেরা উচ্ছিষ্ট স্পর্শকারী শূদ্রদিগকে নীচ বলিয়া জ্ঞান করে, [illegible]ান বজায় রাখিবার জন্য [illegible]র উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করি[illegible]

স[illegible]নেক গুরুতর বিষয় [illegible] এই সকল অনার্য্য শূদ্রগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিধবার বিবাহের [illegible] করা যাইতে পারে। [illegible]র্য্য-সমাজের শা[illegible] আর্য্যগণ যখন[illegible]ন, তখন আর্য্যসমা[illegible]লিত ছিল না। কিন্তু এই অনার্য্যেরা, আর্য্য-সমাজে যাহা ঘৃণিত, তাহাও বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বিধবা বিবাহিতা হয়, স্বকুলে হয়-পর কুলেও হয়। কিন্তু স্বকুলে বিবাহিতা হইতে হইলে দেবরকে স্বামী করিতে হয়। এই দেবর-স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা, আর একটি অতি প্রাচীন প্রথার সাক্ষ্যদান করিতেছে, কিন্তু এখানে সমাজতত্ত্বের সে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া ভয়ে লিখিলাম না। এখানে লিখিলাম না; হয়ত অন্য প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হইবে। কারণ আর্য্য অধিকারের পূর্ব্বে উৎকলের আর্য্যসমাজ কিরূপ ছিল, তাহা না লিখিলে কথা সম্পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গালা প্রবচন।

শ (শেষ)।

১। শিকল ক[illegible]নে না।

২। শিকারী [illegible]দেখিলে চেনা য[illegible]

৩। শিশান [illegible]লে ?

৪। শিখেছো কোথায় ?
না ঠেকেছি যেথায়।

৫। শি[illegible]ঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।

[illegible]।

[illegible]কাকুড়ে ফুঁ।

১০। [illegible]মন
তোর রয়েছে বসিয়ে।

১১। শিয়রে রাজা,
কোটালের দোহাই।

১২। শিয়ালের ডাক।

১৩। শিয়ালের যুক্তি।

১৪। শিরে করিলে সর্পাঘাত,
তাগা বাঁধিবি কোথা ?

১৫। শিরে সংক্রান্তি।

১৬। শিরোনাস্তি শিরোব্যথা।

১৭। শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়া।

১৮। শিব নাচে রঙ্গে,
পার্ব্বতী নাচে সঙ্গে।

১৯। শিব রক্ষক বন, বন রক্ষক শিব।

২০। শিবের জামাই শিব।

২১। শিবের সঙ্গে খোঁজ নাইকো,
[illegible]নের ঘটা।

২২। শীলং সর্ব্বত্র ভূষণং।

২৩। শুক বলে আমার কৃষ্ণের
মাথায় ময়ুর পাখা,
শারী বলে তায় আমার
রাধা নামটী লেখা।

২৪। শুক মলো মুখ দোষে,
সালিক মলো সেই তরাসে।

২৫। শুকনা কাঠে বজ্রাঘাত বা
ব্রহ্মশাপ।

২৬। শুকনা গাছে জল ছেঁচা।

২৭। শুকনা ঘায় আকন্দের আটা।

২৮। শুকনা [illegible]য় ভরা ডুবি।

২৯। [illegible] ভরে না।

৩০। [illegible]ীর হরি।

৩১। [illegible]বাঁধা।

৩২। শুন্‌লো [illegible] ত নিলো পাড়া।

৩৩। শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণ

৩৪। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

৩৫। শুঁড়ীর নাই কান,
মুচীর নাই নাক।

৩৬। শূওরের কপালে
গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।

৩৭। শূওরে গোঁ।

৩৮। শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।

৩৯। শেয়াকুলের কাঁটা।

৪০। শেয়ান ঘুঘুর ছাঁ
ফাঁদে পা দেয় না।

৪১। শেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না

৪২। শেয়ান পাগল।

৪৩। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
মুঠম হাত আড়াআড়ি।

৪৪। শেষ বেশ।

৪৫। শেষ সুখ পরম সুখ।

৪৬। শোকে পাথর।

৪৭। শৌল চেঙ্গও সোজে না,
পোলা চেঙ্গেরাও বোঝে না।

৪৮। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

৪৯। শ্রদ্ধার ছাই,
[illegible] খাই।

৫০ [illegible]

৫১ [illegible]

৫২ [illegible]য়াপুরী,
[illegible] আদর ভারি।

৫৩। শ্বেত চামর আর কোষ্ঠা পাঠ।

পুত্রশোকে আত্মহত্যা।

সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য সুসভ্য জগৎ চিরকালই মহাব্যগ্র ও সবিশেষ যত্নশীল; কেন না সুশিক্ষা-[illegible] মানবজীবন পশুজীবন হইতে [illegible]। মানুষকে মানুষ করাই [illegible]ন। এই নিমিত্ত শিক্ষা, [illegible]শিক্ষা প্রভৃতির প্রবাহ আবহমানকাল হইতে প্রবল বেগেই চলিয়া আসিতেছে। সুসভ্য ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষা কেবল পুরুষনিষ্ঠ নহে, রমণীগণের মধ্যেও সমভাবে চলিতেছে। সে সকল দেশে কোন কোন অংশে শারীরিক আকারগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে স্ত্রীপুরুষের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাংসারিক কার্য্য ইত্যাদি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ঐ সকল দেশের অনুকরণে এবং ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে ভারতেও অনেক দিন হইতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় যা[illegible]ই ভাল, তাহাতে [illegible]ই। তবে কেন যে তিনি আমাদের সুশিক্ষা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীন করিবার জন্য আমাদিগকে মতিগতি দিতেছেন না, তাহা ভাবিয়াই দুঃখ হয়।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, আমরা এইরূপ মনে করিয়া থাকি। যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থাবলী তাদৃশ সমীচীনতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট করার প্রথা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ঐরূপ মনে করা সঙ্গতই হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যাবলী সেরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। মনুষ্যের জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যের জীবন করিতে হইলে কত প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা চিন্তাশীল দূরদর্শী [illegible] অনুভব ক[illegible]।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর যেখানে যতপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার ফলে জীব[illegible]সারাসক্ত ও বহির্ম্মুখ করে। [illegible]শিক্ষার প্রণালী তাহার [illegible]শিক্ষার প্রভাবে জীব অ[illegible]খ হয়। ফলে যিনি যতই সু[illegible]ন, তাঁহার শিক্ষার সহিত একটু অনাসক্তি বা বৈরাগ্য না থাকিলে তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলা [illegible] বৈরাগ্যবিহীন বিদ্যা জী[illegible]দ করিতে পারে না[illegible]ছে, এমন শিক্ষাই না[illegible]যে সকল শিক্ষার অগ্রগ[illegible] পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা আর্য্য শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিতে কুণ্ঠিত হন এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ইউরোপীয়-গণের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্যের সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করে না। তাঁহাদিগের জন্য একটী গল্প করি।

ভূতপূর্ব্ব চিফ্ সেক্রেটারি এডগার সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি যে আর্য্যশিক্ষার সম্মান উত্তমরূপেই করিতেন, তাহাও অনেকে অবগত আছেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার, তখন এদেশীয় কোন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে বলিয়াছিলেন,--"ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি [illegible] এবং হিন্দুস্থা[illegible] দেশ বলিয়াও মনে করিতাম; কিন্তু এদেশে আসিয়া এবং নানাস্থানের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমার সে সকল সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুগণকে এখন অতি নীচ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কেননা যে জাতির "রামায়ণ মহাভারত" আছে, সেই জাতি কি না তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন পুত্র কন্যাগণকে অন্ত্যজ জাতির রচিত গ্রন্থের অনুবাদ পড়াইতেছে"।

যে শিক্ষা প্রভাবে ধন জনাদির মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া অনাসক্ত চিত্তে সংসারের সুখ ভোগ করা যায়, আমাদের বালক বালিকাগণ ও যুবক যুবতীবৃন্দ সেই শিক্ষা [illegible] হন, এই কথাটা বলিবার [illegible] প্রবন্ধের অবতারণা। [illegible]মাদের দেশের কি স্ত্রী কি পুরু[illegible]ই হইতেছে না। অধিকন্তু নবীন প্রণালীতে শিক্ষিতা নবীনাগণ যেন সাংসারিক মায়া মোহে অধিক জড়াইয়া পড়িতেছেন। ঐ শিক্ষার প্রভাবে ঘরে ঘরে নগরে নগরে পূজা অর্চ্চা, কর্ম্মকাণ্ড আভরণ পরিচ্ছদ, ভোজন বিলাস এবং গ্রন্থ রচনা, গ্রন্থ প্রচার, আলোচনা, সভা সমিতি, বক্তৃতা, পরোপকার ইত্যাদির, বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও পারিপাট্য হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রিতাপ জ্বালার, করালগ্রাস হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার কি উপায় হইতেছে? যদি দুঃখদাবানলে সংসার ভস্ম হইতে চলিল, তবে [illegible] আমাদের

হইল কি? যে সকল দুঃখ দূর করা মনুষ্যের চেষ্টাসাধ্য, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলও হইতেছে; কিন্তু যে সকল দুঃখ অপ্রতিবিধেয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি হইতেছে? ভীষণ তরঙ্গাকুল ভব সমুদ্রে ভাসমান জীবকে উঠিতে বসিতে তরঙ্গের আঘাত পাইতে হয়; সে আঘাতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমরা কি করিতেছি?

বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে,—"বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো।" আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিও তদ্রূপ। শিক্ষার জন্য কত যত্ন, কত অর্থব্যয়, কত আড়ম্বর হইতেছে; কিন্তু এক আত্মজ্ঞানের অভাবে [illegible] "ফস্‌কা-গেরো" হইয়া [illegible] সম্প্রতি কোন রমণী অহিফেণ সে[illegible] আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে দুইটীর দেহান্তর হইয়াছে। তিনি সেই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। অথচ সুশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইহা কিরূপ সুশিক্ষা বুঝিতে না পারিয়া সম্বাদটী শ্রবণ মাত্র আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। অথবা যদি তিনি অশিক্ষিতাই হন, হিন্দুর ঘরের মেয়ে বটেত! তাঁর এত মায়া মোহ কেন? শুদ্ধ ঐ সম্বাদটী নহে;—ঐ জাতীয় সম্বাদ প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। কোন রমণী বা পতির [illegible] অভিমানিনী হইয়া আত্মঘাতিনী হয়েন। কেহ বা সপত্নী অথবা শ্বশ্রূর গঞ্জনা সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া প্রা[illegible]ন। কোন প্রৌঢ়া বা প্রাচী[illegible]ত কলহ করিয়া জীবন [illegible]ছেন। ইত্যাদি অনেক [illegible]হইয়া থাকে।

কেহ [illegible] পারেন, এদেশীয় রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় দশার পরিহারার্থই স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত যত্ন হইতেছে। এ যত্ন সহস্র[illegible] প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ না[illegible]দিও কোন রমণীর "[illegible]" উপলক্ষ করিয়া এ[illegible]ণা করিয়াছি, তথাপি [illegible]শিক্ষার অসম্পূর্ণতার আলোচনা করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। দেশীয় সাধারণ শিক্ষার আলোচনাই উহার বিষয়ীভূত। আত্মাভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা, আশাভঙ্গ, ঋণদায়, পরিজনগণের সহিত কলহ, ইত্যাদি কারণে কত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

কেহ কেহ আত্মহত্যাকে মানসিক উৎকট রোগমূলক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে একেকালে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ মনে করা যায় না। কেননা যেরূপ মানসিক রোগ আত্মহত্যা-[illegible]রে, সে রোগ [illegible]লে

অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের অনুভব করি[illegible]ক্তি নাই। ইহার সাক্ষিস্বরূপে[illegible] বর্ত্তমান আছেন। তবে [illegible]কার্য্য, সুশিক্ষিতগণেরও [illegible]মে মনে জন্মলাভ করিয়া [illegible]কে এরূপে আক্রমণ করে যে, তখন আত্মনাশ একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সেরূপ স্থল অতি বিরল। স্বকৃত ঘোর দুষ্কৃতির জন্য [illegible]মানসিক রোগের যাতনা এরূপ দুর্ব্বিষহ যে, আত্মনাশ ভিন্ন প্রায়ই তাহার প্রতীকার হয় না। যদি কেহ সেরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মনাশ করেন, ঐ রোগের যাতনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন না। কিন্তু সচরাচর যত আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মায়ামোহমূলক। সেইগুলি সুশিক্ষার দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, এ প্রবন্ধে কেবল সেই কথাটী বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ধর্ম্মের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে মশান। মশান শ্মশানের নামান্তর নহে, মশানে ও শ্মশানে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মশান যদিও আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত নহে, তথাপি উহার বিষয় শুনা আছে এবং উহা কল্পনার অতীতও নহে। যথায় অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়, এখন যেমন সে স্থানটীকে আমাদের দেশে ফাঁসখানা বলে, পুরাকালে তদ্রূপ স্থানকে মশান বলা হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ফাঁসী দ্বারা বা তাড়িতযোগে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না অথবা অতিপূর্ব্বকাল-প্রচলিত শূল প্রথাও ছিল না। এই সময় প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধিগণ যে বধ্য ভূমে চণ্ডালের কুঠারাঘাতে প্রাণত্যাগ করি[illegible]টীকে মশান ব[illegible]। এইরূপ ঘাতুক চণ্ডালগণ জ[illegible]ভিহিত ছিল। শ্মশান দর্শনে মনে [illegible] কি এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদমিশ্রিত শান্তির আবির্ভাব হয়—মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে বিরাগ জন্মে—মুহূর্ত্তের জন্য শ্মশানবাসই জীবনের চিরশান্তি বলিয়া অনুভূত হয়—মুহূর্ত্তের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইবার বাসনা তিরোহিত হয়। শ্মশানদর্শনে মনে কতরূপ কল্পনার উদয় হইতে থাকে এবং শ্মশানকে বিশেষ পবিত্র ও নিত্য বলিয়া বোধ হয়, আর—"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ। ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥" কবিবর কালিদাসের এই বাক্যের সারত্ব সুন্দররূপে [illegible] হয়।

শশ্মানে যেরূপ অলক্ষ্যে শান্তি বিরাজ করে, মশানে সেইরূপ অলক্ষ্যে কেমন একটু বিভীষিকা বিরাজ করে। মশান যেন পিশাচের রঙ্গভূমি, বিভীষিকার বিকটমূর্ত্তি।

এইরূপ মশান দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ কৌণ্ডিল্য নগরে যাইতেছিলেন, এই বধ্যভূমি কৌণ্ডিল্যরাজের অধিকারভুক্ত। অশ্বারোহীর অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে ধীর গমনে চলিতেছিল, এমন সময় শিশুর সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি অশ্বারোহীর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া পুনর্ব্বার সেই ধ্বনি আকর্ণন করিবার আশায় তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখিতে পাইলেন যে দুইজন জল্লাদ বেশধারী পুরুষ ঐ মশান [illegible] বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে পল[illegible]তেছে। উহা দর্শন করিয়া তিনি একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পলাতক ব্যক্তিদ্বয়কে ধৃত করিয়া সুমিষ্ট বচনে বলিলেন "তোমরা অসময়ে এই মশানে কেন আসিয়াছিলে? যদি এই রাজ্যে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, তাহা হইলে আমি সে বিষয় অবশ্যই অবগত থাকিতাম, যেহেতু আমি এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী, আমার নাম কলিঙ্গ। তোমরা নির্ভয়চিত্তে অকপট মনে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, যদি তোমরা কোন অন্যায়াচরণ করিয়া থাক, তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিব।" পলাতক [illegible] কাতরবচনে কহি[illegible] লাগিল, "মন্ত্রিবর! আমরা জল্লাদ নহি, রাজাজ্ঞায় আজ কৌণ্ডিল্য রাজকুমারের জীবন বধ [illegible] আসিয়াছিলাম। এই স্থলে রা[illegible] আপনাকে স্মরণ করাইয়া [illegible] রাজ্যের রাজা ধার্ম্মিক [illegible] দুষ্টবুদ্ধি কূটোপায়ে নিহত করিয়া [illegible] সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দধিমুখ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে [illegible]ালয়ে ছিলেন, কারণ [illegible]ই তাঁহার সহধর্ম্মিণী[illegible]বং মহিষীর মৃত্যুতে [illegible]হীন হইয়া মাতুলালয়ে [illegible] নিকট প্রতিপালিত হইতেছিলেন। দুষ্টবুদ্ধি এই অনুসন্ধান জানিতে পারিয়া কৌশলপূর্ব্বক সেই বালককে আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া গোপনভাবে তাহার নিধন সাধন করিতে আদেশ দেন, আমরাও অনিচ্ছা সত্ত্বে এই অসময়ে তাহাকে লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু রাজাদেশ পালন করিতে পারিলাম না, [illegible] সুকুমার নির্দ্দোষী রাজপুত্রকে [illegible] কোন মতে আঘাত করিতে পারি[illegible] না—হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া গে[illegible] জল্লাদগণ তাহাকে বধ করিলে রাজ্যে[illegible] প্রচার হইবার আশঙ্কায় এই ভ[illegible] আমাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, ত[illegible] রাজপুত্রকে গোপনে এই মশানে আনিয়া তাঁহার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কাটিয়া [illegible] লইয়া রাজাকে দিব এই

বাসনায় শিশুকে এই স্থানে একা রাখিয়া আমরা পলাইতেছিলাম।" মন্ত্রী ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমরা প্র[illegible]বং স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করি[illegible] জীবন যাপন কর।" মন্ত্রি[illegible] মন্ত্রীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া[illegible]নন্দে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী মশান হইতে কুমার চন্দ্রহংসকে আনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করাইলেন এবং কৌণ্ডিল্যে না যাইয়া নিজা[illegible] করিলেন। তথায় স্বা[illegible]কে পুত্রবৎ প্রতিপাল[illegible]ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার সাত আট বৎসর পরে একদিন মন্ত্রী কলিঙ্গ চন্দ্রহংসের প্রকৃত পরিচয় স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে "চন্দ্রহংসের বয়ঃক্রম প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল, আমার বিবেচনায় সে এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বীয় পিতৃসিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করুক। বিশেষতঃ চন্দ্রহংস শস্ত্র ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছে, সে এখন ধর্ম্ম ও ন্যায়বলে জগৎ বশীভূত করিতে সক্ষম, অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট গিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিলে চন্দ্রহংস হয় ত পিতৃসিংহাসন উদ্ধারে সযত্ন হইবে, আর ধৃষ্টবুদ্ধিই বা এখন তাহার কি করিবে? চন্দ্রহংস সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইলে শত ধৃষ্টবুদ্ধিও তাহার নিকট পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। আবার যদি ধৃষ্টবুদ্ধি সশস্ত্রে প্রকাশ্যে চন্দ্রহংসের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমিও সসৈন্যে ধৃষ্টবুদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিব, বিশেষতঃ রাজ-সৈন্য সকলেই আমার বাধ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এবিষয়ে তোমার কি মত? কলিঙ্গের স্ত্রী চন্দ্রহংসের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রথমতঃ কিছুতেই এই [illegible]ম্মত হইলেন না, পরে যখন কলিঙ্গ বুঝাইয়া দিলেন যে সে রাজপুত্র, তাহার উপর অনেকগুলি কঠোর কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত. নিজ রাজ্য পিতৃঘাতককে দিয়া নিজে আলস্যে জীবন কাটান তাহার কর্ত্তব্য নহে, তখন কলিঙ্গপত্নী স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নীতি-কণ্ঠহার।

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি সর্ব্বং স ক্ষন্তমর্হতি॥

ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই চা[illegible] বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি [illegible]

তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ

[illegible]। ১১

আত্মা[illegible] সংযমপুণ্যতীর্থাঃ সত্যোদকাঃ শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রা[illegible]ষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র, ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

হে পাণ্ডুপুত্র! [illegible]আত্মাই পবিত্র নদী,

সংযম তাহার পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র, সত্যই তাহার সলিল, চরিত্র তাহার তট, দয়া তাহার তরঙ্গ, তুমি তাহাতে স্নান কর। অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। ১২

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যান, মরণ অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তরেই হউক, ধীরগণ কখনও ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হয়েন না। ১৩

প্রীণাতি যঃ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ভর্ত্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রবাতি
এতত্রয়ং জগতি [illegible]॥

সচ্চরিত্রদ্বারা যে পিতাকে সতত সন্তুষ্ট রাখে, সেই পুত্র; যিনি সর্ব্বদাই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই স্ত্রী; কি সম্পদে কি বিপদে, যে বন্ধুসমীপে সমানরূপে গতায়াত করেন, সেই মিত্র। পুণ্যবান্ লোকেরাই এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ও সুবন্ধু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪

রথং শরীরং পুরুষস্য দিষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা, এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্বযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরম সুখে [illegible] রিবে। ১৫

যদ্যৎ পর[illegible] ত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশ[illegible] বেত যত্নতঃ॥

আত্মবশ কর্ম্ম সমুদায় যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেক। পরবশ কর্ম্ম সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক। ১৬

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্ব[illegible]।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন [illegible]

স্বাধীনতাই স[illegible]তাই সর্ব্ব দুঃখ। সং[illegible] এই লক্ষণ জানিবে। ১৭

প্রাণাযথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রাণ ইষ্ট, অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করিয়া থাকেন। ১৮

হিতেঽহিতকাসুরকোঽহিতেঽহিতং
পশুর্মনুষ্যো হিতমহিতে হিতে।
কৃতেঽহিতে শশ্বদপি প্রকৃষ্টং
হিতং করোত্যঙ্গ স নাম দেবঃ॥

সয়তানে ভালর বদলে মন্দই করে, পশু মন্দের বদলে মন্দ করে, মানুষেতে ভালর বদলে ভাল করে, দেবতায় মন্দের বদলে ভাল করেন। ১৯

ফেলোনা মা।

ফেলোনা মা ফেলোনা মা [illegible] রেখে দাও,
কাজে লাগে যা' রাখি[illegible] কি তাও?
আপনার—অপরের [illegible]চন
কত করে, দূরে যাহ[illegible] এখন।
দেখনা সে দিন বাঁধা [illegible] পুঁটুলি
ছিল দড়ি, রেখে দিনু জানালায় তুলি।
খোকা কাঁদে অন্ধকারে ছিঁড়িল মশারি,
দেশালাই পাই নাই করি তাড়াতাড়ি;
সেই দড়ি দিয়ে দেখ মশারি বাঁধিনু,
খোকা কেঁদে সারা হয়, তারে মাই দিনু।
তাই বলি ফেলনা মা কিছুই ফেলনা,
কোন দ্রব্য কত কাজে লাগে তা জাননা!
সোণার পৃথিবী আছে কত জীবে ভরা,
পেলে ক্ষুঁদ গুঁড়া মহা সুখী হবে তারা।
যাও ফেল তাও তারা ওমা! খুঁটে খায়,
ফেলিবার কিছু নাহি জানিবে ধরায়॥

নূতন সংবাদ।

১। [illegible] রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কুমারী ফ্লোরেন্স হলেও এম এ প্রথম স্থানীয় হইয়া ৮ হাজার টাকা পুর-স্কার লাভের যোগ্যা হইয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় রমণী পুরুষকে পরাভব করিল, স্ত্রীবুদ্ধিকে আর কে হীনতর বলিতে সাহসী হইবেন?

২। কুমারী মেটিল্ডা হণ্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রী এম এর এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৩। World's Women's Temperance Association বিশ্ব স্ত্রীমিতাচারিতা সভার অধ্যক্ষ বিবী হসার কলিকাতায় আসিয়া মাদক সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছে।

৪। ভারতের নব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারি পঁহুছিবেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারি কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

৫। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী ময়-মনসিংহ জেলার গাজিয়াবাড়ী খালের উপর একটি পোল নির্ম্মাণার্থ ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। শ্রীমতী সি, এইচ, ডল মার্কিন মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এল, এল, ডি উপাধি পাইলেন।

৭। এবৎসর লাহোরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে দাদাভাই নৌ-রোজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করি-বেন। দাদাভাই যখন বোম্বাই পঁহুছেন, তখন উক্ত নগরের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসি-বৃন্দ তাঁহাকে অতি সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিষ্টর এ, ও হিউম ভারতবর্ষ হইতে শেষ বিদায় লই-

বার জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। তিনিও মহাসমিতিতে উপস্থিত থাকিবেন। ২৮এ ডিসেম্বর হইতে মহাসমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমা[illegible]া।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শেষ উপদেশ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। মহর্ষি জরাজীর্ণ ও কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেও যাঁহারা যখন উপদেশার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, তাঁহাদিগকে আপনার গভীর চিন্তা ও সাধনালব্ধ মহা সত্য সকলের উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সেইরূপ উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন। ইহা যে নরনারীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলা বাহুল্য।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী মহার্ঘ রত্ন বলিয়া আমরা এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিলাম। ইহা রয়েল ৮ পেজী ৫০০ শতাধিক পৃষ্ঠায় অতি সুন্দর কাগজে ও সুন্দর অক্ষরে ১০ খানি উৎকৃষ্ট ছবির সহিত মুদ্রিত এবং বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বিরচিত। এরূপ পুস্তকের উপযুক্ত সমালোচনার স্থানাভাব বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি[illegible]ল কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জী[illegible] নহে, কিন্তু তৎসমসাময়িক একটী বিস্তৃত জাতীয় ইতিহাস। গ্রন্থকার এই জীবনী ও ইতিহাস ঘটনাবলীর তালিকাকারের ন্যায় অন্ধ বা উদাসীনভাবে লিখিয়া যা[illegible]ক্ষ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ঘটনার মূ[illegible]চক্ষণ নীতিবেত্তা ও সমা[illegible]ান ও সমীচীন পাণ্ডিত্যে[illegible]ছেন। তিনি কবিবরের জীবন[illegible]সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁহার শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধির ক্রম সকল যেমন প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্রতি দেবানুগ্রহ ও তাঁহার নিজদোষে তাহার অপব্যবহারের কুফল সকলও অপক্ষপাতে উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির বিবরণ বর্ণনেও গ্রন্থকারের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার অসামান্য লিপিনৈপুণ্য, গভীর গবেষণা, অপক্ষপাত সমালোচনা, দুর্নীতি দমন ও সুনীতি সংস্থানের প্রয়াস—কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বলিতে পারি না। এই পুস্তকখানি যেরূপ বহুল যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয়ে প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ সাগ্রহে ও সমাদরে বঙ্গ সাহিত্যপাঠকসমাজে [illegible]য়, এই আমাদের অনুরোধ।

বামারচনা।

আমন্ত্রণ। *

(মুক্তিফৌজের বর্ত্তমান [illegible] নায়িকা মিস্
লুসী বুথ্ বা কাপ্তেন [illegible] র প্রতি)

১

ছাড়ি দেশ ঘর বাড়ী, মহাসিন্ধু দিয়া পাড়ি,
এসেছ সরলা বালা !
এসো এসো এসো !
ভারতের হৃদাকাশে, যেখানে তারকা হাসে,
[illegible] রোহিণী তারা !
[illegible] বসো !

কিবা ভ[illegible] া বাপের যোগ্য মেয়ে,
[illegible]ন্দার-কলিকা মাখা—
অমর সৌরভ !
সেই মহা উদারতা, আত্মজয়, সহিষ্ণুতা,
ছেয়ে আছে কচি প্রাণ
কি মহা গৌরব !

৩

সেই প্রীতি সেই স্ফূর্ত্তি, বিনীত সতেজ মূর্ত্তি,
জনকের মন্ত্রশিষ্যা
বালিকা কুমারী !
সার্থক সন্তান-প্রাণ, পিতৃকার্য্যে করে দান !
এ শ্রদ্ধা-তর্পণ পুণ্য
যাই বলিহারি !

৪

ক্ষুদ্রতর বেল ফুল, সুবাসে কে তার তুল ?
আগুনের ক্ষুদ্র কণা
মহাতেজোময় ;
এ ক্ষুদ্র বালিকা-হিয়া, মহা উপাদান দিয়া
গড়েছেন বিশ্বধাতা
মঙ্গল-আলয় ।

নয় হেথা, কোন্ দূর, সিন্ধু-পারে শ্বেতপুর !
সেথা তার প্রাণ কাঁদে
ভারতের তরে !
ছাড়ি প্রিয় পরিজন, সরবস্ব করি পণ'
অনায়াসে দিল ঝাঁপ
অদৃষ্টসাগরে !

৬

দেশী নাম দেশী সাজ, সকলি ছাড়িয়া আজ,
সাজিয়াছে বীর-বালা
ভারত-কুমারি !
ভারত-হিতের তরে, দেহ মন অকাতরে,
ঢালিতে, ভারত-বুকে
এসেছে আমরি !

৭

পতিতপাবনে রত, "পতিত-উদ্ধার" ব্রত,
সুরভি গোলাপে মাখা—
অগুরু চন্দন !
এ মৃত পতিত দেশে, অমৃতময়ীর বেশে
ত্রিদিবের উষা কিগো
দিল দরশন !

৮

এস সুকুমারী বালা! প্রীতি-ফুলে গেঁথে মালা,
পরাবে ও কম গলে
ভারত-জননী !

* গত ২রা ডিসেম্বর সিটী কলেজ গৃহে জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রোহিণীর বক্তৃতা উপলক্ষে তাঁহাকে এই উপহার প্রদ[illegible]

স্নেহের আঁচলে মা'র বসো আসি একবার,
ফুটিবে সোহাগ-ছায়
কনক-নলিনী !

৯

যে দেশে সাবিত্রী,সীতা,শক্তি,লক্ষ্মী,বিরাজিতা
আজি সে দেশের দশা
দেখ গো চাহিয়া ;
মায়ের বুকের পর, অগণ্য "জীবিত জড়"
বুঝি না যে কি করিব
জীবন বহিয়া !

১০

যাহোক সে মনোরমে ! তব শুভ সমাগমে
হোক্ এ নির্জ্জীব দেহে
জীবনী সঞ্চার,
মলয়ার পরশনে, শুকানো রসাল বনে
নবীন মুকুল, পাতা,
জাগুক আবার !

১১

বিধাতার স্নেহাশীষ, প্রাণে পেয়ে অহর্নিশ,
লভিতে বিজয়-খ্যাতি
এসো হেথা এসো !
মা'র বুকে যেই পাশে, উজল তারকা হাসে,
সেখানে, রোহিণীরাণি !
আলো করে বসো !

শ্রী মা——

অহিফেন কাহিনী।

এক সম্পত্তিশালিনী বিধবা তাঁহার একমাত্র পুত্র লইয়া কোন প্রসিদ্ধ নগরে গুলির আড্ডার নিকটে বাস করিতেন। এই বালকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিল। সে স্কুলে পড়িতে যাইত এবং বেশ ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতেছিল; তাহার মাতার সে বড় আশার ধন হইয়াছিল কখনও কখনও সে তামাসা দেখিবার জন্য অহিফেনের আড্ডাতে যাইত। তত্রত্য অহিফেনসেবনকারীগণ তাহাকে অহিফেন [illegible]রোধ করিত। প্রথমে সে এইরূপ [illegible] করিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু ক্রমে ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল এবং সে নেশা আরম্ভ করিল। যখন তাহার মাতা জানিতে পারিলেন, তখন এই অভ্যাস পরিত্যাগের নিমিত্ত [illegible] কাকুতি মিনতি করিতে লা[illegible]তাত ধরিয়াছে, ছাড়িল [illegible] উচ্চবংশোদ্ভব, এই [illegible]লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও ভয়ে ভীত হইয়া সন্তানকে এই সর্ব্বনাশকর বিষপান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দিন দিন বিবিধ চেষ্টা করিতেন। বালক বারবার প্রতিজ্ঞা করিত যে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিল এবং অলসভাবে সমস্ত দিবস মাটিতে শুইয়া কাটাইতে লাগিল। সে শীঘ্রই উৎকট রোগাক্রান্ত হইল; এত অধিক অহিফেন সেবন করিয়াছিল যে চিকিৎসক তাহার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিলেন না এবং কোন ঔষধে তাহার কিছুই উপকার হইল না। অবশেষে হতভাগ্য বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার মাতা পুত্রশোকে অভিভূত এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া নিজেও প্রাণবিসর্জ্জন করিল। (ক্রমশঃ) বি, বা, দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৮ সংখ্যা	পৌষ ১৩০০—জানুয়ারী ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—লাহোরে কনগ্রেসের কার্য্য অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে প্রায় সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হন। লাহোরের আপামর সাধারণ কনগ্রেসকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর অভ্যর্থনার সমারোহও যথোপযুক্ত হইয়াছে। আগামী বৎসর মান্দ্রাজে পুনরায় কনগ্রেস হইবে।

নব রাজপ্রতিনিধি—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারিতে কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। জগদীশ তাঁহাকে নিরাপদে এদেশে উত্তীর্ণ করুন্ এবং প্রজাগণের হিতার্থ শাসনকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুন্।

নূতন বাঙ্গালী জজ—বাবু প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি মামুদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়—জষ্টিশ পিগট ছুটী লইয়া বিলাত যাওয়ায় সার আলফ্রেড ক্রফট্ তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারী কুম্ভকর্ণ—ফ্রান্সে এক রমণী ২০ বৎসর বয়সে এক গুরুতর মানসিক কষ্ট পাইয়া অজ্ঞান হন, সেই অবধি দশ বৎসর ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেছেন। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক ইহাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা পাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে খাওয়াইয়া ইহাঁকে জীবিত রাখা হইয়াছে। চিকিৎসকেরা বলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহাঁর নিদ্রা একবার মাত্র ভাঙ্গিবে। রমণীকে

দেখিলে পীড়িত বোধ হয় না, যেন তিনি স্বাভাবিক নিদ্রায় নিমগ্ন।

দান—(১) ভবনগরের মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান কালে নিম্নলিখিত-রূপ দান করিয়াছেন:—মেয়ো হাঁসপাতাল ৩০০৲; লেডী ডফারিণ ফণ্ড ৩০০৲; দাতব্য সভা ২৫০৲; জীব-ক্লেশ-নিবারিণী সভা ২০০৲; সখীসমিতি ১০০৲; সেন্ট ভিন্‌সেন্ট হোম ১০০৲; আলিপুরের জীববাটিকা ১০০৲; সকের সৈনিক দল ১০০৲; হিন্দু অনাথ আশ্রম ১০০৲; মুসলমান অনাথাশ্রম ১০০৲ টাকা।

(২) কলিকাতার রাজা সার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঁকুড়া জেলার এক-জন প্রধান জমিদার। তিনি বাঁকুড়ায় একটী জানানা হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) জষ্টিশ চন্দ্রমাধব ঘোষ ঢাকা বিক্রম-পুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১০০০৲টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন। (৪) টাঙ্গাই-লের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ঢাকা মালখান নগর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়াছেন। ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে ঐ বিদ্যালয়ের যে বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা—বোম্বাই প্রদেশের পুনা নগরীতে বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। পুনায় বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের যত বালিকা আছে, তাহার শতকরা ২৪ জন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছে।

সমাজ সংস্কার—(১) রামনদের রাজা রাজপ্রাসাদস্থ মন্দির হইতে চরিত্র-হীনা নর্ত্তকীদিগকে বিদায় দিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে পুরুষ গায়ক ও বাদক রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজের সকল স্থানে রাজার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

(২) নাভারাজ্যে সমাজসংস্কারের জন্য খালসা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গজমুক্তা—পঞ্জাব প্রদেশে এ বৎ-সর এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। অমৃতসর হইতে সেই প্রদর্শনীতে একটী গজমুক্তা প্রেরিত হইয়াছে। এক রৌপ্যা-ধারে ঐ মুক্তা রক্ষিত হইয়াছে।

অর্থে বিপদ—জে গোল্ড আমে-রিকার একজন মহাধনী লোক, হেলেন নামে তাঁহার কন্যা পিতার সমস্ত ধন পাইয়াছেন। তিনি এখনও অবিবাহিতা, তাঁহার বিবাহ করিবার জন্য এত লোক পাগল হইয়াছে যে, ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা পুলিসের পাহারাতে বাস করিতে হইতেছে!

বৈজ্ঞানিক কৌশল—বাণ্ডি-য়াল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাড়িত প্রয়োগে বৃষ্টি উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিন্দু বিন্দু হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে পারিবেক।

মহিশূরের জয়—সিকাগো মেলায় পট্টবস্ত্রের জন্য মহিশূর সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক পাইয়াছে।

বানরী ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিমস্থ বানরদেশে গিয়াছিলেন। তিনি সিম্পাঞ্জি ও কুলুকাম্বা জাতীয় বানরের ভাষা মানুষের ভাষা হইতে যে অভিন্ন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

নীতি শিক্ষা।

১। আজ কাল নীতি লইয়া আমাদের দেশে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক লোকের বিশ্বাস নীতিসম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কতকটা অবনতি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন অবনতি না হউক যতটা উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। নীতি বিষয়ে উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এই বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার ইচ্ছা নয়। বালকবালিকাদের নীতি শিক্ষা বিষয়ে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। বালক বালিকাদের নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া অসম্ভব। এখন কথা হইতেছে নীতি শিক্ষার প্রশস্ত উপায় কি? বাল্যকাল হইতে যে এ শিক্ষা আয়ত্ত হওয়া উচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। উপায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে বালক বালিকাগণ সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, দয়ালু এবং মিতাচারী হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য।

৩। অনেকে বলেন নীতিশিক্ষার দুইটি উপায় আছে:—(১) উপদেশ, (২) পুস্তক পাঠ। প্রথমটি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই শুধু কথায় চিড়া ভিজে না। যদি সদা সর্ব্বদা ছেলেদিগকে বলা যায়—"সত্য কথা কহিবে," "দুঃখীকে দয়া করিবে," তাহা হইলে বোধ হয় সত্য ও দয়ার উপর তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার সম্ভাবনা। উপদেশের যে কোন ফল নাই এ কথা বলিতেছি না। ভাল করিয়া উপদেশ দিতে পারিলে অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা; কিন্তু মনোরঞ্জনকারী উপদেশ দিবার ক্ষমতা কয়জন লোকের আছে? সেইজন্য শুধু উপদেশের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই। বিদ্যালয়ে যে নীতিবিষয়ক পুস্তক পঠিত হয়, তাহাহইতে যে নীতিশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাও বোধ হয় না। পাঠ্যপুস্তক অধিকাংশ সময় বালক বালিকারা ঔষধ গেলা করিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের উপর কিরূপ ভয়জড়িত ঘৃণার ভাব, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া-

ছেন। বিশেষতঃ অনেক সময়ে পাঠ্য-পুস্তকের ভাষার প্রতিই মনোযোগ বেশী দেওয়া হয়, ভাবের বিষয় কেহ ভাবে না। শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষার ফলের চিন্তাতেই আকুল। শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষার ফল ছাড়া অন্য বিষয় দেখিবার অবকাশ হয় না। পরীক্ষার ঢেউ বালিকাবিদ্যালয়েও পৌছিয়াছে। পিতামাতার মুখেও "পরীক্ষা" "পরীক্ষা"। এই সব কারণে আমার বিশ্বাস নীতিবিষয়ক পুস্তক হইতে যাহা আশা করা যায়, তাহার সিকি ফলও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

৪। এখন কথা উঠিতে পারে, নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস সৎদৃষ্টান্ত নীতিশিক্ষার এক উৎকৃষ্ট উপায়, আমিও এই দলের লোক। পিতা মাতা দিবারাত্রি বলিতেছেন "সত্য কথা কও।" "সত্য পরম ধর্ম্ম, মিথ্যা মহাপাপ।" এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয়ও গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে ঐ পিতামাতার পুত্রকন্যা এবং ঐ শিক্ষকের শিষ্য শিষ্যা মিথ্যা ভিন্ন প্রাণান্তেও সত্য বলিতেছে না। আবার দেখা গিয়াছে, অনেক পিতা মাতা "সত্য কথা কও" "সত্য কথা কও" বলিয়া পুত্র কন্যাদিগকে ঝালাপালা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিজে সত্যনিষ্ঠ। শিক্ষক সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তত ইচ্ছুক নন, কিন্তু নিজে ন্যায়পর। বালক বালিকারা নিজেই তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতেছে এবং তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। আমি হয়ত আমার পুত্র কন্যাদিগকে দুঃখীকে দয়া করিতে শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু তাহারা দেখিতেছে আমারই দ্বার হইতে একজন অতুরকে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে গালি খাইয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। এ দিকে আমার স্ত্রীর সত্যের প্রতি তত বিশ্বাস নাই, তিনি হয়ত নিজে প্রবঞ্চনা করিতেছেন, অথবা পুত্র কন্যাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষক মহাশয় হয়ত বাহবা লইবার জন্য তাঁহার একজন ছাত্রকে ১৪ বৎসরের স্থলে বয়স ১২ বৎসর লিখিবার উপদেশ দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের বালক বালিকাদের উচ্চ নীতিজ্ঞান হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নয়। তাহাদের যে কিয়ৎপরিমাণে নীতিজ্ঞান হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উপরে যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, এরূপ দৃষ্টান্ত যে নিতান্ত বিরল নয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বালক বালিকাদের মন অতি নমনীয়, সেইজন্য সহজেই তাহারা দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে, এবং বাল্যকাল হইতে সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলে ভাল কাজ করা তাহাদের অভ্যাসের মধ্যে হইয়া পড়ে।

৫। তাড়না ও পুরস্কারের বিষয়ে বোধ হয় দুই এক কথা বলা আবশ্যক। আমরা অনেকে তাড়না করিতে ও পুরস্কার দিতে জানি না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও শিক্ষা করিতে হয়। খেলা

করিতে করিতে একটি বালক কি বালিকা হঠাৎ একটি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সেইজন্য হয়ত তাহাকে খুব প্রহার করিলাম। আবার সে হয়ত একটি বিড়াল ছানার উপর খুব অত্যাচার করিতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না, অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। যে বাড়ীতে এরূপ বন্দোবস্ত, সে বাড়ীর ছেলেদের নীতিসম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অনেক স্থলে আবার লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়। ইহা বড় খারাপ। দোষের তারতম্য অনুসারে দণ্ডের তারতম্য না হওয়া নীতিশিক্ষার এক মহৎ প্রত্যবায়। বাল্যকালে মনোবৃত্তি সকলের অবস্থা অপরিপক্ক। বিশেষ যত্ন ও সাবধানতা না লইলে তাহাদের বিকৃতির সম্ভাবনা। এ সময় পিতা মাতা ও শিক্ষকের এমন ভাবে কথা বলা উচিত যে ন্যায়ান্যায়ের তারতম্য অনুভব করিতে বালক বালিকাদের কোন অসুবিধা না নয়। একটি কথা মনে করিয়া রাখা উচিত—বালস্বভাব নিবন্ধন ছেলেরা যে দোষ করে, তাহার জন্য অনেক সময় দণ্ড পাওয়া উচিত নয়, এবং কখনও তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয় যে তাহাদের নিজ দোষ ঢাকিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। আর একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক সময় একটা ভাল কাজের আতিশয্যও দোষের। কিন্তু এরূপ আতিশয্য অনেক সময় দমন করা তত আবশ্যক নয়। নিষ্ঠুরতা ও দান প্রবৃত্তি দুইয়েরই আতিশয্য দোষযুক্ত। নিষ্ঠুরতার দমন না করিলে একটী বালক কিম্বা বালিকার মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যাইতে পারে। পরন্তু দানপ্রবৃত্তির আধিক্য দমিত না হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে উহা শুধরাইয়া যাইবে। পৃথিবীর খুব কম লোককেই দান করিয়া ফকির হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন দোষ করিলে দণ্ড, তেমনি ভাল কাজ করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। কিন্তু উহা এরূপ ভাবে যেন না হয় যে বালক বালিকা প্রশংসা ও পুরস্কারপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। বিশেষতঃ অযথা প্রশংসা ও পুরস্কার অনেক সময় ছেলে বিগড়াইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকদ্বারা নীতিশিক্ষা দিবার চেষ্টার প্রতি আমার আস্থা নাই। নীতিশিক্ষার উদ্দেশে রচিত অনেক পুস্তকের উপরেও আমার ভক্তি নাই। ওরূপ বই প্রায় নিস্তেজ ও নীরস হয়। "এস ভাই একবার নীতিচর্চ্চা করা যাক্" এই বলিয়া যিনি বই লিখিতে বসেন, তাঁর বইয়ের উচ্চ নীতির বিষয়ে আমার সন্দেহ না হউক, কিন্তু পাঠোপযোগিতার বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল পুস্তক পাঠে যে অনেক উপকার হয়, তাহা আমি অবিশ্বাস করি না। যে সব উচ্চ অঙ্গের পুস্তক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দিবার

ভান না করিয়া পরোক্ষভাবে অনেক সময় নীতিশিক্ষা দেয়, তাহাদের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। আমার মতে বালক বালিকাদের হাতে এরূপ পুস্তক বহুল পরিমাণে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কবিতা হইতে অনেক উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। কবিতা নীতির সহচরী। নীতিশিক্ষা দেয় এরূপ ছোট ছোট কোমল কবিতা যদি শিশুদিগের মনে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা কখনও অপনীত হইবে না ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশে যে সব কবিতা লিখিত, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। ইহারা প্রায়ই কবিত্বরসবিহীন ও কঠোর। দেশের ভাল ভাল কবিদের গ্রন্থে অনেক সময় উচ্চভাবপূর্ণ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া যদি ঐরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা কি ছত্রসমষ্টি সংগ্রহ করা যায়, এবং বাল্যকাল হইতে যদি বালক বালিকাদের তাহা মুখস্থ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের ভাব তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে প্রোথিত হইয়া যাইবেক। সহজে নীতিশিক্ষায় ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আছে কি না আমার সন্দেহ। একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যদি বালক বালিকাদের মনে স্বদেশহিতৈষিতার ভাব উদ্রেক করিতে চাও, তাহা হইলে—

"ধিক্ হিন্দুকুলে, স্বীয় ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে ফেলিয়া শত্রু পদতলে—
সোনার ভারত করিতে ছার।"

বাল্যকাল হইতে এই কয়ছত্র মুখস্থ করাইলে যত ফল হইবে, বড় বড় বক্তাদিগের স্বদেশপ্রেমউদ্দীপক বক্তৃতা পাঠে ও শ্রবণে সেইরূপ হইবেক কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। দে।

ধর্ম্মের জয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৌণ্ডিল্য-রাজ-মন্ত্রী কলিঙ্গ আজ সপুত্র রাজসভায় সমাগত। কলিঙ্গপুত্র নানাবিধ ধনরত্ন রাজচরণে উপহার দিলে, রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিপুত্রকে সস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিতেন যে মন্ত্রী কলিঙ্গের পুত্র রূপে, গুণে, বিনয়ে, সুশীলতায় ও ধর্ম্মে অদ্বিতীয়, এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এই পুত্রের নাম কি? কতদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ইহার সহোদর সহোদরাদি আছে কিনা? এত অল্প বয়সে কিরূপে বহুগুণে ভূষিত হইয়াছে? এ ঈশ্বরের ভক্তিতত্ত্ব কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা

করিল?" এবং বলিলেন—"হে মন্ত্রি-বর! তুমি ধন্য! যে হেতু তুমি এমন পুত্ররত্নের পিতা।" মন্ত্রী বিনয়নম্রভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এ পুত্র আমার নয়, ইহাকে আমি অনাথ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। ইহার নাম চন্দ্রহংস, আমি নিঃসন্তান এবং ইহার আর সহোদর সহোদরা নাই।" সুচতুর ধৃষ্টবুদ্ধি সবই বুঝিলেন এবং স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে নিজ কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ অবধারণ করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিবর! তোমার এই পুত্র একখানি জরুরী পত্র লইয়া আমার পুত্রের নিকট অদ্যই কি যাইতে পারিবে?" মন্ত্রী একবার চন্দ্রহংসের মুখপানে তাকাইলেন, এবং তিনি সম্মত আছেন জানিতে পারিয়া "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া রাজার কথার প্রত্যুত্তর দিলে, রাজা তৎক্ষাণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রহংসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি জানি তুমি ধার্ম্মিক এবং পরম বৈষ্ণব, অতএব তোমার ইষ্টদেবতার দোহাই, যদ্যপি আমার এই পত্র পাঠ কর।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকারপূর্ব্বক পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন!

প্রথম জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মের বড়ই প্রাদুর্ভাব; আকাশ পরিষ্কার নীলবর্ণ, মেঘের নাম গন্ধও নাই, প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এই সময় চন্দ্রহংস নগরোপবনে প্রবেশ করিলেন; তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর শোভা পাইতেছে, সরোবরতটে বকুল পাদপশ্রেণী উন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্রহংস বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিলে সরোবরের জল-কণস্পর্শী সুশীতল বায়ু তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। সুকুমার চন্দ্রহংস ক্লান্ত দেহে শীতল বায়ু সেবনে বকুল ছায়ায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধৃষ্টবুদ্ধির অবিবাহিতা কন্যা বিষয়া দেবদেব মহাদেবের পূজার জন্য পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এই সময় নিদ্রিত চন্দ্রহংস তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। বিষয়া, বালিকা-সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া হন্দ্রহংসের পার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে একটী যুবক বকুলতলায় নিদ্রাভিভূত, তাহার শিরস্ত্রাণের মধ্যে একখানি লিপি রহিয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় অসাবধানতা জন্য উহার কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। কুমারী ধীরে ধীরে লিপিখানি লইয়া পাঠ করিয়া দেখেন যে ঐ লিপি তাঁহার পিতা যুবরাজ মদনকে লিখিয়াছেন, এবং উহাতে লিখিত ছিল—চন্দ্রহংসের পরিচয়, তৎপরে চন্দ্রহংসকে বিষদান করার বিষয়। পত্রপাঠে বিষয়ার কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিষয়া মনে মনে ভাবিলেন যে ইনি পিতার জামাতা হইলে ইহাঁর প্রতি পিতা স্নেহবশে কোনরূপ অত্যাচার

করিতে পারিবেন না ; ইনিও যখন নিজ পরিচয় জানিতে পারিবেন, তখন স্বরাজ্যের জন্য শ্বশুরের বিপক্ষে অসিধারণ করিবেন না, আর আমারও মনোমত পতিলাভ হইবে। এই চিন্তা করিয়া বিষয়া নিজ-নখ কোণে নয়ন কজ্জল উঠাইয়া "বিষ" এর অন্তে "য়া" যোগ করিয়া দিয়া লিপি যথাস্থানে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

মদন চন্দ্রহংসের নিকট পিতার লেখনী প্রাপ্ত হইয়া ভগিনীর বিবাহ যথাবিধানে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মদন মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এত শীঘ্র এমন সমারোহের সহিত পিতৃ-আদেশ পালন করায় পিতা তাঁহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল। ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রের কার্য্যে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি পুত্রের নিকট আসিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুত্র তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার পত্রপাঠ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি চন্দ্রহংসকে দেখিতে চাহিলে, চন্দ্রহংস আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন—"তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমাদের কুলদেবী চণ্ডীর পূজা কর নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সুতরাং অদ্য নিশীথ রাত্রে একাকী যাইয়া ভগবতী চণ্ডীর পূজা করিয়া আসিও, কোনও মতে অন্যথা করিও না।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে ধৃষ্টবুদ্ধি একজন বেতনভোগী, প্রভুভক্ত, কার্য্যতৎপর, সাহসী ও বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী সৈনিককে বলিলেন—"শুন, অদ্য নিশীথ রজনীতে যে কেহ ভগবতী চণ্ডীর সমীপে গমন করিবে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে, আমার কোন বিশেষ আত্মীয় হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে না ; যাও সশস্ত্রে অদ্য চণ্ডীদেবীর ভবনে নিশাযাপন কর। সৈনিক তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহংস যথাসময়ে পূজার উপকরণ দ্রব্যাদি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিতেছিলেন, মদন পিতার ক্রুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ জাগরিত ছিলেন, এবং চন্দ্রহংস যখন পূজা করিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি পূজার সামগ্রী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি শয়ন কর গিয়া, আমি পূজা করিয়া আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রহংস শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিলেন। মদন যুদ্ধে সৈনিককে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া চণ্ডীর পূজা সমাধা করিয়া আসিলেন। পর দিন ধৃষ্টবুদ্ধি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন যে এই নিঃসহায় বালককে কেবল ধর্ম্মই বারম্বার রক্ষা করিতেছেন, অতএব ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। এই মনে করিয়া তিনি চন্দ্রহংসকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন এবং মদনকে তদীয় মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করিয়া যোগমার্গাবলম্বী হইয়া তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রহংস, মদনকে মন্ত্রী, কলিঙ্গ ও তৎ-পত্নীকে পিতা মাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। *

সতী ও শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্নপ্রাশনের বিষয় বলিবার আগে ছেলেদের "ধোয়ান পোঁছান" সম্বন্ধে কিছু বলিব। গায়ের চামড়ার উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, তাহাদিগকে লোমকূপ বলে। উহারা এক একটি "বরনাল" স্বরূপ। ঘর ধোওয়া ময়লা জল যেমন বরনাল দিয়া বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ দিয়া শরীরের ময়লা জল কতক পরিমাণে ঘামরূপে বাহির হইয়া যায়। ঘরের বরনাল বন্ধ করিলে যেমন ময়লা জল ঘরের মধ্যে থাকিয়া ঘরকে দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে, সেইরূপ শরীরের এই সকল বরনাল যদি কোন রকমে বন্ধ হইয়া যায়, তাহাহইলে ইহার মধ্যে যে ময়লা জল রহিয়াছে, তাহা শীঘ্র ঐ সকল লোমকূপ দিয়া বাহির হইতে পারে না, সুতরাং শরীরমধ্যে অধিকক্ষণ থাকিয়া শরীরকে খারাপ করে এবং নানাপ্রকার রোগের কারণ হইয়া উঠে। অতএব দেখা উচিত যে কোন কারণে ছেলের গায়ের লোমকূপ সকল না বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল লোমকূপের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইলে "ধোয়ান পোঁছান" আবশ্যক। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও "ধোয়ান পোঁছান" উচিত; দুইবার হইলে আরও ভাল হয়। ঠাণ্ডা জল ছেলের পক্ষে ভাল নয়, গরম জলও অনিষ্টকর; অতএব জল ঈষদুষ্ণ হওয়া আবশ্যক। জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না, জানিতে হইলে হাত ডুবাইয়া দেখিলে হইবে না, কারণ হাত আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক গরম। সেই কারণে হাত ডুবাইয়া না দেখিয়া কুনুই ডুবাইয়া দেখা উচিত। ইহাদ্বারা জানা যাইবে, জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না; ইহা ছেলের গায়ে সহিবে কি না। ছেলেকে স্নান করাইবার আগে মাথা ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। তার পর একখানি পাতলা পরিষ্কার কাপড় সেই জলে ভিজাইয়া তাহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার করিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার বগল, উরু এবং গলা ভাল করিয়া পরিষ্কার করা উচিত। তার পর তাহার সর্ব্বশরীরে জল ঢালিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার পিঠে জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। ইহাদ্বারা ছেলে বেশ বলিষ্ঠ

* কাশীদাসী অশ্বমেধপর্ব্বের কোনও অংশ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

হইয়া উঠে। তৎপরে পাতলা ফর্‌সা কাপড় দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিতে হইবে। স্নানের সময় ছেলের গায়ে যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগে না, কারণ তাহাতে সর্দ্দি হইতে পারে। সেই কারণে ঘরের মধ্যে স্নান করাইয়া দেওয়া খুব ভাল।

"অশ্রুকণার কবি।"

বিধবার অশ্রুজলে
মিশাইয়ে অশ্রুকণা—
কে সিঞ্চিলা শুষ্কপ্রাণে
কেবা দিল এ সান্ত্বনা ?
এই কি সে দয়াবতী!—
ত্যজিয়ে অমরধাম
অবতীর্ণা বঙ্গভূমে—
বিধবার প্রাণারাম!
বঙ্গ-বিধবার তরে
কাঁদে আজ কার প্রাণ
(তারে) কে শুনায় দয়া করি
দুটো সান্ত্বনার গান ?
পতির পদারবিন্দে
সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিলাস বাসনা ভোগ
দিয়ে সব বিসর্জ্জন,
কে সাজাবে তপস্বিনী
বঙ্গের বিধবা সবে—
তুমি বিনে, পুণ্যবতি
সে কাজ কি অন্যে শোভে?
ব্রহ্মচর্য্য জীবনের
সার ধর্ম্ম বিধবার—
পালন করিছ সদা
মহাব্রত-যত্যাচার।

মূর্ত্তিমতী সতী যেন
মর্ত্তে করে বিচরণ!
বদনে পুণ্যের ভাতি
পবিত্রতা বিলেপন।
আলম্বিত কেশ দাম
আলু থালু আশে পাশে,
কি সুন্দর আহা মরি
শোভিয়াছে শুভ্রবাসে!
পাদপের প্রতিবিম্ব
যেনগো জোছনা গায়!
বাক্‌দেবী কাব্যবনে
ফুটেছে কি কবিতায় ?
কবিতা-কুসুম রাজি—
পরিমল 'অশ্রুকণা,'
বাসে মুগ্ধ বঙ্গবাসী—
তুলনায় অতুলনা!
'অশ্রুকণা' এক মাত্র
বিচ্ছেদের শান্তি-বারি,
সে জলে যাতনা-মুক্ত
অসংখ্য বিধবা নারী।
স্বরগের মন্দাকিনী
কি গুণে বহালে বঙ্গে ?
মজাইলে মরুভূমি
কবিতা-সুধা-তরঙ্গে ?

বনদেবী হয়ে আজ
শোভিলে কি বঙ্গবন ?
পূজিবে তোমারে সবে
অনুদিন অনুক্ষণ।
গাঁথিয়ে স্বর্গীয় ফুলে
অপূর্ব্ব কবিতা-হার—
'অশ্রুকণা'—ঢালি দিলে
জননীরে উপহার।
এবার শোভিতে পারে
বঙ্গে নাহি হেন কবি,
কে দেখাবে বিধবারে
স্বর্গের অপূর্ব্ব ছবি ?
'অশ্রুকণা'—কণা কণা
যেনগো মুকুতাফল,
ঝরিতেছে নেত্র কোণে
অবিশ্রান্ত অবিরল।
মহাভাবে উন্মাদিনী
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা,
অশ্রুকণা কারে শোভে ?
প্রেমে যে পাগল পারা !
পরার্থে সঁপিয়ে প্রাণ
সাধিছ অবলা-হিত,
বদন ভরিয়া সবে
গাইবে তোমার গীত।
পতির অমর আত্মা
স্মরণ করিবে তায়,
পাত কর এ শরীর
স্বদেশের সাধনায় !
যে ভাব দেখালে সতী
ভুলিব না এজীবনে,
আর্য্যনারী ব্রহ্মচর্য্য
তুলা নাই ত্রিভুবনে !
সে মহাজীবন-ব্রতে
ব্রতী হয়ে চিরদিন,
দেখাও আদর্শ ছবি,
গাই গুণ নিশি দিন ! শ্রী চ, দ।

বাদন প্রণালী।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

অস্থায়ী।

{|| ০ । । । | ১॥ । | +॥৪ । |
{|| । ঋ গ ঋ | সা সা | নি১ ধ১ |

৩॥ । | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । |
প১ : | সা সা | ঋ ঋ | ঋ গ |

৩॥ | ০॥ । | ১॥ : | +॥ । | ৩॥
ম | ম ম | ম ম | গ ম | প

। | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥ ||}
ম | গ গ | ঋ ঋ | ঋ গ | ম ||}

অন্তরা।

| ০। । । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥
| ঋ গ ঋ | সা ঋ | গ প | প

| ০। । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥ |
| ম গ | ম প | ম ম | পু |

০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩। । |
ম ম | ম ম | ম ম | প র্ম |

০॥ । ৩॥ । +॥ । ৩।॥
গ গ ঋ ঋ ঋ গ ম :: }

প্রথমে অস্থায়ী দুইবার বাজাইয়া, পরে অন্তরা দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী দুইবার বাজাইবে। তৎপরে সাঞ্চারী দুইবার বাজাইয়া, পরে আভোগ দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী ধরিবে। এইরূপ একবার বাজানকে এক ফেরা কহিয়া থাকে।

আলেয়া খাম্বাজ। ঠুংরি।

ঋগ { সা ঋ সা গ গ ম ঋ গ

| ম প প প ম গ |

ম প প প | প ধ নি | ধ প

প ম গ ঋ গ | }

ম প ম ধ ধ ধ ধ । সা নি নি

ধ নি প ধ | ম প ম ধ ধ ধ ধ ।

সা নি নি ধ ম ম । ম প প প প

ধ নি | ধ প ম গ ঋ গ | :: }

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

অস্থায়ী।

{ ০।। । ৩। । । +॥ । ৩।
গ ম গ | ঋ সা ঋ | গ গ | ম

। । ০॥ । ১। । +।
প, গ ম | প সা | নি সা | ধ

॥ ৩। ॥
প | ম প |

অন্তরা।

| ০। ॥ | ১। ॥ | +। । । | ৩। ॥
প ধ | ধ ধ | ধ সা নি | ধ প,

০। ॥ | ১। ॥ | +॥ । | ৩। ।
নি নি | সা ঋ | সা নি | সা সা,

। | ০॥ । | ১। ॥ | +। ॥ |
প ধ | সা সা | সা সা, | সা সা |

৩। ॥ | ০॥ । | ১। ॥ | +। ॥ |
সা নি | ধ ঋ | সা নি | ধ প |

৩। ॥
ম প | :: }

মল্লার কাওয়ালী।

{ ধ নি ধ প ধ প | ম প নি নি |

সংগ্রহ

+।॥ | ৩। । ॥ | ০॥ ॥ | ১। ।
সা | নি ঋ সা | ঋ ঋ | ঋ ঋ

। । | +। । । । | ৩। । ।
ঋ ঋ | ঋ গ ঋ সা | নি ঋ সা }

০। । । । | ১। । । । | +।
ম ম ম ম | প ম প পধ | ম

। । । | ৩। ! । ॥ | ০। ॥
গ গ ম | ঋ ঋ ঋ সা | নি নি

। | ১। । ॥ | +! ॥ | ৩। ।
নি | সা সা সা | নি সা সা | নি ঋ

॥
সা | } (০। । । । | ১। । ।
ম প নি নি | সা সা নি

। + । । । । । ৩। । । ।
সা । ঋ ম ঋ সা । সা সা. সা

।) ০। । । । । ১। । । ।
সা । সা নি ধ পধ । ম প নি

। + ॥ ৩। । ॥ । ::
নি । সা । নি ঋ সা । :: }

যোগিয়া। মধ্যমান।

{ + ।ব । ৩। ব । ব ০।
{ (ঋম মপ । পধ পধ । মপ

ন: চ: দ: ।
। ব ১। ।ব + । ।
নিধপ । মগ ঋসা) । সা সা.

৩। ব । ব ০। । ব ১।
নিধ পধ । মপ নিধপ । মগ

।ব + ।ব । ৩।ব ব ।
ঋসা } ঋম মপ । ধপ সা.

০। ব ব । ১।ব
সা ঋ সা ঋ গ । ঋ. সা নি সা.

ব + । ব । ৩। ব
সা নি ধ প । পঋ সা. । নিধ

। ০। । ব ১। ।ব
প । মপ নিধপ । মগ ঋসা । :: }

ভৈরবী। মধ্যমান।

{(+ । ।ব ৩।ব । ০। ব ব ।ব
{(ম গ । ঋ সা । ধ. নি গ ।

ন:চ: দ: ।
১।ব ।) + ।ব ।ব ৩। ।ব
ঋ সা) ধ ধ । প গম ।

০।ব ।ব ১। ব ।ব
নি ধপ । মগ ঋসা }

+ । ।ব ৩।ব । ০। ।ব ১।ব
সা. নি । ধ প । ম গ । ঋ

। + ।ব ।ব ব ৩। ব ।
সা । ধ ধনি । সা নি সা ।

০।ব ।ব ১ব ব ব
গ ঋ সা. । নি সা ঋ নি সা.

। ব + । । ৩।ব ব ।ব
ধ প । ম প । নি ধ প গম ।

০।ব ।ব ১। ব ।ব
নি ধপ । মগ ঋ সা । ::

প্রবাদ বিচার।

(দ্বিতীয় পত্র।)

এক একটী প্রবাদ পাঠে বোধ হয়, মনুষ্য সমাজকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য প্রবাদ-রচয়িতৃগণের কতই দূরদর্শিতা কতই পর্য্যবেক্ষণ ও কতই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাঁহারা কেমন স্থিরচিত্তে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়াছেন। সমাজে এমন কার্য্য অনেক আছে যাহা সুসম্পাদন

করিতে পারিলে যশঃ নাই, কিন্তু তৎ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে অযশের সীমা থাকে না। প্রবাদ সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে জনসমূহকে সতর্ক করিতেছেন ঃ—

আগে হাঁটে, পাঁটা কাটে,
প্রদীপ উস্কায়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,
যশঃ নাপায় এই সাতজন।

পথপ্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট গম্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে কোন কথা নাই; কিন্তু তাহার দোষে অনুযাত্রিগণকে যদি একটু বিপথে পদার্পণ করিতে হয়, আগমন-কারীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। প্রদীপ উদ্দীপ্ত হইলে উদ্দীপনকারীকে কেহ জানিতেও পারে না; কিন্তু নির্ব্বাপিত হইলে তাহার অযশের একশেষ। উত্তম রূপ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া প্রভুর সুখ সম্পাদন করা পাচক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার যশঃ কি? কিন্তু একদিন দশটা ব্যঞ্জনের মধ্যে একটায় একটু লবণ বেশী বা কম হইলে তাহার নাক কান থাকা কঠিন।

এইরূপ বহু দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শনে রচিত প্রবাদ আরও অনেক আছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রবাদের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বদেশ ব্যাপিনী। সমাজে এমন বিষয় নাই, যে বিষয় প্রবাদ শিক্ষা দেন নাই। স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে প্রবাদ উপদেশ দিতেছেন।

থায় না থায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?

গৃহস্থের ভদ্রাসনের দূরে সহস্র সহস্র বাগ বাগিচা থাকিলেও তদ্দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। কিন্তু ভদ্রাসনের মধ্যে ২।৪টী গাছ পালা থাকিলে বিশেষ উপ-কার হয়, কেননা দূরস্থ গাছ পালা হইতে অর্থের আকারে কিছু কিছু লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু সুপক্ক ফলমূল ও টাট্‌কা শাকসব্‌জি গৃহাঙ্গনস্থ গাছপালা ভিন্ন পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধু অনেকেই থাকিতে পারে এবং সেই সকল দ্বারা সময়বিশেষে অনেক উপকারও হইয়া থাকে; কিন্তু আপন সন্তান দ্বারা যতখানি উপকার পাইবার আশা লোক করিতে পারে, অন্য আর কাহারও দ্বারা ততখানি উপ-কারের আশা করা যায় না। এই জন্যই প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"ঘরের গাছা, পেটের বাছা।"

যাঁহারা সঙ্গীতব্যবসায়ী, কণ্ঠস্বর অব্যা-হত রাখা যাহাদের নিতান্ত আবশ্যক, প্রবাদ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,—

"ঘোল, কুল, কলা;
তিনে নষ্ট গলা।"

সংসারী ব্যক্তিগণ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এ বিষয়ে প্রবাদের কতই যত্ন। তাহা দেখিলে বড়ই অনন্দ হয়। সংসারে যে গুলি কষ্টজনক, তাহা পরিষ্কার করিতে এবং যাহা সুখ ও সৌন্দর্য্য সাধক তাহার উপা-র্জ্জন বিষয়ে প্রবাদ কেমন কৌশলে শিক্ষা দিয়াছেন।

"ছেঁদা ঘটী, চোরা গাই, চোরপড়্শী,
ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খছেলে, ভার্য্যা দুষ্ট, এই ছয়টী বড় কষ্ট।"

পুরুষানুক্রমে যে গৃহস্থ যে ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনে মঙ্গল হয় না। জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী থাকাই সকলের কর্ত্তব্য। এজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

"জাত ব্যবসা নরের ভূষা,
আর যত সব ফাযা ফুষা।"

পণ্য দ্রব্যের উৎপাদক অপেক্ষা সেই দ্রব্য লইয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদের অধিক লাভ হইয়া অবস্থার উন্নতি হয়। ইহা অর্থবিদ্‌গণের একটী প্রধান সিদ্ধান্ত। কৃষক সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে, কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বণিকের অবস্থা ভাল। গ্রন্থকার অপেক্ষা পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা ভাল। ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্র সুলভ। এই তত্ত্বটী কথায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে বাণিজ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

"জেলের পরণে টেনা,
পাজারির কাণে সোণা।"

যাহারা জেলের নিকট মৎস্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে পাজারি কহে।

যদিও বহু মূল্যে শত সহস্র টাকের ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু একবার মাথায় টাক পড়িলে তাহা আর মৃত্যুর পূর্ব্বে সারে না। যাহার জন্ম হইতে যে প্রকৃতি, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। পায়ে একবার গোদ (একপ্রকার জল দোষ জন্য পীড়া) হইলে তাহা আর কখনও সারে না। ঐ সকলের প্রতীকার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অনেকে কষ্ট করিয়া থাকেন। প্রবাদ লোকের সেই কষ্ট নিবারণের জন্য বলিতেছেন;—

"টাক, প্রকৃতি, গোদ,
মর্‌লে হয় শোধ।"

কোন ব্যক্তিকে স্বপদ হইতে অপসৃত করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত অপরাধ পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্বার্থ এতই প্রবল এবং হৃদয় এতই নীচ যে, অন্যায়রূপে পরোক্ষ চেষ্টা দ্বারা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রবাদ একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যদ্বারা তাদৃশ দুর্ব্বৃত্তের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

"তাড়াই না উঠান চষি।"

শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্কের আধার মস্তককেই বুদ্ধির স্থান বলিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার মস্তক সংখ্যা যত অধিক, তাহার বুদ্ধিও তত অধিক। এই জন্য প্রাচীন ব্যক্তিগণকে লোকে "তেমাথা" বলিয়া থাকে। অশীতিপর বৃদ্ধগণ দুই হাঁটুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া বসিয়া থাকেন। দুই হাঁটুর সন্ধি দুইটী মস্তক কল্পিত হয়। বৃদ্ধের নিকট উপদেশ লইবার আদেশ আর্য্য শাস্ত্রের ভূরি ভূরি স্থানে আছে। প্রবাদও মিষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—

"তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার।"

প্রবাদে না আছে, এমন উপদেশ নাই। যে কোন প্রকার তৈল শরীরে লাগাইলেই উপকার হয় না, বিশেষরূপে মর্দ্দন করিলে তবে বিশেষ ফল হয়। তামাক এবং রুটী বা লুচি করিবার জন্য ময়দা যত অধিক পরিমাণে মর্দ্দন করা যায়, ততই তামাক, রুটী ও লুচি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

তেল, তামাক, ময়দা,
যত রগড়াও তত ফয়দা।"

কৃসিকার্য্যে প্রবাদের উপদেশ অসংখ্য। এমন কি, বঙ্গদেশে প্রবাদই কৃষির নিয়ামক। কৃষি বিষয়ক সমস্ত প্রবাদ একস্থলে সঙ্কলন করিলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইতে পারে। সে চেষ্টা পরে করা যাইবে। এস্থলে প্রকরণ সঙ্গতি জন্য দুই একটী মাত্র কৃষি বিষয়ক প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"তিনশ সাইট কলা রুয়ে,
থাকগে চাষা খাটে শুয়ে,
কলাপাতে দিস্‌নে হাত,
ওতেই কাপড়, ওতেই ভাত।"

তালের বাগুলা কাটিযা দিলে তালগাছ বাড়ে না এবং খেজুর গাছ মধ্যে মধ্যে কামাইয়া না দিলে তেজাল হয় না। এই বিজ্ঞানটী প্রবাদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

"তাল বাড়ে ঝোপে,
খেজুর বাড়ে কোপে।"

কতকগুলি ফলের স্বভাব এইরূপ, অপক্কাবস্থায় যত ভাঙ্গা যাইবে, ফল ততই অধিক পরিমাণে ফলিতে থাকিবে, যেমন কাঁটাল, নারিকেল ইত্যাদি। বাঁশের স্বভাব ইহার বিপরীত। কাঁচা বাঁশ কাটিলে ঝাড় শুদ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য প্রবাদ হেঁয়ালির ছন্দে শিক্ষা দিতেছেন;—

"দাতার নারিকেল,
বখিলের * বাঁশ।"

কি প্রকারে ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিলে সুখের বসত হয়, গৃহীকে প্রবাদ তাহারও শিক্ষা দিয়াছে।

"দক্ষিণ দ্বারী ঘরের রাজা,
পুর্ব্ব দ্বারী তার প্রজা,
পশ্চিম দ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তর দ্বারীর খাজানা নাই।
পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,"
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
বাড়ী করগে পোতা যুড়ে।"

যখন জনসমাজে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, তখন গৃহস্বামী উত্তরদ্বারী ঘরের কর লইতে পারিতেন না।

এককালে একাধিক দার পরিগ্রহ করিলে সংসার অতিশয় অসুখের হইয়া থাকে, প্রবাদ বারান্তর সংসারী ব্যক্তিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"দুই সতীনে ঘর কন্না,"
"ঘরের গিন্নী ভাত পান্না।"
"বিমাতা বিষের ভরা"
"দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।"

* কৃপণ।

প্রবাদ যে কেবল সংসারীকে সাংসারিক শিক্ষা দিয়াই নীরব হইয়াছেন, তাহা নহে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর শিক্ষা দান করিয়াছেন।

"ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।"
"দোষ ছাড়া লোক নাই।"
"ধন, জন, পরিবার, কেহ নহে আপনার।"
"ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল।"
"ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।"
"ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।"
"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।"
"পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে,
আপনি তাতে মরে প'ড়ে।"

ঋণের জ্বালায় না জ্বলিলে ঋণের অনিষ্টকারিতা বোধ হয় না। কিন্তু ঐ আগুণে মানুষকে যেরূপ ছারখার করিয়া দেয়, তাহাতে দূর হইতে ঋণকে দণ্ডবৎ করিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। প্রবাদ বিবিমতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। অনাহারে থাকিয়া জঠরজ্বালা ভোগ করা ভাল, তবু ঋণের দিকে যাইবে না।

"নাখেলে যাবে দিন,
ধার কর্ল্লে হবে ঋণ।"

শাস্ত্রকারেরা সহোদরকে সহজ শত্রু ও সহজ মিত্র উভয়ই বলিয়াছেন। সহোদরের ন্যায় শত্রুও আর নাই, সহোদরের ন্যায় মিত্রও আর নাই। শত্রুতা ও মিত্রতার এমন অপূর্ব্ব মিশামিশি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। প্রবাদ একটী কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"ভাই ভাই, মেরে যাইত ফিরে চাই।"
"মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই।"

খাদ্যাখাদ্যের বিচারেও প্রবাদ উদাসীন নহেন। কচি উচ্ছে, পাকা পটল, অল্প বয়সের ছাগ ও অধিক বয়সের মৎস্য খাইতে ভাল। তাহাই প্রবাদ বলিতেছেন—

"উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি;
ছাগের ছা, মাছের মা।"

এইরূপ

"আমড়া, চালতে, তাল,
আবাল বৃদ্ধ ভাল।"

আমড়া, চালতে এবং তাল এই তিনটী ফল কচি হইতে পাকা সকল অবস্থায় খাইতে ভাল।

কোন কোন ব্যক্তি এত নীচ ও ইতর-প্রকৃতি যে, যাহা হইতে যতক্ষণ উপকারের প্রত্যাশা থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু উপকার প্রাপ্তির কাল অতীত হইলে আবার সেই মুখই তাহার অজস্র নিন্দা করে। ইতর জাতির মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক। প্রবাদ এক কথায় তাদৃশ নরাধমের চরিত্র চিত্র করিয়াছেন।

"কাজের বেলা কাজি,
কাজ ফুরালে পাজি।"

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে কৃষি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। রোগের মধ্যে কাশ রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ক্ষয়কারী। এইজন্য প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"কাজের মধ্যে চাস,
রোগের মধ্যে কাশ।"

যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সাগরে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কাষ্ঠ মার্জ্জারগণ সাগরে স্নান করিয়া জলাভিষিক্ত দেহে বালুকাক্ষেত্রে লুণ্ঠন করে। তাহাতে কিছু বালুকা তাহাদের গাত্রে লগ্ন হইয়া যায়। তাহারা সেই অবস্থায় সেতুতে গমন পূর্ব্বক গাত্র সঞ্চালন করায় সেতুর উপরে কিছু কিছু বালুকা পতিত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া সেতুর পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া,—

কাঠ বিড়ালের সাগর বাঁধা।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে সুশীল পরোপকারী ব্যক্তিগণ ঐ প্রবাদের উল্লেখে দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ রমণীদিগের ন্যায়, পুত্র সন্তান লাভ করিবার জন্য চীন রমণীরাও নানাপ্রকার দৈব উপায় অবলম্বন করে। পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে কেবলমাত্র দুইটী বিবরণ লিখিত হইল। পুত্রার্থিনী অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বীয় পতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সন্নিহিত কোন কূপসমীপে গমন করে এবং উক্ত কূপটী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। যদি প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে স্থির করে। আমাদিগের দেশের ষষ্ঠীদেবীর ন্যায় চীন দেশেও শিশুদিগের রক্ষাকর্ত্রী দেবতা আছে। পুত্রার্থিনী ঐ দেবতার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়া, তাহার এক খণ্ড পাদুকা গৃহে আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। অভীষ্ট পুত্রলাভ হইলে চীন রমণী পুরাতন পাদুকার পরিবর্ত্তে দেবতাকে এক যোড়া নূতন পাদুকা প্রত্যর্পণ করে।

সন্তানকে প্রেতাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চীন রমণী নবপ্রসূত সন্তানের গলা ও কটীতে এক একগাছি লোহিতবর্ণের সূতা বা রেশম বন্ধন করিয়া দেয়। সন্তানের বয়স পূর্ণ এক মাস হইলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই মস্তক মুণ্ডন উপলক্ষে সমাগত বন্ধু বান্ধব শিশুকে যথাশক্তি উপহার প্রদান করে

অশীতিপর বৃদ্ধের ছিন্ন পরিচ্ছদ হইতে নির্ম্মিত পরিচ্ছদ শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথম পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস—যত বৎসর বয়সের ব্যক্তির পরিচ্ছদ সর্ব্বপ্রথম শিশুকে পরিধান করান হয়, শিশুও তত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

পুত্রসন্তানদিগকে চীনবাসীরা যেমন অতিশয় আদর ও যত্ন করে, কন্যাসন্তানদিগকে আবার সেইরূপ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে। কন্যাসন্তানগণ পালন করিতে অনেক পিতামাতাই নিতান্ত অনিচ্ছু, সুতরাং চীন দেশে কন্যাহত্যা বড়ই প্রবল। চীনদেশীয় কোন মহাত্মা কন্যাসন্তানদিগের দুরবস্থা দেখিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি কন্যাসন্তান পালন করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহারা স্ব স্ব কন্যাকে উক্ত আশ্রমে নিক্ষেপ করিয়া আইসে।

ইচ্ছা করিলে চীনবাসীগণ স্বীয় স্বীয় পুত্র বিক্রয় করিতে পারে। রাজনিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও চীনদেশে শিশুহত্যা করিতে কেহ শঙ্কিত হয় না। শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। যে কোন কারণে শিশুর মৃত্যু হউক না কেন, চীনবাসীরা মনে করে প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক শিশুর জীবন নষ্ট হইয়াছে।

হাঁটিতে শিখিলে চীন রমণী সন্তানকে স্তন্যপান হইতে বিরত করিয়া অত্যধিক সিদ্ধ তণ্ডুল খাইতে দিয়া থাকে। শিখা রক্ষা করিয়া বালকের মস্তক সর্ব্বদাই মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। মাতা আদর করিয়া স্বীয় শিশু সন্তানের শিখা মূল্যবান্ সূত্রে বন্ধন করিয়া দেন। গ্রীষ্মকালে শিশুদিগকে প্রায়ই কোন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেওয়া হয় না, কিন্তু শীতকালে তাহাদিগকে বসন ও তুলাদ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত করা হয় যে দেখিলে এক একটী উপাধান বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের দেশে যেমন শিশুকে কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইলে ক্রোড়ে বা বক্ষে করিয়া লইয়া থাকে, চীন দেশে সেরূপ করে না; শিশুকে পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক চর্ম্মদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যায়।

চীনবালকদিগের মধ্যে যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ঘুড়ী উড়ানই প্রধান। চীনদেশে বিভিন্ন আকারের বহুবিধ ঘুড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকলের মধ্যে কোনটীর আকার বাদুড়ের ন্যায়, কোনটী বিড়াল, কোনটী কুক্কুর এবং কোনটী বা শৃগালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

শোকের শান্তি।

এ জগতে যাহাকে বড় "আপনার" বলিয়া জানিতাম, যাহার দিকে চাহিয়া সংসার-পথে পাদক্ষেপ করিতেছিলাম; সহসা সে আমাকে এ জনমের মত

ছাড়িয়া গিয়াছে!—সাধ করিয়া নহে, নিষ্ঠুর মৃত্যু নিয়তি বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, আর এ জনমে সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না! তাহার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমাকে চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে! এখন বলতো ভাই! তাহার জন্য আমি কাঁদিব না কেন? আরও বলতো ভাই, তাহার জন্য আমি কাঁদিলে তুমি আমাকে "দুর্ব্বলচেতা অথবা "মোহ-পরায়ণ" বলিয়া ঘৃণা করিবে কেন? তোমার এরকম ঘটনায় তোমার চক্ষে যদি একবিন্দু জল না আসিয়া থাকে, তোমার প্রাণের প্রাণে যদি আঘাত না লাগিয়া থাকে, তুমি যদি ইহা এক ফুৎ-কারে উড়াইয়া দিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে "চিত্তজয়ী বীর" বলিব, "নররূপী দেবতা" বলিব; কিন্তু সেই সঙ্গে, তোমার হৃদয় যে নীরস, তোমার হৃদয় যে শুষ্ক, তুমি যে প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদ কিছুই পাও নাই, সে কথাও অবশ্য বলিব। আমার হৃদ-য়ের সমস্ত প্রীতি মমতা, আমার প্রাণের সকল সাধ বাসনা, আমার মানবজীবনের যথাসর্ব্বস্ব, সবই যদি মুক্তহস্তে আমার ভালবাসা-ভাজনকে ঢালিয়া দিতে না পারিলাম, যদি তাহাকেই "আমার সব" বলিয়া না ভাবিলাম, যদি তাহারই অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব অনুভব না করি-লাম, তবে আমার [illegible] ভালবাসার ছায়া মাত্র, আসল জিনিস নহে।—আর এব আমি যাহাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া-ছিলাম, তাহার সহিত এ নিদারুণ বিচ্ছেদে আমার বুক ফাটিবে না কেন? কেবল আমার মত নগণ্য মনুষ্য বলিয়া নহে—বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি দেবতার কথা বলিতে পারি না—শোকের প্রথমোচ্ছ্বাসে আকুলতা মানবের এতই স্বাভাবিক, যে অজ ও অর্জ্জুনের মত বীরপুরুষ, সাবিত্রী ও গান্ধারীর মত বীরাঙ্গনা পর্য্যন্ত তাহাতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন! বলিতে কি জগদী-শ্বর মানবহৃদয় যতদিন স্নেহ মমতা শূন্য না করিবেন, ততদিন তরুণ শোকো-চ্ছ্বাসে মানব আকুল হইবেই! অতএব এই স্বাভাবিক ঘটনায় মানব মানবের নিকটে নিন্দিতই বা কিসে? আর ঘৃণিতই বা কিসে?

তবে একটী কারণে মানব নিন্দিত হইতে পারে বটে; বিশ্বজগতের দিকে চাহি-লে আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্ আমা-দিগকে অনন্ত সুখভোগ করিতে পাঠাইয়া-ছেন—এ জগৎ জরামরণসঙ্কুল, নানাবিধ বিঘ্নবিপদপূর্ণ সত্য, তথাপি আমাদিগকে সুখী করাই ভগবানের অভিপ্রায়; নহিলে দিনে সূর্য্য উঠিত না, রাত্রে চন্দ্র হাসিত না, তরুলতায় ফুল ফুটিত না, শিশুকে মা "সর্ব্বস্ব ধন" ভাবিত না, মানব হৃদয়ে ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় থাকিত না, জ্ঞানার্থীর পিপাসা মিটিত না, আমাদের সুখভোগের জন্য যে অসীম উপকরণ সমূহ রহিয়াছে, তাহার একটীও মিলিত

না! তাই আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, আমাদের মত হতভাগ্য মানবকে সকল দুঃখ পরিহার করিয়া অনন্ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করিতেই, ভগবান্ নীরব ভাষায় বলিতেছেন! এখন আমরা যদি স্বার্থপরতার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে সুখ শান্তি লাভ করিতে বিমুখ হই, তাহা হইলে আমাদের অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত হই। শোকযাতনা এ জগতে অসহনীয় যাতনা সত্য, রোগ দরিদ্রতা প্রভৃতি অনেক রকম দুঃখের তুলনায় শোককেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয় সত্য*, কিন্তু এ কথা আমাদিগের মনে করা উচিত, যে যে দয়াময় দেবতা আমাদের ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য রৌদ্র বাতাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই দয়াময় দেবতাই আমাদের ভীষণ যাতনা পূর্ণ শোক নিবারণের উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন! সেই ভগবৎসৃষ্ট শান্তিলাভে অবহেলা করিয়া আমরা যদি গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, অথবা আত্মহত্যা সাধন করি—এই সব অধর্ম্ম ও নৃশংস পথে গিয়া যদি শোকের জ্বালা জুড়াইতে চাহি, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত, ঘৃণিত এবং মানবকুলকলঙ্ক; নচেৎ শোকে কাতর হই বলিয়া আমরা কখনই নিন্দিত নহি।

অতএব প্রকৃত শান্তি কিসে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধান করা আমাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার হৃদয়ে একটুকু সহানুভূতি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে তরুণ শোকে শান্তির আশা বৃথা। আকাশে যখন দারুণ ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রের জল তখন শান্ত থাকিবে কি করিয়া? শোকের প্রথম আঘাতে প্রাণ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তখন হৃদয়ে শান্তি টিঁকিবে কি করিয়া? সে সময়ে শমতাই শোকার্ত্ত হৃদয়ের ঔষধ। শমতা শান্তির মত স্থায়ী ভাব নহে; ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিক হইলেও শমতায় উপকারিতা আছে; শোকের জ্বলন্ত আগুন শমতা হইতেই কিছুক্ষণ চাপা পড়িয়া থাকে; পুনঃ পুনঃ শমতা প্রাপ্ত হইলে শোক-সন্তপ্ত হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত ও শান্তিলাভের উপযোগী হইয়া থাকে। মানব দুই উপায়ে শমতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম উপায়, রোদন; এ কথাটি শুনিতে ভাল না লাগিলেও প্রকৃত পক্ষে সত্য। ভক্তিভাজন বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "যে শোকের রোদন নাই, সে শোক যমের দূত" এ কথাটীর সত্যতা, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। যখন আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের মত শোক-

* রোগ দরিদ্রতা প্রভৃতি দুর্ঘটনা হইতে মানব বহু দুঃখ পাইলেও শোকের তুলনায় সে সকল দুঃখের যাতনা অপেক্ষাকৃত মৃদু। আসন্নমৃত্যু রোগীও ঔষধ সেবন করে, অনন্যোপায় দরিদ্রও ধনবানের দুয়ারে ভিক্ষা করে, কেন না এমন দুরবস্থায়ও তাহাদের মনে আশার ক্ষীণ আলোক প্রতিভাত থাকে! কিন্তু শোকার্ত্তের আশা ফুরাইয়াছে, তাহার বাঞ্ছিত ব্যক্তি ইহজগতে ফিরিয়া আসিবে না! নৈরাশ্যের জন্যই প্রধানতঃ শোকযাতনা, এমন অসহনীয়। প্র, লে।

তপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস অশ্রুধারারূপে বাহির হইয়া আসে, তখন কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় একটু অরাম পাইয়া থাকে। শমতা লাভের অপর উপায় সহানুভূতিপ্রাপ্তি। শোকসন্তপ্তহৃদয় সহানুভূতির ভিখারী। সে হৃদয় জগতের অন্য কোনও জিনিস চাহে না—অন্য কোনও জিনিসে তাহার সুখ নাই, কেবল নীরবে একজন সহৃদয় সহানুভাবক চাহে—একজন মনের মত সহানুভাবক পাইলেই সে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যদিও সহসা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘনীভূত শোকরাশিও নবীভূত হইয়া উঠে, যদিও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন, "স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।" তথাপি আত্মীয় বা বন্ধু যখন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি ঢালিয়া দেন, তখন সে হৃদয়ের যেন অর্দ্ধেক যাতনা কমিয়া যায়। তাই বলিতেছি একজন ব্যথার ব্যথী পাইলে শোকার্ত্ত হৃদয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম লাভ করিয়া থাকে; এই আরামের নামই শমতা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শমতা স্থায়ী ভাব নহে। শমতা লাভে মানবচিত্ত প্রকৃতিস্থ হয় না; তবে শমতা হইতেই হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত ও শান্তি লাভের উপযোগী হয়। প্রকৃত শান্তি কিসে মিলে, এক্ষণে তাহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

শোককাতর হৃদয়ের শান্তির জন্য কেহ কেহ বিস্মৃতিকে অর্থাৎ মৃত আত্মীয় বা বন্ধুকে ভুলিয়া যাওয়াই উৎকৃষ্ট উপায় মনে করেন। আমাদের বোধ হয়, কোনও শোকে কেহ কেহ বিস্মৃতি হইতে শান্তি লাভ করিলেও বিস্মৃতি, শান্তির উৎকৃষ্ট উপায় কখনই নহে। বিস্মৃতির পথে গিয়া যে শান্তি লাভ হয়, সে শান্তির নাম "শুষ্ক শান্তি" বলিলেই সঙ্গত হয়; কারণ সে প্রকার শান্তিতে সুখের সংস্রব নাই। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুখ।* আমরা শোক-কাতর হৃদয়ের শান্তি চাহি কর্ত্তব্য পালনের জন্য, কর্ত্তব্যপালন করিতে চাহি সুখের জন্য; কিন্তু মূর্খ আমি, নির্ব্বোধ আমি, বুঝিতে পারি না যে এক দিন যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি, যাহার বিষাদ-বিন্দু ধুইয়া দিতে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি, যাহাকে সুখী দেখিবার জন্য আমার সমস্ত জগৎটা উলটিয়া ফেলিতে পারিয়াছি, আজি সেই একান্ত ভাল-বাসা-ভাজনকে—আজি সেই পরজগৎ-

* অগস্ত কোম্‌ট, মিল্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য "উন্নতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে হয়। উন্নতি লাভের ফলও তো অনির্ব্বচনীয় সুখ। যদিও কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া মানবকে অনেক সময়ে কঠোর আত্ম-সংযম, ক্লেশকর ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্ম-প্রসাদপূর্ণ অসীম সুখের তুলনায়, সে সকল দুঃখ নগণ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুখ ভিন্ন মানব মনের গতি নাই। প্র, লে।

বাসী একান্ত ভালবাসা-ভাজনকে আমি সে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইব, আমার সকল সুখ উপভোগ করিবার যে শক্তি, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!— এ জীবনে সে যে দিন ছিল, সেই দিনই উষার মুখে স্বর্গীয় হাসি ছিল, চাঁদের বুকে অমৃত জ্যোৎস্না ছিল, বিহঙ্গ-কণ্ঠে মধুর কাকলী ছিল, ফুল্লকুসুমে অপূর্ব্ব মাধুরী ছিল, যাহা যাহা প্রকৃতি সুন্দরীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত, সে সবই সে দিন জীবন্ত, অফুরন্ত ও পরি-স্ফুট ছিল। সে যে দিন ছিল, সেই দিনই সংসারের বন্ধন ছিল, মানবজগতে মমতা ছিল, হৃদয়ও সুখ-সাধ পূর্ণ ছিল। এখন সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুগন্ধি ফুল শুখাইয়া গেলেও যেমন আতরের মধ্যে তাহার ফুল জীবনের অংশ রাখিয়া যায়, সেও সেইরূপ ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়া—এই জ্বালাময়ী স্মৃতির মধ্যে তাহার প্রীতিময় জীবনের অংশ রাখিয়া গিয়াছে। তাই এ হৃদয় শ্মশান হইলেও প্রকৃতির সেই সুন্দর রাজ্যের সহিত অথবা স্নেহময় মানব জগতের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় নাই। তাহাদের কোনও কাজ করি না বটে, তথাপি তাহাদের উপরে প্রাণের একটা গভীর টান আছে, তাই তাহাদের আশ্রয়ে দাঁড়াইতে চাহি। কিন্তু যে দিন তাহাকে ভুলিতে যাইব, সেই দিনই আমাকে জগতের সহিত, মানবজাতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে; বিশাল মানবসমাজে বাস করিলেও আমাকে পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ তাহাকে ভুলিলেই আমাকে বিশ্বাস-হীন, প্রীতিহীন, হৃদয়বিহীন হইতে হইবে। এই রকম মরুভূমির মত জীবন বহিলে, এই রকম নিজের হৃদয়খানিকে জ্যামিতির বিন্দুবৎ সম্প্রসারণশূন্য করিলে, এই রকম জীবন্ত আত্মহত্যা ঘটাইলে, আমার ধর্ম্মাচরণের শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে কি না?—সে আশা বড়ই দুরাশা; কারণ হৃদয়ের শুষ্কাবস্থায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কখনই হইতে পারে না। তাই বলি-তেছি বিস্মৃতি শোক-শান্তির আসুরিক উপায়। বরং অসহনীয় যাতনাময় শোক-ভোগেও সুখ আছে, তথাপি বিস্মৃতিতে নহে। ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের অনুশী-লনেই মানব-হৃদয়ের উন্নতি; তাহাই মান-বের পরম সুখ; অতএব সেই ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের উচ্ছেদ ঘটাইয়া—মৃত প্রিয়-জনকে ভুলিয়া গিয়া মানব কিরূে সুখী হইবে? (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। কোন কোন পক্ষী বাষ্পীয় যান অপেক্ষা দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে বাষ্পীয়যান ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশের হিসাবে পরিচালিত করা হয়। তদপেক্ষা অধিক বেগে চালান সম্ভব হইলেও তাহা নিরাপদ নহে। কিন্তু

গোলডেন ইগল নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সচরাচর ঘণ্টায় ৭০ সত্তর ক্রোশ চলে।

২। প্রাচীন মিসরবাসিগণ কোন কোন বিষয়ে এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান কালের অতি সুসভ্য জাতিগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মিসরের পিরামিডগুলি যে কি উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ম্মাণ করিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসকল কি কৌশলে হাজার হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্তোলন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালের বিচক্ষণ গৃহনির্ম্মাণবিদেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আবার মিসরীগণ যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা এরূপ মজবুৎ যে আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, আজও তাহা জীর্ণ হয় নাই। মিসরের মমি বা সংরক্ষিত মৃত শরীরের আচ্ছাদন এরূপ উজ্জ্বল অবস্থায় রহিয়াছে, যে তাহা আজও পরিধান করিতে পারা যায়।

৩। অধ্যাপক বেল নামক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে কেবল আলোকরশ্মির সাহায্যে বাক্য চালনা করা যাইতে পারে। যতদূরে কথা কহিলে শুনা যায়, তদপেক্ষা অধিক দূরে দুইটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা রাখিয়া, দুইটী লোক দুইটী বর্ত্তিকার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কি উপায়ে কথা চালনা করিতে পারে, বেল্ সাহেব তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

৪। ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনেকেই হোটেলে বাস করিয়া থাকেন, এই জন্য সেখানে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য হোটেল দেখা যায়। নগরের হোটেল গুলি অতি প্রকাণ্ড, এক একটীতে তিন বা চারি শত হইতে হাজারটী পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। হেম্বর্গ নগরের একটী নব-নির্ম্মিত বড় হোটেল সমস্তই কাগজে প্রস্তুত করা হইয়াছে। হোটেলটী দেখিলেই কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কাগজ দগ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু যে কাগজে এই হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার দাহ্যগুণ নষ্ট করা হইয়াছে।

৫। একজন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মত এই যে যদি বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে আমরা কিছুমাত্র আলোক প্রাপ্ত হইতাম না। বায়ুমণ্ডলে যে অগণ্য ধূলিকণার সমষ্টি আছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা পৃথিবীতে আলোক প্রাপ্ত হই। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে আকাশের সৌন্দর্য্যের তারতম্য বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ১৮৮২ সালে আমেরিকার অন্তঃপাতী বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী ক্রাকোটোয়া নামক আগ্নেয়গিরিহইতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। অতি প্রবলবেগে দ্রব ধাতুকণাসমূহ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন করাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত তত্রত্য সূর্য্যাস্তকালীন আকাশের শোভা অতীব চমৎকার হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বিবী ফসেট্।

(৩৪৭ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

এক দিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে বিবী ফসেট তৎ পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। কিন্তু দেখ যাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসা প্রবল, তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত বা অলস থাকিতে পারেন? কোনও মতেই নহে। ইনি সেই অবস্থাতেও "জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার" নামে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন। আপনি জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার গ্রন্থের নায়িকা, সুতরাং ডন ক্যাষ্টারের রূপ বর্ণনায় আত্মরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

একহারা, সোজা, খুরখুরে, অল্প বয়স, নীরোগশরীর, সুন্দর গঠন, সরল মন, তাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও নাই। পুণ্য ও চরিত্রের বল যেন পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। কেশ কৃষ্ণ, চক্ষু অতি সুন্দর, দেখিলে বোধ হয় যেন স্তরে নির্ভীকতা রহিয়াছে।

বৃক্ষাদি রোপণে ও প্রীতি ভোজনে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন; গৃহে থাকিলে, লিখিতে ও পড়িতে ভাল বাসিতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি যেমন আপনার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইতেন, সেইরূপ কেহ পড়িলে, শুনিতে ভাল বাসিতেন ও নিজে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মোজা প্রভৃতি বুনিতেন, কখনও অলস থাকিতে পারিতেন না।

য়ুরোপ ও এশিয়া দুই স্বতন্ত্র মহাদেশ। ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারে ও রাজনীতিতে এই স্বাতন্ত্র্য যেরূপ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তুলনা করিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটি স্ত্রীস্বত্বপ্রধান, শেষোক্তটি পুরুষস্বত্ব-প্রধান মহাদেশ। তথাপি সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজগণ কোনও কোনও বিষয়ে স্ত্রী জাতির সাম্য স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে হীনাবস্থায় রাখিতে কুণ্ঠিত হন না। বিবী ফসেটের মত তাহা নহে। তিনি বলেন সত্য সত্য গৃহই নারীগণের কার্য্যক্ষেত্র এই ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইলেও রাজনৈতিক জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পিতা মাতার কিরূপ দায়িত্ব, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের স্বতঃসিদ্ধ কিরূপ সম্বন্ধ তৎ তৎ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে অতি উচ্চ, সুন্দর ভাব ছিল। আমাদিগের দেশে সাধারণে বলে যে," আহা! অমন মেয়ে, পড়েছে কি না এক বাঁদরের হাতে।" বলিয়াই আবার" যার বর যে" এই কথা বলিয়া সকলে মনকে প্রবোধ দেয়। বিবী ফসেট বলেন এরূপ স্থলে স্ত্রী একান্ত হৃদয়ে স্বামীর সেবা করিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন—পরিবারের গৃহিণীর কার্য্য করিলেন, দাস দাসীর কার্য্য করিলেন, রোগে নিজদেহ পাত করিয়াও শুশ্রূষা করিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাস্য ইহাতে কি স্বামীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পাইবে? কন্যারত্ন এবম্বিধ কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ধনবান মাদকসেবক যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যপরায়ণ সচ্চরিত্র মধ্যবিত্ত বা গরিব যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? (ক্রমশঃ)

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪৬ সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠার পর।)

অতি শীতল কর্দ্দম ভূমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে সুবিধা হয় না। কৃষকেরা ইহার এই কারণ অবধারণ করিয়াছেন,যে জলের দ্বারা ইহার অতি গুণকারক শক্তি অপহৃত হয়, বারংবার চূণ প্রয়োগের দ্বারা ধাতু মিশ্রিত মাটির আধিক্য হওয়াতে উদ্ভিদংশ বিনষ্ট হইয়া যায়। চূণ সঙ্কুচিত করিলে ও পোড়াইলে তাহাতে কোন গুণ দর্শে না, কেন না তাহার অন্তর্গত জন্তুবৎ উদ্ভিদংশ অগ্নিতে পুড়িয়া যায়।

যেখানে যেখানে ধাতুমিশ্রিত সার আবশ্যক, চূণ-পাথরের চূণ সেখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে ফল দর্শে। ভাগাড় জমিতে চূণ পাথরের কঙ্কর প্রয়োগ করিলে ফল দর্শে কি না তাহা বলা যায় না।

কর্দ্দম, আটালিয়া মাটি এবং বালুকা প্রয়োগের ফল জমির অসম্পূর্ণতা বিশেষের উপর নির্ভর করে। বালুকার উপর কর্দ্দমের প্রয়োগ সর্ব্বদা ফলদায়ক, কিন্তু কর্দ্দমের উপর বালুকা তাহার সমান ফলদায়ক হয় না; অনেক কর্দ্দমে স্বভাবতঃ অনেক বালুকা থাকে, সকল কৃষক তাহার পরিমাণ অনুমান করিতে পারে না বলিয়া আটালিয়া মাটিকেই কর্দ্দম বলিয়া গ্রহণ করে, কারণ উত্তমরূপ জলস্রাবের অভাব হেতু এই মাটি ভারি থাকে।

সমুদ্রের বালুকা আর এক জাতীয় সার; ইহাতে ক্ষারের লবণ (Muriate of Soda) অংশ থাকে, এবং কড়ির বালি হইলে কড়ির মাটির সঙ্গে ইহার জাতীয় সম্বন্ধ ঘটে।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের অনেক অংশে কর্দ্দম বড় বড় গাদা করিয়া পোড়ায়, এবং তাহার ছাই সার বলিয়া গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। মাটি পুড়িলে পর তাহাতে ধাতুর যে অংশ থাকে, তাহার সহিত তাহার প্রকৃতি ও গুণ পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ অগ্নির কার্য্যের ফলে মাটি চূণ হইয়া পড়ে। পোড়া মাটিতে আটা থাকে না, সুতরাং গুঁড়া হইয়া যায়, এবং কোন পদার্থের দ্বারা পুনঃ সংলগ্ন করা যায় না। প্রায় সকল মাটিতেই গন্ধকজাত অল্প থাকে, অগ্নিযোগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহার অন্তর্গত লৌহ ও কর্দ্দম অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে যবক্ষার (Nitre) উৎপাদনের সহায়তা করে। এই অবস্থায় ইহা লবণের সঙ্গে মিলিতে পারে। ডাক্তার ডারুইন কহেন, পোড়া কর্দ্দম জমির উপর ছড়াইলে ফলোৎ-

পাদক হইতে পারে, কারণ ইহার অম্লজান, বাষ্পাকারে বাহির না হইয়া দ্রব হইয়া বাহির হয়। সেই অম্লজান অঙ্গারক,প্রস্ফুরক অথবা যবক্ষারজানের সহিত সংযুক্ত হইলে উদ্ভিদের জীব-সম্বর্দ্ধক দ্রব্য যোগাইতে পারে। ইহার গুণে কঠিন ভূমি শিথিল ও কোমল হইয়া রস শোষণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। এই কারণে অনেকে পোড়া কর্দ্দম ও খাদ্যংশ মৃত্তিকার সার ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কেন্ট প্রভৃতি স্থানে মরদমার কাদা পোড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

দাহন ও সঙ্কোচন যৌগিক কার্য্য। ইহার দ্বারা ভূমির সদ্য কোন উপকারিতা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার অসামান্য ফল প্রতীয়মান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। সণ্ডামার্ক গুরু।

২। ষট্ কর্ণে মন্ত্রভেদ।

৩। ষট্কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী *

৪। ষড় রসের লবণ প্রধান।

৫। ষড়রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।

৬। ষষ্ঠী রাগ করেন,
ছেলে ধরে খাবেন।

৭। ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

৮। ষাঁড়ের গোঁ।

৯। ষাঁড়ের গোবর।

১০। ষোল কড়াই কাণা।

স।

১। সকল কল্লে যশী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।

২। সকল চিল পলালো,
বেঁড়ে চিল ধরা পড়্লো।

৩। সকল দিন যায় হেলে ফেলে,
সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।

৪। সকল নৈবেদ্য ঠোকর মারে।

৫। সকল নোড়া যদি শালগ্রাম হয়ত
হলুদ বাট্বে কিসে?

৬। সকল পথ মাড়্য়ে চলা।

৭। সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

৮। সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙার কলঙ্ক।

৯। সকল বাড়ীতে একঘর,
তার আবার অন্দর।

১০। সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।

১১। সকল সেয়ানের এক যুক্তি।

১২। সকল শিয়ালের এক ডাক।

১২॥। সকলি কপালে করে।

* কার্য্যেষু দাসী করণেষু মন্ত্রী স্নেহেচ ভগ্নী ক্ষময়া ধরিত্রী। ভোজেষু মাতা সেবনেষু জায়া ষট্ কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী।

১৩। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

১৪। সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট।

১৫। সঙ্গ দোষে কি না হয়,
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ কয়।

১৬। সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি,
মাথাটী মুড়ায়ে এস
তেল পলাটী দি।

১৭। সৎসঙ্গে কাশীবাস,
অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।

১৮। সতীনারীর পতি যেন
পর্ব্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন
ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া।

১৯। সতীনের বাটীতে গুলে খাওয়া।

২০। সতীবাক্য রক্ষা হেতু
বিধিবাক্য নড়ে।

২১। সতী সাবিত্রী।

২২। সত্য কথার ডাল পালা নাই।

২৩। সতং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।

২৪। সত্যের জয় সর্ব্বঠাঁই।

২৫। সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নাই,
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।

২৫॥। সদরেতে ছুঁই চলে না,
মফস্বলে হাতী চলে।

২৬। সদানন্দের গোদা পা,
ডাইনে আনৃতে বাঁয় যা।

২৭। সত্থ চিনেছেন কত্থ।

২৮। সন্দেশের খোসা ফেলা।

২৯। সন্নিপাতের তৃষ্ণা।

৩০। সন্ন্যাসী চোর নয়,
বোচ্‌কায় ঘটায়।

৩১। সন্ন্যাসীর তুম্বনাড়া।

৩২। সব চালে বাইশ পশুরি।

৩৩। সব শরীরে ঘা,
তা ঔষধ দিবে কোথা?

৩৪। সবাইকে পারা যায়,
পায়পড়াকে পারা যায় না।

৩৫। সবে কলির সন্ধ্যা।

৩৬। সবে ধন নীলমণি।

৩৭। সবুরে মেওয়া ফলে।

৩৮। সময়ে সকলে বন্ধু,
অসময়ে কেউ নয়।

৩৯। সময়ে না দেয় চাষ,
তার দুঃখ বার মাস।

৪০। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ।

৪১। সমুদ্র শয্যা,
তার শিশিরে কি ভয়?

৪২। সম্বন্ধোজীবনাবধি।

৪৩। সরস্বতীর বর পুত্র।

৪৪। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

৪৫। সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

৪৬। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে,
অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

৪৭। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং,
সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

৪৮। সর্ব্বমত্যন্তংগর্হিতং।

৪৯। সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।

৫০। সসর্পেচ গৃহে বাসঃ
মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ।

৫১। সত্তার তিন অবস্থা।

৫২। সহরে আগুণ লাগলে,
পীরের ঘর বাঁচে না।

৫৩। সহিলে সম্পত্তি,
না সহিলে বিপত্তি।

৫৪। সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি।

নূতন সংবাদ।

১। বরদা গবর্ণমেণ্ট মহীশূরের ন্যায় বর ও কন্যার বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মহীশূরে কোন বালক চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না এবং কন্যার বয়স দশ বৎসর হওয়া আবশ্যক; বরদা গবর্ণমেণ্ট কন্যার বয়স দশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু বরেরও বয়স দশ রাখিয়াছেন।

২। থিওজফিষ্ট দলের সুপ্রসিদ্ধ আনা বেজাণ্ট ৫দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার বড় আনন্দ!

৩। ওয়াসিংটন ষ্টেটের একটি খনিতে এক চাই কয়লা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ওজনে ৪১ হাজার পাউণ্ড। এত ওজনের কয়লার চাই বোধ হয় কখনও পাওয়া যায় নাই।

৪। মহারাণী স্বর্ণময়ী তমলুকের মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। জুন মাসে কেপ কলোনির একটী খনিতে পৃথিবীর বর্ত্তমান হীরকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ জর্ম্মণ সম্রাট ১০ লক্ষ ষ্টারলিঙ মুদ্রা দিয়া এই হীরকখণ্ড ক্রয় করিবেন।

৬। সিকাগোতে কেবল অন্ধদিগের জন্য একটী পাঠাগার খোলা হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রবাদ পুস্তক—শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত, মূল্য ॥০ আট আনা। বাঙ্গালা প্রবচন সকলের সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য অনেকদিন হইতে বামাবোধিনী সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে এতদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহাতে অনেকগুলি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং কতকগুলি প্রবাদের মর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

২। ব্রহ্মসাধন—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। নিগূঢ় প্রেম, সাধনের অবস্থাত্রয়, প্রকৃত আত্মদর্শন প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখকের ধর্ম্ম-

সাধন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি ধর্ম্মসাধক-দিগের পক্ষে উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

স্ব-নিকেতন।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

১

এসেছি প্রবাস-ক্ষেত্রে, নিজ নিকেতন তরে,
উপার্জ্জিয়া ধন, রত্ন ফিরিয়া যাইতে ঘরে;
বৃথায় সময় গত হলে সন্ধ্যা সমাগত
শূন্য হাতে যাইতে হইবে কি স্বনিকেতনে?
বিফল প্রবাসে আসা তবে হবে কি জীবনে?
শূন্য হাতে যাব ঘরে, লজ্জা হবে না অন্তরে
"কি করিতে আসিয়াছি, কিকরে যাইব ফিরে?
হৃদয়! মুহূর্ত্ত তরে একথা ভাবনা কিরে?
কেন তোর এত ভুল, হেরিয়া সিমুল ফুল,
বাহির চটকে তার মোহিত হইয়া আছ,
দিশাহারা উর্দ্ধশ্বাসে তারি পানে ছুটিয়াছ?

২

অনল-আলোক-ছটা হেরি আনন্দিত মনে
না জানি কি সুখে প্রাণ বিসর্জ্জে পতঙ্গগণে?
কেনরে মানব কুল, আসক্তির অনুকূল,
শিরায় শিরায় কেন মোহের বন্ধন তায়?
অসমর্থ হইয়াও বহিছে সংসার ভার?
অনিত্যকে সঙ্গে ল'য়ে, এসেছে প্রবাসালয়ে
তবু প্রিয় বিয়োগেতে কেন করে হাহাকার,
কেন বহে দুনয়নে অবিরল অশ্রুধার?
পুণ্য-অর্থ তার নাই ধরণী প্রবাসে তাই
আসিয়াছে পুণ্য অর্থ করিবারে উপার্জ্জন,
ভুলিয়া সে সব এবে ভ্রমিছে সে কি কারণে?
ভবের মেলায় এসে যদি নিকেতন তরে
বাসনা থাকয়ে কিছু লইতে সম্বল করে,
সাবধান! তবে যেন মাকাল-সৌন্দর্য্য হেন
অনিত্য অসার দ্রব্য পরশ করিওনারে!
স্বর্গীয় সৌরভমাখা, নিত্য যাহা ল'ও তারে।
নাহি অনিত্যতা আঁকা, স্বর্গীয় মাধুরী মাখা,
স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ স্নিগ্ধতা করিছে যায়,
এমন যে 'সত্য' আগে খরিদ করিও তায়।
শারদ চন্দ্রিকা ভায় সুচির বাসন্ত বায়,
সৌন্দর্য্য, সৌরভ মাখা বিকচ কুসুমচয়,
ইহার শীর্ষক 'প্রেমে' যতনে করিও ক্রয়।

৩

বালারুণ-কর মাখা ঊষার সৌন্দর্য্য ছটা,
মৃদুল হিল্লোলে দোলা পাতার শ্যামল ঘটা;
নদীর সুনীল জলে ঢেউ গুলি নেচে চ'লে
শুভ্র ফেন রূপ মুখে চুমিছে বেলার পায়,
সাঁতারিয়া ফিরে কত শুভ্র কল হংস চয়,
করিয়া অরুণ কর পড়ি নদী বক্ষোপর
শ্বেত,নীল,লোহিতে মিশিয়া যেই শোভাধরে,
'সুসংযম' সে সুন্দর শোভাকে পরাস্ত করে।

উষার মধুর শোভা হইতেও মনোলোভা
যখন 'সংযম' মানুষের হৃদে বাস করে
কম্পিত বিক্রম আর কত টুকু শোভা ধরে ?
হৃদি তরঙ্গিণী মাঝে যত রিপু-ঢেউ নাচে,
বিলুণ্ঠিত হয় আসি 'সংযম' বেলার পায়,
সমুচিত সযতনে চিনে কিনে লও তায়।
বাজারে আসিয়া যদি নাহি মিলে ঘৃত দধি,[১]
তবুও তণ্ডুল (২)নুণ(৩)তেঁতুল(৪)লইয়া যাও,
যদি নিজ নিকেতনে সুদিন থাকিতে চাও।
শূন্যহাতে গেলে বাসে ফিরিতে হবে প্রবাসে,[৫]
আবার পেটের দায় তাওকি জাননা মনে ?
অগত্যা উহাই লও না মিলিলে অন্য ধন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

রাঁচীর বর্ত্তমান অবস্থা।

রাঁচীর সমুদায় স্থানে কোল জাতীয় অসভ্য লোকের বাস। কৃষিজাত বস্তু ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে; কারণ প্রথমতঃ ইহাদিগের দেশে ভাল-রূপ কৃষিজাত জন্মায় না, দ্বিতীয়তঃ রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া কিছুই আমদানি রপ্তানি হয় না। গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান বটে, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় এ দেশে দুর্ভি-ক্ষেরপ্রবল কোপে দেশ ছারখার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্যজাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্যজাতি স্বভাবতই তাহা লাভ করিতেছে। সুশিক্ষিত সভ্যতা-ভিমানী বাঙ্গালিদের এতাদৃশ অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি পার্ব্বত্য-দিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারা-জীবদিগের কপটতা ইহাদিগের অজ্ঞাত। এমন কি ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে দ্বিজিহ্ব সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদি-তার আলোকরেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতিলাভের বাসনা জন্মে। যদি কপ-টতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে শিক্ষা ও সভ্যতা মানবসমাজের অধঃ-পাতের কারণ। ইহাদিগের গুরুকে "পাহান" বলে। ইহাদিগের ভূতের ভয় বেশী। ইহারা সাপ, ইঁদুর, ইত্যাদি খাইয়া

---

(১) অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, ব্রত দান, উপবাস, তীর্থ-পর্য্যটনাদি।

(২) সত্য। (৩) প্রেম। (৪) সংযম।

(৫) ইহার ভাবার্থ এই যে পুণ্য ক্ষয় হইলে পরমধামে স্থান হয় না, সুতরাং পুণ্য ক্ষয় হইলে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যেমন তণ্ডুল, লবণ ও তেঁতুল থাকিলে গৃহীর অন্য ধন অর্থ না থাকিলেও প্রাণে মরিতে হয় না, তেমনি সত্য, প্রেম ও সংযম থাকিলে পুণ্যের ক্ষয় হয় না।

থাকে। এই দেশের একটী স্থানে পাথর আছে, ঐ স্থানটীকে “থড়্‌পাকনা” কহে, ঐ পাথরটী প্রথমে ১ ইঞ্চি ছিল, তার পর এখন প্রায় ১০ হাত উচ্চ হইয়াছে। ঐখানে ভূত প্রেত থাকে বলিয়া, লোকে প্রতি অমাবস্যায় পূজা দিয়া থাকে। পাথরটী ক্রমশঃ বড় হইতেছে। এদেশে যেমন উই, তেমনি সোঁপোকা। এমন কি মাঠে কিম্বা উঠানে সহজে হাঁটিয়া যাইবার যো নাই। চারিদিক্ সোঁপোকায় বেষ্টিত। দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু আজকাল অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সভ্য বাঙ্গালী মহাশয়েরা আসিয়া দেশকে গম্‌গম্ করিয়া তুলিয়া ছেন। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীরা ইংরাজদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে অনেকেই আপনাদিগকে সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কুখাদ্যাদি খাওয়া চুলোয় যাক, অনেকে আরও কিছু উচ্চদরে যান। দুঃখের বিষয় মেয়ে মানুষেরা বা বাঙ্গালী বিবীরা ইংরাজীভাষা বলিতে যান, কিন্তু কথা জিহ্বায় আটকাইয়া যায়। তবু যদি এদেশে ভাল বালিকা স্কুল করিয়া দেন, তাত নয়, কেবল “বোন্‌দেশে শিয়াল রাজা।” তাই বলি যা করিতে পারিবে না, তা করিবার দরকার নাই। কোন জাতীয় লোকেরা বলে যে সব বাবুরা আসিয়া ‘আমাদের খাদ্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোকের ভোগবিলাসের জন্য সমুদায় বস্তু অতিরিক্ত দরে বিক্রীত হয়। এই কারণে গরীব লোকেরা, যাহারা সমস্তদিন খাটিয়া দুইআনা রোজগার করে, তাহারা কেমনে আগেকার ন্যায় ঐ সকল বস্তু ভোগ করিবে? সভ্যমহোদয়গণের একটুও জ্ঞান নাই যে তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেশটা একেবারে ছারখার হইয়া যাইতেছে। কেনইবা না হয় এখানে ত কোন সমাজ সভা নাই, সেই জন্যই বাবুদের যথেচ্ছারিতা এত বাড়িয়াছে। এদেশের লোকের মধ্যে অনেকেই ইতর-জাতীয়, কেহ কেহবা সদাগর-সময়ে বড়-লোক হইয়াছে; কেহ বা চাষা, চাষবাস করিয়া বড়লোক হইয়াছে। এসব লোকেদের বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার নাই, কেবল দুঃখ হয় ভদ্রলোকেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া। যাহা হউক ঐ সমস্ত ভদ্র-লোকদিগকে বিনয় করিয়া বলি, যে বাজে খরচ, যাহা হইতেছে, ঐ অদ্ভুত ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তুগুলির কিছু যদি সৎ-উপদেশে ব্যয় করা হয়, তাহলেও কিঞ্চিৎ দেশের উন্নতি হয়। এখানে বালিকা স্কুল ভাল নাই ওবিদ্যাশিক্ষায় উত্তেজিত করিবার লোক কেহই নাই। অনেক স্থলে পাপ-পথযাত্রী প্রলুব্ধ বিলাসীর সহিত পাপীয়সী-দিগের সম্মিলনে যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ভালরূপ ঘটিতেছে। তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলি অপব্যয় করিতে নিরস্ত থাকুন। এখন হইতে না তৎপর হইলে আর করিতে সময় পাইবেন না, কারণ সময় ফুরাইতেছে। এখানে গুটী কতক লোক খুব চমৎকার; সদাশিব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা যেমন উচ্চপদস্থ, ইহাদিগের অন্তঃকরণে তেমনি দয়া সততই বিরাজমান। ইঁহারা প্রতি রবিবারে গরীব লোকদিগকে অর্থ তণ্ডুলাদি দান করিয়া থাকেন। শ্রী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৯ সংখ্যা | মাঘ ১৩০০—ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির আবির্ভাব ও তিরোভাব—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড লান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারী ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁদের উভয়েরই কল্যাণবিধান করুন্।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজ গত ১১ই মাঘে ৬৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৫ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। এ বৎসরও কলিকাতার তিনটী প্রধান সমাজ সমারোহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণ বিশেষ বিশেষ দিনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরপূজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকে বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের সার্থকতা সাধন করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়—৩রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Convocation) উপাধি বিতরণ সভায় মহা সমারোহ হইয়াছে। নূতন বড়লাট উপস্থিত হইয়া উৎসাহদান করেন এবং বাইস চান্সেলর সার আলফ্রেড্ ক্রফ্ট সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারিণী ফ্লোরেন্স মেরী হলাও সর্ব্বোচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছেন।

আমেরিকায় বঙ্গের গৌরব—চিকাগো মহামেলায় পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের লোকের মহামণ্ডলী হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে।

আমেরিকার লোকে প্রতাপ বাবুর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে পরে প্রায় দুই মাস কাল তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করাইয়াছেন।

মাঘ মেলা—১২ বৎসরের পর এ বৎসর প্রয়াগ তীর্থে এই মহা মেলা হয়। এতদুপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সুখের বিষয় রাজকর্ম্মচারিগণের সুব্যবস্থায় যাত্রীদিগের ক্লেশ হয় নাই।

আনি বেজাণ্ট—ইনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুর, বাঁকীপুর, কাশী ও প্রয়াগে ভ্রমণ করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, মিরট, হরিদ্বার, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্দর, কপূর্‌রথালা, অমৃতসর, লাহোর ও মোরাদাবাদ ক্রমে ক্রমে দর্শন করিবেন। মার্চ্চমাসে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, নাগপুর, পুনা, বোম্বাই ও সুরাট ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিবেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন,সেইখানকার লোকেই তাঁহার হিন্দুভাবে আকৃষ্ট ও বক্তৃতায় মোহিত হইতেছে।

দান—(১) পাটিয়ালার মহারাণী লাহোর অনাথাশ্রমে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় রাজপৌত্রের পুত্রী শুভবিবাহকালে যে ১৬০০০৲ টাকা যৌতুক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিধবাশ্রমে দান করিয়াছেন। (৩) একজন ইংরাজ বণিক কলিকাতা বয়স্ স্কুলের জন্য দেড়-লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

লেডী এলগিন—নূতন রাজপ্রতিনিধি পত্নী লেডী ডফারিণ ফণ্ডের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লেডী ডফারিণের ন্যায় পরসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া পুণ্যবতী ও যশস্বিনী হউন, আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

স্মৃতিচিহ্ন—লর্ড ল্যান্সডাউনের কীর্ত্তি স্মরণীয় করিবার জন্য ঢোলপুরের মহারাজা ৮০০০৲, ভবনগরের মহারাজা ৭০০০৲, কাশ্মীর ও বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা প্রত্যেকে ৫০০০৲ টাকা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ২ হাজার, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইংরাজ বণিক্‌দিগের মধ্যে জার্ডিন স্কিনার ১ হাজার দিয়াছেন, আর আর সকলে কেহ ২ শত, কেহ ৫ শত দিয়াছেন; অথচ কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিবার জন্য সাহেবদের আগ্রহটাই অধিক। এ পর্য্যন্ত মোট ৭০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

দীর্ঘজীবী পরিবার—ইংলণ্ডের এসেক্সসায়ারের বালকম্বি নামক স্থানে এক পরিবারের সকলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছে। বাটীর কর্ত্তার ৯৪, গৃহিণীর বয়স ৯০। ইহাদের ৮ পুত্র বর্ত্তমান, উহাদের বয়স যথাক্রমে ৭০, ৬৯, ৬৬, ৬৪, ৫০, ৫৩, ৫১, এবং ৪৯। বাটীর কর্ত্তা অদ্যাপি জুতার ব্যবসা করিতেছে।

লেডী হেনরী সমারসেট্।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের নারীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, লেডী হেনরী সমারসেট্ তাঁহাদিগের অন্যতমা। অপুত্রক আরল্ সমারসেটের দুই কন্যার মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠা। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম লেডী ইজাবেল্। কনিষ্ঠার নাম লেডী এডেলীন। আরল্ সমারসেট পুত্রনির্ব্বিশেষে কন্যাদ্বয়ের লালনপালন ও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। লেডী এডেলীন বেডফোর্ডের ডিউকের পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পত্নী হইয়া লেডী হেনরী সমারসেট্ এই নাম প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, শৈশব হইতে কুমারী ইজাবেল কিঞ্চিৎ অভিমানিনী ছিলেন। "বড় ঘরে জন্ম, বড় লোকের কন্যা, অতএব আমি একজন বড় লোক" এইরূপ একটা অভিমান সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি ও সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই অভিমান বিদূরিত হইয়াছিল। আরল্ সমারসেট্ একজন গুণবান পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস করিতেন। কিন্তু পুত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীগণের উপর কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, মধ্যে মধ্যে তিনি স্বয়ং কন্যাদ্বয়ের

শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইজাবেলের জননী ফরাসী রমণী। ফ্রান্সদেশ বিলাসের লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং "মাটীর গুণে" ইঁহার বিলাসবাসনা কিঞ্চিৎ বলবতী ছিল। সৌন্দর্য্যশালিনী সমারসেট পত্নী বিলাসিনী হইলেও মাতৃগুণে বঞ্চিতা ছিলেন না। মাতার দোষ গুণ সচরাচর সন্তানে বহুল পরিমাণে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য বোধ হয় বালিকা-বয়সে ইজাবেলের আভিজাত্যাভিমান এত প্রবল ছিল। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী প্রতিক্রিয়া আছে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রতিক্রিয়াবশতঃ হউক অথবা সুশিক্ষার গুণে হউক, কুমারী ইজাবেলের এই প্রবল আভিজাত্যাভিমান উত্তরকালে খর্ব্ব হইয়াছিল, এবং তৎস্থানে বিশ্বজনীন উদারভাব অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের এইরূপ অদ্ভুত গতি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনী আলোচনা করিলে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লেডী ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পাণিগ্রহণ করেন। লেডী ইজাবেল যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ইজাবেল পুত্রহীন পিতার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। অনেক ধনলোলুপ যুবক ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী ইজাবেল এই নীচ বাসনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, যাহারা সম্পৎলালসায় তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী, সম্পদের অপগমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তিনি কাহারও বাসনা পূর্ণ করেন নাই। যে কয়েক জন যুবক লেডী ইজাবেলকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লর্ড হেনরী সমারসেট একজন। সমারসেট একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবাপুরুষ ও ডিউক অব্ বোফোর্টের মধ্যম পুত্র। ডিউকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে মধ্যম পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। লর্ড হেনরীর সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যা এবং জামাতা তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে এবং উভয়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, এই মনে করিয়া সমারসেটপত্নী কন্যা ইজাবেলকে লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণে কুমারী ইজাবেলের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এইজন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমেই লর্ড হেনরীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জননীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কুমারী ইজাবেল অগত্যা সম্মতা হইলেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই শুভপরিণয় পরিণামে অশেষ দুঃখের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষ-

ম্যই ইহার একমাত্র কারণ। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, বিরাগ ও অনুরাগ, প্রেম ও অপ্রেম, সহৃদয়তা ও হৃদয়হীনতা, কি একত্র সম্মিলিত হইতে পারে? মানবমনের এই দুই ধর্ম্ম তৈল ও জলের ন্যায় চির-কাল পৃথক্ থাকে। পতি মৃগয়া-প্রিয়, নিষ্ঠুরভাবে পশুপক্ষীর প্রাণবধ করিতে কুণ্ঠিত নন; পত্নী দয়াময়ী, জীববৎসলা, জীবজন্তুর ক্লেশ দেখিলে অন্তরে ব্যথিত হন। পতি প্রমত্ত আসুরিক বিষয়াসবে আসক্ত, আত্মসুখান্বেষী, পত্নী তদ্বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিনী, এরূপস্থলে পতি পত্নীর সুখের মিলন মরুভূমিতে জলান্বেষণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

ধর্ম্মের অনাহত দুন্দুভি আপনাপনি বাজিয়া উঠিল। লর্ড হেনরীর কলঙ্কিত চরিত্রের কথা চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। লর্ড হেনরী বিলাতে প্রজা সভার সভ্য ও প্রিভিকাউন্সিলের সৈনিক সভ্য ছিলেন। চরিত্রহীনতাবশতঃ এই উচ্চ পদ হইতে অচিরে ভ্রষ্ট হইলেন। ইনি ডিজরেলির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলে, এতদিন পার্লেমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইতে পারিতেন। চরিত্রহীনতাই তাঁহার সকল ভবিষ্যৎ সমুন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিল। ইনি আর স্বদেশে মুখ দেখা-ইতে পারিলেন না। অবশেষে ইঁহাকে দেশত্যাগী হইয়া, বিদেশে জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইতেছে। ইনি জীবিত আছেন ও ফ্লরেন্স নগরে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন।

এদিকে লেডী হেনরী স্বামীর এইরূপ চরিত্রহীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পতি বর্ত্তমানেও বৈধব্য দাবানল তাঁহার হৃদয়কাননকে দগ্ধ করিতে লাগিল; মনে আর তেমন সুখ নাই, প্রাণে তেমন শান্তি নাই, হৃদয়ে তেমন আরাম নাই। কি এক নিরানন্দ, কি এক বিষাদ-কালিমা, তাঁহার মুখমণ্ডলকে সমাচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে নিরাশার ছায়া, গভীর হৃদয়-কন্দরের গভীরতম স্থল হইতে নীরব ক্রন্দনের রব শ্রুত হইল।

এই সময়ে তাঁহার পুত্র অতি শিশু। ১৮৭৪ খৃঃঅব্দে,একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার এই একমাত্র নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। অভাগিনী জননী এই সন্তানের মুখাব-লোকন করিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ধৈর্য্য-ধারণে সমর্থা হইয়াছিলেন। এই সন্তানই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র কারণ হইয়া-ছিল! লেডী সমারসেট এইরূপে পতি-বিরহিত হইয়া স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে বুকে করিয়া দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত আর সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন না। লোকসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। নির্জ্জনতা তাঁহার পক্ষে অধিক প্রিয় হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সুখাস্বাদনে বঞ্চিতা রহিলেন। নির্জ্জনতা ভগবদ্বিশ্বাসীর প্রাণে যে

শান্তি আনয়ন করে, লেডী সমারসেট সেই শান্তির সুশীতল ছায়া লাভ করিতে সমর্থা হইলেন না। কথিত আছে, বাল্যকাল হইতে লেডী সমারসেট জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। সে সময় মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন নারীজাতির পক্ষে অগৌরবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ যে সকল রমণী মিলের "স্বাধীনতাবিষয়ক প্রস্তাব" অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডীয় সমাজে নিন্দনীয়া হইতে হইত। লেডী সমারসেট গোপনে গোপনে এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাড়-নার ভয়ে, পুস্তক লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় লুক্কায়িত ভাবে উহা পাঠ করিয়া আসিতেন। এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করায় তাঁহার আভি-জাত্যাভিমান খর্ব্ব হইয়া যায় এবং হৃদয়ের যে কিছু অনুদার ভাব, তাহা অপসারিত হয়। এই সময়ে আমেরিকার ক্রীতদাস ব্যবসায় লইয়া ইউরোপে তুমুল আন্দো-লন চলিতেছিল। লেডী সমারসেট কৌমার হইতে দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দাস ব্যব-সায়ের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। উত্তর প্রদেশের অধিবাসিগণ এই ব্যবসার বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। লেডী সমারসেট উত্তর প্রদেশবাসিগণের বিজয় কামনা করিতেন। তখন ইহাঁর বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। বালিকা বয়সে মিলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া একদিকে যেমন তাঁহার মনে স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইয়াছিল, অন্য দিকে তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষীণবল হইয়া গিয়াছিল। নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া তাঁহার কোমল মনকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ষ্ট্রস্, রেনান প্রভৃতি দার্শনিকগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিয়া এমন কেহ ছিলেন, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এমন কি, যাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য হইতে পারে না, সেই সত্যসনাতন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন সন্দেহ দোলায় আন্দো-লিত হইতেছিল। যখন বিশ্বাসের স্থানে সংশয় ও নাস্তিকতা আসিয়া সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল, সেই সময় হইতে তাঁহার মনের শান্তি তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি শান্তিহারা হইয়া চারিদিক্ অন্ধ-কারময় দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়াকাশ হইতে সুখচন্দ্রমা অস্তমিত হইল, অশান্তির ঘনঘোরা অমারজনী দেখা দিল, তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইজন্য নির্জ্জনতাও তাঁহার মনে সুখদানে সমর্থ হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর লেডী এডিলিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে গমন করেন। এদিকে কিছু-দিন পরে তাঁহার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন। সুতরাং পৈতৃক বিষয় সংরক্ষণের ভার লেডী সমারসেটের উপর পড়িল। তিনি যত্নের সহিত পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে মনোযোগিনী হইলেন। লেডী সমারসেট ইষ্টনর কাসেল রিগেট্ ও সমর্স টাউন প্রভৃতি পিতার বিপুল বিভবের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন। যতক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, মনের বেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইত বটে, কিন্তু অবসরকালে তাঁহার মনের আগুণ আবার দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত—এ তুষানল কিছুতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল না। তিনি রিগেটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই গৃহকে তিনি "কুটীর" নাম প্রদান করিলেন। রিগেটের জনশূন্য প্রান্তরে তিনি অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও আত্মচিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন। একদিন তিনি রিগেট উদ্যানে এক বৃহৎ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে এই এক প্রশ্নের উদয় হইল, "ঈশ্বর কি আছেন? যদি তিনি নাই, আমি কোথা হইতে আসিলাম? যদি তিনি থাকেন, তবে আমি কি? এবং এই জীবনলাভ করিয়া কি করিতেছি?" সেই বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কে যেন কোথা হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি আছি, এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে আমি নিশ্চয়ই আছি।" লেডী সমারসেট চকিত হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন কেহ কাছে নাই, কোথা হইতে এই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল! "আমি আছি এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে, আমি নিশ্চয়ই আছি।" এই কথা তিনি বারম্বার মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি এইস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উদ্যানের চারিদিকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন দশদিকে প্রকৃতির প্রসন্নমূর্ত্তি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বিরাজ করিতেছে, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত গোলাপের সুগন্ধ বহন করিয়া তাঁহার প্রাণে কি যেন এক সুশীতল শান্তি আনয়ন করিতেছে! কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহা প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে। সেই আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন! যে ধর্ম্মগ্রন্থ বহুকাল হইতে অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, তাহা তিনি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন। সেই রাত্রিতে তন্মধ্যহইতে "সেন্টজন লিখিত সুসমাচার" তিনি গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই সেই আশার বাণীর সত্যতা তাঁহার প্রাণে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, 'অদ্য হইতে আমি ঐ আশার বাণী শিরোধার্য্য

করিয়া কার্য্য করিব। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যথাসময়ে আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন।'

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবগণকে বলিলেন, অতঃপর আমি আর কোন প্রকার সামাজিক ব্যাপারে মিশিব না। বন্ধুগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ইষ্টনর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রাসাদ ম্যালবারন পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে ইহাকে অপ্সরা-পুরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুবিশাল তরুরাজি ভেদ করিয়া এই অভ্রভেদী ইষ্টনর প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান। নিকটে একটী মনোরম হ্রদ; পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত হওয়ায় ঐ স্থানের স্বাভাবিক সুষমা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্থানে লেডী সমারসেট একখানি পুস্তক লইয়া কালহরণ করিতে লাগি-লেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পুত্রের অধ্যাপনাতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া-ছেন,যতদিন এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যাদেশ না পাইলেন, ততদিন ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আপ-নাকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ক্রমশঃ উপযুক্ত করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি ভাবিলেন আপনাকে সর্ব্বথা ঈশ্বরের অনুগত করা, এবং তাঁহার আদেশ শিরো-ধার্য্য করিয়া চলা আমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Charity begins at home." লেডী সমারসেট দেখিলেন, ভগবান্ অযাচিতভাবে আমাকে এই যে পুত্ররত্নদান করিয়াছেন, ইহার যথোচিত লালন পালন ও সৎশিক্ষাবিধান এবং আমার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধন করাই আমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনে তিনি যত্নবতী হইলেন। তিনি দেখিলেন, আপন প্রজামণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অতিহীনভাবে জীবন যাপন করিতেছে। দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে কত নিঃস্ব নরনারী আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই এক বিশাল কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি অতুল সম্পদের অধিকারিণী এই সকল দীন দুঃখীর দুঃখমোচন করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, যতই দান করা যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদিগের অবস্থা উন্নত হই-তেছে না, যে দুঃখ দারিদ্র্য, যে হাহাকার, তাহাই রহিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন,তাহাদিগের এই দুর্গতির কারণ সুরাপান এবং অমিতাচার। তিনি দান করিতেছেন, তাহারা অর্থ লইয়া স্বচ্ছন্দে সুরাপান করিতেছে। তাঁহার এরূপ দান আর ভস্মে ঘৃতাহুতি উভয়ই সমান। তিনি দেখিলেন ইহাদিগের চরিত্রের মূলে যে এক মহা দোষ অনুপ্রবিষ্ট হই-

য়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাঁহার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে মদ্যপান এমনই প্রবল ছিল যে, তাঁহার নিজের একটী পোষা শুকপক্ষী "Pop! take a glass of sherry, take another glass" অর্থাৎ পপ্! এক গ্লাস শেরি খাও, আরও এক গ্লাস খাও" এইরূপ বুলি ধরিয়াছিল।

তিনি স্থির করিলেন, এই সকল হতভাগ্যদিগের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাদিগের চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। এইজন্য তিনি এক দিন এক স্কুলগৃহে পরিচারকবর্গ ও প্রজামণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া "সুরাপানের অপকারিতা" বিষয়ে ১৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতা শেষ হইলে, "আর কখনও সুরাপান করিব না" এই মর্ম্মের একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে সর্ব্বপ্রথমে আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল এবং সেই দিন হইতে সুরাপান পরিত্যাগ করিল। এইরূপে তাঁহার গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে এক সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইল এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ ভূগোল বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থের মনুসংহিতা ও অষ্টাদশ পুরাণে ভূবৃত্তান্তের যাহা কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা এ বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্যতালাভ অতীব দুরূহ। মনুসংহিতার সৃষ্টিবর্ণনা স্থলে ভূমণ্ডলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে রূপকের বিলক্ষণ সদ্ভাব স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, এবং পুরাণ সকলের মধ্যে অত্যুক্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং সে সকল হইতে প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্ধারণ একান্ত অসম্ভব। মধ্যকালেরও ভূগোল সংক্রান্ত দুই এক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম, "বিক্রম প্রতিদেশব্যবস্থা," ইহার বয়ঃক্রম প্রায় দেড় সহস্র বৎসর। এই গ্রন্থখানি আবার ইংরাজী দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভোজ নৃপতির উত্তরাধিকারী রাজা মঞ্জুকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া "মঞ্জু প্রতিদেশ ব্যবস্থা" নামে প্রকাশিত হয়। এই উভয় সংস্করণই এখনও গুজরাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য। ২য়, "ত্রৈলোক্য দর্পণ।" এ খানি বৌদ্ধদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৩য়, "ক্ষেত্র দর্শন।"

এখানি জৈন মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ। এই রূপ আরও দুই এক খানি ভূগোল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভূমণ্ডলের আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। এই উভয় প্রকারেরই মানচিত্রাদি বিদ্যমান ছিল, এবং এক্ষণেও দৃষ্টিগোচর হয়। কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ড সাহেব নেপালের একখানি মানচিত্র সন্দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মানচিত্রখানি দীর্ঘে ৪ ফুট, প্রস্থে ২॥ ফুট, পেষ্টবোর্ডের উপর অঙ্কিত। পর্ব্বত-শ্রেণী পেষ্টবোর্ডের উপরিভাগ হইতে এক ইঞ্চ উচ্চ করিয়া গঠিত। বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে রঞ্জিত এবং বর্ত্ম সকল লোহিত রেখায় ও নদী সকল নীলরেখায় চিত্রিত। বিবিধ শৈলশ্রেণী তন্মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ সকলের সহিত সুস্পষ্টরূপে গঠিত ও রঞ্জিত এবং নেপালের উপত্যকা ভূমিও সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল। ইত্যাদি।"

উপরে কথিত হইয়াছে, পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পৃথিবীর আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে ভূমণ্ডল সম্বন্ধে ঐ দ্বিবিধ মত বর্ণন করিয়া তত্তদ্ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৌরাণিক মত প্রচলিত আছে। পৌরাণিকেরা বলেন ভূমণ্ডল জলবেষ্টিত সরাব পৃষ্ঠের ন্যায় এবং জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন পৃথিবী গোলাকার। বোধ হয়, পৌরাণিকেরা নূতন ভূখণ্ডের (আমেরিকার) অস্তিত্ব পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, তাঁহারা প্রাচীন ভূখণ্ডেরই (আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা) কতক বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং সেই ভূভাগকেই সমুদায় ভূমণ্ডল জ্ঞান করিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা অবনীর গোলত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার নিম্নার্দ্ধের বিবরণ কেবল কল্পনা বলে সঙ্কলন করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব পৌরাণিক মত, কল্পিত জ্যোতিষী মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে সাগর পরিবেষ্টিত পৃথিবী লোকালোক নামক পর্ব্বতশ্রেণী-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানেরা এই পর্ব্বতকে "কাক্" ও প্রাচীন ইউরোপীয়েরা "আটলাস" কহে। য়িহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা পৃথিবীকে সমতল বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্তটীকে অনৈসর্গিক বলা যাইতে পারে না, কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে, বোধ হয়, পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

পৌরাণিকেরা বলেন, সরাব পৃষ্ঠাকার এই পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত স্থাপিত। ইহার আকার পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায়। ইহার মূল হইতে ইহার উপরিভাগের পরিসর দ্বিগুণ এবং উচ্চ-

তার পরিমাণ পঞ্চগুণ। ক্লীয়াস্থস্‌ও পৃথিবীর আকার উল্টান কর্ণিকার (Cone) স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিউশিপস্‌ও এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পৌরাণিকদিগের মতে পৃথিবীর আকার একটী পদ্মের মত। ইহার মধ্যস্থল সুমেরু অথবা বিষ্ণুর নাভি বলিয়া উক্ত আছে। এই ভূ-পদ্মের চারিটী পাপড়ী, অবনীর পূর্ব্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মহাখণ্ড নামে খ্যাত; অর্থাৎ প্রথম কুরুবর্ষ, দ্বিতীয় কেতুমল বর্ষ, তৃতীয় ভারতবর্ষ, ও চতুর্থ ভদ্রাশ্ব-বর্ষ। এবং ইহার পত্রগুলি দ্বীপ— বলিয়া খ্যাত। এই সদ্বীপা পৃথিবী জলে নৌকার ন্যায় ভাসিতেছে। কালডিয়ানেরা পৃথিবীকে তরণীর ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এবং প্রাচীন আর্য্যগণ অর্ঘ্যেতে ইহার সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্ঘ্যের উন্নত প্রদেশ "অর্ঘ্যনাথ" বা "ঈশ্বর" বলিয়া উক্ত হয়। পাঠিকাগণ এই স্থলে আরগোনটীক্ ব্যাপার (Argonautic Expedition) স্মরণ করিয়া দেখুন। মিসরবাসীরা তাঁহাদের প্রধান দেবতা "অশিরিশ্‌কে" আরগোর সেনাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাঁহাকে বহুলোকবাহী এক নৌকারোহী পুরুষের আকারে গঠন করিয়াছেন। এইরূপে মিসর দেশীয় "আরগোনট" ও আমাদিগের "অর্ঘ্যনাথ" এই দুয়ে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচনা করুন। ফলতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দুই জাতি যে নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। আর্য্যেরা প্রাতঃসূর্য্য সম্মুখীন হইয়া সম্মুখস্থ দিক্‌কে পর বা পূর্ব্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ দিক্‌কে অপর বা পশ্চিম, অন্য দুই দিক্‌কে দক্ষিণও বাম বা উত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৌদ্ধেরা পৃথিবীর পাশ্চাত্য ভাগকে অপরিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সিংহলবাসিগণ উত্তর দিক্‌কে উত্তুরু কুরু বলিয়া থাকেন। বায়ু পুরাণে পৃথিবীর পূর্ব্বাংশকে পূর্ব্ব দ্বীপ এবং অকৃষশ্ নদী অপর গণ্ডিকা অর্থাৎ পশ্চিম গণ্ডিকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাহইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পৃথিবীর পশ্চিমাংশকে অপর দ্বীপও বলা হইত। আবার অপরেয়ম্ এবং অপরেয় অপর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আইবিরিয়া ইউরোপের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম। বোধ হয় ইহা ঐ অপরেয়ম বা অপরেয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাকবি হোমারও হাইপিরিয়া বা অপর শব্দ ঐ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাকালে ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূমগুলের দুই প্রধানাংশের অন্যতর অংশ বলিয়া যে বিদিত ছিল, বিজ্ঞ জন মাত্রেই বোধ হয় তাহা অবগত আছেন।

দৃশ্যমান ঈশ্বরবিরচিত এই জগন্মণ্ডলকে পণ্ডিতেরাও এক একবার স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে রচনা করিয়া থাকেন। এই রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে। এইরূপে সেই পৃথিবীর আকার, প্রকার,

সংস্থান, উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় প্রভৃতির সম্বন্ধে আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে কে কিরূপ বলেন, তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত বলেন, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত পঞ্চকের মধ্যে পৃথিবী সর্ব্ব শেষোৎপন্ন ভূত। আর্য্যেরা মূল পদার্থকে "ভূত" নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'ভবতি অস্মাৎ' যাহা হইতে হয়, তাহারই নাম ভূত। কিন্তু ঘট, পট, গৃহ, কুড়্যাদি জৈবিক কার্য্যের *উপাদান ভূত নহে। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব* ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যে যে বস্তু, তাহারাই প্রকৃতরূপে ভূত শব্দে প্রকৃত বাচ্য। আর্য্যদিগের মতে পাঁচটীর অতিরিক্ত ভূত নাই। পাঁচটী মাত্র ভূতের সংযোগ বিয়োগ ন্যূনাধিক ভাবে সংহত অসংহত হইয়া ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্বের উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। প্রথমতঃ আকাশ, তৎপরে বায়ু, অনন্তর বহ্নি, বহ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বারি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে শব্দ-বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

"কদম্ব কোরক ন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে। বীচি তরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা॥

মীমাংসা ও পাণিনিদর্শনের মতে শব্দ নিত্য। সেই নিত্য শব্দের নাম স্ফোট। আঘাতাদি দ্বারা শব্দ ব্যক্ত হয়। ঘট এই শব্দের স্ফোট নিত্য। কিন্তু মুখ দ্বারা প্রথমে ঘকার, তৎপরে অকার, তৎপরে টকার এবং তৎপরে অকার উচ্চারিত হইয়া সেই স্ফোটের ব্যঞ্জন মাত্র হইয়া থাকে। যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তালবৃন্ত সঞ্চালনাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়, সেইরূপ আঘাতাদি দ্বারা স্ফোটের প্রকাশ মাত্র হয়।

নৈয়ায়িকের মতে শব্দ অনিত্য। ইহা আকাশের বিশেষ গুণ। আঘাতাদি দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে যেরূপ কদম্বগোলকের সকল দিকেই পাপড়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ আঘাতোৎপন্ন প্রথম শব্দ হইতে সকল দিকেই পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হয়। আবার ঐ সকল শব্দের প্রত্যেকের সকল দিকে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে শব্দ উৎপন্ন হইলেই উহার জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতান্তরে প্রথম উৎপন্ন শব্দ

বেষ্টন করিয়া জলের তরঙ্গের ন্যায় একটী শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটী তরঙ্গাকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই ঐ শব্দের জ্ঞান হয়।

এই শেষোক্ত মতটির সহিত ইউরোপীয় শব্দবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতের ঐক্য দেখা যায়। তাঁহাদিগের মতেও বীচিতরঙ্গাকারে বায়ু এবং অন্যান্য তরল পদার্থে শব্দের প্রসারণ হইয়া থাকে। ইহা বোধহয় এক্ষণে আর কাহারও অবিদিত নাই, যে ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে সমুদ্র তল হইতে উর্দ্ধে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ত। যেরূপ মীন কচ্ছপাদি জলের মধ্যে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ভূচর ও খেচর জীব এই বায়ু রাশির মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে যে স্থান শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সে সমস্তই বায়ুতে পরিপূর্ণ। জগতে যাবতীয় বস্তু আছে, সমস্তই স্বজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের সম্মিলনে উৎপন্ন হয়। পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন শত শত পরমাণু একত্র সংঘটিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। যদি কোন বস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করা যায়, এবং শেষে উহার এরূপ সূক্ষ্ম ভাগ পাওয়া যায় যে তাহা আর ভাগ হইতে পারে না, তবে ঐ সূক্ষ্মাংশই সেই বস্তুর পরমাণু। একটী বালুকাতে শত শত পরমাণু আছে। সুতরাং, এরূপ সূক্ষ্ম অস্ত্র হওয়াই অসম্ভব যদ্দ্বারা কোন বস্তুকে প্রকৃতই পরমাণুতে বিভাগ করা যায়। বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পরমাণু সকল সন্নিহিত হইলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ দ্বারা তাহারা পুঞ্জীকৃত হয়। এই আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। যোগাকর্ষণে পরমাণু যতই আকৃষ্ট হউক না কেন, উহাদের অন্তর্ভূত তাপ-বলে উহারা এক কালে মিলিয়া যাইতে পারে না। উহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ (ফাঁক) থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই আঘাতে বা চাপে কিছু না কিছু সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি বস্তু চাপে সঙ্কুচিত হইয়া সেই চাপ বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেই সঙ্কুচিতাবস্থাতেই থাকে। আর কতক গুলি বস্তু চাপবল অন্তর্হিত হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সীসা ধাতু আঘাতে সঙ্কুচিত হইয়া আঘাত বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেইরূপ সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু ইস্পাতে বা হস্তিদন্ত আঘাতে সঙ্কুচিত হইলেও আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

বাদন প্রণালী।

"THERE IS A HAPPY LAND."

কাওয়ালী।

ধ ধ প | ধ সা সা |

ধ ধ প | ম | ধ ধ প |

ধ সা সা | ধ ধ প |

ম | ম ম ঋ | ঋ সা সা |

ধ প ধ সা | ঋ সা সা |

ম ম ঋ | ঋ সা সা |

ধ ধ প | ধ | }

POLKA.

একতালা দ্রুতগতি।

(ঋ সা সা নি নি ধ ধ)

ধ প প ম ম গ গ }

(গ ম প প ধ নি ঋ সা)

নি নি ধ ধ প প প প }

ম ম ম গ গ ঋ সা সা

সা সা সা নি নি ধ প ধ }

OUR FATHER IN HEAVEN.

একতালা।

নি	নি	প	ধ	নি
Our	Fa-	ther	in	hea-

নি	নি	সা	সা	সা
ven.	We	hal-	low	thy

নি	নি		নি	প
name,	May		thy	king-

ধ	সা	নি	প	ম
dom	tru-	ly	on	earth

ধ	প	ম)	ম	ম
be	the	same.	O	give

ম	প	ধ	প	নি
to	us	dai-	ly	our

সা	নি	নি	নি	নি
por-	tion	of	bread.	It

গ	প	ধ	সা	নি
is	for	thy	boun-	ty

ধ প নি ধ
that all must

ম গ
be fed.

GOD SAVE THE QUEEN.

সা সা ঋ নি সা ঋ গ গ ম

গ ঋ সা ঋ সা নি সা সা ঋ

গ ম প প প প ম গ ম

ম ম ম গ ঋ গ ম গ ঋ সা

গ ম প ধ প ম গ ঋ সা

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। আমেরিকা নিবাসী অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়েকটী ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসীর প্রত্যেক লোকেই এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝিতে পারে।

২। ইয়োরোপের একটী মাত্র দেশে প্রাণদণ্ড দিবার রীতি রহিত করা হইয়াছে, সে দেশ ইটালী।

৩। প্রাণ দণ্ড দিবার জন্য নিম্নলিখিত কয় প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। (১) ফাঁসি কাষ্ঠ, (২) কুঠার, (৩) রজ্জু, (৪) আগ্নেয়াস্ত্র, (৫) তরবারি। ব্রান্সউইক রাজ্যে কুঠার, চীনদেশে রজ্জু, ইউকেডর প্রদেশে আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রুসিয়া রাজ্যে তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। কোন কোন জাতীয় বিষধর সর্প আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একবার একটী আমেরিকা দেশস্থ ঝুমঝুম শব্দকারী সর্পকে কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ বায়ুশূন্য প্রকাণ্ড স্বচ্ছ কাচের বোতলে প্রবেশ করান। বায়ুবর্জ্জিত স্থানে থাকিয়া সর্প কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি দেখিলেন বায়ুশূন্য বোতলের মধ্যে কিয়ৎ কাল অবস্থিতির পরেই সর্পটী ছট্ ফট করিতে আরম্ভ করিল, তৎপরে সজোরে আপনার শরীরে দংশন করিল। দংশনের পর মুহূর্ত্ত হইতেই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, এবং এক মিনিটের মধ্যেই তাহার আয়ুঃশেষ হইল। সর্পটী স্বীয় শরীরের যে স্থানে দংশন করিয়াছিল, তথায় দুইটী

দাঁতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরে দৃষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন জাতীয় সর্পের ন্যায় কাঁকড়া বিছাও আত্মহত্যা করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার একটী কাঁকড়া বিছার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাতে দেখা গিয়াছিল সে চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পরিয়া স্বীয় দেহে দংশন করিল এবং দংশনের ক্ষণেক পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

৫। আফ্রিকায় যে খর্ব্বজাতীয় মনুষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সচরাচর দীর্ঘে প্রায় আড়াই হাতের অধিক নহে। ইহাদিগের মস্তক গোলাকার, নাসিকা খর্ব্ব, মুখ দীর্ঘাকৃত, শ্মশ্রু হ্রস্ব এবং দেহ লোমাবৃত। ইহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতি, চতুর, এবং চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ। ইহারা কোন প্রকার গহনা ব্যবহার কিম্বা গাত্রে উল্কী ধারণ করে না। ইহারা উপরিস্থ ওষ্ঠের উপর দুইটী ছিদ্র করিয়া থাকে, বলে উহা সৌন্দর্য্য সম্পাদক। ইহারা এককালে ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। একপ্রকার বিবাহ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সভ্যতাসম্মত বিবাহ-প্রথার অনুযায়ী নহে। ইহারা মৃতদেহ সমাধি করিয়া থাকে। নরমাংস ভক্ষণ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। ষ্টুলমেন নামক জর্ম্মণ প্রাণিতত্ববিদ্ বলেন যে প্রাচীনকালে সমস্ত আফ্রিকাদেশে এই খর্ব্বাকার জাতি দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে আফ্রিকার মধ্যভাগেই উঁহাদিগের বাস।

৬। আমাদের দেশে মহাকালী রণদেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন; তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী, দেখিলেই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। পাঠিকা! জেডো নগরের একটী রণদেবতার বিবরণ শ্রবণ কর। ইহা আরও ভয়ঙ্করী এবং মনুষ্যকল্পনা কত দূর অগ্রসর হইতে পারে ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জেডো নগরে যে রণদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম হচিমান। ইহা নারীমূর্ত্তি। কাষ্ঠ ও প্লাষ্টারদ্বারা এই নারীমূর্ত্তি গঠিত, ইহা প্রায় ৩৬ হাত উচ্চ। ইহার শিরঃপ্রদেশ এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্যে ২০ জন লোক বিনা ক্লেশে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারে। এই রণদেবতার এক হস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারি; তাহার ফলা ১৮ হাত দীর্ঘ। অন্য হস্তে একটী গোলা আছে, তাহার ব্যাস ৮ হাত। মানবদেহ যেমন অস্থিদ্বারা সংগঠিত, সেইরূপ কৃত্রিম অস্থিদ্বারা এই রণদেবতার দেহ গঠিত। ইঁহার চক্ষু দেহানুরূপ, এক একটী প্রকাণ্ড গবাক্ষ বিশেষ; প্রয়োজন হইলে এই গবাক্ষদ্বারা নগরের সমস্ত অংশ বিশেষ ভাবে দর্শন করা যায়। যদি তুমি এই রণদেবতার শিরোদেশে উঠিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে তন্মধ্যস্থিত ঘোরাণ ঘোরাণ সিড়ি আছে, তুমি এক আনা দর্শনী দিয়া স্বচ্ছন্দে উপর প্রদেশে উঠিয়া নগর দর্শন কর!

শোকের শান্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

তবে কি শান্তির প্রকৃত উপায় স্মৃতি? স্মৃতিই তো শোকানলের আহুতিস্বরূপ। স্মৃতির জন্যই শোকের অমন আগুণ জলিয়া থাকে। যাহার জন্য শোকাকুল হইয়াছ, সে কত ভাল বাসিত, তোমাকে দেখিলে কত সুখী হইত, কেমন করিয়া আপন দিয়া তোমার সুখ সম্পূর্ণ করিতে চাহিত, স্মৃতি রাক্ষসীই তো জপমালায় সে সব কথা গাঁথিয়া রাখিয়াছে!—তাহার প্রাণে কিসের জন্য দারুণ ক্ষোভ রহিয়াছে, সে কি চাহিয়া পাইয়াছিল না, তাহার কাছে তোমার কত ক্রটি, কত অপরাধ, অসংশোধিত অবস্থায় এজনমের মত রহিয়া গিয়াছে, স্মৃতি পোড়ারমুখীই তো দিন রাত্রি সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে! তাইতো শোকের যন্ত্রণা! আবার তাহাকে মনে করিলেই তাহাকে আবশ্যক হয়, অথচ সে এখন মানবেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার জন্য তুমি দীনই হও, পথের ভিখারীই হও, নিরন্নই হও, সে আশা পূর্ণ করিতে—তোমার একবিন্দু অভাব দূর করিতে, ফিরিয়া আসিবে না! তাই বলিতেছি, পিপাসিতের জলপানে সুখ আছে সত্য, কিন্তু যদি কখনও মরুভূমির মত জলশূন্য স্থানে যাইতে হয়, তবে সেখানে জলের স্মৃতি উদ্দীপনের ফল দারুণ দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই রকম, মানবের পক্ষে, ইহলোকবাসী আত্মীয়ের বা বন্ধুর স্মৃতি বড়ই মধুময়—বড়ই সুখময়; কিন্তু যে ভালবাসাভাজন যখন পরলোকে চলিয়া যায়—শরীরী মানব যখন তাহার সহিত পার্থিব সম্বন্ধ অনুভব করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার অগ্নিময় স্মৃতি জ্বালাইবার ফল কেবল "পুড়িয়া মরা" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ রকম প্রীতিশূন্য একতা, জীবনশূন্য দেহ, প্রীতিভাজনশূন্য স্মৃতি, বহিয়া বেড়াইতে কে চাহিবে?

বিস্মৃতির সুখ বলিয়াছি, স্মৃতির সুখও বলিলাম। সুতরাং এখন আমরা সহজে বলিতে পারিব, যে এরকম বিস্মৃতি অথবা স্মৃতিতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি নাই। বিস্মৃতি শোক শান্তির নিকৃষ্ট উপায় এবং স্মৃতি শোকানল জ্বালাইবার সহায় মাত্র। অতএব আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইলে আগে আমাদিগকে নিজের হৃদয়মধ্যে ঢুকিয়া "খানা-তলাসী" করিয়া দেখিতে হয়। সেখানে এমন একটা জিনিস আছে, যে সেইটার জন্যই আমাদের "শান্তি" সহজে লাভ হইতে পারে না।—আমরা এই দুষ্ট পদার্থটী অথবা "চোরামাল"টী গ্রেপ্তার করিয়া বিবেক দেবতার হস্তে যে দিন সমর্পণ করিতে পারিব, সে দিন কোনও বিষয়ে আমাদের অশান্তি থাকিবে না।

এই জিনিসটীর নাম স্বার্থ। স্বার্থ মান-

বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমি যে ভাবটাকে "স্বার্থ" বলিতেছি, লোকে তাহাকে ঠিক্ স্বার্থ বলে না—"আমিত্ব" বলে। এই স্বার্থ অথবা আমিত্ব আর কিছুই নহে, আপনাকে সকল সুখের কেন্দ্রীভূত করা। এরকম স্বার্থের জন্য কেহ কাহাকে নিন্দা করে না, কারণ ইহা স্বার্থপরতা নহে। কিন্তু লোকে নিন্দা না করিলেও আমরা অনেক সময়ে স্বার্থের জন্য ঠকিয়া যাই—দুঃখের বোঝা কিনিয়া বসি। এই বিষয়ের এক প্রধান প্রমাণ আমাদের শোক।—যাহার শোকে হৃদয় এত কাতর হইয়াছে, তাহাকে যদি নিঃস্বার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি তাহাকে আমার জন্য ভাল না বাসিয়া তাহারই জন্য ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি আমার প্রাণের গোপনীয় দৃষ্টি আমার নিজের সুখের উপরে না থাকিয়া তাহার সুখের উপরেই থাকিত, যদি আমি আপনা ভুলিয়া তাহাকে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য এত ক্লেশ পাইতাম না! সত্য বটে, সে এ জগতে থাকিলে আমি তাহাকে যত্ন করিতে পারিতাম, আদর করিতে পারিতাম—বড় জোর আমার মানবশক্তির যাহা আয়ত্ত, তাহাকে সেই সব জিনিস দিয়া সুখী করিতে পারিতাম; কিন্তু মর জগতের শোক দুঃখ হইতে, মর জগতের জরা মরণ হইতে, মর জগতের বিঘ্ন বিপদ হইতে, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে রক্ষা করিতে আমার ক্ষমতা হইত না। এ সংসারে থাকিলে সংসার-রাজ্য তাহাকে ভোগ করিতেই হইত! আবার দেখ, মাতা পিতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, সন্তান পিতা মাতাকে ভাল বাসেন সত্য, স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন সত্য, স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন সত্য, বন্ধু বন্ধুকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর মত ভাল বাসিতে কাহার সাধ্য আছে? আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসাকে আমরা "অসীম"ই বলি, "অনন্ত"ই মনে করি, আমাদের ভালবাসায় রাগ আছে, অভিমান আছে, বিরক্তি আছে, স্বার্থের কত জিনিসই তাহাতে মিশান আছে! অতএব ভগবতী বিশ্বজননীর ভালবাসার—সেই দোষ গুণে, পাপ পুণ্যে, জীবন মরণে অবিকৃত, সমভাব, সেই সম্পূর্ণ ভালবাসার তুলনায়, আমাদের এ অসম্পূর্ণ ভালবাসা নগণ্য মাত্র! তাই বলিতেছি, যাহার শোকে বুকে বড় বেদনা লাগিয়াছে, এখন সে সেই শোকতাপহীন, জরামরণহীন, বিঘ্নবিপদহীন, অনন্ত সুখের রাজ্যে গিয়াছে, অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে গিয়া অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বর্গের অমৃতমাখা ভাল বাসাতে তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে; আর পাপাশয় আমি, নিষ্ঠুর আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি! কাঁদি কেন?—সেই "আমিত্বে"র জন্য। তাহাকে দেখিতে পাই না, জীবনে তাহার সহিত সংস্রব অনুভব করিতে পারি না, তাহার সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে পারি না! আমার তাহাকে বড় প্রয়োজন

হইলেও সে আসিতে পারে না। এই সব ক্ষোভেই কাঁদি! বলা বাহুল্য এ সব কথাই আমাদের সেই "আমিত্ব" মূলক! সেই জন্যই বলিয়াছি স্বার্থের জনাই আমরা এ সংসারে অনেক সময়ে প্রতারিত হই। যত দিন এই স্বার্থ, প্রাণে জড়িত থাকিবে, তত দিন শোককাতর হৃদয় প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে না; এই স্বার্থ বা আমিত্বই আমাদের শান্তির অন্তরায়।

এখন, আমরা যদি আমাদের মৃত—ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহভাজনকে ভাল বাসিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে পারি, যদি ভালবাসার অনুশীলনে স্বার্থশূন্য হইতে পারি, যদি নিঃস্বার্থ প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শোকের প্রকৃত শান্তি হয়। শোকের শান্তি স্বার্থপূর্ণ স্মৃতি বা বিস্মৃতিতে নহে, নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুশীলনে। নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসাই আমাদের শোক-যাতনা নিবারণের উপায়।

এই খানে বলা আবশ্যক, আমরা যে নিঃস্বার্থ প্রীতির কথা বলিতেছি, তাহা সাধারণতঃ জীবিত আত্মীয় বন্ধুগণের প্রাপ্য নহে। জীবিত ব্যক্তিগণ স্থুলে-ন্দ্রিয়েরও গ্রহণীয়, সেই জন্য কেবল তাঁহা-দিগের ধ্যান করিয়া আমাদিগের সুখ নাই—অন্ততঃ সম্পূর্ণ সুখ নাই। তাহা-দিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, আপনা দিয়া তাহাদিগের মুখের হাসি, হৃদয়ের সুখ ফুটাইতে ইচ্ছা করে; এ সকল ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে মানব-মনের পরিতৃপ্তি নাই; অতএব আমিত্বের এত-গুলি জিনিস যেখানে, সেখানে "নিঃস্বার্থ প্রীতি" কাহাকে বলিব?—তাই বলিতেছি, প্রীতিভাজন মরিয়া যখন দেবতা হয়, দেবতার মত যখন সূক্ষ্মেন্দ্রিয়েরই প্রাপ্য হয়, দেবতার মত অশরীরী হইয়া যখন তাহার ভক্তের প্রাণের প্রাণে নীরব আধিপত্য করিতে থাকে, তখন সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়েই নিঃস্বার্থ প্রীতির জন্ম হয়! তখনকার ভালবাসায় রাগ নাই, গর্ব্ব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই! সে ভালবাসা পবিত্র পুণ্যময়। সেই ভালবাসার পূর্ণ বিকাসেই—মানব হৃদয়ের সম্পূর্ণতা—চরমোৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। এই-জন্যই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, "মৃতকে ভুলিয়া যাইও না; তাহার ভালবাসা অনুশীলন করিও অর্থাৎ তাহাকে পূজা করিও, তাহার মৃত্যুর তিথিদিনে সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও বন্ধু-দিগকে আহার করাইও, তাহার নাম করিয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে দান করিও।" এই সকল কার্য্য করিতে মানবের নিঃস্বার্থ প্রীতি অভ্যাস হয়, শোক-সন্তপ্ত হৃদয় ইহলোক পরলোকব্যাপী সম্বন্ধ অনুভব করিতে—উজ্জলরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়; তাহাতেই শোকের প্রকৃত শান্তি মিলে, ভগবৎ-দত্ত "শান্তি" তাহাতেই পাওয়া যায়।

অতএব যে দিন আপনা ভুলিয়া, সেই

ভক্তি, প্রীতি অথবা স্নেহভাজন পরজগৎবাসীকে ভালবাসিতে পারিব, যেদিন ইহ জগতে থাকিয়াও তাহার জন্য জগতের সাধু ও পবিত্র কাজ করিতে পারিব, যে দিন ইহলোক পরলোকের অলোকিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, সেই দিনই এ অসহনীয় শোকের শান্তি মিলিবে। সে দিন সে বাহেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও ধ্যানের প্রাপ্য হইবে, তাহার ধ্যানেই এ হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত হইয়া রহিবে। সে দিন এ বিশ্বজগৎ তাহারই সৌরভপূর্ণ "নন্দন বন' হইয়া রহিবে! সেদিন আমার উপরে তাহার স্নেহ মমতার পরিচয় না পাইলেও, আমার নিরাকাঙ্ক্ষ ভালবাসা তাহাতে জড়িত থাকিয়া এ হৃদয়কে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে! সে দিন তাহাকে "আর দেখিতে পাইব না" ভাবিয়া কাঁদিব না, একদিন যে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই দিনের কথা মনে করিয়াই বাকি দিন কয়টা আনন্দে কাটাইতে পারিব! অবশ্য, এ তপস্যা মানবের পক্ষে—তোমার আমার মত সাধারণ মানবের পক্ষে বড়ই আয়াসসাধ্য। দুইবৎসরে অথবা পাঁচবৎসরে সিদ্ধি লাভের আশা করিতে পারি না; তথাপি যদি সিদ্ধিলাভের আশাশূন্য হইয়াও এই মহাতপস্যায় জীবন নিয়োজিত করিতে পারি, তাহাতেও আমার মানব-জীবন সার্থক হইবে। কারণ নিঃস্বার্থ নির্মল ভালবাসার সম্প্রসারণে মানব-হৃদয় যতই সম্প্রসারিত হয়, মানব ততই বিশ্বজগৎকে এবং বিশ্বপতি জগদীশ্বরকে ভালবাসিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে! ইহাতেই ভালবাসার সফলতা! ইহাতেই মানব জন্মের সার্থকতা! প্রকৃত ভালবাসাভাজন লোকান্তরিত হইলে হৃদয় শ্মশানবৎ—ভয়ানক, শ্মশানবৎ যাতনাময় হয়, কিন্তু ভালবাসার অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে—সেই শ্মশানে, সেই চিতাভস্মে স্বর্গের সোপান গঠিত হইতে থাকে। মঙ্গলময় জগদীশ্বর অনন্ত যাতনাময় শোক হইতেও হৃদয়ের এইরূপ উৎকর্ষসাধন করেন, মানব-জীবনকে এইরূপ উন্নতি পথে লইয়া যান! এমন দেবতার মহামহিমা বুঝিতে কি তোমার আমার মত মানবাণুর সাধ্য আছে?

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের জন্য ভগবান যে উপায় দিয়াছেন, তাহা সাধনা করিতে হইলে আমাদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্থিরচিত্ততা ও একাগ্রতার প্রয়োজন।—স্বার্থ পরিত্যাগ সহজ কথা নহে। এই সকল মহতী শক্তি লাভের উপায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা। প্রার্থনা করিলে ভগবান্ "আয়ু, যশ, তনয় বিত্ত" দেন কিনা তাহা আমি জানি না; কিন্তু দুর্ব্বল মানব আত্মার উন্নতির জন্য যাহা ভিক্ষা করে, দয়াময় তাহা দিয়াই থাকেন। অতএব ভগবানের চরণই সহায় করিয়া আমাদিগকে শোক শান্তির সাধনা করিতে হয়।—কেবল শোকের শান্তি বলিয়া নহে, ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস

যতই প্রবল হইতে থাকিবে, আমরা যতই তাঁহার হইতে পারিব, ততই আমাদিগের জীবন সকল প্রকার দুঃখের অতীত হইয়া চির সুখ শান্তি লাভের যোগ্য হইতে থাকিবে। মানব জীবনে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সাধনীয়। লেখিকা—শ্রী মা।

বালিকার আত্ম-বিসর্জ্জন।

ঘোর ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হইয়া শিখসচিবপ্রধান ধ্যান সিংহ প্রকাশ্য সভামধ্যে শাণিত তরবারিমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। তেজস্বী, সিংহবিক্রম, যুবক পুত্র হীরা সিংহ সৈন্যদল-সহায়ে পিতৃ-হন্তা শত্রু অজিত সিংহের মস্তক ছেদন করিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া সেই ছিন্নমস্তক জননীর পাদদেশে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে হস্তাঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহি-লেন। ধ্যানমহিষী পতিহন্তার রুধিরাপ্লুত বিকটাকৃতি মস্তক দর্শন করিয়া গম্ভীররবে কহিলেন, "বৎস! তোমার জয় হউক, আমি এক্ষণে সন্তোষলাভ করিলাম। আর কেন? তোমার জনকের মস্তক অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সহমরণে প্রস্তুত হইব। বৎস! তোমার পিতার সহিত স্বর্গলোকে মিলিত হইয়া কহিব যে, তোমার প্রিয়পুত্র বংশোচিত কার্য্য করিয়াছে—সৎপুত্রের কর্ত্তব্য হীরা সিংহ সিদ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে চিতা প্রজ্জলিত করিয়া দেও।" মহিষীর চিরপ্রফুল্ল হাস্যময় বদনে তৎকালে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সকলের নিকট হইতে স্নেহময় মধুর বাক্যে বিদায় গ্রহণ করি-লেন। নিজ সম্পত্তিরাশি দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐহিক সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া প্রিয় পতির উষ্ণীষ হইতে বহুমূল্য পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া স্নেহাস্পদ তনয়ের উষ্ণীষে সন্নিবেশিত করি-লেন।

ধ্যান সিংহের অপর ত্রয়োদশ পত্নী ছিলেন। সকলেই সহগমনে প্রস্তুত; সকলেই তৎকালীন বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন। পাদস্পর্শী কেশজাল ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। ললাটদেশে সিন্দূর-স্তর শোভা পাইতে লাগিল। রক্তজবা মালা-রূপে গ্রথিত হইয়া পতিপদতল চুম্বন করিলেন। সে অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে দর্শক মাত্রেই স্তম্ভিত হইল। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।

প্রধানা মহিষী আপন অঙ্কে প্রিয় পতির ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া চিতা-রোহণ করিলেন; চতুর্দ্দিকে অপরাপর মহিষীরা মণ্ডলাকারে উপবেশন করি-লেন। অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, এমন সময়ে এ কি? সকলে স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল। কি অপরূপ! একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা সতীবেশে হাস্য-রাশিতে দশদিশ উজ্জ্বল করিয়া চিতা

সমীপে উপস্থিত। এ বালিকা কে? বালিকার বা এ সতীবেশ কেন? মহিষীও অবাক্। সেই বালিকার দিকে চাহিয়া আছেন। বিস্ময়ের ভাব তাঁহার বদন-মণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বালিকা অপর কেহ নহে, তাঁহারই অনুচরী। মহিষী বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালিকাও প্রাণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রিয় বিবেচনা করিত। মহিষী সহগমনে যাইবেন, বালিকা কি পার্থিব সুখলোভে এ মরজগতে থাকিতে পারে! সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! সে কি আশায় সংসারে থাকিবে? সে জানিত আমি মহিষীর, মহিষী আমার। এই স্বর্গীয় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সংসার তরঙ্গে লীলা করিতেছিল। তাহার অন্য সুখ ছিল না, রাণীর সেবাই তাহার একমাত্র সুখ। রাণীর মধুর হাসি দেখিলেই সে নাচিয়া উঠিত। সেই রাণী আজি সহগমনে উদ্যতা; আর কি সে সেই রাণী হারাইয়া, রাণীর মুখ না দেখিয়া এ সংসারে থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, এ জগৎ আঁধার, রাণী বই তাহার আর কেহ নাই। তবে আর কেন? রাণী প্রিয় পতির সহগমনে হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন, সে কি প্রিয় রাণীর সহগমনে যাইতে পারিবে না? বালিকা সহগমনে প্রস্তুত হইল, সকলের অলক্ষ্যে সতীবেশ ধারণ করিল এবং সর্ব্বশেষে চিতাসমীপে আসিয়া মধুর স্বর্গীয় হাস্যতরঙ্গে চতুর্দ্দিক বিভাসিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। আহা কি মধুর! কি স্বর্গীয় ভাব! ধন্য সেইজন, যে মধুর হইতে মধুরতর এ ভাব দর্শন করিল। আর ধন্য সেই প্রেম! যে প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া মানব জীবন-সর্ব্বস্বকে হৃদয় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে।

মহিসী বিস্ময় সহকারে কহিলেন, অয়ি বালিকে! এ কি? আমি আমার প্রিয় পতির সহগমনে যাইতেছি; তোমার এ ভাব কেন? বালিকা মহিষীর অনিন্দ্য-মুখপানে চাহিয়া—বলে-বলে—বলিতে পারে না—ভাবে কহিল; "আমি আর এ জগতে থাকিব না।" রাণী স্নেহমধুর বাক্যে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সাংসারিক প্রলোভন দেখাইলেন। বালিকা কিছুই শুনিল না; কেবল অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলপ্রকাশদ্বারা স্থানান্তরিত করিলেও বালিকা পুনঃ পুনঃ আসিয়া চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনুনয় ও কাতরবাক্যে সকলের হৃদয়ভেদ করিয়া কহিল, আমাকে যেন অনুগমনে বাধা দেওয়া না হয়। পরে যেন ক্রোধে পূর্ণ করালিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে কহিল, আমি ঐ মহাত্মার শব সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যে, যদি আমাকে বর্ত্তমানে কেহ অনুগমন হইতে নিবৃত্ত করে, আমি অন্য উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব। এই স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাক্যে সকলে

বিশেষতঃ ধ্যানমহিষী বুঝিলেন, যে এই বালিকাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। তখন রাণী সাদরে তাহাকে আপন পদতলে গ্রহণ করিলেন। বালিকা পদতলে পড়িয়া অনিমেষনয়নে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণীর অনুমতিতে চিতা প্রজ্বলিত হইল। দেখিতে দেখিতে সকলই ভস্মে পরিণত হইল। আজ যদি সেই ভস্ম পাই, মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই।

বাঙ্গালা প্রবচন।

সা, সি, সী।

১। সাক্ষী গোপাল।
২। সাগরও শুকায় না,
পাপও লুকায় না।
৩। সাজ্‌তে গুজ্‌তে ফিঙে রাজা।
৪। সাজার মা গঙ্গা পায় না।
৫। সাত কথার এক কথা।
৬। সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে
সীতা কার ভার্য্যা?
৭। সাত কুঁড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।
৮। সাত গেঁড়ের কাছে মামদবাজী।
৯। সাত ঘাটের জল এক করা।
১০। সাত চড়ে রা বেরোয় না।
১১। সাত নকলে আসল খাস্ত।
১২। সাত পাঁচ খতয়ে মনে,
চাষ করে না সোনার বেণে।
১৩। সাত পুরুষে বিয়ে নাই,
শ্বশুর বাড়ী যায়।
১৪। সাত সতীনে নড়ি চড়ি,
বেড়া আগুণে পুড়ে মরি।
১৫। সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।
১৬। সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ।
১৭। সাদা মনে কালী দেওয়া।
১৮। সাদা মুলুকজাদা।
১৯। সাধ কত ছিল রে চিতে,
মলের আগে চুটকি দিতে।
২০। সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে,
মুসকিল বড় মচ্ছব দিতে।
২১। সাধ হয় বাদসা হতে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
২২। সাধিলে মান বাড়ে।
২৩। সাধিলে জামাই কাঁটাল খান না,
না সাধিলে ভোঁতাটা পান না।
২৪। সাধিলেই সিদ্ধি।
২৫। সাধু যাহার সংকল্প,
ঈশ্বর তাহার সহায়।
২৬। সাধে বিধাইলাম কাণ,
কাটি দিতে যায় প্রাণ।
২৭। সাধের কাজল পর্‌তে গিয়ে
হয়ে এলি কাণা।
২৮। সাধের কমল তুল্‌তে গিয়ে
হাতে ফুটলো কাঁটা।
২৯। সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

৩০। সাপ হয়ে কামড়ায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে।
৩১। সাপ মলেই সোজা।
৩২। সাপা ডরায় ব্যাঙাকে,
ব্যাঙা ডরায় সাপাকে।
৩৩। সাপে ছুঁচো ধরা বা গেলা।
৩৪। সাপে নেউলে।
৩৫। সাপের মুখে ঈশার মূল।
৩৬। সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
৩৭। সাপের হাঁচি বেদে বুঝে।
৩৮। সাবধানের ঘরে মার নাই।
৩৯। সারা দিন থাকব নায়,
কখন দিব খড়ম পায়?
৪০। সারা দিন বঁড়সী হাতে,
সন্ধ্যা বেলা আমড়া ভাতে।
৪১। সালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।
৪২। সালুক খেয়ে দাঁত কাল,
লোকে বলে আছে ভাল।
৪৩। সাহসের ভরা ডোবে না।
৪৪। সাহেবের সাত খুন মাপ।
৪৫। সাঁতার দিয়ে সিন্ধুপার।
৪৬। সাঁতার না জানিলে,
বাপের পুকুরে ডুবে মরে।
৪৭। সিকি পয়সার মা বাপ।
৪৮। সিকেয় তোল।
৪৯। সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
৫০। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
৫১। সিদ্ধির ঝুলি।
৫২। সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।
৫৩। সিন্ধুকের কাছে ধার করা।
৫৪। সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
বাঘ মেরেছে গণ্ডাদশ।
৫৫। সীতারামি সুখ।
৫৬। সীতা সাবিত্রী।

ছোট বৌ।

"সংসারকূটবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
সুভাষিতরসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সুজনৈঃ সহ॥"

ভাদ্রমাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, তাহার সহিত বিদ্যুৎ খেলিতেছে ও খরবেগে বায়ু বহিতেছে। দুই একটী বায়স আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের উপর শরীর সঙ্কোচন পূর্ব্বক চুপটী করিয়া বসিয়া আছে এবং দুই একবার ডানা নাড়িতেছে, অন্যান্য বিহঙ্গগণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হইতেছে না। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। এই সময় ষোড়শ বৎসরের একটী বালক কতকগুলি পুস্তক ও খাতা হস্তে লইয়া একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার হস্তস্থিত বিস্তৃত ছাতাটী মস্তক ও বসন রক্ষা করুক না করুক পুস্তকাদি রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত

ছিলেন। বালকটী যে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, সে বাড়ীটী অতি সামান্য। একখানা বাঙ্গালা ঘর ছোট একখানা রস্থই ঘর, আর বহির্ব্বাটীতে এক খানা সাত চালা ঘর। এই বহির্বাটীতে সদা সর্ব্বদা লোকে উঠা বসা, ক্রীড়া গল্প ও গান বাদ্যাদি হইয়া থাকে; আজ দুর্দ্দিন বলিয়া কেহ বিনা প্রয়োজনে গৃহের বাহির হয় নাই, সুতরাং এতক্ষণ সাতচালা খানি নীরবে বিরাজ করিতেছিল। বালকটীর জুতার শব্দ শ্রবণ করিয়া একটী লোক শশব্যস্তে তথায় আসিয়া বলিল, ছোট বাবু! অদ্য খাবার খাইতে দোকানে যাইতে পারিবে কি, না আমি যাইব?" বালকটী একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "দুঃখীরাম! আমার জন্য না গেলেও চলে, কিন্তু দাদার কি হইবে?" দুঃখীরাম বলিল," বাবুর জন্য আর কি, তাঁহার জন্যত ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে, আপনার জন্যই বলিতেছিলাম। সেদিন বাবু আমাকে বলিলেন "দুঃখীরাম! যোগেন সবে মাত্র এই বিদেশে আসিয়াছে, আমাকে অনেক সময় আফিসে থাকিতে হয়, তুমি সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করিবে; সে যদি কোনরূপ ক্লেশ পায় তাহা হইলে হয়ত পড়া শুনা ছাড়িয়া বাড়ী পলাইবে।" আমিও বাবুর নিকট আপনার তত্ত্বাবধানের ভার লইব স্বীকার করিলাম। বাবু যদি আজ জানিতে পারেন যে, আপনি বৃষ্টির জন্য দোকানে যাইয়া খাবার খাইতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন? আর আমারও ত মৎস্য তরকারী আনিতে বাজারের দিকে যাইতেই হইবে, অতএব আপনি কাহার দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন বলুন আমি আনিয়া দিতেছি। "বাবুর ছোলা ভিজাও বাতাসা আছে" এই কথাটী বালকের কর্ণে যেমন প্রবেশ লাভ করিল, অন্য কথাগুলি তেমন করিয়াছিল কি না সন্দেহ। বালক যোগেন জানিত যে, তাহার ন্যায় তাহার দাদাও দোকান হইতে খাবার খাইয়া থাকেন। যোগেন জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কি প্রত্যহ ছোলা ভিজা খাইয়া থাকেন?" দুঃখী বলিল "হাঁ।" যোগেন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগামীকল্য দোকানদারের পাওনা হিসাব করিয়া দিবেন এবং সেই ময়রার দোকানের খাবার আর খাইবেন না। যোগেন বাড়ীর ভিতর গিয়া যথাস্থানে পুস্তকাদি রাখিয়া দিলেন। বাড়ীর ভিতরের বাঙ্গালা ঘরখানির আসবাব—একখানা বিছানাযুক্ত বড় তক্তপোষ। যোগেন তাঁহার দাদার সহিত রাত্রে এই তক্তপোষে শয়ন করিয়া থাকেন. মেজেতে একটা টেবিল ও দুখানা কেদারা, একটা আল্না, একটা সেল্ফ ও একটা ছোট আলমারা। আলমারাটীতে ২টী খোপ, ১টীর ভিতর পুস্তক, অন্যটীর ভিতর ছোট একটী বাক্স, প্রত্যেক খোপেই তালা আছে। ঘরটীতে ৩টী জানালা ও দুইটী দরজা, বেড়াগুলি মাটিদ্বারা লেপা। ঘরটী ও জিনিস গুলি বেশ পরিষ্কার পরি-

ছিলেন, ইহা দুঃখীরামেরই গুণে। দুঃখীরাম কায়স্থ, তাহার আত্মীয় পরিবার কেহ ছিল না, যোগেন্দ্র নাথের পিতার সময়ের লোক, এবং যোগেন্দ্রদের দুই ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকে। ভাত রাধা, জলযোগ, বাসন মাজা, গৃহ পরিষ্কার করা, বাজার করা সমস্তই একা করে, কিন্তু ইহার মাহিয়ানা কত, তাহা আমরা শুনি নাই, যোগেনের দাদা ইহার সহিত পরামর্শ না করিয়া নাকি কোন কার্য্য করেন না। যাহাহউক যোগেন ডাকিলেন "দুঃখীরাম।" দুঃখীরাম যোগেনের আদেশের জন্য বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল, এখন যোগেনের নিকটে আসিলে, যোগেন বলিলেন "আমাকে ছোলা ভিজা, বাতাসা ও এক গেলাস জল দাও।" দুঃখীরাম কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যোগেন তাহা না বলিতে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখন হইতে ছোলা ভিজাই খাইব, উহা খাইতে বেশ।" সন্দেশ, রসোগোল্লা, মালপুয়া, মতিচুরাদি অপেক্ষা ছোলা ভিজা কেমন সুখাদ্য দুঃখীরামের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা আসিল না, সে মনে মনে যোগেনকে নির্ব্বোধ ছেলে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া যোগীনের আদেশমত কার্য্য করিল। যোগেন জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু পড়া ভাল লাগিল না, কেননা এই মাত্র কেবল স্কুল থেকে পড়িয়া আসিতেছেন, তাহার পর দুর্দ্দিন, কোন সহাধ্যায়ী বালক তাঁহার নিকট আইসে নাই, তিনিও তাহাদের নিকট যাইতে পারেন নাই। যোগেন মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, ধীর, বুদ্ধিমান, দয়ালু; বালকস্বভাবসুলভ দোষও আছে;—ভীরু, ইয়ারকি পরায়ণ ও ক্রীড়াসক্ত। যোগেন্দ্র ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া অল্প সময়ে পড়িয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যোগেন্দ্র নাথ নিজ বাসগ্রামের স্কুলে মাইনর পাস করিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন, যাহাহউক যোগেনের খেলা, গল্প ও বেড়ান কিছুই হইল না, পড়াও ভাল লাগিল না, একা থাকিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর সন্ধ্যা সমাগত, তথাপি তাঁহার দাদা বাসায় আসিলেন না। যোগেন্দ্রনাথ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ দুঃখীরামও উনান জ্বালিয়া প্রভুর উদ্দেশে বাটীর বাহির হইলেন।"

পথিমধ্যে বাবুর সহিত দুঃখীরামের দেখা হইল। এই স্থানে যোগেনের ও তাঁহার দাদার একটু পরিচয় দিয়া রাখা যাউক। যশোহর জেলার অন্তর্গত 'আগড়হাটি' নামক স্থানে ইহাঁদের বসতি। ইহাঁদের পিতার নাম হরেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি বনগ্রামে নিম্ন আদালতে ওকালতি করিতেন। তাঁহার উপার্জ্জন নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু পানাসক্তি দোষে নিজের সাংসারিক অবস্থাকে উন্নত করিতে পারেন নাই। হরেন্দ্র নাথের ৩টী পুত্র, প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ

ও তৃতীয় সুরেন্দ্র নাথ, আর একটী মাত্র কন্যা বামাসুন্দরী বালবিধবা, একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও স্ত্রী, এই মাত্র পরিবার। হরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রকে বনগ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়াইবার জন্য রাখিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারে পাস করিলেন। এই সময়ে হরেন্দ্রনাথ বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে ৯।১০ মাসের অন্ন সংস্থান হইত, সুতরাং দেবেন্দ্রকে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, অনেক চেষ্টার পর ৫০৲ টাকা বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে আরও দুইটী পরিবার বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে দুইটী দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্র। দেবেন্দ্র বাবু বাসায় আসিলেন ও অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে দুঃখীরামকে একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিতে বলিয়া যোগেনকে বলিলেন "বাড়ী হইতে চিটী আসিয়াছে বাবা ভারী পীড়িত, আমি এখনই রওনা হইলাম, গাড়ী ঠিক্ হইলে তুমিও রওনা হইও।"

২

দশ দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দুটী ভ্রাতার নয়ন অশ্রুতে আপ্লুত; ইহারা এখন পিতৃহীন। এখন আর দুঃখীরামের পাকে চলে না, দেবেন্দ্রনাথ মৃৎপাত্রে স্বহস্তে দুই ভ্রাতার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইরূপে একমাস কাল গত হইলে দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পরে ৬ মাস কাল গত হইয়া গেল। বিপদ যখন আইসে, একাকী আইসে না। খাদ্য দেখিলে কাক ও পিপীলিকা আরও সঙ্গী যুটাইয়া আনে। বিপদও তেমনি ভাগ্যবিপর্য্যস্ত দেখিলে, আরও সঙ্গী লইয়া মানুষকে আক্রমণ করে। বাটী হইতে সংবাদ আসিল, দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী পীড়িত, উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না। দেবেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে বাসায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য বাড়ীতে পত্র লিখিলেন। দেবেন বাবুর স্ত্রী স্বামীকে লিখিলেন "আমার পীড়ার জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না, সামান্য একটু পুরাতন জ্বর, ঔষধ সেবন করিতেছি, সম্ভবতঃ সত্বরই নিরাময় হইতে পারিব। আমি এখন তোমার ওখানে গেলে অধিক টাকা ব্যয় হইবে। শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ভোজ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রজাগণের নিকট হইতে আগামী সনের ও খাজনা লওয়া হইয়াছে, বাড়ীতে টাকা না দিলে চলিবে না, সুতরাং ৫০৲ টাকায় তোমার সমস্ত কুলান ভার হইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া এখন আমি ওখানে যাইতে চাহি না, নতুবা আমার কি তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা হয় না—স্বহস্তে তোমার সেবাশুশ্রূষা ও আহারাদি করাইতে কি আমার প্রাণে সাধ ও বাসনা হয় না? কিন্তু

আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমি সে সাধ-বাসনাকে সংযত করিয়াছি, তুমি যদি পার, তবে ২।৪ দিনের ছুটী লইয়া ঠাকুরপোর সহিত বাটী আসিবে ; ঈশ্বরেচ্ছায় ঠাকুর-পো উপার্জ্জনক্ষম হইলে আমরা একত্র থাকিতে পারিব।" দেবেন্দ্র বাবু সেই চিটী পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপে ২।৪ দিন কাটিয়া গেল, ছুটী লইবার চেষ্টা করিলেন, সাহেব দিল না। আবার বাড়ী হইতে দেবেন্দ্র নাথের দিদি বামাসুন্দরী পত্র লিখিলেন, "বৌয়ের পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, ভাল রকম চিকিৎসা হইতেছে না, এখনও তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, ইহার পর তাহাও ঘটিবে না।" এবার দেবেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি যোগেন্দ্রকে বাটী পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, ঘরে তালা লাগাইয়া সকলকে লইয়া আসিবে।

দেবেন্দ্র বাবুর সমস্ত পরিবার বাসায় আসিয়াছেন, স্ত্রী ভারী কাহিল, পীড়া চিকিৎসকের অসাধ্য, তবুও "যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ" বলিয়া চিকিৎসা চলিতে-ছিল, দিন পনর পরে পতিপুত্র ও শাশুড়ী ননন্দা আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া দেবেন্দ্র বাবুর সাধ্বী স্ত্রী গোলাপসুন্দরী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মাসেক পরে দেবেন্দ্র বাবুর মাতা, জেঠাইমাতা ও ভগিনী মাতৃহীন শিশুবালকটিকে লইয়া শোকা-কুলচিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন সকলেই, কেবল আসিলেন না শাশুড়ী ননন্দার প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীতে অনুরক্তা, পুত্র ও দেবরগণে স্নেহময়ী, গৃহের আনন্দময়ী, পরিজনগণের আরামদায়িনী, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী—গোলাপ সুন্দরী।

(ক্রমশঃ)

সতী ও শান্তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এটা কি ?

বড় বৌ। এটা সিসের চাকতি। হরিণের পেটের গুলি কামারের হাতু-ড়ীতে পিটে ঐরকম চাকতি করে গলায় দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। গলায় দিলে কি হয় ?

বড়বৌ। অনেক রোগ ভাল হয়। এক বার আমাদের গ্রামে এক জন লোক হরিণ মাংস বেচ্‌তে আসে, তাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনয়েছি।

শান্তি। পাঁচটি টাকা দিয়ে ঐ গুলি আনাতে হ'য়েছে! সিকি পয়সা দিলে যে এখানে এর চারি গুণ গুলি পাওয়া যায়।

বড়বৌ। এ সব গুলিতে কাজ হয় না। শিকারীরা যে হরিণ মারে, সেই হরিণের পেটের গুলি চাই।

শান্তি। হরিণের পেটের গুলি না হলে হবে না কেন?

বড়বৌ। হরিণ শিকারীরা বলে, হরিণ বনে এমন অনেক রকম পাতা লতা ওষুধের গাছ গাছড়া খায়, যাহা এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। সেই সব গাছ গাছড়া হজম হয়ে পেটে ওষুধ হয়। সেই পেটে বন্দুকের গুলি গেলে ওষুধের সঙ্গে মিশে ওষুধ হয়ে যায়। তাইতে হরিণের পেটের গুলি এত উপকারী।

শান্তি। উপকারী যদি, তবে আপনার ছেলের উপকার হল কৈ?

বড় বৌ। আর মা, আমার "অদেষ্ট"। আটকুড়ার ব্যাটা টাকা কটি ফাঁকি দিয়ে নিলে।

শান্তি সরোজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দিদি দেখুন দেখি, হরিণ শিকারীদের কেমন টাকা নেবার ফন্দি! একটা হরিণ বেচে পাঁচটাকা পায় না, কিন্তু একটা সামান্য গুলি বেচে পাঁচটাকা! আমি অনেক ছেলের গলায় ঐ রকম দেখেছি। সরোজিনী বলিলেন, কত ধূর্ত্ত লোক ঐ রকমে ভাল মানুষকে ঠকাচ্ছে। প্রবঞ্চকেরা যাই বলে, সরল লোকে তাই বিশ্বাস করে। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, বাটপাড়ী, রাহাজানি, ভাণ্ডামি, গুণ্ডামির মস্ত একটা ব্যবসা যেন পৃথিবীর চারিদিকে চলেছে।

তৎপরে শান্তি সেই সকল মাতুলি হাতে লইয়া বলিলেন, উঃ এ যে প্রায় আধ সের ভারি! এতে কি আছে?

বড় বৌ। এই সব সোনার মাতুলিতে ঠাকুরের ওষুধ, রূপোর মাতুলিতে "গুণিনের" ওষুধ, তাঁবার মাতুলীতে কবচ আর উদাসীনের ওষুধ আছে। আর এই যে সব "পুঁটুলীপাঁটুলী" এতে যে যখন যা বলেছে, তখন তাই বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

শান্তি। কি কি, বলুন না শুনি।

বড় বৌ। এই সব সোনার মাতুলীতে "পঞ্চানন্দ" মনসা, চিলেশ্বরী, নবদুর্গা, "দক্ষিণদ্বার" শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, জলষষ্ঠী, "রক্ষেকালী", "কসাই কালী," শ্মশানকালী," জয়চণ্ডী, "বিশালাক্ষী," "তারকেশ্বর," "বাবা কপিলমণি,"গাজিসাহেব, পীর গোরাচাঁদ, বদর সাহেব,গাজি ফোজ্‌দার, পাচপীর, নারায়ণজী, সত্যপীর,ওলাবিবি, আশানবিবি, পাষাণবিবি, বোরকুৎ বিবি, সুবচনী আর আর ঠাকুরদের "থানের" মাটী, ঘটের জল, "কাড়ান" ফুল আর স্বপ্নদত্ত ওষুধ। আর এই রূপোর মাতুলীতে রাগচণ্ডালের হাড, কাল বেরালের "ফুল," "ছেলে মাছের"দাঁত, "ভাল্লুকের" গায়ের লোম, পেঁচার পালক, "উদ্‌-বেরালের পিত্তি," বাঘের জিভ, সাদা ঝিণুকের পোঁটা, হাতীর "নাদ," উৎসর্গ ষাঁড়ের খুর, আর আর কত কি আছে মনে নাই। তাঁবার মাতুলীতে আছে রামকবচ, "রক্ষে" কবচ, "বংশকবচ," জয়কবচ, লক্ষীকবচ, রাধাকবচ, কৃষ্ণকবচ, সূর্য্যকবচ, শিবকবচ, ব্রহ্মাণ্ডবিজয়কবচ,

বিদ্যাকবচ, অক্ষয়কবচ, মথুরার কদম-ফুল, হিমালয়ের "গিরিমাটী," কৈলাসের "কল্পতরু" ফুল, গুজরাটের বটফল, কাশীর মঞ্জুডুমুরের ফুল, সীতা কুণ্ডের জল, হরিদ্বারের মাটী, প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মাটী, সাগর সঙ্গমের মাটী, "কামরূপ কামিক্ষের" মাটী, কালী-ঘাটের কালীর কপালের সিঁদূর, বিন্ধ্যা-চলের বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার ফুল, জগ-ন্নাথের মহাপ্রসাদ, শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝাঁটার কাটি, ফল্গু নদীর বালী, বৈত-রণীর কাদা, পারিজাতের শিকড়, রক্ত "চন্দনের" ফুল। আর এই যে সব "পুটলী পাটলী," এতে আছে "নিদলী," ভূতভৈরবী," "গুয়ে বাব্‌লার' শিকড়, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত সিমূল, "ষাঁত মোড়া" "ময়না" কাঁটা, "বাদুড় ঝুট্‌পুটে", "ম্যাড়া মেড়ী", "বন চাড়াল", "তারা ভারা", "নোদকাট," "ভোঁদকাট্‌," "বনহলুদ," "তব্বালম্বা," "ম্যাদার মাটী," কলুর ন্যাতা, ধোবার পাটের কাঠ, ঝাটার দড়ী, কোমরের চাকের মাটী, "ন্যাতা." "শুকানি," "কাল্‌গু," হরিণের বিষ্ঠা, রেলগাড়ীর কাঠ, ফানসের কর্পূর, বংশ-লোচন, গোরচনা, মৃগনাভী, আমড়া আঁঠী, আর একটী রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ যোগিনী-চক্র, "রসকাটী," "ফক্‌রেকাঁঠী, আর এটি গন্ধকের চাকতি আর ওটি সিকি পয়সা।

নূতন সংবাদ।

১। পূর্ণিয়ার কুমার নিত্যানন্দ সিংহ লেডি ডফারিণ ফণ্ডে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। সাতপুকুরের বাগানে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কাশীপুর পুষ্পপ্রদর্শনীর অধি-বেশন হইয়াছিল। জজ নরিস সাহেব পুষ্পপ্রদর্শনী খোলা উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শোভাবাজার দাতব্য সভার হাত দিয়া ২৫০ বোম্বাই চাদর গরিব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবাদিগকে বিতরণ করিয়াছে।

৪। সম্প্রতি রেঙ্গুণ সহরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শতাধিক গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছিল। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইল বোম্বাই পুনানগরে অগ্নি-কাণ্ড হইয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সামগ্রী ধ্বংস হইয়াছে।

৫। কতকগুলি নরপিশাচ মেদিনী-পুর হইতে মেয়ে ধরিয়া আনিয়া কলি-কাতায় বেশ্যাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইহাদের ২১ জন ধৃত হইয়া মেদিনীপুর সেসন জজের বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬। লেডী ল্যান্সডাউন স্বর্গীয়

কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রান্নাঘর, রাঁধিবার হাঁড়ী, কড়া, কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। লাটমহিষী এখানে ১ঘণ্টা পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

বামারচনা।

প্রীতি-প্রতিমা।

১

মরিতে জনম মম
মরণে করি না ভয়,
মরিব মা, তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

২

সংসারের অবহেলা,
অনাদর, অপমান,
কভু না দেখিব চেয়ে
কাণে নাহি দিব স্থান।

৩

মানবের—জগতের
দূরে—শত দূরে র'ব,
নির্জন বিজন-বাস
আনন্দে সকলি স'ব।

৪

নাহয় গোলাপ, বেলি,
ফুটিবেনা মোর বনে,
"বউ কথা কও" কথা
কবেনা আমার সনে।

৫

না হয় আমার বাড়ী
ব'বে না মলয় বায়,
সরস বসন্ত হেথা
আসিবে না পুনরায়।

৬

না হয়, তরুণ উষা
ছড়াবে না সোণা হাসি,
শরতে চাঁদিমা চারু
ঢালিবে না সুধা রাশি!

৭

না হয়, এ ম্লান বুকে
আরও লাগিবে কালি,
বিরক্ত সংসার মোরে
শত মুখে দিবে গালি।

৮

বড় "আপনার" জন
সেও পর হয়ে র'বে,
নীরবে আঁধার চিত
আঁধারে মগন হবে!

৯

পাষাণ পরাণে মম
এ সবি সহজে স'য়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১০

ভিক্ষা করা, পায়ে ধরা,
বজ্র হেন বাক্যবাণ,
তোর লাগি কভু আমি
নাহি ভাবি "অপমান।"

১১

আগুনে পুড়েছে যেই
সে কি তাপে ভয় করে?
সমুদ্রে বসতি যার
সে কি গো শিশিরে ডরে?

১২

অযুত আঘাতে যাহা
ভেঙ্গে গেছে সমুদায়,
যতই আঘাত কর,
তা' কি আর ভাঙ্গা যায়?—

১৩

—আমারো এ মত প্রাণ
মরিবার নাহি ভয়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

১৪

অনাথ কাঙ্গাল আমি
তাই দয়াময় বিধি,
দিয়াছেন স্নেহাশীষ
তো'হেন অমূল্য নিধি!

১৫

তোরি তরে সাধ আশা,
তোরি তরে বাড়ী ঘর,
তোরি তরে স্নেহ প্রীতি,
তোরি তরে পরাপর।

১৬

সংসারে বন্ধন তুমি,
হৃদয়ের ভাল বাসা,
কর্ম্মে উৎসাহ মম—
—খুঁজিয়া না পাই ভাষা!

১৭

বিধাতার শ্রীচরণে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
বুক ভরা সুখ তোর
দেখে, সুখে ম'রে যাই।

১৮

তোর সুখ-আশে আমি,
কিবা না পারিব বল,
ডুবিব অনলে সুখে
শুকাইব সিন্ধু-জল!

১৯

কি করিলে তোর মুখে
চির-সুখ-হাসি র'বে?
শোক, রোগ, পাপ, তাপ,
কিসে শত দূর হবে?—

২০

জানি না ললাট-লিপি—
কি বাসনা দেবতার—
বোঝেনা অবোধ নর
অদৃষ্টের সমাচার!—

২১

—জানি এই, বিশ্ব মম
ও প্রীতি-প্রতিমা-ময়!—
মরিতে মা তোর তরে
আমার কিসের ভয়?

শ্রী প্রিয়-প্রসঙ্গ ও কাব্যকুসুমাঞ্জলি
রচয়িত্রী।

নব লাট আগমনে।*

এস এস নব লাট এস এলগিন!
আজি ভারতের ভাগ্যে বড় শুভ দিন।
রাজ-প্রতিনিধি তুমি, এসেছ ভারতভূমি,
ভারত কল্যাণ ব্রত করিয়া গ্রহণ,
সমাদরে কে না তোমা করিবে বরণ?
তব শুভ আগমনে হৃদয় সবার
আনন্দ সাগর মাঝে দিতেছে সাঁতার।
কিন্তু মোরা দীন, হীন, রোগে শোকে
কাটে দিন,
তব যোগ্য উপহার কি দিব তা বল?
প্রাণের ভকতি এক আছয়ে সম্বল।
সে ভকতি-ফুলে মালা করিয়া গ্রন্থন,
দিলাম তোমার পদে কর গো গ্রহণ।
রাজ্ঞীর স্বরূপ তুমি, এসেছ ভারত ভূমি,
রহ নিরাপদে সদা আনন্দিতমন,
পুত্রবৎ প্রজাগণে করহ পালন।
একমনে একপ্রাণে আমরা সকলে
এ মিনতি করি জগদীশ-পদতলে—
তোমার সুখ্যাতি চয়, ভরুক্ ভুবনময়,
তোমার সুযশ গান করুক সবাই,
দূর হোক্ ভারতের আপদ বালাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী,
যাজপুর।

---

* স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইল। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫০ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩০০— মার্চ্চ ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নবলাট এলগিন—লর্ড এলগিন তাঁহার উদার-হৃদয়তাদ্বারা ইতিমধ্যে সকল শ্রেণীর প্রজার আদর ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। বড় বড় অনেক সভাসমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহাহইতে এদেশের অশেষ মঙ্গলের আশা কয়িতেছেন। লর্ড এলগিনের চরিত্রও দেবচরিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে—তিনি নিরামিষাশী এবং মাদক স্পর্শও করেন না।

নবলাট পরিবার—আমাদের বড়লাট লর্ড এলগিন বাহাদুরের ১০টী সন্তান। তাঁহার প্রথম ৩ কন্যা লেডি এলিজেবেথ, খৃষ্টীয়ানা ও কনষ্টান্স সঙ্গে আসিয়াছেন—তাঁহাদের বয়স ১৭, ১৫ ও ১৪ বৎসর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লর্ড ব্রুসের বয়স ১৩ বৎসর। তিনি এবং অবশিষ্ট ৬টী শিশুসন্তান বড়লাট বাহাদুরের ভগ্নী লেডী লুইসা ব্রুসের তত্ত্বাবধানে দেশে আছেন।

বোবা বালকদিগের শিক্ষা—গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটীকলেজে বোবা-কালাদিগের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিবরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক মান্যগণ্য সহৃদয় লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

স্ত্রীরত্ন—মেরী পুলি-নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মনোবিজ্ঞান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া-

ছেন। ইহাদের মধ্যে ১৬০ জন পুরুষ ছিলেন।

দূর নিকট হইল—কলিকাতা হইতে নাগপুর ৭৬০ মাইল। এই উভয়ের মধ্যে টেলিফোঁ নলের যোগ হইয়া কথোপকথন চলিতেছে। নাগপুর হইতে নলের এক মুখ দিয়া একজন কথা বলিতেছেন, কলিকাতায় শ্রোতা আর মুখ দিয়া শুনিতেছেন যেন বক্তা নিকটে বসিয়া আলাপ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য!

দান—রাউলপিণ্ডির মাননীয় ক্ষেম সিংহবেদী আপন জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থদ্বারা উক্ত সহরে এক শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপাততঃ ঐ টাকার মধ্যে ১লক্ষ টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। (২) মিয়ানমিরের সেঠ বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী রায় রামরতন বাহাদুর মৃত্যুর পূর্ব্বে ৫০ হাজার টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

নূতন প্রধান রাজমন্ত্রী—সংবাদ আসিয়াছে গ্লাডষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করাতে লর্ড রোজবেরী প্রধান রাজমন্ত্রি পদে বৃত হইয়াছেন।

মৃত্যু—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যদুনাথ মল্লিক এবং রেইস ও রায়তের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের মা।

প্রহ্লাদ মহাশয় সত্যকালের বালক ভক্ত। তাঁহার মহীয়ান্ চরিত্রের অনুপম জ্যোতিঃ ত্রিযুগব্যাপী অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কলিকালকেও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! তাহার অলৌকিক চরিত অবলম্বনে কত প্রবন্ধ, কত কাব্য, কত সন্দর্ভ এবং কত কি বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রহ্লাদচরিত্র কত লোকের উপজীবিকা হইয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করে? থিয়েটারে প্রহ্লাদ, যাত্রায় প্রহ্লাদ, কথকের বেদিতে প্রহ্লাদ, মুদীর দোকানে, কলুর ঘানিতে, স্কুল—পাঠশালায়, প্রহ্লাদ না আছেন, এমন স্থানই নাই। জগৎপাবনী সুরধুনীর ন্যায় প্রহ্লাদচরিত্র হিন্দু জগৎকে চিরকাল পবিত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে গর্ভ হইতে এই অসমুদ্রসম্ভূত ভুবনবিজয়ী মহারত্নের উদ্ভব, সেই গর্ভধারিণী কয়াধু রাণীর উল্লেখ ত বড় শুনা যায় না। আজ আমরা এই প্রবন্ধে সেই ভগবৎপরায়ণা সাধুশীলা রাণীর দুই একটী কথা বলিব।

ত্রিলোকাধিপতি অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা এবং কয়াধুরাণী তাঁহার মাতা, ইহা অপর সাধারণ সক-

লেই অবগত আছেন। সে সকল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণদ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।' এস্থলে কেবল ইহাই দেখাইতে হইবে যে, যে গর্ভে প্রহ্লাদ সদৃশ ভগবদ্ভক্তের জন্ম হইয়াছিল, ভগবান্ সেই গর্ভটীকে সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযোগী করিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপুর প্রতাপে ত্রিভুবন প্রকম্পিত। এমন কি হিন্দু পুরাণ মতে, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন জন্য স্বয়ং ভগবান্‌কেও অবতার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর হৃদয় এত কঠিন ও নৃশংস যে, পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেননা বিষ্ণুকে তিনি আপনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার শত্রুর আশ্রয় লইয়াছে, এ অপমান তাঁহার সহ্য হয় নাই। এই জন্যই তিনি প্রহ্লাদের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করেন। পুত্র সহস্র অপরাধী ও সহস্র অত্যাচারী হইলেও পিতা তাহাকে সহস্র দণ্ডদানে সক্ষম ও অধিকারী বটে; কিন্তু প্রাণনাশের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপু সেরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতেও বিমুখ হন নাই। যে ব্যক্তি আপন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারে, তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের প্রতিকূলাচারী ছিল, একথায় কি কাহারও বিশ্বাস হয়? বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রতাপশালী দুর্দ্দান্ত পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়া যে সকল ললনার ললাটলিপি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রকৃতরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, তাহাইবা কে বিশ্বাস করিতে পারে? আমরা দেখাইব, ভক্তিদেবীর কৃপায় কয়াধু মহিষীর বামাহৃদয় এত উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল যে, হিরণ্যকশিপুরূপ জলন্ত অগ্নিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

প্রহ্লাদ মহাশয় অসুরারি হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া মদগর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বধ করিবার বিবিধ চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে মনে করিলেন, প্রহ্লাদের গর্ভধারিণী প্রহ্লাদের এই দুর্ম্মতি দূর করিতে সমর্থা হইবেন।

"এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে,
　বুঝাইতে কহি পাঠাইয়া।
কয়াধু সুমতি রাণী, 　ভুবন পাবনী ধনী,
　প্রহ্লাদেরে কোলে করি লইয়া॥
ঘন মুখ চুম্বয়ে, 　মস্তকে আঘ্রাণ লয়ে,
　চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
　পিতা তোর কত দিলা দুখ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদ জননী কয়াধু রাণী পুত্রকে এইরূপ স্নেহাদর করিয়া তাঁহাকে অতি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন এবং বিষ্ণুভক্তি ছাড়াইয়া দিবার জন্য রাজার

বিশেষ নির্ব্বন্ধ থাকিলেও তিনি পুত্রকে এইরূপ লোকবেদসাধুসম্মত উপদেশ দিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বাঁধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হইতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈব গতি, কি দুষ্ট অসুরমতি,
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পারাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষম গরলে পুষ্ট,
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, মরণে হইবে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্ম নাহি সবে॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখিও করিয়া পণ,
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি,
জনম জীবন মম, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি॥" ভক্তমাল।

কয়াধুরাণী পুত্রকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে স্নান ভোজন করাইলেন এবং রাজসভার যোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। এরূপ শিক্ষায় রাজা পুত্রকে হত্যা করিবেন, তাহা একবারও মনে করিলেন না। তাঁহার ভগবানে এতই বিশ্বাস ও এতই নির্ভর যে, লৌকিক পুত্রস্নেহ তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না, প্রবল স্রোতে পতিত তৃণবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল।

জননীর নিকট শিক্ষা ও সহানুভূতি পাইয়া প্রহ্লাদের মুখজ্যোতিঃ দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজা তদ্দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, মাতার যত্নে প্রহ্লাদ এখন নিশ্চয়ই কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অঙ্গে হস্তামর্শ পূর্ব্বক কহিলেন,—' "আমি যাহাকে তৃণবৎ গণ্য করি না, তুমি আমার পুত্র হইয়া সেই হরিকে ভজনা কর, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়। অতএব আমার সহিত আর হঠ ব্যবহার না করিয়া হরির আনুগত্য ত্যাগ কর।" প্রহ্লাদ পিতার এরূপ আদর ও লৌকিক সুখৈশ্বর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাহাতে ভুলিলেন না। কহিলেন :—

"প্রহ্লাদ কহে যে পুন,, মহারাজ কহি শুন
যতেক কহিলে নীতি বাণী।
সকলি অনিত্য হয়, সংসর্গ বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দুষ্ট মানি॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়ে রহয়।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণ মাত্রে উড়িয়া পলায়॥
মহারাজ ভজ পদ অভয় শরণ।
কাপুরুষ যেই জন, নাহি ভজে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভজন॥

তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে অনিত্য সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম।
সংসার যাতনা ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কাম॥
ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখ সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাপর সুখ রাশি,
নাবুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা,
ভজহরি অভয় চরণ।
বিষয় যে কুটী নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
সদা কর অনন্যশরণ॥" ভক্তমাল।

প্রহ্লাদের এই সকল উক্তির পর যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধে সে সকল বক্তব্য নহে। এস্থলে কেবল ইহাই দেখান উদ্দেশ্য, মানবগণ দেবদুর্ল্ভ ভক্তিধনে ধনী হইলে লৌকিক ভোগৈশ্বর্য্য, সুখবিলাস ও ভয়মৈত্রী কিরূপে তুচ্ছ করিতে পারে এবং তাহাদের হৃদয় কত উচ্চভাব লাভ করে। ভক্তি শাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হইলে তীব্র ভক্তিযোগশালী ব্যক্তিগণ কৈবল্য মুক্তিকে নরক তুল্য, স্বর্গসুখকে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক পদার্থ, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষদন্তবিহীন কালসর্পবৎ, বিশ্বকে সুখপূর্ণ এবং বিধি মহেন্দ্রাদিকে কীট তুল্য মনে করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদচরিত্র এই উক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রহ্লাদ, ত্রিলোকবিজয়ী দুর্দ্দান্ত বহির্ম্মুখ পিতা হিরণ্যকশিপুকে যে উপদেশ দিলেন, তাদৃশ নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা, বিষয়বিরাগী ভগবৎভক্ত ব্যতীত আর কে প্রকাশ করিতে পারে? চৈতন্যচরিতের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তি বাস্তবিকই ভগবানেরও লোভনীয় পদার্থ। এইজন্যই শাস্ত্রে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ভক্তির উদয়ে ভক্ত ভগবানের সাহায্য লাভ করেন, তাদৃশ ভক্তি, জীবের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। যেখানে ঘটে, সেইখানেই কয়াধুরাণী ও প্রহ্লাদের সৃষ্টি হয়। অতএব আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠিকা কয়াধুরাণী হইয়া পাপ-কলুষিত বঙ্গভূমিকে পবিত্র করুন এবং প্রহ্লাদ সদৃশ পুত্রের জননী হউন।

লেডী হেনরী সমারসেট্।

(গত বারের শেষ)

তিনি শ্রমজীবী কৃষকদিগের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন; এবং প্রসূতিগণকে আপন গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া সন্তান

পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এইরূপে লেডী সমারসেট প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধনে যত্নবতী হইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি গাইয়াছেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুস্যানাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

অর্থাৎ বায়ু যে দিকে বহিতে থাকে, পুষ্পসৌরভ সর্ব্বদা সেইদিকেই চালিত হয়, মানবের ধর্ম্মসৌরভ আপনাআপনি চতুর্দ্দিকে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। লেডী সমারসেটের গুণের সৌরভ কি কেবল স্বগ্রামেই বদ্ধ ছিল? না, তাহা নহে। তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী। যখন এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, অমনি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রাম সকল হইতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিল না, দূরপ্রসারিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার স্বাভাবিক বক্তৃতা শক্তি যথেষ্ট ছিল। অভ্যাসদ্বারা সেই স্বাভাবিক শক্তি আরও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। লেডী হেনরী অনেক গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মজ্ঞান অভাবে লোক সকল অতি হীনভাবে পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। যাহাতে চারিদিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হয়, এইজন্য স্থানে স্থানে লৌহনির্ম্মিত ভজনালয় সংস্থাপন এবং ধর্ম্মযাজক ও পরিব্রাজক নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় বহুসংখ্য পুরোহিত মিলিত হইয়া লেডী হেনরীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, লেডী হেনরী তাঁহাদিগের কৌলিক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সেইজন্য ইনি নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করিতেছেন। কৌলিক ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এমন কি সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিল। একবার তিনি যাজকবর্গকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের জন্য অন্নপান প্রস্তুত, কিন্তু কেহই তাঁহার বাটীতে আসিলেন না; একজন লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যে সকল ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত এবং যাজক ও পরিব্রাজককে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডীয় যাজকমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, অতএব আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, সেইজন্য আমরা কেহই আপনার গৃহে অন্নপান গ্রহণ করিব না।" তিনি এইরূপ প্রত্যাখ্যানে অপ্রতিভ হইলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ক্রিকেট ক্লবের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের পর যাজকদিগের জন্য প্রস্তুত অন্নপানদ্বারা উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ধর্ম্মযাজকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার

আর কেহই তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হন নাই।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, কুমারী ফ্র্যান্সেস্ উইলার্ডের লিখিত একখানি পুস্তক লেডী হেনরীর হস্তগত হয়। সেই পুস্তকের নাম "Nineteen Beautiful Years" বা "সুন্দর ঊনবিংশতি বর্ষ"। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যে নারিজাতির বিশ্বব্যাপিনী মাদক-নিবারিণী সভার শাখা প্রশাখা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা সুরাপান ও সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজে তুমুল আন্দোলন সমুপস্থিত করিয়াছে, কুমারী উইলার্ড সেই সভার সংস্থাপয়িত্রী। তল্লিখিত প্রাগুক্ত পুস্তকে ঐ সভার কার্য্য বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। লেডী হেনরী এই পুস্তক পাঠ করিয়া এমনই উৎসাহিত হইলেন, যে, তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। কুমারী উইলার্ডকে দর্শন এবং তাঁহার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তদ্দণ্ডেই আমেরিকা যাত্রা করিলেন। তিনি আমেরিকায় উপনীত হইয়া সিকাগো নগরীতে উইলার্ড পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারী উইলার্ডের জননী এই ইংরাজ মহিলাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাকে পাইয়া মনে করিলেন যেন তাঁহার মৃত মেরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আবার এই মর্ত্ত্যধামে লীলা করিতে আসিয়াছেন। সুরাপান নিবারন করিবার জন্য নারিজাতি দ্বারা কি অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, লেডী হেনরী তাহা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমেরিকার সর্ব্বত্র লেডী হেনরী সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিয়া ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমেরিকাবাসিগণ যে কিরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। লেডী হেনরী যে কিরূপ প্রতিভাশালিনী রমণী, আমেরিকাবাসিগণ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং আমেরিকাবাসীরা সৎকার্য্যে কিরূপ উৎসাহী এবং কর্ম্মশীল লেডী হেনরীও তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন।

সিকাগো নগরীতে লেডী হেনরী "ইউনিয়ান সিগ্ন্যাল" নামক সাময়িকপত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই "ইউনিয়ান সিগ্ন্যাল" আমেরিকায় খৃষ্টীয়মহিলাগণের সুরাপান প্রতিশোধক সম্মিলনীর মুখপাত্র। এই মহানগরীতে অবস্থানকালে তিনি ধর্ম্মযাজক মুডীর ধর্ম্মবিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশে নিজের সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন।

লেডী হেনরী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন দক্ষিণ ওয়েলসের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়! কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে, এই স্থানের শ্রমজীবিদলের

অবস্থা যারপরনাই হীন। দক্ষিণ ওয়েল্‌-সের উপত্যকাপ্রদেশে যে সকল পল্লীগ্রাম আছে,সে সকল সর্ব্বদা ধূমাচ্ছন্ন। পথ ঘাট সর্ব্বদা কর্দ্দমিত। এই স্থানে অনেকগুলি লৌহের কারখানা আছে। শ্রমজীবিদল ঐসকল কারখানায় দৈনিক পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দারা তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অতি কষ্টে নির্ব্বাহিত হয়। তাহার উপর এই সকল লোকদিগের পানদোষ এমনি প্রবল যে, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধি-কাংশ সুরাক্রয়ে ব্যয়িত হয়, কাজেকাজেই অন্যান্য গলগ্রহদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করিতে তাহাদিগকে খুব কম দেখা যায়। কোন প্রকার নীতি বা ধর্ম্মের শাসন না থাকাতে এই সকল শ্রমজীবী পশুর মত জীবন যাপন করে। লেডী হেনরী ইহাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ঐসকল স্থানে আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি স্থানে স্থানে পটমণ্ডপ স্থাপন এবং গৃহ ভাড়া করিয়া শ্রমজীবীদিগকে আহ্বান করিতে লাগি-লেন এবং কিরূপে তাহারা আপনা-দিগের অন্ধকারময় জীবনকে সুখময় করিতে পারে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, লোকের সঙ্গে না মিশিলে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এইজন্য তিনি শ্রমজীবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সহিত এক সঙ্গে বাস এক সঙ্গে আহারাদি করিতে লাগিলেন। মোটের উপর ইহারা যেরূপভাবে থাকে, তিনিও সেইরূপভাবে থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের অভাব যখন তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেন, তখন সেই অভাব দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

কুমারী উইলার্ড আমেরিকাতে নারী-জাতির সুরাপান নিবারণার্থ যে মহা-সমিতি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশমহিলাগণের মাদক নিবারণী সভার সম্যক্ যোগ স্থাপনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকা এই দুই মহাদেশের মহিলাগণ মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং বিবিধ-প্রকার দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করেন, ইহাই লেডী হেনরীর উদ্দেশ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগি-লেন। বিগত ১৮৯১ খৃঃঅব্দে লেডী হেনরী বৃটিশ মহিলাগণের মাদক নিবা-রণী সভায় সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি অদ্যাপি সেই সভায় সভাপতি নিযুক্ত আছেন। তিনি যখন প্রেমসূত্রে আমে-রিকা এবং গ্রেট বৃটনকে সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অনেক অনু-দার ইংরাজ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, লেডী হেনরী গ্রেট বৃটনকে আমেরিকার মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরাজ মহিলাগণকে মার্কিনভাবাপন্ন করিয়া তোলা ভাল নয়, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু পরিশেষে বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া গেল, লেডী হেনরীর উদার নীতিরই জয় হইল।

লেডী হেনরী দেখিলেন কেবল সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে হইবে না। সর্ব্বাগ্রে পতিতা রমণীদিগের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। পতিতা রমণীগণই সুরারাক্ষসীর সহচরী। বেশ্যালয়ই সুরাপূজার প্রধান স্থান। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই সকল নরপিশাচীদিগকে দুর্নীতির অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করা চাই, নতুবা উপায় নাই। অনুদার ইংরাজদল এই মহাপাপ নিবারণের বিরোধী ছিলেন। এইজন্য ইহাঁরা লেডী হেনরীর কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহারা বলিয়াছিলেন, সুরাপান নিবারণার্থ বৃটিষমহিলা সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, অন্য প্রকার দুর্নীতি মার্গের সংস্কারে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল ঐ কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লেডী হেনরী ইহাদিগের অসার যুক্তি খণ্ডন করেন এবং আপনার শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বৃটিশমহিলাসমাজের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োজিত হন। এইরূপে লেডী হেনরী সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেনে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে হুইগ এবং টোরী নামক দুই সম্প্রদায় আছে। এই টোরী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি একবার বিলাতের রাজসভার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হন। ইনি চরিত্রবান্ নন, তদ্ব্যতীত ইনি একজন মদ চোলাই কারখানার স্বত্বাধিকারী। এরূপ ব্যক্তি মহাসভার সভ্য হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এইজন্য লেডী হেনরী প্রকাশ্য সভায় তাহার নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। টোরী সম্প্রদায় এই প্রতিবাদে ক্রোধান্ধ হইয়া সভা ভঙ্গ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। উহাঁরা কেবল সভা ভঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেডী হেনরীকে প্রহার এবং অপমানিত করিবার জন্য উহার গাড়ী অনুসরণ করেন এবং মারিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন। লেডী হেনরী ইহাদিগের অভদ্র আচরণে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা বিচলিত হন নাই। বরং নির্ভীকভাবে এবং সমধিক অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নারীজাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বিলাতে উদারনৈতিক নারীদিগের যে এক সভা আছে, লেডী হেনরী তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন প্রধান সভ্য। নিরাশ্রয় বালিকাদিগের প্রতিপালন ও সংশিক্ষার জন্য ইনি রিগেটে এক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনেক অনাথা বালিকা এখানে বিনা ব্যয়ে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া এখন স্বাধীনভাবে সুখে সচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। রোগার্ত্ত দীনদুঃখীদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস

সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে অসংখ্য দীন দরিদ্র ঔষধ পথ্য ও সেবা প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে। রিগেট ও ইষ্টনর প্রাসাদের অবারিত দ্বার সর্ব্বদা দীন দুঃখীদিগের জন্য উন্মুক্ত।

সাধারণ শিক্ষা বিস্তার এবং সদ্‌জ্ঞান প্রচারার্থ ইহাঁর "উওম্যানস্‌ হেরালড্‌" নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, ইনি স্বয়ং সেই সংবাদ পত্রের সম্পাদিকা। ইংরাজীতে গদ্য লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইহাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তদ্ব্যতীত ইনি কবিতা রচনা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। ইহাঁর পুত্রের বয়স এখন একবিংশতিবর্ষ। সম্ভবতঃ ইনিও জননীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন।

সতী ও শান্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তি। এ মাদুলীটি কিসের?

বড়বৌ। ওটি "অষ্টধেতে" মাদুলী।

শান্তি। এর মধ্যে কি আছে?

বড়বৌ। বল্‌বনা মা, সেটা ব'ল্‌তে নিষেধ আছে।

শান্তি। বলুননা, ব'ল্‌তে দোষ কি? যদি ভাল ঔষধ হয়, জান্‌লে অনেকের উপকার হ'তে পারে। আমরাত ঔষধের গুণাগুণ সব জানিনা, দিদি এখানে উপস্থিত আছেন, যদি ভাল ঔষধ হয়, ইনি ব'ল্‌বেন।

বড়বৌ। এতে যে ওষুধ আছে, তা "মড়াঞ্চে পোয়াতীদের" ভারি উপকারী। এতেই নাকি অনেকের "মড়াঞ্চে" সেরে যায়। তাই মা আমাকে এই ওষুধটি সংগ্রহ করে দিয়েছে।

শান্তি। ঔষধটি কি বলুন্‌না শুনি।

বড়বৌ। আমার ত মা পাঁচটি ছেলে হ'ল। প্রথমে কোথা থেকে এক মরা মেয়ে এল, সেই যত "আপদ্‌ বালাই" এর মূল। তার পর দুটো ছেলে হ'ল। তাদের মধ্যে একটি "আঁতুড়ে" আর একটি ছ'মাসের হ'তে না হ'তে চ'লে গেল। তারপর আমার "পালান" হ'ল। বাছার আমার "হাতে খড়ি" হ'ল, পাঠশালে গেল, আর, তার পর বছরে......

বড়বৌ আর কথা কহিতে পারিলেন না, দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

শান্তি বলিলেন, থাক্‌ ওসব কথায় যদি মনে কষ্ট হয়, ব'লে কাজ নাই। আপনি কাঁদ্‌বেন না। বড়বৌ আবার বলিতে লাগিলেন, বার বার ঐরূপ ছেলে-হ'য়ে ম'রে যায় ব'লে, মা ঐ ওষুধ এনে দেয়। এই অষ্টধেতে মাদুলীটি আমার পালানের গলাতে ছিল। এই মাদুলিতে

"পুত্রবতীর" গায়ের মলা, পরণের কাপড়, আর মাথার চুল আছে।

সরোজিনী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "সে কি, এতে কি সন্তান রক্ষা হয়?" বড় বৌ বলিলেন,হাঁ এতে নাকি সন্তান রক্ষা হয় ও "মড়াঞ্চে" সারে। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যাতে পুত্রবতীর গায়ের মলা কৌশল ক'রে তাহার অজ্ঞাতসারে নিতে হয়, "আঁশবঁটী" দিয়ে তাহার কাপড় কেটে নিতে হয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় মাথার চুল কেটে নিয়ে, তিনটী একত্র করে বন তুলসীর শিকড়ের সহিত কাঁটালি কলার মধ্যে পূরে খেতে হয় এবং "অষ্টধেতে মাতুলিতে ক'রে ছেলের গলায় দিতে হয়। ইহাতেই নাকি "পোয়াতীর" "মড়াঞ্চে" সারে এবং ছেলের কোন "ব্যামোশ্যামো"হয় না,সে দীর্ঘজীবী হয়।

সরোজিনী বলিলেন, গলাতে যা কিছু বাঁধা হয়েছে, এর কোন্‌টাতে কি উপকার হয়?

বড় বৌ বলিতে লাগিলেন, "রাগ চণ্ডালের হাড়" গলায় বাঁধিলে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না, "ডাইন বো-কোসের নজর" এবং মন্দলোকের' দৃষ্টি হইতে ছেলেকে রক্ষা করে। "কাল বেরালের ফুলে" কোন শোক থাকে না। "ছেলে মাছের দাঁতে" ছেলের দাঁতে পোকা লাগে না এবং ছেলে কখন জলে ডুবে মরে না। "পেঁচার পালকে" ছেলে "লক্ষীবন্ত" হয়। "উদ্‌বেরালের পিত্তি"তে রক্ত আমাশয় সারে। "হাতীর নাদ" বা বিষ্ঠাতে ছেলে হাতীর মত খর্ব্ব "নাদুস্‌ নুদুস্‌" হয়। "কুকুরে কাঁঠী" গলায় বাঁধিলে "গতর" সুখে সুখে থাকে—কোন রোগ হয় না। মথুরার কদমফুলে কৃষ্ণ সখা হয়। হিমালয়ের "গিরি মাটীতে" ছেলে গৌর বর্ণ ও সুন্দর হয়, কোন রোগ শোক থাকে না—বংশে কখন কাল ছেলে হয় না। কৈলাসের কল্পতরুর ফুলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। গুজরাটের বট ফলে সন্তান দীর্ঘজীবী হয়—কোন রোগ থাকে না। কাশীর যজ্ঞডুম্বুরের ফুল ধারণ করিলে ছেলে খুব ভাগ্যবান হয়।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল কে এনে দিলে?

বড় বৌ। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এনে দিয়াছে।

শান্তি। ডুম্বুরের ফুল নাকি তবে মানুষে দেখ্‌তে পায় না? "সাপের পা, পিঁপ্‌ড়ের রা, আর ডুমুরের ফুল," যে দেখে, সে নাকি রাজা হয়? সে সন্ন্যাসী কাশীর রাজা হয়েছে নাকি?

বড় বৌ। "এ পুরী'তে কি আর রাজা হবে? "আর পুরী'তে রাজা হবে।

শান্তি। তবু ভাল। আপনার গোপালকে মন্ত্রী কর্ব্বে ব'লেছে ত?

বড় বৌ। আর না, জগদীশ্বর কি গোপালের কপালে "অতটা" লিখেছে!

শান্তি। সন্ন্যাসী ঠাকুর এবার যখন "বার্ষিক" নিতে আসবে, তখন কথাটা ঠিক্ করে নিলে হবে। তার পর সীতাকুণ্ডের জলে কি হয়?

বড় বৌ। খোস্ ভাল হয়। হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগর সঙ্গম, কামরূপ প্রভৃতি তীর্থের মাটী গলায় বাঁধিলে কোন রোগ শোক থাকে না। "নিদ্‌লী"গলায় বাঁধিলে ছেলে রাত্রে কাঁদে না, খুব ঘুময়। "ভূত ভৈরবী"তে ভূত প্রেতের বাতাস লাগে না। "আঁত মোড়া"তে ছেলের ঘন ঘন "হাই তোলা" আর "গা ভাঙা" সেরে যায়। "বাদুড় নুট্ পুটে" গলায় বাঁধিলে ছেলের শরীরে খুব বল হয়। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত্রিতে অথবা গ্রহণের দিন "ম্যাদার মাটী" বা ধোবার পাটের মাটী চুরি করে আন্‌তে হয়। সেই মাটী ছেলের গলায় বাঁধিলে তাহাকে কখন ভূত-প্রেত ডাইন-বোকসে কিছুই করিতে পারে না। আর ছেলের "দুধ তোলানি" সেরে যায়। কোমরের চাকের মাটীতে "ছোঁয়াচে রোগ" ভাল হয়। বনহলুদে ছেলের "পাগ্‌লা" ভাল হয়। "কলুর ন্যাতা" চুরি করিয়া ছেলের গলায় বেঁধে দিলে ছেলে খুব ধীর হয়—উপদ্রব করে না। "শ্রীক্ষেত্রের হাড়ীর ঝাটার কাঠী" দিয়ে ছেলের নাক কান ফোঁড়াইয়া দিতে হয় এবং একটু কাঠী ছেলের গলায় বেঁধে দিতে হয়। তা হ'লে ছেলে আর মরে না। ঝাঁটারকাঠী গলায় বাঁধিবার সময় এই মন্তরটি বলিতে হয়,—

"গলায় বেঁধে হাড়ীর ঝাঁটা।
যমের দোরে দিলুম্ কাঁটা॥"

মন্ত্র শুনে সরোজিনী এবং শান্তি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা হ'লে বুঝি যমঘরে বন্ধ হয়ে থাক্‌বে।" এত যদি কল্লেন তার সঙ্গে যদি চিনের দেশালাইয়ের একটা কাঠী খরচ কর্ত্তেন, তা হলে সব গোল চুকে যেত। যমরাজ ঘরের মধ্যে পুড়ে "খাক্" হয়ে থাকৃত; মানুষের জ্বালাযন্ত্রণা সব নিবে যেত; বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্ত্তে পার্ত্ত।

বাঙ্গালা প্রবচন।

স।

১। সুখ দুঃখানি তুল্যানি, যথাজ্ঞানি তথা পরে।

২। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়।

৩। সুখের কপোত বা প্যায়রা।

৪। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

৫। সুজন পিরীত সোনা ভেঙে গড়া যায়, কুজন পিরীত কাচ ভাঙ্গিলে ফুরায়।

৬। শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না।

৭। সুন্দর বনে বান্দর রাজা।

৮। সূঁচ গড়িতে পারে না,
বন্দুকের বায়না নেয়।

৯। সূঁচ সোহাগা স্বজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।

১০। সূঁচ হয়ে সেঁধোয়,
ফাল হয়ে বেরোয়।

১১। সেই একদিন আর
এই একদিন।

১২। সেই কড়ি ক্ষয়, তবু
বৌ সুন্দর নয়।

১৩। সেই গাধা সেই জলে যায়,
তবু গাধা ঘুলয়ে খায়।

১৪। সেইত মল খসালি,
তবে দেশটা কেন হাসালি।

১৫। সেই বুড়ি নাচে,
কত কাচ কাচে।

১৬। সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুক্ ঠুকনিতে ভয় পায় না।

১৭। সেকরার ঠুক ঠাক্,
কামারের এক ঘা।

১৮। সে কহে বিস্তর মিছা,
যে কহে বিস্তর।

১৯। সে কাল গেছে বয়ে,
এঁটে কচু খেয়ে।

২০। সে গুড়ে বালি।

২১। সেধে পড়ে ভাব,
আর মেজে ঘসে রূপ।

২২। সে বড় কঠিন ঠাঁই,
গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

২৩। সে রামও নাই
সে আযোধ্যাও নাই।

২৪। সেয়েক্কে পগুরি চুরি।

২৫। সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।

২৬। সোনা দানা দুধের বাটী,
দুয়ো মেগের ওচলা মাটী।

২৭। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।

২৮। সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল,
কসিতে পিতল হল।

২৯। সোনার অঙ্গ কালি হল।

৩০। সোনার উপর মিনের কাজ।

৩১। সোনার ওজন কুঁচের সঙ্গে।

৩২। সোনার দাঁড়ে কাক বসান।

৩৩। সোনার থালে খুদের জাউ।

৩৪। সোনার পাথর বাটী।

৩৫। সোনার লঙ্কা ছার খার।

৩৬। সোপানংক সদা ত্রজেৎ।

৩৭। সোপোকার বংশ।

৩৮। সোমে বুধে না দিও হাত,
ধার করে খেয়ো ভাত। *

৩৯। সৌরভে ভ্রমর মজে।

৪০। স্ত্রী গৃহের শ্রী।

৪১। স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্।

৪২। স্ত্রী ভাগ্যে ধন,
স্বামিভাগ্যে পুত্র।

৪৩। স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।

৪৪। স্থান মান নাই, উচ্চ কবর।

৪৫। স্নেহ নীচগামী।

৪৬। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,
বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

* প্রাচীন হিন্দুদের মতে সোম ও বুধবারে গোলা হইতে ধান পাড়িতে নাই, বরং ধার করিয়া খাওয়া ভাল।

৪৭। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

৪৮। স্বনামা পুরুষোধন্যঃ
পিতৃনামাচ মধ্যমঃ।

৪৯। স্বয়ং সিদ্ধঃ।

৫০। স্বয়মসিদ্ধঃ কথং
পরান্ সাধয়তি ?

৫১। স্বর্গের অপ্সরী।

৫২। স্বামীর কিবা সুখ,
পৌষ মাসে ভাতের দুখ।

৫৩। স্বামী নাই পুত্র নাই,
কপাল ভরা সিন্দুর ;
ধান নাই, চাল নাই,
গোলা ভরা ইন্দুর।

৫৪। স্বামীর হাতে ধন থাকিলে,
স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।

৫৫। স্বপ্নেরও অগোচর।

৫৬। স্রোতে গা ঢালা।

৫৭। স্রোতের আগে টেপা ভাসে।

স্বর-সাধন প্রণালী।

স্বরলিপি দেখিয়া গীত শিক্ষা করিবার এক মাত্র অসুবিধা এই, যে তদ্দারা স্বর সকলের যথাযোগ্য স্থায়িত্ব নিরূপণ করা সহজ নহে, এবং এই স্থায়িত্ব নিরূপণ হইলেও ছন্দানুসারে বাজান বা গান করা যায় না। কিঞ্চিৎ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমে বাদন ও গান আপনা আপনিই সহজ হইয়া আইসে। প্রথমতঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এই কয়েকটী অঙ্ক পুনঃ পুনঃ সমান ওজনে মুখে গণনা করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণ কালে অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা ভূমিতে সমান ওজনে আঘাত করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর মুখে গণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূমিতে আঘাত কর। এরূপ না করিলে সমান ওজনে আঘাত করিতে পটুতা জন্মিবে না, কারণ অঙ্গুলি কিম্বা পদ দ্বারা সমান ওজনে আঘাত করিতে এরূপ অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইবে, যে যন্ত্রাদি বাদন কালে আঘাতের নিবৃত্তি ও তাহার পরিমাণ হ্রস্ব দীর্ঘ না হয়। কেননা গাইবার কিম্বা বাজাইবার সময় ঐ আঘাত দ্বারাই স্বরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হইবে।

স্বর অভ্যাস করিতে হইলে একটী এস্রাজ বা বেহালা, কিম্বা সারঙ্গী অথবা একটী হারমোনিয়ম অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহাদের সহিত আওয়াজ সাধিলে কণ্ঠ সুললিত হইবার সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম যন্ত্রটী প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী কেন না ইহার সুর বাঁধিতে হয় না।

হারমোনিয়মের বাম দিক হইতে

আরম্ভ করিয়া প্রথম ১৪টী সাদা চাবি ছাড়িয়া পঞ্চদশটী অথবা হারমনি ফ্লুটের ১১টী সাদা চাবি ছাড়িয়া দ্বাদশটী টিপিলে যে স্বর নির্গত হইবে, সেই স্বরটি প্রথমতঃ দুই এক দিন শ্রবণ করিয়া পরে ওষ্ঠাধর চাপিয়া অল্প শব্দে হুঁ হুঁ করিয়া উক্ত স্বরের সহিত কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা কর। যখন দেখিবে যে হারমোনিয়মের স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলিয়া গিয়াছে, তখন ওষ্ঠাধর মুক্ত করিয়া "সা" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ২।৪ দিন কেবল ঐ স্বরই সাধন করিবে। ঐ প্রণালীতে হারমোনিয়মের চাবি পর পর টিপিয়া ঋ, গ, ম, প, ধ, নি অভ্যাস করিবে। এই সাধনটী প্রকৃতরূপে আয়ত্ত হইলে সাঁ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর আরোহী ও অবরোহী ক্রমে হারমোনিয়মের সহিত অন্ততঃ একপক্ষ কাল অভ্যাস করিবে।

যখন দেখিবে কণ্ঠস্থ স্বরগুলি যন্ত্রের স্বরের সহিত ঠিক্ হইয়াছে, তখন উদারা ও তারা সপ্তকের স্বর গুলি ঐ রূপে অভ্যাস করিবে। উদারা ও তারা গ্রামের যে কয়েকটী স্বর সহজে বাহির হয়, সেই কয়েকটী অভ্যাস করিবে। জোর করিয়া অতিরিক্ত স্বর বাহির করিতে গেলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

হিন্দু সংগীতে উদারায় প বা ম এবং তারার ম বা প পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব পাঠিকাগণ অন্ততঃ এই কয়েকটী স্বর উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে। যদ্যপি ইহাও কাহার কণ্ঠ হইতে সহজে বাহির না হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বাহির হয়, সেই পর্য্যন্তই অভ্যাস করা উচিত, ততোধিক বাহির করিতে চেষ্টা যেন আপাততঃ না করা হয়; কেন না যে কয়েকটী বাহির হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, পরবর্ত্তী স্বরগুলি সহজেই বাহির হইবে।

অনন্তর কোমল ও কড়ি স্বরগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উদারা, মুদারা, তারা তিন গ্রামে অভ্যাস কর। প্রকৃত এবং কোমল স্বর উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে এবং মাত্রা বোধ হইলে পাঠিকাগণ অনায়াসে গীত অভ্যাস করিতে পারিবে।

মনে কর, পশ্চাৎ লিখিত এই গীতটী অভ্যাস করিতে হইবে, "তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে।" তু, মি, বি, না, এই কয়েকটী অক্ষর তুল্য সময় অন্তর উচ্চারণ কর এবং তুর স্থানে সা, মি-র স্থানে গ, বি-র স্থানে গ, ও না-র স্থানে গ স্বর লাগাও, তাহা হইলে গীতের ঐ অংশটী অভ্যাস হইল। পরে "কেএ প্রভু" অভ্যাস করিতে হইবে। পাঠিকা দেখিবেন যে, কে-র পরে এ অক্ষরটী আছে, তাহার কারণ এই, বি হইতে না—র অন্তর যত, অথবা না হইতে কে ও প্র—র অন্তর যত, কে হইতে প্র—র অন্তর তাহার দ্বিগুণ, এই নিমিত্ত সুবিধার নিমিত্ত কেও প্র—র মধ্যে এ দেওয়া

হইয়াছে। কে প্রভু ইত্যাদি অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে উচ্চারণ কর এবং কে—র স্থানে ম, প্র—র স্থানে প, ভু—র স্থানে প ইত্যাদি লাগাও, তাহা হইলেই এই গীতটী অভ্যাস হইবে।

সকল গীতের তাল ও রাগিণী আছে, ও যে সমুদায় গীত মুদ্রিত হয় তাহার উপরে তাল এবং রাগিণী লেখা থাকে, কিন্তু তাহা দেখিয়া স্বর অবগত হওয়া যায় না। তাল ও রাগিণী স্বরের সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ এক তাল ও এক রাগিণীতে বহুতর স্বর প্রস্তুত হইতে-পারে। লিপিবদ্ধ স্বর দেখিয়া গীত অভ্যাস করিলে আপনা আপনি রাগিণী হইয়া যাইবে।

এই গীতটীর তাল কাওয়ালী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কাওয়ালী ১৬টী হ্রস্ব মাত্রার তাল ও ইহার সম ২য় তালে। কিন্তু এই গীতটীর আরম্ভ ৪র্থ তালে যাহাকে ফাঁক বলে। যাহা হউক পাঠিকার এইক্ষণে তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই। অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্বর দিয়া উচ্চারণ কর, তাহাহইলেই গীতটী অভ্যাস হইবে ও আপনা আপনি কাওয়ালী তাল ও বেহাগ উপরাগ হইয়া যাইবে।

বেহাগ উপরাগ।

তাল কাওয়ালী।

ব্রহ্মসঙ্গীত। সংগীত রত্নাকর।

•। । । । | ১॥ । ।
সা গ গ গ | ম প প
ভু- মি বি- না | কেএ- প্র- ভু

+॥ । । | ৩॥ ॥ | •। ।
সা· সা· সা· | নি প | ধ প
সং- কট নি- | বা- রে, | কে

। । | ১। । । । | +। । ॥ | ৩॥
ম গ | ম গ গ গ | ম প ম | গ
স- হা- য় ভ ব | অ- ন্ধ | কা-

। | } •। । । । | ১। ।
সা | প প প সা· | সা·
রে, | (র- য়ে- ছি ব- | ন্দি

। । | +। । । ।
সা· সা· | সা· সা· ঋ সা·
স ম | মো- হে- র আ-

৩॥ ॥ | •। । । । | ১॥ ।
নি প | ধ ম ম গ | ম প
গা- রে), | ক- লু- ষি- ত- | পা- প-

। | +॥॥ | ৩॥ ॥ | •। । ।
ম | গ | ম | সা গ গ
বি- | কা- | রে- | বি- ষ- য়-

। | ১॥ । । | +। । ।
ম | প সা· সা· | সা· গ· ঋ·
র- | সে- র- ত | ত ব প্রে

। | ৩। । । । | •।
গ· | ঋ' সা- স· | নি
·মা- | মৃ- ত ছাড়ি | ম-

। ॥ | ১॥ । | +॥ ॥ | ৩॥ ॥ }
নি নি | প ধ নি | নি ধ | প প
ন- ভু- | ঙ্গ- বি- | হা- | আ রে

•। । । । | ১। | । ।
সা গ গ ম | প | প প
(বি- ত- র- কু- | | পা- ত-

+॥ । । | ৩॥ । । •। | ।
ধ ধ ধ | ধ প প ম | ম
ঘা- র- ণ- | পে- প্র- ভু- মৃ- | ত-

। । | ১॥ ৺ ৺ । | +॥ ৩॥ | ৩। । । | ০। । । । |
ম ম | ম প ম ম | গ | নি প নি | সা সা ঋ না |
দে- হে- | জী- ব- ন- ন- | ঞ্চা- | দয়ে- আ- নি) | কি- আ- র- জা- |

॥ | ০॥ । । | ১। । | ১। ৺ ৺ । । | +॥ ॥ | ৩॥
সা | প মা না | সা সা | নি ধ প প ধ | নি ধ প
রে- | (পা- প- তি- | মি- র- | না- ব- তে- ব | ঘা-

। । | +। । । । | ॥ |
সা সা | সা সা ঋ সা | প |
না- শি- | বি- রা- জ- জ- | রে।":: |

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের গার্হস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় হওয়ায় তিনি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে আপনার নিকট ডাকিয়া বলিলেন "আমি পরিব্রজনে গমন করিব, অতএব আমার ধন সম্পত্তি সকল তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্! যদি বিত্তেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, না, ঐশ্বর্য্যবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ হয়, তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।" যাহাতে আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্! অমরত্ব লাভের উপায় যাহা আপনি অবগত আছেন আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয় এবং প্রিয় বাক্য বলিতেছ, অতএব তোমাকে আমি অমরত্ব লাভের উপায় বলিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অয়ি মৈত্রেয়ী, পতির জন্য কি পতি প্রিয়? না, তাহা নহে, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য পতি প্রিয় হয়।

অয়ি! ভার্য্যার জন্য ভার্য্যা প্রিয়া হয় না, কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য ভার্য্যা প্রিয়া হয়।

অয়ি! পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য পুত্র প্রিয় হয়।

অয়ি! বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বিত্ত প্রিয় হয়।

অয়ি! ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের জন্য

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়।

অয়ি! লোক সকলের জন্য লোক সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য লোক সকল প্রিয় হয়।

অয়ি! দেবতাদিগের জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন না, কিন্তু আত্মার জন্য দেবতারা প্রিয় হয়েন।

আর বেদ ও শাস্ত্র সকলের জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য বেদ ও শাস্ত্র সকল প্রিয় হয়।

আর ভূত সকলের জন্য ভূত সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য ভূত সকল প্রিয় হয়।

আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মাকেই সেই জন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

হে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞানে এই সকলই বিদিত হয়। পরমাত্মাকে না জানিয়া যে ব্যক্তি সংসারের কার্য্য করে, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রিয় জ্ঞান করে, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অভ্যাস করে, তাহার সকল কার্য্য বিফল হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই সমস্ত বাক্য দ্বারা এই উপদেশ দিলেন যে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু ও প্রিয় বস্তু এবং তাঁহার জন্যই আর সকল বস্তু সত্য ও প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে এই সকলকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র দেখে, সে ভ্রান্ত। এই আত্মা হইতেই এই লোক সকল, ভূত সকল, দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই সকলে প্রলয়কালে লীন হইবে।

যেমন দুন্দুভি জ্ঞান না থাকিলে যদি কোন অদৃশ্য দেশে দুন্দুভি ধ্বনি হয়, তাহা দুন্দুভি ধ্বনি বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন ঐ জ্ঞান হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারা যায়; যেমন শঙ্খ জ্ঞান না থাকিলে শঙ্খ ধ্বনি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু যখন শঙ্খ জ্ঞান হয় তখন পারা যায়; যেমন বীণা জ্ঞান না থাকিলে কোন অদৃশ্য দেশে বীণা বাদন হইলে তাহা যে বীণা ধ্বনি তাহা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বীণা জ্ঞান হইলে তাহা হয়; সেইরূপ আত্মজ্ঞান না হইলে অন্য বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

যেমন আর্দ্র ইন্ধন হইতে ধূমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ী, এই মহান্ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গীরস, ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা, দেবজন বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা, মন্ত্রব্যাখ্যা সকল।

যেমন নদী, তড়াগাদি সকল প্রকার জলের একমাত্র আধার স্থান সমুদ্র, যেমন

স্পর্শের আধার ত্বক্‌, যেমন রসের আধার রসনা, গন্ধের আধার নাসিকা, বর্ণের চক্ষু, শব্দের শ্রোত্র, সঙ্কল্পের মন, জ্ঞানের হৃদয়, কর্ম্মের হস্ত, গতির পদ, বেদের বাক্য; যেমন একখণ্ড লবণ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলবৎ হইয়া যায়, কেহ তাহা আর দেখিতে পায় না কেবল তাহা আস্বাদন দ্বারা উপলব্ধি হয়; সেই রূপ সর্ব্বাধার মূলাধার এই মহদ্ভূত মহান্ পুরুষ। তিনি অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে উপলভ্য। আর এই সমস্ত ভূত এবং জীবাত্মা বিনাশশীল। মৃত্যুর পর কাহার আর সংজ্ঞা বা নাম থাকে না। হে মৈত্রেয়ী! আমি এইরূপ বিশ্বাস করি।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবন্ আপনি মৃত্যুর পর জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়া আমাকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি তোমাকে মোহে নিক্ষেপ করি নাই। এ আত্মা অবিনাশী ও অবিক্রিয়। কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান হইলে বিনাশী বলিয়া বোধ হয়। আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু আর সমস্ত তাহারই প্রতিবিম্ব। যেমন জলেতে চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা সত্য নহে, যেহেতু জল স্থানান্তরিত করিলে ঐ প্রতিবিম্ব আর থাকে না, কেবল চন্দ্র থাকে; সেইরূপ ভূত সকল ও জীবাত্মা সকল সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র তাহারা সত্য নহে। অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলে সেই পরমাত্মা মাত্র থাকেন, প্রতিবিম্ব সকলের আর অস্তিত্ব থাকে না।

যেখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে সেখানে এক অন্যকে দর্শন করে, এক অন্যকে আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে, এক অন্যকে বর্ণন করে, এক অন্যকে মনন করে, এক অন্যকে জানে। যাহার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে তাঁহার পক্ষে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যাঁহাদ্বারা সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ী! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? *

* অদ্বৈতবাদ নানা সময়ে নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "I and my father are one" আমি ও আমার পিতা এক। "অহংবুদ্ধি যখন লোপ হয়, তখন ঈশ্বর সর্ব্বময় ও সকলি ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ঋষিদিগের অদ্বৈতবাদের মধ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম ভাব নিহিত আছে বোধ হয়। কিন্তু দ্বৈতভাব ভিন্ন উপাসনা ও সাধনা হয় না। বা, বো, স।

বাইবেল গ্রন্থ।

হিন্দুদিগের যেমন বেদ, পারসীদিগের আবেস্তা, মুসলমানদিগের কোরাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট বাইবেল সেইরূপ ঈশ্বরের বাক্য এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র। এই বাইবেল পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং

ইহা অবলম্বন করিয়া যে কত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

বাইবেল দুই ভাগে বিভক্ত, পুরাতন বিধান ও নূতন বিধান। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা হিব্রু ভাষায় লিখিত ও ইহুদীদিগের শাস্ত্র, তাহা পুরাতন বিধান; এবং তৎপরে গ্রীক ভাষায় যাহা লিখিত হয়, তাহা "নূতন বিধান" নামে অভিহিত। খৃষ্টানেরা উভয় ভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ ভাগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মানেন।

বাইবেল ছয়ষট্টি পুস্তকে বিভক্ত। সেই পুস্তকগুলি নানা প্রকার, এবং নানা সময়ে নানা লেখকদ্বারা রচিত। এই পুস্তক গুলির মধ্যে ৩৯ উনচল্লিশ খানি পুরাতন ও ২৭ খানি নূতন বিধানের অন্তর্গত।

প্রথমে মোশিলিখিত পঞ্চগ্রন্থ। মোশি যীশু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হইবার ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ "আদিপুস্তক" নামে অভিহিত। এই পুস্তকে লেখা আছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রে জগৎ ও প্রথম নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই নর নারী প্রথমে নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র পাপে পতিত হন। তাঁহাদের বংশ ক্রমশঃ এমন ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে যে, ঈশ্বর সমুদয় জগৎকে জলপ্লাবনে বিনষ্ট করেন, কেবল নোহ নামক একজন ধার্ম্মিক লোককে সপরিবারে রক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে নোহের বংশও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতে ঈশ্বর আব্রাহাম নামক এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার কাছে আপনার পরিচয় দেন, এবং তাঁহাকে সপরিবারে কনান দেশে যাইবার আদেশ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি তাঁহার বংশকে সেই দেশ দিবেন। আদিপুস্তকে আব্রাহামের এবং তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের ইতিহাস বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। কালক্রমে তাঁহার পৌত্র যাকোব সপরিবারে মিসর দেশে যান, এবং তাঁহার বংশ বহুকাল তথায় বাস করিয়া বহুসংখ্যক হইয়া পড়ে। মোশিলিখিত অন্য চারি গ্রন্থের নাম যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। এই সকল পুস্তকে লেখা আছে যে, মিসররাজ কালক্রমে ইস্রায়েলীয়দের উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঈশ্বর মোশির হস্ত দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক কার্য্য সকল সাধনপূর্ব্বক ইস্রায়েলীয়দিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার করেন। তিনি তাহাদিগকে একটী বৃহৎ প্রান্তরে লইয়া গিয়া তথায় তাহাদের কাছে তাঁহার দশ আজ্ঞা ও ব্যবস্থা সকল প্রকাশ করেন, এবং তাহাদের ভ্রমণকাল চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি আশ্চর্য্যরূপে তাহাদিগকে ভক্ষ্য ও পেয় যোগান। এই সকল বিষয় সেই চারি পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। মোশিলিখিত পঞ্চগ্রন্থের পরে

কয়েকখানি ঐতিহাসিক পুস্তকে পাওয়া যায়। যিহোশূয় পুস্তকে ইস্রায়েলীয়দের কনান দেশ অধিকারের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তৎপরে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বিচারকগণ, রূৎ, শামূয়েল, রাজাবলি, বংশাবলি, ইষ্রা, নহিমিহ ও ইস্থার, এই সকল পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল ঐতিহাসিক পুস্তকের পরে আরও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাইবেলে পাওয়া যায়। যোব পুস্তকে একজন ঈশ্বরভক্তের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তিনি ধার্ম্মিক হইয়াও অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এবং তাঁহার কষ্ট হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করেন। দায়ূদের গীতাবলী পুস্তকে ঈশ্বরের স্তুতি ও মাহাত্ম্যপূর্ণ অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট গীত সংগৃহীত হইয়াছে। হিতোপদেশ ও উপদেশক নামক দুইখানি গ্রন্থে নানাবিধ সদুপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমগীতে আপন প্রজাগণের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম দাম্পত্য-প্রেমের দৃষ্টান্তস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার পর ষোলখানি ভবিষ্যদ্বাণী পুস্তক বাইবেলের অন্তর্গত। ভবিষ্যদ্বাদীরা ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরের সেবায় রত ও সদাচরণে ব্যাপৃত করিবার জন্য উত্তেজনা করিতেন এবং সময় সময় তাঁহারা ঈশ্বরাণুপ্রাণিত হইয়া ভবিষ্যৎ ঘটনাও প্রকাশ করিতেন।

পুরাতন বিধানের অন্তর্গত শেষ পুস্তক-রচয়িতার নাম মালাখি। তাঁহার জন্মের ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পরে যীশু-খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। "যীশু" শব্দের অর্থ "ত্রাণকর্ত্তা," এবং "খ্রীষ্ট" শব্দের অর্থ "অভিষিক্ত" অর্থাৎ "ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত।" প্রায় ১৯০০ বৎসর হইল, খৃষ্ট এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাইবেলের বর্ণনায় যীশুখ্রীষ্টের জন্ম অদ্ভুত এবং তিনি নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করেন। বিশেষতঃ পীড়িতদিগকে এক কথায় সুস্থ করিতেন, অন্ধদিগকে দেখিবার, খঞ্জদিগকে চলিবার, বোবাদিগকে কথা কহিবার শক্তি দিতেন, এমন কি, মরা মানুষকেও জীবন দান করিয়াছিলেন। যীশু লোকদিগকে সদুপদেশ দান ও তাহাদের কল্যাণসাধনে ৩ বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতি ইহুদীরা তাঁহার দারুণ শত্রু হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, নিরপরাধী যীশুর মৃত্যুতে জগতের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

যীশুখ্রীষ্টের ইতিহাস ও শিক্ষা বিস্তারিতরূপে বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ "নূতন বিধানে" বিবৃত হইয়াছে। সাতাইশখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক নূতন বিধানের অন্তর্গত। প্রথমে মথি, মার্ক, লূক

ও যোহন লিখিত চারি "সুসমাচার" পাওয়া যায়। এই চারিখানি পুস্তকে যীশুর জন্ম, অদ্ভুত কর্ম্ম, উপদেশ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে, সে জন্ম এই পুস্তক চতুষ্টয় "সুসমাচার" নামে অভিহিত। তাহার পরে "প্রেরিতদের ক্রিয়া" নামক পুস্তক পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাদেশে সুসমাচার প্রচারিত হইবার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে মহাত্মা পল প্রভৃতি প্রচারকেরা কোন কোন খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলী অথবা বিশ্বাসী ব্যক্তির সমীপে যে সকল পত্র লেখেন, তাহা পাওয়া যায়। সেই সকল পত্রে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় আন্দোলিত হইয়াছে এবং তাহা ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সকলের শেষে "আপ্তবাক্য" নামক পুস্তক আছে; এই পুস্তকে যোহনের নিকটে প্রকাশিত স্বর্গীয় নানাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল দর্শনের সার এই যে বিশ্বাসীরা ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিবে বটে, কিন্তু অবশেষে বিশ্বাসের জয় এবং যীশুখ্রীষ্টের রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জরুর সিং।

ভ্রাতৃস্নেহরূপ স্বর্গীয় ভূষণে
ভূষিতা যে নারী, এতিন ভুবনে
সেই হয় ধন্যা। এহেন ললনা
রমণী সমাজে কে আছে বলনা?
বালিকার মনে কি মহান্ ভাব,
এতই উদার রমণী-স্বভাব!
ছাড়ি অবরোধ দিতে ঋণ শোধ—
যে ঋণের দায়ে আবদ্ধ ভাই,
অবলার প্রাণ উদ্ধারিতে তারে
উঠিল কাঁদিয়া! সাধে কি গাই
বালিকার গুণ? স্বর্গের প্রসূন—
ফুটিয়ে মরতে শোভিছে দ্বিগুণ!
মোহিছে সবায় কি নবরাগে?
সিপাহী সাজিয়ে ছদ্মবেশ ধরি,
সৈনিক দলেতে পশিলা সুন্দরী।
কি চরিত্র-বল সুদৃঢ় অটল!
কে বলে অবলা এত হীনবল?
যে কাজে পুরুষ ভয়ে ভীত অতি,
সে কাজে নারীর কিসে হ'ল মতি?
(বুঝি) ভ্রাতৃ-স্নেহ রসে বিগলিত মন!
(তাই) স্বার্থ-সুখ সব দিবে বিসর্জ্জন,
অসাধ্য সাধনে হ'ল অগ্রসর,
এহ'তে কি আছে লক্ষ্য উচ্চতর?
ঝাঁপ দিবে আজ পরীক্ষার মাঝে!
এ হেন সাহস বালিকারে সাজে?
অগ্নিমন্ত্রে যার হইয়াছে দীক্ষা,
সে কি করে কভু সময় প্রতীক্ষা?
এত যে তিতিক্ষা কি শিক্ষা বলে?
দু তিন বছর গেল এই ভাবে,
কেহ না জানিল রমণী-স্বভাবে!

কিন্তু এক দিন সৈন্য একজন,
হয়ে সন্দিহান—পশ্চাতে গমন
করিল তাহার অতি সংগোপনে,
একেলা স্নানেতে যায় কি কারণে ?
আড়ালে থাকিয়ে দেখিল তাহায়,
সিপাহীর সাজে সেনা-বালিকায় !
শিবিরে সে কথা হইল প্রচার
কেন একাকিনী করে স্নানাহার ?
সেনাপতি শুনি চাহিলা দেখিতে,
সেনা-দল গিয়ে আনিল সাক্ষাতে।
সিন্ধিয়ার কাণে পৌছিল সংবাদ,
বারেক হেরিবে মনে বড় সাধ।
রাজা ও মহিষী সুধাইলা তারে
থাকিবে কি তুমি এ রাজ সংসারে ?
'জরুর সিং' তাতে একান্ত নারাজ
কহিলা কাতরে ক্ষম মহারাজ !
আসিনু এ কাজে ভ্রাতার তরে।
সিন্ধিয়া তখন লিপি সহযোগে
অর্থ রাশি দিয়ে কতই উদ্যোগে,
ভূপালে তাহারে—নবাবের কাছে
পাঠালেন ত্বরা কারা-মুক্তি যেচে,—
জরুর ভ্রাতার যেথা ঋণ-দায়,
ফাটকে আটক করেছে তথায়।
তাহ'তে উদ্ধারি গেল নিজ বাসে
ভ্রাতার সহিত মাতিয়ে উল্লাসে !
হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা আর !

তোমার সুনাম গাইবে সকলে
দিয়ে করতালি 'বীর-বালা ব'লে !
ভারতের নারী তুলা দিতে নারি,
সাহস উদ্যম যাই বলিহারি !
যে ভাব দেখালে বালিকা জীবনে,
ভুলিবে না কভু স্বদেশীয় গণে !
তব নাম হ'ল চিরস্মরণীয়,
সকলের তুমি হ'লে বরণীয় !
রমণী সমাজে রাখিলা যে নাম,
শত কণ্ঠে সবে গাবে অবিরাম !
চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি অগণন তারা,
ঘোষিবে সুযশ দিবানিশি তারা।
জাহ্নবী যমুনা কৃষ্ণা গোদাবরী,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদা কাবেরী,
বিন্ধ্য হিমাচল গাবে অবিরল
তোমার কাহিনী হইয়ে বিহ্বল !
কে বলে মানবী জরুর তোমারে ?
স্বরগের দেবী বিরাজো সংসারে !
ভ্রাতৃস্নেহ রূপ সুধারসে প্রাণ
মাতোয়ারা কার তোমার সমান,
কে চায় গরিব সহোদর পানে !
এত স্নেহ রস আছে কার প্রাণে !
যে মহাপ্রাণতা দেখাইলে তুমি,
তব নামে আজ ধন্যা আর্য্য ভূমি,
ধন্যা ধন্যা তুমি ধন্যা এই ভবে।

শ্রী চ।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

৩৪৯ সংখ্যা ৩০১ পৃষ্ঠার পর।

যে সকল বস্তু এই রূপ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক বলে। কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করিলে আহত পরমাণুসকল

আঘাত বলাভিমুখে চালিত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকেও চালিত করে। ইহারা আবার ইহাদিগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সকলকে চালিত করে, এইরূপে সেই আহত বস্তুর সমস্ত পরমাণু আঘাত বলাভিমুখে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রথম আহত পরমাণু সকল যখন অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরমাণু সমূহের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহারা ঐ পরবর্ত্তী পরমাণু হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানাভিমুখে প্রতিপ্রেরিত হয় এবং ঐ প্রতিঘাত বলে স্বস্থান ছাড়াইয়া কতক দূর চলিয়া যায়। এইরূপে ঐ আহত বস্তুর পরমাণুসকল বার বার আঘাত বলের অভিমুখে ও প্রতিমুখে পরিচালিত হয়। একটী রবার বা হস্তিদন্তের গোলক যদি ভূমিতলে আঘাত করা যায়, উহা ভূমিতল হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। অথবা যদি একটী দোলককে (Pendalum) একদিকে টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ দোলক স্বস্থানাভিমুখে ধাবিত হয় এবং স্বস্থান ছাড়াইয়াও কতক দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বার বার অভিমুখে ও প্রতিমুখে চালিত হইয়া শেষে স্বস্থানে অবস্থান করে। আহত বস্তুর পরমাণু সকলের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই পারমাণব প্রকম্প (Vibrations) বলা যায়।

যখন কোন স্থিতিস্থাপক বস্তুতে দৃঢ় আঘাত করা যায়, তখন তাহার পারমাণব প্রকম্প জন্মিয়া পার্শ্বস্থ বায়ুতে সংক্রামিত হয়। বায়ু নিজে বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক, সুতরাং বায়ুতে ঐ পারমাণব প্রকম্প বহুদূর প্রসারিত হয়। কোন জলাশয়ে যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে অবিলম্বে তরঙ্গ উৎপন্ন ও প্রসারিত হইয়া তীরে আঘাত করে, এবং ঐ জলে পদ্ম পত্রাদি যাহা কিছু থাকে, ঐ তরঙ্গ সংযোগ কম্পিত হইতে থাকে। সেইরূপ বায়ুতরঙ্গ কর্ণ মধ্যস্থ পটহাকার পাতলা চর্ম্ম প্রকম্পিত করে। এই কর্ণপটহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে সংলগ্ন আছে। কর্ণপটহে বায়ু তরঙ্গের সংস্পর্শ হইলেই ঐ স্নায়ুতে তাড়িতবেগবৎ এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়। এই বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে আমাদিগের শব্দ জ্ঞান হয়। ইহা এক্ষণে প্রায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান মাত্রই স্নায়ুবেগসম্ভূত। যখনি হস্তাদির ত্বকে অগ্নি বা অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শ হয়, তৎক্ষণেই ঐ ত্বক্ সংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলেই স্পর্শজ্ঞান হয়। এইরূপ যখন কোন খাদ্য দ্রব্য রসনা সংযুক্ত হয়, অথবা আলোক চক্ষু সংযুক্ত হয়, তখন ঐ রসনা বা চক্ষুসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং তাহাতে আস্বাদন বা দর্শন জ্ঞান হয়। সেইরূপ শব্দ জ্ঞানের সময়ে কর্ণ পটহ সংলগ্ন স্নায়ুতে একপ্রকার

বেগের উৎপত্তি হয়। উহা কর্ণ পটহের কম্পনবেগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু বায়ু নিজে অতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণু সকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ু মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে, কম্পমান পদার্থ মাত্র হইতেই কম্পন ক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ুমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহা বায়ু রাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গায় তরঙ্গ সকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে, সেইরূপ কম্পমান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একটা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসৃত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তু সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতঃই সজীব অনুভবক্ষম ধমনী সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দররূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। সে যাহা হউক ঐ প্রকার সজীব ধমনী সকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনী সমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই আমরা শব্দ কহি।

"আকাশসম্ভবোনাদস্তথানাহত উচ্যতে।"

নাদ পুরাণ।

নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু যদি ঐ কম্পমান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হয়।

"নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্যচ।"

নাদসংহিতা।

পূর্ব্বকালের বিপুল চিন্তাশীল আর্য্য-ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে আকাশই সর্ব্বাদিম, জগতের মূল কারণ, সৃষ্টি শক্তির বীজ স্বরূপ। আকাশ হইতেই বায়ু প্রভৃতি ভূতনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৃষ্ট বস্তু আকাশেই অবস্থিতি করে, আকাশেই লীন হয়। আকাশ এক মহতী শক্তির রাশির স্বরূপ। "শব্দ-গুণমাকাশম্।" আকাশ বায়ুর ও শব্দের সমবায়ী কারণ। বায়ুও আকাশ হইতে জন্মিয়াছিল, অতএব শব্দগুণটী আকাশের অসাধারণ ধর্ম্ম। বায়ু প্রভৃতি পরভাবিক ভূতেও শব্দগুণ আছে বটে, কিন্তু তাহা তাহারা আকাশের নিকটেই লাভ করিয়াছে। অতএব, আকাশকে অনুমান করিতে হইলে বায়ুর ও শব্দের উৎপত্তি অর্থাৎ আদ্যাবস্থাই আকাশ, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। বৃক্ষের প্রকৃতি বা আদ্যাবস্থা যেমন বীজ, সেইরূপ শব্দের ও বায়ুর আদ্যাবস্থা বা বীজ আকাশ। বীজ না থাকিলে যেমন প্ররোহ হয় না, সেইরূপ আকাশ না থাকিলেও শব্দ হইত না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'আকাশ কোন বস্তু নহে; উহা কেবল সংজ্ঞামাত্র; সুতরাং উহার কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই। তোমরা শব্দ গুণের কথা বলিলে, তাহা বায়ুর গুণ। বায়ু হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বায়ুই কঠিন বস্তুদ্বয়ের দ্বারা অভিহত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে। শব্দ যে বায়ু হইতেই জন্মে, আকাশ হইতে জন্মে না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যথা—বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থান হইতে বায়ুকে নিষ্কাশিত কর, তৎপরে সেই বায়ুশূন্য স্থানে দুই কঠিন বস্তু লইয়া পরস্পরকে অভিঘাত কর, দেখিতে পাইবে, তথায় কোনও শব্দ উৎপন্ন হইতেছে না। এতদ্রূপ বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, শব্দ বায়ুর গুণ—আকাশের গুণ নহে; শব্দ আকাশের গুণ হইলে, অবশ্য তখনও শব্দ হইত। কিন্তু তথায় যখন শব্দ হয় না, তখন আর শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পার না।

এই যুক্তি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের যুক্তির নিকট অকিঞ্চিৎকর। যথা—আকাশ বা ব্যোম ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারিতে, বায়ু নিঃসৃত করণের ন্যায় যদি উহাকে বুলাইয়া ফেলিয়া শব্দ জন্মাইতে পারিতে তাহা হইলে তুমি শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিতে পারিতে। কিন্তু যখন তুমি তাহা পার না, তখন তুমি কিসে জানিলে যে শব্দ আকাশের গুণ নহে? আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ করা দূরে থাকুক, শব্দজনক বস্তুদ্বয়ের অভিঘাত সিদ্ধও করিতে পারিবে না। যদি তুমি সত্য সত্যই "বায়ুশূন্য স্থলে শব্দ হয় না" এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তবে তোমার তদ্বিষয়ে বুঝিবার ত্রুটী আছে।

সেস্থলে তোমার ইহাই বুঝা উচিত যে, সর্বত্রস্থলে যেরূপ শব্দ হয়, নির্ব্বাত স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ শব্দ বহনকারী বায়ুর অভাবে তাহা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয় নাই, কেন না আঘাতদ্বারা আকাশে যে শব্দ জন্মে, তাহা বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ে নীত হয়। সেই নির্ব্বাত স্থলের শব্দ বায়ুর অভাবে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপনীত হয় নাই, সুতরাং তুমি তাহা শুনিতে পাও নাই। অপিচ, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত, শব্দের কিরূপ কারণ, তাহাও দেখা আবশ্যক। যুক্তিদ্বারা নির্ণয় হয় যে, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র; সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নহে। কেন না সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের স্বভাব এই যে, উহারা নষ্ট হইলে তৎসমবেত কার্য্যও নষ্ট হয়। ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা আর তাহার অসমবায়ী কারণ কপাল কপালিকার সংযোগ। এই দুই কারণের অভাব হইলেই তজ্জাত ঘটের অভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বস্তুদ্বয় ও তদভিঘাত চলিয়া গেলেও তদুৎপন্ন শব্দ চলিয়া যায় না। সুতরাং ঋষিরা শব্দ নিমিত্ত কারণ এবং আকাশই তাহার সমবায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দ যে আকাশসমবেত হইয়াই জন্মলাভ করে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

(ক্রমশঃ)

পক্ষীর স্মৃতিশক্তি।

(রোমান হইতে সংগৃহীত)

পক্ষীজাতির স্মৃতি-শক্তি অদ্ভুত। অনেক পক্ষী কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে এক নির্দ্দিষ্ট দেশ হইতে অন্য নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করে। যদিও ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব অদ্যাপি জানা যায় নাই, তথাপি এ কথাটা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে স্থান বিশেষের স্মৃতি মনে রহিয়া যায় বলিয়া বর্ষান্তে পুনরায় তাহারা সেইস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। বাক্‌লাণ্ড সাহেব তাঁহার কৌতূহলমালা (Curiosities) নামক গ্রন্থে একটী পায়রার বিবরণে লিখিয়াছেন, যে একটী কপোত আঠার মাসের অনুপস্থিতির পর, কেবল মাত্র স্বর শুনিয়া তাহার পত্নী কপোতীকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিহঙ্গবিজ্ঞান গ্রন্থে (American Ornithology) একটী কাকের স্মৃতি শক্তির বড় সুন্দর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকার ডিলাওয়ার নদীর তটে, একটী গ্রামে একজন ভদ্রলোক একটী কাক পুষিয়াছিলেন। কাকটীকে লইয়া তিনি সর্ব্বদা খেলা

করিতেন। কাকটী একবার দৈবাৎ উড়িয়া চলিয়া যায়। অনেকদিন চলিয়া গেল; কাকটি আর ফিরিল না দেখিয়া, ভদ্রলোকটি মনে করিলেন যে, হয়ত কোথাও বন্দুকের গুলিতে অথবা অন্য কোন প্রকারে মরিয়া গিয়াছে। প্রায় এগার মাস পরে একদিন সেই লোকটি অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত নদীকূলে বেড়াইতেছেন; সহসা একটা কাক দল ছাড়িয়া তাঁহাদিগের দিকে উড়িয়া আসিল, এবং ভদ্রলোকটির ঘাড়ের উপর বসিয়া নানা স্বর ভঙ্গীতে চিৎকার করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটী প্রাচীন বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সে ধরা দিল না। সে মুক্ত আকাশ-ক্ষেত্রে স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া স্বাধীনতার মধুরতা আস্বাদন করিয়াছিল, কাজেই আর বন্দী হইতে চাহিল না; কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'কা' 'কা' করিয়া উড়িয়া আপনার দলে গিয়া মিশিল। তাহার পর হইতে আর তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। কাকচরিত্র(Logic of Chance) গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত ভেল সাহেব একটি তোতার বিবরণ রোমানে (Romanes) সাহেবকে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আমার একটা তোতা ছিল; সেটি পশ্চিম আফ্রিকায় বাচ্চা অবস্থায় ধৃত হয়। আমি এই পাখীটাকে জানালার ধারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সে সদর দরজার ও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ সমান শুনিতে পাইত। খিড়কীর দরজায় একটা কুকুর থাকিত, সে ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেই ডাকিয়া উঠিত। তোতাটি স্বধু যে কুকুরের ডাক অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাই নয়, সদর দরজার এবং খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজের প্রভেদ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিল; কারণ দেখা গিয়াছে যে যখন কুকুরটি দরজায় থাকিত না, তখনও খিড়কীর দরজার ঘণ্টার আওয়াজ পাইলেই, কুকুরের মত ডাকিয়া উঠিত।

ওয়াল্‌টার পলক সাহেব যে বৃত্তান্তটি লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে তোতা পাখী কথা মুখস্থ করিতে তো পারেই, তাহা ছাড়া আবার পূর্ব্বের অভ্যস্থ কথা কিঞ্চিৎ ভুলিয়া গেলে, চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে স্মরণ করিয়া লইতে পারে। বিবি নেপিয়ারের একটা তোতা "বুড়া ডান্ টাকর্" পড়িতে শিখিয়াছিল। একবার সে সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া, পুনরায় স্মরণ করিবার জন্য "বুড়া, বুড়া" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বুড়া বেসি টাকর" কিন্তু বুঝিতে পারিল যে তাহার কথা ঠিক্ হয় নাই; অমনি আবার "বুড়া বুড়া" বলিয়া কপচাইতে লাগিল। সে বাস্তবিকই "ডান্" শব্দটি স্মরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, দেখিবার জন্য বিবী নেপিয়ার যাই 'ডান' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, অমনি তোতা বলিয়া উঠিল, "বুড়া ডান্ টাকর"। তাহার পর আর "বুড়া বুড়া" বলিয়া না চেঁচাইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া

দাঁড়ে বসিয়া স্কুলের বালকের মত "বুড়া ডান্ টাকর্" আবৃত্তি করিতে লাগিল।

যাঁহারা পাখী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা পাখীর বুদ্ধি, মেজাজ, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির যদি পরীক্ষা করেন, তবে অনেক শিক্ষা ও আমোদ লাভ করিতে পারেন।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়।

কালা ও বোবাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব মানব সংসারে অল্প। শব্দ কি? ইহারা জানেনা এবং শব্দজ্ঞান না থাকাতে সকল জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার ইহাদিগের নিকট রুদ্ধ। যাহারা অন্ধ, তাহারা কথা শুনিতে পায় ও বলিতে পারে, সুতরাং ভাষাজ্ঞানের সহায়তায় সমুদায় জ্ঞান উপার্জ্জনে তাহারা অধিকারী। কিন্তু কালাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং তাহাদিগের জন্মগ্রহণ একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

কালা বোবারা যে শিক্ষালাভ করিতে পারে, এদেশের লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদিগের জন্য শত শত বিদ্যালয় আছে এবং ইহারা সুশিক্ষিত হইয়া বড় বড় কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে যদিও মূক বধিরের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, ইহাদিগের জন্য একটীও বিদ্যালয় ছিল না। ৪।৫ বৎসর হইল বোম্বাই সহরে একটী মাত্র বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রায় ২৫টী ছাত্র আছে এবং গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী ও দয়ালু লোকদিগের সাহায্যে ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে।

গত মে মাসে কলিকাতায় কালা-বোবাদিগের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিটী কলেজের গৃহে কয়েকটী সদাশয় লোকের উৎসাহে দুইটী মাত্র ছাত্র লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১১টী হইয়াছে এবং ৩ জন শিক্ষক অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন বোম্বাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা করেন। শিক্ষা গুণে কালা বোবারা মা, বাবা, কাকাবাবু, হাতী, ঘোড়া, আঁব, আতা, বাবা টাকা দাও, মা ভাত দাও, মা দয়া কর, তোমার নাম কি প্রভৃতি অনেক কথা উচ্চারণ করিতে ও লিখিতে পারে, আপনাদিগের নাম বাঙ্গালাতে ও ইংরাজিতে লিখিতে পারে, কেহ কেহ অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহারা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিতেছে। এক একটী ছাত্রকে এক একটী কথা শিক্ষা দিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষকেরা এবিষয়ে অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত আগষ্ট মাসে বোবাকালা বালক-

গের ত্রৈমাসিক পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত তারা কুমার কবিরত্ন ও বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রভৃতি ইহাদিগের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। তখন ছাত্রেরা যে অল্প অল্প শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই অনেকে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই বালকদিগকে আলিপুর পশুশালা দর্শনার্থ লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে তাহারা বড়ই আনন্দ লাভ করে। শোভাবাজার রাজবাটী, বিসপ্ স কলেজ প্রভৃতি আরও কয়েকস্থানে ইহারা আহূত হইয়া যায় এবং আহার ও পারিতোষিকাদি পাইয়া বড়ই প্রীত হয়। বালকদিগের মধ্যে সকলেই হিন্দু, কেবল একটী ফিরিঙ্গী; ইহাদিগের বয়স ৪ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত। অল্পবয়স্ক বালকেরা অধিক পরিষ্কাররূপে কথা কহিতে শিখে। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে বন্য জন্তুর মত উগ্রস্বভাব ছিল, কিন্তু ক্রমে ধীর ও শান্ত হইয়া আসিতেছে।

গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি সিটী কলেজ হলে এই বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক উপলক্ষে মহাসমারোহ হয়। তাহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান সেক্রেটারী অনরেবল কটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার অনেক মান্যগণ্য লোক এবং কয়েকটী ইংরাজ, মেম সাহেব এবং বঙ্গমহিলাও উপস্থিত হন। প্রথমে একটী অল্পবয়স্ক ছাত্র কালা বোবাদিগের জন্য রচিত দুইটী সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে, তৎপরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং একটী শিক্ষক "মূক বধিরদিগের বিদ্যাশিক্ষার আমূল ইতিবৃত্ত" পাঠ করেন। পরে বালকেরা তাহাদিগের শিক্ষার পরিচয় দেয়। বাক্য উচ্চারণ, লেখা, উচ্চারিত শব্দ অনুসারে বস্তু প্রদর্শন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং পরস্পরে কথোপকথন ইত্যাদিতে তাহারা যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করে, তাহাতে সভাস্থগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও মোহিত হন। তৎপরে সভাপতি ড্রইং ও চিত্রের বাক্স, পুস্তক, ছবি ও নানাপ্রকার খেলনা পারিতোষিক দান করিলে কালা বোবারা মস্তক অবনত করিয়া শান্তভাবে একে একে গ্রহণ করে। ইহার পরে কয়েকটী প্রস্তাব হয়। প্রথমতঃ দেশহিতৈষী সাধারণ লোকে এই বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দান করেন, মাণ্যবর বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব করিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিসপ্ স কলেজের অধ্যক্ষ হোয়াইটহেড সাহেব ইহার পোষকতা করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রো সাহেব ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন হৃদয়স্ফূর্ত্ত ভাষায় ইহার সমর্থন করেন এবং রো সাহেব নিজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া প্রত্যেক ইংরাজকে তাঁহাদের বর্দ্ধিত নূতন বেতনের দশমাংশ এই কার্য্যে দিতে অনুরোধ করেন। কলি-

কাতা মিউনিসিপালিটীর সাহায্য লাভার্থ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়া এ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য বিশদ ভাষায় প্রকাশ করেন এবং রেবরেণ্ড মাকডোনাল্ড সাহেব তাহার পোষকতা করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ফাদার লাফোঁ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য তৃতীয় প্রস্তাব করেন, সিবিলিয়ান জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষকতা করিলে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ইহার সমর্থন করেন। সকল বক্তাই সংক্ষেপে যে যে বক্তৃতা করেন,তাহা শ্রোতাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল এবং সর্ব্বসম্মতিতে সকল প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় অনেক সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে বেশী বলিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখ করিলেন এবং বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া সভাকার্য্য শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব এবং মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর তাহার পোষকতা করিলে সর্ব্বসাধারণে আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার অনুমোদন করেন। সভাকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি এবং সহৃদয় হিতৈষী নরনারীদিগকে অর্থে ও সামর্থে ইহার সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করি।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বালিকা শিক্ষা, ১ম ভাগ, শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /০ আনা। বালিকাদিগের বিশেষ উপযোগী করিয়া এই বর্ণপরিচয় রচিত হইয়াছে। ইহা বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

২। তীর্থযাত্রা, প্রথম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। সুপ্রসিদ্ধ "Pilgrim's Progress" পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মপথযাত্রীদিগের পক্ষে এরূপ পুস্তক অতি উপাদেয় ও উপকারী। ইহার কবিতা সকল যেমন সুললিত, ইহার মধ্যে লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও ধর্ম্মবিষয়ক অভিজ্ঞতারও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। সঙ্গীতহার ২য় ভাগ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ব্রহ্মসঙ্গীত গায়কদিগের মধ্যে পুণ্ডরীক বাবু একজন গণনীয় এবং তাঁহার গান সকল যেমন তানলয় বিশুদ্ধ, সেইরূপ ভক্তিরসোদ্দীপক। তাঁহার রচিত প্রথমভাগ সঙ্গীতহার এজন্য বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেও অনেকগুলি মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন আছে। ভগবদ্ভক্ত ও সঙ্গীত রসজ্ঞদিগের নিকট এ পুস্তকখানিও প্রীতিকর হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কৃষ্ণা নদীর উপর দিয়া যে টেলিগ্রাফ তার গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট, উচ্চতা ১২০০ ফুট।

২। বাইবেল পুস্তকখানি ৩৪৪টী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

৩। মিস চক্রবর্ত্তী নামে একটী বঙ্গ-মহিলা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। সিটি কলেজের মূক ও বধির বিদ্যালয়ের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রো সাহেব ও তাঁহার পত্নী বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় লর্ড ও লেডী এলগিন এবং লেডী ইলিয়ট ইহার সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫। ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেগাজিন এণ্ড রিভিউ নামক পত্রে প্রকাশ যে ভারতের ৩০৬ জন লোক এখন বিলাতে বাস করিতে ছন্। ১৮৯০ সালে মোট ২০৭ জন ছিল।

বামারচনা।

বসন্ত।

বসন্ত! সাধে কি তোমায় বলে ঋতুরাজ?
শীতের প্রকোপ যায় তব পরশনে।
তোমার পরশ পেয়ে,
কোকিল মধুর গেয়ে,
ভুলায় ভাবুক প্রাণ ভাবুকের সনে,
তব সম কেহ নয় পৃথিবী রঞ্জনে।

বসন্ত তোমার সনে সকলি সুন্দর,
পরশ মণির সম তব পরশন;
নির্ম্মল নদীর জল,
নির্ম্মল আকাশ তল,
তোমা ছুঁয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু মলয় পবন,
তুমি দেও ফলে মূলে নূতন জীবন।

প্রকৃতি হাসাতে তুমি পার হে বসন্ত!
দশ মাস গর্ভে ধরি জননী যেমন,
হেরে সন্তানের মুখ,
ভুলে যায় গর্ভদুখ,
তেমতি প্রকৃতি তোমা করি দরশন,
গ্রীষ্ম, বর্ষাদির দুঃখ, হয় বিস্মরণ।

হে বসন্ত! সাধ্য যেন সকলি তোমার,
বিরহী হাসাতে, পার কলিকা ফুটাতে,
বন্ধ্যা গাছে দেও ফল
রৌদ্র তাপে ঢাল জল,
কভুবা ইচ্ছায় পার ময়ূর নাচাতে,
মৃতপ্রায় লতিকায় পারহে বাঁচাতে।

সকল সমান তুমি করহে বসন্ত!
দিবায় নিশায় কর সম পরিমাণ,
শীত গ্রীষ্ম সম হয়,
হিম তাপ নাহি রয়;
স্থলে নানা ফুল, জলে পদ্ম শোভমান,
পশু পাখী নরগণে আদরে সমান।

জীবনে যৌবন সম, সময়ে বসন্ত!
তিথিতে পূর্ণিমা সম, মানবে রাজন,
নগরের রাজধানী,
ফুলে পারিজাত মানি;
দেবে যেন, দেবরাজে করি দরশন,
তেমতি সময়ে তুমি মানসরঞ্জন।

তাই বলি সদা তুমি থাক হে বসন্ত!
শীত গ্রীষ্মে বরষায় হেরিয়ে তোমায়,
সদা তব পরশনে,
প্রকৃতি প্রফুল্ল মনে,
থাকে যেন, সদা পিক কুহু রব গায়,
হরিলীলা রসে ভাসে বিশ্ব সমুদায়।

শ্রী সরোজিনী দেবী
কিশোরগঞ্জ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫১ সংখ্যা	চৈত্র ১৩০০—এপ্রেল ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট—এ বৎসর মহারাণী স্বয়ং পার্লেমেণ্ট খুলিয়াছেন এবং বক্তৃতায় বলিয়াছেন পৃথিবীর সমগ্র জাতির সহিত তাহার সদ্ভাব আছে।

গ্লাডষ্টোন্—ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষুর অবস্থা দেখিয়া সহৃদয়া ইংলণ্ডেশ্বরী দুঃখ করিয়াছেন। গ্লাড্ষ্টোন্ পার্লেমেণ্টের সভ্যপদ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার আশা আছে একটু সুস্থ হইলেই পুনরায় রাজনৈতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

দান—কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী লোইস জুবিলি স্বাস্থ্যালয়ে ৩,০০০ এবং রঙ্গপুরের শিল্পবিদ্যালয়ে ৪,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ছাত্রীবৃত্তি—বঙ্গমহিলাগণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থে যে ১৬৭০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহার সুদের টাকায় একটী বৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে হিন্দুবালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিবে, তাহাকে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

মহারাণীর ভ্রমণ—ইংলণ্ডেশ্বরী সদল ফ্লোরেন্সে গমন করিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিবেন। ভ্রমণের ব্যয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হইবে।

রামমোহন রায় ক্লব—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটী-কলেজ গৃহে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩এ মার্চ্চ ইহার ষাণ্মাসিক অধি-

বেশনে বহুলোকের সমাগম হয়। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ এবং মান্দ্রাজ নিবাসী পিটার পিলে রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—৫ই মার্চ্চ এই কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। লর্ড এলগিন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন, লেডি বেবিলটন্ স্মিথ পারিতোষিক দান করেন। কতকগুলি বড় মেয়ে এক একটী ছোট মেয়েকে লইয়া ফুলের গহনা পরাইবার যে অভিনয় করেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

বিলাত প্রবাসী ভারতবাসী—ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৯০ সালে ২০৭ ছিল, এখন ৩০৬ হইয়াছে। হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার সপক্ষে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত মত দিয়াছেন, গত প্রদেশীয় কনফারেন্স সভায় অধিকাংশের মতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। বিলাত ভ্রমণ ক্রমে আরও সাধারণ ও নির্বিঘ্ন হইবে।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার এক নূতন অনুষ্ঠান পত্র পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার স্থায়ী ফণ্ডের জন্য ৪০০০টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্যাগ স্বীকারকে ধন্যবাদ! তিনি তাঁহার বরাহনগরের বসতবাটী বাগান প্রভৃতির সহিত ৭ বিঘা জমি (যাহার মূল্য ২০। ২২ হাজার টাকা) ইহার জন্য উইল করিয়া দিতেছেন। হিন্দু বিধবারা ধর্ম্ম ও আচার প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে বাস করিতে পারিবেন। এরূপ সদনুষ্ঠানে সাধারণের আনুকূল্য দান করা কর্ত্তব্য।

বার মেসে।

(বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসের সংক্ষিপ্ত কৃষি বিবরণ।)

এক্ষণে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যেরূপ অন্নকষ্ট হইয়াছে, অনাহারের হাহাকার ধ্বনিতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেরূপ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আহার্য্য শস্যের দুর্ভিক্ষ মূল্য যেরূপ স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষি কার্য্যে মনোযোগ পূর্ব্বক উৎপন্ন বৃদ্ধি না করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই। বঙ্গদেশের ভূরাজস্বের সহিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে এদেশের কৃষির উন্নতি

কল্লে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ করিবার কথা নহে। কিন্তু আমাদের নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সেই গবর্ণমেণ্টেরও মন টলিয়াছে, তজ্জন্য তিনি ১৮৯২ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেট্ দ্বারা কয়েক খানি কৃষিপুস্তক স্কুল পাঠশালায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরাও বামাবোধিনীর বিগত কয়েক সংখ্যায় কৃষি বিষয়ে কতক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি—উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টিপাত দ্বারা এ দেশের হীনাবস্থ কৃষির উন্নতি হইবে; তৎসঙ্গে উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়া আমাদের উপস্থিত দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশীয় শিক্ষিত জনগণের মন, আদৌ কৃষির দিকে যাইতেছে না, তাহাদিগের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দাস্যের প্রতিই নিয়োজিত রহিয়াছে। যতদিন এইরূপে চলে চলুক। চাকুরীর দ্বারাও আমাদের অনেক মঙ্গল হইতেছে। কেননা জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যতীতও শরীর ও মনকে সংযত ও নিয়মিত করিবার শত উপায় আছে, তন্মধ্যে পরের চাকুরি একটী প্রধান ও স্বাভাবিক উপায়। সুতরাং মনুষ্যসমাজের সঙ্গে২ উহা চিরকালই থাকিবে। কিন্তু কতক গুলি শিক্ষিত লোককে কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিতেই হইবে এবং অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি ক্রমশঃ সেই কালকে নিকটবর্ত্তী করিতেছে।

সাংসারিক সচ্ছল অবস্থা আনয়ন জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করিবার বিলম্ব থাকিলেও যে কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাংসারিক নিত্যব্যয়ের সংকোচ করা বোধ হয়, সকল সময়েই কর্ত্তব্য ও প্রার্থনীয়। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান চৈত্র মাস হইতেই গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, সবজী, তরকারী, ফল, ফুল, মসলাদির চাস আবাদের এমন একটী প্রণালী যথাক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, যদ্দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সকল শাক, তরকারী, ফল, মূল নিত্য আহার করিতে হয়, তাহা গৃহ সন্নিহিত উদ্যানে বা গৃহ প্রাঙ্গণে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। যাঁহাদের উদ্যান কার্য্যে অভিজ্ঞ মালী চাকর রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়; কিন্তু কোন সময়ে কোন্ ফসলে কিরূপে চাস আবাদ করিতে হয়, তাহা জানা না থাকায় অনেকেরই সে বাসনা পূর্ণ হয় না। যে যে মাসে যে যে ফসলের চাস আবাদ যেরূপে করিতে হয়, আমরা তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসের বামাবোধিনীতে সেই সেই বিবরণ প্রকাশ করিব। মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে সকলেই প্রতি মাসের কর্ত্তব্য সম্পাদনের সুযোগ পাইবেন। এইজন্যই প্রবন্ধের নাম হইল "বারমেসে"।

চাস আবাদের জন্য ভূমিনির্ণয়, মৃত্তিকা পরীক্ষা, সারধান, শস্যপর্য্যায়, পাইট (culture) প্রভৃতি বহুবিধ বৈজ্ঞা-

মিক কার্য্য আছে। চাস আবাদের পূর্ব্বে সেগুলি অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেও আমরা এক্ষণে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। হস্তক্ষেপ না করিবার দুইটী কারণ—প্রথমতঃ এবৎসর মাসিক পত্রিকায় সে সকল প্রকাশ করিবার সময় নাই, দ্বিতীয়তঃ আমরা যে সকল ফসলের চাস আবাদ বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয় জানিবার তত প্রয়োজনও নাই। যে টুকু জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা এই স্থলেই বলিয়া দিব।

গৃহস্থ মাত্রেরই বাটীতে প্রায় দুই একটী গরু থাকে এবং তজ্জন্য একটী গোশালা আছে। গোশালার সম্মুখে ৫।৬ হস্ত গভীর একটী কূপ বা গর্ত্ত খনন করা আবশ্যক। গোশালার মেজে হইতে ঐ গর্ত্ত পর্য্যন্ত একটী নালা এরূপে প্রস্তত করিয়া দিতে হইবে যেন প্রতিদিনকার গোমূত্র গড়াইয়া ঐ গর্ত্তে আসিয়া পড়িতে পারে। প্রতিদিন বাটীতে যত গোবর হইবে, তাহার কিয়দংশ এবং ঘুঁটে পুড়াইয়া যত পাঁশ হইবে, সেই গুলি ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ঘর দ্বার, উঠান ঝাঁইট্ দিয়া যত ৩চলা ও বৃক্ষের গলিত পত্র জড় হইবে, তৎসমুদয় ইতস্ততঃ নিঃক্ষেপ না করিয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। প্রতিদিন বাটীতে যদি মৎস্য, মাংসের ব্যবহার থাকে, তাহার অব্যবহার্য্য অংশ ও ধৌত জলও ঐ গর্ত্তে ফেলিতে হইবে। স্নানের জল, এবং চাউল তরকারী ধোয়া জলও যাহাতে ঐ গর্ত্তে পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গর্ত্তের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ পচিয়া মৃত্তিকা হইতে থাকিবে। ঐ মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট সার। উহা সকল প্রকার ফসলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। ঐ গর্ত্তকে "সার কুড়" কহে। এইরূপ একটী "সার কুড়" প্রতি গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত করিবার জন্য সকলকেই বিশেষ যত্ন করিতে হইবে; কেন না এইরূপ একটী সারকুড় থাকিলে প্রয়োজনীয় শাকসবজি প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিশেষ উপকার হইবে। এক্ষণে আমরা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে কোন কোন ফসলের চাস আবাদ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই চৈত্র মাসে প্রকাশ করিলাম, ইহাতে সকলেই বৈশাখ মাসীয় চাস আবাদের সময় ও সুযোগ পাইবেন। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ বৈশাখ মাসে, আষাঢ় মাসের বিবরণ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইত্যাদি ক্রমে বার মাসের চাস আবাদ লিখিত হইবে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, বৎসরের মধ্যে দুইবার মাত্র কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করিলেই চলিতে পারে, একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে, আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে; তজ্জন্য সর্ব্বদা চিন্তা ও চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এটা তাঁহাদিগের ভ্রম, বলিতে হইবে। কেননা চৈত্র বৈশাখ ও আশ্বিন কার্ত্তিক

বপন রোপণের প্রধান সময় বটে; কিন্তু অন্যান্য মাসেও চাস আবাদের কিছু কিছু কার্য্য আছে এবং তাহা না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বর্ষা বারি দ্বারা যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান কাল চৈত্র বৈশাখ মাস; যেমন আশুধান্য অরহর, কচু, হরিদ্রা, আদা, কলায়, পাট, শশা, কুমড়া, নটেশাক ইত্যাদি। হেমন্তের শিশিরে যে সকল ফসলের সৃষ্টি ও পরিপালন হইয়া থাকে, তাহাদিগের বপন ও রোপণের প্রধান সময় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস; যেমন ছোলা, মটর, সর্ষপ, তিসি, তামাক, আলু, মূলা, কপি ইত্যাদি। যে সকল ফসলের আবাদ অল্প পরিমাণে করিলে কোন লাভ নাই, যেমন ধান, পাট ইত্যাদি, বার মেসে প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে এবং যে সকল নিত্য ব্যবহার্য্য শাক, তরকারী, মসলা প্রভৃতির অল্প পরিমাণ আবাদেই গৃহস্থের যথেষ্ট উপকার আছে, তাহাদিগের বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত হইবে; যেমন কলা, মূলা, আলু, কপি, বেগুন লঙ্কা, হরিদ্রা, লাউ, কুমড়া, শাক ইত্যাদি। মাটী খোঁড়া, ডেলাভাঙ্গা, জমি সমান করা ইত্যাদি কার্য্যের নাম "চাস"। বীজবপন, চারান, দানা রোপণ, পাইট ইত্যাদির নাম "আবাদ"। যে মৃত্তিকায় এ পরিমাণ রস থাকে, যখন লাঙ্গল বা কোদাইল দ্বারা ভূমি খনন করিলে লাঙ্গল বা কোদাইলের কালে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর তাদৃশ অবস্থাকে "যো" কহে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে ঐ তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, সর্ব্বত্রই তাহাদিগের ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

বৈশাখ।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম বশে মাঘ মাস হইতেই বর্ষের প্রথম বর্ষণ আরম্ভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দুর্ব্বৎসর না হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসেই প্রায়ই জল হয়। যদি চৈত্র মাসের প্রথম অংশে উত্তমরূপে বর্ষণ হয়, তাহা হইলে বৈশাখে বপনীয় ও রোপণীয় অনেক ফসলের আবাদ চৈত্র মাসেই হইতে পারে। এরূপ ঘটনা হইলে কোন কোন শাক সবজী কিছু অগ্রে (আগুড়ি) জন্মাইয়া ভোজনকারীগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিক্রেতাদিগকে কিছু অধিক লাভবান্ করে। যাহাহউক চৈত্র কিম্বা বৈশাখে জল হইলেই "যো" দেখিয়া আশুধান্য, পাট, হরিদ্রা, অরহর, কচু, বেগুন, শশা, ঝিঙ্গে, কুমড়া, নটে, চাঁপা, কনকা, ওল, কলায়, আদা, মেটেআলু, শণ, ইক্ষু, করলা, লঙ্কা, ডেঙ্গো ইত্যাদি শস্যের আবাদ করিতে হয়। যে জমিতে এই সকল শস্যের আবাদ করিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত "সারকুড়" হইতে (যদি পূর্ব্ব হইতে উহা প্রস্তুত করা থাকে।) জল হইবার পূর্ব্বে সেই জমিতে সার দিতে যেন ভুল না হয়।

এই সম্বন্ধে একটী কথা বক্তব্যস্থলে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি; এজন্য এইস্থলেই

বলিয়া যাই। যে সকল শাক, সবজি, তরকারি ফল, মূল, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয়, যথাকালে তাহাদিগের চাস আবাদ করিতে পারিলে যেমন সংসারের উপকার ও কিয়ংপরিমাণে নিত্য খরচের লাঘব হইবে; তেমনি ঐ কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাকিলে এবং উহাতে নিয়মিত রূপে শ্রম করিলে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। শান্তি রসময়ী বাহ্য প্রকৃতির সহিত নিয়ত ঘনিষ্ঠতা থাকায় মনও শান্ত হইবে। যে কার্য্যে এত লাভ, গৃহস্থ মাত্রেই সে কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আশুধান্য, যে জমিতে জল বাধে না, এরূপ সমভূমিতে আউশ ধান বুনিতে হয়। অনেকে জল হইবার পূর্ব্বেই চৈত্র মাসের ধূলিময় ভূমিতে আউশ ধান্যের বীজ বুনিয়া থাকে। এইরূপ বপন ক্রিয়াকে "কাঁকড়" করা বলে। এই বপনের একটী বিশেষ উপকার এই যে কাঁকড়ের ধানে কখন পোকা ধরে না।

পাট, মুষ্টিমেয় পাটের বীজ ভদ্রাসনের এক পার্শ্বে ছড়াইয়া রাখিলে এবং যথাকালে কাটাইয়া রাখিতে পারিলে ২। ৪ সের কোষ্টা প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহাদ্বারা সংসারের কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সে চেষ্টা করিতে নিষেধ করি। যাঁহারা করিবেন তাঁহারা যেন পাটের গাছ এক কি দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলেই তাহার অর্দ্ধেক, বা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ চারা তুলিয়া ফেলেন এবং পাটের শাক বিতরণ বিষয়ে যথেষ্ট মুক্তহস্ত হন। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ গুলি বিরল ও সরল হইবে। এইরূপ কার্য্যে পাটের ফসল বেশি হয়।

হরিদ্রা,—ইহার আবাদ করিতে হইলে জমিতে উত্তমরূপ চাস দিতে হইবে। হলুদের মোতাগুলি শারি করিয়া পুঁতিতে পারিলে আবাদের সুবিধা হয়। মধ্যে মধ্যে মাটী গুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়ান ভিন্ন হলুদের চাসে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই। আর যে কার্য্য আছে, তাহা মাঘ ফাল্গুনের বিবরণে লিখিত হইবে।

অরহর,—এই শস্য অল্প পরিমাণে করায় বিশেষ লাভ নাই; কিন্তু টুমুর বলিয়া এই জাতীয় এক প্রকার শস্য আছে, তাহার গাছ ও শুঁটি ঠিক্ অরহরের ন্যায়। গৃহস্থের বাগানের বেড়ার ধারে ধারে উহার বীজ কিঞ্চিৎ ছড়াইতে পারিলে উপকার হয়। উহার শুঁটী একপ্রকার বেশ তরকারী, কাঁচা খাইতেও সুমিষ্ট।

ওল ও গুঁড়ি কচু, ওল ও কচু নানা প্রকার। তন্মধ্যে চণ্ডী ওল এবং গুঁড়ি ও শোলা কচু উৎকৃষ্ট। চণ্ডীওলের গঠন মেটে আলুর ন্যায় লম্বা ও ভিতর ফুট সাদা।

হরিদ্রার ক্ষেত্রের ন্যায় জমিতে চাস দিয়া ও ওলের মুখী ও কচুর মোতা পুঁতিতে হয়। কচু অপেক্ষাও ওলের

মাটী অধিক শল হওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ দেশে কত প্রকার কচু লোকে তরকারী রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা যিনি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "বিশ্বকোষ" নামক অভিধানের 'ক' পর্য্যায়টী পাঠ করিবেন।

বেগুন—ইহা আমাদিগের একটী প্রধান তরকারী। বেগুন দুইপ্রকার, আশু ও আমন। আউশ বেগুন অপেক্ষা আমন বেগুন খাইতে সুস্বাদ। আশু বেগুন শীঘ্র ফলে, কিন্তু খাইতে ভাল নহে। যাহাহউক, এই মাসে হাপোরে বেগুনের বীজ পোতা ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অন্য কার্য্য নাই।

কোন শস্যের চারা প্রস্তুত করিবার জন্য সার দিয়া যে ক্ষুদ্র স্থান প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে হাপোর কহে। চৈত্র মাসেও বেগুনের হাপোর করা যাইতে পারে।

শশা—সচরচর এদেশে দুইপ্রকার শশা দেখা যায়, ক্ষীরে শশা ও ভুঁয়ে শশা। রাঁধা ও কাঁচা দুই প্রকারেই শশা আহার করা যায়। জল সিঞ্চনদ্বারা বার মাসই ভুঁয়ে শশা হইতে পারে। এই শশার জন্য মাচা বাঁধিতে হয় না, ইহা কাঁকুড়ের ন্যায় ভূমিতেই ফলিয়া থাকে। অপক্ক কচি শশা কাঁচা খায় এবং পাকা শশার উত্তম তরকারী হয়। ক্ষীরে শশা এবং ঝিঙ্গের বীজ ৩।৪ টী করিয়া এক এক থানায় মাচার নীচে পুতিতে হয়।

বিলাতী কুমড়া—৮ হাত অন্তর এক একটী থানায় ২।৪টী বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার গাছ যত দূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমি উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। উত্তমরূপ ফলিলে এক কাঠা জমিতে ৫০টা কুমড়া হয় এবং ৩৲।৪৲ টাকার কমে উহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

শাক—উত্তমরূপে মাটী খুঁড়িয়া এবং তাহাতে ২।১ ঝুড়ি সার দিয়া নটে, কনকা, চাঁপা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। শাকের জমি উত্তমরূপ পরিষ্কার ও শল রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে সিঞ্চন আবশ্যক। ডেঙ্গো ডাঁটার হাপোর চৈত্র মাসে করা না থাকিলে এই মাসে করিতে হয়। ইহাও দুই প্রকার—আউশ ও আমন। সাধারণতঃ আমন ডাঁটা মিষ্ট ও অধিককাল স্থায়ী। কলিকাতার হাট বাজারে শাদা রঙ্গের একপ্রকার ডাঁটা বিক্রয় হয়। তাহা বড় মিষ্ট ও সুস্বাদ। বর্দ্ধমান ও হুগ্‌লী জিলার অনেক স্থলে উহা জন্মে। ঐ ডাঁটার বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

কলায়—এদেশের কৃষকেরা আশুধান্য ও অরহরের ক্ষেত্রে কলায় দিয়া থাকেন। পদ্মার উভয় তীরবর্ত্তী চড়ায় প্রচুর পরিমাণে কলায় জন্মিয়া থাকে। পলিপড়া চড়া জমিই উহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অল্প পরিমাণে উহার চাস আবাদে কোন লাভ নাই।

আদা—নূতন আদা একটা শীতল স্থানে গাদা করিয়া রাখিতে এবং উহার

উপর মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিতে হয়। কিছু দিন পরে উহাদের কলা বাহির হয়। তখন হলুদের ন্যায় উহার চাস করিতে হয়। আদার চাস বিলক্ষণ লাভজনক। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ২।৪ খানা আদা বাগানের কোন স্থানে পুঁতিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। "আম আদা" বলিয়া উহার এক জাতি আছে, তাহার গন্ধ অবিকল আম্রের ন্যায়। যখন আম্র মিলে না, তখন যে কোন অম্লের সহিত একটু "আমআদা" দিলে ঠিক্ আমের ঝোল খাওয়ার সাধ মিটে। অতএব আমআদার আবাদ করিতে যেন কাহারও ভুল না হয়। মোদকেরাও আমআদার যোগে আমসন্দেশ প্রস্তুত করে। আম-আদা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি রুচি-বর্দ্ধক।

মেটে আলু—ইহা নানা প্রকার, চুপ্‌ড়ি, গড়ানে, হরিণশৃঙ্গ, আলতাবোল, শুষনি ইত্যাদি। গভীররূপে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহার ফল পুঁতিতে হয়। উহার গাছ অন্য বৃহৎ বৃক্ষে বা বেড়া ও মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। আল্‌তা-বোলের রঙ্গ ঠিক্ আলতার ন্যায়। উহা ভাতে বা ব্যঞ্জনে দিলে ভাতব্যঞ্জনও লাল হইয়া যায়। মেটে আলু পুষ্টিকর খাদ্য।

শণ ও ইক্ষু—এই উভয় শস্যেরই বপন ও রোপণ এই মাসে করিতে হয়। কিন্তু উহার অল্প পরিমাণ চাস আবাদে কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ ইক্ষুর বীজ তৈয়ার করা বড়ই কঠিন কার্য্য। তবে শামশাড়া আকের অগ্রভাগ ১০।১৫টা শসার ভূমিতে রোপণ করিয়া মধ্যে খৈল ও জল দিতে পারিলে জল খাইবার উপ-যুক্ত ইক্ষু প্রস্তুত হইতে পারে।

করলা—ইহা উচ্ছে জাতীয় তর-কারী। কলিকাতার হাটবাজারে উহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। উহার ভাজি ও তরকারী উত্তম হয়। উহার বীজ মাচার তলে পুতিয়া মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে উহা বার মাস যথেষ্ট পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

লঙ্কা—চারা প্রস্তুত করিবার জন্য হাপোরে বীজ পোতা ভিন্ন এ মাসে লঙ্কার অন্য কোন কার্য্য নাই।

কাঁকুড়,—দোআঁশ মাটীর জমিতে থানা করিয়া কাঁকুড় দিতে হয়। কাঁকুড়ের চাস আবাদ ঠিক্ কুমড়ার ন্যায়।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গার্হস্থ্য সুখ ও সৌকর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা প্রথমেই একটা অসুবিধা দর্শন করিবেন। শাকসবজী, তরকারীর বীজ হঠাৎ কোথা মিলিবে? তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য একটা সংবাদ দেই। কলি-কাতার দক্ষিণ চেতলা গ্রামে সপ্তাহে দুইবার যে হাট বসিয়া থাকে, সেই হাটে এবং শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট বৈঠকখানার পুরাতন বাজারে নানা-বিধ বীজ বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ বীজের হাট দর্শন করিলে, যাঁহাদিগের কোন কালে

এ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহাদিগেরও চাস আবাদে কৌতূহল জন্মিবে।

"বারমেসে" প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে যদি কাহারও একটু বাহুল্যরূপ চাস আবাদ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, আমাদের অনুরোধ, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষা" ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসুর "কৃষি-সোপান" নামক পুস্তক দুইখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। তাহাতে চাস আবাদ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

দাম্পত্যধর্ম্ম।

কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো
জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্য
স্তস্মাদ্দারা পরাগতিঃ॥

সংসার কান্তারে ভ্রমণকারী মানবের পক্ষে ভার্য্যাই একমাত্র বিশ্রামস্থল; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাস-পাত্র, এই জন্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া গণনীয়।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ
সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে
ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥

ভার্য্যাবান্ লোকেই ক্রিয়াবান্ হয়, ভার্য্যাবান্ লোকে যথার্থ গৃহী, ভার্য্যাবান্ লোকেই সর্ব্বদা আনন্দিত হয় এবং ভার্য্যাদ্বারাই লোকে লক্ষ্মীবন্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য
ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য
ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যা মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ, ভার্য্যাই সংসারে শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগের মূল এবং ভার্য্যা মোক্ষেরও সহায়।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু
ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু
ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥

যেখানে কেহ নাই সেই নির্জ্জন স্থানে প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা বন্ধুর কার্য্য করেন, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায় সদুপদেশ দান করেন, রোগে, শোকে দুঃখে ভার্য্যাই মাতার ন্যায় তাপিত হৃদয়ে শান্তি জল সেচন করেন।

ব্রতিনাং বীতরাগাণাং
দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ
তত্র দেশেচ দৃশ্যতে।

সংসারবিরাগী ঋষি তপস্বীদিগের দেবতা স্বর্গলোকে, কিন্তু সপত্নী ভার্য্যা

যাহার গৃহে, তাহার দেবতা সে গৃহের মধ্যেই দেখিতে পায়।

পতির্বন্ধুগু র্কর্তা
দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী
ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ।

পতিই নারীর বন্ধু, উপদেশক, পালনকর্তা ও দেবতা, পতিই জীবন; সকল সদুপদেষ্টা অপেক্ষা স্বামী শ্রেষ্ঠতর সদুপদেষ্টা, স্বামীর অপেক্ষা গুরু আর নাই।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা
ক্লিষ্টৌ দাতুমিদং ধনং।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি
পতিরেব হি যোষিতঃ॥

রমণীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পুত্র প্রার্থিত ধন দানে কাতর হন, কিন্তু পতি অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ থাকিবেন এবং সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৃহকার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিবেন।

পতিপ্রিয়হিতেযুক্তা
সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি
প্রেত্য চানুপমং সুখং।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

যে পরিবারে পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারেই নিশ্চিত কল্যাণ হয়।

মূক বধিরেরজন্য প্রার্থনা।*

হা হন্ত! মা-নাম সুধাময়ং যঃ
শ্রোতুং নবাকর্ণয়িতুং সমর্থঃ।
আজন্মনো যো বধিরশ্চ মূকঃ
ততো দয়াভাজনমস্তি কোবা॥ ১॥

মা-নাম অমৃতময় না পায় শুনিতে,
না বোলে বাক্যেক আহা! মা পারে ডাকিতে,
জনম অবধি মূক বধির যে জন,
কে আছে দয়ার পাত্র তাহার মতন? ॥ ১।

যেষাং প্রযত্নৈরপি মূকবালাঃ
বদন্তি বাণীমমৃতায়মানাম্।
তএব ধন্যাঃ খলু পুণ্যবন্তঃ
তারাজনন্যা ভুবি তে সুপুত্রাঃ॥ ২॥

* গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি মূক বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে পঠিত।

মূক শিশু যাঁহাদের অতুল যতনে
অমৃত-সমান বাণী বলিছে বদনে;
এ ভুবনে তাঁহারাই ধন্য পুণ্যবান্,
যথার্থই তারা-মার তাঁরা সুসন্তান। ২।

আয়ান্তু মূর্খবুধপাতকিপুণ্যবন্তঃ
চণ্ডালবিপ্রধনহীনসমৃদ্ধিমন্তঃ।
পঙ্গ্বন্ধমূকবধিরাতুরদুঃখশান্ত্যৈ
প্রাণান্ ধনঞ্চ সকলং বয়মুৎসৃজাম ॥৩॥

আয়রে! চণ্ডাল বিপ্র পাপী পুণ্যবান্!
আয়রে! দরিদ্র ধনী জ্ঞানী বা অজ্ঞান!
পঙ্গু অন্ধ কুষ্ঠী মূক বধিরের তরে,
ধন প্রাণ সবি মোরা সঁপি অকাতরে। ৩।

যো দীনসেবাসু সমাহিতাত্মা
তারাপদে কর্ম্মফলং সমর্প্য।
তারা যথা শ্রাবণবারিধারাং
কিরত্যজস্রং শুভমেব তস্মিন্ ॥ ৪ ॥

কর্ম্মফল তারা-মার চরণে সঁপিয়া,
দীনের সেবায় আত্মা যে দেয় ঢালিয়া,
শ্রাবণের ধারা সম অজস্র ধারায়
তারা-মা কল্যাণ তার ঢালেন মাথায়। ৪।

তুষারসঙ্ঘাতইবার্কতাপৈঃ
আত্মা দ্রবীভূয় পরস্য দুঃখৈঃ।
ক্ষরত্যজস্রং করুণাং যদীয়ঃ
স সেবকস্তারিণি! তত্ত্বতস্তে ॥ ৫ ॥

হিমাদ্রির হিমরাশি আতপে যেমন,
তেমনি পরের দুঃখে গলে যার মন;
সহস্র ধারায় ঝরে করুণা যাহার,
যথার্থ সেবক সেই তারা-মা! তোমার। ৫

যস্যেহ দৃষ্টিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সমসৌহৃদঃ।
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ স তারে তব সেবকঃ॥৬॥

সর্ব্বভূতে তোমাকেই হেরি বিদ্যমান,
প্রণয় সবারি প্রতি যে করে সমান;
সবারি কল্যাণ তরে সঁপে মন প্রাণ,
তোমার সেবক তারা। সেই ভাগ্যবান্।৬।

সেবাতৃপ্তো ন গৃহ্ণাতি নির্ব্বাণমপি হস্তগম্।
তব সেবানিযুক্তস্য সংসারো গোষ্পদায়তে॥৭॥

তোমার সেবায় তৃপ্ত যাহার হৃদয়,
দিলেও নির্ব্বাণ-পদ সে কি তাহা লয়?
সে শুধু নিযুক্ত থাকে তোমারি সেবায়,
সংসার তাহার কাছে গোষ্পদের প্রায়। ৭।

দয়াময়ী ত্বং হি দয়ৈকসারা
প্রেয়োঽস্তি তে নৈব দয়াসমানম্।
তাবৎপ্রসাদং লভতে ত্বদীয়ং
যাবদ্দয়াং প্রাণিষু যঃ করোতি ॥ ৮ ॥

দয়াময়ী তারা তুমি, দয়া তব সার,
দয়া হ'তে প্রিয় বস্তু নাহিকো তোমার;
যে জন জীবের প্রতি দয়া করে যত,
তার প্রতি মুখ তুলে চাও তুমি তত। ৮।

শক্নোতি পঙ্গুরপি বারিধিমুত্তরীতুং
হস্তে করোতি শশিনং কিল বামনোঽপি।
মূকোঽপি বক্তি বচনানি চ যৎপ্রসাদাৎ
তাং বিশ্বমাতরমহং শতশো নমামি ॥ ৯ ॥

পঙ্গুও সাগর লঙ্ঘে যাঁহার প্রসাদে,
বামনেও হাতে ধরে আকাশের চাঁদে;
বোবা ছেলে কথা কয় কৃপায় যাঁহার,
সেই বিশ্বজননীরে শত নমস্কার। ৯।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মণঃ।

দুগ্ধ।

যখন ইংরাজদিগের অনুকরণে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকেরা কেহ কেহ গোখাদক হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"যত দেশীভায়া কপ্চে উঠে,
চাল্ চেলেছে সাহেবানা ;
ও রা ধাড়ি সুদ্ধ দিচ্চে পেটে
আদ্য ভগবতীর ছানা।
* * * * * * * * *
গরুতরু, কল্পতরু ;
এমন তরু আর হবে না ;
ফলে গরু গাছে দধি দুগ্ধ,
সর নবনী, ঘৃত ছানা।"

প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ, অতীব উপাদেয় এবং প্রয়োজনীয়। শিশুর পক্ষে ত দুগ্ধই একমাত্র খাদ্য ; কাজেই এবিষয়ে দু চারিটি কথা শিশু পালয়িত্রীদিগের নিকট উপেক্ষিত হইবে না আশা করি।

দুগ্ধ মাত্রেই সাধারণতঃ ছানা (casein) চর্ব্বি, চিনি, অম্ল পদার্থ ও লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুগ্ধে যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

	জল	চিনি	ঘন পদার্থ	লবন	চর্ব্বি	ছানা ও অন্য নাইট্রোজন
ছাগদুগ্ধ—	৮৪.৪৯	৩.৬৯	১৫.৫১	০.৬১	৫ ৬৮	৩.৫১
গোদুগ্ধ—	৮৬.৪	৩.৮	১৩.৫৯	০.৬৬	৩.৬১	৫.৫২
গর্দ্দভ দুগ্ধ—	৮৯	৫.০৫	১০.৯৯	০৫৪	১.৮৫	৩.৫৬
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮.৯	৪.৩৬	১০.৯২	০.১৩	২.৬৬	৩.৯২

গাধার দুধ এবং গরুর দুধ সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিলে প্রায় মাতৃদুগ্ধের মত হয় ; এইজন্য মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, শিশুদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। অনেক স্থানে গাধা পাওয়া যায় না। সে সকল স্থলে মাতৃ দুগ্ধের অভাবে, গোদুগ্ধ এইরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা—।৵০ পরিমাণ গোদুগ্ধ, ৵০ গরম জলে, এবং এক পাইন্ট

দুধের পরিমাণে অর্দ্ধ আউন্স পরিষ্কার কলের চিনি।

আজি কালি বিলাত হইতে টিনের দুধের (Preserved milk) খুব আমদানী হইতেছে। ডাক্তার(Daly) ডালী সাহেব, ১৮৭২ সালের নবেম্বরের ২রা তারিখের Lancet কাগজে এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার Foods গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত Smith সাহেব, ডালীর কথায় সায় দিয়া তাঁহার সারগর্ভ কথাগুলি স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—

"বালকেরা গোদুগ্ধ অপেক্ষা, জমান দুধ (Condensed milk) খাইতে বেশী ভালবাসে; মিষ্টতা বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। এই দুগ্ধপান করিলে শিশুদিগকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষাও এ দুগ্ধ অধিক উপকারী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পুষ্টি কোন কর্ম্মের নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকল বালক টিনের দুধ খায়, তাহারা কোন রোগ হইলে বড় অল্পেই অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্প একটু পেটের অসুখ হইলেই সহসা গুরুতর হইয়া পড়ে। যে কোন রোগে ইহাদিগকে এতটা পরাভূত হইতে দেখা যায়, যে অনেক সময়েই বাঁচান ভার হইয়া উঠে। বড় বড় সহর মাত্রেই গোদুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত। লণ্ডন সহরে দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত, তাহা অনেকেই জানেন। যে সকল শিশু এই দূষিত দুগ্ধ পান করে, তাহারাও টিনের দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অধিক সুস্থ থাকে। জমান সুইস্ দুগ্ধপায়ী শিশু দিগের মধ্যে অকালমৃত্যু অতিশয় অধিক।

কলিকাতায় ভাল দুধ পাওয়া যায় না বলিয়া যাঁহারা Swiss milk ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ কথাগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রিপদ ত্যাগ উপলক্ষে।

উদার নৈতিক দল—দলপতি আজ
তিরাশী বছর বয়ঃ করি অতিক্রম,
প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকিতে নারাজ
কত কাল থাকে আর যৌবন-উদ্যম ? ১

সাধিতে দেশের হিত মন্ত্রী মহামতি
সমস্ত শকতি-বল করেছেন ক্ষয়,
শেষকালে হইয়াছে বিশ্রামেতে মতি,
স্বভাবের গতি—সেত ফিরিবার নয়। ২

ন্যায় পথে থাকি সদা কর্ত্তব্য পালন
করেছেন প্রাণ পণে পরের কারণ,
পরসেবা মহাব্রত করি উদ্‌যাপন
লভেছেন পুণ্য ধন অমূল্য রতন। ৩

দিয়াছেন স্বার্থবলি, ভুলি আত্মসুখ
বিশ্বপ্রেমে স'পেছেন দেহ মন প্রাণ,
পর দুঃখ দরশনে ফাটিয়াছে বুক,
বাজিয়াছে কি বিষম বাজের সমান! ৪

দুঃখিনী ভারত আজ কার পানে চেয়ে
আশ্বস্ত হইবে বল? কেবা অশ্রুধার
মুছাইবে স্নেহে গলি? সোহাগের মেয়ে
কার কাছে করিবে সে এত আবদার। ৫

জনকের মত তারে করিয়ে যতন
তুষেছেন দিবা নিশি তনয়া রতনে,
এত দিনে ফুরাইল সুখের স্বপন
সাধে কি বিষাদ রেখা ভারত বদনে! ৬

গ্লাড্‌ষ্টোন কাছে খাড়া, আর কারে ভয়?
সহায় থাকিলে হেন বীরে-ন্দ্রকেশরী
কুরঙ্গিণী চরে বনে হইয়ে নির্ভয়!
সে দিন ফুরাল আজ,—দুঃখের শর্ব্বরী
গ্রাসিল ভারত! ত্রাসে কাঁপিছে অন্তরে
কি জানি কি গ্রহ দোষে নিগ্রহ আবার
কখন ভুগিতে হয়? মন্ত্রি অবসরে
কোন্ শনি স্কন্ধে পুনঃ করিবে বিহার? ৭

ভারত কি রাশিচক্রে ঘুরিবে কেবল?
কখন কি ঘুচিবেনা কপালের ফের?
কত কাল ভুগিবে সে নিজ কর্ম্মফল?
ভোগের অভাব নাই ভুগিয়াছে ঢের! ৮

উদার নৈতিক দল—এক আশাস্থল!
সে দলের দলপতি দয়া ধর্ম্ম গুণে
বিভূষিত হইলেই মনে আসে বল;
আশ্বাসিত হয় প্রাণ ওই কথা শুনে। ৯

'লর্ড রোজবেরি' অতি উদার-প্রকৃতি!
তিনি নাকি হইলেন প্রধান সচিব?
তাঁর কাছে, আমাদের বিনীত মিনতি
ধন্য হ'ক তাঁর নাম সাধি প্রজা-শিব। ১০

যাও যাও গ্লাডষ্টোন লভগে আরাম,
পরিশ্রান্ত দেহ মন পিয়ে শান্তি রস
শীতল হউক এবে, গ্লাডষ্টোন নাম
ধন্য হ'ক, সবে মিলি গাই তব যশ। ১১

ভুলিও না দুঃখিনীরে রেখ সদা মনে।
ভারত-হিতৈষী তুমি সর্ব্বত্র প্রচার,
তব গুণে বাধ্য মোরা ঋণী তব ঋণে,
কি দিয়ে শোধিব মোরা, তব সেই ধার?
দূর হোক্ আধি ব্যাধি আপদ জঞ্জাল,
আর(ও)দীর্ঘজীবী হয়ে কাট সুখে কাল। ১২

শ্রী চঃ——

বাঙ্গালা প্রবচন।

হ।

১। হই মাছ, না ছুঁই, পানি,
হই গিন্নি না ছুঁই হাঁড়ি।

২। হউক না কেন কাঠের বিড়াল
ইঁদুর ধরলেই হল।

৩। হওয়া ভাতে কাঠি।

৪। হক্ কথায় আহাম্মক ব্যাজার।

৫। হক্ চাচার দরবার।

৬। হকের ধন কোথায় যায়?

৬॥। হজমী গুলী।

৭। হঠাৎ বাবু।

৮। হন্দ কল্লে পদ্মমুখী।

৯। হযবরল।

১০। হয় না হয় ডুবার যায়,
থায় না থায় সকালে নায়।
তার কড়ি কি বৈদ্য থায়?

১১। হয় ত পুত না হয় ত ভূত।

১২। হয় যদি সুজন,
এক বিছানায় নজন।

১৩। হরি ঘোষের গোয়াল।

১৪। হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।

১৫। হরি নামে খোঁজ নাই,
ফটিকের রাঙা থোপ।

১৬। হরি বল্লেই কাঁড়া চাউল।

১৭। হরি বড় দয়াময়,কথায় বটে কাজে নয়।

১৮। হরি মটর।

১৯। হরির খুড়।

২০। হরিষে বিষাদ।

২১। হরিহর আত্মা।

২২। হ্রে দরে হাঁটু জল।

২৩। হলুদ মেলে কি রাঙা ছেলে হয়?

২৩॥। হলুদ রঙ্ নয় যে ধুয়ে যাবে।

২৪। হলুদ জব্দ শীলে,
মেয়ে জব্দ কিলে,
পাড়াপড়সী জব্দ হয়
চোকে আঙুল দিলে।

২৫ হলুদের গুঁড়া তরকারিতে লাগে।

২৬। হব চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র মন্ত্রী।

২৭। হবু ছেলের অন্নপ্রাসন।

২৮। হস্তি মূর্খ।

২৯। হংস মধ্যে বকো যথা।

৩০। হাকিম ফেরেত হুকুম ফেরে না।

৩১। হাগার নাই বাগার ভয়।

৩২। হাগুন্তির লাজ নাই,
দেখুন্তির লাজ।

৩৩। হাজার টাকায় বামন ভিখারী।

৩৪। হাট চোরের পার্ব্বণ।

৩৫। হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ।

৩৬। হাটে কি দর চাউল?
না মামার ভাতে আছি।

৩৭। হাটে গেছিল যার মা,
সে দেখেছে বাঘের পা।

৩৮। হাটের দুয়ারে কবাট।

৩৯। হাটের নেড়া হুজুক চায়।

৪০। হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

৪১। হাড় এক ঠাঁই
মাস এক ঠাঁই।

৪২। হাড় খাব মাস খাব,
চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

৪৩। হাড় গোড় ভাঙ্গা দ।

৪৪। হাড় পেকের বোকা।

৪৫। হাড়ীর কোদালে মাথা কাটা।

৪৬। হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী।

৪৭। হাড়ে দূর্ব্ব গজায়।

৪৮। হাড়ে ভেল্কি খেলে।

৪৯। হাত বাড়লে পর্ব্বত।

৫০। হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।

৫১। হাত থাকতে মুখ মুখী কেন?

৫২। হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।

সতী ও শান্তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে সকল রমণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, তোমরা, মা, এ সব কথা শুনে হাস, কিন্তু এসব "মেয়েলী শাস্তর।" এসব চাই বৈ কি? ছেলের কোন্ ঘড়ি কি হয়, তা কি জানা যায় না? পাঁচটা ওষুধ পত্তর গলায় বেঁধে রাখ্‌লে, একটা না একটায় উপগার হয়।

সরোজিনী বলিলেন, হাঁ, তা হয় বৈ কি। কিন্তু যা তা একটা বেঁধে রাখ্‌লে, কি যা তা একটা খাওয়ালে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হয়। এই দেখুন না, "হাড়ীর ঝাঁটার কাঠী" কি একটা ঔষধ? না ঐ যে সব ঔষধের নাম করা হ'ল, ও সব ঔষধ? "মনগড়া" যা তা একটা ব'লে দিলেই কি ঔষধ হ'ল? আমাদের দেশের অকাল মৃত্যুর যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, এই মনগড়া ঔষধ তাদের মধ্যে একটী।

বৃদ্ধা। আসল কথা হ'চ্চে,মা, ভক্তি। ভক্তি ক'রে একটু দূর্ব্বাঘাসের শিকড় বেটে খেলেও উপগার হয়, অনেক কঠিন রোগ ভাল হয়।

সরোজিনী। ও সব কোন কাজের কথা নয়।

বৃদ্ধা। হাঁ মা, আমি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছি।

সরোজিনী। আপনি ঐ রকমে কত রোগ ভাল করেছেন,কিন্তু আবার কোনও ঔষধ না দিলেও ত অনেক রোগ ভাল হয়। আপনার দূর্ব্বাঘাস যে ঔষধ নয়, তা বলিতেছি না, উদ্ভিদ্ মাত্রেই শরীরের কোন না কোন উপকার করে। মনে করুন, দূর্ব্বাঘাস বাত রোগের ঔষধ। এক জনের শিরঃপীড়া হইয়াছে, যদি আপনি ঐ দূর্ব্বাঘাস ভক্তি করিয়া শিরঃ-পীড়া নিবারণার্থে খাওয়ান, আর রোগী যদি ভক্তি করিয়া খায়, তাহা হইলেই কি তাহার শিরঃপীড়া ভাল হইবে?

বৃদ্ধা। তা কি হয়? যে রোগের যে ওষুধ।

সরোজিনী। তবে আপনি ভক্তির কথা বলিতেছেন কেন? ভক্তি করিয়া বিষ খাইলে, বিষ কি অমৃত হইয়া যাইবে?

বৃদ্ধা। তবু পাঁচটা ওষুধ বেঁধে রাখলে, অনেক উপগার হয়, একটা না একটা রোগে লেগে যায়।

সরোজিনী। এই দেখুন না, এই ছেলেটীর কেমন হয়েছে। এর গলায় এতগুলি ঔষধ ছিল, আর বড়দিদির ছেলের গলায় কোনও ঔষধ নাই, কবচ নাই অথচ শরীরটি কেমন দেখুন দেখি। কোনও রোগ নাই,সে হৃষ্ট—পুষ্ট—বলিষ্ঠ। কেন এমন হয় বলুন দেখি? যেখানে

নিয়ম আছে, সেখানে স্বাস্থ্য আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে। কিন্তু যেখানে নিয়ম নাই, সেখানে স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। বড়দিদি ছেলেদিগকে সুনিয়মে রাখিয়াছেন, তাই তাঁর ছেলেগুলি এমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম পালন ক'রে চল্‌তে পারে মা?

সরোজিনী। কেন, যে সকল নিয়মের কথা বলা হ'ল, তা কি পালন করা বড় কঠিন? ইচ্ছা থাকিলে সকলেই তাহা পালন করিতে পারেন।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর নিয়ম টিয়ম জানে? যারা জানে, তারা নিয়ম মত কাজ কর্‌তে পারে। কিন্তু যারা জানে না, তারা কেমন করে পালন কর্ব্বে? কাজে কাজেই যে যা বলে, সেই মত কাজ কর্ত্তে হয়।

সরোজিনী। যাঁরা নিয়ম জানেন না, তাঁদের শিক্ষা করা উচিত। যে যা বলে, তাই ঔষধ ব'লে খাওয়ান বা গলায় বাঁধা উচিত নয়। রোগ হইলে ভাল চিকিৎসককে দেখান উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শমত কাজ করিলে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা। সকলে কি আর ভাল চিকিৎসক দেখাইতে পারে মা? যারা গরিব দুঃখী, তারা ভাল চিকিৎসক কোথা পাবে?

সরোজিনী। ভাল চিকিৎসক বলিলে যে ধন্বন্তরীকে আনিতে হইবে বা হানিমানকে ডাকিতে হইবে, তার এমন কোন মানে নাই। যাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যার তার কথা মত কাজ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বিধেয় নয়। আগে আমাদের দেশে সন্তানাদি পালন সম্বন্ধে বেশ সুনিয়ম ও সুবন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে নানা কারণে তাহা অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অনেক কুনিয়ম ও কুসংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের একটি চিন্তার বিষয়। পাড়াগাঁয়ে হাজার হাজার "হাতুড়ে বৈদ্য," বা "ঠ্যাঙাপ্যাথিক্" ডাক্তার দিন দিন এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, যে তাহাদিগের হাত হইতে দেশকে রক্ষা না করিলে, অচিরে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। ইঁহারা সব কৃতান্তের সহোদর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কয়জন লোক মরিয়াছিল? কিন্তু এই "শতেকমারী"— "সহস্রমারী" "ঠ্যাঙাপ্যাথিকের" দল প্রতি বৎসর তাহাদের বিষবটিকারূপ অস্ত্রে এবং "অন্ধকারে ঢিল ছোড়া" রূপ শস্ত্রে তাহার চারিগুণ লোক নিপাত করিতেছে। ইহারা সব কলির পরশুরাম।

কৃতান্তের আর এক সহোদর— "গুণিন্"। পাড়াগাঁয়ে ইহাদের আধিপত্য অত্যন্ত বেশী। ইহারা মন্ত্রবলে জগৎ অধিকার করিতেছে, এরা সব "তীতুমীরের" বাবা; এদের "বাঁশের

কেল্লা' শীঘ্র না ভাঙ্গিলে আর নিস্তার নাই।

কৃতান্তের আর এক সহোদর দেখা দিয়াছে—সন্ন্যাসীর বেশধারী জুয়াচোর। ইহাদের গতিবিধি সহর অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ে কিছু বেশী। ইহারা পাড়াগাঁয়ে "কেষ্ট বিষ্ণু"। পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ইহারা এক নিঃশ্বাসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পতরুর ফল, ডুম্বুরের ফুল পর্য্যন্তও এরা এনে দিতে পারে। এমন অনেক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ দেখা গিয়াছে, যাঁহাদিগের নিকট অনেক সময় অনেক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। সেরূপ সদাশয় মহাত্মারা পয়সার প্রত্যাশী নহেন। কিন্তু জুয়াচোরের দল যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহারাও যেন ঘৃণাতে ক্রমশঃ সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এখন এমন দিন কাল পড়িয়াছে যে ভাল মন্দ ঠিক্ করা বড় কঠিন। কোন্‌টা সোণা, কোন্‌টা পিত্তল, কোন্‌টা রৌপ্য, কোন্‌টা রাং, কোন্‌টা হীরক, কোন্‌টা কাচ, তাহা ঠিক্ করা বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুড়ি মিছিরি সব এক দরে বিক্রয় হইতেছে।

গরিব দুঃখী সাধারণের জন্য আমাদের দেশে অল্প চেষ্টা ও অল্পব্যয়সাধ্য এমন অনেক পাচন, মুষ্টিযোগাদি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা অনেক কঠিন পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু সে সব মহৌষধ ঠিক্ করা বড় কঠিন। সত্যে এবং অসত্যে "খিচ্‌ড়ী" প্রস্তুত হইয়াছে। এ খিচুড়ি সেবনে হয় জীবন, নয় মরণ, দুয়ের এক হইবেই হইবে। যে দেশে "শান্তি জল" দিবার সময় "পাঁটা কাটার মন্ত্র" পঠিত হয়, সে দেশের আর মঙ্গল কোথায়?

আপনি যে "মেয়েলী—শাস্ত্রের" কথা বল্‌ছেন, বেশ ত। আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা যে সকলই অসার, অসত্য, তাহা ত কেহ বলিতেছেন না। বরং উহাতে যত টুকু সার যত টুকু সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিতে সকলে প্রস্তুত। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান সকলই ত ঐ মেয়েলী শাস্ত্রের কাছে পরাভূত। এই মেয়েলী শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা নাই বলিয়াও এত অবনতি। শুধু মেয়েলী শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে কেন? দেখান, যে আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে এমন একটি উপায় বলিয়া দেওয়া আছে, যাহা দ্বারা কল্পতরু সৃজিত হয়, অথবা জ্যোৎস্নার উত্তাপে জল ফুটাইতে পারা যায়। যদি আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে বলে যে ডুম্বুরের ফুল দেখা যায়, তবে দেখান্। নতুবা আপনার মেয়েলী শাস্ত্রে লিখিয়া রাখুন যে, "ডুম্বুরের ফুল কেহ কখন দেখে নি, কখন দেখিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব যে ব্যক্তি ঔষধ বলিয়া ডুম্বুরের ফুল আনিয়া দেয়, সে মিথ্যাবাদী প্রতারক।"

বৃদ্ধা। তা কি সব সত্যি হয় মা?

সরোজিনী। তবে যে গুলি সত্য নয় জানেন, সে গুলি গ্রহণ করিয়া কেন প্রতারিত হন।

বৃদ্ধা। কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা কেমন করে ঠিক্ করা যাবে?

সরোজিনী। তার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে একটি সহজ উপায় এই যে পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া যাহাকে সত্য বলিবেন, সেই সত্য এবং বিচারে যাহা মিথ্যা বলিয়া ঠিক্ হইবে, তাহাই মিথ্যা।

বৃদ্ধা। যেরূপ দিন কাল প'ড়েছে, তাতে মিথ্যা হ'তে সত্যকে, মন্দ হ'তে ভালকে পৃথক্ না করিলে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমার কাল মাথা সব সাদা হ'য়ে গেল, কিন্তু এত রোগ শোক আর অকাল মৃত্যু আমি কখনও দেখিনি। শুধু অনিয়ম অত্যাচারের দরুণ এরূপ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, হাঁ মা তা ঠিক্। ইনি যে সব নিয়ম পালনের কথা বলেছেন, আমরা তার শতাংশের একাংশ করি কি না সন্দেহ। সাধে কি আর এত রোগ—শোক—অকাল মরণ?

বড়বৌ। কি কি নিয়ম পালন কর্ত্তে হয়, বল না মা, গোড়া থেকে শুনি।

এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, আবার গোড়া থেকে হ'লে দেরি হবে, আমি তখন সে সব পরে তোমাকে ব'লব। আমার সব মনে আছে। তার পর থেকে হ'ক। (ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৪৯ সংখ্যা ৩০০ পৃষ্ঠার পর।)

"তস্মাদ্বা এতস্মদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"—তাঁহারা এই শ্রুতি বাক্যকে প্রমাণ রূপে উপস্থিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিরও উদ্ভাবন করেন। উপাদান কারণের গুণ কার্য্য শরীরে সংক্রামিত হয়, পশ্চাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জলের অন্তর-জাত পৃথিবীতে তত্তাবতের গুণ আছে; যেমন স্বুবর্ণ হইতে বলয় জন্মিলে বলয়ে স্বুবর্ণের সমস্ত গুণই থাকে, আর মণ্ডলাকার রূপ অপর একটী বিশেষগুণও জন্মে। ইহাদ্বারা এই বলা হইল যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটী গুণই পৃথিবীতে আছে, সন্দেহ নাই। পরন্ত, পরমাত্মা হইতে আকাশ,—আকাশ হইতে বায়ু কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহা অনেকেরই বুদ্ধিগম্য না হইতে পারে; কিন্তু বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে যে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; ইহা যুক্তির

দ্বারা অনায়াসেই বোধগম্য করান যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাণিগণের আবাসভূমি পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা একবারেই সমুৎপন্ন হয় নাই। উৎপত্তিকালে কেবল অনন্তসংখ্যক পরমাণুই উৎপন্ন হইয়াছিল, পশ্চাৎ তৎসমুদায় সংহত হইয়া প্রাণিগণের ব্যবহার্য্য এই পৃথিবী জন্ম লাভ করিয়াছে। যে পৃথিবী এইক্ষণে জীবাজীব নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—সেই পৃথিবী এক সময়ে পরমাণুরূপে শূন্যের উপরে লুকায়িত ছিল; বর্ত্তমান পৃথিবী পার্থিব পরমাণুর সংহতাবস্থা হইলেও ইহাতে অন্যান্য ভূতের সংযোগ আছে ইহাও বুঝিতে হইবে।"

আর এক সম্প্রদায় (ন্যায় ও বৈশেষিক অর্থাৎ গৌতম ও কণাদ) বলেন, "বর্ত্তমান পৃথিবী এক সময়ে অদৃশ্য ছিল বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু সংহত হইয়া বর্ত্তমান পৃথিবী জন্মিয়াছে, সে সমস্ত পরমাণু উৎপন্ন বস্তু নহে। পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ কস্মিন্‌কালে নাই—উহা চিরনিত্য। পরমাণুদিগকে সংহত করিয়া বিবিধাকারে পরিণত করাতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।"

অপর এক সম্প্রদায় (মীমাংসক সম্প্রদায়) বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশং," এখন আমরা জগতের অবস্থা যে প্রকার প্রত্যক্ষ করিতেছি, জগৎ চিরকালই এই অবস্থান্বিত, এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা জগতের ঘটে নাই, ঘটিবেও না। বর্ত্তমানকালে যেমন এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি, এক জীবের মৃত্যু অন্য জীবের জন্ম; এক প্রদেশের বিলয়, অন্য প্রদেশের উদয় হইতেছে—এইরূপ হওয়া অতীত অনাদিকালের ও আগামী অনন্তকালের নিমিত্ত নিয়মিত। উৎপত্তি, বিনাশ প্রবাহ জগতের একদেশ লগ্ন হইয়া চলাই স্বাভাবিক।"

বেদ, স্মৃতি ও দর্শনবেত্তা আর্য্যেরা উক্তবিধ বহু আকারের বাক্য প্রয়োগ করত পৃথিবীর ও পৃথিবী সম্বন্ধীয় কার্য্যজাতের বিচারণা করিয়া গিয়াছেন। —"আত্মতত্ত্ব দর্শন সৃষ্টিকল্প।"

আদি সৃষ্টিকালের ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্বরূপ তত্ত্ব সকল বহুকাল অমিলিতাবস্থায় ছিল; কারণ প্রকৃতি পরিণত হইয়া তত্ত্বসকল প্রসব করিতে করিতে ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। যখন প্রকৃতি ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল সমস্ত তত্ত্বই ক্ষিতিতত্ত্বে আসিয়া সমষ্টীভূত হইল। ক্ষিতিতত্ত্ব সকল তত্ত্বের চুম্বকস্বরূপ হইল। (প্রবীণা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা)।—ভগবতী গীতা। এজন্য ইহা একাধারে সকল তত্ত্বেরই প্রকাশক ও বোধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষিতিতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বের মিলিত বা সংহতাবস্থা। এ অবস্থাকে ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় অবস্থা বা অণ্ডাবস্থা বলে, এবং ইহা প্রাকৃতিক

পরিণামের একটী প্রধান বিশ্রামস্থল। প্রকৃতি এই স্থলে আসিতে পারিলেই কতকটা শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ভ্রমণে সক্ষম হন। এজন্য এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার নাম প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টি। ক্ষিতিতত্ত্বই প্রাকৃতিক বা সর্গ সৃষ্টির শেষ সীমা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব এবং মহাভূততত্ত্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি হওয়াকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির শেষ বলা যায়। ইহার পর যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাকে বৈকৃতিক, বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি বলে। (ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৫০ সংখ্যা—৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

স্বর ও মাত্রা উভয়ে মিলিত হইলে তাহাকে গীত বলা যায়। গীত দুই প্রকার—কণ্ঠগীত ও যন্ত্রগীত। সুললিত স্বর-সংযোগে মনুষ্য কণ্ঠবিনিঃসৃত বর্ণাত্মক গীতকে কণ্ঠগীত এবং বীণাদি যন্ত্রোত্থিত ধ্বন্যাত্মক গীতকে যন্ত্রগীত কহে। কণ্ঠগীত আবার স্বরগ্রাম, তেলেনা, খেয়াল, চতুরঙ্গ, ত্রিবট, বিষ্ণুপদ, ধ্রুপদ, জাত, কাওল, গুলনকস, রাগমালা, আলাপ, টপ্পা, ইত্যাদি প্রকার ভেদে নানাবিধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ সংগীত রত্নাকরে দ্রষ্টব্য।

গীতে চারিটী চরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে:—যথা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। প্রথম চরণের নাম অস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয়ের নাম সঞ্চারী, চতুর্থের নাম আভোগ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি শুদ্ধ এই সাতটী স্বর রাগরাগিণী যোগে, বিবিধ ছন্দোবন্দে ও নানা তালে গীত হইলে, তাহাকে স্বরগ্রাম কহে। স্বরগ্রামে দুইটীর অধিক পদ থাকে না।

স্বরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে; অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করিতে গেলে, সেই উভয় স্বরের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশগুলি অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রুতি বলে।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্তকে দ্বাবিংশতি খণ্ড স্বর আছে, যথা—ষড়্জ, হইতে ঋষভে চারিটী, ঋষভ হইতে গান্ধারে তিনটী, গান্ধার হইতে মধ্যমে দুইটী, মধ্যম হইতে পঞ্চমে চারিটী, পঞ্চম হইতে ধৈবতে চারিটী, ধৈবতে হইতে নিষাদে তিনটী, এবং নিষাদ হইতে উচ্চ ষড়্জে দুইটী করিয়া খণ্ডস্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কণ্ঠে গীত অভ্যাস করিতে হইলে আরও কয়েকটী সাধন প্রণালী অভ্যাস করা আবশ্যক। যথা—গমক, মূর্চ্ছনা, বিক্ষেপ, ও প্রক্ষেপ।

গমক।

স্বর কম্পনের নাম গমক। নির্গমন কালে কণ্ঠের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারাই স্বর কম্পিত হয়। গমকের "W" এইরূপ চিহ্ন। এই চিহ্নটী কম্পনীয় স্বরের নীচে থাকিবে, এবং চিহ্নের সংখ্যানুসারে স্বর কম্পিত হইবে।

গামক সাধন।

।	।	।	।	।	।	।	।
সা	ঋ	গ	ম	সা	গ	সা	ঋ
W	W	W	W	২W	২W	৩W	৩W

।	।	।	।	।	।	।
সা.	নি	সা.	ধ	সা.	ধ	সা.
W	W	W	W	২W	২W	৩W

।
ঋ
৩W ইত্যাদি।

মূর্চ্ছনা।

কোন স্বর হইতে স্বর মধ্যবর্ত্তী শ্রুতি-গুলি ভঙ্গ না করিয়া অনুলোম বা বিলোম গতিতে অন্যান্য দুই, তিন বা তদতিরিক্ত স্বর অবিচ্ছেদ প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনার "————" এইরূপ চিহ্ন।

মূর্চ্ছনা সাধন।

। । । । । । । । । । । ।
স ঋ ঋ গ স ঋ গ ম ঋ গ ম প

। । । । । । । ।
সা. নি নি ধ সা. নি ধ প

। । । ।
নি ধ প প ইত্যাদি।

বিক্ষেপ ও প্রক্ষেপ।

কোন একটী স্বর নির্গত করিয়াই তৎক্ষণাৎ অনুলোম গতিতে তৎপরবর্ত্তী দুই, তিন, বা ততোধিক স্বর ব্যবহিত স্বরান্তর প্রকাশ করার নাম বিক্ষেপ এবং ইহার বিপরীত ভাবকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিলোম গতিতে স্বরান্তর প্রকাশ করাকে প্রক্ষেপ বলে। বিক্ষেপের ">" এইরূপ আর প্রক্ষেপের "<" এইরূপ

বিক্ষেপ প্রক্ষেপের সাধন।

× ✓×< × ×✓১ × ×✓<
সা ঋ সা গ সা. নি

× ×✓<
সা. ধ ইত্যাদি।

খাম্বাজ—একতালা।

গীতসার। অস্থায়ী। নবীনচন্দ্রদত্ত কৃত স্বর।

+✓ ✓ ✓ব ✓ | ১✓ ✓ ✓ব
প সা. নি ঋ | সা. সা. নি
না- শ- না- না | শ- না- বি-

✓ব | ১✓ ✓ ✓ ✓ | +✓ ✓
নি | ধ প ম গ | সা সা
ষ- | য়- বা- স- না, | র- স-

✓ ✓ | ১✓ ✓ ।ব
গ ম | প প নি সা. ঋ. সা. |
না ভা- | ষ- না কা-

১×ব × ✓ব । ব
নি সা নি ধ নি
লী।

অন্তরা।

+✓ ✓ ✓ ✓ | ১✓ ✓ব ✓
ম ম ধ ধ | ধ নি নি
ল- ই- য়ে কি | ছা- র, মি

৮ | ১৮ ৮ব ৮ ৮ | +৮ ৮ব
সা. | সা. নি সা. সা. | সা. নি
ছা- | র সং- সা র, | কা- টা-

৮ ৮ ১৮ ৮ ব৮ ৮ | ১৮ব ৮
ঋ. ঋ. | সা. নি সা | নি নি
ইলি কা- | ল- ও- রে | দু রা-

৮ | +৮ ৮ ৮ ৮ | ১৮
ধ | গ. গ. গ. গ. | গ.
চার, | না বি- কা- লি- | কা-

গ ম ঋ ৮ ৮ | ১৮ ৮
নী- ঋ. ঋ. | ঋ. ঋ.
প- দে | এ- ক

৮ ৮ | +। । ৮ব ৮ | ১৮
সা. সা. | সা. সা. নি ঋ. | ঋ
বা- র, | ক- রে ম ন | আ-

৮ ।ব | ১×ব ×
সা. নি সা· ঋ· সা· | নি সা
জি কা-

৮ব । ব |
নি ধ নি |
লি ।

(ক্রমশঃ)

বিবি ফসেট্।

সারলট ব্রন্টির নিকটে একদা এক নারী আসিয়া বলেন, "আমি এই এই অকার্য্য করিব, যদি না করিতে পাই, মরিব।" সারলট্ উত্তর করিলেন "মর ক্ষতি নাই, তবু সে গুলি করিতে পাইবে না।" বিবী ফসেট সেই শ্রেণীর মহিলা। তাঁহার সন্তানেরা কখনও অবাধ্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক "মরিব" বলিলে তিনি বলিতেন "মর," বাধ্য হইতে হইবে।" এক-দিন ইনি আত্মজা ফিলিপা ফসেট্ (যিনি এক্ষণে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনিয়র র‍্যাঙ্গেলর) সমভিব্যাহারে কোনও স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; এমন সময়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গীকে লইয়াছ?" যেখানে পুত্তলিকা ছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যা উত্তর করিলেন" পুতুল? "ইহাতে মাতা প্রত্যুত্তর করেন "আমি ঐ পুতুলটিকে পুতুল বলিয়া ভাবিতে দিতে চাহি না। আমি উহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন তুমি আমি মানুষ—মেয়েমানুষ, সেইরূপ উহাকেও জ্ঞান করি।" ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, পুত্তলিকা মানুষ সঙ্গীর ন্যায় জীবন গঠনের সহ-কারী। আর জনসমাজে নারী পুত্ত-লিকা বিশেষ নহে। পুরুষের ন্যায় ইহাঁরও সমাজে স্থান আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে, সেগুলি হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তৎতৎ কার্য্যগুলি যে যে নারী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন না, তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। এই বিপৎ-প্রলোভন-সকুল সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। পুরুষ বলিয়া কাহারও শত খুন মাপ

নাই, স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও অণু মাত্র দোষ কল্পনায় পর্ব্বতাকারে পরিণত হইবে না। বিবি ফসেট্ সমদর্শিনী। ইনি স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, কাহারও প্রতি কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই ও কখনও ছিল না। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার মানসে আমরা উঁহার একটি বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এই "পূর্ণবয়স্কা নারীকে কুত্রাপি এরূপ ভাবিও না যে, তিনি পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারেন না।" হিন্দুশাস্ত্রে যে আছে "অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা ইত্যাদি" স্ত্রীলোক গৃহে রুদ্ধ থাকিলেও অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।" এই বাক্যের সহিত তাঁহার মতের কেমন ঐক্য দেখা যায়। যিনি বিষম সামাজিক পাপ রোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা শক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন,নারীচরিত্রের উপর তাঁহার বিশ্বাস কেমন দৃঢ় !

(ক্রমশঃ)

দেশাচার ও সংস্কার।

দেশাচার বড় ভয়ানক জিনিষ,! সহজে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। ইহা যদিও জঘন্য হয়, তাহা হইলেও ইহা ত্যাগ করিতে গেলে নিন্দিত, সমাজচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত এবং সময়ে সময়ে প্রহারিতও হইতে হয়। দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের সমাজের অর্থাৎ বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজের দেশাচার গুলির মধ্যে অনেক সুপ্রথা আছে, আবার কতকগুলি কুপ্রথাও আছে। কুপ্রথা গুলির সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সচরাচার যে নিত্য আচার গুলি প্রচলিত, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে একে একে সে গুলির বিচার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। মুসলমান রমণীগণের মধ্যেও এই দেশাচারের অধিকাংশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এই প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষেও উপকারী হইলে হইতে পারে।

সিন্দুর।—সধবা বা কুমারী হিন্দুকন্যার কপালে সিন্দুর বিন্দু স্থাপন করা হিন্দু সমাজের একটী দেশাচার। বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এদেশে ইহা প্রচলিত। শরীরের অঙ্গ বিশেষে লোহিত রঙ্গের চিহ্ন স্থাপন করা অথবা লালবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করা হিন্দুরা সুখের সোপান বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই জন্য বিবাহের সময়ে পাত্র ও পাত্রীকে "চেলীর জোড়," লাল পট্টবস্ত্র, লাল কাপড় প্রভৃতি পরিতে হয়। ব্রতাদি বা পূজা কালে গৃহস্থ ও

পুরোহিতকে লালবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। গর্ভবতী রমণীর সাধভক্ষণ কালে লোহিতবস্ত্র পরিধান করা শাস্ত্রসঙ্গত। লোহিতবর্ণ হিন্দুর সুখ, সৌভাগ্য ও ধর্ম্মের চিহ্ন। সিন্দুর বিন্দু ভাল দেশে স্থাপন করা হিন্দু সধবার সৌভাগ্য ও সুখের পরিচায়ক স্বরূপ। মুসলমান নারীদিগের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা নাই; কিন্তু বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানেরাও অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিন্দুর সেবনের প্রথা আমরা এককালে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহি, যেহেতু ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। সিন্দুরে (অক্‌সাইড অব মার্কারি) পারা-বিশ্লেষণ নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। বিশুদ্ধ পারা যে কোনও প্রকারে হউক, শরীরের অভ্যন্তরে বা বহির্দ্দেশে থাকিলে জীবদেহের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয়না, ইহা জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মত এবং ইহা বহুতর্ক ও মীমাংসায় সিদ্ধ। সিন্দুরে উপকার করে ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৈলের সহিত সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে স্থাপন করার প্রথা নিতান্ত জঘন্য। পারা ও তৈল একত্রে মিশ্রিত হইলে ভয়ানক বিষের সৃষ্টি করে; প্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থের মতে গোদুগ্ধ, বটপত্রের দুগ্ধ বব্বূল (বাবলা) গাছের নব্য গঁদ অথবা নবনীত সহ সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া কপালে দিলে সিন্দুরের আরও গুণ ফলিতে পারে।

মিশি।—বঙ্গ দেশের লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোকে মিশি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশি দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ যায় এবং দন্তমূল দৃঢ় হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে মিশি প্রস্তুত হয় তাহা উত্তম নহে, ইহাতে দন্তের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও চিক্কণতাকে নষ্ট করিয়া এক কদাকার কৃষ্ণ বর্ণ উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য দন্তপাতির মাংসাদি জঘন্য আকার ধারণ করে। পুরাতন সুপারি, চাখড়ি (চক্), মাজু ফল, তামাকুর পাতা, দারু চিনি, লবঙ্গ ও তেজ পত্র, এবং কিঞ্চিৎ তুঁতিয়া জলন্ত অগ্নির শিখায় গরম করিয়া লইয়া চূর্ণ কর এবং একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিন প্রাতে দন্তমর্জ্জন কর। ইহাতে দাঁত কাল হয় না, অথচ দন্তমূল বহুকাল পর্য্যন্ত শক্ত থাকে। দন্তমূল ফুলিলে কখন কখন দাঁতের গোড়ায় ঝাল লঙ্কা টিপিয়া ধরিলে উপকার হয়।

বিবিধ।

১। টিকিট সংগ্রহ।—আজ কাল বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য দেশে নানাদেশীয় ও নানা সময়ের টিকিট সংগ্রহের বড় ধুম পড়িয়াছে। সে দিন ১৮৪৭

সালে মরিসাস দ্বীপের দুইটী টিকিটের দর ৬৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল অর্থাৎ প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল।

২। সাক্ষ্য প্রথা।—পূর্ব্বে ফ্রান্স-দেশে কোন জমি জমা নিলাম হইলে ১২ জন প্রৌঢ় ও ১২ জন বালক সাক্ষী হইত। ক্রেতা মূল্য দিবামাত্র বালকদিগকে সজোরে কান্ মলিয়া প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহার কারণ ভবিষ্যতে তাহারা কানমলার সহিত জমি বিক্রয়ও স্মরণ রাখিবে।

৩। শরীর পালন।—ডাক্তার নসেন বলেন যে তিনি যাহাদিগকে অন্ত্র চিকিৎসা করেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে ভুগে।

৪। মাতাল দুরস্ত।—একজন ভয়ানক মাতাল কিছুতেই শোধরাইল না। একদিন সে মদে ভোঁ হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। এদিকে চতুরা ভার্য্যা এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার মত্ততাবস্থার একটী ফটো (চিত্র) লইলেন ও টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। স্বামী সজ্ঞান অবস্থায় তাহা দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন এবং নীরবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার কদভ্যাস চিরকালের জন্য বর্জ্জন করিলেন।

৫। এক বার বিলাতে বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, চারিদিকের লোক মরিতেছে, কিন্তু একটী গৃহে রোগ একবারে প্রবেশ করে নাই। পরে জানা গেল যে ঐ গৃহে কতকগুলি কাঁচা পেঁয়াজ ঝুলান ছিল। উহার বায়ু বড় উপকারী, সংক্রামক রোগ দূর করে। সেইজন্য ঐ গৃহস্থেরা রক্ষা পাইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

৬। ফুলস্‌কাপ কাগজ সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, তাহা অনেকে বোধ হয়, জানেন না। ইংলণ্ডের অধিপতি—১ম চার্লস ১৭শ খৃঃ অব্দে একটী কোম্পানীকে কাগজ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কোম্পানী এই অনুমতি লাভে কাগজ প্রস্তুত করেন, সেই কাগজে জলের চিহ্ন দ্বারা রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ১ম চার্লস বিপক্ষপক্ষদ্বারা নিহত হওয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সভাপতি ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজনিদর্শন সমুদায় একে একে লুপ্ত হইতে লাগিল। কাগজে রাজচিহ্ন থাকিবে কেন? ক্রমওয়েল অনুমতি করিলেন, কাগজে রাজচিহ্ন থাকিতে পারিবে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ঐ স্থলে গাধার টুপি বসাইতে হইবে। সেই অবধি শাসন পরিবর্ত্তন হইলে ও ঐ কাগজে ফুলস্ ক্যাপ অর্থাৎ বোকা গাধার টুপী ব্যবহৃত হইয়া আসিছে।

৭। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনা সহরে একটী নারীর হৃদ্‌যন্ত্রে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা হৃদ্‌কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে অতি সুমধুর তান-

লয়যুক্ত বাদ্যের ন্যায় স্বর শুনিতে পান। সেই স্বরে তিনি মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছেন।

৮। আফ্রিকায় মাটাবিলি নামক অসভ্য, জাতি বিশ্বাস করে যে মৃত্যু হইলে মানবাত্মা বৃষ.সর্প অথবা মহিষ প্রভৃতি জন্তুর দেহে প্রবেশ করে এবং সংসারের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবিত কালে যদি কেহ শত্রুর শত্রুতার প্রতিহিংসা করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর ঐ সর্প প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করিয়া ঐ শত্রুকে দংশন করে বা হত্যা করিয়া থাকে। কাহার হঠাৎ সর্পাঘাতে বা মহিষের শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহারা বিশ্বাস করে, তাহার শত্রু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

৯। নারী জাতি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য এমন কোন কার্য্য নাই যাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। ফ্রান্স দেশের রমণীরা সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য পশুহত্যার সময় ঐ পশুর রক্ত পান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাঁচা পেঁয়াজ সেবনে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। এই সংবাদে কোন কোন সভ্য নারী মহলে আনন্দের রোল উঠিয়াছে, তাঁহারা কাঁচা পেঁয়াজ সেবন করিয়া দেহ পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধন করিবেন!

বর্ষ-শেষ চিন্তা।

১। এক বৎসর কাল আমার ছিল, এখন আর আমার নাই। আবার যে এক বৎসর আমার হইবে, কে বলিতে পারে!

২। ঈশ্বরের দয়া অপার ও অনন্ত। পলকে পলকে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে কত তাঁর দয়া লাভ করিয়াছি! এক এক পলকের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা সংবৎসর কাল দিয়াও শেস করা যায় না, সংবৎসরের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভবে? হৃদয়—তন্ত্রী প্রতিক্ষণ তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে ধ্বনিত হউক, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার দয়াল নাম কীর্ত্তন করুক্‌।

৩। জীবন পরীক্ষা করিয়া কে না অনুতাপ করিবে? কত কাজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করি নাই; কত কাজ অকর্ত্তব্য ছিল, তাহা করিয়াছি। মলিন, অজ্ঞান, দুর্ব্বল মানবের ত্রুটি ও অপরাধ অপরিমেয়। তবে ভরসা এই ঈশ্বরের দয়ার পরিমাণ ইহার অপেক্ষাও অধিক এবং তাঁহার ক্ষমার সীমা নাই।

৪। অশ্রুসিক্ত না হইলে মানুষের চক্ষু পবিত্র হয় না। অনুতাপের অশ্রুতে স্নান কর, শরীর যেমন নির্ম্মল হইবে, চিত্ত সেইরূপ বিশুদ্ধ হইবে।

৫। বয়স যত বৃদ্ধি হইতেছে, আয়ু ততই ক্ষয় হইতেছে এবং ততই আমরা মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছি।

৬। হায়! কি দুঃখের বিষয়, যে

পরিমাণে বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে জীবন সে পরিমাণে উন্নত হয় না, কিন্তু পাপ ও অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

৭। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন এদেশে বিদেশী পথিক ছিলেন, আমরাও সেইরূপ। আজি হউক, কালি হউক, তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও এখান হইতে চলিয়া যাইব। পৃথিবী যে পান্থশালা, সেই পান্থশালা পড়িয়া থাকিবে।

৮। ধর্ম্মসাধনের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিবে না। "কোহহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু হইবে?

৯। জগতে দুইটী মাত্র সত্য ধ্রুব সত্য :—(১) মৃত্যু, (২) ঈশ্বর। মৃত্যুতে ঐহিক জীবনের সকলেরই শেষ, ঈশ্বরে অনন্ত জীবনের আরম্ভ। মৃত্যু ছায়া, ঈশ্বর বস্তু; মৃত্যু মিথ্যা সত্য, ঈশ্বর সত্য সত্য।

১০। বৎসর পুরাতন ও নূতন হয়, কিন্তু ঈশ্বর চিরনূতন। তাঁহার মহিমা ও করুণা নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১১। হে জীবনের কর্ত্তা ঈশ্বর! আমাদের গণা দিন আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি এবং জীবনের প্রত্যেক বিন্দু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে এবং তোমার করুণা স্মরণে যেন নিয়োজিত করি।

১২। হে প্রভু! মানব জীবনকে অনিত্য ও অসার করিয়া তোমার জ্ঞানের ও করুণার পরিচয় দিয়াছ, তাহা না হইলে নিত্য ও সার বস্তু যে তুমি তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতাম না এবং দেবতার ন্যায় অমর জীবনের অধিকারী হইয়া নিত্যকাল তোমাকে সম্ভোগ করিবার অধিকার পাইতাম না।

নূতন সংবাদ।

১। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ও সুপণ্ডিতবর বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৮ইএপ্রেল বহুমূত্র রোগে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বঙ্গমাতা একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন!!

২। অধ্যাপক রো সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর উদ্যোগে কালা বোবাদিগের স্কুলের সাহায্যার্থ টাউন হলে এক "কনসার্ট" হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, লেডী এলগিন ও লেডী ইলিয়েট ইহার প্রতিপোষকতা করেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ও ইংরাজ মহিলা ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজীবাদ্যও বাজে এবং কয়েকটী সাহেব বিবী গান বাদ্য ও অভিনয় দ্বারা সভাস্থগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সার রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গীত সভার সভ্যগণ ন্যাসতরঙ্গ ও দেশীয় ঐকতানিক বাদ্যে শ্রোতাগণকে আমোদিত করেন। কালা বোবাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন।

৩। বিলাতের কতকগুলি বিবি

ভলন্টিয়ার (সখের স্ত্রী সৈনিক) হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইঁহারা লণ্ডনে সভা সমিতি করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণের সময়—দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন এই ইঁহাদের আশা।

৪। বাঁকীপুর ডিস্পেন্সারী সংশ্লিষ্ট একটি অস্ত্রচিকিৎসাগার নির্ম্মাণের জন্য ডুমরাওনের মহারাজ ৩৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। ছোট লাট বাহাদুর এজন্য মহারাজকে সাধুবাদ দিয়াছেন।

বামারচনা।

ভিক্ষা।

স্বনীড়ে বসিয়া পাখী
পঞ্চমে উঠিল ডাকি
সে কাকলী ধারা পূর্ব্ব দ্বারেতে ছুটিল;
চমকি রুচিরা উষা,
পরিয়া কনক ভূষা,
মোহন বসন খানি অঙ্গেতে আঁটিল;
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া
আঁখি দুটী রগড়িয়া
শশব্যস্তে তমোময় দ্বার সরাইল।
হেরি সে মোহিনী ছবি
হাসিয়া উদিল রবি,
সে রূপছটায় দশ দিক্ উজলিল।

২

মৃদুল সমীর কোলে
নবীনা বল্লরী দোলে;
পরাণ নিভৃত কক্ষে করে হায়! হায়!
কি যেন মাখিতে চিতে
আত্মা উপহার দিতে
কাহারে খুঁজিছে মন কারে যেন চায়।
কোথা সে হারাণ জন!
আকুল ব্যাকুল মন
ধরি ধরি করি তায় ধরা নাহি যায়,
আবছা আবছা মত
কতবার দেখেছিত,
ধরিতে গেলেই মিশে মহা শূন্যতায়।

৩

তাঁরে কল্পনা দেখিতে পায়
হৃদয় ধরিতে যায়
কিন্তু বিশ্বম্ভর ভার না পারি সহিতে,
শ্রান্ত দুরবল হিয়া
ফিরে আসে ছেড়ে দিয়া
ধমনী শিরায় রক্তে আকাঙ্ক্ষা মাখিতে,
পরিণাম আকাঙ্ক্ষার
নিরাশার অন্ধকার
জীবনের পরিণাম মরণ যেমন,
অবোধ, উদাস মন
তবু চাহে অনুক্ষণ।
চাহুক, করুক ভিক্ষা যাবৎ জীবন;
ছোট খাটো হৃদি ভ'রে
রাখিতে সে বিশ্বম্ভরে,
করুক করুক ভিক্ষা শত শত বার,
যদিই চাহিতে হ'লো
মন মত ভিক্ষা ভালো
যে ভিক্ষায় করিতে হবেনা ভিক্ষা আর।

৪

সে ভিক্ষা পাইলে ভবে
আকাঙ্ক্ষা ত নাহি রবে,
হৃদয় হইবে সদানন্দে ভরপুর,
কল্পনা পরাস্ত করি
সে জ্যোতি হৃদয় ভরি
রহিবে, পলাবে যত অভাব অসুর।
মানস-অমরাপুরে
জীবন মাতানো সুরে
"সোহহং" "তত্ত্বমসি" বলি প্রেম গাবে গান

'এই বিশ্ব আমারই
আমি ও বিশ্বের হই"
বলিয়া আনন্দে প্রাণ ধরিবে স্থতান।
যদি সে পরম ধন
ধরিবারে চাও মন
কর কর ভিক্ষা তবে মনের মতন;
ভিক্ষা দরিদ্রের বল
ভিক্ষা দীনের সম্বল
ভিক্ষা বিনা মনোরথ হবেনা পূরণ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

শিশুর হাসি।

শিশুর সুন্দর হাসি
কি মধুর মরে যাই।
তেমন সুন্দর ভবে
আরত কিছুই নাই!
দেখেছি বসন্তকালে
গোলাপ বেলীর হাসি,
কিন্তু এর মত নয়
তাহার সুষমারাশি;
শারদে চাঁদের হাসি
করিয়াছি দরশন,
দেখেছি জোনাকী হাসি
ভরিয়া নয়ন মন;
দেখেছি জলের হাসি
গঙ্গার পবিত্র গায়,
সে সুষমা কিন্তু নয়
এ শোভার তুলনায়;
দেখেছি বিজলী হাসি
গগনে মেঘের কোলে,
দেখেছি বর্ষার হাসি
মৃদু ফোঁটা ফোঁটা জলে;
দেখেছি নলিনী-হাসি
যবে বাল-সূর্য্যোদয়,
কিন্তু ইহা শিশু হাসি
সনে কভু তুল্য নয়!
ওরে নিদারুণ বিধি
কি বিধি তোমার হায়!
একটী শিশু রতন
কেন না দিলে আমায়?

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী
যাজপুর।

১৩০০ সালের বামাবোধিনীর নিয়মানুসারে সুচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

৪। বিজ্ঞান।

৫। দেশাচার।

৬। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৭। উপন্যাস।

৮। বিবিধ।

৯। পদ্য।

১০। বামারচনা।

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১২। নূতন সংবাদ।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫২ সংখ্যা } বৈশাখ ১৩০১—মে ১৮৯৪। { ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০১ সাল।

ইং ১৮৯৪-৯৫।

সংবৎ ১৯৫১-৫২, শক ১৮১৬,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৫-৬৬।

*বৈ	*জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০(শু)
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
র	ম	শু	র	বৃ	শ	সো	বৃ	শ	ম	শু	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১(র)

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ						কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
:শু	:সো	বৃ	সো	বৃ	র	১+	৮	১৫	২২	২৯	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	২+	৯	১৬	২৩	৩০	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬		র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭		সো	বু	বৃ	শ	র	ম
বৃ	র	বু	র	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮		ম	বৃ	শু	র	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	৪	২	১	২৮	২৬	২৫	২৪	২৩	২৪	২৪	২৪	২৩
পূঃ	৭	৬	৪	২-৩১	৩০	২৯	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭,	২৬
কৃঃএঃ	১৯	১৮	১৬	১৩	১২	১০	৯	৮	৮	৮	৯	৯
অঃ	২৩	২১	১৯	১৬	১৫	১৫	১২	১১	১২	১২	১৩	১২

শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা।

কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা।

*বৈ—বৈশাখ শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১ দিন মাস। জ্যৈ—জৈষ্ঠ সোমবারে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। এ—এপ্রেল রবিবারে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস ইত্যাদি।

+১লা বৈ শুক্র, ২রা বৈ শনি, ইত্যাদি, ১লা জ্যৈষ্ঠ সোম ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল, ইত্যাদি।

:বৈ শুক্র ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ জ্যৈ সোম ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯, ইত্যাদি।

. ৪ঠা বৈশাখ সোমবার শুক্ল একাদশী, ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা এইরূপ দিন, বার ও তিথি সহজে ঠিক হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী কমিসনর—সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী কয়েক বৎসর হইতে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও জজের পদ প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু বিভাগীয় কমিসনর পদ পাইবার এই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মহারাণী ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিনের জয় হউক।

অন্ধের জন্য সংবাদ পত্র—ইংলণ্ডে এখন এত অন্ধলোক শিক্ষিত হইয়াছে, যে তাহাদের জন্য সংবাদ পত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৮৮২ সালের জুন মাস হইতে "Weekly Summary নামে ৩ পেনী দামের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অক্ষর সকল উঁচু উঁচু, ইহাতে সপ্তাহের আবশ্যক সংবাদ সকল থাকে। কালা বোবারা শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের জন্যও ক্রমে উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

ইউরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী—সঞ্জীবনী এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় প্রায় ৫০টী বাঙ্গালী হিন্দু সন্তান বিলাতে আইন, ডাক্তারী, বা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে ১ জন ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন।

ফ্রান্সে স্ত্রীশিক্ষা—ফ্রান্সে গ্রন্থকর্ত্রীর সংখ্যা ২১৩৩, ইহাঁরা গত বৎসরে ১২১১খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ২১৭ জন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন।

ইনকম্ ট্যাক্স—বঙ্গদেশ হইতে গত বৎসর ৪৩ লক্ষ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধভাগ লইয়াছেন।

চিনভাষী—পৃথিবীর চারিকোটী লোক চিন ভাষায় কাথাবার্ত্তা কয়। আর কোন ভাষা এত লোকের ব্যবহারে আসে না।

স্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তদনুসারে এক জর্ম্মণ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ৩০০০ বৎসর পরে এক একটী পুরুষের স্থলে ২২০টী করিয়া স্ত্রীলোক হইবে। ইহার জন্য দুর্ভাবনা বৃথা, মানবের অপেক্ষা সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা কি অধিক নয়?

বিবি বেজাণ্ট—গত নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্যন্ত ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১২০টীর অধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার শ্রোতৃবর্গ সর্ব্বত্র মোহিত হইয়াছেন।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি, এ, যিনি বিলাতে চিকিৎসা

শিক্ষা সমাপন করিয়া এল, আর, সি.পি, এল,আর,সি,এস প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন, তিনি ছোটলাটের আদেশে ইডেন হাঁসপাতালে বাহিরের রোগী সকলকে দেখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবি টেলার—তিব্বত ভ্রমণ-কারিণী বিবি টেলার ১২ জন সঙ্গীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, পরে দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন।

নব-বর্ষ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীরে করিয়া বিদায়,
চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শুভ সমাগম ;
একদিকে মৃত যুগ করে হায় হায়,
নবযুগ আর দিকে খেলে নবোদ্যম।

যা গিয়াছে কালগর্ভে ফিরিবে কি আর !
শূন্য জননীর কোল পূর্ণ কে করিবে ?
আঁধারে স্মৃতির বক্ষে বহে অশ্রুধার,
অবিরত--অফুরন্ত, বল কে মুছিবে ?

হা রামমোহন কোথা নব বঙ্গরবি,
জগন্নাথ, রাধাকান্ত, মদনমোহন,
কোথায় রামগোপাল, কোথা গুপ্তকবি,
কোথায় দ্বারকানাথ, শ্রীমধুসূদন !

দিগম্বর, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার,
হরিশ, গিরিশ, প্যারী, কোথা কৃষ্ণদাস,
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্ব গুণাধার,
কোথায় কেশব ধর্ম্ম জ্যোতির উচ্ছ্বাস !

কোথায় রাজেন্দ্র, শিবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ,
রামনারায়ণ, বিদ্যাভূষণ কোথায়,
বঙ্কিম বঙ্গের পূর্ণ সাহিত্যের চাঁদ,
ধর ধর সবে লয়ে অই অস্ত যায় !!
যুগোৎপাটনে ঢাকে আঁধারের ছায়,
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড বুঝি পুনঃ লয় পায় !!!

অতীতের শবস্কন্ধে যুগ পুরাতন,
অনন্ত আঁধারে মিশি বিলাপ আপনি,
নবযুগ নব বার্ত্তা করিয়া বহন,
শুনাও জগতে আশা-আনন্দের ধ্বনি।

এ বিশ্ব-বিধাতা যিনি, নিত্য লীলাময়,
মহিমা কণিকা তাঁর অতীতে প্রকাশ,
দেখ নাই যাহা তাহা দেখিবে নিশ্চয়,
অনন্ত ভবিষ্যে রাখ অটল বিশ্বাস।
মহাদাতা—মুক্তহস্তে জ্যোতি প্রাণ জ্ঞান
প্রেম পুণ্য সুখ শান্তি কতই বিলায়,
মহৎ-জীবন, তাঁরি করুণার দান,
মঙ্গল সংকল্প নিজ সাধিতে ধরায়।

শিব শুক নারদ বাল্মীকি বেদব্যাস,
বুদ্ধ ঈশা মহম্মদ চৈতন্য শঙ্কর,
হোমার বার্জ্জিল সেক্ষপীর কালিদাস,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পার্থ বীর সেকন্দর।
গৌতম কণাদ প্লেটো সোক্রাৎ কমত,
সীতা সতী সাবিত্রী মৈত্রেয়ী লীলা খনা,
কবি বাগ্মী ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর কত,
কত বীরাঙ্গনা তার কে করে গণনা!
নিঃশ্বাসে প্রকাশ যাঁর নিশ্বাসে বিলয়,
কে করিবে তাঁর জ্ঞান শকতির সীমা ?

যা গিয়াছে পুনঃ তাহা হইবে উদয়
নববভাবে, প্রচারিতে তাঁহার মহিমা।
এস এস নবযুগ নববর্ষ সাথ
বিশ্বাস, আনন্দ, আশা জ্যোতি পরকাশ,
তব সঙ্গে বিশ্বদেবে করি প্রণিপাত,
জীবনের ব্রত পালি পূর্ণ করি আশ।

জননীর শূন্য কোল পূর্ণ হোক্ পুনঃ,
জননীর অশ্রুজল হউক মোচন,
প্রাণভরি গাই সবে বিধাতার গুণ,
নবভাবে তাঁর লীলা করিয়া দর্শন।
ত্রয়োদশ জন্মদাতা যাও আশীষিয়া,
চতুর্দ্দশে পুণ্যলোকে যাইব চলিয়া।

পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র।

গত ২৬এ চৈত্র বঙ্গ সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র বঙ্গসমাজে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। ইহা হইবারই কথা। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিলেই যথেষ্ট হইল না; তিনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখক —বিজ্ঞান, কবিতা, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সমালোচনা, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া পাঠকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট ও মোহিত করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন তাঁহার প্রতিভার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি রাজসেবায় অধিকাংশ জীবন ক্ষেপণ করিয়াও বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমধিক প্রশংসা।

সাহিত্য সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন নাই বলিয়া তিনি নিজে দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, ইহা করিতে পারিলে তাঁহা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য যে আরও লাভবান্ হইত, সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া তিনি একটী নূতন আলোক প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার জীবন ও কার্য্যের শুভ-পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। ধর্ম্মই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মচর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিন্তার বিষয়, শিক্ষিত সমাজে তিনি এই মহাসত্যের সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ইহলোকে তাঁহাকে যেরূপ কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী করিয়াছেন, পরলোকে তাঁহার আত্মার পরম শান্তি বিধান করুন্।

বঙ্কিমচন্দ্র জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটাল পাড়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজ বাবু শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র তাহার পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান

নাই, বিধবা পত্নী ও সন্তানের মধ্যে দুইটী কন্যা মাত্র আছেন। ৫৭ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত এবং তৎকালীন ছাত্রদিগের মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাবু যদুনাথ বসুর সহিত প্রথম বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতার ন্যায় তাঁহারা চারি সহোদরই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ ভূষিত করেন, কিন্তু তাঁহার মত উন্নতি ও রাজসম্মান লাভে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি রায় বাহাদুর ও সি,আই,ই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। জীবনের শেষাংশ সাহিত্যসেবাতেই পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগে শিক্ষিত পুরুষ সমাজত আক্ষেপ করিবেনই, বঙ্গমহিলার চিত্ত কিরূপ ব্যথিত ও আলোড়িত হইয়াছে, নিম্নলিখিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাহার পরিচায়ক।

শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়।

"———কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন?—ফলিবে কি আর?"

ওমা! অভাগিনী মাতৃভূমি! আজ মা, তোর একি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম? তোর নাকি মণিরত্ন খসিয়া পড়িয়াছে, তোর নাকি শেষ যথাসর্ব্বস্ব ফুরাইয়াছে, তোর নাকি স্বর্গীয় আভরণ চুরি গিয়াছে—তোর হৃদয়াকাশের পূর্ণ চন্দ্র, তোর অহঙ্কার স্বরূপ "বঙ্কিমচন্দ্র" নাকি তোর কোল শূন্য করিয়া গিয়াছে!! আহা! সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই মাতৃ-বক্ষের উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গ-সাহিত্যের নবজীবনদাতা, বঙ্গবাসীর নবজীবন-পথের-নেতা, রাজার বিশ্বস্ত, গৌরবান্বিত কর্ম্মচারী—আহা! সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই একে "এক সহস্র" বঙ্গাকাশের ধ্রুব নক্ষত্র, যাহাকে পাইয়া বঙ্গবাসী অহঙ্কৃত হইয়াছিল, বঙ্গজননী গৌরবান্বিতা হইয়াছিল, ভারতভূমির বক্ষ আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আজ আর কঁদিবার ভাষা নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমাদের জন্মভূমির যে কত সর্ব্বনাশ হইল, সে সব কথা বলিবার—সে সকল গুলি কথা বলিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই! বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রের আজি সর্ব্বনাশ হইল, আর সেখানে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কমলাকান্ত, আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল জন্মিবে না! বাঙ্গালার দর্শন শাস্ত্রের আজি সর্ব্বনাশ হইল, যে মাথায় "বঙ্গ-দর্শন" পত্র জাগিয়াছিল, আজি সে মাথা লইয়া কেহ কবির ভাষায় দর্শন শাস্ত্র বুঝাইতে বসিবে না! আজি বাঙ্গালার সামাজিক জীবনেরও সর্ব্বনাশ হইল, আজি বুকভরা প্রীতির উচ্ছ্বাসে কেহ জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য, স্বদেশের

কল্যাণানুষ্ঠান, মানবজীবনের সার্থকতা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে উত্তেজিত করিবে না! আজি বাঙ্গালার ধর্ম্মজগতেরও দারুণ ক্ষতি হইল, আর বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের অমৃতময়ী ব্যাখ্যা, কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতময়ী ব্যাখ্যা, ভগবদ্গীতার অমৃতময়ী ব্যাখ্যা প্রচার করিবে না! তাই বলিতেছি বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমাদের যে কত সর্ব্বনাশ হইল, সে কথা বলিবার ভাষা মিলে না। গোপাল বাবুর মত মানুষ মরিলে তাহারই স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া যায়, তাহারই সন্তান ও পোষ্যবর্গ শোকাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়াছে বলিয়া, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যাগণ পিতৃহীনা হইয়াছে বলিয়া আজি আমরা সকলেই বহিয়া গিয়াছি। আমাদের মা'র—আমাদের চিরদুঃখিনী বঙ্গ জননীর সৌভাগ্যের শেষ চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে! মা আজি তাহার নয়নতারা, আদরের ধন বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইয়াছে!

আজি বঙ্গভূমির বক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নাই!—এ যে শত বজ্রাঘাতের অপেক্ষা নিদারুণ শব্দ, বাঙ্গালায় আজি বঙ্কিমচন্দ্র নাই!! আর মায়ের কোল আলো করিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র" হাসিবে না! আর শত প্রাণ দিয়া মায়ের সকল অভাব পূর্ণ করিতে চাহিবে না! আর একমাত্র পুত্রের গৌরবে মা শত পুত্রবতীর অধিক সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিবে না! আর বঙ্কিম শ্যামসুন্দরের বাঁশির গীতির মত, মধুর, বাসন্ত কোকিলের কাকলীর মত, দিগন্তপ্লাবী, নারদের বীণাঝঙ্কারের মত পবিত্র মাতৃগাথা মাতৃ-স্তোত্র শুনাইবে না! আর দিগ্‌দিগন্তে অমৃতস্রোত ছুটাইয়া "বন্দে মাতরম্" গীত প্রবাহিত হইবে না! আর মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে "বাহুতে মা তুমি শক্তি, হৃদয়ে মা তুমি ভক্তি" গাহিয়া পরের প্রাণে মাতৃভক্তি জাগাইয়া দিবে না! আর সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মাতৃপূজা করিতে কেহ শিক্ষা দিবে না!—তাই বলিতেছি ও মা! জন্মভূমি! ও মা! বঙ্কিমচন্দ্রের "সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা" শ্যামাসুন্দরি! যে মুহূর্ত্তে তোর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মের মত তোর নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তোর শেষ সৌভাগ্যরেখা মুছিয়া গিয়াছে! বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে আমরা বঙ্গবাসীও অতলসাগরে ডুবিয়াছি—আজি মায়ের কোল খালি করিয়া আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। আজ আর আমাদের সে বঙ্কিমচন্দ্র নাই!

বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমরা বহিয়া গিয়াছি!—এ সংসারে তোমার আমার মত প্রাণী কত আসে, কত যায়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মার অভাবেই স্বদেশবাসী বহিয়া গিয়া থাকে। কেন বহিয়া গিয়া থাকে, সে কথা কিছু বলিতেছি। তুমি আমি জগতে আসি, খাই দাই, ঘুরিয়া বেড়াই, দিন ফুরাইলে চলিয়া

যাই, ইহার অধিক আর কিছু করি না। কাজে কাজে তোমার আমার মত জীবাণুর জীবন মরণে প্রকৃত পক্ষে সংসারের লাভ ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জগতে আইসেন অপূর্ণ জগৎকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য, জগতের কাজ করিবার জন্য, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন "শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণতা" ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" বলিয়াছেন। পতিনি এই বিধান কর্ত্তৃক পরিচালিত। যাহাহউক, সে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি দৈবের বা অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিতে বলেন নাই, শরীর মন ও হৃদয়ের শক্তি অনুশীলন, পরিস্ফুট ও চরিতার্থ করিতে পারিলেই বঙ্কিম বাবুর মতে মানবের সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। এই শেষোক্ত মত যে সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে তাহা আমরা জানি, আমাদের মতামতের বিচারের দিন আজি নহে—আমরা এই মাত্র বলি যে আজিকার দিনে, বঙ্গদেশে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন বাস্তবিকই অনেক অংশে সম্পূর্ণ। বঙ্কিম বাবু কবি—পদ্যে নহে, বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্যকার বঙ্কিমচন্দ্র অদ্যাপি অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব, ভাষা, বিষয়-নির্ব্বাচন, সবই বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "সমালোচনা" পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন ভাব গ্রহণ করিতে, পরের প্রাণের কথা বুঝিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কি অসাধারণ ক্ষমতা! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভাবুকতায় সেইরকম ভাব-গ্রাহিতায় বঙ্গবাসীর শীর্ষ-স্থানীয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লোকরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, বিশুদ্ধ রসিকতায় পরের চিত্ত বিনোদন করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন "আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি," কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র ও বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত রাজনীতিজ্ঞ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত দার্শনিক এদেশে অতি অল্প লোকই আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ পুস্তকগুলিতে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের, তাঁহার ধর্ম্মনীতিজ্ঞতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে "সার্ব্বভৌমিক গুরু" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশের ও স্বজাতির হিতার্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে অমানুষিক শ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এদেশের অনেকেই জানেন। এতদ্ভিন্ন, অর্থোপার্জ্জন করা মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় জানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অর্থোপার্জ্জন করিতেও কখন বিমুখ হন নাই। রাজকার্য্যের নিপুণতায় রাজদ্বারেও উচ্চগৌরব—রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন; হিংসা ও দ্বেষের জন্য দুষ্ট চরিত্রজন অন্য-

রূপ বলিলেও আমাদের দেশের অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন. এদেশে বঙ্কিম চন্দ্র জীবিতকালেই যশস্বী। সেক্ষপীয়ার কবি-যশলাভ করিয়াছেন, জীবনের পরে; মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিযশ-লাভ করিয়াছেন, সেও জীবনের শেষে: কিন্তু এদেশে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতেই তাঁহার মহতী প্রতিভার মহাপূজা পাইয়াছেন! দেবতার মত যশোলাভ করিয়াছেন! তাই বলিতেছি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ধন, যশ, লোকশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা. বঙ্কিমচন্দ্র সকলই লাভ করিয়াছেন—সকলেরই সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন! এমন সন্তান পাইলে মাতা পিতা কৃতার্থ হন, এমন স্বামী পাইলে ভার্য্যা কৃতার্থা হন, এমন পিতা পাইলে সন্তান কৃতার্থ হন, এমন বন্ধু পাইলে বন্ধু কৃতার্থ হন, এমন লোক দেশে জন্মিলে স্বদেশীয় মানব কৃতার্থ হন, এমন লোক জগতে আসিলে মা বসুমতী কৃতকৃতার্থা হন! এমন জিনিস—এমন দেবদুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন আমরা অকালে, সাতান্নবর্ষ বয়সে হারাইলাম, তাই আমরা বহিয়া গিয়াছি! তাই আমাদের এ শোক "অফুরন্ত" হইয়াছে!

বঙ্কিমচন্দ্র সাতান্ন বর্ষ পরমায়ু মাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাতান্নবর্ষ পরমায়ু পাইয়া তিনি বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার এবং বঙ্গবাসীর উন্নতি ও সুখের জন্য যাহা করিয়াছেন, তোমার আমার মত সাধারণ মানব সাত হাজার বৎসর পরমায়ু পাইলেও তাহা করিতে পারে না। অতএব বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য দিগদিগন্তভেদী, হাহাকারই করি, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনন্ত অভাবই অনুভব করি, বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদেশে বঙ্কিম চিরদিনই জীবিত রহিবেন। মা'র "বঙ্কিম" মা"র কোলে অমর, অক্ষয়, হইয়া রহিবেন। বলিয়াছি মা'র বঙ্কিমচন্দ্র একাই এক সহস্র! যে দিকে চাহিব, সেই দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইব! মা'র অণু পরমাণুতে মা'র "বঙ্কিমচন্দ্র" তাঁহার জ্যোৎস্না ছড়াইতেছেন।— বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অমর। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়ারের আসন যেখানে, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের আসন যেখানে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্রের আসন সেইখানে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য জীবিত রহিবে, ততদিন বঙ্কিম চন্দ্র অজর, অমর, অক্ষয়।—শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, বঙ্গভূমির স্নেহের কোল হইতে, বঙ্গভাষার সোহাগের আঁচল হইতে, আর বঙ্গবাসীর হৃদয়মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাড়িয়া লইতে কোন্ যমের সাধ্য?

আর কি বলিব—যাও দেব! বঙ্কিম চন্দ্র! বঙ্গবাসীর নবজীবনের গুরু! আজ অমরধামে যাইতেছ, যাও। যাও দেব! তোমার শুভজীবনব্রত সম্পূর্ণ করিয়া, আত্মপ্রসাদের হাসি মুখে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছ, আমরা কাঁদিয়া বাধা দিব না, আমরা তোমার সুখের পথের কাঁটা হইব না! যাও দেব!

যাও, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন! বাঙ্গালীর গৌরব! যাও, অমরাবতীতে যাও। যে দেশে তোমার যশের মত সবই শুভ্র, সবই পবিত্র, যাও সেই অমরপুরে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার উপন্যাসাবলীর মত সবই চির নূতন, সবই আনন্দ ও সুখের প্রবাহ, যাও সেই দেব-দেশে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মত সবই নিরপেক্ষ, সবই অমৃতময়, যাও সেই বৈকুণ্ঠপুরে যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, আজি নিমতলার শ্মশান-ভস্ম মাখিয়া, বঙ্গজননীর এ অধম সন্তানেরা যেন তোমার "শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে; যেন তোমার দেব-প্রাণে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি তোমার জন্মভূমি জননীকে যে রাজরাজেশ্বরী দেখিতে চাহিয়াছিলে, মা'র এ অধম সন্তানেরা মা'কে যেন সেই রাজরাজেশ্বরী দেখিয়া মরিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি যেমন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে, এ অধম জীবাণুরা যেন সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। তবে আয় ভাই বঙ্গবাসী! আজ বঙ্গ-ভূষণ বঙ্কিম চন্দ্রের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া, একত্রে প্রাণ খুলিয়া ডাক্ ভগিনি, একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক্——

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে!!"

লেখিকা—
শ্রী মা।

সঙ্গমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োরোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপায়ে জনসমাজের সেবা করাই ইহাঁদের জীবনের ব্রত। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশের কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহাব্রত অবলম্বন করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেহ মন প্রাণ ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী প্রচারিকা-দল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনী-গণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্য মাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পূর্ণ হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণ অনেকে নিরামিষ ভোজন করেন; শুধু তাহা নহে, এদেশীয়দিগের মত কেবল ডাল,

ভাত খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণীগণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও সভ্যতামূলক, বিলাতের রমণীগণের পদদ্বয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার নিয়মও সেইরূপ সভ্যতা অনুমোদিত। রমণীর অনাবৃত পদ ভয়ানক ঘৃণা ও লজ্জার কারণ। রমণী প্রচারিকাগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া এদেশের মহিলাগণের ন্যায় পদদ্বয় অনাবৃত রাখেন, সামান্য জুতা পরিধান করেন মাত্র।

পতিতা রমণীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রচারিকাগণ কলিকাতায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল হতভাগিনী রমণীর আর ইহ জীবনে সাধুপথে সাধু সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্যাগণের যত্ন ও উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। মাতা যেমন কন্যাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন, রমণী প্রচারিকাগণ সেই ভাবে পতিতা রমণীদিগকে পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহাদের স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য, সেবা, ধর্ম্মবিশ্বাস, জনহিতৈষণা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ দর্শন করিলে দেবী বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়—শত কণ্ঠে ইহাঁদের প্রশংসাধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, যেন ব্যাধি-প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, পাপে তাপে অভিভূত শ্মশানসম ভারতবর্ষকে মরণের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে এই দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারিকার অভ্যুদয় এদেশে নূতন ব্যাপার নহে। মহাত্মা মোক্ষমূলার বলেন "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি।" বাস্তবিক এদেশে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি, গভীর জ্ঞান, যোগ ভক্তি প্রভৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই স্বর্গীয় অমৃতরাশি আজ সমাজে বিতরণ করিবার জন্যও তেমনি আয়োজন হইয়াছে। অদ্য আমরা কেবল রমণীদিগের কথাই উল্লেখ করিব। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পরব্রহ্মের তত্ত্ব গম্ভীররূপে শিক্ষা করিতেন এবং প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাঁহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গ তুলিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধসমাজে, মহারাজা অশোকের সময় রমণী প্রচারিকাগণের দ্বারা অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময়ের একজন বরবর্ণিনী প্রচারিকার কথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে ভয়ানক ক্রূর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই সময় তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটী পুত্র একটী কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যাটীর নাম সঙ্গমিত্রা। কালক্রমে অশোক ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুকদিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল বন্যার ন্যায় জগৎকে যেরূপ প্লাবিত করিয়াছে, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম কোনও সময়ে করে নাই। তখন লক্ষাধিক প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চতুর্দ্দিককে নিনাদিত করিল।

অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ৬ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষু ব্রত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ইনি প্রচারার্থে বহুতর ভিক্ষুসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। তখন লঙ্কায় তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্ম্মভাব দর্শন এবং অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্ম সাধন ভজন ও ভিক্ষুকী হইবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহেন্দ্র মহিলাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "পাটলীপুত্র নগরীতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্গমিত্রা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।"

মহেন্দ্রের নিকট সঙ্গমিত্রার বিবরণ শুনিয়া রাজা এবং মহারাণী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সঙ্গমিত্রাকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা মহেন্দ্রকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় জনকের নিকট লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পাটলীপুত্র হইতে সঙ্গমিত্রা লঙ্কায় গমন করিলেন। সঙ্গে আরও অনেক প্রচারিকা গমন করেন, তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি:—উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মন্না, ধর্ম্মদাসী। এই প্রচারিকাদল সিংহলে উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 'অনলে পতঙ্গের ন্যায়' নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ

মানস চক্ষে সেই ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজত্ব দর্শন করুন। এখন যেমন ভারতে দলে দলে ইংরাজ রমণীগণ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ দেখুন ভারত, সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছাদিতা, ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুকীগণ বুদ্ধের যোগনিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা যেমন উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তেমন রোগীর সেবা, উপবাসীকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতিও প্রেম স্থাপন করিয়া জনসমাজকে মোহিত করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বৌদ্ধধর্ম্মই কার্য্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্যিক কলেবর এদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু বুদ্ধের সার উপদেশ ভারতবাসীর রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভগবান করুন সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়—ভিক্ষুকীদিগের ন্যায় শত শত রমণী প্রচারিকা পুনরায় অভ্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণা ভারতরমণীদিগের প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন।

পারিবারিক সঙ্গীত।

বুদ্ধ।

মিশ্র—একতালা।

("সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া" সুর)

বট তরু মূলে, বসিয়ে বিরলে,
মগন পরাণ ধ্যানে;
ছাড়ি রাজ্য আশ, পরি চীর বাস,
বাস গহন বনে।

নিরঞ্জনা বহিতেছে ধীরে ধীরে,
ঘুমায়ে বসুধা রজনীর ক্রোড়ে,
নীরব নিশীথে, পরিশ্রান্ত চিতে
সিদ্ধার্থ রত সাধনে।

কোথা গোপা—কোথা রাজা শুদ্ধোদন,
কোথা কপিলবস্তুর সুরম্য ভবন,
গিয়াছে অসার, সুখের সংসার,
সুখ দুখ আর নাহি প্রাণে;

ছুটেছে বিহঙ্গ অনন্ত আকাশে,
পরম চৈতন্য জ্যোতির পরশে,
যত চলে যায়, ততই দূরে যায়?
কে তাঁরে আর পায় ভবনে?

গভীর গভীর হইল রজনী,
নিদ্রিত মানব নিদ্রিত অবনী,
লভিল সিদ্ধার্থ অমৃতের খনি,
নির্ব্বাণ পরম ধনে;

সংসার তিমির করি পরিহার,
সত্যালোক প্রাণে হইল বিস্তার,
সংসার সাগর হইলেন পার,
বুদ্ধ নিত্য সত্য জ্ঞানে।

মনুর দীঘি।

জীবন রক্ষার্থ জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এজন্যই জলের নাম "জীবন।" অপরিষ্কৃত জলপানে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কলের জল পান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরী ব্যারামশালা ছিল। বিসূচিকা, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগে প্রতি সপ্তাহে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর হইতে মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সহস্র সহস্র লোক বিসূচিকা রোগে জীবনলীলা সম্বরণ করে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ জলা দেশ, বর্ষাতে সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়। যখন কার্ত্তিক মাসে জল শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন বৃক্ষাদি পচিয়া জলের মধ্যে প্রাণনাশক বিষের সঞ্চার করে। সেই কর্দ্দমাক্ত, শস্য ও বৃক্ষপত্র গলিত দূষিত জল পান করিয়াই বহুলোক বিসূচিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পরিষ্কার জল পান করিলে এরূপ অপকার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জল পরিষ্কার রাখা দূরে থাকুক, লোকের দোষে পুষ্করিণী এবং খাল প্রভৃতির জল অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে।

এদেশের পুষ্করিণীগুলি নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর নিকটেই একটী কি দুইটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর চারিধারে আম কাঁঠালের গাছ। সেই সমুদয় বৃক্ষের গলিত পত্র নিয়ত পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া পচিতেছে। ইহা ভিন্ন জলের মধ্যে পানা ও ঘাস দামত আছেই। শিশু সন্তানগণের মল মূত্রের কাপড়, কাঁথা, মৎস্য প্রভৃতি পুষ্করিণীর জলে ধৌত করা হয়, বাসন পরিষ্কার করা, এবং মূত্র ত্যাগ করা হয়। এরূপ পুষ্করিণীতে স্নান ও সেই জল পান করিলে যে নানা ব্যাধিতে শরীর আক্রান্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি আছে?

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন বিদেশীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এদেশবাসিগণ নদীর জলকে যেরূপে অপরিষ্কৃত করে, তাহাতে প্রবাহশীলা নদীর জল পান করাও নিরাপদ নহে। মনে করুন, নদীর উজানে কলেরা ব্যারাম হইতেছে। গ্রামের লোকেরা কলেরা রোগীর মললিপ্ত বস্ত্রাদি নদীতে ধুইতেছেন, সেই বিষ স্রোতের সহিত দূরে যাইতেছে। এজন্য যাহারা বহু দূরে (ভাঁটিতে) থাকিয়া সেই জল পান করিতেছে, তাহারাও বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়। তিনি বলেন যে, ইহার জন্যই নদীর ধারে বিসূচিকা আরম্ভ হইলে শীঘ্র শীঘ্র সংক্রামিত হইয়া থাকে।

জল কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয় এবং পরিষ্কার রাখিতে হইলে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন, তাহা ইংরাজজাতির কার্য্যকলাপ দেখিলে আমরা বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা পুষ্করিণীতে নামিয়া কাহাকেও স্নান করিতে কিম্বা মূত্র পরিত্যাগ করিতে দেন না। পুষ্করিণীর ধারে পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষাদি রোপণ করেন না এবং সর্ব্বদা দাম ও পানা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহরে গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুরক্ষিত অনেক পুষ্করিণী আছে। সে সকল পুষ্করিণীর জল কেবল পান করিবার অধিকার সকলের আছে। ঐ সকল দীঘিগুলিকে 'Reserve Tank' কহে। এই সুরক্ষিত পুষ্করিণী গুলি পানার্থিগণের জীবন স্বরূপ। ইহাদের জল পরিষ্কার না রাখিলে ব্যাধির মূল ধ্বংস হইবে না, রাজকর্ম্মচারীগণ এ তত্ত্ব অতি পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়াছেন। এজন্যই এখন কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য নগরে জলের কল স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এই জল পরিষ্কার রাখিবার রীতি যে কেবল ইংরাজ জাতিই আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নহে। এদেশের আর্য্যগণ এ নীতি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। "জলেতে প্রস্রাব করে, ব্রহ্মহত্যা ধরে তারে" এক প্রাচীন বঙ্গকবি গাহিয়াছেন। জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহাত্মা মনু বলিতেছেন ;—

> নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ,
> অমেধ্য লিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।
>
> মনু ৪র্থ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

মর্ম্ম এই, জলেতে প্রস্রাব বা বিষ্ঠা কিম্বা শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিবে না, বিষ্ঠা মূত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যাহ্ন সময়ে মহাত্মা মনু জল পরিষ্কার সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ভূমিতে প্রকৃতির প্রিয় পুত্র শ্বেতাঙ্গগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিপালিত হইতেছে, আর যাঁহারা মনুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, মনুর বিধি পালন করেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন, তাঁহারা মনুর অমূল্য উপদেশ কার্য্যতঃ পালন করিতেছেন না। মনুর উপদেশ মত কাজ করিলে প্রত্যেক বাড়ীর পুষ্করিণী গুলিই রিসার্ভ টেঙ্ক (সুরক্ষিত পুষ্করিণী) করিতে হয়। যে জলে স্নান, যে জলে মূত্রত্যাগ, মললিপ্তবস্ত্র পরিষ্কার করা হয়, মনুর ভাষাতে কহিতে হইলে, সে পুষ্করিণী হিন্দুর পুষ্করিণী নহে।

মনু যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সুরক্ষিত পুষ্করিণী গুলি তদনুরূপ হইয়াছে। এজন্য ঐ সকল দীঘিকে আমরা "মনুর দীঘি" নামে অভিহিত করিলাম। গ্রামে গ্রামে ঐরূপ মনুর দীঘি না থাকিলে ব্যাধির করালগ্রাস হইতে এদেশ রক্ষিত হইবে না।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, "জল পরিস্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোকে বড়ই অবিবেচনা প্রকাশ করে।" বাস্তবিক একথা অতি সত্য। যে যে কারণে জল অপরিস্কৃত হয়, তৎসমুদয় কারণই এদেশে বিদ্যমান। জল অপরিস্কার করিয়া আমরা নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটাইতেছি। ঐ আবর্জ্জনারাশি পূর্ণ, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় জলে সমুদয় ব্যাধির বীজ নিহিত। হায়! আমাদের নিজ নিজ দোষে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে! কত গ্রাম শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে!

জল পরিস্কৃত রাখিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ১ম গ্রামে গ্রামে মনুর দীঘি রক্ষা করা, ২য় পানীয় জল সাধারণ ভাবেই হউক কিম্বা বিলাতি ফিলটার দ্বারা হউক বিশেষ রূপে বিশুদ্ধ করা। আমরা দেখিয়াছি যাঁহারা জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন, তাহাঁরাই ব্যাধি হইতে প্রমুক্ত থাকেন। জল পরিস্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহিলাগণের বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহাঁরাই পুষ্করিণীতে ময়লা বস্ত্র, বাসন ও মৎস্যাদি ধৌত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া ঐ সকল কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। সর্ব্বদা মনুর কথা স্মরণ রাখিবেন। জল আমাদের জীবন; জল নষ্ট করিলে পরোক্ষভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনকে নষ্ট করা হয়। ভগবান্ করুন, বঙ্গের প্রতি পল্লিতে মনুর দীঘি স্থাপিত হউক, জল পরিস্কৃত রাখিবার জন্য সকলে যত্নশীল হউন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ হইলে বঙ্গের অর্দ্ধেক ব্যাধি কমিয়া যাইবে, ম্যালেরিয়া বিসূচিকার প্রকোপ প্রশমিত হইবে।

মাধব সিংহের রাণী।

আজ কাল অনেক সভ্য ভব্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, ভ্রূ কুটিত ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্ব ২ হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন। তাঁহাদের মুখভঙ্গি দেখিলে বোধ হয়, যেন "বৈষ্ণবগণকে" তাঁহারা ধর্ম্ম-সেবক বলিয়াই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বাস উক্ত পদবীধারী ব্যক্তিগণ কেবল ধর্ম্মের অবমাননাকারী ভিন্ন কেহই প্রকৃত সেবক নহেন। বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, আপনা-আপনি, তাঁহাদিগের মনে তৎক্ষণাৎ "নেড়ানেড়ীর" কথা জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি, অস্পষ্ট হাসি দ্বারা, বৈষ্ণবকে উড়াইয়া দেন ফলতঃ এসকল, তাঁহাদিগের কুশিক্ষা, এবং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দেহ। কোন কপট

বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল দীপ্তি স্তিমিত হইলে আদি ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করা, মূর্খতা ভিন্ন, আর কি বলিব? বস্তুতঃ এসকল, আলোচনা করিয়া আমরা উল্লিখিত ধর্ম্মের যশোবৃদ্ধি করিবার বাসনা করিনা; তবে, ভক্ত বৈষ্ণবের দ্বারা, কত সংসারাসক্ত, পাপাচারীর কঠিন হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে তরল হইয়া গিয়াছে, তাহারই দুই একটী কথা আলোচনা করিবার জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা।—আমরা, সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব মহিমার একটী উদাহারণ স্বরূপ নিম্নলিখিত গল্পটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুরাকালে, মাধবসিংহ নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি অলীক ঐশ্বর্য্য সুখে মুগ্ধ হইয়া অগণ্য বনিতা সহবাসে ও রাজকার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার অগণ্য মহিষীর মধ্যে সুবুদ্ধি, সুমতি, সর্ব্বগুণান্বিতা, ভোগবিলাসানভিজ্ঞা,একজন পাটরাণী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়, দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য ও বদান্যতায় পূর্ণ দ্বেষহিংসা পরিশূন্য, একাধারে সর্ব্বগুণের আকর স্বরূপ ছিল। কিন্তু, অপ্রমেয় সৌখীন সামগ্রী সজ্জিত বহুমূল্য মণিরত্নাচ্ছাদিত, ত্রিতল হর্ম্ম্য, অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, একমাত্র আলোকাভাবে যেরূপ শোভাহীন হয়, সেইরূপ একমাত্র ঐশ্বরিক-প্রেমশূন্য হওয়ায় উল্লিখিত, সর্ব্বগুণপূর্ণ রমণীহৃদয় অপূর্ণ ছিল। অভক্ত মাধব সিংহের প্রেমশূন্যচিত্তে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ দ্বেষ বিরাজ করিত, তাহার ফল স্বরূপ রাজান্তঃপুরে কেহই কৃষ্ণ চিন্তার অবসর পাইত না। রাণী অতুল ধনৈশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত হইলেও ভগবৎপ্রেমাভাবে দিন দিন ম্লানমুখী হইতে লাগিলেন।

যিনি ষোড়শী সহধর্ম্মিণী সহবাস ত্যাগ করিয়া নবনীতোপম কোমল কমনীয় অঙ্গের চর্চ্চিত চন্দন মুছিয়া ফেলিয়া 'হরি হরি' বলিয়া গভীর নিশীথে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি, স্বকীয় ভগবৎপ্রেমের প্রবল প্রবাহে অস্পৃশ্য গোখাদক, মুসলমানের কলঙ্কিত হৃদয়ের কলঙ্ক ভাসাইয়াছিলেন, সেই অলোকসামান্য ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অথবা তাঁহার কোন সহবাসী বৈষ্ণব বর্ত্তমান থাকিলে আজ মহারাণীকে প্রেমাভাবে, ম্লানমুখী হইতে হইত না, কত শত মাধব সিংহ সেই বৈষ্ণব সহবাসে পবিত্র হইতে পারিত। কিন্তু, তৎকালে সমগ্র সাম্রাজ্যে এরূপ কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না, যিনি, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। বৈষ্ণব অভাবেই মাধব সিংহের প্রেমহীন হৃদয় এত অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় প্রেমপ্রবণ হইয়াও ফুটিতে পাইত না।

যাহাহউক, হিরণ্যকশিপুর অবতার-স্বরূপ মহারাজা মাধব সিংহ, বহুদিন পরে প্রাণোপম পুত্র প্রেমসিংহ সমভি-

ব্যাহারে কাবুল রাজ্য শাসনে যাত্রা করিলেন। রাজা নাই, এক্ষণে পাটরাণীই অন্তঃপুরে সর্ব্বপ্রধানা হইলেন, কিন্তু সহচরী ও অন্যান্য পুরবাসীদিগের ভয়ে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না—নীরবেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবানের অপার মহিমা, অন্তঃপুরে—সেই কৃষ্ণনাম-পরিশূন্য অন্তঃপুরে দাসী নামে একটী পরম বৈষ্ণবী ছিল। সে দিবানিশি হরি-প্রেমাস্বাদ করিত, অথচ কেহ জানিতে পারিত না। পরম ভক্তিমতী দাসী অন্তঃপুরের প্রধানা রাণীর অন্তরের কথা কিছু অবগত ছিল। সে এক দিন, নির্ভয়ে দিবা দ্বিপ্রহরে হাসিতে হাসিতে মহারাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মহারাণী পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন, দাসী পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, পদসেবা করিতে লাগিল, আর অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিল, "এ অনিত্য সুখ তাতে কত বা আস্বাদ, কৃষ্ণপ্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ!" শ্লোক শুনিয়া মহারাণীর হৃদয়বেগ উথলিয়া উঠিল। অশ্রুত কৃষ্ণনাম শুনিলেন, নিজমুখে একবার উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হইল। দাসী কহিল "অনিত্য বিষয়সুখ হৈল আর গেল, কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো।" রাণী 'প্রেম' এই কথা শুনিয়া, আর অসাড় থাকিতে পারিলেন না। ভক্তিবারি নয়নপ্রান্তে বহিয়া বাহির হইল। দাসী সজলনয়নে কহিল, শ্রীগোবিন্দ হরি হে, কৃষ্ণ হে, উভয়েই অশ্রুমতী। আজ সঙ্গিনী মিলিয়াছে, রাণী কঠোর রাজ্যশাসন ভুলিয়া গেলেন, উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুপরিপ্লুত চক্ষে ঊর্দ্ধমুখে প্রকাষ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া কহিলেন "হরি, দীনবন্ধু! এদাসীরে কৃপা কর।" দাসী বিভোর হইয়া, নিমীলিতনেত্রে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে কম্পিতওষ্ঠে ধীরগম্ভীর স্বরে কহিল, "হরি হে কৃষ্ণ হে! আমি চিরকালই দাসী, করুণাময়, একবার কৃপা কর। আজ অসুরগৃহে দেবলীলা শ্মশানে হরি সঙ্কীর্ত্তন!" হরি হরি, বৈষ্ণবের কি অলৌকিক ক্ষমতা—বৈষ্ণব ভিন্ন, এ শুষ্ক প্রাণে এত ভক্তি সলিল কেহ দিতে পারে কি? উভয়ে মিলিয়া এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাণী কহিলেন, "দাসী! আমিত তোমার পদ-সেবিকার যোগ্য নই, আমি যে তোমাকে দাসী বলি সে আমার অপরাধ, বিচার করিয়া দেখিলে তোমার দাসীর দাসী হইবার উপযুক্তও আমি নহি।" আহা! কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন, অহঙ্কারী মানবহৃদয়কে এত হীন করিতে পারে কি? প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ বীরশ্রেষ্ঠ মাধবরাজের প্রাণাধিকা অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া, সামান্যা নগণ্যা দীন দুঃখিনী দাসীর পদসেবার জন্য লালায়িতা! রাণী আবার সাশ্রুনয়নে নম্রমুখী হইয়া কহিলেন, দাসী আমার চরণ ছাড়িয়া আমার মস্তকে চরণ রাখ, আজি হইতে তোমাকে গুরুবৎ মানিলাম, বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তনে রত হইলাম। দাসী রাণীর সেই ভক্তি-

ভাব দেখিয়া বিভোর হইয়া গেল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমরা দুর্ভাগা, তাই হাসিবার জন্য ব্যাকুল হই; দাসীর মত কাঁদিতে পারিলে বোধ হয় আর কেহ হাসিতে চাহিতাম না। যাহাহউক, রাণী ও দাসী উভয়ে নির্ভয়ে হরিনাম করিয়া অনেক দিন কাটাইলেন। এইরূপে হরিনামামৃত পানে পুলকিত ও বিভোর হইতে লাগিলেন। একদিন দাসী কহিলেন, "বৈষ্ণব সেবন বিনা কৃষ্ণের পিরীতি, নাহি হয় শুনিয়াছি ভক্তজন প্রতি।" রাণী আর তখন রাণী নাই, তিনি মনে মনে কৃষ্ণের দাসী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব নাম শুনিয়া আহ্লাদে বিমূঢ়া হইলেন। পরদিন "ইন্দু নীলমণি" দুই প্রতিমা, প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমারোহে মহোৎসব দিলেন। রাজভয়ে দেশে বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাণীর প্রশ্রয়ে নির্ভয়ে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিত্য নূতন মহোৎসব হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে রাত্রিদিন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবগণের সমাগম হইতে লাগিল, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ আর থাকিতে পারিলেন না, বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। সকলেরই চক্ষে জল, সকলেরই মুখে হাসি। অপূর্ব্বভাব বটে, একাধারে অশ্রু, হাসি! মহারাণী সহচরী, সপত্নী সঙ্গিনীগণ লইয়া নব নব আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী অন্তঃপুরে অসঙ্কোচে পুরুষ সমাগম দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না—ধীরে ধীরে মহিষী সমক্ষে গমন করিয়া কহিলেন—মহারাণী! আপনি রাজরাণী হইয়া,এরূপে লজ্জাহীনার ন্যায়—রাণী বাধা দিলেন, সাশ্রুনয়নে যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"আর রাণী না কহিও মোরে—
দাসী নাম লিখে দিনু যুগল কিশোরে,
পরদা উঠাইয়া, নূতন কিশোরের সঙ্গে
অঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে,
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে,
চতুর্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে,
সরম ভরম মান ধন জন কাম,
যুগলের বালায়ের সনে ত্যজিলাম।"

দেওয়ান ব্যাপার বুঝিলেন; আনুপূর্ব্বিক মাধবরাজকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা পত্র পড়িয়া, পুত্রকে ডাকিলেন, এবং কহিলেন তোমার মাতা "নেড়ার" সঙ্গে "নেড়ী" হইয়াছে, বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছে, এই দেখ পত্র আসিয়াছে। প্রেমসিংহ পত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন,কহিলেন,—"বুঝিলাম, মাতা শ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন, কৃষ্ণসেবা ধরিয়াছেন, ইহাতে তিনকুল উদ্ধার হইবে, ইহা সুখেরই বিষয়। রাজা ক্রোধান্ধ হইলেন, বিরক্তভাবে রাণীর মস্তকচ্ছেদন জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। এদিকে "প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে, কার সাধ্য আছে

মোর মাতারে হিংসিতে ?" ভক্তের সহায় এইরূপেই মিলে বটে; রাজা সহধর্ম্মিণীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বদেশে যাত্রা করিলেন,রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, হঠাৎ স্বহস্তে স্ত্রীহত্যার প্রয়োজন নাই, পালিত হিংস্র ব্যাঘ্রের জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য রাণীকে দেওয়া হইবে।

পরামর্শমত কার্য্য হইল। একদিন মহারাণী গলে তুলসী মালা, সর্ব্বাঙ্গে নামাবলী, পরিধানে ক্ষৌম বসন, সম্মুখে, প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রনীলমণি মূর্ত্তিদ্বয়, নিমীলিত নেত্রে সহাস্য আননে যোড়করে উপবিষ্টা; সেই সময়ে নিষ্ঠুর মাধব সিংহ ক্ষুধার্থ শার্দ্দুলের পিঞ্জর দ্বার মোচন করিলেন। ব্যাঘ্র এক লম্ফে বৈষ্ণবী সমক্ষে উপস্থিত হইল, আক্রমণের উদযোগ করিল রাণীর চমক ভাঙ্গিল, সম্মুখে ভীষণ মুক্ত ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী কহিলেন "আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" হায় কি মুগ্ধতা, শত্রু মিত্র সমজ্ঞান, এমন না হইলে কি বৈষ্ণব হয়!—হরি হরি, ব্যাঘ্র খাইবে কি? সে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।* বৈষ্ণবী যোগাসন হইতে উঠিলেন, ব্যাঘ্রকে বৈষ্ণব সাজাইলেন, তাহার গলে তুলসীর মালা, নাসিকায় তিলক দিয়া, হরিবোল, বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রাজা পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে এ দৃশ্য দেখিলেন, হিংস্র পশুর সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলেন "আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে" হায় হায় আর যায় কোথা; গর্ব্ব তেজ দূরে গেল, কৃষ্ণদ্বেষ নয়ন সলিলে ভাসিয়া গেল, "নিজ স্ত্রী বলিয়া অভিমান নাহি কৈল।" নিকটে যাইয়া রাজা সাষ্টাঙ্গে পড়িলেন, যোড়হস্তে স্তব স্তুতি অনেক করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা কর বলিয়া কাকুতি করিতে লাগিলেন।

রাণী কহিলেন "যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে, মুক্তি তব অধীনা জায়া অবশ্য রাখিবা।" রাজার তখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, নয়নে প্রেমাশ্রু পড়িতেছে, কাতর ভাবে কহিলেন বৈষ্ণবী তুমি সৃষ্টিস্থিতি নাশ করিতে পার, তুমিত কাহার অধীন নহ। বুঝিলাম, "বিপদ নাশের হেতু সম্পদের দাতা, ভক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণ প্রেমভক্তিপ্রদা"। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে মহারাজ মাধব সিংহ একজন যথার্থ ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ধন্য সেই বৈষ্ণবী যে, নির্ব্বিকারচিত্তে হিংস্র ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে অনুরোধ করে, যার কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততায় বিষ্ণুদ্বেষী ঘোর পাষণ্ড মাধব রাজের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

মহারাণীর একমাত্র বল হরিভক্তি।

* ভক্তমালে যেরূপ বর্ণন আছে, এই আখ্যায়িকাতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এ বর্ণন অলৌকিক ও রঞ্জিত হইলেও এককালে অসম্ভব কে বলিবে? সুস্বর লহরীতে যখন বনের পশু মোহিত হয়, ভক্তের সাত্ত্বিকভাবে নৃশংস পশুও শান্ত হইতে পারে।

ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানের সহিত একাকার হয়। পাপচিত্তের মত্ততা দূর করিয়া তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার পক্ষে ভক্তসহবাস ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

কৃ, ঘ।

বিবি ফসেট।

(৩য় প্রস্তাব)

এস্থলে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি! একদা এক মানব-পশু সৈনিক এক যুবতী পরিচারিকাকে পথিমধ্যে দেখিয়া তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করে। সে হাবা গোবা, সাদাসিধে, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; সবে পাড়া গাঁ হইতে পেটের দায়ে লণ্ডন নগরে চাকরি করিতে আসিয়াছে। আসিয়া এক ভদ্র মহিলার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। এই মহিলার সহিত বিবি ফসেটের জানা শুনা ছিল। একদিন দাসী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্রীর নিকট বলিল যে, দুর্ব্বৃত্ত সৈনিক নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে ভয়ানক বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করায় সে অগত্যা তাহার মানস পূর্ণ করিবার আশ্বাস দিয়া সেই নর-রাক্ষসের হাত হইতে আপাততঃ পরিত্রাণ পাইয়াছে। আগামী কল্য সে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে বলিয়া দিয়াছে; সেটী গমনাগমনের পথ, তাহাকে সেই স্থান দিয়া যাইতে হইবেই হইবে। তাহার কর্ত্রী সমস্ত বিবরণ বিবি ফসেটকে বলেন। বিবি ফসেট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সতীত্ব রক্ষার উপায় বিধানে তৎপর হন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জাতীয় দুর্নীতি নিবারণী সভার কতকগুলি ভীমের মত বলবান্ সভ্যের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। আপনি চলিলেন ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইলেন এবং পরিচারিকাও চলিল। দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকও কীচকের মত পূর্ব্ব হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রমণীকে দেখিয়া যেমন সে তাহার নিকট অগ্রসর হইল, অমনি প্রহার আরম্ভ হইল। মার্জ্জার যেমন মুষিক ধরিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ তাহাকে লইয়া করিলেন। তাঁহারা পুলিস ডাকিলেন এবং তাহাকে হোদলকুতকুতে সাজাইয়া একখানি কাগজে কতকগুলি অবজ্ঞা ও বিদ্রূপপূর্ণ কথা লিখিয়া আলপিন দিয়া তাহার কোর্টে আঁটিয়া দিলেন। চারিদিক হইতে লোক জমিয়া গেল, সকলে দেখিয়া হাসিতে ও হাত তালি দিতে লাগিল। পাপের অভিনয় এই স্থানে শেষ হইল না। কেহ বলিতে লাগিলেন "তুমি না মহারাণীর সেনাদলভুক্ত।" কেহবা সমবেত লোকদিগকে

ডাকিয়া বলিলেন ওহে তোমরা সকলে একজন সেনাকে দেখ। সে যে সমিতির সভ্য ছিল, তাহা হইতে বিদূরিত হইল; নারীসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল এবং তাহার সহিত যে নারীর বিবাহ হইবার কথা হইতেছিল, তাহা আর হইল না। এই সব দেখিয়াও বিবি ফসেটের অন্তরে কিছুমাত্র দয়া হইল না, হইবেই বা কেন? দুষ্টের দমন মহত্বের কি একটি পরিচয় নহে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি দেখিতে শীর্ণ ও খর্ব্বকায় ছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ তাঁহার পানে সহসা চাহিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে একটি বিষয় উদিত হইতেছে, যাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই,—এই মহানগরী কলিকাতায় পল্লিগ্রাম হইতে অনেক দুঃস্থা নারী চাকরীর জন্য আসিয়া থাকে। ইহারা অবলা সরলা ও সচ্চরিত্রা, উক্ত প্রকার সৈনিকের বা অন্যবিধ নরপশুর সম্মুখে পড়িয়া ইহারা বিপন্না হয়, সর্ব্বস্ব হারায়, সতীত্ব হারায়—এমন কি প্রাণও হারায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর কি আছে? যখন তাহাই গেল, তখন রহিল কি? কিন্তু এই রূপ কত শত স্ত্রীহত্যাকারী (আমাদিগের ধর্ম্মে স্ত্রী-হত্যার অপেক্ষা পাপ নাই) অবলীলা ক্রমে বিচরণ করিতেছে, কেহ দেখিতেছে না বা দেখিয়াও দেখিতেছে না। এ দৌরাত্ম্য দমনের কি কোনও উপায় নাই? আমরা সুশিক্ষিত বলিয়া সভ্যজগতে পরিচিত হইতেছি, কিন্তু সুশিক্ষায় প্রথম ও প্রধান নিদর্শন অবস্থা নির্বিশেষে স্ত্রী-সম্মান। আবার দেখ, স্ত্রীসম্মানের পূর্ব্বে স্ত্রীসংরক্ষণ। অগ্রে রক্ষণ করিলে, তবেতো সম্মান করিব। অতএব হে সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গ, এস স্ত্রীজাতির রক্ষণ হেতু আমরা সকলে বদ্ধ-পরিকর হই। আইস আমরাও দুর্নীতি নিবরণী সভা সংগঠন করিয়া সমাজের হিতব্রতে ব্রতী হইয়া আপনাদিগকে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হই।

শিশু-শিক্ষাতত্ত্ব।

শিশুরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই বহির্জ্জগতের সহিত এক নূতন সম্বন্ধে স্থাপিত হয়। বহির্জ্জগতের বিষয় গুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনের উপর কার্য্য করিতে থাকে। মনও বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বহির্জ্জগতের জ্ঞান-লাভে প্রবৃত্ত হয়।

শারীরিক যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন

আছে, মনেরও তেমন একটা গঠন আছে। কার্য্য করিবার জন্য শারীরিক যন্ত্র গুলির যেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে, মনেরও তেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে। এই স্বভাবজাত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই মন বহির্জগতের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়। এই বহির্জগতের জ্ঞান লাভেই মনের বিকাশ ও পরিপক্কতা। কি প্রণালী অনুসারে মনের এই কার্য্য চলিতে থাকে, মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা জ্ঞানময়ী শক্তি, ভাবময়ী শক্তি ও ইচ্ছাময়ী শক্তি। মনের কার্য্য গুলিও এইরূপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—যথা, জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। আমরা প্রথমে কেবল জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা করিব।

(মনঃসংযোগ—attention.)

মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মনঃসংযোগ মানসিক শক্তি বিকাশের একটী সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী ও ইচ্ছাময়ী এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ পক্ষে মনঃসংযোগ নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ মনঃসংযোগ না হইলে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশ ও পরিপক্কতা হওয়া অসম্ভব। নিউটন-প্রমুখ পণ্ডিতেরা গভীর মনঃসংযোগকেই তাঁহাদের লোকপ্রসিদ্ধ অসাধারণ প্রতিভার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং অতি শিশুকাল হইতেই ইহার যথারীতি অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা, শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক এবং মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার ফল। আমাদের দেশে প্রায় ৫। ৬ বৎসর বয়সে বালকদের শিক্ষারম্ভ হয়। এই ৫। ৬ বৎসরে বালকেরা বহির্জগতের অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শিশুরা প্রথম ২। ৩ বৎসরে পৃথিবীর যত জ্ঞান লাভ করে, পরে বহুবৎসরেও তত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ফলতঃ মাতা যখন অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা বস্তু বিশেষে শিশুর মনঃসংযোগ করিতে পারেন, তখনই শিশুর প্রকৃত শিক্ষারম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। তখন নূতন নূতন আমোদজনক বস্তুর সাহায্যে মাতা সহজেই শিশুকে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। অনেকে ধাত্রী অথবা অন্যের হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয়, একটুকু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিধাতার বিধানে মাতাই শিশুর একমাত্র শিক্ষালয়। একজন শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"বালকদিগকে সর্ব্বদাই পিতামাতার নিকটে রাখিবে; বেশী বয়স না হইলে বিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠাইবে না, অথবা অন্যের সংসর্গে যাইতে দিবে না।" শিক্ষিতা মাতা নিজ

হস্তে শিশুর শিক্ষার ভার লইলে, উহা কত সুফলপ্রসূ ও সুখপ্রদ হয় !

বালকেরা স্বভাবতঃই চঞ্চলপ্রকৃতি। তাহাদের মন একবিষয়ে বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না। কোনও বিষয় বিশেষে বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে, অতি সাবধানে কার্য্য করিবে। বিষয়-টীকে যত আমোদজনক করিয়া বালকের সম্মুখে ধরিতে পার, ততই ভাল। বিষয়টী সুন্দর এবং আমোদজনক হইলেই, বাল-কের মন সে দিকে সহজে ধাবিত হয়। ইহা শিক্ষার একটী গূঢ় তত্ত্ব। বিষয়টী জটিল হইলে, বিশেষণ দ্বারা উহাকে সরল ও আমোদজনক করিবে। সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখে বালকদিগকে পাঠাভ্যাস করাইবে। প্রসঙ্গক্রমে দুই একটী গল্প বলিয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। কতকগুলি অসম্বদ্ধ বিষয় এক-সময়ে বালকদিগকে অভ্যাস করিতে দেওয়া অথবা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ তাহা-দিগকে নিবিষ্ট রাখা অন্যায়। একবিষয় কিছুক্ষণ শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে কিছু-কালের জন্য অবসর দিবে। যে বিষয়ে একটুকু গভীর মনঃসংযোগের আবশ্য-কতা, ক্লান্তি ও শ্রান্তির সময়ে এরূপ বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইবে না। শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনার সময়ে কোনও বিষয় শিক্ষা দিবে না। যেস্থানে বসিলে, অন্যদিকে সহজেই চিত্তাকর্ষণ হইতে পারে, এরূপ স্থানে বসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে না। বালকদের পাঠগৃহ নির্জ্জন ও শোভাশূন্য হওয়া আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি যত আমোদজনক হয়, ততই ভাল। শুষ্ক বিষয়ে বালকদের চিত্ত সহজে বসিতে চায় না। এই জন্য সাবধানে পুস্তক নির্ব্বাচন করিবে। জোর করিয়া কোনও বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ করিবে না; তাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। পড়িতে ইচ্ছা না করিলে, তাহাদিগকে আর পড়াইবে না। পাঠে অমনোযোগী হইলে, বেত্রাঘাত করিবে না অথবা অন্যরূপ কঠোর দণ্ড দিবে না। এরূপ কঠোর শাসনে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহাদের তেজস্বিতা ও পুরুষত্বের বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ পাইতে পারে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ জন্ লক্ বলেন "প্রশংসা ও ভর্ৎসনাই শিক্ষার সময়ে বালকদের একমাত্র পুরস্কার ও দণ্ড। বেত্রাঘাত কিম্বা অন্যরূপ দণ্ডের উপ-কারিতাতে আমার বিশ্বাস নাই। পাঠের সময়ে বালকের চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইলে, তাহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া ধীরে ধীরে নানা কৌশলে তাহার চিত্তকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে টানিয়া আনিবে। সম্ভব হইলে, এরূপ অমনোযোগের কথা তখন তাহাকে আদবেই বলিবে না।"

শিশুরা দুগ্ধ অথবা অন্য জিনিষ খাইতে না চাহিলে—ক্রন্দন করিতে থাকিলে, অথবা বিষয়ান্তরে তাহাদের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজন হইলে, এদেশের গৃহিণীরা

"ভূত" "প্রেত" কিম্বা "কুম্ভীরের" ভয় দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রথা যে বিশেষ অনিষ্টকর, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কঠোর শাসন ও ভয় প্রদর্শন এই উভয়ের ফল প্রায় একপ্রকার। পরন্তু এইরূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা তদতিরিক্ত একটী কুসংস্কারের শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মনস্বীরা বলিয়াছেন, "অনেক চেষ্টা করিয়াও পরিণত জীবনে তাঁহারা বাল্যকাললব্ধ অনেক কুসংস্কার ও কদভ্যাসের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।"

ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে এইরূপ ভয় প্রদর্শনের প্রথা নাই বলিলেই চলে। এদেশে অনেক বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোকের গৃহেও এরূপ প্রথার বহুল প্রচলন দেখিয়া অনেক সময় বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

বার মেসে চাস আবাদ।

জ্যৈষ্ঠ।

এই চাস আবাদ সম্বন্ধে বৈশাখ মাসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসের কর্ত্তব্য এই বৈশাখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক কর্ম্ম নাই। অনেক গৃহস্থ স্ব স্ব ভদ্রাসনের পার্শ্বে, বা স্ব স্ব উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা লাগাইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহাদিগের ঐরূপ ইচ্ছা হয়, তাঁহাদিগকে মাঘ মাস হইতে কিছু কিছু আয়োজন করিয়া রাখিতে হয়। ঐ আয়োজন আর কিছুই নহে, মাঘ মাসে ৮ হস্ত অন্তর এক একটী দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ সারযুক্ত আটাল মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। চারি মাস কাল সমান পরিমাণে উহাতে বায়ু, উত্তাপ ও বৃষ্টিবারির সংযোগ হইবে। উহাতে কেবল এইভাবে একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, ঐ গর্ত্ত সকলে তৃণ বা অন্য উদ্ভিদ্ জন্মিয়া গর্ত্তস্থ মৃত্তিকার তেজ হরণ না করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ গর্ত্ত সকলে শিশু, শেগুণ, বেল, নিম, কদম, চাঁপা, বকুল, শিরীষ, আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, লিচু, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি বিবিধ ফলের বীজ, চারা বা কলমও এই মাসে রোপণ করিবে। বেগুন ও ডাঁটার যে হাপোর চৈত্র বা বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদিগের চারা হাপোর হইতে উঠাইয়া কথিত সমভূমিতে দুই বা দেড় হস্ত অন্তর সারি করিয়া পুঁতিয়া দিবে। তৃণ, পত্র, গোবর ইত্যাদি পচিয়া মাটীর উপরিভাগে যে সার জন্মে, বেগুণের পক্ষে তাহাই উত্তম সার। অতএব বেগুণ ক্ষেত্রে ঐরূপ সার দেওয়া উচিত।

মেটেল জমিতে অল্প বালি মিশাইয়া তাহাতে ডাঁটা রোপণ করিতে হয়; নতুবা ডাঁটা মিষ্ট হয় না। আমন ডাঁটা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

সাচি কুমড়া ও পুঁই,—এই দুই প্রকার চারা বর্ষার জলে সারস্তপে প্রায় আপনিই জন্মিয়া থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যেখানে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ দুই প্রকার চারা দেখা যায়। যদি পাওয়া যায়, তবে এই মাসেই ঐ দুই প্রকার চারা সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাস্থানে রোপণ করা উচিত। এই মাসে রোপণ করিতে পারিলে, কিছু অগ্রেই কুমড়া পাওয়া যায়। সাচি কুমড়া অনেক কাজে লাগে। কচি কুমড়ায় উত্তম তরকারী হয়। পাকা কুমড়ায় বড়ি, মোরব্বা হয়। তদ্ভিন্ন কুমড়া অনেক উৎকট রোগের ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত "কুষ্মাণ্ডখণ্ড" ঔষধ এই কুমড়া ভিন্ন হয় না। ইহা ছাড়া হিন্দু রমণীগণের অনেক ব্রতাদি কার্য্যে ঐ কুমড়া আবশ্যক হয়। ঐ সময়ে অনেক মূল্য দিয়া ঐ কুমড়া ক্রয় করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, কোন সময়ে বৈঁচির বাজারে কোন ব্রতের সময়ে দুইটী বড় মানুষের ভৃত্যের জিদাজিদিতে একটী সাচি কুমড়া শতাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছিল। যখন সময়ে সময়ে কুমড়ার এত আদর হয়, তখন গৃহস্থের বাড়ীর মাচায়, চালে, বা ছাদের উপর দশ পাঁচটা কুমড়া ফলিলে বড়ই আনন্দ হয়। কুমড়া ও পুঁই শাকের চারা স্থানান্তর করণ কালে উহার গোড়ার অনেকখানি মাটী শুদ্ধ তুলিতে হয়; নতুবা চারা বাঁচে না। পুঁয়ের শাক ও ডাঁটা অনেকে আদরপূর্ব্বক আহার করেন; কিন্তু উহা অতিশয় দুষ্পাচ, এজন্য উহা অধিক খাইলে আমাশয় পীড়া হইতে পারে। সাধারণতঃ একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। যে সকল শাক, সবজি ও তরকারী পাক করিলেও তাহার হরিৎবর্ণ যায় না বা কমে না, তাহা প্রায়ই দুষ্পাচ। সেইগুলি আহার কালে একটু সতর্ক হইলে ভাল হয়।

হলুদ, কচু ও আদা; এই সকল ফসলের ভূমিতে যদি উত্তমরূপ চারা বাহির হইয়া থাকে, তবে সেই সেই ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইয়া জমি অল্প পরিমাণে খনন করা ভিন্ন এমাসে উহাদিগের অন্য কোন কার্য্য নাই।

বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের চাস আবাদ করিতে হয়, যদি দৈব দুর্য্যোগে বা অন্য কোন কারণে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তবে এই মাসে সে সকলের আবাদ হইতে পারে। তাহাতে ফসল কিছু বিলম্বে হইবে, এইমাত্র; নতুবা তজ্জন্য অন্য কোন ক্ষতি হইবে না।

সতী ও শান্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে সরোজিনী বলিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ ছেলে প্রায় সমস্ত দিন ঘুমাইয়া থাকে। কেবল যখন খিদে লাগে, তখনই জাগে মাত্র। তার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকে। যেমন ঠিক্ সময়ে খাওয়ান, সেইরূপ ঠিক সময়ে ঘুমান অভ্যাস করান উচিত। ছেলে যাহাতে রাত্রিকালে অধিক সময় নিদ্রা যায়, তাহা অভ্যাস করান উচিত। সন্তান ছয়মাসের হইলে, দিনের মধ্যে তিনবার ঘুম পাড়ান উচিত। ছেলে যতদিন পর্য্যন্ত না তিন বছরের হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে দুপর বেলা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। জোর ক'রে ছেলের ঘুমপাড়ান উচিত নয়। অনেক মেয়ে ছেলেকে চাপ্‌ড়ে, "আয় চাঁদ আয় গো, সোণার যাদু ঘুমায় গো" এইরূপ গান গেয়ে অথবা যদি কাঁদে, তবে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ শ্যাল আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" এইরূপ ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে ঘুম পাড়ায়। এ গুলি ভারি দোষ। এইরূপ ভয় দেখান দ্বারা ছেলেদের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তা বোঝেন না।

পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "ছেলে একবার কাঁদ্‌তে সুরু কল্লে সহজে থামে না। তাই জোর ক'রে ভয়টয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হয়।" শান্তি বলিলেন, তা ব'লে কি জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হবে? কেন, দিদি ত ব'লেছেন, ছেলে কেন কাঁদে, তা ভাল করে দেখা উচিত, যে যে কারণে ছেলে সচরাচর কাঁদে, সেই সব কারণ হ'তে ছেলেকে রক্ষা করা উচিত। এই সকল বিষয়ে যদি একটু সাবধান হওয়া যায়, তা হইলে আর "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বলে জোর করে ছেলের কান্না থামাতে হয় না, আর অকারণ কতকগুলো মিথ্যাভয় ও কুসংস্কারে ছেলের সর্ব্বনাশও হয় না।"

এই কথা শুনিয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "এতে আর ছেলের কি সর্ব্বনাশ হ'চ্চে মা? "ভূত আস্‌চে" বল্লেই কি অম্‌নি "ভূতে পায়," না "জুজু আস্‌চে" বল্লেই অম্‌নি জুজু এসে ছেলেকে ধরে? ও একটা ভয় দেখান মাত্র। ওতে আর ছেলের কি অনিষ্ট হয়? শান্তি বলিলেন, কোনও অনিষ্ট হয় না ব'ল্‌ছেন? আপনাদের মনি খোঁড়া হ'ল কেন? তিনি বলিলেন, শাণের উপর প'ড়ে গিয়ে, তার পা ভেঙে গেছ্‌লো, তাই খোঁড়া হ'য়েছে। শান্তি বলিলেন, কেন শাণের উপর প'ড়ে গেল? তিনি বলিলেন, ভয় পেয়ে যেমন দৌড়ে পালিয়ে আস্‌বে কি, না অমনি প'ড়ে

গেল। শান্তি বলিলেন, কেন ভয় পেলে? তিনি বলিলেন, চুণীর মা, ঘরের মধ্যে ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, ছেলে ভারি কান্না যুড়ে দিলে। তাকে থামা'বার জন্যে যেমন ব'ল্লে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে রেঃ—বা—বা, চুপ্‌ কর্‌, চুপ্‌ কর্‌;" আমাদের মণি ছিল কোথায়, ও শুন্‌তে পেয়ে ভয়ে বাছা যেমন দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে আস্‌বে, অম্‌নি দড়াম্‌ ক'রে আছাড় খেয়ে শাণের উপর পড়্‌লো, আহা, বাছা একবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লো। একটা দাঁত ভেঙে গেল, মুখ ছেঁচে গেল, আর বাছার পা ভেঙে গিয়ে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে গেল। কত ডাক্তার দেখ্‌লে, কত টাকা উড়ে গেল ওর জন্যে; সেই কালেজ হাঁসপাতালের সাহেব ডাক্তার একাই ত ওর জন্যে হাজার টাকা নিলে, কোনমতে ভাল হয় না, ভিতরে মস্ত ঘা হ'য়ে বাছাকে একবার "জেরবার জরা" করে ফেল্লে। ছেলেটাকে নিয়ে ছ'মাস একবারে "নাস্তানাবুদ্‌"। শেষে ডাক্তার সাহেব পা'টী কেটে দিলে, বাছা একবারে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে ঘরে ব'সে রইল।

শান্তি বলিলেন, "তবে দেখুন্‌ দেখি," ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে বলাতে মণির কি সর্ব্বনাশ হ'ল। আপনাদের এক মণি, সে ত খোঁড়া হয়ে ঘরে রইল, বেঁচে রইল, কিন্তু অমন কত মণি কেবল মাত্র মিথ্যা ভূতের ভয়ে মারা গিয়াছে, এরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়। দেখুন দেখি কি সর্ব্বনাশ!

শৈশবাবস্থা থেকে কেহ যদি "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বরাবর এই কথা শুনে আসে, তা হ'লে ক্রমশঃ এই ভূতের ভয় জুজুর ভয় তাহার মনে একবারে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। মণি যদি ছেলে বেলা হ'তে ভূত আর জুজুর নাম না শুন্‌ত, তা হ'লে অমন করে দৌড় দিত না আর তাহার এরূপ সর্ব্বনাশও হ'ত না। দেখুন দেখি, মিথ্যা একটা ভয়ে সে নিজে কষ্ট পেলে, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে কষ্ট দিলে, কত টাকা উড়েগেল, তা নয় যাক্‌, শেষে একটা পা কাটা গেল, জন্মের মত খোঁড়া হ'ল, নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘরে বসে রইল!!

একবার আমাদের বাড়ীর চাকরটার কলেরা হ'ল। কেহ আর ডাক্তার আন্‌তে যেতে রাজী নয়। যাকে বলা যায়, সে বলে, "আজ শনিবার, ওদের গোবর্দ্ধন মরেছে,"একসের দোষ" পেয়েছে."পুষ্করা" হ'য়েছে। কে ডাক্তার আন্‌তে যাবে, আমি পার্‌ব না। দেখ দেখি বোন্‌, এমন বিপদের সময় ভূতের ভয়ে কেহই বেরুতে রাজী হয় না। কি ভাগ্যে কেশব দাদা এসে ওঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। তিনি বেচারীর অবস্থা দেখে দয়া ক'রে, নিজে গিয়ে ডাক্তার আন্‌লেন, তবে সে গরিবের প্রাণ বাঁচে। তা না হ'লে ঔষধ না পেয়ে গরিব মারা গেছ্‌ল আর কি! দেখ দেখি বোন্‌, মিথ্যা

ভূতের ভয়ে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ভূতে যত করুক না করুক, মানুষ ভয়ে মরে যায়। কত দুষ্টলোক এইরূপ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কত লোকের সর্ব্বনাশ কচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে? ঐ সকল প্রতারক প্রবঞ্চক, বদমায়েস্, চোর, উহারাই জীবন্ত ভূত, আর ভূত কে?

বাঙ্গালা প্রবচন।

হ

১। হাতী কাদায় পড়িলে ভেকেও লাথী মারে।

২। হাতী ঘোড়া গেল তল,
মশা বলে কত জল?

৩। হাতী চড়ি ভিক্ষা করি,
ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি।

৪। হাতীপর হাওদা ঘোড়ে পর জিন,
কালমুরগীপর ডঙ্কা বাজাবে হেসটিং।

৫। হাতী পাঁকে পড়লে,
হাতীই উদ্ধার করে।

৬। হাতী বলে আমার দুই দাঁত,
শূকর বলে আমারও দুই দাঁত॥

৭। হাতী ম'লেও লাখ টাকা,
জিয়ন্তেও লাখ টাকা।

৮। হাতীর খোরাক।

৯। হাতীর গলায় ঘণ্টা।

১০। হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।

১১। হাতীর পিঠে আসে যায়,
হামা দেখে ডর পায়।

১২। হাতীর মিন মিন, ঘোড়ার দৌড়।

১৩। হাতে কড়ি, পায় বল,
তবে যাই নীলাচল।

১৪। হাতে কালী মুখে কালী,
বাছা আমার লিখে এসি।

১৫। হাতে খোলা, পাছে মালা।

১৬। হাতে গোধ পায়ে গোধ,
গোধ কর্ণমূলে;
কোন্ পুরুষের জানি ভাগ্যে,
ছিল গোধ চুলে॥

১৭। হাতে জল গলে না।

১৮। হাতে দই পাতে দই, তবু বলে
কই কই।

১৯। হাতে না মেরে ভাতে মারা।

২০। হাতে নাই সিকা,
বাহিরে বাহির ফটকা॥

২১। হাতে নাই কড়া বট,
প্রাণ করে ছট ফট।

২২। হাতে যদি নাই ধন,
পাচে হও এক মন।

২৩। হাতে পাজি মঙ্গলবার।

২৪। হাতে মাথা কাটা।

২৫। হাতে নাই কড়াকড়ি,
ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি॥

২৬। হাতে যদি ফল পাই,
তবে কি আর আঁকুড়সি চাই?

২৭। হাতে শাঁখা নড়ে,

বিড়াল বলে আমার
ভাত বাড়ে॥

২৮। হাতে হাতেই ফল পাবে।

২৯। হাতের কঙ্কণ বেচে এনেছি বান্দী।
সে হইল গৃহিণী,
আমি হলেম তার বান্দী॥

৩০। হাতে মুখ চিনে।

৩১। হাতের পাঁচটা
আঙ্গুল সমান নয়।

৩২। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলা।

৩৩। হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।

৩৪। হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।

৩৫। হাদোর গোঁসাই পরমেশ্বর।

৩৬। হাবাতে ফকির হল, দেশে ও
মন্বন্তর এল।

৩৭। হাবাতে যদ্যপি চায়, সাগর
শুকায়ে যায়।

৩৮। হাবাতে ঘটী হল, জল খেতে খেতে
প্রাণ গেল।

৩৯। হাবাতের ছুনো গ্রাস।

৪০। হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি
আর চামড়া।

৪১। হাল যদি ধরে ঠেসে,
যায় কি তরি তুফানে ভেসে?

৪২। হাসি কান্না বোঝা যায় না।

৪৩। হিতে বিপরীত।

৪৪। হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম।

৪৫। হিন্দুর ঘরের বিড়ালও আড়াই
অক্ষর পড়ে।

৪৬। হিসাবের গরু বাঘে খায় না।

৪৭। হুকুমে হাকিম চলে।

৪৮। হুজুরের মজুরও ভাল।

৪৯। হুর্মোদে সাগর ছেঁচে।

৫০। হেলায় কার্য্য নাশ।

৫১। হেলে ধরতে পারে না,
কেউটে ধরতে যায়।

৫২। হেলে যায় চষ্‌তে,
বামন যায় বস্‌তে।

৫৩। হেলে যায় হাল নিয়ে,
বিধাতা যায় ভুল নিয়ে।

৫৪। হেসে হেসে কথা কয়,
এ মিন্‌সে কি পেয়াদা নয়?

৫৫। হেঁপায় পড়ে সোঁতে ভাসা।

৫৬। হোসেন সার আমল।

৫৭। হোঁদল কুঁতকুঁতে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ভক্তচরিতামৃত—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ।৵০ আনা। এই পুস্তকে বৈষ্ণব চূড়ামণি রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজের এবং ভক্তিতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। ভক্তিপিপাসু সাধকগণ এতৎ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত——যশোরে বৈরাগ্য সাধন

করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভে যে সাধু-জীবন লাভ হয়, রঘুনাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ক্ষুদ্রজীবনী পাঠে সংসারাসক্ত জীবের চৈতন্যোদয় হইতে পারে।

উপনিষদঃ—শ্রীসীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং মূল ও টীকা সহিত প্রকাশিত, মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষদ সন্নিবেশিত আছে। উপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরম সহায়। এরূপ গ্রন্থ বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৪। ভক্তিসাধন ১ম খণ্ড,—মূল্য ৷৷০ আনা। মহাত্মা থিয়েডোর পার্কারের উপদেশ বাবু বিপিন চন্দ্র পাল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হউন এই আমাদের প্রার্থনা। ভক্তি কেবল ভাব নয়, কিন্তু জীবনে ঈশ্বরানুগত্য, পার্কারের এই সার উপদেশ সকলের শিক্ষণীয়।

নূতন সংবাদ।

১। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর গত ২৬এ চৈত্র জননী বঙ্গভূমিকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থ অনেক স্থানে অনেক সভাসমিতি হইতেছে। গত ৪ঠা মে টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়া স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের অর্থসংগ্রহার্থ এক বৃহৎ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদিগের অনেকে যেমন শোক করিয়া পত্র লিখিতেছেন, এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের ফল বাহির হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় [illegible]২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২[illegible]৬৯ জন [illegible]র্ণ হইয়াছে;—১ম বিভাগে ৩৯৯, [illegible] বিভাগে [illegible] এবং ৩য় বিভাগে ৯৩৭ জন। ২৪ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকার মধ্যে ১ম বিভাগে ৫, ২য় ১২ এবং ৩য় বিভাগে ৭ জন।

এফ এ পরীক্ষায় ৯২৬ জন উত্তীর্ণের মধ্যে ১ম বি ৪২, ২য় বি ২৩১ এবং ৩য় বি ৬৫৩ জন।

বিএ পরীক্ষায় অনর শ্রেণীতে ১০৩ এবং পাসে ৪৩৮ মোটে ৫১১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজের দুইটী ছাত্রী বিএ হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে অনর পাইয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবারীর সহিত যুবরাজ-কন্যা কুমারী মডের শুভ বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে। মহারাণী এ বিবাহে মত দিয়াছেন।

৪। এক পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন একটী শামুকের এক মাইল পথ ভ্রমণ করিতে ১৪ দিন ৫ ঘণ্টা লাগে।

৫। কলিকাতার বিডন্ ষ্ট্রীটে বিবি থোবরন্ এবং আর কয়েকটী হিতৈষিণী রমণী নিরাশ্রয় রমণীদিগের জন্য একটী প্রকাণ্ড গৃহ খুলিয়াছেন। আমরা আশা করি হতভাগ্য রমণীগণ এই মহাপ্রাণা মহিলাগণের সাহায্যে সাধু ভাবে জীবন কাটাইতে সমর্থ হইবে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরী উইণ্ডসর পরিত্যাগের পূর্ব্বে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া জানুতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

৭। সম্প্রতি এক শিল্পকার হীরক শলাকা দ্বারা এক খণ্ড কাচের উপরে এত ক্ষুদ্র অক্ষরে (Lord's prayer) খ্রীষ্ট উপদিষ্ট প্রার্থনা লিখিয়াছেন যে এক বুরুলের ৮০০০ ভাগের এক ভাগে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য, অণুবীক্ষণ দিয়া পড়িতে হয়।

৮। আফ্রিকা উকঙ্গা নদীর তীরে নরমাংসভুক্ রাক্ষসদিগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। বাজারে আস্ত একটা মানুষ কিনিতে না পারিলে দশ জনে মিলিয়া কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ মস্তক ক্রয় করিয়া থাকে। বিক্রেতা জীবন্ত মানুষটীকে বধ করিয়া সেই অঙ্গ গুলি কাটিয়া ক্রেতাদিগকে বিভাগ করিয়া দেয়।

৯। সম্প্রতি গ্রিসে আর একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। আটলাণ্টিক্ ও থিব্‌স্ এক কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গির্জ্জা ঘর পড়িয়া উপাসক মণ্ডলীকে কবরসাৎ করিয়াছে। কোন২ স্থানে বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমগ্র পরিবার ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে !!

১০। আমেরিকায় সৌন্দর্য্য শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুবতীরা তথায় সুন্দর মুখভঙ্গী ও চাল চলন শিখিয়া থাকেন।

১১। আলবানীতে ১০০০০০ একলক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ১৫০০০ শ্রমজীবিনী স্ত্রীলোক।

১২। ম্যানওয়াই প্যালিডো নাম্নী স্পেন দেশের একমাত্র স্ত্রী উকীল যুবতী ও পরমা সুন্দরী। বিশ্ব প্রদর্শনীতে স্পেন বিভাগের পুরোভাগে তাঁহার ছবি ছিল।

১৩। কুমারী লিলিয়ান মেরিট্ নাম্নী ইংরাজ মহিলার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি। তিনি শত শত অঙ্ক কেবল মনে রাখিতে পারেন, এরূপ নহে, কিন্তু মনে মনে তাহাদের যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ প্রভৃতি যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারেন।

বামারচনা।

শুভাশীর্ব্বাদ।

১৩০১ সাল—১২ই বৈশাখ।

প্রাণাধিকা !

কুমারী প্রিয়বালা বসু,

আয়ুষ্মতীষু।

বিষাদে সুখের স্মৃতি
আঁধারে মধুর বাঁশি,
বিপদে দেবের বর
হতাশে উদ্যম রাশি ;
কাঙ্গালের ধন মোর
প্রাণময়ী প্রিয়বালা,
শুভ বিয়ে আজি তোর
গেঁথে দিব ফুলমালা ;
আরো দিব কোটী চুমো
হৃদয়ের সোহাগিনি,
কি আর তোমারে দিব—
তোর "মা" যে "ভিখারিনী"—
চাহিনা সাজাতে প্রিয়,
সোণা, মণি মুকুতায়,
ও গুলো কঠিন বড়,
ব্যথা পাছে লাগে গা'য় ;
ফুলময়ী মেয়ে মোর
ফুলমালা গলে পর,
ফুলের সৌরভ ঢেলে
ঘর আমোদিত কর।
দেবতার হয়ে প্রিয়
দেবতার কাজে থেক,
"দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু"
তাই সদা মনে রেখ।
সুখে প'র রাঙা শাড়ী
হাতে লোহা ক্ষয়ে যা'ক্ ;
চির দিন সিঁথি যুড়ে
অক্ষয় সিঁদূর থা'ক্।
পতি অনুকূল যার
তারে বলি "রাজরাণী,"
তুমিও মা প্রিয়বালা !
হও রাজ-রাজেন্দ্রাণী !
সোণার জীবন তোর
হো'ক্ চির সুধাময়,
হো'ক্ মা তোমার ঘরে
নিত্য সত্য সুখোদয়।
যে দেশে সাবিত্রী সীতা
অন্নদা জনমভূমি,
মনে রেখ মনোরমে,
সে দেশে এসেছ তুমি।
আপদ বালাই সব
যা'ক্ তোর শত দূরে,
হো'ক্ তোর বাস শুধু
আনন্দ সুখের পুরে।
বিধাতা করুন তোরে
সতী পতিপ্রাণা মেয়ে,
নারীর ভূষণ আর
কিছু নাই তার চেয়ে !

*　　*　　*

বেশি কি বলিব প্রিয়,
কত কি পরাণে ভাসে,
ভয় করে শুভ দিনে
পাছে চোখে জল আসে !
তোর লাগি বিভু পদে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
কাঁদিয়া জনম গেল,
হেসে হেসে ম'রে যাই !

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার "মা।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৩ সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০১—জুন ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরী—মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে বাস করিতেছেন। মহারাণী আগামী ২৪এ মে ৭৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৬ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। পরমেশ্বর তাহাকে চিরজীবিনী ও স্থিরসুখিনী করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—নিম্নলিখিত রমণীগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি এ—সরলাবালা রক্ষিত, সংস্কৃত অনর ২য় বিভাগ. হেমপ্রভা বসু। এফ এ,—ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ ৩য়. গ্রিণিং মেরী ৩য় বিভাগ।

প্রবেশিকা	বিভাগ	বিদ্যালয়।
শিশির কুমারী বাগচী	১ম	ব্রাহ্মবালিকা
ইলাইজা বলষ্ট	,,	ওয়ায়েস স্কুল
লিলী ক্রিশ্চিয়ান্	,,	লোরেটো
ক্লেয়ার ডি ক্রেয়ার	,,	ঐ
মেরী স্মিড	,,	লোরেটো
এমী রাইপার	,,	ডবটন
নলিনী বন্দ্যো।	২য়	বেথুন
সুলতা সরকার	,,	ঐ
চন্দ্রপ্রভা বিশ্বাস	,,	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	,,	ঐ
লিলিয়ান ডিক্রুজ	,,	ডবটন
আগ্নেস ডি মণ্টি	,,	ঐ
শরৎবালা ঘোষ	,,	ক্রাইষ্ট চর্চ
হজ মার্গারেট	,,	লোরেটো
রাচেল হাউয়ার্ড	,,	ওয়ায়েল
ই. এ. ওরলী	,,	লামাটিনিয়ার
প্রেমদা দাস	,,	ব্রাহ্মবালিকা
শৈলবালা হাজরা	৩য়	বেথুন
সরলাবালা মিত্র	,,	ঐ

মৃত্যু—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ ও শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী মনোমোহিনীর পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি নানা গুণে গুণবতী ও গৃহের গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। পরিচারিকা সম্পাদন করিয়া স্ত্রীজাতির অনেক উপকার করিয়াছেন। ইঁহার আত্মা স্বর্গের শান্তি ও অমৃত লাভ করিয়া শীতল হউক।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরলোক গমন করিয়াছেনঃ—বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু ব্রহ্মনাথ সেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ডুমরাওনের মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কুমারীকলেট—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ও ভারত-হিতৈষিণী সোফিয়া ডবসন কলেট গত ২৭শে মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, ইঁহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। বামাবোধিনীর সহিত ইঁহার ২০বৎসরের অধিক কালের যোগ। ঈশ্বর ইঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

নূতন ট্রামওয়ে—কৃষ্ণনগর হইতে নদিয়া শান্তিপুর দিয়া একটি ট্রামওয়ে নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট অনুমতি দিয়াছেন।

দান—জন ক্লার্ক নামক এক সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারত খ্রীষ্টান সমিতিতে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা—সেণ্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ সাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তথায় ৬৬০৫ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১২২৩ জন L. L. A অর্থাৎ সাহিত্যে পারদর্শিনী উপাধি পাইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুলাই মাসে ২৭০ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; একটী মহিলা L. L. B., চারিটী M. D., ছয়টী M. B., বারটী B. S. S. এবং ছয়টী M. A. ও উনআশীটী B. A. উপাধি পাইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৩ সাল হইতে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার হইয়াছে। কুমারী রামসে সিনিয়র ক্লাসিক অর্থাৎ গ্রীক লাটিন পরীক্ষায় উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী ফসেট সে বৎসরের সিনিয়র র‍্যাঙ্গেলারকে হারাইয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৪ সালে, মেলবোর্ণ ১৮৮০, এবং ম্যানচেষ্টারের বিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৩ সালে মহিলা-পরীক্ষার্থিনী লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঝুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১১ জন বালিকা গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবানন্দ।

ইষ্টদেবের সেবা করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহাকে যদি জীবের একটা অর্থরূপে পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ-শূন্য জীব নাই। কিন্তু এরূপ সেবানন্দ বাসনা বা ভক্তিকামনা লৌকিক অর্থ মধ্যে পরিগণিত হয় না। সেবানন্দ বা ভক্তিবাসনাকে নিষ্কাম ধর্ম্মই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ভক্তিবাসনা বা সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্য।

ইহ সংসারের লৌকিক জীবন হইতেই ভক্তিবাসনা ও ইষ্টদেব-সেবার সূত্র-হইয়া থাকে এবং মানুষের সেই ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বালক বালিকারা প্রথমে পিতামাতা ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারে না। ইহাও যে তাহারা ইচ্ছা বা জ্ঞান পূর্ব্বক ধরে, তাহাও নহে। পিতা মাতা তাহাদিগের লালন পালন করেন এবং অন্নাদি দানে বাঁচাইয়া রাখেন, অতএব তাঁহাদের অনুগত হওয়া উচিত, এ জ্ঞান তখন তাহাদের থাকে না। স্বজাতীয় পদার্থ গণের মধ্যে যে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, বালক বালিকাগণ প্রথমে যেন সেই শক্তির বশেই বাল্যজীবনে পিতা মাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট;—তাহার নাম স্নেহ বা বাৎসল্য। এই স্নেহ দেবতার প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা এক প্রকার সেবা বলিয়া কথিত হয়; তাহার নাম বাৎসল্য সেবা।

পিতা মাতার প্রতি বালক বালিকার যে ভাব, তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভক্তি ও প্রীতিরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি বা প্রীতি, এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বাৎসল্য যেমন অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল হয় না; তেমনি মনুষ্যের দেব-ভক্তিও অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ হয় না। তাহাদিগের মধ্যে একটা কামনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। "সন্তান আমাদিগের অসময়ে করিবে" সন্ততি-বৎসল পিতা মাতার মনে এই ভাব যে কিছু কালের জন্য না থাকে এমন নহে এবং "পিতা মাতা হইতে আমরা কতই উপকার পাইয়াছি এবং পাইব" পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানগণের মনে যে এই ভাব থাকে না, তাহাও নহে। তবে উভয়েরই এমন একটা সময় আছে, যখন ঐ ভাব বিশুদ্ধ হইবার অবসর পায়। মনে কর, সন্তান এককালে অকর্ম্মণ্য ও চিররুগ্ন,—কোন কালেই তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই,—অথচ পিতা মাতা অকাতরে ও অবিরক্তচিত্তে তাদৃশ সন্তানের লালন পালন বা সেবাশুশ্রূষা

করিয়া কর্ত্তব্যপালন জন্য বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। পিতা মাতাও জরা জীর্ণ, সকল কর্ম্মের বহির্ভূত ও সংসারের ক্ষতিজনক হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সন্তান সহস্র ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও অক্লিষ্ট অধ্যবসায়ে তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই গুলিই ইহ সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, সেবানন্দ, বা প্রেম-ভক্তি-বাসনা, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পার। কিন্তু দৈব—সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা অতিশয় কঠিন; কেননা জীবের ইষ্ট দেবতা কখনই অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, জরাজীর্ণ, ও ক্ষতিকারক হয়েন না;—তিনি সদা সর্ব্বক্ষণই সুপ্রসন্ন ও বরপ্রদ; দয়াশীল ও দাতা,—করুণাময় ও কল্পতরু। এ হেন ইষ্টদেবের নিকট কিঞ্চিৎপি কামনা না জানাইয়া কেবল সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকা বিশেষ ভাগ্যবলসাপেক্ষ। তবে ভরসা এই যে, নিরপরাধ হইয়া ভজন করিলে কখন না কখন জীবের এ ভাগ্য ঘটিতে পারে। তাহা কোন্ অবস্থায় কিরূপে হইতে পারে, পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

যে উপাসনায় ভক্তি ও নিষ্ঠা আছে, তাহা যে আকারে হউক, ফলপ্রদ। নিরাকার চিৎ-স্বরূপের উপাসনা মুখ্য সাধনা হইলেও নিম্ন অধিকারিগণ সাকার উপাসনাদ্বারা ভগবৎ সেবার অধিকারী হন। আমরা এই প্রবন্ধটীতে সাধকের ক্রমোৎকর্ষ দেখাইবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সাকার উপাসক হিন্দুগণের উপাসনা প্রণালী হইতে উদাহরণাদি সংগ্রহ করিতেছি কেননা এমন অধিকার ভেদ প্রথা আর কোন উপাসনায় দৃষ্ট হয় না।

যেমন বালক বালিকাগণ প্রথমে পিতা মাতা ভিন্ন জানে না; সেইরূপ উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা বালক বালিকা, তাঁহারা প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে পিতা মাতারূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রথমাবস্থাপন্ন উপাসকগণকে প্রায়ই হর পার্ব্বতীর উপাসক হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সদাশিবকে জগৎ পিতা ও পার্ব্বতীকে জগৎজননী বলিয়া পূজা করেন। মহাদেব স্বয়ং তমোগুণাবলম্বী হইয়াও সাধককে ক্রমশঃ রজঃ ও সত্ত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দেন। মানবগণ যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইতে থাকে, উপাসকেরও ক্রমশঃ শ্রীভগবানের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ সকলের সৃষ্টি হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানুষের আরও একপ্রকার সম্বন্ধ ঘটে, তাহার নাম প্রভুর নিকট দাসত্ব। ক্রমশঃ শ্রীভগবানেও উপাসকের ঐরূপ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাস, উপাসকের এই ভাব বিশ্বজনীন ও জীবন ব্যাপক। বহুতর সাধকের ঐ ভাব পরিপক্ক হইয়া আমরণ রহিয়া যায়। এমন কি অনেক ভক্ত দাসত্বের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিও পায়ে ঠেলিয়াছেন। যেহেতু—

"——ভবান্ প্রভুরহং দাস
ইতি যত্র বিলুপ্যতে।"

লৌকিক লীলায় দৃষ্ট হয়, মানবগণ প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া জীবিকাদি সূত্রে একটী প্রভুর অধীন হইয়া পড়ে। এই জন্য দাস্য ভাবকে উপাসকের দ্বিতীয় সোপান বলা যায়।

যে সময়ে শ্রীভগবান্ সাধকের মনে পিতৃ মাতৃভাবে বা প্রভুভাবে বিরাজ করিতে থাকেন, সেই সময়েই ভগবান্ যে পর নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন,—এমন কি ঠিক্ যেন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, বন্ধু বান্ধবের মত, তাঁহার কাছে মনের সকল কথাই বলা যায়,—তিনি যেন আমার সকল গুহ্য কথা লুকাইয়া রাখিবেন,—এইরূপ একটী ভাবের সূত্রপাত হয়। পতিপরায়ণা যুবতী স্ত্রীকেও এই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ক্রমোৎকর্ষশীল সাধকের মনে এই ভাব ক্রমশঃ এত বলবৎ হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভাবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া ফেলে। তখন পিতৃমাতৃ ভাব ও প্রভুভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না বলিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায় না। শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি গুহকাদির, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালার ও ব্রজ রাখালগণের—শ্রীমান্ কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি পুরুষোত্তম, নিত্যানন্দাদির এই ভাব!

যখন মানুষ এক দিকে পিতামাতার স্নেহবাৎসল্যলাভে কৃতার্থ হইতেছেন, অন্য দিকে প্রভুর কৃপা কটাক্ষে প্রীত হইতেছেন, আর এক দিকে হৃদয়বন্ধুগণের সহিত প্রণয়-কেলি করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পরম প্রণয়িনী যুবতী ভার্য্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিলে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনিই জানেন, যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে যে নিতান্ত অল্প, তাহাও নহে। ফলে তখন যেন পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী ভাব নদীর আকার ধারণ করিয়া এই ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করে। এখানেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবত্রয় এই সমুদ্রে প্রবেশ করে বটে; কিন্তু একেবারে তলাইয়া যায় না,—মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে,—বেশ দেখা যায়। আবার দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব থাকে না। এখন "সবধন নীলমণি।'

তেমনি শ্রীভগবান্ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবময় দেহ ধারণ করিয়া সাধকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ উপরি উক্ত পুত্রের আকার ধারণ করিয়া বসেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃরূপে,—প্রভুরূপে,—বা সখা সখীরূপে সাধককে যে আনন্দ প্রদান করিতেন, এখন পুত্ররূপে সেই সকল সুখ একীভূত করিয়া এবং তাহার উপর আরও শতগুণ বিচিত্র সুখের আবরণ দিয়া সাধককে প্রদান করিতে থাকেন। পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ

নন্দযশোদার (ভক্তগণের) সহিত যে বাৎসল্যরসের লীলাখেলা করিয়াছেন, তাহা ভক্তের বোধগম্য, তাহার সম্যক্ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমাদের যেন কেমন একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্রীভগবানের প্রতি কোন্ অবস্থায় কিরূপে নিষ্কাম ভক্তি হইতে পারে, আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থলে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে। বালক বালিকার যত-দিন পিতৃমাতৃ-আনুগত্য পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না, ততদিন তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি যে ভাব টুকু থাকে, তাহা বিশুদ্ধ এবং তৎকাল মধ্যবর্ত্তী পিতামাতার বাৎসল্যও বিশুদ্ধ। এই জন্যই বৈষ্ণবদিগের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের কৈশোরলীলা! সর্ব্বপ্রকার স্বার্থশূন্য হইয়া পরের সুখে সুখ, দুঃখে দুখ;—এভাব যদি নরলীলার কোন স্থলে থাকে, তাহার একটী স্থল বালক সন্ততির প্রতি পিতামাতার ভাব। আর একটী স্থল পরে দেখাইব। যাহাহউক, ভক্তের মনে ভগবানের প্রতি পুত্র ভাব, সাধনার পরাকাষ্ঠা না হইলেও, সাধনার উচ্চতর একটী ভাব বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভক্তগণের মধ্যেই শ্রীভগবান্ "স্নেহের পুতুল,—দুধের গোপাল,—গৌরগোপাল, যাদু,—বাছা,—"ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সকল সাধকের মনে এই ভাবের ছায়া আদৌ পতিত হয় নাই, তাঁহাদের কর্ণে ঐ শব্দগুলি বাতুল প্রলাপ বোধ হইবারই কথা। হয়, হউক, তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই।

যেমন ব্যোম মরুতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, মরুৎ তেজে,—তেজ অপে,—অপ্ ক্ষিতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব সকল আর একটি ভাবে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। সেই ভাবই ভক্তি শাস্ত্রমতে সাধনার পরাকাষ্ঠা। সেই ভাবের নাম মাধুর্য্য বা পতিপত্নী ভাব। ভক্ত সাধক শিবদুর্গারূপে এবং রাধাকৃষ্ণরূপে এই ভাবের সাধন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সহিত সাধকের পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম মাধুর্য্য হয় না। লৌকিক কোন ভাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে,তাহা দেখাইতেছি।

যুবক স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার মধ্যে পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ আছে এবং তাহার ভাব মাধুর্য্যময় বটে; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম নহে, কেন না তাহাদের মধ্যে একটী ঐন্দ্রিয় বা কাম সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধের বশে উভয়ে উভয়ের নিকট আত্মসুখ কামনা করিয়া থাকেন। যে ভাবে এরূপ আত্মসুখকামনা, তাহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি বা "প্রেম" বলা যায় না। তাহা কামেরই নামান্তর মাত্র।

"আত্মসুখে সুখী যেই তারে বলি কামী,
তাঁর সুখে সুখী যেই তারে বলি প্রেমী।"

এই জন্যই আমরা একস্থলে যুবতী ভার্য্যাকে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে গণ্য করি-

য়াছি; কারণ সখা সম্বন্ধেও একটু স্বার্থগন্ধ আছে। এই কারণে যুবক যুবতীর ভাব ভগবানে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রকৃত মাধুর্য্যে পরিণত হয় না,—একটু নূতনত্ব রহিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থলে প্রকৃত মাধুর্য্যের স্থল দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতঃপর তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের যখন নিত্যধন পাইবার পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি দারাসুত, ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য ধনাদি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তু পাইবার আশায় যোগধর্ম্মাবলম্বন করিলেন; অনেক সাধনার পর জানিতে পারিলেন যে প্রেমই নিত্য, বিশ্বজননীর পুত্রকন্যাগণ সকলেই পরস্পর ভাইবোন, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আর ভ্রাতা ভগিনীগণের শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সহানুভূতি ও আত্মার উন্নতি বিধান করাই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য। এই যোগ সাধনের পরই তিনি ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনিও বর্ণভেদ, জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তৎকালীন লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে সিংহলের রাজকন্যা তাঁহার পবিত্রধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সওদাগরদিগের নিকট বুদ্ধকে চিটি লিখিয়াছিলেন এবং সদাশয় বুদ্ধদেবও লিঙ্গভেদশূন্য জ্ঞানে রমণী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া পত্রোত্তরে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উক্ত রাজকন্যাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের একটী আশ্চর্য্য উপদেশ ও সান্ত্বনার বিষয় শুনা যায়। তৎকালীন কোন বিধবার একটী মাত্র শিশুসন্তান কালকবলিত হইলে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাস মত মৃত পুত্র কোলে করিয়া বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বলিল, প্রভো! তুমি দেবতার অবতার, আমার এই মৃত শিশুকে জীবিত করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।' বুদ্ধ শোকোন্মাদিনী রমণীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগিনি! তুমি এমত গৃহ হইতে আমাকে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া দাও, যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই।" রমণী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ী বাড়ী সর্ষপ চাহিতে লাগিল, সকলেই বলিল "সর্ষপ আছে কিন্তু এ গৃহে কেহ কখনও মরে নাই এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

এতক্ষণে রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। সে বুদ্ধের কথার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া মৃত পুত্র ত্যাগ করতঃ বুদ্ধের চরণ পান্তে আসিয়া বলিল "প্রভো! আমি বুঝিয়াছি,—মৃত্যু ঝিকারই জীবন, অর্থাৎ মৃত্যুই জীবনের মূল, এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।" বুদ্ধদেব তাহাকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, রমণী বিশ্ব প্রেমে পুত্রশোক ভুলিল।

বিশ্বহিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই সহজে ভ্রাতা-ভগিনী মিলে, কেননা ভাল বাসিলে ভাল বাসা পাওয়া যায় এ কথা আমোঘ সত্য; তাহার প্রমাণ, বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, নানক ও মহম্মদ প্রভৃতি; কারণ তাঁহারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে জগৎকে ভাল বাসিয়াছিলেন, জগৎও আজো তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে নাই, আজও সেই মহাত্মাগণের নাম শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অতি পাষণ্ডেরও প্রাণ পুলকিত ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। এমন পিতা মাতা কে আছেন যিনি সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শন করিলে সুখী না হয়েন? আর কেই বা এমন পিতা মাতা, যিনি সন্তানগণের অসদ্ভাবে দুঃখিত ও বিরক্ত না হয়েন? অতএব আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে সন্তানগণের সুখে পিতা মাতা সুখী, সন্তানগণের দুঃখে পিতা মাতা দুঃখী, আবার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে সন্তানগণ ও পিতা মাতা উভয়েই পরম সুখী, তখন বিশ্বজনক তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শনে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ কাহারও সহিত কাহারও অসদ্ভাব ঘটিলে যুদ্ধ বিগ্রহ গালি গালাজ প্রভৃতি বিশ্বের অহিতকর ঘটনা ঘটে ও অসদ্ভাবকারীগণের মধ্যে উভয় পক্ষেই ঘোর অশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। আর কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব থাকিলে পরস্পর আলাপেও কত সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন! অতএব আমাদের বিশ্বজনকের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী, আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল সুখ শান্তি অনুভব করিতে পাই তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, নতুবা যে সমস্ত কার্য্য আপাত সুখ-শান্তি-পূর্ণ, পরিণামে বিষময়, তাহার অনুষ্ঠানে বিশ্বপিতা সন্তানগণকে কখনই অনুমতি দেন নাই। যদি কেহ বলেন যে অসৎকার্য্য করিয়াও ত লোকে সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেটী কখনই সুখ শান্তিকর হইতে পারে না। মনে করুন কোন মদ্যপায়ীর বিস্তর টাকা আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরও কোনরূপ অর্থের অভাব হইতেছে না, সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগে মদ্য সেবন করিতেছেন, এমন কি পরিণামে অর্থাভাব ঘটিবার খুব সম্ভাবনা হইলেও না হয় ধরিলাম তাঁহার কোনও অর্থাভাব হইল না, কিন্তু এমন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে যদ্দারা তিনি যাবজ্জীবন রোগশয্যায় শায়িত

হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করেন। এইরূপ প্রত্যেক অসৎকার্য্যের ফল যে নিজের ও বিশ্বের অসুখকর, তাহার শত শত উদাহরণ আছে, অতএব অসৎ কার্য্যে যে সুখ লাভ হয় তাহা বিকৃতমস্তিস্ক ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ মাত্র। বিশ্বে সদ্ভাব জন্মিলে, বিশ্বের হিতের দিকে প্রবৃত্তি আপনিই চলে, এবং সেই প্রবৃত্তি দ্বারা নিজকে ও বিশ্বকে সুখী করা যায়। যদি কেহ বলেন যে সংসারস্থ সকলেই কি স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ চৈতন্য ও ঈশা হইবেন? তদুত্তরে বলা যায় যে অবশ্যই নহে। হিন্দুগণ গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন, কেন না—"যথা বায়ুংসমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" কিন্তু উহা অপ্রশস্তান্তঃকরণ গৃহানুরাগী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের উপযুক্ত নহে। গৃহাশ্রমীর উচিত সর্ব্বভূতের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া, রাজাজনক হইয়া বিশ্বের হিতসাধন করা। ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে স্বার্থের মধ্যে অলক্ষ্যে পরার্থ বিরাজ করে এবং পরার্থের মধ্যে স্বার্থ লুকাইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ এই, আমরা যত সভ্য হইতেছি—যত বিলাসী হইতেছি—যত অভাবকে প্রসারিত করিতেছি, ততই আমাদের স্বদেশস্থ ও নিকটস্থ (আত্মীয় বর্গ) গণের কথা দূরে থাকুক, দূরস্থ ব্যক্তি বর্গের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে, কারণ, বস্ত্র, সাবান, সাবু, চা, কাফি, অডিকলোন, জুতো, আফিং, মদ্য, ঔষধাদি যে কিছু ব্যবহার্য্য জিনিষ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, চীন, ল্যাপলণ্ড প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় এবং এক দেশের জিনিষ অন্য দেশে রপ্তানি হয়। এইরূপ হয় বলিয়া আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাল মন্দের ভাগী, যেহেতু ইংলণ্ডোৎপন্ন দ্রব্য যাহা ভারতে ব্যবহৃত হয়, সেই দ্রব্যাদি নির্ম্মাতাদিগের প্রতি যদি অধিক কর ধার্য্য করা হয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে অনৈক্য জন্মে অথবা তাহারা অলস, বিলাসী বা রুগ্ন হয়, তাহাহইলে ভারতেরও স্বার্থে আঘাত লাগে, কেন না এরূপ স্থলে ঐ দ্রব্যাদি হয় অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে, নয় একেবারে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং ভারত ইংলণ্ডের সুখ দুঃখের অংশী। 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে বনবাস,' এই যে প্রবচন আছে ইহার সারতত্ত্ব অনুসারে আমরা যাহাদের সহিত আলাপ কুশল, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করি, স্বার্থের জন্য তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্চরিত্রতা কামনা করি, কেন না তাহারা রুগ্ন, কলহী ও অসচ্চরিত্র হইলে, তাহারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমরাও তেমনি হইব। সুতরাং বিশ্বপিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের যে বিশ্বপ্রেমের শিক্ষা দিতেছেন, এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়ও সেই বিশ্বপ্রেমের ছায়া পতিত। (ক্রমশঃ) ১ কু, রা।

সতী ও শান্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তির সমবয়স্কা একটি মেয়ে বলিলেন, আচ্ছা, দিদি, ভূত কি নাই?

শান্তি। তা কেমন ক'রে ব'লব? আমি ত কখনও ভূত দেখি নাই। ভূত আছেন কিনা ভূত ম'শায় নিজে তা বল্‌তে পারেন। কেন কিরণ, তোমাকে কি কখনও ভূতে পেয়েছিল নাকি?

কিরণ। ভূতের কথা ব'ল্লেই দিদি ঠাট্টা করেন আর ভূতের 'গল্প' শুন্‌লে আমাদের বুক গুর্ গুর্ করে, গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। 'সেই লম্বা লম্বা ঠ্যাং, সেই লম্বা লম্বা হাত, সেই কুলোর মত দাঁত, সেই বিভীষণের মত রক্তমাখান মুখ, সেই কামারের জাঁতার মত চামড়ায় ঢাকা বুক, ধামার মত লাল টক্‌টকে ছুটো চোখ্, যেন তাতে কাঠের আঙ্‌রা জল্‌ছে,"—এ গল্প যখন মনে হয়, তখন গা কাঁপ্‌য়ে তোলে।

শান্তি। এ গল্পটি কার কাছে শুনেছিলে, কিরণ?

কিরণ। কেন দিদির কাছে।

শান্তি। তুমি এমন ভূত কোথায় দেখ্‌লে হিরণ?

হিরণ। দিদি, আমি কখন দেখিনি। মার মুখে শুনেছি।

হিরণের মা তথায় উপস্থিত ছিলেন, শান্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমি কখনও দেখিনি, তবে লোকের মুখে কতবার কত গল্প শুনেছি।' তখন শান্তি বলিলেন, ঐরূপ সকলে ব'লে থাকেন, কেহ কখন দেখেন নি, গল্প শুনে রেখেছেন। ভূত যদি থাক্‌ত,তা হ'লে কেহ না কেহ কখনও দেখ্‌ত। কিরণ বলিলেন, আচ্ছা দিদি, ভূত, প্রেত যদি না থাক্‌বে, তবে ওসব কথা কোথা থেকে এল? শান্তি বলিলেন 'খরগোসের শিং' 'সোনার পাথর বাটী' 'কাঁটালের আঁবসত্ব,' 'পাঁটার গোহাড়' 'ঘোড়ার ডিম,' 'গগন ফুল' এ সকল কথা কোথা থেকে এল? তুমি কখন সোণার পাথর বাটীতে ক'রে কাঁটালের আঁব্‌সত্বের চাট্‌নী দিয়ে 'পাঁঠার গোহাড় খেয়েছ কি? কেমন লাগে ভাই? কিরণ বলিলেন, ছিঃ, তা হলে সদ্য 'মহাব্যাধ' হবে। শান্তি বলিলেন, "পাঁটার গোহাড়ে"র কথা হচ্চে, তুমি "ভগবতীর" হাড় আন্‌লে। তা যাক্ বাস্তবিক যেমন কাঁঠাল হইতে আঁব্‌সত্ব হয় না, তথাপি লোকে ব'লে থাকে "কাঁঠালের আব্‌সত্ব," বাস্তবিক "সোনার পাথর বাটী" নাই, তথাপি লোকে বলিয়া থাকে "সোনার পাথর বাটী"। এ সকল যেমন কথা মাত্র; ভূত প্রেত ডাকিনী, শাঁকিনী ও সব তেমনি কথা মাত্র। ভূত প্রেতের যে সকল "আজ্‌গুবী—আষাড়ে" গল্প শোনা

যায়, ওসব প্রায় দুষ্ট লোকের রচনা। কিরণ বলিলেন, কেন দিদি, দুষ্টলোকের ও সব গল্প রচনা ক'রে ফল কি?

শান্তি বলিলেন, যারা ঐ সব গল্প রচনা করেছে, তারা সব চোর। লোককে ঠকিয়ে খাওয়া তাদের ব্যবসা। রাত্রে ভূতের ভয়ে কেহ বেরবে না, চোরেরা সব চুরি করে নিয়ে যাবে। এমন অনেক গল্প শোনা গিয়েছে, যে কোন বাড়ীতে চোর পড়্‌বার আট দশ দিন আগে বাড়ীর মধ্যে রাত্রে খুব ঢিল পড়্‌ছে; কয়লা, হাড়, মড়ার মাথা, এই সব দু এক দিন অন্তর পড়্‌ছে। বাড়ীর লোকেরা একবারে সশঙ্কিত। বাড়ীর মধ্যে একটু টুঁ শব্দ হ'লেই মনে করে ঐ ভূত এসেছে, আর নিস্তার নাই। কিসে ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? বাড়ীর বিধবা ঠাকুরমা ব'ল্‌ছেন, "আমি ছেলেদের বার্‌ বার্‌ বলি, তোরা বাপু গয়ায় যা, পিণ্ডি টিণ্ডি দিয়ে আয়্‌। বুড়োটা আর কত দিন ঐ রকম করে বেড়াবে। তা, ওরা বলে, "একবারে যাব।" তা, আমি অভাগী ম'র্কো না, আর ওঁর উদ্ধারও হবে না।" বাড়ীর বড়বৌ বলিতেছেন, সেজো বৌর ছোট ছেলেটা ম'ল, "ত্রিপো দোষ" পেলে, তা সে দোষ কাটিয়ে দিলে না। সাধে কি আর এ ভূতের অত্যাচার হয়? কেহ ব'লছেন "শান্তি স্বস্ত্যয়ন" কর, কেহ বলিতেছেন "গ্রহযাগ" কর, এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমাবস্যা এসে পড়্‌ল, সারা রাত্‌ অন্ধকার। আর ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শাঁকিনীর মাহেন্দ্র যোগ। ছানা পোনা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সারা রাত্‌ নেচে বেড়ায়। যে বেরয়, তার ঘাড় মুড় ভেঙ্গে রক্ত খায়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা, যে আজ্‌ রাত্রে বের'বে। ঐ যে ঘরের দরজা বন্ধ হ'ল, সারা রাতের মত। চোর এদিকে এসে ধানের মরাই কেটে সারা-রাত্‌ ধান ব'য়ে নিয়ে যাক্‌। ভোর হ'তে না হ'তে দু কাহন ধান পাতার্‌। সকাল হ'ল। কাক কোকিল ডাক্‌ল। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী "দুগ্‌গা" বলে শয্যা ত্যাগ ক'ল্লেন, চোক্‌ মুচ্‌তে মুচ্‌তে বের্‌য়ে এসে দেখেন এই কাণ্ড। সর্ব্বনাশ! দেখেই অমনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। চৌকিদার ডাক্‌, পুলিস ডাক্‌, তদন্ত কর্‌। আর তদন্ত। চোর যখন "থানা পার" হয়েছে, তখন আর তাকে ধরে কে? বাড়ীর ঠাকুর মা ব'ল্‌ছেন, "আমি ঠাওর পেয়েছিলেম গো! যখন শব্দটা হ'ল, আমি মনে কল্লেম, আজ অমাবস্যা রাত্‌, বোধ হয় বাড়ীতে মড়ার মাথা পড়্‌লো, পর পর অনেক বার শব্দ হ'ল। আমি মনে কল্লেম, মড়ার মাথাটা বোধ করি উঠনে গড়িয়ে বেড়াচ্চে, আমি অম্‌নি রাম—রাম—রাম—রাম কত্তে লাগ্‌লেম। আর ঐ রাম নাম কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। হায়, হায়, আমি অভাগী যদি তখন উঠি,

তা হ'লে আর এ সর্ব্বনাশটা হয় না। দেখ দেখি বোন্, তুমি ব'লছিলে কি অনিষ্ট হয়? এই দেখ কি হ'ল? যে সব ভূত প্রেতের গল্প শোনা যায়, ওসব চুরী ক'রে লোক ঠকাবার ফন্দি। ঐ গল্প শুনে মূর্খ লোকে বিশ্বাস করে, সত্য সত্য ও সব কিছুই নয়। মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। তার সঙ্গে আবার ভূত প্রেত ইত্যাদির মিথ্যা ভয় বাড়িয়ে কষ্ট বাড়ান নির্ব্বোধের কাজ।

ত্রিকাল।

অতীত।

যাহার অভাব হয়
ভাল লাগে বুঝি তারে,
সমুখে থাকিলে তার
সমাদর জানিনারে!
অতীত চলিয়া গেছে
স্মৃতি হৃদে লেখা আছে,
কেন বা চলিয়া গেল
কেন না রহিল কাছে!
যে দিন চলিয়া গেছে
সেদিনত ছিল ভাল,
অনাদরে অবহেলে
বুঝি বা চলিয়া গেল!
অতীত সেদিন গুলি
আর না আসিবে হায়!
এলে সমুচিতাদরে
প্রাণ ভরে তুষি তায়।
এখনো সে অতীতের
উজ্জল কিরণ রেখা
হৃদয় নিভৃত কক্ষে
রয়েছে সুন্দর লেখা;
এখনো সে অতীতের
হরিষে আশার আঁকা
চিত্র খানি রহিয়াছে
পরাণে পরাণে মাখা;
এখনো সে অতীতের
সুন্দর মোহন ছবি
হৃদয় আকাশে যেন
উষার লোহিত রবি;
এখনো সে অতীতের
বাজানো বীণার তার,
মরুময় হৃদয়েতে
বরষিছে সুধাধার।

বর্ত্তমান।

চলিয়াছে বর্ত্তমান
ভবিষ্যতে লক্ষ্য করি,
ভাসিতেছে জীবকুল
ঘটনার স্রোতোপরি,
ঘটনার প্রতিকূল
যাইবারে কত জন
যুঝিছে ভাগ্যের সনে
করি যত্ন প্রাণপণ।

কত জন বর্ত্তমান
ঘটনা স্রোতেতে ভাসি
সুখের স্বপন কত
হেরিতেছে রাশি রাশি।
কতজন ক্ষুদ্র বাহু
করিতেছে সঞ্চালন,
তাড়াইয়া বর্ত্তমানে
লভিতে অমূল ধন।
কতজন পোষা আশা
সফল করিবে ব'লে
ভাবিতেছে বর্ত্তমান
দিনটা যাউক চ'লে।
সুখী জন ভাবিতেছে
'যাক চলি বর্ত্তমান,
আরও অধিক সুখ
নাচাইবে মনঃ প্রাণ।'
দুঃখীজন ভাবিতেছে
যাক এই বর্ত্তমান,
তা হলে হইবে মম
এ দুঃখের অবসান।'
কিন্তু থাক থাক থাক
থাক তুমি বর্ত্তমান,
কি দিন আসিবে বলে'
ভয়েতে আকুল প্রাণ!

ভবিষ্যৎ।

ভাবি! তুমি মম ঠাঁই
ভীষণ মূরতি হও,
কাঁপে প্রাণ তব নামে
রও তুমি দূরে রও।
কেন যে ভয় তব
পূর্ণ অন্ধকার রাশি,
কেন যে তোমার নামে
মনে এত ভয় বাসি,
কেন যে তোমার নামে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
সাধ হয় তব হাত
এড়াই পরাণ দিয়া,
অন্যের আরাধ্য হ'য়ে
কেন যে আমার ঠাঁই
ভবিষ্যৎ! বিন্দু মাত্র
তোমার আদর নাই,
তাহা কি বুঝিবে তুমি!
তুমিত অনন্ত-কণা,
ক্ষুদ্র, ভগ্ন জীবনের
কি যাতনা তা জাননা,
হতাশ জীবন মাঝে
কি যে ভয় সদা জাগে,
আমিও তোমার মত
নাহি জানিতাম আগে।
প্রতিপদে ভগ্ন আশ
হয়েছি, এখন তাই
স্মরিলে মূরতি তব
পরাণে চমক পাই,
তব চিত্র কল্পনাতে
কাঁপে হিয়া থর থর,
তাইতে চাহেনা প্রাণ
হতে আর অগ্রসর।

হু, রা।

৺ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢালি নব ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষারে
সাজাইলা নব রঙ্গে,
নর নারী সব নিরখি তাহায়
ভাসিল ভাব তরঙ্গে।
লেখনী প্রসঙ্গ সকলেরি মুখে
ঘরে ঘরে আলোচনা,
দুর্গেশনন্দিনী কপাল কুণ্ডলা
উপন্যাস অতুলনা।
ভাষার মাধুরী রচনা চাতুরী
লিপির নৈপুণ্য কত,
কিবা কাব্যরস বিষবৃক্ষে মধু—
ক্ষরিতেছে অবিরত।
সাহিত্য ভাণ্ডারে রতন মাণিক
মণি মুক্তা থরে থরে,
রাখিলা সেথায় কতই যতনে
সাজাইয়া নিজ করে।
দুষ্ট কাল কীট জীবন প্রসূনে
কাটিয়া করিল ক্ষয়,
বৃন্তচ্যুত আজ বঙ্গের বঙ্কিম
তাই বঙ্গ শোকময়।
প্রতিভায় যেন প্রদীপ্ত তপন
স্নিগ্ধতায়—শশধর,
রবি শশী দুই একাধারে যেন
বিরাজিছে নিরন্তর।
লেখক সমাজে সবার অগ্রণী
শিক্ষিত সমাজে বড়,
কবির সমাজে কবি চূড়ামণি
বিচারে প্রবীণ বড়।

এহেন রতন হারায়ে জননী
শোকেতে পাগল পারা,
বঙ্কিমের স্থান কে পূরিবে আর
নিবিল উজল তারা।
পূর্ণিমার চাঁদ শূন্য করি দিক্
তিরোহিত একবারে,
অঞ্চলের নিধি কেড়ে নিছে কাল
ধরা পূর্ণ হাহাকারে!
যাও সুর পুরে, অনিত্য শরীর
পুড়ে যাক্ চিতানলে,
আত্মা অবিনাশী, নিত্য সুখে ভাসি,
মিশুক অমর দলে।
নন্দন কাননে আনন্দে বিহার
কর সুখে অনুদিন,
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ নহে জীব
সেথায় চির স্বাধীন।
জরা মৃত্যু শোক অতীত সেদেশ
অনন্ত সুখের খনি,—
সুধার ভাণ্ডার খুলিয়ে তোমার
দিবেন বিশ্ব-জননী।
বঙ্গের বঙ্কিম হ'লে বরণীয়
চির স্মরণীয় ভবে,
তোমার গৌরব গাইবে ভারত
শত কণ্ঠে উচ্চরবে।
ভাবী বংশধর ভুলিবে না কভু
অক্ষয় বঙ্কিম নাম,
বিস্ময়ে মগন হইবে সকলে
স্মরি তব গুণগ্রাম। চ।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫১ সংখ্যা ৩৭১ পৃষ্ঠার পর।)

ভুপালী—মধ্যমান।

সংগ্রহ

{ সা | ধ. সা ঋ গ |

মে— রে ঘ—র বা—

প ধ প | গ ঋ | সা ধ.

জে স- র-

সা ঋ | সা ঋ গ ঋ |

সা সু- ন্দ- র

সা ঋ সা সা | সা ধ. }

বী- ণা মৃ- দ ঙ্গ।

সা | ধ. সা ঋ | প গ

মে- রে ঘ- র, ব- হু-

প সা | সা সা ঋ গা |

ত দি- ন- ন প- র

সা ঋ গ ঋ সা ধ প ঋ |

পি- য়া ঘ- র আ- এ

গ প ধ সা | ঋ সা |

স- ব মি- লি গা- ও

গ ঋ সা | প ধ সা প ধ প |

র- স কি তা-

গ ঋ :: }

ন।

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

ব্রঃ গীঃ

{ (সা সা ঋ | গ গ গ |

মন্ এক্ বার হ- রি বল্

ঋ ঋ ঋ গ ম | গ ঋ সা |)

হ- রি বল। হ- রি বল্

প প প প | গ প ধ নি |

হ- রি হ- রি হ- রি ব- লে

প ধ প প গ | গ ম গ ঋ সা | }

ভ- ব সি- ন্ধু পা- রে চল্।

অন্তরা।

গ গ প ধ | সা সা সা সা |

(জ- লে হ- রি স্থ- লে হ- রি,

সা নি ধ ধ | সা নি ধ প |

চ- ন্দ্রে হ- রি সূ- র্য্যে হ রি,

১। । । । | +। । । । |
প প গ প | গ প ধ নি |

অ- ন- লে অ- নি- লে হ- রি,

৩। । । । | ০। । । । ||
প ধ প পগ | গ ম গ ঋ সা ||

হ- রি ময় এই ভূ- ম- ণ্ডল।”

(গীতটীর নিম্ন লিখিতাংশ অন্তরায় গেয়।)

“ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি,
বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন,
হরি তোর পিপাসার জল।

দুর্ব্বলের বল হরি,
অধমতারণ হরি,
পতিতপাবন হরি,
হরি ভকত-বৎসল॥

ভক্তি রস পান করি,
যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি,
দেন তারে মোক্ষ ফল।

হরি বেদ হরি বিধি,
হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি,
হরি ভরসা কেবল।

পাষণ্ড-দলন হরি,
নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে,
কাঁপে পাপাসুর দল।

অন্নে হরি বস্ত্রে হরি,
গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি,
হরি দলের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি,
শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি,
হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি,
নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি,
করেন প্রাণ শীতল,

প্রবাসে কাননে হরি,
পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি,
হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি,
পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি,
হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি,
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি,
দেন চরণ কমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি,
বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি,
হরি পরম মঙ্গল।

হরি ভক্তি হরি মুক্তি,
হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি,
হরি ইহ পরকাল।

হরি পিতা হরি মাতা,
হরি গুরু জ্ঞানদাতা,

হরি সর্ব্বজনত্রাতা,
শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি,
রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ,
হরি চরণ কমল।" (ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সেই স্বর্গীয়া বরবর্ণিনীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ও যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা ঐরূপ দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। অদ্য আমরা মুসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

মুসলমান সমাজে চিরাবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন এবং পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে। আকাশবাসিনী বিহঙ্গিনীর ন্যায় উন্মুক্ত রমণীগণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে। কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখনও তাঁহারা সমাজের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নবভাবে, নব বলে ধর্ম্মের বিজয়পতাকা-হস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরুস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল।

রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। এক জন দুষ্ট লোক ছলপূর্ব্বক রাবেয়াকে আত্মীয়গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সময় ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিত হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিত না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এসময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া এক দিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর! আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দিনীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না যদি তুমি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর! তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন"? প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে নিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তিনি নিয়তই গভীর রাত্রে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি গভীর রজনীতে তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন

সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে যে অমৃতনিস্যান্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন,"আপনার ন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন, আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।" রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই মনোহর শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—"আর্য্যে! একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে!" গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর।" রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও সত্যমূলক ছিল! আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে আসিত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা

উপাসনাও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতেন, সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গসাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমশ্রেণী ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্য লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুষলমান জগতে সম্পুজিতা হইতেন, চিরকাল নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আশ্চর্য্য অতিথি সৎকার।

সকল ধর্ম্মে সকল দেশে অতিথিসৎকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মহম্মদীয় উপদেশাবলীতে ইহার কিছু প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আরব মহম্মদীয় ধর্ম্ম-প্রধান দেশ; সুতরাং তথায় যে আতিথ্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? আরবীয়দের আতিথ্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বেদবান নামে এক গৃহশূন্য ভ্রমণকারী জাতি আছে, তাহাদিগের অতিথি-সৎকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য, আদর্শস্থল ও অনুকরণীয়। নিম্নে হউরাণের বিদবানদিগের আতিথ্যের বিষয় প্রকটিত হইতেছে। ইরাক্‌ ও সিরিয়ার প্রান্তদেশে হউরাণ নামে এক প্রদেশ আছে। তথাকার বেদবানদিগের কাহারও কুটীরে (খোটী অর্থে যেখানে যে যখন তাম্বুতে বাস করে) অতিথি আসিলে বা আসিতে দেখিলে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার অশ্বরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক অবতরণে সহায়তা করেন। তদনন্তর অতি তৎপরতার সহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা আনিয়া স্ত্রীলোকদিগের অনধিকৃত তাম্বুর এক অংশে তাহা স্বহস্তে বিছাইয়া দেন। শীঘ্র অগ্নি জ্বালিয়া কাফি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্রে দিয়া, যদি অপর কেহ তথায় উপস্থিত থাকে, তাহাকে দেন, কিছু অবশিষ্ট থাকিলে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি গ্রহণ করেন নচেৎ নহে। কিছু খাদ্য দ্রব্য তার পর আনিয়া ঐ রূপে দেন। সর্ব্বশেষে মাংস আনীত হয়। আপনি অতিথির হাত ধোয়াইয়া দিয়া "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন" এইরূপ সানুনয় বাক্যে তাহাকে ভোজন

করিতে অনুরোধ করেন। অতিথি স্বজন এইরূপ একত্রে ভোজন করিতে বসে। ইহার পর কেহ আসিলে, যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত জনের আহার শেষ হয়, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে, তৎপরে সে বসে। অতিথি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে, আরব তাহাকে পুনর্ব্বার ভোজন করাইয়া তাহার অশ্বের নিমিত্ত তৃণাদি আনিয়া দেয়। অতিথি বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে যতক্ষণ সে আর এক জনের আতিথ্য স্বীকার না করে, ততক্ষণ তাহার পশ্চাদ্গমন করে। ইহার মধ্যে তাহার যদি কোন ও বিপদ ঘটে, তজ্জন্য সে দায়ী ও কোনও ক্ষতি হইলে তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হয়। যদি পথিমধ্যে অতিথির দস্যু হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অতিথি-সেবক সশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলবলে তাহার অনুগমন করে। কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে ও না ফিরিয়া পাইলে দস্যু যে দলে ভুক্ত, সেই দলপতির নিকট গিয়া বলে যে, "মহাশয়! অমুক আপনার দলভুক্ত সে আমার অতিথির অমুক দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে; অতএব প্রতিপ্রেরণ করিতে আদেশ হয়।" ফিরাইয়া পায় ভালই, নচেৎ উভয় দলে বিবাদ আরম্ভ হয়—এমন কি অনেক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আর একটী কথা। বাটী অবস্থিতি কালে অতিথির অশ্ব মরিয়া গেলে বা চোরে চুরী করিলে, গৃহস্বামীকে তাহার জন্য আর একটী ঘোটক দিতে হয়। আরবীয়দিগের মধ্যে এইরূপ অতিথিসৎকার প্রথা না থাকিলে যে তৎসমাজে কত অনিষ্ট হইত, তাহা বলা যায় না।

আশ্চর্য্য সতীত্ব রক্ষা।

আমরা পন্নাবতীর বিষয় সকলে অবগত আছি। ইনি স্ব সন্তান করাত দিয়া কাটিয়া অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তিনি সন্তান বিসর্জন দিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রমণী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা ও গৃহস্থের ভার্য্যা। কিছুদিন হইল সোলাপুর ও বিজয়পুরের মধ্যবর্ত্তী তবল নামে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে কোন স্থানে যাইবার জন্য সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা হইয়া ক্রোড়ে একমাত্র একবৎসরের শিশু সন্তান লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ পশুপ্রকৃতির মানব, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ইহারা বড় যত্ন করিয়া উঁহাকে উক্ত গাড়ীতে যাইতে দিল না। রমণী নিরুপায় হইয়া অন্য গাড়ীর প্রত্যাশায় তথায় কিছু সময় থাকিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চলিয়া গেল, ইহারা উঁহাকে সসন্তান একটী ঘরে লইয়া গিয়া উঁহার সতীত্ব নাশের

কথা উত্থাপন ও চেষ্টা করে। সতী গত্যন্তর না দেখিয়া বোধহয় মল মূত্র ত্যাগের ভান করিয়া অনেক কষ্টে বাহিরে আসিতে পান। বাহিরে আসিয়াই অমনি ঘরের দরজার শিকল বন্ধ করিয়া দেন। দুরাত্মাগণ নানা প্রকারে অনুনয় করিল ও ভীতি প্রদর্শন করিল; কিন্তু সতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহার পর উহারা বলিল যে, "তোমার সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিব, যদ্যপি তুমি আমাদিগকে দরজা খুলিয়া না দাও।" তিনি কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুরাত্মারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গৃহের গবাক্ষ খুলিয়া মাতার সম্মুখে সন্তানের প্রাণহত্যা করিতে উদ্যত হইল। সতীর মন কিছুতেই টলিল না। পাষণ্ডেরা সত্য সত্যই সন্তানকে মারিয়া ফেলিল। মারিয়া মৃত দেহ গবাক্ষ দিয়া মাতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ইত্যবসরে এক খানি মালগাড়ী ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত না পাওয়াতে থামিল। শকটচালক ও রক্ষক হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ঐ দুঃস্থা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইল। রমণী ইহাদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। ইহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়াতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ও নগরের বিস্তর লোক সমবেত হন। দুরাত্মাগণ ধৃত হইয়া বিজয়পুরে আনীত হইয়াছে। আশা করি উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। সতীত্ব সংরক্ষার জন্য সন্তান বিনষ্ট হইতে দেখার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সন্তানের জন্য নারী প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্—সন্তান অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাহা কিরূপে বিসর্জ্জন দিবেন? সে যাহাহউক, কিন্তু অবলাদিগের প্রতি দুর্বৃত্তদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পথ কি রোধ হইবে না?

সফায়া ডবসন কলেট।

ভারতের পরম হিতৈষিণী কুমারী কলেট গত ২৭এ মার্চ্চ ৭২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা ও আর কোন কোন আত্মীয় (Cancer) বক্ষের মধ্যে ক্ষত হইয়া মারা যান, সেই রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ৭।৮ বৎসর হইল, এই রোগের সূত্রপাত হয় এবং ডাক্তারেরা দুরারোগ্য রোগ বলিয়া ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে স্থির করেন। ১৮৮৮ সালে আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তাহাতে তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলেন "অদ্য ২ গিনি (প্রায় ৪০৲ টাকা) দিয়া আমার

'মৃত্যুলিপি' ক্রয় করিয়াছি।" পরে তাঁহার পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তারের লিখিত অভিপ্রায় দেখান। কয়েক বৎসর হইল তিনি বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে লিখিতেন, "মৃত্যুর আর ৪ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর বা ১ বৎসর মাত্র বিলম্ব আছে, আমার কার্য্য শীঘ্র শেষ করিতে পারিলে হয়।" বস্তুতঃ সমুদ্রে জাহাজ ডোবার মত তাঁহার জীবন তাঁহার জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত প্রস্তুত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, অন্যকে ধর্ম্ম পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং শুনিতেন। শেষান্তে অধিক মাত্রায় ঘুমাইতেন, যখন জাগিতেন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাহা লিখিতেছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন তাঁহার যাহা কিছু বাঁচিবার সাধ, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ হয়, ২৭এ সেপ্টেম্বর, কুমারী কলেটের ২৭এ মার্চ্চ। ৩রা এপ্রেল তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদিও তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন, কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ সকল লোকে অতি দীর্ঘজীবী এবং তিনি বলিতেন এ পরিবারের মধ্যে তিনিই অল্পবয়সে মরিলেন।

কুমারী কলেট ৭২ বৎসর বাঁচিয়াও আপনার অল্পায়ুর জন্য দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি যে এতদিন কিরূপে বাঁচিলেন ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা আশ্চর্য্য হন। তিনি বিকলাঙ্গ, কুব্জ ও খঞ্জপ্রায় ছিলেন; অতি কষ্টে চলিতে পারিতেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার এক পালিতা কন্যা কোলে করিয়া এক ঘর হইতে তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার শরীরের উপযোগী করিয়া একখানি কেদেরা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে বসিয়া লেখাপড়ার কার্য্যাদি করিতেন। গত ৭।৮ বৎসর পীড়ার যাতনা অতি তীব্র ও অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি সাধ্যমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও ত্রুটি বা শৈথিল্য করেন নাই।

তাঁহার মন চিরপ্রফুল্ল, এই জন্য তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য ছিল, ঘোর পীড়াযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার আন্তরিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহাকে কেহ কখনও ম্লান, নিরুৎসাহ বা অবসন্ন-হৃদয় দেখেন নাই। তিনি এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিতে পারিতেন এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁহার করুণার উপর অটল নির্ভর করিতেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরে সমর্পিত এবং শরীর সেই আত্মার অনুগত ছিল।

ইংরাজী ১৮২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেটের জন্ম হয়। তৎকালীন অন্যান্য ইংরাজবালিকার ন্যায় তিনি বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শেখেন, কিন্তু পরে আপনার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে বিদ্বৎসমাজে গণনীয় হইয়া উঠেন। তিনি বিলাতের অনেক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার মতসকল অতি উদার ছিল এবং সাধারণের হিতব্রতে তিনি চিরকাল লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতুলনীয়। ভারতবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে পরম সুখী হইতেন। ভারতবাসী ইংরাজেরা প্রতি মেইলে স্বদেশের সংবাদের জন্য যেমন একান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তিনি ভারতের সংবাদ পাইবার জন্য সেইরূপ উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া বলিতেন "তোমার 'home' স্বদেশ অর্থাৎ ভারতের সংবাদ কি?" ব্রাহ্মসমাজ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সহায়, এইজন্য তিনি নিজে খৃষ্টান দলভুক্ত হইয়াও ইহাঁদের সহিত একীভূত হন এবং ইহাঁদের কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়া চিরকাল প্রাণপণে তাহার সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে বিলাতে লইয়া যাইবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ অনেক পত্রে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য সকল প্রচার করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সেবাতে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিলাতে কেশব বাবু যে সকল বক্তৃতা করেন, তিনি সে সকল সংগ্রহ করিয়া "Keshub Chandra Sen's English Visit" নামে এক বৃহৎ পুস্তক অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। "Keshub Chandra Sen in England" নামে এক পুস্তক এবং "Sketch of the History of the Brahmo Samaj" নামে আর এক পুস্তক লেখেন। কেশব বাবুর পূর্ব্বতন বক্তৃতাগুলি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা নির্ব্বাচন করিয়া প্রচার করেন। ভারতের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কেশব বাবু এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তিনি কয়েকবৎসর কেশব বাবুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে বামাবোধিনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তদবধি তিনি ইহার নিয়মিত পাঠিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এদেশের রমণীদিগের সহিত পত্রালাপাদি করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষা স্বয়ং বহু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করেন। বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষায় যে একখানি পত্র লেখেন, তাহার অক্ষরগুলি ছাপার অক্ষরের ন্যায়

এবং ভাষাও সুন্দর। একজন ইংরাজ রমণী অল্পদিনের শিক্ষায় এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় রচনা করিতে পারেন," ইহা অতি বিস্ময়কর। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা তাহা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

"লণ্ডন ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রদ্ধেয় ভগিনি!

বিগত জুন মাসের বামাবোধিনীতে আপনার লিখিত বামাহিতৈষিণী সভার বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতে সাহসী হইতেছি। এই বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ জানিতে আমার এখন ইচ্ছা হইয়াছে এবং তজ্জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

(১) স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ এই সভায় পাঠ করিবার জন্য রচনা লিখেন কিনা?

(২) মহিলারা কি নিজেই স্ব-লিখিত রচনা পাঠ করেন? তাহা না হইলে রচনাগুলি কে পাঠ করেন?

(৩) আপনার সভা-বিবরণে যে সকল রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কে কে লিখিয়াছেন?

(৪) এই সমুদায় রচনাগুলি কি প্রকাশিত হইবে? বিগত এপ্রিল মাস হইতে আমি বামাবোধিনী পাইতেছি, সুতরাং ইহাতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমি দেখিতে পাই।

৪র্থ ও ৮ম রচনার শিরোনাম পড়িয়া বোধ হইতেছে যে এই রচনাগুলি অত্যন্ত ভাল হইবে।

(৫) বামারচনাবলীতে উদ্ধৃত রচনার মধ্যে কোন২ রচনা ভারত সংস্কার স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাতে আমার অতি অল্পই অধিকার, কিন্তু আমার ভরসা এই, যে সময় আপনার উত্তর পাইতে আশা করি, তখন বিনা সাহায্যে আপনার পত্র পড়িতে পারিব। আমাদের বামাকুলের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আমার কিরূপ গাঢ় সহানুভূতি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

আপনাদের উন্নতি হউক ইহা আমার আন্তরিক বাসনা।

আপনার ইংরাজ ভগিনী

সফায়া ডবসন্ কলেট।"

কুমারী কলেট ১৮৭৬ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরকাল "Brahmo year Book" ব্রাহ্মসমাজের বিবরণী পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিবরণসংগ্রহ ও সুসজ্জীকরণে পটুতা, সমালোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজানুরাগ ও ভারতহিতৈষিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হওয়ায় এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছায় তিনি এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোনও ব্যক্তি অদ্যাপি তাঁহার এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব বাবুর সহিত কুমারী কলেটের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হয় এবং তদবধি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতিনী হইয়া সাধ্যমত তাহারই সহায়তা করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সমাজকে তাঁহার পুস্তকালয় দান করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি কুমারী কলেটের আজীবন প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল এবং তাঁহাকে তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও নেতা অদ্যাপি রামমোহন রায়ের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় যখন বিলাতে যান, কুমারী কলেট তখন ১০।১১ বৎসরের বালিকা। তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানের ঘরের মেয়ে, রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রামমোহন লণ্ডনের লিটল পোর্টলেণ্ড ষ্ট্রীটের একেশ্বরবাদীদিগের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতেন, কুমারী কলেট সেখানেও তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকে এক ঈশ্বরের সন্তান ও নিজ পরিবার বলিয়া উদার-হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কুমারী কলেটও তাহাই আপনার জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন। Encyclopedia Britannica নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্বকোষ প্রকাশকেরা তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত প্রচার করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কুমারী কলেটের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ১০।১২ বর্ষকাল তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জীবনীর কতক অংশ লিখিয়া ও কতক অংশ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও সুযোগ্য কোনও ব্যক্তি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিবেন।

কুমারী কলেট যে একজন উচ্চদরের মহিলা ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রয়টার তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাড়িতযোগে ভারতে প্রেরণ করেন, বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রে তাঁহার শিক্ষা ও সদ্‌গুণের প্রশংসা বাহির হইয়াছে। আর যাঁহার লেখা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ন্যায় সুবিখ্যাত পুস্তকে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতীয় অনেক প্রধান প্রধান পত্রে কুমারী কলেটের মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজসকল কৃতজ্ঞ-

তার সহিত তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মাননা করিয়াছেন। এই প্রকৃত ভারত-হিতৈষিণীর নাম ভারত রমণীগণও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করুন্।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী বিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May Flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মণির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া বিখ্যাতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-ভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন, প্রত্যহ বিক্টোরিয়াকে (বাইবেল) ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয় এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। বিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে, কিন্তু বড় দুরূহ ব্যাপার, রাজ্যেশ্বরী-পদের গৌরব আছে, কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্ব আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাণী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রীরূপে, মাতারূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় ইনি উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বর্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মহারাণীর সত্যপ্রিয়তা একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে একদিন তাঁহার মাতঃ তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত ?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার

দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" বিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" ধর্ম্মযাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তিভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারাণী চিরকালই ধর্ম্মবিশ্বাসিনী ও প্রার্থনা শীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইত। আমাদের মহারাণী রাজ্যেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই একজন সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ মহারাণীর নিকট সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন;—"না, এ ব্যক্তি তিন বার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল? তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ পরিমার্জ্জনীয়," এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া, উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবাসীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ বারম্বার প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনশিংটন, বেল্‌মোরেল, প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর প্রাসাদ আছে, তাহার নিকটবাসী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই সকল পরিবারদিগের সঙ্গে তিনি সময় পাইলেই সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে অভাব জানিতে পারেন, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত নবজাত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই। মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র-বিয়োগ-কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহার শোক দূরী-করণে তৎপরা হইলেন। একবার মহা-রাণীর প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোন শোক-সন্তপ্তা রমণীকে কোন এক ধর্ম্ম-যাজক হঠাৎ এক দিন অতীব প্রফুল্লমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আপনার কন্যাবিয়োগদুঃখ এত শীঘ্র কি করিয়া ভুলিলেন? তিনি উত্তর করি-লেন, "মহারাণী আমাকে একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছি এবং অনেকাংশে শোক ভুলিয়াছি।" বেল্‌মোরেল্‌ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দরিদ্র লোকদিগের সহিত তিনি কিরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তাহা মহারাণীর ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি কালের এক দিনের বিবরণ তাঁহার নিজের লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "আজ প্রাতে প্রথমে কিটি-কিয়ার নাম্নী বৃদ্ধা মহিলার কুটীরে আমরা দুইজনে গেলাম। কিয়ারের বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর। সে আজও বেশ খাড়া আছে। আমরা যাইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে আমা-দের অভ্যর্থনা করিল। আমরা আসন-গ্রহণ করিলে কিটি কাপড় সেলাই করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। আসিবার সময় আমি তাহাকে গরম কাপড়ের একটী জামা দিলাম। সে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, 'আমি আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর আপনাদিগকে বরাবর সুখে রাখুন, সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করুন আর স্বয়ং আপনাদের পরি-চালক হউন। আমরা তাহার পর আরও তিনটী কুটীরে গমন করিলাম। বিবি লিমনের পুত্রটীকে পীড়িত দেখি-লাম। তাহার পর আর একটী বৃদ্ধা-মহিলার ঘরে গেলাম। সেখান হইতে ব্রেয়রের (সে কিছুকাল আমাদের বাদ্য-কর ছিল) কুটীরে গেলাম। ফিরিবার সময় বিবি গ্রাণ্টের ঘরে গেলাম এবং তাহাকে একটী পোষাক ও একখানি রুমাল দিলাম। সে তাহা পাইয়া কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল! এই সকল দরিদ্র পরিবারদিগের সহিত সহানুভূতি দেখান অতীব সুখকর।"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সিকাগো মহামেলায় ভারতবর্ষ হইতে কচ্ছের রাও সাহেব এবং শিবভীর ঠাকুর সাহেব পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। আমেরিকায় মিশুরী নদীর উপরে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। পৃথিবীতে ঝোলান সেতুর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে।

৩। প্রিন্স বিসমার্ক ৪৮২ প্রকার সম্মান চিহ্ন লাভ করিয়াছেন। চিহ্নগুলি পাশাপাশি রাখিলে ১৪ হাত জায়গা ও কয়েক ইঞ্চি ঢাকিয়া যাইবে।

৪। রাজা রামপাল সিংহের ষ্টেটে হিন্দুমতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ও তাঁহার বয়স ১১ বৎসর।

৫। গ্রীসদেশে আবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ৮ দিন অনবরত ভূকম্পন হয়। শতসহস্র লোক সর্ব্বস্বান্ত ও কতশত বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র মেমোরিয়ল ফণ্ডে রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ৪ শত এবং কুচবিহারের মহারাজা আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৭। বিলাতের একজন ক্রোরপতি ৬০ জন ক্রোরপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। ৬০ জনকে খাওয়াইতে ২৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক লোকের আহারের জন্য ৪ শত টাকা করিয়া ব্যয়। লোকগুলি কি রাক্ষস ?

৮। ডিট্রয়েটের স্ত্রীউকিল মিসেস্ মার্থা টি কুল্যাণ্ড চিকাগোর মহিলাদিগের নিকট পার্লিয়ামেণ্টের আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৯। আমেরিকার এক নিগ্রো মহিলা হেনরী সমারসেট্ নাম্নী একটী মহিলার অধ্যক্ষতায় ইংলণ্ডে মাদক নিবারণ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

১০। নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ানহঙ্গা বাসিনী মিসেস ইয়েট্স্ নামক একজন মহিলা ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম স্ত্রী মেয়র বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছেন।

১১। বিবী গ্ল্যাড্ষ্টোন ৮১ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় তাঁহারও শরীর মন সতেজ আছে।

১২। একজন মহিলা এল্ ফ্যাটাট নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা মিসরের অন্তর্গত আলেকজণ্ড্রিয়া নগরে প্রকাশ করিয়াছেন। সিরিয়াবাসিনী কুমারী হিণ্ড এই পত্রিকার সম্পাদিকা এবং তাঁহার লেখার সাহায্যকারী সকলগুলিই মহিলা।

১৩। কলোরেডোর প্রিংস্থ মিসেস্ এল সি ডিউলেন্, কলোরেডোর শাসনকর্ত্তা

দ্বারা তত্রত্য মূক বধির ও অন্ধগণের বিদ্যালয়ের ট্রষ্টি সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৪। চৈতন্য লাইব্রেরী। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই বৎসর চৈতন্য লাইব্রেরি হইতে নিম্ন লিখিত পদকগুলি প্রদত্ত হইবে:—(১) Blackie প্রণীত "Self-Culture" নামক গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য একটি স্বর্ণ পদক; (২) "বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক; এবং (৩) "বিজ্ঞান শিক্ষার নৈতিক ফল" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক। অনুবাদ ও প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০ শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, নং ৪।১ বীডন্ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

বামারচনা।

বঙ্কিম বিয়োগ।

শুয়েছে শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়নের নীরে॥
অস্তমিত হ'ল হায়! কবির জীবন,
নিবিল স্বর্ণ দীপ জন্মের মতন॥
বাঙ্গালা সাহিত্য আজি হইল রে দীন,
ভারতবাসীর প্রাণ হ'ল অর্দ্ধক্ষীণ॥
বঙ্গমাতা দুঃখে আজি ফেলে অশ্রুধারা,
হারায়ে সে পুত্রবরে পাগলিনী পারা॥
কে আর ছড়াবে মধু মধুর সে বোলে,
বসন্ত রাগিণী রাগ ভাসায়ে দুকুলে॥
সেফালিকা যূঁই যাতি কতই ফুটিত।
মধুর বহিয়া বায়ু মধু ছড়াইত॥
বিরহ মিলন মধু মধুর সে প্রাণ,
এক স্বরে গেছে গেয়ে কবির সে গান॥
জুড়াত মানব প্রাণ নব কল্পনাতে,
আনি দিত ধরা পরে স্বর্গ হাতে হাতে।
যে মধু ছড়ায়ে কবি গেছে ফুলে ফুলে,
রয়ে যাবে চির দিন অনন্তের কোলে॥
বিষবৃক্ষে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী ফুল,
ম্লানমুখী কুন্দকলি সৌন্দর্য্যে অতুল॥
করেছিল বনমাঝে কুটীরেতে আলা,
স্নেহের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা॥
না ফুটিতে মনোরমা খসিল মুকুল,
ভিখারিণী গিরিজায়া হাসিয়া আকুল॥
ভ্রমররূপিণী বালা ভ্রমরার প্রেম।
মণিতে জড়িত যেন সমুজ্জল হেম।
একবৃন্তে দুটী ফুল দেখায়েছে কবি।
প্রতাপের ভালবাসা—শৈবলিনী ছবি॥
কবির কবিত্ব হৃদি বহিছে ধরায়,
প্রেমের সৌন্দর্য্য ছবি মাধুর্য্য ছড়ায়॥
কখন গাম্ভীর্য্যভাব, কখন নবীন।
ধর্ম্মেতে গঠিত হৃদি কখন প্রবীণ।
লোকেরে হাসায়ে গেছে রহস্য কথায়,
এমন রসের কবি দেখিনে কোথায়॥

তেতো কটু [illegible] মিঠা জগতের কাছে।
অমল মধুর রস ছড়ায়ে গিয়াছে।
কাঁদরে ভারত মাতা কাঁদ অনিবার।
গিয়েছে তোমায় ছেড়ে বঙ্কিম কুমার॥
আর কি পূরাবে এসে কেহ তাঁর স্থান।
বাড়াও তাঁহার খ্যাতি-কবির সম্মান॥
গাওরে ভারত তুমি চিরদিন তরে,
সুকবি বঙ্কিম নাম জগতের 'পরে॥

শ্রীমতী গিরিবালা।

কিছুই লাগেনা ভাল।

প্রভাতের তরুণ তপন
বিহগের মধুর কূজন
বসন্তের সুশীতল বায়
নিশিভরা পূর্ণ জ্যোৎস্নায়
লাগেনা কিছুই ভাল হৃদয়ে আমার।

ফুলে ফুলে ভরা উপবন
লতিকার আনত বদন
নিরমল আকাশের পট
সুবিমল নির্ঝরের তট
লাগেনা কিছুই ভাল নয়নে আমার।

ডুবে থাকি নিশীথে শয়নে
ডুবে থাকি অলীক স্বপনে
আঁখিজল বহেনা তখন
ঢাকা পড়ে হৃদয় বেদন
তবুও না যায় মোর হৃদয়ের ভার।

আমি শুধু পথ পানে রাখি
চেয়ে আছি অনিমিখ আঁখি
কবে পুন আসিবে হেথায়
আঁখি ভরি হেরিব তোমায়
হইবে শীতল পরাণ আমার।

এ ভুবনে পারিজাত প্রায়
ফুটেছ হে নব কলিকায়
সুবাস ঢালি আকুল জীবনে
ভুবিতে সবারে নিশি দিনে
ভুলায়ে রাখিয়া মোহন মোহে।

ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা সে কুহক
হৃদি মোর ডুবিয়ে থাকুক
সেই ঘুমের ঘোরে রহিব
চির সে সুস্বপন দেখিব
জাগায়োনা আর আমায় কেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী—কাণপুর।

অবসান।

কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।
কি গান গাহিয়া গেল,
কানে মাত্র প্রবেশিল,
সুধু এর, কটি প্রতিধ্বনি।
যতনে কুসুম গুলি,
আনিয়া ছিলাম তুলি,
সাজি ভ'রে, মালা গাঁথিবারে,
মালা ত হ'ল না গাঁথা,
ফুল গুলি হেথা সেথা,
ছড়ায়ে পড়িল ভূমি পরে।
আধেক না হতে মালা,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন খেলা,
দেখি যে সে চলিয়ে গিয়েছে।
যা' কিছু সে এনেছিল,
কিছু না রাখিয়া গেল,
স্মৃতি সুধু জাগিয়া রয়েছে।
পাখী গুলি মনে মনে
মধুর ললিত তানে,
আরম্ভ করেছে সবে গান।
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়,
সবে ধীরি ধীরি বয়
হেন কালে সব অবসান।
আধফোটা ফুল চয়,
ফুটিতে পেলেনা হায়,
আর—অলির ঝঙ্কার নাহি শুনি;
কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।

শ্রী নী—

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৪ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩০১—জুলাই ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—২৪ এর পরিবর্ত্তে গত ২৬এ মে মহারাণীর জন্মোৎসব হইয়াছে। মহারাণী ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব ৫৮ বর্ষ হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে আরও দীর্ঘজীবিনী করিয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত রাখুন।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষা—প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম। কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি এইখানে একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া রামসীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং বৎসর বৎসর একটী মেলা আহ্বান করিবেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আয়োজনের সফলতা প্রার্থনা করি।

ভূদেবের বদান্যতা—স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণের হিতার্থ নগদ দেড়লক্ষ টাকা, তাঁহার বুধোদয় প্রেস এবং এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। দাতব্যগুলি এই:—

(১) চুঁচড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী. বার্ষিক অন্যূন ৩৯০, টাকা।

(২) ব্রহ্মময়ী ভৈষজ্যালয়, ৪৯২, টাকা।

(৩) সংস্কৃত পুস্তক প্রচার—ছাপাখানা আছে, তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৩০০, টাকা।

(৪) এডুকেশন গেজেট—আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৮০০, টাকা।

(৫) একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বেতন বার্ষিক অনধিক ৬৪, টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় ৬৪, টাকা।

এই সকল দাতব্য কার্য্যে বর্ষে বর্ষে ২৬২০ টাকা ব্যয় হইবে. তদ্ব্যতীত ৩৭৮০ টাকা হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষকদিগকে বর্ষে অন্যূন ৫০, ও ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০, টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতী দেশালাই আমদানী—৩ বৎসর পূর্ব্বে ৩৩ লক্ষ টাকার দেশালাই আমদানী হয়, তৎপর বৎসর ৩৬ এবং তৎপর বৎসর ৩৭॥ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। সামান্য দেশালাই কাঠী এদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধকোটী ও কোটী টাকা হরণ করিবে।

বিলাতী ছাতা—গত ৩ বৎসরে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ ও ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতার আমদানী হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—ফরিদপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ না কমিতে কমিতে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সমাচার পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে সাহায্যভাণ্ডার খোলাতে হাজার হাজার লোক খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপানে স্ত্রী স্বাধীনতা—জাপানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা ১০ লক্ষ অধিক, এজন্য প্রত্যেক রমণীকে বিবাহিত হইতে বাধ্য হইতে হইত। কোনও স্ত্রীলোক নিজে বর গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেন্ট বর মনোনীত করিয়া দিতেন। এখন এ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে জাপানী মহিলারা মুক্ত হইয়াছেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য সচেষ্ট হই[illegible]। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হই[illegible]সিংহের জমিদার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই ফণ্ডে৫০০৲টাকা [illegible] কাশ্মীরের মহারাজা ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার ৺প্রতাপচন্দ্র দাসও মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্যগণ হিন্দুবিধবাদিগের কল্যাণার্থে সাহায্য দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

মহিলা ডাক্তার—শ্রীমতী হেমবতী সেন এবার কলিকাতা কেম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করায় পাঁচটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল প্রদত্ত রৌপ্যপদকও তিনিই পাইয়াছেন। লেডি এলগিন এজন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। কেম্বেল মেডিকেল স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত কোনও মহিলাই এরূপ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

বিবী বেসাণ্টের প্রতিবাদ পত্র—ডাক্তার লুন নামক কোন খৃষ্টভক্ত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া মেথডিষ্ট টাইম্স পত্রে এক প্রস্তাব লেখেন, বিবী বেসাণ্ট ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা যেরূপ যুক্তিগর্ভ, সেইরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ। এই পত্র ৯ই জুনের ইণ্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টানদিগের ন্যায় প্রাচীন সদাচারত্যাগী নামধারী হিন্দুদিগেরও চক্ষু ফুটিবে ও উপকার দর্শিবে।

রামায়ণ ও তদন্তর্গত নীতি।

"বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রাময়ণো মহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী।"

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য-সম্পন্ন নাম এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল, প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদের লেখনীর সার্থকতা সাধন ও অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অলৌকিক কার্য্যদ্বারা তিনি জগতের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় ধনপূর্ণ অক্ষয়ভাণ্ডারসহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারিসহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে, তথাপি এখনও তাহা আনন্দকর নিত্য নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবন নৃপতি সিকন্দর যদি একজন মহাজন বলিয়া আখ্যাত হয়েন; নেপোলিয়ন স্বকীয় দিগ্বিজয় দ্বারা যদি "ইউরোপের পরিত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন, তবে আমাদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশে—এই বৃহত্তম ভারতরাজ্যে সুখশান্তি সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অতুলন আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। তাঁহার চরিত্রের তুলনাস্থল মিলে না। তিনি গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃদ এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাত সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গ হইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অমিত তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ী শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেইরূপ যশোভাজন হন। ঈদৃশ মহাত্মার চরিত্র অদ্য আমরা পাঠিকাগণের বিদিতার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রথমে দেখা যাউক শ্রীরামের জীবনী সম্বন্ধে কি কি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বাল্মীকির রামায়ণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ বাল্মীকি হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার জীবনী রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম জগতে এত পরিচিত হইত না। রামায়ণ চতুর্ব্বিংশ সহস্র শ্লোকাত্মক ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা কাব্য গুণাশ্রয় গ্রন্থ, রচনা সর্ব্বত্র সরল ও স্থানে

স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিবৃত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমে কাব্য রচনা করাতে "আদি কবি" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব ইহাতে তাঁহার রামানুরাগের পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক আর এক গ্রন্থ ব্যাসদেব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

কালিদাস কৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গাত্মক মহাকাব্য, তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত কহিয়াছেন "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং ঊনবিংশতি শতাব্দ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

মহানাটক। বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাবকালে হনুমান্ নামক কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬১২ শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য। ভট্টি নামক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বীরচরিত ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে তিনি কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কবি।

অদ্ভুত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন।

বশিষ্ঠ রামায়ণ বা যোগবাশিষ্ঠ। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ

পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র,ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস হিন্দীভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকূট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরী-পতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ৩১ বর্ষ বয়সে (১৬৩১ সম্বতে) বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থ ও তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে শ্রীরামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রায় দুই শত পচিশ বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত, পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুললিত।

প্রায় ষোল বৎসর হইল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে পণ্ডিতবর শ্রী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ৺ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহোদয়ের ব্যয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে।

কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ও বাঙ্গালা পদ্যে মূল রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকল নামক এক ব্যক্তি প্ররামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; প্ররাম ও তাহার ভ্রাতা প্রালাক্ তোৎসকলকে বিনাশ পূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম রামকিউন্।

বলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে। বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। এখনকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্তকাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড একখানি পৃথক্ গ্রন্থ, তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বারাণসী

কলেজের অধ্যাপক গ্রীফিথ সাহেব ইংরাজী পদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রমণী পরিত্রাণের সহায়।

রমণি! তোমরা স্বর্গের দেবী, আমরা তোমাদিগকে পূজা করিয়া থাকি। কেন পূজা করি, সে কথা আজ লিখিতেছি। রমণী-হৃদয়ে পবিত্র পরমেশ্বরের বাস, সেইজন্য এযুগে তোমরা আমাদিগের পূজ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এপর্য্যন্ত রমণী-জাতিকে পুরুষগণ চিনিতে পারে নাই, তাই এত দিন গৃহের দেবী-প্রতিমা অনাদরে হতাদরে মলিন হইয়া গিয়াছে—পুরুষের খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, দশটা উপভোগ্য জিনিসের মধ্যে একটা উপভোগের পদার্থ হইয়া আছে। আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পবিত্র স্বর্গের আলোকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—জগতের কোথায় কি আঁধারে ঢাকিয়া ছিল, সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, আজ রমণী-হৃদয়ের অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখা গেল, স্বয়ং পরমেশ্বরের জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

রমণী আজ জড় নহে—ঘটি বাটী বা দশটা গৃহ সামগ্রীর একটা নহে—রমণী পুরুষের ইন্দ্রিয়সেবার বিষয় নহে। রমণী এতদিন পুরুষের দাসী ছিল, আজ আর দাসী নহে, দাসী দেবী হইয়াছে, পুরুষের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে এখন রমণীর আসন প্রতিষ্ঠিত। রমণী এতদিন পুরুষের শরীরের সেবা করিয়াছে, এখন হৃদয়ের সেবা করিতেছে—পুরুষের জীবনটাকে ধরিয়া বিশ্বাধিপের চরণতলে লইয়া যাইতেছে, সে চরণস্পর্শে পুরুষ মুক্তিলাভ করিতেছে—রমণী এযুগে পুরুষের পরিত্রাতা।

পরিত্রাণের প্রধান উপাদান প্রেম। প্রেমের স্পর্শে প্রেম বিকশিত হয়। রমণী-হৃদয় এই প্রেমে বিগঠিত, নারী-প্রেমের স্পর্শে পুরুষ কেন না পরিত্রাণ পাইবে? কেবল পুরুষের কথা বলিতেছি না, জন-সমাজের কল্যাণের জন্য—জন-সমাজকে মুক্তিধামের পথে লইয়া যাইবার জন্য সমাজ মধ্যে এই দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ব-জননী আপনার হৃদয় হইতে তিল তিল করিয়া প্রেম, পবিত্রতা ও পুণ্য আহরণ পূর্ব্বক এই তিলোত্তমা প্রেম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও বিশ্বের পরিত্রাণহেতু বিশ্বমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রতিমার হৃদয়ে প্রেম, হস্তে সেবা, মুখমণ্ডলে পবিত্রতা। জগৎ!

আজ হাসিয়া উঠ, তোমার পরিত্রাণের দিন সমাগত।

রমণি! তবে আজ এস, হৃদয়ের সিংহাসনে ব'স, আমরা তোমার পূজা করি, নারী-পূজা ভিন্ন এযুগে মুক্তি নাই, এ সমাচার জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষিত হইতেছে। ভারত আর ঘুমাইবে না, ভারতও জাগিয়া উঠিবে, এই বিশ্বব্যাপী মহাপূজায় যোগ দিবে।

জগতের চক্ষু আজ পবিত্র হউক, জগৎবাসী আজ পবিত্র চোখে রমণীর মুখপানে দৃষ্টি করুক। ঐ বিমল, সুন্দর, শোভন মুখের অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যভাতি ফুটিয়া উঠিতেছে, উহার উৎস কোথায়? দেবী-মুখের অন্তরালে বিশ্ব-দেব আজ সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আপনি সেই সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছেন, বিশ্বাসী প্রেমিক! দেখিয়া মোহিত হও, ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাও, তলাইয়া যাও, আত্মহারা হইয়া যাও, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও। কে বলিল "কা তব কান্তা?" কে বলিল এ সৌন্দর্য্য অসার?—কে বলিল রমণীর মুখমণ্ডল পতনের সেতু? ভ্রান্ত মানব! চক্ষু মেলিয়া চাহিতে জান না, তাই সুধার ভাণ্ডার হইতে গরল আহরণ কর, সে গরল পান করিয়া মরণের কোলে শুইয়া পড়। পবিত্র চোখে চাও, দেবীর মুখের পানে যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাও, দেখ তোমার ইন্দ্রিয় নিভে কি না, প্রাণ জাগে কি না, হৃদয়ের শিরায় শিরায় জীবনের স্রোত বহে কি না, মুক্তিধামের পথ খুলিয়া যায় কি না?

প্রাচীনকালের শাস্ত্রে আছে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিবে, আধুনিক কালের শাস্ত্র বলিতেছে, বিশ্বজননীর মাতৃভাব স্ত্রীলোক মাত্রেই দর্শন করিয়া তাহার পূজা করিবে। যে নিজের স্ত্রীকে দেবী-বৎ দেখিতে জানে না, সে যে পরস্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিবে, তাহার কি কোনও প্রমাণ আছে? যে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে না, সে কি পরস্ত্রীকে দেবীর সম্মান দিতে পারিবে? যে নিজের ঘরে দেবী প্রতিমায় অসম্মান করে, সে কি পরগৃহে দেবী-প্রতিমার আদর করিতে শিখিবে? সমাজের শাসন উঠিয়া যাক্—রাজনীতির বাঁধন শিথিল হউক, দেখ দেখি এই অধঃপতিত দেশে শাস্ত্রের শাসন কিরূপে রক্ষা পায়।

কি বলিতেছিলাম, কোথায় আসিয়া পড়িলাম? দেবি! তোমার মুখখানি স্বর্গের ছবি। নয়নযুগলে কি আছে, জানি না, যখন ঐ মুখপানে প্রাণ ভরিয়া চাহি, তখনি ঐ নয়নযুগল হইতে এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া প্রাণের মাঝে প্রবেশ করে, প্রাণের কোন্ এক গুপ্তস্থানে গিয়া কি সে যেন আঘাত করে। প্রাণের সেই খানটা থেকে কি যেন খুলিয়া যায়, আমাকে কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায়! সেখানে প্রেম ফুটিতেছে, পবিত্রতা উথলিতেছে, সুবারি

মুখে হাসি রাশি, সবারি মুখে শুভ্র জ্যোতি, সকলে যেন পবিত্রতায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের ময়লা পোষাক ছাড়িয়া কি যেন এক স্বর্গের পোষাক—পুণ্যের পোষাক পরিয়াছে। এরা বুঝি দেবতা, আমি ইহাদের কাছে থাকিতে চাই। রমণি! তবে এস, আমি তোমার ঐ মুখের ঢল ঢল লাবণ্যের মধ্য দিয়া ঐ হৃদয়ের মাঝে ডুবিয়া যাই, দেবীহৃদয়ে এ হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেখানে প্রেম ও পবিত্রতায় স্নাত হইয়া আমিও ইঁহাদের মত পবিত্র হইয়া যাই, ও প্রেমের উৎসরূপী অনন্তের প্রেমে গা ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলি।

রমণি! তোমার হৃদয়ের অন্তরালে ঐ কাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ? প্রাণের ঈশ্বর? পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী, বন জঙ্গল কত কি খুঁজিয়া আসিলাম, যাঁহাকে পাইলাম না, আজ তোমার হৃদয়ের মূলে তিনি? এ কথা এতদিন বল নাই কেন? অথবা তুমি বলিয়াছিলে, আমি শুনি নাই। আমার চোক এত দিন পরিষ্কার হয় নাই, তাই ও হৃদয়ের মূলে নরক দেখিয়াছি—স্বর্গের ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে দেখি নাই। তোমার হৃদয়ে প্রাণরূপী ভগবান্ বিরাজমান, তাই মহাযোগী, কঠোর সংযমী শাক্যদেব এত কঠোর সাধনার পরও তাঁহাকে পান নাই; যখন তোমার পানে দৃষ্টি পড়িল—যখন তোমার ঐ হৃদয় নিহিত প্রেমরূপী ভগবান্ সেবারূপে তোমারই হাত দিয়া এই সংসারহীন, পরিবারহীন, প্রেম-হীন ক্লিষ্ট সাধকের মুখে ক্ষুধার সময় একটু পরমান্ন তুলিয়া দিলেন, তখনই তাঁহার মুক্তি ঘটিল। তুমি যে ঐ সেবার ব্যজনিকা হস্তে লইয়া পরিশ্রান্ত মানবের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাতাস করিতেছ, উহা ভগবানের করুণার মলয় হিল্লোল। ও হিল্লোলে প্রাণ ঢালিয়া দিলে পরিত্রাণ পাইব না কেন? রমণি! তুমি ভগবানের প্রতিনিধি হইয়া আমার মুক্তির জন্য প্রেম, পবিত্রতা ও সেবার ভার লইয়া আসিয়াছ। তবে এস দেবি! এ হৃদয়কে স্পর্শ কর, আমি উদ্ধার হইয়া যাই।

পুরাণ কথা।

বৃত্রাসুর বধ।

ব্রহ্মার পুত্র ত্বষ্টা এক অসুর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অসুর-কন্যার গর্ভে ত্রিশিরা নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। তিনি এক সময়ে একটী মহা যজ্ঞ করিয়া আপনার মাতামহকুল অসুরদিগকে তাহার অংশ প্রদান করেন, ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। ত্বষ্টা ঋষির তপোবলে

আর এক পুত্র হয়,তাহারই নাম বৃত্রাসুর। সে বিষ্ণুভক্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এবং সকল দেবতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ তাহার ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মানবগণের সহিত পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কষ্টকর জীবন অধিক দিন ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং দুর্গতি মোচনের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বৃত্রাসুর বধের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন বৃত্রাসুর বধের আর অন্য উপায় নাই, কেবল একমাত্র উপায় আছে—দধীচি নামে এক মুনি আছেন, যদি তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিতে পার, তদ্দ্বারা অসুরের প্রাণনাশ হইবে। বিষ্ণুর উপদেশে দেবগণ দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরম দয়ালু ঋষি দেবকার্য্যে দেহপাত হইবে ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং পরমানন্দে দেবগণের নিকট প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তিনি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, দেবগণের মহা আনন্দ! তাঁহারা অবিলম্বে রণসজ্জা করিয়া বৃত্রের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বৃত্র দলবল লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, কোনও পক্ষ জিত বা পরাজিত হইল না। অবশেষে দৈত্যবর মুখব্যাদান করিয়া ইন্দ্রকে গিলিতে ধাবমান হইল। সুরপতি অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া, দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। দেবগণও যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া যিনি যেখানে পারিলেন গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রসহ দেবগণ পুনরায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন তোমাদিগের একটী অভাব আছে। তোমরা আপনার তেজে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহাতে কিরূপে জয়ী হইবে? তোমাদের মধ্যে বিষ্ণুতেজ চাই, এই লও আমি তাহা দিতেছি। বিষ্ণুতেজে প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ নির্ভয় ও মহোৎসাহপূর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহারা অতুল সাহসে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন।

এই উপাখ্যান হইতে অনেক গুলি সার উপদেশ লাভ করা যায়। (১) অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের অনিষ্ট হয়। দেবরাজ ত্রিশিরাকে বধ করিয়া বৃত্রাসুরদ্বারা যারপরনাই লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। (২) বিপদ্ কালে ভগবানের

শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন বিপদুদ্ধারের উপায় নাই। দেবতাগণকেও বিষ্ণুর আশ্রয় লইতে হইল। (৩) দধীচি মুনির অস্থি অশেষ শিক্ষাপ্রদ। দেবকার্য্য সাধনের জন্যই সাধুর জীবন এবং সাধু তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। (৪) প্রাণদান বিনা কোনও দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। একজন হৃদয়ের অস্থি দিউক, ত্রিভুবন তাহাতে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। (৫) অব্যর্থ উপায় হস্তে পাইলেও নিজের তেজে জয়লাভ করিবার আশা করিলে তাহা বিফল হয়। (৬) বিষ্ণুতেজে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারিলে তবে মহাসুর নিপাত হয় এবং সংগ্রামে জয়লাভ হয়।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের সংস্পর্শ হইলে তৎসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। এই বায়ুতে তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত হয়, তাহাও আমরা পাঠিকাগণের হৃদ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ঐ বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। যদি ৫টী বা ৬টী বা তদধিক সংখ্যক হস্তিদন্তনির্ম্মিত গোলা কোনও এক মসৃণ স্থানে এক সরল রেখায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রাখা যায়, এবং উহার এক প্রান্তের গোলাতে ঐ শ্রেণীর সমসূত্রে আর একটী গোলা গড়াইয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অপর প্রান্তের গোলাটী মাত্র [illegible] সরিয়া যাইবে, অন্যান্য গোলাগুলি যথাস্থানেই অবস্থান করিবে, স্থানভ্রষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে কি কি কাণ্ড ঘটিতেছে, অনুধাবন করা যাউক। প্রান্তস্থিত যে গোলাটীতে প্রথম আঘাত করা হইল, যদি সেই গোলাটী মাত্র সেই স্থানে থাকিত, তাহাহইলে নিঃসন্দেহই উহা আঘাত বলাভিমুখে ধাবিত হইত। কিন্তু উহার পরে আর একটী গোলা থাকাতে, উহা ঐ দ্বিতীয় গোলাতে চাপিয়া পড়িয়াই প্রতিঘাত পাইতেছে এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাতে নিজ বেগ সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দ্বিতীয় গোলাটীও তৃতীয় গোলার উপর চাপিয়া পড়িয়া উহাহইতে প্রতিঘাত পাইতেছে, এবং নিজের বেগ উহাতে সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং মধ্যবর্ত্তী

আর যতগুলি গোলা আছে, তত্তাবতের ক্রিয়াই ঐ একরূপ হইতেছে। সকলের প্রান্তের গোলাটী প্রতিঘাত পাইবার কোন বস্তু না থাকাতে স্বস্থান হইতে ধাবিত হইতেছে। এই শেষোক্ত গোলাটীর সম্মুখে যদি একখানি পাতলা চর্ম্ম লম্বভাবে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলা সহজেই স্বীয় বেগ ঐ চর্ম্মে সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চর্ম্মখানি আবদ্ধ থাকাতে কম্পিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের যখন শব্দ জ্ঞান হয়, তখন কর্ণপটহে বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়াও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বস্তুতে আঘাতদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ আঘাত-বল পূর্ব্বোক্ত গোলার শ্রেণীর ন্যায় বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীর পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে পর পরটীতে ক্রমে সংক্রামিত ও কর্ণপটহে উপস্থিত হইয়া উহাকে কম্পিত করে। ঐ কম্পনে তৎসংলগ্ন স্নায়ুজালে বেগ বিশেষের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিকে গিয়া শব্দে পরিণত হয়। এই ক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

যে দেশে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই সেই সকল রোগের ঔষধ স্বরূপ উদ্ভিদ, খনিজ বা অপর প্রকার দ্রব্য অবশ্যই আছে। যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগে সমর্থ হই, তিনি যে রোগরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় করিয়া দেন নাই, অথবা স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগের উপায় বিধান করেন নাই, এমন কখনই হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে সকল উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল রোগের প্রকৃত ঔষধও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে এ দেশীয় অতি সামান্য ও অনায়াস-লভ্য পদার্থের মধ্যেই আমাদের রোগশান্তির উপায় আছে। বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, অবশ্যই দেশীয় অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেই কোনটী ওলাউঠার, কোনটী জ্বরের, কোনটী কাশের প্রকৃত ঔষধ বলিয়া স্থির করিতে পারেন, এবং সেই সকল ঔষধের দুই এক পান অথবা তাহার পাঁচনের দুই এক কাঁচ্চা সেবন করিলেই রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইবে।

বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে "ঠাকুরুণ দিদির টোট্‌কা" বা মুষ্টিযোগ প্রণালী প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীর প্রাচীনারা সামান্য

সামান্য রোগ সকলের চিকিৎসা জানেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল নিশ্চয়ই উপকারক। আজ কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী অস্মদ্দেশে প্রবেশাধিকার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এখন ক্রোড়স্থ শিশুর সর্দ্দি, উদরাময়, জ্বর (বালসা), হাম—এমন কি চুলকণা প্রভৃতি রোগের প্রতীকারার্থ আমরা ইংরাজী চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তার না ডাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ডাক্তারের হাতে প্রাণের পুত্তলিকাকে অর্পণ করিতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়, কিন্তু এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আদৌ ডাক্তার মিলে না। ঐ সকল স্থানে পিতামহী ও তাঁহার অবর্ত্তমানে মাতাঠাকুরাণীর দত্ত ঔষধ দ্বারাই রোগ মুক্ত হয়। আহা! সে সকল কথা মনে হইলে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হয়। এখন মাথা ধরিলেই, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের নিকট যাই, অজীর্ণ হইলেই আহার বন্ধ করিয়া ডাক্তারের দত্ত পকাস্বাদ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করিতে থাকি। ফল এই হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরি, ঔষধের আস্বাদনে প্রাণান্ত হয়, অথবা কাষ্টকি, লিনিমেণ্ট ও বেলেস্তারার জ্বালায় কিছুকাল ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। ব্যয়ের কথা আর বলিব কি, শেষে ভিটে নিয়ে টান পড়ে। পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, ইত্যাদি রোগে ঠাকুরুণদিদি কেমন সকল পাচক ঔষধ দিতেন, দুই এক দিন সেবনেই রোগত সারিতই, আহারও এক দিনের তরে বন্ধ থাকিত না। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই পত্রিকায় কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ ও ব্যবস্থা এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

ছেলেদের সর্দ্দি।

দুই এক দিবসের সর্দ্দিতে ছেলেদের দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল শিশু কেবল স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রসূতিদিগকে একবেলা অন্নাহার দিবে, মৎস্যাদি খাইতে নিষেধ, স্নান বন্ধ। রাত্রে প্রায় উপবাস, অথবা দুই একখানি রুটি খাইতে দিবে, বৈকালে গা ধোয়া নিষেধ।• ছেলেটীকে ভাল মধু ২০।৩০ ফোটা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে, তাহাতে ২।১ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে। সর্দ্দি একটু বেশী হইলে যদি তরল জলবৎ পদার্থ নাক দিয়া পড়িতে থাকিলে, ঐ মধুর সহিত প্রতিবারে ২।১ ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া দিবে। সর্দ্দি বুকে বসিলে মধুর সঙ্গে কালা কর্পূরের রস প্রতিবারে ৩০।৪০ ফোঁটা মিশাইয়া দিবে ও প্রত্যহ ঐ নিয়মে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে। গলা ডাকিতে থাকিলে সর্ষপ তৈল উষ্ণ করিয়া গলায় দিবে। সর্দ্দি বসিয়া গলা ডাকিতে থাকিলেও সেই সঙ্গে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইলে মধু ও কালাকর্পূরের রসতো দিতেই হইবে, তা ছাড়া কাল তুলসীপাতার রস প্রতিবারে ৪০।৫০

কোঁটা একটু মধুর সঙ্গে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ২।৩বার সেবন করাইবে। এই উপায়ে ৩।৪ দিনের মধ্যে সর্দ্দি ও জ্বর প্রায় আরোগ্য হয়। সর্দ্দিতো সারিবেই, সর্দ্দি সারার পরেও যদি জ্বর থাকে, তবে ৩।৪ দিন শেফালিকার পাতা ও কালমেঘের পাতার রস সেবন করাইলে, জ্বর আরোগ্য ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ হইবে।

পানে তৈল মাখাইয়া, উহা অগ্নিতে গরম করিয়া, শিশুদের বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে সর্দ্দি ও কাশি সারে।

ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে, অর্থাৎ আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে। পরে কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেই ভস্ম বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি, ঘুঙরি, হিক্কা ও প্রবল শ্বাস নিবৃত্তি হয়, ও সর্দ্দি তরল হইয়া মলসহ নির্গত হইয়া যায়, কতক বা বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

বালকের বালসা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

কেশুরতে গাছের শিকড় অল্প পরিমাণে তিনটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া তিন দিবস ভক্ষণ করাইলে বালসার জ্বর আরাম হয়।

বনপুঁয়ের শিকড় ২॥টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে, অথবা কোঁকসিমের মূল ২॥টা মরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে বালকদিগের বালসা ভাল হয়।

পানের বোঁটায় ঘৃত বা তৈল মাখাইয়া, অথবা মুক্তবর্ষীর পাতা বাটিয়া, বা বকুল বিচি ঘষিয়া মল দ্বারে দিলে, শিশুদের সঞ্চিত বদ্ধ মল নির্গত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হয়।

অচিরজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে হরীতকী চূর্ণ অত্যল্প পরিমাণে, ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া, তদ্দ্বারা তাহার জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে উপকার হয়। চোয়াল ধরিয়া বিবর্ণ হইলে কাল তুলসী-পাতার রস ও নাকদানা পাতার রস একত্র করত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গাত্রে মালিস করিলে উপকার দর্শে।

ধাইফুল ও পিপুল চূর্ণ আমলকীর ক্বাথ বা রসসহ সেবন করাইলে দন্তো-দ্ভেদ-জনিত শিশুর জ্বর, উদরাময়, বমি প্রভৃতি সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়।

শিশুদিগের পীড়ায় স্তন্যদায়িনীকে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালন করিতে হইবে। পীড়াদি কোন কারণে তাঁহার স্তনের দুগ্ধ দূষিত হইলে অন্য ধাত্রীর দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য।

কাশী ও গলা ঘড়ঘড়ানী ও বালসার ঔষধ।

আধ্‌ওপান—১টা, লবঙ্গ ১টা, জায়-ফল ১আনা, জবানী ১আনা, জল একতোলা, এই কয়েকটী দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রদীপের উত্তাপে উষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে দুই তিন দিবসের মধ্যে ভাল হয়।

একটী আকন্দ তুলার বালিস্ প্রস্তুত করিয়া উহা ছেলের মাথায় দিবে, এইরূপ করিলে ছেলেদের খুংরি, কাশি, কর্ণরোগ, চক্ষে জলপড়া, বাতশ্লেষ্মা রোগ জন্মে না।

বালকদিগের উদরাময়াদি পীড়ায় গাধার দুগ্ধ উপকারী। উদরাময় থাকিলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ খানকতক বেল শুঁঠ সহ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অজীর্ণ, দুদ্ তোলা থাকিলে দুগ্ধে ২।৪ ফোঁটা চুনের জল দিবে। এঁড়ে লাগায় পুষ্টিকর সহজ পাচ্য এবং অগ্নিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্ট ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন স্থানে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ ইংরাজ হইলেও কর্ম্ম উপলক্ষে আয়র্লণ্ডে বাস করিতেন। এইস্থানে বেসাণ্টের পিতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসা ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল পরে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া কোন কর্ম্মোপলক্ষে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বেসাণ্টের পিতা নাস্তিক এবং জননী ও ভগিনী ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। বেসাণ্ট বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ পুরোহিত আহূত হয়, কিন্তু তদীয় মুমূর্ষু পিতা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ দেন।

বেসাণ্টের পিতা ডাক্তার উড মরীস নাম্নী জনৈক আইরিস রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বেসাণ্ট যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বেসাণ্টের জননী একজন গুণবতী রমণী ছিলেন। বেসাণ্ট তাহার সুখ্যাতি করিয়া বলেন, "She was the tenderest, sweetest, proudest, and noblest woman I have ever known" ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার উডের মৃত্যু হইলে পর, বেসাণ্টের মাতা লণ্ডন সহর হইতে হারো নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে মিসেস্ উড কয়েকটি ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন, এবং তাহা হইতে যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। হারো স্কুলের হেড্‌মাষ্টার সদাশয় ডাক্তার বস্থান সাহেব, নানা প্রকারে এই বিপন্ন পরিবারের সহায়তা করেন। বেসাণ্ট বালিকা বয়সে বঙ্গবালিকার ন্যায় গৃহবদ্ধা না থাকিয়া যথেচ্ছবিচরণ করিতেন। ইনি ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। গৃহসন্নিহিত উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে অবলীলা ক্রমে আরোহণ

করিতেন। একটী বিশাল বিস্তৃত বৃক্ষ তাঁহার পাঠাগার ও বিশ্রামাগারের কার্য্য করিত। বেসাণ্ট বহুক্ষণ ধরিয়া সেই বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' বা স্বর্গচ্যুতি নামক গ্রন্থ পড়িতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। বেসাণ্ট বলেন, "এই প্যারাডাইস্ লষ্ট হইতে সয়তানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া, সয়তান সাজিয়া, তাহার অভিনয় করিতাম।"

উপন্যাস-লেখক কাপ্তেন মেরিয়টের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইঁহার শিক্ষিত ভগিনী মিস্ মেরিয়ট জনৈক সম্পত্তিশালিনী রমণী ছিলেন। ইঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইনি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন। বেসাণ্টের জননীর সহিত মিস্ মেরিয়টের একদিন সাক্ষাৎ হয়। বেসাণ্ট তখন বালিকা। বেসাণ্টের আচরণ দেখিয়া মেরিয়ট যার পর নাই প্রীত হন। তিনি বেসাণ্টের জননীকে বলিলেন, আপনি যদি বেসাণ্টকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতে দেন, তাহাহইলে আমি উহার শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে আপনার কিছু মাত্র অর্থ ব্যয় হইবে না। বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া, দুহিতার ভবিষ্যৎ সমুন্নতির অন্তরায় হওয়া উচিত নয়, এই মনে করিয়া তিনি মিস্ মেরিয়টের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। প্রেয়কে ধর্ম্ম করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করা, যুনানী মহিলাবর্গের এই এক চরিত্রের মহত্ব। বঙ্গমহিলাগণ এই মহত্ব হইতে অনেকাংশে বঞ্চিতা।

মিস মেরিয়ট এক সুদৃশ্য পল্লীতে বাস করিতেন, বেসাণ্ট বৎসরের অধিকাংশ সময় এই স্থানে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কেবল পর্ব্বোপলক্ষে এক একবার বাটী যাইতেন। মিস্ মেরিয়ট নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দুঃখীর দুঃখমোচনে যত্নবতী ছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রীবর্গকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি অপর পাঁচজনকে সেই বিদ্যা দান করিতে না পার, তবে সেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা না করা সমান।" লোক শিক্ষারূপ কঠোর ব্রত গ্রহণের যে উচ্চাভিলাষ, তাহার বীজ এই সময়ে মিস মেরিয়ট কর্তৃক বেসাণ্টের হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল।

মিস্ মেরিয়ট তাঁহার ছাত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকার অশ্লীল নৃত্যগীতে যোগ-দিতে বা থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিতেন। ছাত্রীগণও তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিত না। বেসাণ্ট ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষার্থ মিস্ মেরিয়টের সহিত সাতমাস কাল প্যারী নগরীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে বেসাণ্ট ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর দলভুক্তা হন। প্যারী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষার অনুশীলন পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময় হইতে তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনাতেও প্রবৃত্তা হন।

হিন্দুসমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় সমাজও নানা প্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক না হইলেও অনেকাংশে পৌত্তলিক। তাহারা ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং পোপের শাসনাধীন। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পান না। শেষোক্ত সম্প্রদায় তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাঁরা পৌত্তলিকতা অথবা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। আনি বেসাণ্ট সর্ব্বপ্রথমে কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। পরে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিস মেরিয়টের নিকট অবস্থানকালে বেসাণ্ট কোন প্রকার নৃত্যগীত করিতে বা থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। যখন শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক বিলাসবাসনা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। এবার তাঁহার বহুকালের রুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বলে কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি প্রাণ মন খুলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দান করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার অঙ্গলাচনা ও প্রগল্‌ভতাতে দিন কাটিতে লাগিল :

এই সময়ে ইংলণ্ডীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে "হাই চার্চ্চ" সম্প্রদায় নামক এক নূতন দলের অভ্যুত্থান হয়। সাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই নবদলের মত ও বিশ্বাস চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত কাথলিক মত ও অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠবোধে তাহা পুনর্গ্রহণের জন্য এই দলের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। বেসাণ্ট এই সাময়িক উত্তেজনার হাত এড়াইতে পারিলেন না, প্রোটেষ্টাণ্ট মত পরিত্যাগ করিয়া কাথলিক মতে দীক্ষিতা হইলেন! অন্তর্দ্দৃষ্টি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইল, বাহ্যাড়ম্বরের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। বেসাণ্ট স্বহস্তে ভজনালয় পত্র পুষ্প ও চিত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট জননীর সহিত লণ্ডন সহরে বাস করিতে লাগিলেন।

মিশন চ্যাপল হাইচার্চ্চ সম্প্রদায়ের একটি ভজনালয়। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেসাণ্ট এই মিশন চাপেলে আচার্য্য ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি লাভ করেন এবং স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য লণ্ডনের অন্তঃপাতী ষ্টকওয়েল গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক মিঃ ওয়ালটার বেসাণ্ট ইহাঁর সহোদর। আনি বেসাণ্ট ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেসাণ্টের পাণিগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আনি ধর্ম্মার্থিনী হইয়া স্বতঃ এই শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার

কিয়দ্দিন পরে মিঃ বেসাণ্ট ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ বেলটেনহাম নগরে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া গমন করেন। আনি-পতির সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে অবস্থানেকালে আনি ফ্যামিলী হেরালড্ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি "Lives of the Black Letter Saints" নামক এক খানি গ্রন্থ লিখেন। আর্থিক অভাব-নিবন্ধন আনি তাহা তৎকালে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আনি বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা'প্রচার করেন। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় ইনি তৎকালে হৃদয়ে রোমান কাথলিক মত পোষণ করিতেন এবং এই পুস্তিকায় আনি উপবাস-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার লর্ড হাথা-রলী মিসেস্ বেসাণ্টের পিতৃব্য ছিলেন। ইঁহার সহায়তায় আনির স্বামী লিঙ্কন-শায়ারের অন্তঃপাতী সিবসী নামক স্থানে বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বেতনে ধর্ম্মযাজকের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে আনিবেসাণ্টের মন সন্দেহ দোলায় দোলিত হয়। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের সপক্ষে ও বিপক্ষে যতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আনি ক্রমে ২ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। অবশেষে আনি ডাক্তার পুসীর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরানুরাগী পুসী বলিলেন, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত সত্যাবধারণের আর প্রকৃষ্ট পথ নাই। আনি বেসাণ্ট তাঁহার পরামর্শ মতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপা-নাই সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হয়। মহাত্মা যীশুর মৃত্যু দিন স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ভজনালয়ে এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। খৃষ্টানগণ সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে এইটীকে সর্ব্বপ্রধান ও অতি পবিত্র জ্ঞান করেন, ইহাকে ' Holy communion " বলে। সীবসী ভজনালয়ে যখন এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আনি বেসাণ্ট তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অনাস্থানিবন্ধন ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া আইসেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে অনেকে মনে করিলেন, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ইনি ভজনা-লয় পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা বাহির হয়। বেসাণ্ট পুস্তকে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। বহির্ভাগে কেবল"অনৈক ধর্ম্মযাজক-পত্নী কর্ত্তৃক" এই কথা কয়েকটি লিখিত ছিল। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া

যায়। খৃষ্টান, প্রচারকের পত্নী অখৃষ্টান! এই গুরু অপরাধ অমার্জ্জনীয়। হয় আনি পতির সহধর্ম্মিণী হউন, নয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন, এই বলিয়া খৃষ্টীয় সমাজ রেভারেণ্ড বেসাণ্টকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি পত্নীকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চাকরী যায়, ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অপসৃত হইতে হয়; আবার যদি স্বীয়পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ হইলেও আনি এক দিনও অন্য কোন প্রকারে পতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অবশেষে আনি স্বীয় বিবেকবাণীর অনুকরণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞানে দুঃখের সহিত প্রিয় পতির নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া জননীর নিকট আগমন করেন। রেভারেণ্ড বেসাণ্ট পত্নীর কথা একবারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। আনিরসাংসারিক অভাব মোচনার্থ মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে বেসাণ্ট ধাত্রীর কার্য্য করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লণ্ডন নগরে অবস্থান কালে তত্রত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মনকিওর কনওয়ের (Moncure Conway) ধর্ম্মোপদেশ অভিনিবিষ্টচিত্তে নিয়মিত শ্রবণ করিতেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিতেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট বিশ বৎসর কাল খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অপরাজিতচিত্তে সংগ্রাম করেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একদিন "ন্যাশ্যান্যাল রিফরমার নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আনি বেসাণ্টের হস্তগত হয়। এই সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বেসাণ্ট স্থানীয় বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডল সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণার্থ গমন করেন। যৌবনের প্রথমাবস্থায় জড়বাদী নাস্তিক বলিয়া ব্রাডলর একটা দুর্নাম শুনা যায়। কিন্তু ব্রাডলর শেষ জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধির কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাডল এক বক্তৃতায় বলেন, (The Atheist does not say "There is no God," but he says I know not what you mean by God; I am without an idea of God "অর্থাৎ নাস্তিক একথা বলেন না যে ঈশ্বর নাই, কিন্তু এই কথাই বলেন যে "ঈশ্বর শব্দের অর্থ কি তাহা আমি জানি না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণার অভাব"। অন্তিমকালে ব্রাডলর অন্তরে ভগবৎ প্রীতি সমুদিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এ কথা সত্য যে তিনি যাবজ্জীবন

পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহামতি ব্রাডল আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম সহায় ছিলেন।

সেইদিন বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডলর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেসাণ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেসাণ্ট উক্ত বাগ্মীর কূট বৈজ্ঞানিক তর্কজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে কিছুতেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া বেসাণ্টের কোমল মনকে বিজড়িত করিল। ইতঃপূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা বেসাণ্টের আস্তিক্যবুদ্ধির স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। তাহা এই:—বেসাণ্টের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। যখন কন্যার বয়স সাত মাস, তখন শিশুটী শ্বাসরোগে কষ্ট পায়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কন্যাটীর ক্লেশ দেখিয়া বেসাণ্ট তাহার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল যে, ঈশ্বরকে শান্তিদাতা বলা যাইতে পারে কি না? তিনি যদি শান্তিদাতা হইতেন, তাহা হইলে আমার কন্যা এতদিনে আরোগ্যলাভ করিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন ঈশ্বর শান্তিদাতা নন। ইহা মিথ্যা কথা। অবশেষে বেসাণ্ট ক্রোধিত হইয়া বলিলেন, "How canst Thou torture a poor baby so? Why dost Thou not kill her at once and let her be at peace" তুমি কেন এই হতভাগ্য শিশুকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? তুমি কেন এখনই ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার সমস্ত ক্লেশের অবসান করিতেছ না? যাহাহউক অনেক কষ্টের পর কন্যাটী আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে বেসাণ্ট ঈশ্বরের আরাধনা পরিত্যাগ করিলেন এবং পরে ব্রাডলর বক্তৃতাতে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী কমিসনার।

ধন্য ধন্য আজ ধন্য বঙ্গবাসী
কি নব উৎসবে সবে মাতোয়ারা,
এমন সুদিন কবে হবে আর?
খুলে গেছে শত আনন্দ-ফোয়ারা।

ভারতের ভাগ্যে যে পদ-মর্য্যাদা
ঘটে নাই কভু, বাঙ্গালী সে পদ
পাইলেন আজ প্রতিভার গুণে
এ হ'তে কি আছে অতুল সম্পদ?

কি সুখ বারতা শুনিনু শ্রবণে।
স্বদেশের মান করিতে বর্দ্ধিত,
কে কবে পেয়েছে এহেন সম্মান?
কমিশনারীতে রমেশ বরিত।

বাঙ্গালী বলিয়ে তুচ্ছ করে যারা,
দেখুক চাহিয়া বাঙ্গালী রমেশে,—
মানসিক বলে কত বলীয়ান,
কতই যশস্বী স্বদেশে বিদেশে!

কার্য্যপটুতায় ইংরাজ সদৃশ,
সুধীর প্রবীণ অগাধ পণ্ডিত,
উৎসাহে উদ্যমে অদম্য অটল,
স্বাধীনপ্রকৃতি সর্ব্বত্র বিদিত।

দেশের কল্যাণে সঁপি দেহ মন
কে খাটিবে এত রক্ত করি জল?
এ হেন সুহৃদ্ কেবা আছে আর,
নিয়ত কামনা প্রজার মঙ্গল।

সাহিত্য সমাজে স্বনাম-বিখ্যাত
সুলেখক বলি সকলে আদরে,
উপন্যাস লিখে কতই সুনাম!
মাতৃভাষা ঋণী রমেশের করে।

শিক্ষা বিভাগেতে উচ্চ অধিকার
কে পেয়েছে এত তাহার মতন?
"ইতিহাসে তিনি 'অথরিটী 'আজ'
শত মুখে সবে করিছে কীর্ত্তন।

যেদিগেতে চাই সেই দিগে তাঁর
সমকক্ষ লোক দেখিতে না পাই,
উদার ইংরাজ গুণ-পক্ষপাতী,
গুণীর গৌরব করেছেন তাই।

দেও ধন্যবাদ 'সার ইলিয়াটে'—
বঙ্গবাসী সবে একান্ত হৃদয়ে,
সব দোষ ভুলে গাও তাঁর গুণ
একতানে আজ একপ্রাণ হয়ে।

লর্ড এল্‌গিনের শাসন সময়
বাঙ্গালীর কত বাড়িছে সম্মান,
চিরস্মরণীয় এলগিন নাম
হইল ভারতে,—তাই যশোগান

করিছে সকলে—ভারত সন্ততি।
সাধে কি ও নামে বিশকোটী প্রাণ
মাতিয়ে উল্লাসে—দিয়ে করতালি
কহিছে "এল্‌গিন—উদার প্রকৃতি।"

ধন্য ভিক্‌টোরিয়া—শাসন তোমার!
রাজা প্রজা আজ সকলি সমান,
নাহি পক্ষপাত—'ইংরেজ নেটিভে,
গুণ দেখে সবে করিছ সম্মান।

থাকো মা সুখেতে—দীর্ঘজীবী হয়ে,
প্রজাহিত-ব্রত পালো অনিবার,
'জয় ভিক্‌টোরিয়া' হোক জয়ধ্বনি
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার।

দেও উলুধ্বনি পুরনারীগণ—
সবে মিলি আজ দেশের সম্মানে,
কদলী পুতিয়ে ঘরের দুয়ারে
রাখো পূর্ণ কুম্ভ রমেশ-কল্যাণে।

নির্ব্বাণ-প্রদীপ জ্বলিছে আবার!
নিরাশা আঁধারে আশা চন্দ্রোদয়,
বিধির বিধানে সকলি সম্ভব,
ভারত-ভবিষ্য উজ্জ্বলতাময়।

দৈববাণী যেন পশিয়াছে কানে
চির দুঃখ নাই অদৃষ্টে কাহার,
"সুখ অন্তে দুঃখ, দুঃখ অন্তে সুখ"
মহা সত্য হ'ক ভারতে প্রচার।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ফুটায়েছে আঁখি
অন্ধজনে এবে চিনিয়াছে পথ,
উন্নতি-শিখরে তাই অগ্রসর
হতেছে লঙ্ঘিয়ে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত।

কে রোধিবে গতি ?—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে তর তর বেগে,
পাষাণ চাপুক—কি হইবে তায় ?
বাধা পেলে স্রোত ধায় মহাবেগে।

কিছুতে এ বেগ থামিবার নয়।
ভাসাবে পাষাণ তৃণের সমান,
শত বরষের বাধা বিঘ্ন যত
কঠিন আঘাতে হবে তিরোধান।

ইংরেজ শাসন উন্নতির মূলে,
কায়মনে তারে কর আলিঙ্গন,
দুঃখের তিমির হবে অবসান
উদিবে আবার সৌভাগ্য-তপন।

এস্কুইমোজাতি।

উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে এস্কুইমো জাতির বাসস্থান। তবে গ্রীনলণ্ড দেশে ইহাদিগের সংখ্যা যত অধিক্য এত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সমুদয় গ্রীনলণ্ডে ৫০০০ হাজার এস্কুইমো বাস করে।

এস্কুইমোগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ ফুটের অধিক উন্নত হয় না। বিদেশীয় কোন জাতির সহিত এস্কুইমোদিগের ঘনিষ্টতা না থাকাতে ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার অদ্যাপি অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহাদেরমধ্যে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত না হওয়াতে ইহারা আজিও প্রাচীন পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহাদিগের পরিচ্ছদ শীল, বন্য হরিণ কিম্বা তিমি মৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত সূচীর পরিবর্ত্তে পক্ষীর সূক্ষ্ম অস্থিতে এবং সূত্রের পরিবর্ত্তে বন্য হরিণ, তিমি বা শীলের তন্তুতে ইহারা পরিচ্ছদের সেলাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় এস্কুইমোগণ তুষার-গৃহে বাস করে। কিন্তু উত্তর দ্বীপের দক্ষিণাংশবাসিগণ প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর বৃক্ষশাখা ও কর্দ্দমাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে বাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এস্কুইমো জাতি চর্ম্মনির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করিতে ভাল বাসে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক এস্কুইমো পরিবার অল্পস্থানের মধ্যে বাস ও আহার বিহারাদি করিয়া থাকে।

উত্তর মেরুপ্রদেশে যে সকল জন্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই

এস্কুইমো জাতির ভোজ্য। কিন্তু বৎসরের কয়েক মাস শীল ও সিন্ধুঘোটক ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। অপরিণামদর্শিতা অনেক সময় এস্কুইমোদিগের অসঙ্গতির কারণ। কাপ্তেন পারী বলেন, খাদ্যাভাবে এসকুমো পরিচ্ছদ চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এস্কুইমো জাতির সন্তান সন্ততিগণ যতদিন না ২।৩ বৎসরবয়স্ক হইয়া স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, ততদিন জননীগণ তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা পশম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকেন। অতি বালককাল হইতেই এস্কুইমোগণ তীর ও ধনুক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য প্রস্তর খণ্ড কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ছুড়িবার প্রথা এজাতীয় বালকদিগের মধ্যে বড়ই প্রচলিত। বালকগণ যাহাতে নৌকা-চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে পারে, তজ্জন্য পিতা পুত্রকে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এক খানি নৌকা প্রদান করিয়া থাকেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পুত্র পিতার সহিত শীল ধরিতে গমন করে। প্রথম ধৃত শীল বন্ধুবান্ধবে একত্রিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাগণ শেলাই, রন্ধন ও চর্ম্ম প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীগণ গৃহনির্ম্মাণ ও নৌকা চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখা যায়।

পুরুষেরা পশু ও মৎস্য শিকারের সমুদয় অস্ত্র এবং বোটনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ বোটসকল চর্ম্মাবৃত করে। কোন শীল মৎস্য ধৃত করিয়া তীরে আনীত হইলে এস্কুইমো রমণীগণ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া রন্ধন করে এবং বস্ত্র পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণোপযোগী অংশ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে।

সূচিকার পরিবর্ত্তে রমণীগণ সূক্ষ্মধার অস্থি ব্যবহার করিয়া থাকে। অস্ত্রের মধ্যে গোলাকৃতি এক প্রকার ছুরিকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন স্ত্রীলোকগণ পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত হয়, ততদিন তাহারা সৌভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু বিংশ বৎসরের পর হইতে ইহাদিগের জীবন বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে।

গ্রীনলণ্ডে পণ্য দ্রব্য অতি অল্পই আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধন পাত্র, তীর ধনু ও অন্যান্য শিকারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এখানে অন্য কোন পণ্য দ্রব্য নাই। দক্ষিণ গ্রীনলণ্ডে ভাসমান কাষ্ঠ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কাষ্ঠ এতদ্দেশীয় লোকদিগের পণ্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা ঐ সকল কাষ্ঠে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিনিময়ে অস্থি, তিমি-তন্তু এবং সিন্ধুঘোটকের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা সচরাচর বরফের উপর চলিতে সক্ষম। চক্রহীন শকট অথবা জলযানে পণ্য দ্রব্য লইয়া সপরিবারে বাণিজ্যার্থে বহির্গত হয়। এস্কুইমো জাতি ভ্রমণ করিতে এত ভাল বাসে যে কোন প্রয়োজন থাকিলেও তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই একবর্ষ বা ততোধিক কাল বিদেশে অতিবাহিত করে। জল ও স্থল উভয়ই ইহাদিগের সমান ব্যবহার্য্য।

স্বদেশীয়দিগের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা ইহারা বড়ই ঘৃণাকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতারণা বা তাহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারিলে বড়ই প্রীত হইয়া থাকে। স্বর্ণ এস্কুইমোদিগের নিকট টিন বা পিত্তল অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় না। লৌহ যেরূপই হউক না কেন ইহারা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করে।

এস্‌কুইমোগণ উৎসবাদিতে বড় অমনোযোগী নহে। তাহারা পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বরফের উপর বলের ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসে। বালক-গণ অস্থি লইয়া বরফের উপর অতি আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে।

এস্‌কুইমো জাতির প্রধান উৎসবের নাম সূর্য্যোৎসব। ২১শে ডিসেম্বর যখন এখানে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকাল-ব্যাপী হয়, সেই সময় সূর্য্যের পুনর্দর্শন পাইবার জন্য ইহারা এই উৎসব করে। সমস্ত গ্রীনলণ্ডে এই দিনে আনন্দ উৎসব হয়, ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব পরস্পরে একত্রিত হইয়া প্রীতি-ভোজ, অভিনয় ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকে।

এস্‌কুইমোদিগের বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কাষ্ঠ বা অস্থিনির্ম্মিত এক প্রকার ঢক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ঢক্কা হরিণ চর্ম্ম বা তিমি মৎস্যের জিহ্বার ত্বক্‌ দিয়া আচ্ছাদিত। বাদ্য করিবার সময় এসকুইমোগণ সঙ্গীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রত্যেকবার যন্ত্রে আঘাত করিবার সময় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া এক এক বার লম্ফ দিয়া উঠে। ইহারা শীল মৎস্য শিকার বা সুন্দর ঋতু আগমনসূচক গীত গান করিয়া থাকে।

এসকুইমোদিগের কোনও রাজা নাই, সুতরাং রাজনৈতিক কোন নিয়মেরও অধীন হইয়া চলিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি চির প্রচলিত আচার পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে চলিতে হয় মাত্র। এস্কুইমোদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সকল প্রচলিত আছে।

(১) যে কোন ব্যক্তি শিকারে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

(২) আবাস গৃহের নিকটেই হউক বা দূরেই হউক যে কোন ব্যক্তি কোন ভাসমান কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিলেই উহা তাহারই নিজস্ব হইল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন শীল মৎস্যের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিয়াও উহা সংহার করিতে সক্ষম না হয়, আর অন্য কোন ব্যক্তি উহা সংহার করে, তাহাহইলে উক্ত শীল মৎস্য প্রথম আক্রমণকারীর সম্পত্তি হইল।

(৪) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন প্রাণী সংহার করিলে উহা সকলেই সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে।

(৫) অনেকে একত্রিত হইয়া যদি কোন শীল শিকার করে, তাহা হইলে যাহার তীর উক্ত প্রাণীর হৃদয় বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বিদ্ধ হইবে, সেই উহা গ্রহণ করিয়া সহযোগিগণকে ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিবে।

এস্কুইমোগণ কার্য্যোপযোগী উপাদানের ও শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহারা চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন দ্রব্যের গঠন প্রণালীর উন্নতি করিতে মনোযোগী হয় না। ইহাদিগের গৃহ অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। উহাতে তাপ ও আলোক সমাগমের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করে। গৃহ অপেক্ষা নৌকা নির্ম্মাণে ইহারা আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, সভ্যসমাজ চেষ্টা করিলে গ্রীনলণ্ডবাসীর অপেক্ষা সুন্দরতর কেয়াক(Kayak)নৌকা প্রস্তুত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। উক্ত নৌকা দেখিতে আমাদিগের দেশের সালতির ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তবে সালতির ন্যায় ইহার প্রস্থ সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ইহার মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত মধ্যস্থল হইতে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দুইধারে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এক এক খানি কেয়াক এক দিন ৬০।৭০ মাইল গমন করিতে সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাসী।

১

কারে বলি প্রতিবাসী,
যারে আমি ভাল বাসি;
যে আমারে ভাল বাসে,
সুখে হাসে দুখে গলে।

যার কাছে সব খোলা,
যার কাছে সব বলা ;
নাহিক কিছুই ছাপা,
যে আমারে সব বলে॥

২

যথা এক পরিবারে,
অন্ন বস্ত্র ভাগ করে ;
প্রতিবাসী—পরিবার,
সুখ দুখ করে ভাগ।
আপনার ভাব সবে,
তারাও আপন হবে,
নাহিক অভিন্ন কিছু,
অনুরাগে অনুরাগ॥

৩

ভাইরে এসেছি ভবে,
ভাব ফের যেতে হ'বে ;
বাহির হয়েছি মোরা
ভব তীর্থ দরশনে।
এক সঙ্গে খাই দাই,
এক সঙ্গে মিলি যাই ;
একত্রে ধরিত্রী কোলে
শুইব অমিল কেনে ?

৪

কেন বোন রাগ কর,
জ্বালায় ও জ্বলে মর ;
তুমি রাঁধ, এনে দিই
যা'পাই ভবের হাটে।
সুখেতে দুঃখের ভাত,
খাই এস পাতি পাত,
বিরমিব সেথো সাথে
সবাইয়ে রাত কেটে॥

৫

ঘোঁড়া-মাথে ভারী বোঝা ;
যেতে নারে হয়ে সোজা ;
এই তো মোদের দশা,
তায় যাব বহু দূর।
না ফেলি চোকের জল,
ছাড়িবে সঙ্গীর দল ;
সম্বল করিয়া ধর্ম্ম,
চল ত্বরা পুণ্য-পুর।

৬

অতএব মিলে চল,
সবিনয় বাক্য বল ;
রুষ্ট ভাবে কারো মনে,
দিওনা দিওনা ব্যথা।
কারেও ভেবনা পর,
প্রতিবাসী সহোদর ;
তুমিও তাদের জেন,
নাহিক তার অন্যথা॥

৭

স্বার্থপর হয়ে পর
ভাব, কিন্তু অতঃপর
বুঝিবে কেহই নাই
প্রতিবাসী ধরাতলে!
কত কাল ভ্রমে পড়ি,
বেড়াইব মিছে ঘুরি ;
আত্ম পর মিছে বাছা,
মুক্তি এই যুক্তি বলে॥

৮

এক পিতা সবাকার,
নাহি ভিন্ন কিছু কার,
যাহে বাঁচি * আছে তাহা
সবাকার সমভাবে।
কারো মন্দ কারো ভাল,
নাহি হ'বে কোন কাল ;
সবারে আপন বল,
সুখে দিন চলে যাবে।　　শ্রীন।

* যথা বায়ু, জল, আলোক।

যথার্থ প্রভুত্ব কি ?

আজ কাল প্রভুত্ব লইয়া সকলেই ব্যস্ত; পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার প্রভুত্বে অসুখী, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা এখন আর ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় জ্যেষ্ঠের প্রভুত্বে সুখী নহেন, বধূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রভুত্ব গ্রাহ্য করেন না, পত্নী স্বামীর প্রভুত্ব মানেন না—সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত। বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা বধূগণ প্রভুর উপর প্রভু হইয়া, পরিবারে কেমন একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া সুখের সংসারকেও বিষময় করিয়া তুলেন। ইঁহারা নিয়ত স্বার্থ ও বিলাসিতার পূজা করিয়া মনে ভাবেন যে আমি প্রভু, কিন্তু ভাবেন না যে "তা বড় প্রভুরও প্রভু" আছেন, তিনি জগৎ-প্রভু। যদি এই অন্তঃপুর প্রভুগণ যথার্থ প্রভুত্ব করিতে জানিতেন তাহা হইলে সংসার বড়ই সুখের হইত; কিন্তু তাহাদের প্রভুত্ব কেবল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" তাঁহাদের প্রভুত্ব অনাথা মাতা, ননন্দা, নিরীহস্বভাব দাস দাসী এবং পত্নীব্রত বেচারা পতিকে পীড়ন করিবার ও লাঞ্ছনা দিবার জন্য। শাস্ত্রে দমন ও পালনের দুইটী কথা আছে (অবশ্যই রাজা বা প্রভুদিগের পক্ষে)। এই অন্তঃপুর সম্রাজ্ঞীগণ অন্যান্য প্রভুধর্ম্মগুলি পালন করুন্ আর নাই করুন, কিন্তু দমন, পালন দুটী তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে কিনা পুরাণের পুরাণত্ব আর এই সভ্যতার দিনে ভাল লাগে না, তাই নূতনত্বের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা "দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের" স্থলে শিষ্টদমন ও দুষ্টপালন করিয়া থাকেন। এই প্রভুগণের শাসনদণ্ড প্রায় দুইটি পরিবারে চলিয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্বশুর পরিবারে দমন আর পিতৃপরিবারে পালন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। (যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ এইরূপ প্রভুত্বের পক্ষপাতিনী নহেন, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।) আর যাঁহাদের উপার্জ্জনে অন্তঃপুর প্রভুগণের প্রভুত্ব, সেই সব পত্নীব্রত পতিগণের ক্ষমতা যখন পত্নীকর্তৃক পরিচালিত, তখন তাঁহাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই যে শ্বশুর সম্বন্ধী ব্যতীত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আরও কতকগুলি পরিবার তাঁহাদের পোষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যাঁহারা প্রভু, তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্মান হরণ দ্বারা উৎপীড়ন করিলে তোমার প্রভুত্বের প্রভা বৃদ্ধি হইবে না। যদি নিজের একটুকুও স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, তবে তোমার প্রভুত্বের ফল কি? অন্যকে সুখী করার জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া সুখী হওয়া, অন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজ

জীবন দিতে প্রস্তুত হওয়া প্রভুত্বের ভিত্তি, কেবল আদেশ ও পীড়ন করিলে প্রভুর কার্য্য হয় না। যাহাহউক এই অন্তঃপুর প্রভুগণের জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভগিনী একটী ক্ষুদ্র উপহার সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের করে অর্পণ করিল।

কোনও সময় ক্যাম্পাডাউনে ডচ্ ও ইংরেজে একটী যুদ্ধ সংঘটন হয়। উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বহুতর লোক হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের হস্তগত হইল। ডচ্দিগের অনেকগুলি জাহাজ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেল্‌ফট্ নামক একখানি জাহাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া ইংরেজগণ ৫ দিন কাল ধরিয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ জাহাজ রক্ষা হইল না দেখিয়া উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। যদিও উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তাঁহারা ডচ্ সেনাপতির জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজে ডচ্ সেনাপতি হিউবর্গ অনেকগুলি আহত ও পীড়িত সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণের অবস্থা তখন এমত শোচনীয় যে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা বা নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সহিত জলমগ্ন হইবার জন্য হিউবর্গ প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ সেনাপতির প্রস্তাবে ডচ্ সেনাপতি বলিলেন, "আমি কি আমার অধীনস্থ স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন লইয়া পলাইব? না,না, যে সকল সাহসিক সঙ্গী স্বদেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুকে শ্রেয়ঃজ্ঞান করি।" হিউবর্গের এই মহদুত্তরে ইংরেজ সেনাপতির মন বিগলিত হইল, তিনি ডচ্ সেনাপতিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার সহিত ইহাদের রক্ষার্থ সাহায্য করিব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার লোকদিগকে রসেল নামা জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ডচ্দিগের সাহায্যে নিজে ডেল্‌ফট জাহাজে থাকিয়া রসেল জাহাজ হইতে বোট আনয়ন করিলেন। সেই বোটে যতগুলি লোক ধরে, ততগুলি করিয়া লোক দুইবার রসেল জাহাজে রাখিয়া আসিল, তৃতীয়বার ডেল্‌ফটের নিকট বোট না পৌঁছিতেই হঠাৎ ডেল্‌ফট্ জলমগ্ন হইল। ডেল্‌ফটে ইংরেজ সেনাপতি, হিউবর্গ, তিনজন পদস্থ ডচ্ ও ৩০ জন নাবিক ছিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজ সেনাপতি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িয়া সন্তরণদ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু মহাত্মা হিউবর্গ তাঁহার প্রিয় ডচ্গণের সহিত চিরকালের তরে জলমগ্ন হইলেন।

হিউবর্গ! তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রভুত্ব! তোমার অধীনস্থগণও ধন্য, যাহারা তোমার ন্যায় প্রভুকে ভক্তি করিয়াছে—তোমার মত প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছে!

"জাতিদ্রব্যবলানাঞ্চ সাম্যমেষাং ময়া সহ।
মৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিংতদ্ভবিষ্যতি॥"

সেনাপতি হিউবর্গ! তুমি যথার্থ এই মহাবাক্যের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ!

কু, রা।

মহারাণীর ৭৫ জন্মোৎসব।

আয় ভাই, সবে মিলি,
হয়ে একমন-প্রাণ,
গভীর আরাবে করি,
রাণী মা'র যশোগান।
রমণী-ললাম মাতা,
রূপে রমা, গুণে বাণী;
ভারতে ভারতেশ্বরী,
বিলাতে ব্রিটিশ-রাণী।
সাগর-সম্ভবা মাতা,
কমলা-রূপিণী যাই,
প্রতিভাত দেব-জ্যোতিঃ,
শ্রীমুখ-মণ্ডলে তাই।
বিলাত সরোজ-রূপে,
ভাসিছে জলধি-জলে;
সরোজ-বাসিনী মাতা,
ভাসেন সে শতদলে।
মরতে স্থাপিলা মাতা,
ত্রিদিবের জয়-কেতু,
দুষ্টের দলন, আর
শিষ্টের পালন হেতু।
আমরা ভারতে রই,
হিমগিরি-পাদ মূলে;
রাণী মা বিলাতে রন,
সুদূর সাগর-কূলে।
সন্তান আমরা তাই,
বহু পথ দূরে রই;
জননীর স্নেহ-গুণে,
দূরে থেকে দূরে নই।
আকাশের রবি শশী,
যদিও সুদূরে রয়;

তাদেরি আলোকে এই
ভূলোক আলোকময়।
শুনেছি যে ত্রেতাযুগে,
লঙ্কেশ পাশব বলে
বেঁধেছিল নাগপাশে,
বাসবাদি দেবদলে।
জননীর গুণে বাঁধা,
আজি সেই দেবগণ,
কলিতে পার্থিব ব্রত
করিছেন উদ্‌যাপন!
সংযমি কুলিশ-তেজ,
পরিহরি দেব-কাজ,
তারেতে তাড়িত বার্ত্তা,
সঞ্চালেন দেবরাজ।
চালান বরুণ বহ্নি,
বাষ্পরূপে অবতরি,
ভূমিতে পুষ্পক রথ,
অকূলে অর্ণব তরি।
বিনিদ্র বিতন্দ্র ভানু,
ভ্রমিছেন রক্ষি-বেশে,
রাণী মা'র পদাশ্রিত,
ভূভাগের উদ্ধদেশে।
মানুষ তো মানুষ সে,
বশীভূত দেবগণ,
সে হেন মায়ের ছেলে,
নহি মোরা সাধারণ।
মায়ের কোলেতে আছি,
মায়ের জয়েতে জয়;
শশি-কোলে মৃগ-শিশু,
নিষাদে কি করে ভয়?
মাভৈঃ ভারতবাসী!
কেন তবে ম্রিয়মান?
জননীর ভাগ্যবলে,
আমরাও বলীয়ান।
অচলে ভূতলে জলে,
যেখানে যখন যাই,
জননীর জয়ডঙ্কা,
সেখানে শুনিতে পাই।
দক্ষিণে গাহিছে সিন্ধু
জয় রাণীমা'র জয়!
গাও তবে সবে মিলি,
হয়ে এক-মন-প্রাণ
জলদ গম্ভীর রবে,
জননীর যশোগান।

শ্রীরাজভক্ত বিরচিত।

বীরবালা।

যখন সিকাগোর মহামেলা হয়, তখন একদা ৭০০ শত যাত্রী লইয়া একখানা রেলগাড়ী দ্রুতবেগে সিকাগো অভিমুখে যাইতেছিল। জেনি কেরি নাম্নী দশম বর্ষীয়া এক বালিকা জানিত, রেলগাড়ী যে সেতু পার হইয়া যাইবে, তাহা আগুন লাগিয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। রেলগাড়ীর চালক তাহা জানিত না। বালিকার পরিধানে একখানা লালরঙ্গের বস্ত্র ছিল, সে সেই বস্ত্র খুলিয়া হাতে লইল এবং তাহা ঘুরাইয়া গাড়ী থামাইতে সঙ্কেত করিল। চালক অতি ক্রোধের সহিত পথিমধ্যে গাড়ী থামাইল, কিন্তু যখন অবগত হইল বালিকা কি মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তখন চালক ও শত শত যাত্রী সমকণ্ঠে তাহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনেকগুলি ফরাশী যাত্রী এই গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতিকে বলিয়া বালিকাকে এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

সঞ্জীবনী।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—মধ্যমান।

(রামমোহন রায় কৃত গীত।
নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।)

সা ম প প ধ ধনি ধ প
ম- নে- ক- র ম- নে- ক- র-
১মবার ২য়বার

মপ গম গ গম গম গঋ
শে- ষের সে

ঋ গ ম প গঋ গঋ সা
দি- ন ভ- য়ং- ক- র,

সা সা মগ গ প প ধ ধনিধপধ
অ- ন্যে বা- ক্য ক-বে কি- হু,

সা সা ঋ সা সা সা নি ধ নি সা
তু- মি র- বে নি- রু-

নি ধ প ম প প প সা
ত্তর। যার প্র-

সা সা সা সা সা ধ ধ সা সা সা
তি য- ত মা- য়া, কি- বা পু- ত্র কি-

ঋ সা গ ঋ সা সা নি ধ নি ধ প
বা জা- য়া।

প প মগ ম প প ধ
তা- র মু- খ চে- য়ে ত-

ধ নি ধ পধ সা সা ঋ সা
ত, হ- ই- বে কা

সা নি ধ নি সা নি ধ প ম প
ত- র।

প প ধ নি ধ প ধ ধ সা নি ঋ সা
গৃ- হে হায় হায়

সা সা ধ ধ সা সা সা ঋসাগঋ
শ- ব্দ স- ম্মু- খে স্ব- জ- ন

সা সা নি ধনি ধপ প প মগ
স্ত ব্ধ, না ড়ী ক্ষী

ম প প ধনি ধপধ সা সা ঋ সা
ণ, দৃ ষ্টি হীন, হি- ম ক- লে

সা নি ধনি সা নি ধ প ম প
ব- র।

প প ধ নি সা ঋ সা সা সা সা
অ- ত- এব সা- ব- ধা-

সা ধ ধ সা সা সা সা ঋ গঋ
ন, ত্য জ দ- ম্ভ অ- ভি-

সা সা নি ধ নি ধ প প প মগ
মা- ন, বৈ- রা- গ্য

ম প প ধ নি ধ প ধ সা সা ঋ
অ- ভ্যা- স কর, স- ত্যে- তে

সা সা নি ধ নি সা নি ধ প ম প
নি- র্ভ- র।

স্বর সাধন প্রণালীতে যে গীত গুলির স্বরলিপি প্রদত্ত হইতেছে, সে গুলি হারমোনিয়ম, পিয়ানোফ্লুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রে এবং এসরাজ, সেতার, বেহালা সারঙ্গ ও বংশী প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে বাজাইতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী বিকটোরিয়ার পৌত্রবধূ গত ২৩এ জুন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইনিই ভারতের ভাবী সম্রাট্। জগদীশ্বর ইঁহাকে কুশলে রাখুন্।

২। গ্রীশদেশের ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের জন্য কলিকাতাতেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

৩। ইউরোপের অধিকাংশ বিবাহ জুন মাসে হইয়া থাকে। এদেশে বৈশাখই প্রশস্ত।

৪। নরোয়েদেশে যাহাদের টিকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

৫। বহরমপুরের জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।

৬। বিলাতে ১০ লক্ষ লোক কোনও ধর্ম্মের ধার ধরেন না, অথচ বিলাত সভ্যতম দেশ!

৭। জাপানে সের ও মণ দরে পোষাক-বিক্রয় হয়। যে পোসাক যত ভারী, তাহার দামও তত বেশী।

৮। বিলাতের কমন্স সভার সভ্য শ্রেণীতে ১০ জন সংবাদপত্র সম্পাদক, ৬ জন প্রিণ্টার, ৪ জন দরজি, ৩ জন ষ্টেসনার, ২ জন কসাই, ৩ জন হোটেলওয়ালা, ৬ জন কৃষক, ১ জন কয়লার সওদাগর এবং ১ জন গাড়ীওয়ালা আছেন।

৯। এক অদ্ভুত পরিবার আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সেই পরিবারের কর্ত্তা পুরস্কার পাইয়াছেন। কর্ত্তা মরিসন, উচ্চে ৪হস্ত দেড় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ ২৫ সের। গৃহিণী উচ্চে অবিকল কর্ত্তার মত, কেবল ওজনে বেশী-৩ মণ ১৩ সের। বড় ছেলে টমাস উচ্চে ৪ হাত সাড়ে চারি অঙ্গুলি, ওজনে ৩ মণ ২৩ সের। মধ্যম পুত্র জেম্‌স উচ্চে ৪হাত ছয় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ আড়াই সের। তৃতীয় পুত্র জন উচ্চে প্রায় ৫হস্ত, ওজনে ৩ মণ ৩৩ সের। আর সকলের ছোট মেয়েটীর বয়স ১৪ বৎসর, উচ্চে সওয়া চারি হাত।

১০। সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে।

১১। ফ্রান্সের সভাপতি কার্ণোকে এক দুর্বৃত্ত হত্যা করিয়াছে।

১২। পৃথিবীতে পূর্ব্বে যত মাংসের প্রয়োজন হইত, এখন শতকরা তাহার ৫৭ গুণ বাড়িয়াছে।

১৩। সমস্ত পৃথিবীতে যত ধন আছে, ইংলণ্ডের এক হাজার ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারী।

১৪। মান্দ্রাজের টাউনহলে স্থাপিত মহারাণীর মূর্ত্তি এক বৈষ্ণব চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিয়াছে। ধন্য রাজভক্তি!

১৫। মৃত-পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবার বিলখানি লর্ড হাউসে পাস হইল না।

১৬। মার্কিনের নিউগ্রানেডায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার বকের রসে

ভাল কালি তৈয়ার হয়। এই কালি প্রথমে দেখিতে অল্প লালাভ,কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ঘোর কাল হইয়া দাঁড়ায়। তৈয়ারি কালির লেখা অন্য দ্রব্যগুণে নষ্ট বা ফেঁকাসে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই রসের কালি সেরূপ হয় না।

বামারচনা।

বিদেশে।

আমার মেঘের ছায়া—ঘন আঁধারে,
এসেছি এ কোন্ দেশে, চিনিনে কারে!
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে!

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে, হয়ে একেলা;
এদেশে তমাল শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা!
এখানে নরের হিয়া,
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন হৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা!

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেখানে বাঁশরী বাজে সোহিনী স্বরে!
যেখানে বিকাল বেলা,
নিঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীর টুকু বেড়ায় ঘুরে!
যেখানে শ্যামল গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালবাসে পরাণ পুরে,
আমার সে ঘর বাড়ী, কতই দূরে?

যদি মোর স্নেহভূমি "দু'হাত" ধরা,
তবুও সে রোগ শোক যাতনা-হরা!
তবু তাহে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাহে সুখস্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা!
সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা!
হো'ক না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"!

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে মনে জাগিছে এসে!
শুনিতে স্নেহের ভাষ,
মরমে অতৃপ্ত আশ!
অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ খানে যাইব ভেসে!
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ" বেশে!

শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বাসনা।

একত্র রহিব নাহি পরশিব,
অবাক্ হইয়ে সে মুখ হেরিব,
করিব তাঁহার সাধনা;
প্রেম ভক্তি দিয়া পূজিব সে হিয়া,
তাঁহার চরণে হৃদয় স'পিয়া
করিব সে ছবি ধারণা।
তাঁহার জীবনে জীবন ঢালিয়া
তাঁর সুখ দুঃখে হাসি অশ্রু দিয়া,
করিব সে নাম জপনা;
তাঁহারি তরেতে এ সুখ যৌবন,
তাঁহারি তরেতে জীবন মরণ,
তাঁহারি চরণ বাসনা;
তাঁর প্রেমগান গাহিয়া গাহিয়া,
যাইব হরষে অনন্তে মিলিয়া,
তাঁহারি চরণ কামনা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
কাটিহার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৫ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩০১—আগষ্ট ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নব রাজকুমারের নাম করণ—গত ১৬ই জুলাই শ্বেত-ভবনে ইংলণ্ডেশ্বরীর পৌত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য কাণ্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ। মহারাণী, সপত্নীক যুবরাজ এবং রাজপরিবারস্থ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নামটী যথোপযুক্ত হইয়াছে—এডওয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ আণ্ড্রু পেট্রিক ডেবিড।

প্রেসিডেন্ট কার্ণোর হত্যা—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" ইনি এ বৎসর ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদ পুনগ্রহণ করিতে চান নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পদস্থ থাকিতে বাধ্য করেন। লিও নগরে তিনি এক প্রদর্শনী দেখিতে যান। এক নাট্যশালায় যাইতেছিলেন, পথেই জীবননাট্য শেষ হইল! পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য বহুলোকের জনতা হয় এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বার বার তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে। ইতিমধ্যে মিলানবাসী সাণ্টো নামক এক রুটীওয়ালা তাঁহাকে এক দরখাস্ত দিবার ভান করিলে তিনি যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি তাঁহার উদরে ছোরার আঘাত করে। তাঁহার পাঁজরার হাড়, লিবার ও ধমনীমূল কাটিয়া যায়। ১০॥০ টার সময় আহত স্থান বাঁধা হয়, ১২॥০ টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। দুরাত্মা হত্যাকারী বলে তাহার সঙ্গী কেহ নাই, সে অরাজক-প্রিয়, কার্ণো-বধে এক অত্যাচারীকে নিহত করিয়াছে!

মূক বধির বিদ্যালয়—ইহা কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ৪ নং ভবনে

স্থানান্তরিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১৫টী হইয়াছে এবং বোর্ডিঙের বন্দোবস্ত হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মূক-বধিরদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার জন্য শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইবেন। ইহার জন্য ৬০০০৲ টাকার প্রয়োজন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১০০০ টাকা করিয়া দান স্বীকার করিয়াছেন। ফণ্ডের সাহায্যার্থ অন্যান্য দেশ-হিতৈষীদিগের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

আদর্শ বঙ্গরমণী—স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পত্নী গত ২৮এ আষাঢ় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ৭ বৎসরে বিবাহিতা হন ও প্রায় ৬৫ বৎসর কাল স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া পরম পবিত্র দাম্পত্য সুখভোগ করেন। প্রায় ৩ বৎসর বৈধব্য জীবনের আদর্শ দেখাইয়া আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিতে দিতে দেবলোকবাসী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে।

ইউরোপীয় রমণীদিগের কার্য্য—(১) প্রশান্ত মহাসাগরের জ্যোতিষী সভায় কুমারী রোস্ ওহালে-রান বৃত হইয়াছেন। ইনি সভার এক মাত্র স্ত্রীসভ্য।

(২) বকিংহামের ডর্চেস্ সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া "Glimpses of Four Continents" চারিখণ্ডের আভাস নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকের ছবি সকল তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত।

(৩) নিউইয়র্কে জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনী সভার উনসপ্ততি অধিবেশনে তিনটী স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট ছবির জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। এডিথ মিচেল্ ২০০ টাকা, ফ্রান্সিস্ মারফি ১০০ এবং ক্লারা ম্যাক-চেস্নি ৩০০ ডলার পাইয়াছেন।

(৪) স্ত্রীজাতির সুরাপান নিবারণী সভার আবেদন পত্র পৃথিবীর সমুদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে, তাহাতে ৩০০০০০০ত্রিশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহার্থ লেডী হেনরী সমরসেট এবং কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড স্পেশাল বাষ্পীয়পোত যোগে সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিবেন।

বৌদ্ধ রমণী।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই যে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধুনা সভ্য সমাজে যে প্রণালীতে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, বোধ হয় পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে সে প্রণালীতে প্রচারিত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম স্বয়ং নির্ব্বাণ সিদ্ধি উপার্জ্জন করিয়া অপর সাধারণকে স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মবল অর্পণ করিবার অভিলাষে অমিত উৎসাহে ও অভিনব উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নূতন ধর্ম্ম ও নূতন প্রচার-পদ্ধতি কেবল যে পুরুষদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নহে; নারীগণও তদীয় অলৌকিক ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে ও বৌদ্ধ সমাজ সংগঠনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসে ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ধর্ম্ম প্রথম হইতেই পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক প্রচারিত ও সংগঠিত হইতে লাগিল, তাহা যে এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ যতই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ততই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মদেশের ও সিংহলের গ্রন্থ সমুদয় হইতেও বহুল বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। উপরি উক্ত প্রাচীন ইতিহাস সকল হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতম কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই এগার জন রমণী বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনার্থ ও প্রচারার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট্র, দ্বাদশ জন পুরুষ শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহযোগী বন্ধুদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; গৌতম ভিন্ন অপর কোনও মহাপুরুষ জীবদ্দশায় ধর্ম্ম সংস্থাপনে রমণীদলের সাহায্য পাইয়াছিলেন, কি না, সন্দেহ। জনসমাজের এক হস্ত যদি পুরুষ, ও অপর হস্ত যদি রমণী বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—জনসমাজের উভয়হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল।

উপরিভাগে যে এগারজন তপস্বিনী বৌদ্ধ রমণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইবে। ঐ একাদশ রমণীর নাম—(১) মহাপ্রজাপতি গোতমী, (২) ক্ষেমা, (৩) উপলাবণ্য, (৪) পতাকারা, (৫) ধর্ম্মদীনা, (৬) নন্দা, (৭) সোনা, (৮) স্কুলা, (৯) ভদ্রা—কুণ্ডলকেশা, (১০) ভদ্রা—কাপিলানী, (১১) কেশা গোতমী।

মহা প্রজাপতি গোতমী—মহা প্রজাপতি গোতমী, গৌতম-মাতা মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী। মায়াদেবী সন্তান প্রসবের সপ্তাহ কাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা শুদ্ধোদন কোন এক উৎসব উপলক্ষে মায়াদেবীকে ও গোতমীকে

কপিলবাস্তুর রাজভবনে আনয়ন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কপিলবাস্তুর ব্রাহ্মণগণ বলেন এই নারী দুইটীর গর্ভে যে সকল সন্তানের জন্ম হইবে, তাহারা এই বিশ্বের অধিপতি হইবে"। রাজা শুদ্ধোদন মায়াদেবীকে ও গোতমীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মায়াদেবীর লোকান্তর-যাত্রার পরে গৌতমের লালন-পালন-ভার গোতমীর হস্তে অর্পিত হয়। অল্পকাল পার গোতমীও এক পুত্র প্রসব করেন। গৌতমের প্রতি বিমাতার ঈদৃশ স্নেহ সঞ্চার হইয়াছিল, যে তিনি স্বীয় পুত্রের পালনভার তদীয় ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং গৌতমকেই পালন করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস কবির রচনা। কবিত্ব ভেদ করিয়া ঘটনা নিষ্কাশন করা বড় কঠিন ব্যাপার। বৌদ্ধ ইতিহাসে লেখা আছে, গোতমী পূর্ব্বজন্মে বারাণসী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দয়া তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তৎকালে সন্ন্যাসীগণ বৎসরের সকল ঋতুতে পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়া বর্ষাসমাগমে নগরে আসিয়া লোকালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এক বর্ষাকালে পাঁচ শত ভিক্ষু সন্ন্যাসী পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইসিপতানা নগরীতে এক ধনবান্ বণিকের আবাসে উপস্থিত হন। যে সময়ে তাঁহারা বণিকের ভবনে পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সন্ন্যাসীরা বণিকের নিকটে আপনাদিগের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। বণিক কহিলেন, "আমাদিগের এমন সময় নাই যে সন্ন্যাসীদিগের জন্য পাঁচ শত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিই, তাঁহারা অন্যত্র গমন করুন্।" সন্ন্যাসিবর্গ বিফলপ্রয়াস হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গোতমী তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কলস-কক্ষে দূর হইতে জল আনিতেছিলেম। পূর্ব্বে যখন সন্ন্যাসীরা নগরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা নিরাশ হইবেন না; আমরা আপনাদিগের বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিব।" গোতমীর পাঁচ শত দাসী ছিল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কন্যাগণ! তোমরা কি দাসীভাবেই চিরকাল থাকিতে চাও,—না মুক্তি প্রার্থনা কর?" তাহারা উত্তর করিল, "মা! আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি।" গোতমী কহিলেন, "তবে এক কর্ম্ম কর। তোমরা পাঁচ শত দাসী আমার,—আপন আপন স্বামীকে এক দিনের জন্য আনয়ন কর ও পাঁচ শত সন্ন্যাসীর বর্ষাকালে থাকিবার জন্য পাঁচ শত খানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া দাও।"

তাহারা তদনুসারে গোতমীর আজ্ঞা পরিপালন করিল। গোতমী সন্ন্যাসিবর্গের জন্য ঐ সকল গৃহ সুসজ্জিত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্ষার তিন মাস কাল তাঁহাদিগকে আহার-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক দয়াধর্ম্ম প্রতিপালন ও সাধুসেবা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এইরূপ বহু সৎকার্য্যে গোতমীর পূর্ব্ব জন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল।

মহাত্মা বুদ্ধ দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলে পরে তাঁহার পিতাও তৎপ্রচারিত নবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গৌতমের স্বরাজ্যে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় দিবসেই গৌতমীর পুত্র নন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। সপ্তম দিবসে গৌতম-নন্দন রাহুল ও তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়েই রাজা শুদ্ধোদন পরলোক-প্রাপ্ত হন। রাজার লোকান্তর যাত্রার পরে গোতমী ও বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে বুদ্ধদেব বৈশালীর নিকটস্থ এক আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধার্থ শাক্য তাঁহাকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করিতে প্রথমে স্বীকৃত হইলেন না। যে ব্যক্তি বৌদ্ধ-সন্ন্যাস-জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে নিবৃত্ত হইবে কেন? গোতমী নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি নাপিত ডাকিয়া কেশমুণ্ডন করাইলেন; তদনন্তর গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় উপরিউক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবার বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! আমাকে দীক্ষিত করিবার জন্য তুমি সিদ্ধার্থকে অনুরোধ কর।" আনন্দের অনুরোধ—বিশেষতঃ গোতমীর মহদভিপ্রায় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বুদ্ধদেব, মাতা গোতমীকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার পাঁচশত দাসী ছিল, তাহারাও বৌদ্ধসন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের উপদেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধসমাজের গৌরবের স্থল হইল।

এখন নারীগণকে সেরূপ সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। গোতমীর ন্যায়,—তাঁহার অনুচরী বর্গের ন্যায় কে কবে ধর্ম্মার্থ আত্মোৎসর্গ করিবেন?

[ক্রমশঃ]

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

বারমেসে।

(কৃষি বিবরণ)

আমরা যে নিয়মে দ্বাদশ মাসের কৃষি বিবরণ প্রকাশ করিতেছিলাম, তদনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় আষাঢ় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত

ছিল ; কিন্তু দুর্দ্দৈববশে তাহা ঘটে নাই। এজন্য আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইল। শ্রাবণ মাস হইতে পুনরায় প্রতিজ্ঞাত নিয়মানুসরণের চেষ্টা করা যাইবে।

আষাঢ়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বেগুণের চারা রোপণ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি তাহা না ঘটিয়া থাকে, এই মাসে রোপণ করিবে। ডেঙ্গো ডাঁটার ন্যায় বেগুণও দ্বিবিধ, আশু ও আমন। আউশ বেগুণ শীতের পূর্ব্বেই ফলিতে আরম্ভ হয় বটে ; কিন্তু তাহা অধিক ফলে না এবং থাইতেও তত সুমিষ্ট হয় না। আমন বেগুণ যত শীত পড়ে, ততই ফলে। সাধারণতঃ আমন বেগুণ আউশ অপেক্ষা অনেক অধিক ফলে ও থাইতে সুস্বাদ হয়। সচরাচর আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই তাহার রোপণ হইয়া থাকে।*

লঙ্কা—সসার দোআঁশ মৃত্তিকার চৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিপুষ্ট লঙ্কার বীজ বপন করিবে। ইহাকে লঙ্কার হাপোর কহে। এ মাসে হাপোর দেওয়া ভিন্ন লঙ্কার অন্য কার্য্য নাই।

নারিকেল—নারিকেল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। যদি একমাত্র ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা নারিকেল ; কেননা শরীর রক্ষার্থ যতপ্রকার উপাদান আবশ্যক, নারিকেলে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। সুবিখ্যাত উদ্‌ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ ও পূর্ব্বতন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার (C. B. Clark) সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য যখন মফঃস্বলে অবস্থান করিতেন, আমরা শুনিয়াছি, তিনি একমাত্র নারিকেল ভোজন করিয়া অনেক দিন কাটাইয়া দিতেন। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল নারিকেলের বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে যদি কাহার ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে এই মাসেই তাহার চারা রোপণ করিতে হইবে। ভদ্রাসনের মধ্যে নারিকেল চারা রোপণ করায় আরও একটী বিশেষ উপকার আছে। যদি কাহারও বাটীতে দৈবাৎ বজ্রাঘাত হয়, আর সেই বাড়ীতে নারিকেল গাছ থাকে, তাহা হইলে বজ্রাগ্নি নারিকেল গাছের মস্তকেই পতিত হইবে, কারণ সকল বৃক্ষ অপেক্ষা নারিকেল বৃক্ষ উচ্চ হইয়া থাকে।*

* খনার মতে বারমাসেই জল দিয়া বেগুণ ফলাইতে পারা যায়। এ কথা সত্য ; কিন্তু সে বেগুণ খাইতে ভাল লাগে না।

* উচ্চ পদার্থের উপর পতিত হওয়া বজ্রাগ্নির একটী স্বভাব। এই কারণেই অট্টালিকার এক কোণে অত্যুচ্চ লৌহময় শিক রক্ষা করা হয়। পরিচালক লৌহময় শিকের উচ্চতা ভিন্ন আরও একটী বিশেষ গুণ আছে। শিক যে স্থানে অবস্থিত. সেই স্থান হইতে ৮০ হস্ত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে যত স্থান ব্যাপ্ত হয়, সেই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে যেখানেই বজ্রাঘাত হউক, শিকের মস্তকে পড়িবে এবং শিকদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। বজ্রাগ্নি যেমন মেঘ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তেমনি কখন কখন ভূতল হইতে

নারিকেলের ফলন বন্ধ হইলে তাহার কতকগুলি পাশ শিকড় কাটিয়া দিবে। ডাব যত ভাঙ্গা যায়, ফলন তত বেশি হয়।

প্রত্যেক নারিকেলের চারা বার হাত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে। প্রতি চারার নিকটে এক এক ঝাড় কলা গাছ লাগান উচিত। নারিকেল গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে আর একটী কঠিন কার্য্য করিতে হয়, অনেকে আলস্য বা অজ্ঞতা বশতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; এজন্য তাঁহাদিগের নারিকেল গাছের তেজ হয় না এবং ফলও ভাল হয় না। চারা ২।৩ বৎসরের হইলেও উহার মূলদেশে শিকড়ের দ্বারা আবৃত বীজ নারিকেলটী রহিয়া যায়। অতি সাবধানে শিকড় না কাটিয়া ঐ বীজ নারিকেলটা বাহির করিয়া দিতে হয়। ইহাকে নারিকেলের "পিলে কাটা" কহে। পিলে কাটা কিছু কঠিন কাজ; কিন্তু পিলে না কাটিলেও গাছ ভাল হয় না। কলাগাছ দ্বারা নারিকেল গাছের দ্বিবিধ উপকার হয়। প্রথম, কলাগাছ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া যেমন আপনার সজলদেহের পুষ্টিবিধান করে, তেমনি আপন গৃহাগত অতিথি নারিকেল গাছকেও ঐ রসের ভাগ দেয়। দ্বিতীয়, যদিই কোন গতিকে উহার নিকট গোরু বা মানুষ আইসে, সে ঢলঢলে কলা ত্যাগ করিয়া কখন নারিকেল গাছে মুখ দেয় না। কলাগাছ আপন দেহ দানে নারিকেল গাছকে রক্ষা করে।

বাঁশ,—বাঁশ গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। বিশেষতঃ বাঁশ বড় পাকা-আওলাত। যদি কাহার অধিক জমি থাকে, আর তিনি ৪।৫ শত ঝাড় বাঁশ প্রস্তুত করিতে পারেন, বার্ষিক ৪।৫ শত টাকা অবাধে আইসে। ঝাড় প্রতি ১৲ টাকা নিশ্চয়ই লাভ হয়। এই মাসে বাঁশের নূতন কোঁড়া বাহির হয়। সেই সকল কোঁড়া রক্ষা করা গৃহস্থের একটী প্রধান কার্য্য। কারণ যখন উহা ছোট থাকে, তখন অতি কোমল, গোরুতে খাইয়া ও ভাঙ্গিয়া বড় ক্ষতি করে। উহার তরকারী রাঁধিয়াও অনেকে খায়। খাইতেও উত্তম লাগে। কিন্তু ২।৩ খানি বাঁশ নষ্ট না করিলে আর এক দিনের তরকারী হয় না।

পুঁই ও সাচিকুমড়া,—জ্যৈষ্ঠমাসে এই দুই ফসলের আবাদ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি ঐ মাসে চারার অপ্রাপ্তি বা অন্য কোন কারণে না ঘটিয়া থাকে, এ মাসেও উহাদিগের আবাদ হইতে পারে। এ মাসে উহাদিগের চারা চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলা,—কলার আবাদ গৃহস্থের বিশেষ উপকারী। উহার সকলই আমা-

উঠিয়া মেঘে মিলিত হয়। ঐ বৃত্তের অন্তর্গত যাবতীয় বজ্রাগ্নি ঐ শিকের মূলদেশ দিয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইয়া যায়।

দের প্রয়োজনে লাগে। মোচা, থোড়, কলা, (কাঁচা ও পাকা) পাত কত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই জানেন। যাঁহারা বাপ মার শ্রাদ্ধ করেন, উহার গাছগুলাও তাঁহাদিগের কাজে লাগে। গ্রীষ্মকালে যখন খরতর রৌদ্রে মাঠের ঘাস শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ঘরে বিচিলী না থাকে, তখন অনেক গোরু কলাগাছ খাইয়া জীবন ধারণ করে। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীকে কলাগাছ খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। তদ্‌ভিন্ন উৎসব ও মাঙ্গলিক কর্ম্মে কলাগাছ একটী প্রধান উপাদান। যাঁহাদিগের যথেষ্ট ভূমি আছে, তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কলাবাগান করিতে পারিলে লাভবান্ হইতে পারেন। যাঁহাদের ভূমি নাই, তাঁহাদের বাটীর এক পাশে ২।১ ঝাড় কলাগাছ হইলে সংসারের বড় উপকার হয়।

"আট হাত অন্তর এক হাত বাই।
কলা পোঁতগে চাসা ভাই॥"

আট হাত অন্তরে এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া এই মাসেই কলাগাছ রোপণ করিতে হয়। কলার তেড় বা চারায় যে দিকে নূতন তেড়ের মুখী থাকে, সেই দিক্ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া পুঁতিতে হয়। আবার যে ঝাড় হইতে তেড় মারিতে হইবে, সেই ঝাড়ের দক্ষিণ দিকের তেড়গুলি রাখিয়া অপর তিন দিকের তেড় তুলিতে হইবে। কোন ঝাড় হইতে তেড় বা কলযান্ বড় গাছ তুলিতে হইলে তাহার এঁটে অর্থাৎ মূলগুলা তুলিতে হইবে। ঝাড়ে এঁটে থাকিলে তাহা পচিয়া তাহাতে এক প্রকার কীট জন্মে। ঐ কীটে সমস্ত ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

"কলা পুঁতে না কেটো পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥"

উদ্ভিদ্ মাত্রেরই কতকগুলি শাখাপল্লব কাটিয়া দিলে, তাহার ফল ফুল বেশি হয় ও গাছ সুস্থ হয়; ইহা বিজ্ঞানসম্মত। তদনুসারে কলাপাত কাটায় কোন হানি নাই। তবে বোধ হয়, কলাপাত বাইল শুদ্ধ কাটিয়া ফেলিলে উহার কাণ্ডকোষ অর্থাৎ খোলা শুকাইয়া বা পচিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এককালে পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাইলের অর্দ্ধেক পরিমাণ রাখিয়া পাতা কাটিলে পাতার প্রয়োজন ও গাছ রক্ষা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা পুনরায় কলার প্রবন্ধ লিখিব।

সুপারি,—ইহাও উৎকৃষ্ট আওলাত। বঙ্গের সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জিলার অনেকের সুপারির আবাদই উপজীবিকা। এই মাসে গাছ পাকা গুবাকের হাপোর দিতে হয়। যে ক্ষেত্রে গুবাকের আবাদ করা যায়, তাহার বেড়া পালিতা মাদারের বৃক্ষদ্বারা দিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ খনার বচনে উক্ত হইয়াছে, ঐ পাতায় গুবাকের

উৎকৃষ্ট সার হয়। খনা শুবাকের আরও একটী সারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা গোবর পচা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"শোন্‌রে বাপু চাসার পো।
শুপারি বাগে মান্দার রো॥
মান্দার পাতা প'ল্লে গোড়ে,
ফল বাড়ে ঝট্ ফট্ কোরে।"

প্রথমে শুপারির চারা আট হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। স্থায়ীরূপে চারা রোপণের পূর্ব্বে শুপারির চারা তিনবার নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। আট হাত অন্তরস্থিত চারা সকল বড় হইয়া ফলবান্ হইলে,* তাহার মধ্যে মধ্যে আর একটা করিয়া চারা পোঁতা যায়। তাহাতে কোনও গাছের ক্ষতি হয় না, অথচ অল্প স্থানে অধিক গাছ হয়।

চারা,—কোন প্রকার ফল বা ফুলের ছোট কিম্বা বড় চারাকে স্থানান্তর করিবার প্রয়োজন হইলে এই মাসেই করিতে হয়। যদি বুঝা যায়, যে চারাকে নাড়িতে হইবে, তাহার মূল শিকড়টা অনেক মাটীর নীচে গমন করিয়াছে, তাহা হইলে তুলিবার অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিড়ানী বসাইয়া ঐ শিকড়ের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে "খাসি করা" কহে। বড় বড় চারা তুলিতে হইলে, চতুঃপার্শ্বের মাটী খুঁড়িয়া কতক মাটীর সহিত চারার মূলদেশ ছেঁড়া চট্ বা শুষ্ক কলার খোলার দ্বারা অগ্রে উত্তমরূপে বাঁধিয়া পরে চারা তুলিতে হইবে। তাহাতে কোন শিকড় নষ্ট বা আহত হইবে না।

আলবাল,—বাড়ীতে বা বাগানে যে সকল বড় বড় ফল ফুলের গাছ থাকে, তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া গোলাকারে এরূপ আইল বাঁধিতে হয়, যেন তন্মধ্যে জল দাঁড়াইতে পারে। এই মাসে এই কার্য্য করিতে হয়। ইহাকে গাছপালাকে "জল খাওয়ান" কহে! বর্ষাকালে এইরূপ; কিন্তু শীতকালে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। তাহা কার্ত্তিকমাসে বলিব।

আনারস, এই মাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার মুখে ও বোঁটায় চারিপাশে যে সকল পত্র মুকুল (মুখী) থাকে, তাহার গোড়ায় গোবর দিয়া মাটীতে রোপণ করিলে এক একটী মুখীতে এক একটী আনারসের গাছ হইবে। আনারস উত্তম ফল। ইহার চাস আবাদ বড় সহজ। ইহা দ্বিবিধ ভূমিতে হইতে পারে। আওতা জমি অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের তলভাগে যে জমি থাকে, সেই জমি এবং ফাঁকা জমি উভয় স্থানেই আনারস হইতে পারে। আওতা জমির এক বিঘায় এক হাজার এবং এক বিঘা ফাঁকা জমিতে আড়াই হাজার আনারস গাছ হইতে পারে। মুখী পোঁতার তৃতীয় বৎসরে আনারস ফলে। যাঁহাদের অধিক জমি নাই, তাঁহারা মনে করিলে স্ব স্ব ভদ্রাসনে অনায়াসে ২০।২৫ টী আনারসের গাছ করিতে পারেন এবং

গাছপাকা আনারসের অমৃত স্বাদ বিনা-ব্যয়ে ভোগ করিতে পারেন।

বড়গাছ,—যে সকল গৃহস্থের ফলের বাগান আছে এবং তাহাতে সকল প্রকার গাছ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন এই মাসে বাবলা ও তেঁতুলের, তাল ও খেজুরের আঁটি রোপণ করেন। বাগান ও পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে যে তোলা মাটী থাকে, এক একটু গোবরের সহিত তাহার উপর বাবলার বীজ রোপণ করিতে পারিলে গাছ শীঘ্র বড় হইয়া উঠে। বাবলা কাঠে দেশীয় গাড়ী ও লাঙ্গল সম্বন্ধে অনেক গড়ন হইয়া থাকে। এমন কি গাড়ীর চাকা বাবলা কাষ্ঠ ভিন্ন হয়না। এক এক যোড়া চাকা ১৫৲ হইতে কুড়ি টাকায় বিক্রেয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাবলা কাষ্ঠে উত্তম জ্বালানি কাঠ হয়। সহরের লোকেরা পাতুরে কয়লার কল্যাণে কাষ্ঠের ধার বড় ধারেন না; কিন্তু মফঃস্বল জীবন যাত্রার উহা একটী প্রধান উপাদান। বাবলার বৃদ্ধি বড় সত্বর হয়। এজন্য উহা ব্যবসায় ও জ্বালানি উভয়তঃই উপকারজনক। যাঁহাদিগের ১০।২০ ঝাড় বাঁশ ও কিছু বাবলা করিবার স্থান আছে, তাঁহাদিগের জ্বালানির কোন চিন্তা নাই। শুষ্ক বাঁশে অনেক গৃহস্থের অনেক জ্বালানি কাষ্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তেঁতুল,—গৃহস্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়। উহার গাছ আপনার বাগানে ২।৪ টী রাখিতে পারিলে 'নিজগৃহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া অনেক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। তেঁতুলের ব্যবসায় যে বিশেস লাভজনক ও অল্প মূল ধনে চলিতে পারে, "সুধাকর" নামক মুসলমান পত্রিকায় তাহা উত্তমরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আজ তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না।

তাল ও খেজুরের আঁটি এই মাসে রোপণ করিতে হয়।

"এক পুরুষে রোপে তাল।
অন্য পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল॥'

এই ভয়ে কেহই তালের গাছ করিতে যান না। আমরাও তজ্জন্য কাহাকে অনুরোধ করি না। তবে আপনার বাড়ী বা বাগানে সকল প্রকার ফলের বৃক্ষ থাকা, যিনি বড় সুখের বিষয় মনে করেন, তিনি এই মাসে তালের আঁটি রোপণ করিতে পারেন। খেজুরের আবাদ বিশেষ লাভজনক। তাহার বিবরণ আমরা অন্য সময়ে বলিব। আপনার অধিকারে ১০।১৫ টা গাছ থাকিলে এবং তাহা শিউলীদিগকে জমা করিয়া দিলে শীতকালে দেবদুর্লভ "জিরেন-কাঠের রস" ও নলেন্ গুড় পাইবার আর কোনও ব্যাঘাত থাকে না। ঐ দুই পদার্থ যাঁহারা যথাকালে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, আমি "দেব দুর্লভ" কেন বলিলাম। এই মাসে খেজুরের "জাপোর" দিতে হয়।

শ্রাবণ।

এই মাসে প্রবল বর্ষা হয়। জল উদ্ভিদের যেমন ইষ্ট করে, অতিরিক্ত জল গাছের গোড়ায় বসিয়া তেমনি অনিষ্ট করে। এই মাসেই তদ্রূপ অনিষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, কোন গাছের গোড়ায় জল বসিতেছে, তাহা হইলে আলবালের আইল ভাঙ্গিয়া এরূপ গোড়া খুড়িয়া দেওয়া উচিত, যেন গাছের গোড়া শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। এমন কি পাশের শিকড় গুলিতেও একটু রৌদ্র পাইলে ভাল হয়। যদি আষাঢ় মাসে কলাগাছ লাগান না হইয়া থাকে, এ মাসে লাগাইলেও চলিবে।

বেগুন, আদা ও হলুদ, এ মাসে এই তিন ফসলের বিশেষ কার্য্য নাই। কেবল উহাদিগের ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হইবে।

ইক্ষু,—যদি ইক্ষুর আবাদ থাকে, কি সাংসারিক প্রয়োজন জন্য বাড়ীতে ২।৪ ঝাড় ইক্ষু করা হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিম্নদিকের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি গাছের গাত্রে জড়াইয়া দিতে হয় এবং গাছগুলি যখন বেশ বড় হয়, তখন পরস্পর নিকটবর্ত্তী ৩।৪ টা গাছ একত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়ে, কি ভাঙ্গিয়া যায়।

লঙ্কা,—এই মাসে হাপরে লঙ্কার চারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হয়। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, এমন স্থানের উত্তমরূপে কর্ষিতক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐ লঙ্কার চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কায় ঝাল হয় না। এই মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে লঙ্কার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা তদন্যথায় লঙ্কার ফলনে ব্যাঘাত ঘটে। যে স্থানে ধানের ঝাড়াই মাড়াই হয়, ধান উঠিয়া গেলে, সেই স্থান ঝাঁইট দিয়া যে ওঁচলা মাটী জমে, তাহা লঙ্কার উৎকৃষ্ট সার। অতএব যাঁহারা উত্তমরূপে লঙ্কার চাস আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বিশেষ যত্নে ঐ মাটী সংগ্রহ করা উচিত। খনার বচনে ভাদ্র কি আশ্বিনে লঙ্কা রোপণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে এখন শ্রাবণ মাসে লঙ্কা রোপণ অপরিহার্য্য হইয়াছে।

"হাউয়ে লাউ উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাসার হাওয়াল।"

উঠানের ন্যায় পরিষ্কার ক্ষেত্রে লঙ্কা করিবে।

শাঁকআলু—যে দোআঁশ মাটীতে বালির অংশ অধিক থাকে, তাহা শাঁক আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শাঁক আলুকে দেশান্তরে কেশুর কহে। উহা স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও রৌদ্রের সময় ভোজনে সুখপ্রদ। দুর্ভিক্ষকালে কোন কোন স্থানের দুঃখী লোকেরা কেশুর খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই মাসে উহার আবাদ করিতে হয়। উপরি উক্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এক কি দেড় হাত অন্তর

দাঁড়া বাঁধিয়া তাহার উপর অর্দ্ধহস্ত অন্তরে ২টী করিয়া শাঁকআলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। দাঁড়ার যত শিথিল (শল) হয় আলু ততই বড় ও কোমল হইয়া থাকে।

আশুধান্য,—এই মাসের শেষভাগে, কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আশুধান্য ছেদন করিয়া বাড়ীতে বা খামারে আনিতে হয়।

হৈমন্তিক ধান্য,—এ প্রবন্ধে ধান্যাদি ফসলের, অর্থাৎ যাহাদিগের অল্প পরিমাণে চাস আবাদে কোন লাভ নাই, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ বলিবার কথা নাই, তবে তত্তৎ ফসল সম্বন্ধে ২।১টী গুরুতর কথা মাত্র বলিয়া যাইব।

"আষাঢ়ে কাড়ান মাণকে।
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥
ভাদরে কাড়ান শিষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে॥

এই প্রবাদ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মাসেই হৈমন্তিক রোপণের প্রশস্ত সময়। বর্ত্তমানেও এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ আছে। কৃষকদিগের এ কথাটা ভাল করিয়াই মনে রাখা উচিত। ভাদ্রের ১২ই পর্য্যন্ত রোপণ চলিতে পারে।

"শ্রাবণের পুর ভাদ্রের বার।
এর মধ্যে যত পার।" খনা।

শ্রাবণে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই।

কবির পরিণাম।

সতীশ বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখে। যখন সতীশ স্কুলের বালক ছিল, তখন তাহার সহপাঠীরা বিস্মিত-নেত্রে দেখিত যে আকাশে নীল মেঘস্তবক অথবা জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্রা রাত্রি দেখিলে, প্রফুল্ল ফুলবন বা শ্যামল প্রান্তরবাহিনী নদীকূলে বেড়াইতে গেলে বালক সতীশ মুগ্ধবৎ বসিয়া কি ভাবিতে থাকে; তার পরে বিনা আয়াসে—বিনা অভিধানে, একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলে।

একথা যখন অনেকের কাণে পৌঁছিল, তখন অনেকে সতীশের উপরে বড় অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বলিল "ও ছেলের লেখা পড়া হইবে না," কেহ বলিল "এ ছেলের প্রকৃত বুদ্ধি হইবে না" যাঁহারা সাধারণের নিকটে আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মাথা কিছু খারাপ বলিয়া সতীশের ঐ একটা রোগ হইয়াছে।" এসব কথার মধ্যে কোন্‌গুলা সত্য কোন্‌গুলা মিথ্যা আমরা তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে "যে রোগের জন্য"

সতীশ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ধমক খাইল, গুরুজনদিগের কাছে গালি খাইল, বন্ধুরা "কালিদাস, শেলি, মাইকেল দত্ত" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল, তাহার সে দারুণ রোগ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

ক্রমে সতীশের বয়স তেরো ছাড়াইয়া তেইশ, তেইশ ছাড়াইয়া তেত্রিশে পৌঁছিল, সতীশচন্দ্রও স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, কলেজ ছাড়িয়া আপিসে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে সেই "দুশ্চিকিৎস্য রোগ"ও প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কাজে কাজে সতীশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই কবিতা-রোগগ্রস্তের "আরোগ্য" আশা ছাড়িয়া দিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন।

অন্য লোকে এইরূপ "নিশ্চেষ্ট" হইলেও, একজনের চেষ্টায় "নির্"উপসর্গ যোগ করিতে আমাদের সাধ্য হইল না। কারণ সতীশের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী স্বামীর এই "দুরারোগ্য রোগ" দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—যখন সতীশ কলিকাতায় কলেজে পড়িত, যখন ছুটীর সময়ে বাড়ী গিয়া, গভীর রাত্রিতে অচিরজাগ্রতা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয়া ভার্য্যা সরোজিনীকে "সুন্দর পূর্ণিমা-নিশি" কিম্বা "ফুটিছে বকুল ফুল" অথবা "কার মুখ পড়ে মনে" প্রভৃতি, মধুর পদাবলী যুক্ত নিজের রচিত কবিতা গুলি সরল ব্যাখ্যা সহ শুনাইতেন, তখন যে সরোজিনীর তাহা ভাল লাগিত না, একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা হইত না, তাহা কখনই নহে। বরং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সতীশের সে মধুর গাথা, বাসন্ত কোকিলের ঝঙ্কারের মত সরোজিনীর হৃদয়ে অতি নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত! আরও শুনিয়াছি "কবির ভার্য্যা" বলিয়া সরোজিনীর মনে বেশ একটু গর্ব্বও জন্মিত।

যাহা হউক এখন আর সরোজিনীর সে দিন নাই। এখন সরোজিনী ঘরে গৃহিনী, শিশু সন্তানের জননী, দাস দাসীগণের শাসনকারিণী; তাই এখন আর কবিতা বা কবি-হৃদয় লইয়া সরোজিনীর চলে না। এখন নিজের পুরাতন বালা দুগাছি নুতন করিয়া গড়ান চাই; খোকা খুকীর সাটীনের পোষাক চাই; লোক জনের কাছে লৌকিকতা ও প্রতিপত্তি চাই। যে সময়ে যা' শোভা পায়। চিরদিন ও সব ছেলেমী ভাল লাগিবে কেন?

সুতরাং স্বামীর "ছেলেমী" ঘুচাইতে সরোজিনী রাগ করিল, অশ্রু ফেলিল, কোনও দিন "প্রচণ্ড" মুখঝামটা সহ তীব্র বাক্য বাণ, সেই কবিতা-রোগগ্রস্ত, উপর ওয়ালার জ্বালায় ত্রস্ত, স্বামীটীর হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হৃদয় কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত হইল না! সে হৃদয় জড় কি পাষাণ তাহা জানি না, কিন্তু সরোজিনীর তীক্ষ্মাস্ত্র সকল ভোঁতা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সরোজিনী

"ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন—উপবাস করিলেন; তখন কবিতা-রোগী বিনয় বচনে বলিল "তোমার বালা ও ছোট খোকার পোষাক কি নয়া দিব, কিন্তু দিন কতক পরে। সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে, তাহা দিয়া শীঘ্র একখানি পুস্তক ছাপাইব। সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে যে সকল কবিতা লিখিয়াছি, সে সকল যতক্ষণ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার মনের তৃপ্তি নাই।—আগে বইখানি হউক, তার পরে তুমি যা চাও তাই দিব।"

রাগে সরোজিনীর মুখ লাল হইল। এ রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পুরুষের উপরে রাগ করিয়া উপবাস করা বিফল, তাই সরোজিনী উঠিয়া ভাত খাইল। সেই দিন হইতে সহধর্ম্মিণী সতীশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না; কেবল মনে মনে ডাকিল "হে ঠাকুর! হে সিদ্ধেশ্বরি! তোমরা ওঁর এ রোগ দূর কর, আমি তোমাদের পূজা দিব।"

যথাসময়ে সতীশের কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সতীশ অতি সুন্দর কাগজে, অতি সুন্দর অক্ষরে, তাঁহার প্রাণময়ী কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেন। বাঁধানও খুব সুন্দর হইল। সতীশ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীনাথ বাবু নূতন সমালোচক। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রধান লেখক। গ্রন্থ সমালোচনায় তিনি কৃতী শুনিয়া সতীশ একখানি পুস্তক জামার পকেটে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দুই চারি কথার পরে, নূতন মক্কেল যেরূপ সঙ্কোচে উকীলের নিকটে কথা কহে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সঙ্কোচে পাশ করা ছেলের পিতার নিকটে কথা কহে, সেইরূপ সঙ্কোচে—সেইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া সতীশ শ্রীনাথ বাবুকে, নিজের লিখিত পুস্তকখানির বিষয়ে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সতীশকে "কৃপাপ্রার্থী" জানিয়াই শ্রীনাথ বাবুর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্য উদিত হইল। অনেকেরই এ রকম হইয়া থাকে। সতীশের প্রার্থনায় কোনও উত্তর না দিয়া, নিজে কি কি কাগজে লেখেন এবং সম্পাদকগণ তাঁহার লেখা পাইবার জন্য কিরূপ "লালায়িত" হন, কল্পনা দেবীর সহায়তার শ্রীনাথ বাবু সেই সকল পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সতীশ বেচারাকে অগত্যা সেই সকল কথা ধীর মনোযোগ সহ শুনিতে এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে হইল।

আরও খানিক ক্ষণ পরে, শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গ্রন্থখানির নাম কি?" ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিলেন "আজ্ঞে, এখানির নাম 'অশ্রুধারা।" পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে শ্রীনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, "অশ্রুধারা! নামটী আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কথা কি জানেন, নামের ভিতরে মাধুর্য্য গুণের অপেক্ষা ওজো গুণই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। কৃতী লেখক সেই রূপই করেন।"

অতর্কিত ভাবে সতীশের এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। সতীশ কি তবে অকৃতী লেখক?

ডিবা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন "আপনার গ্রন্থের একটু পড়ুন দেখি।" সতীশ পুস্তক হাতে করিয়া পড়িতে লাগিলেন; প্রথমে কবিতার নাম পড়িলেন "গঙ্গা স্তোত্র" তার পরে কবিতা পড়িলেন—

"নমো দেবি সুরধুনী, পতিতপাবনি!—"

একছত্র না ফুরাইতেই সমালোচক বাধা দিয়া "এযে ভট্টাচার্য্যদিগের পাঠ্য মন্ত্র—এরকম কবিতার এখন চলন নাই। আপনি আর একটী পড়ুন।"

আমরা সত্য কথা বলিব; সতীশ যদি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ পক্ষ সমর্থনে দুইটী কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। লোহার গায়ে অনেক আঘাত সহে, কিন্তু ফুলের গায়ে হাতের ভর সহেনা। যাহা হউক সতীশ, কম্পিত-হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে, তাহার "বরষা" শিরস্ক কবিতা পড়িলেন—

"পরাণ কেমন করে!
আকাশে বরষা, ধরার তমসা,
একেলা রয়েছি ঘরে!
মোহন ঠমকে, চপলা চমকে,
হেরিয়া নয়ন ঝরে!—"

শ্রীনাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "থাক্, আর আবশ্যক নাই। স্বভাব-কবিতায় যেরূপ উচ্চ‍ দরের ভাষা ও জীবন্ত ভাব থাকে, ইহাতে সে সব কিছুই নাই। আপনার কবিতা কৃত্রিমতা-দুষ্ট; আপনি কষ্ট কল্পনার কবি!"

ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে হীরার ধার ভাঙ্গিল! বেচারা সতীশ, এতকালের পরে আজি সমালোচকের কাছে আখ্যা পাইল "কষ্ট কল্পনার কবি!" এতদিনের পরিশ্রম, এত দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস, আজি সমালোচনার আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইল! সতীশ নীরব, নিষ্পন্দ।

করুণ-হৃদয় শ্রীনাথ বাবু তখন অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি দুঃখিত হবেন না; চেষ্টা করুন, কালে ভাল ফল হ'তে পারে। জানেন, সতীশ বাবু! আমার ভগিনী-পতি এক জন সুকবি—স্বভাব কবি; তিনি 'চিদানন্দ বিকাসিনী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা সকলে সেখানি 'বঙ্গভাসায় অদ্বিতীয় কাব্য' বলিয়াছি। আপনাকে তা থেকে কয় ছত্র শুনাই।" অতি কষ্টে সতীশ ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া বসিলেন; সমালোচক "চিদানন্দ বিকাসিনী" খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; কবিতার নাম পড়িলেন "বিদ্যুৎ।" তার পরে পড়িলেন—

"হে বিদ্যুৎ! হে বজ্রাগ্নি!
তব স্রোতে ভাসিছে গগণ,
আরো, প্লাবিত হতেছে সারা বিশ্ব;
কি প্রখর তেজস্বিনী,
কিবা বঙ্কিমহাসিনী,
কোথা মিলে হেন অপূর্ব্ব সুদৃশ্য!
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত পুষ্করাদি মহামেঘ যত,
সবে চায় লইতে আশ্রয়, তব পদাম্বুজে
অবিরত।"

সতীশ আর বসিলেন না। শ্রীনাথ বাবুকে পুস্তক দিলেন না। এক পলকের মধ্যে এক নির্জ্জনে উপস্থিত হইলেন। তার পরে সাশ্রুনেত্রে সেই কবিতা পুস্তকখানি বুকে চাপিয়া বলিলেন "কবিতে! তোমার জন্য আত্মীয় পরের অবাধ্য হইয়াছি, বিদ্বেসভাজন হইয়াছি, গালি খাইয়াছি, তোমার জন্য সবই সহিতে পারি, কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রা কীটের মত নির্ম্মম সমালোচক যে তোমার সুকোমল প্রাণ চিবাইতে থাকিবে—আমার হৃৎপিণ্ড তাহার ভোঁতা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিতে থাকিবে, তাহা আমি কখনই সহিতে পারিব না। পরের প্রীতিকামনায় অথবা নিজের যশোবাসনায় আর তোমাকে বাহিরে পাঠাইব না—আমার হৃদয়ান্তঃপুর বাসিনী কবিতা দেবি! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিলেই আমার সকল সুখ, আমার স্বর্গসুখ! তোমার জন্য খ্যাতি সম্মান ছাড়িয়াছি, ভার্য্যার প্রণয় ছাড়িয়াছি, এবারে চল, লোকালয় ছাড়িব; কেবল তোমাকেই ছাড়িব না!"

আর সতীশ চাকরি করিল না, বাড়ী আসিল না; কোথায় গেল সে সংবাদও পাওয়া গেল না! সরোজিনী পিতৃগৃহে বাস করিয়া সন্তান কয়টীকে মানুষ করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজে জীবন্মৃতা।

লেখিকা—
শ্রীমা—

বিবি ফসেট্।

(৩৫২ সংখ্যা ২০পৃষ্ঠার পর)

বিবি ফসেটের কার্য্যপ্রণালী সমস্ত পরিপাটী ও সুনিয়মাধীন। গণিতশাস্ত্রে যেরূপ সমস্ত ঠিক্, কিছুই ভুল হইবার যো নাই, ইঁহার মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। আমরা অনেক বিষয় অনেক সময়ে সামান্য ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করি; কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে সামান্য ও ক্ষুদ্র বিষয় হইতে অসামান্য ও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহত্বের একটি প্রধান পরিচয় সামান্য বিষয় গুলিকে তুচ্ছজ্ঞান না করা। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মপরতা ও সত্যপরায়ণতা—এই গুণত্রয় তাঁহাতে

অনুপ্রাণিত ছিল। মহৎ বিষয় সকলে এই গুণগুলি উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইত। তিনি অপক্ষপাতিনী ও ন্যায়পরায়ণা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে অন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করা যে কি, তাহা তিনি কখনও জানিতেন না। সেইরূপ নিয়মিত ও পরিমিতরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আদৌ স্খলিতপদ হইতে হয় না। বিবি ফসেট, স্খলিতপদ হওয়া যে কি তাহা জানিতেন না। এগুণ অমূল্য। ইহা যাঁহার আছে, তিনি ধন্য। বিবি ফসেটকে এ গুণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া কি থাকিতে পারি? কপটতা তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় পাপ। মুখে এক কথা, অন্তরে আর এক ভাব, কার্য্যে অন্য প্রকার—এইরূপ ভণ্ডামি অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট ভাল বলিয়া পরিচিত হইতে পার, কিন্তু আপনার অন্তরাত্মার নিকট পার না, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের নিকট পার না—বিবি ফসেটের নিকটও পার না, তাঁহার এতদূর সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তদর্শিতা। কি অর্থ বিষয়ে, কি অন্য কোনও বিষয়ে কোনও মনুষ্যের আচরণে কপটতার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইলে তাহার নিকট হইতে সুদূরে থাকিতে সচেষ্ট হইতেন। পতিত নর নারীদিগের জন্য তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যাহারা আত্মনির্ভর না করে, বা আপনার সহায় আপনি হইতে প্রস্তুত না হয়, তিনি তাহাদিগের সহায়তা করেন না। সুখ দুঃখে ইহাঁর সমভাব। ইহাঁর শান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা অবিচলিত। যদি তুমি সন্তান সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও রূপ মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও এক সুসম্পাদিত প্রশংসনীয় কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে শুন, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে, সেই প্রশান্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া কোমল রমণী-হৃদয় সুশোভিত ও আলোকিত হইতেছে।

ধন্যা রত্নপ্রসবিনী ধরণী, যেহেতু তুমি বিবি ফসেটের ন্যায় নারী গর্ভে ধারণ করিয়াছ! ধন্য সেই জাতি, যে জাতিতে তাঁহার মত মহিলা থাকিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, ধন্য সেই পিতা মাতা, যাঁহাদিগের তাঁহার মত কন্যা আছে। ধন্য সেই স্বামী, যিনি তাঁহার মত বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভার্য্যা পাইয়াছিলেন। ধন্য সেই পুত্র-কন্যা, যাঁহারা তাঁহার মত মাতা পাইয়াছেন। ধন্যা সেই কন্যারত্ন ফিলিপা ফসেট যাঁহার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বীজ সেই বিদুষী মাতা বপন করেন, এবং এক্ষণে যাহার সৌরভ সমস্ত সভ্যজগতে বিস্তৃত হইতেছে। আমরা এস্থলে আপাততঃ ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিলাম।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী-রোগ।

যজ্ঞডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে, প্রদর নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ২তোলা, গোল মরিচ অর্দ্ধ তোলা, জল দিয়া বাটিয়া পীড়িত স্ত্রীলোককে এক দিন খাওয়াইবে।

পথ্য টাটকা মৎস্যের ঝোল এবং কিঞ্চিৎ শীতল সামগ্রী খাইবে। এক দিনেই রক্ত প্রদর ভাল হয়।

অশোক ছাল ২ তোলা ও দুগ্ধ এক পোয়া, ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অধিক রক্তস্রাব ও প্রদর রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

সোহাগার খৈ ১০ রতি ও দারুচিনি চূর্ণ ৫ রতি একত্র সেবন করিলে রজোরোধ নিবারণ হয়।

আম ও জাম ছালের ক্বাথ, খৈ চূর্ণ সহ সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহিণী রোগ নষ্ট হয়।

ঈষদুষ্ণ শির্কায় নেকড়া ভিজাইয়া ১০।১২ ঘন্টা স্তনোপরি বাঁধিয়া রাখিলে এক দিনেই ঠুনকা আরোগ্য হয়।

পুষ্করিণীর বড় পানার শিকড় দুইয়া প্রসূতির মাথার চুলে বাঁধিয়া দিলে, বিনা কষ্টে প্রসব হয়।

ওলট কম্বলের শিকড় দুই ইঞ্চি পরিমাণ, ৮।১০ টা গোল মরিচ সহ বাটিয়া ঋতু হওনের ২ দিন পূর্ব্বে এবং ঋতুকালীন ৩ দিবস ও পরে দুই দিবস খাইলে বাধক ব্যামোহ আরোগ্য হয়। এইরূপে ৫।৬ মাসের ঋতুকালে ব্যবহৃত হইলে জরায়ুর দোষ সংশোধিত হয়। এই সময়ে স্ত্রীর সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সর্ব্বথা শুদ্ধাচারে থাকা কর্ত্তব্য।

মেথি এক তোলা আট তোলা দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পিশিয়া ২।৩ দিন প্রাতে সেবন করিলে,বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, অকালে প্রসব প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হয় না।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, সোহাগার খৈ ও ঘৃত একত্র মাড়িয়া তথায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

চাটিম কলাগাছের পাতা যাহা একটুও ছেঁড়া নাই, সেই পাতার ডগার শিষ লইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে সহজে প্রসব হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

স্রোতের ফুল।*

১

কমল-মুকুল ওই স্রোতে ভেসে যায়,
ধূলা-মাখা কালি-মাখা,
লাবণ্য পড়েছে ঢাকা,
চঞ্চল সমীর ভরে ছুটেছে কোথায়!
ও যে কলি এক বিন্দু,
সুমুখে অকূল সিন্ধু
হুঙ্কারে গরজে, ধরা গরাসিতে চায়!
হয়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন,
রবে না'ক শেষ চিহ্ন,
ও তরুণ কচি প্রাণ মরিবে ব্যথায়!
হতভাগা শতদল!
কে তোরে ছিঁড়িল বল?
কেড়ে নিয়ে পরিমল, কে দলিল পায়?
সে পাষণ্ড নিরমম,
তার কি ছিল না যম,
দিল না পবিত্র ফুল দেবতা-পূজায়!
কমল-মুকুল তাই স্রোতে ভেসে যায়!

২

ভুলিয়া চলেছে ফুল ডুবিয়া মরিতে—
কোথা সে রূপের ছটা,
ভুবন-মোহন ঘটা!
"অপবিত্র পদ্মফুল," কে পারে সহিতে!
নিঠুর বাতাস হায়,
ডুবায়ে মারিতে যায়!
ও' দারুণ পরিণাম পায়নি দেখিতে!
বোঝেনি অবোধ হিয়া,
তাই আসিয়াছে নিয়া,
দেবভোগ্য সুধারাশি, পিশাচে পূজিতে!
সরবস্ব যায় ভাসি,
তবু তার মুখে হাসি!
জানে না যে রসাতলে চলেছে ডুবিতে!
জানে না সে "বিষ-পান, কেবলি মরিতে"!

৩

মহামূর্খ বায়ু! তোর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
কি করিলি মাথা খেয়ে,
অমল কমল মেয়ে,
ভাসালি পঙ্কিল স্রোতে নিঠুর পাষাণ!
ও'তো আপনার মনে,
ফুটেছিল পদ্মবনে,
ও'র কাণে কত পাখী শুনাইত গান;
তপন সোণার হাসি,
দিত ও'রে ভালবাসি,
কতই আদর ও'র কত ছিল মান;
মধুর মলয় বা'য়,
হাত বুলাইত গা'য়,
ভ্রমর করিত স্তুতি খুলিয়া পরাণ;
বড় সাধ ছিল মালি,
সাজায়ে পবিত্র ডালি,
দেবের চরণে ও'রে করিবে প্রদান!
জনম সফল হবে সর্ব্বোচ্চ সম্মান!

* একটী পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী দর্শনে লিখিত।

তোর ও পাষাণ চিত,
হ'ল না কি বিচলিত,
ছিঁড়িতে সে পূত কলি, দিয়ে বজ্র টান?
কি করিলি নীচাশয়, নিরেট পাষাণ!

৪

যাস্'নে ভাসিয়া ফুল, আয় ফিরে আয়!
পূত "গঙ্গাজল" ঢালি,
ধোয়াইয়া দিব কালি,
জাগিবে পবিত্র রক্ত নীরক্ত হিয়ায়!
আয় রে! শুনাব নিতি,
"পতিত-পাবন" গীতি,
আবার শোভিবি বালা কমল-মালায়!—
—না গো না আমারি ভুল,
কি সুখে ফিরিবে ফুল,
আসি এ নিঠুর দেশে দাঁড়াবে কোথায়?
ওর তরে হেতা মেলা
ঘৃণা গালি অবহেলা,
কি সুখে ফিরিবে ফুল, কেবা ওরে চায়?
গাছের উপরে পাখী,
তারও অরুণ আঁখি,
উপহাসে ঢেউ সব দূরে স'রে যায়!
কন্টকে আকীর্ণ কূল,
যা'ক্ ভেসে পোড়া ফুল,
ম'রে যা'ক্, ডুবে যা'ক্ জলধি-তলায়,
ফিরিলে দাঁড়াবে কোথা, কে উহারে চায়!

৫

কার বুকে রক্ত আছে, আয় চলি আয়!
এক বার বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি,
দেবতার ফুল কেন স্রোতে ভেসে যায়!
ধূলি মেখে কালি মেখে,
মাধুরী গিয়েছে ঢেকে,
দুরন্ত সমীর হায়! অতলে ডুবায়!
এই বেল চল! ফুলে—
ধরিয়া আনিগে' কূলে,
পূত মন্দাকিনী-জলে ধোয়াইয়া কায়;
সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া,
দে'গো! ও'রে বাঁচাইয়া,
সুগন্ধি চন্দন মেখে দিব দেবতায়;
কেন গো! দেবের ফুল স্রোতে ভেসে যায়।

৬

আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়,
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়,
বৃথা গান ধর্ম্মগীতি,
বৃথা ভান 'বিশ্ব-প্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয়! তোরা বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহ মমতায়;
পথ-হারা দিশাহারা,
হইয়া পড়েছে যারা,
একটু স্নেহের ছা'য় দাঁড়াইতে চায়;
হাসুক অবোধ ঢেউ,
তাবলে ভেবনা কেউ,
পাখীর গরম আঁখি কেইবা ডরায়?
শত দোষ অবহেলি,
ঘৃণা' রোষ দূরে ফেলি,
"পতিত-পাবন" বলি, আয় তোরা আয়!
ধরিয়া স্রোতের ফুল দিব দেবতায়।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

স্বর্গীয় অম্বিকা দেব-জায়া।*

যে ধর্ম্মপ্রাণা পতিপ্রাণা স্নেহময়ী করুণাময়ী নারী-দেবীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ভার এই অভাজনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, আমি নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও সেই পুণ্যবতীর অশেষ গুণরাশি দুই চারিটী কথায় বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বিধাতা যেন তাঁহাকে আদর্শ নারী করিবার জন্য সকল সুবিধাই করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গোপালনগর নিবাসী ৺ বৈদ্যনাথ ঘোষ ঋষিতুল্য মনুষ্য ছিলেন এবং তাঁহার জননীকে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও তিনি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীনা হয়েন, তথাপি তিনি যে তাঁহাদের সমস্ত সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি নিজে সর্ব্বদাই বলিতেন আমার যে কিছু সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার পিতা মাতার পুণ্যে। ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা নহে; পিতৃদেবের স্মরণার্থে তিনি নিজ ব্যয়ে কোন্নগরে গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা এখনও তাঁহার অসাধারণ পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছে। নবম বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়। যে মহাপুরুষকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? কোন্নগর গ্রামের সকল শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ এক মাত্র তিনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ পতিলাভ অতি অল্পসংখ্যক মহিলার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই তিনি স্বামীগৃহে বাস করিতে যান। সেকালে বধূজনের জীবন নিতান্ত সুখাবহ ছিল না। যদিও তাঁহার শ্বশুর ৺ ব্রজকিশোর দেব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার দাস দাসী অধিক ছিল না এবং সংসারের পাকাদি সমস্ত কার্য্য পৌরাঙ্গনাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং নববধূকেও পর্য্যায়ক্রমে সেই বৃহৎ পরিবারের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইত। এ কার্য্য তাঁহার ন্যায় বালিকার পক্ষে কতদূর দুষ্কর ছিল তাহা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভাতের হাঁড়ী নামাইবার সময় তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাল হয়, সুতরাং তাঁহাকে যত্ন করিবার লোক কেহই ছিল না, কিন্তু তিনি নিজগুণে তাঁহার শ্বশুর, ননন্দা ও যাতৃবৃন্দের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ শ্বশুরের পরিচর্য্যায় তিনি সম্যক্ যত্নবতী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী কলেজ হইতে যে মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহার কিয়দংশ যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইত তিনি প্রায় তৎসমস্তই ননন্দা ও যাতৃদিগের তুষ্টি-

* ইহাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ইহাঁর এক কৃতবিদ্য দৌহিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

সাধনে ব্যয় করিতেন। শিশুকালেই তিনি অসাধারণ মেধাবিনী ছিলেন, কিন্তু তৎকালপ্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে কোনওরূপ চেষ্টা করেন নাই। সে অভাব তাঁহার স্বামীর যত্নে দূর হয়। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহার স্বামী পঠদ্দশায় কলিকাতা হইতে সপ্তাহান্তে বাটী যাইতেন। সেকালে স্ত্রীলোকদিগের দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হইত না। সুতরাং তাঁহাকে সমস্ত দিবস যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক নিশীথে স্বামীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। এবিষয়ে অন্যের নিকট সহায়তা লাভ করা দূরে থাকুক, তিনি যে লেখাপড়া শিখিতেছেন ইহা অতি সতর্কতার সহিত গোপন করিতে হইত। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে রন্ধন করিতে করিতে তিনি অঙ্গারখণ্ড লইয়া ভূমিতলে বর্ণমালা লিখিতে অভ্যাস করিতেন। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে তৎকালপ্রচলিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর বিদেশে কর্ম্ম হওয়ায় তাঁহাকে প্রবাসে যাইতে হয়। এই সময়ে তিনি নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতে শিখেন ও বিশেষ যত্নে তাঁহার [illegible]জনকে খাওয়াইতেন। লোককে [illegible]ইতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন, এই প্রবৃত্তি তাঁহার আমরণ বলবতী ছিল। তাঁহার গৃহিণীপনা অতি প্রশংসনীয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না, অথচ কোনও রূপ অপব্যয় হইত না। তাঁহার যেরূপ পতিভক্তি, তেমনি সন্তানবাৎসল্য ছিল। তাঁহার অনেকগুলি কন্যাসন্তান হয় ও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জীবিত। কিন্তু ভুলেও কোনও সন্তানকে কখন প্রহার করেন নাই। দাসদাসীদিগকেও তিনি সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। গো-সেবায় তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল। তিনি গৃহ সংসারে কোনও রূপ অপরিচ্ছন্নতা দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে কখনও মলিন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে দেখি নাই। তিনি সকল প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন, কেবল মিথ্যাকে বড় ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার দানের কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের দুঃখের কথা তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতেন ও যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। এই উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি তাঁহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন রাস্তার মুটিয়াকে ও আমার সন্তানদিগকে আমি সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট হোমে গিয়া তথাকার দয়াবতী নন্‌দিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তিনি

মুগ্ধ হইয়া ঐ আশ্রমের ও দাসাশ্রমের অর্থসাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উইলের মর্ম্ম আমি অবগত নহি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তাহাতে তাঁহার পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কোন্নগরের ব্রাহ্মসমাজে ও বালিকাবিদ্যালয়ে তিনি রীতিমত চাঁদা দিতেন ও নিজব্যয়ে উক্ত গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং যাহাতে এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল ও মধুর ছিল। রোগের যন্ত্রণায় তাহার কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাঁহার পতিভক্তির কথা কি বলিব? ৬৫ বৎসর কাল একাদিক্রমে স্বামীর সহিত সুখে কাটাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একদিনের জন্যেও উভয়ের মনান্তর হয় নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার স্বামী সবল ও সুস্থশরীর থাকিতে থাকিতেই উচ্চ বেতনের লোভ পরিহার করিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রথমে লোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবতী ছিলেন, পরে স্বামীর উপদেশে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হন ও প্রত্যহ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি অহরহ কেবল ভগবানের নাম জপ করিতেন ও বলিতেন যে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলে আমার মনে হয় আমার সময় নষ্ট হইতেছে। মৃত্যুশয্যায় শয়ানা হইয়াও তিনি রোগের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া সানন্দে ব্রহ্মনাম গান ও উপাসনা করিতেন। বস্তুতঃ মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাদিগকে ভগবদ্ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি যে কি আনন্দ বোধ করিতেছি তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। এখানে এই টুকু বলা আবশ্যক যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়। পুণ্যবতী তাঁহার প্রাণবল্লভকে আনন্দধামে পাইয়া বিরহ যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি যেন আমাদের জীবনপথের চিরসুহৃদ হয়।

মানব চরিত্র বিচার।

মানব প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশু-ভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন নর নারীতেই কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়, তাহা নহে। একই মনুষ্যে অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জীবের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আডিসন মানব প্রকৃতিকে সিংহ, কুক্কুর, মার্জার প্রভৃতি নানা জন্তুর চরিত্র অনুসারে যে বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, অনেক দিন হইল বামা-বোধিনীতে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি, অদ্য সুবিখ্যাত চিকিৎসা-শাস্ত্রকার চরক মুনির কৃত বিভাগ প্রকটন করা যাইতেছে।

চরক বলেন ;—

শুদ্ধস্য সত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্তু ব্রাহ্মমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ জানিবে। তম্মধ্যে ব্রাহ্মসত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা যাইতেছে।

শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগকরণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তি-সম্পন্ন, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম্য বলিয়া জানিবে।

ইজ্যাধ্যয়নব্রতহোমব্রহ্মচর্য্যাতিথিব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং প্রতিবচনবিজ্ঞানোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যজন, অধ্যয়ন, হোম এবং ব্রহ্মচর্য্যায় সতত অনুরক্ত, যিনি উৎকৃষ্টরূপে অতিথিসৎকার করেন এবং যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষপ্রভৃতির উপশম হইয়াছে, যিনি প্রতিভাসম্পন্ন এবং বচন, বিজ্ঞান ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন, তাঁহাকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষিসত্ব বলিয়া জানিবে।

ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানাং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যাঁহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য করে, যিনি যাগশীল, বিক্রমশালী, ওজস্বী ও তেজস্বী, আর যিনি কোন কষ্টকর কর্ম্ম না করেন, যিনি দূরদর্শী এবং অর্থ, ধর্ম্ম ও কামনায় যাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁহাকে ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রসত্ব বলিয়া জানিবে।

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যমুত্থানবন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যালম্বিনং ব্যাপগতরাগদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাঁহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যিনি অসঙ্কারী, সামর্থ্যবান্, স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্যশালী এবং যাঁহার বিষয়াসক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও মোহ না থাকে, তাঁহাকে যাম্য অর্থাৎ যমসত্ত্ব পুরুষ বলিয়া জানিবে।

শূরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্ঞানমম্ভোবিহাররতিমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি বিক্রমশালী, শুদ্ধাচারী, অশুচিদ্বেষী, যাগকারী, জলবিহারে রত, অক্লিষ্টকর্ম্মা, আর যিনি যথাযোগ্য স্থলে কোপ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বারুণ অর্থাৎ বরুণসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপপ্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যথাস্থানে মান ও উপভোগ করেন, আর যিনি পরিবারসম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাতে স্থিরমতি, শুচি এবং যাঁহার কোপ ও অনুগ্রহ ব্যক্ত, তাঁহাকে কৌবের অর্থাৎ কুবেরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপক শ্লোকাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যানুলেপনবস্ত্রস্ত্রীবিহারকামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং উল্লাপকপ্রিয়, আর যিনি শ্লোক, আখ্যায়িকা, ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ, যাঁহার গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, বস্ত্র এবং স্ত্রী ইত্যাদিতে অত্যন্ত অভিলাষ ও যিনি অসূয়াশূন্য, তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ রোষাংশ বলিয়া রাজসসত্ত্ব ছয়প্রকার। নিম্নে তাহাদের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

শূরঞ্চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমমনুক্রোশকং আত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত বিক্রমশালী, চণ্ড, অসূয়াপরতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যশালী, ঔদরিক, উগ্র, নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরী, তাহাকে আসুর অর্থাৎ অসুরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অমর্ষিণমনুবন্ধকোপঞ্ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারাতিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষ্যুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অমর্ষণ (অপমানাসহিষ্ণু), একবার কুপিত হইলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুপিত থাকে, অল্প অপরাধেই প্রহার করে, অত্যন্ত ক্রূর, আর যাহার আহারে অত্যন্ত রুচি এবং যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ঈর্ষাবান্, তাহাকে রাক্ষস অর্থাৎ রাক্ষসসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

মহাশনং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামং অশুচিং শুচিদ্বেষিভীরুম্ভীষয়িতারং বিকৃতবিহারাহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈণ, স্ত্রীবিহারী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়ঙ্কর এবং বিকৃত আহার বিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচ অর্থাৎ পিশাচসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ক্রুদ্ধং শূরং প্রকুদ্ধং ভীরুস্তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং সন্ত্রস্তগোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, বিক্রমশালী, ভীরু, তীক্ষ্ণপরিশ্রমী, যে অল্পেতেই মন্ত্রণা

বুঝিতে পারে এবং যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, তাহাকে সার্প অর্থাৎ সর্পসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলম্প্রৈতং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার আহারে সর্ব্বদা অত্যন্ত অভিলাষ, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসংবিভাগী (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়ক বুদ্ধিশূন্য) লোভী এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাকে প্রৈত অর্থাৎ প্রেতসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরং অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার মনে সর্ব্বদা কামনা বিদ্যমান থাকে, আর যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, অনবস্থিত, অমর্ষণশীল এবং অসঞ্চয়ী, তাহাকে শাকুন অর্থাৎ শকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ মোহাংশ বলিয়া তামসসত্ত্ব ত্রিবিধভেদে বিভক্ত, যথা—

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশমজুগুপ্সিতারং আহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে কেবল সর্ব্বদা নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহার নীচবেশ, যে নিন্দিত নিন্দনীয় আহার, বিহার ও মৈথুনাসক্ত এবং নিদ্রাপরতন্ত্র, তাহাকে পাশব অর্থাৎ পশুসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলস্তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে ভীরু, মূর্খ, আহারলোভী, অনবস্থিত এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, গমনশীল ও সর্ব্বদা জলকামী, তাহাকে মাৎস্য অর্থাৎ মৎস্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধাঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, যাহার কেবল আহার ও বিহারবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ এবং আর আর বিষয়ে বুদ্ধিহীন, তাহাকে বানস্পত্য অর্থাৎ বনস্পতিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

অর্থাৎ তিনপ্রকার সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদ হইলেও আমরা কিন্তু সেই সত্ত্বের ভেদবিষয়ে একদেশ মাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।*

কতকগুলি সুমাতা।

মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ গুণ এই যে যাহাকে ভাল বাসা যায় সে উপস্থিত অনুপস্থিতে, বর্ত্তমান অবর্ত্তমানে সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা মনে উদিত হয়। সে কোন্ দিন কোন্ কথাটি বলিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ গল্পটী করিয়াছে মনে পড়ে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে শিশু-

* চিকিৎসা সম্মিলনী হইতে গৃহীত। বা, বো, স।

জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। ক্ষুদ্র-শিশু তার মাতা পিতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে। পিতা কি মাতার অনুপস্থিতিতে শিশুর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় "ভাই মা অমুক কথা বলিয়াছেন," "না ভাই! বাবা ও কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন" সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কালে শিশুগণ প্রায়ই এই কথা বলে। পিতা অপেক্ষা আবার মাতার উপরেই শিশুজীবন অধিক নির্ভর করে। মাতার নিকটেই শিশু অধিকক্ষণ থাকে, সুতরাং মাতাকেই সে সমধিক অনুকরণ করে এবং জননীর নিকটেই অধিক আবদার করে ও তাঁহাকেই অধিক ভালবাসে। সন্তানের শরীর রক্ষার জন্য জননী যে-রূপ দায়ী, সন্তানের মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য সুমাতার ততোধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। জননী শৈশবকালে সস্নেহ চুম্বনের সহিত সুকুমার শিশুকে যে শিক্ষা দেন, বা গল্পচ্ছলে যে উপদেশটী বলিয়া থাকেন, শিশুর চির দিন তাহা মনে থাকে। জননী যদি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহাহইলে "বাবা পাপা" বলিবার সময়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সে যাহাহউক শিশু শিক্ষা কি? উহা কত গুরুতর বিষয়? কি করিলে সুমাতা হওয়া যায়? তাহা বামাবোধিনীতে পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। পৌরাণিক সময় হইতে আধুনিক ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মাতৃগুণে কত জন ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ বীর জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র ও মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

১। সুনীতি। ত্রেতাযুগে উত্তানপাদ রাজমহিষী ধ্রুবের মাতা সুনীতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধ্রুবকে তিনি হরি-ভক্তিই উত্তম জ্ঞান, সংসারে হরি- চরণই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়, একমাত্র হরিই মানবকে দুঃখ বিপদ ও অপমান হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, যে তাঁর উপর ভারার্পণ করে তিনি তাহাকে কখনই নিরাশ করেন না ইত্যাদি শিক্ষা ধ্রুবের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। যে দিন উত্তানপাদ নৃপবর ধ্রুবকে অপমানিত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিতে দিলেন না, দুঃখিত ও অপমানিত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে নিজ মাতা সুনীতির নিকট গমন করিলেন। রোদনপরায়ণা ধ্রুবের সহিত সেই রাত্রি সুনীতির কথোপকথন দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধূলা-ধূসরিত ও ব্যথিতচিত্ত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে মাতৃ-কুটীরে সমাগত হইয়া রাজার দুর্ব্যবহারের বিষয় বলিলেন। সুমাতা সুনীতি কিছুমাত্র অধৈর্য্য না হইয়া সস্নেহ চুম্বনপূর্ব্বক ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া আঁচল দিয়া ধূলা মুছাইয়া দিলেন ও কহিলেন "বৎস! ভবিতব্য খণ্ডন করিবার দেবতারও সাধ্য

নাই, তুমি কোন্ ছার ক্ষুদ্র মানব মাত্র। ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম দেখিয়া ফল দেন, আমি মন্দভাগিনী পূর্ব্ব জন্মে অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি তাই এজন্মে ভগবান্ প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। হতভাগিনীর সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ভগবান তোমাকেও কষ্ট দিতেছেন। মানবের নিকট ইহার প্রতীকার হইবেনা। দয়াময় হরিই এ বিপদুদ্ধার করিতে পারেন। তুমি একান্ত ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। অনন্ত দয়াময়, অনাথনাথ পদ্মপলাশলোচন নিশ্চয়ই দয়া করিবেন। বৎস! পূর্ব্বকালে জটীল নামে এক অনাথ ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন। লোকালয় হইতে কিছুদূরে একটী অরণ্যে তাঁহারা বাস করিতেন। অল্প বয়সে তাপসকুমারের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাকে একাকী শিক্ষার্থ পাঠশালায় আসিতে হইত। পঞ্চম বৎসরের শিশু জটীল অরণ্য মধ্য দিয়া একাকী আসিতে ভয় পাইত। তাই জটীলমাতা বলিয়া দিয়াছিলেন "জটীল বনে যখন ভয় পাইবে তখন "দীনবন্ধু রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিও, তাহা হইলে তিনি ভয় দূর করিবেন"। বালক জটীল মাতৃশিক্ষামত "দীনবন্ধু আমাকে রক্ষা কর, গভীর অরণ্য পার করিয়া দাও" বলিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত ডাকিলেই ভক্তবৎসল দীনবন্ধু প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অরণ্য হইতে গ্রামে ও আসিবার সময় গ্রাম হইতে কুটীরে পৌছাইয়া আসিতেন। বালক জটীল দীনবন্ধুর শিক্ষামত কাহাকেও একথা বলেন নাই। কিন্তু সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত, তার এখন ভয় নাই, ভগবানকে পাইয়া সে দিব্য চক্ষু পাইয়াছে। এইরূপে এক বৎসর পরে জটীলের শিক্ষকের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। শিক্ষক শ্রাদ্ধাদি করিলে প্রত্যেক ছাত্র ফলাহারের উপকরণ দ্রব্যের এক একটীর ভার লইলে ব্রাহ্মণ ফলাহার করাইবেন ঠিক্ হইল। তদনুসারে দরিদ্র বালক জটীলের উপর দধি যোগাইবার আদেশ হইল। জটীল জানিত গৃহে মাতা শূন্যহস্ত, গাভীও নাই যে দধি প্রস্তুত করিবেন। মাতাকে দধি চাহিলে স্বামীকে স্মরণ পূর্ব্বক রোদন করিবেন মাত্র। এই সকল চিন্তা করিয়া সুবোধ বালক জটীল দীনবন্ধুর নিকট দধি চাহিলেন। দীনবন্ধু একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দধি দিয়া বলিলেন "এই দধি অনুপম সুমধুর, এক অঙ্গুলী পরিমাণ দধি লইয়া প্রত্যেকের পাত্রে দিবে, পরিপূর্ণ হইবে। এদিকে ফলাহার আরম্ভ হইলেই জটীলের উপর দধি আনিবার আদেশ হইল। ভাণ্ড হস্তে জটীল দধি পরিবেশনে উদ্যত দেখিয়া সহপাঠীরা অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া হাসিলেন এবং শিক্ষক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একটী বেত্রদ্বারা জটীলকে প্রহার করিয়া বলিলেন "অবোধ! যদি দধি দিতে না পারিবি পূর্ব্বে বলিলি না কেন? এই ভাণ্ডের দধিতে কি কখন এত লোকের ভোজন করান হয়? যা দূর হ,

হতভাগ্য আজ আমাকে যথেষ্ট লজ্জায় ফেলিল।" বালক জটীল বলিলি "আমি দধি বন্টন করিতেছি, ভয় নাই আপনাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া যথাযোগ্যরূপে ঋষিকুমার জটীল দধি বণ্টন করিয়া পরিপূর্ণ দধি-ভাণ্ড শিক্ষকের হস্তে দিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ পুনঃ পুনঃ দধির প্রশংসা করিলেন। পরিপূর্ণ দধিভাণ্ড দেখিয়া ব্রাহ্মণশিক্ষক আশ্চর্য্য হইয়া জটীলকে 'দধি কোথায় পাইলে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সরল ভাবে সমস্ত বলিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুনিয়া জটীলকে সহস্র আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তাত! তোমাকে শতশত ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে তুমি প্রত্যহ দর্শন কর, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত ছাত্র পাইয়া আমিও ধন্য হইলাম। বৎস! তোমার দীনবন্ধুকে একবার দেখাইতে হইবে। সরল বালক জটীল গুরুর কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দীনবন্ধুকে দেখাইলেন। বৃদ্ধ তাপস দেখিলেন অন্যায়রূপে জটীলকে তিনি যে বেত্রাঘাত করিয়াছেন সেই চিহ্ন ভক্তবৎসল হরি নিজ পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে দয়াময় হরির কৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু হইল। শিষ্যের সাহায্যে তাঁহার ভব-বন্ধন মোচন হইল। তজ্জন্যই বলি-তেছি বৎস ধ্রুব! হরি ভজনে দেশ কাল সময় অসময় নাই। ভবার্ণব পার হইবার ও কষ্ট দুঃখ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধি হরিনাম চিন্তা। তুমি কায়মনে তাঁর শরণ লও, সরলভাবে আপনার প্রাণের ব্যথা তাঁকে জানাও, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। বৎস! সংসারের লোককে দুঃখ কষ্ট জানাইলে কেহ বিদ্রূপ করে, কেহ বা ভৎসনা করিয়া প্রত্যুত্তর দেয়, এক মাত্র শান্তিদাতা হরি বিনা কেহই শান্তি দিতে পারে না। সুমাতা সুনীতির সান্ত্বনাবাক্যে দগ্ধপ্রাণ ধ্রুব উৎসাহিতচিত্তে হরিসাধনার জন্য মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এক বৎসরের জন্য কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থ শীঘ্র বিলাত যাইবেন।

২। কোরিয়া লইয়া জাপান ও চীনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জাপানই যুদ্ধ বাধা-ইবার মূল।

৩। ইউরোপের রাজ্ঞীদিগের মধ্যে ডেনমার্কের রাজকুমারী এবং পর্ত্তুগালের রাণীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবনী।

৪। পাতিয়ালার মহারাজের পাট-রাণী একজন শ্বেতাঙ্গিনী, ইহা সকলেই জানেন। সে দিন ভাওয়ালপুরের নবাবও

দেখা দেখি এক ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

৫। মহারাণী যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন ইংরাজদিগের মধ্যে শতকরা ৪১ জনেরও অধিক নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে জানিত না, এক্ষণে নাম দস্তখত করিতে পারে না এমত লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের অধিক হইবে না।

৬। গত ২৫শে জুন নর্দ্দমটন নগরে ভারতবন্ধু মৃত মহাত্মা ব্রাডল সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে ২০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে ব্রাডল যেন মহাসভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। ইংলণ্ডের জন সাধারণের ও ভারতবাসীর তিনি যে অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে সে কথা অঙ্কিত হইয়াছে।

৭। কুলু অঞ্চলে পাহাড় ধ্বংস হওয়ায় সম্প্রতি ৯ জন লোক, ৭ টা ঘোড়া এবং প্রায় ২৫০০ ভেড়া চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।

৮। চীনের কোন কোন সম্প্রদায় স্বজাতীয় রমণীদিগকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দেয়। তাহারা বলে নিরামিষ খাইলে আর তোমার রমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

৯। সাক্‌সনীর রাজ্ঞী তিন জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল দরিদ্র রোগীর ঔষধাদি ব্যবস্থা করেন।

১০। একজন ফরাসী ডাক্তার এক-জন স্ত্রীলোকের লুপ্ত ওষ্ঠের স্থানে একটি নূতন ওষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির হাতের চামড়া কাটিয়া লইয়া ঐ ওষ্ঠ নির্ম্মিত হয়।

১১। বরদার গুইকুমারের জনৈক সহচর মিষ্টার আব্বাস ভয়াবাজীর পত্নী সার উইলিয়ম ওয়েডরবরণ ও দাদাভাই নৌরজীর সহিত মহাসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে তিনিই এই সর্ব্ব প্রথম মহাসভা দর্শন করিলেন।

১২। মাননীয় ডবলিউ, সি, বনার্জ্জির কন্যা মিস্ এস্, এ, বনার্জ্জি বিলাত হইতে "রেঙ্গলার" হইয়া এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

শোক সঙ্গীত।

পরাণে সহেনা
লেখনী সরেনা
কোথায় যতীন্দ্র মম অমূল রতন!
বুক ফেটে যায়
হায়, হায়, হায়!

অভাগী দিদির তুই কাঙ্গালের ধন;
কি দোষ পাইয়া
গেলিরে ছাড়িয়া
যেন রে অপরিচিত পান্থের মতন,

জননী-জীবন,
বুক-চিরা-ধন!
তোরে বিসর্জ্জিয়া ধিক্, রয়েছে জীবন।

২

সে চারু আনন
কমল লোচন
সুবর্ণ সুবর্ণ, নবনীতোপম দেহ,
বাসনা আমার
আর এক বার
দেখি যদি দয়া করে দেখায় রে কেহ।
বড়ই দুর্জ্জন
কৃতান্ত শমন
জানিরে হৃদয় তার কাঠিন্যের গেহ,
তবু ধরি পায়
কাল মহাশয়!
প্রাণের যতীনে মোর ফিরাইয়া দেহ।

৩

প্রাণের যতীন।
আজ কত দিন
হেরি নাই বাপ তোর চারু চন্দ্রানন।
ও বচন সুধা
হরিত রে ক্ষুধা
'মাসীমা' বলিয়া ডাক জুড়াক জীবন।
ঈশ্বর-কৃপায়
এ শূন্য হৃদয়,
পুত্র-স্নেহ সরোবর তোদের কারণ।
ভরা পরিমল
স্বর্ণ শতদল
ফুটেছিল চারি ভাই হৃদয়-নন্দন,
পাষাণ হৃদয়
যম নিরদয়
নির্ম্মম হইয়া তোরে করিল হরণ।

৪

বড় সাধ মনে
শ্মশান শয়নে
তোদের সমুখে আমি ত্যজিব জীবন,
বৃথা হ'ল সাধ
একি পরমাদ!
আমার সম্মুখে তোর অন্তিম শয়ন!
বড় সুখ-আশে
পরিণয় পাশে
বাঁধি তোরে মাতা তব আনন্দে মগন,
(সেই) বন্ধন ছিঁড়িয়া
গেলে পলাইয়া
সে চারু লতিকা হল ভূতলে পতন!
সেই কচি মেয়ে
পর মুখ চেয়ে
বহিয়া বৈধব্য জ্বালা কাটাবে জীবন,
আহা! চারুবালা
নিতান্ত সরলা
বুঝেনা সে সংসারের কুটিল ঘটন;
বুঝেনি সে হায়!
ভ্রাতৃজায়া পায়
কিরূপে করিতে হয় মস্তক লুণ্ঠন,
যাতৃ-গণ পাশে
অনুগ্রহ আশে
কি ক'রে করিতে হবে মানস রঞ্জন;
হায়! অভাগিনী
আজও বুঝেনি
কি অমূল কণ্ঠহার হরিল শমন!

৫

জগতের সার
স্বামী কণ্ঠহার
হারায়েছ বৎসে! তুমি বুঝিবে যখন,
পূর্ব্বেই তাহার
যেন রে তোমার
*　　　*　　　*
পাষাণে বেঁধেছি বুক তবুও এখন
বলিতে সে কথা
কেন লাগে ব্যথা?
পতিহীনা নারীর ত মঙ্গল মরণ।
তুইরে সরলা বালা
বুকে পোষি শত জ্বালা
কেমনে কাটাবি কাল? তাই তোর তরে
অভাগী মাসীমা মৃত্যু আশীর্ব্বাদ করে।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ১৮৯৩-৯৪ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১টি ৮০ টাকা ও আর একটি ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। "মনুষ্য ও পশুর প্রতি দয়া" বা "শিশুদিগের নীতিশিক্ষা" এই দুইটি বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিক দানের নিয়ম—

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গ-ভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারি-তোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভি-ভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠা-ইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারি-খের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়-কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা-টিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারি-তোষিক প্রদত্ত হইবে না।

এ, ক্রফট,

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

কলিকাতা ১১ জুলাই ১৮৯৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৬ সংখ্যা | ভাদ্র ১৩০১—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর একত্রিংশ জন্মোৎসব।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৩১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩২ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বর্ষ বৃদ্ধির জন্য আমরা সেই দেব-দেবের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণত হই। তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেবিকার মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ করুন—ইহার সকল আপদের শান্তি হউক এবং তাঁহার সেবায় বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার অনুরাগ ও শক্তি বর্দ্ধিত হউক। বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা এবং সহানুভূতিকারী ও হিতৈষী সকল শ্রেণীর ভাই ভগিনী-দিগকেও আজি সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি, তাঁহারা এই পত্রিকাকে প্রসন্নচক্ষে দর্শন করিয়া ইহার শুভোন্নতির সহায়তা করুন্।

দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী রমণী-দিগের হিতসাধন উদ্দেশ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা যে শতাব্দীর প্রায় তৃতীয়াংশ কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইল, ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা নহে। বামাবোধিনীর এই দীর্ঘ জীবন নারীজাতির প্রতি স্বদেশস্থ সাধারণের স্নেহের নিদর্শন। বামাবোধিনীর জন্ম সময়ে এদেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, আজি তাহার কত শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। যে স্ত্রীলোক-গণের বিদ্যাশিক্ষা হওয়া উচিত কি না, এই তর্ক লইয়া আমরা পত্রিকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আজি সেই স্ত্রীলোকগণ সুশিক্ষিতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিতা। তাঁহাদিগের মধ্যে কত শিক্ষয়িত্রী, কত কবি, কত গ্রন্থকর্ত্রী,

কত চিকিৎসাপারদর্শিনী ও কত নরসেবা-ব্রতে দীক্ষিতা রমণীর অভ্যুদয় হইতেছে! বঙ্গনারীগণ আর এখন মৃৎ-পিণ্ডরূপে হেয় নহেন এবং দাসীর ন্যায় পুরুষের কৃপাপাত্রী নহেন। নারীর মর্য্যাদা ও সম্মাননা জনসমাজে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মোক্ষে তাঁহার সমান অধিকার ক্রমশঃ তাহা স্বীকৃত হইতেছে। স্ত্রীজাতির অশেষ দুঃখ ও দুর্গতির কারণ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা সকল কেমন ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে তিরোহিত হইতেছে! আমরা আশা করিতেছি স্ত্রীজাতির জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা উচ্চহইতে উচ্চতর অধিকার লাভ করিবেন এবং সমাজের উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধাঙ্গরূপে পরিগণিত ও পূজিত হইবেন।

গত ৩১ বর্ষের মধ্যে বেগবান্ পরি-বর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে কেবলই উন্নতি হইয়াছে, কোনও বিষয়ে অবনতি হয় নাই, একথা আমরা বলি না। মানব সংসারে অবিমিশ্র সুখ সৌভাগ্য কোথায় আছে? বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে তাহার আশা করা দুরাশা মাত্র। বঙ্গনারীদিগের আংশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আংশিক অবনতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনাদিগের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, বিনয় ও লজ্জাশীলতা, সরলতা ও স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মঠতা এবং সর্ব্বোপরি গুরুভক্তি ও পরিজনের সেবায় আত্মবিসর্জন এ সকল গুণের কতক অপচয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা আশা করি এ ক্ষতি সাময়িক মাত্র এবং সুবুদ্ধি নব্যাগণ আংশিক উন্নতিতে কখনও সন্তুষ্টা হইয়া থাকিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের আলোকে আপনাদের অবস্থা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সমর্থা হইবেন। ভগ্ন প্রাচীন ঘর ভাঙ্গি-তেছে, কিন্তু তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, বিধাতার কৃপায় তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) সিন্ধু দেশের মুসলমান-দিগের উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ খয়েরপুর ষ্টেটের মীরুফয়েজ মহম্মদ খাঁ ৩০, ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা হইতে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

(২) কয়লার খনির দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যার্থ অধ্যাপক টিণ্ডালের পত্নী ৫০ এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া-ছেন।

জলে ডোবার আশ্চর্য্য চিকিৎসা—সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন জলে ডুবিয়া সংজ্ঞাহীন হইলে রোগীর জিব টানিয়া বাহির করিলেই আরোগ্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লেবোর্ড এই নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। হাতে পরিষ্কার নেকড়া জড়াইয়া জিব টানিয়া বাহির করিলে উদরস্থ জল সমুদয় বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া আরোগ্য লাভ করিবে।

কালা ও বোবার মহাসভা—গত ২৫ এ জুলাই ইংলণ্ডে কালা ও বোবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাহাতে উপস্থিত হন। ইঁহারা ৩ দিন নীরবে কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেন্টের ঋণ—এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০৫৷৷ কোটী টাকা, ইহার জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত সুদ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল স্থায়ী দাতব্য ফণ্ড এই সুদে চলিতেছে, তাহার আয় কমিয়া অনুষ্ঠাতাদিগের অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, সে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বিবী বেসাণ্টের পুনরাগমন—বিবী বেসাণ্ট অষ্ট্রেলিয়া দর্শন করিয়া আগামী নবেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিবেন।

রাণী হাটাসুর সিংহাসন—রাণী হাটাসু খৃষ্টের জন্মের ২৬০০ এবং মুসার জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে মিসরে রাজত্ব করেন। তাহার সিংহাসনের পদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং পৃষ্ঠদেশ রৌপ্যখচিত। ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও ব্রিটিষ মিউসিয়মে সম্প্রতি সমাদরে স্থাপিত হইয়াছে।

নব-রাজ কুমার—ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রপৌত্র ও ভারতের ভাবী সম্রাট ইতিমধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের দর্শন ও দর্শনী লাভ করিতেছেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শুভাশীষ দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাহার সুখে আমরা সুখী; রাজপুরী আনন্দপূর্ণ, দলে দলে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকেরা আসিয়া ধাত্রী ক্রোড়স্থ রাজশিশু দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব রাজপুত্রঃ।

মহতের মৃত্যুৎসব—মৃত ফরাসী প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর সমাধিযাত্রা দর্শনে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝাযায়—এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকা দিয়া রাস্তার ধারে ৭টী জানালা ভাড়া লইয়াছিল, তথায় দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া। সে ব্যক্তি অন্ততঃ দ্বিগুণ টাকা লাভ করিয়াছে।

বৃহৎ পরিবার—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লান্সডাউনের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ৮২

জন্মোৎসব হইয়াছে। ইঁহার পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ১০১ জন।

বাঙ্গালী বীর—বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কলিকাতার ইটালিনিবাসী। তিনি স্পেন হইতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্রেজিলের স্বাধীনতা সাধনের সহায়তা করিতে যান। তথায় এক সেনাধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। ইনি জীবিত আছেন এবং আরও গৌরবের কার্য্য করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জল করিতে পারিবেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট ইঁহার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

"যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।"

ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদুপাসনায় মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এ কথা অনেকে জানেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের প্রতিকৃতিরূপা, সন্তানের সাক্ষাতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তি ও উপাসনায় সন্তান যে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, সে কথা বোধ হয় আজিকার দিনে অনেকেই বুঝিতে পারেন না।—তাহা পারিলে, মাতৃভক্তির খনি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ আজি ভক্তিহীন সন্তানদিগের জন্য মরুভূমিপ্রায় হইত না! তাহা হইলে মাতৃভক্তি অবহেলা করিয়া ভ্রান্ত মানব মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় উঠিতে চাহিত না। তাহা হইতে ভারতলক্ষ্মীও ভারতকে অভিশাপ দিয়া অতল জলে ডুবিতেন না! যে দেশে সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, সে দেশে স্বর্গের চিত্র আছে।—যে মানব প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সে আগে মাতৃভক্ত হউক; সে যাহা চাহে তাহাই পাইবে।

মা সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা। মর জগতে যে সকল মহত্ত্ব—যে সকল দেবত্ব দুষ্প্রাপ্য, বহু সাধনা-ফলে কোনও মানব যাহাতে কচিৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া "নরদেবতা" আখ্যা পাইয়া থাকে, সেই অপার্থিব মহত্ত্ব, সেই অলৌকিক দেবত্ব, সংসারে মাতৃহৃদয়ে ও মাতৃচরিত্রে মিলে! মানবশিশু যে রকম জড় ও চেতনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জগতে আইসে, তাহাতে মাতার ন্যায় অটল স্নেহময়ী, মাতার ন্যায় সহিষ্ণু, মাতার ন্যায় আত্মবিস্মৃতা ও আত্মত্যাগিনী দেবীকে জনয়িত্রী রূপে না পাইলে সে অসহায়ের জীবনধারণ বা মনুষ্যত্বলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অনর্থ নিবারণের জন্য ভগবতী বিশ্বজননী নিজের আদর্শে মাতৃ-হৃদয় গঠন করেন। তাই

মাতৃমূর্ত্তি অভয়া, অপরাজিতা ও সর্ব্বংসহা মূর্ত্তি! এ জগতে এমন ক্লেশকর, এমন আয়াসসাধ্য কি কাজ আছে যে সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য, সন্তানের মঙ্গল-সাধনের জন্য মা তাহা করিতে বিমুখী হইয়াছেন? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইতে পারে, গ্রহ উপগ্রহ খসিয়া পড়িতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও বিলুপ্ত হইতে পারে—কারণ এসকল বিপ্লবে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র উপায় বিধান করিবেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমশক্তিরূপিণী জননীদেবী কোনও দিন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলানুষ্ঠানে বিরতা হইতে পারিবেন না—তাহা পারিলে বিশ্ব-জগৎ ধ্বংস হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সে দিন "নিরুপায়" হইবেন!

এ জগতে ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই মানবের বিশেষ আত্মীয়, সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু মায়ের মত আপনা ভুলিয়া ভালবাসা ঢালিতে, মায়ের মত মর্ত্ত্যলোকের অতীত স্নেহ বিলাইতে, মায়ের মত ভাল বাসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত সন্তানের উদর পূর্ণ হইলে নিজে শত উপবাসেও তৃপ্তা থাকিতে, মায়ের মত সন্তানের সুখে নিজের সকল দুঃখ উপেক্ষা করিতে, মায়ের মত সন্তানের উন্নতিতে নিজের সকল অভাব ভুলিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত বিপদ-মগ্ন সন্তানের উদ্ধার-কামনায়, বুক চিরিয়া রক্তধারায় দেব-পূজা করিতে, রোগকাতর প্রাণের সন্তানকে যমগ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন কে কোথায় আছে?—জগতে এমনও দেখা যায়, সন্তানের গুরুতর দোষে পিতা তাহার উপরে বীত-স্নেহ হইয়াছেন; এমনও দেখা যায় সংসার-চক্র-নিপীড়িত ভ্রাতা ভগিনী-দিগের ভ্রাতৃপ্রেম বা ভগ্নী-স্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এমনও দেখা যায় যে স্বার্থপরতাতেই হউক বা আর যাহাতেই হউক, স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমনও দেখা যায় প্রাপ্ত বয়সে পুত্র কন্যা, ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদের মোহে পড়িয়া জীবনের দেবতা মাতা পিতাকে বিস্মৃতি-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে! কিন্তু মানবের এমন কোনও অবস্থা নাই, মানব-জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই যে তাহা দ্বারা মাতৃ-স্নেহ পরাস্ত হইতে পারে—বা মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হইতে পারে! আর্য্যদিগের জাতীয় ইতিহাস অথবা মহাকাব্য মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারীদেবী অধার্ম্মিক পুত্রকে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" আশী-র্ব্বাদ করিয়া বিপক্ষের জয় কামনা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে

পুত্রগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই গান্ধারীদেবীই বালিকার মত আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিলেন! "নরাধম সন্তান" বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না! আমাদের দেশে জনৈক কৃতঘ্ন সন্তান মাতার সহিত নিতান্ত পাশবাচরণ করিত, অধিক কি মা যাহাতে "অন্ধ" হন, আনন্দের সহিত সেইরূপ কাজ করিত; কিন্তু সহসা সে দারুণ রোগে পড়িলে, মাতাই প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং জগদীশ্বরের চরণে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"ঠাকুর! আমার বাছা রাগের মাথায় আমার উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তুমি সেজন্য অপরাধ লইও না, আমার বাছাকে আরোগ্য কর।" এখানে কুসন্তান বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না।—মানিবে কেন? মাতৃ-স্নেহ অপরাজিত, মাতৃ-স্নেহ স্বর্গীয় পদার্থ! সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রকে যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ করে, বিশ্বজননীর প্রেমালোক প্রতিভাত হইয়া মাতৃহৃদয়কেও সেইরূপ প্রেমময় করে। তাই মাতৃহৃদয়ের উপমান পদার্থ জগতে মিলে না! ভগবতী বিশ্বজননীতেই উহার পূর্ণসত্তা বিদ্যমান। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণতা, ভগবৎ-শক্তির নিম্ন স্তরে মাতৃ-শক্তি থাকাতে মানব-জগৎ প্রাণিজগতেরও সেইরূপ পূর্ণতা। মাতৃ-শক্তি জীবরক্ষার প্রধান সহায়; তাই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে মাতৃহৃদয় দেবত্বে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

পুণ্য কীর্ত্তি।

একবার শিবপুর কোম্পানীর বাগানে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ রমণী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থান দর্শন করিয়া এক লতামণ্ডপে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল হইতে একটা বিষধর সর্প ছুটিয়া আসিয়া একজন সাহেবের পা জড়াইয়া দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল। নিকটস্থ কোনও রমণী ইহা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্পের মস্তক দৃঢ়ভাবে ধরিয়া টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সাহেব আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সংবাদ পত্রে এই ইংরাজ মহিলার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে কত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং এই কথাও মনে উদয় হইয়াছিল যে, এই ইংরাজ রমণী যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও দয়াবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত অসম্ভব।

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। একবার হরি-

বারের মেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। গঙ্গার উভয় তীর পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান দণ্ডায়মান। যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র সার করিয়াছেন—এমন কি ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া সংসার একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মের চিহ্নে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত—সেইরূপ যোগী সন্ন্যাসী সাধু ভক্তগণই তীরভূমিতে শোভা বিস্তার করিতেছিলেন; কিন্তু সেই অসহায়া জলস্রোতে ভাসমানা হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য একটী হস্তও প্রসারিত হইল না। সেই সময় সেস্থানে সাহরণপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে নক্ষত্র বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং অনেক কষ্টে ভাঁটিতে বহু দূর গিয়া তাহাকে তীরে উঠাইলেন। লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইল না, একমাত্র সাহেবের দ্বারা তাহা হইল। এরূপ ঘটনা নিয়তই আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্যই এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যাশার চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ সম্প্রতি যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধু কার্য্যের আদর্শস্থল শ্বেতদ্বীপ বাসিগণেরও অনুকরণীয়।

কুমারী কুমুদিনী ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি যখন নলহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় একদিন একটী বালককে সঙ্গে করিয়া সুদূরে মাঠে ভ্রমণ করিতে যান। হঠাৎ একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া বালকের পদে দংশন করিল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থানের উর্দ্ধে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেন এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অবশাঙ্গ বালককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রায় এক মাইল দূরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ চুষিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

সকলেই জানেন সর্পবিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে প্রাণনাশক হয় না। এমন কি যদি গলনালীতে ক্ষত না থাকে, তবে সর্পবিষ উদরস্থ করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু দাঁতের গোড়াতে যদি ঈষৎ ঘা থাকে এবং তাহাতে একটু বিষ লাগে, তবে আর নাই। এজন্য মুখে বিষ চুষিয়ারক্ষা ফেলা নিজের প্রাণহানিজনক কার্য্য। সুতরাং কুমারী কুমুদিনীর কার্য্যে একদিকে যেমন অসামান্য সংসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে নিজের প্রাণ হানি করিয়া অপরের জীবনরক্ষা রূপ অতুলনীয় ধর্ম্ম ভাবের চিহ্নও লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে আর শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমতী কুমুদিনী এই অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া বঙ্গরমণীগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ।)

ভাদ্র।

যদিও চাস আবাদে সম্বন্ধে কৃষকের বার মাসই কাজ আছে; কিন্তু বর্ষের মধ্যে দুইবার ঐ কার্য্য বাহুল্য রূপে করিতে হয়। একবার মাঘমাসে, ও এক বার ভাদ্র মাসে। যে সকল ভূমিতে গ্রীষ্ম কালে ফসল হয়, মাঘমাসে সেই সকল ভূমিতে চাস আরম্ভ করিতে হয়; এবং যে সকল ভূমিতে শীতকালের শস্য জন্মে, ভাদ্র মাসে তাহাদের চাস আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল ভূমিতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বপন বা রোপণ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিতে হয়। জন্তুসার ও জল সকল ফসলেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাদ্র মাসে নিরন্তর বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে রেড়ির তৈল, পচা গোবর বা অন্যবিধ সার যাহা সংগ্রহ করা সুবিধা হয়, জমিতে দিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটী উলট পালট করিতে হয়। বৃষ্টির জলে ঐ সকল সার মাটীর সহিত মিলিত ও গলিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরতা শক্তি প্রদান করে।

নারিকেল,—নারিকেল কেমন ফসল, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই নারিকেলের চারা এই মাসে প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যাঁহাদের নারিকেলের চারা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন আছে, তাঁহারা এখন হইতে তৎবিষয়ে প্রস্তুত হউন। ভাদ্র মাসের জল না পাইলে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় না। ঐরূপ পরিপক্ক নারিকেল গাছে থাকিলে, তাহা শুষ্ক হইয়া সময়ে সময়ে আপনিই বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। তাহাকে 'গলন নারিকেল" কহে। চারা করিবার জন্য এই গলন নারিকেল সংগ্রহ কবিতে হয়। যে স্থানে রৌদ্র লাগে না,সর্ব্বদা ছায়া থাকে, তাদৃশ স্থানে কাদা করিয়া গলন নারিকেল সকল বোঁটার দিক্ উপরে রাখিয়া ঈষৎ হেলাইয়া স্বার্দ্ধপ্রোথিত বা আধ-পোতা করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেই ভূমিতে ও নারিকেলের গায় জল দিতে হয়। কিছু দিন পরে বোঁটার এক পাশ দিয়া নারিকেলের চারার অঙ্কুর বাহির হয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে খড়ের গোছাদ্বারা জলের ছিটা দিতে হইবে।

কপী—কপী একপ্রকার উৎকৃষ্ট শাক, শীত কালে জন্মিয়া থাকে, সকলেই ব্যবহার করেন। উহা ত্রিবিধ—বাঁধা, ফুল ও ওলকোপি। এই মাসে উহাদের চারা প্রস্তুত করিতে হয়। সসার মৃত্তিকার টব্ পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ তিন প্রকার কপির বীজ বপন

করিতে হয়। ঐ সকল টব্ দিনমানে ঘরের মধ্যে এবং রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। উহাতে কোন মতে বৃষ্টিবারি না লাগিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে ভূমিতে এই সকল কপির চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। একপ্রকার এই, মাঘ মাসে শুষ্ক পুষ্করিণী, বিল, বা খালের তলভাগে যে মৃত্তিকা বা পলি পড়ে, তাহা তুলিয়া কপির জমিতে দিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তাহাতে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয় এবং ঐ জমি এরূপ পরিষ্কার রাখিতে হয়, যেন তাহাতে একটা তৃণও না জন্মে। যিনি কপির চাস আবাদ করিবেন, তিনি যদি মাঘ মাসে ঐরূপে জমি তৈয়ার করিয়া না রাখিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই ভাদ্র মাসে রেড়ির খৈল দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। আশ্বিন, বা কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে কপির চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারা সকলকে আর একটী স্বতন্ত্র স্থানে কিছু দিনের জন্য রোপণ করিতে হইবে। পরে ঐ স্থান হইতে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুতীকৃত ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করিতে হইবে। কপি চাসের অন্যান্য কথা আমরা যথাকালে বলিব।

লাউ,—লাউবীজ ৩।৪ দিন হুঁকার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শিথিল মৃত্তিকায় রোপণ করিবে। লাউবীজের আবরণ অতিশয় কঠিন, এজন্য একবারে মাটীতে পুঁতিলে উহার অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। হুঁকার জলে ঐ আবরণ কিয়ৎ পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে শীঘ্র অঙ্কুর হয়। যে স্থানে লাউবীজ রোপণ করা যায়, তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস রাখিতে হইবে। যদি লাউগাছ উঠিবার জন্য মাচা বাঁধা না যায়, তাহা হইলে উহার লতা যতদূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমী শক্ত ও পরিষ্কার রাখিবে। লাউ গাছের গোড়ায় মাচধোয়া জল দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলেই পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া দিবে। খনা বলিয়াছেন,—

"উঠান ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষ্মীর বাসা॥
লাউ গাছে মাছের জল।
ধোনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।

কার্ত্তিকে আবাদ,—আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা চাস দিতে হয়। উপরি উক্ত ফসল সকলের রোপণের পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে ঘাস ও আগাছা না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঘাস বা অন্য কোন আগাছা জন্মিতে দিলেই ভূমি তেজোহীন হইয়া যায়।

হলুদ ও আদা,—হলুদ ও আদার ভূমিতে শ্রাবণ মাসে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি অতি বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে শ্রাবণ মাসে ঐ দুইটী ফসলের

দাঁড়া বাঁধা না হইয়া থাকে, তবে এই মাসে বাঁধিয়া দিবে। হলুদ ও আদা পুঁতিবার সময় সারিবন্দী করিয়া পুঁতিবার উপদেশ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ঐ শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব হইতে কোদাইল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া চারার গোড়ায় মাটী উচ্চ করিয়া দেওয়ার নাম "দাঁড়া বাঁধা।"

ওল,—ওল অতি উত্তম তরকারী। শুদ্ধ সুখাদ্য নহে, ধাতু বিশেষে বিশেষ উপকারী। যাহাদের অর্শ রোগ আছে, ওল তাঁহাদের পরম ঔষধ। কাঁচা ওল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিয়া প্রত্যহ ২।৪ খানি খাইয়া ও নিয়মিতরূপে উহার তরকারী খাইয়া অনেকে অর্শ রোগের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। ঐ ওল এই মাস হইতে খাইতে হয়। শ্রাবণেও উহা খাওয়া যায়; কিন্তু ভাদ্রীয় জল না পাইলে ওল সুস্বাদ হয় না এবং মুখ ধরে। যে স্থান হইতে ওল তোলা যায়, সেই গর্ত্তে ওলের সিকড় গুলি ও ছোট ছোট মুখী গুলি রাখিয়া এরূপে মাটী চাপা দিতে হয়, যেন তাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ শিকড় ও মুখী হইতে আগামী ভাদ্রে একটা বড় ওল জন্মিবে। মুখী পুঁতিবার সময় একটু গোবর দিলেও ওল বড় হয়।

বিরহিণী প্রকৃতি।

কাহাকে পাইবে ব'লে,
আশা পথ চেয়ে চেয়ে;
বিষাদে প্রকৃতি বালা,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে;
তবু দেখা পাইল না তার। ১

বিরহ নিদাঘ তাপ,
মরমের প্রতি স্তরে
পশিয়ে দহিল অই—
সুকোমলা প্রকৃতিরে,
সহেনা অবলা প্রাণে আর ॥২

দিগন্ত নয়ন তার,
জলদ নয়নাসারে—
পূরিল ঘেরিল বিশ্ব
ঘেরিল, ঘোর আঁধারে—
বিরহের বিষাদ ছায়ায়। ৩

আর না পারিল বালা
চাপিয়া রাখিতে হিয়া,
শোকের অনন্তোচ্ছ্বাস—
উঠিতেছে উথলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়ে হৃদয়। ৪

প্রাবৃট-জলদ-নীর
প্রকৃতির আঁখি ধারা;
ঝরিতেছে, পড়িতেছে,
ভাসিতেছে চারু ধরা,
ভাসিছে আপনি সেই ধারে। ৫

বিবাদ-কাতর-কণ্ঠে
ডাকিতেছে ঘন ঘন ;
কাঁপে না পাইয়ে সাড়া
বিজলী-চমক হেন ;
সে কোথা? প্রকৃতি খোঁজে যারে?৬

শোক-বিষাদিত কণ্ঠে
ডাকিতে ডাকিতে তার—
ফুরাইল, শুকাইল—
জলদ নয়নাসার।
তবু দহে বিরহ-জ্বালায়। ৭

আশ্বাসিতে কেউ বুঝি
বিরহ-বিধুর প্রাণে,
জ্বালিয়ে কনক বাতী
শারদ নৈশ গগনে ;
সম্বোধিয়ে কহিল বালায়। ৮

হে বালে? আকুল প্রাণে—
দিগন্ত নয়ন মুছি,
কি ভাব? বিকাশ আঁখি,
প্রিয় নিরখিবে যদি ;
প্রিয় দেখা পাইবে অচিরে। ৯

আশার আশ্বাস বাণী,
মরমে পশিল গিয়ে ;
সুচারু নয়ন মেলি
প্রকৃতি দেখিল চেয়ে,
মৃদু হাসি হাসিয়া অন্তরে। ১০

শারদ নৈশ গগনে
ইন্দু আসি প্রকৃতিরে
সাজাইল চারু স্বচ্ছ
বিচিত্র চারু অম্বরে,
উল্লাসে সাজিল সেই বালা। ১১

মনে আশা, প্রিয়তম
দেখা দিবে এইবার
কিন্তু কই? কই সেই
হৃদয়-রতন তার?
যার লাগি সহিছে এ জ্বালা? ১২

না পাইয়ে তার দেখা
সে সাজ ফেলিল খুলে ;
ঘেরিল প্রকৃতি অঙ্গ,
বিষাদ কুয়াশা জালে।
পুনঃ সব ঘেরিল আঁধারে। ১৩

দিগন্ত নয়ন হ'তে
শিশির নয়ন-জল
টুপ্ টাপ্ পড়িতেছে—
ঝরিতেছে অবিরল,
বিরহ ছাড়ে না তবু তারে। ১৪

এ বিষাদ ছবি তার
জগজনে দেখাইতে
প্রকৃতি পাইবে লাজ,
তাই কি ভাবিয়ে চিতে
ব্যাকুলিত সহৃদয় রবি। ১৫

সুদীর্ঘ যামিনী কোলে
লুকাবারে প্রকৃতিরে,
উদিয়ে উদয়াচলে,
পশি দ্রুত অশ্রু নীরে—
লুকাইছে আপনার ছবি। ১৬

যামিনী আপন কোলে
বিষাদিনী প্রকৃতিরে
যতনে ঢাকিয়ে রাখি
প্রবোধে কত কি ক'রে,
স্বপনেতে সে জনে দেখায়। ১৭

কিন্তু কই প্রকৃতির—
সে জন? যে জন তরে
দারুণ বিরহ শিখা
দহিছে হৃদয় স্তরে।
সেকি দেখা দিবে না তাহায়?১৮

প্রকৃতি-বালার হৃদে
নাই আর সে শকতি
প্রিয় অদর্শন ব্যথা
নিবে যে হৃদয় পাতি,
সহিবে যে সে দারুণ জ্বালা। ১৯

কোমলা অবলা প্রাণে—
এত কি সহিতে পারে,
যায় বুঝি যায় প্রাণ—
প্রকৃতির দেহ ছেড়ে
সঘনে কাঁপিছে তাই বালা। ২০

প্রকৃতি! প্রকৃতি সতি!
প্রকৃতি গো! বল মোরে—
কে তব প্রাণের জন?
কোথা সে বসতি করে?
খুঁজে যদি দেখা পাই তার। ২১

সুধাইব তার ঠাঁই
প্রকৃতি তোমার তরে
মরিল, মরিল প্রাণে
দেখা কি দিবে না তারে?
সে কি দেখা পাবে না তোমার?২২

কোকিল কাকুলি কণ্ঠে
মধুর মধুর তানে
কি যেন কহিল কথা
অভাগীর কাণে কাণে,
চাহিল প্রকৃতি সেই দিকে। ২৩

বিষাদিনী প্রকৃতির
আজিকে সহসা কেন
বিমল হাসির ছটা
বদনে নেহারি হেন?
আজি কি পেয়েছ সতী তাকে? ২৪

প্রকৃতি গো! বল বল!
যার তরে এত দিন
বিরহের অন্তর্দাহে
হইয়াছে তনু ক্ষীণ,
সে কি দেখা দিয়েছে তোমারে?২৫

তাই কি সুচারু সাজে
সাজাইয়ে তনু খানি
প্রাণভরি প্রাণ ধনে
নয়নে হেরিছ ধনি!
প্রকৃতি কবে কি তাই মোরে?২৬

কবে কি? কবে কি ধনি!
কবে কি তাঁহার কাছে
প্রাণের কথাটি মম—
যে কথা মরমে আছে?
বলো তাঁরে কথাটি আমার! ২৭

কহিও তাঁহার ঠাঁই
"আমিও তোমার মত,
পাইতে তাঁহার দেখা
হয়েছি ব্যাকুল-চিত।
কবে দেখা পাইব তাঁহার?" ২৮

শ্রী শ।

ভারতের সে দিন কোথায়?

একদিন একখানি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে লিখিত আছে বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের বীরত্বের কথা; ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারতসন্তান হইয়া ব্রেজিলবাসী। ইনি যুদ্ধনৈপুণ্য ও অদম্য অধ্যবসায় গুণে নাকি একটী বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন। ব্রেজিলের একটী ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, বাঙ্গালী বীর সুরেশচন্দ্র গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া শত্রুর নিবিড় গোলাবর্ষণের মধ্যে সদর্পে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির সন্তান কিরূপে শত্রুর কামান হস্তগত করে দেখ।" সুরেশ বাবু বাস্তবিক "বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির" উপযুক্ত সন্তান হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আজও ভারতভূমি "বীরপ্রসূ?" এই কথাটী মনে উদয় হইবা মাত্র কি এক চিন্তা তাড়িতপ্রবাহ মত মস্তিষ্কে, শিরায় ও ধমনীতে প্রবাহিত হইল, অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক পত্রখানি রাখিয়া কর্ণেল টডের রাজস্থান লইয়া পাঠ করিতে বসিলাম, - মনোবেগ তাহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল। মহাভারত লইয়া পাঠ করিলাম, সে চিন্তাবেগ থামিল না। অবশেষে শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গীতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।" অন্য সময়ে এই "যুদ্ধ"কে "জীবন সংগ্রাম" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তাহা পারিলাম না। গীতা রাখিয়া নিদ্রার্থে শয়ন করিলাম, নিদ্রা আসিল না, পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল "পবিত্র ভারতভূমি" আজও কি বীরপ্রসূ? যদি তাহাই হইবে, তবে একটী বা ততোধিক বড়জোর ২।৩টী * মাত্র ভারতসন্তান কোথায় পোষ্যপুত্র-রূপে † যুদ্ধে সুশিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী এত আনন্দিত কেন? ভারত-মাতা কি ইহাতে আনন্দিত হইতে পারেন? কখনই নহে। রাজরাণী শত শত মাণিক হারাইয়া দাসত্বে জীবন যাপন করিয়া যদি শুনিতে পান যে কোথায় সুদূরদেশে কোনও বন্ধুর নিকট তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একখণ্ড স্বর্ণ আছে, তাহা হইলে তাঁহার

---

* ১৩০১ সালের ২৬শে শ্রাবণের হিতবাদীতে আর ৩টী বাঙ্গালী সৈনিকের বিষয় লিখিত আছে।

† ইহারা ভারত-সন্তান হইলেও ভারতবাসী নহেন, তজ্জন্য পোষ্যপুত্র বলা হইয়াছে।

পূর্ব্ব কথা স্মরণে সুখ না হইয়া নির্ব্বাপিত শোকাগ্নিই জ্বলিয়া উঠে। হা হতভাগ্য ভারতভূমি! ২১১টী সন্তানের বীরাবদানে কি তোমার কলঙ্ক ধৌত হইতে পারে? একটি মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ভারত বীরের বীরত্ব কি তোমার এই গুরু অভাব পূরণ করিতে পারে? তুমি কি সেই কুরুক্ষেত্র সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ব্যতিব্যস্তকারী বীর বালক অভিমন্যু-প্রসূ নও? যখন আল্লাউদ্দীনের পাশব অত্যাচারে চিতোর পুরী ছার খার হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন যে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বীর শত্রু সৈন্য মধ্যে অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি কি সেই বাদলের জন্মভূমি নও?—যখন মোগল আকবরের দুর্দ্ধর্ষ তেজে রাজস্থান নিস্তেজ হইতেছিল, তুমি কি সেই সময়ের চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বীর বালক পুত্তের জননী নও? একাকী একলক্ষ্য নৃপতি-বিজেতা তোমারি তরুণবয়স্ক গাণ্ডীবীর জ্যা-নির্ঘোষ আজও তোমার হীনবীর্য্য সন্তানগণের কর্ণকুহর বধির করিতেছে। যদিও ইঁহারা কেহ বাঙ্গালী নহেন, তবুও তোমার সন্তান ত বটে। বাঙ্গালীত এখনকার সুসভ্য আর্য্য সন্তান, তোমার তখনকার অনার্য্য মৃন্ময় দ্রোণ-শিষ্য নিষাদপুত্র একলব্যকে স্মরণ কর, এমন কি তোমার তখনকার প্রত্যেক কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকে স্মরণ কর, দেখিবে তোমার বীর সুরেশের বীরাবদান আনন্দ কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মনে হইবে "যাহা হারাইয়াছি, তাহা বুঝি আর পাইব না।" যে ভারত-বীরগণ এখন অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন অথবা শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অসাধারণ বলে বলীয়ান হইয়াছেন, আজও তোমার শত শত সন্তান তাহার একটীর স্থানও পূরণ করিতে পারিয়াছেন কি? একা পরশুরাম ২১ বার ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এমন দিন কখনও আইসে যেদিন তেমার শত শত সন্তান সুরেশ বাবুর ন্যায় বীরত্ব যশোমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন, সেই দিন মনে করিব, "পবিত্র ভারতভূমি বীরপ্রসূ।" যে দিন তোমার রাজভক্ত সন্তানগণ স্বীয় প্রভুর জন্য সমর ক্ষেত্রে অকাতরে হৃদয় শোণিত প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন, সেই দিন জানিব তুমি "বীরপ্রসূ"—সেই দিন আমরা ঝালাবীর মান্নার শোক ভুলিতে পারিব। হা হতভাগিনী ভারত জননি! তুমি যেদিন বীরপ্রসূ ছিলে, তোমার সেদিন আজ কোথায়?

হায়! ভারতেব আজ সেদিন কোথায়? যে দিন পবিত্র ভারত বক্ষে মহারাজ রামচন্দ্র, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যে দিন ভারতভূমির বক্ষে বাপ্পা, সঙ্গ, পৃথু, সমর, রাজসিংহ, পুত্ত, দুর্গাদাস, শাহিদাস, রণজিৎ, শিবজী, জহরী বাই, লীলাবাই,

কর্ম্মদেবী প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? ভারতসন্তান! আজ তুমি একটী কুক্কুরের আক্রমণ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, কিন্তু এমন একদিন ছিল যে দিন ভারতবাসী একটী প্রকাণ্ড বন্য হস্তীর ক্রোধবেগকে পিপীলিকার আক্রমণ মনে করিতেন, বন্য সিংহ ব্যাঘ্রের কর্ণাকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন। এ কথা যদি তুমি বিশ্বাস করিতে না চাও, তবে ব্রেজিলে ভারত বীরের বীরত্বে তুমি আনন্দে নৃত্য কর। কিন্তু বহুদিন পরে মৃত আত্মীয়ের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে যেমন পূর্ব্ব শোকস্মৃতিতে উত্তপ্ত অশ্রু নীরবে গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, সুরেশ বাবুর বীরাবদানে আজ আমাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছে তাই পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে "ভারতের সে দিন কোথায়?"　　কু, রা।　(ক্রমশঃ)

আদর্শ স্বামী।

হিন্দুশাস্ত্র মতে "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা" যে স্বামী স্ত্রীতে সন্তুষ্ট এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার সহিত একহৃদয়, একমন ও একপ্রাণ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট স্বামী। আদর্শ স্বামি-স্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটী জ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। ডাক্তার চার্লস পার্থারষ্ট নামে এক ধর্ম্মাচার্য্য বলেন যে ব্যক্তি আপনার পরিবারের আচার্য্য নহেন, তিনি কখনও উৎকৃষ্ট স্বামী হইতে পারেন না। গৃহ যেমন প্রথম ধর্ম্মমন্দির, স্বামী সেইরূপ প্রথম আচার্য্য। স্বামীগৃহের প্রধান যাজক, ভার্য্যা প্রধানা যাজিকা। ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ, তাঁহাকে ভালবাসা এবং তাঁহার সন্তান সকলকে ভালবাসা যদি ধর্ম্ম হয়, গৃহে সে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। স্বামী যদি এই ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া প্রকৃত শিক্ষাদান করিতে পারেন, সন্তানেরা ধর্ম্মভাবে গঠিত হইবে এবং পরিবার যথার্থ সুখী পরিবার হইবে।

২। পামার কক্স নামে এক সুবিখ্যাত গ্রন্থকার বলেন—যে স্বামী সন্তানদিগের খেলার সঙ্গী হন, তিনি উত্তম স্বামী—যিনি স্ত্রীকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন করেন তিনি, আরও উত্তম। আদর্শ স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলেন এবং স্ত্রীর সহিত স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া হস্তে হস্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া এক গম্য স্থানে উপনীত হইবার জন্য অগ্রসর হন। আদর্শ বিবাহ দুইবাদ্যের একতান—দুইপ্রাণের একত্র সংমিশ্রণ।

৩। বিল নাই নামে এক সুরসিক

লেখক ও বক্তা বলেন—তিনিই উৎকৃষ্ট স্বামী যাঁর. অনুরাগ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রতি এবং তৎপরে কার্য্য বা অন্য বিষয়ের প্রতি। এক ব্যক্তি কোন স্থানে অভিনয় করিবার জন্য ২০ হাজার টাকায় এক রাত্রির কুরান চুক্তি করিয়া আসিয়াছিল। তার যোগে সংবাদ পাইল তাহার স্ত্রী ও চারিটী সন্তান পীড়িত, সে তখনি চুক্তি রহিত করিয়া প্রথম ট্রেণে স্বদেশ যাত্রা করিল। আমার মতে এই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট স্বামী।

৪। পাপ-নিবারণী সভার সভাপতি আণ্টনি কমষ্টক বলেন—২২ বৎসর কাল আমি "পিতার দোষগুণ সন্তানে কিরূপ বর্ত্তে" তাহা অধ্যয়ন করিতেছি এবং তাহার শত শত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে মিতাচারী ও পবিত্র না হইলে কেহ উৎকৃষ্ট স্বামী বা পিতা হইতে পারে না। মিতাচারীর অর্থ লাল পাণি অর্থাৎ সুরায় সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকা—পবিত্র অর্থাৎ দেহকে সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখা।

প্রার্থনা।*

১

জীবন, মরণ, বিভো! কারে আমি চাই—
তুমি তাই সুধিছ এখন?
আমারে জীবন দাও, মৃত্যু কাজ নাই,
চাই না এ অলস মরণ!

২

মরণ চাহি না কেন, কি বলিব হায়!
এ দেশে তো মরিছে সবাই,
কেহ সন্ধ্যা কালে—কেহ ভোরে চলে যায়,
আমি নয় অবেলায় যাই।

৩

ধনী, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ, শমনের করে,
কোন্ কালে কে পেয়েছে ত্রাণ?—
আমারি কি মরিবার, এত ভয় করে,
আমারি কি আদরের প্রাণ?

৪

"প্রবাসী পথিক আমি," হইবে ফিরিতে—
সে কথা কি ভুলে গেছে মন?
মায়ার সংসার ফেলে চাহি না যাইতে,
আমারি কি এতই বাঁধন?

৫

ম'লে কি, সাধের ফুল যাইবে শুকিয়ে,
ছিঁড়িবে এ বীণা বাঁশী তার?
মায়ের নয়ন জল পড়িবে ঝরিয়ে,
ব্যথা পাবে, যাহারা আমার?—

৬

কোন্ অণু কণা আমি, সেই সব তরে,
জগদীশ! চা'ব এ জীবন?—
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা অমৃত বিতরে,
তাই নাথ, হউক পূরণ।

* রোগ শয্যায় লিখিত।

৭

মোর ক্ষোভ—দয়াময়, জীবন থাকিতে
রহিয়াছি, মৃত জড়প্রায় ;
তোমার জগতে আসি কিছুই করিতে,
হতভাগা পারিল না হায় !

৮

আরো ক্ষোভ—এই তুচ্ছ জীবনের লাগি
এত চেষ্টা, এত আয়োজন ;
এত দয়া, এত স্নেহ, এত দুখভাগী,
এত বক্ষ সহিছে বেদন !

৯

তাই চাই—সংসারের শত নির্ম্মমতা,
আমি নাথ, সকলি সহিব ;
তুমি যার, প্রাণে তার কেন কাতরতা,
তব নামে বাঁচিয়া রহিব !

১০

সহস্র মরণে, হরি ! কার আসে ভয়
মৃত্যুঞ্জয় ! স্মরণে তোমায় ?—
কিন্তু এ যে "মহামৃত্যু" কভু নাহি স'য়,
এ কি শাস্তি দিলে অভাগায় ?

১১

জীবন, মরণ, আমি কোন্‌টীরে চাই,
তাই যদি সুধিছ এখন,
খুলে দাও মহা পাশ, খাটিবারে যাই !
কাজ নাই এ পোড়া মরণ।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সতী ও শান্তি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিরণ বলিলেন, দিদি, আপনি যা ব'ল্লেন তা সব ঠিক্। দাদা একবার ঐ রকম ব'লেছিলেন। আমারও ভূতে বিশ্বাস নাই তথাপি অনেক সময় ভয় হয়। আমি এর কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এর কারণ কি, দিদি ?
শান্তি বলিলেন, ছেলে বেলা হইতে যে কিছু কুসংস্কার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একটা চারা গাছকে মারা যত সহজ, একটা বড় গাছকে মারা তত সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়া যে তাহাকে একবারে সমূলে বিনাশ করা যাইতে পারে না, তাহা নয়। অস্ত্র দ্বারা কত প্রকাণ্ড শাল গাছ সমূলে নষ্ট হইয়াছে। যে চারা গাছ প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহাকে বরং চারা অবস্থায় মারিয়া ফেলা উচিত। বরং যাহাতে তাহার বীজ একবারে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করিলে, চারা গাছকে মারিতে যে টুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আর করিতে হয় না। কুসংস্কার যত অনিষ্টের মূল। মনে কর কুসংস্কার একটি নিমগাছ। নরম মাটীতে

ছোট একটি নিমের বীজ কোন রকমে পড়িল। মাটী নরম, পড়িবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া চারা হইল, ক্রমশঃ রোদ্, শিশির, জল, বাতাস পাইয়া চারা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ একটি বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। সেই গাছের ডাল পালা শাখা প্রশাখা কাণ্ড প্রকাণ্ড এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এত স্থান ঢাকিয়া ফেলিল, যে, তাহার নিম্নস্থ জমিতে আর কোন রকম গাছ হইতে পারে না। যদি কোন বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত হয়, সেই গাছের ছায়াতে তাহা আর বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সেই প্রকাণ্ড নিমগাছের তলে যে কোন মেওয়া ফলের গাছ রোপণ করা যায়, তাহা আর বাড়িতে পারে না। মানুষ যত যত্ন করুক, যত দিন পর্য্যন্ত সেই নিম্ব তরু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত না হইতেছে, নিম্ব তরুর তেজে যে মৃত্তিকা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত আবার তাহা সতেজ হইয়া না উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের সাধ্য কি সেখানে মেওয়া ফলের গাছ জন্মায়। মানুষ যত যত্ন করুক, যত পরিশ্রম করুক, সব বৃথা হইবে। সেইরূপ সামান্য একটি কুসংস্কার বীজ মানুষের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, তাহা কুলোকের সহবাসে, কুপ্রসঙ্গে, কুপুস্তক পাঠে, কুচি-ন্তাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। ক্রমশঃ মনের তেজ, মনের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট হইয়া যায়। হৃদয় কোন রূপ সদ্‌ভাবের বীজ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরিত হইলেও বর্দ্ধিত হয় না, বর্দ্ধিত হইলেও তেমন বিকসিত হয় না। সেই কারণে কোন রকম কুসংস্কার বীজ যাহাতে সন্তানের কোমল মনে একবারে উপ্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। "ঐ ভূত আস্‌চে, ঐ জুজু আস্‌চে" এ পাপ কথা মুখে আনা উচিত নয়। বালকবীর অভিমন্যু মাতার গর্ভে থাকিয়া নাকি যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আজ্ সন্তান সন্ততিরা মায়ের কোলে থাকিয়া কুসংস্কার ও ভীরুতা শিক্ষা করিতেছে, এ লজ্জা রাখিবার স্থান আর কোথায়? তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা সন্তানকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইবার সময় বলিতেন, যাও বাছা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্‌বিজয়ী হও। আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা, ছেলে যদি একবার বাড়ীর বাহির হইয়াছে, অমনি তাড়া-তাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিবেন, "যেওনা, যেওনা, ভূতের বাতাস লাগ্‌বে"! তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেন, বাছা!

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাতে বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেছেন,

"ওরে বাছা বেন্ধোকেতু
'মা বাপের পুণ্যি হেতু'
জনম লভিলি যদি
উদরে আমার।
আশীর্ব্বাদ করি বাপ্,
হও তুমি ঢোঁড়া সাপ্,
ধনে পুত্তুরে লক্ষীলাভ
হউক তোমার।
তোর জন্যে বার বেরত
করি আমি অবিরত ;
আঁচল ছাড়া হইও নারে
অকূলের ধন।
(ও তোর) ষষ্ঠী পূজোর পরের দিনে,
রাঙা বৌ দেবো এনে,
ছেলে ভুলে তার সনে
খেলো যাদুধন।"

এই সময়ে মেয়ে মহলে ভারি একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "ভালা মেয়ে ভালা, এত কথা জানে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "আর সীতে, জানবে কেন্? 'কালীর আকর' যার পেটে আছে, সে না জানে কি? ঐ কথায় বলে, "বিদ্যেহীন পশু।" তা আমরা তাই। আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "ইনি যা যা ব'ল্লে, তার কোন্ কথা মিথ্যে গো সীতে, সব সত্যি।" গোলমাল থামিয়া গেলে পর, শান্তি বলিলেন, "আমাদের মেয়েদের এখন এইরূপ অবস্থা। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন আছে কেবল সেই রামায়ণ আর মহাভারত। সেই সকল জননীদের বড় বড় নাম শুনি, পড়ি, আর লাজে মরে যাই। তখন মনে হয়, আমরা কি? আমরা কি মানুষ! আমরা যদি মানুষ তবে যারা পশু, তারা কি!! "ভাল কত্তে পার্ব্বো না মন্দ ক'র্ব্বো, কি দিবি তুই বল্"। ছেলেদের ভাল কিছু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যা কিছু সদ্‌গুণ, তা সব শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যেগুলি অসদ্‌গুণ, যে গুলি কুসংস্কার, যে গুলি কুশিক্ষা, যাতে ছেলে অধঃপাতে যাবে, যা'তে বংশের নাম ডুবে যাবে, মুখে চুণকালী প'ড়বে, যা'তে সমাজের অকল্যাণ হবে, দেশের সর্ব্বনাশ হবে, সে সব শিক্ষা দিতে আমাদের দেশের মেয়েরা বড় মজ্‌বুদ্। এমন্ সোণার চাঁদ মেয়ে আর কোনও দেশে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সরোজিনী বলিলেন, শান্তি, বাস্তবিক আমাদের দেশের মেয়েরা সোণার চাঁদ মেয়ে, অযত্নে "ম'র্‌চে" ধরেছে বৈত নয়। তাঁদের দোষ কি? ঐ সব সোণার চাঁদ মেয়েদের যদি মেজে ঘ'সে পরিষ্কার করা যায়, এঁদের জ্যোতি দেখে কত জাতি লজ্জা পাবে। এ সোণার দেশে, অনেক সোণার চাঁদ মেয়ে এমন সুমার্জ্জিত হ'য়ে ছিলেন, যে, এখন যাঁহারা পশ্চিম দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব'লে

থাকেন, "ঐ দেখ।" তাঁহারাও বলিবেন, "না, না, এসব জোনাকী, তাঁরা সব সোণার চাঁদ।" কোন্ দেশ গর্ব্ব ক'রে ব'ল্‌তে পারে, "এই দেখ আমাদের সাবিত্রী, এই দেখ আমাদের সীতা, এই দেখ আমাদের দময়ন্তী, এই দেখ আমাদের চিন্তা? কোন্ জাতি দম্ভ করে বল্‌তে পারে এই দেখ আমাদের আত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের খনা, এই দেখ আমাদের মৈত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের গার্গী, এই দেখ আমাদের লীলাবতী, এই দেখ আমাদের সুনীতি? শান্তি, আমাদের ছিল না কি? জানি না, কবে আবার তাঁরা ফিরে আস্‌বেন, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে! *

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৪ সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠা . পর)

খাম্বাজ। একতালা।

শ্রীবৎসচিন্তা।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

+৩ ৩ । ১৩ ৩ ৩ ৩ব
নি নি সা' সা' ঋ' সা' নি
যা- ও হে ত- ব জ- ন-

১৩ব ৩ ৩ ৩ | +৩ ৩ ৩
নি ধ ধ ম | প প সা'
ক ভ- ব- নে। | কে- ন আ-

৩ব ১৩ ৩ ৩ ৩ ১। ৩ ৩ |
নি ধ প ম গ ম ঋ সা |
র প্রি য়ে আ- মা- র স- নে। |

৩ || } +৩ ৩ ৩ ৩ ১৩
ধ || } ম ধ ধ ধ ধ
নে। || } রা- জা- ’র র- ম-

৩ ৩ ৩ ১৩ ৩ ৩ ৩ |
নি নি সা সা. নি সা. সা. |
ণী, রা- জা র সন্- ত- তি, |

+৩ ৩ ৩ ৩ ১৩ ৩ ৩
নি নি ঋ' সা' সা' সা' নি
রা- জ ভো- গে স- দা, ছি-

৩ ১৩ব ৩ ৩ ৩ | +৩ ৩ ৩
সা' নি ধ প প | ম ম ম
লে গু- ণ ব তী, | নি- বি ড়

+৩ ৩ ৩ ৩ ১৩ ৩ ৩ ৩
সা সা ম ম গ মা প ধ
প- ই বে যা- ত না, হ- রি

১৩ ৩ ৩ ৩ | +৩ ৩ ৩
নি সা' সা. সা' | নি নি নি
ণ ন- য়- না, | শ্বা- প- দ

৩ ১৩ ৩ ৩ ৩ব ১।ব ৩
ঋ ঋ' সা' সা' নি নি ধপ
সং কু- ল নি- ।ব- ড় ব-

---

* বলা বাহুল্য, যদিও লীলাবতী, খনা, গার্গী, আত্রেয়ী. সুনীতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণী-গণ বহুকাল হইল এ দেশ ছাড়িয়াছেন, তথাপি এ দুর্দ্দিনে ভারতের ঘরে ঘরে সাবিত্রীর অভাব নাই। যে দিন সাবিত্রী এদেশ ছাড়িবেন, সে দিন এ দেশ রসাতল যাইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

লেখক।

ম গ ম প প ধ নি সা' সা'
কা- ন- নে ক ষ্ট পা- বে অ- তি,

নি নি ঋ' ঋ' সা' সা'
ন- য়- নে- র জল র-

নি সা' নি ধপ ধ
বে ন- ব- নে।

সা' নি সা' সা' সা' ঋ' সা'
প্রি য়ে হে ত- ব শ্রী- মু-

নি নি নি ধ ম
খ ন- লি ন,

প প ধ ম ম গ
ব- ন প- র্য্য- ট- নে

গ ম ঋ ঋ সা
হ- বে ম- লি- ন,

সা সা ম ম গ ম
অ- নু- ভ- ব ক- রি,

প ধ নি সা' সা' নি
হে জী- বি- তে- শ্ব রী,

ঋ' ঋ' ঋ' ঋ' সা' নি সা'
এ- ত দু- খ স- বে- না।

ম ম ধ ধ ধ নি নি নি সা'
ব- নে র দা- রু- ণ ক- ঠি ন

সা' সা' সা' | নি নি নি ঋ'
মা- টি- তে, | পা- ই- বে যা-

ঋ' ঋ' সা' নি সা' নি ধ
ত- না হাঁ- টি তে হাঁ টি-

ধ | ম ম ম ম গ ম প
তে, | তা- ই ব লি যাও জ- ন-

ধ নি সা' সা' | নি নি ঋ' ঋ'
ক বা টী তে, | দিন পে- লে সু

সা' সা' নি সা' নি ধপ ধ
খী হ- ব মি ল- নে॥

(ক্রমশঃ)

নখ।

বয়ঃক্রমানুসারে নখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নখ-মধ্যস্থ শোণিত কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং নখও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়; পরে ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গুণে ঐ শোণিত লোহিতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে নখও ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত নখগুলি স্থূল ও দৃঢ় হইতে থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় নখের উপর শ্বেতবর্ণের সূত্রাকারবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কেশের ন্যায় নখের জন্মভূমি মাংস, সুতরাং নখের জীবনী-শক্তি কেশের জীবনী-

শক্তির অনুরূপ। নখের অবস্থা দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রমাণিত হয়। ক্ষয়কাশ রোগে নখের আকার ও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। নখের বর্ণ ও আকার পরীক্ষা করিয়া কোন কোন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্যতা লাভ করিয়া থাকেন স্বীকার করিয়াছেন। যাহার স্বাস্থ্য যত ভাল, তাহার নখ তত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৯ ইঞ্চির এক সহস্র অংশ পরিমাণে নখ শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ছফোর বলেন যে যদি আশৈশব নখ না কাটা হয়, তাহা হইলে ৬০ বৎসর বয়সের সময় নখ গুলি ৪ হাত লম্বা হইবার সম্ভাবনা। আনাম দেশের এক সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ আজন্ম রক্ষা করিয়া থাকে। দশ ইঞ্চি লম্বা হইলে তাহা নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপে প্রতি দশ ইঞ্চি পরিমাণের নখাংশ বক্রাকারে তিন চারি স্তরে রক্ষিত হয়। বহুকাল জ্বর রোগে প্রপীড়িত অথবা অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নখ নিষ্প্রভ হয়, এবং নখের উপর কিয়দংশ উচ্চ ও কিয়দংশ নিম্ন ভাব ধারণ করে। নখের উপর শ্বেত বর্ণের যে দাগ দেখা যায়, তাহার সহিত স্বাস্থ্যের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না, এবং ঐ রূপ দাগ হইবার কারণ কি তাহা সবিশেষ বোধগম্য হয় না।

নরভুক্ অজাগর সর্প।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ট্রিনিডাড্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কয়েক মাস গত হইল এই দ্বীপের অন্তঃপাতী পোর্ট অব্ স্পেন্ নামক নগরের নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বত পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এনাকণ্ডা (Anacanda) জাতীয় একটী বৃহদাকার অজাগর সর্প দৃষ্ট হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭ ফিট অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩১ হাত, এবং ইহার শরীরের স্থূলতম অংশের ব্যাস আড়াই ফুট অর্থাৎ প্রায় দেড় হাত। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দরিদ্র লোকেরা উক্ত বনের মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং জঙ্গলের পার্শ্বস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাখাল বালকগণ গো মেষাদি চরাইতে আসিত। উক্ত অজাগর সর্প মধ্যে মধ্যে মেষপালের মধ্যে দ্রুত বেগে উপস্থিত হইয়া একটী বা দুইটী মেষ মুখে করিয়া লইয়া জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করিত। ক্রমে ইহার মাংস-লোলুপতা এতই বৃদ্ধি হইল যে মেষ ছাড়িয়া মেষপালক বালক গণকে আক্রমণ

করিতে লাগিল। একটী দুইটী করিয়া মেষপালক বালক বা বালিকা এই সর্প কর্ত্তৃক প্রায়ই নিহত হইতে লাগিল। পরিণতবয়স্ক বলবান্ মানুষকে ইহা ভক্ষণ করিতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু পুচ্ছাঘাতে হনন করিত। গ্রামবাসী দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে বনে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরিশেষে একদিন গ্রামবাসিগণ একত্রিত হইয়া ট্রিনিডাডের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল এবং এই ভয়ানক সর্পের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করিল। শাসনকর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সত্য জানিয়া সর্প নিধনে একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী সাহসী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ জঙ্গল কাটাইয়া অগ্রে উক্ত সর্পের বাসস্থান আবিষ্কার করিল। দেখা গেল যে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুহা উহার বাসস্থান। ইহার একদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া ধূম উৎপাদন করা হইল। ধূমের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্পরাজ গুহার উপর দিক্ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনই সৈন্যগণ অনতিদূর হইতে তাহার শরীরের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারিটী গুলির আঘাত লাগিবা মাত্র উহা কুড়ি ফুট উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক আক্রমণকারীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু গুলির উপর গুলি উহার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করাতে উহা আর দৌড়িতে সক্ষম হইল না; অচিরাৎ ভূপতিত হইয়া রোষে ও ক্ষোভে সজোরে মৃত্তিকার উপর পুচ্ছ আঘাত করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে একটী হরিণশিশু এবং একটী মানব শিশুর কিয়দংশ অপরিপাক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

মহাযজ্ঞ।

ইতিহাসে কত মহাযজ্ঞের কত কথা ঘোষিত হইতেছে। নরমেধ দ্বারা দেবপূজা তাহাও শুনিয়াছি। স্বর্গের জন্য, দেব সন্তোষের জন্য নরবলি, ইহাও শুনিয়াছি। শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রাণ খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে বলি, এমন স্বর্গ চাহি না, এমন দেবসন্তোষ সাধন করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চাহি না। কিন্তু পাঠিকে? কঠোরে কোমলতা আছে; বজ্রে কুসুম সুষমা আছে; গরলে অমৃত আছে। আর উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে আতঙ্ক ও প্রমোদ উভয়ই আছে। আজ আইস ভগিনি!

একটী মহাযজ্ঞের মহান্ ভাব দর্শন করিতে যাই। মরজগতে অমরভাব দেখিবে, সুর সুন্দরীর সুরলীলায় মোহিত হইবে; যদি হৃদয় থাকে, জীবন থাকে, সেই সুন্দরীর ভস্মাবশেষ দেহে মাখিয়া কৃতার্থ হইবে; জরামরণশীল জগৎকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে।

রাজপুতনার ভীলার পল্লীর এক ব্রাহ্মণ ভবন রুদ্ধদ্বার,তন্মধ্যে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখা লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেই যেন উঠিতেছে। কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত, ব্রাহ্মণ যজ্ঞীয়বেশে উপবিষ্ট; পার্শ্বে সুশাণিত তরবারি। ব্রাহ্মণ উদাত্ত গম্ভীরস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, পাঠ করিতে করিতে প্রশান্ত নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেশরাজি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যজ্ঞশেষে বজ্রনির্ঘোষে যেন জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া, বায়ুকে প্রচালিত করিয়া, হোমাহুতি প্রদানে উদ্যত হইয়া পার্শ্বদেশে চাহিয়া কহিলেন, "বৎসে! প্রস্তুত হও। তুমি আমার—আমার বংশের—সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের ও সতীত্বের মুখ উজ্জ্বল করিবার পাত্রী। আমি জানি, তুমি তজ্জন্য প্রস্তুত। আজ তোমার স্নেহময় পিতার, ধর্ম্মের, সতীদেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হও। এস তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া তোমার হৃদয়ে বল প্রদান করি। মা! তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহাতে আমার আর দুঃখ নাই, কেননা তুমি জানিতে পারিয়াছ, ভীষণ কাল সর্প তোমাকে, আমাকে, পবিত্র বংশকে, ধর্ম্মকে দংশন করিতে ফণা বিস্তার করিয়াছে। তুমি বুঝিয়াছ, যে স্বয়ং এ যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ না হইলে তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই। ছার জীবন অপেক্ষা সতীত্ব মহামূল্য; তাহা তুমি জান। যাও,স্বর্গে যাও,ঐ দেখ কুলদেবতা, বংশের দেহ-মুক্তা জননীরা ও দেববালাগণ সহাস্য বদনে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া লইবার জন্য দণ্ডায়মান। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের বদনমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিষাদ নাই, বিরাগ নাই, আছে কেবল আনন্দ। ব্রাহ্মণ যেন আনন্দে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। আর ঘন ঘন পার্শ্বদেশে কুণ্ডের দিকে ও উর্দ্ধদেশে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন।

পার্শ্বে অপরিস্ফুটযৌবনা জ্যোতির্ম্ময়ী আলুলায়িতকুন্তলা রক্তাম্বর পরিধানা, বালিকা মূর্ত্তি! আ মরি মরি! কি মাধুরী। চন্দ্র কিরণ যেন আকৃতি ধরিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান। বালিকা হাস্যছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কোমলস্বরে কহিল, পিতঃ! আজ জীবন সার্থক। সতীত্ব, ধর্ম্ম ও বংশ ও তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব, ইহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি, সৌভাগ্য কি! প্রার্থ-

নাই বা কি! জানি পিতঃ! আমার উপর আমার সতীত্ব, আমার বংশ, আমার ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। আমি জানি সতীদেবতা, কুলদেবতা আমার চিরসহায়। জানি বলিয়া, সেই দুরাচার, পামরের মুখের উপর তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি। পিতঃ! জীবন ত্যাগভিন্ন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই; তাই পিতঃ! জীবন আহুতি দিব বলিয়া সতীবেশে আসিয়াছি। সেই জন্য পিতঃ! এই যজ্ঞকুণ্ড, এই যজ্ঞদ্রব্য, ঐ তীক্ষ্ণধার অসি সাজাইয়াছি, আর বিলম্ব কেন? ঐ শুন দ্বার দেশে পুনঃ পুনঃ আঘাতের উপর আঘাতের শব্দ হইতেছে, ঐ শুন কোলাহল বাড়িতেছে। পিতঃ! আর কেন? বিলম্ব করিলে আমাকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

পিতা একবার কন্যার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তে অসি গ্রহণ করিয়া কন্যার বক্ষঃস্থল হইতে সপ্তখণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া দিলেন। সপ্তধারে কন্যার বক্ষোরক্তধারা ঝুঁঝিয়া পড়িতে লাগিল। পিতা কহিলেন বৎসে! অগ্রে তোমাকে আহুতি দিয়া পরে আপনাকে আহুতি দিতেছি। যাও,স্বর্গবাসিনী দেবকন্যা সকল অপেক্ষা করিতেছেন। বালা কোন কষ্ট প্রকাশ না করিয়া, হাস্য করিতে করিতে, আম্রশাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পিতা ও স্বর্গ পানে চাহিয়া জীবন আহুতি প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সেই সপ্ত মাংস খণ্ড মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেন। অগ্নি প্রবল বর্দ্ধিতভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময়ে বাহিরের দ্বার ঘোর শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোতে ভবন ভরিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে মহার্ঘবেশধারী, মণিমুক্তা-বিভূষিত একটী যুবক। যুবক সেই অগ্নিকুণ্ড, সেই কুণ্ডমধ্যস্থা দগ্ধপ্রায়া বালিকা, সেই লোহিতনয়ন যজ্ঞীয় বেশধারী ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ঘটনাক্ষেত্র পরম্পরাদর্শনে যুবক ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বাক্য রহিত হইল। জনসমূহও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রাহ্মণের অন্য দিকে দৃষ্টি নাই; কোন রূপ চাঞ্চল্য নাই; ব্রাহ্মণ আরক্ত নয়নে সূর্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া জলগণ্ডুষহস্তে কহিলেন যে, “নরাধম আমার প্রাণ-প্রিয়তরা দুহিতার এই পরিণামের মূল, যদি দেব সত্য হয়, যদি ব্রাহ্মণবংশে ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম হইয়া থাকে, যদি ধর্ম্ম সত্য হন, যদি জগতে সতীত্বের ও পবিত্রতার আদর ও মহত্ত্ব থাকে,তবে সেই নরাধম ও তাহার বংশের কেহ যেন কখনও সুখশান্তি সম্ভোগ না করে।” এই বলিয়া জলগণ্ডুষ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং লম্ফ প্রদান করিয়া সেই অগ্নি কুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

মহাযজ্ঞ শেষ হইল, আইস পাঠিকে! এই মহাযজ্ঞের মুলতত্ত্ব জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? ইতিহাস অনুসন্ধান কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

মারবরাধিপতি উদয় সিংহ সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে দিল্লীহইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ভীলার পল্লীর তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন সরোবরতীরে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক অবিবাহিতা বালিকা জল কলস কক্ষে সৌন্দর্য্যে বনপ্রদেশ উজ্জ্বল করিয়া মৃদুমন্দপদে গমন করিতেছে। এরূপ লাবণ্যময়ী নারী কখনও তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই, অধিক কি, এরূপ সুন্দরী জগতে বিদ্যমান আছে, ইহা তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি এরূপ স্থানে এই বালিকাকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় অনিমেষনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। উদয় সিংহ যুবক, তাহে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল, উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, এই বালিকার অনুসরণ কর। ইহার পিতাকে গিয়া বল "মারবরপতি উদয় সিংহ এই বালিকার বিবাহার্থী, সে শীঘ্র যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়"। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, বালিকা আর্য্যপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের কন্যা। ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং যুবক, রূপোন্মত্ত উদয় সিংহ আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া দুঃখে, অধৈর্য্য ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, সেই সুন্দরী পুনরায় কলস কক্ষে আগমন করিতেছেন। যুবক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "সুন্দরী! আমি মারবারাধিপতি উদয় সিংহ, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি, আমাকে বিবাহ কর, রাজসিংহাসন, এই মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট, সমস্ত মারবার প্রদেশ, তোমার শতদল-নিন্দিত পদে অর্পিত হইল। আইস, দোলা প্রস্তুত, তোমাকে বিবাহ করি। সুন্দরী! শত শত দাসী তোমার সেবা করিবে, মণি মুক্তায় তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে।" বালিকা রাজার দিকে না চাহিয়া ক্রোধে যেন আপন সৌন্দর্য্যকে আরো বর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন, "মারবার! তোমাকে ধিক্, যে তুমি এমন পিশাচকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছ। যুবক! আমার চরণাঙ্গুলির তুলনায় রাজমুকুট, তোমার সিংহাসন, ও তুমিও অতি সামান্য; আমি ব্রাহ্মণকন্যা; ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম। বংশের, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানি, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সুখের লোভে বংশকে মলিন করিতে পারি না। যাও, দূর হও, ঐ জলন্ত নরক কুণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" বালিকা এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। রাজা স্তম্ভিত; সৈন্য সামন্ত স্তম্ভিত। বনস্থলীও যেন স্তম্ভিত

হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক আরো অধৈর্য্য হইয়া আদেশ করিলেন, যাও এখনি গিয়া ঐ দর্পিতাকে বন্ধন করিয়া আন।

বালিকা গৃহে আসিয়া পিতাকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, নয়নজল দর দর ধারে বহিতে লাগিল, কহিলেন, "বৎসে এখন তুমি কি উপায় চিন্তা করিলে? আমি তো তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু মা! তোমার জীবন হইতে যে বংশের পবিত্রতা, ধর্ম্মের মহত্ত্ব, ও সতীত্ব গরীয়ান্, তাহা ভুলিও না। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। আমি তোমার পিতা, আমার কর্ত্তব্য তোমাকে রক্ষা করা, তাহা আমাদ্বারা হইল না।" এই বলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা হাস্যমুখে বলিলেন "পিতঃ! চিন্তা কি? অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করুন। আমি জানি, এছার দেহ অগ্নিসাৎ ভিন্ন আমার পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।"

পাঠিকে! এই সেই মহাযজ্ঞ! মহাযজ্ঞে মহাবলি প্রদত্ত হইল। ইতিহাস জানে এই যজ্ঞের শেষ ফল কি?

যোগ-মাহাত্ম্য। *

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন।

যোগী তপস্বীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

শ্রদ্ধাবান্ ও অন্তরাত্মার সহিত মদ্গতচিত্ত হইয়া যে আমাকে ভজনা করে, সে সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে ভজনা করে, সে যোগী সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আমাতে অবস্থিতি করে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

হে অর্জুন আপনার সহিত তুলনা করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবকে সমান দেখে এবং সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, আমার মতে সেই পরম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত পরমাত্মায় অবস্থিত দর্শন করে।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠাধ্যায় অভ্যাস যোগ হইতে গৃহীত।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখে এবং আমাতে সকল বস্তু অবলোকন করে, আমি তাহার বিনাশক হই না, সেও আমার বিনাশক অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতী হয় না।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং॥

রজোবিহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ব্রহ্মগতপ্রাণ যোগীকে সর্ব্বোত্তম সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মসমাধিজনিত পরম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।

যুঞ্জন্নেব সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

মন সর্ব্বক্ষণ বশীভূত রাখিয়া বিগত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সংস্পর্শের যে অত্যন্ত সুখ, তাহা ভোগ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। তারা মা—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত এবং বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত জগৎ-জননী সকল জীবের তারণকর্ত্রী যিনি, তিনিই তারা মা। গ্রন্থকার অতি উদার ভাবেই সকল ভক্ত প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া সেই মার পূজা করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভক্তই প্রাণের সহিত ইহাতে যোগ দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। ইহাতে যে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত প্রাণের পূজা, সুতরাং সরলতা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রেমে পূর্ণ, বলা বাহুল্য। ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা সেই প্রাণের ভাষাতেই রচিত। গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা অধিক কথা কি বলিব? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য "তারা মা"র 'আধ্যাত্মিক মহা পূজা ইহাদ্বারা জগৎময় প্রচারিত হউক।

২। কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ প্রণীত—প্রয়াগতীর্থে গত মাঘ মাসে যে মহা মেলা হইয়াছিল, তাহার সুন্দর চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা মেলায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে তাঁহারা তাহার দৃশ্য কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তীর্থ যাত্রার ফলও কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিতে পারিবেন। লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না হইলেও তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের সহিত হৃদয় যোগ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ভক্তিরসপ্লুত লেখনী বিনিঃসৃত এবং সাধুভক্তি উদ্দীপনের বিশেষ সহায়।

৩। জীবনী-কোষ—শ্রীদ্বারকা নাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার অনেকগুলি ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ প্রচার

করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের উপকারী বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হইবে। পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতিতে উল্লিখিত মহাত্মা এবং বর্ত্তমান কাল প্রসিদ্ধ নরনারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। বৃত্তান্ত সকল সংগ্রহে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এ গ্রন্থপাঠে স্থুলভাবে এদেশের পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এরূপ গ্রন্থের উৎসাহ দান করা সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য।

৪। বামাবোধিনীর বিশেষ আনন্দ, ক্রমে বঙ্গসাহিত্য সমাজে অধিকতর সংখ্যক সুলেখিকা আবির্ভূত হইয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আমরা বঙ্গমহিলা রচিত যে তিন খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অল্পকাল মধ্যে দর্শন করিয়াছি, তাহার সবিস্তর সমালোচন না করিলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় না। স্থানাভাবে এবার সে সম্বন্ধে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া কেবল প্রাপ্তি মাত্র স্বীকার করিলাম:—

(১) কাব্যকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(২) প্রতিধ্বনি—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, ১নং হারিণ্টন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

(৩) প্রেমলতা—স্নেহলতা রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৷০ মাত্র।

নূতন সংবাদ।

১। চীন ও জাপানের যুদ্ধে পিঙ্গিয়াঙ্গ নামক স্থানে জাপানীরা পরাভূত ও তাহাদের পাঁচ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে। চীনদিগের বিজয়ী সেনাপতির নাম ইয়ে, তাঁহার বর্ণনায় চীন সেনা অল্পমাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরেজ রুষ প্রভৃতি জাতি নিরপেক্ষ হইয়া ইহাদের কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। ইউরোপের ন্যায় আসিয়ার শান্তি সংস্থাপনার্থ অন্তর্জ্জাতিক সভা সমিতি নাই, চীনজাপানীরা সতর্ক না হইলে পরস্পরের বিবাদে উৎসন্ন যাইবে।

২। আমেরিকা প্রবাসী স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্দ্ধনার্থে কলিকাতায় টাউনহলে এক মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুদিগের সকল শ্রেণীর লোক যোগ দিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। নবাব মীর মহম্মদ আলি ৬০ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহার আয়ে দরিদ্রদিগের জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। নবাব যথার্থই উন্নত-হৃদয় নবাব নামের যোগ্য।

৪। স্থানান্তরে 'নথ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে আনাম দেশ বাসীদিগের নথ রক্ষা প্রথার উল্লেখ আছে। আনামের রাজার নথ অধিক মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, ইহা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রধানা ৫টী মহিষীর একটি নিযুক্তা। তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা একশত।

৫। ফরিদপুর বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ খুব প্রবল। নব্য ভারত লিখিয়াছেন ফরিদপুরের মধ্যে অনাহারে ৯টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের প্রাণ রক্ষার্থ সাধারণের সাহায্য দান নিতান্ত আবশ্যক।

৬। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে যাঁহারা পারিতোষিক রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেবল শ্রীমতী মানকুমারী বসুর "বিগত শত বর্ষে রমণী দিগের অবস্থা" পরীক্ষকদিগের মতে পারিতোষিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

বামারচনা।

সঙ্গীত বাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি কুলরমণীগণের সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষার বিদ্বেষী। তাঁহারা জানেন না যে এই দুটী রমণীকুলের কত উপকারক। প্রথমতঃ গীত বাদ্য দ্বারা আপনার মন প্রফুল্ল রাখা যায়। মানসিক যন্ত্রণায় হৃদয়াকাশে আনন্দরূপ চন্দ্রালোক বিতরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহার মত এমন কি আছে? অতএব সঙ্গীত বাদ্য মানসিক যন্ত্রণা অন্তর্হিত করিবার এক মাত্র মহৌষধ। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত বাদ্যে মনের প্রফুল্লতা বশতঃ স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই দুটী উপকার ব্যতীত সঙ্গীত বাদ্য রমণী কুলের আর একটী প্রধান উপকার করে; সে উপকারটী স্বামীকে সৎপথে রাখা।

স্বামী বিষম বিষাদে মগ্ন হইলেও গীত বাদ্যদ্বারা স্ত্রী স্বামীকে সদানন্দে রাখিতে পারেন। আমাদের কুল-মহিলা দিগের জন্য যদি সঙ্গীত বাদ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত না এবং তাহাদের অভাগিনী মাতা ও স্ত্রী হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। অনেক পুরুষ শুধু সঙ্গীত বাদ্যের বিমলানন্দ উপভোগের জন্য কুপথে গমন করিয়া থাকেন। পরিণামে অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুরুষ এরূপ কুপথে যায় কেন? কুল-মহিলা দিগের সঙ্গীত বাদ্যের অভাব যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা বোধ-হয় প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে সকলে

স্বীকার করিবেন। যে সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস আস্বাদনের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া পুরুষ কুপথগামী হইতে কুণ্ঠিত হয় না, যদি সেই সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস গৃহে বসিয়া অস্বাদন করিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতি নিয়ত এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া নিজের নন্দন কাননরূপ সংসারে অশান্তিরূপ অগ্নি জ্বালিতেন না। অনেক স্ত্রীলোকে মনে করেন সঙ্গীত বাদ্য একটা লজ্জার বিষয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের ধারণা ভুল। সঙ্গীত বাদ্য পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী ভাশুর ইত্যাদি সকলের কাছে করা যাইতে পারে। তবে কতগুলা অশ্লীল গান কণ্ঠস্থ করিয়া সেই গুলা গাওয়া অন্যায় ও ঘৃণাকর। ভগিনীগণ তোমরা গুরুজনের সম্মুখে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান কর, তাহাতে কেহ নিন্দা করিবে না এবং সংসার সুখের হইবে। গীত বাদ্য যদি একটা লজ্জাকর কার্য্য হইবে, তাহা হইলে আর্য্য মহিলাগণ যত্নের সহিত গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন না। তাঁহারা কি নির্লজ্জা ছিলেন? তাহা কখনই নয়। প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের ন্যায় লজ্জাবতী রমণী আমাদের মধ্যে কয় জন? কি দুঃখের বিষয় এক সময় যে দেশের কুল মহিলাগণ যত্নের সহিত সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই দেশের রমণীগণই এই মঙ্গলকর কার্য্যকে লজ্জাকর কার্য্য ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যে দিন আমাদের কুলমহিলাগণ প্রাচীন আর্য্য মহিলার ন্যায় বীণা বাজাইয়া গান গাহিতে শিখিবেন, সেই দিন হইতে পুরুষ আর কুপথগামী হইবে না; দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া সংসার বিষময় হইবে না। সেই দিন হইতে আমরা সংসারে স্বর্গ লাভ করিব।

লেখিকা

নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

৺অম্বিকা দেবজায়ার উদ্দেশে চিত্রপট।

আমার আঁধার ঘরে,
এ কে গো বিরাজ করে,
লক্ষ্মী-প্রতিমার মত এ কার প্রতিমা।
মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী,
দয়াময়ী, স্নেহময়ী,
মানবীতে সম্ভবে কি এত মধুরিমা?
ভূতল পবিত্র করি,
বুঝি কোন দেবনারী,
খেলা করে চলে গেল আপন আবাসে।
আমরা কি লয়ে রব,
এই চিত্রপট তব,
পূজিব চিরজীবন অশ্রুনীরে ভেসে।
সুধু কি এ প্রতিমূর্ত্তি,
কত তব পুণ্যকীর্ত্তি,
কত স্নেহ কত দয়া জাগিছে হৃদয়ে।

সতী লক্ষ্মী তুমি দেবী,
আদর্শ জীবন লভি,
করিলে মানবী লীলা মরত আলয়ে।
মর্ত্ত্যেও দেবতা পতি,
লভেছিলে তুমি সতি,
কে বলে মানব তাঁরে তিনিও দেবতা।
শাঁপভ্রষ্ট সুজনায়,
জনমিলে এ ধরায়,
পালিলে সতীত্ব ধর্ম্ম অয়ি প্রতিব্রতা!
হরিনাম লয়ে মুখে,
জীবন ত্যজিলে সুখে,
অটল বিশ্বাস বুকে, নির্ভয় হৃদয়;
আপন পুণ্যের বলে,
কি আনন্দ মৃত্যুকালে,
শুভদিনে চলে গেলে অমর আলয়।
কৃতান্ত যন্ত্রণা দিতে,
পারে কি ও শরীরেতে,
মৃত্যুছায়া না পড়িল ও পবিত্র দেহে;
অপ্সরা মূরতি ধরি,
হাসি মুখে কায়া ছাড়ি,
গেলে চলি সুরনারী আপনার গেহে॥

শ্রীমতী সু—ঘোষ।
নওগাঁ।

স্বপন।

১

দেখিনু স্বপনে আর বসন্ত না হবে,
প্রকৃতির সে ক্ষমতা নাহিক এখন,
কু আশায় ধূমজালে আবৃত সে পথ,
দ্বারে আসি মিছে কথা বলে সর্ব্বজন।

২

জনপদ ছাড়ি আমি চলিনু সুদূরে,
দেখিলাম বনলতা কণ্টকে আবৃত,
কাঁটাগুলি লইলাম বাঁধিতে ললাটে,
বিজয়-মুকুট সম পরিলাম শিরে।

৩

কত যে শুনিনু আমি ঘৃণা কটু কথা
যুবক বালক আর বৃদ্ধের নিকট,
সভামাঝে সমস্বরে বলিলেক তারা
কাঁটার মুকুট মাথে বোকা সে নিশ্চয়।

৪

বলিতে লাগিল সবে নির্ব্বোধ বালিকা।
নিশায় দেখিনু এক স্বরগের দূত;
অধরে নাহিক ভাষা, উজ্জ্বল নয়ন;
নীরবে মধুরে হাঁসি দেখেন মুকুট।

৫

ক্রমে হস্ত পরিমিত হ'ন অগ্রসর
ছোঁবা মাত্র কণ্টক হইল পারিজাত,
সে ভাষা মুখের ভাষা কভু না সম্ভবে
বলিলেন "ধন্যা তুমি নারী ভাগ্যবতী।"*

শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু।

* শেষচরণ, অল্প পরিবর্ত্তিত। বা, বো, স।

*** পারিতোষিক রচনা।—বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৭ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০১—অক্টোবর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মূক বধির বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে মূক বধির এবং অন্ধদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিবেন। মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহার জন্য অনূ্যন ৬ হাজার টাকা ব্যয়ের ভার লইয়াছেন। দেশহিতৈষী নরনারীগণের এ সাধুকার্য্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বিদ্যাবত্তা—মহারাণী বিক্টোরিয়া ইউরোপীয় ১১টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, ইহার উপর হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। ভারতীয় কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন।

লণ্ডন দাতব্য—এক লণ্ডন সহরে ধনাঢ্য লোকের মৃত্যুর সময়ে সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান প্রতি বৎসরে প্রায় ২কোটী টাকা। ইহাতেই তথায় এত দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এ দেশের ধনাঢ্যদিগের অর্থ মোকর্দ্দমা ও পোষ্য-পুত্রে প্রায় নিঃশেষিত হয়।

লেডী ডফারিণ—ভারত-হিতৈ-ষিণী এই অশেষ গুণবতী রমণীর নাম আমাদের বিশেষ প্রিয়। ইনি কেবল দয়ার কার্য্যে প্রসিদ্ধ নন, বিদ্যাতেও সুবিখ্যাত। ইহাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অল্প দিনে নিঃশেষিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—মিস্ মেলবা এস টাইটস গত জুন মাসে নিউইয়র্কে আইন পরীক্ষা দিয়া এল এল বি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীতে ১০৫ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি পরীক্ষায় ৪র্থ হইয়াছেন।

স্ত্রী ডাক্তার—কুমারী হামিলটন আফগানিস্থানের আমীরের জেনানা ডাক্তার হইয়া ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছেন। তিনি যথায় যান, তাঁহার দেহরক্ষীরূপে ৬ জন সৈনিক গমন করিয়া থাকে।

স্ত্রী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাত্রী—বিবী ফেঞ্চ সেলডন একবার আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তথায় এক নব জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় যাইবেন এই জন্য ইংলণ্ডে বন্দোবস্ত করিতেছেন। জাঞ্জিবারের উত্তরে একটী বাণিজ্য বন্দর করিবেন। ৩০০ মার্কিন শ্রমজীবী তথায় যাইতে প্রস্তুত।

বাল্মীকি চরিত।

যে প্রসিদ্ধ দস্যু রত্নাকর পূজ্যবর দেবর্ষি নারদের মহামন্ত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অমর কবি বাল্মীকি নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বাল্মীকি তিনি নহেন। ইনি দ্বাপর যুগের জনৈক ভক্তিমান্ বৈষ্ণব। ত্রেতা যুগের বাল্মীকির ন্যায় ইহাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সসাগরা সদ্বীপা অবনীর অধীশ্বর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ইহাঁকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, অধিক কি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জগদ্বিখ্যাত রাজসূয় যজ্ঞ উক্ত মহাত্মার আগমনেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

জাতিভেদ অথবা জাত্যভিমান থাকার দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন বিচার করিতেছি না, তবে বলিতে চাহি সর্ব্বেশ্বর জগদীশ্বরের নিকট "ভক্তের জাতিভেদ" নাই একথা সর্ব্ব সাধারণের স্বীকার্য্য এবং সেই হিসাবে ধরিলে নীচ জাতি বলিয়া কাহাকে অশ্রদ্ধা অথবা ঘৃণা করা অন্যায়। যাহাহউক এ প্রবন্ধের বাল্মীকি মহাশয় জাতিতে রোহিদাস অর্থাৎ মুচি ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অশ্রদ্ধা ক র, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? যে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুজাতির নিকট পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তিনি স্বয়ং এই ভক্তের অপ্রমেয় সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন। যখন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পরাক্রান্ত জাতি পরাস্ত হইয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধার্ম্মিক প্রবর যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞে সদাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই সমাগত হইয়াছিলেন, লক্ষ

লক্ষ বিদেশীয় নরপতি মহারাজের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, মহাসমারোহে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে অপরিতোষ ভোজ্য দান, নানাবিধ যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠেয় যাবতীয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে যজ্ঞীয় শঙ্খ নিনাদ দ্বারা যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

কিন্তু এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কালে প্রথমে শঙ্খ ঘণ্টার স্বর বন্ধ হইয়াছিল, কোন চেষ্টাতেই কেহ তাহা বাজাইতে সক্ষম হইল না। এরূপ অমঙ্গল দর্শনে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ভীত চকিত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল, ছিদ্র কি হইল ?"
কৃষ্ণ কহে "মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ;
যেহেতু অপূর্ণতায় শঙ্খ না বাজিল ;
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতে বিধিহীন হৈল।"

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের অপূর্ণতা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন, এত ধুমধাম এত ব্যয় ব্যসন করিয়া যজ্ঞ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইল ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় চিন্তা করিলেন, অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! এই অসংখ্য অসংখ্য সদাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজ্য গ্রহণ করিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই কি বৈষ্ণব নহেন ?"

"কৃষ্ণ কহে নাহি, নাহি, শুদ্ধ ভক্ত যারা,
যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তারা ?"

যুধিষ্ঠির অস্থির হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণ তবে উপায় ?" তখন মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ, তোমার এই নগরের মধ্য অতি পবিত্র, ভাগবত, শুদ্ধচেতা, পরম বৈষ্ণব রোহিদাস বাল্মীকি; তুমি সযত্নে সেই মহাত্মাকে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা কর।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে কৃষ্ণাদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন, মহানন্দে ভীমার্জ্জুনকে বাল্মীকি সন্নিকটে পাঠাইলেন; তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনাজন্য নগর পুনর্ব্বার নব বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল, যেন পুনরায় নব যজ্ঞের উদ্‌যোগ হইতেছে; অন্তঃপুরে পুনরায় রন্ধন ক্রিয়ারম্ভ হইল! আর মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির একজন নিতান্ত অপরিচিত গরীব মুচির অপেক্ষায় সোৎসুকনয়নে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হায় হায়! প্রাণসখা কৃষ্ণের প্রতি এত বিশ্বাস, এত ভক্তি না থাকিলে কি নির্ব্বাসিত যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইতে পারিতেন? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, চাতুর্ব্বর্ণ জাতি সমূহের শ্রেষ্ঠ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত ভূপালগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া ভক্তপ্রবর যুধিষ্ঠির আজ কৃষ্ণের সামান্য অস্পৃশ্য চর্ম্মকারের সেবা সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল, চিন্তিত, ও পরম আগ্রহান্বিত।

যাহাহউক এদিকে চর্ম্মকার পল্লীতে দরিদ্রতম বাল্মীকি মহোদয় গৃহে নিবী-

লিত-লোচনে ইষ্টদেবের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য, এমন সময়ে বীরাগ্রগণ্য ভীমার্জ্জুন স্বদলবলে, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রোহিদাসের সেই ভক্তি-পূর্ণ বিশাল বক্ষস্থল, জ্যোতির্ম্ময় মুখাবয়ব, চাকৃচিক্যময় প্রশস্ত ললাট দর্শনে ভীমার্জ্জুনের মনে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের উদয় হইল।—তাঁহাদিগের অবস্থানু-যায়ী বীর্য্য, পরাক্রম, খ্যাতি, যশ, গর্ব্ব, সকলই ভক্ত সন্দর্শনে অবনত ও অন্তর্হিত হইল। দুই ভ্রাতার বাক্যস্ফর্ত্তি হইল না, ভয়ে সবেগে বাল্মীকির পদদ্বয় লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। চমকে ভগ্নধ্যান হইয়া বাল্মীকি মহোদয় সত্রস্তে নেত্রোন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, মহা পরাক্রান্ত রাজানুজ, মধ্যম ও তৃতীয় পাণ্ডব, পদতলে পতিত। তিনি ভীত চকিত হইয়া কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাল্মীকির সেই দীনভাব দেখিয়া ভীমার্জ্জুনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ অশ্রুলীলার পর ভীম মহাশয় কম্পিত-কলেবরে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে বৈষ্ণবকুলতিলক! দেব-দুর্লভ আপনার পদ-রজোদানে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরী পবিত্র করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক রাজধানীতে শুভাগমন করুন।" 'আহা! নিরক্ষর বাল্মীকি অত উচ্চ সাহিত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তবে বুঝিলেন, যে তাঁহাকে রাজবাটী যাইতে হইবে। তখন ধীরে ধীরে বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে বলিলেন :—

"তবে যদি যাব আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো সমান যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি ॥
উচ্ছিষ্ট পাড়িব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুক্তি যোগ্য না হইব ॥"

যাহাহউক, বাল্মীকি যাহাই বলুন, ভীমার্জ্জুন মহাসমারোহে তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন, পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভক্তপ্রবর বাল্মীকি এ রহস্য কিছুই বুঝিলেন না। বিরক্ত হইয়া, "কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ" বলিতে বলিতে নেত্র নিমীলিত করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় সমারোহে স্বধামে রাখিয়া আসা হইল। হরিধ্বনি করিয়া মহা-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যজ্ঞীয় শঙ্খ যেন বাল্মীকির সম্মান বৃদ্ধির জন্যই এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন শঙ্খঘণ্টা উচ্চৈঃস্বরে বাজিয়া যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মহারাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়া, মনে মনে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ এই বাল্মীকি চরিতে ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশিত। "শুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ বাধ্য," জাতি ধন বুদ্ধি বিদ্যা পদমর্য্যাদার অপেক্ষা নাই, এই বাল্মীকি তাহার অন্যতম জাজ্বল্য

উদাহরণ। শ্রুতিপুরাণ, গীতা ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রও এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন, যথা—যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ। যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিপ্রিয়োমাধবঃ। ভগবান্ ভক্তিতে বদ্ধ, ভক্তিপ্রিয়।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর।)

"নচাপত্যসমঃ স্নেহঃ" এ কথা প্রায় সকল জীব জন্তুর পক্ষেই খাটে। আমাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের মাতৃ-স্নেহ অনেকেই দেখিতে পান। আরও আশ্চর্য্য এই যে মাতৃ-প্রকৃতি-প্রাপ্ত হিংস্রজন্তুগণও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শাবকাদি পালন করে!—মানবশিশু তাহাদের ভক্ষ্য হইলেও তাহারা নিরাশ্রয় মানবশিশুকে পাইলে স্বীয় সন্তানবৎ প্রতিপালন করে; পুস্তকাদিলিখিত "ব্যাঘ্রপালিত মানুষ" এবং কলিকাতা দাসাশ্রমের "ভল্লূকপালিতা কন্যা" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, মাতৃ-স্নেহ ইতর ও হিংস্র জন্তুর মনেও যখন এত প্রবল, তখন জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, হৃদয়বিশিষ্ট মানবজাতির মাতৃ-স্নেহ যে অপরিসীম ও চিরস্থায়ী, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সন্তান গর্ভস্থ হইলে সেই ভ্রূণের উপরেই মাতার স্নেহসঞ্চার হয়। গর্ভস্থ শিশু কিসে নিরাপদ থাকিবে, কিসে সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইবে, ইহাই মাতার ভাবনা। স্নেহাতিশয্যে আনন্দ ও আগ্রহে মাতা প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করেন; তাহার পরে নিদারুণ প্রসববেদনা—যে যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে মানবের সাধ্য নাই, যে যন্ত্রণার পরিণাম মৃত্যুও হইতে পারে, সেই দুঃসহ বেদনা সহিয়াই মাতা সন্তান প্রসব করেন। আবার সদ্যঃপ্রসূতা মাতা সন্তানের মুখ দেখিয়া এত আনন্দিতা হন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এত ব্যগ্র হন, যে নিজের মরণাধিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া প্রাণের সন্তান হীনাঙ্গ হইয়াছে কিনা, তাহার শারীরিক ক্রিয়া সকল উপযুক্ত রূপে সম্পাদিত হইতেছে কিনা ইহাই মাতার প্রধান চিন্তনীয় হয়। সেই চেতনাবিশিষ্ট জড়বৎ শিশুটীকে "মানুষ" করা যে কি আয়াসসাধ্য কি শ্রমসাধ্য, তাহা মাতাই জানেন, আর পরম মাতাই জানেন। সেই অসহায় নিরাশ্রয় শিশুটী মাতার হৃদয়ের শোণিত, জীবনের আনন্দ, মমতার পুত্তলীরূপে পালিত হয়—তাহার সকল অভাব পূর্ণ হয়। একই মা তাহার ধাত্রী, দাসী ও মেথরাণী রূপে নিযুক্তা থাকেন। মল মূত্রে মাতার শরীর ডুবিয়া থাকে, স্তন্য

রূপে অজস্র শোণিত ব্যয় হইয়া শরীর কৃশ হইতে থাকে, তাহাতেও মা'র কত আনন্দ! শিশুর পীড়া হইলে মাতা রোগীর ন্যায় স্নানাহার ত্যাগ করেন, রোগীর ন্যায় ঔষধ পথ্য গ্রহণ করেন; শিশুর শরীর-পোষণ আশয়ে মাতা স্তন্যবৃদ্ধিকর আহার পানীয় গ্রহণ করেন এবং শিশুপালন অনুরোধে মাতাই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি সকলকে সংযত করেন। দাসত্বের মহত্ব, আত্ম-ত্যাগের দেবত্ব মাতৃ-হৃদয়ে মাতৃ-ব্যবহারে সর্ব্বদাই দেখা যায়। এ জগতে সাধারণ মানব সুখপ্রার্থী; যে কেহ সুখের ক্ষতি করে, সাধারণ মানব তাহার হাত এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু অলৌকিক—মাতৃ-চরিত্র ইহার বিপরীত। এ জগতে সন্তানের জন্য মা "সর্ব্বসুখহারা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দেহ শিশুর মল মূত্র বমনাদি লিপ্ত, আহার নিদ্রাদি হইতে বঞ্চিতা, রোগাদির জন্য সদাই শঙ্কিতা—এত দুঃখভাগিনী মা কেবল সন্তানেরই জন্য; কিন্তু সন্তান কর্ত্তৃক মাতৃ-হৃদয় এত নিপীড়িত হইলেও, মাতার বিরক্তি দূরে থাকুক, স্নেহ-সিন্ধু সহস্র স্রোতে উথলিয়া সেই সন্তানকে ডুবাইতে থাকে! আবার সন্তানের মধ্যে যেটী কাণা খোঁড়া প্রভৃতি বিকলাঙ্গ, অথবা পীড়িত, মূর্খ, বা দরিদ্র বলিয়া জন-সমাজে অবহেলনীয়—এক কথায় যে সন্তানটী হইতে মাতার সুখ, শান্তি, আশা প্রভৃতি সমূলে বিনষ্ট হই'য়া থাকে, সেই হতভাগ্য সন্তানটীই মা'র বড় যত্নের ধন—বড় আদরের জিনিস হয়! নিষ্ঠুর সংসার "অধম" দেখিয়া পাছে পদ-দলিত করে, এই ভয়ে মা সেই দুর্ভাগ্য জীবটীকে স্নেহের বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখেন! এমন নিঃস্বার্থতা, এমন স্বর্গীয় প্রেম, জগৎ আর দেখিবে না! মাতৃ-হৃদয়ের উপমেয় পদার্থ জগতে আর মিলিবে না! এইজন্যই, মাতৃ-তত্ত্ব বুঝিয়া মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে ডুবিয়া আর্য্য ঋষিগণ, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া গিয়াছেন,

> "নাস্তি মাতৃ-সমা ছায়া
> নাস্তি মাতৃ-সমা গতিঃ।
> নাস্তি মাতৃ-সমং ত্রাণং
> নাস্তি মাতৃ-সমা প্রিয়া॥"

"মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই, মাতার ন্যায় আশ্রয় আর নাই, মাতার ন্যায় রক্ষা আর নাই, মাতার ন্যায় প্রিয় বস্তুও আর নাই!" আমরাও বুঝিতে পারি মায়ের মত ত্রিতাপজ্বালা-নাশিনী দেবতা আর নাই!

এ সংসারে সুখের দিনে যেমনই হউক, দুঃখের দিনে মহাপাপীও ভগ-বান্‌কে একবার মনে করে। সেই রকম সৌভাগ্যের সময়ে যাহাই হউক, দুর্ভাগ্যের সময়ে অতি বড় কুতন্ন সন্তানও "মা" বলিয়া নিশ্বাস ছাড়ে। তাই রোগী রোগ-যাতনায়, শোকী শোক-যাতনায়, ভীরু বিভীষিকায়, সকল ব্যথিতেরাই ব্যথার সময়ে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে;

ভগবানকে ডাকিলে মহাপাপীর পাপের জ্বালা যেমন জুড়ায়, মা'কে ডাকিলে বড় দুঃখীর দুঃখের জ্বালাও সেইরকম জুড়াইয়া থাকে। মানব রোগী হউক, শোকী হউক, শিশু হউক, বৃদ্ধ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, বড় ব্যথার সময়ে সে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেই। কুসন্তান হইলেও সেই মাতৃ-স্মরণে তাহার আত্মা এক পলকের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিবেই। তাই বলিতেছি মা'র মত অমৃতময়ী দেবতা যেমন এ জগতে আর নাই, "মা" শব্দের মত অমৃতময় শব্দও সেইরূপ ভাষায় আর নাই! মানবশিশু জীবনের প্রথমে "মা" বলিতে শিখে, প্রাপ্ত বয়সে মাকে সম্বোধন ভিন্ন আত্ম-তৃপ্তির লালসাতেও প্রতিদিন অগণ্য বার "মা" মা" করে, মুমূর্ষু মানবও বুঝি তাহার শেষ নিশ্বাস "মা" বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু এতবার ব্যবহৃত হইলেও "মা" শব্দ সন্তানের প্রাণে চির-নূতন! "মা" উচ্চারণ করিলেই সন্তান-হৃদয়ে নব বল, নবোৎসাহ, নব স্ফূর্ত্তি, নব-জীবনী সঞ্চারিত হয়! শুনিয়াছি অমৃত পান করিয়া কাহারও পরিতৃপ্তি হয় না—এ বিষয়ে সত্যতা জানিতে মানবের উপায় নাই, কিন্তু মা'কে ডাকিয়া ডাকিয়া সন্তানের পরিতৃপ্তি কখনও হয় না ইহা সকলেই বুঝিতে পারি। এ জগতে মাতৃ-স্নেহ যেমন অমৃত, মাতৃ-স্তন্য যেমন অমৃত, মাতৃ-ক্রোড় যেমন অমৃত, মার আদর যেমন অমৃত, 'মা' বলিয়া ডাকাও সেই রকম অমৃত! 'মা' বলিলেই সন্তানের বুকে অমৃত-স্রোত বহে! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই হিন্দু-সম্প্রদায় জগদীশ্বরকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিয়াছেন! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই সে দিন ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ভগবান্‌কে মাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছেন! ভগবান্ বলিয়া ডাকিলে যাহার হৃদয় শুষ্ক থাকে, 'মা' বলিয়া ডাকিলে তাহার হৃদয়ও ভিজিয়া যায়! এই টুকুই ভগবানের কৌশল! তবে এ কথা কুসন্তানের জন্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলাবাগান।

আমাদের পরিচিত কোন বাবুর একটী কলাবাগান ছিল। বাবু জাতিতে কায়স্থ, বয়স পঞ্চাশের অধিক। কৌলীন্য আছে, বিলক্ষণ সুশিক্ষা আছে, ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র যশঃ আছে। আমরা যত দূর জানি, ভগবদ্‌ভক্তিও অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি কলাবাগানের পাইট্ জানিতেন না। তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বালক কালে পিতা মাতা

বর্ত্তমানে একবার বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্নী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী হইলেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিশাভ্রমণে বহির্গত পতির আগমন প্রতীক্ষায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে হইত, তজ্জন্য পত্নীর মনে একটু ব্যথা থাকিলেও তিনি কখনই পতির প্রতিকূলচারিণী হন নাই। যাহা হউক, বাবুজীর যৌবননদীতে ভাঁটা পড়িবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর লোকান্তর হইল। পত্নীর প্রতি স্নেহ, মমতা কি অনুরাগ যে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে অতিশয় কাতর হইলেন! হইলে কি হয়, এখনও ধন আছে, ধনাগমের উপায় আছে, বয়স আছে, বাসনা আছে।

বাবুজীর কলাবাগানে দ্বাদশটী মাত্র কলাগাছ ছিল। কিন্তু গাছ কয়টী খুব বড় বড়; একটী গাছের অসংখ্য বাস্না বা বাইল দ্বারা বাগানের অনেক স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ কলাবাগানে বাবুর এক ঘর ধোবা প্রজা বাস করিত। ধোবা ও ধোবানী ভিন্ন তাহাদিগের অন্য পরিজন ছিল না। বাবুজী কলাবাগানের কলা, মোচা, থোড়, পাত প্রভৃতি নিত্যই ভোগ করিতেন বটে; কিন্তু বাগানটী কেমন, তাহা প্রায়ই চক্ষে দেখিতেন না এবং তাহাতে কোন প্রকার কর্ষণের বা পাইটের প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও ভাবিতেন না। কালে ভদ্রে কখনও যদি বাগানের কথা মনে পড়িত, একবার বেড়াইতে যাইতেন; কিন্তু ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইতেন না—তাহারা কোথায় আপন কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের সাক্ষাৎ না মিলিবার আর একটু কারণও ছিল। কলাগাছের বাইলগুলি শুষ্ক না হইলে বাবু তাহাকে বাসনা বলিতেন না, আমরাও বলি না। শুষ্ক বাসনাই পুড়াইতে হয়, এই ই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ঐ ধোবা কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকার বাইলকেই বাসনা বলিত এবং ঐ উভয়বিধ বাসনাই ছেদ করিবার জন্য বাবুকে নিয়তই অনুরোধ করিত। আরও বলিত, "কাঁচা বাসনা পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা কাপড়ের ময়লা কি, গাত্রের ময়লাও ছাড়িয়া যায়। আর এই বাসনা সকল যত অধিক পরিমাণে ছেদ করা যাইবে, বাগানে মোচা কলা তত অধিক ফলিবে এবং মোচা কলা ভোগের সুখ ও বাড়িবে।" বাবুজীর, ছোট মুখে বড় কথা আদৌ ভাল লাগিত না। তিনি মনে করিতেন, ধোবা বেটা নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ; আপনার ক্ষারের জন্য আমার সাধের কলাবাগান নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঢলঢলে কাঁচা বাসনা সকল নাকি ছেদ করা যায়? এই সকল বাসনা ছেদ করা আর আমার এক একটা অঙ্গ ছেদ করা উভয়ই সমান।" এইরূপ ভাবিয়া ধোবাকে কহিতেন, "শুন ধোবা, তুমি আমার বাগানের একটী বাসনাতেও হাত দিবে

না ; ঐ সকল আমার বড় সুখের সামগ্রী ; যদি আমার একটী বাসনা নষ্ট হয়, তোমাদের উভয়কেই বাগান হইতে তাড়াইয়া দিব।" ধোবা ধোবানী সেই জন্য বাবুকে প্রায় দেখা দিত না।

পত্নীবিয়োগে যখন বড় কাতর, তখন বাবুজী মহাশয় এক দিন বাগান বেড়াইতে গেলেন। পত্নীর সহিত একাদিক্রমে বিংশতিবর্ষ সংসার ধর্ম্ম করিয়াছেন। মনের কত সুখ দুঃখ, কত আশা ভরসা, কত ভাবের বিনিময় তাঁহার সহিত হইয়া গিয়াছে। এমন অনেক ক্ষতির অনুভব হইতে লাগিল, পত্নীর অভাবে চিরকালে যাহার আর পূরণ হইবে না। এমন সুখ অনেক মনে পড়িতে লাগিল, হয়ত এজন্মে আর তাহা পাইবেন না—ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বাগানে উপস্থিত হইলেন। অদ্য বাগানে যাইবামাত্র ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ধোবাকে একটু আদর করিয়া নিকটে ডাকিলেন। বাগানের কলাগাছ গুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। আজ প্রায় সকল গাছেই ২।১টী শুষ্ক বাসনা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া দুঃখ হইল। ধোবার বাসনা ছেদের পরামর্শ আজ একটু মিষ্ট বোধ হইল। হইলে কি হইবে ? যে কখনও বাসনার উপর অস্ত্রাঘাতের চেষ্টা করে নাই, বাসনা-ছেদ তাহার পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধোবা, বাবুর ভাব বুঝিয়া কহিল, "কলাগাছে যে সকল বাসনা শুষ্ক হইয়াছে, তাহা কাটিব কি ? বাবু কহিলেন, "আজ না।" ধোবা মনে মনে কহিল, "তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।" ধোবার মুখ হইতে বাসনাচ্ছেদের ব্যবস্থা বাহির না হইলে বাবুজী মহাশয় হয়ত আজ ২।৪টী বাসনা ছেদ করিতেন। কিন্তু একে ধোবার কথা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না, তাহাতে আবার তাহাদের স্ত্রীপুরুষের অসঙ্গত নাম দুইটাতে তিনি হাড়ে চটিয়াছিলেন। ধোবার নাম "বৈরাগ্য" এবং ধোবানীর নাম "প্রজ্ঞা," সুতরাং তাহাদের কথা শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না ; গম্ভীরভাবে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এখন বাবুজীর বয়স প্রায় ত্রিষষ্টি বর্ষ। একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তই হইয়াছে আর দার পরিগ্রহ করা হইবে না, কেননা ৩।৪টী পুত্র কন্যা ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ঘর সংসার করিতে আসিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থাও হইয়াছেন। গৃহিণীর অভাবে আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদির ভরণ পোষণ, অতিথি সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ ইত্যাদি কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যিনি আজন্ম সকল বাসনার প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন,—কখনও ভুলিয়াও একটা বাসনার ছেদ সহ্য করেন নাই, কাম অর্থাৎ আত্মইন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা সহসা পরিহার করা তাঁহার পক্ষে

অসাধ্য। বাবুজী মহাশয়ের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বাসনা প্রবল পবন-সন্ধুক্ষিত দাবানলবৎ জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে পাত্রীর সন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু সকল পাত্রীর বয়ঃক্রমই বাবুজীর অল্প বলিয়া বোধ হয়। হইতেও পারে, দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, পাত্রী যত বড় হয়, ততই ভাল। বাবুজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমাদের ঘরে অনূঢ়া কন্যার অধিক বয়স হইতে পারে না, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ করিলে আমার যোগ্যা পাত্রী পাইতে পারি। তদ্‌ভিন্ন আমি এ অবস্থায় সুখী হইতেও পারিব না। তবে সমাজ কিছু গোল করিতে পারে। তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই একটী বিবাহার্থিনী বিধবার সন্ধান পাইলেন। বাবুজী স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। বিধবা রমণীর রূপলাবণ্য ও কথাবার্ত্তায় বাবুজী মুগ্ধ হইলেন। যথাকালে বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে একটু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যেমন সরোবরের গভীর জলে নিমগ্ন ব্যক্তি তীরস্থ আহ্বানকারীর বাক্য শুনিতে পায় না, তেমনি বাবুজী দ্বিতীয়া পত্নীর স্নেহ মমতায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, উপরি উক্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। উভয়ের প্রতি গাঢ় আসক্তি ও মমতা জন্মিল। বাবুজীর প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-জনিত সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু নিরন্তর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি না হইয়া ঘৃতাভিসিক্তিত বহ্নির ন্যায় তাহা বৃদ্ধি পায় এবং আত্মসুখ কামনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিষয় ভোগ করা অপেক্ষা পরসুখ কামনা-পরিচালিত হইয়া উপভোগ করিলে অধিক আনন্দ হয়, ইহা তাঁহার একবারও মনে হইত না। সুতরাং কোন দিন কোন সুখের কামনা পূরণের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই মন অশান্ত হইয়া উঠিত। এইরূপে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়া গেল।

এত দিনে বাবুজী মহাশয়ের কাল-চক্রদর্শন হইল। কালচক্রখানি ত্রিগুণাত্মক ও দ্বন্দ্বভাবরূপ অসংখ্য ব্যাসের সমষ্টি। ঐ সকল ব্যাসের উভয় প্রান্ত চক্রনেমি খর্ব্ব করিয়াছে। যে ব্যাসের এক প্রান্তে শীত, সেই ব্যাসের অন্য প্রান্তে উষ্ণ; যাহার এক প্রান্তে আলোক, তাহার অন্য প্রান্তে অন্ধকার; যাহার এক প্রান্তে সুখ, তাহার অন্য প্রান্তে দুঃখ; যাহার এক প্রান্তে আশা, তাহার অন্য প্রান্তে নৈরাশ্য; এইরূপ রাগ দ্বেষ, শুভাশুভ, শোকশান্তি, আসক্তিবৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, কামপ্রেম, ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবে কালচক্রের নেমি আবৃত রহিয়াছে। এই চক্র ঘূর্ণায়মান। সুতরাং আজ যিনি যে সকল ভাব ভোগ করিতেছেন

চক্রের আবর্ত্তনে অবশ্যই তাহার বিপরীত ভাব সকল তাঁহাকে একদিন না একদিন ভোগ করিতেই হইবে। কাজেই আমাদের বাবুর বয়স গড়াইল, বার্দ্ধক্য আইল, ধন ফুরাইল, দারিদ্র্য দেখা দিল, ধনাগমের পথে কাঁটা পড়িল ;—কাল-চক্রের ভীষণ ঘর্ষণে সব গেল ; কিন্তু গেল না কেবল মনের সুখাশা। নব-প্রণয়িনীর নিকট পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপিয়া যে সকল সুখসম্ভোগ যেরূপে করিয়াছেন, এখনও ঠিক্ সেই আশা। বাবুজী আত্ম সুখাসক্ত ও বিলাসী ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম ভাব এক কালেই নির্জ্জীব হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি এক্ষণে পত্নীকে ধর্ম্মোপদেশ ও বিবিধ সময়োপযোগী উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ইহার মধ্যেও আত্মসুখ কামনা ছিল। কেননা তাঁহার উপদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই যে পত্নী এক্ষণে তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া আপনার বিলাস লালসা একটু খর্ব্ব করুন্, নচেৎ ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু পত্নীর বিলাসলালসা এখনও বাবুজীর অপেক্ষা অধিক বলবতী ছিল ; বিশেষতঃ পাকা ডালের যোড় কলম মজবুত্ হয় না। পত্নী, বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "তোমার বয়স বাইট্ বর্ষ হইতে চলিল ; এখনও তোমার এত কেন ? আরও দেখিতেছি, তুমি আমার সুখের হিংসা কর ; আমার ভাল খাওয়া পরা দেখিতে পার না। তোমার ইচ্ছা যে, আমি তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সজিনার শাক খাইয়া ও নেকড়া পরিয়া কাল কাটাই। কেন ? তোমার জন্য এত করিব কেন ? আমিত তোমার পত্নী নই,—তুমিও আমার পতি নও। যাঁহার সহিত প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, এবং যাঁহাকে লইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর ঘর করিয়াছি, তিনিই আমার প্রকৃত পতি। আমি কেবল সুখের জন্যই তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম ; তোমার যখন আর আমাকে সুখী করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার জন্য প্রাণ কাঁদাইলে কি হইবে ? এখনও যে তোমাকে যত্ন করি, সে আমার দয়া। এখন যত শীঘ্র তোমার মৃত্যু হয়, ততই আমার মঙ্গল ; আমার যেরূপ রূপ আছে, আমি এখনও আর একবার বিবাহ করিতে পারি।" পত্নীর এই সকল কথা শুনিয়া বাবুজীর মস্তক ঘূর্ণিত হইল। অনেক ক্ষণ নীরবে রহিয়া কহিলেন,—

"বিধৌবামে বামঃ সুহৃদপি
সকামঃ প্রভবতি।"

বুঝিলাম, নিশ্চয়ই বিধি আমার প্রতি বাম হইয়াছেন, নতুবা তোমার ন্যায় সুহৃদ্ বাম হইবে কেন ? ভাল ! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি যে তোমার সুখের হিংসাকারী, ইহা কি তোমার বিশ্বাস ? না রাগের কথা ?" গৃহিণীর হৃদয় অতি সরল,

কিন্তু রাগ হইলে এক কালে আত্মহারা হইতেন। সেই আত্মহারা অবস্থাতেই ঐ সকল উক্তি করিয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ত্তাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া হৃদয় গলিয়া গেল। কহিলেন,—"তুমি কয়দিন ধরিয়া নানা প্রকার এলোমেলো কথা কহিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতেছ; এমন কি আমার সুখাভিলাষ ও বেশবিন্যাস দেখিয়া আমি যেন অন্য পুরুষাভিলাষিণী হইয়াছি, ভঙ্গীক্রমে তাহা বলিতেও ত্রুটি করিতেছ না। ঐ সকল কথা এক কালে বন্ধ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ উক্তি করিয়াছি; নচেৎ এত মর্ম্মান্তিক ও এত নিষ্ঠুর বাক্য কি আমি তোমাকে বলিতে পারি? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।"

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া বাবুজী আর কোনও কথা কহিলেন না। কঠোর চিন্তার বেগে সে দিন সমস্ত নিশায় একবারও চক্ষু মুদিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে, এত দিন তোমার সহিত খেলা খেলিলাম, তাহাতে একটী চাল্ ভুল হইয়াছিল; তাহাতেই এই বৃদ্ধ বয়সে এত দুঃখ পাইলাম; এক্ষণে সেই ভুল শুধরাইয়া পুনরায় নূতন খেলায় রসিক।" বলিয়াই বেগে প্রস্থান করিলেন। গৃহিণীর উত্তর শুনিবা অপেক্ষা করিলেন না। একেবারে কলাবাগানে উপস্থিত। যাইবামাত্রই ধোবা ধোবানী সম্মুখে হাজির। আজ কলাগাছের অনেক বাসনাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হইল। আজ বাবুজীর চক্ষে বাগানের অবস্থা অতীব শোচনীয় বোধ হইতে লাগিল। যেন সন্ধ্যাকালে শূন্য শ্মশানে পিশাচের "হো হো" শব্দ শুনিতে পাইলেন। ধোবাকে ডাকিয়া কহিলেন, "অহে, তুমি অনেক দিন হইতে ক্ষার করিবার জন্য আমার কলাবাগান হইতে বাসনাচ্ছেদের দরবার করিয়া আসিতেছ। আজ আমি দাঁড়াইয়া হুকুম্ দিতেছি, সকল গাছের সকল বাসনায় এক কালে অগুণ ধরাইয়া দাও।" ধোবা কহিল, "মহাশয়, বলেন কি? আমিত অনেক বাগানের বাসনা সংগ্রহ করিয়া থাকি, কখন কাহার মুখে এমন কথা শুনি নাই; বিশেষ আপনার মুখে একথা বড়ই অসম্ভব। কেননা আপনি কখন একটী শুষ্ক বাসনাও কাটিতে দেন নাই। আজ বাগানের (হৃদয়) সকল বাসনা এক কালে জ্বালাইতে আদেশ করিতেছেন, অথচ প্রত্যেক গাছেই (ইন্দ্রিয়) দুই চারিটী কাঁচা বাসনা আছে; শুষ্ক বাসনার আগুনে যে সে গুলিও পুড়িয়া যাইবে? আমি ধোবার ছেলে,—বাসনা পোড়ানই আমার ব্যবসায়,—আমি কাঁচা শুক্না সকল বাসনাই পুড়াইতে পারি; কিন্তু কলাগাছের কাঁচা বাসনায় আগুণ দিলে তাহা হইতে যে অকুন্তুদ

ধূমোদ্গম হইবে, তাহার জ্বালা মানুষে সহিতে পারে না;—সে জ্বালা সহ্য করা কি আপনার ন্যায় ঘোর সকাম পুরুষের কার্য্য ?" বাবু কহিলেন, "কাঁচা বাসনা দাহের জ্বালা সহ্য করা আমার ন্যায় 'ঘোর সকাম' পুরুষেরই কার্য্য! কেননা আমি জানি, বাসনা পোষণে যে জ্বালা পাইতেছি,—বাসনা দাহনে সে জ্বালা পাইব না।" ধোবা, বাবুর কথা শুনিয়া একটু হাসিল,—সে হাসিতে সমস্ত কলাবাগান উদ্ভাসিত হইল। বাবুর দিকে বাম হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া ধোবানীকে ডাকিয়া কহিল,—"হে ধোবানি, দিনত আখের হুয়া,—বাস্না মে আগ্ লাগাও। কামনা সমুদ্রের বিলাস তরঙ্গে ভাসমান বঙ্গদেশের যে বাবু বৃদ্ধবয়সেও শুষ্ক বাসনার সহিত দুই চারিটী কাঁচা বাসনা পুড়াইতে পারেন, আমরা তাঁহার চরণ শিরে ধারণ করি।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ)

আমাদের অবলম্বিত নিয়মানুসারে ভাদ্র মাসের পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন গতিকে তাহা ঘটে নাই। এই জন্য এই আশ্বিনের সংখ্যায় আশ্বিন ও কার্ত্তিক একত্র প্রকাশিত হইল।

আশ্বিন।

বর্ষার আরম্ভ ও শেষ, সকল বর্ষে একরূপ হয়না। আরম্ভ, কোন বর্ষে অগ্রে ও কোন বর্ষে পরে হয়। ঐরূপ শেষও, কোন বর্ষে কিছু অগ্রে, কোন বর্ষে কিছু পরে হইয়া থাকে। যে বর্ষে বর্ষার শেষ, কিছু অগ্রে হইয়া যায়, সেই বর্ষে শীতলাকের যাবতীয় ফসলের বপন ও রোপন আশ্বিন মাসে করা যাইতে পারে, নহিলে কার্ত্তিক মাসের অপেক্ষা করিতে হয়। কপি, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পালং, মূলা, চুকোপালং, গাজোর, বিট্ প্রভৃতির বপণ ও রোপণ করিতে হয়। কপি রোপণ করিবার ক্ষেত্র কিরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, আমরা ভাদ্র মাসের বিবরণ মধ্যে যে কথা বলিয়াছি সেইরূপে প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে চারিদিকে দেড় হাত অন্তর কপির চারা রোপণ করিতে হয়। কপি ক্ষেত্রে প্রতি পক্ষে একবার জল সিঞ্চন করিতে হয় বেগুন, হরিদ্রা, কি আদার ভূমির ন্যায় যদি কপি ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে দাঁড়ার পার্শ্ববর্ত্তী পিলি বা জলি সকলে জল সিঞ্চনের বেশ সুবিধা হয়। কপি ক্ষেত্রে

দাঁড়া বাঁধার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কোন কোন দেশের কৃষকগণ কপি ক্ষেত্রকে সমভূমি করিয়া থাকে। কিন্তু যে দিক হইতে জল সিঞ্চনের সুবিধা আছে, তাহার বিপরীত দিক্ অভিমুখে ঐ ভূমি ঢাল করিয়া থাকে, তাহাতে সিঞ্চিত জল সহজেই গড়াইয়া সকল ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিতে পারে। জল সেকের পর "যো" হইলেই কোদাইল দ্বারা ক্ষেত্রের সমস্ত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিতে হয়। মৃত্তিকার যে অবস্থায় তাহাতে রস থাকে, অথচ খননকালে লাঙ্গল বা কোদাইলে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর সেই অবস্থাকে "যো" কহে। কপি গাছের যে সকল পত্র শুষ্ক বা পক্ক হয়, কিম্বা পচিয়া যায়, তাহা সর্ব্বদাই ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এদেশে সচরাচর বাঁধা, ফুল ও ওল এই ত্রিবিধ কপির চাস আবাদ হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকার কপিরই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে।

আলু,—মাঘের শেষে কিম্বা ফাল্গুণের প্রথমে আলুগাছের মূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহাই কৃষকেরা বীজের জন্য রাখিয়া থাকে। আলুর বীজ কিরূপে রাখিতে হয়, আমরা যথা সময়ে সে কথা বলিব। এক্ষণে আলু রোপণের কথা বলি বীজ আলু সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে এক একটী বীজ রোপণ করিতে হয়। এক শারি হইতে অন্য শারির অবকাশ যেন এক হাতের কম না হয়। যে দিন আলু রোপণ করা যায়, সেই দিন প্রত্যেক বীজের উপর জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক। যতদিন চারা বাহির না হয়, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐরূপ জলের ছিটা দিতে হয়। রাজমিস্ত্রীগণ যেরূপ খড়ের আছাড় বাঁধিয়া আপনাদিগের কার্য্যবিশেষে জল ব্যবহার করে, আলুর বীজের উপর সেইরূপ খড়ের আছাড় দ্বারা জল দেওয়া উচিত। এদেশের কৃষকেরা একস্থানে এক একটী আলুর বীজ রোপণ করে কিন্তু এক একটী বীজের উপর যতগুলি চক্ষু থাকে, ততগুলি চারা বাহির হয়। আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা যে সকল আলুর বীজ রোপণ করে, তাহা অপেক্ষাকৃত বড়। এজন্য তাহারা একস্থানে একটী আলু না পুঁতিয়া একটী আলুকে দুই, চারি, অথবা তদধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড একস্থানে পোঁতে। ঐ খণ্ডে যতটী চক্ষু থাকে, ততটী চারা বাহির হয়। আলুর জমি প্রস্তুত করার কথা যথা কালে বলা যাইবে। স্থূলতঃ উহার জমি বারমেসে হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রায় বার মাসই উহাতে চাস দিতে হয়, অথচ আলু রোপণের পূর্ব্বে উহাতে কোন ফসল, কি আগাছা, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি হইতে দেওয়া হয়না। হইতে দিলে জমির তেজঃক্ষয় হয়। ঐ জমির মাটী কাশির চিনির ন্যায় চূর্ণ ও শিথিল হওয়া আবশ্যক।

কৃষকেরা বলেন, আলু ক্ষেত্রের মাটী এমন শল হইবে, যেন তাহাতে ভরন্ত (জলপূর্ণ) কলসী ফেলিলে না ভাঙ্গে। যাহাহউক, বীজ রোপণের ৫।৭ দিন পরেই এক একটী বীজ হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়। ঐ সকল চারার মধ্যে যে গুলি সতেজ ও পুষ্ট, তাহা রাখিয়া দুর্ব্বল চারা গুলি মারিয়া দিতে হয়। তাহাতে অবশিষ্ট চারা-গুলি অধিকতর বলবান্ হয়। উভয় শারির মধ্যবর্ত্তী জমিতে পিলি কাটিয়া প্রতি সপ্তাহে এক একবার জল সেচিয়া দিতে হয়। জলসিঞ্চনকালে এরূপ সতর্ক হইতে হইবে, যেন আলুর চারায় জল না লাগে। চারায় জল লাগিলে চারা পচিয়া যাইতে পারে। পিলি কাটিবার সময় চূর্ণ মৃত্তিকা গাছের শারির গোড়ায় ধরাইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পিলিতে জলদিলে দাঁড়ার শুষ্ক মৃত্তিকা কর্ত্তৃক ঐ জল শোষিত হয়। তাহাতেই গাছের পুষ্টি হয়। এই জল-শোষণ কালে দাঁড়ার অনেক মাটী ঝরিয়া পিলিতে পড়ে। পিলির জল শুষ্ক হইয়া "যো" হইলেই মাটী খুঁড়িয়া এবং কতক মাটী দাঁড়ায় ধরাইয়া দিবে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ বা মাঘ পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

রাঙ্গাআলু।—গোবরের সারই রাঙ্গা-আলুর উপযুক্ত সার। রাঙ্গাআলুর জমিতে অধিক পরিমাণে ঐ সার দেওয়া আবশ্যক। ঐ আলুর লতার এক কি দেড় হাত পরিমাণে ডগা কাটিয়া তাহার মাঝ খানে মাটী চাপা দিয়া রোপণ করিতে হয়। ঐরূপ ডগাকে বলয়াকারে জড়াইয়া কেবল অগ্র ভাগের ৫।৬ অঙ্গুলি মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত বলয়টী মাটী চাপা দিলেও হয়। লতার যে অংশ মাটী চাপা পড়ে, তাহাতে যতগুলি পত্র কক্ষ থাকে, প্রত্যেক পত্র কক্ষ হইতে শিকড় নির্গত হয়। রাঙ্গাআলুর ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া এবং খুঁড়িয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থানে শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও রাঙ্গাআলুর চাস আবাদ করিয়া থাকে।

পালংশাক,—শীত কালে যত প্রকার দেশীশাক জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে পালং অতি সুখাদ্য। উহা শীতকালের বেগুন ও মূলার সহিত মিলাইয়া উত্তম তরকারী হয়। বিশেষতঃ উহার গোড়া ও শিষ্ বড়ই মিষ্ট। উহার বীজ অতি কঠিন, শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না। উহা একবারে ভূমিতে বপন করিলে অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। তন্মধ্যে কীট, পতঙ্গ ও ভেকে উহার অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য ঐ বীজ ৪।৫ দিবস জলে ভিজাইয়া পরে একদিন নেকড়ার পোট্‌লায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। এইরূপে বপন করার পরও যে কয় দিন উত্তমরূপে অঙ্কুর নির্গত না হয়, কলাপাতা, বা মান কচুর পাত দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। নচেৎ

পিপীলিকা এবং পূর্ব্বোক্ত কীট পতঙ্গে ঐ বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। বপন অধিক না ঘন হয়। বপন বিরল হইলে গাছ গুলি বড় ও সতেজ হয় এবং জমি নিড়াইয়া দিবার সুবিধা হয়। যে কোন শাকের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পালং ক্ষেত্রে ঘাস হইলে শাক ভাল হয়না এবং শাকে পোকা ধরে। এজন্য পালং ক্ষেত মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে।

মূলা,—মূলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার অনেক বচন আছে। যথা,—
"শতেক চাসে মূলা, তার অর্দ্ধেক তূলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাসে পান॥
খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলা বুন।
মূলার ভুই তলা, কুশরের (ইক্ষু) ভুঁই ধুলা॥

মূলার ভূমিতে অনেক চাস দিতে হয় এবং চাস দিয়া ঐ ক্ষেত্রের মৃত্তিকাকে তূলার ন্যায় কোমল ও শিথিল করিতে হয়। শরতের শেষে, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে মূলার পুরাতন বীজ বপন করিতে হয়। মূলার বীজ যত পুরাতন হয়, ততই ভাল। নূতন বীজ কোন কার্য্যের নহে। প্রথম বপন খুব ঘন করিবে। পরে গাছ গুলি শাক খাই-বার উপযুক্ত হইলে মধ্যে মধ্যে শাক তুলিয়া খাইতে হয়। নূতন ও কোমল মূলার শাক ভাজা, সরিষা বাটার সহিত মিলিত হইলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। মূলার শাক ভোজনে দ্বিবিধ উপকার। প্রথম উৎকৃষ্ট শাক ভোজন, দ্বিতীয় কতক গুলি গাছ তুলিয়া ফেলায় মূলার ক্ষেত্রে বিরল হয়। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ সতেজ হয় এবং স্থূল ও কোমল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রের মূলা এমন কোমল ও সুস্বাদ হয় যে কাঁচা খাইতে বড় সুখ বোধ হয়। মূলা রন্ধন করিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।

চুকোপালং,—ইহা টক্, অধিক খাইতে ভাল লাগেনা। কিন্তু ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি পালং শাকের ক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে চুকো পালঙ্গের বীজ বপন করিয়া রাখিতে পারেন।

শিম্বী,—ইহা নানাবিধ। পটুলে, আল্‌তাবোল, দুধে, বাঘনখো ইত্যাদি। শীতকালের তরকারী, প্রথমে হাপোরে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। চারা গুলি আধহাত তিন পোয়া পরিমাণের হইলে হাপোর হইতে তুলিয়া মাচার তলে, অথবা অন্য কোন বৃহৎ বৃক্ষের তলে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু অন্য গাছের তলা অপেক্ষা মাচার তলায় রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কেননা অন্য গাছের আওতায় শিম্বী-লতার অনিষ্ট হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার ও জল দেওয়া ভিন্ন শিমের অন্য কোন আবাদ নাই।

মাঠ কড়াই,—ইহার আর একটী নাম চিনের বাদাম। ছোলা, মটর,

কলায় ইত্যাদির ন্যায় ইহার ও প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে, খাইতেও মন্দ নহে। কিন্তু উহা তৈলাক্ত, এজন্য অধিক খাইলে উদরের অসুখ হয়। এই উদ্ভিদের একটী প্রকৃতি আশ্চর্য্য। আশ্বিন মাসে উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে উহার বীজ বপন করিতে হয়। গাছে ফুল ধরিবামাত্র উহার শাখা সকল নম্র হইয়া মাটীতে ঝুলিয়া পড়ে এবং ফুল সহ মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। মাটীর মধ্যেই ফল জন্মে এবং পরিপক্ব হয়। এজন্য ঐ ফলের জমি অধিক পরিমাণে কর্ষিত ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক। নহিলে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল জন্মে না। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যত শিথিল হইবে, মাঠ কড়াই তত অধিক পরিমাণে ফলিবে।

গুঁড়ি কচু।—কচু অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কোন কোন কচু অতি সুখাদ্য তরকারী। যাঁহারা "বিশ্বকোষ" নামক বিস্তৃত অভিনব অভিধানের "ক" পর্য্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কচু কত প্রকার এবং তাহার চাস আবাদ কিরূপ। যাঁহাদের পড়া ঘটে নাই, অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার বিশ্বকোষের কচু পড়িবেন। এদেশে গুঁড়ি কচু ভিন্ন, অন্য কচুর আবাদ প্রায় হয় না। আমরা বৈশাখ মাসে তাহার চাস আবাদের কথা বলিয়াছি। এই মাস হইতে ঐ কচু তুলিতে ও খাইতে হয়।

মান কচু,—উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য। মান কচু এক দিকে যেমন পুষ্টিকর, অন্য দিকে তেমনি লঘুপাক। মান কচুর চারার কতক গুলি শিকড় ও গেঁড়ুর কিয়দংশশুদ্ধ এবং মাইজ পাতাটী ছাড়া আর সকল পাতা কাটিয়া চারাটি রোপণ করিতে হয়। মানকচু রোপণের অন্যূন এক পক্ষ পূর্ব্বে একহাত কি পাঁচ পোয়া পরিমাণে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সারমাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। অপরার্দ্ধ শূন্য থাকিবে। যে মাটীর দ্বারা গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে, সেই মাটীর উপর গর্ত্তের মধ্যে চারা পুঁতিতে হয়। যে টুকু ফাঁক থাকে, সে টুকু আপনি পুরিয়া যায় এবং ঐ অংশে অতি শীঘ্র কচু জন্মে। কচুর মুখ গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া উঠিলে তখন উহার গোড়ায় ছাই ধরাইয়া দিতে হয়। ছাই যত উচ্চ করিয়া দিতে পারা যায়, কচু ততই বৃদ্ধি পায়। মান কচুর বৃদ্ধি উপরের দিকে এক বর্ষের মধ্যে যত খানি কচু জন্মে, তাহাই কোমল ও সুখাদ্য।

"কচু বলে যদি ছড়াস ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।
নদীর ধারে পুঁতলে কচু।
কচু হয় তিন হাত উঁচু।"

নদীর ধারে মান কচুর আবাদ করিলে খুব বড় বড় কচু হয়।

আশ্বিন মাসে যে কয়েকটী ফসলের

কথা বলা হইল, বাগানে বা ক্ষেত্রে তদ্ব্যতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বে মাসের যে সকল ফসল আছে, এই মাসে তাহাদেরও আবশ্যক মত পাইট করিয়া দিতেহয়।

কার্ত্তিক।

যো বাঁধা—জ্যৈষ্ঠমাসে কেবল আল-বালের কথা বলা গিয়াছে, যোবাঁধা, তাহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়া। অর্থাৎ সকলপ্রকার তরু লতায় গোড়া খুঁড়িয়া চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা মূলের চারিদিক্ উত্তম-রূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহাতে ঐ চূর্ণ মৃত্তিকার ছিদ্র মধ্যে বায়ু ও উত্তাপের চলাচল হওয়ায় মূলস্থ মৃত্তিকা সকল কথঞ্চিৎ সরস থাকে ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ্-শরীরও সুস্থ থাকে। এরূপ না করিলে পরবর্ত্তী শীতে মূলস্থ মৃত্তিকা পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। তাহাকে কৃষকেরা "শিলিয়ে যাওয়া" বলে।

ওসধি,—ফল পাকিলেই যে সকল উদ্ভিদ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। এই মাসে প্রায় যাবতীয় ওষধির চাষ আবাদ হইয়া থাকে।

আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ যদি আশ্বিনমাসে না হইয়া থাকে, এই মাসে করা যাইতে পারে।

শাখা কলম,—যাঁহাদিগের ফুলের বাগান আছে, তাঁহাদিগকে গোলাব, করবী, জবা, বেল, মল্লিকা, যুঁথি, স্থলপদ্ম ইত্যাদি শাখা কলম এই মাসেই করিতে হয়। ঐ সকল পুষ্পের পরিপক্ক শাখা সকল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে ছেদন করিয়া একটা আটাল মৃত্তিকার চৌকা বা হাপোরে ঈষৎ হেলাইয়া পুঁতিতে হয়। কলমের যে মূলটি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে হইবে, সেই মূলটী ঠিক কলমের (লেখনীর) ন্যায় করিয়া কাটিতে হইবে এবং সেই মুখের ত্বক্ বা ছাল ছেঁচিয়া না যায়, কাটিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। বেল, মল্লিকা, যাঁতি, যূঁথির, "দানা কলম"ও উত্তম হয়। তাহাও এই মাসে করা আবশ্যক। ঐ সকল তরুর দীর্ঘ ও পরিপক্ক শাখা সকল গাছ হইতে নোয়াইয়া গাছের একপার্শ্বে ঐ শাখার কিয়দংশ মাটী চাপা দিতে হয়। শাখাটী না নড়ে, এজন্য ২।১ খানি ইষ্টক বা প্রস্তর উহার উপর চাপা দিলে ভাল হয়। যে চৌকায় শাখা কলম রোপণের কথা হইল, রোপণের পর প্রত্যহই তাহাতে জলসিঞ্চন করিতে হয় এবং ঐ চৌকার মৃত্তিকার অল্প নিম্নেই বালুকা বা ইটের খোয়া দিতে হয়। তাহাতে সিঞ্চিত জল অধিকক্ষণ উপরে তিষ্ঠিতে পারে না, জল অধিকক্ষণ উপরে থাকিলে শাখা কলম পচিয়া যাইতে পারে। আবার প্রতিদিন জলসিঞ্চন না করিলে উঁই ধরিয়া শাখাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। এই মাসে গোলাব গাছের মূলের চারি-দিকের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মূলে রাত্রের শিশির ও দিনের রৌদ্র খাওয়াইতে হয়। এইরূপে ১০।১৫ দিন রাখিয়া পরে পার্শ্বের খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মূল উত্তম-

রূপে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই ক্রিয়াটি বেশ চাতুর্য্য সহ করিতে পারিলে গোলাব ফুল খুব বড় বড় হয়।

এই মাসে ধনে, কার্পাস, তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, পলাণ্ডু, কাঁকুড়, উচ্ছে, পটোল মটোর, বরবরটী, ছোলা, সর্ষপ ইত্যাদি হরিত খন্দের চাস আবাদ করিতে হয়। বিলাতী কুমড়ার আবাদ এ মাসেও হইতে পারে।

ধনে,—যেমন তেমন জমি, একটু জলাল হইলেই তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে জন্মে। সুল্প, মেথি, কালজিরে, রাঁধুনী, মৌরি, এদেশে ভালরূপ জন্মে না; তবে উহাদিগের সুগন্ধি শাক খাইতে বড়ই মুখপ্রিয়। ঐ শাকের জন্য অতি অল্প পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্যের আবাদ করা যাইতে পারে।

তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, কাঁকুড়, এই তিনটি ফসল বালুকাময় পলিমাটীযুক্ত চড়া ভূমিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। তরমুজ মাটী চাপা দিলে খুব বড় হয়। চড়া ভূমিতে ঐ সকল ফসল করিবার সুযোগ যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের ঐ সকল ফসলের ভূমিতে বালুকা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। বালুকা ঐ সকল ফসলের একটি সার স্বরূপ। যে সকল গুল্ম বা লতার ডাঁটা সবুজ ও সরস, সাধারণতঃ বালুকাময় ভূমিতে তাহারা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উচ্ছে ও পটোল,—এই দুইটি ফসলের চাষ আবাদ প্রায় একই প্রকার এবং উপরি উক্ত প্রকার ভূমিতে ইহাদিগেরও আবাদ হইতে পারে ৩।৪ হাত অন্তরে উচ্ছের থানা দিবে, নহিলে পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে বড় কষ্ট হয়। এক এক থানায় উচ্ছের বীজ ৩।৪ টার অধিক রোপণ করা উচিত নহে। এক থানায় অধিক গাছ হইলে কোন গাছই সবল ও পুষ্ট হয় না। পটোলের গেঁড়ু সকল প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ঐ সকল গেঁড়ুর মূল হইতে কল বাহির হয়। তখন উহাদিগকে ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পটোলের থানা ও বীজ রোপণের প্রণালী উচ্ছেরই মত। পুনঃ পুনঃ ভূমি নিড়াইয়াও খুঁড়িয়া দেওয়াই পটোলের প্রধান পাইট। আমরা পটোলের ভূমি সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছি, খনাও তাহাই বলিতেছেন।

"শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস্ পটল।
তাতেই তোর আশা সফল॥"

মটর, বরবটী, ছোলা, যাঁহাদিগের এই তিন ফসলের চাস আবাদ অধিক পরিমাণে করিবার সুযোগ নাই, তাঁহারা শুটি খাইবার জন্য আপন আপন উদ্যানে উহার কিছু কিছু আবাদ করিতে পারেন। কাঁচা মটরাদি নানাবিধ তরকারীর সহিত পাক করিয়াও খাওয়া যায়। এই সকল ফসলে জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই;

জল পাইলে উহাদিগের অনিষ্ট হয়। উহারা হৈমন্তিক, হেমন্তের শিশির দ্বারাই পুষ্ট হইয়া থাকে। ফাঁকে ফাঁকে জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন উহাদিগের অন্য পাইটনাই।

সর্ষপ ও তিসি,—এই দুই ফসলের প্রয়োজন সকলেই জানেন। আশ্বিনের শেষে, বা কার্ত্তিকের প্রথমে উহাদিগের বুনান হয়। নূতন ডাঙ্গা জমিতে, বিশেষতঃ ভিটা জমিতে সর্ষপ উত্তমরূপ হয়।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।" সর্ষপের বপন ঘন এবং রাই নামক অপেক্ষাকৃত বড় সর্ষপের বপন বিরল হওয়া আবশ্যক। খনা বলেন—

"খনা বলে চাসার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো।"

আশ্বিনের শেষ ভাগ। আমরাও পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছি। বর্ষার অগ্রপশ্চাতে কার্ত্তিকের প্রথমভাগেও সরিষার বপনাদি হইয়া আসিতেছে।

"সরিষা বলে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপ্ড়ে বুক।"

এক ক্ষেত্রে এককালে সরিষা কলাই, কিম্বা সরিষা মুগ বপন করিলে এক খরচে ও এক শ্রমে দুইটী ফসল হওয়ায় কৃষকের বড় লাভ বোধ হয়। এই জন্য খনা তাহাদিগকে বুক চাপড়াইতে, অর্থাৎ আনন্দ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

আলু ও কপি—এই দুই ফসলের জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও আলুর ক্ষেত্রে সাত দিন অন্তর এবং কপির ক্ষেত্রে পনর দিন অন্তর জল সিঞ্চন ভিন্ন কার্ত্তিক মাসে উহাদিগের অন্য পাইট্ নাই।*

কতকগুলি সুমাতা।

সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে নৈতিক জীবনই মনুষ্যের যথার্থ জীবন বলা যাইতে পারে। নীতি বিনা যে জীবন, তাহা পশুজীবন বই আর কিছুই নহে। মানব যদি অপকর্ম্ম করে বা সাধ্য থাকিতে নিরপরাধ জন্তুর প্রাণ রক্ষা না করে, কর্ম্মক্ষম জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের সৃষ্টির‌মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাণী হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে, তবে মানব জীবনের মহত্ব রহিল কোথায়? আধুনিক সমাজের দুরবস্থার কারণ কি? মূলে ঐ নীতির প্রতি অনাদর। আমাদের বালকদিগের দোষ দিব কি? জননীগণ তাহাদের নিকট এমন কিছু উচ্চ নীতির আদর্শ দেন না যাহা দেখিয়া

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত কৃষি-শিক্ষা হইতে কার্ত্তিকের অধিকাংশ বিবরণ সংকলিত হইল। কাপাস ও পলাণ্ডুর চাষ আবাদের বিবরণ স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে দেওয়া হইল না, আগামী বারে হইবে।

তাহারা নীতিমান্ হইতে পারে। পশু অপেক্ষা তাহারা যে কারণে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণটী উহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। উচ্চনীতিই যে "যথার্থ জীবন" "প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সত্যকে লাভ করিবে" এই উপদেশ পাইলে ও ইহার মত কার্য্য দেখিলে শিষ্য নিশ্চয়ই রত্ন হইবে। পূর্ব্বকার সুমাতাগণ শিশুকে প্রতি কার্য্যেই ঐ শিক্ষা দিতেন। ঐরূপ দুইটী রমণীর বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

২। কয়াধু। ইঁহার বিষয় ইতি-পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে সবিস্তর আলোচনা হইয়াছে। ইনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষী এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের জননী। সংক্ষেপে প্রহ্লাদের সহিত জননীর একদিনের বাক্যালাপের পরিচয় দিব। দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যকশিপু যে সময় হরিনাম করা অপরাধে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহ্লাদকে যন্ত্রণা দ্বারা নিষ্পেষিত করিতেছেন, সে সময় প্রহ্লাদ শরীরকে তুচ্ছ করিয়া নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন। পরিশেষে কিছুতেই দৈত্যরাজ তাহাকে জব্দ করিতে না পারিয়া আজ্ঞা করিলেন একবার অন্তঃপুরে উহার জননীর নিকট লইয়া যাও। দৈত্যানুচরগণ ধূলায় ধূষরিত ম্লানমুখ প্রহ্লাদকে জননীর নিকট লইয়া গেলে কয়াধূ প্রিয়পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। যে সকল অনুচর নিকটে ছিল, তাহাদিগকে মৃদুবাক্যে কহিলেন "নির্জ্জনে যত্ন করিয়া না বুঝাইলে ইহার দুর্ম্মতি দূর হইবে না, অতএব তোমরা স্থানান্তরিত হও।" তাহারা প্রস্থান করিলে কয়াধু সস্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং মধুরবাক্যে কহিলেন "বৎস! তোমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইয়াছি। শঙ্কর বিরিঞ্চি ইন্দ্র নারদ প্রভৃতি যাঁহার অনন্ত করুণার এক এক বিন্দু মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্পদশালী ও কৃতার্থ হইয়াছেন, উহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পদ। মহাজনগণ যে জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হন, সাধারণের সেই জ্ঞানই উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ঐ শ্রেষ্ঠবিদ্যা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা লাভ হইবে না—মনে মনে একান্ত যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গরূপ উপায়ে উহা উপার্জ্জন করা যায়। এ সংসারের সমস্তই বৃথা জলবুদ্বুদমাত্র। কি অপরিমেয় ধনরত্ন, উচ্চপদ মর্য্যাদা কি অসংখ্য দাস দাসী কি সুরম্য হর্ম্ম্য ও উপবনাদি এবং স্নেহময় পুত্র কলত্রাদি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন দুরন্ত কাল উহা গ্রাস করিবেই। রে পুত্র! এমন কি এই যে তোমার লাবণ্যময় সুকুমার দেহযষ্টি, ইহাও কালের কবলিত রহিয়াছে। বৎস! এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অনিত্য তুচ্ছ পদার্থের জন্য যে মূঢ় সময় ও শক্তি অপব্যয় করে, তাহাকে তুষাবঘাতীর সহিত তুলনা করিবে। যে হেতু তুষাবঘাতী তুষ আঘাত করে মাত্র, তাহার

তণ্ডুল লাভ বিড়ম্বনা হয়। এইরূপ অনিত্যতার মধ্যে কদাচ যে সাধু ভাগ্যবান্ ধীর পুরুষের নিত্য জ্ঞান হয়, সেই ধন্য। সমস্ত সংসার মরণশীল, এই মহাকোলাহলের মধ্যে যে সেই সার নিত্যানন্দ চৈতন্যময় দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতে বিহার করে, সেই সাধুই নমস্য।—তাত! বিঘ্ন বাধায় ভয় কি? তাহাতে অনিত্য শরীর বিনা অন্য কিছু ধ্বংস করিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয় চিত্তে হরিনাম কর। বিপদ ভঞ্জন তাঁর একটী নাম, ঐ নামটী সাধন কর।" বিশ্বাসী জননীর সদুপদেশে বিশ্বাসী পুত্র দ্বিগুণ উৎসাহিতচিত্তে বিভুপদে প্রাণ দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৩। কৌশল্যা। রামায়ণ পাঠকালে রাম সীতা লক্ষ্মণের পরেই কৌশল্যা দেবীর চরিত্র আমাদের চক্ষে পড়ে। দুঃখের বিষয় রামায়ণে তাঁহার বিষয় অধিক জানিবার উপায় নাই। দশরথ নৃপতির মহিষীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। সর্ব্বদাই ব্রত উপবাসাদিদ্বারা তিনি কুলদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। যদিও কৌশল্যা পতিপ্রিয়া ছিলেন না, তথাচ একান্ত পতিপ্রাণা ছিলেন, পতি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেও কখনও পতিনিন্দা করেন নাই। যখন রামচন্দ্রের রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে বনগমন করিতে হইবে, কৌশল্যা শুনিলেন, তখনও তিনি পতিনিন্দা করেন নাই। নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি "হা বিধি এ কি করিলে? মন্দভাগিনীর সুখ তোমার সহ্য হইলনা। বুঝিয়াছি যে কখনও সুখভোগ করে নাই, তার সুখ বিধাতার সহ্য হয় না। রাজকুলে জন্মিয়া আমার মত হতভাগিনী অতি অল্পই আছে। প্রথমাবধি পতিবিমুখ। কল্য পুত্র রাজা হইবে, অদ্য তাহার বনবাস। দ্বাদশ বৎসরাবধি যে আশা করিয়াছি, অকস্মাৎ তায় বজ্রাঘাত! হা বিধি, হা দেব! নৃপতির দোষ কি, সকলি আমার দুরদৃষ্ট!" এইরূপ অবস্থায় কোন্ রমণী পতির দোষ না দিয়া থাকিতে পারেন? কৌশল্যার এইরূপ গুরুজননিষ্ঠা, এইরূপ উদার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সহগুণ হইতেই বোধ হয় রত্নাকর সদৃশ অশেষ গুণশালী বীরপুরুষ রামচন্দ্র মাতৃগুণে গুণবান্ হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে ধীরচিত্তে সপত্নী ও স্বামি নিগ্রহ সহ্যকরা অত্যন্ত গৌরবজনক সন্দেহ নাই। এক সময় কৌশল্যা যমযন্ত্রণা সদৃশ সপত্নীগণের বাক্য যন্ত্রণা এবং স্বামীর অবজ্ঞা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কালে পুরুষোত্তমের জননী হইয়া ভাগ্যবতী ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ঝিঁঝিঁট। একতালা।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কৃত গীত পরিবর্ত্তিত।

+। ॥ । ॥ । । । । । ॥
ধ নি প প ম প ম গ গ
সে-দিন কে-মন-ভা-ব-লি-না- মন,

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥।
প প ধ ধ ধ নি সা˙
যে- দিন জী- বন যা- বে- রে।

+। ॥ । ॥ ॥ । । ॥
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা. সা˙ ঋ˙ সা˙
বি- ষয়- মে- দে ম- ত্ত হ- য়ে

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥।
নি নি ধ প ধ নি সা˙
তাঁ- রে ভু- লে আ- ছ- রে॥

+। ॥ ॥ । ॥ । । ॥
ধ নি প ধ নি নি নি নি
(১ম) জ্ঞা- ন শূ- ন্য বা- ক্য ছা- ড়া,
(২য়) ভূ- ণ শ- য্যা ভ- গ্ন বা- সে,
(৩য়) নী- লা- ম্বর আর বল-বে ক- ত,

+। । । । ॥ ॥ । । ॥
সা. সা˙ নি সা˙ ঋ˙ সা˙ সা˙ নি নি
(১ম) ছাঁ- বে- না লো-কে বল্ বে ম- ড়া,
(২য়) ল- য়ে যা- বে শ্ম- শা- ন বা- সে,
(৩য়) যে মু- খে খা- ও প- ক্বা- মৃ- ত,

+। । । ॥। । ॥ । ॥
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ ঋ˙ সা˙
(১ম) প- রি বা- রে দে- বে ছ- ড়া,
(২য়) হ- ঙ্গ র- সে পা- লং পো- সে,
(৩য়) সে মু- খে- তে দা- ন্ত শু- ত,

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥।
নি নি ধ প ঋ নি সা˙
(১ম) য- খন ল- য়ে যা- বে রে॥
(২য়) কে আর হে- সে শো- বে- রে॥
(৩য়) আ- গুণ জ্বে- লে দে বে- রে॥

শিশু পালন।

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে শিশুপালনই, পিতা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এই গুরু ভার মাতাকেই অধিকাংশ বহন করিতে হয়, তবে পিতার নামোল্লেখ করার কারণ এই যে পিতার সাহায্য পাইলে কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং সময় সময় পিতার সাহায্যের বিশেষ আবশ্যকতাও হইয়া উঠে। এই সাহায্য কেবল অর্থ নহে, অর্থভিন্ন অন্যান্য সাহায্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। পিতাকে অনেক সময় অর্থোপার্জ্জন ও বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, আর মাতার গৃহকার্য্যের মধ্যে প্রধান অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বগণের আহার প্রস্তুতি ও শিশুপালন। এই শিশুপালন করিতে হইলে সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই পিতা মাতাকে সাবধান থাকিতে হয়। সন্তা-

নের সহিত পিতামাতার স্বাস্থ্য ও স্বভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তবে বাল্যাবধি সুশিক্ষা ও সুনীতি দ্বারা শিশুর স্বভাব গঠিত হইলে দুশ্চরিত্র পিতামাতার সন্তানও সচ্চরিত্র হইতে পারে। * কিন্তু পিতা মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য সন্তানে যে দোষ সংঘটিত হয়, তাহা যুক্তি ও চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বর্গের পক্ষে পিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যিনি যত প্রকার বিশ্বহিতকর ব্রতে ব্রতী হউন না কেন, শিশু সুপালনই উহার মধ্যে প্রধান, কেন না শিশুগণ ভবিষ্যৎ সংসার ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, ইহাদিগকে নারী নরোচিত গুণে ভূষিত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বিশ্বের কোন্ হিতসাধন করা না হইল? সুতরাং শিশুকে সুপালন করাই বিশ্বের মৌলিক হিতসাধন কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই কথায় কেহ মনে করিবেন না যে আমি বলিতেছি, শিশুপালন ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিশ্বহিতকর কার্য্যই নাই, তবে ইহাকে বিশ্বের মৌলিক হিত বলিতে চাহি কেন? মনুষ্য সমাজ লইয়া বিশ্বের ভাল মন্দ ঘটনা। জ্ঞানী যোগী ঋষিগণ, তৃণ ও পর্ব্বতকে সমান চক্ষে দেখুন, ঈশ্বর হস্তী ও পিপীলিকাকে একই মহান্ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করুন, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য আমরা মনুষ্য সমাজের নিকট ধর্ম্ম ও সদ্গুণাবলী চাহি—যে ধর্ম্ম বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে, † সেই ধর্ম্ম মনুষ্য সমাজের নিকট চাহি আর চাহি একটী ক্ষুদ্র জীব হইতে সর্ব্বজীবের প্রতি সুবিচার ও দয়া। মনুষ্যসমাজ ব্যতীত ইহা আমরা অন্য কোন পার্থিব জীব লোকের নিকট আশা করিতে পারি না. তাই মনুষ্য শিশুর সুপালন ও সুশিক্ষা দ্বারা আমরা বিশ্বের উন্নতি ও মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করি। মনে করুন কোন ব্যক্তি আজীবন বিশ্বহিত ব্রত পালন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন, তাঁহার গুণাবলীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সুপালন ও সুনীতি শিক্ষা দ্বারা নীরোগ হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, ও দয়ালু ২০।২৫টী শিশুকে সৎস্বভাবসম্পন্ন যুবক যুবতী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহাহইলে ঐ যুবক যুবতীগণ দ্বারা সংসারের অনেক প্রকার হিত সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের শিক্ষকও পরলোক গমন

* পিতা মাতা অসচ্চরিত্র হইলে সন্তান সচ্চরিত্র হওয়া কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, কেননা অসচ্চরিত্র পিতা মাতা হইতে শিশুক বিচ্ছিন্ন করিয়া সুশিক্ষা ও সুনীতি শিক্ষা দিলে শিশু কালে সচ্চরিত্র হইতে পারে।

† ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
স্যাদ্ধারণপ্রযুক্তং হি সধর্ম্ম ইতিনিশ্চয়ঃ।
মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, একোনসপ্ততিতমোধ্যায়—৫৯ শ্লোক।

করিয়া ইহলোকের অপূর্ব কার্য্য পূর্ণ করিতে থাকেন।

ঈশ্বরের বিশ্বহিতের জন্য যে এক নিগূঢ় মহান্ উদ্দেশ্য আছে, জনক জননীর হৃদয়ে অসীম সন্তান-বাৎসল্য নিহিত করিয়া তাঁহার সে উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই শিশুপালন কার্য্য যে বিশ্বের হিতকর ও ঈশ্বরাভিপ্রেত ইহা বুঝিতে পারিয়া গৃহাশ্রমী জনক জননীগণকে জ্ঞানিগণ বার্দ্ধক্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। * যখন সহমরণ প্রথার অসীম আদর ও গৌরব ছিল, তখনও শিশু সন্তানের জন্য জননী সহমৃতা না হইলেও ধর্ম্মের হানি বলিয়া পরিগণিত হইত না, তাই পরীক্ষিত-জননী উত্তরা স্বামিশোকে কাতর হইয়াও সহমরণ যাইতে পারেন নাই। অতএব শিশুকে সস্নেহে লালন পালন করা যেমন জননীর স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি যাহা কিছু সৎকার্য্য তাহাই পুণ্য—যাহাতে বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বের একবিন্দুও হিত করা হয়, তাহাই পুণ্য। যদিও আপন আপন সন্তানগণকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করা জননীর ইচ্ছা, তবুও আমরা জানি না—বুঝি না যে কি করিলে সন্তান সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে ও স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমরা গল্প উপন্যাস পড়িতে চাই, উল বুনিতে চাই, বেশ বিন্যাস করিতে যাই, আরও কত কি শিখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সংসারের গুরুতর কার্য্য যে শিশুপালন সেই শিশু-পালন কিসে ভাল হইতে পারে, তাহা শিক্ষা করি না বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করি না; সুতরাং "শিশুপালন" লেখা আজকাল আমাদের নিকট বিড়ম্বনা মাত্র। তবে শিশুপালন যে আমাদের শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাই বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহারই আনুষঙ্গিক সামান্য সামান্য বিষয় দুই একটী লেখা যাইবে, কিন্তু তাহাও যে নির্ভুল একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

শিশুপালন গর্ভ হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত, কেননা অঙ্কুরেই উহার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে পরিণামফল মঙ্গল-জনক হয়। কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভের প্রথম অবস্থায় অরুচি হয়, সেই সময় ক্ষুধা নিবারণার্থ তাঁহাদের মুখরোচক ঝাল লবণ সংযুক্ত অম্লরস খাওয়া উচিত নহে, উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া সম্ভব। গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণের স্বাস্থ্যের দশাও তদ্রূপ হওয়া সম্ভব, বরং দুধ মিছিরী সরবত ইত্যাদি মুখরোচক লঘুপাক দ্রব্যাদি আহার করা কর্ত্তব্য। গর্ভের প্রথম অবস্থায় গুরুতর পরিশ্রম করা অনুচিত। সাধ পঞ্চামৃত উপলক্ষে নিমন্ত্রণাদিতে গুরুপাক দ্রব্যাদি অধিক

* "গৃহস্থস্তু যদাপশ্যেৎ বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥"
মনু।৬।২।

পরিমাণে ভোজন করা উচিত নহে। আর গর্ভের সঞ্চার জানিতে পারিলেই অবসর মত 'ভারত কামিনী' ও 'ধাত্রী শিক্ষা' এবং ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা শুইয়া আলস্যে দিন কাটাইলে প্রসবের সময় প্রসূতিকে ভারি কষ্ট পাইতে হয়। এ বিষয়ে আলস্য-পরায়ণা বিলাসিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী প্রসূতিগণ আর অসভ্য নীচ বংশীয়া দৈনিক শ্রমজীবিনী প্রসূতিগণ প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। কোন সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন* যে তিনি দেখিয়াছেন কোন দৈনিক শ্রমজীবিনী রমণী পুরুষদিগের সহিত শস্য কর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটু আড়ালে গেল, অল্পক্ষণ পরে নদীতে গিয়া সদ্যঃপ্রসূত শিশুর সহিত পরিষ্কৃত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পুনর্ব্বার শস্য কর্ত্তন করিতে লাগিল। আর আমরা ২।৩টী ভদ্র বংশীয়া আলস্য-পরায়ণা সূতিনীকে প্রসবের প্রাক্কালে জীবন ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। কোনও বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া সেই বীজাঙ্কুর ভূগর্ভ হইতে যাহাতে সতেজে চারারূপে বহির্গত হইতে পারে, সেজন্য মালীর যেমন চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত, প্রসূতিকেও তেমনি গর্ভাবস্থা হইতে শিশুর মঙ্গল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় অতি হর্ষ, অতি ক্রোধ, অতি বিষাদ, অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হওয়া বিধেয় নহে, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত এবং নীরোগ হইবার চেষ্টা করা উচিত।

* বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত বাহ্য বস্তুর সহিত "মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" দেখ।

সাধারণতঃ আমাদের সূতিকাগার যে প্রণালীতে নির্ম্মাণ করা হয়, উহা অতি কদর্য্য এবং সূতিনী ও শিশুর পক্ষে বিপদজনক। একেত অপ্রশস্ত স্থান, তাহাতে আবার উহাতে না যায় গ্রীষ্মে বাতাস, না ঢাকে শীতের ঠাণ্ডা। এই অবস্থায় শয্যাদির যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাও ভাল নয়। ছেঁড়া মাদুর আর ময়লা বস্ত্র খণ্ড ইহাই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শয্যা। শিশু গর্ভে যে অতি গরমে থাকে, ইহা সহজে অনুমিত হইতে পারে, সুতরাং অমন গরমের মধ্য হইতে ভূমিস্পৃষ্ট হইলে তাহার লেপের ভিতর হইতে শীতল জলে পড়ার ন্যায় ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। গরমের সময় হইলেও সদ্যোজাত শিশুকে আমরা শীতে কাঁপিতে দেখিতে পাই এবং উহাকে আমরা গর্ভ-শীত বলিয়া থাকি। শীতকালে উক্তরূপ বিছানায় তাহারা যে কত সুখে থাকে, তাহা বুঝিতে অধিক সময় লাগে না। ইহাতে যে শিশু শুধু কষ্ট পায় এমত নহে, হয়ত ইহাতে শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। অতএব সেই অবস্থায় তাহাকে গরম জল ও সাবান দ্বারা সুপরিষ্কৃত করিয়া গরম বস্ত্রে উত্তমরূপে ঢাকিয়া

রাখা আবশ্যক। আমাদের পল্লীগ্রামের ধরণী (ধাত্রী) গণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত না হইলেও অন্য উপায় দ্বারা ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা বেশী পরিমাণে সর্ষপ তৈল শিশুকে মাখাইয়া ধীরহস্তে নেকড়া দ্বারা পরিষ্কার করে, তাহাতে শিশুর গাত্রমলা বেশ উঠিয়া যায়। অনন্তর আগুণের সেঁকে গরম করিয়া গর্ভ-শীত নিবারণ করে। কিন্তু উপরোক্ত উপায়ই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়। সূতিকাগার সেঁত সেঁতে, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না অথবা খালাপালা হওয়া উচিত নহে, কেন না শিশু যে কয়দিন সূতিকাঘরে থাকে, সেই কয়দিনই তাহাকে অতি সাবধানে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা, নাড়ীকাটার সময় সতর্ক হওয়া; গরমে থাকা ও স্তন্য বা জলমিশ্রিত উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়া উচিত।* সূতিকাগারে আগুণ রাখা উচিত, কিন্তু ধোঁয়া হওয়া ভাল নয়, তজ্জন্য কয়লা বা গুলের আগুণ রাখা কর্ত্তব্য। শিশুকে সর্ব্বদা শুষ্ক স্থানে পরিষ্কার কোমল শয্যায় পরিষ্কার গরম বস্ত্রে আবৃত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। জননীর শরীরের অবস্থার সহিত যে শিশুর শারীরিক অবস্থার অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, প্রাচীনাগণ ইহা উত্তম রূপ জানিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা শিশুপালনে নিতান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন না। কি কুক্ষণেই যে বঙ্গ পরিবারের মধ্যে বিলাস-বিষ সংক্রামিত হইয়াছে যে আমরা আলস্য বশতঃ তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রাচীনাগণের সেই সুন্দর শিশু-পালন রীতি শিক্ষা করি নাই। কিন্তু ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাই 'ধাত্রীশিক্ষা' পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের শিশুপালনরূপ কর্ত্তব্য জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িতে-ছিল, কিন্তু ধাত্রীশিক্ষা যেন উহার সঞ্জীবনীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আশা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেক প্রসূতি উহার উপকারিতা বুঝিতে আজও চেষ্টা করেন না। আমা-দের মধ্যে আজ কাল স্বধর্ম্মনিরত, হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ সৎসাহসী পুরুষের এবং শিশুপালন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা রমণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ি-য়াছে। তাই কবি বড় দুঃখে ক্ষোভে বলিয়াছেন—

"যত ভারত রমণী আছ ঘরে,
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে,
বল-বীর্য্য-হীন দাস-সুতে
কি কাজ প্রসবি অযুতে অযুতে।"

কিন্তু ভারতরমণী শিশুপালনে সুশি-ক্ষিতা হইলে 'বলবীর্য্যহীন দাসসুত" কি বলবীর্য্যসম্পন্ন হইতে পারে না?

* ধাত্রী শিক্ষা প্রথম অধ্যায় দেখ।

শুভ যাত্রিক।*

(সন ১৩০১ সাল, ২৭ শে ভাদ্র মঙ্গলবার)

১

শুভ ধান দূর্ব্বা দিয়ে
সাজায়ে মঙ্গল ডালা,
এস মা ভারত লক্ষ্মি!
এস যত বঙ্গবালা;
নিয়ে এস পূর্ণ কুম্ভ
সহকার-শাখা সনে,
বাজাও বিজয় শঙ্খ
সবে পুলকিত মনে;
সুখদা জোছনা ভরা
সুমঙ্গলা বিভাবরী,
নিথর গঙ্গার জলে
জাগিছে বৃটিশ তরী;
ছাড়ি ঘর ছাড়ি দেশ,
ছাড়ি পরিচিত জন,
দূর দেশে সে জাহাজে
যেতেছেন একজন—
বঙ্গ জননীর ছেলে
অনাথের সহোদর,
উদারহৃদয় আহা
বিশ্ব প্রীতি সরোবর!—
সাধিতে বিধির কাজ
যেতেছেন সিন্ধু পারে,
প্রবাসে, বিদেশে, দূরে,
সেই শ্বেতদ্বীপ দ্বারে!
সুমঙ্গল ধান দূর্ব্বা
দেহ সবে তাঁর শিরে,
নীরোগ সবল রবে,
পরাণের পুত আশা
সকলি সফল হবে!
বৎস-সনে গাভী যথা
তেমনি মা র'বে কাছে,
যে ছেলে "মায়ের ছেলে"
তার ভয় কোথা আছে?

২

চারিধারে নীল জল
করিছে ভৈরব খেলা,
সুনীল লহরী ছোটে,
নয়নে আসে না বেলা;
এহেন বিশাল নীল
মহাসাগরের পরে,
চলিছ বৃটিশ তরি!
কত শিশু কোলে করে;
যেতেছেন আজি দেবি,
আমাদের একজন—
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ
ডা'ক বিশ্বজননীরে;
মা'র বরে মা'র শিশু
বঙ্গজননীর শিশু
বড় আদরের ধন!—

* কলিকাতা সিটী কালেজে মূক ও বধির শিশুগণের শিক্ষার উন্নতি জন্য, তাহাদের জনৈক সদাশয় শিক্ষক গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন, এই কবিতাটি তদুপলক্ষে লিখিত। লেখিকা।

দেবের আদেশ নিয়ে
যেতেছেন সিন্ধু পারে,
তুমি মা, "পরের ছেলে"
কখনো ভেবনা তাঁরে;
মা'র কোলে শিশু যথা
তেমনি রাখিও তুমি,
নিরাপদে নিয়ে যেও
সে দূর বিলাত ভূমি।

৩

নমো মাতঃ! দয়াময়ি,
সিদ্ধিদাত্রী, শুভঙ্করী
পুরাও শিশুর আশা,
ও পদে মিনতি করি।
মৃত জড় পুনঃ বাঁচে
বোবা ছেলে কথা কয়,
বরদে, তোমারি বরে
সকলি সম্ভব হয়!
তোমার চরণ স্মরি,
করিতে তোমার কাজ,
বঙ্গ জননীর শিশু
বৃটনে যেতেছে আজ!
রেখ মা, সন্তানে সুখে
সে বিদেশে পরবাসে,
নিরাপদে পুনরায়
মা'র কোলে যেন আসে।
যার তরে সারা বঙ্গ
রহিল চাহিয়া পথ,
সে সুপুত্রে দয়া করি,
পূরিও মা, মনোরথ।

লেখিকা শ্রীমা।

পাঁচন মুষ্টিযোগ।

(৩৫৫ সংখ্যা—১১৪ পৃষ্ঠার পর।)

অর্শ।

আদা ও আম-আদা একত্র সেবন করিলে অথবা এক তোলা আতপ চাউল আর আধ তোলা চারা নিমের শিকড় একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ-রোগের শান্তি হয়।

পুরাতন শুষ্ক মূলা এক তোলা জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া কোন প্রস্তর বা কাচ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ঢাকিয়া শিশিরে রাখিবে। পর দিবস প্রাতে স্নান করিয়া উহা সেবন করিয়াই এক তোলা নিস্তুক (খোসা ছাড়ান কৃষ্ণতিল) ও এক তোলা আতপ চাউল চিবাইয়া খাইলে অর্শ সারে।

হরীতকী ২ তোলা গোমূত্রে চারি দিবস ভিজাইয়া কাটিয়া তুল্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবিত হইলে অর্শ ভাল হয়।

নিস্তুক কৃষ্ণতিল ২ তোলা, মাখম ১ তোলা, মিছিরী ১ তোলা, অথবা কচি পদ্মপত্র ॥০ তোলা ও ছাগদুগ্ধ এক ছটাক সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়।

অর্শ রোগের রক্তস্রাব হইলে গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া, সেই জলে শৌচ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

শূকরের রক্ত ও আফিং একত্রে অর্শের বলিতে লেপ দিলে বলি পতিত হয়।

বলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকিলে হরিণের শৃঙ্গ শিলে ঘসিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা গন্ধবিরজার ধূম তথায় দিলে বেদনার আশু শান্তি হয়।

জাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ ৵৹ আনা, ৮ তোলা মাখনসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণার লাঘব হয়।

হরীতকীর আঁটির লম্বাদিকের দুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাটিবে, তৎপরে আঁটির লম্বা দিকেই একটী ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে ৯ গুণ অর্থাৎ ৯ খেয়া ব-সূতা প্রবেশ করাইয়া কটীদেশে ধারণ করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

প্রতিধ্বনি,—আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত এই সমালোচনা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলাম; কারণ এই পুস্তকখানি কোন পঞ্চদশবর্ষীয়া বামার প্রণীত। প্রতিধ্বনি কবিতাময় পুস্তক, রচয়িত্রীর নাম শ্রীমতী মৃণালিনী, এই পুস্তক প্রণেত্রীকর্তৃক তাঁহার পিতৃদেবচরণে উৎসর্গীকৃত। সেই উৎসর্গ পত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তক খানির কাগজ, মুদ্রাঙ্কন ও বাইণ্ডিং এত উৎকৃষ্ট যে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে তাদৃশ উৎকর্ষ দেখা যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক খানিতে অষ্টষষ্টী বিভিন্ন কবিতা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িত্রীর ভূমিকাপাঠে জানা গেল, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতে পঞ্চাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে রচনার সন, মাস, এমন কি তারিখ পর্য্যন্ত লিখিত আছে।

এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। অনেকে মনে করিতে পারেন, বামারচনার প্রশংসা করাই বামাবোধিনীর ব্যবসায়। নবশিক্ষিতা বঙ্গবালাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ঐ ব্যবসায় অবলম্বনে বামাবোধিনী কুণ্ঠিতা না হইলেও "প্রতিধ্বনির" প্রশংসা বাদে সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলিতেছি এত অল্প বয়সের রমণী—লেখনী হইতে এমন কবিত্বপূর্ণ এতগুলি সরল কবিতা আমরা

আদৌ দেখি নাই এবং ভরসা করি, প্রতিধ্বনির এই প্রশংসাবাদ অচির কাল মধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে। বামাবোধিনীতে স্থানাভাব না হইলে আমাদিগের পাঠক পাঠিকার অবগতি জন্য অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। বাঙ্গালা কবিতা পাঠে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগের সকলকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা "প্রতিধ্বনি" পাঠের কোন সুযোগ ত্যাগ না করেন। অন্ততঃ ফুল, পাপী, কখন বসন্ত এলো, ৵ সরোজিনী, ডেকেছি কেন, সুখের আশা, তখন ও এখন, বিষাদিনী, শেষ;—কোন গতিকে একখানা পুস্তক হাতে পড়িলে, এই কয়টী পড়িয়া লইবেন।

নূতন সংবাদ।

১। চীনজাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, কয়েক দিন হইল নিউব্যাঙ নামক স্থানে চীনেরা জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তৎপরে কয়েকটী জলযুদ্ধ হইয়া চীনেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়! ইতিমধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

২। ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা ৪৭৸৫ চাঁদা তুলিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল। বালিকাদিগের এ শুভানুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৩। বহরমপুরের জলের কল স্থাপনার্থ যত টাকা ব্যয় হইবে, মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বয়ং তাহা দিবেন। মহারাণীর রাজকীয় বদান্যতা চির-আদর্শ স্থল।

৪। গত জুনমাসে বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল বাহির হইয়াছে। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র আলবিয়ন রাজকুমার ও জে ঘোষাল ও ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারীর পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীর সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ হেতু ইংরাজ বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

প্রয়োজনীয় প্রার্থনা।

আমাদের হিন্দু সমাজে রমণীর পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। কন্যার পিতা, ভ্রাতা, খুড়া, জ্যেঠা, ইত্যাদি অভিভাবকগণ যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করাহইবে। কেহ একবার দেখিবেন না যে, যাঁহার করে চির জীবনের জন্য একজন অবলার সুখ, আশা, ভরসা সমস্ত অর্পিত হইবে, যাঁহার অধীন হইয়া সেই দুঃখিনী অবলাকে অকূল সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তিনি সেই অবলার মনোনীত হইলেন কিনা? এইত আমাদের সমাজের রীতি! পতি পত্নীর মনোনীত এবং পত্নী পতির মনোনীত হইবেন কিনা বিবাহের পূর্ব্বে এক বার তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় না বলিয়া অনেক পরিবার অশান্তি-

রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। বিবাহ একটী কঠিন কার্য্য। বিবাহের পর হইতে মানবের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রীর দুইটী জীবন একটী জীবনে মিলিত করিয়া অতি সতর্কতার সহিত জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু দুইটী জীবন একত্র করিতে কয়জন জানেন? কয়জন পারেন? যিনি পারেন তিনিই ধন্য, তিনিই এই সংসারে স্বর্গসুখ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মানবের দুটী জীবন একত্রে মিলিত করিয়া নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় দুরূহ কার্য্য। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুইটী দ্রব্যের আবশ্যক—একটী প্রেম, অপরটী স্নেহ। সংসারে সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে উভয়ের সহিত এই মহামূল্য রত্নস্বরূপ এই প্রেম স্নেহের বিনিময় করিতে হয়। কিন্তু এই পবিত্র রত্নের বিনিময় করিতে কয়জন জানেন? আর একটী কথা, এই অমূল্য রত্নদ্বয়ের বিনিময় করাও বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী হইলেই যে এরত্নের বিনিময় করিতে পারেন তাহা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাহা পারিতেন তাহা হইলে প্রতি নিয়ত দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া স্ব স্ব জীবন ভার বোঝা বোধ হইত না। হৃদয় যাহার গুণে মোহিত হয়, তাহার সহিতই এই অমূল্য রত্নের বিনিময় করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি অগ্রে দেখা উচিত দম্পতিযুগল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের উপযুক্ত কি না? কিন্তু এই উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা নিরূপিত করাও দুরূহ কার্য্য, একজনের যাহাকে ভাল বোধ হয় অপরের যে তাহাকে ভাল বোধ হইবে তাহার নিশ্চয় কি?

কুমুদিনী চ'খে শশী, অতুল সুষমা রাশি
তা বলে কি ভাল লাগে নলিনীর নয়নে?

পাত্রীর অভিভাবকেরা যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পাত্রীকে সম্প্রদান করিলেন, পাত্রীর হয় ত তাঁহাকে ভাল লাগিল না—সকলের অজ্ঞাতে হয়ত তাঁহার হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তাই বলি প্রত্যেক লোকের রুচি বিভিন্ন প্রকার। হৃদয়ও এক প্রকার নয়। নিজের হৃদয় নিজে যেমন বুঝিতে পারা যায়, অপর সেরূপ বুঝিতে কোন মতেই সক্ষম নহেন। অতএব দম্পতিদ্বয় পরস্পরের প্রণয়ভাজন হইতে পারিবেন কি না, বিবাহের পূর্ব্বে সে পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের করেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই কঠিন পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের উপর ন্যস্ত হয় না বলিয়া স্বামী স্ত্রীর অপ্রণয় ঘটিত মনোমালিন্যে কত সংসার অশান্তি অনলে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়? স্বামী পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইলে সংসারে ক্লেশ থাকিবে না—দম্পতি-যুগল পরস্পর পরস্পরে পবিত্র প্রণয়সুখ উপভোগ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন।

কিন্তু হায় এ পোড়া ভারতে—পোড়া সমাজে আরকি সে সুখের দিন উদয় হইবে যে দিন সাবিত্রী দময়ন্তী ভদ্রা ইত্যাদি আর্য্য মহিলাগণ স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন? আমাদের হিন্দু সমাজে আর কি সে শুভ দিন হইবে? আমরা একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার কৃপায় যেন আমরা আবার সেই শুভদিন ফিরিয়া পাই। ভগবান্ যে দিন আমাদের এই প্রয়োজনীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন সেই দিন হইতে আর দম্পতিদিগের মনোমালিন্যে সংসার বিষময় হইবে না।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৮ সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩০১—নবেম্বর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় স্মরণার্থ সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৬১ বার্ষিক স্মরণার্থ সভা যেমন কলিকাতায় মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি দূর-স্থানে এবং বঙ্গদেশের অনেক প্রধান প্রধান নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। রাম-মোহন রায় যেমন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি ভারতের স্ত্রী, পুরুষ, ভদ্র, ইতর সর্ব্বসাধারণের পরমহিতকারী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার কোন স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ সর্ব্বসাধাণের উদ্যোগ ও সহায়তা করা একান্ত বিধেয়। তাঁহার উদ্দেশে কলিকাতায় "রামমোহন রায় ক্লব" নামে একটী ধর্ম্মতত্বালোচনী সভা এবং একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি।

জাতীয় মহাসমিতি—আগামী বড়দিনের সময় মান্দ্রাজে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহার জন্য উৎসাহ সহকারে আয়োজন হইতেছে। কানাডার গবর্ণরকে সভাপতির আসন গ্রহণার্থে আহ্বান করা হইয়াছে। আমেরিকার কুমারী ফ্রানসিস্ উইলার্ড এল, এল, ডি এবং ইংলণ্ডের লেডী হেন্‌রী সমরসেট্, এই দুই সুপ্রসিদ্ধা মহিলার সমিতিতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

স্ত্রীকবির মৃত্যু—মান্দ্রাজ প্রেসি-ডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এস্ সত্যনাদনের পত্নী শ্রীমতী রুপ বাই গত ৩রা আগষ্ট পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্গবালা তরুদত্তের ন্যায় ইঁহার কবিত্বশক্তি

এবং ইংরাজী সাহিত্যে বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি ইংরাজীতে "সগুণা" ও "কমলা" নামক দুইখানি উপখ্যান গ্রন্থ লিখিয়াছেন; সগুণা খৃষ্টীয় কলেজ মাগাজিনে মুদ্রিত হইয়াছে, কমলা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ গুণবতী রমণী ৩১ বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন, ইহা ভারতের বড়ই দুর্ভাগ্য।

সুখের মৃত্যু—কন্গ্রেসের উৎসাহী সভ্য রাজা রামপাল সিংহের মাতা ১২৫ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এত বয়সেও তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই।

দান—মহারাণী স্বর্ণময়ী হায়ার ট্রেণিং সভায় ৫০০ ও মূক বধির বিদ্যালয়ে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ— উভয় পক্ষের বার বার জয় পরাজয় হইয়া প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি খুব প্রবল। জাপানীরা একদিকে চীন রাজধানী পেকিন অধিকারে, অন্য দিকে চীনের প্রধান ধনাগার মৌকডেন নগর লুণ্ঠনে লোলুপ হইয়া অসংখ্য সৈন্য চালনা করিতেছে।

ভারত বিধবা — সেন্সসের গণনানুসারে, ভারতে বিধবা সংখ্যা আড়াই কোটি, তন্মধ্যে দশ বৎসরের ন্যুনবয়স্ক বাল-বিধবা সংখ্যা ৭০,০০০ হাজারের অধিক !!

ভগবৎ-কৃপা।

ভাগবত শব্দের অর্থ ভক্তিরস পাত্র ও ভক্তিরস শাস্ত্র। এই ভাগবত শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন, ভক্তি লাভের তিনটি কারণ; প্রথমতঃ জীবের ভজন সাধন, দ্বিতীয়তঃ সাধু কৃপা, তৃতীয়তঃ ভগবৎ কৃপা। আমরা আজ এই প্রবন্ধে প্রথমোক্ত দুইটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তৃতীয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞান, ও বুদ্ধিক্ষমতার যেরূপ প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্তিবাদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থরূপে অনাদৃত হইয়া থাকে, অথবা ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। এরূপ ঘটনা যে কেবল আজ কালই হইতেছে, এমন নহে; ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে চিরকালই এই রূপ হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ।"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন এবং তাদৃশ যত্নশীল সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ জ্ঞান লাভ

করেন। যাহা হউক, "ভগবৎ কৃপা" বলিয়া একটা পদার্থ আছে এবং তাহাতে বিশ্বাস হইবার উপযুক্ত ঘটনাবলী কখন কখন জীব-চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অদ্য আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে রঙ্গনাথ বলিয়া এক দেব বিগ্রহ আছেন। তাঁহার শ্রীমন্দিরের অদূরে বারমুখী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রমণী বাস করিতেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বহুসংখ্য উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। আপনি বহুসংখ্যক সুন্দরী দাসী পরিবৃতা হইয়া পরম সুখে অট্টালিকায় বাস করিতেন। একদা মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার বাস ভবনের অদূরবর্ত্তী এক কুসুমোদ্যানে কতকগুলি বৈষ্ণব সাধু উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্ন তপনের প্রচণ্ড কিরণে পথভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উদ্যানের সুগন্ধি কুসুমযুক্ত ঘন পল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষচ্ছায়া ও সরোবরের শীতল জল উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহারা তৃপ্তি জন্য আনন্দ কোলাহল পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। বারমুখী আপনার বাস-প্রকোষ্ঠের বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া সাধুগণকে দর্শন করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

"দুষ্কর্ম্ম করি আমি অর্থ বানাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু।
তথাপিহ আরও অর্থপথ নিরক্ষিয়া।
নিজ দেহ পণ করি রঙ্গে সাজাইয়া॥
ছিছি মোরে ধিক্ ধিক্ যে অর্থ লাগিয়া।
পাপ পথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া॥
সেই অর্থে ইহ(সাধুগণ)সব ফুৎকার করিয়া।
স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেলিয়া॥
পরম পদার্থ সর্ব্ব লোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্মে হইল আশ্রিত॥
অতএব ছিছি মুই ত্যজি হেন অর্থ।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ॥"

পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির স্মৃতি সহকারে এইরূপ চিন্তা করিয়া বারমুখী হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং একখানি থালা স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তৎসহ সাধুগণ সমীপে উপনীত হইলেন। সাধুগণ তাঁহার পূর্ণ যৌবন ও রত্নজড়িত আভরণ দ্বারা ভূষিতা-কনকলতিকা-প্রতিমা মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিতা হইলেন এবং তিনি দেবী কি অপ্সরী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহাদিগের

"নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে।
কহে মো পাপীরে গোঁসাই কর অঙ্গীকারে॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামল সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া॥"

এই কথা শুনিয়া সাধুগণের মোহান্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি অধোবদনা হইলেন। অবশেষে মোহান্ত পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—

কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী হয়।
তবে ত কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয়॥

এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অচিরে॥
মোহরের থলি রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায় মনে॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈল মোরে॥"

সাধুগণের প্রত্যাখ্যানে বারমুখীর ক্রোধ হইল না, মনের নির্ব্বেদ শতগুণ বৃদ্ধি হইল। অশ্রুজলে বদন প্লাবিত করিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে সেই মোহরের থলি মস্তকে করিয়া রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে মোহরের থালা রক্ষা করিয়া গললগ্নীকৃত-বাসা ও কৃতকরপুটা হইয়া শ্রীবদনের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পূজারি ঠাকুর বারমুখীকে বেশ্যা জানিয়া তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিলেন না। এখনও বারমুখীর ক্রোধ কি অভিমান হইল না; কেবল আপনাকে পাপিনী ও ভাগ্যহীনা বলিয়া আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বারমুখীর সেবা লালসা ও রোদন দেখিয়া এবং করুণ বিলাপ শুনিয়া পূজারি ঠাকুরের একটু দয়া হইল।

"চূড়া বানাইয়া দেও পশ্চাৎ কহিল॥"

বারমুখী ইহাতে পরম উৎসাহিনী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ঠাকুরের যে অঙ্গে যে গহনা সাজে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত রত্নাভরণ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই সকল আভরণ একখানি স্বর্ণ থালি পূর্ণ করিয়া আপনি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রঙ্গনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পূজারি ঠাকুর অনেক বিবেচনা করিয়া সে আভরণ লইতে সাহস করিলেন না, বেশ্যার সামগ্রী দেব সেবার উপযোগী নহে বলিয়া পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। বারমুখীর বদন শুষ্ক ও মলিন হইল, নয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং

"ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥"

কিন্তু

"দয়াল হরি না বাছে উত্তম অধম।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম॥"

সেই রাত্রিতে পূজারি স্বপ্নে দেখিতেছেন যেন ঠাকুর ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন, "তুমি বারমুখীকে কল্য প্রাতে যত্নে আহ্বান করিবে এবং তাহাকে নিজহস্তে আমার অঙ্গে আভরণ পরাইতে দিবে। তাহাকে মন্ত্রশিষ্যা করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত করিবে, কদাচ তাহাকে ঘৃণা করিও না।" পূজারি ঠাকুর ভীতচিত্তে স্বপ্নাদিষ্ট আদেশ পালন করিলেন। বারমুখীর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বহস্তে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আভরণ পরাইয়া দিয়া

"সর্ব্বস্ব লুটাইয়া কৈল মহা মহোৎসব।
বিষ ত্যজি পান কৈল কমল আসব॥

অতএব কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে নাই জাতির বিচার॥”

বারমুখীর উদ্ধার দৈবাৎ হইল। এই জন্যই আমরা ইহাকে “ভগবৎ কৃপা” বলিলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানশালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ এরূপ ঘটনাকেই মিথ্যা বলিবেন। আর যদি দয়া করিয়া সত্য মনে করেন, তবে ইহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধে যে কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

গোয়েণ্ডেলাইন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের অন্তর্গত মেল্টেন্‌হাম নগরে গোয়েণ্ডেলাইন জন্মগ্রহণ করেন। গোয়েণ্ডেলাইনের পিতা, শ্রুজবেরীর আরল ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মাতাও জনৈক লর্ডের দুহিতা। এই সম্ভ্রান্ত দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া গোয়েণ্ডেলাইন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ঐশ্বর্য্যে এবং সম্ভ্রমে ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করিতেন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে কিছুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই।

গোয়েণ্ডেলাইনের জন্মগ্রহণের পর তদীয় পিতা মাতা বিশিষ্টরূপে তাঁহাকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। শিশু গোয়েণ্ডেলাইন ‘বাবা’ ‘মা’ ইত্যাদি কথা বলিবার পূর্ব্বে যাহাতে পরমেশ্বরের নামে মুখ পবিত্র করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার পিতা মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে ঈশ্বরের নাম শুনাইতেন। পিতা মাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহাদের স্নেহের দুহিতা গোয়েণ্ডেলাইন সর্ব্বপ্রথমে পরমেশ্বরের নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গোয়েণ্ডেলাইন কথা বলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে করপুটে স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন। গোয়েণ্ডেলাইনের চরিত্রের বিশেষত্ব শৈশব হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি ভিক্ষুক দেখিলেই দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। কাহাকেও কিছু দিতে পারিলে তিনি যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, বহুমূল্য বসন ভূষণ ও সুমিষ্ট আহারেও তাঁহার তেমন আনন্দ হইত না।

ক্রমে তিনি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। ধনী কন্যাগণ যৌবন সমাগমে যেরূপ বিলাস-সুখ এবং কাম্য বস্তুর অপর্য্যাপ্ত সম্ভোগে মত্ত হইয়া অসারভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক

ভাবাপন্ন গোয়েণ্ডেলাইনের ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আপাত-মনোরম বিলাসিতা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মার্থে—নরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। প্রভু পরমেশ্বরের সেবা, তাঁহার সন্তানগণের পরিচর্য্যা ভিন্ন জগতে গোয়েণ্ডেলাইনের অন্য কার্য্য রহিল না। তাঁহার সমগ্র দেহমন ধর্ম্মের জন্য সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বীয় জনক জননীর সন্নিধানে বাস করিয়া সমস্ত দিবস সাধু কার্য্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন তিনি কোন দরিদ্রকে দান কিম্বা রোগীর সেবা করিতে পারিতেন না, সে দিন বৃথায় গেল বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া স্বহস্তে রোগীদিগের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী অসহায় রোগীদিগের মাতা হইয়া তিনি সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষা এবং সপ্রেম ব্যবহারে সকলে এরূপ প্রীত হইল যে, তিনি নিকটে উপস্থিত থাকিলেই রোগী আরাম বোধ করিত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রোমের প্রিন্স মার্ক এণ্টনী বর্ণীসের সহিত গোয়েণ্ডেলাইনের বিবাহ হয়। প্রিন্স মার্ক এণ্টনীও গোয়েণ্ডলাইনের সমুদয় শুভ কার্য্যের সহচর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে অতি শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে রোমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ সময় রোমে ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বিসূচিকার করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে লাগিল। নগর, পল্লীতে, হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গৃহে গৃহে রোগী, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, চিকিৎসা করিবার বৈদ্য নাই। অশুশ্রূষায়, অচিকিৎসায় স্বীয় স্বীয় শয্যাতে কত লোক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সমাধি করিবার লোকের অভাবে অনেক মৃতদেহ কবরস্থ হইল না; সে সকল মৃতদেহের দুর্গন্ধে নগর পল্লিকে নরকময় করিয়া তুলিল। সোণার রোম শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা দেবীর ন্যায় গোয়েণ্ডেলাইন সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কয়েকজন সহচরী সমভিব্যাহারে স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করিতে লাগিলেন। তিনি দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় এবং ঔষধ পথ্যে শত শত লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে লাগিল।

এ সময় হইতে গোয়েণ্ডেলাইন অনাথ ও রুগ্নদিগের পালনার্থে একটী মূল সমিতি এবং তাহার অনেক শাখা সমিতি

স্থাপন করিলেন। চিকিৎসালয়, অনাথ-নিবাসও স্থাপিত হইল। তিনি সমুদয় কার্য্যের ভার নিজ মস্তকে লইয়া সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তিনি দরিদ্রদিগের ধনরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য রোমনগরে একটী সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। দরিদ্র শ্রমজীবিগণ দুই চারিটি করিয়া পয়সা সংস্থান করিবার স্থান প্রাপ্ত হইল। ইহাদ্বারা দরিদ্রগণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। দরিদ্রবালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান এবং দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে গোয়েণ্ডেলাইন যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রোগীর পার্শ্বে, দরিদ্রের কুটীরে, দুর্নীতিপরায়ণের শিক্ষালয়ে, চিকিৎসালয়ের তত্বাবধায়কতায়, শোকার্ত্তের সান্ত্বনার স্থলে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসত্রে সর্ব্বত্র বিরাজিত সেই দেবী গোয়েণ্ডেলাইন। তিনি রোমের জননীরূপে অনাথ উপায়হীনদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, প্রাণপণে জনসমাজের হিতকার্য্যসাধন করিয়াছেন। আলস্য, বিলাসিতা, সুখভোগেচ্ছা কখনও তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ধনে মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অতি সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার ধনবল, জনবল, গরিবের উপকারার্থে নিয়োজিত হইত। তিনি যথার্থই বিপন্ন মানবের বান্ধব ছিলেন। এই মূর্ত্তিমতী দয়া-স্বরূপিণী, বিশ্বহিতৈষিণী, সর্ব্বলোক-জননী গোয়েণ্ডেলাইন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মানবলীলা সংবরণ করেন।

মেঘ।

আজ অনেক দিন পরে আবার গগনে মেঘের নিবিড় ঘটা! বাল্যকালে মেঘ দেখিলে—মেঘে বিজলি দেখিলে—মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হইত, মার ক্রোড়ে—মা'র বক্ষে মস্তকটী না লুকাইলে, মা'য়ের অঞ্চলে চক্ষু না ঢাকিলে আর নিরাতঙ্ক হইতে পারিতাম না। মা তুমি ধন্য! অদ্যকার এই মেঘে আমার আর ভয় নাই, তোমার ক্রোড়েও একটু স্থান নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এই সংসার তাপে তাপিত হইয়া যখন ছট্‌ফট্‌ করি, তখন কি একবার কোলে লও না? তাই বলি মা তুমি ধন্য! কেন না তোমার ক্রোড়ের সহিত আমার সেই মেঘের ভয়টাও অপসারিত করিয়াছ, তাই আজ নির্ভয় হৃদয়ে সুপরিচিত আত্মীয় সমূহের ন্যায় গগন-

বিহারী "ধূম জ্যোতিঃ মরুতাং সন্নিপাত" বিজলী-মালী মেঘের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হে অনন্ত আকাশ! মনুষ্যের এই শান্ত—ক্ষুদ্র হৃদয়টা যেন তোমারই ছায়া লইয়া গঠিত। সত্য তোমার তলে গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল আবির্ভূত এবং ঘনঘটা ও বিজলী ছটা বিভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে সদ্গুণাবলীই জ্যোতিষ্কমণ্ডল; আকাঙ্ক্ষা ও আশাই, আবর্ত্ত, পুষ্করাদি মেঘ।

হে জলধর! তুমি প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের একটী অনন্ত সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া যেমন সুনীল আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছ—যেমন বায়ু বিতাড়িত হইয়া শত শত খণ্ড হইতেছ, তথাপি অপসারিত হইতেছ না, তেমনি আমাদের হৃদয়াকাশে—নির্ম্মল হৃদয়াকাশে কত বৃথা চিন্তারাশি—অসার কল্পনা রাশি আসিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, একটী অপসারিত হইতে না হইতেই আর একটী আসিয়া পড়িতেছে, আশাও একটী পূর্ণ হইতে না হইতেই আর একটীর অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, একটী পূর্ণাশার নেশা ছুটিতে না ছুটিতে আরটী আসিয়া হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলিতেছে। যদি সমুদ্র-তরঙ্গের বিরাম থাকে, তথাপি আশার ও চিন্তার বিরাম নাই। বায়ু-বিতাড়িত হইয়া তুমি কতবার ছিন্ন ভিন্ন হইতেছ, তবুও সুনীল আকাশের নির্ম্মলতা টুকু কলুষিত করিতে ছাড়িতেছ না, আশাও কতবার নৈরাশ্য-বায়ু বিতাড়িত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার প্রাবৃট কালীন গগনের ন্যায় হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার নির্ম্মলত্ব বিনষ্ট করিতেছে। তাই তোমার সহিত আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্যগণের অসার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। জলদ! এই যেমন তুমি ভরপুর হইয়া সদর্পে গগন আবৃত করিয়াছ অমনি বায়ু আসিয়া বিতাড়িত করিতেছে, বায়ুকে তুমি যদি কষ্টে স্বষ্টে কোন মতে পরাস্ত করিতে পার তবে বড়জোর জল হইয়া গলিয়া যাইবে, অতএব তোমার ভদ্রস্থতা কৈ? তেমনি মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভদ্রস্থতা নাই, হয়ত উড়িয়া গেল, পূর্ণ হইল না, যদি পূর্ণ হইল ত তৃপ্ত হইল না—প্রাণের পিপাসা মিটিল না। মেঘশূন্য আকাশ যেমন নয়নের তৃপ্তি-সাধক, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হৃদয়ও তেমনি সংসারের উত্যক্ত প্রাণের শান্তিদায়ক। মেঘে যেমন ঝটিকার ঝঞ্ঝাবাত, পৃথিবী প্লাবনকারী ঝমঝমে মুষলধারে বৃষ্টি, কড় কড় শব্দ, বৃহৎ বৃহৎ করকাপাত ও বজ্রের অনল সমস্তই সম্ভবে, তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে, ক্রোধের গুরু গর্জ্জন, বজ্রানলের ন্যায় কঠিন অপ্রিয় বচনাবলী দ্বারা লোকদিগকে দগ্ধ করিয়া মারা, প্রলয় কালীন ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় মারামারি কাটাকাটি করিয়া লোকের জীবন-মূল উৎপাটন

করা, ও হিংসা দ্বেষানলে ধরাদাহন করা সবই সম্ভবে। কেননা আকাঙ্ক্ষা হইতে আশার উৎপত্তি, আশা হইতে লোভ, মোহ, ক্রোধাদির উৎপত্তি। এটী আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে কিঞ্চিৎ উদাহরণের আবশ্যক। এই ধরুন সরিকী স্বত্ব লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায়, যাতায় যাতায়, খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রে কলহ বিবাদ হয় কেন? উভয় পক্ষের মনের ভাব এই যে 'আমি ধনী হইব ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব।' অনন্তর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আশা আসিয়া কার্য্যারম্ভ করে। সেই আশা চাহে কি? সমধিক লাভবান্ হইতে। সুতরাং মেঘ! তোমাতে যেমন ঝড় বৃষ্টি করকাদি সবই সম্ভবে, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তেমনি হিংসা দ্বেষ সবই সম্ভবে।

জলদ! মূলে তোমার গুণ আছে, যতই দোষ থাক্ মূলে তোমার গুণ,—জগতের পুষ্টিবর্দ্ধন করা। আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূলেও যে গুণ আছে তাহা জগতের হিতসাধক। মনুষ্যগণ আকাঙ্ক্ষার অনলে পুড়িয়া—নিরাশার তাড়না খাইয়া—আশার নেসায় পাগল হইয়াও জগতের হিত এক পক্ষে করিতেছে বলিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন যাহাতে জগতের অহিত হয় এমন বস্তু বোধ হয় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নাই। 'আমিত্ব' সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর 'আমাকে' রক্ষা করিতেছেন, এই 'আমিত্ব'ই যুবতীর কুলমান, লালন পালন দ্বারা শিশুগণের জীবন, সেবা শুশ্রূষাদ্বারা স্থবির ও রোগিগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, কেননা "আমার ভার্য্যা, ভগ্নী, কন্যা, পুত্র, পিতা, মাতা" এ সমস্তের মূলে 'আমিত্ব' নিহিত, 'আমিত্ব' সিঞ্চিত। যদি কেহ বলেন যে নিঃস্বার্থ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয় বিশ্ব প্রেমিকগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা উক্ত শ্রেণীর লোক সংখ্যা এত অল্প যে শতকরা একজনও মিলে না। যে সময় তপস্বী ঋষিগণের কুটীরে তপোবন সকল জনপদ ছিল—যে সময়ে যোগের ও বেদের প্রতি লোক সমধিক অনুরাগী ছিলেন—যে সময়ে পূর্ণগর্ভা কোশল-রাজমহিষী একটি উক্ত প্রকার মহাত্মার আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাপদে ছিলেন, সে সময়ের কথা বলিতেছি না,—যে দিন প্রজাপতিগণ সর্ব্বলোক পিতামহের "দার পরিগ্রহ কর" এই বাক্য লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা নারদ সেই বাক্য লঙ্ঘন করায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাসীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন * সে দিনের কথা বলি-

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দেখ। শ্রীমদ্ভাগবতেও যখন মহামুনি ব্যাসদেবকে দেবর্ষি নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ বলিতেছেন, তখন দাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকটিত আছে। অনাবশ্যক হইলেও উহার একটী মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে,
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ ন বেদবাদিনাঃ।
১ স্কন্দ। ৫ অধ্যায়। ১৩ শ্লোক।

তেছি না, বলিতেছি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা যে শতকরায় উক্তরূপ লোক একটি মিলাও সন্দেহস্থল। সুতরাং একটি "অহঙ্কারী" অর্থাৎ "আমিত্ব" পূর্ণ মনুষ্য দ্বারা যখন ২০।২৫ টী পরিবার 'আমিত্ব' রজ্জুতে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন অত অল্প সংখ্যক সাধু সাধ্বীগণ দ্বারা যদি এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে চলিত, তাহা হইলে পিতৃ মাতৃ ও আত্মীয় বিহীন বালক বালিকাগণ মৃত্যু-মুখে পতিত বা দুরবস্থাগ্রস্ত হয় কেন? কেনইবা আশ্রয়হীন অভাগিনীগণ বিপথ-গামিনী হয়? অপত্যবিহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা-গণ এক বিন্দু জলের জন্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য যষ্টি সাহায্যে পথে পথে ফিরে কেন? কেনইবা নিরাশ্রয় রোগি-গণ বিষ্ঠা মূত্র লিপ্ত দেহে এক ফোঁটা জলের জন্য শুকতালু হইয়া জীবন হারায়? অতএব মেঘ! তুমি যেমন নীল আকাশে থাকিয়া জগতের হিত অহিত সাধন করিতেছ, হৃদয়াকাশে তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে। তোমাতে বজ্রের অনল আছে, আবার সুশীতল সলিলও আছে; আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ষড়্‌রিপুর দৌরাত্ম্য আছে, আবার সুস্নিগ্ধ স্নেহাদিও আছে। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী প্রভৃতির স্নেহই গৃহবন্ধন, গৃহ বন্ধনই আশা ও আকাঙ্ক্ষার জনক। আশা ও আকা-ঙ্ক্ষার গুণ থাকিলেও জলধর! অদ্য যেমন তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি, উহাদের নিকট কবে বিদায় চাহিব বলিতে পার?

কু, রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৬৭ পৃষ্ঠার পর।)

সন্তানের শরীর বিকাশ মাতৃ কর্ত্তৃক সাধিত হয় একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে সন্তানের হৃদয়ের বিকাশও মাতৃ কর্ত্তৃক সাধিত হয়। ভালবাসা মানব-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধানা বৃত্তি। এই বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় সম্প্রসারিত হওয়াকেই "মানব-হৃদয়ের উন্নতি" বলা যায় এবং হৃদয়ের উন্ন-তিকেই "মনুষ্যত্বের প্রধান সন্ধান" বলা যায়। মাতা হইতেই সন্তানের সেই ভালবাসা-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়। মা'র বুকভরা স্নেহ পাইতে পাইতে শিশু সহজেই মা'কে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। ইহাই হৃদয়ের প্রথম কার্য্য। শিশু যখন জড় ও চেতনের সন্ধিস্থলে, যখন জাগতিক ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়, যখন আহার, রোদন মাত্র তাহার সম্বল, সেই অজ্ঞানতা-কোয়াসা ভেদ করিয়া সে শিশু-হৃদয় মা'কেই চিনিতে পারে! সেই ক্ষুদ্র শিশু যখন মায়ের জন্য কান্না ধরে, তখন অপর কেহ তাহাকে সহজে শান্ত করিতে পারে

না।—সে কান্না সে আকুলতা যে কেবল স্তন্যের লোভে নহে, প্রধানতঃ মা'কে পাইবার জন্যই শিশুর প্রাণ এমন অধীর হইয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, রোদন-পরায়ণ শিশু অনেক সময়ে স্তন পান না করিতেই, মাতৃক্রোড়ে যাইবা-মাত্র শান্ত হয়।—কত সময়ে মাতার পদশব্দ শুনিয়াও রোদনে নিবৃত্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্লনেত্রে মাতার আগমন-পথ চাহিয়া থাকে! এমন প্রাণভরা ভালবাসা যে দুধ খাইবার জন্য, এমন কথা কেহ কখনই বলিও না। শিশুর এই ভালবাসা স্বর্গের ভালবাসা, এই ভালবাসা প্রথম ভালবাসা, এই ভালবাসা সহজ ভাল-বাসা। এই ভালবাসার অমর শক্তিতে মা'কে পাইলে ক্ষুদ্র শিশুর বুকে আনন্দ ধরে না; মা'র মুখে একটু হাসি দেখিলে শিশুর আনন্দ লহরী উঠিতে থাকে; মা'র স্নেহপূর্ণ চুম্বন ও মধুমাখা আদর পাইলে তাহার প্রাণ পুলকে গলিয়া যায়! পর-প্রহার-ত্রাসিত শিশু এবং পতন বা পশ্বাদি ভয়-ভীত শিশু যখন অভয়া-রূপিণী মা'কে জড়াইয়া ধরে, যখন ঠোঁট ফুলাইতে ফুলাইতে ছল ছল চক্ষে মাতৃ-মুখ-পানে চাহিতে থাকে, তখন তাহার সে উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্রোতে বিশ্বজগৎ ডুবিয়া যায়, মানব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়া যায়, মানব-প্রাণ পাগল হইয়া যায়। অধম আমরা সে স্বর্গীয় প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতেও পারি না, বুঝাইতেও পারি না। একদিন যদি শিশুর মত হৃদয়খানি পাই, একদিন যদি শিশুর মত বিশ্বজগৎ ভুলিয়া আমার মা'কে ভাল বাসিতে পারি, তাহাহইলেই আমার মানবজন্ম সার্থক হয়!

এ জগতে শিশুই মায়ের অমৃতময় প্রাণে অনুপ্রাণিত। মায়ের সর্ব্বস্বধন শিশু, শিশুরও সর্ব্বস্বধন মা। মানব সময়ে মহাত্মা হইয়া জগৎকে আপনার করিতে পারেন, পরিণত জীবনে প্রেমিক যীশু বা প্রেমিক চৈতন্য হইতে পারেন, প্রেমিক হাউয়ার্ড বা প্রেমিক বিদ্যাসাগর হইতে পারেন, উন্নতিশীল মানবজীবনে কিছুই অসম্ভব নহে—কিন্তু যে হৃদয়-বিস্তৃতির জন্য তিনি নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, সে হৃদয় তাঁহার মাতৃহস্তেই প্রথম বিকশিত হয়! যিনি মানব-চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি দেখিয়া থাকিবেন, যে ব্যক্তি শৈশবে মাতার (অথবা মাতার ন্যায় সহৃদয়া স্নেহময়ী কাহারও) স্নেহের ছায়ায় পালিত হইতে না পারে, তাহার প্রকৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠোর রহে; হৃদ-য়ের কোমলতা সাধিত হইতে বিলম্ব হয়।* তাই বলিতেছি সন্তানের শরী-রের মত হৃদয়েরও প্রথম বিকাশ মাতৃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

* ইহা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য; ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অন্যথা হইতে পারে।

প্রঃ লেঃ।

এইরূপে যে মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ, লালনপালন, হৃদয়-বৃত্তি পরিস্ফুটন ও মঙ্গলাশয়ে যাবজ্জীবন আত্মোৎসর্জ্জন করেন, তিনি যে সন্তানের পরম দেবতা একথা বলা বাহুল্য মাত্র! এই পরম দেবতাকে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারিলে সন্তানের দেহ ও জীবন সার্থক হয় এবং আত্মার দেবত্ব লাভ হয়। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী পুণ্যবান, পুরুষ রমণী মাতৃপূজায় সকলেই অধিকারী, এবং এ জগতে মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, যে শিশু-হৃদয়ে শৈশব কালোচিত ভালবাসাকে প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায় না। শিশুর ভালবাসা হৃদয়পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরা ভালবাসা হইলেও উহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় না; কারণ শৈশবে প্রায় সকল শিশুই মাতার একান্ত অনুরক্ত হয়, কিন্তু প্রাপ্তবয়সে মাতার নিকটে কতজন দারুণ কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াও থাকে। মাতৃ-ভক্তি দূরে থাকুক, মাতার প্রতি সন্তানের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কুসন্তানেরা তাহাও পালন করে না। সেইজন্য অজ্ঞান শিশুর ভালবাসাকে "ভক্তি" বলা সঙ্গত হয় না। সন্তান জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মাতার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া মাতাকে সম্মানপূর্ণ যে অনুরাগ দান করেন, তাহাকেই প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায়। এই ভক্তিভাব স্থায়ীভাব। মাতা ইহ জগতে থাকুন আর পরজগতে থাকুন, ভক্তিমান্ পুত্র বা ভক্তিমতী কন্যা চিরদিনই মাতৃভক্তি অনুশীলন করেন; অবস্থার দাসত্ব, বা ঘটনার দাসত্বে তাঁহাদিগের মাতৃভক্তি কখনই ভ্রষ্ট হয় না। এই স্থায়িত্ব, বিশুদ্ধ মাতৃ-ভক্তির এক প্রধান লক্ষণ।

আমরা বলিতেছি মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মুক্তির অর্থ আমরা, দেহাবসানে আত্মার স্বর্গবাস, পারলৌকিক সুখ সম্পত্তি লাভ, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়াই জানি, মৃত্যুর পরে এ রকম মুক্তি যে পুণ্যবান্ পুণ্যবতীদিগের সম্ভব, এ বিষয়ে অনেকেই বিশ্বাসী। কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় "মুক্তি" কেবল পর-লোক-বিষয়ীভূত ও মৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য নহে; মুক্তি ইহলোকেও মিলে এবং জীবিত ব্যক্তিগণও তাহাতে অধিকারী হইতে পারেন। এই ইহলৌকিক মুক্তির অর্থ পাপ কলুষাদি হইতে মুক্ত হওয়া। মানবের আত্মা বিমল, পুণ্যময়, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। কিন্তু নির্ম্মল দর্পণেও ছাই দিলে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না, আমাদের আত্মাও সেই রকম পাপ মলিনতায় অপরিষ্কৃত হইয়া গেলে তাহার মধ্যে ঐশিক জ্যোতিঃ অনুভব করিতে পারা যায় না। আয়নায় মুখ দেখিতে হইলে আয়না মাজিয়া ঘষিয়া লইলেই মুখ দেখা

যায়, আত্মায় ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত করিতে হইলে সমস্ত পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে হয়; মলিনতা হইতে মুক্ত হওয়াই মর জগতের মুক্তি। ভারতীয় ঋষিগণও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্যে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ অবস্থিতিঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্কন্ধ, ১০অ, ৬শ্লোক)

অর্থাৎ আত্মার অন্যরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতি করাই মুক্তি।

"বিচারাদিত্যবিদ্যান্তো,
মোক্ষো ইত্যভিধীয়তে॥"
(যোগবাশিষ্ট ৭০ সর্গ, ১শ্লোক)

বিচারাদিদ্বারা অবিদ্যা * নাশ হইলে তাহাকেই মোক্ষ (মুক্তি) কহে। ইত্যাদি।

মুক্তির বিষয়ে এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পাপ কলুষ দি হইতে মুক্তি লাভ করাই যে আধ্যাত্মিক মুক্তি, এ কথা সহজে উপলব্ধ হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতেও সন্তান ইহ জগতে এই মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আমাদের একটু "বিজ্ঞাপন" আবশ্যক হইতেছে। কারণ আমরা যদি (মুক্তির বিষয়ে) পারলৌকিক মুক্তিই খাড়া রাখিতাম, তাহা হইলে আমরাও সহজে প্রবন্ধ শেষ করিতাম, পাঠক পাঠিকাগণও বিনাশ্রমে (না হয় অল্প শ্রমে) আমাদিগের কথায় অনুমোদন করিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যখন প্রত্যক্ষীভূত ইহলৌকিক মুক্তি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রবন্ধ সহজে শেষ হইবে, এমন দুরাশা করি না। এই জন্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

বারমেসে।

অগ্রহায়ণ।

যে সকল শস্যের চাস আবাদ কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়, যদি কোন গতিকে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সকল চাস আবাদ এই অগ্রহায়ণ মাসে করিলেও হয়।

শাক, সবজি,—কার্ত্তিক মাসে যে সকল শাকাদির চাস আবাদ করা হয়, তাহাদের গোড়া খোঁড়া ও আবশ্যক মত সপ্তাহে সপ্তাহে জল সিঞ্চন ভিন্ন এ মাসে আর কোন কার্য্য নাই।

* অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞানতা, এজগতে অজ্ঞানতাই মানবের সকল পাপের মূল। হিতাহিতবিচার করিতে শিখিলে অজ্ঞানতা দূর হয়, তখন মুক্তি লাভ সহজ-সাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রে অবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ রকম "অবিদ্যা" কেবল অজ্ঞানতার নামান্তর।

প্রঃ লেঃ।

আলু,—আলুর ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা। এ মাসে আলুর অন্য কোন কার্য্য নাই।

লঙ্কা,—অনেক কৃষক এই মাসে লঙ্কার পাকা চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে ফল মোটে হয় না, কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। খনা বলিয়াছেন,

"ভাদ্র কি আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাসা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়ে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা।
পূরিতে হবে না ঝালের গোলা॥"

এই প্রবাদেই দৃষ্ট হইতেছে যে, ভাদ্র আশ্বিনই ঝাল রোপণের প্রশস্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসে ঝাল রোপণ করা দূরে থাকুক, এই মাস হইতে লঙ্কা ফলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে যত লঙ্কা ফলিবে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তুলিয়া না ফেলিলে লঙ্কায় কিছুমাত্র ঝাল হয় না।

আমন ধান্য,—আমন ধানের যত দূর পুষ্টি ও পরিপাক হইতে পারে, তাহা এই মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে; সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসই ধান্য ছেদনের প্রশস্ত কাল। খনার বচন,

"এক আমন ধান।
*তিন শাওনে পান॥"

* পানের সম্পূর্ণ পরিপাক হইতে তিন শ্রাবণ আবশ্যক হয়।

আমনে পৌটি, পৌষে ছেউটি।
মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া॥"

অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিতে পারিলে ষোলআনা ফসল মিলে, পৌষমাসে কাটিলে ছেউটী, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রের ধান পাওয়া যায় না, মাঘ মাসে কাটিলে ধান কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু যথেষ্ট নাড়া-খড় বা বিচালী পাওয়া যায় এবং ফাল্গুন মাসে কাটিলে না ধান, না খড়, কিছুই পাওয়া যায় না।

কাঁটাল,—যে বার অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হয়, সেবার অপরিমিত কাঁটাল জন্মে। তাহার অন্যথায় কাঁটাল ভাল হয় না। খনা,—

যদি না হয় অগ্রহায়ণে বৃষ্টি।
তবে না হয়, কাঁটালের সৃষ্টি॥"

পৌষ।

আলু,—এই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই আলু তুলিতে আরম্ভ করিবে। ঘরামীরা বাখারির যে সোমাজ কাঠী দিয়া বাঁধন তোলে, সেইরূপ একটী দ্বারা গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া আলু তুলিতে হয়। পাছে আলুর গাছের শিকড়াদি কাটিয়া যায়, এজন্য এদেশের কৃষকেরা আলু তুলিতে কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহার করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার কৃষকগণ কোদাইল দ্বারা আলু তুলিয়া থাকেন। মটরের ন্যায় ছোট ছোট আলুগুলি রাখিয়া প্রথম বারে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিতে হয়। আলু তোলার পর গাছগুলি ঈষৎ হেলাইয়া

গোড়ায় মাটী ধরাইতে হয়। প্রথম আলু তোলার ৩।৪ দিন পরে জল সিঞ্চন করিবে। আলু তোলার পর গাছ গুলির একটু তেজ বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতি পত্র-কক্ষে, অর্থাৎ পাতার গোড়াতেও আলু ফলিতে আরম্ভ করে।

কপি,—এই মাস হইতে কপিও তুলিতে ও খাইতে আরম্ভ করিবে। কোন কোন স্থানে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই কপি ভোজন আরম্ভ হয়। ফুলকপি, তদপেক্ষা পূর্ব্বেও প্রস্তুত হয়। পাটনা অঞ্চল হইতে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ফুলকপির আমদানী হইয়া থাকে।

খনা কোন বচনে অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে সে বচন ধৃত হইয়াছে। আবার অন্য বচনে পৌষ মাসে ধান্য ছেদনের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। খনাকে অযথাবাদিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। সুতরাং ঐ বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের একটা মীমাংসা করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষারম্ভের অগ্রপশ্চাৎ হেতু কোনবার ধান্যাদি ফসল কিছু অগ্রে, কোনবার কিছু পরে জন্মিয়া থাকে। তদনুসারে খনার দুইটী কথাই সত্য। একটী বচন অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে প্রকাশ করিয়াছি; আর একটী এই,—

"হলে ফুল কাট শণ।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ॥
পৌষের মধ্যে ধানে লাভা।
খনা বলে দুগুণের বোঝা॥"

পৌষ মাসের মধ্যে ধান্য কাটিলে দ্বিগুণ লাভ হয়।

তামাক,—এই মাসে তামাক কাটিতে হয়। এই মাসে কাটিয়া হালা ও ছালা না বাঁধিলে তামাক নষ্ট হইয়া যায়। খনা,—

"খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মূলা বুন॥
তামাক বুন গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পুঁত গুটি গুটি॥
ঘন রূপে পুঁতনা।
পৌষের অধিক রেখোনা॥

এইবচনে তামাক চাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা কয়টী আছে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের উপ্ত ও রোপিত যে সকল ফসল তোমার ক্ষেত্রে আছে, আবশ্যক মতে তাহাদের পাইট ভিন্ন এ মাসে আর কোন কাজ নাই।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

রাগ ভৈরব।

ব ব ব
ঠাট। সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

চৌতাল। ধ্রুপদ *

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বর-লিপি।

অস্থায়ী

৪। । ১। । | +। ব ব।ব
মগ মগ ম প | প নি ধ ধপ
নি- রা- | ধা- র,
(সঙ্গত) ধা ধা

০।ব । ৩। । ০। ব। ৪।ব।
পধ পম পম গ ঋ ঋ ম
জ- গ- দা-
দিন্ তা তেটেকতা কদেতা তেটেকেটে

১। । | +॥ ০। ।ব ৩। ব
গ ম | গ গ ঋ গ ঋ
ধা- | র, বি- ধা-
গদিঘেনে।

৩। ০। । ৪॥ব ১॥ব | +॥ব
সা সা সা .নি .ধ | .ধ
তা, জ- গ- ত- পা- | তা,

০। । ৩। । ০। ।
সা সা সা সা সা মগমগ
গ- তি মু- ক্তি- দা- তা,

৪। । ১।ব ।ব | +।ব ।
ম প ধপ ধপ | পধম মপ
নি- ত্য নি- য়ন্ | তা, নি-

০। ৩। ব। ০॥
গম গঋ সা
রা- কা- র

অন্তরা।

৪॥১॥ +॥ ০। । ৩।ব ।ব ০। ।
প পম নিধ সা সা
স- র্ব্ব ব্যা- পী, জ-

৪॥ ১।ব ৺ ৺ | +॥ব
সা০ নিসা০ সা০ সা০ | ধ
ন ব- ন্দি- ত, | নি-

---

* চৌতাল ধ্রুপদের তাল। একতালার ন্যায় ইহারও মাত্রা সমষ্টি বার, এবং ইহা দুই দুই মাত্রা-বিশিষ্ট ছয়টী পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদে চারিটী তালি; এইজন্য ইহার নাম চৌতাল। ঠেকা যথা,—

+॥ । | ০। । | ৩৺ ৺ ৺৺ | ০৺ ৺ । | ৪৺ ৺ । ৺ | ১৺ ৺ ৺ ৺ |
ধ ধা | দিন্ তা | তে টে কতা | ক দে তা | তে টে কে টে | গ দি ঘে নে। |

ধ্রুপদ গানই হিন্দুদিগের উন্নত ভদ্রসমাজে চলিত ছিল। ইহার রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে গায়কেরা তুক্ বলিয়া থাকে। যথা, অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রত্যেক তুকই তালের চারি ফেরে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু গায়কদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ কখন কখন তালের তিন পাঁচ বা ততোধিক ফেরেও কোন কোন তুক্ নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। চৌতাল, ধামার, সুরফক্তা, ঝাঁপতাল, তেওট, আড়াচৌতাল, রূপক, চিমেতেতালা, সওয়ারী এই সকল তালেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়।

০। ব । ৩ । ব ০।ব ।
সা০ নি সা০ সা০ ঋ ঋ ঋ সা
শ্চ- ল, অ- দ্বি- তী-

। ৩ । ০। ।ব ৪॥ব
মগ পম ম গ ঋ ঋ
শর- ণ্য স- র্ব্ব- শু-

৪। ব ।ব ব ১।ব । +॥ ০॥
সা নি নি ধ ধ প প ম
র, নি- র্ম্ম- ল, স- র্ব্ব

১॥ +।ব ।ব ০॥ ৩। ।ব ০॥
সা নি ধ সা গ ঋ সা
ধা- ধা- র।

আভোগ।

৪॥১॥+॥ ৪। ।ব ৩। ।
সা সা নি সা ঋ সা
জী- ব পা- ল- ক,

৩।ব ব । ০। ।ব ৪। ব ।ব ব
নি ধ সা সা ঋ সা নি নি ধ
শ্রে- ষ্ঠ প- র- ব্র-

০। ।ব ব ৪।ব । ১॥ +॥ব
ম নি ধ ধ সা সা ব
প- র- ম ব- রে- ণ্য

১।ব ।ব ব +।ব । ০॥ ৩। ।ব
ধপ নি ধ ধপ পম ম প ঋ
হ্ম- সা- রা- ৎ সা-

০॥
সা
র।

০। ।ব ৩। ।ব ০।ব । ৪। ।ব ১।ব ।ব
সা নি সা গ ঋ ঋ সা সা ঋ নি ধপ
প- র- মে-

সঞ্চারী।

৪॥১॥×। ।ব ০।ব।৩ ব। ।ব ০।ব
সা ধ ধ প ধ প ধ ধ
স- র্ব্বা শ্র য়, নি-

+।ব ।ব ০। ।ব ব ৩।ব । ০। ।
নি ধ প নি ধ ধপ প ম প ম
স্ব- র, জ্ঞা ন স্ব-

৪॥ব ১।ব । +॥০। ।ব৩।ব ।
ধ ধ প পম নি ধ সা
রা- ম- য়, নি- স্তা- র

৪। ।ব ১॥ +॥ ০।ব ।ব ৩॥
প ঋ সা সা নি ধ সা
রূ- প, অ- বি- না-

০॥ব৪। ।ব১।ব । +। । ০।ব
নি সা নি ধ পম প ম গ ঋ
কা- র- ণ, স- র্ব্ব-

০।ব । ৪।ব ।ব ১॥ +।।ব০।।৩॥ব
ঋ সা নি ধ প পধ মগ ঋ
শ, নি র্ব্বি কা-

০॥
সা
র।

(ক্রমশঃ)

মা ও ছেলে।

মায়ের কোলে ছেলের খেলা,
দেখ্‌লে জুড়ায় প্রাণ,
ভালবাসি চাঁদের হাসি
তাও কি এর সমান ?

যখন ছেলে মায়ের কোলে
চোক্ পানে চোক্ চেয়ে,
আপন ভাবে বিভোর হয়ে
থাকে অবাক্ হয়ে।

চায় চায় চায় চোক্ না সরায়
পলক নাহি পড়ে,
মায়ের হৃদি স্নেহের নদী
সুধীর মূর্ত্তি ধরে।

সেই ধীরতা চোকের কোণে
বারেক্ যদি দেখে,
দেখ্‌তে চায় তা শতবার সে
ভুল্‌তে নারে তাকে।

আবার যখন চোকের পলক
ফেলে ক্ষণেক পরে,
চাঁদের ছেলে চাঁদবদনে
চাঁদের হাসি ধরে;

ভাবের সনে চাঁদবদনে
হাসির লহর দেখে,
থেকে থেকে মেঘের কোলে
চাঁদটি লুকায় সুখে।

হাসির ছটায় জগৎ মাতায়
হাসির বাহার কত,
হাসির সনে ভাবের রাশি
ফুটিয়া উঠে তত।

ভাব দেখে ভাবময়ী মায়ের
ভয় ভাবনা ছোটে,
ভাব-তরঙ্গে স্নেহের নদী
আপ্‌নি উথ্‌লে উঠে।

তনয় যবে মৃদুল রবে
সহজ সরল বোলে,
'মা' তোর কোলে যাব' বলে
ঝাঁপ খেয়ে যায় কোলে,

উঠিয়ে কোলে জড়িয়ে গলে
বলে মায়ের কাছে,
দে 'মা' আমায় চাঁদ ধরে দে'
অই আকাশে আছে।

দেখ্‌দেখি চাঁদ কেমন ভাল
মোর দিকেতেই আসে,
ধরে দেমা ভাইয়ের সনে
খেল্‌ব ঘরে ব'সে।

প্রাণজুড়ান আধ ফুটন
শিশুর মধুর বাণী—
শুন্‌তে পেয়ে নেচে উঠ্‌ল
মায়ের পরাণ খানি।

স্নেহের ভরে সোহাগ করে
অমিয়ময় মুখে,
চুমটি খেয়ে ধীরে ধীরে
বল্‌ছে মাতা তাকে—

ওরে বাছা ননীর পুতুল
অমিয় মোর বল,
অবোধ ছেলে চাঁদটি নিয়ে
কি হবে তোর ফল?

চাঁদ কিরে কেউ ধরতে পারে
শূন্যেতে তার বাসা,
চাঁদ ধরা সাধ ছেড়ে দে বাপ
অইটি বৃথা আশা।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
বলছে সোহাগ ভরে,
না দিলে, অই চাঁদের মত
একটি চাঁদ দেও গড়ে।

মায়ের গড়া চাঁদটি নিয়ে
ভাইয়ের হাতে দিব,
ভাইয়ের সনে 'মিলে জুলে'
চাঁদ নিয়ে খেলিব।

তোমরা দে'খো চাঁদের খেলা
চাঁদের বাহার কত,
তাই বলি মা গড়ে দে চাঁদ
একটি, চাঁদের মত।

সোহাগভরে চুম্ব খেয়ে মা
শিশুর মধুর মুখে,
তাও কি বাছা হয় কখনো
বলছে তনয়টিকে,—

চাঁদ ধরিতে চাঁদ গড়িতে
মানুষ কখন পারে ?
অবোধ ছেলে বোঝনা তা ?
বুঝ্‌বে কদিন পরে।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
অমনি বলছে তাঁকে—
অই চাঁদ কে গড়ছে মা
বলে দেও আমাকে—

ছেলের মুখে গভীর ভাবের
মৃদুল কথা শুনে—
সুখের সিন্ধু উথ্‌লে উথ্‌লে
উঠছে মায়ের মনে।

বল্‌ছে মাতা "শোন বাছাধন
স্থাবর জঙ্গম আদি
অনল পবন গহন কানন
ভূধর সাগর নদী—

তোমায় আমায় জীব সমুদায়
গড়িয়াছেন যিনি,
অই যে দেখ আকাশে চাঁদ
তাও গড়েছেন তিনি।

সেই কারিকর ভিন্ন ইহা
কেউ গড়িতে নারে,
কও যদি তার নিকটে সে
গড়লে গড়তে পারে।

কুতূহলে তনয় অমনি
বল্‌ছে মায়ের কাছে,—
তাই যদি হয় তবে বল
ভাবনা কি আর আছে ?

কারিকরের নাম কি গো মা
কোন্‌ খানে সে থাকে—
বলে দে মা চাঁদ গড়িয়ে
দিতে বলব তাকে।

স্নেহের ভরে আলিঙ্গিয়ে
চুমটি খেয়ে মুখে,
সোহাগ ক'রে তনয়েরে
বলছে মাতা সুখে ;—

তিনিই বাছা দয়ার সাগর
"দয়াময়" তাঁর নাম,
এ সংসারে হেথায় হোথায়
সব ঠাঁই তাঁর ধাম।

তাঁর বাড়ীতে আমরা থাকি
তিনিই সবার পতি,
আয় বাছা আয় তাঁর চরণে
করি মোরা নতি।

শ্রী শ।

আমেরিকার আশ্চর্য্য পক্ষী।

আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে পক্ষিজাতির যেরূপ বংশবৃদ্ধি ও উন্নতি, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। তথায় তাহাদিগের বাসের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গল আছে, আহারের জন্য জলা ও মাঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার কীট পতঙ্গের অভাব নাই। আর সে সকল স্থানে মানুষের সমাগম কম, এই জন্য তাহাদিগের মৃত্যুর আশঙ্কাও কম।

১। বৃহৎ জাতীয় পক্ষীর মধ্যে টৌকান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের চঞ্চু অতি বৃহৎ ও ধারাল, তাহাদ্বারা কখনও কখনও জাহাজ ফুটা করিয়া আরোহীদিগকে বিপন্ন করে। এই টৌট

হাল্‌কা ও সছিদ্র না হইলে ইহারা উড়িতে পারিত না, তথাপি চঞ্চুর ভরে উড়িবার সময় ইহাদিগকে মাথা গুঁজিয়া যাইতে হয়। এই জন্য উড়িবার সময় ইহাদিগকে বিশ্রী দেখায়। ঠোঁট কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর, উপরের ঠোঁটে ঘোরাল লালের উপর হরিদ্রাবর্ণের রেখা, নীচের ঠোঁট নীল। মৃত্যুর পর ইহা বিবর্ণ হইয়া যায়। টৌকান যখন উচ্চ বৃক্ষের মস্তকে বসে, ব্যাধেরা তখন বিষাক্ত বাণ বা গুলি দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া মারে। ইহার মত কোলাহল ও বিবাদ-কারী পক্ষী আর নাই। সায়ংকালে পরিষ্কার আকাশে উড়িতে উড়িতে বিকট শব্দ করে, বর্ষাকালে চীৎকার বেশী শুনা যায়। গায়েনার এক কৃষিক্ষেত্রে টৌকান সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সকল পক্ষী ও চতুষ্পদের উপর রাজত্ব করিত। ইহাকে সকলে ভয় করে। কোন স্থানে কোনও খাদ্যদ্রব্য লইয়া অপর জন্তুরা কোলাহল করিতেছে, এমন সময় টৌকানের আগমন হইলে সকলে চুপ করিয়া সরিয়া যায়। তাহার আহার অগ্রে, তাহার ভুক্তাবশেষ মাত্র অন্যের প্রাপ্য। তবে কুকুরের কাছে টৌকান জব্দ হইয়া থাকে। টৌকান আহার লুফিয়া লুফিয়া খায়, জলপানের সময় ঠোঁট ডুবাইয়া জল শুষিয়া লয়, পরে বার বার মাথা ঘুরাইয়া [illegible]ান করে। ইহার জিহ্বা লম্বা, সরু ও পালকের ন্যায় দুদিকে ধারাল। ইহারা চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষে কোটর করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। কখনও কখনও ভো গাছের মধ্যেও বাসা ঠিক্ করিয়া লয়।

২। আমেরিকার (হমিংবার্ড) গুণ গুণ পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সুন্দর। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে ইহাদিগের পাখার পালক না থাকিলে ইহাদিগকে পতঙ্গ বলা যাইত। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় গুণ গুণ শব্দ করে বলিয়া ইহাদিগের নাম হমিং বা গুণগুণ। ইহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় ও বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী আশ্চর্য্য।

৩। কটিঙ্গা নামে আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। আমেরিকার নির্জন, নিবিড় ও সজল বনে ইহারা বাস করে এবং ফল ও বীজ খায়। ইহারা লাল, বেগুনে, নীল নানা বর্ণের। দুঃখের বিষয় ইহারা গানশক্তি-বিহীন।

৪। কাম্পানিরো—ইহারা বরফের ন্যায় শুভ্র। ঘণ্টারবের ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রোতাদিগকে চমৎকৃত করে। ইহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, রাত্রে, সকল সময়ে সঙ্গীতালাপ করে। ইহারা থামিয়া থামিয়া শব্দ করে। ইহাদের গানে অনেক কালোয়াতও মোহিত হইয়াছেন।

৫। রুপিকোলা—গায়েনা পাহাড়ের পাটলবর্ণের একজাতীয় মোরগ। ইহারা অতি নির্জন বনে থাকে। ইহারা আশ্চর্য্য নৃত্যাভিনয় করে। রিচার্ড সোমবর্গ একজন প্রামাণিক পর্য্যটক, তিনি স্বচক্ষে

ইহাদিগের কাণ্ড দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"একটা মসৃণ পাথরের উপর এক-দল পক্ষীর নৃত্য দেখিলাম। বৃক্ষশাখায় প্রায় ২০টী দর্শক উপবিষ্ট। প্রথমে একটা মোরগ আসরে নামিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। সে ময়ূরের মত পাখা ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে একবার ভূমি আঁচড়ায়, এক-বার ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করে, নানা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে লাগিল। যখন সে ক্লান্ত হইল, তখন সরিয়া গিয়া আর একটীকে আসর দিল। এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে এক একটী নাচিতে লাগিল। পুরুষেরাই নর্ত্তক, পক্ষিণীরা এক দৃষ্টিতে দর্শন করে ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বাহবা দেয়। নৃত্যের সময় অভিনেতা ও দর্শকেরা আমোদে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, শিকারীরা সুযোগ পাইয়া সেই সময় বিষাক্তবাণে তাহাদিগকে বধ করে। ইহাদের পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হয়।

৬। বাল্টীমোর বা তন্তুবায় পক্ষী। ইহারা টিউলিপ গাছের শাখায় আশ্চর্য্য বাসা বাঁধে। তাঁতীরা টানা ও পড়েন দুইভাবে সূতা দিয়া যেমন কাপড় বুনিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপে বাসা বয়ন করে। পক্ষী লম্বে লম্বে এক একটী কুটা রাখে, পক্ষিণী উল্টা বাগে আড়া আড়ি করিয়া অন্য কুটা সাজায়, এইরূপে ক্রমে জালের মত বুনিতে থাকে। বাসা বাঁধার কার্য্য যত শেষ হইতে থাকে, তত তাহাদের প্রণয় ও আনন্দ যেন গাঢ়ভাব ধারণ করে। বাসানির্ম্মাণে অনেক কৌশল প্রকাশিত হয়। বড় গরমে শাবকদের কষ্ট হইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে বায়ুর পথ রাখে। লাউসিয়ানাতে উত্তর পূর্ব্বের শীতলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাহার জন্য বাসা বিশেষভাবে ঝুলাইয়া দেয়। পেনসিলভিনিয়া ও নিউইয়র্কে দক্ষিণ-বায়ু উপাদেয়, এজন্য সেখানকার পক্ষীরা বাসার দক্ষিণদিক্ খোলা রাখে। কোমল শাবকদের সুখকর হইবে বলিয়া পশম ও তুলা বিছাইয়া বাসা নরম করে। এই পক্ষীদের চলন সুন্দর, গান সুন্দর। ইহারা ভ্রমণকারী, শীতকালে মেক্সিকো প্রভৃতি উষ্ণতর দেশে গিয়া বিষুব (চৈত্র) সংক্রান্তির পর যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া আসে।

৭। কাসিক বা ঝুঁটিধারী পক্ষী— ইহারা আমাদের দেশের বাবুইয়ের মত তালগাছের উচ্চডগায় বা যেখানে বোল্‌তা প্রভৃতির বাসা আছে, এমত গাছে বাসা বাঁধে। বাসা ৪ ফিটের অধিক লম্বা হয়। ইহারা বিড়াল ও সর্প প্রভৃতিকে বড় ভয় করে। ইহারা অত্যন্ত সামাজিক। এক একটী গাছে ইহাদের শত শত বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। গাছের একদিকে কতকগুলি পক্ষী বাসা বাঁধিতেছে, অন্যদিকে অন্যদল, কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নাই। এ বড় সুখের দৃশ্য।

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

মনে কর দুইটী দণ্ডের উপর একটী ফাঁপা নল রাখা হইয়াছে। ঐ নলের একটী মুখ ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচল হইয়াছে। ঐ ছুঁচল মুখের সম্মুখে একটী বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঐ নলের অপর মুখের দিকে দুই খানি পুস্তক লইয়া যদি আঘাত করা যায়, তবে আঘাত বল চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইবে। নলের ভিতরে যে পরমাণু শ্রেণী আছে, তাহাতেও ঐ বল প্রসৃত হইবে। যদি অল্প বলে আঘাত করা যায়, তবে বাতির শিখা কম্পিত হইতে থাকিবে। আর যদি সজোরে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ বাতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। যে স্থানে আঘাত করা যাইতেছে, যদি তাহার চতুর্দ্দিকে এই-রূপ নল ও বাতি সাজান যায়, এবং উপযুক্ত বলের সহিত দুইখানি পুস্তক উপরি উপরি আঘাত করিয়া শব্দ করা যায়, তাহা হইলে সমকালেই সব কয়েকটি বাতি নিবিয়া যাইবে। এখন অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে আঘাতে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, ঐ আঘাত-বল চতুর্দ্দিকেই বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীতে প্রসৃত হইতেছে। আরও প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ শব্দ সহজে যেরূপ শ্রবণ-গোচর হয়, নলের ছুঁচল মুখে কাণ রাখিলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক শুনিতে পাওয়া যাইবে। নলের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু শ্রেণীর বেগ একত্র হইয়া ঐ ছুঁচল মুখ দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া ঐ শব্দ অধিক শোনা যায়। পাশাপাশি বা উপর্য্যুপরি দুইটী গৃহ এরূপ অবস্থিত আছে যে, এক গৃহের শব্দ অপর গৃহে শোনা যায় না। দেওয়া-লের মধ্য দিয়া যদি একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা নল চালান যায়, এবং নলের এক মুখে একজন কথা কহে ও অপর মুখে একজন কাণ দিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কথা গুলি অনায়াসেই শোনা যাইবে।

নলের যে মুখে পুস্তকের আঘাত করা হইতেছে, যদি ঐ মুখে নীলবর্ণের কাগজ পোড়াইয়া ধোঁয়া করা যায়, এবং যদি অবিলম্বে পুস্তকদ্বয়ের দৃঢ় আঘাতে শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বাতির শিখা পূর্ব্ববৎ নিবিয়া যাইবে, কিন্তু ঐ ধোঁয়া ছুঁচল মুখ দিয়া বাহির হইবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বন্দুক হইতে গুলি যেরূপ ছুটিয়া বাহির হয়, বায়বীয় পরমাণু সেরূপ চালিত হইয়া বাতি নিবাইতেছে না। কিন্তু পুস্তক-দ্বয়ের আঘাত বেগ ক্রমে পূর্ব্বোক্ত গোলক শ্রেণীর ন্যায় পরমাণু শ্রেণীর একটীর পর আর একটীতে, তাহার পর আর একটীতে, প্রসৃত হইয়া বাতির শিখায়

উপস্থিত হইয়া উহাকে নির্ব্বাণ করিতেছে। আঘাত বেগ প্রসৃত হইবার সময়ে প্রত্যেক পরমাণু যে কিছুমাত্র চালিতে হয় না এরূপ নহে। আমরা গোলা শ্রেণীতে আঘাত বেগ প্রসারের বর্ণন সময়ে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক গোলা পরবর্ত্তী গোলার উপর চাপিয়া পড়ে এবং উহা হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। সুতরাং প্রত্যেক গোলাই কিছু দূর যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপ পরমাণু শ্রেণীতে যখন আঘাত বল প্রসৃত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণুর এই গতির আয়তির উপর ধ্বনির স্থূলতা ও মৃদুতা নির্ভর করে। কোন বস্তুতে আঘাত করিলে ঐ আঘাত বল প্রসারের আশ্রয়ীভূত পরমাণু যদি অধিক দূর ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি স্থূল হইবে, এবং যদি অল্পদূর মাত্র ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি মৃদু হইবে। আর পরমাণুর এই গতির সময়ের আধিক্য ও স্বল্পতার উপর ধ্বনির নীচতা ও উচ্চতা নির্ভর করে অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর যাতায়াতে যদি অধিক সময় লাগে, তবে ধ্বনি নীচ হইবে, আর যদি অল্প সময়ে উহার যাতায়াত সম্পন্ন হয়, তবে ধ্বনি উচ্চ হইবে।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৫ সংখ্যা ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

প্লীহা ও যকৃৎ—প্রত্যহ ২।৩টী পিপুল পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অথবা হরিদ্রা চূর্ণ ৬ রতি ঘৃতকুমারীর রসের সহিত, কিম্বা পেঁপের আটা ২০ ফোঁটা অল্প চিনির সহিত সেবন করিলে, অথবা তাল জটা ভস্ম, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ রোগের শান্তি হয়। চিতার মূল জলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা ৩ বটিকা পাকা কলার ভিতর করিয়া সেবন করাইলে প্লীহায় শান্তি হয়। ছয় মাসের বেশী নয় এরূপ নৈ বাছুরের চোনা অল্পমাত্রায় ১০।১৫ দিন প্রাতে পান করিলে প্লীহা প্রশমিত হয়।

অজীর্ণ ও উদরাময়।—সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলের ছাল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৷৴০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত, অথবা পাতি বা কাগজি লেবুর রস চিনির সহিত, কিম্বা ।০ আনা যোয়ান ও ।০ আনা লবণ জলসহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি ও পেট-ফাঁপা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

হিঙ্গ, মরিচ পিপুল, শুঁট ও সৈন্ধব-লবণ একত্রে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ

দিয়া নিদ্রা যাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

আধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া লেবুর রসে একটী গেঁটে বা ঝিঁচি কড়ি দিয়া পূর্ব্বরাত্রে রাখিতে হইবে, পরদিন প্রাতে তাহাতে অল্প পরিমাণ ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিলে তিন চারি দিনের মধ্যে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

যোয়ান ১ তোলা, মুতা ১ তোলা, এই উভয়কে থেঁতো করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে ছাঁক ও শীতল হইলে ৪ তোলা পরিমাণ ২ বারে সেব্য।

শুন্ঠীচূর্ণ ৫ ভাগ, পিপ্পলীচূর্ণ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীর চূর্ণ ৩ ভাগ, যবানী চূর্ণ ২ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ, হরীতকী ১৫ ভাগ—মোটে ৩০ ভাগ, একত্র করিয়া, জলদ্বারা মর্দ্দন তৎপরে কুলের ন্যায় বটী করিয়া দিবসে দুই বটী দুই সন্ধ্যায় সেব্য। ইহা সেবনে অজীর্ণ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

উদরে শূলনি থাকিলে, ৫ ফোঁটা পরিমাণে "অয়েল পিপারমেণ্ট" জলসহ ২।৩ বার সেবন করিলে পেট কামড়ানি নিবারণ হয়।

অতি প্রত্যূষে যোয়ান, মুতা, মরিচ, লবণ, এই সকল দ্রব্য অল্প পরিমাণে যোগ করিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুশীতল বারি পান করিলে গ্রহণী ও অজীর্ণ রোগীর অসীম উপকার দর্শে।

অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় বা মিছরির গুঁড়া সহ পাঁচ সাত দিন সেবন করিলে গ্রহণী ও অতিসার রোগের উপকার দর্শে।

এক আনাভর সৈন্ধবলবণ ১০টী গোল মরিচের সহিত চিবাইয়া খাইলে পেট কামড়ানি ভাল হয়।

খাঁটী মুড়া মাখন এক ছটাক ও মিছরি একত্রে মিশাইয়া খাইলে, একদিনে পেট গরম ভাল হয়। ঔষধটী খাইয়া ২।৩ ঘণ্টা জল খাওয়া বন্ধ করিবে।

কিছু পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল দেড় ছটাক মিছরির গুঁড়ার সহিত খাইলে পেট গরম সারে ও বদ্ধমল দাস্তদ্বারা বাহির হইয়া শরীর সুস্থ হয়।

শর্দ্দি—খুব হোতফুঁতে শর্দ্দি হইলে, রাত্রে শয়নকালে হস্তের ও পায়ের তালুতে সরিষার তৈল মালিস করিয়া ঘুমাইলে শর্দ্দি ভাল হয়।

আহারের পর মুখ ধুইয়া সেই মুখে জল না খাইয়া একটী ডাবের জল এক নিশ্বাসে যত পার খাইবে, পরে ২।৩ ঘণ্টা জল খাইবে না, একদিনে শর্দ্দি ভাল হইবে।

মৃত্যু কালীন উক্তি।

মৃত্যু সংসারাসক্ত ও পাপবিকৃত লোকের পক্ষে ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগী ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগের নিকট অতি সহজ ও স্বাভাবিক। এ দেশের অনেক বিশ্বাসী হিন্দু স্বয়ং গঙ্গাতীরস্থ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নাম ডাকিতে ডাকিতে মরিয়াছেন। ইহা আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। শুনিতে পাই চূড়ামণি দত্ত নামে কলিকাতার এক প্রচীন ধনাঢ্য হিন্দু "চল লো চুড়ো যম জিনিতে" এই বাজনা বাজাইতে বলিয়া তাহা গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গিয়া সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ কতকগুলি নরনারী শেষ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। নিম্নে কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যুকালীন উক্তি প্রকটিত হইল, ইহাদ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসিরাজ চতুর্দশ লুই মৃত্যু কালে তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে বলেন "তোমরা কেন অশ্রুপাত কর? তোমরা কি ভাবিয়াছিলে আমি চিরজীবী হইয়া থাকিব?" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় বলিলেন "আমি মৃত্যুকে ইহা অপেক্ষা কঠিন মনে করিয়াছিলাম।"

ডাক্তার হাণ্টার মৃত্যুশয্যায় মৃত্যু-যন্ত্রণা এত কম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার যদি কলম ধরিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মরা যে কিরূপ সহজ এবং সুখজনক তাহা লিখিয়া যাইতাম।"

ভূতপূর্ব্ব কেণ্টারবারির (Arch Bishop) প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মৃত্যুযন্ত্রণার একটু হ্রাস হইলে শান্তভাবে বলিলেন "যাহা-হউক মরাটা কিছুই নয়।"

সক্রেটিসের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইলে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট গিয়া বলিল "এথেনিয়ানেরা আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।" ইহাকে সক্রেটিস সহাস্যে উত্তর করিলেন "প্রকৃতি তাহা-দিগকে এই দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।"

কবিবর অলিভার গোল্ডস্মিথের অন্তিমকালে তাঁহার নাড়ীর উত্তাপ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাঁহার ডাক্তার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার মনে কি কোন দারুণ চিন্তা আছে?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ ঋণের চিন্তা।"

ডাক্তার জনসনের মুমূর্ষু অবস্থায় ডেবিড গ্যারিক তাঁহার নিকট তাঁহার সুশোভন অট্টালিকা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে জনসন বলিলেন "হায় ডেবিড! এই সকলের জন্যই ত মৃত্যু এত ভয়ানক বোধ হয়।"

জন ওয়েসলিকে এক মহিলা জিজ্ঞাসা

করেন "আচ্ছা, বলুন দেখি আপনি যদি জানিতেন যে কাল দুপর রাত্রির সময় আপনাকে মরিতে হইবে, তাহা হইলে আপনি মধ্যবর্ত্তী সময়টা কিরূপে ব্যয় করেন?" তিনি উত্তর করিলেন "ঠাকুরুণ! তাতে কি? এখনও যেরূপে সময় ক্ষেপণ করিবার ইচ্ছা করি, তখনও সেইরূপে করিতাম। আজ রাত্রে ও কল্য প্রাতে পাচটার সময় গ্লষ্টারে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ যাইব, তৎপরে অশ্বারোহণে টিউকেসবারিতে গিয়া প্রচার করিব এবং সন্ধ্যাকালে সামাজিক সম্মিলনে একত্র হইব। তৎপরে বন্ধুবর মার্টিনের বাড়ীতে যাইব। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আহার ও কথোপকথন করিব এবং তাঁহার পরিবারদিগের সহিত সচরাচর যেমন উপাসনা করি, সেইরূপ করিব। পরে ১০টার সময় শয্যায় গিয়া স্বর্গীয় পিতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। বিশ্রামের পর জাগ্রত হইয়া দেখিব স্বর্গের জ্যোতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি।"

আমেরিকার সেনাপতি ষ্টোনওয়াল জ্যাকসনকে যখন বলা হইল যে আপনি আর দুই ঘণ্টা মাত্র বাঁচিবেন, তিনি বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক, এপিহিল্‌কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা কর, পদাতিকদিগকে দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিতে বল। মেলার হক্সকে বল——" এই সময়ে তাঁহার বিবর্ণ মুখে অপূর্ব্ব মধুর হাস্য দেখা দিল এবং তিনি নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বলিলেন "এখন—এখন তবে আমরা(ভব)নদী পার হইয়া তরুচ্ছায়াতে গিয়া বিশ্রাম করি।"

নূতন সংবাদ।

১। দুইটী নরপতির আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া সভ্য জগৎ বিশেষতঃ আমাদিগের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোর চিন্তাকুল। একজন রুসীয় সম্রাট, আর একজন কাবুলের আমীর। রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডার বড় শান্তিপ্রিয়, বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিয়োগে রুসীয়েরা চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে এই আশঙ্কা। আমীর আবদুর রহমন ইংরাজবন্ধু, তিনি থাকাতে ইংরাজের রুসীয় ভীতি কম আছে, তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগান গোলযোগ এবং রুসীয় গোলযোগে ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত হইবে হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম রুসীয় সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, আমীর সুস্থ হইতেছেন।

২। চিন জাপান যুদ্ধে জাপানীরা ক্রমশঃ বিজয়ী ও প্রবল হইতেছে এবং চিনেরা হীনবল হইতেছে। জাপানীরা ইয়া-লু নদীর দাক্ষণ তীর অধিকার করিয়াছে এবং কোরিয়া হস্তগত করিয়া

তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে। চিন বন্দী সকল জাপানে দলে দলে নীত হইতেছে, ইহাতে জাপানীরা মহোল্লাস করিতেছে! ইংরাজেরা উভয় দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক।

৩। গুইকুমারের মহারাজা সুরা দমনের চেষ্টা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। তথায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে রাজমন্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন আর নূতন মদ্যালয় খোলা হইবে না এবং ৫০৬ টী গৃহস্থ কোন পল্লীতে মদ্যালয়ের বিরোধী হইলে তথা হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মৃত্যু সংবাদে আমরা সন্তাপিত হইলাম।

৫। সমুদ্রের গভীর তলে মৃতদেহ নাকি বিকৃত হয় না।

৬। ৩৬ কোটী ৭০ লক্ষ লোক মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজা, এত প্রজা পৃথিবীর আর কোনও রাজার নাই।

৭। লর্ড ও লেডী এলগিন গত ২৪শে অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া সদলে পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন। তথায় রাজদরবার হইবে।

৮। আগামী নবেম্বরে ইংলণ্ডেশ্বরীর দৌহিত্রী জর্ম্মণ রাজকুমারী আলিকসের সহিত রুসীয় যুবরাজের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। রুসীয় সম্রাটের সাঙ্ঘাতিক পীড়াজন্য বিবাহ কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল, শুনিতেছি তাহা সমাধা হয় নাই।

৯। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৭৫টী মহিলা ধর্ম্মযাজিকা, ২৫০০ চিকিৎসা ব্যবসায়িনী, ৬০০০ স্ত্রীলোক ডাক বিভাগে কর্ম্ম করেন। ১৮৮০ সাল হইতে স্ত্রীকারীকরেরা ২৫০০ পেটেণ্ট লইয়াছেন, এক এক শিল্প বিষয়ে তাঁহারাই উদ্ভাবিকা।

বামারচনা।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম, কলিকাতা অনাথাশ্রম, ও দাসাশ্রম স্থাপয়িতৃগণের প্রতি।

১

স্বর্গের দেবতা ভাই তোরা কি সকলে?
মানব দুর্গতি হেরি,
আসিলি স্বরগ ছাড়ি,
দূরিতে দুঃখীর দুঃখ নামিলি ভূতলে?

২

পথে পথে কেঁদে কেঁদে কুষ্ঠ রোগী যত।
তাদের বারতা পেয়ে,
আসিলি মরতে ধেয়ে,
ঘুচাতে তাদের দুঃখ চেষ্টা অবিরত?

৩

দেখিয়া তাদের মরি কষ্ট অগণন,
করিলি এ ব্রত সার,
লইলি এদের ভার,
এদের রোদনে হায় গলে গেল মন।

৪

ইহাদের দুঃখ তাই ঘুচাবার তরে,
তোদের কতই যত্ন;
সংসারের সার রত্ন
হয়ে জন্মেছিলি তোরা সংসার ভিতরে।

৫

অনাথ দরিদ্র কত কাঁদে অসহায়!
হায় এই স্বার্থ ভরা,
সংসারে রয়েছি মোরা;
দুঃখী তাপী দেখে কভু গলে না হৃদয়।

৬

কারু কাছে তারা কভু পায় না আশ্রয়!
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ!
যন্ত্রণায় আনচান!
কেহ তাহাদের পানে ফিরে নাহি চায়!

৭

পথে পথে কেঁদে ফেরে রোগী দুঃখী কত;
সদা করে হায় হায়!
কেহ নাহি ফিরে চায়।
করে না যতন কেহ এমনি জগত!

৮

চিরদিন সংসারের এই রীতি হায়!
সম্পদে সহায় যোটে,
সুখের লহরী ছোটে
বিপদ দেখিলে সবে পায় দ'লে যায়!

৯

কি মহান্ উচ্চ ভাব তোদের অন্তরে!
সংসারে যা মেলা ভার;
দৃষ্টান্ত দেখালে তার,
দেবতাও আছে মরি অসুরের পুরে?

১০

বড়ই কঠিন ব্রত করিয়া গ্রহণ,
বিভুর আদেশ মত
খাটিতেছ অবিরত,
স্বার্থ সুখ ভোগ সব দিয়া বিসর্জ্জন!

১১

আমি সাথে যোগ দিই বড় সাধ মনে;
তোদের চরণ তলে
বসে ভাই বোন্ মিলে
শিখিরে তোদের ব্রত। শিখিব কেমনে?

১২

নরকের কীট মোরা নিয়ত নরকে
আছিরে আমরা পড়ি,
অবলা দুর্ব্বলা নারী,
আমরা স্বরগে যাব? কে রবে নরকে?

১৩

পারিব না-পারিব না-নাহি সে শকতি।
বিরলে বসিয়া ভাই,
মাগিব বিভুর ঠাঁই
তোদের মঙ্গল সুখ অনন্ত উন্নতি।

১৪

ভগিনীর আশীর্ব্বাদ কররে গ্রহণ,
লভ শান্তি ভক্তি প্রীতি,
বিভু পদে থাক্ মতি,
কর সদা জগতের দুর্গতি মোচন।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী—কাকিনীয়া।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। *

"ভর্ত্তুশ্চিত্তানুগামিন্যা সেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্য কুলস্ত্রিয়া।"

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণের গৃহাশ্রম যে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, ইহা সংসার-বিরাগী আর্য্য ঋষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

"যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।"

কিন্তু এই গৃহাশ্রমে নারীই পুরুষের প্রধান সহায়, সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্মে নারীর অধিকার পুরুষের সহিত সমভাবেই বিস্তৃত। সেইজন্য স্ত্রীর গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক, না করিলে বানরের হস্তে বহুমূল্য হীরক প্রদান করিলে তাহা যেরূপ ব্যবহৃত হয়, গৃহধর্ম্মে অনভিজ্ঞা রমণীর হস্তেও পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেইরূপ ব্যবহৃত হয়। অতএব গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা ও উহা পালন করা রমণীর জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা শৈশবে পিতৃগৃহে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা বিলাসের কুসুম শয্যা নহে—সখের পুতুল সাজান নহে--সোহাগের গোলাপটী নহে—অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার লীলাক্ষেত্র নহে—বসন ভূষণের জন্য স্বামীকে লাঞ্ছনা খাওয়ান নহে এবং বাসনা পূরণের চাতুর্য্যও নহে। উহা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই কয়েকটি উপদেশের উপর নির্ভর করিতেছে—

"শুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
গোময়েন চ তোয়েন সংস্মার্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশাচ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্।
শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পতুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্।
পতি পুত্রাতিথীন্ ভৃত্যাননন্যান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙক্তে সুখং সতী।"

এই সারগর্ভ উপদেশ কয়েকটীর উপর গার্হস্থ্যধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিণামদর্শিতা ও আশুভাবগ্রাহিতাশক্তি পরিচালনা করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি সাহায্যে প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা, সত্য ধৃতি ও অলোভ দ্বারা হিন্দুনারীকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে; তাঁহাকে পারিবারিক সুখের জন্য—সাধারণের হিতের জন্য—সর্ব্ব প্রকার আশ্রমীর জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে কেননা—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ।"

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাহাতে যে কর্ম্ম গুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলে যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহাতে শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দুরমণীগণ যদি গৃহ কার্য্যে অশিক্ষিতা হইয়া বিএ এমএ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—যদি ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ, কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, সেকস্পিয়র, বায়রণ, শেলি, স্কট,

* পারিতোষিক রচনা—বিদ্যানন্দকাটী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত।

পোপ ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থগুলি জলের মত আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন—জ্যামিতির অনুশীলনীগুলি এক মিনিটের মধ্যে কসিয়া দিতে পারেন—যদি অঙ্ক শাস্ত্রে লীলাবতী ও জ্যোতিষে খনার ন্যায় জ্ঞান লাভ করেন এবং বররুচি, গ্যালিলীয়, নিউটন প্রভৃতিকে পরাস্ত করিতে পারেন—অদ্ভুত বিজ্ঞান রহস্য গুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারেন—যদি সঙ্গীত বিদ্যাদিতে দেবী সরস্বতীকে পরাভূত করিতে পারেন, আর গৃহধর্ম্ম কর্ম্মের কোন ধার না ধারেন, (বঙ্গীয় ভগিনীগণ! ক্ষমা করিবেন) তাহা হইলে তবুও আমরা তাঁহাদের শিক্ষার অপূর্ণতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা না হইলে গৃহধর্ম্ম পালন করা বড়ই কঠিন। সুতরাং শৈশব হইতেই হিন্দু-নারীগণের ঈশ্বর ভক্তির সহিত সুনীতি ও গৃহকার্য্য শিক্ষা করা উচিত। হিন্দুনারী যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবেন। ঈশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মে রত এই কথাটী স্মরণে রাখিবেন, তাহা হইলে তিনি সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য-গুলিও পালন করিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অতি নীরস হইলেও উহা ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করা রমণীর কর্ত্তব্য। এইরূপে দুর্ব্বল ও কোমলহৃদয়া রমণীগণ ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হৃদয়ে বল আনয়ন করিয়া কর্ত্তব্যের উর্ব্বর ভূমিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন। আমার অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের কার্য্য গুলি ঈশ্বর সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন, সর্ব্বদা মনে এইরূপ ভাবথাকিলে, অন্যায় কার্য্য করিতে কোন মতে লোকের সাহস হইতে পারে না (অবশ্যই বিশ্বাসী ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিগণের)। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আপনাকে উত্তমরূপে গঠন করা আবশ্যক, আত্মগঠন না করিলে এই ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইতে পারেনা। সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ক্রোধ, আলস্য, বিলাসিতা, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিবে। লেখা পড়া শিক্ষাদ্বারা মনকে সমুন্নত করিবে, সংসারের আয় ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব রাখিয়া কার্য্য করা, বালক বালিকাদিগকে পাঠাভ্যাস করানও ইহাতে চলিতে পারে, সুতরাং লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিলে অনেক সময় নিজের ও সংসারের উপকার হইতে পারে। যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও কঠোর কর্ত্তব্য গুলি পালন করা উচিত, তেমনি সেই ইচ্ছাকেও বিবেক দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনের অসৎ প্রবৃত্তি গুলি উন্মূলিত না করিতে পারিলে আপনাকে বশে আনিয়াছ মনে করিও না, কারণ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নিচয় ছিদ্র পাইলেই কার্য্যের সহিত যোগ দিতে ছাড়িবে না। সর্ব্বভূতে দয়া করাই

ধর্ম্ম; সর্ব্ব জীবের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করাই স্নেহ; সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন করাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের সুখ সাধন করাই হিন্দু-রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম। গৃহে অন্নের অভাব হইলেও অতিথি অভ্যাগতের প্রতি আদর যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।"

যখন অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র, কুটুম্ব, পরিজনগণের তৃপ্তি সাধন করাই রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ পাক কার্য্যটীতে তাঁহাকে সুদক্ষা ও নিরলসা হওয়া চাই, নতুবা কখনই তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন না, কেননা আহার, সুনৃত বচন ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে পাক করিতে না জানিলে বা না করিলে হয় ত আহারে কাহারও তৃপ্তি লাভ নাও হইতে পারে, সে জন্য পাকের ভারটা রমণীগণ নিজে নিজে বহন করিলে ভাল হয়। কোন পরিবারের মধ্যে ঠাকুর বা বামুনদিদির উপর পাকের ভার দিলে অনেক সময় গার্হস্থ্যধর্ম্মের অসুবিধা হইয়া থাকে। ঠাকুর বা বামুন দিদি বেতন লইয়া পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন সুতরাং বেতনটার উপর যত যত্ন থাকিবে, রসুইটার প্রতি ততটা যত্ন থাকা সম্ভব নহে, কেননা তাঁহাদের রসুই করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বেতন পাওয়া। "ঠাকুর বা বামুনদিদি ভাল রসুই করেন না" একথা আমরা অনেক পরিবারের মুখে শুনিয়া থাকি, এবং কোন কোন গৃহিণী সে কারণ বাবুর জন্য নিজে পৃথক্ রসুই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্যক্ পালন করা হয় না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রমণীগণের গার্হস্থ্যধর্ম্ম পারিবারিক সুখের জন্য—অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্বদিগের জন্য। একদিন কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী দুঃখিনী রমণী তাহার ক্ষুধা-কাতরা বালিকার জন্য একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করায় গৃহিণী "ঠাকুর, ঠাকুর" করিয়া ডাকিতে থাকিলে ঠাকুর রসুই ঘর হইতে উত্তর প্রদান করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ঐ বালিকাটীকে চারিটী ভাত দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "এখন ভাত কোথা পাব, এক জনের মাত্র ভাত আছে, সুতরাং ভাত দেওয়া হইবে না।" গৃহিণী নীরব। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'যদি একজনের ভাত আছে তবে তাহা হইতে এক মুঠা ভাত এই বালিকাটিকে দেওয়া হইল না কেন? যাঁহার ভাত তাহার কম হইলে ঠাকুর আর চারিটী ভাত চড়াইলেও ত পারিতেন।" গৃহিণী বলিলেন "ঠাকুরকে তাহা, বলিতে আমার সাহস হয় না, অতিথি অভ্যাগতের ভাত রাঁধিতে বলিলে, ঠাকুর

চটিয়া বলেন যে "আমার ৪৲ টাকা বেতনে এত গুলি লোকের ভাত রাঁধাই ঠকা, তাহাতে আবার উপরি লোকের ভাত রাঁধিতে হইলে এ কার্য্য আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে গৃহিণী যদি নিজে ভাল রসুই করিতে জানিতেন ও নিজে রসুই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি পুত্র শ্বশুর শাশুড়ীও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনগণকে মন্দ রান্না খাইতে হইত না; দুঃখিনী বালিকাটীও একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষাকরিতে আসিয়া হতাশচিত্তে তাঁহার দ্বারা হইতে ফিরিয়া যাইত না। একারণে রসুই কার্য্যের ভার গৃহিণী নিজে লইলে বড়ই সুখের হয়। এখন ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণী যিনি তাঁহার স্ত্রীরও একটী রসুয়ে নহিলে চলে না, কিন্তু হিন্দু মহিলা মহানুভবা দ্রৌপদী দেবী সম্রাজ্ঞী হইয়াও পাক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং পাক কার্য্যকে তিনি নীচকার্য্য মনে না করিয়া যত্নের ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। কথিত আছে যতক্ষণ দ্রৌপদী দেবী আহার না করিতেন, ততক্ষণ গৃহের অন্ন ব্যঞ্জন অক্ষয় থাকিত। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে ইহাতে তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সর্ব্বশেষে আহার করা এই তাৎপর্য্যটী গ্রহণ করিতে পারি, অর্থাৎ আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন অভ্যাগত আসিলে তাঁহার নিজের অন্ন গুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার রসুই করিতেন এবং আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে নিজে আহার করিতেন ও তাঁহার আহারের পর আর অন্ন ব্যঞ্জন থাকিত না। বনে অবস্থান কালেও দ্রৌপদী উক্তরূপে সুন্দর গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, বনবাসী পাণ্ডবালয়ে দুর্ব্বাসার সশিষ্যে ভোজনের বিষয় হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অবগত আছেন সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য। মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে যদিও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী যুবা সূদগণ পরম যতনে উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিত, কিন্তু দ্রৌপদী দেবী তখনও সকলের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে আহার করিতেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহিণীটী যদি বাবুর সহিত দশটার সময় আহার না করিতেন, তাহাহইলে ঐ দুঃখিনী বালিকাকে নিজের ভক্ষ্য অন্ন হইতেও কিছু অন্ন দিতে পারিতেন। ধিক্ আমাদের বিলাসিতায়—ধিক্ আমাদের সুখে—ততোধিক ধিক্ এখনকার ইংরেজ অনুকারী বাবুদের; তাঁহারা যত পারেন ইংরেজের গুণগুলি ত্যাগ করিয়া দোষগুলির অনুকরণ করিয়া সাহেব হউন, কিন্তু "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" এই সম্মানটুকু আর্য্য ঋষিগণ আমাদের যে গুণের আদর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই গুণের মাথা যে বাবুরা খাইতে বসিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখ।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৯ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩০১—ডিসেম্বর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুক্মাবাই—বোম্বাই-খ্যাত রুক্মাবাই স্কটলণ্ডের মেডিকাল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা পাইয়া এম ডি উপাধির জন্য বেলজিয়ম যাইতেছেন। ইনি বোম্বাইয়েই চিকিৎসারম্ভ করিবেন।

কনগ্রেস—আগামী বড় দিনের সময় মান্দ্রাজ নগরে কনগ্রেসের দশম অধিবেশন হইবে। পার্লেমেণ্টের সভ্য মেঃ আলফ্রেড ওয়েব সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। দুই হাজার টাকা দিয়া এক প্রকাণ্ড স্থান ভাড়া লওয়া হইয়াছে, তথায় সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। মান্দ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বসাধারণ কনগ্রেসের সুসিদ্ধির জন্য উৎসাহ সহকারে অর্থদান ও পরিশ্রম করিতেছেন।

বাবা নানক—গত নবেম্বরে শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরু নানকের স্মরণার্থ ৪৫১ সাংবৎসরিক মেলা রাওলপিণ্ডীতে হইয়াছিল। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বাবা ক্ষেম সিং এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া শিখদিগের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

দাতব্য—(১) সাক্সনির রাণী নিজব্যয়ে ৪টী চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা ।পীড়িত গরিব লোকদিগকে দাতব্যে চিকিৎসা করেন। (২)দারভাঙ্গার গঙ্গাপ্রসাদ বাহাদুর উক্ত নগরে এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১২০০০ টাকা দিয়াছেন।

অধিকাঙ্গী—পৃথিবীতে ৬ অঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ২১৭৩ এবং সপ্তাঙ্গুলিবিশিষ্ট ৫৩১ জন।

স্ত্রী-পরীক্ষার্থিনী—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনীর

সংখ্যা ৫৯, তন্মধ্যে ৩৪ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী এবং ২টী মাত্র হিন্দু। গত বৎসরে ৬৪ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ৩৬ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী, ১ জন য়িহুদি এবং ৪ জন হিন্দু ছিল।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—আমাদের রাজপৌত্রবধূ ইয়র্কের ডচেস ডফারিণ ফণ্ডের বিলাতী শাখার প্রতিপোষিকা হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কমিটীর সম্পাদিকা স্বয়ং লেডী ডফারিণ এবং কুমারী এডিথ হিথারবেগ তাঁহার সহকারিণী।

বিদেশী রমণী দিগের কার্য্য—(১) প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পিলের পৌত্রী কুমারী হেলেন পিল পিয়ারী সাহেবের দৃষ্টান্তে উত্তর হিমসাগর ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। (২) তুরুক্কের ৩টী যুবতী ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকাল উপাধি লাভের জন্য আসিয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে একজন এক পাশার কন্যা। (৩) শ্রীমতী চিকা সাকুরাই একজন বিদুষী জাপান রমণী। ইনি জাপানের সুরাপান নিবারণী স্ত্রী সভার প্রতিনিধি হইয়া চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। ইনি টোকিওতে দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের প্রথম ইংরাজী শিক্ষালয় স্থাপন করেন, তাহাতে তথায় স্ত্রীশিক্ষার যুগান্তর হইয়াছে। (৪) রোমের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হমোনিমের কন্যা লাব্রিওলা রোমীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এল উপাধি পাইয়াছেন। (৫) লেডী সমারসেট গত বৎসরে ১১৫টি সভা ও ২৭টি সমিতি অধিবেশনের সম্পাদকতা করিয়াছেন, ৮০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ২০টী দেশে প্রায় ২লক্ষ লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা।*

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

বিগত শতাব্দী উন্নতির শতাব্দ। ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্ব অবসান হইলে ভারতের চক্ষে যে এক গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল—যে গাঢ় নিদ্রার ফলে ভারত মৃত কি জীবিত তাহা বুঝিতে পারা যাইত না, সেই গাঢ় নিদ্রা বিগত শতাব্দীতেই ভাঙ্গিয়াছে। আর্য্য রাজত্বের পরে ভারতে রাজাও ছিল—হিন্দু, তুর্ক, পাঠান, মোগল কত জাতিই রাজত্ব করিল; ভারতে ধার্ম্মিকও ছিল—চৈতন্য নিত্যানন্দ, নানক ছিলেন; ভারতে স্বদেশভক্ত বীরও ছিল, রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতির কথা কে না জানে?—বাঙ্গালাতেও প্রতাপাদিত্য ছিল, রাজা সীতারাম ছিল, মোহন লাল ছিল,—শুধু পুরুষ কেন, সে দিনও ঝান্সিতে লক্ষ্মী বাই ছিল; ভারতে কবিও ছিল—বিদ্যাপতি, জয়দেব, জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ছিল; ভারতের ধনও ছিল—ভারতের ধনেই তাজ মহল, ময়ূরাসন হইয়াছিল, ভারতের ধনেই

* বামাবোধিনীর ৩০ সাংবৎসরিক পারিতোষিক রচনা—শ্রীমতী মান কুমারী বসু লিখিত।

জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রাধান্য করিয়াছিল; তাই বলিতেছি ভারতের সবই ছিল, কেবল একটী জিনিস ছিল না, সেই একটী জিনিস ছিল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ভারত এত দিন ঘুমাইয়াছিল।—ভারতে ছিল না কি?—ছিল সবই, কেবল ভারতীয় সমাজে "সম্পূর্ণতা" ছিল না। যে সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জীবন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে উপযুক্তরূপে গঠিত, জগতে সেই সমাজই সম্পূর্ণ। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল; তাই আমরা বলিতেছি, ভারত এতদিন ঘুমাইয়া ছিল।

আর্য্য ভারতের পরে, গত পূর্ব্ব শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত রমণীর জাতীয় উন্নতি কিছুই ছিল না। রাজস্থানে মহাপ্রাণা রমণীগন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, ভারত খুঁজিলে আরও দুই একটী—অহল্যা বাই, তারা বাই, রাণী ভবানী প্রভৃতি রমণী রত্ন মিলিত সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি শ্রেণীবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—তাহাকে ভারত মহিলার জাতীয় উন্নতি বলিতে পারি না; উন্নতির পথ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, রমণীজীবনের উদ্দেশ্যও সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি —একথা আর্য্যভারতের লোক ভিন্ন এদেশে বড় কেহ বুঝিত না। বহু শতাব্দীর পরে বিগত শতাব্দীতে সেই কথা অনেকে বুঝিয়াছে, ঘুমন্ত ভারতের ঘুম ভাঙিয়াছে। সে ঘুম কেমন করিয়া ভাঙ্গিল, সেই কথাই আমাদিগের আলোচ্য। আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষমতার যতটুকু সাধ্য, সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার উপরে অনুগ্রহ করিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীকে, অনেকগুলা নীরস পুরাতন কথা শুনিতেও হইবে।

জগতে প্রায় সকল সভ্য জাতির সমাজে দেখা যায় যে পুরুষজাতি বহির্ভাগ ও স্ত্রীজাতি অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। * শারীরবিজ্ঞানবিদ্ অথবা সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী পুরুষের এইরূপ পার্থক্য অনুমোদন করেন। এইজন্য পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ। সুতরাং পুরুষজাতির উন্নতি না হইলে স্ত্রীজাতির উন্নতি একরূপ অসম্ভব। সমাজের শীর্ষভাগ রাজা। (১) তাই যে সমাজে রাজা লোক শিক্ষার ও প্রজাগণের উন্নতির সহায়, সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষিত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির

* স্ত্রীজাতি যে সমাজে অন্তর্ভাগ ও পুরুষজাতি বহির্ভাগরূপে অবস্থিত, সেই সমাজই প্রকৃত উন্নত সমাজ। যে সমাজে ইহার অন্যথা, সভ্য বলিয়া গণিত হইলেও সে সমাজকে "উন্নত সমাজ" বলা যায় না, প্রকৃত পক্ষে তাহা বিকৃত সমাজ।

(১) যে দেশে একজন ব্যক্তি রাজা নহে, সে দেশের রাজশক্তিই 'রাজা' স্থানীয়।

প্রকৃত উন্নতি হইতে দেখা যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ ও বর্ত্তমান সমুদয় সভ্যজাতির সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এ কথায় সত্যতা অধিকতর স্পষ্টীকৃত হয়। আর্য্যভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের যখন লোক শিক্ষা ও জনসাধারণের উন্নতি এক প্রধান কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত ছিল, দেশীয় পুরুষগণ অনেকেই উন্নতচেতা ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তখনই ভারতমহিলাদিগের অবস্থা প্রকৃত উন্নত হইয়াছিল। আমরা এখন যেমন বিদেশীয় রমণীগণের উন্নতাবস্থার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া থাকি, আর্য্য ভারতের মহিলাকুলের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিলেও সেইরূপ চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতে পারি। উপযুক্তরূপে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মার্জ্জন; নারীজীবনের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ অর্থাৎ যাহাতে রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক শক্তি ও ভাব সকল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়, পবিত্রতা ও কোমলতা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সকল সুশিক্ষা লাভ; মাতা পিতার সুকন্যা, ভ্রাতা ভগ্নীর সুভগ্নী, স্বামীর সুভার্য্যা, শ্বশুর কুলের সুবধূ, পুত্র কন্যার সুমাতা, গৃহধর্ম্মে সুগৃহিণী, সমাজের সাধুতা ও মঙ্গলবর্দ্ধিনী, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষগণের সুদক্ষা সহকারিণী, স্বাধীনচিন্তা ও আত্মসংযমে সক্ষমা—যে সকল বিষয় নারীজাতির পূর্ণোন্নতির পরিচায়ক, তাঁহাদিগের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ভারতীয় সুলভা, বিশ্বারা, ভারতীয় অনসূয়া মৈত্রেয়ী, ভারতীয় গৌতমী গার্গী, ভারতীয় সীতা সাবিত্রী, ভারতীয় শৈব্যা মদালসা, ভারতীয় খনা, লীলাবতী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালক্রমে ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত শিক্ষাবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে লাগিল, সমাজের কর্তৃপক্ষ পুরুষগণ ক্রমশঃ অশাসিত-চরিত্র হইতে লাগিলেন, ভারতরমণীগণের অবস্থাও তখন ক্রমশঃ 'হীনতর' হইয়া উঠিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মের 'নীরস বৈরাগ্য' ত্যাগ করিয়া ভারতবাসিগণ যখন দলে দলে ভোগবিলাসিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন,—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—তখন ভারতমহিলাদিগের আধ্যাত্মিক সম্মান গৌরব এতদূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে পুরুষদিগের অনেকেই তাঁহাদিগকে খেলানা বা বিলাসের জিনিস মাত্র মনে করিতেন! পরবর্ত্তী সময়ে রাজস্থানের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা রমণীগণ অনেকটা সুশিক্ষা, গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজগণ অর্থাৎ নন্দ বংশ, মৌর্য্যবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজগণ ভারতরমণীদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য যে বিশেষ কোনও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মৌর্য্যবংশীয় রাজত্ব স্থাপয়িতা পণ্ডিতবর চাণক্য, জনসমাজে সাধারণ নারীচরিত্র অতি ঘৃণিত ভাবে চিত্রিত করিয়া তাহাদিগকে অপ-

দগ্ধ করিয়া গিয়াছেন; আবার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করায়, বহুবিবাহের বিস্তৃতি হেতু বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে হিন্দুরাজগণের সময়েই ভারতমহিলাগণের অবস্থার অবনতি সাধিত হয়।

ইহার পরে মুসলমানগণের রাজত্ব। মুসলমান রাজগণও পর্য্যায়ক্রমে ভারতের সিংহাসন ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দেশীয় প্রজাগণের সুশিক্ষা ও রমণীগণের উন্নতির সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, এ রকম লোক বড় কেহ ছিলেন না; বরং মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ভারতরমণীদিগের 'অবরোধ প্রথা' প্রচলিত হয়। মহম্মদ অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, তিনি নিজে স্ত্রীদিগের প্রতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, তাই ভার্য্যাদিগের কাহারও দোষের শাস্তিস্বরূপ 'পর্দ্দা নসীন' করেন। এইজন্য মহম্মদের শিষ্য সেবকদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়। যাঁহারা প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে আর্য্যভারত হইতে পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত, ভারতমহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও প্রয়োজনানুসারে সভামধ্যবর্ত্তিনী বা রাজপথচারিণীও হইতে পারিতেন। কিন্তু মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ভারতের অনেক স্থানেই অবরোধ প্রথা বদ্ধমূল হয়; অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তনেই স্ত্রী চরিত্র নিতান্ত 'লঘু' বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মে এবং স্ত্রী জাতির সুশিক্ষার বিশেষ অন্তরায় হয়।

এতদ্ভিন্ন, মুসলমান রাজত্ব কালে যে সকল ভোগ বিলাসী দুষ্ক্রিয়াসক্ত মুসলমানগণ রাজা বা রাজপুরুষপদ লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকে এরূপ দুর্বৃত্ত নরপিশাচ ছিলেন, যে কোনও রূপ গুণবতী মহিলার বিষয় জানিতে পারিলেই তাহাকে, তাঁহারা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে ভারত মহিলাগণের অভিভাবকেরা, নিজ নিজ পরিবারস্থা রমণীগণকে রূপ গুণের অতীত করিয়া রাখিতে চাহিতেন। ইহাতে ভারতমহিলাদিগের অবস্থা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা কতক দূর বুঝিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

"বিগত শতাব্দীতে ভারত মহিলা গণের অবস্থা"র বিষয় আলোচনা করিতে, এতকালের পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিতে হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে উল্লিখিত ঘটনাবলীই পরবর্ত্তী সময়ে, মহিলাগণের অবস্থা গঠনের মূল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতমহিলাদিগের সাধারণতঃ যে অবস্থা হইয়াছিল, উল্লিখিত ঘটনা সমূহও তাহার কারণ স্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সমাজে রাজা লোকশিক্ষার সহায়, ও সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির প্রকৃত

উন্নতি হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের নবাধিকৃত রাজ্য; ভারতের রাজকীয় কার্য্য সকল তখনও সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছিল না; কোনও বন্দোবস্তই এখনকার মত "উপযুক্ত" ছিলনা; তাহার উপরে ঠগী, বর্গী, চোর, ডাকাইত এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদিগের বড়ই উপদ্রব ছিল। এই সকল কারণে বৃটিষরাজ তখন পর্য্যন্ত লোক শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। এদিকে, দেশের পুরুষ জাতির সাধারণতঃ উচ্চতর শিক্ষা ছিল না, কারণ এদেশের অনেক পুরুষ আর্য্য ভাষা সংস্কৃত ছাড়িয়া আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেন, আর্য্যগণের মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন; আরবী ও পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতির জীবন গঠিত হইত না। বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনকার দিনে মনুষ্যত্ব লাভের উচ্চতর উপায় বলিয়া পরিগণিত, সে পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন এ দেশে প্রচলিত ছিল না। এই সকল কারণে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির জাতীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্যও কোনও চেষ্টা করিতেন না। দিনের পরে দিন যাইতেছিল, ভারত রমণী একই অবস্থায় অবস্থিত ছিল; তাহাদের অবস্থার যে কখনও পরিবর্ত্তন হইবে, একথা কেহই জানিত না। তখন পুরুষ জাতির জীবন যেমন সহজ ভাবে গঠিত হইত, তাঁহাদের পালিতা ও রক্ষিতা স্ত্রীজাতির জীবনও তদধিক সহজ ভাবে গঠিত হইত। সাধারণ স্ত্রীজাতির অবস্থা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আমরা অনেক দূর বুঝিতে পারিব, এই জন্য তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, এবং সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই খানে বলা আবশ্যক যে এক শতাব্দীতে চারিযুগ ধরিলে, প্রত্যেক ২৫ বৎসর এক এক যুগ গণনা করিতে হয়। আমরা ১২০১ সাল হইতে ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত প্রথম যুগ, ১২২৬ সাল হইতে ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, ১২৫১ সাল হইতে ১২৭৫ সাল পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ, ১২৭৬ সাল হইতে ১৩০০ সাল পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ গণনা করিয়া ভারত মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে, প্রথম যুগে ভারতমহিলাগণের যে অবস্থা ছিল তাহাই প্রথম আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

বিপদে সম্পদ।

দৈত্যরাজ বলিকে লইয়া বামনদেবের যে লীলাখেলা, পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা বিপদ কি সম্পদ? ঐ ঘটনাকে কেহ বলিরাজার বিপদ, কেহ বা সম্পদ কহিয়া

থাকেন। উভয় পক্ষই সত্যবাদী। কেননা লোকে স্ব স্ব রুচি ও স্বভাব অনুসারেই লৌকিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বহির্মুখ, লৌকিক ভোগসুখই যাঁহাদিগের চরম লক্ষ্য,তাঁহারা ঐ ঘটনাকে বলিরাজার বিপদ মনে করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা পরমার্থ-পরায়ণ, অন্তর্মুখ, তাঁহাদিগের চক্ষে ঐ ঘটনা পরম সম্পদ। মহারাজ বলি ও তৎ মহিষী শ্রীমতী বৃন্দা দেবী ঐ ঘটনাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা সংকলন করিলাম; বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাগণ স্ব স্ব প্রকৃতি ও বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে উহার তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

মহাভক্ত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ বলি মহারাজ রাজ্যের সুশাসন, সুশৃঙ্খলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণগ্রামে ত্রিলোকবিখ্যাত ও জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ঈর্ষ্যাকাতর হইয়া বলির রাজ্যশ্রী কৌশলে হরণ করিবার জন্য শ্রী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। দেবগণের চিরসহায় ভগবান্, ইন্দ্রের প্রার্থনার বশবর্ত্তী হইয়া এক অপূর্ব্ব ভুবনপাবনী লীলার অবতারণা করিলেন। দেবকার্য্য ছল মাত্র, অমানুষী লীলা বিস্তার দ্বারা জীব চরিতার্থ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বলি ছলিবার জন্য অলৌকিক ব্রাহ্মণবটুরূপে কশ্যপ গৃহে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে বলিরাজা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ভূরি দান করিতেছেন। বটু ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ বলির যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রী অঙ্গের তেজঃপুঞ্জে সূর্য্যালোকও স্তিমিত হইয়া গেল। বলি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চকিত ও চমৎকৃত হইয়া নির্নিমিষলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে বলি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং গলগ্নীকৃতবাসে বামনদেবকে রত্নময় উচ্চাসনে বসাইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, "কি অভিলাষে এবং কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে এ দাসের ভবনে আপনার শুভাগমন হইয়াছে ?" বামনদেব কহিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, কিঞ্চিৎ ভিক্ষালাভের আশায় আসিয়াছি। যদি দানের প্রতিজ্ঞা করেন, তবে ব্যক্ত করি। নচেৎ বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি ?" রাজা কহিলেন, "যে অর্থ চাহিবেন, তাহাই দিব।"

বামনের লোকাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে লোকাতীত পুরুষ বলিয়া বুঝিতে কাহারই কষ্ট হয় না। গুরু শুক্রাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পরমযোগী তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন যে, বিষ্ণু ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। তিনি বলিকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—'তুমি আপন দোষে আপনার অনিষ্ট করিলে, এ ত মনুষ্য নহে, তোমার বিপক্ষের পক্ষ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন।'

'রাজা বলে গোঁসাই যে আপনে কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা যাচ্ঞার ছলে॥
তবেত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥'

রাজা গুরুকে উপরি উক্ত বাক্য কহিয়া পুনরায় বটুকে কহিলেন, "আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কি ভিক্ষা চাহেন।" বামনদেব কহিলেন,"আমি ব্রাহ্মণ,এজন্য আমার পাদ পরিমিত 'ত্রিপাদ' ভূমি ভিক্ষা করি।" যজমানের পরম হিতৈষী গুরুপুরোহিত শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নয়নভঙ্গীদ্বারা রাজাকে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি বামন দেবকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র প্রার্থনা পরিহার পূর্ব্বক ধন-রত্ন গ্রাম ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বামন দেবের একই প্রার্থনা। রাজা অগত্যা প্রার্থী ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে ত্রিপাদ ভূমি দানে স্বীকৃত হইলেন। রাজার এইরূপ ব্যবহারে শুক্রাচার্য্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া রাজাকে যার-পর নাই গালি দিলেন। শুক্রাচার্য্যের গালি ও তিরস্কার শুনিয়া হাসিতে হাসিতে,——

'রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে?
মনুষ্য ও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হয়ে পুনঃ অন্যথা করণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশঃ ভুবনে।
জীয়ন্তে মরণ তুল্য ধিক্কার জীবনে॥'

শুক্রাচার্য্য অর্থনীতি-বেত্তৃগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। 'শুক্রনীতি' নামে অর্থশাস্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে, বিষয়িগণের তাহা অনেক কাজে লাগে। রাজার ভাব দর্শনে শুক্রাচার্য্য পুনরায় তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কথা বা অধর্ম্মাচরণে কোন দোষ হয় না, অতএব আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিলে, অচিরে রাজ্যশ্রীভ্রষ্ট হইবে। গুরুর এই কঠোর অভিসম্পাতে রাজা ও রাণী দৃক্পাতও করিলেন না। বিশেষতঃ রাণী বৃন্দাবলী দূর হইতে শুক্রাচার্য্যের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। শত শত দাসী-পরিবৃতা থাকিলেও স্বহস্তে জলপাত্র লইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া সহর্ষ-ক্রোধবচনে কহিলেন,—

'মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল আচর॥
মুনি ঠাকুরের শাপে যে হয় হউক।
রাজ্য, শ্রী, অর্থ যায়, বরঞ্চ যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য সব তেয়াগিয়া।
যাহা আছে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ।
আজ সে তোমার অগ্রে সংপ্রতি সুলভ।
অতএব অতি শীঘ্র শ্রীচরণ আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বৃন্দাবলী জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলিরাজ প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃ চক্ষে বহে বারি॥

শ্রীচরণ ধৌত জল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণ রজঃ শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশ তিন তুলসী লইয়া।
ত্রিপাদ ধরণী দানে উদ্যুক্ত হইলা॥"

ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকৃত দান করিতে রাজা ও রাণীর এতাদৃশ উদ্যম দেখিয়া শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দচরণাসক্ত রাজা ও রাণী কোন রূপেই অভীপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন শুক্রাচার্য্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অণিমা সিদ্ধির প্রভাবে সূক্ষ্মতম মক্ষিকারূপ ধারণ পূর্ব্বক ঝারির নলে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে দানের সংকল্পকালে জল পতিত না হওয়ায় দানের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বামন দেবের ইঙ্গিত মতে রাজা নলমধ্যে এক কুশা প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্যের চক্ষু বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই হইতে কাণা। অনন্তর বিধিমতে ত্রিপাদভূমি বামন দেবকে দত্ত হইল। এই ঘটনায় প্রভুর তিনটী কার্য্য সাধিত হইল, দেব কার্য্যসাধন, বলিকে কৃতার্থকরণ এবং ভুবনপাবনী লীলা বিস্তার।

ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ কালে বামন দেব ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এক পাদে পৃথিবী, এক পাদে স্বর্গাদি ব্যাপিলেন; তৃতীয় পাদের উপযুক্ত স্থান রহিল না। তখন বলিলেন, "বলিরাজ, তুমি প্রতিশ্রুত দানে অসমর্থ হওয়ায় আমার দণ্ডার্হ হইলে।" ভগবানের এই উক্তির পর নাগপাশ বলিকে বন্ধন করিল।

"মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন্ ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা কারে॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেব গণ।
নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজ কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণের শোধন॥
বলিরাজ কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য প্রভু জগৎ ভিতর॥
মুই হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য।
পর-দ্রোহকারী নীচ সতের অভুজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলা।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলা॥
তোমার কৃপায় কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গভীর।
বুঝিতে আছয়ে কোন্ জন হেন ধীর॥
পুরন্দর পক্ষ হয়ে ছলিতে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলা মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র অর্থ সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তোমা হেন ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
সেই তুচ্ছ ধন হেতু হারাইল সার॥
তুমিত দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মূঢ় মন্দমতি বস্তু হস্ত॥

বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়া ফাঁস হতে।
মুক্ত করি দিলে নিজ চরণ অমৃতে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেব বাক্য শুনি সলজ্জ হইলা।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনে নিন্দিলা॥"

প্রভু যদিও বলির চরিত্র দর্শনে অন্তরে পরিতুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যে নিষ্ঠুরের ন্যায় বাক্য কহিলেন। সেই নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা বলিরাজার ভগবদ্-ভক্তি অগ্নি পরিশুদ্ধ কলধৌতবৎ শত গুণ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল। প্রভু কহিলেন,—

"হাঁরে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি বলে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এই স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে রাখহ পদ-কমল সুন্দর।
বাক্যদণ্ড হইতে মুই হইনু অবসর॥
তোমার জগৎ এই শরীর তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ॥
যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায়॥"

বলিরাজের এই অপার সৌভাগ্য দর্শনে "জয় জয়, ধন্য ধন্য, নমোনমঃ" শব্দে ত্রিভুবন মুখরিত হইল। প্রভু বলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গদ গদ মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"তুমি মোর প্রিয় আমি তোমার বিক্রীত।
হইলাম নিত্যবদ্ধ পরাণ সহিত॥"

এই বলিয়া পাতালপুরে মণিমন্দিরে বলিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনি চির-কালের জন্য বলির স্বামী হইয়া রহিলেন। এই "বলিভূমি" কাহার কাহার মতে দক্ষিণ আমেরিকার "বলি-ভিয়া।" যাহাহউক যেখানে অহৈতুকী ভক্তি, সেই খানেই ভগবানের এইরূপ লীলা। ঐরূপ ভক্তিব্যতিরেকে তৎ-প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। গীতাতে স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন নচেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান যজ্ঞ ইত্যাদি কিছুই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু নহে; কেবল অব্যভিচারী, অনন্যা বা অহৈতুকীভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

কুমারী ওয়েষ্টন্।

কুমারী আগ্নিস্ ওয়েষ্টন্ নাবিকদিগের পরম বন্ধু। পোর্ট্‌সমাউথ্, ডিভনপোর্ট প্রভৃতি বন্দরে ইঁহার নাম প্রত্যেক লোকের নিকট পরিচিত; ইনি ধর্ম্ম-প্রচার ও মাদক সেবন নিবারণ ব্রতে প্রায় ২৭ বৎসর কাল ব্রতী আছেন। ইঁহারই যত্নে একজন সামান্য নৌ-সৈনিক নিউইয়র্কের মেডিকেল মিসনের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাঁহার নাম জর্জ ডোকণ্ট। ইহার পর এই গুণবতী রমণীর সাহায্যে আরো অনেক হতভাগা সৈনিক সুখসৌভাগ্য ও উন্নতজীবনের অধিকারী হইয়াছে। ইনি "Royal Naval Temperance Society." রাজকীয় নাবিক মাদক নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্রী। এই সভার শাখা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনস্থ প্রত্যেক অর্ণবপোতে প্রতিষ্ঠিত আছে; "Ashore and Afloat" স্থলে ও জলে নামক মাসিক পত্রিকা এই সভার মুখপাত্র। কুমারী ওয়েষ্টনের এক জীবনসহচরী এই পত্রিকার সম্পাদিকা। গতবর্ষে ইহার চারি লক্ষাধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন কুমারী ওয়েষ্টন পুরুষদিগের জন্য এবং বালকদিগের জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া থাকেন। কুমারী যে সকল নাবিককে মদ ছাড়াইয়াছেন, তাহারা মিতাচারিতার আশ্চর্য্য ফল জীবনে প্রদর্শন করিতেছে। ইহারা এক এক জন যে কার্য্য করিতে পারে, দুইজন মাতাল নাবিক তাহা পারে না।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর)

মানব হৃদয়ে সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকার বৃত্তি আছে। সৎবৃত্তির কার্য্য পুণ্য, অসৎ বৃত্তির কার্য্য পাপ। যিনি অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া সৎবৃত্তি-দিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা সাধু বা সাধ্বী বলিয়া থাকি, আর যিনি সৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া অসৎ-বৃত্তিদিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা পাপাত্মা বা পাপীয়সী বলি। সৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব সৎকার্য্য করেন, আর অসৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব অসৎ কার্য্য করেন। সাধুতা লাভ করা মনুষ্যজীবনের যে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য, একথা কে না জানেন? এই সাধুতা লাভ করিতে হইলে অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত রাখা এবং সৎবৃত্তি বা দেব-বৃত্তিদিগকে সম্প্রসারিত করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎবৃত্তির সম্প্রসারণেই মানবের মুক্তি লাভ হয়।

ভক্তি-বৃত্তি মানবের সর্ব্বপ্রধানা দেব-

বৃত্তি। এই বৃত্তির উদয়ে মানবের পশুত্ব দূর হয়, এই বৃত্তির বর্দ্ধনে মানবের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, এই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে মানবের দেবত্ব লাভ হয়। উৎপত্তি, বর্দ্ধন ও পূর্ণ বিকাশ, ভক্তির এই তিন অবস্থা। ইহাকে আমরা প্রথমাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা ও তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইতে এই সকল অবস্থার লক্ষণ সংগ্রহ করিতেছি, ভরসা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাতে বিষয়টী সহজে বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে বলে।—

"পূজ্যেষনুরাগো ভক্তিঃ।" (অমরসিংহ)

পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। আমরা ইহাকে ভক্তির প্রথম অবস্থা বলিতেছি। পূজনীয় ব্যক্তির উপরে অনুরাগই এই অবস্থার লক্ষণ। অন্যত্র "অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ।"

(শাণ্ডিল্য সূত্র।)

ঈশ্বরে অতিশয় অনুরাগই ভক্তি। শ্লোকটী ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক হইলেও ভক্তিমাত্রেরই লক্ষণপ্রকাশক। সকল প্রকার ভক্তিরই দ্বিতীয় অবস্থা এই রকম অর্থাৎ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ হইয়া থাকে। অন্যত্র

"যতোশ্চিন্তাত্মনোরৈক্যং ভক্তিযোগ উদাহৃতঃ।"

পরমাত্মার সহিত যদ্দারা মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তি যোগ। ইহাই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা। ভক্তিভাজনের সহিত মনের একতা সাধনই এ ভক্তির লক্ষণ। ভক্তিভাজন স্বয়ং জগদীশ্বর হউন বা অন্য কেহ হউন, তাহাতে ভক্তির কোনও ব্যত্যয় হয় না। ভক্তিই বরং ভক্তিভাজন মানবকে দেবতা স্থানীয় করিয়া থাকে।

ভক্তি-বৃত্তির ক্রিয়াকে উপাসনা কহে। ভক্তিভাব মনে, উপাসনা কার্য্যে। উপাসনা কর্ম্ম-স্থানীয়, ভক্তি জ্ঞানস্থানীয়। উপাসনা যোগে ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তিবৃত্তির ক্রম বিকাশের সহিত উপাসনাও ক্রমবিকাশ লাভ করে। তাহা ক্রমে বলিতেছি।

ভক্তিবৃত্তি মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ইহার মধ্যে পার্থিব ভক্তি বিষয়ে মাতৃ-ভক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। ভক্তির প্রথম অবস্থা পূজনীয়ের প্রতি অনুরাগ —এই অনুরাগের কারণ পূজনীয়ের শ্রেষ্ঠতা। অতএব বয়সের শ্রেষ্ঠতা, সম্পর্কের শ্রেষ্ঠতা, গুণের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতাই ভক্তির অবলম্বনীয়। পরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইলে ভক্তির উদয় হয়। ইহাই ভক্তির প্রথম অবস্থা। ভক্তির প্রথম অবস্থাতেই মানবের আত্মাভিমান খর্ব্ব ও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সন্তানের পক্ষে মাতাই সংসারের শ্রেষ্ঠতমা, তাই মাতার মাতৃত্ব বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া সন্তানের স্বাভাবিক। এই মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তানের কেবল আত্মাভিমান খর্ব্বও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হয় না; সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ও আত্মার সদ্গুণ সমূহ

পরিবর্দ্ধিত হয়। এ জগতে মাতা সন্তানের দেবতা; সন্তান মাতার তুলনায় জীবাণু মাত্র; সন্তানের আবার আত্মশ্লাঘার কি আছে? সন্তান জানেন তিনি মাতৃ-শোণিতে গঠিত, মাতৃহস্তে পালিত, এবং মাতৃ-স্নেহে জীবিত। প্রাপ্তবয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ, সম্পত্তি, খ্যাতি, কীর্ত্তি, আত্মীয়, বন্ধু, সবই মিলিতে পারে, কিন্তু এ সৌভাগ্যের আধার যে দেহ ও জীবন, তাহা তো মাতৃ-করুণায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে! নিরাশ্রয় শৈশবে যদি মাতৃ-স্নেহের এক বিন্দু অভাব হইত, মাতার প্রাণপণ যত্নের একবিন্দু ত্রুটি হইত, তবে সন্তান কেমনে রক্ষা পাইত? তাই বলিতেছি যে মা'কে মনে করিলেই লোকে আপনার ওজন বুঝিতে পারে—আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারে। আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারা মানবের এক মহা সৌভাগ্য। কারণ সসীম মানব অসীম সুখ-প্রার্থী হইলেই তাহার হৃদয়ে অহঙ্কার প্রবেশ করিতে পারে। অহঙ্কার অর্থে কেবল বড়াই নহে, অহঙ্কারের প্রকৃত অর্থ আপনাকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র করিয়া "আমি আমি" করিয়া বেড়া'ন। এই রকম অহঙ্কারই মানবের কুবৃত্তির মূল ও কুবৃত্তিই পাপের মূল। লোভ, ক্রোধ হিংসা, পক্ষপাতিতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থ পরতা প্রভৃতি কুবৃত্তি হইতে চৌর্য্য, বিবাদ, অসত্য, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি মহাপাতক ঘটনা হইয়া থাকে। এই সকল কুবৃত্তির মূলানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এক মাত্র অহঙ্কারই ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান। এইজন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে "নাহঙ্কারাৎ পরো-রিপুঃ" অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে প্রবল শত্রু আর নাই! এই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে যিনি পরাস্ত করিতে চাহেন; তিনি অপ-রাজিতা অভয়া মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হইবেন!—যে মায়ের নিকটে সন্তানকে যমেও ছুঁইতে পারে না, সেই মায়ের কাছে সন্তানকে অহঙ্কার রাক্ষস গিলিবে কি করিয়া? তাই মায়ের কাছে দাঁড়া-ইলে সন্তানের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়, হৃদয় প্রকৃত বিনীত হয়। মানব যতই ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, বিশ্বস্রষ্টার চক্ষে তিনি সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন; আর সন্তান যতই গৌরবান্বিত হউন না কেন, তাঁহার মায়ের কাছে তিনি সেই "কোলের ছেলে" সেই আদরের "যাদুমণি" ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন! মহাত্মা জর্জ্জ ওয়া-সিংটন যখন আমেরিকার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহার মহতী কীর্ত্তি গগন প্রতিধ্বনিত করি-তেছিল, যখন স্বদেশীয়গণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাণের প্রাণে সেই কীর্ত্তিমানের পূজা করিতেছিল, তখন সকলে বিস্মিত হইলেও এক জনের প্রাণে ওয়াসিংটনের "শৈশব" জাগিতেছিল, একজন—তিনি ওয়া-সিংটনকে হাতে গড়িয়া "মানুষ" করি-য়াছিলেন, অপনার রক্তে বাঁচাইয়া রাখি-য়াছিলেন, তাই এখনও তিনি, ওয়া-

সিংটনের মা, মেরী ওয়াসিংটন, গৌরবাম্বিত পুত্রকে শিশুর মত দেখিতেছিলেন!—পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তি শুনিয়া সংবাদদাতা মহাত্মা মার্কুইস্ ডি লেফেট্‌কে তিনিই বলিয়াছিলেন, "আমার জর্জ্জ খুব ভাল ছেলে, সে এ রকম কাজ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি?"এরকম কথা সহানুভূতির অল্পতা বা সন্তানের মহত্ত্ব অবোধ্য বলিয়া নহে—ইহা মাতৃভাবের সহজোক্তি। মা' সন্তানকে যে দিন প্রথম পাইয়াছিলেন, সে দিন সন্তান নিরাশ্রয়, অসহায়। মা'র প্রাণে সে দিন চিরদিনই জাগরুক থাকে। তাই জগতের কাছে তাহার কৃতিত্ব অলৌকিক হইলেও মায়ের প্রাণে কেবল সন্তানত্বই বিদ্যমান! তাই মাতৃভক্ত সন্তানের প্রকৃতি অহঙ্কারশূন্য ও বিনীত হয়। মাতৃভক্ত সন্তান কোনও অবস্থাতেই নিজের সন্তানত্ব ভুলিতে পারেন না, তাই "আমার জন্য জগৎ" মনে না করিয়া "জগতের জন্য আমি" মনে করেন। ইহাই নিরহঙ্কার ও বিনয়ের প্রকৃত লক্ষণ।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায় অথবা মাতৃ-ভক্তির উদ্রেক মাত্রে মানবের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। কৃতজ্ঞতা যে মহত্বের পরিচায়ক একথা বলা বাহুল্য; কৃতজ্ঞতার জন্য উপকৃত উপকারীকে দেবভাবে দেখে; কৃতজ্ঞতার জন্যই মানবের জাতীয় ভালবাসা রক্ষা হয়, কৃতজ্ঞতার জন্যই মানব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ভগবানকে ভালবাসিতে পারে। এসংসারে সন্তান মাতার নিকটেই সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী, তাই মা'কে মনে করিলেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা উছলিত হইতে থাকে।—যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ, সে মানব কুলের কলঙ্ক। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যেও অনেক সময়ে, কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অকৃতজ্ঞ যে, সে পশুরও অধম। কিন্তু কৃতজ্ঞতা পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান মাতা। যিনি মাতৃ-ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি অবশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতা যে সন্তানের কি পরমদেবতা তাহা কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না এবং কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত কেহ মাতাকে ভক্তি করিতেও পারে না। তাই বলিতেছি মাতৃভক্তির প্রথম অবস্থাতেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্দ্ধনে মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব সাধিত হয়।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায়, সন্তানের হৃদয় যখন অহঙ্কারের অতীত, বিনীত ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়, তখন সন্তান মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-চরণ-বন্দনা, মাতার পদধূলি গ্রহণ, মাতার আশীর্ব্বাদেই উন্নতি-আশা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্য গুলিই প্রথম মাতৃ-উপাসনা। এইরূপ মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের সন্তানত্ব পরিস্ফুট হয়, পশুবৃত্তি সকল সংযত হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনার প্রথম অবস্থায় সন্তান এইরূপ উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহার পরে ভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ভক্তির এ অবস্থার লক্ষণ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ। মাতৃ-ভক্তির এই অবস্থায় সন্তানের হৃদয় মাতাতে অধিকতর অনুরক্ত হয়। সন্তান যতই মাতার মহত্ব বুঝিতে পারেন, ততই মাতার উপরে তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। এই মাতৃভক্তির প্রবলতায় সন্তানের সহৃদয়তা লাভ হইয়া থাকে। সহৃদয়তার অর্থ হৃদয়ের বিস্তৃতি ও কোমলতা। ইহা মাতৃভক্ত সন্তানগণ সকলেই পাইয়া থাকেন। মাতৃভক্ত সন্তান, খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয় হউন আর নগণ্য পেঁচো চাঁড়ালই হউন, সহৃদয়তা তাঁহাতে আছেই। সহৃদয়তা মাতৃ-ভক্তির স্বাভাবিক নিয়ম। এই সহৃদয়তা লাভ মানবজীবনে বড় লাভ। সহৃদয়তা হইতেই লোকে মহত্বের গৌরব বুঝিতে পারে, পর-হৃদয়ের তত্ব বুঝিতে পারে; সহৃদয়তা হইতেই লোকে ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, গুণানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে অভ্যস্ত হইতে পারে। সহৃদয়তা উর্ব্বর ক্ষেত্র, এখানে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিতে পারিলে তাহা নিষ্ফল হয় না। সহৃদয় ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তিদিগের পরিচালনায় যদি মহাপাপী হইয়াও থাকে, তথাপি সুশিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাকে সৎপথে আনা যায়। জগাই মাধাই মহাপাতকী হইলেও নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগকে নবজীবন দিয়াছিলেন কি করিয়া? চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়—নিত্যানন্দ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাদৃশ মহাপাপীদিগেরও হৃদয় ছিল বলিয়া। যদি নিত্যানন্দের মহত্ব তাহারা না বুঝিত, যদি সাধুতা তাহাদের ধারণা না হইত, তবে নিত্যানন্দের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে হরিভক্ত করেন! তাই বলিতেছি, মানবের সহৃদয়তাই সকল মহত্বের মূল। মাতৃভক্তি অনুশীলনে সন্তানের এই সহৃদয়তা লাভ হয়। সন্তান মাতাকে যতই ভক্তি করিতে থাকেন, ভক্তি বৃত্তির সম্প্রসারণে ততই হৃদয় বিস্তৃত হইতে থাকে, মাতৃভক্তির মধুরতা যতই আস্বাদন করিতে থাকেন, এই সহৃদয়তার জন্য মাতৃভক্ত সন্তানের মনে মাতৃসুখ কামনা প্রবল হয়—মাতাকে সুখী করিতে পারিলেই সন্তান কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইজন্য মাতৃসেবা, মাতৃআজ্ঞা পালন ও মাতার প্রিয় কার্য্য করা সন্তানের জীবনব্রত হইয়া থাকে। ভক্তির এই কার্য্যগুলি মাতৃভক্তির দ্বিতীয় অবস্থার অন্তর্গত উপাসনা বলা যায়। এই মাতৃউপাসনায় অর্থাৎ মাতৃসেবা, মাতৃআজ্ঞা পালনাদি হইতে সন্তানের কর্ত্তব্য পালন, সেবাপরায়ণতা ও আত্মত্যাগ অভ্যাস হয়। মাতৃউপাসনায় সন্তান মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বারমেসে।

পৌষ।

এই মাসের প্রথমে আলু প্রথম ভাঙ্গিতে হয়; অর্থাৎ খাইবার জন্য গোলআলু পৌষ মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম আলু তোলার পরই গাছগুলিকে ঈষৎ হেলাইয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছের বহির্ভাগের কিয়দংশ মাটী চাপা পড়ে। এই অবস্থায় ৩।৪ দিন থাকিলে আলুর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ঐ সিঞ্চনের পর গাছের অপেক্ষাকৃত তেজোবৃদ্ধি হয়। তখন আলু গাছের মূলে এবং মৃত্তিকাবৃত অংশের প্রত্যেক পত্রকক্ষে আলু জন্মিতে থাকে। যে সকল আলু পত্রকক্ষে জন্মে, তাহা ক্ষুদ্র হয় বটে; কিন্তু ঐ আলু হইতে উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুত হয় তাহাকে দোভাঙ্গা বীজ কহে। ইহার মূল্যও অনেক অধিক। প্রতি মণ ১০৲ দশ টাকা হইতে কখন কখন ২০।২৫ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। যে বার বিশেষ পোকা ধরিয়া আলুর বীজ নষ্ট হইয়া যায়, সে বার ৪০৲ টাকা মূল্যেও বীজের মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি।

আমাদের দেশে ফসলের বীজ উৎপাদন, বীজরক্ষা ও বীজ বিক্রয় স্বতন্ত্র ব্যবসায় নহে; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা একটী স্বতন্ত্র ও প্রধান ব্যবসায়। তত্তদ্দেশের কৃষিশাস্ত্রবিৎ কৃষকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বীজের উৎপাদন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। বীজের উৎকর্ষ সম্পাদন বিষয়ে তাঁহারা কিরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে 'চিভেলিয়ান' নামে বিখ্যাত এক প্রকার গম আছে, তাহার তুল্য উৎকৃষ্ট গম বিলাতে আর নাই। ডাক্তার চিভেলিয়ার ঐ গম বীজের সৃষ্টি করেন। তিনি কোন গমের ক্ষেত্রে একটী মাত্র উৎকৃষ্ট শীষ্ পাইয়াছিলেন। ঐ শীষের গমগুলি, ক্ষেত্রস্থ অন্য শীষের গম অপেক্ষা বৃহৎ ও পুষ্ট ছিল। ডাক্তার সাহেব ঐ শীষটীকে আনিয়া উহার গমগুলিকে আপন উদ্যানে বপন করেন। তাহা হইতে প্রথম বর্ষে ঐরূপ উৎকৃষ্ট গম শীষের পরিমাণের শতগুণ অধিক জন্মিল। পর বৎসর ঐ বীজে তাহার শতগুণ জন্মিল। এইরূপে কয়েক বর্ষব্যাপি যত্ন ও অধ্যবসায়ে গমের একটা উৎকৃষ্ট জাতি সৃষ্ট হইয়া ডাক্তার সাহেবের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যান্‌হাম নামক একজন বিলাতীয় কৃষক আপনার আবাদে গম কাটা দেখিতেছিলেন। গম-

ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী শীষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই শীষ্টী তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। সেই বড় বড় ও পরিপুষ্ট গমগুলি একটী ক্ষুদ্র স্থানে বপন করিলেন। তাহাহইতে যে গম জন্মিল, তিনি তাহা বাছাই করিয়া পুনরায় বপন করিলেন। এইরূপে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে একখানি ক্ষেত্রের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট গম বীজ প্রস্তুত হইল। ঐ গম অন্যান্য গম অপেক্ষা বড় ও ধারাল শূঁয়া বিশিষ্ট। ঐ শূঁয়া এরূপ ধারাল যে, তাহাতে পাখী বসিতে পারে না। এইরূপে গমের যে জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট গম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং তাহাতে পক্ষীর উপদ্রব এককালে কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে বীজের বাছুনি ও তাহার রক্ষা বিষয়ে এককালে যত্ন নাই, এরূপ নহে; তবে তদ্বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ করা আবশ্যক, তাহা হয় না। অথচ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ঐ ব্যাপার একটী প্রধান ঘটনা।

পৌষ মাসে আলুগাছের পত্রকক্ষে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে ঐ সকল আলু এবং মূলদেশে যে সকল আলু জন্মে, তাহার শেষ ভাঙ্গার কালে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে বা চৈত্র মাসের প্রথমে যখন সমস্ত আলু নিঃশেষ করিয়া তোলা হয়, তখন সেই আলুর মধ্যে যে গুলি ছোট ছোট, সে গুলিকেও বীজের মধ্যে রাখা হয়। যে আলুগুলি মাটীর বাহিরে পত্র কক্ষে জন্মে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ। তাহাকে অনেক চক্ষু থাকে। তাহার রং প্রায় পত্রের ন্যায় হরিৎবর্ণ হয়। যে বীজের চক্ষু যত অধিক, তাহা হইতে তত বেশী অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ উভয় বিধ বীজ আলু কৃষকেরা বেত বা বাঁশের ঝুড়ী পূর্ণ করিয়া যে ঘরে রন্ধন ও অনাচার হয় না, সে ঘরের আড়ায় শিকা করিয়া ঝুলাইয়া কিম্বা বাঁশের মাচায় রাখে। এত যত্নে রাখিলেও উহার কতক অংশ শুকাইয়া বা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা আহারার্থ এককালে কিছু অধিক আলু সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, বর্ষার শেষ ভাগে সেই আলুর অধিকাংশ হইতে কল বা অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ বীজ আলুরও ঐরূপ কল বাহির হয়। তাহাতে বীজত্বের কোন হানি হয় না। কৃষকেরা যথা সময়ে ঐ বীজ ভূমিতে রোপন করে। রোপনকালে অনেক বীজ আলুর ঐ অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া যায়। মাটীতে রোপনের পর পুনরায় সেই সকল চক্ষু হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। এই সকল বীজকে কৃষকেরা ঝাড়াবীজ কহে।

আলুর বীজ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই আলুর বীজের উপসংহার করা হইবে। এদেশের কৃষকেরা যে প্রণালীতে

আলুর বীজ প্রস্তুত ও রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা উপরে তাহাই বিবৃত করিলাম। কিন্তু আলুর বীজ প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে অথবা ঐ বীজ ক্রয় করিবার জন্য যত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ খাইবার জন্য যে বড় বড় ও পরিপুষ্ট আলু বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ও তাহাকে ৩।৪ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যথাকালে ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই উৎকৃষ্ট বীজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিহার, আসাম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ ঐরূপে আলুর আবাদ করিয়া বিশিষ্টরূপে লাভবান্ হইতেছে। আলু একটা আস্ত রোপণ করা অপেক্ষা কাটিয়া রোপণ করায় উভয়তঃ লাভ আছে। প্রথমতঃ একটা আলুতে অনেক চক্ষু থাকাতে এককালে অনেক কল বাহির হয়। ঐ সকল কলের ২।৪ টাকে বিশিষ্টরূপে বলবান্ করিবার জন্য বাকী সমস্ত কলগুলি নষ্ট করিতে হয়। ইহাতে বীজাংশে যেমন ক্ষতি, আবাদাংশেও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে; কারণ যে সকল কল নষ্ট করিতে হয়, তদ্দ্বারা বীজের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বীজ আলু কাটিয়া রোপণ করিলে, এক এক খণ্ডে অল্পসংখ্য চক্ষু থাকায়, অঙ্কুর বা কলও অল্পসংখ্য নির্গত হয় এবং তাহা নৈসর্গিক নিয়মে বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে। অল্পমূল্যে খাইবার আলু ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা যে, বীজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কথা লিখিত হইল, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধলেখক প্রধান সাক্ষী। তিনি তাঁহার নিজের কৃষিক্ষেত্রে ঐরূপে আলু ও তাহার খণ্ড সকল বীজরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। অতএব এ দেশে যাঁহারা আলুর চাস আবাদ করিয়া থাকেন, আমরা ভরসা করি, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ঐরূপ বীজ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। অধিকন্তু, আলুর বীজ তৈয়ারি অথবা তাহা ক্রয় করার ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনীতে পৌষমাসের কৃষি বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তামাকের পাইট্ করিবার উপদেশ আছে। ঐ পাইট্ কিরূপ, এস্থলে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

দোআঁশ মাটীর সমতল ক্ষেত্রে তামাকের চাস হইয়া থাকে। মাঘ মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রায় ৮।৯ মাস কাল ভূমিতে পলি কিম্বা বোদ মাটী, অথবা গোবর, সোরা, লবণ, তৃণপত্রজাত সার, কিম্বা নীলের শিটি ইহার যে কোন ২।১টী সার দিয়া অনবরত চাস দ্বারা মাটিকে ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া রাখে। তাহার পর আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে তামাকের চারা ভূমিতে রোপণ করে।

তামাকের চারা ভূমিতে এরূপ ভাবে রোপিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে আবশ্যকমত লাঙ্গল চলিতে পারে। পৌষমাসে তামাকের ক্ষেত্রে সোজা সুজি, কোণা কোণি, ও আড়ভাবে নানা প্রকার লাঙ্গল দিতে হয় এবং অতি সাবধানে বারম্বার এরূপে ক্ষেত্র নিড়াইয়া দিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ জন্মিতে না পারে। তামাকের ক্ষেত্রে যত দিন রস থাকে, ততদিন পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয়। তামাকের গাছে ১০।১২টী পত্র হইলেই তাহার অগ্রভাগ এবং নিম্ন দেশস্থ ৩।৪টী পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। পত্রকক্ষে যে সকল পত্রমুকুল, বা কুসুম-মুকুল নির্গত হয়, তাহা প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। যখন তামাকের পত্র ও মুকুল ভাঙ্গার কার্য্য চলিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গলের সীতা অর্থাৎ দাগ গুলি বুজাইয়া সমস্ত ভূমি সমান করিয়া দিতে হয়। তামাক পত্রের বৃদ্ধি-সম্ভাবনা থাকিতে থাকিতে যদি ভূমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ২।১ বার জল সিঞ্চন করিতে হয়। পত্রের রং কালো হইলে এবং পত্রের বৃদ্ধি স্তব্ধ বা রহিত হইলে, তখন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র জলের প্রয়োজন থাকে না। তখন সমস্ত ক্ষেত্রে একবার এরূপে নিড়াইয়া দিতে হইবে যেন প্রত্যেক গাছের মূল শিকড়টী বাদে আর সমস্ত পার্শ্ব শিকড় কাটিয়া যায়। তাহাতে তামাকের পাতা উত্তম রূপে প্রস্তুত হয়। ইহাকেই তামাকের পাইট কহে। বর্ষের গতিকে এই পাইট্ করিতে কখন অল্পকাল, কখন অধিককাল আবশ্যক হইয়া থাকে।

তামাকের চাস, পাইট্ ও তামাক প্রস্তুতীকরণ, এই তিনটী বিষয়েই অনেক কাথা এবং কার্য্যগুলি বেশ জটিল কুটিল। পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই দুইটী কার্য্যে অগ্রহায়ণের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। ঐ দুইটী কার্য্যের মধ্যে প্রথমটী পৌষ মাসে বলিলাম, দ্বিতীয়টী মাঘ মাসে বলিব।

রুষের জারের মৃত্যু উপলক্ষে।

ধন মান কিছুই না রবে।
কালের কবল হ'তে রক্ষা নাই কোন মতে,
সকলেই কালের অধীন,—
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী দীন।

এ সংসার রঙ্গালয় হয় কত অভিনয়
বারেক না ভাবে মূঢ় মন—
যবনিকা হইবে পতন।
প্রভুত্ব সম্পদ বল যাবে সব রসাতল

কাল-চর্ব্বণেতে হবে চুর,
প্রমাণত রয়েছে প্রচুর।
মায়াতে জড়িত নর নশ্বর যে কলেবর
নিরন্তর হেরিছে নয়নে,
তবু ভোর সুখের স্বপনে।
এই যে রুষের জার' প্রবল প্রতাপ যার
অর্দ্ধেক ধরণীশ্বর যিনি!
ভেবে দেখ কোথা আজ তিনি?
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে থাকিত যাহার সনে
প্রহরীস্বরূপ হায় হায়!
সে বীরত্ব রহিল কোথায়?
সে শরীর ধূলিসাৎ হইল যে অকস্মাৎ
বজ্রপাত 'জারিণার' * শিরে,
কার সাধ্য বারে নিয়তিরে?
শোকেতে মগন সবে চিরদিন নাহি রবে
আবার মাতিবে রাজ্য মদে,
দেখিয়াও শিখেনা বিপদে।
পদের গৌরব করি পরিণাম নাহি স্মরি
অভিমানে স্ফীত যেই জন,
কেবা ভ্রান্ত তাহার মতন?
এদশা দেখেও যার অসার যে এ সংসার
হেন জ্ঞান নাহয় উদয়,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে হৃদয়!
বিষয় বাসনানল দহিতেছে অবিরল
তবুও চেতনাশূন্য সবে,
দিব্য জ্ঞান হবে আর কবে?
ষড়্‌রিপু-মহাবল কালকূট-হলাহল
পিয়াইছে সংসার-মদিরা,
সাধে কিগো হয় দীপ্তশিরা!

* রুসিয়ার সম্রাট "জার," সম্রাজ্ঞী "জারিণা" এবং যুবরাজ "জারউইচ" বলিয়া বিখ্যাত।

অধোগতি দিনে দিনে পরমার্থ চিন্তা বিনে
পাপেতে মলিন সদা মন,
করিতেছে কুপথে গমন।
জাগাইতে মূঢ় জীব সাধিতে অশেষ শিব
বিধি করেছেন ভগবান,
শমন থাকিবে বিদ্যমান,—
গুরু হয়ে দিবে শিক্ষা; 'মৃত্যুমন্ত্রে'লও দীক্ষা,
উপেক্ষা না কর জীবগণ,
কেন—শেষে করিবে ক্রন্দন?
রাজৈশ্বর্য্য পদমান সব হবে তিরোধান
ভূরি ভূরি রয়েছে প্রমাণ,
না হারাও নিজ পরিত্রাণ।
বিবেক বৈরাগ্য ব্রত পালন কর নিয়ত
সংসারের অনিত্যতা হেরি,
শুভ কাজে নাহি কর দেরি?
লাভ হবে ধর্ম্ম ধন, কর ব্রত উদ্‌যাপন,
আলস্যে না কাটাও সময়,
পলে পলে আয়ু হয় ক্ষয়।
কালে কি করিবে তার বাসনা নিবেছে যার
হইয়াছে বৈরাগ্য উদয়,
সেকি মোহে বদ্ধ কভু রয়?
শোনে সে বিবেক বাণী দিব্যজ্ঞানে মহাজ্ঞানী
মহাভাবে সদা নিমগন,
ভেঙ্গে গেছে মোহের স্বপন।
জীবন্মুক্ত জীব হয়ে নিত্য চিদানন্দালয়ে,
মাতোয়ারা নিত্য মহোৎসবে
দীনভাগ্যে সে দিন কি হবে?
কোথা রাজ-সিংহাসন দারাসুত পরিজন
দাস দাসী পারিষদ-গণ,
সব ফাঁকি মুদিলে নয়ন!

শ্রীচ—

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

বিষ দোষ।

ছড়ছড়ের মূল, ৮।১০টী গোলমরিচ সহ জলে পিষিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুকাল পরে দষ্ট ব্যক্তিকে ফটকিরির জল পান করিতে দিবে। যদি তাহাতে বমি হয়, তাহা হইলে বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে; এবং পুনরায় ঐ মূল পূর্ব্ববৎ সেবন করাইতে হইবে। সর্প বিষের ইহা উৎকৃষ্ট প্রতি-বিস।

সর্প বা উন্মত্ত শৃগালাদিতে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ যদি অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দষ্ট স্থান হইতে রক্ত শোষণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না।

বিশুদ্ধ মুলতানি বনাত একটুকি কাঁঠালী কলার সহিত ভক্ষণ করিলে, অথবা প্রত্যহ কিছুদিন ধুতুরার মূল ২।১ রতি পরিমাণে সেবন করিলে, উন্মত্ত শৃগালে ও কুকুর দংশনজনিত দোষ নিবারণ হয়। কলাইয়ের ডাল, মৎস্য ও শাক খাইতে নিষেধ।

আমরুল বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ যায়। মৌমাছি কামড়ান স্থানে কৃষ্ণ তুলসি পত্রের রস ও মধুর লেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ তারপিন তৈল বা পাথরিয়া কয়লা লাগাইয়া দিলে, বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত জ্বালা সত্বর নিবৃত্ত হয়। কর্পূরের ঘ্রাণ লইলেও বিষের জ্বালা নিবারণ হয়। ভিমরুল বা বৃশ্চিক দংশন স্থানে কাল কচুর আঠা মাখাইয়া দিলে, অথবা বকুল বিচি বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

মাকড়সার গরলে কাঁচকলার আটা প্রত্যহ ৩।৪ বার লাগাইলে ২।৩ দিনে উপকার দর্শে।

কাঁচা হরিদ্রা, দুগ্ধে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে গরল আরোগ্য হয়।

সর্পদষ্ট স্থানে কাষ্টকি উত্তমরূপে ঘসিয়া দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। দষ্ট ব্যক্তিকে লঙ্কাপাতা খাওয়াইলেও উপকার হয়।

পুনর্নবা, প্রিয়ঙ্গু, টগরবৃক্ষ, শ্বেতবৃহতী, কুষ্মাণ্ড ও অপরাজিতা, ইহাদের মূল জলের সহিত বাটিয়া ঘৃত মিশাইতে হইবেক। যে ব্যক্তি সর্প দংশনে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অঙ্গে লেপন করিয়া দিলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে। সর্পে দংশন করিবামাত্র উষ্ণ ঘৃত পান করিলে কিম্বা দংশনের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে তাগা বাঁধিলে আর বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

কেলে কড়ার পাতা হুকার জলে বাটিয়া গরলের উপর মর্দ্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরল রোগ হইলেও আরোগ্য হয়।

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলেও বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

পাথুরিয়া কলিচূণ চিতে সাপে চাটা স্থানে লাগাইয়া দিলে, বিষ উঠিয়া যায়।

শ্বেত করবীর শিকড় ৵০ আনা, শ্বেত জবাফুলের শিকড় ৵০ আনা ইসার মূল ৵০ আনা একত্রে বাটিয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে, সাপে কাঁটা আরোগ্য হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল ও দে ধানের মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হইয়া থাকে।

রাখাল শশার মূল, শ্বেত পুনর্ণবা, কাকুঁড়লতার মূল, তালমূলী অথবা আপাঙ্গের মূল তণ্ডুলোদকের (চলুণির) সহিত ভক্ষণ করিলে সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

আকনাদির মূল তাহার রসে পেষণ করিয়া পান করিলে, কালকূট বিষ বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত পান করিলে চর্ম্মগত বিষ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তগত বিষ, কুড় চূর্ণের সহিত পান করিলে মাংসগত বিষ, হস্তিশুণ্ডার সহিত পান করিলে অস্থিগত বিষ, কাকোলীর সহিত পান করিলে মেদগত বিষ, পিপ্পলীর সহিত পান করিলে মজ্জাগত বিষ, এবং চাণ্ডালী (লতা বিশেষ) মূল চূর্ণের সহিত পান করিলে শুক্রগত বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের মূল কিম্বা রক্তচিতার মূল ও ইন্দ্র গোপ কীট একত্র পেষণ করিয়া সর্প দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

আফুলা কাঁটা নটে গাছের শিকড়, বাসি হুঁকার জল ও হলুদ একত্র বাটিয়া গরলে লাগাইলে তিন দিবসে রোগ ভাল হয়।

৪ তোলা প্রমাণ তেঁতুল ও গৃহের ঝুল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ লেহন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট করে।

সর্ষপ, কুঙ্কুম,তক্র ও ঘৃত, সমভাগে লইয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ মুষিক-দংশন-জনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

ঘৃতকুমারীর পত্র সৈন্ধবলবণের সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করত উন্মত্ত কুক্কুরে দষ্ট স্থানে বন্ধন করিয়া দিনত্রয় রাখিয়া দিবে, তাহাতে বিষপীড়া নিবারণ হয়।

গুড়, তৈল, ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে কুক্কুর দংশন জন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়।

রক্ত নটিয়ার মূল ও তুলসীর মূল, চাউলের জলের সহিত পান করিলে কীট-দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

করঞ্জাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও তিল একত্র

পেষণ করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে কীট দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

নিম্ববৃক্ষের ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্রে উষ্ণোদকের সহিত পেষণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে, ব্যাঘ্রাদির নখ ও দন্তবিষ নিবারিক হয়।

বৈইচ গাছের ছাল অর্দ্ধতোলা, তেলাকুচায় শিকড় অর্দ্ধ তোলা, এক-সঙ্গে বাটিয়া খেপা শিয়ালে কামড়ান রোগীকে খাওয়াইলে রোগী আরাম হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—আড়াঠেকা। *

গীতসার সংগ্রহ। নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত গীত ও স্বরলিপি।

। ১। । +। । ৩। ৺
প প ধ সা: ঋ ধ প
এ- স প্রাণ গৌ- রী, কে- ম

৺ ০। । ১। । +। ৺ ৺
ম প ঋ ঋ গ প ম প
নে ছি লে মা- গো, মা- য়ে রি

৩। । ০।   । ১। । +।
গ ঋ সা   সা সা ম ম
পা- স রি।   উ- ত্তা- পে খে-

। ৩। । ০। । ১॥ +। । ৩।
প প ধ ধ সা ঋ ঋ সা নি
মে- ছে উ- মা, আ- হা- ম- রি ম-

। ০। । ১। । +। । ৩।
ধনি প প প ধ সা: ঋ ধ
রি । এ স প্রাণ গৌ- রী, অ-

---

* অর্দ্ধ শব্দের বিকৃতি আড়। অর্দ্ধ দ্বি শব্দের অপভ্রংশে আড়াই হয়, সেই আড়াই হইতে আড়া হইয়াছে। যেখানে দুই মাত্রা ক্রমে প্রবন হইয়া পদ বিভাগ হয়, তথায় প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রা ত্যাগে দ্বিতীয় মাত্রায় তালি দিলে, তাহাকে আড়ে তালি দেওয়া কহে। কাওয়ালীর গান আড় করিয়া গাইলে আড়াঠেকার উদ্ভব হয়, অতএব আড়ারও মাত্রা সমষ্টি কাওয়ালীর ন্যায় ১৬টা হ্রস্ব বা ৮টা দীর্ঘ। মধ্যমানের এক ফের মধ্যে আড়া ছন্দের দুই ফের পাওয়া যায়। কাওয়ালীর সহিত ঢিমে তেতালার যে সম্বন্ধ, আড়ার সহিত মধ্যমানেরও সেই সম্বন্ধ। মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টা দীর্ঘ কিম্বা ৩২টা হ্রস্ব মাত্রা। (গী, সু, সা,)। আড়া-ঠেকার ঠেকা যথা,—

৺ ৺ | ১৺ ৺ । | +। ৺ ৺ | ৩৺ ৺ । | ০।
তা ধিন | ধা ধিন্ | ধিন্ তা ধিন | ধিন্ তা | তিন

। ।১। | । ।। | +।। | । ।৩। | । ।। | ০।।
বা, তা ধিন | তা ধিন্ | ধিন্ | তা ধিন্ | ধিন্ তা | তিন |

(ক্রমশঃ)

৺	৺	০।	।	১।	।	+।	৺	৺	৩।	।	০।
প	ম	গ	ঋ	ঋ	গ	প	ম	প	গ	ঋ	সা
শ-	হু	শ-	রৎ	কা-	লে	হ-	ন	ত্রি	পু-	রা-	রি ।

	।	১।	৺	৺	+।	।	৩।	।০।
	প	প	ধ	সা'	ঋ.	সা'	সা'	সা.
(১ম বার)	শ্রা-	ন্তা	হ-	য়ে-	ছে	ত-	ন-	য়া,
(২য় বার)	কো-	থা	গে-	লে	গি-	রি	নি-	র্দ্দয়,
(৩য় বার)	কি	ক-	রি-	ব	পা-	গল	জা-	মাই,
(৪র্থ বার)	এ-	কি	সয়	মা-	য়ে-	র	প্রা-	ণে,

	।	১।	।	+।	।	৩।	। ০।
	ধ	নি	সা'	ঋ০	সা'	নি	ধ নিপ
(১ম)	ব্য-	জন	ক-	র	বি-	জ-	য়া,
(২য়)	ক্ষু-	ধারি	হ-	য়ে-	ছে	স-	ময়,
(৩য়)	অলং-	কার	দি-	য়ে	ছেন	ছা	ই,
(৪র্থ)	ক-	ন্যা	দে-	ওয়া	নি-	গু	ণে,

।	১॥	+।	।	৩।	।০।	।	১॥	+।	।	৩।	। ০।
প	প	ম	ম	প	ধ	সা'	ঋ'	ঋ'	সা'	নি	ধ নিপ
আ-	ন	আ-	ন-	জ-	য়া,	আ-	ন	কো	লে	ক-	রি ।
যা	তো-	মার	সা-	ধ্য	হয়,	আ-	ন	ত্ব	রা	ক-	রি ।
ব-	স-	নের	বি-	ষয়	নাই,	এ-	ম-	ন	ভি-	খা-	রি ।
কে-	বল	দি-	লাম	তোমা	ধনে,	কু-	লীন	দে	খে	ভা-	রি ।

পারিবারিক সঙ্গীত।

সাধুচরিত।

চৈতন্য।

কীর্ত্তন।

প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি প্রেমের মহাজন। আচণ্ডালে নাম সুধা করেন বিতরণ। (প্রেম রসে বিভোর হয়ে হে) বলিছে শ্রীমুখ দিয়া, নামে রুচি জীবে দয়া, দুই বাহু পসারিয়া করে আলিঙ্গন। (হরি বলে কোল দেয়রে, প্রেমে পাগল হয়ে) (ভেদাভেদ নাই তাররে, উচ্চ নীচ বলে) নাহি কোন শাস্ত্র বিধি, নাম মন্ত্র যপ যদি, পার হবে ভবনদী নামের গুণ এমন। (নাম যপে তরে গেলরে, মহাপাপী সবে) মধুরভাবে মধুর নব অনুরাগে চিদানন্দ রসপানে সদানন্দ মন। (প্রেম যোগের যোগিরাজ হে, ভক্ত শ্রীচৈতন্য)

কা, ঘোষ।

রাজা রামমোহন রায়।*

বাহার—মধ্যমান ঠেকা।

জানিনে কে ভূলোকে এসেছিলে, হে।

নইলে এতগুণ কি একাধারে, মনুষ্যে হইতে পারে, বিদ্যাতে সর্ব্বত্র পূজ্য কি জম্বু জলধি পারে;—পুরাণে শুনি একবার, হয়েছিল বেদউদ্ধার, কর্‌লে তার তত্ত্ব বিস্তার, এ কোন্ অবতারের লীলে।

ছিল জগৎ অন্ধকারে, উজ্জ্বল করিলে তারে, ব্রহ্মনামে ধরাধামে মাতিলে মাতাইলে;—হ'লে জ্ঞান কল্পতরু, উর্ব্বর করিলে মরু, ধন্যতুমি জগৎ-গুরু, প্রণমি সবে মিলে।

কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, চরম ধরম তত্ত্ব বিচারে হারাইলে;—তোমার, নাম রাজা রাম মোহন রায়, চির দিন রবে ধরায়, বিলালে জ্ঞান ধন সর্ব্বত্র, পাত্র না-বিচারিলে।

শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(৩৫৮ সংখ্যা-২২৭ পৃষ্ঠার পর)

রমণীগণের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সংসারের কার্য্যকলাপ যাহাতে সুশৃঙ্খল হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অবস্থা যাঁহার যেরূপই হউক না কেন, নারী যদি গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে বন্য কুটীরও গৃহস্থ আলয় হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই বোধ হয় "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" এই বাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। গৃহের জিনিস পত্রাদি সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কাররূপে রক্ষা করা, যখন যে জিনিষ আবশ্যক হয় তখন তাহা ঠিক্ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া, গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখা এবং প্রাতে ছড়াঝাঁট দেওয়া যাহাতে হয় তাহা করা বিশেষ আবশ্যক, কেন না সমস্ত দিবস ও রাত্রির প্রস্রাব, এঁটো ও বালক বালিকাগণের মলত্যাগাদির স্থান হইতে যে দুর্গন্ধ জন্মে, টাট্‌কা গোময় জলে গুলিয়া প্রাঙ্গণ, আস্তাকুঁড় ও পথাদিতে ছড়া দিলে সেই দুর্গন্ধ সকল বিনষ্ট হয়, (কিন্তু এখন আর গৃহিণীগণ এ সকল কার্য্যে মনোযোগ করেন না, বাবুদের বাবুগিরির ঢেউ অন্তঃপুরে লাগিয়াছে, তাই স্ত্রীগণের বাবুগিরি, বিলাসিতা, সৌখীনতা ও শ্রমকাতরতা দর্শন করিলেপ্রাণে এক প্রকার হতাশার ছায়া পড়িয়া ক্ষোভ কালিমায় হৃদয় কলুষিত এবং জীবনটাকে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ করিয়া ফেলে।) সন্ধ্যার সময় ঝি এক একটী আলো সকল ঘরে দিয়া গেল, আলো দিতে বিলম্ব হইলে 'ঝি! আলো দিয়া য' এই চিৎকার গৃহিণীর চরম চেষ্টা হওয়া উচিত নহে, সন্ধ্যা হইলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা,

* সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রচিত।

গন্ধক ও ধুনার ধুঁয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে যদি মশক, আশুলা, চামচিকা প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে আলো ও ধোঁয়ায় তাহারা উত্যক্ত হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং গৃহের দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। গৃহে রসুয়ে ও চাকর চাকরাণী রাখাই দোষের, একথা আমরা আবশ্যই বলিতেছি না: আপনার ন্যায্য খরচ চালাইয়া আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণে কোনও কষ্ট না দিয়া, অতিথি ও দীন কাঙ্গালীকে তাহাদের প্রার্থিত এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করিয়া, পারেন ত চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখুন, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা ও অযত্ন করে, কিম্বা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজেই গৃহকার্য্যাদি করা ভাল। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রী পরিজনগণ গৃহ-কার্য্যে আপনার সাহায্য করিবেন। আর যদি গৃহধর্ম্ম পালনোপযোগী ব্যয় কুলাইয়া চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখিতে পারেন ও তাহারা আপনার ও পরিজনগণের মনোনীত হয়, তাহা হইলেও বসিয়া শুইয়া তাস খেলিয়া গল্প করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। বডি, কামীজ, সেমীজ, কম্ফর্টার তোয়ালে, গামোছা, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, লেপ, তোষক গদি, উপাধান ও তাহার আবরণ এবং ছেলেদের পোষাক প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া সেলাইয়ের কল, সূচি ও কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত করিলে সংসারের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। ঈশ্বর না করুন, রমণী বিধবা হইয়া দুরবস্থায় পড়িলে অর্থের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে, সেই সময় নানাবিধ শিল্প কার্য্য দ্বারা রমণীগণ স্বচ্ছন্দে নিজ জীবিকার উপায় করিতে পারেন, একার্য্য অনিন্দিত ও হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত।* যাঁহারা রসুয়ে নহিলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ অথবা প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া রন্ধনের কষ্ট লইতে অস্বীকৃত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। বিড়ালে খাওয়া, কুকুরে খাওয়া,† কাকে ঠোক্‌রান, মনুষ্যশূন্য ঘরে অধিকক্ষণ আল্‌গা থাকা, খাদ্যের তাপ বাহির হইতে না পারিয়া ঢাকুনি ঘামিয়া পড়া জিনিষ, ডেয়ো পিপীলিকা লাগা ও অপরিষ্কার খাদ্য কি আত্মীয় পরিবার, কি অতিথি, কি চাকর চাকরাণী কাহাকেও খাইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশুদ্ধ জল ও বায়ু মনুষ্যের জীবনের ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ব্যবহারের জলটা যাহাতে সুপরিস্কৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। জল বিশুদ্ধ করার কয়েকটী সহজ উপায় আছে। (১) উচ্চ ছাদে পরিষ্কার গামলা বা জালা পাতিয়া রাখিলে যে বৃষ্টির জল

* "বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা। প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥"

† পূর্ব্বে কুকুর ঘরে গেলে হিন্দুগণ হাঁড়ি ও জলের কলসী ফেলিয়া দিতেন, কিন্তু অধুনা বিলাতী কুকুর গৃহস্থের একটী সখের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পতিত হয় তাহা, বিশুদ্ধ জল। বৃষ্টি-কালে প্রাঙ্গণে চারিখানি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে এক খানি কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়ের ঠিক মধ্যস্থলে একটী নুড়ি রাখিয়া দিবে এবং তাহার নীচে উচ্চ একখানি জলচৌকি বা টুলের উপর খড়ের বিড়া পাতিয়া তদুপরি কলসী বা গামলা বসাইয়া দিলে বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জল অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যায় না, কারণ অধিক দিন হইলে পোকা জন্মে। জলে প্রথম যখন পোকা জন্মে তখন সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষুর অগোচর—অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে অণুবীক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু তবুও ঐ পোকা দেখিবার একটী সহজ উপায় আছে, সে উপায়টী এই,—নির্বাত বা অল্প বায়ুযুক্ত স্থানে একটী পরিষ্কার কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ঢালিয়া টেবিলের উপর অথবা কোন উচ্চ ও আলোক যুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে যখন জলটা বেশ স্থির হইবে, সেই সময় যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ঐ জলের উপর নীচে ভাসিয়া ভাসিয়া নড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে জানা যায় পোকা জলে জন্মিয়াছে। যদিও ঐ ক্ষুদ্র পোকা গুলি জলের ময়লার ন্যায় দেখায়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে পাত্রস্থ জল স্থির হইলে ময়লা জলের নীচে পড়া সম্ভব, নীচে উপর নড়িয়া বেড়াইবে কেন? যখন জানা যাইবে যে জলে ঐরূপ পোকা জন্মিয়াছে তখন স্নান, পান ও রন্ধনই করিবার জন্য আর সে জল ব্যবহার করিবে না। (২) জলে ফট্‌কিরি দিলে জল পরিষ্কার হয় এবং নির্ম্মলা ঘসিয়া দিলেও জল পরিষ্কার হয়। (৩) ফিল্টার—ফিল্টার ক্রয় করিবার সুবিধা না হইলে বাটীতে কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে জল ফিল্টার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিরূপে ইহাতে জল বিশুদ্ধ করা হয়, তাহা বোধ হয় এখন অনেক গৃহস্থই জানেন সুতরাং তাহা লেখা বাহুল্য। গৃহিণীর লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতএব নভেল নাটকের পরিবর্ত্তে 'শরীর পালন' 'স্বাস্থ্যরক্ষা' 'ধাত্রীশিক্ষা' এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক গুলি মনোযোগের সহিত গৃহিণীর পাঠ করিয়া যাহাতে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও ধাত্রীশিক্ষা লিখিত ঔষধ গুলি আনাইয়া গৃহে রাখিবেন। এইরূপে যাহা কিছু সংসারে আবশ্যকে লাগে, তাহা যত্নে সংগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত ও হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকার্য্য গুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন এবং আয়োচিত ব্যয় করিবেন, হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ইহাই রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন—যথা "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া॥"

ঈশ্বরের নীচেই স্বামী রমণীগণের আরাধ্য ও প্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনের প্রধান সহায় স্বামী। স্ত্রী ও স্বামী উভয় মিলনের মহান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মচর্য্যার জন্য পবিত্র বিবাহ বন্ধন আবশ্যক। হিন্দুর বিবাহ যে কেবল মাত্র ধর্ম্মমূলক, তাহা "কুমার সম্ভব কাব্যে সপ্তম সর্গের 'বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈব-বৎসে। বহ্নিবিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী। শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি॥" এই শ্লোকটী পাঠে জানা যায় এবং অন্যান্য প্রমাণও আছে কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক "নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী। তদাজ্ঞা রহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন॥" এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা রমণীর কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব নাই, সে গৃহ ত শ্মশানহইতেও ভীষণ, তাহাতে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিসের? পতি যদি অসচ্চরিত্র হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে ঘৃণা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাকে জগৎ ঘৃণা করে করুক, কিন্তু স্বামী কোন অবস্থায় পত্নীরঘৃণার পাত্র নহেন; অসচ্চরিত্র পতিকে সচ্চরিত্র করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য, কেন না "সংস্মরন্তমপিপ্রেতং বিবমেষেক পাতিনম্। ভার্য্যৈবাম্বেতি ভর্ত্তারং সততং বা পতিব্রতা॥" ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায়-তেনৈব সহ মোদতে॥" স্বামীকে ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয়, সরল ব্যবহার, অকপট প্রণয় ও সুমিষ্ট বচন দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবে; স্বামীর সুখ, নিজের সুখ, স্বামীর দুঃখ নিজের দুঃখ, স্বামীর নিন্দা নিজের নিন্দা ও স্বামীর মঙ্গল নিজের মঙ্গল বলিয়া মনে করিবে। নিজের জন্য পতিকে কখন কায়মনো-বাক্যেও ক্লেশ প্রদান করিবে না; পতি যাহাতে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়েন, তেমন কার্য্যে পতিকে নিযুক্ত করিবে না; পতির সৎকার্য্যের সহকারিণী হইবে; অকারণে সর্ব্বদা নিজের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার সমুচিত চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার ব্যাঘাত জন্মাইবে না; নিজে সর্ব্বদাই পতিধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি ভালবাসা হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে; কিন্তু পতি যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্যগুলি যত-নের সহিত পালন করিয়া অবসর মত তোমাকে ভাল বাসেন তাহার চেষ্টা করিবে। বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "রাজা ও রাণী"তে এবিষয়ে দুইটী স্ত্রী চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, ঐ দুই স্ত্রী চরিত্র হিন্দু রমণীগণের অবশ্য অনুকরণীয়। ইলা একস্থলে কুমারকে বলিতেছেন— "আমি দিবানিশি তোমায় ভালবাসিব, তুমি অবসর মত বাসিও; আমি সারা নিশি তোমার লাগিয়া হেথায় বসিয়া রহিব, তুমি অবসর মতে আসিও।" হেথায় বসিয়া থাকার অর্থ হৃদয় সর্ব্বক্ষণ

তবধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। এইরূপ পতিভক্তিই—প্রকৃত পতিভক্তি, ইহাই প্রকৃত পতিব্রতার ধর্ম্ম। পুরুষের সংসারে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া—দশদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার পথে বিচরণ করিলে, "দশ দশা" বহিবার জন্য মস্তক পাতিয়া থাকিলে তবে ত পৌরুষ! কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদা রমণীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকিলে, চিন্তাকে স্বাধীনভাবে চারিদিকে বিচরণ করিতে না দিলে, বিশ্বে প্রেম বিস্তৃত করিতে না দিলে তিনিত স্ত্রৈণ নামে অভিহিত হইবেনই। আরও তাঁহার মাতাকে পুত্রপ্রসবিনী না বলিয়া মাংস-পিণ্ড প্রসবিনী অথবা বন্ধ্যা বলিলেও ক্ষোভ মিটিবে না।—সুতরাং স্বামীকে নাক-ফোঁড়া বলদ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়তা করা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া রমণীর কর্ত্তব্য। উক্ত গ্রন্থের নায়িকা রাণী সুমিত্রার স্বামী রাজা বিক্রম দেব স্ত্রৈণ্যতা পরবশ হইয়া যখন স্বীয় কর্ত্তব্য রাজ্যপালন পরি ত্যাগ করিয়া দিবানিশি অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেন, তখন রাণী সুমিত্রা বড়ই ব্যথিতহৃদয় হইতেন। বাস্তবিক সংসারের প্রিয়তম বস্তুতে কোনও খুঁৎ আছে জানিতে পারিলে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হয় এবং সেই খুঁৎ নিখুঁৎ করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাই রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রম দেবকে তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—রাজ্যে অরাজকতাজনিত অনাহারী ও অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, স্ত্রৈণ রাজার জ্ঞানোদয় হইল না, বরং উহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সুমিত্রা দেবী মনে ভাবিলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত না হইলে রাজা স্বকর্ম্মে মনোযোগ দিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি গোপনে ছদ্মবেশে পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সুমিত্রা স্বামীকে ভাল বাসিতেন না, সুমিত্রার ভালবাসা সাধারণ রমণীগনের ভালবাসা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সুমিত্রা পতি বিরহিতা হইয়া পতির বিরাগভাজন হইবার ভয় না করিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্য পথে লইবার জন্য পাগল! এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। অতএব স্বামীর কর্ত্তব্যপথের কণ্টক হওয়া কখনই সহ-ধর্ম্মিণীর উচিত নহে।　　　কু, রা।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী ভারত ভ্রমণে ইচ্ছা করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীযুক্তা বাই দীনবাই বোম্বেতে একটী টাউনহল ও একটী পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট বাটী নির্ম্মাণের জন্য জমি দিবেন।

৩। মহারাণী ভারতেশ্বরী মুন্সী আবদুল করিমকে বড়ই ভাল বাসেন। ইঁহার নিকটেই তিনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। সে দিন মহারাণী যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া মুন্সী আবদুল করিমের বাটীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৪। পৃথিবীতে সাড়ে এগার কোটী লোক ইংরাজীতে কথা কহিয়া থাকে। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার লোক আত্মহত্যা করে ও দশ লক্ষ অন্ধ আছে।

৫। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া ডিউক অব এডিনবর্গ জন্মাইলে রেজেষ্টারি আফিসে খবর দিতে ভুলিয়া যান। ছয় সপ্তাহের পর এই ভ্রম ধরা পড়ে, তখন জন্মের তারিখ রেজেষ্টরি না করার জন্য ৭ শিলিঙ ৪ পেন্স জরিমানা হইয়াছিল।

৬। রুসের মেমাচিন সহরে কেবল পুরুষদিগের বসবাস, একটীও স্ত্রীলোক নাই। পৃথিবীর আর কোনও স্থলে এরূপ রমণীশূন্য নগর নাই।

৭। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেব বিদ্যুতের সাহায্যে এমন এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহাতে মনুষ্যের অঙ্গচালনা ঠিক্ রক্ষিত হইবে। ফনোগ্রাফে যেমন মানুষের কথা ধরিয়া রাখা হয়, এই যন্ত্রে সেইরূপ অঙ্গচালনা ও নৃত্য ধরিয়া রাখা যাইবে। যন্ত্রের নাম হইয়াছে 'ফিনোটেস্কোপ।'

৮। চিন-জাপানী যুদ্ধে চিনেরা সন্ধি স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু জাপানীরা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আরও যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর। সম্প্রতি তাহারা মেটিনলিং আক্রমণ করিতে গিয়া চিন সৈন্য কর্তৃক পরাভূত ও বিতাড়িত হইয়াছে।

৯। ঘোরতর যুদ্ধের পর জাপানীরা আর্থর বন্দর অধিকার করিয়াছে। চীন দূত জাপানে সন্ধি প্রস্তাব লইয়া যান। জাপানীরা সমুদায় যুদ্ধের ব্যয় ছাড়া প্রায় শতকোটী মুদ্রা চাহিতেছে

১০। জাপানের নারীগণ রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়াছে। এক দল স্ত্রীলোক জাপান সম্রাট্ মিকাডোর নিকট চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রার্থিনী হয়। সম্রাট তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আহত যোদ্ধাদিগের শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

১১। রাজকুমারী আলিক্সের (আলেকজান্দ্রা ফিওডোভ্না) সহিত নব রুশীয় সম্রাট্ নিকোলাসের শুভবিবাহ শীত প্রাসাদের নিভৃত ধর্ম্মমন্দিরে বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। সম্রাট এই শুভানুষ্ঠানের স্মরণার্থ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দীন দরিদ্র ও কারাবাসীদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

১২। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন অমৃতসরের শিখদিগের স্বর্ণমন্দির দর্শনে গমন করিয়া ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। জর্ম্মণ ভীষ্মদেব প্রিন্স বিসমার্ক বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীহীন হইয়াছেন।

১৪। ইংলণ্ডেশ্বরী নব জারকে রাজকীয় স্কট গ্রে সৈন্যের কর্ণেল পদ দিয়াছেন। ইংলণ্ডের যুবরাজও রুসিয়েশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত হইয়াছেন।

১৫। কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী একটী পার্সী যুবতী। বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া বরদারাজ্যে ওকালতী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-বারিষ্টার।

১৬। দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়াবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি এবং লাপলণ্ডবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। তথাপি অন্যজাতির মধ্যে এক একটী অদ্ভুত মনুষ্য দেখা যায়। স্কটলণ্ডের ফনাম নামক এক সাহেব দীর্ঘে ১১॥ ফুট, তাঁহার মত দীর্ঘাকার মনুষ্য পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর হলণ্ডের ১৮ বর্ষীয় এক যুবতী দীর্ঘে ২০ বুরুল মাত্র, ইহাঁর মত ক্ষুদ্রাকারও বোধ হয় আর নাই।

১৬। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১৪শ সাংবৎসরিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ "বাঙ্গালার অভাব ও অবস্থা" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পুস্তকালয়ের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বামা রচনা।

নিরাকাঙ্ক্ষী।

১

কি চাহিব প্রিয়তম,
এ মর-হৃদয়ে মম,
কামনা, বাসনা, সাধ, কিবা অপূরণ ?—
দাসীরে দয়াল বিধি
দিতেছেন যেই নিধি,
স্বরগ মরতে প্রভো, কি আছে তেমন ?

২

চাহি না, রক্তিম ছবি,
উষার বালক রবি,
শারদ সন্ধ্যার শশী রজত বরণ ;
চাহি না তারকা ফুল,
প্রকৃতির হীরা ফুল,
চাহিনা, বাসব ধনু, বরষা গগণ।

৩

চাহিনা বাসন্ত বায়,
অমিয়া ছড়ায়ে যায়,
সুকণ্ঠ দোয়েল-কণ্ঠে মধুমাখা গান ;
চাহিনা কুসুম-রাণী
আধেক ঘোমটা টানি,
দেখায় সে হাসি-মাখা, আধেক বয়ান !

৪

চাহিনা বকুল-তলে,
প্রজাপতি দলে দলে,
সাটিন পোষাক পরি, বেড়ায় নাচিয়া ;
চাহিনা শুনিতে সুখে,
শ্যাম ভ্রমরের মুখে,
বসন্ত বাহারে বীণা উঠিছে বাজিয়া।

৫

চাহিনা সুমেরু-গা'য়
স্বর্ণ গঙ্গা বহি যায়,
দ্রবীভূত হেম স্রোতঃ স্বর্গ হ'তে আসে,
চাহিনা, তাহার পরে
দেখি চারু শশধরে !—
বসি সে সুবর্ণ শৈলে চন্দন বাতাসে !

৬

চাহিনা নন্দন বনে
দেবের বালিকা সনে,
বসিয়া মন্দার-ছায় গাঁথি ফুলমালা ;
সেথা মন্দাকিনী-জলে
স্ফুট স্বর্ণ শতদলে,
চাহিনা করিতে খেলা মিলি সুরবালা !

৭

চাহিনা, করিনা আশ,
অলকা অমরা বাস,
যক্ষের ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন ;
রাজ্য কিবা মহারাজ্য,
নাহিক আমার কার্য্য,
ধন মান যশে মম কিবা প্রয়োজন ?

৮

কি চাহিব, সবি বুঝেছি—
তুমিই মহান্, উচ্চ,
তোমা বিনা ছাই ভস্ম কি করিব আশা—
তুমি দেব, প্রাণারাম,
স্মরণে সকল কাম,
তব স্মৃতি কোটী স্বর্গ, অমর-পিপাসা।

৯

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা ;
দিয়ে শত অশ্রুজল,
ভিজায়ে ও পদতল,
মিটাই মনের সাধ, প্রাণের কামনা !

১০

বল তবে প্রিয়তম,
কে সুভগা মম সম,
কার তুমি মতি গতি ধ্যান ও ধারণা ?—
এত সুখে ভ'রে হৃদি,
কারে দিয়াছেন বিধি,
কে,ও'রাজ্য একেশ্বরী—অনন্যপ্রধানা ?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলিরচয়িত্রী।

স্বর্গ।

১

স্বরগ স্বরগ নাম শুনি সর্ব্বক্ষণ।
কোথায় স্বরগ ধাম, স্বরগ কাহার নাম,
ভেবেছি করিব আমি তাহার বর্ণন॥

২

পুণ্যাত্মা জনের পুণ্যময় হৃদিতল
বহে যথা নিরমল ধর্ম্মনীর সুশীতল,
প্লাবিত করিয়া ধরা, সেই স্বর্গ স্থল॥

৩

বহে যথা নিরন্তর ধর্ম্মের সুবাস
চির দিন যার গুণে, চিরসুখী সর্ব্বজনে,
শান্তিতে বিধৌত সদা যাহার আবাস।

৪

সেই স্বর্গ ধাম ভবে সেই স্বর্গ ধাম,
পাপ সঙ্গ পরিহরি চল মন ত্বরা করি,
পবিত্র স্বরগ রাজ্যে লাভিতে বিশ্রাম॥

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬০ সংখ্যা	পৌষ ১৩০১—জানুয়ারি ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজধানীর শুভযোগ—রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সপরিবারে ও সদলে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ছোট লাটও সদলে আসিয়াছেন। ত্রিপুরা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও এখানে শুভাগমন করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। জয়পুর, যোধপুর, কর্পূরতলা, পদুকোটা প্রভৃতির মহারাজগণেরও আগমনের সম্ভাবনা।

জাতীয় মহাসভা—বিলাত হইতে পার্লেমেণ্ট সভ্য মেঃ ওয়েব এম, পি এবং ভারতের নানাস্থানীয় প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। ওয়েব সাহেব সভাপতির কার্য্য করিবেন, পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে তাঁহার জাঁকাল অভ্যর্থনা হইয়াছে।

নারিকেলে মুক্তা—বিলাতের ডাক্তার মরিস বলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের জলে বহুমূল্য মুক্তা জন্মে। ঝিনুকের ন্যায় নারিকেলও কি স্বাতীনক্ষত্রের জল পান করে?

ক্ষুদ্রতম পক্ষী—বামাবোধিনীতে হমিং বা গুণ গুণ পক্ষীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহা পক্ষিজাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এক একটী ওজনে ৵০ আনাও হইয়া থাকে।

মহৎলোকের মৃত্যু—সুয়েজখালের প্রসিদ্ধ খননকর্ত্তা ফর্ডিনেণ্ড লিসেপ্‌স ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বড় দুঃখ দুর্গতি গিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন্।

ইটালীর ভূমিকম্প—এই ভূমি-

কম্পে শত শত লোকের মৃত্যু, অনেক অট্টালিকা ভগ্ন এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। একটী গির্জায় উপাসনা হইতেছিল, গৃহটী পড়িয়া গিয়া অধিকাংশ লোক হত হয়।

চিন জাপানী যুদ্ধ—জাপানীরা পোর্ট আর্থর জয়ের পর টাকুবকুজো এবং হেং চেং অধিকার করিয়াছে। চিনেরা ক্রমাগত হারিতেছে ও হঠিতেছে। চিনদূত সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া জাপান সম্রাটের নিকট গিয়াছেন।

ভারত চিকিৎসা সভা—গ ২৪ এ ডিসেম্বর সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ গৃহে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কনগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, নানা দেশ বিদেশ হইতে প্রতিনিধি ডাক্তার সকল উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

আলেকজণ্ডার এবং আফ্রিকার কোন প্রদেশীয় অধিপতি।

আজ কাল সভ্যতার জন্য অনেকেই পাগল, কিন্তু চৈতন্য, বুদ্ধ, রামপ্রসাদ প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের পাগল আর দেখা যায় না। ধর্ম্ম সভ্যতার ভানমাথান, কপট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, গণিয়া গণিয়া কথা বলার মধ্যে বড় একটা মিশিতে চাহেন না। ধর্ম্ম কেবল লেখনীনিঃসৃত বা মুখনিঃসৃত “দয়া” “প্রেমের” নিকটও তিষ্টিতে পারেন না। তিনি রাজনীতির, সমরনীতির, অর্থনীতির ও সমাজনীতি প্রভৃতির কূটতর্কেরও বাধ্য নহেন। ধর্ম্ম নিজে সরল, চাহেন সারল্য, ইহার প্রমাণস্বরূপ আজ আমরা একটী সভ্য দিগ্বিজয়ী অধিপতি ও একটী অসভ্য রণানভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় নৃপতির বিষয় পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতেছি।

যে সময় মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন জয়োল্লাসে তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত আফ্রিকার কোনও অসভ্য দেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানবাসী লোকেরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং পত্রকুটিরে বাস করিত। ইহারা কখনও যুদ্ধ বা জেতা বিজেতা কাহাকে বলে তাহা জানিত না। আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে উপস্থিত হইলে এই দেশবাসীরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক রাজার নিকট লইয়া গেল। আফ্রিকা অধিপতি নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন; এদিকে অতিথি সৎকারের জন্য খাদ্যাদিরও আয়োজন চলিতে লাগিল। যথাসময়ে আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে প্রচুর খাদ্যবস্তু রক্ষিত হইল, ঐ খাদ্য

আর কিছুই নহে, সোণার রুটী, ফল ও মাংস ইত্যাদি। ঐরূপ অদ্ভুত খাদ্য-দর্শনে আলেকজাণ্ডার সবিস্ময়ে বলিলেন "আপনার দেশে কি স্বর্ণ ভক্ষিত হইয়া থাকে?"

আফ্রিকার বর্ব্বররাজ বলিলেন, "আমি তাহাই বিবেচনা করি, কারণ যখন আপনাদের দেশে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আছে, তখন আপনি কি জন্য এই সুদূর প্রদেশে আগমন করিয়াছেন?"

আ। আপনার এই স্বর্ণরাশির লোভে আমি এখানে আসি নাই, আপনাদের রীতিনীতি জানিবার নিমিত্ত এই সুদূর প্রদেশে আসিয়াছি।

সুচতুর আলেকজাণ্ডারের বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, আপনার যতদিন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে বাস করুন্।"

ইহাঁদের এই সমস্ত কথোপকথন সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে দুইটী নগরবাসী বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাদী বলিলেন, "আমি প্রতিবাদীর নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি। ঐ জমীতে আমি নালা খনন করিতে গিয়া অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অর্থ রাশি আমার নয়, আমি কেবল জমী খরিদ করিয়াছি মাত্র, উহাতে যে গুপ্ত অর্থ ছিল তাহাত আমি খরিদ করি নাই। তথাপি ঐ জমীর পূর্ব্বাধিকারী যিনি প্রতিবাদী, তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতেও তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করিতেছেন না।" প্রতিবাদী বলিলেন, "আমি ভরসা করি আমার দেশীয় ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমারও বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আমি বাদীর নিকট জমীর সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছি, সুতরাং ঐ অর্থ এখন বাদীর।"

এই দেশের অধিপতিই প্রধান বিচারক। তিনি এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। যাহাতে তাঁহার বিচারে বিন্দুমাত্র দোষস্পর্শ না হয়, তিনি সেজন্য বিশেষ চিন্তা করিয়া তৎপরে প্রতিবাদীকে বলিলেন, "ভরসা করি আপনারও পুত্র সন্তান আছে।"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

বিচারক তৎপরে বাদীকে বলিলেন, "আপনার কন্যা সন্তান আছে?"

বা। আজ্ঞা, হাঁ।

অধিপতি বলিলেন "তাহা হইলে প্রতিবাদীর পুত্রের সহিত বাদীর কন্যার বিবাহ দেওয়া হউক এবং সেই নবদম্পতীকে ঐ অর্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করা হউক।"

এই ঘটনায় আলেকজাণ্ডারকে আশ্চর্য্যান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিয়া অধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিচার কি অন্যায় হইয়াছে?"

আ। না মহাশয়! আপনার বিচারে আমি চমৎকৃত হইয়াছি।

অ। যদি আপনার দেশে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে কিরূপ বিচার করিতেন?

আ। সত্য বলিতে কি, আমরা বাদী প্রতিবাদী উভয়কে আবদ্ধ রাখিয়া ঐ অর্থ রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করিতাম এবং ঐ অর্থ রাজারই ব্যবহার্য্য হইত।

আলেকজাণ্ডারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি. রাজার ব্যবহার্য্য! সূর্য্য কি সেই দেশে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন?

আ। হাঁ।

অ। সে দেশে বৃষ্টি হয়?

আ। নিশ্চয়ই।

অ। খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। আচ্ছা, সে দেশে গৃহ পালিত পশু আছে, যাহারা তৃণ ঘাস দ্বারা জীবন ধারণ করে?

আ। বহুসংখ্যক এবং নানাবিধ।

অ। কারণ বুঝিয়াছি, জগদীশ্বর ঐ সকল নিরীহ পশুগণের খাতিরে সূর্য্যকে কিরণ এবং মেঘকে জলবর্ষণ করিতে দিতেছেন।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আলেকজাণ্ডারের সভ্যতা ভাল, কি অসভ্য আফ্রিকা অধিপতির সরল ধর্ম্মবিশ্বাস ভাল এবং উক্ত দেশ স্বর্গ কি মর্ত্ত্য এবং উক্ত দেশবাসিগণ দেবতা কি মানব? আপনারা তাহার মীমাংসা করুন, আমি অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। কু, রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে মাতৃ-ভক্ত মাতৃ-উপাসক সন্তানের ভক্তি-বৃত্তি যখন পূর্ণ বিকাস পাইতে থাকে, তখনই ভক্তির তৃতীয় বা চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে "যদ্দারা পরমাত্মার সহিত মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তিযোগ।" আমরা ইহাকেই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি। মাতৃভক্ত সন্তানের পক্ষে মাতৃত্বের সহিত মনের একতা সাধনেই ভক্তির সম্পূর্ণতা। মাতৃত্বের সহিত মনের ঐক্য করিতে হইলে মাতৃত্বের আদর্শে সন্তানের আত্মগঠন করিতে হয়; মাতার সদ্‌গুণ সকল গ্রহণ করিতে হয়। এই ভক্তিভাবে মাতৃত্বসাধনা অর্থাৎ মাতার সদ্‌গুণের মহত্ত্ব বুঝিয়া তাহা অভ্যাস করাই শেষ মাতৃউপাসনা। ইহাতেই সন্তান মাতার দেবভাব স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাই ভক্তির শেষ সীমা, উপাসনার শেষ সীম— মাতৃভক্তিরও শেষ সীমা! উপাস্য দেবতার মত সম্পূর্ণ হও, এই শিক্ষাই শিক্ষা! আর্য্য ঋষিগণ বেদ উপনিষদে, গীতা ভাগবতে, এই শিক্ষাই দিয়াছেন। নরদেবতা যীশুখ্রীষ্ট এই

শিক্ষাই দিয়াছেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, নরদেবতারাও এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এই শিক্ষাই দিতেছেন; নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বলকারী মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেও সন্তানকে এই শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করে। মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তান যদি ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া মাতৃ-উপাসনায় মাতৃত্বের আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সন্তানের দেবত্ব লাভ হয়, সন্তানত্ব সার্থক হয়, মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি লাভ হয়।

এইখানে একটী কথা আছে, কথা এই যে এ জগতে সাধারণ মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ; শিক্ষা ও সাহায্য অভাবে সাধারণ বঙ্গমহিলার জীবন আরও অসম্পূর্ণ; অথচ এ দেশে বঙ্গমহিলারাই সন্তানের মাতা। জগতে দেবচরিত্রই মানব শিক্ষার পূর্ণ আদর্শ, তদভাবে দেবতুল্য চরিত্রবান্ মানবই মনুষ্যত্বের আদর্শ। এরূপ স্থলে বঙ্গমহিলাদিগের সন্তানগণ মাতৃ-চরিত্র আদর্শে আত্মগঠন করিলে—মাতার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। মাতা কোপনস্বভাবা হইতে পারেন, কলহপ্রিয়া হইতে পারেন, কুসংস্কারপরায়ণা হইতে পারেন—বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে রকম দুরবস্থা, তাহাতে এদেশীয় মাতাদিগের চরিত্রে এ প্রকার বহুল ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে, তবে তাঁহাদের জ্ঞানী, কৃতবিদ্য সন্তানগণও কি মাতৃ-ভক্তি সম্পূর্ণ করিতে গিয়া এই দারুণ অবনতিগ্রস্ত হইবেন? মুক্তি লাভের পরিবর্ত্তে কি মুক্তি পথে কাঁটা পড়িবে? কোনও মাতৃ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন অবশ্যই করিবেন না। কিন্তু সাধারণের মনে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার উত্তর এই যে মাতৃভাবের জন্যই মাতা বিশ্বমাতার প্রতিকৃতি। বঙ্গমহিলাদিগের জীবন অন্যান্য অংশে অসম্পূর্ণ হইলেও মাতৃত্বে সম্পূর্ণ। মাতা শিক্ষিতা হউন আর অশিক্ষিতা হউন, বিশ্ব সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ করেন। বিশ্বজগতে ভগবানের দেবত্ব যেমন প্রকাশিত, সন্তানের পক্ষে মাতার দেবত্বও তেমনি প্রকাশিত; তাই মা সন্তানের দেবতা—মা সংসারের চক্ষে অশিক্ষিতা হউন, অশ্রেয়া হউন, নগণ্যা হউন, তিনি সন্তানের সর্ব্বার্থসাধিকা পরম দেবতা। মাতৃত্বের আদর্শে সন্তান যখন আত্মগঠন করিতে পারেন, তখন সন্তানও দেবতা হইতে পারিবেন। মাতৃত্ব ও যা, দেবত্ব ও তাই। এই মাতৃত্বে ও দেবত্বে কিরূপ ঐক্য তাহা আমরা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ—ভালবাসা। ভালবাসা গুরুজনের প্রতি সমর্পিত হইলে ভক্তি, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের উপরে সমর্পিত হইলে প্রণয় এবং কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্যক্তির উপরে সমর্পিত হইলে স্নেহ

সুতরাং স্নেহ ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। ভালবাসা যে দেব-বৃত্তি, একথা অনেকেই জানেন, আমরাও উপস্থিত প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। ভালবাসা প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রকৃতির অংশ। ভগবতী বিশ্বজননীই ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। এ বিশ্বজগৎ কিসের বলে টিঁকিয়া আছে? এই সকল গ্রহ উপগ্রহ, এই সকল বৃহত্তম পদার্থ হইতে জড়াণু, জীবাণু, পরমাণু পর্য্যন্ত কিসের বলে সুনিয়মে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে? কিসের বলে জগতের অসংখ্য অভাব প্রতিক্ষণেই পূর্ণ হইতেছে? আর তুমি নর মানব! তোমার শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী, এই চতুর্বিধ বৃত্তির পোষক ও রক্ষক উপকরণসমূহ কোথা হইতে পাইতেছ? তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবে বলিয়া উপযুক্ত আহার পানীয়, তুমি জ্ঞানী হইবে বলিয়া তোমার জ্ঞান-প্রবর্দ্ধক উপকরণ নিচয়, তুমি সাধুতা ও মহত্ব লাভ করিবে বলিয়া তদুপযোগী সাধু, মহৎ প্রবৃত্তি ও সদিচ্ছা সকল, তুমি প্রীত হইবে বলিয়া সুন্দর কুসুমরাজি, সুশ্রাব্য বিহঙ্গগীতি, সুদৃশ্য মেঘশ্রেণী, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যছটা, এ সব কেমন করিয়া আসিল? ইহাতেও কি আমরা বুঝিব না যে এ সবই সেই স্নেহময়ী বিশ্বজননীর অপরিমিত স্নেহের দান! বিশ্বতত্ব যতই আলোচনা করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজগতের কোনও কার্য্য কেবল কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে সম্পন্ন হয় নাই, সকল বিষয়ই বিশ্বজননীর ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। আর এ জগতে স্নেহের —অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়! তাই বলিতেছি ভগবতী বিশ্বজননীর মাতৃ-স্নেহই আদর্শ ভালবাসা! ভগবতী বিশ্বজননী স্বর্গীয় ভালবাসায় মাতৃহৃদয় পূর্ণ করেন, তাই মাতৃস্নেহ সীমাশূন্য! তাই সন্তানের ভালবাসায় মা' পাগলিনী! তাই সন্তান মা'র প্রাণের সর্ব্বস্ব; মা' সন্তানের মঙ্গল আশয়ে অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সকল সুখের মাথায় পদাঘাত করিতে পারেন! মাতৃস্নেহ ভাষায় লিখিবার জিনিস নহে, বক্তৃতায় বুঝাইবার জিনিস নহে; তাহা কেবল প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তান প্রাণের প্রাণে অনুভব করিতে পারেন! এই ভালবাসায় অভ্যস্ত হইতে পারিলেই মানব দেবতা হইতে পারেন। যাঁহারা "নরদেবতা" আখ্যা পান, তাঁহাদের হৃদয় মাতৃস্নেহের মত আদর্শ ভালবাসায় পরিপূর্ণ। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, শাক্যসিংহ হাউয়ার্ড, জেনারল বুথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

মাতৃত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ সমতা—মাতৃ-স্নেহে যে বৈষম্য নাই, একথা সকলেই জানেন। মাতা বহু সন্তানবতী হইলেও, প্রত্যেক সন্তান মাতৃস্নেহ সমভাবে পাইয়া থাকেন। এ উদারতাও ভগবৎ-সম্পত্তি। এ জগতে কি বৃহত্তম কি ক্ষুদ্রতম, সকল পদার্থই ভগবানের।

"ছোট বড়" বিচার না করিয়া তিনি সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেছেন, সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সমভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন! এই অনন্ত শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সমভাবে সকল সন্তানকে স্নেহ করেন, সমভাবে পরিচর্য্যা করেন, সমভাবে মঙ্গলকামনা করেন! তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভগবদ্ভক্ত সাধু যেমন ভগবানের প্রিয়, মাতৃভক্ত সুশীল সন্তানটিও সেইরূপ মাতার অধিকতর প্রিয়; কিন্তু তাহা হইলেও ভগবানের মমতার ন্যায় মাতার মমতাও সকল সন্তানের প্রতি সমভাবাপন্ন। এই মমতার আদর্শে নরদেবতাগণ সমতা শিক্ষা করেন; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ, রমণী, ধনী, দরিদ্র সকলকে সমভাবে প্রীতি দান করিয়া থাকেন।

মাতৃত্বের তৃতীয় লক্ষণ সহানুভূতি ও দয়া—সন্তানের শরীর যেমন মাতৃরক্তে গঠিত, সন্তানের হৃদয়ও সেইরূপ মাতৃকর্ত্তৃক বিকসিত হয়। তাই প্রাপ্তবয়সেও সন্তানের হৃদয়-তত্ত্ব মা' বুঝিতে পারেন। অন্যের নিকট মানবচরিত্রের যে সকল রহস্য অবোধ্য, মাতা তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। কোনও ভাবোচ্ছ্বাসে সন্তান কোনও কার্য্য করিয়াছে, অন্তর্যামিনী দেবতার মত মাতাই সে সকল জানিতে পারেন। তাই সন্তান সহস্র দোষী হইলেও মা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত সহানুভূতি আছে, যিনি দোষীর অবস্থা, উপযোগিতা, দোষের অবশ্যম্ভাবী কারণ বুঝিতে পারেন, এজগতে দোষীকে তিনিই প্রকৃত দয়া করিতে পারেন। মাতৃহৃদয় এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ। "আমার বাছা রাগের মাথায় কুকথা বলেছে" অথবা "আমার বাছা মোটে খিদে সইতে পারে না, আজ খিদের জ্বালাতেই কুপথ্য করেছে" এ রকম কথা যে কতদূর সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিবেন। এরকম কথা যাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, সেই মাতৃহৃদয় যে কিরূপ সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না! জগতের মানব প্রকৃত সহানুভূতি দুই জনের কাছেই পাইয়া থাকেন; একজন, যিনি মানব-হৃদয় গঠন করেন, সেই জগজ্জননী; আর একজন যিনি সেই হৃদয় একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তোলেন, সেই গর্ভধারিণী। এই সহানুভূতির জন্যই মা সন্তানের সুখে সকল লোকের অপেক্ষা সুখী হন, সন্তানের দুঃখে সকল লোকের অপেক্ষা দুঃখিতা হন! মা' আমাদের সুখ দুঃখ যতদূর গ্রহণ করিতে পারেন, অনেক সময়ে আমরা নিজেরাও ততদূর পারি না। এই সহানুভূতি হইতেই দয়ার উৎপত্তি। যিনি দুঃখীর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন, দয়া তাঁহার হইবেই। মা' সন্তানের দুঃখ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন বলিয়াই সন্তানের মধ্যে দুঃখী সন্তানটী তাঁহার সর্ব্বস্ব

ধন হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ যেমন দীনহীনের গতি, দয়াময়ী মা'ও সেই রকম দীনহীনের গতি; মর জগতে যাঁহাদের এই সহানুভূতি ও দয়া আছে, তাঁহারাও দীন হীনের গতি; তাঁহারা নরদেবতা।

মাতৃত্বের চতুর্থ লক্ষণ ক্ষমা—সাধারণ মানব ক্ষমাকে দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ বোঝেন যে ক্ষমাই প্রকৃত বীরত্ব। "যে মারিবে তাহাকে মারিব, যে গালি দিবে তাহাকে গালি দিব, যে রাগ করিবে তাহার উপর রাগ করিব" ইহাই সাধারণ মানব-ব্যবহার। মা'র খাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, গালির উত্তরে মিষ্টকথা বলিতে, শত্রুর সহিত সাধু ব্যবহার করিতে, এজগতে কয়জনের ক্ষমতা আছে? তাই বলিতেছি, ধন মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি উপার্জ্জন করা সহজ, প্রকৃত ক্ষমাশীল হওয়াই কঠিন। সাধারণ মানবচরিত্র অসম্পূর্ণ; তাই সাধারণ মানব চরিত্রে ভ্রম, ত্রুটি ও দোষ বহুল পরিমাণে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক মানবের স্বভাব এই যে নিজেদের বহু দোষ থাকিলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, অথচ পর-চরিত্রে সামান্য ত্রুটি দেখিলেই ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন! দোষীকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, পদ-দলিত করাই যেন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য! কিন্তু দেবভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভগবানের চরণে মানব মাত্রেই অপরাধী। অজ্ঞান, দুর্ব্বলচেতা মানবদিগের তো কথাই নাই, জ্ঞানী, মহাত্মারাও কত সময়ে ভ্রম প্রমাদাদির জন্য পাপচিন্তা, পাপকামনা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমাময় জগদীশ্বর চিরদিনই মানবের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন, চিরদিনই মানবকে কুপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন; নরাধম বলিয়া তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না! এই ক্ষমা আর আছে মাতৃ-হৃদয়ে! মানবকুলে এমন ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী কে আছেন যে মাতৃচরণে কোনও অপরাধ করেন নাই? কেবল কুসন্তান নহে, সুসন্তানগণও মাতৃচরণে বহুতর অপরাধ করিয়া থাকেন। সময়ে মানব ইতালীর ম্যাট্‌সিনি বা বাঙ্গালার বিদ্যাসাগরের ন্যায় ভক্তিমান্ সন্তান হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারও শৈশব কৈশোরে দুরন্তপনা ছিল, আবদার ছিল, স্বেচ্ছাচারিতা ছিল! প্রাপ্ত বয়সেও ভ্রম ও অসাবধানতায় তাঁহার সহস্র ত্রুটি হইতে পারে! কিন্তু সন্তান সহস্র অপরাধী হউন, চোর হউন, ডাকাত হউন, আত্মীয় বন্ধুব ঘৃণ্য হউন, সমাজের পরিত্যক্ত হউন, তথাপি মা তাহাকে "সন্তান" বলিয়া গ্রহণ করিবেন! ভগবানের মত মাও অনুতপ্ত সন্তানকে ক্ষমা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মাতৃত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা—সন্তান গর্ভস্থ হইতে সন্তানের জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাতার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অক্ষুন্নাবস্থায় থাকে।

জগতের মানব সহস্র দুর্দ্দান্ত হইলেও ভগবতী বিশ্বজননী তাহা ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। আর গর্ভজাত সন্তান সহস্র অত্যাচারী হইলেও জননী দেবী ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। তা ছাড়া সন্তানের লালনপালন করিতে সন্তানের পরিচর্য্যার জন্য নিজের গায়ের রক্ত জল করিতে মা' অধীর হইয়াছেন বা কবে? অসহিষ্ণু হইয়াছেন বা কবে? ব্রহ্মাণ্ডপালনে ব্রহ্মাণ্ড জননীর যেমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সন্তানপালনে সন্তান-জননীরও সেই রকম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। যে মহাত্মা এইরূপ ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারেন, তিনিই জগতে গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম।

মাতৃত্বের সপ্তম ও অষ্টম লক্ষণ আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা—আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা, এ দুইটীতে বড় নিকট সম্বন্ধ,একটী অপরটীর সাপেক্ষ। এসংসারে যিনি আত্মত্যাগ করিতে পারেন, সেবা-পরায়ণ হইতে তাঁহারই ক্ষমতা আছে; অথবা যিনি সেবা-পরায়ণ হইতে পারেন, আত্মত্যাগে তাঁহারই ক্ষমতা আছে। আত্মত্যাগ ও সেবার পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর, তিনি বিশ্বজগতের জন্য যেরূপ আত্মত্যাগী, সেরূপ সেবাপরায়ণ, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! এই ভগবৎশক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সন্তানের জন্য আদর্শ আত্মত্যাগিনী—আদর্শ সেবাপরায়ণা। মা সন্তানের জন্য কি প্রকার আত্মত্যাগ করেন, কি প্রকার সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মত্যাগপূর্ণ সেবার উচ্চ গৌরব এই যে ইহাতে দীনতা ও সহৃদয়তা ভিন্ন অহঙ্কারের লেশ মাত্র থাকে না। মা' কখনও ভাবেন না "আমি মহৎ, তাই শিশু অথবা সন্তানের পরিচর্য্যা করিতেছি।" অথবা "আমার জন্যই সন্তান এত উপকৃত হইতেছে!" মা সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই সেবাপরায়ণা হন, তাই সকল সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলেও মাতার প্রাণ আকুল হয় না এবং সন্তান-সেবায় প্রাণ গেলেও আত্মগৌরব ভাবিতে পারেন না। পাছে তাঁহার সেবার অযোগ্যতায় সন্তানের ক্লেশ হয়!—এই দীনতা! আর "বাছা আমার কিসে সুখে থাকিবে?" এই প্রাণের টান সহৃদয়তা। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা, তাঁহাদের মধ্যে এই আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা প্রবল হইয়া থাকে। যুগের মুক্তিফৌজ সম্প্রদায় ও কলিকাতার দাসাশ্রমও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মাতৃত্বের নবম লক্ষণ নিঃস্বার্থ হিতৈষণা—জগদীশ্বরের কার্য্য যেমন জগতের হিতের জন্য, নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে, মাতার সকল কার্য্যও সেইরূপ সন্তানের মঙ্গল আশয়ে, নিজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইলেই মা পরিতৃপ্তা ও চরিতার্থা হন। মাতৃস্নেহ সন্তানের ধন, মান, বিদ্যা, খ্যাতি, রূপ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অপেক্ষা রাখে না; বরং

ধনী অপেক্ষা দরিদ্র, বিদ্বান অপেক্ষা মূর্খ, সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিত প্রভৃতি দুরবস্থা-গ্রস্ত সন্তানের উপরে মাতার আদর ও যত্ন যে অপেক্ষাকৃত অধিক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপ ভাব যে নিঃস্বার্থতার আদর্শ, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ নিঃস্বার্থ হিতৈষণা শিক্ষা করিলে মানব "দেবত্ব" হইয়া উঠেন।

মাতৃত্বের দশম লক্ষণ পবিত্রতা—যিনি সকল প্রকার পাপ মলিনতার অতীত, যিনি নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, তিনিই প্রকৃত পবিত্র। সন্তানের কাছে মাতৃ-দেবী এইরূপ পবিত্রা, পবিত্রতমা। যেমন পবিত্রতম ঈশ্বরের পবিত্র কিরণে মানবের অসৎবৃত্তি ও পাপ সকল পুড়িয়া ভস্ম হয়, পবিত্রতারূপিণী মাতৃদেবীর পবিত্র কিরণে সন্তানের অসৎবৃত্তি ও পাপ সকল সেই রকম পুড়িয়া ভস্ম হয়। সন্তান মা'র কাছে দাঁড়াইলে—বৃদ্ধ হউক, যুবক হউক—সে শিশু। সে শিশুর মত সরলতা, শিশুর মত কোমলতা, শিশুর মত পবিত্রতা পাইবার যোগ্য হয়। "মা" বলিলেই সন্তানের হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইজন্য মাতৃ-সম্বোধন আমাদের দেশে পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞাস্বরূপ। যে কোনও পুরুষ "মা" বলিয়া ডাকে, অবরোধবাসিনী বঙ্গ-মহিলা তাহাকে গর্ভজাত পুত্রবৎ নির্ম্মল-চরিত্র, বিশ্বাসভাজন ও পবিত্রহৃদয় মনে করেন। "মা" বলিলেই মা'র মহত্ত্ব, মা'র দেবত্ব, মা'র পবিত্রতা সন্তানের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইবে, পরের মা'কে "মা" বলিলেও সেভাব জাগরূক রহিবে। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর ও পবিত্রতারূপিণী মাতা, ইহাতে সন্তানের চক্ষে কোনও পার্থক্য নাই—যাহার থাকে সে "সন্তান" নামের অযোগ্য। এই পবিত্রতাতেই মা'র পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্রতা মানব জগতেরও শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার।

এই সকল দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ। দেবত্বে যাহা আছে, মাতৃত্বেও তাহাই আছে। মাতৃ-ভক্তগণ ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া যখন মাতার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারেন, যখন মাতৃ-হৃদয়ের আদর্শে আত্ম-গঠন করিতে পারেন, তখনই সন্তান দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। জগতের চক্ষে তিনি মহৎ হউন বা ক্ষুদ্র হউন, তাঁহারই জীবন ধন্য হয়, মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি সাধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

বিগত শত বর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত অবস্থা ধর্ম্মভাব; গত শতাব্দীর প্রথম যুগ প্রবর্ত্তন সময়ে(১২০১ সালে) এদেশে ধর্ম্মভাব অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। তখন

ধর্ম্মশিক্ষার প্রধানতঃ দুইটি পথ ছিল, এক পুরাণ শ্রবন অপর ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান। তখন ঘরে ঘরে ঠাকুর ঘর ও গ্রামে গ্রামে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা হইত। পুরুষেরাও অতি অল্প বয়সে ইষ্ট গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ায় রত হইতেন। এসময়ে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির উপদেশে, মাতা পিতামহী শ্বশ্রূ প্রভৃতির আদর্শে ভারতবাসিনীরাও অতি অল্প বয়স হইতে ঈশ্বরে ভক্তিমতী হইতেন। ভক্তি বিশ্বাস অনুশীলন-ফলে প্রাপ্ত বয়সে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এত প্রবল হইত যে তাহারা শতাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তীর্থ স্থানে হাঁটিয়া যাইতেন; পীড়িত সন্তানাদির আরোগ্য কামনায় সপ্তাহাধিক কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হত্যা দিয়া থাকিতেন; কোনও কোনও ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে অলৌকিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন!—দেবতার প্রীতি কামনায় স্নেহময়ী মাতা প্রাণের সন্তানকেও অকূল সাগরে ভাসাইতে পারিতেন (১)!, ধর্ম্ম লাভ আশয়ে নব বিধবা মৃত পতির জলন্ত চিতায় শরীর ঢালিয়া দিতেন! (২) ব্রহ্ম-চারিণী বিধবাগণ মস্তক মুণ্ডন, চীর বা গৈরিক বস্ত্র পরিধান, হবিষ্যান্ন ভোজন, কম্বল বা কুশাসনে শয়ন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিতেন (৩)। অধিক কি, ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের জীবন এরূপ উৎসর্গীকৃত ছিল, যে ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা অসাধ্য—অসাধ্য না হউক, সকল রকম দুঃসাধ্য কার্য্যই করিতে পারিতেন! মানব-শিশু যত দিন মস্তিকের পরিচালনা করিতে না শিখে, যত দিন তাহার বিচার শক্তি অস্ফুটাবস্থায় থাকে, যতদিন মস্তিকের শক্তি বিকাস না হওয়াতে কেবল হৃদয়ের ভাবই অসংযতরূপে প্রবল হয়, ততদিন তাহার হৃদয়ে যেমন অলৌকিক সরলতা ও অলৌকিক বিশ্বাস, গত শতাব্দীর প্রথম যুগের আরম্ভ সময়ে ভারতমহিলাদিগের হৃদয়ে সেইরূপ সরলতা ও সেই রূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল; ক্রমশঃ এবিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহারা যে অলৌকিক শক্তিমতী ছিলেন, তাহার কারণ সেইরূপ সরলতা ও বিশ্বাস।

(১) সে কালে যে রমণীর উপযুক্ত বয়সে সন্তান না জন্মিত, তিনি ভগবানের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত হইতেন যে "সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী গঙ্গাকে দিব," পরে সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী সাগর সঙ্গম তীর্থে নিক্ষেপ করিতেন!! এ প্রথা আর্য্য বংশীয়েরা অনার্য্যজাতির নিকটেই শিখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

(২) সহমৃতা বা অনুমৃতাদিগের মৃত্যুর উদ্দেশ্য যে "নিষ্কাম ধর্ম্ম" নহে, তাহা শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণও অবশ্য জানেন।

(৩) অদ্যাপি ভারতের স্থানে স্থানে এইরূপ আয়াসসাধ্য "ব্রহ্মচর্য্য" প্রচলিত আছে; ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহার উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ বা জন্মান্তরে বিধবা না হওয়া।

জ্ঞান—তখনকার সময়ে সাধারণতঃ মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের শক্তি অধিকতর অনুশীলিত হইত, এই অনুশীলনে স্ত্রীজাতির এক বিশেষ ক্ষতি এই হইত যে, স্বভাবতঃ রমণীগণের হৃদয়ের শক্তি, মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহার উপরে কেবল হৃদয়ের শক্তির অনুশীলনে মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। জ্ঞানানুশীলন ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ করা মানবের পক্ষে—অন্ততঃ সাধারণ মানবের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। জ্ঞানানুশীলন অভাবেই প্রাচীনা মহিলাগণ সাধারণ বিষয়ে তর্ক, বিচার, মীমাংসা, পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। এই জন্য ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি উপদেবতাগণ স্ত্রীজাতির উপরে বড়ই "উপদ্রব" করিত; এই জন্য রোজা, ফকির প্রভৃতি বেশধারিগণ স্ত্রীলোকের নিকট হইতেই অধিকতর উপার্জ্জন করিতে পারিত; এই জন্য স্বামিবশীকরণ মন্ত্র, মৃতবৎসার সন্তানরক্ষার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান জন্মিবার মন্ত্র—প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্র তন্ত্র স্ত্রীজাতির উপরে প্রয়োগ করিলেই অধিকতর সফল হইত। জ্ঞানানুশীলনে অভাবেই সাধারণ মহিলাগণের মন এইরূপ অজ্ঞানতায় পূর্ণ ছিল!

মানবের বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন চক্ষু, অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই রূপ জ্ঞান। অন্ধের অন্যান্য সহস্র সুখের উপাদান থাকিলেও তাহার ন্যায় দুঃখী এজগতে আর নাই, কারণ জগতে যাহা কিছু প্রিয়দর্শন, সে তাহা কিছুই দেখিতে পায় না, এবং দর্শনশক্তির অভাবেই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী, স্বাবলম্বনে অক্ষম হইয়া জীবন্মৃতরূপে থাকিতে হয়; জ্ঞানহীন মানবও জগতে এই রকম দুঃখী। জগতে যাহা সত্য, সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; হিতাহিত বিচার শক্তির অভাবে তাহাকে আত্মরক্ষাতেও অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে অশক্ত হইয়া থাকিতে হয়! হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ!
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে *।

ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে জ্ঞানের এতাদৃশ গৌরব করিয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ, জ্ঞানের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—যাহা কিছু মনুষ্যত্বের উপকরণ, জ্ঞানের অভাবে তাহার একটীও উপযুক্ত রূপে বিকাস লাভ করিতে পারে না।—জ্ঞানহীন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের বিদ্যা অবিদ্যার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, নীতি ও দুর্নীতি হইয়া উঠে। যাঁহারা অসভ্য জাতির ইতিবৃত্তে মনোযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মনুষ্যের মত সকল জিনিস থাকিয়া যাহাদিগের জ্ঞানের অভাব থাকে, তাহারা কিছুরই উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে

* হে পার্থ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত; অতএব দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। গী। ৪র্থ অ—৩৩ শ্লোক।

পারে না—জ্ঞানের অভাবে সরলতায় নির্ব্বোধতা, ধর্ম্মভাবে কুসংস্কারান্ধতা, আর সকল বিষয়ই আতিশয্য দোষে দূষিত হইয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনও মার্জ্জিত জ্ঞানের অভাবে এই সকল দোষে দূষিত ছিল।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন না হওয়াতেই পুরাতন মহিলাদিগের মানসিক শক্তি এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। নচেৎ তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বোধ ছিলেন না, তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি যে স্বভাবিতঃ উপযুক্তরূপে বিকসিত হইত, এবিষয় তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এ জগতে তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র গৃহ, আর এক মাত্র কার্য্য গৃহধর্ম্ম পালন। এই কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেন, প্রকৃত নির্ব্বোধ মানবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদিগের ব্যবহৃত (সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও রচিত) চুট্‌কী গল্প ও প্রবচন হইতে, তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতা ও চতুরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। কেহ কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্নাও ছিলেন।

নীতি—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখন মানসিক শক্তির অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি অধিকতর প্রবল ছিল। এই জন্য নীতির বা চরিত্রের যে সকল সদ্গুণ হৃদয়শক্তির অন্তর্গত, প্রাচীনাদিগের সেই সকল সদ্গুণ যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হইত; অর্থাৎ দয়া, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সাধুভাবসকল এবং সেবা, পরোপকার, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুকার্য্য সকল, প্রায় সকল রমণীর হৃদয় ও শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। এইজন্য নারীজীবন কোমলতার প্রতিকৃতি বলিয়া অনুভূত হইত। পক্ষান্তরে, নীতির যে সকল সদ্গুণ মানসিক শক্তির অন্তর্গত—ধীরতা, অপক্ষপাতিতা, আত্মসংযমন, প্রভৃতি, তাঁহাদিগের অনেকটা হীনতর ছিল *। এই জন্য তাঁহাদিগের অনেকে-কোমলতার প্রতিকৃতি হইয়াও স্থিরবুদ্ধিহীনা, কোপনস্বভাবা, কলহপ্রিয়া বলিয়া অপবাদগ্রস্তা। শ্রমশীলতা ও গৃহকার্য্যানুরাগ যদি নীতির অন্তর্ভূত হয়, তবে তাহাতে তাঁহারা উচ্চতর প্রশংসা লাভের যোগ্য পাত্রী— অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রী গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবার উপযুক্তা।

বিদ্যা—সেকালে স্ত্রীজাতির মধ্যে লেখা পড়া শিখিবার প্রথা রহিত হইয়া-গিয়াছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং গত শতাব্দীর

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য। নচেৎ সেকালে যাঁহারা মহাপ্রাণা দেবী ছিলেন, তাঁহারা একথার লক্ষ্য নহেন। তাঁহারা উন্নতচরিত্রা।

প্রারম্ভসময়ে ভারত মহিলাগণ বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য প্রভৃতির অমৃতাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা ছিলেন। সংসারের দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, বিদেশস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের লিখিত পত্রাদি পঠন বা তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখন, শিশুদিগকে অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যও রমণী-হস্তে সম্পন্ন হইত না। এতদ্ভিন্ন লেখা পড়া শিখিলে মনের যে রূপ উন্নতি সাধিত হয় ও জগতের সুখ যেরূপ আয়ত্ত হয়, তাহা হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তখনকার মহিলাগণের মানসিক শক্তি যে অনেক অংশে হীন দেখিতে পাই, তাহার এক প্রধান কারণ এই লেখা পড়ায় অনভিজ্ঞতা। তবে দৈবাৎ কোনও স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিতেন, এমন কথাও জানিতে পারা যায়।

দেশীয় শিল্পবিদ্যা ও কারুকার্য্যে অনেক মহিলাই সুশিক্ষিতা ছিলেন। কাঁথা, বুতি, ক্ষীরের ছাঁচ, খয়েরের বাগান, চুলের দড়ি, সিকা, ধানের হার, যবের হার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা সুন্দর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। এই সকল জিনিস দেখিতে যেরূপ সুন্দর, অনেক গুলি সেইরূপ প্রয়োজনে ও আসিত।

রুচি—মানব জীবন গঠন পক্ষে রুচি, এক প্রধান উপকরণ। যে জাতির রুচি যেরূপ পবিত্র ও উন্নত, তাহাদিগের সমাজও সেইরূপ পবিত্র ও উন্নত হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতীয় স্ত্রী পুরুষদিগের রুচির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সন্তোষজনক নহে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বোধ হয়, মানবের রুচি দুই ভাগে বিভক্ত। মানবের শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্যে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সে ভাগ রুচির আন্তরিক ভাগ; আর বেশ, ভূষা, আলাপাদিতে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সেভাগ রুচির বাহ্যিক ভাগ। যাঁহারা ভারতের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির সহিত বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রুচিও প্রায় দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর শিল্প, চিত্র যেমনই হউক, বাঙ্গালির সঙ্গীত, সাহিত্য বড়ই কুরুচি পূর্ণ ছিল। তখনকার তরজা প্রভৃতি সঙ্গীতে রুচিদোষ বহুল প্রমাণে লক্ষিত হইত; তখনকার সাহিত্যে—বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য জন্মিত না, পদ্যলেখকগণ অনেকেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ও ভাষা লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালা ভাষার কপাল পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনেক ক্ষমতাপন্ন কৃতী গ্রন্থকারও ভদ্রলোকের অপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিতেন। বড় দুঃখের বিষয় সেই সকল সঙ্গীত ও সাহিত্য নিরাপত্তিতে অনেক ভদ্র সমাজে গৃহীত হইত। ইহা যে অবনতির পরিচায়ক, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। *

* রুচির কথা বলিতে এখনও লজ্জা করে। গৃহস্থ বাড়ীতে এখনও বাই নাচ, খেমটা নাচ প্রচলিত! তবে সেকালের তুলনায় অনেকটা উন্নত বটে।

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

কীর্ত্তন—তাল দশকুশী। *

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	প	ম	গ	গ	ঋ	গ	গ	গ	ম	গ
ব-	ড়	সা-	ধ	ম-	নে,	হৃ-	দ	য়	র-	ত-	নে,

+।	।	।	।	।	।	।	।	। ।।।
সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা	ঋ	ঋ	গ ঋ
(আ-	মার)	হৃ-	দ-	য়	মা-	ঝা-	রে	পাই।

+।	।	।	।	।	।		।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	.প	ম	গ	গ		প	ধ	নি	ধ	ধ	ধ
ব-	ড়	সা-	ধ	ম-	নে,	(১ম বার)	ব-	ল,	বু-	দ্ধি,	ম-	ন,
						(২য় বার)	সে	প্রে-	ম	সা-	গ-	রে,
						(৩য় বার)	শ্রী-	প-	দে	বি-	কা	ব,

---

* আমরা পূর্ব্ব পত্রিকায় একটী আগমনী গীতের স্বরলিপি দিয়াছি, এই পত্রিকায় একটী কীর্ত্তনের গীত দিলাম।

দশকুশী তালটী বার মাত্রা যুক্ত, তন্মধ্যে সাতটি আঘাত ও পাঁচটী ফাক। ঠেকা যথা,—

÷।	৩।	০।	৪।	০।	৫।	০।	৬।
ধা	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্‌	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্‌	ধিনা	তিনাক্‌	তিনাক্‌তিনা

০।	৭।	০	১।
তিনাক্‌	তিনাক্‌তিনা	তিনাক্‌	তিনা

শারদীয় পূজার সময়ে ভগবতীর কৈলাস হইতে হিমালয়ে আগমন সম্বন্ধীয় গানকে আগমনী কহে। ষষ্ঠির দিন দুর্গা, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, সপ্তমীর দিন মাতৃগৃহে তিন দিন বাস করিয়া দশমীর দিন আবার কৈলাসে চলিয়া যান। ভগবতী সম্বৎসর কৈলাসে থাকেন, তজ্জন্য মেনকা, দুর্গার পুনর্ব্বার আগমন সময়ে বাৎসল্যভাবে নানাপ্রকার দুঃখ করেন। পূর্ব্বে কবির দলে দুর্গা পূজার সময়ে আগমনী গানের সৃষ্টি হয়, পরে পাঁচালীতেও ইহার প্রচলন হইয়া পড়ে।

হরিলীলা বিষয়ক গীতকে কীর্ত্তন বলে। অপর গীত অপেক্ষা ইহার সুর অন্যরূপ। কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে মনোহরসাহী উৎকৃষ্ট।

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
প	সা	নি	ধ	নি	প	প	ধ	প	ম	প	গ
জী-	ব-	ন,	যৌ-	ব-	ন,	নি-	জে-	র	কি	ছু	যে
অ-	ন-	মে-	র	ত-	রে,	ম-	গ-	ন	হ	ই	তে
দা-	স	হ-	য়ে	র-	ব,	প-	রা	ণ	সঁ-	পি	ব

+। ।।।	।	।	।	।।	।	।।	+।	।	।	।	।
প ঋ	ঋ	ঋ	গ	প	ধ	নি	প	ধ	প	ম	প
না ই,-	আ-	মি	হৃ-	দয়	না	খেরে	নি-	জে-	র	কি	ছু
চা ই,-	আ-	মি	সঁ-	তার	ভু	লে,	ম	গ	ন	হ-	ই
ভাই,-	প্র-	ভুর	অ-	ভয়	প-	দে,	প-	রা	ণ	সঁ-	পি

।	। ।	।	।
প	গ ঋ	ঋ	ঋ
যে	না ই,-	(আ-	মি)
তে	চাই।	(আ-	মি)
ব	ভাই।		

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

রক্তপিত্ত।

প্রতিদিন নবদূর্ব্বার রস পানে রক্ত-রো গর রক্ত বমনাদি নিবারণ হয়।

২। কিসমিস ভিজান জলপান ও কিসমিস ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগে উপকার দর্শে।

৩। মধু ১৬ তোলা, শীতল জল ১৬ তোলা, একত্র যোগ করিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে প্রতিদিন পান করাইলে, ভয়-ঙ্কর রক্তপিত্ত বমনাদিসহ রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

৪। প্রতিদিন কিস্‌মিস্‌ ভিজান জলপান ও কিস্‌মিস ভক্ষণ কিম্বা ডুমুর সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি রোগের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৫। সাজো গোবরের রস নস্য করিলে, নাসিকা, মুখ, চক্ষু ইত্যাদি দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে,তাহার সত্বর উপশম হয়।

৬। গান্ধারির শিকড় এক আনা পরিমাণ ভালরূপে ধুইয়া বাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত ভাল হয়।

৭। আধছটাক কচি যজ্ঞডুম্বুরের রস আধ ছটাক খাঁটি গোলাপজল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস প্রাতে খাইলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

কাশি।

১। আদার রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশি নিবারিত হয়।

২। কণ্টীকারীর রসে অথবা বাসক ছালের রসে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা তুলসী পত্রের রস মরিচের গুঁড়াসহ সেবনে কাশ রোগের উপশম হয়।

৩। মুখে গঁদ ও মিছরী কিম্বা হরীতকী ও যষ্টিমধু অথবা লবঙ্গ বা কাবাব চিনি রাখিলে কাশির বেগ শান্তি হয়।

৪। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, কিম্বা একটী পাতিলেবু গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে, এবং সেই লেবু ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘৃতে আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত গাওয়া ঘৃত অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশির লাঘব হয়।

৫। বাসক পাতার রস কাঁচ্চা খানেক লইয়া সেইরূপে কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তিন চারি দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৬। পুষ্করিণীর পাড়ের আমগাছের অর্দ্ধ জলপচা পাতা দিয়া নূতন হাঁড়িতে এক সের জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইয়া ২।৩ দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৭। কাবাবচিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে কিম্বা মিছরি ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৮। কাশিজনিত কষ্ট হইলে খোসা ছাড়াইয়া আদার গোল গোল কুচি একটী শলাতে গাথিয়া তাহাতে লবণ মাখাইবে। পরে প্রদীপের শিশে বেশ করিয়া পোড়াইয়া আদা চিবাইয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৯। আকরকরা বচ সর্ব্বদা মুখে রাখিলে, কিম্বা সর্ব্বদা গঁদ চুষিলে সামান্য কাশ নিবারণ হয়।

১০। ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত, গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস, এই সকল দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া সেবন করিলে, কাশ, সর্দ্দি-দসা, গলাখুসখুসনি, স্বরভঙ্গ সত্বর আরাম হয়।

১১। বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টি-মধু, কণ্টীকারী, বচ, কুড়, তালিশপত্র, পিপুল, কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রভৃতির কাথ, বংশলোচন, তুলসীপত্র, পান ও আদার রস প্রভৃতি কাশ ও প্রতিশ্বাস নিবারক দ্রব্য।

চীন সম্রাটের প্রার্থনা।

অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম। বৌদ্ধেরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কেহ আছেন এরূপ বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত কর্ম্মশীল পরমেশ্বরের উপাসনা করেন না ও তাঁহার সঙ্গে ঐহিক বা পারত্রিক কোনও সম্বন্ধ আছে স্বীকার করেন না। কিন্তু সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজামণ্ডলীর অধিনায়ক চীনসম্রাট সিংহাসন আরোহণকালে যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর ভট্ট মোক্ষমুলর চীনদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পুস্তক হইতে চীন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ কালীন নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী অনুবাদিত হইল:—

"হে লীলাময় প্রভো, তোমারই দিকে আমার চিন্তাকে নিয়োজিত করিতেছি। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। হে প্রভো, আমি তোমার দাস, একটু সামান্য তৃণের মত কত ক্ষুদ্র! আমার হৃদয় পিপীলিকার ক্ষুদ্রহৃদয়ের মত! কিন্তু তথাচ তুমি তোমার কৃপাহইতে বঞ্চিত না করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসনের ভার দিয়াছ! আমার অজ্ঞতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছি। আমার ভয় হইতেছে যে, পাছে তোমার দয়ালাভে অযোগ্য হই। সেইজন্য আমি সাধ্যমতে বিধি-ব্যবস্থায় অধীন হইয়া কার্য্য করিব।"

"আমি তোমার স্বর্গীয় আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। তোমার মহার্ঘ যানে আরোহণ করিয়া আমার এই মন্দিরে আবির্ভূত হও। হে দয়াময়! তোমার চরণে আমার মস্তক অবনত করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার পূজার জন্য, তোমার চরণতলে এই ভৃত্য পারিষদগণসহ উপস্থিত হইয়াছে। মৃত আত্মাগণ শূন্যদেশে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, তোমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে ঈশ্বর! আমি তোমার সেবক, তোমার চরণতলে পতিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার সহবাসের জন্য তোমার দিকে মন নিয়োগ করিতেছি। হে প্রভো, তুমি আমার নৈবেদ্য সকল গ্রহণ কর; আমার প্রতি তুমি করুণা কর; তোমার অপার করুণায় আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

"তুমি বলিয়াছ যে, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিবে। তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তোমার সন্তান হইয়াও আমি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি অর্পণ

করিতে অসমর্থ, কেননা আমি অজ্ঞ ও উদ্যমবিহীন।"

"হে প্রভো! তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তোমার নাম মহান্‌। ধন্যবাদ ও ভক্তির সহিত তোমার চরণতলে পতিত হইতেছি। কোকিল যেমন নববসন্ত সমাগমে আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে এই বহুমূল্য রত্ন ও বস্ত্রাদি রাখিয়া তোমার প্রেমের কথা প্রচার করিতেছি।"

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন না, কেবল 'শূন্যবাদ' লইয়া যাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, তাঁহাদের হৃদয় হইতে কি এরূপ প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে? চীনসম্রাটের এই প্রার্থনাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৌদ্ধসমাজ মতে নাস্তিকতা প্রকাশ করিলেও কার্য্যত ঈশ্বরবিশ্বাসী। আস্তিক চীনসম্রাটের ভাব ও ভক্তিপূর্ণ এই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক ধর্ম্ম বলিতে আর কাহারও সাহস হইবে না।

মাঘ।

খনা বলিয়াছেন,—

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥"

এ কথা অতি সার। কারণ প্রকৃত পক্ষে মাঘ মাসই সম্বৎসরের চাস আবাদ আরম্ভের সময়। ঐ মাসে জল হউক বা নাই হউক, কৃষকদিগকে চাস আবাদের কিছু না কিছু আয়োজন করিতেই হয়। তাহার উপর যদি ঐ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হয়, তাহাহইলে "সোণায় সোহাগা" হয়। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান্য, তাহার আবাদ চৈত্রের শেষে, কিম্বা বৈশাখের প্রথমে করিতে হয়। সেই ধানের জমির প্রথম চাস মাঘ মাসে হইয়া থাকে। পাট, শণ, কচু, অরহর, হরিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ প্রধান প্রধান ফসল, যাহাদিগের চাস আবাদ বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের জমির প্রথম চাস এই মাঘ মাসে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলু, কপি, পলাণ্ডু প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্‌ ফসল হইয়া থাকে, তাহার আয়োজনও এই মাঘ মাস হইতে করিতে হয়।

বর্ষাকালে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা ভূমিতে রোপণ করিতে হয়, এই মাঘ মাসে উহাদিগের জন্য যথাস্থানে দেড় বা দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া খনিত মৃত্তিকা ঐ গর্ত্তের চতুঃপার্শ্বে কিছু দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। রৌদ্র ও

বায়ু খাইয়া ঐ সকল মাটী উর্ব্বর ও শিথিল হইলে মৃত্তিকার বিপর্য্যয় করিয়া অর্থাৎ উপরের মাটী নীচে এবং নিম্নের মাটী উপরে দিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। উহার সহিত কিছু সার মিশ্রিত করিয়া দিলেও ভাল হয়। বর্ষাকালে যে সকল ফসল করিতে হয়, এই মাসে তাহাদের ভূমিতে যথাযোগ্য সার দিয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী শুষ্ক বিল, খাল, বা অন্যবিধ জলাশয় হইতে পলি তুলিয়া আলু, কপি, ও পলাণ্ডুর ক্ষেত্রে দিতে হয়। ঐ পলিমাটী দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা সকল মাটীকে উলট্‌ পালট্‌ করিয়া জমিগুলিকে এরূপে রক্ষা করিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ বা আগাছা না জন্মে।

ওল,—এই মাস হইতেই ইহার চাস আবাদ আরম্ভ করিতে হয়।

ইক্ষু,—এই মাস হইতেই ইক্ষু ছেদন ও তদ্দ্বারা গুড় প্রস্তুতীকরণ আরব্ধ হইয়া থাকে।

মূলার বীজ,—এই মাসে মূলার যতদূর পরিপুষ্টি হইতে পারে, তাহা হইয়া থাকে। বেশ মোটা ও পুষ্ট মূলার অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া মাটীতে রোপণ করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বীজ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন কৃষক ফল ধরিবার অগ্রে ঐরূপ মূলার অগ্রভাগের দিকে চারি অঙ্গুলি কাটিয়া তাহাতে খোল করেন এবং ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিয়া তাহাকে অধঃশাখ ভাবে টাঙ্গাইয়া রাখেন। প্রতিদিন ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিতে হয়। তাহার পত্র ও শীষ্‌গুলি ক্রমশঃ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে এবং তাহা হইতেও উত্তম বীজ জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা প্রোথিত মূলা অপেক্ষা ঐরূপে লম্বমান মূলা হইতে যে বীজ জন্মে তাহা উৎকৃষ্টতর এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমরাও তাহা বিশ্বাস করি। মূলার বীজ যতই পুরাতন হয়, তাহা ফসলাংশে ততই উপযোগী হইয়া থাকে।

হলুদ ও আদা,—এই মাসের শেষ ভাগ হইতেই তাহা ক্ষেত্র হইতে তুলিতে আরম্ভ করে এবং হলুদের মোতা ও আদার মুখী ভবিষ্যৎ বীজের জন্য গাছের ছায়ায় তৃণ পত্রাদির আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়া দেয়। যাহাদিগের অধিক হলুদের চাস আছে, তাহারা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ হইতেই হলুদ তুলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের পূর্ব্বে হলুদ তুলিলে ফসলে কিছু কম হয়, তেমন হলুদ দমে ভারী হয়। তুলিতে যত বিলম্ব হয়, ফসল তত বেশী হয়, কিন্তু ওজনে হাল্‌কা হয়। হলুদ ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া প্রথমতঃ গোবর মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিতে হয় এবং পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। উনানে চড়াইবার পর একবার উতলাইয়া উঠিলেই নামাইতে হয়, নচেৎ অধিক সিদ্ধ হইলে হলুদ নষ্ট হইয়া যায়। অর্দ্ধ শুষ্ক হইলেই তাহা

চট্ কিম্বা বাঁশের চাটাইর উপর রাখিয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে একবার রগ্‌ড়াইতে হয়। পূর্ব্ব দেশের কৃষকেরা একখানি বাঁশ বা কাষ্ঠ লগুড়ের অগ্রভাগে একখণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা যুড়িয়া তদ্দ্বারা হলুদ রগ্‌ড়াইয়া থাকে। হলুদ যত রগ্‌ড়াইতে পারা যায় শুঁঠ হলুদ ততই গোলাকার, শক্ত, পরিষ্কৃত, অল্পায়ত ও ভারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উত্তমরূপে শুকাইতে ও রগ্‌ড়াইতে পারিলেই উত্তম হলুদ প্রস্তুত হয়। হলুদের চাস আবাদে বিঘা প্রতি ২০\১২৫\ টাকা খরচ করিয়াও ৫০\ টাকা লাভ থাকিতে পারে। আমরা এই লাভজনক ফসলের বিশেষ বিবরণ পুনরায় প্রকাশ করিব। আদার মুখী পোঁতা, যথাকালে তোলা, ছায়াযুক্ত স্থানে যত্নে রাখা এবং আবশ্যক মতে ব্যবহার করা, যা অধিক থাকে ত বিক্রয় করা ভিন্ন উহাতে কোন ঝঞ্ঝাট কাজ নাই, অথচ লাভ বিলক্ষণ আছে। আমরা আদার বিশেষ কথাও পরে বলিব।

কুল, পিয়ারাদি ফল,—ইহাদিগের পুরাতন ডাল কাটিয়া দিতে হয়। নহিলে পুরাণ ডালের ফল ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে।

বেল, মল্লিকাদি ফুল,—ইহাদিগের পুরাতন পাকা শাখা সকল কাটিয়া ফেলিতে হয়। শাখা কাটিয়া দিলে নূতন তেজাল ডাল বাহির হয় এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট ফুল হয়। ঐ সকল কর্ত্তিত শাখা দ্বারাই শাখা কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সর্ষপ ও মাঠ কড়াই,—এই মাসে সর্ষপ মাড়িয়া ঝাড়িয়া এবং মাঠকড়াই কাটিয়া ফসল সংগ্রহ করিতে হয়।

ধান,—এই মাসে ধান কাটিলে ফসল পাওয়া যায় না, কেবল নাড়া হয়।

আমরা মাঘ মাসের বিবরণ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটী অঙ্গীকারপালনে বাধ্য আছি। অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে লিখিয়াছি যে, তামাকের চাস, পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই তিনটী ক্রিয়ার মধ্যে পাইট পৌষ মাসের বিবরণ সহ প্রকাশিত হইল, প্রস্তুতীকরণ প্রণালী মাঘ মাসের বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে। অতএব তামাক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইবে।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশে তামাকের পাতার চরম পাক হইয়া থাকে। তবে ঋতুর ব্যতিক্রমে, বা বর্ষার অগ্রপশ্চাতে কথঞ্চিৎ উহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তামাকের পাতা পাকিয়া ঈষৎ লাল হয়। তখন তাহা কাটিতে হয়। তামাকের পাতা গুলি এরূপ কৌশলে কাটিতে হয় যেন পত্রগ্রন্থির (কাণ্ডের যে স্থান হইতে পত্র নির্গত হয়) কিয়দংশ ঐ তামাক পত্রের সহিত থাকিয়া যায়, তাহাতে হালা বাঁধিবার সুবিধা হয়। সুবিধা এই, ঐ গ্রন্থি হালার দড়িতে বেশ বাধিয়া থাকে; নচেৎ

পত্র সকল হালার রজ্জু হইতে খলিত হইয়া যাইতে পারে। তামাক কাটিয়া কয়েক দিন ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে হয়। পত্র সকলকে শুষ্ক করাই ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু শুষ্ক করা উদ্দেশ্য হইলেও একটু রস থাকিতে থাকিতেই পত্রসকলকে গৃহে আনিতে হয়। অনন্তর চারিটী চারিটী পাতা একত্র করিয়া বাঁশ কিম্বা দড়ার উপর শুকাইতে হয়। ঐ শুষ্কীকরণ কার্য্য এরূপ স্থানে করিতে হইবে, যেখানে দিনমানে রৌদ্র, রাত্রে শিশির লাগিতে পারে। ঐ তামাকের উপর যাহাতে ঝড় বৃষ্টি লাগিতে না পায়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপ ৩।৪ দিন শুষ্ক হইলে তামাকে "ষাঁত" দিতে হয়।

তামাকের "ষাঁত" আবার কি? এস্থলে তাহাও বলিতে হইবে। একখানি বা যত গুলি মই আবশ্যক হয়, তাহার উপর তামাক সাজাইতে হয়। ঐ সজ্জীকরণে একটু কৌশল আছে। প্রত্যেক তামাক পত্রের গোড়া গুলি মইয়ের পার্শ্বে এবং অগ্র ভাগ মইয়ের মধ্যে থাকা চাই। প্রথমে তামাকের গোড়া গুলি মইয়ের একধারে রাখিয়া সাজাইবে। পরে অন্য ধারে গোড়া রাখিয়া সাজাইতে হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি মইয়ের উপর তামাক সাজাইয়া ঠিক্ তাহার মধ্য স্থলে এক খানি বাঁশ দিয়া বাঁশের মই প্রান্ত মইয়ের সহিত বদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে তামাক পত্রগুলি চাপ পাইয়া পাটে পাটে চাপিয়া যায়, ইহাকেই তামাকের "ষাঁত" কহে। এই সকল কার্য্য অতি প্রত্যূষে বা কোয়াসার দিন ভিন্ন হইতেই পারে না, অন্য সময়ে করিলে তামাক গুঁড়া নাড়া হইয়া নষ্ট হয়। তামাক প্রস্তুতীকরণ অলস কৃষকের কর্ম্ম নহে,—ইহাতে বিলক্ষণ উদ্যম ও ক্ষিপ্রকারিতা আবশ্যক।

এই রূপে ২।৩ দিবস "ষাঁতে" রাখিয়া পুনরায় খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁশের উপর শুকাইতে হয়। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তামাক সকল ঘরের মধ্যে মাচার উপর উপর্য্যুপরি সাজাইতে হয়। ১০।১২ দিবস এই ভাবে রাখিয়া পরে "হালা" "ঝাড়া" বা "গোছা" রূপে বাঁধিতে হয়। অনন্তর তাহাদের উপরে ও নীচে এক এক খণ্ড চট্ দিয়া প্যাক্ করিলেই তামাকের "পাটী" বা "হালা" প্রস্তুত হয়। ইহাই উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য রূপে গাড়ী, নৌকা, ইত্যাদি যোগে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঐ "পাটী" বা "হালার" আকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের মতিহার, হাতীকাণী প্রভৃতি বড় বড় তামাকের পাটি কাষ্ঠের অষ্টিকার ন্যায় করিয়া বাঁধা হয় এবং তাহাদের গোঁজ গুলি এক দিকে ও চটের বাহিরে থাকে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের নানা স্থানে

"হিঙ্গলি" নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট তামাকের চাস আবাদ হইয়া থাকে। তাহার প্রস্তুতীকরণ প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। আমরা পূর্ব্বে যে প্রণালীর বর্ণন করিলাম, তাহার অধিকাংশ রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের। "হিঙ্গলি" তামাক কাটিয়া "খোলায়" শুষ্ক করে। যেমন যে স্থানে ধান্যাদি শস্যের ঝাড়াই মাড়াই হয়, তাহাকে "খামার" কহে, তেমনি তামাকের খামারকে "খোলা" কহে। তাহা কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যেই নির্ম্মিত হয়। খোলায় তামাক শুকাইতে ২দিন হইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। তামাকের পাতা গুলি সুপক্ক হইলে শুষ্ক হইতে অধিক রৌদ্র লাগে না। যে গুলি অপেক্ষাকৃত কাঁচা থাকে, তাহা শুষ্ক করিতে অধিক রৌদ্র আবশ্যক হয়। হিঙ্গলি তামাক গাছ শুদ্ধ শুকাইতে দেয়। শুষ্ক হওয়ার পর একপ্রকার দন্তহীন কাস্তিয়া দ্বারা তাহা কর্ত্তন করে। প্রত্যেক খণ্ডে ২টী হইতে ৪টি পাতা রাখে। পরে তাহা গৃহে লইয়া গিয়া গোশালায়, বা শূন্য ঘরে খড়ের দড়ির উপর শুকাইতে দেয়। সেই ভাবে প্রায় এক কি দেড় মাস থাকে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটী বা হালা বাঁধে।

এই বিবরণ পাঠের পর হয় ত কোন কোন পাঠক পাঠিকার তামাকের বিবিধ নাম শুনিবার ইচ্ছা হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

"কেনা শুনাইবে ঐ নাম।
না জানি কতেক মধু, ঐ নামে আছেগো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

চণ্ডী দাস।

অতএব, গোপাল সহস্র নামের ন্যায় তামাক সহস্র নামের পাথা হইতে পারে। এস্থলে নমুনা স্বরূপ কয়েকটী নাম দেওয়া গেল:—

(১) পানমুটী, (২) হরিণপানী, (৩) হাতিকানী, (৪) জটাভাং বা শিবজটা, (৫) কপি, (৬) শকুনকানী, (৭) কালীজিবে, (৮) ঘোটনা, (৯) কৃষ্ণকলি, (১০) মান্ধাতা, (১১) সিন্দুর খটুয়া, (১২) ভেলেঙ্গি, (১৩) চামা, (১৪) নস্যো খোল ইত্যাদি। *

মহীসুরের মহারাজার মৃত্যু উপলক্ষে। (১)

কি কঠিন হিয়া তোর—নিঠুর শমন,
অঞ্চলের নিধি মা'র করিলি হরণ!
কোল হ'তে কেড়ে নিলি দ্বিতীয়ার চাঁদ,
তাই বুঝি পেতে ছিলি মৃত্যু রূপী ফাঁদ?
শ্রীহীন করিলি আজ শ্রীরঙ্গপত্তন,
শূন্য হ'ল এতদিনে রাজসিংহাসন।
সতীর মাথার মণি—কবরীর ফুল,
কেড়ে নিলি অকস্মাৎ বুকে বিঁধে শূল।
নিষাদ শরেতে বিদ্ধ বিহঙ্গিনী প্রায়,
ছটফট করে সতী মরম ব্যথায়। •

* পণ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত কৃষি শিক্ষা দেখ।

(১) যে মহারাজার আগমন সংবাদ দিয়া আমরা

বিষাদ-কালিমা মাখা ওমুখ কমলে,
রাহুগ্রস্ত শশী যেন শোভিছে ভূতলে!
পতিশোকে একেবারে সুখশান্তিহারা,
নয়নে বহিছে শত যমুনার ধারা।
গভীর আঁধার ঘরে ঘেরেছে হৃদয়,
সুখের তপন আর হবে কি উদয়?
প্রবাসের সুখ যত ফুরাইল সব,
আবাসে চলেছে সতী মুখে নাই রব!
পতি-সহ গৃহবাস—আশার স্বপন,
ভাঙ্গিয়াছে একেবারে নিষ্ঠুর শমন।
কি কাজ সাম্রাজ্যে তার—পতি নাই যার,
সংসার শ্মশান তুল্য—অনিত্য অসার।
সঙ্গিনী পতির ভস্ম রেখে বঙ্গদেশে,
দেশে যায় একাকিনী কাঙ্গালিনী বেশে!
কে লঙ্ঘিবে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান,
তাঁর কাছে রাজা প্রজা সকলি সমান!
আশা ও ভরসা কত—কত আকিঞ্চন,
অতল সমুদ্র তলে হলো নিমগন।
মরতে অমরাবতী পুরী মহীসুর,
আনন্দ আহ্লাদে সদা ছিল ভরপুর;
রাজার অকাল মৃত্যু বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর।
লক্ষ লক্ষ প্রজা আজি লুটায়ে ভূতলে,
ভাসাইছে মহীশূর নয়নের জলে।
কত সুখ ভুঞ্জিয়াছে রাজার শাসনে,
সকলি জাগিছে আজ তাহাদের মনে।
রাম রাজ্যে যেন তারা করিয়াছে বাস;
জগৎ ব্যুড়িয়া যাঁর যশ সুপ্রকাশ,
এমন রাজারে কাল করিলি হরণ,
কে আছে নিষ্ঠুর হেন তোমার মতন?
অপগণ্ড শিশু আজ হয়ে পিতৃহীন,
দীন হ'তে সেও যেন হইয়াছে দীন!
রাজ্যসুখ ধন মান অতুল সম্পদ,
সব হ'তে শ্রেষ্ঠতর জনকের পদ।
সে পদ সেবনে যেবা না পায় সুযোগ,
রাজ্যভোগ তার কাছে করমের ভোগ।
ধৈরয ধরিয়ে এবে শান্ত হও রাণী,
ওই শোন কাণপেতে বিধাতার বাণী?
"পতিশোকে সতী কেন হইছ কাতর?
দেব লোকে আজি তাঁর মহা সমাদর।
প্রবাস ছাড়িয়া যেবা যায় নিজ বাসে,
ডেকে ল'ন বিশ্বমাতা আপনার পাশে।
জরা মৃত্যু নাহি সেথা,—আনন্দবাজার,
যাইতেছে কত যাত্রী হয়ে ভব পার।
সেথায় বসন্ত চির বিরাজে কেবলি
বহিছে মলয়ানিল ঝঙ্কারিছে অলি।
বিকসিত পারিজাত অতুল মাধুরী,
কি সুন্দর মরি মরি!—সে অমরাপুরী!
দেব পতি, মর্ত্ত্যে তব দেবীর জীবন,
কিছু দিন পরে পুনঃ হইবে মিলন।
যে ব্রত নিয়েছ সতী—পাল কায় মনে,
জ্ঞানে ধর্ম্মে শান্তি সুখে পাল প্রজাগণে।
মহীশূর 'মহীশূর-মাহষীর' গুণে,
কতই আনন্দ হয় ওই কথা শুনে!
'স্বর্গদেবী' মহীশূরে করিছেন বাস,
এই কথা কোটিকণ্ঠে করুক প্রকাশ!!

শ্রীচ—

আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম, বিধির দুর্লক্ষ্য বিধানে তিনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া রাজধানীকে ও ভারতকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছেন। জগদীশ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে শান্ত করুন্।

আশ্চর্য্য রবকারী পক্ষী।

শুক তোতা প্রভৃতি পাখী মানুষের কথা শুনিয়া তাহার নকল করিতে পারে, ইহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এমন কতক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা স্বভাবতঃ মানুষের বুলী বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে 'বউ কথা ক' পক্ষী বউ কথা ক বা গৃহস্থদের খোকা হোক্ বলিয়া থাকে। ভোতল নামে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পক্ষী আছে, তাহারা রাত্রিকালে উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া ঘোঁৎরা স্বরে "ঝি দিবি কি বউ দিবি" বলিয়া বার বার ডাকিতে থাকে, না তাড়াইলে উড়িয়া যায় না। কড়্কড়ে নামক আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারাও রাত্রিকালে উচ্চবৃক্ষ বা গৃহের চূড়ায় বসিয়া "কড় কড় কড় কড় কড়াৎ" বার বার এই শব্দ করে এবং শঙ্খ বাজাইয়া বা ঢিল ছুড়িয়া ইহাদিগকে তাড়াইতে হয়। ভোতল ও কড়্কড়ে পক্ষী 'অলক্ষণে' বলিয়া খ্যাত, ইহারা যে গৃহের নিকটে বসিয়া ডাকে, সে গৃহে অনেক সময় মৃত্যুঘটনা হইতে দেখা যায়। আমাদের চাতক "ফটিক জল" বলিয়া গ্রীষ্মকালে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলের প্রাণকে শীতল করে।

আমেরিকার অদ্ভুত রবকারী বিবিধ জাতীয় পক্ষী আছে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ হরবোলার সহিত বিশেষ পরিচিত। এই পক্ষী সকল প্রকার পক্ষীর ডাকের নকল করিয়া কত আমোদ করে! পেরুর জঙ্গলে টরোপিও নামে পক্ষী দুরন্ত বৃষগর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করে। টনকুই রক্তবর্ণ, কৃষ্ণপক্ষ, সুন্দর পক্ষী, কিন্তু শূকরের মত "ঘোঁত ঘোঁত" করিয়া ডাকে। ডেমারারা প্রদেশে ছাগ-শোষক (Goat-sucker) নামক পক্ষী, মানুষ অতি শোকে যেমন "হা হা হা হা" করিয়া প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পরে মৃদুস্বরে কাঁদিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ ডাকে। উচ্চসুর ধরিয়া থামিয়া থামিয়া ক্রমে নরম সুরে ডাকে। ইহারা নিশাচর পক্ষী, পোকা মাকড় হইতে গোরু বাছুর রক্ষা করে। ওয়াটারটন নামক এক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কতকগুলি পক্ষীর ডাক অনুসারে তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইহারা স্পষ্টস্বরে এই ইংরাজী কথাগুলি বলে। হু আর ইউ পক্ষীর ডাক who are you? who, who, who, who are you? হু আর ইউ, হু হু হু হু আর ইউ? ইহারা এই ডাক ডাকিতে ডাকিতে দ্বারের কাছে আসিয়া কয়েক হাত উড়িয়া ৫।৬ হাত উচ্চস্থান দিয়া বসে। ওয়ার্ক এওয়ে পক্ষী work away, work work work away, ওয়ার্ক এওয়ে, ওয়ার্ক ওয়ার্ক ওয়ার্ক এওয়ে বলিয়া ডাকে। আর এক জাতীয় পক্ষী

"Willy come go, willy willy willy come go" উইলী কম গো, উইলী উইলী উইলী কম গো করুণস্বরে এই কথা বলে। আর এক জাতীয় পক্ষী "Whip poor will, whip whip whip poor will" হুইপ পুওর উইল, হুইপ হুইপ হুইপ পুওর উইল বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

সুন্দর পক্ষী যন্ত্রবাদক। ইহারা অর্গান বাজনার ন্যায় সুস্বর বর্ষণ করিয়া পেরুর নির্জ্জন বনপ্রদেশ আনন্দময় করে। এই স্বর এরূপ মুগ্ধকর যে পথিক ইহা শুনিয়া আসন্ন ঝটিকা বৃষ্টি ভুলিয়া থমকাইয়া দাঁড়ায়। সিলজিরো পক্ষী কণ্ঠ-সঙ্গীতে কিউবার পর্ব্বতময় প্রদেশকে প্রতিধ্বনিত করে। বুলবুল ইহার গানে পরাজিত হয়। ধনী গায়েনাবাসী শত শত মুদ্রা দিয়া এক একটী পক্ষী কিনিয়া থাকে। গায়েনার বাঁশী পক্ষী ও আমেরিকার চামচচঞ্চু পক্ষীর গানও সুমধুর।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(২৫৯ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শরীর ভাল না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম—কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করা যায় না। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধ করা হয়, সেই অপরাধের দণ্ড স্বাস্থ্যভঙ্গ। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত স্নান, পান, আহার পরিশ্রম, ও ধর্ম্ম চিন্তাদির দ্বারা মনে শান্তি আনয়ন করিয়া শারীরিক নিয়মাদি রক্ষা করা উচিত।

বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করিবে, কি কার্য্যের কি ফল তাহা বুঝিয়া লইবে, পরিজনগণ ও অন্যান্য পরিচিত লোকগণ কেকিসে পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা জানিয়া লোককে পরিতুষ্ট করা কর্ত্তব্য কেন না—"জনস্যাশয়মালোচ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥" কোনও আশু বিপদ উপস্থিত হইলে অধৈর্য্য না হইয়া যাহাতে সেই বিপদহইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শৈশবহইতেই নীতি শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনীতি ও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা, জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়; কর্ত্তব্য কার্য্যে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে; অনুচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেয় না; কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বুঝাইয়া দেয়; মনুষ্যকে সৎকর্ম্মের দিকে ও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। নীতিকে সকল কার্য্যের ভিত্তি করিলে সমস্ত গুণগুলিই সুপ্রকাশিত হয়।

সুনীতি দ্বারা স্বভাবের গঠন করিতে হইবে। হীনচরিত্র ব্যক্তির কোনও

সৎকার্য্যে অধিকার নাই, আত্ম-সংযমদ্বারা মার্জ্জিত হইলে স্বভাব প্রোজ্জ্বল হইবে। স্বভাব গঠন করিলেই আপনাকে গঠন করা হয়, কেন না "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবোমূর্দ্ধি বর্ত্ততে॥" অতএব সচ্চরিত্র রমণীগণ—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সত্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, অপক্ষপাতিতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, পরসেবা-পরতা ও ত্যাগ প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযোগী গুণগুলি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

লজ্জা রমণীকুলের উজ্জ্বল ও সুচারু-ভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীর অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি কুসুমবিহীনা লতার ন্যায়, বারিশূন্য সরসীর ন্যায়, ছাদশূন্য ঘরের ন্যায় শোভা-বিহীন। চৌদ্দ হাত ঘোমটার মধ্যহইতে অট্ট-হাসির রোল বাহির হওয়া, ও একজন অপরিচিত লোক বা ভাসুর শ্বশুর দেখিলে থিয়েটারের পার্টিদের ন্যায় ধুম দাম করিয়া গৃহমধ্যে পলায়ন করা প্রকৃত লজ্জা নহে; প্রকৃত লজ্জা মৃদুতা ও বিনয়-মাখা। কোন একটী বালক বালি-কাকে অপরিচিত লোকের নিকট আর-ক্তিম গণ্ডে, বিনতলোচনে, গদ্গদবচনে নিজ নখ খুঁটিতে খুঁটিতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে দেখিলে যে লজ্জার প্রতি-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, সেই লজ্জার কথা বলিতেছি। শাশুড়ী ননদ ও অন্যান্য পরিবারগণের নামে মিথ্যা নিন্দাপূর্ণ চিঠি স্বামীর সকাশে প্রেরণ করিতে লজ্জা না হইয়া পীড়িত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে যে লজ্জা অবতীর্ণ হয়েন, সে লজ্জার কথাও বলিতেছি না, বলি-তেছি, অসৎ কর্ম্ম করিতে যে লজ্জা হয়—স্বার্থের জন্য অন্যকে ক্লেশ দিতে যে লজ্জা হয়—গুরুজন সমক্ষে চাপল্য ও পরিহাসাদি প্রকাশ করিতে যে লজ্জা হয়—পরিজনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে যে লজ্জা হয়—এক জনকে নিন্দিত করিবার জন্য মিথ্যা বলিতে যে লজ্জা হয়—বৃথা গর্ব্ব ও আত্মপ্রশংসা করিতে এবং শুনিতে যে লজ্জা হয়—অকারণে বহু পুরুষ সমক্ষে, অনাত্মীয় বা অপরিচিত পুরুষ সমক্ষে বাহির হইতে যে লজ্জা বোধ হয়, সেই লজ্জাই হিন্দু রমণীগণের প্রকৃত লজ্জা, রমনী গণের এই রূপ লজ্জায় বিভূষিতা হওয়া কর্ত্তব্য।

সংসারে ঈশ্বরই সকলের প্রধান আরাধ্য। ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। যেমন বাজীকরগণ মস্তকে কলসী স্থাপন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনা করে অথচ তাহাদের মস্তকের কলসী অটল থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে অটল রাখিয়া আহার, বিহার, শয়ন, বিশ্রাম ও সাংসারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবে। ব্যবস্থানুসারে হিন্দুগণ প্রায় সকল অব-স্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন; শয়নে পদ্মনাভ, ভোজনে জনার্দ্দন, সঙ্কটে মধুসূদন, সর্ব্বকার্য্যে মাধব এবং

স্নানে গঙ্গা, আচমনে বিষ্ণু, পাকে অন্নপূর্ণা, ধনার্জ্জনে লক্ষ্মী, অধ্যয়নে সরস্বতী প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং রমণীগণকে সেজন্য স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে না, কেবল মনের একাগ্রতা থাকিলেই চলিবে। ঈশ্বরারাধনার গৃহটী স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক, সেই ঘরটীতে কোন অপবিত্র দ্রব্যাদি রাখা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপুস্তক, সুগন্ধি কুসুম, চন্দন, ধুনা গুগ্গুল, অগ্নি, পবিত্র আসন ও দেওয়ালের গায়ে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গণের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু রাখিবে না। সেই গৃহে হাস্য পরিহাস করিবে না ও শাস্ত্রালাপ ব্যতীত অন্য কথা বলিবে না। ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে এবং যতক্ষণ তথায় থাকিবে, কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরের গুণগান করিবে। যে বাটীতে ঈশ্বরের পবিত্র ও অমৃতময় নাম কীর্ত্তিত না হয়, সে বাড়ী মরুভূমি বা শ্মশান।

পারিবারিক সুখ সাধন ও অতিথি সেবাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল। বহু পরিবার একান্নে থাকিয়া স্থানবিশেষে যে আমরা অশান্তি দেখিতে পাই সে কেবল গৃহিণীগণের স্বার্থপরতা, পরিশ্রম-কাতরতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা দোষেই ঘটিয়া থাকে। [illegible] পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না, তাহা চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কেননা পূর্ব্বে হিন্দু পরিবারে ইংরেজ অনুকরণ প্রবেশ করে নাই। এখন ইংরেজ অনুকরণের গুণের ভাগ আত্মনির্ভর, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি আসুক না আসুক, বিলাসিতা ও সৌখিনতার অংশ টুকু পূর্ণ মাত্রায় হিন্দু পরিবারে বিরাজ করায় অনেক গৃহিণী আর এখন একান্নে বহু পরিবার মিলিত হইয়া থাকিতে চাহেন না। যদিও বহু পরিবার একান্নে থাকার দোষ গুণ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবুও এই টুকু না বলিয়া থাকা যায় না যে বহু পরিবারবেষ্টিত ও একান্নভুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের জাতি ও মানরক্ষা এবং প্রতিপালনের ভাবনা ভাবিয়া যাইতে হয় না। যাহাহউক একান্নবর্ত্তিতা যেন রমণীর দোষে পলায়ন না করে। কেননা হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম—গুরুজনের শুশ্রূষা, ননন্দা ও যাতৃগণের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করা, দেবরগণের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করা, ভ্রাতা ভগিনীর হিতকামনা করা ও সংসারস্থ লোকগণ যাহাতে সুখে থাকেন কায়মনোযত্নে তাহার অনুষ্ঠান করা। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার মহাভারত নামক গ্রন্থের নারীধর্ম্মে বলিয়াছেন—

> "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
> পিতৃমাতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধন॥"

এখন অনেক স্থলেই বিশেষতঃ ধনিকন্যা পুত্রবধূকে পুত্রের সন্তোষার্থে—বিলাসিনী বধূর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ জন্য শাশুড়ীকেই বধূর শুশ্রূষা

করিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহর্ষি ব্যাসদেব এখন জীবিত নাই, থাকিলে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী" স্থলে বধ্বাঃ পাদৌ তোষয়ন্তী, বসাইয়া দিতেন যদি বধূর অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে নয় "পাদৌ" স্থলে "হস্তৌ" দিলেই চলিতে পারিত। সে যাহা হউক অতিথিকেও যতনে আহারাদি প্রদান করা রমণীর কর্ত্তব্য, অতিথি শত্রু হউক, মিত্র হউক, হীন জাতি হউক অথবা যে অবস্থাপন্ন হউক, গৃহে আসিলেই মনে করিতে হইবে—

"সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ"।

সন্তান-পালন রমণীর একটী গুরুতর কার্য্য। শুধু স্নান, পান, আহার, বেশ-ভূষা করাইয়া 'বাবা,যাদু, গোপাল' বলিয়া আদর করিলে পালন করা হয় না, ধাত্রীকরে সমর্পণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। অশিক্ষিতা, অসদ্বংশজা বেতনভোগিনী ধাত্রী-করে কদাচ সন্তানকে প্রদান করিবে না, সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে, সুনীতি দ্বারা সন্তানের চরিত্র গঠন করিবে, অসভ্য ও অসচ্চরিত্র লোক হইতে সন্তানকে দূরে রাখিবে, শিশুর নিকট মিথ্যা কথা বলিবে না ও অন্যায় কার্য্য করিবে না। সন্তানকে শুধু খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া আদুরে গোপাল করিয়া তুলিলে চলিবে না, যাহাতে শিশু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে উপ্ত করিয়া দিবে। তাহা হইলে শিশু ভবিষ্যতে সমাজের ও জগতের কার্য্যে আসিবে এবং বাঙ্গালীগণের মধ্যে "আদর্শ মাতা নাই" এই কলঙ্কও ঘুচিয়া যাইবে। শিশুর হৃদয়ে কুসংস্কার যাহাতে স্থান না পায় তাহার চেষ্টা করিবে, শিশুর সৎসাহসে উৎসাহ দিবে, ক্রীড়া কুর্দ্দনে বাধা দিবে না, তবে যাহাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় অবশ্যই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে—এক কথায় সন্তানটীকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করাই জননীর কর্ত্তব্য, তাহা নহিলে আর মনুষ্য-জননীর গৌরব কি? পশু পক্ষীরাও ত সন্তান প্রসব করিয়া বাঁচাইয়া রাখে, কিন্তু পশু পক্ষি-জননী অপেক্ষা মনুষ্য-জননীর দায়িত্ব গুরুতর এই কথা স্মরণ করিয়া রাখা মনুষ্য জননীর কর্ত্তব্য, কেননা সমাজের আশা ভরসা ও উন্নতি তাঁহাদের করে ন্যস্ত। অতএব সন্তানকে বাধ্যতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যে অটলতা শিক্ষা দিবেন ও অন্যায়, কুকর্ম্ম এবং প্রলোভনহইতে দূরে রাখিবেন, পাপ কার্য্যে ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া দিবেন। জননী শিশুর প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন। কর্কশ ব্যবহারে শিশুগণ বাধ্য না হইয়া অবাধ্য হইয়া উঠে। শিশুকে শাসন করিতে হইলে দুমদাম করিয়া প্রহার না করিয়া বা যমের বাড়ী যাইতে আদেশ না দিয়া তাহার প্রিয়বস্তু হইতে একদিনের জন্য

রক্ষিত করিলে সে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শিশুকে কোন দ্রব্য দিতে চাহিয়া পরে তাহা না দেওয়া অন্যায়, কারণ উহাতে তাহাকে প্রতারণা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুগণ স্বইচ্ছায় যাহা খায় তাহা ব্যতীত জুজুর ভয় দেখাইয়া খাওয়ান অন্যায়। শিশুগণ যাহাতে উদ্যমশীল ও শ্রমশীল হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। নূতন বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন:—বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তিনজনই সুবিদ্বান্ ও সুযোগ্য।

২। গত ২৮এ ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতার বেলেঘাটা প্রাসাদে মহীশুরের মহারাজা সার রাজেন্দ্র উদিয়ার বাহাদুরের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবারাণী এবং ২ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সদাশয়া রাণী এই উপলক্ষে ১০ হাজার ভিক্ষুককে এক একখানি কম্বল বিতরণ করিয়া সদল স্বদেশ গমন করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মুসলমান বালিকা এফ এ পরীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার নাম কুমারী বেলগ্রামি। ইহা মুসলমান স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির প্রমাণ।

৪। জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে মান্দ্রাজে সামাজিক সভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সুব্রহ্মণ্য আর্য্য সি আই ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সভায় কয়েকটী সৎপ্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

৫। সমাজ-সংস্কার প্রচারক বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বহুবিবাহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় বরিশালের কলসকাটীর ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অল্পদিন পরলোকগত, তিনি ১০৭টী বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় ভাটকুল গ্রামের কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় জীবিত বহুবিবাহকারীদিগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার স্ত্রীসংখ্যা ৬৫টী। ২০ বৎসরের দুইটী ব্রাহ্মণ যুবক ১১টী ও ৭টী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। আজিও দেশের কি দুর্দ্দশা!

৬। ভিয়েনা নগরে আডলফ স্লেসিঙ্গার নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি ক্ষয়কাশ রোগে মারা গিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড বক্ষকোশের দক্ষিণ দিকে এবং প্লীহা, যকৃৎ ও নাড়ী সকলের সংস্থান উলটা দিকে ছিল।

৭। বাইবেল ও কোরাণমতে মানবের আদিমাতা ইব। আরবের

ত্রিড্ডা নগরে তাঁহার এক কবর আছে, প্রতি বৎসর ৪০ হাজারের অধিক যাত্রী তাহা দর্শন করিতে যায়।

৮। পশুশালায় ৯ ফিট দীর্ঘ একটী বরাচিতা সাপ ৭ ফিট দীর্ঘ এক সহচর সর্পকে উদরসাৎ করিয়াছে।

৯। সুরাজপুরের রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিং আরায় জলের কল স্থাপনার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১০। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১১। আফগানস্থানে বিবি হামিলটন আমীরের অন্তঃপুরের ডাক্তার হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা এক ঘরে ৬ জন শান্ত্রি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। কোনও সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার কিছু লিখিবার অধিকার নাই।

১২। হস্তী ৬০০ হস্ত দূর হইতে মানবের আঘ্রাণ বুঝিতে পারে।

বামারচনা।

শীতকালের পত্র।

শ্রীমতী নঃ——

১

কি লিখিব বিধুমুখি,
তব সুখে আমি সুখী,
জানিছ তা' চির দিন কি কাজ কথায়,
তবে কি না পৌষ মাস,
তাহাতে পশ্চিমে বাস,
এত শীতে চিটি ফিটি লেখা বড় দায়!
আমার মুখের কথা,
কি লিখিব স্নেহলতা,
দারুণ পাহা'ড়ে শীতে ফেটে গেল কায়;
জানিতেছ অতঃপর,
অনাচ্ছাদিত কলেবর,
পায়ে নাই বুট মোজা, ক্যাপ না মাথায়!
বিধি পাঠাইলা ভুলে,
বাঙ্গালি হিন্দুর কুলে—
পাথর লোহায় গ'ড়া যাহাদের নারী—
আমরা তো ননী-দলা—
কাজ নাই খুলে বলা—
মা' পিসী, ঠাকু'মা সম আমরা কি পারি?
পরম গুণের নিধি
শ্রীমতী বামুন দিদি
গরম গরম লুচি দিবেন র'াধিয়া—
কপালে তা লেখা নাই,
তাই যেতে হয় ভাই,
নিঠুর রন্ধন-শালে "অন্নদা" স্মরিয়া!
যদি মোরে ভালবাস
ত্বরা তুমি হেথা এস,
তোমা বিনা এত শীতে টি'কেনা পরাণ;
এ বাহুতে তুমি শক্তি,
এ হৃদয়ে তুমি ভক্তি,
এ শীতে তুমিই মম শাল আলোয়ান!
এস চলি সুবদনে,
লেপ গায়ে দুইজনে,
খুলি হৃদি খুলি মুখ জাগি সারা রাতি,
ছারপোকা ভরি প্রাণ
শোণিত করিয়া পান,
আমাদের "মহত্বের" করুক সুখ্যাতি!

২

আমি তাই ভাবি নিত্য,
কি সুখ ভ্রমিতে তীর্থ.
তুমি ভাই, চলে গেলে হরিদ্বার কাশী ?
কি বলিব কি যে দুঃখ,
তুমিও হ'লে কি মূর্খ ?—
কোটী তীর্থফল পেতে এখানে যে আসি !
ঘোমটায় মুখ ঢেকে,
(চাঁদেতে নীরদ মেখে !)
এখানে হ'তনা সদা লুকাতে অন্দরে,
ফিরিতাম দুই জনে
শৈলে শৈলে বনে বনে,
নির্ঝরে, তটিনী-তটে, নীরব কন্দরে !
হা ধিক্ তোমার চিত্তে,
এর চেয়ে কোন্ তীর্থে
আশার দুসার কিবা, কিবা পুণ্য মিলে ?
অনিত্য জগত ভাই,
সুখহীন সর্ব্ব ঠাঁই,
কি হইবে রেলওয়ে ভ্রমিতে লাগিলে ?
নিত্য সুখ চিরতরে
এখানে বিরাজ করে,
দোলে মানবের পিঠে যশ-পুণ্য-ছালা,
অদৃষ্টে সৌভাগ্য ফোটে,
নিত্য দুপহরে জোটে
পিঠুড়ী পায়সে ভরা খাগড়াই থালা।
বেশী কথা কাজ নাই
"পয়সা" অনিত্য ভাই—
"রিটার্ণ টিকেট" খানি ছিঁড়ে ফেলে দাও,
কাব্য রস, [illegible],
দেহে প[illegible] বল,
[illegible]।—এ[illegible] করে যাও।

৩

শুনিলাম এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে,
করিতে গৃহিণীপনা—ধিক্ মূর্খতায়—
এত শীতে নারী কেবা,
করে পতি-পদ-সেবা,
পৌষ মাঘে ঘরকন্না কে করিতে চায় ?
শাস্ত্রের বচন সতি !
শীত কালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে,
"সেই ধন্যা নারীকুলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে"
চির-সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা-বরে !
ছুতো পেলে মুখ নাড়া—
মনে মনে "লক্ষ্মী ছাড়া"
সে অনিত্য আবদার দূর করি দাও,
ত্বরা করি এস চলে,
আমারি লেপের তলে,
কিছুদিন নিত্য সুখ ভোগ করে যাও।
পত্র পাঠ মাত্র, রাণি,
নিয়ে এস মুখখানি,
অধরে সে হাসি এন, নয়নে সে দিঠি,
কথা এন মিঠে কড়া,
(অভিমানে স্বর চড়া)
আঁচলে বাঁধিয়া এন সে ক'খানি চিঠি।
এ শীতে পাহা'ড়ে দেশে,
একেলা নিরীহ বেশে,
নিতান্ত নীরব হ'য়ে থাকা বড় দায়—
তাই পত্র ডাকে দিয়ে,
পথ-চাওয়া আঁখি নিয়ে,
রহিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায়।

তোমারই
মেজদিদি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬১ সংখ্যা	মাঘ ১৩০১—ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুমারী মূলার—ইনি বিলাতের (Purity Society) পবিত্রতা সংরক্ষণী সভার সম্পাদিকা এবং এক ধনাঢ্য রমণী। ভারতের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ যে অক্ষয়কুমার ঘোষ নামক এক হিন্দু বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার বারিষ্টারী শিক্ষার ব্যয় দিতেছেন। ইনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং অনেক বিষয়ে হিন্দু-ভাবের পক্ষপাতিনী। মান্দ্রাজ কনগ্রেস দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

মূক-বধির বিদ্যালয়ে আশ্চর্য্য দান—খিদিরপুরবাসিনী শ্রীমতী কামিনী দাসী সুবর্ণবণিক্‌জাতীয়া এক বিধবা রমণী। তাঁহার স্বামী তেজারতী করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করেন এবং মৃত্যুকালে সৎ-কার্য্যে অর্থ দান করিবার আদেশ করিয়া যান। পতিব্রতা রমণী "কালা বোবারা অতি দয়ার পাত্র" বুঝিয়া তাহাদের জন্য ২১৮০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রীত হইয়া মূক-বধির বিদ্যালয়ের ট্রষ্টীদিগের হস্তে থাকিবে। আমরা আশা করি এই দানে বিদ্যালয়ের স্থায়ী ফণ্ডের সূত্রপাত হইল। অন্যান্য দয়াশীল পুরুষরমণীগণ এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই ফণ্ডের উন্নতিবিধান করুন।

দান—মহীশূরের মহারাণী শোভাবাজার দাতব্য সভায় ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাই সহরের দুর্গ মধ্যে এক পুস্তকালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থে দীন শাহ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ—হাইকং নামক স্থানে আবার এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়,

তাহাতে চীনেরা পরাস্ত ও তাহাদের ১০০ সৈন্য হত হইয়াছে। জয়ী জাপানীরা চিন্কু অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। চীন সৈন্যদল তাহাদের ভয়ে সুবিখ্যাত বৃহৎ প্রাচীরের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। শীত ও বরফপাত হেতু জাপানীরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন।

ভারতেশ্বরীর সৌজন্য—বোম্বাইয়ের ফত্তেহালি সেথ মহম্মদের দুহিতা আলি আকবর বিবি সাহের উইণ্ডসার প্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েকটী জরীর পাড় উপহার দেন। মহারাণী অতি সমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বিবীর এক পুস্তকে স্বহস্তে আপনার নাম লিখিয়া দিয়াছেন।

নগর ভাঙ্গা গড়া—দিল্লী মহানগর অনেকবার ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু হিরাটের ন্যায় ধ্বংসশীল নগর আর নাই। ইহা ৫৬ বার ধ্বংস হইয়া ৫৬ বার নূতন গঠিত হইয়াছে।

রুক্মা বাই—বিলাতে এম ডি পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন ও চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

অতিকায় রমণী—রেঙ্গুণে এক স্থূলকায় মগ যুবতী প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে দেহের উচ্চতা ৭ ফুট অতিক্রম করিয়াছে।

বারমেসে।

ফাল্গুন।

ফাল্গুন পুরা বসন্ত কাল। এই কালে মৃত্তিকায় নব রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই জন্য এমাসে চাসবাসের অনেক কথা আছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব।

পান,—যাহারা পানের চাস করে, তাহাদিগকে বারজি বারুই কহে। বারজি নবশাখ জাতির অন্তর্গত, জলাচরণীয়। পানের চাসে যেরূপ লাভের কথা শুনা যায়, তাহাতে এক বিঘা জমিতে পানের চাস করিতে পারিলে, পল্লীগ্রামের একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থের সংসার চলিয়া যায়। পান চাসের জমা খরচ ঠিক্ করা বড় সহজ নহে; কিন্তু শুনিতে পাই, খরচ বাদে এক বিঘা জমির পানে বাৎসরিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ হইতে পারে।

যেখানে বেশি রৌদ্র পায় না, প্রায়ই ছায়া থাকে, তাদৃশ দোআঁশ মাটীর ভূমিকে কূর্ম্মপৃষ্ঠ অর্থাৎ কাছিম পিঠে করিয়া তাহাতে পানের চাস করিতে হয়; কারণ পানের গোড়ায় বর্ষার জল লাগিলে অনিষ্ট হয়। এই জন্য ভূমিকে

কাছিম পিঠে করিতে হয় এবং বৃষ্টির জল সহজে নির্গত হইতে পারে, এজন্য ঐ ভূমির মধ্যে মধ্যে নালা কাটিতে হয়। ঐ নালার উভয় পার্শ্বে দাঁড়া বাঁধিয়া ফাল্গুন মাসে পান লতার গোড়া, বা ডগা রোপণ করিয়া তাহা তৃণপত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি জল সেচন করিতে হয়। ঐ তৃণাদি সর্ব্বদা জলসিক্ত থাকা আবশ্যক। পরে উপরে ও চারি-পাশে শর, খড়ি, বা পাকাটির মাচা ও বেড়া বাঁধিয়া দিবে এবং প্রত্যেক দাঁড়ার পার্শ্বে শর বা খড়ির জাফরি বাঁধিয়া দিবে। ভূমির মধ্যে মধ্যে জিয়ল, জীবন, জয়ন্তী প্রভৃতি বহুপত্রযুক্ত জীবিত বৃক্ষ সকল রোপণ করিতে হয়, তাহাতে পানের ভূমিতে ছায়া হয়। ছায়ায় পান ভাল থাকে। প্রত্যেক পানের মূলে এক একটী সর, খড়ি, বা পাকাটি দিয়া পার্শ্বের বেড়া ও মধ্যের জাফ্রির সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে পানের লতা সকল ঐ শরাদির আশ্রয়ে মাচায় উঠে। ভূমি পরিষ্কার রাখা, মধ্যে জল সেচা এবং পানের লতা সকলকে টানিয়া ও গোছাইয়া দেওয়াই পানের প্রধান পাইট। পাকা পানই ব্যবহার যোগ্য, এজন্য লতার গোড়ার দিক হইতে পান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিতে হয়। পানের ক্ষেত্রে অধিক চাস দিতে হয় না। যথা—

"ষোল চাসে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাসে পান।" খনা।

আড়াই বৎসরের কমে পানলতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। প্রথম ফাল্গুন বা চৈত্রে রোপণ করিতে হইবে, তাহার পর তিন শ্রাবণ অতীত হওয়া আবশ্যক। যথা,—

"এক আষাঢ়ে ধান;
তিন শাওনে পান।" খনা।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত পান জন্মে, সে পান খাইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়; এজন্য তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ।

ধান,—যদি বর্ষার গতিকে এমন ঘটনা হয় যে, ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে হৈমন্তিক ধান্যচ্ছেদ করা যায় না, ফাল্গুনেই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে সে ধানে কিছুই হয় না। যথা,—

"——ফাল্গুনে ফাঁড়া।" ফাঁড়া অর্থাৎ ধান্যে মহা বিঘ্ন।

তিল,—ফাল্গুনের শেষ আট দিন এবং চৈত্রের শেষ আট দিন, ইহার মধ্যে তিল বপন করিলে সেই তিলগাছ উত্তম-রূপ সতেজ হয়। যথা,—

"ফাল্গুনের আট, চৈত্রের আট;
সেই তিল দায়ে কাট।" খনা।

কলা,—ফাল্গুন মাসে কলাগাছের এঁটে কাটিয়া রোপণ করিলে কলার ঝাড় খুব বড় হয় এবং সেই ঝাড়ে অধিক কলা ফলে। যথা,—

"ফাল্গুনে এঁটে পোঁত কেটে;
বেধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়।
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।" খনা।

ফাল্গুন মাসে কলার আবাদ করিলে ঝাড় এত উত্তম হয় যে, সেই ঝাড়ে মাঝে মাঝে কলা ফলে। যথা,

"যদি রোয় ফাল্গুনে কলা ;
তবে হয় মাস ফসলা।" খনা।

পটল,—এই মাস পটল রোপণের প্রশস্ত সময়। পটলের মূল সকল উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে প্রতি থানায় ৩।৪টী হিসাবে রোপণ করিতে হয়। রোপিত মূলগুলির উপর শুষ্ক আচ্ছাদন করিতে হয়। ঐ পরিচালক তৃণে শিশির সঞ্চিত হইয়া সত্বর অঙ্কুরোদ্গমের সহায়তা করে।

"পটল বুন্‌লে ফাগুনে ;
ফল বাড়ে দ্বিগুণে। খনা।

ওল,—ওলের প্রথম আবাদও এই মাসে করিতে হয়। এই মাসে ওলের আবাদ না করিলে ওল ভাল হয় না। ওল উৎকৃষ্ট তরকারী। এই মাসে বিশেষ যত্নসহকারে ওলের আবাদ করা উচিত।

"ফাগুনে না রুলে ওল ;
শেষে হয় গণ্ড গোল।" খনা।

যে স্থানে উত্তমরূপে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, সেখানে ওলের আবাদ করা উচিত নহে ; কারণ তথাকার ওলে মুখ ধরে ; কিন্তু তত্রত্য ওল বেশ বড় বড় হয়।

"ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ,
কিন্তু তাতে নাহিক দুখ।" খনা।

বাঁশ,—এই মাসে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় আগুন দিতে হয়। শরতের প্রারম্ভ হইতেই বৃক্ষাদির পত্র স্খলন আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তরুলতাদির প্রায় সমস্ত পত্র পতিত হইয়া যায়। এই মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় যত শুষ্ক পাতা পতিত থাকে, তাহা মূলদেশের চতুঃপার্শ্বে রাশীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি দিতে হয়। ঐ অগ্নিদ্বারা গোড়ায় সমস্ত বাঁশপাতা পুড়িয়া ছাই হয় এবং চৈত্রমাসে ঐ ছাইয়ের উপর মাটী চাপা দিতে হয়। এই মাটী পলল হইলে বড় ভাল হয়। ঐ বাঁশপাতা পোড়া সার এবং মাটী পরবর্ত্তী বর্ষা নাবিতে গলিত ও মিলিত হইয়া বাঁশঝাড়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। এই শ্রীবৃদ্ধি অতি সত্বর হয়। এই সঙ্গে বাঁশঝাড়ের আরও একটা নিয়ম জানা উচিত। যখন ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তিন বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বাঁশ কাটা হইবে না।

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী ;
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। অথবা
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী।"

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায়, সন্তানের মুক্তি।

(৩৬০ সংখ্যা ২৬৩ পৃষ্ঠার পর)

শেষ।

এ জগতে যিনি মাতৃ-ভক্ত ও মাতৃ-উপাসক, তিনিই দেবতুল্য, তিনিই নর দেবত। ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের মাতৃ-ভক্তি, আদর্শ মাতৃ-ভক্তি। চৈতন্য দেব সন্ন্যাসী হইয়াও মা'কে দেখিতে আসিয়াছিলেন, ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রখানি

মা'কে দিয়াছিলেন, মা'র আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্বেষণ ও নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট শত্রুর চাতুরীতে যখন ক্রুশে নিহত হন, তখন পার্থিব ভাবনার মধ্যে কেবল মা'র ভাবনাই ভাবিয়াছিলেন, পার্থিব কাজের মধ্যে কেবল মা'কেই শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১)। যে রাজা রাম মোহন রায় ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও মহাপ্রাণতার আদর্শস্বরূপ, তিনি এমনই মাতৃ-ভক্ত ছিলেন যে মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য (নিরাকার ঈশ্বরবাদী হইয়াও) ইজার চাপকান খুলিয়া, গোময়ে চরণ স্পর্শ করিয়া হিন্দু-দেবালয়ের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন (২)। যে কেশব চন্দ্র সেন দেশে বিদেশে "মহাপুরুষ" বলিয়া কীর্ত্তিমান্, সেই কেশব চন্দ্র সেন এমনই মাতৃভক্ত, যে মৃত্যু-কালে মায়ের পদধূলি মাথায় দিয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার গুণগুলি পাইয়াই আমি মানুষ হইয়াছিলাম—তোমার মত মা যেন সকলেরই হয়"! যে অক্ষয় কুমার দত্ত বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন, যাঁহার মহত্ত্ব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়, সেই অক্ষয় কুমার এমনই মাতৃভক্ত যে প্রাণের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষ-দেবত-মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে মনো মে ভ্রমরায়তে।" (৩)

যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা দেশ ধন্য করিয়া গিয়াছেন, যে বিদ্যাসাগরের গুণের খ্যাতি ভারতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে, সেই বিদ্যাসাগর এমনই মাতৃ-ভক্ত যে সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া মাতৃ-দর্শনে গিয়াছিলেন এবং বহুদিনগতা জননীকে মনে হইলেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন! এ সংসারে যে কেহ প্রকৃত মাতৃ-ভক্ত, মাতৃ-উপাসক, তিনি বিনীত, নিরহঙ্কারী, কৃতজ্ঞ, সহৃদয় ও নরদেবতা। সকলেই যে বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত যশস্বী হইতে পারেন না একথা সত্য, কিন্তু মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তান যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, একথা আরও সত্য।

যে সন্তান মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সে মানব-কুলকলঙ্ক। সে জ্ঞানীই হউক, ধনীই, যত বড় ক্ষমতাপন্নই হউক, বরং মাতৃভক্ত দীন, মূর্খের পদ-ধূলি লইব, তথাপি সে অকৃতজ্ঞ সন্তানের ছায়াও স্পর্শ করিব না! তাহার হৃদয়ও নাই, তাহাতে মনুষ্যত্বও নাই!—বড় দুঃখের কথা, বড় ক্ষোভের কথা, আজি কালি আমাদের দেশে অকৃতজ্ঞতার কিছু

(১) যোহন লিখিত সুসমাচার দেখ।

(২) রাজা রামমোহন রায়ের উক্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত ও "সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত।

(৩) শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর কবিতার অর্থ, এই যে "প্রত্যক্ষ-দেবতা-মাতার চরণপদ্ম, অঙ্গুলিগুলি সেই পদ্মের দল এবং আমার মন তাহাতে ভ্রমর হইয়া আছে।"

বাড়াবাড়ি হইয়াছে! মা'যে সন্তানের "সাক্ষাৎ ঈশ্বরী" একথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন; কারণ ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট ক্রমে অনেক ভারত-সন্তান বিচারশক্তি হীন হইয়া পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন! ভারতীয় নীতির অনেক গুলি যে আদর্শ নীতি, ইহা তাঁহারা বোঝেন না! তবে যাহা ভাল তাহা বিদেশের হইলেও গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা দেশের চিরন্তন প্রথা হইলেও ত্যাজ্য—কিন্তু আজিকার দিনে সে হিসাব দূর হইয়াছে—যাহা ইংরাজে বলে, ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাই ভারতবাসীর শিরোধার্য্য। যাহা ইংরাজে করে, সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, তাহাই ভারতবাসীর "অবশ্য কর্ত্তব্য"। ইংরাজের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই ভারতবাসীর জীবন সার্থক হয়। এসব কাজ রাজভক্তি-মূলক নহে, মহত্বের ভক্তিমূলকও নহে—অন্ধ ভক্তি মাত্র! অন্ধ ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই ভারতবাসী সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন, গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণীয় হইতেছে, ভাল ছাড়িয়া মন্দ টানিয়া আনিতেছেন? এদিকে স্বদেশের জীবন্ত নীতি, অমূল্য রত্নাবলী, ছাই চাপা পড়িয়া মারা যাইতেছে!—এই এদেশে মাতৃ-ভক্তি বিষয়ক অমূল্য উপদেশ, উজ্জ্বল আদর্শ সকল থাকিতে, পাশ্চাত্যে নেপো-লিয়ান বোনাপার্ট, ডিউক অব ওয়েলিং-টন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, ম্যাটসিনি, সামু-য়েল রোমেলি প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, এদেশীয়েরা সাধারণ সাহেব, নগণ্য সাহেব, চুণাগলির পচা সাহেব-দিগকে "আদর্শ" স্বরূপ মনে করিতে-ছেন! মাতৃ-ভক্তি দূরে যাউক, এই রকম সাহেবেরা মাতার ভরণ পোষণ যে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও বোঝেন না! ইহাদিগের পদাঙ্ক লক্ষ্যকারী অনেক দেশীয় "কৃতীসন্তান"ও সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া-ছেন!—ইঁহারা কেহ কেহ মাতাকে "Dear mother" বলিয়া "অনুগ্রহ" করেন, কেহ কেহ "বুড়া মাগী"কে ভক্তি ও যত্নাদি করা ভারি "অসভ্যতা" মনে করেন!! ভারতবর্ষ যত কারণে অধঃ-পতিত হইতেছে, সন্তানের মাতৃভক্তির হীনতা তন্মধ্যে এক প্রধান কারণ। মাতৃ-ভক্তির হীনতায় মানবের হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইতেছে; সহৃদয়তা, নিরহঙ্কারিতা দূর হইতেছে; আত্মার সদ্গুণ সকলও বিলুপ্ত হইতেছে!! যে ব্যক্তি মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সেইই প্রকৃত কৃতঘ্ন! যেখানে কৃতঘ্নের বাস, সেস্থান শ্মশান হইতেও ভয়ানক। কৃতঘ্ন ব্যক্তি নরপিশাচ সদৃশ—হিন্দু শাস্ত্রে কৃতঘ্নতাকে পাপের "শেষ সীমা" বলা হইয়াছে, সংস্কৃতে আছে—

> "ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
> নিষ্কৃতি র্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।"

প্রকৃত পক্ষে কৃতঘ্নতা যে মহা পাতক, একথা ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে

পারেন।—এবং সেই সঙ্গে মাতৃ-ভক্তি লাভ যে সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতে পারেন। যেদিন এদেশের ছোট বড়, বালক বৃদ্ধ, মূর্খ পণ্ডিত, স্ত্রী পুরুষ সকলেই মাতৃ-ভক্ত হইবেন, মাতৃ-ভক্তির পূর্ণ বিকাস করিতে পারিবেন, এ পতিত দেশ সেই দিনেই উঠিবে, সেই দিনেই মানবের—এ দেশীয় মানবের "জাতীয় উত্থান" ঘটিবে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় অনেক নীতি জগতের আদর্শ নীতি। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় এক দিন ভারতীয় আর্য্যজাতি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মাতৃ-ভক্তির প্রবলতায়ও সকলকে মুগ্ধ হইতে হয়; তাঁহাদেরই নিকটে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ছিল! তাঁহারা জানিতেন

"যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্থি মাতৃসমো গুরুঃ।"

মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-সেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালন, মাতৃ-প্রিয়কার্য্য সাধন, মাতাকে সামান্য মানবী না ভাবিয়া পরম দেবতা মনে করা, এই সকল মাতৃ-উপাসনা তাঁহারা সন্তানের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য মনে করিতেন। আবার মাতা পরলোক গামিনী হইলে সন্তান পাছে মাতৃ-ভক্তি চ্যুত হইয়া পড়েন সেই ভয়ে তাঁহারা পরলোকগতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই কাজ-গুলি মাতার উদ্দেশে সন্তানকেই করিতে হয়; এই কাজগুলি যে মাতৃ-উপাসনা ভক্তিবৃত্তির স্ফুরণ ও ভক্তি-বৃত্তি চরিতার্থ করা যে এই কাজগুলির উদ্দেশ্য, ইহা বোধ হয় ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী সন্তান-গণ সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহার মধ্যে গয়াধামের "মাতৃ-ষোড়শী" ভক্তিবৃত্তি স্ফুরণের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মের অতি নিকটে মাতৃ-ষোড়শী বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে মাতৃ শ্রাদ্ধার্থী সন্তানকে মাতার উদ্দেশে ষোড়শটী পিণ্ড দান করিতে হয়, এবং প্রত্যেক পিণ্ডদান সময়ে এক একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রগুলি মাতৃভক্তি-উদ্দীপনার এত সহায়, যে পড়িলে প্রত্যেক মানবের হৃদয় মাতৃ-ভক্তি-স্রোতে প্লাবিত হইয়া থাকে এবং মাতা যে সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা তাহাও বোধগম্য হইতে থাকে। পাঠক পাঠিকা-দিগের অবগতির জন্য আমরা মাতৃষোড়-শীর(১) সংস্কৃত মন্ত্র ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম—

মাসি মাসি কৃত কষ্টং যাতনাং প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্।

গর্ভাবস্থায় যে মাতা (আমার জন্য) মাসে মাসে কষ্ট ও পরে প্রসবকালে যাতনা ভোগ করিয়াছেন, সেই সকল

(১) বহুদিন পূর্ব্বে মাতৃষোড়শী বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গাত্রভঙ্গোভবেন্মাতুঃ তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম। ২।

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদাই মাতার গা ভাঙ্গিত, কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, সেই নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পদত্যাম্ সঞ্চারতে মাতুর্দুঃখৈকৈব সুদুস্তরম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৩।

গর্ভাবস্থায় সন্তানের পদতাড়নার জন্য মাতার বিবিধ, দুস্তর ক্লেশ হইয়া থাকে তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পূর্ণেচ দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৪।

দশমাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দারুণ গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমি বর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৫

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে মাতার যে বিষম কষ্ট হইয়াছে, তাহার নিষ্কৃতির (অর্থাৎ প্রতিশোধ) জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

শৈথিল্যাং প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্তদুঃসহম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৬

প্রসবের বিলম্ব হওয়াতে মাতার যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি এই মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শোষনে দেহো ত্রিরাত্রানশনেনচ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৭

অগ্নিদ্বারা সেঁক তাপে এবং তিন রাত্রি অনাহারে (প্রসবান্তে) মাতার দেহ শুষ্ক হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুদ্রব্যানি দুঃখানি বিবিধানিচ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৮

নানাবিধ কটু দ্রব্য ভক্ষণে মাতার নানাপ্রকার ক্লেশ হইয়াছে,* তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

দুর্ল্ভানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং ত্যাগে বিন্দতি যৎফলম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ৯

সুভক্ষ্য পদার্থ সকল ত্যাগ করিয়া মাতার যে দুঃখলাভ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১০

রাত্রিকালে সন্তানের মল মূত্র দ্বারা মাতার পরিধেয় জীর্ণ বাস ছিঁড়িয়া যাওয়াতে মাতার যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পুত্রে ব্যাধিসমাযুক্তে মাতৃদুঃখমহর্নিশম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১১

পুত্রের পীড়া হইলে দিবারাত্রি মাতার যে দুঃখ হয়, তাহা পরিশোধের জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম হম্। ১২

পুত্র আহার না পাইলে মা যে

* এদেশে প্রসবান্তে প্রসূতিদিগকে, ঝাল, পাঁচন প্রভৃতি খাইতে হয়।

শোকাকুলা হন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরস্তনম্।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩

ক্ষুধায় বিহ্বল পুত্রকে মাতা যে বহুল পরিমাণে স্তন-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি!

দিবারাত্রৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৪

স্তনপান করাইতে দিবারাত্রি মাতার শরীর শোষণ হইতে থাকে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৫

শিশু পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য মাতাকে অল্পাহার করিতে হয়, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৬

পাছে সন্তানের বিপদ বা মৃত্যু হয় এইজন্য মাতা (দিবানিশি) শোকাকুলা হইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ইহাই হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী। ভক্তির কার্য্য উপাসনা এ কথা আমরা আগে বলিয়াছি। উপাসনার আর এক উদ্দেশ্য এই যে উপাসনাদ্বারা ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দুর মাতৃ-ষোড়শীও এক মাতৃ-উপাসনা; হিন্দুর অনেক ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া, উপাসনারই নামান্তর। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ মানব-হৃদয়-তত্ত্ব বুঝিয়াই সে সকল শুভকর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। আজি কালি দেশের অনেক ব্যক্তি কিনা স্বদেশীয় সকল প্রথাই "ঘৃণিত" "কুসংস্কার" বলিয়া মুখ বিকৃত করেন, তাই আমরা এ সকল কথা লিখিলাম। যিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী বুঝিবেন, তিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ভক্তি-তত্ত্বও বুঝিবেন, ইহা আমি বিশেষ আশা করি। তবে এ আশা আমার দুরাশা কি না তাহা বলিতে পারি না।

উপসংহার কালে আমরা বলি, এজগতে মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মানবের সকল উন্নতির মূল ভক্তি; আত্মোন্নতি, পারিবারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি—সকল প্রকার উন্নতি ভক্তিযোগেই সাধিত হয়। ভক্তিবৃত্তির সর্ব্বোচ্চ স্থান ভগবান্, কিন্তু মাতৃ-ভক্তিই ভক্তির আরম্ভ স্থান। গোড়ায় মাতৃ-ভক্তি, আগায় ভগবদ্ভক্তিরূপে সম্পূর্ণতা লাভ করে। আমরা আগে বলিয়াছি, এ সংসারে মাতাই ভগবতী বিশ্বমাতার প্রতিকৃতিরূপিণী; বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজগতের জন্য আর মাতৃদেবী সন্তানের জন্য দেবভাবে পরিপূর্ণা। যিনি মহাসমুদ্রে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে মহানদী বাহিয়া যাইতে হয়, মহানদীর শেষ সীমাতেই সমুদ্র। সেই রকম, যিনি ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাকে মাতৃ-ভক্তির রাজ্য দিয়া চলিতে হয়, মাতৃভক্তির পূর্ণতাতেই ভগবদ্ভক্তি।

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রেম করিতে না পারে, সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে কিরূপে প্রেম করিবে?" আমরাও বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষদেবতা জননীকে ভক্তি করিতে অক্ষম, সে অপ্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে ভক্তি করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইবে? বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা অসম্ভব, মাতৃ-ভক্তি না শিখিয়া ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন-চেষ্টাও সেইরূপ অসম্ভব। মাতৃ-ভক্তিই ভক্তিভাবের বর্ণমালা। প্রত্যেক সন্তান ইহা বুঝিয়া মাতৃ-ভক্তি অভ্যাস করিবেন, মাতার মহত্ত্ব ও দেবত্ব স্মরণ করিয়া মাতাতে ঈশ্বরের শক্তি সকল দেখিবেন; প্রীত ও প্রফুল্লভাবে মাতার চরণ বন্দনা, মাতার সেবা শুশ্রূষা, মাতৃ-হিত সাধনে আত্মোৎসর্গ ও মাতৃ পরিতৃপ্তিতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। যাঁহার মাতা পরলোকগামিনী, তিনি মাতৃ-ভক্তি বিকাশের জন্য প্রত্যহ দেবার্চ্চনা বা উপাসনার সময়ে মাতার স্নেহ ও দেবত্ব স্মরণ করিবেন, মাতৃ-ষোড়শী-স্তোত্রাদির ন্যায় মাতৃ-ভক্তি-উদ্দীপক স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন, মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিবেন। পরলোকগতা মাতার উদ্দেশে নিয়মিত শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া ও অন্যান্য সাধুভাবপূর্ণ কার্য্য করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন মাতা এজগতেই থাকুন, আর স্বর্গেই থাকুন, সন্তান চিরদিনই মাতৃভাবে তন্ময় হইয়া মাতার আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এজগতে মাতৃঋণতো অপরিমিত অপরিশোধ্য, তবে মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে সন্তানই মুক্তিলাভ করিবেন।

অতএব যিনি মাতৃভক্তি মাতৃ-উপাসনায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অহঙ্কারশূন্য, বিনয়ী, সহৃদয়, কৃতজ্ঞ, সেবাপরায়ণ, দয়াময়, ক্ষমাময়, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, আত্মত্যাগী, পরার্থপর, জিতেন্দ্রিয়, দেশহিতৈষী * ও ভগবদ্ভক্ত; তিনি পুরুষ হইলে দেব, রমণী হইলে দেবী। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র এই রকম নরদেবতাকেই "মুক্ত" বলিয়াছেন (১), আমরাও এই রকম নরদেবতাকে ইহলৌকিক "মুক্ত" বলি।—পরলোকেও যে এই রকম ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—আত্মার যতদূর সদ্গতি সম্ভব, তাহাই যে প্রাপ্ত হন, একথা বলা বাহুল্য। ভগবতী বিশ্বমাতা স্নেহের হস্ত প্রসারণ করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানকে, তাঁহার অমৃতময়

* মাতৃভক্তকে দেশহিতৈষী বলিলাম, কারণ জননীও জন্মভূমি একই রকমের পদার্থ। তাই যিনি জননীর মর্ম্ম বোঝেন, তিনি জন্মভূমিরও মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ॥
ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ ৮ শ্লোক।

যাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী, সেই যোগীই মুক্ত।

কোলে স্থান দিয়া থাকেন। তাই ডাকিতেছি, ভাই এস, ভগিনী এস, একবার সকলে মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে—মহা সমুদ্রে ডুবিব, মাতৃউপাসনা করিতে শিখিব, তাহা হইলে এ জীবন সার্থক হইবে, আমাদের মুক্তি লাভ হইবে। মূর্খ হই, অধম হই, নগণ্য হই, আমরা মায়ের সন্তান তো বটে! মা'র আশীর্ব্বাদে সিদ্ধকাম হইব। লেখিকা

শ্রীমা——

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭০ পৃষ্ঠার পর।)

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যসমাজ। একের যাহা দোষ গুণ, অপরেও তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে সমাজে পুরুষগণ কুরুচিগ্রস্ত, সে সমাজে স্ত্রীজাতি লজ্জাশীলা ও পবিত্রতা-আকাঙ্ক্ষিণী হইলেও তাহাদিগের রুচি অপবিত্র ও হীন ভাব ধারণ করে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যেও এইরূপ দোষ ঘটিয়াছিল; গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের মধ্যে অতি ঘৃণিত আমোদ প্রচলিত ছিল। তদ্ভিন্ন সমবয়স্কারা একত্র হইয়া যে সকল রসিকতা করিতেন, তাহা ন্যক্কারজনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকেরা ক্রিয়া বিশেষ উপলক্ষে কুৎসিত ভাবে নৃত্য ও গীত করিতেন, এমন কথাও শুনা যায়।

বাঙ্গালার গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীজাতির যেরূপ কুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইত, ভারতের অন্যান্য স্থানে (হিন্দুস্থান, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি) বিহু, হোলী, প্রভৃতি পর্ব্বে সেইরূপ কুরুচির ছড়াছড়ি হইত, শুনা যায়। ইহাতে কেবল বাঙ্গালি নহে, ভারতের অন্যান্য উচ্চতর জাতিও যে রুচিদোষে দূষিত ছিলেন, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ তখন রুচির আন্তরিক ভাগ বিশেষ ত্রুটী পূর্ণ ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শরীরের বেশ, ভূষা ও আলাপাদির দ্বারা মানবের রুচির বাহ্যিক ভাগ প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বাঙ্গালার বাবুগণ পর্য্যন্ত সচরাচর পিরাণ, জামা, জুতা, মোজা প্রভৃতির ধার ধারিতেন না। এখন যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজী পরিচ্ছদ পরিয়া আপিসে যাইতে হয়, তখন সেইরূপ মুসলমানী পরিচ্ছদ ব্যবহৃত ছিল। সাধারণ ব্যক্তিগণ ধুতি চাদরেই দিন কাটাইতেন; ধনী গৃহের বালকেরা ১৮।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হার, বাজু, বালা, গোঠ প্রভৃতি গহনা ব্যবহার করিতেন। বঙ্গমহিলারা কপাল, নাসিকা, চিবুক প্রভৃতি উল্কি দিয়া

চিত্রিত করিতেন। কোনও কোনও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা হস্ত বক্ষ প্রভৃতি অবয়বে "রাম, দুর্গা" ইত্যাদি দেব দেবীর নাম উল্‌কি দিয়া চিত্রিত করিয়া লইতেন। সধবারা সিঁথি, কপাল ও নাসিকায় বহু পরিমাণে সিন্দুর লেপন করিতেন। সাদা দাঁত তাঁহাদিগের পছন্দ হইত না, এজন্য মিসি ব্যবহারে দন্ত গুলি "ভ্রমর কৃষ্ণ" করিতেন। নবীনারা চুল বিনাইয়া বহুতর দড়ি দিয়া, মাথার উপরে (প্রায় ব্রহ্মতালুকার কাছে) লম্বা রকমের খোঁপা বাঁধিতেন। সম্মুখের চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিতেন; কাটা চুল গুলি "ঝাপ্‌টা" নামে কর্ণমূলে শোভা পাইত। ধনিগৃহের রমণীদিগের সোণা ও রূপার দুই সুট গহনা থাকিত; সোনার সুট নৈমিত্তিক গহনা অর্থাৎ ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত; আর রূপার সুট নিত্য গহনা অর্থাৎ সকল সময়ে ব্যবহৃত হইত। সে সকল গহনার নাম শুনিতে যদি দেশীয় ভগিনীরা কেহ উৎসুক হন, সেজন্য তাহাও বলিতেছি; নাকের গহনা নথ, অর্দ্ধ চন্দ্র; কানের গহনা চাঁপা, কড়ি; গলার গহনা মোহন, বড় বড় মাদুলি; মণিবন্ধের গহনা তাড় বাজু; হাতের গহনা বাউটী, পৈঁছে, খাড়ু; কোমরের গহনা গোঠ, চন্দ্রহার; পায়ের গহনা সাদামল, বাঁকমল, ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনাগুলির আকৃতি যেরূপ ছিল, তাহার নমুনা এখন পাওয়া যায় না, তবে আমার পাঠিকা ভগিনীদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রপিতামহী বা প্রমাতামহীঠাকুরাণীদিগের কোনও গহনা দেখিতে পাইয়া থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা সকল সময়েই একবস্ত্রা অর্থাৎ একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তখন বিলাতি কাপড় বা পাছাপেড়ে সাড়ী এ দেশে ছিল না; দেশের তাঁতি, জোলাদিগের হাতের কাপড় পরিয়াই তাঁহাদের দিন কাটিত। উৎসবের সময়ে ধনী রমণীরা মেঘডুম্বুর, আশ্‌মানতারা, রাসমণ্ডল, লক্ষ্মী বিলাস, সাটীন—এই সকল বহুমূল্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বেনারসী তখন বড় একটা ব্যবহার্য্য ছিল না। সধবারা প্রচুর পরিমাণে শাঁখা ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের মহিলাদিগের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। একশতাব্দীর পরেও তাহা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। তবে পশ্চিম প্রদেশীয়া রমনীগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কির গহনা পরিতেন। অদ্যাপি সেদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেনীর রমণীগণের মধ্যে তাহা প্রচলিত আছে। প্রাচীন সময়ে সাধারণ রুচির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম—গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতবাসিনীদিগের স্বাস্থ্য এখনকার অপেক্ষা যে অনেক ভাল ছিল, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

ইহার প্রকৃত কারণ শরীর-বিজ্ঞান বিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন ; কিন্তু তথাপি আমাদিগের বোধ হয় যে তখনকার রমণীরা অতি অল্প বয়সেই গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতেন ; ব্যায়ামে যে ফল লাভ হয়, নিয়মিত রূপে অঙ্গচালনা ও শ্রম করিলে তদনুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা ; তাই গৃহলক্ষ্মীগণ ভাত রাঁধা, জলতোলা, বাসনমাজা, ঘরলেপা, ধানভানা, ঘুঁটে-ভাঙা, গোয়াল পরিষ্কার করা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া অনেক সুস্থ ও সবল ছিলেন। শারীরিক বলে তাঁহারা এখনকার অনেক "সুকুমার" পুরুষদিগের উপরেও স্থান পাইবার যোগ্য। সাহস যে প্রধানতঃ শারীরিক বলের ফল একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন *। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাজ-শাসনের শিথিলতা এবং অন্যান্য কারণে ভারতে লুটতরাজ, চুরি ডাকাতি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তখন—বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারতের সকল জাতি অপেক্ষা ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া পরিচিত, তখন সেই বাঙ্গালি জাতিরও প্রকৃত সাহস ছিল ; বঙ্গীয় অবলাদিগের এমন সাহসের কথা শুনা যায় যে অভি-ভাবক পুরুষগণ বাড়ী না থাকিলে রম-ণীরা স্বয়ং অস্ত্রধারিণী হইয়া চোর, ডাকাত অথবা হিংস্র জন্তুদিগকে তাড়না করি-তেন ! * এখনকার দিনে এ সকল কথা "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়াই বোধ হয়। যাহা-হউক গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারত মহিলাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা সাধারণতঃ এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

পারিবারিক অবস্থা—আমরা রমণী-গণের ব্যক্তিগত অবস্থা যতটুকু চিত্রিত করিলাম, তাহাতে গত শতাব্দীর প্রথম যুগে নারীজীবন যে বড় সৌভাগ্যপূর্ণ ছিল না, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা পারি-বারিক জীবনই তাঁহাদিগের পক্ষে অধিক-তর দুর্ভাগ্যজনক। নারী-জীবনের অজ্ঞানতা, নির্ধনতা, পরাধীনতা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে সপত্নীযন্ত্রণা, বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে অসহনীয় ক্লেশ—এই সকল দুর্ঘটনার কখন কোনটী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ভারত-বাসিনীদিগকে জীবন্মৃতা থাকিতে হইত ; সুতরাং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হইলে মাতা পিতা ও বন্ধুগণের আনন্দ লাভ দূরে থাকুক, দারুণ দুঃখই জন্মিত। সদ্যোজাতা কন্যার এক বিভীষিকাময় পরিণাম তাঁহাদিগের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয় দারুণ নৈরাশ্যে

* সাহসের আর এক কারণ সাধুতা। অসাধু বলবান হইলেও প্রকৃত সাহসী হইতে পারে না।

* কুমারী শার্লট স্মিথ, তাঁহার কাগজে স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম শিখাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ব্যায়ামে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের দেশে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে ব্যায়াম শিখিবার মত দেবী চৌধুরাণী সহজে মিলিবে না। গার্হস্থ্য কর্ম্মই ভারত-মহিলাদিগের ব্যায়াম।

পূর্ণ হইত। একে কন্যা সন্তান হইতে বংশের কোনও উন্নতি সম্ভব হয় না, তাহার পরে তাহাদিগের জীবনে এই সকল দুরবস্থার আশঙ্কা, তাই পুত্র সন্তান যেরূপ আদর ও যত্ন লাভ করিত, কন্যা সন্তানের ভাগ্যে সে রকম কিছুই হইত না। অনেক স্থলে তাহারা অনাদৃতা ও অবহেলনীয়া হইত!—বুঝি ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সহিতে হইবে বলিয়াই শৈশবে অভাগিনীদের ভাগ্য-ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার বীজ উপ্ত হইয়া থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ গর্ভধারিণীর স্নেহে, আত্মীয়গণের পালনে, সকলের উপরে বিশ্বজননীর কৃপায় শিশু বালার দেহ ও জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিত। বালিকা বয়সে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া খেলাঘরে গার্হস্থ্য জীবনের অভিনয় করিত; বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখিতে হইত না, কিন্তু খেলা ঘরে বধূ গৃহিণী প্রভৃতি সাজিয়া রন্ধন, পরিবেশন, শিষ্টাচার প্রভৃতি আচরণে গৃহধর্ম্মের কার্য্যে অভ্যস্তা হইত। বঙ্গীয় বালিকাগণ ক্রমে সেঁজুতি, এয়ো-সিন্দূর, গোকাল, আদর সিংহাসন ইত্যাদি ব্রতাচরণে প্রবৃত্তা হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মা, ঠাকুরমা, পিসীমা প্রভৃতির সহিত গৃহকার্য্যে যোগ দান করিতেন। কন্যাদিগের বিনয়, লজ্জা, শীলতা, ধর্ম্মভাব, বাধ্যতা ও গৃহকার্য্যে নিপুণতা শিক্ষা দেওয়া অভিভাবিকা-দিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিবাহ মানব জীবনের এক প্রধান সংস্কার। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে দেশীয় মহিলাদিগের অনেকের বিবাহ এত অল্পবয়সে সম্পাদিত হইত যে প্রাপ্তবয়সে নিজের বিবাহের বিষয় কাহারও স্মরণ থাকিত না। আর্য্য ভারতের পরবর্ত্তী সময়েও এদেশে প্রাপ্ত বয়সে রমণীগণের বিবাহ চলিত ছিল, কিন্তু বল্লাল সেনের স্থাপিত কৌলীন্য প্রথা ও মুসলমান রাজগণের অত্যাচার, এই দুইটী ঘটনা হইতেই প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাব হয়। কৌলীন্য প্রথা হইতে কন্যা পণের উৎপত্তি; কন্যাপণের জন্যই বাল্য বিবাহ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—বিবাহের সময়ে কন্যার পিত্রাদি বর পক্ষের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিলে তাহাকে "কন্যাপণ" কহে। যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে উচ্চশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ও কায়স্থ বংশে উচ্চশ্রেণীর কুলীন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে (এখনকার পাস্‌করা ছেলের বাপের মত) কন্যার বিবাহ দিয়া প্রচুর টাকা লাভ করিতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-গণ অদ্যাপি কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই রকম পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াকে আর্য্য-ধর্ম্মাচার্য্যগণ "আসুর বিবাহ" বলিয়া গিয়াছেন; "আসুর" শব্দের অর্থ নিন্দিত, অপবিত্র, অশুভকর, ইত্যাদি। মনু বলিয়াছেন—"পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ। পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যৌ কদাচন।"

অর্থাৎ প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত; অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে আসুর বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অননুমোদিত—নীতিরও বিরোধী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বহুলোক শাস্ত্র বা নীতি অপেক্ষা দেশাচারকে অধিকতর ভক্তি করেন। এইজন্য আসুর বিবাহও ভারত সমাজে গৃহীত হইয়াছে! যাহা হউক বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাবে মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করিতেই অনেক কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত; সম্প্রদায় বিশেষে কন্যা গর্ভস্থ হইলে অথবা গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত। এইরূপ বাল্য বিবাহ হইতে শিশু বিধবাদিগের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল।

এতদ্ভিন্ন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে কন্যা বিবাহ এত ব্যয়-সঙ্কুল ছিল, যে সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেন, অথচ কন্যার বিবাহ না দিলে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইত।—সম্প্রদায় বিশেষে সমাজচ্যুতি না হইলেও বড় অপমানিত হইতে হইত। এই সকল কারণে সেই সকল স্থানে সদ্যোজাতা কন্যাদিগকে বিনাশ করা হইত!—অনেক স্থলে কন্যার স্নেহময়ী জননীই স্বহস্তে এই নৃশংসোচিত কার্য্য করিতেন! তত্তৎপ্রদেশীয় রমণীকুলের জীবন যে কিপ্রকার শোচনীয় ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৫৯ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্বাস কাস ও রক্তপিত্ত।

১। হাঁপকাস রোগী দোক্তাতামাক মুখে রাখা অভ্যাস করিলে হাঁপকাস দমন থাকে।

২। হাঁপানী রোগীরা আফিম খাওয়া অভ্যাস করিলে সুস্থ থাকে।

৩। আদার রস ৫ তোলা, পঞ্চমুখী লাল জবা ফুলের গাছের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক। এই দুই বস্তুকে যোগ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হাঁপরোগ সময়ে, এই মহৌষধ নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪। তুলসী গাছের ঘুংরী পোকা তাম্রমাদুলী করিয়া গলায় ধারণ করিলে বালকদিগের হাঁপানি রোগ আরাম হয়।

৫। কট্‌কটে ব্যেঙের হৃৎপিণ্ডকে

চারিভাগ করিয়া একটী ভাগ কলার ভিতর পুরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খাইলে ৪।৫ দিনের মধ্যে হাঁপ কাশি রোগী আরোগ্য হয়।

৬। একটী আরস্থলা, পা গুলি ছিঁড়িয়া কলার ভিতর পুরিয়া প্রাতে ৩।৪ দিন খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়।

৭। আটটা আরস্থলা এক সের জলে, মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সমান পরিমাণে রেক্‌টীফাইড্‌ স্পিরিট্‌ মিশাইয়া বোতলে রাখিবে। হাঁপরোগী এক কাচ্চা জলে এক ফোটা এই নিয়মে প্রাতঃকালে একবার, আড়াই প্রহরের সময় একবার সায়ংকালে একবার, ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে হাঁপ রোগ আরোগ্য হয়।

৮। মিঠা যাহাকে অমৃত বা বিষ কহে, বণিক্‌ দোকান হইতে আনিয়া চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া গো মূত্রে ২১ দিন ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শোধিত হইল। এই শোধিত মিঠা চারি আনা কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ দুগ্ধে পাক করণানন্তর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া এই চূর্ণ চারি আনা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জলদ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দিত হইলে সর্ষপ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া হাঁপ রোগীকে চর্ব্বণীয় তাম্বুলের সহ প্রতিবারে ২।৩ বটী দিবে। এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হাঁপ আরোগ্য হয়। শ্বাস রোগে রাত্রিকালীন আহার লঘু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরুপণ।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, প্রভৃতি আমাদিগের পৃথিবী হইতে কতদূর, তাহা অনেকের কল্পনারও অনায়ত্ত। অথচ বালক শিক্ষার গ্রন্থে পর্য্যন্ত দেখাযায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে এতদূরে, চন্দ্র এতদূরে ইত্যাদি। ছাপার লেখায় অনেক বালকের ভক্তি অচলা বলিয়া, এসকল কথা তাহারা বিশ্বাস করে; কিন্তু অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক, এসকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন দেখিয়াছি। তাঁহারা মনে করেন, এসকল আন্দাজের কথা, যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিয়া ফেলে। প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হইতে পারে না, এইরূপই তাঁহারা মনে করেন। কি উপায়ে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হয়, অতি স্থূলভাবে সে বিষয়ে কিছু বলিব। তাহাতেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে দূরত্ব নির্ণয় অসম্ভব নয়।

রেল গাড়ীতে যাইবার সময় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যে গাছটি নিকটস্থ, সেটি দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া যায়;

কিন্তু সেই গাছের সমসূত্রে দৃষ্ট দূরস্থ একটি গাছ, তত শীঘ্র ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না। পাহাড়ের দৃষ্টান্ত আরও উপযোগী। বনপথে হউক, অশ্বারোহণে হউক, অথবা হাঁটিয়া হউক, যে কোন প্রকারে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের সময়, কোন্ পাহাড় দূরস্থ কোন্‌টি নিকটস্থ, তাহা অবয়বের পরিস্ফুটতা ভিন্নও অন্য উপায়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। চলিবার সময় দুইটি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটি পাহাড় যেন ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য একটি যে স্থানে ছিল ঠিক্ সেই স্থানেই যেন আছে; যেন একটুও অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় নাই। যে পাহাড় যত দূরস্থ, সেইটি তত এক স্থানে আছে বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর নিকটস্থ, এবং কোন্‌টি দূরস্থ, তাহা নির্ণয় হইতে পারে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির উদয় ও অস্ত প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যেগুলি অতি স্থির বলিয়া মনে হয়। যে সময় চন্দ্রকে আকাশের ঊর্দ্ধে, আমাদিগের মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়, যদি ঠিক সেই সময়ে একটা "হনুমান যন্ত্রে" চাপিয়া, এক লম্ফে নিমেষের মধ্যে কলিকাতা হইতে আফ্রিকার গিনি উপকূলে উপস্থিত হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে চন্দ্র যেন ঠিক বিপরীত দিকে সেই সময়ে এক লম্ফ দিয়া প্রায় সমান পরিমাণে পিছাইয়া গেল; কিন্তু কতকগুলি নক্ষত্র যেন প্রায় যেখানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল।

দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে একটি জ্যোতিষ্ককে দেখিলে, একটু বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে সেটিকে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দুইটি দিকের অন্তর স্থির করিলে, জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণ করা যায়। এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক:—
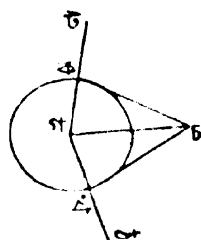
পার্শ্বস্থ চিত্রে বৃত্তটিকে পৃথিবী মনে করা যাউক; এবং মনে করা যাউক যে ক চিহ্নিত স্থানে একজন দাঁড়াইয়া চ নামক জ্যোতিষ্কটিকে দেখিতেছে। বলা বাহুল্য যে, জ্যোতিষ্কটি দ্রষ্টার চক্ষে ক চ রেখা ক্রমে দৃষ্ট হইবে। তেমনি যদি আর একজন খ চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া দেখে, তবে সে ঐ জ্যোতিষ্কটি খ চ রেখা ক্রমে দেখিতে পাইবে।

এখানে কচখ কোণ, বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দিকের অন্তর। এখন

ক গ খ চ চতুর্ভুজের কোণ গুলির পরিমাণ, এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ 'গক' এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলে, ত্রিকোণ,মিতির একটি সহজ অঙ্ক কষিয়া, কচ,খচ এবং গ চ রেখার দৈর্ঘ্য স্থির করা যাইতে পারে। যাঁহাদের গণিত শাস্ত্র জানা আছে তাঁহারা অনায়াসেই একথাটার সম্ভবত্ব বুঝিতে পারিবেন।

জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণের কৌশল বুঝাইবার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। কোনও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা করাও অসম্ভব। তবে এই দূরত্ব নিরূপণ যে সম্ভবপর ব্যাপার, তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া গেল।

উদাসীনের চিন্তা।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।।

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব করিওনা, কাল নিমেষে সমস্তই হরণ করে।

ভবানীপ্রসাদ নিওগী তেঁতুলিয়া গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। ভবানীপ্রসাদ শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। জননী অতি কষ্টে তাঁহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন। তিনি যৌবন কালে পদার্পণ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ সহায়-সম্পদ-বিহীন দেখিতে লাগিলেন। ভবানী প্রসাদ কলিকাতায় যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায় করিতে পারেন কি না, তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন কলিকাতায় যাইয়া কোনও সওদাগরের বাড়ীতে সামান্য কাজ করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় যাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এমন সংস্থান কিছু নাই। জননীর হাত শূন্য, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেও কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যাঁহার সহায়, তাঁহার কোন না কোন উপায় শীঘ্রই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ভবানী প্রসাদের কোনও প্রতিবেশী বিধবা গঙ্গাবাসে যাইবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায় এমন লোক মিলিতেছে না। তিনি একদিন ভবানীপ্রসাদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তখন ভবানীপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া বিধবা মহিলার সঙ্গে ভবানী-প্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন। অচিরে তাঁহার এক সওদাগরের বাড়ী সামান্য কর্ম্ম জুটিল। ভবানীপ্রসাদ মাসে মাসে যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ জননীকে পাঠাইয়া দেন, অবশিষ্টাংশ হইতে নিজের ভরণ পোষণ

নির্ব্বাহ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতেছেন। ভবানীপ্রসাদ ভদ্রবংশ-সম্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বংশ-মর্য্যাদার অনুরোধে অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিতেন না। স্বহস্তে রন্ধন এবং ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে মুহূর্ত্তরেও লোক-নিন্দার ভয় কিংবা কষ্টের উদ্রেক হয় নাই। বিধাতার বিধানই চমৎকার! তিনি যাহাদ্বারা যে কাজ সম্পাদিত করাইয়া লইবেন, তাঁহাকে সে কাজ সম্পাদনের উপযোগী উপাদানেই গঠন করেন। ভবানী-প্রসাদের চিত্তে জাত্যা-ভিমানের ভাবটা প্রবল হইলে, তিনি তাঁহার সামান্য আয় হইতে কখনও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। যাহা হউক ভবানী-প্রসাদ তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এক সামান্য বোতলের দোকান খুলি-লেন। তখন আর তিনি সওদাগরের বাড়ীর কাজ রাখিতে পারিলেন না। দুই চারি মাস চলিয়া গেল, কারবার ভালরূপ চলিতেছে না। ইহাতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তাঁহার মনে কেমন এক বিশ্বাস যে তিনি ব্যব-সায়ে বড়লোক হইবেন। এই বিশ্বাসের বলেই কখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। ফলসম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ সহজেই ধৈর্য্যশূন্য হইয়া পড়ে। এক বৎসরকাল দোকান একরূপ চলিল। দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র যেন অবস্থাচক্র ঘুরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ হইতে আশার আলোক আসিয়া ভবানী-প্রসাদের চিত্তকে আলোকিত করিতে লাগিল। দোকানে বেশ লাভ দাঁড়াইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোনও এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভবানীপ্রসাদকে কন্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। ভবানী-প্রসাদ বিবাহ করিলেন। বিবাহে যে অর্থ পাইলেন, তাহাও দোকানে মূলধন-রূপে খাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে একপুরুষের মধ্যেই তিনি বড়লোক হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত ক্ষুদ্রচেতা লোকদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের তাহা হয় নাই। ভবানীপ্রসাদের সেই ধৈর্য্য, সেই বিনয়, সেই অধ্যবসায়, সেই নিরভি-মানিতা, সেই পরিশ্রমশীলতা সকলই রহিল। যে ভবানীপ্রসাদকে পূর্ব্বে গ্রামের লোক অবজ্ঞা করিত, সে এখন সকলের আদরের পাত্র। প্রাচীন লোকেরা এখন তাহাকে নিওগী মশায় এবং নব্য যুবকেরা ভবানী বাবু বলিয়া সম্বোধন করেন। ভবানী বাবু দানশীলতা-গুণে সরকার বাহাদুরের নিকটও বিল-ক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি রায়বাহাদুর ও একজন সম্মানিত মাজিষ্ট্রেট। ভবানী বাবুর একমাত্র কন্যা। কন্যার নাম নিরয়কুমারী। নিরয়কুমারী পিতৃগুণ কিছুই পায় নাই। মায়ের দাম্ভি-কতা, ধন ও জাত্যভিমানটুকু ষোল আনা লাভ করিয়াছেন। অলসের শিরোমণি,

মুখরার হদ্দ। নিরয় যখন বালিকা ছিল, তখন তাহার মধ্যে এ সকল দোষ বড় দেখা যায় নাই। প্রতিবেশী রাধাগোবিন্দ বাবুর কন্যা সুরজা তাহার বাল্যসখী ছিল। রাধাগোবিন্দের অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও নিরয় সুরজাকে আপনার বোনটীর মত দেখিত। তাহার সহিত খেলা করিত। কখন কখন মায়ের অজ্ঞাতে একত্র বসিয়া আহারাদি করিত। জননী জানিতে পারিলেই এজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেন। বাল্যসুলভ সরলতা নিরয়ের প্রাণ অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং সে জননীর তিরস্কারেও সুরজার সহিত ভগ্নীর ন্যায় মিশিতে বিরত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাব তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। স্বাভাবিক সরলতা, নিরভিমানিতা এবং সাম্যভাব ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। জনক জননীর কুশিক্ষায় অনেক বালক বালিকার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। নিরয়কুমারীর জীবন তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। নিরয়কুমারী এখন আর সুরজাদের বাড়ী যায় না, সুরজার সঙ্গে কথা বলা অপমানজনক মনে করে। সুরজাকে দেখিলে পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়। সুরজাও সাহস করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হয় না। নিরয়কুমারীর বয়স এখন দশ বৎসরের অধিক নয়। তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু স্ত্রীর যখন সন্তান হইবার আশা নাই—তখন নিরয়কুমারীর বিবাহ দিয়া জামাইকে গৃহে রাখেন ইহাই ইচ্ছা। অথচ মৃত্যুর পর পিণ্ড প্রাপ্তির আশা প্রাণ হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না। তাই এক একবার পোষ্যপুত্র গ্রহণেরও আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে পোষ্য পুত্র গ্রহণ কামনা পরিত্যাগ করিলেন। জামাইকে গৃহে রাখিতে হইলে বর মূর্খ ও দরিদ্র না হইলে চলিবে না, কারণ বর শিক্ষিত লোক হইলে শ্বশুরের গৃহে চিরকাল থাকিবেন প্রত্যয় কি? ধনী হইলেও কেহ এরূপ জীবন কাটাইতে সম্মত হইবে না। এজন্য ভবানী বাবু এক মূর্খ দরিদ্রের সন্তানকে কন্যার বর মনোনীত করিলেন। বরটী দেখিতে সুশ্রী ছিল বটে, কিন্তু অন্তঃসার-বিহীন। নিরয়কুমারীর পক্ষেও এরূপ বরই আদরণীয়, কারণ সে তাহাকে কলুর বলদের মত যথেচ্ছা ঘুরাইতে পারিবে। বিবাহের পর পাঁচ বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু তৎপরে প্রতিকূল বায়ু বহিতে লাগিল। ভবানী বাবু পদ্মা নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদার হইবার ইচ্ছা এত প্রবল যে ঐ সম্পত্তি ক্রয়কালে ১॥ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ঋণের সুদ ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। এদিকে ব্যবসায়ের অবস্থাও তত ভাল নয়। লাভ আর পূর্ব্বের মত হইতেছে না। কিয়ৎকাল এইরূপে চলিতে লাগিল। পদ্মানদী অতি ভীষণ। যাঁহারা তাহার

মহিমার বিষয় জানেন, তাঁহারা সহজে তাহা ভুলেন না। বৎসর বৎসর কত গ্রাম অট্টালিকা—কত গৃহস্থপল্লী উদর-সাৎ করিতেছে! ইহার প্রভাবে কত জমিদার দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফকির হইয়া পড়িতেছে! ভবানী বাবুরও সে দুর্গতি ঘটিল। পদ্মানদীর প্রকোপ তাঁহার জমিদারীর উপর পতিত হইল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারী সমস্ত পদ্মা গর্ভে নিখাত হইল। এখন তিনি ঋণজালে জড়িত। দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদ একাকী আসে না। চতুর্দ্দিক হইতে যেন বিপদরাশি মুখবিস্তার করিয়া তাহার সুখচন্দ্রমা গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। কন্যা নিরয়কুমারী চিররুগ্না হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী বাতব্যাধি রোগে শয্যাশায়িনী। এদিকে উত্তমর্ণগণ ঋণ শোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ভবানী বাবু আর কোনও পথ না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। উত্তমর্ণ-গণ এই সংবাদ পাইয়া অমনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করিল। নিরয়কুমারীর আর এখন উচুমুখে উচু কথা নাই—ম্রিয়-মান হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী এক পাখীর দলে জুটিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে যে নিরয় রাজকুমারী ছিল, আজ সে পথের কাঙ্গালিনী। এমন কি উত্তমর্ণগণ বসত বাড়ী খানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখন নিরয়কুমারী এবং তাহার জননী যান কোথা? সুরজা এই সংবাদ শুনিতে পাইল। সুরজার পিতা নির্ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু সুরজা এক ধনী জমিদারের হাতে পড়িয়াছে। তাহার স্বামীর বিপুল সম্পত্তি। কিন্তু এতাদৃশ সম্পত্তির অধি-কারিণী হইয়াও সুরজার মস্তক ঘূর্ণায়-মান হয় নাই। তাহার প্রকৃতি অধিক পরি-মাণে ভবানী বাবুর প্রকৃতির মত ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সুরজা নিরয়ের দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে স্থির করিল। কিন্তু অভিমানী নিরয় তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবে কি না এই সন্দেহ তাহার মনে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় থাকিয়া অব-শেষে সুরজা সাহায্যের প্রস্তাব করাই স্থির করিল। সুরজা স্বয়ং এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল। তাহার স্বামীও উদারচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সুরজার সাধু সংকল্পে বিঘ্ন না জন্মাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমো-দন করিলেন। সুরজা পিতৃগৃহে আসিয়া ভবানী বাবুর বাড়ীতে গেল। সুরজাকে দেখিয়া নিরয়ের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, আর সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল সুরজার সঙ্গে বাক্য বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। শোকাবেগ কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সুরজাকে

বলিল, এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সুরজার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিরয়ের এই অবস্থা দেখিয়া সুরজাও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না—অবশেষে নিরয়ের পিতার আংশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া বসতবাড়ী খানি মুক্ত করিবার প্রস্তাব করিল। নিরয়ের আর এখন সে অভিমান নাই। বিপদের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, সুতরাং সুরজার প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইল। উত্তমর্ণদিগের কেহ কেহ সুরজার এই মহত্বের কথা শুনিয়া আংশিক টাকা গ্রহণ করিয়াই নিরয়কে ঋণ মুক্ত করিয়া দিলেন। নিরয় এখন সুরজার অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদনের এবং বাসগৃহাভাবের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। ধন্য সুরজা!!! তোমার মহত্ত্ব সকল মহিলারই অনুকরণীয়।

উপসংহারে ভগিনীদিগকে প্রস্তাবের শিরোভাগস্থিত শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিধাতার বিধি বুঝা ভার, ভবিষ্যতের গর্ভে কার জন্য কি নিহিত থাকে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। তাই ক্ষুদ্রমনা লোক ভিন্ন কেহ কালের ক্রীড়ার বস্তু ধনমানের গর্ব্ব করে না। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই ধন, জন এবং যৌবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন, এজন্য তাঁহারা কখনও গর্ব্বিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই তৃণের মত নীচু হইয়া থাকেন। প্রত্যেক নরনারীর এতাদৃশ আদর্শের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জীবন মধুময় হইবে।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

শেষ।

দাস দাসীগণকে পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাদের সহিত ইয়ারকি দেওয়া বা পরিহাসাদি করা কর্ত্তব্য নহে এবং তাহারা যেখানে হাস্য পরিহাস ও গল্পগাছা করে, তথায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের প্রতি, জননীর ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের পীড়া হইলে চিকিৎসা করাইবে—চিকিৎসককে টাকা দিবে এবং পীড়িতের শুশ্রূষা করিবে। রোগী ভাল হইলে যদি তোমার আর্থিক অভাব থাকে, তবে না হয় তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লইবে, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে মারা গেলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তাহারা মনোনীত না হইলে জবাব দেওয়া ভাল, কিন্তু গালি গালাজ দেওয়া উচিত নহে। গৃহে কোন উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে অন্যান্য পরিবারগণের ন্যায় উহাদিগকেও দেওয়া

উচিত। গৃহিণীর নিকট মাতার ন্যায় স্নেহ ও শাসন প্রাপ্ত হইলে উহারাও সন্তানের ন্যায় ভক্তি ও ভয় করিয়া গৃহের কার্য্য গুলি নিজের কার্য্যের ন্যায় মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিবে এবং ঐ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিবে না।

গাভীগণ হিন্দুদিগের মাতার ন্যায় পূজ্যা। আমরা ইহার অর্থ যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহা এই যে গাভীদুগ্ধ স্তনের ন্যায় মনুষ্যশরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। যে সকল শিশু অন্ন অথবা তদ্রূপ কোন জিনিষ ভক্ষণ করিতে পারে না এবং যে শিশুগণ স্তন্যে বঞ্চিত, গাভীদুগ্ধ তাহাদের জীবন স্বরূপ। গাভীদুগ্ধে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্য কিছু আহার না করিয়াও এক গাভীদুগ্ধে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে সমর্থ; তদ্ভিন্ন যাগযজ্ঞ হোম বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে গাভীদুগ্ধ ও ঘৃত একটী প্রধান সামগ্রী। এমন উপকারিণী গাভীকে মাতৃস্থানীয়া করিয়া হিন্দুগণ কেমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন! গাভীগণ অতি নিরীহস্বভাব এবং উদ্ভিদ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করে—হিংসা প্রবৃত্তি ইহাদের আদৌ নাই, সুতরাং এই সুন্দর স্বভাবাপন্ন জীবকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুগণ কেন কুণ্ঠিত হইবেন? গাভীর বিষ্ঠা মূত্রও গৃহস্থের অনেক উপকারে আইসে। গার্হস্থ্যধর্ম্মপরায়ণা গৃহিণীগণ এই গাভীকে অতি ভক্তির সহিত যত্ন ও পালন করিবেন। এইরূপ যে পশুগণ আমাদের উপকারে আইসে এবং আমাদের প্রতিপাল্য, তাহাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান করা রমণীর কর্ত্তব্য। গৃহপালিত পক্ষীগুলির প্রতিও যত্ন চেষ্টার ত্রুটী হওয়া উচিত নহে। স্বাধীনতা-বঞ্চিত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণ যদি গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিয়া অনাহারে অযত্নে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে কি তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না? যদি না হয় তবে তুমি হৃদয়হীনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনের যোগ্যা নও। অতএব গৃহপালিত পক্ষীদিগকে জননীর ন্যায় আহার প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। "প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" এই উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিবে।

স্বাস্থ্য যখন সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের, ও সকল সুখের মূল, তখন রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা যদি তুমি তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিতে পার তবে রোগীকে কি না দিলে? পথ্যাভাবে ঔষধ, রোগীর কোন উপকার করে না। ঔষধাভাবে পথ্যদ্বারা রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পথ্যাভাবে বাঁচিতে পারে না,—"যা না করে বৈদ্য তা করে পথ্য" এই কথাটী অতি সার। সুতরাং পথ্যাদিদ্বারা রোগীর শুশ্রূষা করাও গার্হস্থ্যধর্ম্মের অন্তর্গত।

এখন আর তপোবন নাই—সংসার-

ত্যাগী, ফলমূলাহারী সংযতেন্দ্রিয় বনবাসী আর্য্য ঋষিগণও নাই এবং সহমরণ প্রথাও নাই, সুতরাং বিধবাগণকে যখন গৃহে থাকিয়াই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে, তখন সধবা রমণীকেও ঈশ্বর এবং পতি পদে মতি রাখিয়া উক্ত প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সধবা রমণীগণের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণে তাঁহাদের প্রভেদ এই যে তাঁহারা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। একদা মহামুনি বশিষ্ঠ, ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ॥"

হিন্দুবিধবাগণেরও এইরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা উচিত। পরিজন অতিথি ও গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত না করিলে তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ। যৎস্যাদ্ধারণপ্রযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

সতীধর্ম্ম যে কেবল মাত্র স্বামীকে লইয়া তাহা নহে, তাহা হইলে স্বামীর চাকরীস্থানবাসিনী—শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর প্রভৃতিকে অবজ্ঞাকারিণী—পরিজনগণের সহিত কলহপ্রিয়া—পরিজনদিগের মধ্যে কেহ গলা শুকাইয়া মরিলেও এক বিন্দু জল না দিয়া, বাবু (স্বামী) আসিলেই মিছরী ভিজা ও খাবারাদি লইয়া যাঁহারা হাজির থাকেন, তাঁহারা কি পবিত্র সতী নামের যোগ্যা? কখনই নহে। শাণ্ডিলী নাম্নী একটী সতীরমণী স্বর্গে গমন করিলে স্বর্গবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! তুমি কি পুণ্যে এত উচ্চ স্বর্গে আসিয়াছ? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম—তাহাই হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, এইজন্য শাণ্ডিলীর সেই সুধাময় নীতিপূর্ণ বাক্যগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈত মনোগতং।
প্রদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥
অসদ্বাহসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনে নোপদংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা॥
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং॥
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমিচ॥
প্রবাসং যদিমে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেন চিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা॥
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানমাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনাঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি॥
নোত্থায় যামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেষু তুষ্যতি মে মনঃ॥
নায়াসায়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেপি সর্ব্বদা।
গুপ্ত গুহ্যা সদাচাম্মি স সংসৃষ্ট নিবেশনা॥

তৎপরেই বলা হইয়াছে যে, "যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখভোগ করেন। শ্রীকুমুদিনী রায়।

কোরিয়া প্রদেশের মহিলা।

পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন কিছুকাল হইতে কোরিয়া প্রদেশ লইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। জাপান বলেন ন্যায়তঃ কোরিয়া রাজ্য তাঁহারই অধিকারভুক্ত, কিন্তু চীন জাপানের এই দাবী অস্বীকার করেন। কোরিয়া রাজ্যের উপর কে আধিপত্য করিবেন, তাহারই মীমাংসার জন্য বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কোরিয়া প্রদেশ সভ্যজগতের নিকট এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল।

চীন-জাপানে সমর আরম্ভ হওয়া অবধি কোরিয়া প্রদেশ সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব অবগত হইতে সকলেই উৎসুকতা প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ কোরিয়ার মহিলাগণের অবস্থার বিষয় জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

কোরিয়াদেশীয় মহিলাগণের জীবন বহুলাংশে চীনমহিলাগণের জীবনের আদর্শে গঠিত। কোরিয়ার সামাজিক ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। সেখানে বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। যে পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক একটী পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক বাটীতে বহু স্ত্রী লইয়া বাস করার প্রথা কোরিয়াবাসিগণ ঘৃণনীয় বিবেচনা করেন। চীন ও জাপানীয় রমণীগণ সাধারণতঃ রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা, কিন্তু কোরিয়া মহিলাগণের মধ্যে অনেকেই সৌন্দর্য্য-বিরহিতা। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বিবেচনায় কোরিয়ার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ অতীব কুৎসিতা। ভারতবর্ষের ন্যায় কোরিয়ার নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ রাজপথে বাহির হইতে সঙ্কুচিতা হয় না, কিন্তু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা রাজপথে বহির্গতা হন, তাঁহারা মস্তক ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করেন, এবং তাহাতে কেবল চক্ষুদ্বয়ের উপযোগী দুইটী ছিদ্র রাখিয়া দেন। কোরিয়া প্রদেশে সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ বালকদিগের সহিত একত্র ক্রীড়া করে এবং বালকদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। এখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিলেই কোনও বালিকাকে কোনও বালকের সহিত আর বাক্যা-

লাপ করিতে দেওয়া হয় না এবং অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। কোরিয় মহিলাগণের পরিচ্ছদ কতকটা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় কোন কোন স্থলের রমণীগণের পরিচ্ছদের অনুরূপ। কোরিয়া প্রদেশে ধুতী বা সাড়ী ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রীলোকগণ পাজামা পরিধান করেন; কিন্তু একটী পাজামা পরিধান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট নহে; উপর্য্যুপরি তিনটী পাজামা পরিধান না করিলে তাঁহারা দেশাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করারূপ অপরাধে অপরাধিনী হন। পাজামার উপরে পিরাণের ন্যায় একটী গাত্রাবরণ পরিধান করিতে হয়; উহা রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। গাত্রাভরণে পকেট না থাকাতে, ইহাঁরা একটি থলিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহা কোমরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

কতকগুলি সুমাতা।

(৩৫৭ সংখ্যা-১৮২ পৃষ্ঠার পর)

মাতাই সন্তানের আদিগুরু। প্রকৃতি হইতে শিশু যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তৎপরেই জননীর নিকট শিক্ষিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর গৃহই প্রধান শিক্ষাগার। এই গৃহে যদি সুখশান্তি, পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আমোদ থাকে এবং আদিগুরু জননী যদ্যপি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে উদ্যানজাত সুগন্ধ কুসুমের ন্যায় শিশুচরিত্র পরিণামে সুগন্ধ ও মধুময় হইয়া জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ শিশুচরিত্র বিশুদ্ধ; কিন্তু পাত্রভেদে লবণ যেমন তিক্ত হইয়া পড়ে, জননীর দোষগুণে শিশুগণ তেমনি বিগড়াইয়া যায়। ক্ষুদ্র শিশু যে অবাধ্য হয় বা মিথ্যা বলে, সে কাহার দোষ? তাহার না তাহার শিক্ষাদাত্রী জননীর? পূর্ব্বকালে মাতা শিশুকে যদ্রূপ শিক্ষা দিতেন শিশুগণ সেইরূপ আচরণ করিয়া যশস্বী হইতেন। নিম্নলিখিত জননীদ্বয়ের চরিত্রদ্বারা বুঝা যাইবে কিরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সুমিত্রা—রামায়ণবর্ণিত সুমিত্রা দেবী এক আদর্শ মাতা। প্রাণাধিক পুত্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। আদর্শ মাতা আরণ্য গমনোদ্যত পুত্রকে বলিতেছেন;—

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে;
রামপ্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি।
ইদংহি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্;
দানং দীক্ষাচ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি।

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্;
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্।

"হে পুত্র! বনবাসের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তোমাকে বনগমনে আদেশ দিতেছি। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি, তুমি ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সমরে দেহত্যাগ ইহাই এ বংশের ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিবে।" সুমিত্রাদেবী প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণের শিরোঘ্রাণ করতঃ সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন "বৎস! তবেএ খন তুমি সচ্ছন্দে শ্রীরামের সহিত অরণ্যচারী হও।" সুমাতার নিকট সাধুবাক্যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ অযোধ্যার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী এবং যৌবন-তৃষ্ণা পরিহার করিয়া জটা অজিনধারী ব্রহ্মচারী হইতে পারিয়াছিলেন। সুমিত্রা সতী ভাবাবেগ রুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাই পরিণামে ইন্দ্রজিৎ-জয়ী বীর লক্ষ্মণের জননী হইয়াছিলেন এবং আদর্শ দেবতা হইয়া অদ্যাপি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তি গ্রহণ করিতেছেন।

কুন্তীদেবী-যদুবংশের শূরসেন রাজার দুহিতা। যদুবংশের ভাগিনের ভোজরাজ কুন্ত অপুত্রক থাকায় শূরসেন-নৃপতি নিজ কন্যাকে তাঁহার নিকট লালনপালনার্থে দিয়াছিলেন। শূরসেন-তনয়া সে সময় পৃথা নামে অভিহিত হইতেন। পরে ভোজ-রাজ কুন্ত নিজ নামানুসারে কুন্তী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশীল কুন্ত নৃপতি দুহিতা কুন্তী দেবীকে অতিথিপরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় কুন্তী দেবী দুর্ব্বাসাপ্রসাদাৎ "অভীষ্ট মন্ত্র" পাইয়াছিলেন। মহাবংশে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণ এক এক জন পরাক্রান্ত বীর, তথাচ তিনি এক দিনের জন্যও অহঙ্কার করেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণা কুন্তী দেবী ধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তাই মাদ্রী দেবী নিজ সুতগণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া গর্ভজাত পুত্রাপেক্ষা নকুল সহদেবকে অধিক স্নেহ করিতেন। বন-বাস গমনকালে কুন্তীদেবী সপত্নী-পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন;—

"ওরে পুত্র সহদেব! ফিরে চাহ মোরে।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলে অন্তরে॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব থাক্ যদি না পারে রহিতে।
সবে থাক্ তুমি থাক আমার সহিতে॥"

যখন কুন্তী দেবী দেখিলেন সহদেব ভ্রাতৃগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, সক-

তেরই বনবাসে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, তখন বধূকে বলিতেছেন ;—

না করহ আন, ভাবী নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধু কর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য স্থিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছে বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভাল মতে।
সহজে বালক, বনে মহা দুঃখ,
সদা দেখিবে স্নেহেতে।
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি।'

কুন্তীচরিত্রে, এই এক মহত্ব। আপনাকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসা এই ত অসাধারণ মহত্ব। জননী মাত্রেই প্রাণাপেক্ষা গর্ভজাত তনয়কে স্নেহ করেন। সপত্নী-তনয়ে যাহার এতাদৃশ প্রেম, না জানি তাঁর ভালবাসা কতই ছিল! আর এক স্থলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন বর প্রদান করিতে চাহিলেন, সেই সময় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীকে বলিতেছেন "হে মাতঃ আপনার গুণেই আপনার পুত্রগণ জয়লাভ করিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইলেন। আমি আপনারও আপনার পুত্রগণের গুণে একান্ত বশীভূত ও প্রীত হইয়াছি, এখন আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন!" ধর্ম্মপরায়ণা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া একান্ত বিনয় সহকারে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "তাত! এ সংসারের ধন সম্পদ কিছুই নহে, অকিঞ্চিৎকর দৃষ্ট বস্তু মাত্র। ইহা ভোগতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিকুলকে বর্দ্ধিত করিয়া মানবকে বিনাশের পথে চালিত করে। সুখেচ্ছা বর্দ্ধিত ও অসংযত হইয়া মানব অহঙ্কৃত হয় এবং মত্ত হইয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ চরণারবিন্দকে* তুচ্ছ করিয়া থাকে। হে বৎস! যদি একান্তই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক, তবে দুঃখই পুনরায় প্রদান কর, কারণ দুঃখের অবস্থায় তোমাকে স্মরণ ও তোমার উপর নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তোমাকে বিস্মৃত ও তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য হওয়াই মৃত্যুর অবস্থা। হে কৃষ্ণ! এই অবস্থা হইতে আমাকে ও আমার প্রাণাধিক পুত্রগণকে রক্ষা কর। কুন্তী দেবীর চরিত্রে উদারতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, নির্ভরশীলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি একাধারে বিরাজমান। এমন প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ জননী না হইলে কি পাণ্ডবগণ এতদূর শক্তিশালী হইতে পারিতেন? কখনই না। যে যত মহৎ হউক না কেন, মূলে জননীর শক্তি। কুন্তীর ঐ সকল গুণ এক একজন পাণ্ডবের চরিত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

সুশীলাবালা সিংহ।

---

* কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

ইয়োরোপীয় নাবিকদিগের কয়েকটী কুসংস্কার।

কোন অর্ণবপোতে শব লইয়া গেলে সেই অর্ণবপোতের ভবিষ্যতে অমঙ্গল হইবে।

দ্রুতগামী অর্ণবপোতের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিবে।

ঝটিকার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে যদি কোন অর্ণবপোতারোহী কেশ মুণ্ডন বা নখ কর্ত্তন করেন, তাহাহইলে সেই অর্ণবপোতের বিপদ ঘটিবে।

অর্ণবপোতস্থ মূষিকগণ যদি তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাহইলে অল্প-কালের মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইবে।

জাহাজছাড়িবার সময় যদি আরোহী-দিগের মধ্যে কেহ বামদিকে ফিরিয়া হাঁচিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাহা বড় অশুভকর।

যদি অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করাই-বার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী শূকরশাবক হনন করিলে, কিম্বা জাহা-জের মাস্তুলে একটী ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে উক্ত বাসনা পূর্ণ হইবেক।

পেট্রেল নামক পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইলে ঝটিকা ও বৃষ্টিপাত হইবে এবং অক্-পক্ষী নয়নপথে পড়িলে শীঘ্র গম্য স্থানে পৌছান যাইবেক।

জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রবারি মধ্যে বিড়াল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্রঝটিকা হইবে।

সমুদ্রের যে সকল স্থলে কোন অর্ণব-পোত পূর্ব্বে জলনিমগ্ন হইয়াছে এরূপ প্রবাদ আছে, সেই সকল স্থলে জলমগ্ন পোতারোহীদিগের প্রেতাত্মা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরেই আত্মঘাতী-দিগের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। ষ্টোয়িক (কৃচ্ছ্রসাধক) সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রীকদার্শ-নিকগণ আত্মহত্যা প্রশংসাজনক বিবে-চনা করিতেন। রোমান্ ব্যবস্থাপক-দিগের মতে আত্মহত্যা দোষ বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় শিক্ষিত ও ধনবান শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আত্মহত্যা অধিক সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। ইয়ো-রোপে স্ত্রীলোক আত্মঘাতিনীদিগের মধ্যে অনেকেই বিষপান, উদ্বন্ধন, অনা-হার, প্রভৃতি উপায়ে কিম্বা অস্ত্রদ্বারা গলদেশচ্ছেদন করিয়া আত্মহত্যা করেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার তিন শত বৎ-সর পূর্ব্বে রোমান্দিগের মধ্যে শ্মশ্রু মুণ্ডন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম দিন শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবার সময় মহোৎসব করিবার রীতি রোমান্দিগের মধ্যে প্রচ-লিত ছিল। তাহারা মনে করিতেন ঐ

দিন হইতে তাঁহারা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়া সংসারে প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ করিলেন।

টিন্‌টোরেটো নামক ইতালীয় চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত "স্বর্গ" নামক চিত্রের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি চিত্র পৃথিবীতে আর নাই। এই চিত্রখানি ৮৪ ফিট্ প্রশস্ত এবং ৩৩$\frac{1}{2}$ ফিট উচ্চ। ইহা এক্ষণে ভিনিস্ নগরের "ডোজেস্ পেলেস্" চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌দিগের মধ্যে বৃক্ষের দীর্ঘতা লইয়া আলোচনা হয়। তৎকালে প্রতিপন্ন হয় যে বিক্টোরিয়া প্রদেশে ৪২৫ ফিট দীর্ঘ যে বৃক্ষ নয়নগোচর হইয়াছিল, তদপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ আর কুত্রাপি নাই।

ইয়োরোপবাসিগণ বর্ষে বর্ষে বিবাহ দিবসের সাংবৎসরিক উৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম বাৎসরিক উৎসবকে ইঁহারা লৌহময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করেন, এবং তদনুসারে পঞ্চম বাৎসরিক উৎসবকে কাষ্ঠময়, দশম বাৎসরিক উৎসবকে টিন্‌ময়, পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসবকে স্ফটিকময়, বিংশ বাৎসরিক উৎসবকে কাচময়; পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক উৎসবকে রৌপ্যময়; ত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে তুলাময়; পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে বস্ত্রময়; চত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে উর্ণাময়; পঞ্চচত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে রেশমময়; পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসবকে স্বর্ণময়; এবং পঞ্চসপ্ততি বাৎসরিক উৎসবকে হীরকময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে তাহা ঘণ্টায় কত মাইল গমন করিতেছে, তাহা জানিবার একটী সহজ উপায় আছে। একটী রেলের সহিত অপর একটী রেলের যেখানে সংযোগ আছে, সেই স্থানের উপর দিয়া গাড়ী যাইবার সময় একটী বিশেষ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে যতবার ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, রেলগাড়ী প্রতি ঘণ্টায় সেই সংখ্যক মাইল যাত্রা করিতেছে স্থির করিতে হইবে। এই গণনা সকল রেলগাড়ীর সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৬এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা উপাধি বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। এবার ছোটলাট ও জষ্টিস গুরুদাস বাবু দুইধারে বসেন এবং বাইস চান্সেলর সার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট ডিগ্রী পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে উপাধি দান করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি ইংরাজ ও বঙ্গমহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম দ্বিতীয় বার এম এ এবং কুমারী হেমপ্রভা বসু ও সরলা রক্ষিত বি এ উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন।

২। ৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। প্রতিনিধি দ্বারা মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হয়।

৩। হচিং নামক স্থানে চীনজাপানীগণের মধ্যে আবার এক মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে চীনেরা পরাভূত হইয়াছে; চীনদিগের ১০০০ এবং জাপানীদিগের ৪০ জন মাত্র সৈন্য হত হইয়াছে।

৫। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্ সার টী মথুস্বামী আর কে, সি, আই, ই পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী উপযুক্ত সন্তান হারাইলেন। সুব্রহ্মণ আর সি আই ই ইহাঁর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড চর্চ্চহিলের মৃত্যু হইয়াছে।

৭। প্রশান্ত মহাসাগরের হাবাই দ্বীপের রাজ্ঞী লিলুক্কো কেলানিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়, দেশবাসীরা পুনরায় তাঁহাকে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

৮। জর্ম্মণীতে বিড়ালের ট্যাক্স হইয়াছে।

৯। আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৮ই এফ এ ও বি এ পরীক্ষা বসিবে। ১৮৯৬ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৭এ জানুয়ারী এবং এফ এ, বি এ পরীক্ষা ৬ই ফেব্রুয়ারি বসিবে।

১০। পারস্যদেশে কুচান নগরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১। মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগের এক বৈদেশিক প্রচার সভা আছে, তাহার শাখার সংখ্যা ৬১২৮ এবং সভ্য সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। ইহাঁরা গত এক বৎসরে ধর্ম্মবিষয়ে ৫০ পৃষ্ঠা লেখা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

বামারচনা।

দেবঘর।

"সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি"

১

শ্যামল সুন্দর ছটা চারু তপোবন—
স্বরগ বাতাস চুমি
আরামে পড়িছে ঘুমি,
কানন, প্রান্তর, গিরি, পশু, পাখিগণ।
মানবের বুকে বুকে,
কোটি জনমের সুখে,
খুলিয়া দেছেছে যেন সুধা প্রস্রবণ।
বিভল পরাণ-মন,
অচেতনে অচেতন,
অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিছে ভুবন।
নয়নে জাগিছে শ্যাম চারু তপোবন॥

২

এদেশে বহেনা বুঝি মরতের বায়,
এখানে মুহূর্ত্ত-পরে,
ফুল বুঝি নাহি ঝরে,
চাঁদিমা চাকেনা মুখ তামসী নিশায়;
আসি এই রাজাসনে,
(মলয়-মুখর-মনে)
বসন্ত, ছুঁইলে বুঝি ফিরে নাহি যায়।

এই খানে চির তরে,
পাহাড়ের স্তরে স্তরে,
বরষা উছলে বুঝি শত ফোয়ারায়?
ধরার বিষাক্ত বায়ু
হরে যে জীবের আয়ু,
সে কভু এ দেব-দেশ ছুঁইতে না পায়!
এখানে বহেনা কভু মরতের বা'য়!

৩

বিরাজিছে "তপোগিরি" দেব-সৌধ বৎ—
স্নেহ কোল প্রসারিত,
জুড়া'তে শ্রান্তের চিত,
গড়িলা কি বিশ্ব কারু শত শৃঙ্গ রথ!
ও বরাঙ্গে মধু মাসে
কচি কিশলয় ভাসে,
কনক কেতন রাঙ্গা, মাতায় জগৎ!
এদিকে তুলিয়া কর
"নন্দন" ভূধর বর,
দেখায় পথিকে ডেকে ত্রিদিবের পথ!
এ দেশের সব যেন দেব-চিত্রবৎ!

৪

নিরমল শশী তারা জাগিছে আকাশে,
দেব মন্দিরের মাঝে,
শত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্রবীভূত পবিত্রতা "শিব-গঙ্গা" ভাসে!
কোটী কণ্ঠে ডাকে নর,
"বম্ বম্ হর হর"
দিগন্ত প্লাবিত করে একই নিশ্বাসে!
পুণ্য, শান্তি, পবিত্রতা,
নরে দিতে অমরতা,
ছাড়ি সে অমরাবতী ভবে নেমে আসে,
তারি সাক্ষী তারা শশী জাগিছে আকাশে!

৫

সসীম মানব-প্রাণে "অসীম" উদয়,
অসীম অনন্ত শক্তি,
অসীম অনন্ত ভক্তি,
অসীম অনন্ত দেবে পূরিত হৃদয়!
খুলি আঁখি খুলি মন
আয় ডাকি, ভাই বোন,
"জয় অনাথের নাথ, বৈদ্য নাথ জয়!"

মুছি অশ্রু-মাখা আঁখি,
প্রাণ ভরে সবে ডাকি—
কোমল দুর্ব্বল কণ্ঠ তাহে নাহি ভয়!—
শিশুর করুণ ভাষে,
স্নেহে মা ছুটিয়া আসে,
এক ফোঁটা অশ্রু পড়ি ভিজে বিশ্বময়!
অনন্তে—দিগন্ত প'র,
এ আকুল দীন স্বর
উঠিবে, মিলিবে সেই চরণে আশ্রয়—
আয় ডাকি, ভাই বোন, ডাকিতে কি ভয়?

৬

ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর,
ধন্য তুমি মহাতীর্থ,
তোমার বাতাসে চিত্ত,
মন্দাকিনী-স্নাত যথা পূত কলেবর!
ভূধর, নির্ঝর, তব
অতুল সুন্দর সব,
প্রকৃতির লীলাগৃহ, এ বন প্রান্তর!
নগর কি রাজালয়,
এ মাধুরী—কোথা নয়,
(কার এ উদার প্রাণ সরল সুন্দর?)
সেথা যে গরজে কাজে,
বেহাগ ভৈরবী বাজে!—
সেথা বাঁশি অর্থ দাসী, সদা স্বার্থপর!
তুমি মা আনন্দধাম,
বুকে ভরা শিব নাম,
সাধক-হৃদয় তুমি দেবতার ঘর!
জনতায় পরিহরি,
তাপসীর বেশে মরি,
লুকি আছ শান্ত, স্নিগ্ধ, আশ্রম ভিতর!
তাই তুমি নিরুপম,
মায়ের অঞ্চল সম,
স্নেহ মমতার গঙ্গা, সুখের নির্ঝর!
হেন মনে সাধ করি,
এ সৌন্দর্য্যে ডুবে মরি,
এক পলে হয়ে যাক্ কোটী জন্মান্তর!
ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর।

শ্রী. কাব্য কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬২ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩০১—মার্চ্চ ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জন্মমৃত্যু—পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৭০, প্রতিদিন ১ লক্ষ ৮ শত এবং প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৬৮ লক্ষ লোকের জন্ম হয় এবং প্রতি মিনিটে ৬৮, প্রতিদিন ৯৭, ৭৯০ ও প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৫১ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মিনিটে জাত ৭০টীর মধ্যে ২টী সন্তান বাঁচে, তাহাতেই পৃথিবী চলিতেছে !!

দান—কাশীর মহারাজ তত্রত্য ঈশ্বরী স্ত্রী-হাঁসপাতালে মাসিক ৩০০, টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সুদীর্ঘ কাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন, তাঁহার স্থানে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ প্রশংসিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে ছোটলাট তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তে মারীভয়—কলিকাতা ও উপনগরের স্থানে স্থানে এবৎসর বসন্তের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অনেক দিন এরূপ দেখা যায় নাই। প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় এই রোগে গড়ে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হইতেছে। যাহারা টীকা না লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পীড়া, ও মৃত্যু অধিক। টীকা লইতে কেহ যেন ঔদাস্য না করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবৎসর

৫৬৮৩, গত বৎসর, ৫৩৮০ ; এফ,এ ৩০৪১ গত বৎসর ২৩৭০ ; বি, এ, ১৪২৭, গত বৎসর ১৪২৯ জন। বি এ ভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

বিবী আনি বেসাণ্ট—পুনরায় কলিকাতায় আগত। এই মার্চ্চ মাসের প্রথমে নানাস্থানে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব—বড় বড় জ্যোতির্বিদ-পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ছায়াপথে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে সৌরজগৎ আছে, তাহার জ্যোতি পৃথিবীতে আসিতে ৯ কোটী বৎসর লাগিবে। আলোক প্রত্যেক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল চলিয়া থাকে।

লেডী এলগিনের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধিপত্নী গরিবদিগের ছোট ভগিনীগণের আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছেন।

শোভাবাজার দাতব্য সভা—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৺ মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে ইহার বার্ষিক সভা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। ছোট লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসর এই সভার আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং অনাথ নিরাশ্রয় বিধবাদিগের ভরণপোষণ ও গরিব ছাত্রদিগের লেখাপড়ায় অধিকাংশ ব্যয় হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি কামনা করি।

কার্য্য ধুরন্ধর রমণী—বিলাতের "ওম্যান" নামক সংবাদ পত্র ১৮৯৪ সালে স্ত্রীজাতির উপকারার্থ যত স্ত্রীলোক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিবি অার্মিষ্টন ডেণ্টকে ১ম, লেডী হেনরী সমারসেটকে ২য়, সদারলণ্ডের ডচেসকে ৩য়, ইংলণ্ডীয় যুবরাজপত্নীকে ৪র্থ, ওয়ারউইকের কাউণ্টেসকে ৫ম, এবং লেডী জোনকে ৬ষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। নামজাদা না হইয়াও গোপনে যে সকল মহিলা স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতেছেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর তাঁহাদের পুরস্কারদাতা।

গৃহকর্ম্মনিপুণা রমণী—ডেন্মার্কের রাণী স্বহস্তে স্বামীর ছেঁড়া পোষাক মেরামত করিয়া থাকেন।

উঃ পঃ স্ত্রীশিক্ষা সভা—গত ১১ই ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌর প্রাসাদে নূতন স্থাপিত এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে তত্রত্য ছোটলাট সভাপতির আসন লন। বেথুন স্কুলের মত একটী স্ত্রী বিদ্যালয় লক্ষ্ণৌয়ে শীঘ্র স্থাপিত হইবে আশা করা যায়।

বড়লাটের সিমলা যাত্রা—বড়লাট আগামী ২১এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গয়া, দার্জ্জিলিং, দানাপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় যাইবেন।

লেডী ইলিয়ট স্মরণার্থ ফণ্ড—অল্পদিন পরে ছোটলাট সস্ত্রীক এদেশ

ত্যাগ করিবেন। তাঁহার পত্নীর তৈল-চিত্রের জন্য ৬০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও ৪০০০৲ টাকা চাই। এ টাকায় বঙ্গমহিলাদের হিতার্থে কোনও অনুষ্ঠান করিলে অর্থের অধিক সার্থকতা হইত।

রাজসৌজন্য—কয়েক দিন পূর্ব্বে সাম্রাজ্ঞী আপনার ভৃত্যদিগকে দিবসের অধিকাংশকাল আলস্যে কাটাইতে দেখিয়া তাহাদের জন্য এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকগুলি তাঁহার নিজের নির্ব্বাচিত।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬১ সংখ্যা ৩০৩ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গদেশে নববধূদিগকে শ্বশুরগৃহে বিশেষ সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতে হইত। তাঁহারা প্রত্যুষে উঠিয়া শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদিগের পাদবন্দনা ও চরণামৃত পান করিতেন। গুরুজনদিগের সহিত কোনও অবিনীত ব্যবহার করা তখন গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণনীয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও তখন মাতা পিতার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না—সে রকম করা মহাপাপ মনে করিতেন। পাছে বালিকা বধূদিগের বিনয়ের কোনও রূপ ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগের লজ্জাশীলতা আতিশয্য দোষে দূষিত হইত। নববধূগণ প্রাণান্তে গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা রোগকাতরতা নির্লজ্জতার স্বরূপ গণ্য হইত।

তখনকার প্রত্যেক গৃহেই প্রায় একান্নভুক্ত বহুপরিবার থাকিত। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য-শূন্য, অসংযত-চিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহুলোক একত্র বাস করিলে সে স্থান যেমন অশান্তিকর হয়, তখনকার অনেক গৃহ সেই রকম অশান্তিকর হইত *। খুঁটিনাটি, চুণটুকু উপলক্ষ করিয়া গার্হস্থ্য বিবাদ, প্রায় সকল ঘরেই ছিল। নববধূগণ, অনেক স্থলেই দারুণ নিপীড়িতা হইতেন। শাশুড়ী, ননদিনী, যাতা—প্রধানতঃ সপত্নী (সপত্নী তখন প্রায়ই থাকিত।) নববধূদিগের নিপীড়নের প্রধান কারণস্বরূপা ছিলেন। অভিভাবিকা রমণীগণ যে রকম চাহেন, নববধূ সেই রকম নিরীহ, সেই রকম মৃদুস্বভাবা, সেই রকম গৃহকার্য্যে সুদক্ষা এবং সেই রকম সেবা-পরায়ণা না হইলেই

---

* একান্নভুক্ত বহু পরিবারের ফলে অনেক মহত্ত্ব, অনেক সুখ, অনেক সাধুতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু "বহু পরিবার" সুশিক্ষিত না হইলে যে তাহার ফল বিষম অনর্থকর হইয়া থাকে, একথা অনেকেই "সত্য" বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অনেকে তেলেবেগুণে জলিয়া উঠিতেন! কার্য্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অনেক বালিকাবধূর পক্ষে এ রকম ক্লেশ "অসহনীয়" বলিয়াই বোধ হইত! মাতা পিতার স্নেহ যত্নে লালিতা পালিতা বালিকাটীর পক্ষে এরূপ বধূত্বের ক্লেশ যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি বুঝিতে পারেন। সেই নববধূদিগের অনেকে শ্বশুরালয়কে "যমালয়" বলিয়া মনে করিতেন।

ভার্য্যাগণের অবস্থা যেরূপ জানা যায়, তাহাতে অনুভূত হয় যে পতিপ্রেম অপেক্ষা পতিভক্তিই তাঁহাদের মধ্যে "প্রচলিত" ছিল। তাঁহারা স্বামীকে "অভিন্নহৃদয় বন্ধু" মনে না করিয়া কেবল "পূজনীয় গুরু"ই মনে করিতেন। সেইজন্য সর্ব্বদা স্বামীর পাদবন্দনা, চরণামৃতপান এই সকল ভক্তিভাবপূর্ণ কার্য্যেই তাঁহাদের পরিতৃপ্তি জন্মিত। স্বামীর সহিত একহৃদয় হওয়া, তাঁহার নিকটে অসঙ্কোচে মনের কথা বলা, তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করা এ সকল, তখনকার সময়ে নির্লজ্জতার ও প্রগল্‌ভতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীনা গৃহিণীগণও স্বামীকে দেখিলে একহাত ঘোমটা টানিয়া দূরে পলায়ন করিতেন।

দাম্পত্য প্রেমের যাহা শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ, সেই একনিষ্ঠা পুরুষজাতির মধ্যে কচিৎ মিলিত। পুরুষেরা একবিন্দু ছল ছুতা পাইলেই দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। প্রথমা স্ত্রী কেবল কন্যাপ্রসবিনী, কোনও কুমারীর পিত্রাদি কর্ত্তৃক বিবাহ অনুরুদ্ধ, সুন্দরী বা উচ্চ বংশীয়াকন্যা "পুত্র বধূ হইবে" এই লোভে মাতা পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট, প্রথমা ভার্য্যার সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে "জব্দ" করিবার প্রয়োজন এই সকল ঘটনার কোনও একটী উপস্থিত হইলে অনেক পুরুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ বিশেষ কারণ না থাকিলেও বহুতর কুমারীর পাণিপীড়ন করিতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভার্য্যার ভরণ পোষণ করা দূরে থাকুক, অনেক ভার্য্যার সহিত বিবাহের সময় ব্যতীত সাক্ষাৎ হইত না। ইঁহারা বিবাহে অনেক টাকা পাইতেন বলিয়া বিবাহ করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। *

এইখানে একটী কথার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেকালে অনেক পুরুষই বহুবিবাহ করিতেন; তাই স্বামীর গভীর প্রণয়তৃষ্ণা রমণী-হৃদয়ে অপরিতৃপ্তাবস্থাতেই থাকিত। এই জন্য, সপত্নীবতী রমণীগণ অনেক সময়ে ঔষধ বা মন্ত্রপ্রয়োগে স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে নিজের বশীভূত ও পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্য হইতে তখনকার মহিলাগণের জীবন যে

* কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অদ্যাপি দূর হয় নাই, ইহা নব্য ভারতের কলঙ্কের কথা। তবে অনেকটা হ্রাস হইয়াছে বটে।

কতদূর অসুখী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রমণীগণ গৃহধর্ম্মে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাদিগের গৃহকর্ম্মদক্ষতা ও শ্রমশীলতা যেরূপ প্রশংসনীয়, তাঁহাদিগের দয়া ও সেবাপরায়ণতাও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আত্মীয়দিগের তো কথাই নাই, অতুর, অনাথ, দরিদ্র, বিপন্ন ব্যক্তিগণ নিতান্ত "পর" হইলেও মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে, দাসীর মত পরিচর্য্যায় তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তখন অতিথিসৎকার গৃহস্থগণের পরম ব্রত স্বরূপ ছিল; প্রতিদিন ঘরে ঘরে অতিথি সেবা হইত। গৃহিণীগণ অতিথিসেবার অনুরোধে মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্ট মনে উপবাস করিতেন। অপরিচিত বিপন্ন মানব প্রবাসে এইরূপ মাতা, ভগিনী ও পরিচারিকা লাভ করিত!

কেবল মনুষ্য-সেবা নহে, তাঁহাদের দয়া সকল জীবে পরিব্যাপ্ত হইত, তাঁহাদের সেবায় ইতর জীবগণও পরম সুখে থাকিত। গৃহপালিত গরু, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিকটে অপত্যবৎ স্নেহে পালিত হইত। ইহার মধ্যে গো-সেবা একটী প্রধান ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গো জাতি আমাদের যেরূপ উপকারী, তাহারই উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা লাভ করিত। এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতি বা প্রতিবেশী পরিবারের কোনও অভাব বা প্রয়োজন জানিলে তাঁহারা প্রাণপণে সহায়তা করিতেন।

মাতৃগণ শিশুর (শরীর) পালনে নিপুণা ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারে না হউক, তাঁহারা শিশু-চিকিৎসায়-শিশু-শুশ্রূষায় বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। তবে অনভিজ্ঞতাবশতঃ মানসিক শিক্ষা দিতে পারিতেন না। "জুজু" "কানকাটা" ডাকিয়া, ভূত পেত্নীর কথা বলিয়া, প্রাণের সন্তানকে অনেক সময়ে ভীরু ও নিস্তেজ করিয়া বসিতেন। সূতিকা গৃহের প্রণালী তখন অতিশয় জঘন্য ছিল।

রোগীর শুশ্রূষায় গৃহিণীগণ এত নিপুণা ছিলেন যে চিকিৎসক যে রোগীকে ঔষধে আরাম করিতে পারেন নাই, প্রবীণা গৃহিণীগণ কত সময়ে শুশ্রূষা গুণে সে রোগীকেও আরাম করিয়াছেন। ফলতঃ গৃহধর্ম্ম রক্ষা যেমন তাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা প্রায় তাহারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত মহিলার পারিবারিক অবস্থা এইরূপই।

সামাজিক অবস্থা। পুরুষ জাতি যেরূপ সমাজের বহির্ভাগ, স্ত্রীজাতি সেইরূপ অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। সমাজের বাহিরের কাজ যে রকম পুরুষের কর্ত্তব্য, ভিতরের কাজ সেইরূপ রমণীর কর্ত্তব্য। পুরুষ যেমন সমাজের পালক, রমণী সেইরূপ সমাজের সেবিকা। কিন্তু ভারতে অদ্যাপি এমন লোক সকল আছেন, যে রমণীর সামাজিক কিছু কর্ত্তব্য আছে

বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ এমার্সন বলিয়াছেন, পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু রমণী কার্য্যকরী কবি। স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্ এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকে।” হইতে পারে, মহাত্মা এমার্সন স্ত্রীজাতির প্রতি অনুগ্রহাতিশয়ে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সাধ্বী সুশিক্ষিতা রমণী যে জনসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, ভাবিয়া দেখিলে একথা অনেকেই সত্য বলিয়া বুঝিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, যে দিন সকল রমণী প্রকৃত সুশিক্ষিতা ও সাধ্বী হইবেন, যে দিন সকল রমণীকেই পুরুষজাতি পবিত্রতার প্রতিরূপ বলিয়া বুঝিবেন, সেদিন এজগতে পাপ নীচতা কিছুই রহিবে না। যাহাদিগের জাতীয় উন্নতির উপরে জগতের এতদূর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের “সামাজিক কর্ত্তব্য কিছুই নাই” একথা বলা প্রলাপ মাত্র।

রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য আছে।—রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য রাজকীয় কর্ত্তব্য নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য পুরুষের নেতৃত্ব গ্রহণ নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য যুদ্ধবিগ্রহ নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অবস্থা ও ঘটনাক্রমে সম্ভব হইলেও সাধারণতঃ কোনরূপ অস্বাভাবিক পুরুষোচিত কার্য্য রমণীর কর্ত্তব্য নহে। রমণী-জীবনে যে সকল সামাজিক কর্ত্তব্য আছে, রমণীর তাহাই পালনীয়।

ধর্ম্মভাব-উদ্দীপন, সাধুতা ও পবিত্রতা বিকাশ, দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা, জাতীয় অভাব (স্ত্রীজাতির) মোচন, জাতীয় (স্ত্রীজাতির) উন্নতিসাধন, এবং স্বদেশপ্রীতি অনুশীলন, এই কয়টী কার্য্যকে রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। এই কয়টী করিতেই রমণী পুরুষের সহকারিণী হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত গঠিত জীবন আবশ্যক। রমণীগণের এইরূপ সামাজিক কর্ত্তব্য পালনোপযোগী গঠিত জীবন হইলে, রমণী তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, মানব সমাজ বহুতর উন্নতি লাভ করে—সুপ্রসিদ্ধ এমার্সনের মহাবাক্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভারতবর্ষে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে অনেকেই অনুপযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রাণা রমণী বিদ্যাসাগর-জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী প্রভৃতি দুইচারি জন মহিলা সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ মহিলাগণদ্বারা সামাজিক কর্ত্তব্য অনেকগুলিই পালিত হইত না। তবে সমাজে তাঁহারা যে দুইটি মহৎ কার্য্য করিতেন, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। ধনবতী রমণীগণ দেবতা-প্রতিষ্ঠা, ব্রতাচরণ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কার্য্য করিতেন, ইহাতে

সাধারণের মনও ধর্ম্মপথে আকর্ষিত হইত। আর দীনে দান, ব্যথিতে দয়া, অন্নসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের দ্বারা দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, ইহাতেও জনসমাজ মহোপকৃত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য করিবার মত তাঁহাদিগের শিক্ষা, অবস্থা ও ক্ষমতা কিছুই ছিল না।

সমাজে স্ত্রীজাতির জাতীয় সম্মান ও গৌরব যে রকম ছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আগে আর্য্য ভারতের কথা মনে পড়ে। সেই একদিন, এই ভারতবক্ষে দাঁড়াইয়া, প্রাণের উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ভরিয়া আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"*

বর্ত্তমান সভ্য সমাজে (বিদেশের অবস্থা) স্ত্রীজাতি বিশেষ সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা বটে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে যে রকম সম্মান গৌরবের চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বুঝি কোনও দেশে—কোনও সমাজে নাই।

ভারতীয় আর্য্য গণের রাজত্বের সহিত ভারত মহিলার সে সামাজিক সম্মান গৌরব দূর হইয়াছিল, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জানিতেছেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে (ব্যক্তি বিশেষ না হউক) সাধারণ রমণীগণ এদেশে পুরুষ সমাজে অশ্রদ্ধেয়া ও অবহেলনীয়া ছিলেন। পুরুষের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা স্ত্রীজাতির উপরে নানারূপ নির্দ্দয় প্রভুত্ব খাটাইতেন। স্বার্থপর পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ "ধর্ম্মাচরণ" বলিয়া স্ত্রীজাতির নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিত; বিধবা রমণীর সম্পত্তি স্বার্থপর আত্মীয় বা কুটুম্বগণ ফাঁকি দিয়া অথবা কাড়িয়া লইত। স্ত্রীজাতির ভ্রম, ত্রুটি, দোষ প্রভৃতি দেখিলে সংশোধন করা দূরে থাকুক, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া সাধারণ লোকে হাসিত। মার্জ্জিত জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা অভাবে স্ত্রীজাতি নিজেদের দুরবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিতেন না—অথবা জাতীয় উন্নতির জন্যও কোন চেষ্টা করিতে পারিতেন না, "অদৃষ্ট লিপি" অথবা জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়াই সকল দুঃখ সহিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রমণীদিগের অনেকেই শৈশবে বিবাহিতা হইত। শৈশবেই কোন কোন কুমারীকে বহু পত্নী সপত্নীর উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইত। কোথাও পাঁচ বৎসরের বালিকাকে পঞ্চাশবর্ষবয়স্ক পুরুষের সহধর্ম্মিণীত্ব করিতে দেওয়া হইত। বালিকা বিধবা অথবা পিতৃবিধবা অপরিচিত, অজ্ঞাতনিষ্ঠ পতির জন্য চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্য করিত। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী করিয়া গঠন করা হইত না, যে সকল আনন্দিক শক্তির অনুশীলনে মানব আত্মসংযমের শিক্ষা লাভ করে, তাহাদিগের সে সাম-

---

* যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন; আর যেখানে স্ত্রীলোকেরা অনাদৃতা হন, সেখানে সকল ক্রিয়াই বিফল।

সিক শক্তির অনুশীলন হইত না; তথাপি সমাজ তাঁহাদিগকে "পতিপ্রাণা অনুগামিনী" সাজাইতে চাহিত। প্রাপ্ত-বয়স্কা নববিধবাগণ কেহ কেহ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। "সহমরণে" বংশগৌরব ছিল বলিয়া অনেকে সহমরণের জন্য স্ত্রীজাতিকে উত্তেজিত করিত। যে নববিধবা অগ্রে স্বীকৃতা হইয়া, পরে সহমরণের ক্লেশ স্বীকার করিতে অসম্মতা হইত, সমাজ তাহাকে কখনই ছাড়িত না, তাহাকে বাঁশবাখারির লাঠির আঘাতে আধমরা করিয়া সহমৃতা করাইত। সেইরূপ রমণীরও বহুবৎসর স্বর্গ লাভ হইত!

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত-মহিলাদিগকে, সমাজ এই রকম নিষ্ঠুর অধীনতায় বাঁধিয়া পদদলিত করিতেন। স্ত্রীজাতির বাহ্যিক স্বাধীনতা আমরা "বঙ্গদেশের উপযোগী" অদ্যাপি বলিতে পারি না।* কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা, জাতীয় জীবনের উন্নতি বিষয়ে স্বাধীন-চিত্ততা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি, শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত মহিলাদিগের সাধারণতঃ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পঞ্জাব, বোম্বাই, লাহোর, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে স্ত্রীজাতির বাহ্যিক স্বাধীনতা অনেকটা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারাও বঙ্গমহিলার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরাধীনা ছিলেন। শৈশব বিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা তাঁহাদের সমাজেও প্রচলিত ছিল। লেখা পড়া অথবা জ্ঞানানুশীলন, ভারতের কোনও স্থানেই প্রচলিত ছিল না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" বলিয়াছিলেন, গত শতাব্দীর সেই ভারতবর্ষে, নারী জাতির অবস্থা, মোটের উপরে এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

লণ্ডনে নগরে ও প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী বার্লিন নগরে দিবাভাগ ১৬ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সুইডেনের অন্তঃ-পাতী ষ্টকহলম নগরে দিবাভাগ ১৮ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। রুষিয়ার রাজ-ধানী সেণ্টপিটর্স বর্গ নগরে ও সাই-বিরিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী টোবলস্ক নগরে দিবাভাগ ১৯ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ফিনলেণ্ড প্রদেশের টর্ণিয়া নগরে জুন মাসের ২১ তারিখে ২২ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। উত্তর কেন্দ্রস্থ স্পিটজ বার্জেন নগরে দীর্ঘতম দিনের স্থায়িত্ব সার্দ্ধ তিন মাস কাল।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময়ে

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদিগের যে মতামত তাহা ১২৯৮ সালের পৌষ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় "কিশোরীর পীরিতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছি।

এবং কোন্ ব্যক্তি চসমা প্রস্তুত করেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপে উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর্‌লাটি নামক ফ্লোরেন্সবাসী একজন ইতালীয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ডের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগের সংস্কার আছে যে জানুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কন্যা সৎস্বভাবা ও বুদ্ধিমতী গৃহিণী হইবে; ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে দয়াবতী, স্নেহময়ী ও স্বামিভক্তিপরায়ণা হইবে; মার্চ্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কলহপ্রিয়া ও আমোদপ্রিয়া হইবে; এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধিহীনা কিন্তু শ্রীসম্পন্না হইবে; মে মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে সুখসম্পদভোগিনী, সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী হইবে; জুন মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে আবেগ পূর্ণা হইবে এবং অল্প বয়সে পরিণীতা হইবে; জুলাই মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে অসন্তোষপ্রকৃতি হইবে; আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কার্য্যনিপুণা ও অমায়িকস্বভাবা হইবে এবং ধনী ব্যক্তির সহিত পরিণীতা হইবে; সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বিবেকসম্পন্না ও মিষ্ট ভাষিণী ও সর্ব্বজন প্রিয়া হইবে, অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে রূপলাবণ্যবিশিষ্টা কিন্তু অসুখিনী হইবে, নবেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে স্থূলকায়া ও অপরিমিতব্যয়শীলা হইবে।

সাক্ষাৎ হইলে ইংরাজে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেমন আছ?" ফরাসীরা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন ভোলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ?" ইটালীয় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার অবস্থা কিরূপ?" জর্ম্মণ বলেন "তুমি আপনাকে কেমন দেখ্‌ছ?" সুইডেনবাসী বলেন "তুমি কেমন?" ওলন্দাজ বলেন, "তুমি কিরূপ বলেছ? "মিসরবাসী বলেন;—"তোমার কেমন ঘর্ম্ম হচ্ছে?" চীন জিজ্ঞাসা করেন "তোমার উদরের অবস্থা কিরূপ?" অথবা "তুমি কি ভাত খেয়েছ?" পোলাণ্ডবাসী জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন রেখেছ?" রুস বলেন, তুমি কেমন বেঁচে আছ?" পারস্যবাসী বলেন "তোমার ছায়া যেন কখন হ্রস্ব না হয়।" পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই সমস্ত সম্ভাষণ গুলির একই ভাবার্থ।

মৎস্যের শ্রবণ শক্তি আছে ইহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। মৎস্যজীবীদিগের এই তত্ত্ব প্রায় জানা নাই। তাহারা মৎস্য ধরিবার সময় মৎস্য শ্রবণ-শক্তি-বিহীন মনে করিয়া শব্দ করা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করে না। মৎস্যের শ্রবণশক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন ইংরাজ প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন যে একবার তিনি একটী পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একদল শিকারী পক্ষী মারিবার জন্য বাহির হইয়াছিল; ক্রমাগত বন্দুক ছুড়িতেছিল। তিনি দেখিলেন যতবার

বন্দুকের শব্দ হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখস্থ ঘাটের জলে যে সকল মৎস্য ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা ভীত হইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী মিসিসিপি নদীর তীরে "রাক্ষস পাদপ" নামে এক জাতীয় বিষাক্ত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বৃক্ষের নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য লতা বৃক্ষাদি রোপিত হইলে তাহা অল্পকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার লালবর্ণ ছোট ছোট ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি দেখিতে পেয়ালার ন্যায়; মধ্যভাগে অতি অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ দেখা যায়; উহা কীট পতঙ্গদিগের প্রাণনাশক। পুষ্পমধ্যস্থ এই জলীয় পদার্থে শত শত মক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গ মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখা গিয়া থাকে। গরু বাছুর এই বৃক্ষের পত্র বা পুষ্প আহার করিলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই বৃক্ষের বিষের প্রতিশোধক এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকার যে সকল স্থানে "রাক্ষস পাদপ" জন্মাইতে দেখা যায়, সেই খানেই প্রায়ই ভয় হইয়া থাকে।

বারমেসে।

চৈত্র।

জল হইয়া "যো" হইলেই এইমাসে অধিক পরিমাণে ভূমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের আবাদ করিতে হয়, জলের সুবিধা হইলে, তৎসমুদয় এই মাসে করা যাইতে পারে। জল না হইলেও কৃষকেরা এই মাসে আশুধান্যের "কাঁকড়ি" করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে শুষ্ক ভূমিতে অধিক পরিমাণে লাঙ্গল ও মই দিয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। সেই ধূলির মধ্যে আশুধান্যের বীজ বপন করিতে হয়। পরে জল হইলে অবিলম্বে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঐরূপ শুষ্ক ভূমির ধূলির উপর বীজ বপন করাকে 'কাঁকড়ি' করা বলে। 'কাঁকড়ির' অনেকবীজ পক্ষ্যাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়ার আর একটা বিশেষ গুণ আছে। ঐরূপে উক্ত বীজ হইতে যে সকল ধানের গাছ জন্মে, তাহাতে আদৌ কোন প্রকার পোকা লাগে না। ইহা ধান্য আবাদের পক্ষে নিতান্ত অল্প সুবিধা নহে। কেননা আশুধান্যে বিবিধ কীটের উৎপাত হইয়া থাকে।

বেগুণের চারা—এই মাসে বেগুণের চারা তৈয়ার করিতে হয়। একটী চৌকার মাটী উত্তমরূপে চূর্ণ ও সার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বেগুণের বীজ বপন করিবে এবং চৌকার মাটী চাপিয়া দিবে, নচেৎ পিপীলিকা ও অন্যান্য কীটে তাহা খাইয়া ফেলে। খেজুরের

পাতা কলার বাইল দ্বারা ঐ চৌকা আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার উপর অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিবে। এই চারা বড় হইলে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইটী মাস বাদ দিয়া অবশিষ্ট দশ মাসের যে কোন মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে রোপণ করাই প্রশস্ত। বেগুণের ক্ষেত্র শুষ্ক হইলেই তাহাতে জল দিতে এবং গাছে বা ফল-ফুলে পোকা ধরিলে তাহাতে ভস্মচূর্ণ দিতে পারিলে বার মাসই বেগুণ ফলে। কিন্তু শীতকাল ভিন্ন অন্যকালে জাত বেগুন তাদৃশ সুস্বাদু হয় না। এই ফসলের চাষ আবাদ সম্বন্ধে খনা আপন স্বামী মিহিরকে 'বরাহের পো' এই নাম দিয়া বলিয়াছেন,—

"বলে গেছে বরাহের পো।
দশটা মাস বেগুণ রো॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাই কোন বিবাদ॥
পোকা ধরলে দিবে ছাই।
এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥
মাটী শুকালে দিবে জল।
সকল মাসে পাবে ফল॥"

ইক্ষু,—ফাল্গুন মাসে ইক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়। কোন কোন কৃষক প্রত্যেক ঝাড়ের কিয়দংশ ভূমিতে রাখিয়া ইক্ষু ছেদন করে। চৈত্র মাসে সেই ভূমিতে সাবধানে ২।১ বার লাঙ্গল দিয়া তাহাতে জলসেচন করে। তাহাতে প্রত্যেক ইক্ষুমূলের চক্ষুঃপার্শ্ব হইতে নূতন ইক্ষু জন্মে। সেই ইক্ষুকে রীতিমত পালন করিলে তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হয়। এইরূপে একবার আবাদ করিয়া ২।৩ বর্ষ ইক্ষু আবাদ চালাইতে পারা যায়।

পান,—এই মাসে পানের লতা অনেকটা বড় বড় হয়। তাহার কিয়দংশ টানিয়া খড়ি খাঁকড়ার গোড়ায় জড়াইয়া দিয়া অগ্রভাগ মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। পানের পাতা প্রবৃদ্ধ, অর্থাৎ পক হইলে প্রথমে লতায় মূলের দিক্ হইতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে।

আর একজাতীয় পান ও লঙ্কা আছে, উভয়ই লতা জাতীয়, যে কোন বৃহৎ বৃক্ষের মূলে উহা রোপণ করিয়া ঐ বৃক্ষে উঠাইয়া দিতে হয়। উহার বিশেষ চাষ আবাদ কিছু নাই। লঙ্কার নাম "চই," উহার গোড়াই লঙ্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ লঙ্কা হইতে উহা মিষ্ট ও উপকারক। যে সকল পীড়ায় লঙ্কা মরিচের ঝাল একবারে নিষিদ্ধ, তাহাতে 'চই ঝাল' অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। ঐ পানের বিশেষ কোন নাম নাই। উভয়ই বঙ্গের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

ফুলের কলম,—যদি ফুলের "চোক কলম" ও "চক্ষু কলম" করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা এই মাসেই করিতে হইবে। কলম করা উদ্যান কার্য্যের অন্তর্গত। উহা নানাবিধ এবং বিলক্ষণ জটিল

ব্যাপার। একবার স্বচক্ষে ঐ সকল প্রক্রিয়া দর্শন না করিলে, কেবল বিবরণ পাঠে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।

(১) একটী দেশী কুলের নধর চারার মূল হইতে এক ফুট আন্দাজ রাখিয়া ছেদন করিবে। ঐ ছিন্ন অংশের অব্যবহিত নিম্নে যে পত্রগ্রন্থি আছে, তাহা হইতে ছিন্ন অংশ পর্য্যন্ত চারিপাশের ছাল চাঁচিয়া ফেলিবে। একটী বিলাতী কুলের নূতন তেজাল শাখার কর্ত্তিত মুখের দিকে কিঞ্চিৎ মাইজ বা কাষ্ঠ বাহির করিয়া ফেলিবে। চতুর্দ্দিকের ত্বকটী যেন ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া না যায়। এই শাখার কাষ্ঠশূন্য অংশ পূর্ব্বোক্ত চারার কাষ্ঠে বসাইয়া দিবে। এই কার্য্য এরূপ হস্তনৈপুণ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে যেন, ঐ যোড়ের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ছোট বড় এবং শিথিল না হয়। পরে উহার চারিদিকে মসলা মাটী দিয়া চট বা মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই কলমে অধিক রৌদ্র না লাগে এবং যে পর্য্যন্ত বর্ষারম্ভ না হয়, তদবধি জলের ঝারা দিতে হয়। এই প্রস্তুতীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই কলম শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার নাম "চোক্‌কলম"।

(২) দেশী কুলগাছের যে সকল স্থান হইতে শাখা নির্গত হয়, সেই সকল স্থানকে চক্ষু কহে। এই মাসে গাছে [illegible] মুকুল বা কুঁড়ি নির্গত হইতে থাকে। উত্তম ধারাল ছুরী দ্বারা চতুঃপার্শ্বের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ও কাষ্ঠের সহিত ঐ কুঁড়ি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর বিলাতী কুলের তাদৃশ নূতন শাখা মুকুল বা কুঁড়ি আনিয়া উহার মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। পরে তাহাকে যথাবিধি পালন (যেমন চোক্‌কলমে বিবৃত হইয়াছে।) করিলে চক্ষু কলম প্রস্তুত হয়।

বাঁশ,—গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে গোবর ও জল দিয়া উত্তমরূপে কাদা করিবে। একখানা পুরাতন বাঁশের কিয়দংশ মূল শুদ্ধ তুলিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দিবে। ঈষৎ হেলাইয়া বসাইবে এবং চারি পাঁচ হাতের অধিক রাখিবে না। উহাকে বাঁশের মুড়া কহে। মধ্যে মধ্যে উহার মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ইহা হইতে কাল সহকারে একঝাড় নূতন বাঁশ প্রস্তুত হয়।

আরও এক প্রকারে নূতন বাঁশঝাড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক খানা বহুগ্রন্থিযুক্ত পাকা বাঁশ লম্বাভাবে পুতিয়া ফেলিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তদুপরি জল দিতে হয়। ক্রমে উহার প্রত্যেক গাঁইট হইতেই প্রায় নূতন বাঁশ জন্মে। প্রথম দুই তিন বৎসর বাঁশ সকল বড় স্থূল হয় না। পরে যথাকালে অনুরূপ অন্তরে কয়েকটা ঝাড় রাখিয়া অবশিষ্ট ঝাড়গুলি মারিয়া ফেলিলে বাঁশ ক্রমশঃ মোটা ও লম্বা হইতে থাকে। এই সকল ব্যাপার কেবল পড়িলে চলিবে না।

যাঁহার সুবিধা আছে, তাঁহাকে হাতে কলমে করিতে হইবে, যে হেতু এসকল বিষয় ক্ষণিক আমোদজনক কার্য্যও নহে,—নাটকও নহে। কাজের কথা, কাজে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করাই উচিত। এই মাসে পুরাতন বাঁশঝাড়ের গোড়ায় সরস পলি মাটী তুলিয়া দিতে হয়, যথা—

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী॥"

তিল,—ফাল্গুন মাসের শেষ আট দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম আটদিন, এই ষোলদিনের মধ্যে যে কৃষক তিল বপন করিতে পারেন, তাঁহার তিল বেশ হয়। যথা,—

ফাল্গুনের আট চৈতের আট।
সেই তিল দায়ে কাট॥"

এই প্রবাদে গাছ তেজাল হইবার কথা আছে। গাছ তেজাল হইলেই ফলন বেশী হওয়া সম্ভব।

ভুট্টা,—এই ফসলকে এদেশে জনারা কহে। ধান্যাদির চাষ আবাদ যেমন এদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, পশ্চিমে ভুট্টার আবাদ তদ্রূপ। মথুরা, কাণপুর, বুলন্দসহর, ফরেক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে আমরা ভুট্টার ক্ষেত্র ও আড়ত দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া বেশ বুকা যায় যে, ঐ ফসল তত্তদ্দেশের একটী প্রধান শস্য। আড়ত সকলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে ভুট্টার ফল বোকাই হইয়াছে। বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা ঐ ফল হইতে দানা বাহির করিতেছে। বেলেঘাটা প্রভৃতি চাউলের আড়তে যেমন পর্ব্বতময় চাউলের কাঁড়ি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উপরি উক্ত স্থান সকলে সেইরূপ ভুট্টা দানায় স্তূপ দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে ভুট্টা একটী মূল্যবান্ ফসল। সেই জন্য কথিত আছে,—

"যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ।
তবে চৈত্রমাসে ভুট্টা গিয়া রো॥"

চৈত্রমাসে ভুট্টার আবাদ করিলে ফসল বেশী হইয়া অর্থাগম হয়।

আমরা এতদিনে "বারমেসে" অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের প্রয়োজনীয় কৃষি বিবরণ শেষ করিলাম। এক্ষণে "কৃষি সম্বন্ধে নানা কথা" এই শিরোনামে কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম। তন্মধ্যে চৈত্রমাসের বিবরণের সহিত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস সংক্রান্ত কথায় আলোচনা করিব।

"যদিবর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজা পুণ্যদেশ।
যদি বর্ষে ফাল্গুনে,
চিনা কাউন দ্বিগুণে॥"

মাঘের শেষে বর্ষণ হইলে নৈদাঘ ও হৈমন্তিক উভয়বিধ ফসলই উত্তম হয়। ফাল্গুনে বর্ষণ হইলে পশ্চিম দেশীয় চিনা ও কাউন নামক ধান্য দ্বিগুণ পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

"মাঘ মাসে বর্ষে দেড়া।
রাজা ছেড়ে প্রজার সেরা॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে কৃষকগণ বহু-

শস্য পাইয়া পরম সুখী হয়। তখন তাহারা অন্যের নিকট রাজবৎ সেবা ও সম্মান প্রাপ্ত হয়।

"যদি হয় চৈত্র মাসে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে সুবৃষ্টি হয়, সে বার প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে।

"যদি বর্ষে মকরে।
তবে ধান হবে টিকরে॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে টিকর, অর্থাৎ উচ্চ ভূমিতেও ধান জন্মে।

"চৈতে কুয়া ভাদ্রে বাণ।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ী টান॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে কোয়াসা এবং ভাদ্র মাসে বন্যা হয়, সে বর্ষে নিশ্চয়ই মহামারী হইয়া সেখানে সেখানে নর কপাল গড়াগড়ি যায়।

"চৈতে থর থর বৈশাখে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥"

যে বৎসর পর্য্যন্ত খুব শীত থাকে, বৈশাখ মাসে ঝটিকা সহকারে শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক মেঘ বৃষ্টি হয় না; সে বৎসর নিশ্চয়ই সুবর্ষা হইয়া থাকে।

যদি বাহ্য প্রকৃতির ফলাফল, ঐ সকল প্রবাদ অনুসারে সংঘটিত হয় এবং কৃষকগণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে কৃষক মাত্রেরই পরীক্ষা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

সিংহলের কতকগুলি আচার ব্যবহার।

ভগিনীগণ। আপনারা জানেন বা নাই জানেন আমরা বলি যে সিংহল প্রাচীন বাঙ্গালাজাতির উপনিবেশ মাত্র। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, তখন এই উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। এজন্য অনেক সিংহলবাসী এখনও বাঙ্গালীদিগের বংশসম্ভূত ও বাঙ্গালী উপনিবেশীদিগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়া গৌরবসূচক মনে করেন। করিবারও কথা। কালের স্রোতে অন্যান্য সকল সৌসাদৃশ্য ভাসিয়া গেলেও একটি অবশিষ্ট আছে, তাহা কোনও কালে যাইবার নয়। সেটী দেহের গঠন। আহা! আমরা বাঙ্গালী, আমরা যতদূর অধঃপতিত হইতে হয় হইয়াছি। আমাদিগের আবার উপনিবেশ! আমাদিগের উপনিবেশিকগণ আবার আমাদিগের গুণকীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের আদর্শে চরিত্র ও সমাজ গঠন করিতে যত্ন পান। একথা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। ইহাতেই বেশ জানা যায় যে বর্ত্তমান সিংহলবাসিগণ

কতদূর বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। বিধাতার নিয়মে যখন কোনও জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তিনি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় তাহাদিগকে আনিয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই বলিয়াই বুঝি আজ সিংহলের কৃতবিদ্য ধনী মানীব্যক্তিগণ সমাজ, নীতি ও আচার ব্যবহার সংস্করণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদিগের বহুকাল হইতে প্রচলিত পরিচ্ছদ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাতে দৃষ্টি পড়িয়াছে, আন্দোলন চলিতেছে।

সংপ্রতি সিংহলের কতকগুলি ভদ্রমহিলা বুদ্ধ গয়াদিতীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের মত। তবে দেখিলাম সধবাতেও থান পরিয়াছেন আর বিধবাতেও সধবার মত শাটী—বোম্বাই শাটির মত শাটি পরিধান করিয়া থাকেন। তথ্যানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে উহারা যেরূপ পরিহিতা ছিলেন, তাহা উহাদিগের দেশ প্রচলিত প্রথানুমোদিত নহে। তথায় স্বতন্ত্র প্রণালী। সে যাহা হউক আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, উঁহারা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পোষাক অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাদিগের সহিত পার্থক্য এই যে, তাঁহারা পার্শি বা মান্দ্রাজের মহিলাদিগের মত কপা জামা পরিধান করিয়া দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া রাখেন। গৃহপরিচ্ছদ যাহাকে ভাষায় আট পহরিয়া পোষাক বলে, তাহা সচারাচরআমরা বহির্জ্জগতে থাকিয়া দেখিতে পাই না। ইহা কোনও প্রকার দুই খণ্ড বস্ত্রে সম্পন্ন। একখণ্ড কটী হইতে পাদদেশ, অপর খণ্ড কটী হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি বিধবা কি সধবা জামা সকলেরই গাত্রে। অবগুণ্ঠন প্রথা সিংহলে প্রচলিত না থাকায় সিংহলমহিলাকে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিতে দেখি নাই। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকদিগের মত বেশ বিন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু বিধবাকেও আমাদিগের দেশের স্বর্ণ রৌপ্য ফুল সদৃশ স্বর্ণ বা রৌপ্য কেশালঙ্কারে কেশ বিভূষিত করিতে দেখা গিয়াছে। সিংহল নারী চর্ম্ম পাদুকাও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভিক্ষু সন্ন্যাসিনী আছেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীও আছেন। ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইলে, ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি লাভ করিয়া থাকেন,—যথা উপাসিকা ও ভিক্ষুণী। গৃহস্থের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইল, এক্ষণে বৌদ্ধ-বৈরাগিণীদিগের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। এই সুযোগে লেখক অনেক উপাসিকাকেও দর্শন করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও কতকগুলি যুবতীও ছিলেন। কেহ কেহ বিবাহ করিয়া শেষে স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা চিরকুমারী আছেন—আদৌ বিবাহ করেন নাই। ইহাঁরা পাদুকা পরিধান করেন না। পরিধেয় সাদাথান বা ধুতি। সকলের গায়ে জামা দেখিলাম। ইহাঁরা ভিক্ষু শ্রমণদিগের ও আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের ন্যায় একাহারিণী। বৌদ্ধ বলিলে বাঙ্গালী সাধারণে অহিংসা পরমধর্ম্ম-পরতন্ত্র নিরামিষভোজী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাস আশ্রমধারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষভোজী। গৃহীদিগের মধ্যে অনেকেই আমিষভোজী। আমাদিগের দেশে যেরূপ সধবাকে আমিষ ভোজন করিতেই হইবে, সিংহলে সেরূপ নহে। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করা তথাকার সধবাদিগের স্বেচ্ছাধীন, খাইলেও কোন বাধা নাই, না খাইলেও দোষ নাই। কপালে সিঁদুর, হাতে "লো" যেমন আমাদিগের সধবার চিহ্ন, সিংহলবাসিনীর সেরূপ কিছুই নাই। ইহাঁদিগের অনুষ্ঠীত ব্রতাদির কথাও বিশেষ কিছু শুনা যায় না, তবে এইমাত্র শুনিয়াছি যে, শুক্ল পক্ষীয় পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকেন।

পাত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৮।২০ ও পাত্রীর বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৬।১৮ বৎসর হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধ বিবাহ হিন্দু বিবাহের মত নহে। ইহাতে পুরোহিতও নাই, মন্ত্রও নাই, বিগ্রহও নাই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষীয় মাঙ্গল্য ও বস্ত্র অলঙ্কারাদি লইয়া বিবাহ দেন। বলিতে কি ইহা কতকটা(সিভিল ম্যারেজের)আইনের বিবাহের মত। সিংহলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন, নাও পারেন। কোনও রূপ সামাজিক বাধা নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না এক্ষণে, কিছু কিছু, দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলম্বো নগরীর সঙ্গমিত্রা বালিকা বিদ্যালয় প্রধান। প্রধান প্রধান বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী অধ্যাপনাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মনে করুন কাহারও নাম নবীনচন্দ্র ঘোষ। সিংহলী প্রথানুসারে ইহা রাখিতে হইলে ঘোষ নবীনচন্দ্র এইরূপ হইবে। আবার দেখুন, প্রায় সমস্ত সিংহল অধিবাসীর অনার্য্য বিজাতীয় খ্রীষ্টীয় নাম। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে খৃষ্টীয় ওলন্দাজদিগের অধীনে বহুকাল থাকাতে সিংহল এতদূর আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় যে, অধিবাসীরা প্রায় সকলে বিজাতীয় খৃষ্টীয় নাম ও ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। এজন্য ইহাদিগের প্রায় সকলেরই ইউরোপীয় নাম। ধর্ম্ম বিধর্ম্ম কিম্বা প্রেতাত্মামূলক বিবৃত বৌদ্ধ

ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা, কি সিংহলে, কি তিব্বতে, কি শ্যামে, কি ব্রহ্মে, কি চীনে, কি জাপানে, বর্ত্তমান বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও সেই প্রকার বিকৃত শোচনীয় অবস্থা, সুতরাং সিংহলের ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য নাম পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কারের অপনয়ন এবং সমাজ পুনর্গঠন করা।

মুসলমানদিগের মত সিংহলীদিগের শগড়ির বিচার নাই। ইহারা বিছানায় বসিয়া অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে হিন্দুদিগের আচারটা ঐরূপ হইলেও তাঁহারা শয্যায় বসিয়া ভোজন পানাদি করেন না।

মৃত্যুর পর হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন চতুর্থী, দশপিণ্ড, ক্ষৌরকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির বিধি আছে, সিংহলনিবাসী বৌদ্ধদিগের তৎসমতুল্য ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা আছে। চল্লিশ দিনে অশৌচ শেষ হয়—পরে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

(৫৪১ সংখ্যা ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

শাস্ত্রে যে অণ্ড হইতে, মতান্তরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে, ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হয়, তাহার অর্থ এই যে অণ্ডাকার ক্ষিতি-মণ্ডল বহুকাল জলে ভাসমান ছিল। তত্ত্ব সকল পরিণত হইয়া আসিতে আসিতে যখন জল হইতে গন্ধ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া তাহার পরিণামে ক্ষিতিতত্ত্ব উদ্ভূত হইল, তখন ঐ জল রাশিকে ক্ষিতি তত্ত্বের আধার বলা হইল। এজন্য ক্ষিতি-মণ্ডলরূপ অণ্ড জলে ভাসমান ছিল বলা যাইতে পারে। ক্ষিতিমণ্ডলরূপ অণ্ড-কেই ব্রহ্মার আবাসস্থান রূপ পদ্ম বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। মতান্তরে উহা-কেই মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম বলে, কারণ ক্ষিতিতত্ত্ব প্রাকৃতিক পরিণামের সীমান্ত স্থল। সমস্ত তত্ত্বই মুকুলাবস্থা হইতে এই স্থলে আসিয়া পরিপুষ্টতা লাভ করে। মান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ এই ক্ষিতিতত্ত্বেই হইয়া থাকে; কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় স্থান আকৃতির উদ্ভব এই ক্ষিতিতত্ত্ব হইতেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং, ইহাকে ব্রহ্মার আধার রূপ পদ্ম বা উৎপত্তিস্থানরূপ অণ্ড এই উভয় প্রকারেই কল্পনা করা যাইতে পারে। উক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে, অর্থাৎ ভূখণ্ড জল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রকাশিত হইলে, ব্রহ্মা তদুপরি অধিষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ ক্ষিতি তত্ত্বের পরিণামে, যে প্রথম উদ্ভিদরূপ জীবস্বভাব দেখা দিল, তাই ব্রহ্মানামে কল্পিত হইল।

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই কোথা হইতে আসিলাম বলিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করাতে তাঁহার চারিটী মুখ হইল এবং নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে পদ্মনাভের অভ্যন্তরে নিজমূল অন্বেষণার্থে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্বেষণে কৃতকার্য্য না হইয়া, পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল কথাদ্বারা এই অনুভব হয়, যে, জলজ বৃক্ষের পত্র পুষ্পসকল কোনও রূপ আবরণাভাবে একই সময়ে চতুর্দ্দিক দর্শন করিতেছিল, এজন্য ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ বলিয়া কল্পিত হইলেন, এবং জলজবৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকা জল ভাগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উত্থিত হইতে যে কতকাল লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার মূল অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইলেন না।

জলজ বৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকারাশি কালক্রমে জলভাগ অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ জলে মৎস্য, কীট ও জল জন্তুসকল উৎপন্ন হইয়াছিল, কারণ চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটনামক দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। কীটভ শব্দের উত্তর স্বার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিলে, কৈটভ পদ-সিদ্ধ হয়। অতএব জলমধ্যে প্রথম কীট সকলের জন্ম হওয়াকে লক্ষ্য করিয়াই কৈটভ নামক অসুরোৎপন্ন হওয়া কল্পিত হইয়াছে। মধু এক প্রকার পতঙ্গ বিশেষ, যাহারা কীটরূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে পাখা নির্গত হইলে মশক ও মক্ষিকা ইত্যাদি হইয়া উড়িয়া যায়। মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুর সহিত বহুকাল (দেবমানে ৫০০০ বৎসর) যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্তি-কালে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমরা যেন পৃথিবীর উপরিভাগে তোমার হস্তে নিহত হই। ইহার অর্থ এই যে কালক্রমে যখন জল ভাগ কমিয়া গেল এবং মৃত্তিকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া দেখা দিল, তখন কীট পতঙ্গাদি জীবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে দেখ উদ্ভিদ রাজ্যের জীবত্ব ভাবের নাম ব্রহ্মা, এবং উদ্ভিদ সকল সেই জীবনী শক্তির অধীন বলিয়া উহা ব্রহ্মার সৃষ্টবস্তু হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মা যেন প্রথমে উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টিতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি তির্য্যক্ জীব স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

জাপান।

ওই যে দ্বীপটী লোহিত বরণ
প্রশান্তসাগরে ক্ষুদ্র আয়তন,

দেখ নিরখিয়ে দেখ একবার
তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য উহার

কতগুণে বড় !—নগণ্য জাপান
একতার বলে কত বলীয়ান্ !
অবাক্ হইবে শুনিলে সে কথা—
স্বদেশের তরে কি মহাপ্রাণতা !
স্বার্থ সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন
শত শত নর করি প্রাণপণ,
যুঝিছে সমরে নাশিছে অরাতি
অদম্য উৎসাহে রণমদে মাতি।
মহাবল করী—মূষিকের করে
পরাস্ত মানিছে সম্মুখ সমরে।
রণ-বিশারদ—ব্রিটিশ কেশরী
ফরাসী জর্ম্মণ উঠিছে শিহরি !
বিশ বছরের সভ্যতার বলে
কিবা সুনিপুণ সমর কৌশলে !
জলযুদ্ধে কিবা সুদক্ষ জাপান
ডুবাইছে কত চীন জলযান
সসৈন্যে সাগরে,—জনমের মত ;
ধন্য হে জাপান তোমার বীরত্ব।
শত শত নারী করিবারে রণ
রাজার নিকটে করে আবেদন !
মত্ত মাতঙ্গিনী—জাপান রমণী !
বীরাঙ্গনা কত—বীর-প্রসবিনী,
সমর প্রাঙ্গণে প্রাণ দিতে চায় ;
'স্বদেশানুরাগ' ধন্য এ ধরায় !
অসীম সাহসে করিয়ে নির্ভর
পশিছে সমরে নির্ভয় অন্তর !
শত্রুসেনা হেরি হটিবে না রণে,
যায় যাক্ প্রাণ দেশের কারণে।
অহিফেন সেবি—পুরুষত্ব হীন,
গেছে একেবারে অধঃপাতে চীন !
পূর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব দর্প চূর্ণ যার,
অপদার্থ এবে নিস্তেজ অসার !
অদ্ভূত জগতে চীনের প্রাচীর !
যে চীনেতে ছিল শত শত বীর,
কোথায় সে চীন—নেশার অধীন
তাই তার এত দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন !
ভাবিলে সে কথা চোখে বহে জল,
একেবারে চীন গেছে রসাতল।
আলস্য বিলাসবাসনা ও ভোগ
একবার দেশে পশিলে এ রোগ,
করে সর্ব্বনাশ ! বল বীর্য্যহীন
সাধে কিগো গেছে রসাতলে চীন ?
ধন্য হে জাপান ! ধন্য বীরপণা,
এসিয়ায় নাহি তোমার তুলনা।
ক্ষুদ্র কলেবর—বিক্রম বিশাল !
ভেবে দেখ তুমি কি ছিলে হে কাল ?
কাল চক্রে ঘুরি—চীনের পতন,
উদয় তোমাতে সুখের তপন !
কেমন বালার্ক শোভিছে ও শিরে !
আরো যে উজ্জ্বল হইবে অচিরে !
সুসভ্য সমাজে লভি উচ্চ স্থান
তুমিও জগতে হইলে প্রধান।
আরও উচ্চ হবে তারি সূত্রপাত,
সৌভাগ্য তোমার তাই সুপ্রভাত !!

হেঁয়ালি।

তিন অক্ষরে নাম মম বিদিত সংসারে,
কিন্তু পণ্ডিতেরা মোরে অধিক আদরে।
আপন কর্ম্মেতে আমি নাহি হই পিছু,
কালী কালী বিনে মম মুখে নাই কিছু।

পরের মনের কষ্ট না পারি সহিতে,
পর উপকার খাটি দিবসে নিশিতে।
টেনিসন বঙ্গবাসী বঙ্কিম সুজন,
সকলেরি উপকার করেছি সাধন।
নামের প্রথম আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে বিজ্ঞানের সহচর।

আদি বর্ণে শেষ বর্ণে একত্র করিলে,
তখনি বলিয়া হীন সবে অবহেলে।
শেষ আর দ্বিতীয়েতে কর একত্রিত,
ছিছি বলি পলাইবে তখনি ত্বরিত।
যেখানে সেখানে থাকি মুল্যবান নই,
কিন্তু যদি চেন তবে মুল্যবান্ হই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৬০ সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠার পর।)

আমাশয় ও রক্তামাশয়।

১। আমাশয় হইলে জোলাপ লওয়া উচিত। অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় ও মিছরির গুঁড়া সহ সেবন করাইবে। আকন্দ মূলের ছাল চূর্ণ সেবনে আমাশয় রোগের উপশম হয়।

২। কেশুরিয়া, কচি দাড়িম, দাড়িম পাতা, আয়াপানের পাতা, কালা কর্পূর আমপাতা বা দূর্ব্বার, অথবা কুড়চি ছাল ইহার কোন একটীর রস ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করাইলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

৩। কোকশীমের পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ সেবন করিলে আমরক্ত বন্ধ হয়।

৪। চাঁপাকলার শিকড় দুই কুঁচ বাটিয়া খাইলে আমরক্ত সারে। থুল-কুড়ি নামক গাছ খলিসা মাছের সহিত ঝোল করিয়া ১ সপ্তাহ রোগীকে খাওয়া-ইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৫। বেলশুঠা, ধাই ফুল, বালা, লোধ, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ যোয়ান, মুতা, ও শুঠ যোগ করিয়া, সিদ্ধ করণানন্তর গাঢ় কাথ ছাঁকিয়া মধুসহ মুহুর্মুহু অবলেহন করাইলে শিশুগণের আমাশয় রোগ নিবৃত্তি হয়।

৬। বেলশুঠা, ইন্দ্রযব, বালা, মোচ-রস, মুতা এই সকলে মিলিত ২ তোলাকে ঈষৎ কুটা করিয়া ১৬ তোলা জলে সুসিদ্ধ হইলে কেবল দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলে শিশুদের মাংস ও রক্তক্ষরণ সহ গৃহিণী ৪।৫ দিবসে আরোগ্য হয়।

৭। প্রথমে একটী নূতন হাঁড়িতে /৫ সের জল দিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে জল ফুটিতেছে, সেই সময় ঢেঁকিতে কুটা /১ সের কুড়-চীর ছাল ফেলিয়া দিয়া ঘাঁটিতে থাকিবে। যখন দেখিবে বেশ সিদ্ধ হইয়া পাঁচ পোয়া আন্দাজ জল আছে, সেই সময় নামা-ইবে। পরে সেই রস বস্ত্রের দ্বারা

ছাঁকিয়া লইয়া দেখিবে যে পাঁচ পোয়া হইয়াছে কিনা। অনন্তর এক ছটাক ঐ রস এক কাঁচ্চা মধুর সহিত মিলিত করিয়া সকাল ও সন্ধ্যা দুইবার খাওয়াইবে। তিনদিন পরে একবার করিয়া খাওয়াইবে। এইরূপে সাত দিন খাওয়াইলে আমরক্ত আরাম হয়।

৮। জ্বর অসত্বে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ কিছুদিন পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

৯। তিন চারি দিন তেলাকুচা পত্রের রস ১ তোলা পরিমাণে আমাশয় রোগীকে সেবন করাইলে আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

১০। শুষ্ক চিড়ে ৮ তোলা ঘৃত দ্বারা মাখিয়া রাত্রিকালে আমাশয় রোগীকে ভক্ষণ করাইয়া জল পান করিতে দিবে না। এইরূপ ৩ বা ৪ দিন ব্যবহার করাইলে ভয়ঙ্কর আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১১। ৪ তোলা ইসবগুল জলে ভিজাইয়া সেই জল চিনির সহিত দিবসে দুই তিনবার খাইবে। পাঁচ ছয় দিন ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১২। ইসবগুল কতকটা বাছিয়া লইয়া গালে জল দিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিলে আমাশয়, এমন কি রক্তামাশয় ভাল হয়। রাত্রিকালে শয়নের সময় ও প্রাতে সেবন করা প্রশস্ত। বেশীভেদ হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করিতে হয়।

১৩। খই, যষ্টি-মধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া এক চামচে আতপ চালের জলসহ পান করাইলে শিশুদিগের আমাশয় আরোগ্য হয়।

রক্তস্রাব।

১। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শ্বেতদুর্ব্বার রস, ফটকিরির জল কিম্বা চিনি সংযুক্ত দুগ্ধের নস্য লইলে উপকার হয়।

২। ফটকিরি ১০ আনা ও ছাগ দুগ্ধ ৵০ পোয়া সমপরিমাণে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া দিবায় তিনবার সেবন করিলে, রক্তভেদ, রক্ত বমন, রক্ত প্রদর রোগের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৩। ছাগদুগ্ধ ও আতপ চাউলের চেলোনি জল একত্র মিশাইয়া পান করিলে রক্ত উঠা ক্ষান্ত হয়।

৪। পুরাতন চামড়া জল দিয়া থেঁতো করিয়া ক্ষতস্থানে পটী বান্ধিয়া রাখিলে কিম্বা মুখে চিবান দূর্ব্বা ঘাসের রস অস্ত্রাদি জন্য ক্ষত (কাটা) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ ও বেদনা নিবারণ হইয়া কাটা স্থান যোড়া লাগিয়া যায়।

৫। যদি কোন অস্ত্রাদি বা আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া নিয়ত শোণিত স্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে বরফ অথবা ফট্‌কিরি মিশ্রিত জল বারংবার সিঞ্চন

করিলে শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত রোধ হয়।

৬। আয়াপানের পাতার রস পান ও ক্ষত স্থানে প্রদান করিলে রক্ত রোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয়।

৭। ফট্‌কিরির গুঁড়া, বা তামাকের পাতা লাগাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৮। পাথুরিয়া কয়লা জলে ঘসিয়া ক্ষত স্থানে দিলে কাটা ঘা ভাল হয়।

৯। কাটিবা মাত্র কাটা স্থানে গাঁদা পাতার রস দিলে কাটা ঘা যুড়িয়া যায়, কোনও বেদনা হয় না।

১০। মাখন ও তিল তৈল সম পরিমাণে লইয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয়। (ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭২ পৃষ্ঠার পর।)

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

নবাব ওয়াজ্জাদ্ আলি সা কৃত গান।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

ঋ গ { সা ঋ সা ম | গ গ ম ম | প প
আ- রে- { এই- সি নি- মক্ | হা- রা- মি মু- | ল- ক্

প ম | গ ঋ গ || }
ঘি- গা- | রা | আ- রে || }

ম ম প প | প
(১ম) হ- জ- র- ৎ | যাঁ-
(২য়) গ- লি গ- লি | রে।

সা নি | ধ প ম | ম গ ঋ গ || }
তি- | হি ল- গুণ- | কো আ- রে || }
য়ে | পা- থ- রি- | য়া।

ম ধ ধ ধ |
ম- হ- ল- ম- |

ধ নি সা | নি ধ প | ম গ | ঋ গ || }
হ- ল- মে | বে- গ- ম | রোঁ- য়ে- | আ- রে || }

ঝিঁঝিট মিশ্র।

একতালা।

শ্রীচরণ দাস বৈরাগী কৃত গীত পরিবর্ত্তিত ল ও স।

{ ঋ গ ঋ ঋ প প গ গ ম ঋ সা সা | সা সা ম ম গ
{ হে- লা- তে র- ত- নু, হা- রা- ও- না ম- ন, | হ- রি- হ রি ব-

।	। ।	।	। ।।।	+।।	।	।	।	।	।	।	।	+।	।
ম	ধপ	ম	গ	সা'	নি	ধ	নি	ধ	প	ম	ম	ম	প
ল	ব-	দ-	নে।	হ-	রি বোল,	হ-	রি-	বোল,	ব-	ল		শ-	য়-

।	।	।	।	।	।	।	।।।
প	প	প	ধ	ম	প	ম	গ
নে,	স্ব-	প-	নে,	জা-	গ-	র-	ণে॥

	+।	।	।	।	। ।	।	।	।	।	।	।
	গ	গ	গ	গ	গম	ম	প	প	প	প	প
(১ম)	শ্রী-	হি-	কে-	র	সুখ	হ'	ল-	না	ব-	লি-	য়ে,
(২য়)	ম-	নে	ক-	র	সেই	দি-	ন	ভ-	য়-	ঙ্ক-	র,
(৩য়)	ত্য	জ্য	ক-	রে	যে	দিন	যা-	বি-	রে	সং	সার,
(৪র্থ)	চ-	রণ-	ব-	ল	গ-	তি	নাই	হ-	রি	বি-	নে,

+।	।	।	।	। ।	।	।	।	।	।	।
প	সা'	নি	সা'	ধনি	প	ধ	প	ম	গ	গ
তা	ব-	লে	কি	নাম	র	হি-	বি	ভু	লি	য়ে,
অ-	বশ	অঙ্গ	যে	দিন,	হ-	ই-	বে	তো-	মা-	র,
কো-	থায়	র-	বে	তোর	পু	ত্র	প-	রি-	বা-	র,
হ-	রি	না	ম	সু	ধা	পিও-	রে	ব-	দ-	নে,

×।।	।	।।।	।	।	।	।	।
সা'	নি	ধ	নি	ধ	প	ম	ম
যাঁর	না	মে,	যাঁর	প্রে	মে,	হ'-	লেন
সেই	দিন	ব-	দনে	য	দি	ব-	লতে
সং	সার	অ-	সার	আঁ-	খি	মু-	দলে
কলি-	তে	ভ-	রাতে,	হ-	রি	না	ম

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	প	প	প	প	ধ	ম	প	ম	ম	গ	গ
শু-	ক-	দে	ব	সু	খী,	না-	র-	দ-	বি-	রা-	গী-
পা-	র	না	ম,	হ-	রি	পু-	রা-	বে	মন	স্কা-	ম,
অ-	ন্ধ-	কা	র,	ক-	র	হ	রি	প	দ	সা-	র,
ব্র-	হ্ম-	ম-	য়,	যে	জন	জা	নে	রে	নি	শ্চ	য়,

+।	।।	।।	।	।।।	।	।
গ	ম	সা'	নি	সা'	ম	ম
ম-	হা-	দেব	যো-	গী,	বে-	ড়ায়
ত-	রে	যাবে	মো	ক্ষ	ধা	ম,
ষ-	দি	যাবে	ভ-	ব	পা-	র
তা	র	কি	ভ	বে	ভ-	য়,

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	প	প	প	প	ধ	ম	প	ম	গ
শ্ম-	শা-	নে-	ম	শা	নে,	যো	গ-	ধ্যা-	নে।
তো-	মায়	লবে-	না,	ছোঁ-	বে-	না,	শ	ম-	নে।
রে-	খ	রতি-	ম-	তি	হ-	রির	চ-	র	ণে।
সে-	জন	তরি-	তে	পা	রি	বে	তু-	ফা-	নে।

পিতৃ-ভক্তি।

গগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—উর্চ্চতর স্থানে যাঁহার পবিত্র আসন; যিনি পরম গুরু স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীদেবীর পূজ্যতম দেবতা; যিনি নিরাশ্রয় বাল্য-জীবনের আশ্রয়; এবং যে স্নেহময় দেবতার অসীম, অপরিমেয় ও অতুলনীয় স্নেহে আহার সাজ সজ্জা বিদ্যাশিক্ষাদি নানা-বিধ মঙ্গল লাভ করিয়া আজ আমরা জগতে মানব মানবী বলিয়া পরিচিত হইতেছি; সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি যে কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এমন কি আমার এই ক্ষীণ মস্তিষ্ক যে সে বিষয় ধারণা করিতেও নিতান্ত অক্ষম ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে পিতা অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া নিজের ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সন্তানকে সুখী, ধনী, মানী, জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও যশোগৌরবে বিভূষিত দেখিয়া আত্মহারা হইয়া আপনাকে সুখী ও ধন্য জ্ঞান করেন; সেই দয়াময়ের প্রতি যে কি প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। পিতা যে অপত্য-বিচ্ছেদ শোকের বশীভূত হইয়া নিজ জীবন দিতেও অপ্রস্তুত নহেন, তাহা আমরা মহারাজ দশরথের অকাল-মৃত্যুতে বেশ অনুভব করিতে পারি। এমন যে স্নেহাধার পিতা; আমরা অধম, আমরা কি তাঁহার স্নেহরসের একধারারও ধার শুধিতে পারি? পিতা যে কি পরম বস্তু; আমরা অন্ধ, আমরা কি তাহা চিনিতে পারি? আমরা কি সেই দেবতার মহত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি; না তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত প্রেম বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ থাকি? এই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করা মৎতুল্য জ্ঞানহীনা অবলা জনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব এবং এই পিতৃভক্তি বিষয়ক রচনা কি এই সামান্য ভক্তিহীনা মানবীর নির্জ্জীব লেখনী প্রকাশ করিতে পারে? পরম ভক্ত না হইলে কি কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে

সমর্থ হয়? ভক্তির বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদের নিকটে হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল; আর সেই ভক্তি এবং বিশ্বাস বলেই তাহাদের ঈশ্বর দর্শন লাভ হইয়াছিল। এই ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া দেবর্ষি নারদ বীণাসহযোগে হরিগুণগাথা গাহিতে গাহিতে ভক্তিতেই উন্মত্ত হইয়া আপনার হীনতা ও বীণার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করত নির্জীব বীণাকে সজীব ভাবিয়া বীণার নিকটে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিতেন। আর বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবেই নারদ সামান্যা দাসীপুত্র হইয়াও আজ দেবপুত্র বলিয়া সংসারে পূজিত। বৈষ্ণবেরাও বলিয়া থাকেন "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। তাহাতেই বলি আমরা পিতৃভক্তির বিষয় মুখে হাজার বক্তৃতা করি, কিম্বা সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি না কেন, "পিতা যে পরম দেবতা, ইহা বিশ্বাস ভিন্ন ও পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন," গোপরাণীর সামান্য রজ্জুদ্বারা গোপাল বন্ধনের ন্যায় দুই অঙ্গুলি ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ের একত্র যোগ ভিন্ন, কেবল বিশ্বাস কিম্বা কেবল ভক্তিদ্বারা যে আমরা সেই পরম পিতাকে পাইতে পারি না, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই যে, আমাদের পূর্ব্বতন সুচতুর আর্য্যঋষিগণ বিশ্বাসরূপিণী যশোদা, ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভে এক কৃষ্ণ দুই অংশে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিশ্বাস ভক্তির যোগ ভিন্ন যখন পূর্ণ প্রেমের আবির্ভাব হয় না, তখন আমরা অবিশ্বাসী এবং ভক্তিহীনা, সুতরাং প্রেমহীনা হইয়া প্রেমময় পিতার প্রতি কি প্রকার ভক্তি সম্ভব, তাহা কিরূপে সম্যক্ উপলব্ধি করিব? আমরা অবিশ্বাসী বলিয়াই ত নিয়ত শুনিতে পাই পিতার ভৎর্সনায় কত সন্তান আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকারে আত্মহত্যা করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। যদি আমাদের হৃদয়ে একবিন্দু বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম যে পিতা আমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত ভৎর্সনা করেন অথবা শাস্তি দিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী অন্ধ বলিয়া নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া মঙ্গলময় পিতাকেই কেবল শাস্তিদাতা ভাবিয়া অশান্তিতে ডুবিয়া যাই। আমাদের এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই "ত" মহর্সি বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎজ্ঞানী মহাপুরুষগণ ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাসে পিতৃভক্তির জাজ্বল্য প্রমাণ অঙ্কিত করিয়া নর নারীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, পুরুরাজ, ভীষ্মদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের পিতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। শ্রীরাম চন্দ্রের হস্তগত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয়,

পুরুরাজের নিজের যৌবন দিয়া পিতার জরা ভার গ্রহণ এবং ভীষ্মদেবের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মানবের অলৌকিক ক্ষমতা স্মরণ করিয়া, সেই সমস্ত অতীতের কথা আমাদের পক্ষে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়, অথবা তাঁহাদের কার্য্য সমূহকে আমরা দেবলীলা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি আমরা একান্ত বিশ্বাস ভক্তির সহিত "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" ইহা ভাবিতে পারি, তাহা হইলে পিতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের কোন কার্য্যই অসাধ্য বোধ হয় না। তখন সর্ব্বময় দেবতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে জীবন যাক্ বা থাক্ সে জ্ঞান থাকে না; তখন পিতৃ আজ্ঞা পালনেই স্বর্গসুখ মনে হয়। পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানের পক্ষে এ কার্য্য করিব কি না, ইহাতে আমার পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না; পিতৃ-আজ্ঞাই তাহার প্রতি ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান বুঝেন যে পিতাকে প্রীতিযুক্ত রাখিতে পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব যদি এই জাগতিক পিতার প্রীতিতেই সেই জগৎপিতার সন্তোষ সাধন হইল, তখন পিতার আদেশ হাজার দুরূহ হউক না কেন, তাহার বিচার না করিয়া সর্ব্ব স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি কোনও পিতার অসাধু কার্য্যই প্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহাও কি দেবাদেশ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাস্য স্থলে বলা আবশ্যক যে, সে স্থলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পিতার সেই অসাধু ইচ্ছা দূর না হয়, ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ধীর স্থিরভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যুক্তি প্রদান দ্বারা পিতার চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেওয়া যে পিতৃভক্ত সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মানব মাত্রেরই সময়ে সময়ে ভুল, ভ্রান্তি ভ্রম, প্রমাদ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধীরমনে এবং সুবিবেচনার সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করা বুদ্ধিমান্ সন্তানের নিতান্ত আবশ্যক। আর পিতৃভক্তি বলিতে কেবল যে সর্ব্বদা পিতার মন যোগাইলেই পিতৃভক্তি সম্পন্ন হইল, আমরা তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" বলিতে কেবল যে কার্য্য করিলে পিতার আত্মার প্রীতি জন্মে, যাহাতে পিতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করাকেই আমরা বাস্তব পিতৃভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি; আর তাহাতেই সর্ব্বদেবতা প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই

বুঝা যাইতেছে যে এক পিতৃভক্তি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বময় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, সুতরাং তাঁহাতে সন্তানেরও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে। আর পিতৃভক্ত সন্তানের গুণে পিতারও পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সুজ্ঞানপরায়ণ সন্তানের গুণে যে পিতা মাতার সদ্গতি হইতে পারে, কপিল দেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। (ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় আমার জীবনে এক শুভ বা সুখ-স্মরণীয় দিন আসিয়াছে। তাই এমন দিনে আমি আমার স্নেহময়ী দেশীয়া ভগিনীকে আমার হৃদয়ের গভীর প্রীতি উপহার দিতেছি, ভরসা করি তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীকে অধিকতর সুখী করিবেন।

আজিকার দিন "আমার জীবনের এক শুভ বা সুখস্মরণীয় দিন" কিসে, সেই কথা আগে বলিতেছি। আজি কালি ইংরাজ রাজের রাজত্বে আমাদের রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, তারের খবর, ডাকঘর প্রভৃতি (আমাদের ভারত-বাসীর জীবনে) যুগযুগান্তরের অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ইংরাজরাজের প্রসাদেই বহুদূরবর্ত্তী দেশ সকল ক্রমশঃ কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে। এই সুবিধার জন্য ভগবানের ভক্ত সন্তানেরা অনায়াসেই স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ভগবৎসৃষ্ট সুন্দর, মহৎ ও অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল দেখিতে পাইতেছেন; চক্ষের সফলতা, জ্ঞানের তৃপ্তি এবং ভক্তির প্রবলতা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেছেন। এই সকল কারণে অপরিচিত স্থান, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিবার সাধ আমার মনে বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল। কিন্তু মনের সাধ "বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল" হইলে কি হয়, একে—সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল, আমি বঙ্গবাসিনী।—অনেক বঙ্গবাসিনীর মত আমার সঙ্গেও বিনা কৈফিয়তে চন্দ্র সূর্য্য সব সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, তার পরে আরও নানারকম অসুবিধা, সুতরাং আমার পক্ষে "স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ" কতদূর সম্ভব, তাহা আমার স্বদেশীয়া, সহৃদয়া ভগিনীকে খুলিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি মনে মনেই সব বুঝিতে পারিতেছেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমার পাঠিকা ভগিনী যাহাই মনে করুন আর আমি যাহাই মনে করি, এজগতে ভগবানের ইচ্ছা হইলেই "অসম্ভব" সম্ভব হইয়া পড়ে। তাই দেশ-ভ্রমণটা দৃশ্যতঃ আমার পক্ষে যতই অসম্ভব

হউক না কেন, ভগবানের কৃপাতেই আমি কার্য্যতঃ বাসভূমি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিঘ্নহারী দেবতা আমার সহস্র বিঘ্ন কাটিয়া, সত্যসত্যই আমাকে বাঙ্গালার প্রেসীডেন্সী বিভাগ হইতে ছোটনাগপুর বিভাগ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন!—যে সকল ভগিনী বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে বাস করেন. তাঁহারা বোধ হয় আমার এই "ভ্রমণ বিবরণে" হাসি থামাইতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমি এতদিন হাওড়ার ষ্টেশন পর্য্যন্ত কখনই দেখি নাই, তাই এই টুকু আসিয়াই আমার মনে বিদেশ ভ্রমণের সুখ অনুভূত হইতেছে।

এ পত্রে যাহা কিছু লিখিব মনে করিতেছি, সে সব লিখিবার আগে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা (?) আমার মনে জাগিতেছে, পাঠিকা ভগিনীকে অনুগ্রহ করিয়া সেই কথাটী আগেই শুনিতে হইবে। কথাটী বিশেষ কিছু নয়; যে দিন পশ্চিমে আসিবার জন্য প্রথম হাওড়ার ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম, আত্মীয় স্বজনদিগের বিচ্ছেদ এবং পশ্চিম ভ্রমণের আনন্দে হৃদয়ে একটী মিলিত সুখ দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল, প্রাণের ভিতর কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব জড়াইয়া গিয়া যে দিনটী স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য আঁকিয়া রাখিয়াছিল, (আমাদেরই জন্য ব্যথিত) একটী বালকের সুকুমার বিষাদক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষে অনাহূত অশ্রু আসিয়াছিল, সেই দিনে—সেই মধুমাখা বিষাদের দিনে, আমরা অভিভাবকের নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম। সে গাড়ী "রিজার্ভ" করা হয় নাই. সেজন্য দুইটী হিন্দুস্থানী মহিলাও আমাদের অধিকৃত গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের বেশভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং অপরা তাঁহার পরিচারিকা অনুমিত হইল।—শুনিতে পাই এখনকার দিনে বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করা "বিশেষ অসভ্যতার" মধ্যে পরিগণিত। আমার হিসাবে সামাজিক স্ত্রী ও পুরুষে এইরূপ নিয়ম থাকাই আবশ্যক; কিন্তু রমণীর কাছে রমণীর মুখ চুপ করিয়া থাকিবে কি করিয়া? আমার পাঠিকা ভগিনী বর্ত্তমান আইন কানুন দেখিয়া যাহাই বলুন, রেলের গাড়ীতে আমার অধিকৃত ঘরে, স্ত্রীলোক দেখিলেই আমার কথা কহিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল হয়, এবং সে প্রবৃত্তি আমি যথাসাধ্য "অনুশীলন" করিয়া থাকি। সুতরাং এই দুইটী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গেও কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আলাপ হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে প্রয়োজন বশতঃ কয়দিন শরীরের উপরে কিছু "নিষ্ঠুরতা" করিতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্য কোন্নগর ষ্টেশন পার হইতে না হইতে আমার শরীরে প্রবল জ্বর আসিল। শরীরের যাতনার সহিত আমার মনেও দারুণ

অভাব অনুভূত হইতে লাগিল—যেখানে জ্বরে স্নেহময়ী মা'র স্নেহমাখা সেবা না মিলে, আত্মীয় বন্ধুদিগের "আহা" না মিলে, পীড়িত আমার জন্য একটী স্নেহার্দ্র হৃদয়ের কাতর উষ্ণ নিশ্বাস না মিলে, সেখানে জ্বর হইলে, আমার যেন শতগুণ যাতনা হইতে থাকে। তাই শরীরের জ্বর অপেক্ষা মনের অসুস্থতা সেদিন আমার বড়ই বেশী বোধ হইল। কিন্তু প্রিয় ভগিনি, বলিব কি? সেই হিন্দুস্থানী মহিলাদ্বয় সত্য সত্যই আমাকে মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকটে সেই অযাচিত স্নেহ মমতা পাইয়া আমার মন কৃতজ্ঞতা স্রোতে ভাসিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সকল অভাব দূর হইল; সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হইল —জলন্ত সত্যের মত আমার মনে হইল এজগতের মূলবন্ধন দয়া, সহানুভূতি। সেই দয়া ও সহানুভূতির খনি প্রধানতঃ রমণী-হৃদয়। সুখের দিনে যাহাই হউক, দুঃখের দিনে মানব জগৎ দয়া ও সহানুভূতি পাইবার জন্য প্রধানতঃ রমণীহৃদয়ের প্রতি চাহিয়া থাকে—রমণী হৃদয়ের দয়া ও সহানুভূতিই তাহার সে লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। একজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি কাদার দামিয়েনের দয়া, শত সহস্র সাধারণ রমণীর দয়া হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও, দয়া প্রধানতঃ নারী-হৃদয়ের সম্পত্তি। আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, ভগবানের প্রদত্ত—আমাদের মা বিশ্বজননীর প্রদত্ত দয়ারূপ অমূল্য রত্নের সদ্ব্যবহার, এই হিন্দুস্থানী মহিলা দুইটীর মত আমরাও যেন করিতে পারি; ইঁহাদের দয়া ও স্নেহে আমার সন্তপ্ত হৃদয় যেমন আরাম লাভ করিল, আমরা সকলেই যেন পরের সন্তপ্ত হৃদয়ে এমনি আরাম ঢালিতে পারি —ইহাই রমণী জীবনে এক প্রধান সুখ! আমি প্রবাসের পথে, ভগবতী বিশ্বজননীর কৃপায় এই সুশিক্ষা লাভ করিলাম আর আমার স্নেহময়ী ভগিনী বামাবোধিনীর অনুগ্রহে লব্ধ জ্ঞান টুকু পাঠিকা ভগিনীর কাছে বলিয়া কৃতার্থা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুগান্তর—সামাজিক উপন্যাস, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রি-বিরচিত, মূল্য ১৷০ আনা। এই পুস্তকখানি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা পরিমিত, অতি সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত এবং ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পরিবারে ও সমাজে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিবিধ চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না এবং এতৎপাঠে পাপ ও দূষিত দেশাচারের

প্রতি ঘৃণা এবং সাধুতা ও সমাজসংস্কারের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপিত হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্রী মহাশয় মধুর ভাষায় গল্পচ্ছলে উপদেশ দিবার কৌশল এই সুন্দর গ্রন্থখানি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় হইবে, অবশ্যই আশা করা যায়।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা। সম্পাদক একটী সুন্দর সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়া ধর্ম্মসাহিত্যজগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত। গীতার প্রকৃত মর্ম্ম পাঠকদিগের হৃদ্গত এবং এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য সম্পাদক যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৩। গুরু ও সাধনতত্ত্ব—শ্রী কালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিতত্ত্বের অতি গভীর বিষয় সকল যেরূপ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এরূপ বিষয় সাধারণের বোধগম্য হইবার নহে। যাঁহারা শ্রমশীল সত্যানুসন্ধায়ী, ইহা হইতে অনেক সত্য লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম ভাগের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে যে অন্তরের ধন্যবাদ দিয়াছি, এবারে তাহা আরও শতগুণে না দিয়া থাকিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় পরিচ্ছদে শোভাহীন হয় নাই একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যেরূপ সুললিত কবিতায় অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহা অনুবাদ বলিয়াই বোধ হয় না, আমাদের প্রিয় কবির কবিত্বের ইহা সামান্য প্রমাণ নহে। উদ্ধৃত কবিতাদি সংযোগে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৯ই মার্চ্চ কালা বোবা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সার আলেকজণ্ডর মিলার, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি মহো-

দয়গণ বক্তৃতা করেন। ছাত্রদিগকে মেডাল ও বিবিধ মনোরম বস্ত্র পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

২। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৩। বিবি আনি বেসাণ্ট কলিকাতার নানা স্থানে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

৪। আগামী গ্রীষ্মকালে রুষীয় সম্রাট্ সপত্নীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

৫। সার চার্লস ক্রুস ওয়েট্ ষ্টেট সেক্রেটরীর কাউনসিলের মেম্বার নিযুক্ত হওয়াতে সার অণ্টনী ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট হইলেন, সার আলেকজাণ্ডার মেকেন্‌জি বাঙ্গালার ছোট লাট হইবেন।

৬। সার টি মাধুস্বামী অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ২০০০০ টাকা দাতব্যে ব্যয় হইবে।

৭। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিনা তারে তাড়িত চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা ঠিক হইলে বাঙ্গালীর বড় গৌরব।

৮। বিয়ানা নগরের জোসেফ ট্রেল্ নামক এক বৃদ্ধ ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তত্রত্য বিজ্ঞান মন্দিরের সাহায্যার্থ প্রায় ৫০০০০০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৯। চীন জাপানীগণের মধ্যে সম্প্রতি একটী যুদ্ধ হয় তাহাতে চীনদিগের ২০০০০ জাপানীদিগের ১৯৬ জন সৈন্য হত হইয়াছে। জয় জাপানীদিগেরই।

১০। মাতাজী প্রতিষ্ঠিত মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হউক আমাদের এই প্রার্থনা।

১১। রামপুরের নবাব আউডের বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াক্রান্ত। তাঁহার পীড়ার একটু উপশম হইতেছে, ঈশ্বর কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হউন।

১৩। রায় সূর্য্যমল ঝুমুঝুমওয়ালা বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন ধন-কুবের ছিলেন এবং সৎকর্ম্মে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্ত কোকিল।

রজত জ্যোছনা-বাস ধরণীর তলে
ওটায়ে যামিনীনাথ ল'য়ে তারা দলে।
পাণ্ডুল বরণ ধরি
নভস্তল শূন্য করি
ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে

সে সময়ে পিকবর
তোমার মধুর স্বর
ছড়ায়ে অমিয় রাশি মরতের তলে;
দিগন্ত কাঁপায়ে মহাশূন্যে ভেসে চলে।

২

তরুণ অরুণ রাগ উষার মাথায়,
ধীরে ধীরে সমীরণ
বুলি বুলি ফুল বন
ফুল সনে খেলা করি সৌরভ ছড়ায়,
ফুলের ভূষণ অঙ্গে
ধরণী পরেন রঙ্গে,
উষার মোহিনী মূর্ত্তি জগৎ হাসায়
তখন ভাসাও বিশ্ব সঙ্গীত-ধারায়।

৩

প্রখর ভানুর করে তাপে ধরাখান,
তাপিত ধরণীবাসী
উত্তপ্ত বালুকা রাশি
রৌদ্রের প্রতাপে প্রাণ করে আনচান,
হইতে গেহের বা'র
পরাণ চাহেনা আর,
তুমি কিন্তু তরুকুঞ্জে খুলি মনঃপ্রাণ,
গাহিতেছ কলকণ্ঠে সুমধুর গান।

৪

সম্বরি কিরণমালা ভানু অস্তে যায়,
ধরণী শীতল যবে সুস্নিগ্ধ ছায়ায়;
নবীন পল্লব গুলি
বায়ুভরে হেলি দুলি
ঝর ঝর করিতেছে শাখায় শাখায়
নীল আকাশের গায়,
রক্তিম বরণ ভায়,
দুএকটী তারা উঠি মিটি মিটি চায়,
সুখে তুমি গাও সেই মোহিনী সন্ধ্যায়।

৫

সুপ্ত ধরা পূর্ণিমার গভীর নিশায়
সুষুপ্ত জগৎ জন
কার্য্য ত্যজি অচেতন
ভুলি যত্ন, চেষ্টা, প্রেম, স্নেহ মমতায়,
কেবল গগন তলে
অগণ্য তারকা জ্বলে
তার [illegible] জাগে শশী অতু[illegible]শোভায়,
[illegible]র জাগে সমীরণ
[illegible]জাগে ফুল ফুলবন,
বাসন্ত জ্যোছনা সুখে মাখি সর্ব্ব গা'য়;
তোমার মধুর স্বরে
নীরবতা ভঙ্গ ক'রে
সুষুপ্ত ধরণী খানি যতনে চিয়ায়,
মাতাও জগৎ সেই গভীর নিশায়।

৬

এ আনন্দ রাশি কোথা পেলে পিকবর!
বিষাদ কালিমা রেখা
যদ্যপি থাকিত লেখা
স্মৃতি পটে, থাকিত না সুমধুর স্বর,
তুমি সদানন্দ চিত,
আমি শত ভয়ে ভীত,
সংসার আবর্ত্ত মাঝে কাঁপি থর থর,
এই উঠি এই পড়ি
ভাগ্য সনে জড়াজড়ি
করিয়া কাটাই কাল হীন ক্ষুদ্র নর,
আশা ও নিরাশা দুটী
সদা করে ছুটা ছুটী
হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ চির সহচর,
সংকীর্ণ অন্তরে বাঁধি আসক্তির ঘর।

৭

জগতে তুষিতে তুমি ধরেছ জীবন,
তুমি সাধু মহাপ্রাণ,
বসন্তে মধুর গান
গাহিয়া করহ তুমি সুধা বরিষণ,
যদিও অল্পায়ু ধর,
তবু ওহে পিকবর,
দীর্ঘ আয়ু চেয়ে তব সুখের জীবন!
(আমি) দীর্ঘ-আয়ু তব ঠাঁই
ও গুণ শিখিতে চাই,
কি করিলে হবে মন তোমার মতন,
বিনাশি কুচিন্তা রাশি
সদানন্দ-নীরে ভাসি
যত দিন বাঁচি সুখে কাটাব জীবন।
সুন্দর মধুর গীতি
গাহি সুখে নিতি নিতি
সুধাস্বরে পিকবর! তোমার মতন
বিশ্বজন মন প্রাণ করিব হরণ। কু, রা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৩ সংখ্যা	চৈত্র ১৩০১—এপ্রেল ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক—গত ২৩এ মার্চ্চ বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সার আলেকজণ্ডর মিলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পত্নী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

দান—(১) ডুমরাওনের মহারাণী লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন, এই টাকায় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রীদিগের জন্য গৃহ প্রস্তুত হইবে। (২) বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলার বেলগড়িয়া গ্রামে এক চিকিৎসালয় স্থাপনজন্য ২৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (৩) জেমস্ ডিলওয়ার্টা মৃত্যুকালে প্রায় ২০ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ নিউজিলাণ্ডে দরিদ্র বালকদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হইবে।

বসন্তের নিবারক—এবার ফাল্গুন চৈত্রে কলিকাতায় বসন্তে মৃত্যুসংখ্যা সপ্তাহে একশত হইতে দেড় শতের উপর উঠিয়াছে, সহরময় আতঙ্ক, স্কুল কলেজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হইতেছে। গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ বসন্ত-মারীভয় দেখা যায় নাই। এই রোগ হইলে চিকিৎসা নাম মাত্র, যে বাঁচিবার বাঁচে, মরিবার মরে। কিন্তু ইহার নিবারণের কয়েকটী উপায় অনেক ফলপ্রদ:—(১) ভ্যাক্সিনেসন বা গোবীজে টীকাদান, (২) ভ্যারিওলিনম, (৩) ম্যালেণ্ড্রিনম এই দুই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, (৪) বর্টিকাতীর শিকড় গোলমরীচের সহিত বাটিয়া খাওয়া।

ফাঁসীদণ্ড রহিত—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ফাঁসীদণ্ডের অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা স্পেনরাজ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্ক দূর হওয়া উচিত।

লেডি ডফারিণ ফণ্ড—গত ২রা চৈত্র ডফারিণ ফণ্ডের দশম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন হয়। গত ১০ বৎসরে এই ফণ্ডের সাহায্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বালক ও বালিকার চিকিৎসা হইয়াছে, ১৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভারতের নানাস্থানে ৭০ টী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং ১০০ জন স্ত্রী ডাক্তার এই সকল হাঁসপাতালে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন ২৪০ জন স্ত্রীলোক মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। কে না এই ফণ্ডের উন্নতি প্রার্থনা করিবে?

জাহাজ ডুবি—একখান স্পেনীয় জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হওয়াতে সাড়ে চারি শত লোক মারা গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধির শিমলা যাত্রা—রাজপ্রতিনিধি সস্ত্রীক গত ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন, আগামী ৬ই এপ্রেল শিমলায় পৌছিবেন।

আমিরের ইংলণ্ড দর্শন—অনেক দিনের পর আমিরের ইংলণ্ড দর্শনে মতি স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রাজপদচ্যুতি—ভরতপুরের যুবক রাজা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। রাজনৈতিক এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রেসার আপাততঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

চীন জাপানের যুদ্ধ—চীন ও জাপানিদের মধ্যে আরও কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে জাপানের জয় ও চীনের পরাজয় হইয়াছে।

আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম্ম—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় "বিশ্বজনিতার মন্দির" নামে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

বারমেসে। *

কার্পাস,—লাভের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে কার্পাসের আবাদের উপযোগী ভূম্যাদি যাঁহাদিগের নাই, তাঁহারাও অঙ্গনের এক পার্শ্বে, বা উদ্যানের বেড়ায় ২।৪টী কার্পাসের গাছ দিয়া রাখিতে পারেন, তাহাতে ঘর ব্যবহারের অনেক উপকার হয়। যাঁহারা লাভের জন্য কার্পাসের আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন,

* বার মাসের চাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অতিরিক্ত কয়টী চাসের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহাদের অবগতির জন্য কার্পাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই স্থলেই বলিতেছি। যে দেশে যত প্রকার কার্পাস জন্মে, তন্মধ্যে আমেরিকার কার্পাস ও তদুৎপন্ন তুলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা ঐ দেশে অতি যত্নের সহিত কার্পাসের চাস আবাদ করা হইয়া থাকে। বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমেরিকা হইতে ঐ কার্পাসের বীজ আনয়ন করিয়া যত্নে চাস আবাদ করিলে বিহার, আসাম, সুন্দরবন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে উত্তমরূপ তুলা জন্মিতে পারে। বালুকা ও চিক্কণ মৃত্তিকা একত্র মিলিত হইলে দোআঁশ মাটী জন্মে। যে ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং যাহার মাটী দোআঁশ, তাদৃশ ভূমিই তুলা চাসের উপযোগী। কিন্তু অধিক থাকা আবশ্যক। আমেরিকার বীজ বপন করিতে হইলে, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং অন্যান্য স্থানের বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। যে ভূমিতে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে আবাদ করিতে হইবে, মাঘ মাসে গোবরের সার ও বোদ মাটী দিয়া সেই জমি তৈয়ার করিতে হইবে এবং ফাল্গুন মাসে ঐ জমিতে তিন হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিতে হয়। কাপাস গাছের গোড়ায় জল লাগিলে বড় অনিষ্ট হয়, এজন্য দাঁড়ার উপর বীজ রোপণ করিতে হয়। যে ভূমি স্বভাবতঃ পরিশুষ্ক এবং জল হইলেও যাহাতে জল দাঁড়ায় না, সে ক্ষেত্রে দাঁড়া না বাঁধিলে চলে না; কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে তুলার আবাদ না করাই ভাল। যাহাহউক বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ দাঁড়ার উপর একটী গর্ত্তে ৩।৪টা বীজ রোপণ করিতে হয়, যদি এক এক গর্ত্তে দুইয়ের অধিক চারা বাহির হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যে গর্ত্তে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইবে না, বা একটী চারাও বাঁচিবে না, ঐ অতিরিক্ত চারা দুইটী করিয়া প্রত্যেক শূন্য গর্ত্তে পুঁতিয়া দিবে। এইরূপে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া চারা বাঁচিয়া গেলে ১০।১২ দিন পরে প্রতি গর্ত্তে একটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। কার্পাসের চারা সকল যতই বড় হইতে থাকিবে, ততই ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়া ভূমি পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি বেশি ঝড় বৃষ্টি না হয় এবং জমি ভাল হয়, তাহা হইলে কার্পাস গাছে তিন মাসে ফুল ধরে। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই কাপাসের ফল তুলিতে আরম্ভ করিবে। যদি নিয়মিত কালের মধ্যে গাছের বেশি তেজ হওয়ায় ফুল ফলের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যেক গাছের ২।১টী উপশাখা ও ডাল কাটিয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছের তেজোহ্রাস হইয়া শীঘ্র ফুল ফল জন্মে।

ফলের মুখ স্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই গাছ হইতে ফল তোলা উচিত। ফল

তুলিবার কালে তিনটী থলিয়া রাখিতে হয়। ফলগুলিকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটী থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করিতে হয়। পরে কিছু দিন রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিবে। ফল তুলিবার সময় যেন তাহার সহিত পাতা বা অন্য কিছু মিশাল না হয়। যদিও তুলার চাসে প্রতি বিঘায় অধিক লাভ হয় না, কিন্তু কাট্‌তি বেশি হওয়ায় মোটের উপর অধিক লাভ হইয়া থাকে। তুলার প্রতি চাসে আবাদ খরচ বাদে ১২৲। ১৩৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

আমরা যে তুলার চাস আবাদের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা আমেরিকার তুলা। তদ্‌ভিন্ন অন্য প্রকার কার্পাসের চাস আবাদ এই মাসে করিতে হয়। এ দেশীয় কৃষকগণ কার্পাসের চাস আবাদে ঐরূপ পারিপাট্য করে না; করিলে কিন্তু আশাধিক ফল পাইতে পারে।

তুলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার ২।১টী প্রবাদ আছে; তাহা উভয়বিধ কাপাসের চাস আবাদেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই।
আঁতি পাশি যেন না পাই॥"

সরিষার বপনাপেক্ষা রাইয়ের বপন পাতলা হওয়া আবশ্যক। কার্পাসের বপন বা রোপণ এরূপ বিরলভাবে হওয়া আবশ্যক, যেন এক গাছ হইতে এক গাছের কাপাস সংগ্রহ করিতে এক "নেঙ্গের" অধিক যাইতে না হয়। এক ক্ষেত্রে কাপাসের ও পাট বপন নিষিদ্ধ; কারণ পাটের গাছের জলে কার্পাস-গাছের হানি হয়।

পলাণ্ডু।—পলাণ্ডু একটী উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর মসলা বা তরকারী। ভোজন করা যাঁহাদিগের অভ্যাস নাই, তাঁহাদিগের নাসিকার উপর গন্ধ ভাল লাগে না; কিন্তু তরকারী ও মাংসাদির সহিত উহা যাঁহারা নিয়ত ভোজন করিয়া থাকেন, উহার গন্ধ পাইলে তাঁহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে। ফসলাংশেও ইহা বিলক্ষণ লাভজনক। এই জন্য উহার চাস আবাদের ২।৪টা কথা এই স্থানেই বলিব।

হিন্দুগণ পলাণ্ডুকে অপবিত্র খাদ্য মনে করেন। কিন্তু উহা মৃত্তিকাজাত অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিদের স্তম্ভস্তম্ব কাণ্ড বা কন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে উষ্ণদেশবাসিগণের পক্ষে উহা অনিষ্টকর বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে উহার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পলাণ্ডুর প্রচুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

আলু ও কপির ন্যায় পলাণ্ডুর পক্ষেও পলিমাটী উত্তম সার। এই জন্য নদী, খাল, বিলাদির তীরবর্ত্তী ভূমি বা চড়া জমিতে পলাণ্ডুর আবাদ হইয়া থাকে।

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কাষ্ঠহীন ও সরস, সে সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রের নিম্নে বালুকা থাকিলে অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হয়; কেননা বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা স্বতঃই শিথিল হইয়া থাকে। শিথিল মৃত্তিকাই উক্ত বিধ উদ্ভিদের বিশেষ উপযোগী।

উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া আশ্বিনের শেষে, কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমে ছয় অঙ্গুলি জমির উভয় পার্শ্বে সারিবন্দী করিয়া ছোট পিয়াজের এক একটী কলি রোপন করিতে হয়। গাছগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে খুঁড়িয়া দিবে। এই খনন এক প্রকার বিশেষ কোদাইলদ্বারা হইয়া থাকে। ঐ কোদাইলের বিস্তার চারি অঙ্গুলির অধিক নহে; উহা কেবল পলাণ্ডুর চাসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালে প্রচুর শিশির দ্বারাই উহার পুষ্টি হইয়া থাকে। যদিই কোন কারণে পলাণ্ড ক্ষেত্র অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূমিতে ২।১ বার জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পলাণ্ডুর চাসে বিঘা প্রতি ২০৲ টাকা খরচ পড়ে। ঐ খরচ বাদেও এক বিঘার ফসলে ৭০।৭৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬২ সংখ্যা ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতের রাজা ইংরাজ। বিধাতার চরণে সহস্র নমস্কার, ভারত যদিও পরাধীনা হইয়াছে, তথাপি এক সুযোগ্য জাতি ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। যে "লোক-শিক্ষা" আর্য্যগণের পরম ব্রত ছিল—সেই যে ধনী দরিদ্র অভেদে, সেই যে ক্ষুদ্র মহৎ অভেদে, স্ত্রী পুরুষ অভেদে, লোকশিক্ষা প্রচারিত ছিল, সেই "সার্ব্বভৌমিকতা" পূর্ণ শিক্ষা এত দিন ভারতবর্ষে—আর্য্য রাজত্বের পরে এত দিন ভারতবর্ষে, কেহই বুঝিয়াছিল না। তাই বলিয়াছি যে ভারত ঘুমাইয়াছিল—ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল।

কিন্তু ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে—বিগত শতাব্দীতে ভারত-মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে। তাই ইংরাজ পরাধীন ভারতের রাজসিংহাসনে বসিল। সুতরাং যে ক্ষণে ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল—মোটের উপরে সে ক্ষণ অতি শুভক্ষণ। ভারতবাসী, ইংরাজ-রাজত্বেই নবজীবন পাইল—

আবার মনুষ্যত্ব বুঝিল, আত্মোন্নতির প্রয়োজন বুঝিল, স্বাবলম্বন বুঝিল, জাতীয়তা বুঝিল, স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ বুঝিল, অনেক দিন যাহা জানিত না, তাহা আবার জানিল। ইংরাজ-রাজ যদি ভারতের উন্নতির জন্য কিছুই না করিয়া থাকেন, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, নারী-হিতৈষণার জন্য, ভারত ইংরাজরাজের নিকটে চির-কৃতজ্ঞ। ইংরাজ রাজত্ব ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখকর না হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ-রাজ যে ভারত-দেহে জীবনী সঞ্চার করিয়াছেন, ভারতকে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছেন এ কথা অনেকেই "সত্য" বলিবেন।

বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগের কথা বলিতেছি! ইংরাজ-রাজ রাজত্বের সুশৃঙ্খলার সহিত আগে লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করেন। ১২০৫ বঙ্গাব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলি গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন; তখন ভারতবাসীদিগের জন্য "দশসালা" বন্দোবস্ত স্থায়ী হইয়াছে; অন্যান্য অনেক বিষয়েও ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। আবার লর্ড ওয়েলেসলির সময়েই মহীশূরের টিপু সুলতান যুদ্ধে নিহত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হওয়ায় বৃটীষ প্রভুত্ব অধিকতর নিরাপদ হইল। তাই এই সময়েই লোকশিক্ষার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। ভারতের সাধারণ লোকে আর্য্যভাষা সংস্কৃত পড়িত না, হিন্দী ও বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস, বৈষ্ণব কবিগণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির সুমধুর কাব্য ছিল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ লোকের মানসিক শক্তি কিছু মাত্র বিকাস লাভ করিত না। সাধারণতঃ বঙ্গভাষার অবস্থা বড়ই হীন ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের বঙ্গভাষা শিখিবার প্রয়োজনে ও বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গভাষায় কয়খানি গদ্য পুস্তক ও কেরি সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কেরি সাহেবের প্রধান উদ্যোগে মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপিত হইল। তাহাতে মিশনরি সাহেবদিগের উৎসাহে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাহায্যে রামায়ণ ও মহাভারত ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত এতদিন গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জনরূপ যে নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল, লর্ড ওয়েলেসলি তাহার নৃশংসতা এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, সে প্রথা রহিত করেন।

ওয়েলেসলির কিছুকাল পরে—লর্ড মিণ্টোর সময়ে, ১২১৪ বঙ্গাব্দে (১৮০৭ খ্রীঃ) খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। দেশের লোকের সুশিক্ষা এই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল প্রচারকের উদ্যোগে (লর্ড ময়রার সময়ে) বঙ্গভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইল।

গত শতাব্দীর প্রথম যুগের শেষভাগে ১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ) এ দেশীয় লোকদিগের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতায় হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দু কালেজ সংস্থাপন জন্য এদেশের অনেক পুরুষই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইংরেজেরা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ যতই জানিতে পারিলেন, ভারত মহিলাগণের অবস্থা ততই "শোচনীয়" বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। লোকহিতৈষণায় ইংরেজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই ভারতবাসিনীর জাতীয় অবস্থা উন্নত করিতে তাহাদিগের মধ্যে আন্দোলন চলিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারের সহিত এদেশের পুরুষদিগকে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন।

এদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এদেশীয় পুরুষগণ অনেকেই নিজেদের সামাজিক অবস্থা অনেক বুঝিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এদেশের স্ত্রীজাতির জীবন যেরূপ বিপদাকীর্ণ ছিল, ইংরাজ রাজত্বে তাহাও দূর হইল। এই সকল কারণে দেশের সুশিক্ষিত পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীজাতির অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইলেন। দেশীয় রমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহারা অনেকেই স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রীজাতি হীনাবস্থায় থাকিলে যে পুরুষের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, একথা অনেকেরই মনে হইল।—পুরুষ জাতিকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, জীবনের সকল সময়েই যাহাদিগের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে হয়, তাহাদিগের জীবন ও চরিত্র উপযুক্তরূপে গঠিত না হইলে, কেবল তাহাদের নিজেদের নহে, পুরুষ জাতিরও সমূহ ক্ষতি, একথা অনেকেই বুঝিলেন। এই সকল বুঝিয়া, দেশীয় পুরুষগণ রমণীর সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা ও কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান ফলে, স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদিগের মানসিক শক্তি পরিস্ফুট করা, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করা, বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথা রহিত করা, তাহাদিগের কেহ কেহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াও বুঝিলেন। বিধাতার করুণ দৃষ্টি তাঁহার অভাগিনী কন্যাদিগের উপরে পড়িল। বিধাতারই কৃপায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ফল ফলিল। নারীহিতৈষণার আন্দোলনেই গত শতাব্দীর প্রথম যুগ শেষ হইল অর্থাৎ প্রথম পঁচিশ বৎসর কাটিল।

ইহার পরে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। প্রথম যুগে নারী জাতির উন্নতির যে আন্দোলন হইতেছিল, দ্বিতীয় যুগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে "শ্রেয়াংসি

বহু বিঘ্নানি" একথার সত্যতা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এদেশের বামা-হিতৈষীগণও প্রথমতঃ শুভ ইচ্ছা সফল করিতে গিয়া পদে পদে বিঘ্ন ও বিপদ্-গ্রস্ত হইতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ এদেশের লোকদিগকে বামা হিতৈষী ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইতে গেলে অনেকে অসম্মত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এদেশের লোক শাস্ত্র হইতে দেশাচারকে অধিক-তর মান্য করে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" উপদেশ থাকিলেও "মেয়েদের লেখা পড়া দেশে চলিত নাই," বলিয়া কত ব্যক্তি আপনাদের পরিবারস্থা রমণীগণকে লেখা পড়া শিখাইতে আপত্তি করিল। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে পাছে পুরুষদিগের প্রভুত্ব খাটো হইয়া যায়, এই ভয়ে কত স্বার্থপর, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্রূপ প্রভৃতি করিয়া সাধারণের বিতৃষ্ণা জন্মাইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ "স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়" এই কথা বলিয়া অনেক রমণী নিজেই লেখা পড়া শিখিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বসিলেন।*

সহমরণ ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে গিয়াও প্রথমতঃ বামাহিতৈষীদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইয়াছিল। সহমরণ প্রথা আর্য্য ভারত হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম-ভাবের সহিতও সহমরণের কতকটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ তাঁহারা মনে করি-তেন সহমৃতা বা অনুমৃতা রমণী বহুকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত (পরলোকে) স্বর্গ-ভোগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সহ-মরণ প্রথার জন্য—সহমৃতা সতীর আত্মীয়-গণ সমাজে বিশেষ গৌরবান্বিত হই-তেন। এই সকল কারণে সহমরণ প্রথা নিবারণ বিষয়ে অনেকেই সম্মত হই-লেন না।

বহুবিবাহও আর্য্যভারতের প্রথা। বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের সময় হইতে এই প্রথা এতদূর প্রশ্রয় পাইয়াছিল, যে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে কেবল বহু বিবাহের প্রসাদাৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যেও ইহার প্রাদুর্ভাব বড় সামান্য ছিল না। এতদ্ব্য-তীত বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় স্ত্রী-জাতির উপরে পুরুষের যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদের

* ভারতের বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রমণী মূর্ত্তিতেই পূজিতা; ভারতের আর্য্যমহিলাগণ আদর্শ বিদ্যাবতী: গত পূর্ব্ব শতাব্দীতে রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী দেবী নানাশাস্ত্রে ও [illegible] সুপণ্ডিতা ছিলেন বলিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার লিখিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তবে গত শতা-ব্দীর দ্বিতীয় যুগে "লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়" এ সংস্কার, স্ত্রীজাতি কোথা হইতে পাইলেন? কোনও স্বার্থপর পুরুষের উদ্ভাবিত কৌশল নয় তো?

স্বার্থপরতা প্রবল, তাঁহাদের নিকট সে প্রভুত্ব বড়ই "উপাদেয়" বোধ হইত। এই সকল কারণে বহু বিবাহ রহিত বিষয়েও এ দেশের অনেক লোক অসম্মত হইলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি চেষ্টা প্রথমতঃ এইরূপ বিফল হইল।

কিন্তু মনুষ্য শক্তির উপরে এক অজেয় শক্তি আছে; জগতের সকল শক্তি একীভূত হইয়াও এক পলকের জন্য সে শক্তির প্রতিকূলে পরমাণু পরিমিত কার্যটীও করিতে পারে না। ঐশী-শক্তির কথা বলিতেছি—(আমরা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারি তাহাতে অনুভূত হয় যে) এ দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এই শক্তিই পরিচালিত হইতেছিল; তাই দারুণ বিঘ্ন বাধাতেও বামাহিতৈষীরা পরাজিত হইলেন না—বরং স্ত্রীজাতির উন্নতির নব নব উপায় বিধান হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কতকগুলি সুমাতা।

(৪র্থ সংখ্যা।)

৬। মদালসা। রাজমহিষী মদালসা একটী সুমাতা। তাঁহার স্বামীর নাম মহারাজ ঋতধ্বজ। তাঁহার চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে রাজর্ষি অলর্কই প্রধান এবং সকলের কনিষ্ঠ। তিনি বাল্যকালেই পুত্রগণকে সংসারের অনিত্যতা এবং ভগবানের নিত্যতার বিষয় উপদেশ দিয়া নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উপদেশ দ্বারা তিনি তিনপুত্রকে পার্থিব ধনে বিরাগী করিয়া অপার্থিব মহাধনে ধনী করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ঋতধ্বজ দুঃখিত হইয়া একদিন মহিষীকে কহিলেন যে, "তুমি এ কি করিতেছ? স্ত্রীলোক মাত্রেই নিজ তনয় ও স্বামীকে নিকটে রাখিতে চাহে। তোমার প্রকৃতিতে ঠিক তাহার বিপরীতাচরণ লক্ষিত হইতেছে। যাহা-হউক হে কল্যাণি! রাজ্য, প্রজা ও বংশরক্ষার কারণ কনিষ্ঠ পুত্রকে আমাকে দান কর।" মদালসা প্রিয় পতির প্রীত্যর্থে কহিলেন তাহাই হউক।" অনন্তর একটী স্বর্ণ কবচে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টী লিখিয়া অলর্ককে দান করিলেন ও কহিলেন "বৎস! দুঃখ ও বিপদের সময় এই কবচটী খুলিয়া পাঠ করিবে।" কিছুদিন পরে রাজকুমার অলর্ক কাশীরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত, অবমানিত এবং যার পর নাই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দৈবযোগে এক দিন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে মাতৃদত্ত কবচের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি কবচ খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্য সচেদ্ধুক্তং নশক্যতে, স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহিভেষজম্। কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুং চেচ্ছক্যতে ন সঃ, মুমুক্ষুং প্রতি তৎকার্য্যং সেব তস্যাপি ভেষজং। অস্যার্থ মনুষ্যসঙ্গ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। যদি তাহা না পার, তবে সাধু সহবাসই কর্ত্তব্য জানিবে, ইহাই বিষাদ রোগের মহৌষধি। সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত; যদি তাহা না পার, তবে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিও। মোক্ষচেষ্টাই বিপদ রোগের একমাত্র ঔষধ।"

অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণে যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি লুক্কায়িত ছিল, তাহা মহাশব্দে জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মপ্রাণা জননী স্তন দুগ্ধের মধ্য দিয়া যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশীতল বারিসেক হইল। শ্রান্ত-কলেবর দগ্ধপ্রাণ অলর্কের প্রাণ আশাপূর্ণ হইল, তিনি অদূরে দিব্যালোক দেখিতে পাইলেন। উদ্দেশে ভক্তিভাবে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন।*

৭। মহামায়া। মহর্ষি বুদ্ধদেবের জননী শাক্য-মহিষী মহামায়া অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের চারিটী মহিষী, তন্মধ্যে মহামায়া সমধিক লাবণ্যবতী, ধর্ম্মপ্রাণা এবং স্নেহশীলা ছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। দীন দুঃখীকে দয়া, গুরুভক্তি, বিনয়, আতিথেয়তা, পতিভক্তি, পরিজনগণের প্রতি যথোচিত সৌজন্য, তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি, যথাসাধ্য পরোপকার, ও নিয়মিত দান, ধ্যানাদি প্রভৃতিগুণে ও কার্য্যে তাঁহার সুকোমল হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল এবং সমস্ত সময় ব্যয়িত হইত। এক কথায় বলিতে হইলে তিনি ধার্ম্মিক বংশের উপযুক্ত প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকায় তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধচারিণী, ব্রতপরায়ণ ও পবিত্রচিত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রবাদ আছে শাক্য বংশের কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজা, মহিষীগণ ও অমাত্যবর্গ সকলে দান ধর্ম্মার্থে এক মনোহর উদ্যানে সম্মিলিত হইলেন। সমস্ত দিন উপবাসী ও স্নান দান করিয়া সন্ধ্যাকালেই সকলে অবসন্ন দেহে শয়ন করিলেন। নিদ্রামাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে এক সুন্দর শ্বেত পদ্মের শয্যায় তিনি শায়িত আছেন, অকস্মাৎ এক মত্ত শ্বেতহস্তী দ্রুতবেগে আসিয়া শুণ্ড দ্বারা তাঁহার শয্যা বিশৃঙ্খল করিয়া নাভিদেশ বিদীর্ণ করতঃ গর্ভে প্রবেশ করিল। মহামায়া জাগ্রত হইয়া মহারাজকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি তৎশ্রবণে পরমানন্দিত হইলেন। সেই রাত্রেই দয়াময় বুদ্ধদেব মহাদেবীর পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যাহা হউক স্তনদুগ্ধের সহিত মাতৃ-প্রকৃতি যে সন্তানের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,

* বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে মদালসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইল।

তাহা এই দেবী চরিত্রে সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধের জন্মের পর মহিষী সপ্তদিন মাত্র ইহলোকে ছিলেন। সপ্তদিন বুদ্ধদেব যে স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, জীবনে তাহার দ্বারা কি কাণ্ড করিয়াছেন! মাতৃ-প্রকৃতি উৎকৃষ্ট হইলে কি শুভফল উৎপন্ন হয়, জগৎ মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ধন্য সেই প্রকৃতি যাহার জন্য আজ অর্দ্ধ পৃথিবী মাতোয়ারা এবং অগণিত প্রাণী যাঁহার সম্প্রদায়ের দয়ায় জীবিত, রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে!

জাপান-সাম্রাজ্ঞী দ্বয়।

জাপানের এক সাম্রাজ্ঞী ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়া জয় করেন, তাঁহার নাম জিঙ্গু কঙ্গো। তাঁহার যেমনি রূপ, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও মেধা, যুদ্ধ বিদ্যাতেও তিনি সুবিখ্যাত ছিলেন—এমন কি তিনি জাপান দেশের রণ-দেবতার মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি যখন সম্রাটের সহিত পরিণীত হন, তখন চীন কিম্বা কোরিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব জাপানীরা জানিত না। রাণী একদিন স্বামী মিকাডোকে বলিলেন যে দেবতারা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে "সুদূর পশ্চিমে একটী রাজ্য আছে, জাপানী সৈন্যগণ পোতারোহণে তথায় যাইবে এবং তথা হইতে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য আনিবে।" সম্রাট এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার দেবতাও মিথ্যা, তোমার কথাও মিথ্যা।"

কিছুদিন পরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটকে বন্দী ও নিহত করিল; এই সময়ে সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সৈন্যচালনা করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। তিনি জোয়ান আব্ আর্কের ন্যায় পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রাজ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বহুসৈন্য ও পোত সংগ্রহ পূর্ব্বক দক্ষিণ কোরিয়াতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা বিনা-যুদ্ধে তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

রাণী সোনা রূপা রেসমী বস্ত্রে ৮০খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া এবং স্থানীয় বড় বড় পরিবারের প্রতিভূসকল সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দেবতা প্রদত্ত স্বপ্ন সফল হইল। এই রমণী জাপানের শাসনপ্রণালী নূতন করিয়া গঠন করিলেন এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন।

জিঙ্গু কঙ্গের পরে আর নয়টী রমণী জাপানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁর মহিমার শতাংশের একাংশও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মেকাডোর পত্নীগণ সচরাচর অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন। অনেক দিনের পর জাপানে আর এক বরণীয়া রমণীর উদয় হইয়াছে। বর্ত্ত-

মান সাম্রাজ্ঞী হারুকো অনেকটা জিঙ্গু কঙ্গোর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন; ইনি বর্ত্তমান সভ্য জাপানী রমণীর আদর্শ। তিনি কোরিয়া জয়ে জাপানীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং রণ-সঙ্গীত রচনা করিয়া সৈন্যদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানীরা ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হয়, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। ইনি জিঙ্গ কঙ্গের ন্যায় এক নূতন জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। ইহাঁর বিষয়ে পশ্চাৎ আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মসূরিকা বা বসন্ত।

মসুর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পীড়াকে মসূরিকা বা বসন্ত বলে। হাম বা বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে, রোগীর গৃহ নির্জ্জন, রম্য ও পবিত্রভাবে রাখিবে, সর্ব্বদা ধূপ, ধুনা ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সদামোদিত করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে সতর্ক থাকিবে এবং কোন ক্রমে বসন্ত সম্বন্ধীয় পুঁয ও রক্তাদির সহিত সংশ্রবে দূষিত হইয়া দেহকে দূষিত করিবে না। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক।

এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, সুতরাং এ রোগের বিশেষ ফলদায়ক, কয়েকটী মুষ্টিযোগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেরই উপকার দর্শিবে।

১। পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

২। রুদ্রাক্ষ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ✓আনা বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয়।

৩। পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, ॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, শেষ ✓০ পোয়া থাকিতে এই কাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদন ফল বাটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ইহা শীতল করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয়।

৪। রোগীর জ্বর থাকিলে জলপান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তী চূর্ণ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

৫। গোক্ষুরী মূল ও অনন্ত মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত উপশমিত হয়।

৬। হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছে-পাতার রস পান করিলে হামজ্বর ও বসন্ত ভাল হয়।

৭। বাসি জলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

৮। পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুথা,

বাসকছাল, দুরালভা, চিরেতা, নিম্বছাল, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা. জল ।০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহা পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয় ।

৯। টাবা লেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয় ।

১০। পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সেচন করিবে ।

১১। বসন্ত পাকিবার উপক্রমে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত করাইয়া, সেবন করাইলে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও বায়ু কুপিত হয় না ।

১২। বসন্তে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসের যূষ পান করিলে উপকার হয় ।

১৩। কুল চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ।

১৪। বসন্তে অধিক পূঁষ হইলে বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে, কিম্বা বিল ঘুটের ভষ্ম ছড়াইয়া দিবে ।

১৫। বসন্তে কৃমীভয় নিবারণ জন্য সরল কাষ্ঠ ধূনা, দেবদারু, চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে ।

১৬। ত্রিফলার কাথে গুগ্‌গুল দিয়া পান করিলে পূঁষ নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয় ।

১৭। বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রতিদিন হিঞ্চেশাকের রস ৪ তোলা, ঘর্ষণ করা শ্বেত চন্দন ।০ অর্দ্ধ তোলা, এই উভয়কে একত্র যোগ করিয়া দিবসে ২ বার পান করান কর্ত্তব্য । ইহাতে বসন্ত শীঘ্র বহির্গত হয় ।

১৮। হাম রোগের শেষাবস্থায় কুড় ও বাবুই মিলিত ২ তোলাকে কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইলে দেহে হামজন্য চিহ্ন সত্বর মিলিত হয় । ইহা দুই তিন দিন ব্যবহার করান আবশ্যক ।

১৯। নিম্বছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি মূল, পলতা, কটকী, হরীতকী, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, বেণার মূল, আমলা, বাসক মূলের ছাল, দুরালভা, এই দ্বাদশ প্রকার মিলিত পাচন বসন্ত রোগীকে পানার্থ প্রথমাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে ।

২০। মুখে, কণ্ঠে বসন্ত জন্য ক্ষত হইলে আমলা ২ তোলা, যষ্টি মধু ২ তোলা এতদুভয়কে কুটা করিয়া ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ হইলে ১৬ তোলা আন্দাজ জল সত্বে ছাঁকিয়া রোগীকে বারম্বার কুলি করিতে দিবে । ইহারদ্বারা মুখ ও কণ্ঠস্থ ক্ষতাদি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় ।

২১। গাত্র বেদনা, শিরোবেদনা, পেট ভার বোধ, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং

কাশি থাকিলে সেই জ্বরে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এই জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয় না। প্রায় তিন বা চারি দিনে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পায়। এই সময়ে কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে, যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয়, এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত।

২২। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া স্নান করিবে।

২৩। বসন্ত শুষ্ক হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত।

২৪। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয় ও বসন্তের চিহ্নগুলিও মিলাইয়া যায়।

২৫। যে রোগীর চক্ষু মধ্যে বসন্ত হইয়া যাতনা উপস্থিত হয়, সেই যাতনা নিবারণার্থে পড় গড় ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, এই উভয়কে কুটা ও সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া ঈষৎ উষ্ণসত্বে সেই জলদ্বারা চক্ষুর উপর স্বেদ (Fomentation) প্রদান করিবে। তাহাতে যাতনা নিবারণ ও রস স্থানান্তরিত হয়।

২৬। বসন্ত পাকিয়া পূযাদি সঞ্চার হইলে কণ্টকাদিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পূয নির্গত করিবে। তৎপরে যষ্টিমধু, আমলা, হরীতকী, বয়ড়া, চালমুগরা বীজ, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ-কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোময় ভস্ম, এই সকল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা পুটলী বাঁধিয়া বসন্তের ক্ষতের উপর মুহুর্মুহু ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা সত্বর ক্ষতাদি শুষ্ক হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৬২ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ললিত রাগিণী—তাল আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

সা	ঋ	ম	ধ	ম প	ম গ ঋ	ম	প ধ প
অ-	রি	সু-	খ	ম-	রি	উ-	যে!

+।	।৩৺	৺	।০।	৺	৺১৺	৺	।
ম	প ধ প	ম	প ম গ	সা	গ	ঋ	সা
পি-	নে-	কা-	য়ে ;	ব-	ল	কে	সে
অ-	চে-	ত-	ন,	ত-	ব	প-	র-

+।	।৩৺	।	৺৫।	৺	৺১৺	৺	।
নি	সা	নি ধ	নি	সা	সা	সা	সা
পু-	ষ্পা-	ঞ্জ-	লি,	অ-	র্প-	ণ	ক-
শ-	ন	মা-	ত্র,	পা-	ই-	ল	ন-

+।	। ৩৺	৺	।০।
ঋ	সা ঋ গ ঋ	ঋ	সা
রি-	ছ	যাঁ	রে ?
ব	জী-	ব-	ন !

ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী। *

এক যায়, অন্য এক আইসে, একের পতন, অন্যের অভ্যুদয়—সংসারের এই নিয়ম। ইহার অধীন হইয়া সকলেই চলিতেছে। বড় বড় বীর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন; প্রবলপ্রতাপে ধরাতল করতলশায়ী করিলেন; আবার কালের বিচিত্র গতিতে অন্যতর বীর দ্বারা পরাজিত হইলেন। বালার্কের ন্যায় যখন বোনোপার্টির গৌরব সূর্য্য অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সময় ফরাসী সাম্রাজ্যের নভোমণ্ডলে সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের গৌরব সূর্য্য সম্পূর্ণ বিরাজমান। ইনি তখন য়ুরোপের অন্যান্য রাজসভার কেন্দ্রস্বরূপ উজ্জলতম মণি। টুলারের রত্নখচিত রাজমন্দিরে সেই সময় ভারতবর্ষের এক অমূল্য নিধি ছিল, যাহার জ্যোতিতে অত্রত্য অন্যান্য মণি নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সে নিধি কি? এক রূপলাবণ্যময়ী ভারত-রাজকুমারী। সাম্রাজ্ঞী ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন; করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে বহুযত্নে লালন পালন করেন। একেত রাজকন্যা, রূপবতী, পূর্ণযৌবনা, তায় সাম্রাজ্ঞীর নয়নপুত্তলী; মণি কাঞ্চনের যোগ। এঅবস্থায় তিনি যে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং অচিরে তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছোট বড় সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলা বাহুল্য সকলে ইঁহার বিষয় জানিতে সমুৎসুক হইবেন, হইবারই ত কথা। আমাদের মধ্যে কাহার না জানিতে কৌতূহল হইতেছে?

* প্রস্তাবের সমস্ত স্বত্ব লেখকের।

ইহাঁর সম্বন্ধে এক অতি অদ্ভুত বিবরণ প্রকটিত আছে। তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। রসিক ফরাসী জাতি কতক বিদ্রূপ ও কতক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ইহাঁকে La Sultana Indianna অর্থাৎ ভারত সুলতানা বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে পরিচয় দিতেন এবং বাস্তবিকই প্যারী মহানগরীতে ইনি সুলতানার মত সসম্ভ্রমে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। তিনি যে ভারত-কন্যা তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে হিন্দু কি মুসলমান তাহা কিছু মাত্র নির্ণয় করা যায় না; যেহেতু যাঁহারা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ বৈষম্য দোষে দূষিত। শুনা যায় তিনি দিলদার নামে আত্ম-পরিচয় দেন। নামে মুসলমান বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এত কালের পর সত্যে উপনীত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া ১৭৯৭ ফরাসী দেশে "La Belle Indienne, on les Aventures de la Pittie fille du Grand Mogol" এই দীর্ঘনামে এক উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কথিত আছে তাঁহার আত্মপরিচয় এই যে, তিনি এক বড় রাজার কন্যা তাঁহার পিতার যমুনা-পুলিনে মনোরম প্রাসাদ ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, সেই স্থানের নাম কি, কিম্বা তাঁহার পিতারই বা নাম কি ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য বিষয় গুলি তাঁহার কিছু মাত্র স্মরণ ছিল না। চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের বাগদান হয়। এস্থলে পাঠক পাঠিকা দেখুন ইহাঁর নাম মুসলমান, হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের কথা হইল আর যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, এইটীর কোনওটি ধরিয়া বিচার করিলে কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। তাহার কারণ এই—অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এক মুসলমান শাসনাধীন হইয়া বাস নিবন্ধন আচার ব্যবহারে এমন কি নামের কতকটা মিল দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য শুধু নাম ধরিয়া ইহাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আর যে সময়ের কথা, তখন হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষতঃ রাজা ও রেইস্ দিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইনি মুসলমান কন্যা হইয়া হিন্দু স্বামী গ্রহণ করিতেও পারেন এবং হিন্দু কন্যা হইয়া মুসলমান স্বামীর সহিত ও পরিণীত হইতে পারেন। দুইই সম্ভব। সে যাহাহউক প্রাচ্য দেশোচিত সমারোহে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বিবাহ দিন উপস্থিত। কন্যা স্বর্ণবস্ত্র পরিহিতা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে এত ভারাক্রান্ত হইলেন যে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত এক পদও তিনি সঞ্চরণ করিতে পারেন না। কিন্তু কেহ কি পূর্ব্বেও জানিয়াছিল যে, সিন্দুরবিন্দু-শোভিত বলি-প্রস্তুত ছাগের ন্যায় তাঁহাকে অবি-

লগ্নে প্রজাপতির সকাশে জন্মের মত বৈবাহিক সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে? বাদ্যকর ও পতাকাবাহীতে তরণী পরিপূর্ণ।* এক একখানি করিয়া শত শত তরণী বিবাহ বাটীর নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। একে যমুনা তটস্থ অট্টালিকা, তায় সন্ধ্যাকাল; প্রকৃতি এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। শোভন দৃশ্যে সকলের প্রাণ বিমোহিত। স্বন্যস্থবাসিতা পাপে অকলঙ্কিতা মুর্ত্তিমতী সরলতা কি স্থির থাকিতে পারে? যৌবন-সুলভ লজ্জাশীলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, বিবাহ যে কি বস্তু তাহা কি তিনি তখন বুঝিয়াছেন? স্বামী স্ত্রীতে যে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি কি তখন বুঝিয়াছেন? বুঝিলে লজ্জায় অধোমুখী হইতেন, অবরোধে রুদ্ধ থাকিতেন। কিন্তু তাহা ত নহে। অন্যান্য নর নারী যেরূপ আনন্দিত, তিনিও তদ্রূপ। আপনার বিবাহ দেখিতে—আপনার বরের আগমন-শোভা দেখিতে দেখিতে—আহ্লাদে আটখানা। তাড়াতাড়ি উত্তমরূপে দেখিবার জন্য সহচরীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছাদের এক প্রান্তভাগে আরোহণ করেন। হায়! বিধাতার বিড়ম্বনা! স্রোতস্বিনীতে পড়িয়া গেলেন। টানে বহুদূরে ভাসিয়া গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না। সকলে আমোদে মত্ত, সকলে জানে মেয়ে কোনও না কোনও স্থানে খেলায় মাতিয়া আছে; আর ভাবনাই বা কি, ভাবনারও কোনও কারণ নাই, যেহেতু সঙ্গে লোক আছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

(উপন্যাস।)

কোন এক নগরে একদা জনৈক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তিনি এক বৃক্ষতলে অগ্নিকুণ্ড করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ঈশ্বরপরায়ণ পরম ভক্ত সাধু। তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শুনিয়া নগরবাসী বহু নরনারী তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এক দিন নগরের এক প্রসিদ্ধ ধনী বণিক্‌পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহার নাম লক্ষ্মী। পিতৃগৃহে শৈশবকালে তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে চঞ্চলা বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও তাঁহাকে শেষোক্ত নামেই অভিহিত করিব। চঞ্চলা সুন্দরী নহেন, তাঁহার বর্ণ কাল, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, নাসিকা চেপ্টা, হস্ত পদাদির গঠনও প্রশংসনীয় নহে; কিন্তু

প্রাকৃতিক অভাব দূর করিবার জন্যই হউক কিংবা ধনী লোকের গৃহিণী বলিয়াই হউক চঞ্চলার বেশভূষার প্রতি বেশ লক্ষ্য ছিল। তাই সাধুদর্শনে আসিবার কালেও বেশভূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার শরীর আপাদমস্তক রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল। পরিধানে একখানি বহুমূল্য শাড়ী। চঞ্চলার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। তৎপরে চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এখানে কি চাই?"

চ—"আপনার শ্রীচরণ দেখবার জন্য এসেছি।

স—"সাধু দর্শনে এসেছ, তাতে আবার এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কেন?

চঞ্চলা একটু লজ্জিতা হইলেন এবং কিয়ৎকাল নিঃশব্দে অধোবদনে রহিলেন।

স—মা, কিছু মনে কর না, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যা মনে উঠে তাই বলে ফেলি। ইচ্ছা হয়ত বস।

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া চঞ্চলা সমীপবর্ত্তী এক আসনে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আরও দুই এক ব্যক্তির সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিয়া চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মা! শ্রীচরণ দেখা হ'লত, এখন ইচ্ছা হ'লে যেতে পার।"

চ—'বাবা! আপনার নিকট কিছু ধর্ম্মোপদেশ চাই।"

স—তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম হচ্চে বেশভূষা করা। ঐ প্রবৃত্তিটা একটু থামলে ধর্ম্মের খবরটা নিলেই ভাল হয়।

চ—বাবা, আমরা সংসারী মানুষ, পাপেই আমাদের মতি, তাইতে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শনে এসে থাকি, আপনারাও যদি পাপীজন ব'লে তাড়িয়ে দেন তা'হলে যাই কোথা?

স—আমরা পাপী ব'লে তাড়াই না, তবে কিনা ভরা কলসীতে বায়ু পুরা যায় না। বিষয়াসক্তিতে পূর্ণ তোমার হৃদয়ে আমি ধর্ম্মের বায়ু কি করে প্রবেশ করাব?

চ—বাবা, আপনাদের অসাধ্য আবার কি আছে? আপনারা কৃপা কল্লেইত অনেক পাপী তরে যায়।

সন্ন্যাসী দেখিলেন চঞ্চলা সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। তৎপরে বলিলেন "মা, একটু অপেক্ষা কর। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইবার প্রায় পনর মিনিট পরে তথায় অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারী দুইজন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ এখানে কি চাই?

ভিক্ষুক—বাবা, কিছু খাবার চাই, অনাহারে আর প্রাণ বাঁচে না।

কাতরোক্তি শুনিয়া সন্ন্যাসীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। তৎপর বলিলেন বাবা বস, দেখি ভগবান্ তোমা-

দের জন্য কিছু দেন কিনা। সন্ন্যাসীর আশ্বাস বাণী শুনিয়া ভিক্ষুকদ্বয় নিকটে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন মা, তুমি ধর্ম্মোপদেশ চাহিয়াছ। "পুণ্যঞ্চ পরোপকারে পাপঞ্চ পরপীড়নং।" এইত ধর্ম্মের সার কথা। এখন পরোপকারের কাল উপস্থিত। সম্মুখে এই ভিখারীদ্বয়কে দেখিতেছ। অন্নাভাবে ইহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন এবং ছিন্ন। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাতে বিচার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে পারি যে ইঁহারা দানের উপযুক্ত পাত্র। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্। ব্যাধিতস্যৌষধম্ পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" হে কৌন্তেয়! দরিদ্রদিগকে ভরণ কর, ধনীদিগকে ধন দান করিও না। রোগীরই ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন, নীরোগীর প্রয়োজন নাই। তাই মা আমি অনুরোধ করি যে তোমার কানের দুল দুটী এই দুঃখীদ্বয়কে দাও। ইহারা অনাহারজনিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পা'ক।

সন্ন্যাসীর সমক্ষে যে এইরূপ কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন, চঞ্চলা এইরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি এখন কি করিবেন, কাণের দুল দুইটী এক কথাতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার মনের বল এতটুকু হয় নাই। অথচ সন্ন্যাসী ঠাকুর উহা দাবি করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিয়া একটি উত্তর ঠিক্ করিলেন। উত্তরটি সত্যমূলক হইলেও চঞ্চলা তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিলেন। তিনি বলিলেন ঠাকুর! আমার বাবা আদর করে এই দুল দুইটী আমাকে দিয়েছেন, ইহা আমার বাবার চিহ্ন। আমি আর কোন গহনা দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটী দুল দিতে পারি না।

স—মা তোমার হাতের বালা দু গাছি কে দিয়েছেন?

চ—তা ও বাবা দিয়েছেন।

স—তবে তাই কেন বাবার চিহ্ন হ'ক না?

চঞ্চলা যে এইরূপ পরীক্ষায় পড়িবেন তাহা ভাবিতে পারেন নাই। এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চ—আমি এই দুল দুইটির পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ক'ল্লে কি আপনি সুখী হন না?

স—মা সন্ন্যাসীগণ এক ঝোঁকের লোক। তুমি লাখ টাকা দিবে বল্লেও আমি আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না। আমি বুঝেছি তোমার দুল দুইটীতে আসক্তি রয়েছে। তুমি যখন ধর্ম্মার্থিনী হ'য়ে এসেছ, তখন আমি তোমার আসক্তির জিনিষই সর্ব্বাগ্রে কাড়িয়া লব। তুমি দুল দুইটি দিবে কি না বল?

চ—(করযোড়ে) বাবা আমায় মাপ কর, আর কিছু দি, আপনি খুশী হউন।

স—অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে চঞ্চলার অন্তরে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতে লাগিল। চঞ্চলা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ফুল দেওয়াই স্থির করিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, এই ফুল দুটী নিন। আমি এ পর্য্যন্ত আমার ভোগবাসনার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু বাবা এখন দেখতে পেলেম সৎপাত্রে দান জন্য ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত। তাই আপনার আদেশ পালনে যত্নবতী হইয়াছি। সন্ন্যাসী দেখিলেন ফুলের প্রতি চঞ্চলার যে অনুরাগ ছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। এই অনুরাগের বিনাশ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া তিনি আর ফুল গ্রহণ করিলেন না। তিনি এক শিষ্যের প্রতি আদেশ করিয়া বলিলেন "আমার ঝুলনা হইতে গত কল্যকার প্রাপ্ত টাকা কয়টী আনিয়া ভিখারীদিগকে দাও। শিষ্য প্রভুর আজ্ঞাক্রমে টাকা কয়টি লইয়া ভিক্ষুকদ্বয়কে প্রদান করিল। চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। চঞ্চলা সে দিন ত্যাগের যে দীক্ষা প্রাপ্ত হইল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার দত্ত ফুল দুটী গ্রহণ করিলেন না সত্য, কিন্তু চঞ্চলা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল ফুল কেন, সমস্ত গহনা এক বাক্সে বন্ধ করিয়া স্বর্ণকারের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণকারের নিকট সমস্ত ভূষণ বিক্রয় করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এক কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আপনার নাম ধাম সমস্তই গোপন করিলেন। ইহারই নাম প্রকৃত দান, ইহারই নাম প্রকৃত বৈরাগ্য। দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নরনারীগণ যে ভোগবাসনায় বিসর্জ্জন দেন, তাহাকেই প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায়। এজন্য সাধু বলিয়াছেন "স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং।" যাঁহারা কৃপণতাবশতঃ কিম্বা নাম ক্রয় করিবার জন্য ভোগস্পৃহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না। আশা করি বেশভূষা-প্রিয় বঙ্গ-ললনাগণ এই আধ্যাত্মিকাটীর সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জীবন তদনুসারে নিয়মিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

যাহাহউক ভগবৎপ্রসাদে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দিগের সদাশয়তায়, এবং রেলওয়ে গাড়ীর কল্যাণে এখন আমি পচম্বায়। পচম্বা ছোটনাগপুর

বিভাগে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গিরিদি ষ্টেশন হইতে পচম্বা প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমার কোনও ভক্তিভাজন আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছি, এখানে পাঁচটী প্রকাণ্ড আমের গাছ থাকায় এই স্থানের নাম পচম্বা (পঞ্চাম্র) হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া পচম্বার জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। প্রায় দশ বৎসর পুর্ব্বে শ্রদ্ধের সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন পচম্বায় আসিয়া ইহার অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে আমরা এখানে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দুই একটী সামান্য বিষয় হইতে ইহা সকলের বোধগম্য হইবে। প্রমদা বাবু এখানে আসিয়া লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, ব্যতীত অন্য তরকারী দেখেন নাই, কিন্তু আমরা এখানে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, বেগুন আলু, সিম, বরবটী, মটর, কপি, ওল, কচু এবং আমাদের দেশীয় শাক সব্‌জী যথাক্রমে পাইতেছি। তবে এখানকার কচু আমাদের দেশের "মানকচু" জাতীয় নহে, "শোলা কচু" জাতীয়। প্রমদা বাবুর আসার সময়ে দুগ্ধ ঘৃত নাকি অতিশয় সুলভ ছিল, এখন কিছু মহার্ঘ হইয়াছে। যাহাহউক কলিকাতার তুলনায় এখানকার দুগ্ধ, ঘৃত, তরকারী, ফল প্রভৃতি যেমন সুখাদ্য, সেই রকম সুলভ।

এতো গেল পচম্বার সাধারণ অবস্থা। পচম্বার বিশেষত্ব এই যে পচম্বা প্রকৃতি দেবীর ক্রীড়া কানন। শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে পচম্বায় মানবের বসতি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও আছে কি না আমার মনে বড়ই সন্দেহ হয়! পচম্বার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হয় যে, আমাদের বঙ্গদেশে (সহরের কোলাহলে, পল্লিগ্রামের ম্যালেরিয়ায়) প্রকৃতি-দেবী মনের সাধে সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতে পারে না—আমাদের বঙ্গভূমি—"সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শ্যামাসুন্দরা" দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ আঁচলে প্রকৃতি জননীকে বসাইয়া মনের মত সোহাগ করিতে পারেন না, তাই মা বাছিয়া বাছিয়া এই শ্যামল নির্জ্জনে তাঁহার ক্রীড়াকানন স্থাপন করিয়াছেন। তাই নদীনির্ঝর-নিনাদিত, বিহঙ্গ-কুজিত, পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত, শ্যামকান্ত বিজনে মা প্রাণ ভরিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন! তাই পচম্বার বুকে এত শোভা, তাই পচম্বার শোভা এত মনোমোহিনী। এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ছটা আঁকিয়া দেখাইতে পারি, সে শক্তি আমার কখনই নাই, তবে যথাসাধ্য পাঠিকা ভগিনীকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এখানে আসিয়াই আমরা বিশ্রাম শিলা" এবং তাহার নিকটস্থ ঝরণা দেখিতে গিয়াছিলাম। যিনি আমার এই বিদেশ ভ্রমণের এক প্রধান সহায়, আমার

সে পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয় অসুস্থতার জন্য সেদিন আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। এমন আনন্দের সময়ে তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে আমার মনটা একটু কেমন কেমন করিতে লাগিল। যাহাহউক আমরা বাড়ী ছাড়িয়া, রাস্তার উপরে উঠিয়াই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। কার্ত্তিক মাস, তথাপি দক্ষিণ দিকের আকাশের গায়ে স্তবকে স্তবকে মেঘ সকল—গাঢ় নীল রঙের মেঘ সকল সাজান রহিয়াছে! বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে সে দৃশ্য দেখিতে গিয়া শুনিলাম উহা সত্য সত্য নীল মেঘ নহে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণী! সেই মেঘমালা সদৃশ পাহাড় শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ চূড়াবৎ পরেশনাথের মন্দিরটী একখানি ছবির মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অভিভাবক মহাশয় তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। ইহার পরেও আমরা পুনঃ পুনঃ সেই পরেশনাথ পাহাড়ের ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু চাঁদের আলো দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি জন্মে না, শিশুর হাসি দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্তি জন্মে না, সেই রকম দূর হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়াও আমার একটুকুও পরিতৃপ্তি জন্মে নাই! সে শোভা চিরদিনই নূতন! সূর্য্যাস্ত সময়ে সেই নীল ছটার উপরে রক্তিমবর্ণ, সোণালিবর্ণ, ফিঁকে গোলাপীবর্ণ মেঘমালা যখন খেলা করিয়াছে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রভৃতি তিথিতে নবোদিত চন্দ্রমা যখন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী তারাটী লইয়া হীরক মুকুটের নীচে দোদুল্যমান গজমুক্তার মত বাহার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা নীরব নিস্পন্দ হইয়াই প্রকৃতির সেই মনোমোহিনী ছটা দেখিয়াছি! আর সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য মনে মনে পাগল হইয়া গিয়াছি! সে সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে।

যাহাহউক আমরা ক্রমশঃ বিশ্রামশিলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পাঠিকা ভগিনী জানেন যে রেলওয়ের গাড়ীতে আমার জ্বর হইয়াছিল। তাই বিশ্রাম-শিলা দেখিবার দিনে, অভিভাবক মহাশয়ের আদেশে, বাধ্য হইয়া খানিক দূর আমাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। এ রকম স্থানে গাড়ীতে বসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা, আমার বিবেচনায় নিতান্তই "পোড়া কপালের ভোগ।" সেই জন্য আমার স্বাস্থ্যকে আমি মনে মনে বিলক্ষণ "দশ কথা" শুনাইতে লাগিলাম। তা' সৌভাগ্যক্রমে এই পোড়া কপালের ভোগ আমাকে অধিকক্ষণ ভুগিতে হইল না, খানিক দূরে গিয়া আমার স্নেহময় অভিভাবক মহাশয়, আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে অনুমতি করেন। আমার বড়ই আনন্দ হইল—আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি বাঁচিলাম (!)। তখন সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলপূর্ণ, গৈরিক মৃত্তিকার মাঠ দিয়া, মাঝে আম ও মৌয়া ফুলের গাছ সকল দেখিতে দেখিতে,

পথে কাঁকরে ও সাদা কালো প্রভৃতি নানা বর্ণের উপলখণ্ডে "মৃদুমধুর" হোঁচট খাইতে খাইতে, আমরা বিশ্রামশিলার মাঠে উপস্থিত হইলাম। এই মাঠে প্রথমেই ব্যাঘ্র মুখাকৃতি, নরমুণ্ডাকৃতি ও কচ্ছপ পৃষ্ঠাকৃতি অনতিবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ সকল রহিয়াছে; তার পরেই বিশ্রামশিলা। বিশ্রামশিলা এক একটী অনতিবৃহৎ পাথরের বিছানা; এমন বিছানা, কত দূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্বর্গীয় প্রমদা বাবুই নাকি এই অপূর্ব্ব প্রস্তর শয্যাকে "বিশ্রাম শিলা" নাম দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণ পথে আমাদিগের যে টুকু শ্রান্তি হইয়াছিল, বিশ্রাম শিলার মাঠে আসিয়াই তাহা দূর হইল। আমার বোধ হইল আমি যেন কোমল মকমলের উপর দিয়া চলিতেছি; ব্যগ্র হইয়া পদ-প্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, এখানে এক জাতীয় পার্ব্বত্য শৈবাল জন্মিয়াছে; মকমলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলে মানব যেমন আরাম লাভ করে, এই পার্ব্বত্য শৈবালের উপরে পাদুকাবিহীন পদে চলিতে লাগিলেও সেই রকম আরাম পাওয়া যায়! প্রমদা বাবু অল্প-বয়স্ক হইলেও একজন ভগবৎভক্ত সাধু ছিলেন। তাই তিনি এ সুখশয্যার নাম "বিশ্রাম শিলা" রাখিয়া গিয়াছেন! এ বিশ্রাম শিলা, সত্য সত্যই বিশ্রামশিলা। সত্য সত্যই মা' বিশ্ব জননী তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদিগের আরামের জন্য স্বহস্তে এই প্রস্তর শয্যা রচনা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমার প্রাণ কৃতকৃতার্থ হইল! হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমার সঙ্গী বালকেরা কেহ বিশ্রাম-শিলার উপরে শুইয়া পড়িল, কেহ উল্‌টা বাজী খেলিবার মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল; আমারও বড় সাধ হইল, মা'র স্বহস্ত রচিত এমন সুখশয্যায়, এই স্নিগ্ধ "পশ্চিমে বাতাস" রূপ অঞ্চল সঞ্চালনে, অদূরবর্ত্তী নির্ঝর স্রোতের মধুমাখা গীত শুনিতে শুনিতে, দিগন্তপ্রসারিত নীল আকাশের তলে শয়ন করিয়া, একবার প্রাণের প্রাণে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকারিণীকে গাঁথিয়া ফেলি! সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিতে না পারিলে এ সুন্দর জগতে কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাই!

বিশ্রাম-শিলার অনতিদূরে শালবন। শালবন দেখিতে যাইবার সময়ে আমরা চারিদিকের শস্যক্ষেত্রগুলিও দেখিলাম। যিনি বঙ্গভূমির হরিৎবর্ণ ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তিনি যে এ দেশের শস্যক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন, আমি এমন ভরসা করি না। এখানে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র যাহা দেখিলাম, তাহা বঙ্গীয় পল্লিগ্রামের তুলনায় অল্প। যাহাহউক মাঝে মাঝে এক একখানি শরগুজার ক্ষেত্র * দেখিয়া আমার মনে হইল প্রকৃতি দেবী তাঁহার সবুজ বারাণসী শাড়ীর সোণার আঁচলটী এইখানে

* শরগুজা এক প্রকার শস্য। ইহা হইতে পশ্চিমবাসীরা তৈল প্রস্তুত করে। এ তৈল কতকটা সরিষা তৈলের মত।

বিছাইয়া দিয়াছেন! সোণালী রঙের ফুল সকল ফুটিয়া ক্ষেত্র যেন আলো করিয়াছে! আমার পল্লিগ্রামবাসিনী ভগিনী যদি সরিষার ও শণের ফুল-ভরা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া থাকেন, তবে পশ্চিমের শোরগুজা ফুলের ক্ষেত্র-শোভাও তিনি অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

শালবনে প্রবেশ করিবার সময়ে আমার মনে বিলক্ষণ একটু "সৌভাগ্য-গর্ব্ব" উপস্থিত হইল। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশে আমি শালের কড়িকাঠ, শালের খাট, তক্তাপোষ, শালের বাক্স প্রভৃতির সহিত বিশেষ পরিচিতা ছিলাম। অধিক কি, দেশে শালকাঠের প্রতিপত্তি দেখিয়া মানবজগতের গ্লাডষ্টোনের মত, বৃক্ষজগতে শালবৃক্ষের একটা যে ভারী বিশেষত্ব আছে, এ বিষয়ে আমি সন্দেহ-শূন্যা। তাই এত দিনে শালবন দেখিতে পাইয়া আমি আমার সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। এ বনের বৃহৎ বৃক্ষ সকল লোকে প্রয়োজনার্থ কাটিয়া ফেলিয়াছে; এখন অনতিবৃহৎ, নধর, সরল শালতরু সকল স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শালবনে প্রবেশ করিয়াই নির্ঝরের অস্ফুট শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া নির্ঝরের অপূর্ব্ব কান্তি দেখিতে পাইলাম! সেখানে দেখি যে, দুর্ভেদ্য প্রস্তররাশি ভেদ করিয়া "সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ" রবে প্রবহমান জলরাশি বহিয়া যাইতেছে! সে যেন দ্রবীভূত হীরক-স্রোত ছুটিয়াছে! সে যেন মানব-শ্রুতির অবোধ্য স্বর্গীয় গীতি গাহিতে গাহিতে দিগ্‌দিগন্তে চলিয়াছে! আমরা সেই পবিত্র অমৃতময় জল লইয়া মুখে চোখে দিলাম; সে জলের স্নিগ্ধতা যেন আমাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকেও স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিল। সেই সময়ে একটী বালকণ্ঠ নিঃসৃত ভগবদ্বিষয়ক অমৃতগাথা গীতি শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইল আমি একবার প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া বলি "মা! বিশ্বজননি! তুমি আমার সুখের জন্য এত খাটুনি খাটিলে, আমি তোমার জন্য কি করিলাম? এ অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন অধম সন্তানের জন্য এতটা খাটুনি কেন তুমি খাটিলে মা?"

ইহার পরে আমরা বাড়ীতে ফিরিলাম।

(ক্রমশঃ)

পুণ্ডরীক কাহিনী।

পণ্ডর পুরেতে বাস দ্বিজ একজন,
পুত্র আশে ভার্য্যা সনে পূজে নারায়ণ;
কত দিন পরে তবে প্রসাদে ধাতার,
জন্মিল সুন্দর পুত্র, উজলি আগার।
পিতা মাতা দিলা তারে "পুণ্ডরীক" নাম,
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, পূর্ণ মনস্কাম।
পুণ্ডরীক, মা বাপের নয়নের তারা,
পলকে প্রলয় জ্ঞান, হ'লে আঁখি-হারা।

এইরূপে শিশুকাল, বাল্যকাল গেল,
তরুণ যৌবন তবে যথাকালে এল;
মধুমাসে তরু যথা নবীন নধর,
তেমনি বরাঙ্গ তার হইল সুন্দর!
উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, উঠিল জাগিয়া,
সুখের পিপাসা দিল প্রাণ মাতাইয়া,
তাই হায়! ধর্ম্মজ্ঞান করি বিসর্জ্জন,
পাপাচারে পুণ্ডরীক ঢেলে দিল মন!
ত্যজিল সে পবিত্রতা, মা'-বাপে ভকতি,
পাপে বুদ্ধি, পাপী সঙ্গী, পাপ কাজে মতি!
নাহি শোনে মাতা পিতা শিক্ষা দেন যত,
সে অবাধ্য অবিনীত কদাচারে রত!
এক দিন ভাসি মাতা নয়নের জলে,
ধরিয়া পুত্রের করে স্নেহভাবে বলে,
"তুই বাপ পুণ্ডরীক! অঞ্চলের ধন,
এ দশা দেখিয়া তোর, বিদরিছে মন!
আমার মাথার কিরে, দিব্য দেবতার,
আজি হ'তে পাপ কাজ করিওনা আর।"
অমৃত ঔষধ যাহা, এ মর ধরায়,
মৃত্যুকালে যোগী তাহা ভয়ে নাহি খায়,
তেমনি মায়ের সেই পীযূষ বচন,
না শুনিল পুণ্ডরীক নাহি দিল মন;
দুঃখিত অন্তরে পিতা কত গালি দিল,
তথাপি সে কোন মতে পাপ না ছাড়িল।
বিষম কুবাক্যে আর রুক্ষ ব্যবহারে,
মা বাপের ব্যথা দিল অশেষ প্রকারে;
তুচ্ছ সুখ তরে হায়! অমূল্য জীবন,
করিল এমনি ক'রে পাপে নিমগন;
মা বাপের প্রাণে দিয়া দারুণ বেদনা,
না হইল অভাগার একটু চেতনা।
একদিন পুণ্য যোগে আনন্দিত মনে,
চলিল অনেক লোক কাশী দরশনে;
পিতা মাতা সনে আর প্রতিবাসিগণ,
পুণ্ডরীক কাশী পথে করিল গমন।
কত দূরে যেতে যেতে আসিল রজনী,
আঁধার বসনে মুখ ঢাকিল ধরণী;
সম্মুখে দেখিয়া এক সাধুর ভবন,
তাহারি নিকটে সবে করিল শয়ন;
একে একে সকলেই পড়িল ঘুমিয়া,
শুধু একা পুণ্ডরীক রহিল জাগিয়া;
নিদ্রা নাহি আসে তার তাই আন মনে,
নিরখিছে চারিদিকে চকিত নয়নে।
হেন কালে কৃষ্ণবর্ণা তিনটী যুবতী,
জলের কলস শিরে মৃদু মৃদু গতি;
সাধুর আশ্রমে তারা করিল গমন,
নিরখিয়া পুণ্ডরীক সকৌতুক-মন,
কত ক্ষণে বামাগণে আসিল ফিরিয়া;
অপূর্ব্ব জ্যোছনাময়ী মূরতি ধরিয়া;
পবিত্র রূপের ছটা উঠেছে উথলি,
দেখিলেই মনে হয় দেববালাবলি!
হেরিয়া বিস্ময় মনে পুণ্ডরীক উঠি,
প্রণাম করিল গিয়া ভূমিতলে লুটি;
যুড়িয়া যুগল কর ভক্তিভাবে কয়,
"কা'রা মা! তোমরা, দাসে দেহ পরিচয়?"
হাসি মুখে উত্তরিলা সে তিন যুবতী,
"আমরা যমুনা, গঙ্গা, আর সরস্বতী।"
শুনি পুণ্ডরীক পুন করে নিবেদন,
"এত রাত্রে এখানে মা, কিবা প্রয়োজন?
দেখিনু যখন সবে আশ্রমে চলিলে,
তামসী নিশার মত কৃষ্ণবর্ণা ছিলে,
এবে যে রজত-শুভ্র, বরাঙ্গ-বরণ,
জানিতে বাসনা মম ইহার কারণ।"

দেবীগণ বলে "এই সাধু সদাশয়,
পিতা-মাতা-পদ সেবে সকল সময়।
আমাদের জলে গিয়া স্নান দান করে,
না পায় সে অবসর, একক্ষণ তরে;
তাই মোরা নিজে আসি এ দেব-আশ্রমে,
পরাণ পবিত্র হয় সাধু-সমাগমে।
লক্ষ লক্ষ মহাপাপী স্নান করি যায়,
তাই মোরা সারা দিন থাকি কৃষ্ণকায়;
কিন্তু পিতা-মাতৃ-ভক্ত এই সাধু জন,
এঁর পুণ্য অঙ্গ যবে করি পরশন,
পুন আমাদের দেহে দেব-জ্যোতিঃ আসে,
বলিনু সকল কথা তোমার সকাশে।
তুমি যদি পুণ্ডরীক! চাহ দিব্য গতি,
জনক-জননী-পদে রাখিও ভকতি;
মাতা পিতা পূর্ণ ব্রহ্ম এ নর ধরায়,
সে পদ পূজিলে নবে শুভ গতি পায়!"
এত বলি দেবীগণ হৈল অন্তর্দ্ধান,
কথা শুনি চমকিল পুণ্ডরীক-প্রাণ!
পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহী সেই ব্রাহ্মণ-কুমার,
দেবীগণ বাক্যে হিয়া গলিল তাহার!
ঘুমন্ত মানব যেন উঠিল জাগিয়া,
অনুতাপে অশ্রু পড়ে কপোলে বহিয়া;
মনে মনে পুণ্ডরীক ভাবে সেই ক্ষণ,
"সর্ব্ব পুণ্যতীর্থ পিতা মাতার চরণ!
অধম পামর আমি মহাপাপে রত,
মা' বাপের বুকে সদা ব্যথা দেই কত!
জনমিনু পুণ্য কুলে আমি কুলাঙ্গার,
কি উপায় হবে হায়! এই অভাগার!!
আজি হ'তে পাপ কাজ সমূলে ছাড়িব,
মা'-বাপ-সেবার তরে জীবন সঁপিব।
পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সুতে করিয়া করুণা,
ঘরে আসে সরস্বতী জাহ্নবী যমুনা—
দেবীরা পবিত্র হয় সে নরে পরশি,
মাথায় করিয়া বহে জলের কলসি!
ইহার অধিক ফল কিসে কেবা পায়?
কি তুচ্ছ পুণ্যের লোভে অন্য তীর্থে যায়!"
ইহা ভাবি মা বাপেরে সঙ্গেতে লইয়া,
পুণ্ডরীক নিজ বাসে আসিল ফিরিয়া।
তদবধি পাপ কাজ সকলি ছাড়িল,
মাতা-পিতা-সেবা তরে জীবন সঁপিল।
সে চরণ সেবা বিনা অন্য নাহি মনে,
মা' বাপেই পুণ্ডরীক দেখে নারায়ণে।
এইরূপে কিছু দিন হ'ল অবসান,
সাধনা হেরিয়া তার, তুষ্ট ভগবান;
ভকতের ভকতির পরীক্ষার তরে,
আসিলা করুণাময় পুণ্ডরীক-ঘরে।
ভক্তিমান্ পুণ্ডরীকে দেখিলা শ্রীহরি,
পিতা-মাতা-পদ সেবে আপনা পাসরি;
হরি-আগমনে গৃহ পূরিত গৌরবে—
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি, অমৃত সৌরভে!
সবিস্ময়ে পুণ্ডরীক ফিরি চাহে পাশে,
দেখিল ত্রিদিব ছটা, গৃহমাঝে ভাসে!
চাহিয়া চিনিল প্রভু সাধক বৎসলে,
ভরিল যুগল আঁখি প্রেম-অশ্রু জলে!
কিন্তু পিতা-মাতা-সেবা তবু না ছাড়িল,
হাত বাড়াইয়া এক ইষ্টক আনিল;
বিশ্বনাথে দিয়া সেই ইষ্টক-আসন,
পুনঃ মাতা পিতা সেবে হ'য়ে একমন।
রেখে সে ইটের প'রে চরণ কমল,
রহিলেন দাঁড়াইয়া ভকত-বৎসল!
বহুক্ষণে পুণ্ডরীক সেবা সমাপিল,
তবে ভগবান্-পদে প্রণাম করিল!

হেরি সে ভকতি, সেবা, প্রীত হয়ে অতি,
"বর লহ পুণ্ডরীক" বলে বিশ্বপতি।
পুণ্ডরীক বলে "প্রভো, কি চাহিব আর,
এমনি দাঁড়িয়ে থা'ক, সম্মুখে আমার।
সদা পিতা-মাতা-সেবা করিতে করিতে,
ও রাঙা চরণ যেন পাই নিরখিতে।"

ভকত-অধীন হরি ভকত-পরাণ,
"তথাস্তু" বলিয়া দিলা সেই বরদান!
সিদ্ধ হৈল পুণ্ডরীক মহাসাধনায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথে সদা দেখা পায়!
যেখানে সে পুণ্যবান্ হ'ল সিদ্ধকাম,
এ ভারতে সে নগর "পুণ্য-ক্ষেত্র" নাম।

শ্রীমা।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের রাজভবনে গত ২৫এ চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অনারেবল রমেশ চন্দ্র দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই সভা চিরজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে সমর্থ হউন।

২। ভূতপূর্ব্ব সামরিক সেক্রেটারী সার জর্জ চেসনী ৬৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ গতায়ু হইয়াছেন।

৩। কলুটোলার বাবু গোপাললাল শীল শিবপুর ভড়পাড়া খালের পুলের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

৪। চিত্রলের উমার খাঁর সহিত গবর্ণমেণ্টের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইতিমধ্যে ইংরাজ পক্ষে ৭০ জন, বিপক্ষ দিগের ৫০০ লোক হত হইয়াছে শুনা যায়।

৫। কাবুলের আমীরের মধ্যম পুত্র নজরুল্লা খাঁ এই মাসেই বিলাত যাত্রা করিতেছেন।

৬। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালের মধ্যে ৮০০ লোকের না কি প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অকলঙ্ক রাজত্বের এ বড় কলঙ্ক। মহারাণী কি করিবেন, আইনের বাধ্য!!

৭। জাপানের যে যুবক চিন রাজদূত লিহংচকে গুলি করিয়াছিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৮। জাপানীরা দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় ফর্ম্মোসা দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্তে শৈশব-স্মৃতি।

১

মূর্ত্তিমান সুবসন্ত বিরাজিত তথা,
প্রাণ পুলকিত হয় ভাবিয়া সে কথা।
আমার আনন্দ ধাম,
ছোট খাট পল্লীগ্রাম
নগরের হাব ভাব বিলাস সভ্যতা;

২

নগরের কোটা বাড়ী গাড়ী ঘোড়া সব।
সহরের সাজ সজ্জা অতুল বিভব;
সহরের মহা রোল,
সহরের গণ্ডগোল,
নাহি সেথা স্বার্থপর মানবের রব।

৩

সেথানে এ কিছু নাই—সব স্বতন্তর।
নির্জ্জনতা চারিদিকে বাঁধিয়াছে ঘর।
পুকুরের চারিধারে
বটগাছ শোভা করে
সুমিষ্ট রসাল তরু বাড়ীর ভিতর।

৪

পরিষ্কার পুকুরটী তটে বট গাছ,
সমান সমান তায় জল আর মাছ।
হাত-জালী লয়ে করে
সাঁজ বেলা মাছ ধরে
সরলা কৃষক-বালা স্বরগের ছাঁচ।

৫

অদূরে হরিৎক্ষেত্রে মৃদুল কিরণ
ধীরে ধীরে স্নিগ্ধকারী বহে সমীরণ।
বাড়ীর পশ্চিমে গাছে
শিরিষ কুসুম আছে
প্রস্ফুটিত সুবাসেতে আকুল জীবন।

৬

ছোট বড় অনেক রয়েছে তরুচর,
বসন্ত পরশে সবে নব শোভাময়।
সন্ধ্যা বেলা দাঁড়াইয়ে
চারিদিকে নিরখিয়ে
জুড়াইত প্রাণ দেখি নব কিশলয়।

৭

বাড়ীর দুদিকে আছে মাঠ মনোহর।
অন্যদিকে কয়খানি কৃষকের ঘর।
পূর্ব্বদিকে সরোবর
চিরপূর্ণ কলেবর
আনন্দে খেলিছে সেথা কত জলচর।

৮

কিছু দূরে মাঠ মাঝে ঝোপ পারা বন।
বন ফুলে আলো করে রয়েছে এখন।
ভৃত্যবৎ সমীরণ
আমাদের অনুক্ষণ
কুসুম সুরভি লয়ে করিত ব্যজন।

৯

আগে মনে থেকে থেকে সে পুরাণ কথা
মধুর সে প্রাণ পেয়ে বলিতেন পিতা।
'সুশী' মা গো গন্ধ পা'স?
আসিছে কি যে সুবাস,
সুরভি পবন আনে মনে পবিত্রতা।

১০

বট বৃক্ষে কোকিল কোকিলা প্রাণ খুলি,
ডাকে পরস্পরে সুমধুর তান তুলি।
কোকিল বলিছে আয়,
কোকিলাও তাই গায়,
মাতায় জগৎ প্রাণ সুমোহন স্বরে।

১১

হাত ধরাধরি করি দুই বোনে মিলে
বেড়াতাম চারিদিকে কত হেসে খেলে।
শৈশবের সরলতা
শৈশবের পবিত্রতা
শৈশবের স্নেহ মাখা আনন্দেতে গলে।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহ।

মরণ।

জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
কে জানে কেমন কোথা
মরণের ঐ পার?
এখানে যেমন দুঃখ
সুখও তেমনি আছে,
হৃদয় ডুবিয়া থাক্
অতীত স্মৃতির মাঝে।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ কি হবে কভু
এমন প্রাণের সম?
অথবা চাহিনা সুখ
হউক দগধ হিয়া,
হৃদয় করিব সুখী
পরসুখ নিরখিয়া।
ভাসিতে দিবনা কভু
হৃদয়ে পাপের ছায়া,
ভরিব পরাণ টুকু
পরার্থপরতা দিয়া।
জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
করিব পরাণ ভরি
জগতের উপকার।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ হবে কি কভু
এমন প্রাণের সম?

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।

১৩০১ সালের বামাবোধিনীর সূচী পত্র ।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতি।

২। নারী চরিত।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৫। পুরাণ ও উপন্যাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৪ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩০২—মে ১৮৯৫। ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা

১৩০২ সাল।

ইং ১৮৯৫-৯৬।

সংবৎ১৯৫২-৫৩, শক১৮১৭।

ব্রাহ্মাব্দ ৬৫-৬৭।

*	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আরম্ভ	শ	ম	শু	ম	শ	ম
	১৩	১৪	১৪	১৬	১৭	১৭
শেষ	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	এ	মে	জুন	জু	অ	সে
আ:	সো	বু	শ	সো	বৃ	র
শে:	৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
	বৃ	শ	র	সো	বু	শু
	১৭	১৬	১৫	১৪	১২	১৩
	৩০	২৯	২৯	২৯	৩০	৩০
	অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
	ম	শু	র	বু	শ	র
	৩১	৩০	৩১	৩১	২৯	৩১

† শ	†ম	শু	ম	শ	ম
র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো

১ ‡	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বৃ	শ	র	সো	বৃ	শু
শু	র	সো	ম	শু	শ
শ	সো	ম	বু	শ	র
র	ম	বু	বৃ	র	সো
সো	বু	বৃ	শু	সো	ম
ম	বৃ	শু	শ	ম	বু
বু	শু	শ	র	বু	বৃ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু:এ:	২৩	২১	১৯	১৭	১৪	১৩
পূ:	২৬	২৫	২৩	২১	১৯	১৭
কৃ:এ:	৮	৭	৬	৩	১,৩১	২৮
অ:	১২	১১	৯	৭	৪	২

শু: এ-শুক্লপক্ষ একাদশী, পূ:-পূর্ণিমা।

কৃ:এ-কৃষ্ণপক্ষ একাদশী, অ:-অমাবস্যা।

* বৈ-বৈশাখ শনিবার, ১৩ই এপ্রেল, আরম্ভ, ৩১এ শেষ। জ্যৈ-জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৪ইমে আরম্ভ, ৩১এ শেষ। এ-এপ্রেল সোমবারে আরম্ভ, ৩০এ শেষ ইত্যাদি।

† ১লা বৈ শনি, ২রা রবি, ৩রা সোম ইত্যাদি।

† ১লা জৈ মঙ্গল, ২রা বুধ, ৩রা বৃহস্পতি ইত্যাদি।

‡ বৈ শনি. জ্যৈ মঙ্গল, আষাঢ় শুক্র ১,৮,১৫,২২,২৯ তারিখে, ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু:এ:	১৩	১২	১৩	১৩	১৪	[illegible]
পূ:	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
কৃ:এ:	২৮	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
অ	২	১	——	১	২	[illegible]

পরীক্ষা। ৮ই ও ১২ই বৈশাখের বার তিথি কি?

উ। ৮ই বৈ শনিবার ২০এপ্রেল কৃষ্ণ একাদশী। ১২ ই বৈশাখ বুধবার ২৪ এপ্রেল অমাবস্যা।

নব বর্ষ।

প্রকৃতির নব ভাবের আবেশে,
নব বর্ষ পুনঃ আসিলে এ দেশে,
নবীন তপন সুনীল গগনে,
পূরিল জগৎ নবীন জীবনে,
নব পল্লবিত পাদপ সকল,
নব রাগে গায় বিহঙ্গম দল,
নবীন হিল্লোলে বহে সমীরণ,
নবোদ্যমে মত্ত জীব অগণন,
জীবন শকতি সৌন্দর্য্য চেতনা—
যাঁহ'তে হতেছে সকলি কল্পনা,
নিত্য সত্য দেব চির-বর্ত্তমান,
দেখ সর্ব্বভূতে তাঁর অধিষ্ঠান,
ছাড়ি ভূতভাবী ছাড়ি কর্ম্মভোগ,
বর্ত্তমানে তাঁরে কর সুখে ভোগ।

গত যে জীবন ফিরিবার নয়,
অনন্ত সাগরে হইয়াছে লয়,
তার দুঃখ সুখ তার কান্না হাসি,
ফুরায়ে গিয়াছে কাল স্রোতে ভাসি।
জাগায়ে সে সব স্মৃতিপটে আর,
বৃথা কালক্ষয়ে হবে কি সুসার?
গতস্য শোচনা, বিফল ভাবনা;
বর্ত্তমানে কর সাধ্যের সাধনা;
আছে দেহ মন, কর প্রাণপণ—
"মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন,
অশ্রুপাতে বীজ যে করে বপন,
সহাস্যে সে শস্য করে আহরণ।"
দেব-কৃপা সদা সাধকে সদয়,
বর্ত্তমানে তাঁহারই পরিচয়।

ভবিষ্যে নির্ভর অদৃষ্টে দোহাই—
শিখ না এ নীতি কাপুরুষ ঠাঁই।
আজি যা হলো না, কালি কি তা হবে?
কে বলিতে পারে, কালি কোথা রবে?
ভবিষ্যৎ সদা হয় বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান করে অতীতে প্রস্থান,
কত ভবিষ্যৎ ফুরায়ে গিয়াছে,
ভবিষ্যে বিশ্বাস করিতে কি আছে?
আজিকার কাজ আজি শেষ কর,
কালিকার জন্য ভরসা ঈশ্বর।
বর্ত্তমান তব নিজস্ব সময়,
ভাবনা ভয়েতে করো না বিলয়।
যা হবার হবে, থাকিতে জীবন
স্বকার্য্য সাধনে স'প প্রাণমন।

পলকে পলকে জীবনের ক্ষয়,
নীরব প্রবাহে চলেছে সময়,
দেখিতে দেখিতে নব বর্ষবরে
দেখিবে ডুবিল কালের সাগরে।
ইষ্ট নাম লয়ে হও সচেতন,
বসিয়া স্বস্থানে স্বকার্য্য সাধন,
পলকে পলকে পুণ্যের সঞ্চয়,
পলকে পলকে কর পাপ জয়,
ভূতের ভাবনা ভবিষ্য কল্পনা,
ছাড়ি কর নিত্য কঠোর সাধনা,
চির-বর্ত্তমান দেবতা সহায়,
অসাধ্যও সাধ্য তাঁহার কৃপায়।
নিত্য নবোদ্যমে করি তাঁতে ভর,
জীবনের পথে হও অগ্রসর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উষ্ণতম স্থান—পৃথিবীর মধ্যে মাসোয়া নামক স্থান উষ্ণতম। মরুভূমি হইতে উষ্ণবায়ু বহিতে থাকিলে এখানে তাপমান যন্ত্রের পারদ ১৬০ ডিগ্রী উঠিয়া থাকে।

বঙ্গবালার বিলাত গমন—হায়দ্রাবাদের নিজাম ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি দিয়াছেন। কুমারী ঐ বৃত্তি লইয়া বিলাতে গিয়া শিক্ষালাভ করিবেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ২১৭৩টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫৪১ প্রথম, ১২০৮ দ্বিতীয়, এবং ৯১৪ জন তৃতীয় বিভাগস্থ। যে সকল বালিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ এই:—

বালিকার নাম	বিভাগ	স্কুল
স্নেহলতা মজুমদার	১ম	বেথুন
মার্টিন এল্সী হার্ট	ঐ	লামার্টিনিয়ার
লিলিয়ান পালিত	ঐ	লোরেটো
ডি সিলভিয়া	ঐ	ঐ
ঝোরাব কেটী	ঐ	ঐ
আর্ডেন এলিস	ঐ	ঐ
কামেল কেটী	ঐ	ঐ
কিসার জেন	ঐ	ঐ
বিএট্রিস মেরী স্মিথ	ঐ	মিস ওব্রায়েন্স
হেনরিয়েটা ওয়ার্ফি	ঐ	কলিকাতা গার্লস
আলিস রাইট	ঐ	প্রাইবেট
সি এম করিয়া	ঐ	ঐ
আরাটুন লিলী	২য়	লোরেটো
সিনক্লেয়ার ফ্লোরী	ঐ	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	১ম	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
ডি সণ্টি	ঐ	ডবটন
ডি সোজা যোজেফাইন	ঐ	কলিকাতা গার্লস
সুপ্রভা গুপ্ত	২য়	বেথুন
ডি. চন্দ্র	ঐ	ঐ
গালষ্টন রোজিনা	ঐ	ঐ
ডি সোজা লিলী	ঐ	রেঙ্গুণ কনবেণ্ট
কে, টি, মির্জ্জা	ঐ	দার্জিলিং সেণ্টপল
সরোজিনী ঘোষ	ঐ	ব্রাহ্মবালিকা
পেসেন্স এজ	৩য়	মেথডিষ্ট রেঙ্গুণ
সৌদামিনী বন্দ্যো	ঐ	ব্রাহ্ম বালিকা
হেমকুসুম গুপ্ত	ঐ	প্রাইবেট
ওয়াইলী লাবেনিয়া	ঐ	লেডী ডফারিণ

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যলয়—এ বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৰ্ষিক উৎসবে কয়েকটী দেশীয় মহিলা উপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্দর্শনে প্রায় ৪০টী হিন্দুমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজে ইহা নুতন ঘটনা।

শিশু বিবাহ—বঙ্গদেশে শিশুবিবাহ কুপ্রথা কতদূর প্রবল রহিয়াছে, তাহা গত (সেন্সস্) লোকসংখ্যা গণনা তালিকা দেখিলেই সপ্রমাণ হয়। ৪বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বিবাহিত বালিকার সংখ্যা ৩০,৩৩২, বালকের সংখ্যা ৬৭৮০ এবং ৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৬৭৮০টী। ইহাতে বোধ হয় প্রায় ২৪ হাজার দুগ্ধপোষ্য মেয়ে বয়স্কব্যক্তিদিগের সহিত বিবাহিতা, তন্মধ্যে বৃদ্ধও থাকিতে পারে। ৯ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকা ৩,৭৮,৭৫৪ বিবাহিতা এবং ১২,৯১৪ বিধবা।

হানিমান্ উৎসব—বিশ্বহিতৈষী

১৩১ বৎসর হইল মানবলীলা সংবরণ করেন। এ বৎসর ভারতবিজ্ঞান সভাগৃহে তাঁহার উৎসব হইয়া গিয়াছে।

কন্যাশ্রম—জলন্ধরে আর্য্যবালিকাদিগের বাসের জন্য একটী বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আর্য্যসমাজের সভ্যগণ এই শুভানুষ্ঠান করিয়াছেন ইহা আরও আনন্দের কথা।

কন্যা বিক্রয়—চীনেরা কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে। মেয়ের দর ক্রমে বাড়িতেছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৫০ টাকা ছিল, এক্ষণে ৫০০।১০০০ টাকা হইয়াছে। বঙ্গদেশে ঘরের টাকা দিয়াও মেয়ে বিকায় না। বরের দর শূন্য স্থানে ৫০০০ টাকা হইয়াছে।

নি-মেয়ে দেশ—রুষের অধীনস্থ মেমাচীন নগরে কেবল পুরুষ বাস করে, একটীও স্ত্রীলোক নাই।

মাতৃ-হৃদয়।

১

সন্ন্যাসী ঠাকুর সেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে দীন হীন অনাথ আতুরদিগকে সেবা করা হয়। শুনিলাম যে সংসারবন্ধন-শূন্যা, সবলা, সুস্থকায়া রমণী যদি তাঁহার সহকারিণী হইতে চাহে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সে পুণ্যাশ্রমের সেবিকা করিতে পারেন।

আমি একজন "সংসারবন্ধন-শূন্যা, সবলা সুস্থকায়া" রমণী।* সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীযুক্ত যোগনারায়ণ বাবাজী মহাশয়ের কাছে অনেক দিন হইতে পরিচিতা; শুধু পরিচিতা নহি, তাঁহার কাছে আমি কন্যার ন্যায় স্নেহাস্পদা। তাই আমি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম "ঠাকুর! আমাকে আপনার সেবালয়ে রাখুন; আমার যথাসাধ্য আমি সেবালয়ের কার্য্য করিব।"

প্রতিভা-বিস্ফারিত, বিশ্বস্ত ও পবিত্র দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু দুইটী তুলিয়া সন্ন্যাসী আমার মুখের প্রতি চাহিলেন, তার পরে বলিলেন "এখন সেবালয়ে থাকিয়া তোমার কাজ নাই মা।"

লজ্জায় আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমার কপোল রাঙা হইয়া উঠিল। শেষে আপনাকে সামলাইয়া সবিনয়ে বলিলাম "আমার অপরাধ কি ঠাকুর?"

স্নেহার্দ্রস্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার অপরাধ নহে মা, তুমি শিশুর মত পবিত্রা, বীরের মত সাহসিনী।

"কিন্তু সেবালয়ের সেবিকা হইতে হইলে পবিত্রতা, সাহস সত্ত্বে আরও একটী জিনিস চাই; যদি সে জিনিস ভগবান্ তোমাকে কোনও দিন দেন,

---

* 'আমি' অর্থাৎ বামাবোধিনী 'আমি' নহে।

তবে সেইদিনে আমি তোমাকে সাধিয়া ডাকিয়া আনিব। এখন তুমি ঘরে যাও মা।"

এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারা আমার সাধ্য নহে। আমি অতীব কৌতূহলাক্রান্তা হইয়াছিলাম, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "সে জিনিস টা কি, ঠাকুর?"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "যখন ভগবানের ইচ্ছা হইবে, তখনই জানিতে পারিবে।"

ইহার পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আর বাদানুবাদ নিষ্ফল। আমি ভক্তিভাবে গলায় কাপড় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

আমি সত্য কথা বলিব; আমার অভিমানের মাত্রা একটু বেশী। তাহাতে ঠাকুর মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন। সুতরাং আমার মনে মনে কেমন একটু রাগ হইল। যেখানে ভালবাসা, অভিমান সেখানে তো আসেই। আমি তাহার কাছে কিছু দিন গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শুনিতে যাইব না, স্থির করিলাম।

২

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে মাত্র—এখন উষার প্রথম হাসি জগৎ-বক্ষ আলো করিতেছে, নব-জাগরিত বিহঙ্গ মধুর কাকলী ছড়াইতেছে, নবস্ফুট চ্যুত মুকুলের সৌরভ বহিয়া সমীরণ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতেছে; এমন সময়ে আমার পর্ণকুটীরের দুয়ারে নবজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রুত হইল। আমার প্রাণ কেমন চমকিয়া উঠিল—আজি বারো বছর আমি স্বদেশ ছাড়িয়া তীর্থবাসিনী হইয়াছি, বাছিয়া বাছিয়া নির্জ্জন স্থানে কুটীর বাঁধিয়াছি, আমার বাড়ীর কাছে দুই এক ঘর নীচ জাতি যাহারা আছে, তাহাদের ঘরে শিশুও নাই, সহসা জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে এত ভোরে এখানে কচি ছেলের কান্না শুনিলাম কেন? যাহাহউক ভগবানের নাম করিতে করিতে চক্ষু মুছিলাম; তার পরে তৃণশয্যা ছাড়িয়া, উৎসুক চিত্তে ঘরের দরজা খুলিলাম।

দরজা খুলিয়া দেখি, গোলাপ ফুলের আধ ফুটন্ত কুঁড়িটির মত একটী শিশু এক টুকরা কাঁথার উপরে শুইয়া কাঁদিতেছে। বিস্মিতা হইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর চারি পাশে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও মনুষ্য সমাগম দেখিতে পাইলাম না। কেবল আমার কুটীর বেষ্টন করিয়া সেই সব তরু লতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; উপরে নীল আকাশ—নিস্তব্ধ নীল আকাশ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে; আর উষার শিশিরস্নাত ভূতলের উপরে, বিশ্বজগতের করুণা-ভিখারী হইয়াই যেন এই অসহায় শিশু করুণকণ্ঠে কান্না ধরিয়াছে। আঃ সর্ব্বনাশ! একি? এতটুকু ছেলে এখানে রাখিয়া গেল কে? আবার আমি চারি পাশে শিশুর মা'কে খুঁজিতে লাগিলাম।

কিন্তু তাহার "মা" কেহ মিলিল না। "আমারই" বলিয়া সেই অনাথ, অশরণের প্রতি কেহই দাবী করিতে আসিল না। এখন আমি করি কি? উপযুক্ত যত্নের অভাবে শিশুটী এখনই মারা যাইবে—ভগবানের কাছে আমারই জবাব-দিহি করিতে হইবে। ভাবিলাম, ঠাকুর মহাশয়ের সেবালয়ে দিয়া আসি, তিনি অবশ্য একটা সদুপায় করিবেন। আমার সাত জন্মে বোধ হয় সন্তান হয় নাই—পরের ছেলে মানুষ করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

ছেলেটীকে নিয়া সেবালয়ে যাইব, ভাবিয়া তাহাকে কোলে তুলিতে গেলাম। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া ঘুমিয়া পড়িয়াছিল,—এখন আবার ঠাণ্ডা কনকনে হাত গায়ে লাগিয়াই, রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল! মরি! মরি! কি সুন্দর মুখ! কি মনোহর ছবি! জগতের অপবিত্র বাতাস গায়ে লাগে নাই বলিয়া শিশুরা বুঝি এতই সুন্দর!

সেই অনাথ পরের ছেলেকে কোলে করিয়া আমার কি হইল কে জানে? আমার প্রাণের প্রাণে যেন কি এক বৈদ্যুতিক ছুটিল! আমি এত দিন স্নেহ মমতার সহিত সম্পর্কে বঞ্চিতা ছিলাম; ফল্গু নদীর উপরে যেমন বালির জমাট পড়িয়া থাকে, আমার হৃদয়েও স্নেহ মমতার উপরে সেই রকম বিরক্তি ও উদাসীনতার জমাট পড়িয়াছিল, আজি যেন সেই আবরণ সরিয়া গিয়া সহস্র মুখে দিগন্তপ্লাবী স্রোত ছুটিল! আমার কপালে যাহাই হউক, এ শিশুকে আমি কখনই পরের হাতে দিতে পরিব না; আমার মনে হইতেছে, পরে ইহার মূল্য বুঝিবে না! এই স্বর্গীয় ফুল অনাদরে অবহেলায় শুকাইয়া যাইবে, প্রাণে তাহা কখনই সহিবে না! ভগবান্ যখন ইহাকে আমার হাতে দিয়াছেন, তখন যথাসাধ্য আমিই ইহাকে মানুষ করিব।

আমার গত জীবনের ইতিহাস এই-খানে একটু বলা আবশ্যক। আমার মাতা পিতার কথা আমার মনে পড়ে না। শুনিয়াছি আমার বয়স তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁরা ইহ জগৎ ছাড়িয়াছেন। তদবধি আমি পরের হাতে গঠিত হইয়াছি; তাও পাঁচ জনের "কর্ত্তব্য জ্ঞান" আমাকে রক্ষা করিয়াছে—কোনও ব্যক্তি অলৌকিক স্নেহপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমায় পালন করে নাই। আমার অনাথ নিরাশ্রয় হৃদয়ও "জগতের অবলম্বন" বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরে নাই। তার পরে আট বছর বয়সে, আমার জেঠা খুড়াদিগের ইচ্ছানুসারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইতে হইয়াছিল, কিন্তু আমার "জোর কপাল" বলিয়া সে বাঁধনও বেশি দিন টিঁকে নাই—দশবছর বয়স না হইতেই আমি সিঁথীর সিঁদুর মুছিবার এবং চুড়ী কয় গাছি খুলিবার অধিকারিণী হইলাম।

বিধবা হইতে স্ত্রীলোকে ভয়ে মরিয়া যায় কেন, তাহা ভগবানই জানেন, আমিতো শ্বশুরশ্বাশুড়ীহীন, যাতা ও ননন্দাদিগের নিষ্ঠুর শাসনপূর্ণ শ্বশুর বাড়ী রূপ "কারাগারে" আর যাইতে হইবে না ভাবিয়া বেশ একটু পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম।

কিন্তু সে "সুখ"ও আমার অদৃষ্টে ভোগ হইল না। স্বামীর কাছে বঙ্গ-মহিলারা নাকি স্নেহ, প্রীতি, আদর, সম্মান, যত্ন, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি পাইয়া থাকে; কিন্তু সে সব পাইবার আগে তো তাঁহাতে আমাতে" স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান"· হইয়া গেল। পাইবার মধ্যে পাইলাম কেবল দুই জিনিস; এক ব্রহ্মচর্য্য, আর স্বামীর ত্যাজ্য বিষয় সম্পত্তি। ব্রহ্মচর্য্যের উপরে কেহ অবশ্য "সতৃষ্ণ" দৃষ্টি করিল না। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির উপরে অনেক পিপাসিত চক্ষু পড়িল। অধিক কি, নিরীহ মেষকে সম্মুখে পাইলে, ক্ষুধিত শার্দ্দূলদলের যে অবস্থা হয়, আমাকে বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে দেখিয়া আমার পিতৃকুলের ও পতিকুলের আত্মীয়দিগেরও সেই রকম অবস্থা হইল! মোকর্দ্দমা মামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইল। শেষে পতিকুলের আত্মীয়েরা প্রবল পক্ষ বলিয়া তাঁহাদেরই জয় হইল। আমাকে তাঁহাদের আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইল।

সে গৃহে গিয়া, স্নেহ মমতা ভিন্ন আর সবই আমি পাইলাম। আমিও ভাল বাসা ভিন্ন আর সবই তাঁহাদিগকে দিলাম। এই রকমে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল। এই পঁচিশ বৎসর আমি সংসারাশ্রমে বাস করিলাম সত্য, কিন্তু পদ্মপত্রের বারিবিন্দুবৎ সম্পূর্ণরূপেই আমি নির্লিপ্তা। কাহারও দুঃখে আমার হৃদয় ভাল করিয়া ভিজে নাই; কাহারও সুখ আমি আমার নিজের সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই; তাই আমি এক ঘর লোকের সহিত বাস করিয়াও প্রকৃতপক্ষে একা ছিলাম।

কিন্তু এ রকম ঘরকন্না আমার ভাল লাগিত না। কাহার জন্য নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও আমার বড় বিরক্তি জন্মিত। মানুষে নিজে কষ্ট পাইয়া পরকে সুখী করিতে চাহে কি করিয়া? অথচ এই সকল প্রীতিশূন্য বন্ধুদিগের জন্য আমাকে খাটিয়া বেড়াইতে হইবে! তাই সকল গোলমাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি তীর্থবাসিনী হইতে প্রস্তত হইলাম। জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে বিষয় আশয় লিখিয়া দিয়া আসিলাম, সুতরাং তাঁহারা কেহই আমার সংসার ত্যাগের জন্য দুঃখিত হইলেন না। বিষয় সম্পত্তি তাঁহাদেরই রহিল; তবে আমার জীবন যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহারা আমার ভরণ-পোষণের জন্য, আমাকে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবেন, এই মর্ম্মে লেখা পড়া হইল। টাকা কড়ির বিষয়ে অনাথা বিধবাকে (আত্মীয়দিগের)

ফাঁকি দিবার প্রথাটা এ দেশে ধৃতরাষ্ট্রের সময় হইতে প্রচলিত থাকিলেও আত্মীয়েরা আজিও আমাকে ফাঁকি দেন নাই। তাঁহারা সত্য সত্যই আমাকে মনে করিয়া মাসে মাসে " কিছু কিছু " দিয়া থাকেন, তাহাতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

" জীবিকা নির্ব্বাহ " হয় সত্য, সে আমার নিজেরই। আর এক জনের ভরণপোষণ হয়, এমন কিছুই আমার সংস্থান নাই—তা না থাকুক, আমি নিজে না হয় একটু ক্লেশ পাইব; তা এ খোকাকে ছাড়িতে পারিব না; নিজে আধপেটা খাইয়াও যদি ইহাকে বাঁচাইতে পারি, তাহার অপেক্ষা সুখ আমার আর কিসে? আমার স্বার্থপর হৃদয়ে, আমার অজ্ঞাতে, এই প্রথম পরার্থপরতা জাগিল!

আমি ছেলে " মানুষ " করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। টিপুর মা গয়লানী আগাম টাকা পাইয়া, তাহার কপিলা গাভীর খাঁটি দুধ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। আমি দুধে জল মিশাইয়া, পল্‌তে করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লাগিলাম। আমার ব্যবহারের জন্য ছেঁড়া কাপড় রাখিয়া, ভাল কাপড় গুলি দিয়া খোকার জন্য জামা, কাঁথা, বালিস, লেপ, তোষক, প্রভৃতি সেলাই করিয়া ফেলিয়াছি! রাত্রিতে খোকা ঘুমাইলে আমি সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকি; আমার তো পর্ণকুটীর, পাছে আমি ঘুমাইয়া পড়িলে আমার "যাদুমণি"কে বিছা, পিপীড়া প্রভৃতি বিষাক্ত জীবে কাম্‌ড়ায়!

দিনের পর, দিন যায়। এমনি করিয়া যখন ছয় মাস কাটিল, তখন খোকা বাঁচিবে বলিয়া আমার ভরসা হইল। সত্য কথা বলিতে কি, আমার জীবন এতদিন যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল, এখন এই জড় চেতনের মধ্যবর্ত্তী পরের ছেলেকে পাইয়াই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইল। মানুষের প্রাণে প্রেমের বন্ধন না থাকিলে, সে প্রাণ কিরূপে থাকে? আমি এত দিন কি করিয়া বাঁচিয়া ছিলাম? আজি খোকাকে পাইয়াই আমি গৃহ পাইলাম, সংসার পাইলাম, সমাজ পাইলাম; মনে মনে ভগবানের সত্য মূর্ত্তি অনুভব করিতেও পারিলাম। খোকার মঙ্গলের জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে—বলিলে লোকে "পাগল" ভাবিবে কি?—আমার মনে হয় আমি যেন ক্রমশঃ ভগবানের দিকে উঠিতে পারিতেছি! খোকা আমার সর্ব্বস্বধন!

ক্রমে আমার সর্ব্বস্বধন হাঁটিতে শিখিল; তারপরে তার মুখে আধ আধ কথা ফুটিল। এ জগতে মানুষের যে সব আকাঙ্ক্ষিত জিনিস—ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই একদিকে, আর আমার খোকার অমৃত বিজড়িত, আধ আধ কথায় "মা" "মা" বলিয়া ডাকা, আর একদিকে! আগে যাহা বলিলাম, সে সবই মর জগতের জিনিস; সে সব জিনিস ভোগ করিতে গিয়া দুই দিনেই

মন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়; তখন আবার সুখের জন্য অন্য কোন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হয়! কিন্তু শেষে যাহা বলিলাম, তাহাই স্বর্গের অমৃত! তাহার ভোগ আছে, পরিতৃপ্তি নাই; আনন্দ আছে, আশঙ্কা নাই; আকাঙ্ক্ষা আছে, সীমা নাই! খোকা আধ আধ কথায় আমার প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল; আমার সঙ্গে সে কত কথাই কহিল—পাখীকে বলিল "বাতী," ঘটিকে বলিল "ততী," গরুকে বলিল "গলু," প্রতিবাসিনী স্বর্ণকে বলিল "দোনো"। সুতরাং হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার সোনা মুখে চুমো খাইয়া খাইয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম।

এখন খোকার একটী নাম রাখা দরকার। আমি বাবাজীর কাছে বিষ্ণু-পুরাণ পড়িতে শিখিয়া ছিলাম—খোকাকে পাইয়া লেখা পড়া করিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ বড় ছিল না, তথাপি আজি একবার "বিষ্ণুপুরাণ" মনে পড়িল। বিষ্ণুপুরাণের সুনীতি রাণী বিজন বনে পাতার কুটীরে একটী মোটা সোটা ননীর পুতুলের মত, রাঙা টুকটুকে খোকা লইয়া বাস করিতেন—সেই কথা আমার ধাঁ করিয়া মনে পড়িল। তখন খোকার নাম রাখিতে আর বিলম্ব হইল না—আমার অমূল্য ধনের নাম রাখিলাম "ধ্রুব"। নামকরণের দিনে আমি শত সহস্রবার খোকাকে "ধ্রুব" বলিয়া ডাকিলাম। খোকাও শত সহস্রবার আমার ডাকে ডাক শুনিল। শেষে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম "সে ধ্রুব তার মা'কে যেমন হরি এনে দিয়েছিল, তুই ধ্রুব তোর মা'কে তেমনি হরি এনে দিতে পারবি?" ধ্রুব তাহার নীলোৎপলের মত চক্ষু দুইটী আমার মুখের উপরে রাখিয়া অনায়াসে, অভ্যস্তের মত সহজে বলিল "হলি দিনে পাওবো।" ধ্রুব তো কচি ছেলে, প্রতিধ্বনির মত কথা কয়; কিন্তু আমার বুক চমকিল কেন? চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু আসিলইবা কেন?

(ক্রমশঃ)

আর্ম্মেণীয় রমণীর বীরত্ব।

আর্ম্মেণীয়া বর্ত্তমান তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। এ স্থানের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও রোমান ক্যাথালিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই প্রজামণ্ডলীর উপর এক নূতন কর নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা আদায় করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ আর্ম্মেণীয়াতে গমন করেন। করভারে-প্রপীড়িত আর্ম্মেণীয়গণ আর অতিরিক্ত কর দিতে অশক্ত বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করে। সুলতান-কর্ম্মচারিগণ তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য করেন না, তাহারা বলপূর্ব্বক কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে রাজসৈন্যগণের সহিত প্রজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও

হইয়াছে। তুর্কিসৈন্য কর্ত্তৃক আর্ম্মেণীয়গণ ভয়ঙ্কর উৎপীড়িত হইয়াছে। এই অত্যাচারের সংবাদ ইউরোপের প্রবল শক্তিসম্পন্ন খৃষ্টান রাজদিগের শ্রুতিগোচর হইলে, তাঁহারা এক কমিশন স্থাপন করিয়া সংবাদপত্রে লিখিত অত্যাচারকাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইংলণ্ডের মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেবও এজন্য আর্ম্মেণীয়াতে আগমন করিয়াছিলেন।

এই সমবেত অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইতেছে যে, যথার্থই আর্ম্মেণীয়ার খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি তুর্কি কর্ম্মচারিগণ অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। তাহারা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা প্রদান করিয়া বহু নরনারীকে হত্যা করিয়াছে। সে সকল রোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী পাঠ করিলে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু অপর দিকে আর্ম্মেণী পুরুষ ও রমণীগণ চিতোর যোদ্ধৃগণের ন্যায় সম্মান ও আত্মরক্ষার জন্য লোকাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই প্রজা ও রাজা, দুর্ব্বল ও সবল, শিক্ষিত সেনা এবং অশিক্ষিত অস্ত্রহীন পল্লীবাসিগণের মধ্যে যে ভয়ানক সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার একটী উপাখ্যান লিখিত হইতেছে।

তুর্কিগণ আর্ম্মেণীয়দিগের আওক নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে। বহু পুরুষ ও রমণী প্রাণভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে। গ্রেগো নামক এক জন সাহসী বীরপুরুষ প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রস্তর ও তরবারীর সাহায্যে ক্রমাগত ছয় দিবস নগরটী রক্ষা করেন। কিন্তু প্রবল তুর্কিসৈন্যদিগের অস্ত্রাঘাতে আর্ম্মেণীয়গণ ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। পুরুষদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া অবশেষে রমণীগণ অসমসাহসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রেগো গত ২৩শে আগষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি, যুদ্ধোপকরণ এবং সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করেন। তৎপর দিবস (২৩শে আগষ্ট) প্রাতঃকালে রমণীগণ প্রবল উৎসাহে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবারাত্রি ভয়ানক যুদ্ধে অতিবাহিত হইল। অনাহার ও অনিদ্রাজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া কোমলাঙ্গী রমণীগন দুর্দ্ধর্ষ তুর্কিসৈন্যদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মুসলমান সৈন্যগণ রমণীদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন রমণীগণের কি ভয়ানক অবস্থা! সন্তানবতী নারীগণ স্বীয় স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া শত্রুপক্ষের গতি রোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বয়স্ক পুত্র কন্যাগণ মাতাদিগের সম্মুখে রুধিরাপ্লুত দেহে দণ্ডায়মান! যুদ্ধের ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া রমণীগণ প্রস্থান করি-

বার সংকল্প করিল। কিন্তু চারিদিকে শত্রুগণ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকায় তাহারা কোনও ক্রমেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে গ্রেগোর পত্নী সোহাথী এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভগিনীগণ! এখন আসন্ন কাল উপস্থিত! দুইটী পথ তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এই দুইয়ের এক পথ তোমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম পথ এই, তোমাদিগকে তুর্কিদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; তোমাদের স্বামী, জন্মভূমি এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সতীত্ব বিনাশ করিতে হইবে। আর এক পথ আছে, সেই পথে আমি যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি এক বৎসর বয়স্ক একটী শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পর্ব্বতশীর্ষ স্থান হইতে গহ্বরে পতিত হইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার দেহ চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অনলে পতঙ্গপতনের ন্যায় বহুসংখ্যক রমণী সেই পর্ব্বতগহ্বরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাহাদের সন্তানগণ মেষশাবকের ন্যায় মাতৃগণের অনুগমন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই মানবদেহে বিস্তৃত গহ্বরে পূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে যে রমণী ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, শবরাশি পূর্ণ গর্ভে পতিত হওয়াতে তাঁহার শরীরে কোনও আঘাত লাগিল না।

তুর্কিসৈন্য ইতিমধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া জীবিত পঞ্চাশ জন স্ত্রী ও এক শত শিশু সন্তানকে বন্দী করিয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অসহ্য যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের অধিনায়ক গ্রেগোর দলবল কোথায় গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল না।

এই আর্ম্মেণীয় খৃষ্টান নরনারীদিগের আদিম বৃত্তান্ত যিনি অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন যে, ইহাদের মধ্যে বহুলোক হিন্দু-শোণিত-সম্ভূত। বহু দিন পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। তাহার ইতিহাস এই, খৃষ্টাব্দের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্যাদি করিবার জন্য এক দল হিন্দু বণিক্ আর্ম্মেণীয়াতে গিয়া বাস করে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সেখানে তিনটী নগর স্থাপিত হয়। ইহাদ্বারাই অনুমিত হয় যে তাহারা সেখানে কিরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে তত্রত্য কেশী নামক পর্ব্বতোপরি দুইটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে। অকস্মাৎ এই উন্নতিস্রোতের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। খৃষ্টের চারিশত বৎসর পরে সেন্ট গ্রেগরি নামক বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক আর্ম্মেণীয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি তথাকার খৃষ্টান রাজাদিগকে এই "পৌত্তলিক অনন্ত নরকবাসীদিগের" প্রতিকূলে উত্তেজিত করেন। যখন হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহাকে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেও।" এই মহামূল্য স্বর্গীয় উপদেশ যে নর-দেবতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁহার কথিত ধর্ম্ম শোণিত বিনিময়ে প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক হত হিন্দুদিগের দেহ গর্ত্তে পুতিয়া তদুপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আর্ম্মেণীয়ার তৎকালীন ইতিহাসলেখক জেনোবিয়াসের ইতিহাসে এই যুদ্ধের সবিস্তর বিবরণ লিখিত আছে। তিনি নিজে এই যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিন্দু মৃত ১০৩৮ জন। অবশিষ্ট হিন্দু বন্দী হয় এবং তাহাদের ধনরত্নাদি সমুদয় খৃষ্টানগণ আত্মসাৎ করেন। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ খৃষ্টানদিগের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, দেব মন্দির ও প্রতিমা যেন ভগ্ন করা না হয়। প্রচারোন্মত্ত খৃষ্টানগণ তাহা শুনিল না। সুতরাং পুরোহিতগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিল। খৃষ্টানগণ দুই জন পুরোহিতকে তৎক্ষণাৎ তরবারীর আঘাতে বিনষ্ট করিলে চারিশত পুরোহিত ও রমণীকে খৃষ্টান করিবার জন্য বন্দী করা হইল। তাহারা খৃষ্টান হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং গ্রেগরি বিচার করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। হৈফটকরণ নগরে এই চারিশত পুরুষ ও রমণীকে কাটিয়া ফেলা হয়। অবশেষে ৫০৫০ হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে ১লা আগষ্ট তারিখে একবারে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। * যাহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৬ সালের জুন সংখ্যার পত্রিকা দেখিবেন।

অতএব ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান সময়ে তুর্কি সুলতানের অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক আর্ম্মেণীয়াতে যে সকল খৃষ্টান নরনারী উৎপীড়িত হইতেছে, তাহারা অনেকেই হিন্দুবংশসম্ভূত। তরবারীর সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার না হইলে এখনও তাহারা হিন্দুই থাকিত।

বীরাঙ্গনা।

অদ্ভুত রাজভক্তি।

রাজভক্তি মানুষের একটি সদ্গুণ বটে, কিন্তু তথাপি সকল অবস্থাতে ইহার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে মানুষ রাজভক্তিবশতঃ অন্ধ হইয়া অত্যাচারী রাজার সহায়তা করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজভক্তি অবশ্য নিন্দনীয়, এবং এরূপ রাজভক্ত নরনারী

* ৩রা ভাদ্র ১৩০০ সালের "সময়" দ্রষ্টব্য।

কখনই প্রশংসার পাত্র নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের শুধু নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজক্ষমতার উন্নতি সাধনার্থ তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং অবশেষে অম্লানবদনে প্রাণদান করিয়া তাঁহাদের শত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল ফরাসিদেশে একটি ভয়ানক রাজদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তৎকালে যিনি ফরাসি সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তাঁহার বিশেষ অপরাধ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দুঃশাসনের ফল তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। পদদলিত ফরাসিজাতি রক্তপিপাসু হইয়া মস্তক উত্তোলন করিল এবং অচিরে বিদ্রোহানলে রাজক্ষমতা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু তাঁহাদের রক্তে বিদ্রোহিগণের শোণিত-পিপাসার শান্তি হইল না। তখন রাজা ও রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদেশে আশ্রয় লইবার সংকল্পে গুপ্তভাবে রাজধানী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রাণীর এক পরিচারিকা ছিলেন। ইঁহার নাম মাদম ডি লাম্বল। রাজা ও রাণীর পলায়নকালে লাম্বলও উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহগামিনী না হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে রাজা ও রাণী পথিমধ্যে ধৃত হইয়া পুনরায় বিদ্রোহিগণের হস্তে পতিত হইয়াছেন। এখন কি কর্ত্তব্য? তিনি ইংলণ্ডেই থাকিবেন, না পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন? ইংলণ্ডে থাকিলে অবশ্য তাঁহার নিজের প্রাণের আর কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু তাঁহার প্রভুদ্বয়ের উপায় কি হইবে? বিদ্রোহীরা এবার নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রাণ বধ করিবে! কিন্তু যদি তাঁহাদেরই প্রাণনাশ হইল, তবে তাঁহার নিজের বাঁচিয়া থাকার সুখ কি? যে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তিনি এত দিন জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, যদি তাহাই কুঠারাঘাতে পতিত হয় তবে বৃথা জীবন ভার বহন করায় লাভ কি? মাদম ডি লাম্বল একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় মৃত্যুভয়ে অণুমাত্র ভীত হইল না। রাজা ও রাণী ধৃত হইয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি বীরোচিত সাহস ও সংকল্পে হৃদয় বাঁধিলেন। "যদি বাঁচিতে হয় ত তাঁহাদের সঙ্গে বাঁচিব, নচেৎ তাঁহাদেরই সঙ্গে মরিব।" সুতরাং আর ইংলণ্ডে অবস্থান না করিয়া তিনি অচিরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফরাসিদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র

মাদম ডি লাম্বল রাজা ও রাণীর সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্রোহিগণের মতে ইহাই তাঁহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তথাপি আপনাদের ন্যায়পরায়ণতা দেখাইবার জন্য তাঁহারা বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণবধ করিতে সম্মত হইলেন না। এক্ষণে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক মাদম ডি লাম্বলের বিচার আরম্ভ হইল। এই বিচারের ফল কি হইবে, তাহা লাম্বল অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বিদ্রোহীরা অভিযোগকারী, এবং তাঁহারাই বিচারকর্ত্তা, সুতরাং বিচারের ফল প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অল্প সময়ের মধ্যে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারপতিগণের মতে লাম্বলের অপরাধিত্বে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি রাণীর পরিচারিকা, অতএব তাঁহাদের মতে তিনি দেশের শত্রু। তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, অতএব তাঁহাদের বিচারে মৃত্যুই তাহার একমাত্র শাস্তি। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইলেন না। লাম্বলের প্রগাঢ় রাজভক্তির বিষয় অবশ্যই তাঁহারা অবগত ছিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে লাম্বল জীবন ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু রাজভক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, এই কারণে হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, তাঁহারা লাম্বলের নিকট একটি অতি হেয় প্রস্তাব করিলেন। "তুমি যদি স্বীকার কর যে এখন হইতে রাজা ও রাণী এবং দেশের শত্রুগণ তোমার ঘৃণার পাত্র, তাহা হইলে তুমি প্রাণদান পাইবে।" কিন্তু লাম্বল জীবনের জন্য কিছুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। জগতের সামান্য নরনারীর পক্ষে জীবন মহামূল্য ধন বটে, কিন্তু তথাপি এই স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা জগতে এরূপ দুই একজন দেবতুল্য লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হন না। ইঁহারা স্বার্থান্ধ নর নারীর পথ প্রদর্শক জ্যোতি স্বরূপ—ইঁহারাই প্রকৃত বীর। অসহায়া শত্রু-পরিবেষ্টিতা লাম্বল একজন এই প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিচারকর্ত্তাদিগের প্রস্তাব শুনিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"স্বদেশীয়গণ চিরকালই আমার ঘৃণার পাত্র, কিন্তু রাজা ও রাণী কখনই ঘৃণার পাত্র হইতে পারেন না।" বোধ হয় বিচারপতিগণ এইরূপ উত্তরেরই প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ লাম্বলের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। কর্ত্তব্য—পরায়ণা বীরাঙ্গনা লাম্বল অম্লানবদনে ঘাতকের অসিতলে মস্তক পাতিয়াছিলেন। অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু ইহাতেও বিদ্রোহিগণের বৈরনির্যাতনের পরিতৃপ্তি হইল না। সেই ছিন্ন মস্তক বড়সার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া রাজধানীর পথে পথে প্রদর্শিত হইল, এবং এইরূপে অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুসভ্য ফরাসি জাতির যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইল

গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ মহাকবি জয়দেব কৃত একখানি গীতকাব্য। এই গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে জয়দেব কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কবিতাগুলি অতিশয় মধুর ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট। গীতরূপে প্রায় সমস্ত কৃষ্ণচরিতই বর্ণিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের ন্যায় রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কয়েকটী কবিতা ও প্রত্যেক গীতের আরম্ভে অবতারণাসূচক ও সমাপিকাতে সমাপ্তিসূচক এক একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। এই সকলের রচনা যদ্রূপ হৃদয়গ্রাহিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ সদ্ভাবশালিনী।

গীতগোবিন্দে প্রেমভক্তিরসের আধিক্য দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য হেতু যখন সগুণ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যেয়, তখন আদিরস বর্ণনা করা জয়দেবের উচিত হয় নাই। কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বুদ্ধিমান্ ও সদ্ভাবগ্রাহী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং ভক্ত্যুচ্ছ্বাসক প্রণালীতে মোহিত হইয়া উক্ত কারণে দোষ ব্যক্ত না করিয়া ইহার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার রূপক রচনার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ দেশীয় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যাঁহারা জয়দেবের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পদরচনাদ্বারা খ্যাতনামা হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয় অহিন্দু নানা বিদ্যাবিশারদ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেকেই গীতগোবিন্দ পাঠে মোহিত হইয়া তাহার মধুরভাব, মধুরছন্দ, নির্ম্মল ভক্তিপীযূষসিক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া কিরূপ ভাষাছটায় ইহার গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথম স্যার উইলিয়ম্ জোন্স ইংরাজী ভাষায়,পণ্ডিত ল্যাসন্ ল্যাটিন ভাষায়, রুকর্ট জর্ম্মণ ভাষায় এবং সুকবি এড্উইন আর্ণল্ড ইংরাজী কাব্যে এই গ্রন্থের অনুবাদে এই গ্রন্থ সম্বন্ধীয় মহাপ্রয়োজন বিষয়ে অত্যধিক সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাহারা সকলেই ভাগবতের অধ্যাত্ম ভাবানুসারে ইহার অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার অনেক টীকা ও অনেকগুলি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রসময় দাস ও কবি গিরিধর কৃত পদ্যানুবাদ প্রধান।

চৈতন্য দেব গীত গোবিন্দ, পাঠানুরক্ত ছিলেন এবং তদর্থ বুঝাইতে আনন্দানুভব করিতেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতে

বর্ণিত আছে। গীত গোবিন্দের গীতগুলি মাত্রা বৃত্তিতে রচিত এবং কেহ কেহ বোধ করেন ইহারই ছন্দঃ অনুসরণে হিন্দি বোলর চৌপেয়া প্রভৃতি কবিতা রচিত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্টপদবিশিষ্ট চতুর্বিংশতিটী গীত আছে, এজন্য এই মহাকাব্য অষ্টপদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচরাচর গানে যে প্রকার অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি চারিটী নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে, অর্থাৎ গান মাত্রেই প্রায় চতুষ্পদ দেখা যায়, কিন্তু জয়দেবের গান অষ্টপদী হওয়া প্রযুক্ত ইহার অন্যথা দৃষ্টিগোচর হয়, বস্তুতঃ ইহাতে ফলের কোনও বিশেষ হানি হয় না। আরো গীতগোবিন্দের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং" প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে অষ্টতালীও কহা যায়।

এই গ্রন্থের পদগুলি এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় এই সকল গায়কদিগের মধ্যে বিষ্ণুপুরনিবাসী ভূতপূর্ব্ব শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র কেশব ভট্টাচার্য্য এবং চুঁচুড়ার রামসুন্দর শীলের নাম সুপরিচিত। ইহাদের গানে শ্রোতৃবর্গ বিহ্বল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মহাকবি জয়দেব রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম এক্ষণে কেন্দুলি বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী এবং পত্নীর নাম পদ্মবতী দেবী। ভোজদেব কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতমের সন্তান। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক সুপণ্ডিতদিগের মতে তিনি লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক।

জয়দেব অত্যন্ত করুণ-হৃদয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-বিলসিত-মহত্ত্বচ্ছটা ও প্রবীতিব্যঞ্জক উদার ভাব উভয়ই তাঁহার অন্তকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি স্বকীয় জীবনার্দ্ধকাল কেবল উপসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। জয়দেবের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, নিত্য গঙ্গাস্নান, মৃত পত্নীর পুনর্জ্জীবিত হওয়া, গীত গোবিন্দের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই গীতের বক্রী অংশ "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখন বিষয়ে অনেকগুলি অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি। জয়দেব "মম শিরসি মণ্ডনং (অর্থাৎ আমার) (শ্রীকৃষ্ণের) মস্তকে ভূষণ স্বরূপ) পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার ভয়ে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'

অর্থাৎ 'তোমার (শ্রীরাধার) উদার পদ পল্লব অর্পণ কর' অংশটী সাহস করিয়া লিখিতে না পারিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না, সুতরাং, ভক্তের দাস শ্রীহরি, জয়দেবের ভাগীরথীতে স্নানগমন সুযোগে, স্নান-প্রত্যাগত জয়দেব রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া, জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া, স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই পদটী পুঁথিতে লিখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। জয়দেব স্নানান্তে প্রত্যাগত হইয়া, পদ্মাবতীকে অগ্রে ভোজন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। জয়দেব পত্নীর মুখে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও নিজের পুঁথি খুলিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া লিখিয়াছেন। তখন তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া ও আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া, শ্রীহরির ভোজনাবশিষ্ট যে অন্ন ছিল এবং যাহা পদ্মাবতী ভোজন করিতেছিলেন, সেই অন্ন লইয়া ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

গীতগোবিন্দ-তত্ত্বজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু উভয় শ্রেণীর মহাত্মারা তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে জীবাত্মা পরমাত্মার একটী রূপ হইয়াও মায়া বলে অহংভাবে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। আরাধনায় জাগরিত হইয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে। তখন পরমাত্মার বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ফূর্ত্তচিত্তে পবিত্র প্রেম রসে মুগ্ধ হয় এবং তাহাতে লীন হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হইয়া থাকে। গীত গোবিন্দের রূপক বর্ণনায় ইহাই গুহ্যভাবে নায়ক নায়িকার কথার ছলে প্রকাশ। এইরূপ গুহ্য-ভাবে ঈশ্বর ভক্তির বর্ণনা পারস্য ভাষায় হাফেজ মহাকবির গ্রন্থে প্রচারিত আছে।

পাঠিকাগণের বিদিতার্থ গীত গোবিন্দের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ও স্বরলিপি স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

গীতগোবিন্দ।

প্রথম সর্গ। ১ম শ্লোক।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং, রাধা-

মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি বলা দুঃসাধ্য, কেননা পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে এক-মত নহেন, এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ গোস্বামী মহাশয় যে অর্থ করেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হওয়াতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এক দিন গোপরাজ নন্দ নিজে গোদোহনার্থ সন্ধ্যার সময় গোষ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ কৃষ্ণকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাধিকাকে কহিলেন, "রাধে! দেখ আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন এবং তমাল বৃক্ষরাজিতে বনভূমি শ্যাম-বর্ণ হইয়াছে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে একাকী যাইতে ভীত হয়, অতএব তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।" মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স এই অর্থই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আর্ণল্ড সাহেব এই শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই:—

"The sky is clouded; and the wood resembles the sky, thick-arched with black Tamala boughs;
"O Radha Radha! take this soul, that resembles in life's deep midnight to thy golden house."
So Nanda spoke, and led by Radha's spirit the feet of Krishna found the road aright. Wherefore in bliss which all high hearts inherit together, taste they Love's divine delight.

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার প্রকাশিত গীতগোবিন্দে, সৌরটী রাগিণী ও তিওট তালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রী ত্রিভুবন ও শ্রীসজীবন পাঠক দ্বয় কুকুভা রাগিণী ও ঠুংরী তালে পাঠ করিতেন। এবং কোন কোন ভক্ত রাগ ভৈরব ও ত্রিতালীতে গাইয়া থাকেন।

সুরট বা সৌরটী রাগিণী। তাল তিওট।*

॥	০॥ ।	১। ।	। ।	+।						৩॥
নি	নি সা	সা নি	সা ঋ	ধ	নি	সা	নি ধ প		প	প
মে-	ঘৈ-	র্মে-	দু- র-	ম					স্ব	রং

* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা "ত্রিপুট" নামে খ্যাত। তেওটের চারিটী পদ, তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ চারি মাত্রায় পূর্ণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ তিন মাত্রাযুক্ত। অতএব তেওট চৌদ্দ মাত্রাযুক্ত। ইহার ঠেকা যথা,—

১ । । ।	২ । ।	। । । ।	০ । তেটে
ধিন্ ধিন্ ধা তেটে	ধিন্ ধা তেটে	ধিন্ ধিন্ ধা তেটে	তিন তা তেটে

। । •।। । ১।। । । +।। । ৩।। । । •।
ধ প ম মগ ঋ প ম ম | ম ঋ ঋ সা সা ঋ
ব- ন- ভূ- বঃ শ্যা- মা- ভ | মা- ল- ক্র- মৈ- র্ম

। ১। । । । +।। ৺ ৺ ৩।^ ।^ ।
ঋ ম ঋ ম ম ম প | ম প প নি নি সা
স্তুং ভী- রু- র- হং | স্ত- মে- ব ত- দি- মং

। •।^ । । ১।^ । । ।
সা নি সা ঋ গ ঋ সা নি সা সা ঋ |
রা- ধে গৃ- হং |

+। ।^ ৺ ৺ ৩।। ।^ ।^ •।। । ১।।^ ।
প নি স নি ধ প প প } নি প নি ম প নি সা
প্রা- প য়। } ই- খং ন-

৺ ৺ | +।। । ৩। । । ৺^ ৺ •। । ৺ ৺ ১। ।
সা সা | সা সা সা ঋ সা নি ধ প ধ ম ম প
ন্দ- নি-, | দে শ- ত- শ্চ লি ত- য়োঃ প্র- ত্য

।^ । +।^ । ৺ ৺ ৩। । ।।৺ •।।^ ৺^ ৺^ ১।৺ ৺।^
নি সা | নি সা ঋ ঋ ঋ গ নি নি নি নি নি নি
ধ্ব- কু- | ঞ্জ- দ্রু- মং রা- ধা- মা- ধ- ব-

^। । | +।^ ।^ ৺ ৺ ৩।^ ।^ । । •।।^ ।
নি সা | নি নি ধ প ধ নি নি সা সা নি সা ঋ গ
য়ো- | জ স্ত- ন্তি য- মু- না- কূ- লে

১।^ । । । | +। ।^ ৺^ ৺ ৩।।)
ঋ সা নি সা সা ঋ | ধ নি সা নি ধ প প প }
র- হঃ- | কে- ল- য়ঃ ॥)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর)

ওলাউঠার সময় সাবধানতা।

ওলাউঠা যে অতি ভয়ানক রোগ সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হয় না। প্রকৃত ওলাউঠার উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিলেই হয়। ওলা-

উঠা সঞ্চারে সাবধানতা সম্বন্ধে কয়টী স্থূল ২ জ্ঞাতব্য নিয়ম উল্লেখ করা যাইতেছে।

শরীর, কাপড়, ঘর, বিছানা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

নূতন চাউলের কিম্বা পান্তা ভাত, অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস, কাঁচা বা পচা ফল, পচা শুঁকুটে বা তেলাল মাছ, অথবা চর্ব্বি ওয়ালা মাংস, তেলে ভাজা দ্রব্য, পিঁয়াজ, রস্থন, বিলাতী বা মিঠা কুমড়া প্রভৃতির তরকারী এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় না, এরূপ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিবে না।

নিয়মিত পুষ্টিকর আহার বিধেয়।

শীতল জলে স্নান করিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না।

খারাপ জলে স্নান অথবা সেই জল পান করিবে না।

অনিয়মিত পরিশ্রম কিম্বা দুশ্চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিবে এবং ঈশ্বর চিন্তা করিবে।

অধিক রাত্রি জাগরণ, কিম্বা সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

এক ঘরে অধিক লোক বাস বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

শরীরে অধিক হিম লাগাইবে না।

কোন স্থানে মহামারি আরম্ভ হইলে, যত শীঘ্র পার সে স্থান ত্যাগ করিবে।

রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্রাদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিকক্ষণ না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। মল ও বমি মাটিচাপা দিবে।

একবার পাতলা বাহে বা বমি হইলেই সতর্ক হইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে গন্ধক ও ধুনা পুড়াইবে।

সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে। অথবা বাড়ীর মধ্যে এমন কি সকল গৃহ কর্পূর ও হিঙ্গু নেকড়ায় বাঁধিয়া ঘরের যে যে স্থান দিয়া সকলে গতিবিধি করে, সেই স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে শীঘ্র চিকিৎসককে আহ্বান করিবে, চিকিৎসকের আসিতে বিলম্ব হইলে অথবা চিকিৎসক না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কর্পূর ১ গ্রেণ হিঙ্গু ১ গ্রেণ, পিঁপুলিচূর্ণ ১ গ্রেণ। জল দিয়া মাড়িয়া এক এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অম্ল নিবারণ জন্য সোডা ও পটাস দিবে। নিদ্রার অভাব হইলে, অল্প মাত্রায় অহিফেন দেওয়া যাইতে পারে। বমন নিবারণের জন্য তার্পিণ তৈলের সহিত ফোমেণ্টশন করা যাইতে পারে। মস্তক উষ্ণ হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া শীতল জল দিবে।

শ্বেত অপাঙ্গ গাছের একটি শিকড় সাতটি গোল মরিচের সঙ্গে মিলাইয়া পেষণ করিবে, পরে উহা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তিনবার খাইলে ভেদ বন্ধ হইবে। যদি রোগীর পিপাসা অধিক হয় তবে বড় এলাচি পোড়াইয়া ঐ দানা গুড়া করতঃ

জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে পিপাসা বন্ধ হইবে।

ওলাউঠার আরম্ভাবস্থায় ক্যাম্ফর (কর্পূর) ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

গরম ভাতের ফেণ কিম্বা জলের সহিত পুদিনা পাতা বাটিয়া সরবৎ করিয়া খাইলে অথবা কর্পূর ও হিঙ্গের আঘ্রাণ লইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আফিম ২ মাসা, হিঙ্গু ২ মাসা, গোল মরিচ ২ মাসা, ও কর্পূর ২ মাসা, একত্র পেষণ করিয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া, ১৫টী প্রস্তুত করিবে। পরে একটী খাওয়াইবে, যদি ভেদ বন্ধ না হয় ২ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪টী খাওয়াইবে তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

গাত্র দাহ থাকিলে, হরিদ্রা চূর্ণ ও শুঁঠ চূর্ণ মাখাইবে।

একটু ডহর করঞ্জার ফল, হরিদ্রা, বনমাতুলুঙ্গ মূল; জলে বাটিয়া, ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

পাথর কুচির পাতার অর্দ্ধ খানা, ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইতে হইবে। উক্ত পাতার অপরার্দ্ধ খান ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে। ইহাতেই রোগীর প্রস্রাব হইবে ও বাহ্যে বন্ধ হইবে। যদি একবার খাইলে প্রস্রাব হয় তবে আর খাইতে হইবে না, নতুবা উক্ত ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

সন্তানের ধর্ম্মশিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধোগতির প্রধান কারণ যে ধর্ম্মহীনতা, তাহা সূক্ষ্মদর্শী বিবেকী ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন। ভারতের পুনরুদ্ধারেরও প্রধান উপায় ধর্ম্মোন্নতি। কিন্তু সন্তান বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে গঠিত না হইলে সমাজ মধ্যে এই ধর্ম্মোন্নতি প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহারা সন্তানদিগকে উপনয়ন ও দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর করিতেন। বালকের জ্ঞানোদয় হইলে তাহার উপনয়ন হইত। তৎপরে সে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও গঠিত-চরিত্র হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারে প্রবেশ করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংসার—ধর্ম্মের সংসার হইয়া প্রকৃত সুখের আলয় হইত। ব্রাহ্মণেতর আর্য্যজাতি সকল ব্রাহ্মণের জীবনের আদর্শে এবং ব্রাহ্মণের প্রদত্ত বিধি ব্যবস্থানুসারে জীবন গঠন করিয়া ধর্ম্মজীবনের অধিকারী হইত। এইরূপে জনসমাজ ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ধর্মকেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উপায়রূপে অবলম্বন করিয়া চলিত।

সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজে পূর্ব্বতন বিধি ব্যবস্থার মৃত কায়া বা ছায়ামাত্র আছে,প্রাণের চিহ্ন অতি অল্পমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাই যাঁহাদিগের মধ্যে উপনয়ন ও ধর্ম্মদীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাঁহারাও তাহা একটি কৌলিক নিয়ম মাত্র বলিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা উন্নত জীবন গঠনের প্রয়াসী হন না। আর তাঁহাদের বাহিরে কোটী কোটী লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতির প্রকৃত উপায় লাভেও বঞ্চিত। বর্ত্তমানকালে মুখে সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, অনেক পরিমাণে সাম্যের কাল উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে স্থাপনের বৈষম্য ছিল, কার্য্যতঃ এখন তাহা অল্পই আছে। আর স্ত্রী শূদ্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনধিকারী বলিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা যায় না। এখন ধর্ম্ম সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা সকলেরই গ্রহণীয় এবং পিতা মাতা পুত্র কন্যা উভয়কেই যেমন বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন, সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষা দানের জন্যও দায়ী। সন্তান সকল বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে সংগঠিত হইলে গৃহ সকল ধর্ম্মময় হইবে এবং জনসমাজ সহজে ধর্ম্মপ্রাণে পুনরুজ্জীবিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও জাতিগত বল বীর্য্য, সুখশান্তি, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব সকলই লাভ হইবে।

হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক প্রাচীন ঋষি মুনিগণ গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, এবং সন্তানদিগকে শৈশব হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। এই গায়ত্রী বেদমাতা এবং ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই গায়ত্রী বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে এবং প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পরিচর্য্যা হইলে তাহা হইতে ধর্ম্মজীবনরূপ মহাবৃক্ষ বিকাশিত হইবে আশা করা যায়। তবে ইহা কেবল জাতিবিশেষে বা শ্রেণী বিশেষে বদ্ধ থাকিবে কেন? ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র জল বায়ুতে যেমন জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর অধিকার—ঈশ্বরের উপাসনাতেও সেইরূপ। আমরা সাধারণের গোচরার্থ একটী সংস্কৃত উপনয়ন অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের শুভ উপনয়ন উপলক্ষে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।*

৪ঠা চৈত্র রবিবার।

ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অবি-

* এই উপনয়ন বিনা-উপবীতে সম্পন্ন হয়। গত ২০এ ফাল্গুন শ্রীমন্মহর্ষির পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে বালক গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কয়েক দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ও গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস পূর্ব্বক সমাবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মোপাসনান্তে মহর্ষি এই উপদেশ প্রদান করেন।

কার। দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ব্রহ্মোপাসনাতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার; যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান! অতএব যে মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাতেও সকল মনুষ্যের অধিকার; সেটী গায়ত্রী মন্ত্র। এই দেশের পূর্ব্ব-কালের ঋষিরা সকল বেদ মন্থন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী মন্ত্র উদ্ধার করিলেন, সেই মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র। ঋষিবরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" *

এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। আত্মা পরমাত্মার যে যোগ, তাহাও এই মন্ত্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিতেছি, গায়ত্রী মন্ত্রে সকল মনু-ষ্যই অধিকারী।

গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা সাবিত্রী ব্রত গ্রহণ করা হয়। জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার আরাধনা এই, সাবিত্রী ব্রত বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ না করিলে ইহাতে কোনও ফল হয় না। অতএব ব্রহ্মবিদ্ পিতামাতা যাঁহারা আপনাদের বংশ পবিত্র করিতে চান, তাঁহাদের কর্ত্তব্য উপযুক্তবয়স্ক বালককে কোনও ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। সেই আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিবেন—যাহাতে সেই অজর অমর অভয় পুরুষকে জানিতে পারে, তাহার উপদেশ দিবেন। উপনীত বালকের কর্ত্তব্য, অবলম্বিত ব্রত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাবজ্জীবন পালন করিবে। ইহাতে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

সুকুমার,

তুমি যে সাবিত্রী-ব্রত অদ্য বিধি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, ইহা চিরজীবন যত্ন পূর্ব্বক পালন কর, এই আমার উপদেশ। গায়ত্রী মন্ত্র কি? তাহা তুমি শিক্ষা করিয়াছ। হৃদয়ের প্রেম ভক্তিসহকারে সেই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা যে পরমেশ্বর প্রতিদিন তাঁর উপাসনা করিও, কখনও ভুলিও না। তাহাহইলে উত্তরোত্তর সিদ্ধিলাভ করিবে। সংসিদ্ধ হইলে ব্রহ্মকে লাভ করিবে—ব্রহ্মলাভে মুক্তি-লাভ হইবে।

"অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"

---

*যে পরমব্রহ্মে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিন দ্বারা তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। প্রণব-ওঁ, ব্যাহৃতি-ভূর্ভুবস্বঃ, গায়ত্রী-তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইহার অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকের প্রকাশক সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ইহাতে মর্ত্ত্যজীব অমর হয়। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হও।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৩ সংখ্যার ৩৬১ পৃষ্ঠার পর)

ভারতে যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক এ দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অনেকে স্বদেশে গিয়া ভারত-বাসিনীদিগের দুরবস্থার কথা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলেন। এদেশের বহুবিবাহ, সহমরণ, স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতা, মূর্খতা, পরাধীনতা প্রভৃতি শুনিয়া সাম্য-বাদী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীগণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। ইংরাজের দুঃখ, বাঙ্গা-লির দুঃখের মত দুই ফোঁটা চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইবার নহে। তাই ইউ-রোপীয় স্ত্রী পুরুষগণ অনেক স্থানে সভা সমিতি স্থাপন করিয়া এদেশের স্ত্রীজাতির জন্য বহু আন্দোলন করিতে লাগি-লেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্যদিগের হস্তে ভারত মহিলার মঙ্গলের জন্য অনেকে প্রচুর ধনও দান করিতে লাগিলেন।

এই সকল ভারতহিতৈষিণী রমণী-গণের মধ্যে কুমারী কুক্‌ একজন শ্রেষ্ঠতম। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে ভারতবর্ষের (বাঙ্গালির?) সাধারণ পুরুষদিগের শিক্ষায় সহায়তা করিতে, ইংলণ্ডীয় সভা-কর্ত্তৃক কুমারী কুক্‌, এদেশে প্রেরিত হন। এদেশেরি রমণীগণের হীনাবস্থা দেখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি করিতেই ইনি আত্মোৎসর্গ করেন। এই মহাপ্রাণা বিদ্যোৎসাহিনী রমণীরত্ন হইতে ভারত মহিলাগণ যে কিরূপ উপকৃতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য ইনি এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন যে তাহারই ফলে এদেশে এক বৎসরের মধ্যে ৮টী বালিকাবিদ্যা-লয় স্থাপিত এবং ১১৪টী বালিকা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তা হয়। এই সকল বালিকা দেশীয় নিম্ন শ্রেণীর ও খ্রীষ্টান বংশসম্ভূতা। এদেশীয় নীচজাতীয় মাতা পিতাকে অর্থ দানে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়াই কুমারী কুক্‌, তাহাদিগের কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে আনিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ শিক্ষা বিস্তারেও মহা-প্রাণা কুক্‌ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি-লেন না। কারণ, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া হিন্দু মহিলাদিগকেই সুশিক্ষাহীনতার জন্য অধিকতর অভাবগ্রস্তা বলিয়া জানিতেন। সেই সকল মহিলা ও বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে কোনও সুবিধা হইল না— বালিকাবিদ্যালয়ে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু নিজ কন্যা বা ভগিনীকে পাঠাইতে সম্মত

হইলেন না; কাজে কাজে তাঁহার মনে একটী বিষম অপরিতৃপ্তি থাকিয়া গেল; যাহাতে সম্ভ্রান্ত রমণীগণের শিক্ষার অভাব দূর হয়, কুমারী কুক্ তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী যখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিধাতার অনুগ্রহে আর এক অনুকূল ঘটনা সংঘটিত হইল। যিনি ভারতের পরম হিতৈষী, সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগী, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী, পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয়ের এক প্রধান শিষ্য—সেই মহাত্মা উইলসন সাহেবের সহিত কুমারী কুকের শুভ বিবাহ সংঘটন হইল। এ বিবাহ ভারতের পক্ষে "মণিকাঞ্চন যোগ।" দম্পতী একহৃদয় হইয়া ভারত-হিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী উইলসন অনাথ, আতুর, মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অভাব পূর্ণ করিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ এ দেশের অনাথ দরিদ্রগণকে মরণাধিক যাতনা হইতে মুক্তি দিতে লাগিল। সেই সব হতভাগ্যগণ উইলসন দেবীকে মাতৃরূপেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিবি উইলসন সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সুশিক্ষার জন্যও এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাতে ধনী রমণীর-ভদ্রবংশীয়া রমণীর প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ হইবে, এই আশয়ে শ্রীমতী উইলসন তাঁহার ছাত্রীদিগকে শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এহেন পর-হিতকর-ব্রত-পরায়ণা, এহেন নারীহিতৈষিণী দেবীর নাম ভারত-বক্ষে ও ভারতরমণী-বক্ষে অমৃতাক্ষরে লিখিত থাকাই উচিত।

মণি খনির ভিতর থাকিলেও মনোহর প্রভা বিকীর্ণ করে; ফুল বনের নিভৃত স্থানে ফুটিলেও তাহার সৌরভ দিগন্ত প্লাবিত করে; গুণী ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিলেও তাঁহার সদ্গুণ অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করে। তাই হিন্দু-সমাজ কিছুদিনের মধ্যেই দেবী উইলসনকে চিনিল। তিনি বিদেশবাসিনী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী করিলেন। উইলসন কৃতকার্য্য হইয়া আরও কয়েকটী স্বদেশীয়া মহিলাকে নিজের সহযোগিনী করেন; ইঁহাদিগের নিকটে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকন্যা বাঙ্গালা ও ইংরাজিভাষা, উলের ও সূচের কাজ শিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় অনেক বামাহিতৈষী ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মন আকর্ষণার্থ চেষ্টা করেন।

এইরূপ শিক্ষালাভের সহিত স্ত্রী-

জাতির ভূত প্রেতে বিশ্বাস, উল্‌কি, মিসি, ও সিন্দূরের বহুল ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে ভারতবাসিনীদিগের দুর্ভাগ্য নিশিতে শুকতারা জ্বলিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্য এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের মধ্য সময়ে এদেশের কতকগুলি তরুণবয়স্ক পুরুষ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইজন্য হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টানের উপরে, সাহেব বিবিদিগের উপরে বড়ই চটিয়া গেলেন। বিলাতী বিবিদিগের হস্তে অন্তঃপুর শিক্ষার ভারার্পণ করিতে অনেক হিন্দুর নানারূপ আশঙ্কা জন্মিল; সুতরাং যেরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হইতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা রহিত হইলেও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এ দেশের অনেক পুরুষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহমরণ নিবারণের জন্য এদেশে তুমুল আন্দোলন চলিল। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির এক পরম হিতৈষী ছিলেন; সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে তিনিই সর্ব্ব প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার পরিবারস্থা কোনও রমণীকে সহমৃতা হইতে দেখিয়া স্ত্রীজাতির সহমরণ নিবারণ জন্য তিনি অধিকতর চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি অনেক জন মহাত্মা এই বিষয়ে রাজা রামমোহনের বিশেষ সহায়তা করেন। বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের অনেকে যে এ দেশের সহমরণ নিবারণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল সমবেত চেষ্টার ফলে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় (১) সতীদাহ নিবারণ বিধি বদ্ধ করেন। সেই অবধি ভারতে সে নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে এদেশে পুরুষদিগের মধ্যেও অনেক উন্নতিকর কার্য্য হইয়া স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথ সম্প্রসারিত করে। পুরুষদিগের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবার জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয়; বঙ্গভাষায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় সত্যধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তিনি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে একেশ্বরবাদী হইয়া, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন।* এই সকল ঘটনা হইতে

---

(১) উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গভূমির বহু উপকারী। ধর্ম্মোন্নতি, ভাষার উন্নতি, দেশের লোকের মানসিক উন্নতি প্রভৃতি বহুতর কার্য্য করেন। স্ত্রীলোকদিগকে কেবল জীবন্ত দাহন হইতে রক্ষা করেন নাই। তাহাদিগের শিক্ষা, তাহাদিগের স্বত্বাধিকার ও তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়েও অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

দেশীয় পুরুষদিগেরও হৃদয়ের উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সহিত হিন্দুমহিলাগণের সংস্রব দূর হইলে, এদেশে বামাহিতৈষিগণ স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রচলনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান সহায়। ইঁহার পরিবারস্থ রমণীদিগের অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ইনি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ কিছুই বন্দোবস্ত হইল না। হিন্দুসমাজে কোনও কোনও কৃতবিদ্য যুবক নিজ নিজ কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতেন। ইহার পরে—গত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে ব্রাহ্ম সমাজের যুবকগণ নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা—সুনীতি ও সভ্যতা সহ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করেন। এই সকল যুবক কেহ কেহ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পরে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ ভগবানের কৃপায় ভারতমহিলাদিগের শুভ স্মরণীয় যুগ। এই যুগে স্ত্রীজাতির ভাগ্য যে রকম পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মহাত্মা বেথুন সাহেব গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক সভার সভাপতি ছিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে সকল বিদেশীয় মহাত্মা চেষ্টা করিতেছিলেন, বেথুন সাহেব তাহার মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি। খৃষ্টিয়ানদিগের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে ভারতরমণীদিগের শিক্ষা প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, বেথুন স্কুলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কার্য্যও ভালরূপ চলে নাই, এবং কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বেথুন স্কুলে কন্যা প্রেরণও করেন নাই। যাহা-হউক, এক বৎসরের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয় শিমুলিয়াতে স্থাপিত হয় ও উহার প্রধান শিক্ষক, স্ত্রী-শিক্ষার পরমোৎসাহী মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ নিজ কন্যাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাইতে প্রবৃত্ত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কাজে দেশের কত লোকে বিরক্ত হইয়াছিল, কত লোকে উপহাস করিয়াছিল, কত লোকে গালি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরের ন্যায় সবই সহিয়াছেন। তাঁহার পরে হাইকোর্টের জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। সে সময়ে দেশেও স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল—এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং বেথুন সাহেব নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু পণ্ডিতদিগের দ্বারা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে নীচ বা অসচ্চরিত্র লোকের কন্যাদিগের সংস্রব নাই, এ কথা জানিয়া ক্রমশঃ দেশের অনেক ব্যক্তি বেথুন স্কুলে কন্যা

ভগিনীদিগকে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে, ভারত মহিলাদিগের পিতৃস্থানীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে, বেথুন স্কুলের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। রামায়ণ মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি কয়খানি পদ্যগ্রন্থ ব্যতীত স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক মিলিত না। এই অভাব দূর করিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে এই সকল পুস্তক ও কিছু কিছু ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইল। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিভাগ হইতে (তখন তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন) ৪০টী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। রাজ-অনুগ্রহে পল্লিগ্রামেও অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বহু-প্রদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যা-লয়ে বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।* গত শতাব্দীর তৃতীয়যুগে স্ত্রীশিক্ষার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

কেবল শিক্ষা বিষয়ে নহে, এ যুগে অন্যান্য বিষয়েও ভারতবাসিনীদিগের সৌভাগ্য পরিস্ফুট হইতেছিল। এ দেশে শিশুবিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেক অজ্ঞান বালিকাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহিতে হয়! এই সকল হতভাগিনীদিগের মত দুর্ভাগ্য জীব এ বিশ্বসংসারে অতি অল্পই আছে। কিন্তু হিন্দুআর্য্যগণ এরকম বালিকা বিধবাদিগকে চিরকাল "বিধবা" থাকিতে বলেন নাই; পুনঃ সংস্কারের আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিলেও ভারত সমাজ, দেশা-চারের অনুরোধে, কুল-গৌরব বৃদ্ধির জন্য অপোগণ্ড বিধবাদিগকে "পতিপ্রাণা সতী" দেখিতে চাহে!—অস্বাভাবিক হইলেও ইহার অন্যথা সহিতে পারে না। গত শতাব্দীর তৃতীয় যুগে বঙ্গদেশে কোন কোন মাতা পিতা এইরূপ হতভাগিনী সন্তানের দুরবস্থায় একান্ত ব্যথিত হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকটে "বিধবা বিবাহের বিধি আছে কিনা" জানিতে চাহেন। হিন্দু পণ্ডিতগণও বিধবা বিবাহ "শাস্ত্রসম্মত" বলিয়া ব্যবস্থা দেন। কিন্তু বাঙ্গালির মধ্যে এমন সাহসী ব্যক্তি কেহ দেখা গেল না যে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। বিধবা বিবা-হের আবশ্যকতা বুঝিয়া, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত—একথা জানিয়া কতক স্বার্থ-পরতায়, কতক দেশাচার-ভয়ে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। বরং যে সকল পণ্ডিত বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতি-পন্ন করিয়াছিলেন, আন্দোলনের সময়ে তাঁহারাই "বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়" বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন*।

* বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন, গবর্ণ-মেণ্টই দিয়া থাকেন। ইহা কম দয়া নহে।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম বারের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪২৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে বি এ পাসে ৩৫০ এবং অনরে ৯৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মেটিল্‌ডা কোহেন এক মাত্র উত্তীর্ণা এবং ইংরাজী ২য় বিভাগে ৪র্থ স্থানীয়া হইয়াছেন। এফ এ পরীক্ষায় ১২৮৮ উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৬১ জন ১ম, ৩২৪ জন ২য় এবং ৯০৩ জন ৩য় বিভাগস্থ। উত্তীর্ণা বালিকাদিগের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তিনটী প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম হইয়াছেন,ইহা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়।

নাম	কলেজ	বিভাগ
এল সি রোজ কলথার্ষ্ট	লোরেটো	১ম
এথেল গারট্রুড গাম্পার	ঐ	ঐ
সরলা সেন	বেথুন	ঐ
হেমলতা ঘোষ	ঐ	২য়
মিলিসেণ্ট ফ্লোরেন্স সকমান	প্রাইবেট	২য়
মেরী এস্‌ল	বেথুন	৩য়

২। চিত্রল অভিযানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের জয় হইয়াছে।

৩। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মূক বধির বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ আর এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। চিন ও জাপানের মধ্যে সন্ধি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যে রুসিয়া ঈর্ষ্যান্বিত; ফরাসী ও জর্ম্মাণেরাও রুসিয়ার প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য জাপানের সপক্ষ। শেষ ফল কি দাঁড়ায়, বলা যায় না।

৫। গত বর্ষে নিম্ন বঙ্গে সর্প দংশনে প্রায় ১০,৮০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৬। ইউরোপে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৭০ হাজার অধিক।

৭। কাবুলের আমীরের পুত্র নসীরুল্লা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাত যাইতেছেন। বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছে।

৮। কলিকাতায় জাপানের এক প্রতিনিধি থাকে, এজন্য একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অনেকগুলি অনুচরসহ সিমলায় রাজ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

৯। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াগ্রস্ত। তাঁহার পদত্যাগের সম্ভাবনা।

১০। ভিঙ্গার রাজার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র আত্মহত্যা করাতে রাজা আপনার রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে দিয়া স্বয়ং কাশীবাস করিয়াছেন।

বামারচনা।

অবরোধে হীনাবস্থা।

আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমরা এ প্রথা ভাল বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল; এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানবজীবন পশুর অপেক্ষাও হেয়ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব? পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রতি কৃপাপুর্ব্বক পিঞ্জরের নিকট আসিয়া যদি কেহ 'হরি' নাম শুনায়, তবেই সে শুনিতে পায়। কিন্তু হায়! কয়জন এমন সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যে, এরূপে অনর্থক সময়ক্ষেপ করিবেন?

পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও আমরা উভয়েই সমশ্রেণীস্থ তাহাতে সংশয় কি? যদি কোনও সহৃদয় মহোদয় কৃপাপুর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাহইলে তাঁহার কুৎসা গাথায় দশ দিক্ পূর্ণ হয়, সুতরাং তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হন। কাজেই আমাদের জীবন-পথে সৎজ্ঞানালোক নিপতিত হইতে পায় না। পাখী কি "হরি" নাম না শুনিয়া হরিগুণ গাহিতে পারে? হরি নাম গাহিবার জন্য তাহাকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে শুধু অবরোধে রাখিলে আমাদের শিক্ষা হয় না। আমাদিগকে সৎজ্ঞান লাভের জন্য সমাজের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষাতেই মানবহৃদয় গঠিত, শিক্ষা অভাবে মানবের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। কুশিক্ষায় মানব অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। সৎশিক্ষাতেই মানব-হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সৎশিক্ষা অভাবেই আমরা এত হীন হইয়া যাইতেছি এবং সেই জন্যই সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু হায়! আমরা কিজন্য এত হীন হইয়া পড়িতেছি সমাজ যদি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমরা সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া শত ব্যথা বুকে বহিয়া জীবন যাপন করিতাম না। যদি আমাদের প্রতি সমাজের এক বিন্দু কৃপাদৃষ্টি

থাকিত, তাহাহইলে আমরা আর্য্যবংশীয়া বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম, আমাদের জীবনও আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত হইত। আর্য্য মহিলাদিগের জন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা স্বইচ্ছায়—এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেন, তাঁহাদের এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের শরীর যে রক্তমাংসে গঠিত, আমাদের শরীরও সেই রক্তমাংসে গঠিত, তবে তাঁহারা অধিক বলশালিনী ও অধিক ক্ষমতাপন্না ছিলেন কেন? আমরাই বা এত হীনবল কেন? ইহার একমাত্র কারণ সমাজ নয় কি? সমাজ তাঁহাদিগকে পালিত পক্ষীর ন্যায় অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই বলিয়াই তাঁহারা সৎজ্ঞান, সৎসাহস, সৎকীর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্য যদি অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাদের পবিত্র জীবনও আমাদিগের ন্যায় হীনাবস্থায় যাপন করিতে হইত। ভগিনীগণ! আইস, আমরা এ ভীষণ অবরোধ প্রথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনকে উন্নতি-পথে লইয়া যাইবার জন্য একান্তমনে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ডাকি। তাঁহার কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই এই হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিব ও আমাদের জীবন প্রাচীন আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় বরণীয় ও আদরণীয় হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী। হুগলী।

হেঁয়ালি।*

মহাদেব শিরোদেশে বসতি আমার;
কুসুমের পদতলে, থাকি আমি কুতূহলে,
আসামে আমার বাস, বামে থাকি বারমাস;
মনের ভিতরে থাকি বিদিত সংসারে;
দাঁড়াইয়া থাকি পুনঃ মরণের শিরে।
মদন আমার তরে, মাথা ধরে দেহপরে,
সরমের পদে আমি বাঁধা অনুক্ষণ।
চেষ্টা কর পাবে ফল মনের মতন।

উপদেশ।

বিনয়! বিনয় গুণে হও গুণবান,
ঈশ্বর তোমার বাছা, করুন কল্যাণ।
দেশ-হিতকর ব্রত করহ গ্রহণ,
ঈশ্বরের প্রিয় কাজ করহ সাধন।
অধর্ম্ম অথবা কোন তুচ্ছ প্রলোভনে,
ভুলিওনা, ভুলিওনা, পতিতপাবনে।
যিনি দিয়েছেন বাছা, জ্ঞান প্রাণ মন,
যিনি দিয়েছেন বাছা, সুখ অগণন,
ভুলিওনা তাঁরে, তাঁর সন্তোষ কারণ
পরের মঙ্গল সাধ করি প্রাণপণ।
প্রথম সন্তান বাছা তুমিরে আমার,
দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হতেছে তোমার,
রেখেছি বিনয় নাম করিয়ে যতন
বিনয়ে ভূষিত হও বিনয়ভূষণ!!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

---

* গত ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত হেঁয়ালির উত্তর, "কলম" অনেক পাঠিকা লিখিয়াছেন ও ঠিক হইয়াছে। বা, বো, স।

প্রভাতী।

মিশ্র কাফি—একতালা।

সোণার স্থমেরু-শিরে
দুয়ার খুলিয়া যায়,
এখনি জাগিয়া উষা,
পরিছে রতন ভূষা,
পড়িছে রূপের ছটা,
আঁধার জগত-গা'য় !

প্রকৃতির ঘুম ভাঙা,
নয়ন অলস, রাঙা,
মল্লিকা ফুলের মত
হাসিটী ভাসিছে তা'য় ! ১

অবনী তৃষিত প্রাণে,
চাহিছে আকাশ পানে,
এখনো আসেনি যেন,
সে যারে দেখিতে চায় ! ২

বিদায় মাগিয়া রাকা,
(চাঁদনী, শিশির-মাখা)
শিথিল আঁচল টেনে,
ধীরে ধীরে স'রে যায় ! ৩

বিহগ বিহগী তা'রা,
দিতেছে মধুর সাড়া,
কে যেন ভাঙিছে ঘুম,
ডাকিছে "বাহিরে আয় !" ৪

সোণামুখী দিক্ বালা,
ছিঁড়িয়া মুকুতামালা,
ছড়ায়ে ফেলিছে হেসে,
বসুধা সখীর গায় ! ৫

নিশির নীরব ঘরে,
পুনঃ কোলাহল ভরে,
পুনঃ সে অমিয় ব'য়ে
বাতাস, দিগন্তে যায় ! ৬

আবার গোলাপ, জাতি,
বিকাসি রূপের ভাতি,
আদরে আতর ঢেলে,
মাথাইছে মলয়ায় ! ৭

জাগিল নরের মনে,
সংসার-সুহৃদ জনে,
ভকতি, মমতা, স্নেহ,
পুনঃ বুকে উথলায় ! ৮

নমো, প্রভো ভগবান !
আমারো এ নব প্রাণ,
সজীব, পবিত্র কর,
তোমারি চরণ-ছায়; ৯

তোমারি আশীষে, হরি !
তব সেবা যেন করি,
আজিকার যত বাধা,
সবি যেন দলি পা'য় ; ১০

সংসারে যে অগণন,
নীচতার প্রলোভন,
দেখিও, এ দাসে তা'রা,
যেন না ছুঁইতে পা'য় ! ১১

এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
স্ফুট সূর্য্যমুখী সম,
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে,
যেন গো শুকায়ে যায়। ১২

কিসের ভাবনা মম,
তুমি রেখ পদ ছা'য়,
সারাটী জীবন মোর,
ঢেলে দি' অভয় পা'য় ! ১৩

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১৩০২—জুন ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ছোটলাট-পত্নীর ছবি—ইহার জন্য ৮০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইহার কতক টাকা ব্যয় হইলে কি ভাল হইত না? বিনা চিত্রে লেডী ডফরিণের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে।

দুই রাণীর সম্ভাষণ—মহীশূরের বিধবা রাজ্ঞী উৎকামুণ্ডে আছেন। বরদার মহারাণী সমবেদনা প্রকাশার্থ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

চীন-জাপান সন্ধি—গত ৯ই মে চীন সম্রাট সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। রুসিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মণী প্রতিবাদী হওয়াতে জাপান লিওটং উপদ্বীপের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেক টাকা লইয়াছেন।

চীনের সৌভাগ্য—চীনসাম্রাজ্যে ৪০ কোটী লোকের বাস, কিন্তু ১০০ জনের অধিক চিকিৎসক নাই। কলিকাতায় ৬ লক্ষ লোকের বাস; চিকিৎসকের সংখ্যা ৬ হাজারের অধিক হইবে; তথাপি রোগের আধিক্যই হইতেছে।

ক্ষুদ্রতম সাধারণতন্ত্র—সার্ডিনিয়া দ্বীপ হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী ষ্ট্যাভোলারা-নামক দ্বীপের পরিমাণ ২॥০ ক্রোশ মাত্র, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৮৬ সালে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; এখানে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার আছে। পিরানিস্ পর্ব্বতে গোষ্ট নামে এক স্বাধীন রাজ্য আছে; ইহার পরিমাণ এক ক্রোশও নহে, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ১৩০ জন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

হইতে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল— এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ জন মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে ১৩ জন ১ম বিভাগে, ১৯ জন ২য় বিভাগে এবং ১৩ জন ৩য় বিভাগে।

পৃথিবীর ওজন—বরজ নামে এক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন পৃথিবীর ভার ৫,৮৩,২০,৬৪,০০,০০,০০,০০,০০,০০, ০০০ টন।

কাগজের মোজা—জর্ম্মণিতে ইহা বহুল পরিমাণে চলিত হইয়াছে। ইহা পরিধান করিলে পায় ঠাণ্ডা লাগে না।

অন্নধ্বংস—ভগবানের প্রদত্ত যত অন্ন আমরা ধ্বংস করি, তাহার উপযুক্ত কাজ কি করি? এক পণ্ডিতের গণনায় সামান্য ক্ষুধাশীল লোক ৬০ বৎসরে প্রায় ১৩০০ মণ খাদ্য খায়; এ হিসাবে বৎসরে ২০ মণ এবং প্রতিদিন ২ সেরের কিছু অধিক হয়। কত লোক ইহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ আহার করিয়া থাকে!

স্ত্রী এল, এল, ডি,—অদ্যাবধি ৩টি স্ত্রীলোক L. L. D. এই উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম মেরিয়া সিরেল, এমিলিয়া এডওয়ার্ডস এবং ফ্রান্সেস উইলার্ড। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমটি জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ ও দ্বিতীয়টি মিসরের ইতিবৃত্তজ্ঞ।

স্ত্রী-স্বত্ব—আমেরিকা এত বড় সভ্য ও স্বাধীন দেশ, তথাপি সেখানে স্ত্রীলোককে কোনও কারবার খুলিলে স্বামীর নামে খুলিতে হয় এবং স্ত্রীলোক মজুরী করিয়াও যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার অর্দ্ধাংশের উপর স্বামীর বৈধ অধিকার। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া স্ত্রীধনে স্ত্রীলোককে পূর্ণস্বত্ব দিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ার ফ্রেসমো নামক নগরস্থ এক সভা হইতে এক আবেদন স্বাক্ষরিত হইতেছে।

বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

বিধাতার কৃপায় বাঙ্গালাদেশে এমন দিনে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। দয়া, বদান্যতা, পরার্থপরতা, সৎসাহস, তেজস্বিতা, আত্মত্যাগ, বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি শীর্ষস্থানীয়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিধবা-বিবাহের জন্য এই পুরুষসিংহ সিংহ-বিক্রমে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতেও স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। সামাজিক সংগ্রামে দেশের শত শত লোক এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারই জয়লাভ হইয়াছিল। তাঁহার অলোকিক শক্তিতে বিধবাবিবাহ

"শাস্ত্র-সিদ্ধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই বঙ্গদেশে যিনি প্রথমে বিধবাবিবাহ করেন, বিধবাবিবাহের বিপক্ষেরা তাঁহাকে ও বিধবাবিবাহ-প্রচারক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হত্যা করিতে গিয়াছিল, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় সে দুরভিসন্ধি সফল হয় নাই। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই দুর্ঘটনা বাস্তবিক হইয়াছিল। বোম্বের ছোট আদালতের জজ্ মেরবা কেনবা সেখানে সর্ব্বাগ্রে বিধবাবিবাহ করেন। বিধবা-বিবাহের বিপক্ষগণ (উপায়ান্তর অভাবে) এক রাত্রিতে এই দম্পতীকে নিদ্রিতাবস্থায় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনায় সে দেশে বিধবাবিবাহ রহিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রবল হইয়া উঠিল (১)।

বিধবা-বিবাহ প্রচার করিয়া, বহুবিবাহ নিবারণ জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ আন্দোলন করেন। বহুবিবাহ নিবারণের সময়েও শাস্ত্রীয় বিচারে এ দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে হারিয়া গিয়াছিলেন। বহুবিবাহ "অন্যায় ও অশাস্ত্র" বলিয়া রাজাও বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বহুবিবাহ নিবারক আইনের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে যাহাতে বহুবিবাহের অসভ্যতা ও অপকারিতা বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ ঘৃণিত প্রথা পরিত্যাগ করে, এই আশয়ে সুশিক্ষার বহুল প্রচারে একান্ত যত্নবান্ হন। শুনা যায় দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ সুশিক্ষাবিস্তারই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের (মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন) উৎপত্তির এক শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। ফলতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি, বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ—হতভাগিনী ভারত-মহিলাদিগের জন্য এই সকল কাজ করিতেই যেন বিধাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আধুনিক ভারত "ধন্যবাদের" যোগ্য হইয়াছে।

বর্ষার পরে যেমন শরৎ আইসে, শীতের পরে যেমন বসন্ত আইসে, ভারত-মহিলাদিগের বহু-শতাব্দীব্যাপী দুর্ভাগ্য-অন্ধকারের পরে সৌভাগ্য-চন্দ্রমা তেমনি ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য অধিকতর আয়োজন হইতে লাগিল। আগে খ্রীষ্টান্-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে রকম চেষ্টা করিয়াছেন, এখন দেশীয় ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সেই রকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, স্বদেশ-হিতৈষণা, উদারতা, বাগ্মিতা ও বিবিধ মহত্বে

(১) মেরবা কেনবা সস্ত্রীক নিহত হইলে, পর বৎসরেই সেখানকার প্রধান বণিক্ মাধব দাস রঘুনাথ বিধবাবিবাহ করেন। ইহাতে বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছিল।

বহু মানব মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। অনেকেই কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ না করিলেন, তাঁহারাও কুসংস্কার ও অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য, নীতি ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মাচার্য্য কেশব চন্দ্র নারীকুলের একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। যাহাতে স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার উন্নত হয়, যাহাতে স্ত্রীজাতি পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরের অধীনতায় আপনা-দিগকে চালিত করিতে পারে, যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্র একান্ত যত্নে তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি ছিল; তাই তাঁহার উত্তেজনায় দেশের শত শত ব্যক্তি স্ত্রীজাতির দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য গৃহ-কর্ম্ম নহে, পুরুষের ন্যায় রমণী-জীবনেরও প্রধান উদ্দেশ্য সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মোন্নতি, পরোপকার, বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য কাজ করা; এ কথা অনেক পুরুষই সত্য বলিয়া বুঝিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামে মহোৎসাহে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। সহরে ধনী মহিলাদিগকে মেম্ সাহেব শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ইংরাজিভাষা, উলের কাজ, সূচের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। শিক্ষিত যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে উল্‌কি, মিসি, বহুল পরিমাণে শাঁখা সিঁদুর ব্যবহার ও অন্যান্য কুরুচি পরিত্যাগ করিতে শিখাইতে লাগিলেন। পৌরাণিক ব্রতাদি অপেক্ষা সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, আত্ম-সংযম অভ্যাস করিয়া জগতের হিতৈষণা শিক্ষা যে মানব-জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য, এ কথা অনেক রমণীই শিখিতে পারিলেন। শিক্ষিত যুবকেরা বহুবিবাহ নিবারণ ও বাল্যবিবাহ পরি-ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্ত্রী-জাতির সুরুচি ও সভ্যতার সহিত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদেরও উন্নতি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ এই সকলের অনেক বিষয়ের "আদর্শ" স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অনেক বালিকা-বিধবার পুনঃ-সংস্কার হইল। অনেক ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, ভারতবাসিনীদিগের উন্নতির বিষয়ে যোগদান করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ "ভারত-সংস্কার সভা" সংস্থাপন করিয়াছিলেন। দেশে সুনীতি ও সদ্ভাব প্রচার করা এই সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে এ দেশের অনেক বালিকা উচ্চতর শিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য, শিল্প ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা পাইতেছিলেন। প্যারী-চাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েক-জন মহাত্মার লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে

বঙ্গবাসিনীগণ সহোপকৃতা হইতেছিল। ইত্যগ্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির হস্তে বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

এ যুগে ভারতের একজন বিদুষী রমণী ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইনি বৈদিক মহিলাগণের আসনে বসিবার যোগ্য। এই মহিলা মহীশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই। এই রমণীরত্ন কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, নিজগুণেই দেবী-জীবন লাভ করিয়াছেন।*

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতিকর একটি শুভ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন বালিকারা (বিশেষতঃ পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা) অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিত। ঘরে বসিয়া পড়িতে পারে, নিজেদের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, তখন সে রকম স্ত্রী-পাঠ্য সাময়িক পত্র একখানিও ছিল না। হিন্দুমহিলাদিগেরই কথা বলিতেছি।—ইহার ফল এই হইত যে, হয় তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত লেখা পড়া ছাড়িয়া দিত, নয় কুরুচিপূর্ণ অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিত। এই অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার কয়জন নারীহিতৈষী যুবক ১২৭০ সালে "বামাবোধিনী" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যাহাতে বামাগণ সকল প্রকার কুচর্চ্চা ও কু-অভ্যাস ছাড়িয়া উপযুক্তরূপে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি উপার্জ্জন করিতে পারেন, জাতীয় সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারেন, খগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, প্রভৃতি শিক্ষার সহিত ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস, সতীত্ব, সরলতা, লজ্জা, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, গুরুভক্তি, পতিপ্রেম, ভগ্নীভাব, সন্তান-স্নেহ, প্রভৃতি তাঁহাদের জাতীয় সদ্গুণ যাহাতে উপযুক্ত রূপে বিকাস পায়, যাহাতে তাঁহারা গার্হস্থ্য নীতি উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিয়া গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুমাতা, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, পুরুষের সহকারিণী-রূপে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিকাসের সহায়তা করিতে পারেন, সেই সকল বিষয়ের সুশিক্ষা দিতেই বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। বামাবোধিনী অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের মধ্যে সেই সুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। আরও এই বামাবোধিনীতে বামারচনা প্রকাশের নিয়ম থাকাতে অনেক রমণী উৎসাহিত হইয়া পদ্য ও গদ্য রচনার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বামাবোধিনীর বামারচনা স্তম্ভে বঙ্গবাসিনীদিগের প্রথম লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন বামাবোধিনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ অন্তঃপুর পরীক্ষা ও পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণকে পারিতোষিক প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তন করাতে অনেক পাঠিকার শিক্ষানুরাগ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। বামাবোধিনীর

* ১৩০০ সালের বামাবোধিনী, আষাঢ় মাস—সীতাবিলাসের জীবনী দেখ।

জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরে ইহার প্রবন্ধ সকল সঙ্কলন করিয়া "নারীশিক্ষা" নামক দুইখানি স্ত্রী-পাঠ্য উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাহা হইতেও বঙ্গমহিলা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃতা হইলেন।

মঙ্গলময় বিধাতা, স্ত্রীজাতির এই সকল মঙ্গলকর ঘটনা সংঘটন করিয়া তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি করিলেন।

ইহার পরে চতুর্থ যুগের প্রবর্ত্তন। করুণাময় ভগবানের কৃপায় প্রথম যুগে স্ত্রীজাতির উন্নতির যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যুগে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তৃতীয় যুগে যাহার শাখা প্রশাখা হইয়া ফুল ফুটিয়াছিল, চতুর্থ যুগেই তাহার ফল ফলিবার কথা। এই ফল কি রকম ফলিল, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ জানেন যে, এ যুগে স্ত্রী-শিক্ষার পথ বড়ই সুগম হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসিনীদিগের শিক্ষাবিভাগে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে কুমারী রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী কাস্তগিরি, রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রীগণকে পরীক্ষার সময়ে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়াছিলেন যে, "শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা যে রকম পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, এ রকম পারদর্শিতা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর পক্ষেও গৌরবের বিষয়!" বেথুন স্কুলের ছাত্রীগণও বিশেষ প্রশংসিতা হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পল্লিগ্রামস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরিদর্শকগণও সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষার উন্নতির সহিত এ দেশে স্ত্রীপাঠ্য বহুতর পুস্তক প্রচারিত হইল। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধাত্রীশিক্ষা", ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মাতৃশিক্ষা", বাবু শিবচন্দ্র দেব "শিশু-পালন" প্রকাশ করিয়া দেশীয় স্ত্রীজাতিকে যার পর নাই উপকৃতা করিলেন। সূতিকা-গৃহ, প্রসূতীর শুশ্রূষা, শিশুপালন, ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে অনেক মহিলা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষে বড়ই মতভেদ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরস্পরের ধর্ম্মমতে অশ্রদ্ধা করেন, এমন ঘটনা ভারতবর্ষে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, দেশের লোকেরা পরস্পর বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী, এই জন্য (পারিবারিক ভাবে ব্যতীত) জাতীয় ভাবে এ দেশে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ যুগে দেশের ও বিদেশের কয়েক মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রত্নাকর হইতে অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায়, পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এই কার্য্য করেন।

যাহা হউক চতুর্থ যুগে এই সকল অমূল্য রত্নের লোভে ভারতের বহুলোক হিন্দুশাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, "প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা হিন্দুর সার ধর্ম্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম"। এই অনুসন্ধিৎসার ফলেও এই মহাবাক্য অনেকটা সফল হইল। আর্য্য-ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল উপধর্ম্ম ঢুকিয়াছিল, শিক্ষিত সমাজে তাহার অনেকগুলি পরিত্যক্ত হইল। সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, আত্মসংযম, আত্মসংগঠন, পরোপকার, পর-হিতৈষণা যে মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম কর্ত্তব্য, এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারিলেন। সত্য ও নীতির অনেক অংশই প্রায় সকল সমাজে গৃহীত হইল। এইরূপ আন্দোলনে ভারত-বাসিনীদিগের অনেকে সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষমা হইলেন।

এই যুগের মধ্য সময়ে (১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ) বেথুন কলেজের সুযোগ্য ছাত্রী কুমারী চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসুজাদ্বয় উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বেথুন স্কুল "কলেজে" পরিণত হয়। কলিকাতায় ব্রাহ্মস্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজনামক আরও দুইটী বিদ্যালয়ে রমণীগণকে শিল্প, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য শিক্ষা দিবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সংস্থাপিত কয়টী স্ত্রী-বিদ্যালয়ে এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-বিদ্যালয়ে রমণীগণের শিক্ষাকার্য্য সংসাধিত হয়।

বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থকর্ত্রী, শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি সুলেখিকা আখ্যা পান।

এ যুগে ভারতবর্ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন দত্ত, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাজী নৌরজী, মালাবারি * ইত্যাদি বহু মহাত্মা নারী-হিতৈষণা-ব্রত গ্রহণ করেন। নারী-হিতৈষীদিগের মধ্যে অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম এ প্রবন্ধে অপ্রকাশিত থাকিলেও ভারতরমণীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহারা অমৃতাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিবেন।

এখন সুশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিলেন। বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মসমাজে খুবই প্রচলিত হইল; হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না হইলেও অনেক হিন্দু যুবক বিধবাবিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গেল; বাল্য বিবাহসম্বন্ধে হিন্দু সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিল। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ও চিকিৎসকগণ বাল্যবিবাহ বিশেষ অপকারী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

* মালাবারি একজন বিখ্যাত নারী হিতৈষী কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় সেরূপ উদারচেতা ব্যক্তিরও বহু মত ভ্রমসঙ্কুল।

এ দেশে পুরুষ জাতির মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলিত; ইহাতে রমণীগণের অনেক অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিতে গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ধাত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে বহু রমণী ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশীয়া মহিলাগণের মহোপকার সাধন করেন।

কিন্তু কেবল ধাত্রীর অভাব পূর্ণ হওয়া এ দেশের রমণীগণের পক্ষে "যথেষ্ট" হইল না। স্ত্রী জাতি স্বজাতীয়া চিকিৎসক অভাবে অনেক পীড়ায় কষ্ট পায়। ভারতের কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা ঐরূপ পীড়ায় বড় ক্লেশ পাইয়াছিলেন, পরে সুনিপুণা জনৈক ইয়োরোপীয় মহিলা (চিকিৎসক) কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত চিকিৎসক মহিলা দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাকে বলিয়া দেন "মেয়ে ডাক্তার অভাবে ভারতবাসিনীদিগকে কি ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন; এ কথা ভারত-সাম্রাজ্ঞীকে অবশ্য অবশ্য বলিবেন।" ইউরোপীয় মহিলা স্বদেশে গিয়া ভারতেশ্বরীর নিকটে সেই কথা প্রকাশ করেন; ইহাতে করুণাময়ী ভারতেশ্বরী দয়ার্দ্রা হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলন সঙ্কল্প করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ডফরিণের সহধর্ম্মিণী লেডী ডফরিণের উপরে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ১২৯৫ সালে লেডী ডফরিণ এ দেশের রমণীগণের জন্য স্ত্রীজাতির চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় ৭ হাজার রমণী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র লেখেন। যাহা হউক, এই বিদ্যালয়ে অনেক মহিলা যোগ্যতার সহিত শিক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন চিকিৎসকও হইয়াছেন।

এ যুগে ভারতের দুইটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। এক, পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী; এই বিদুষী মহিলার বিদ্যাবত্তায় এ দেশের বলিয়া নহে, জগতের রমণীগণ গৌরবান্বিতা হইতে পারেন। ইনি স্বজাতীয় ভগিনীদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। অপর, আনন্দী বাই যোশী, এম্, ডি; এই মহাপ্রাণা রমণীও যেরূপ বিদ্যাবতী, সেইরূপ উচ্চাশয়া ছিলেন। বড় দুঃখের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতেই এই রমণী-রত্ন মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি যেরূপ মহাপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে ভারত মহিলাগণ ইঁহার নিকট হইতে অনেক উপকৃত হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

"স্বভাব যায় ম'লে।"

সাপ যখন বাঁচিয়া থাকে, কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, চলিবার সময়ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। কিন্তু সেই সাপ যখন মরিয়া যায়, তখন সটান সোজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে যেন আর পূর্ব্বের সে জন্তু নয়। সাপের স্বভাবের বক্রতা মৃত্যুতে দূর হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে কুটিলতা থাকে, তাহাও সহজে দূর হয় না। যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকে, কার্য্য করে, তাহার স্বভাবের পরিচয় কোন না কোনরূপে পাওয়া যায়। কত সময় দেখা যায়, কু-স্বভাব ব্যক্তিকে সৎসঙ্গে রাখ, সদুপদেশ দেও, সৎকার্য্যে অভ্যস্ত কর, তথাপি অবসর পাইলেই সে আপনার খলতার পরিচয় দিবে। চৌর্য্যস্বভাবের লোক সন্ন্যাসী হইয়াও "তুম্বনাড়া রোগ" ছাড়িতে পারে না; ক্রোধন স্বভাবের লোক বিবাদী ব্যক্তি না পাইলেও বাতাসের সহিত যুদ্ধ করে; আর নিন্দুক স্বভাবের লোক পরম সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়াও মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতস্থান অন্বেষণ করে এবং গুণকেও দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই জন্য স্ত্রী-কবি যে বলিয়াছেন "যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ", ইহা বহুদর্শিতার কথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপরে যে স্ত্রী-কবি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? সাপ যেমন মরিয়া গেলে তাহার বক্র স্বভাব ছাড়িয়া সরল হয়, মনুষ্য মরিয়া কি সেইরূপ কুস্বভাব ছাড়িয়া সৎস্বভাব হইবে? মরিলে অসৎ লোক সৎ হয় কি না কে জানে? তবে অবশ্য সমাজের কণ্টক হইয়া সে আর কোনও পীড়ন করিতে পারে না। কিন্তু লোককে মরিতে বলা রাগ ও দুঃখের কথা, মরিলে যে স্বভাব বদলাইয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি? অনুধাবন করিলে এই বচনের মধ্য হইতে গূঢ় সত্য আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাই গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃত উপকার লাভ হয়। মানুষ মৃত্যুকালেত মরিয়া থাকে, 'জীয়ন্তে মরা' আর এক প্রকার মৃত্যু আছে। এই মৃত্যুতে মানুষের দেহ মরে না, কিন্তু আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া স্বভাব বদলাইয়া যায়। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নরঘাতক দস্যু রত্নাকর বিশ্বপ্রেমিক বাল্মীকি হইয়াছেন, দুরন্ত জগাই মাধাই মানুষের পায়ের ধূলি হইয়া বিনয়গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অহল্যা পাষাণী আবার মানবী হইয়াছেন এবং খৃষ্টদ্বেষী পল খ্রীষ্টানু-রাগী সেণ্টপল হইয়া মহোৎসাহে তাঁহারই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যে মৃত্যুতে এইরূপ কুস্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা যে কি, কে বলিবে? ইহা ঈশ্বরের কৃপাপ্রদত্ত সুমতি। এই সুমতির উদয় হইলে মানুষ পাপকে ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ভয় করে, ঘৃণা করে ও দূরে পরিহার করে। কত

অনুতাপ, কত ক্রন্দন হৃদয়কে ধাক করিয়া ধৌত করিয়া দেয়। ইহাতেই পুরাতন জীবন গিয়া নব জীবন লাভ হয়, পুরাতন স্বভাব বিনষ্ট হইয়া নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হয়। এই মৃত্যু বৈরাগ্যের মৃত্যু। এই মৃত্যু না হইলে কেহ কুটিল স্বভাব ছাড়িয়া সরল হইতে পারে না, সংসারমায়া ছাড়িয়া ভগবৎ-প্রীতি লাভ করিতে পারে না এবং পাপময় অসার জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পুণ্য জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। জ্বলন্ত বৈরাগ্যানলে কু-বাসনা দগ্ধ হইলে মানবপ্রকৃতি কুভাব ছাড়িয়া সুভাবে নূতনরূপে সংগঠিত হয়। এই বৈরাগ্যের জীবন্ত মৃত্যুই প্রার্থনীয়।

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

ধান্যের চাষ আবাদ অতি সাধারণ ব্যাপার। উহার কিছু না কিছু সকলেই অবগত আছেন, এইজন্য উহার চাষ আবাদ প্রায় কোন কৃষিপুস্তকে লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষায়" ধান্য প্রবন্ধটী অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধান্য সম্বন্ধীয় সকল কথাই শিখিলাম বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে আরও কিছু থাকা উচিত ছিল এবং তাহা থাকিলে ঐ প্রবন্ধটীকে ধান্যবিষয়ক অদ্বিতীয় প্রবন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম। বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কৃষিতত্ত্ব" নামক পুস্তকেও ধান্য প্রবন্ধ আছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাও আংশিক অপূর্ণ। জিঃ সিঃ বসু সম্পাদিত "কৃষি গেজেটে"ও ধান্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই তদ্বিষয়ক একটী সম্পূর্ণ প্রবন্ধ নাই। কিন্তু ধান্য এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ফসল, তাহার সকল কথা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই জন্য আমরা বামাবোধিনীতে ধান্যবিষয়ক একটী সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিব।

ভূমি। কোন্ প্রকার ভূমিতে কোন্ প্রকার ধান্য উত্তমরূপে জন্মিতে পারে, অগ্রে তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া যেখানে সেখানে ধানের আবাদ করিলে, ধান না হয়, এমন নহে, কিন্তু কৃষক লাভবান্ হইতে পারেন না। ধান্যের প্রকারভেদ অনুসারে ধান্য জন্মিবার ভূমিও বহুবিধ। ধান্য সামান্যতঃ ত্রিবিধ; আশু, হৈমন্তিক ও ঝাটি। এই ত্রিবিধ ধান্যের ভূমি, আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তির নিয়ম ও চাষ আবাদ সকলই পৃথক্ পৃথক্। আমরা ক্রমশঃ ঐ গুলি বিবৃত করিব। কোন্ প্রকার ধান্য কোন্ প্রকার ভূমিতে

জন্মে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূমির এবং মৃত্তিকার প্রকারভেদ জানা আবশ্যক, নতুবা ধান্যের জন্য ভূমি নির্ব্বাচনের সুবিধা হইবে না।

পৃথিবীতে যত স্থলভাগ আছে, তাহাদের সাধারণ নাম ভূমি। আকৃতির অসমতা নিবন্ধন তাহারা পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, শৈলতল, সমভূমি, নদীমুখ, মরুভূমি, ও তৃণভূমি ইত্যাদি বিবিধ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রকার ভূমিই স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি। আকৃতি প্রকৃতির ভিন্নতা বশতঃ ঐ দ্বিবিধ ভূমিরও বহুতর অবান্তর ভেদ আছে, তাহাকে ক্ষেত্রভেদ কহে। ধান্যের ভূমি নির্ব্বাচন জন্য এই ক্ষেত্রভেদ জানা আবশ্যক। ক্ষেত্রভেদ পাঁচ প্রকার ঃ—১—কূর্ম্মপৃষ্ঠ ; ২—ক্রমনিম্ন ; ৩—সমভূমি ; ৪—কুড়ি ; ৫—বিলান। ইহাদিগকে যথাক্রমে শিষেটান, আড়গড়ানে, একতলা, জোল ও বিল কহিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই সকল বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। কৃষিশিক্ষায় অন্য প্রকার নামের উল্লেখ আছে। ঐ পঞ্চবিধ ক্ষেত্রের প্রথম তিন প্রকারকে ডাঙ্গা ও শেষ দুই প্রকারকে ডহর কহে। এই পাঁচ প্রকার ভূমির লক্ষণ, উহাদিগের নামশ্রবণমাত্রেই উপলব্ধ হইতেছে, এজন্য তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক বোধ হইল। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন এই দ্বিবিধ ভূমি অতি নিকৃষ্ট, কেননা উহাদিগের পাত্রে রস দাঁড়ায় না। ততুপরি বৃষ্টিপাত হইবামাত্র বৃষ্টির জল, কূর্ম্মপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ও ক্রমনিম্নের নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়। কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমিতে পান ভিন্ন অন্য ফসলের আবাদ প্রায় হয় না। তবে বিলের মধ্যে যে কূর্ম্মপৃষ্ঠ বা শিষেটান ক্ষেত্র থাকে, তাহাতে ধান্যাদির আবাদ হইতে পারে। এইরূপ বিলের মধ্যগত আড়গড়ানে ক্ষেত্রও কথঞ্চিৎ উর্ব্বর হইয়া থাকে। সমভূমি, কুড়ী ও বিলান এই ত্রিবিধ ভূমিই উর্ব্বরা ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে ; কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ষাবারি ঐ স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পলি নিক্ষেপপূর্ব্বক উহাদিগকে উর্ব্বর করিয়া তুলে। অবস্থানুসারে কুড়ী জমির জোল, কাইচোল, কোলকুড়ী ও কোলদোপ্ এই চারি প্রকার নাম হইয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার শালী বা হৈমন্তিক ধান্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিল কাহাকে কহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন কোন বিলে নদীর জল আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না, বর্ষাকালে বৃষ্টিবারি দ্বারা উহা পরিপূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে শুষ্ক হইয়া যায়। কোন কোন বিলের সহিত বড় বড় স্রোতস্বতী নদীর যোগ থাকায় বর্ষাকালে ভূরিপরিমিত পলির সহিত নদীর জলে পূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে তাহার সমুদায় বা অধিকাংশ নির্গত হইয়া "বিলকাঁচুড়ে" বা "চাতাল" ক্ষেত্রকে বিলক্ষণ উর্ব্বর করে। বিলের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত নিম্ন ক্ষেত্রকে

"বিলকাঁদুড়ে" বা "চাতাল" কহিয়া থাকে। এই সকল জমিতেও সর্ব্বপ্রকার হৈমন্তিক ধান্য জন্মিয়া থাকে। তবে ভূমির উচ্চতা, নিম্নতাদি অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ গুণশালী হৈমন্তিকের আবাদ করিতে হয়। আমরা সে কথা বিশেষরূপে পরে বলিব। কোন কোন বিলের মধ্যস্থলে গভীরতার শেষ সীমা, এবং কোন কোন বিলের এক পার্শ্বে শেষ সীমা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানকে "রই" কহে। বিলের মধ্যে যে যে স্থলে জলের গভীরতা শেষ হয়, সেই সেই স্থলের জল প্রায় বারমাসই থাকে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পঙ্কিল হইয়া থাকে। ঐ পাঁকি জমিতে "বোরো" ধান, এবং ঐ পঙ্কিল ভূমিতে অল্প পরিমাণে জল থাকিলে তাহাতে "জলি" ধান হইতে পারে।

সাধারণতঃ আশু ধান্য উচ্চ ভূমিতে এবং হৈমন্তিক নিম্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ঝাটিজাতীয় ধান্য বিলকাঁদুড়ে বা চাতাল জমিতে বা কিঞ্চিদুন্নত কুড়ি জমিতে জন্মিয়া থাকে। কি প্রকৃতির ধান্য কোন্ প্রকার বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া কি প্রকার ফল প্রসব করে, আমরা তাহা যথাস্থানে বলিবার চেষ্টা করিব।

মৃত্তিকা। যেমন মূল বর্ণ তিনটী, তেমনি মূল মৃত্তিকাও তিন প্রকার—মেটেল, পলি ও বালি। এই ত্রিবিধ মূল মৃত্তিকার সহিত অঙ্গার, চূর্ণ, উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহাবশেষ, যবক্ষার, গন্ধকাদি ধাতব নানা প্রকার সারীয় বস্তু মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে ধান্য আবাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদান করা ঘটিবে না, কারণ তাহার আলোচনা করিতে তড়িৎ-বিজ্ঞান ও তদন্তর্গত রসায়নশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। এজন্য মৃত্তিকার প্রকারভেদ খুব সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

মূল ও মিশ্র উভয় মৃত্তিকা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে এইগুলি প্রধানঃ—মেটেল, হেড়মো মেটেল, ঘোষ্‌কা মেটেল, দুধে মেটেল, চূণে মেটেল, রাঙ্গামাটী, ঝাঝরা মেটেল, পলিমাটী, ফাসমাটী, পান্তামাটী, বেলেমাটী, লোণা সোয়ারা, লোণা কোটা, দো-আঁশ, ভিটামাটী ইত্যাদি। সর্ব্ব প্রকার মেটেলের সাধারণ নাম আটাল মৃত্তিকা। উহাতে জল লাগিলে চট্‌চটে আটা ও পিচ্ছিল হয়। এই মাটির ক্ষেত্রে প্রথম আবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু ঐ মাটী এক বার শিথিল ও সচ্ছিদ্র হইয়া গেলে তাহাতে সর্ব্ব প্রকার শস্য উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। পচা বাদলা পাইলে ঐ মাটীর উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক হইলে আটাল ক্ষেত্র কাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্র সকল প্রায়ই এই মৃত্তিকার। ঐ দেশের কোন কোন ভাগে বালুকা-যোগে মাটীকে বিশেষ উর্ব্বরা করিয়াছে

এবং কোন কোন ভাগে কাঁকর-সংযোগে মৃত্তিকার দোষ জন্মিয়াছে। মোটের উপর রাঢ়দেশীয় আটাল ক্ষেত্র সকল অতিশয় উর্ব্বর; এই জন্য ঐ দেশের ধান্য প্রশংসনীয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু সহযোগে আটাল মৃত্তিকা বিশেষ বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়। হেড়্মো মেট্যেলে বালুকা ও কঙ্কর নাই; উহাতে বহুকালের পচা ও শিলাখণ্ডবৎ কঠিন মৃত্তিকাভূত উদ্ভিজ্জাংশ দৃষ্ট হয়। এ জন্য ঐ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, তাপ-শোষক ও অতিশয় উর্ব্বরা। উহাতে ধান্যাদি প্রধান প্রধান শস্য উৎকৃষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। নদীয়া জিলার উত্তরে কালান্তর ও বনাজ প্রদেশ ঐ মাটীর আকর। ঐ মাটী একবার লাল, অর্থাৎ আবাদের যোগ্য হইয়া গেলে তাহার পর দুইবার মাত্র চাষেই সকল প্রকার ফসল উত্তমরূপে হইতে পারে। এই মাটী শুষ্ক হইলে প্রস্তরবৎ কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ ফাটলে পূর্ণ হয়। ঘোষকা মেট্যেল অনেকাংশে হেড়মো মেট্যেলের ন্যায়, কিন্তু এই মাটীতে অধিক পরিমাণে চায় না দিলে কোনও ফসল জন্মিতে পারে না। যে বর্ষে অতিবৃষ্টি হয়, সে বর্ষে এই মাটীর ক্ষেত্রে অধিক ফসল জন্মে। দুধে মেট্যেল সাদা, ঈষৎ আটাল, সচ্ছিদ্র ও কোমল। এই মাটী অন্যান্য মেট্যেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অন্যান্য মেট্যেলে কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ ভাল হয় না; কিন্তু দুধে মেট্যেলে না জন্মে এমন ফসল নাই। চূণে মেট্যেলের প্রকৃতি অন্যান্য মেট্যেল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ইহার বর্ণও নানাবিধ। স্থানবিশেষে শ্বেত, পীত, লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়। এই মাটী শুষ্ক হইলে অসংখ্য ফাটলবিশিষ্ট হয়। ফাটল সকল প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; কিন্তু এক একটা ফাটল অতিশয় দীর্ঘ ও গভীর। এই মাটী সমস্ত রাঢ়দেশ ব্যাপিয়া আছে। এই মাটীই ঘুটিঙ্গের আকর। ইহাতে অসংখ্য পরিমাণে ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত আছে; এমন কি, ঐ মাটীর এক তৃতীয়াংশ ঘুটিং কাঁকর ও চূণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ মাটীর অবস্থা এরূপ হইলেও উহা অতি-শয় উর্ব্বরা। উহাতে কাঁটাল, কদলী প্রভৃতি কয়েকটী উদ্ভিদ হইতে পারে না; কিন্তু তুঁত ও হৈমন্তিক ধান্য বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। তবে এই মাটীতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার প্রদান করা আবশ্যক হয়।

মেট্যেল মাটীর মধ্যে যাহার বর্ণ রাঙ্গা, তাহাকে রাঙ্গামাটী কহে। ইহা উর্ব্বরা, ইহাতে নানাবিধ শস্য জন্মে। রাঢ়দেশের কোন কোন অংশে, ঢাকা জিলার সুবর্ণ গ্রাম ও বিক্রমপুর অঞ্চলে, হিমালয় পর্ব্বতের কোন কোন অংশে এবং কোন কোন নদীর গর্ভে ঐ মাটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী দুই প্রকার। এক প্রকারের সহিত ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত থাকে, তাহা ঘুটীং ও কাঁকরের আকর। চূণ মেট্যেলের রূপান্তর মাত্র। আর এক প্রকারে ঘুটিং আদির গন্ধও নাই, তাহাই বিশুদ্ধ রাঙ্গামাটী। তাহাতে উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কুম্ভকারেরা হণ্ডিকাদি মৃণ্ময় পাত্রের গাত্রে যে বর্ণক নামক মাটীর পোঁচ দিয়া থাকে, যাহা দগ্ধ হইয়া গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়, তাহা এই রাঙ্গামাটী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঝাঁঝরা মেট্যেল একটা পৃথক্ মাটী নহে। যে কোন প্রকার মেট্যেলে কিছু কিছু বালুকা মিশ্রণ থাকিলেই তাহাকে ঝাঁঝরা মেট্যেল কহে। সুতরাং মেট্যেল মাটীর যত প্রকার বর্ণ আছে, ঝাঁঝরা মেট্যেলের তৎসমুদায় বর্ণ হইতে পারে। মিশ্রিত বালুকার ন্যূনাধিক্যানুসারে ঝাঁঝরার উর্ব্বরতার তারতম্য হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার জল পার্শ্ববর্ত্তী বিল, খাল, ও নামাল জমিতে প্রবেশ করে, কিম্বা বৃষ্টির জল উচ্চ স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ সকল জল যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্থানের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বিল খালাদি নিম্ন ভূমির তলভাগে সঞ্চিত হয়, উপরকার জল শুষ্ক হইলে ঐ মৃত্তিকাও শুষ্ক হয়। ঐ মৃত্তিকাকে পলল বা পলিমাটী কহে। পলল দ্বিবিধ,—মাটীপলি ও বালিপলি। বালিপলি অপেক্ষা মাটীপলি অধিক উর্ব্বর। পলিমাটী একপ্রকার সারের মধ্যে পরিগণিত। উহার মিশ্রণে উষর মৃত্তিকাও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। পলিতে আলু, কপি, কড়াইশুঁটী, পলাণ্ডু, ও বিবিধ শাকসবজি উত্তমরূপ জন্মে। বিশেষতঃ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ্ উহাতে সুন্দররূপে জন্মে। আম, কাঁটাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বাঁশ প্রভৃতি পলিমাটীতে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন যে হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন, তাহাতে কতক পলিমাটী মিশাইতে পারিলে প্রচুর ধান জন্মে। পলি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা হইলেও উহার একটা বিশেষ দোষ এই যে, পলল ক্ষেত্রে কোন ফসল জন্মাইতে হইলে উহাতে অধিক চাষ দিতে হয়; কারণ উর্ব্বরতা হেতু পলল ক্ষেত্রের তৃণাদি মারা অতিশয় কঠিন হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ না দিলে ঐ তৃণাদি মরে না।

যে মাটি সর্ব্বদা সরস থাকে, তাহাকে পান্তামাটী কহে। উত্তাপ বিকিরণ-শক্তির আধিক্য বশতঃ মৃত্তিকার ঐরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। রসপলি, পান্তা-মাটির নামান্তর। অতিবৃষ্টির বৎসরে ঐ মাটীতে ভাল ফসল হয় না। অতি-বৃষ্টি না হইলে ঐরূপ মৃত্তিকার ক্ষেত্রে বার মাস লাঙ্গল চালাইতে ও সময়োপযোগী ফসল করা যাইতে পারে।

যে মাটীর অধিকাংশ বালুকা, তাহাকে বেলেমাটী কহে। বেলেমাটী অনুর্ব্বরা মধ্যে গণ্য। তবে ইহাতে বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে। যে সকল ওষধির ডাঁটা বা কাণ্ড কাষ্ঠশূন্য ও কাঁচা, তাহা ঐরূপ মাটীতে মন্দ হয় না; যেমন, পটোল, কাঁকুড়, তরমুজ ইত্যাদি। কুড়ী ক্ষেত্র, অর্থাৎ যাহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ ও মধ্যস্থল নিম্ন, বালুকাময় হইলে তাহাতে ধান্যাদি জন্মিতে পারে। অতিবৃষ্টিতে

বালুকা-ভূমি এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কারণ বায়ু, জলস্রোতাদি কারণে দীর্ঘকালে বালুকা-ভূমির উপর যে স্বল্প পরিমাণে পল সঞ্চিত হয়, অতিবৃষ্টি হইলে তাহা ধৌত হইয়া যাওয়ায় তদুপরি আর কোন ফসলই হইতে পারে না। তবে অতিবৃষ্টিতে কুড়ী ক্ষেত্রের ঐরূপ অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হইয়া থাকে। কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমি অতিবৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া মধ্যস্থ বালুকা-ক্ষেত্রকে পল-আবৃত ও উর্ব্বর করে।

(ক্রমশঃ)

মাতৃহৃদয়।

(গত প্রকাশিতের পর)

(৩)

আমার ধ্রুব এখন পাঁচ ছয় বছরের হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি খেলার সাথী জুটিয়াছে। ধ্রুব তাহাদিগকে পাইলে আর কিছুই চাহে না; তাই তাহারা আমারও বড় স্নেহের, বড় আদরের জিনিস হইয়াছে। তাহাদের কাহারও গায়ে একটী মশা বসিলেও আমার যেন অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। তাহারা ধ্রুবকে লইয়া খেলা করে, নাচে, গান করে; আমি ঘরে মুড়ি ভাজিয়া, বাতাসা কিনিয়া, তাহাদিগকে খাইতে দিই। তাহারা সকলেই আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। আমার মনে হয়, তাহারা আমার ধ্রুবের প্রতিকৃতি।

কিন্তু ধ্রুবকে কেবল খেলা করিতে দিয়াই আমি নিশ্চিন্ত নহি। তাহাকে আমি লেখা পড়াও শিখাইতেছি। এরই মধ্যে আমার ধ্রুব দুই তিন খানা পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে। হাতেও লিখিতে শিখিয়াছে। ধ্রুব এক এক খানা বই শেষ করে, আর আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে! এখন ধ্রুবকে স্কুলে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার যে রকম অবস্থা, তাহাতে তাহাকে স্কুলে দিতে সাহস হয় না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষের নিকটে ধ্রুবকে লইয়া গেলাম। এতকাল আমার ধন, মান, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য কোনও বড় লোকের দুয়ারে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই, আজি ধ্রুবের জন্যই সে প্রবৃত্তি হইল। আমি এখনই বুঝিতে পারিতেছি পাঞ্চালেশ্বর দ্রুপদ রাজার কাছে, দ্রোণাচার্য্য অর্দ্ধরাজ্য কেন প্রার্থনা করিয়াছিলেন! আমি এখনই বুঝিতে পারি, ক্ষুধিতা কন্যাকে দেখিয়া, অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ কেন প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছিলেন—কেন আকবর সাহের শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এ জগতে সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই লোকে

অভিমান, আত্মসম্ভ্রম এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারে!

অধ্যক্ষ মহাশয় একজন সদাশয় মহৎ ব্যক্তি। তিনি ধ্রুবকে পরীক্ষা করিয়া, আমার অবস্থা শুনিয়া, আমার ধ্রুবকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমি এতদিন কৃতজ্ঞতার ধার বড় ধারিতাম না—আমি কাহারও কাছে উপকারের প্রত্যাশী ছিলাম না! যাহা হউক, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই অনুগ্রহ পাইয়া আমার প্রাণে কৃতজ্ঞতা-স্রোত উথলিয়া উঠিল। আমি তাঁহার কাছে বিক্রীত হইলাম।

এতদিন আমি সত্য সত্যই কাঙ্গালিনী ছিলাম; এখন ধ্রুবকে পাইয়া জগতের সব অমূল্য সম্পত্তি পাইলাম। ধ্রুবকে পাইয়াই আমি স্নেহ মমতা পাইলাম, পরার্থপরতা পাইলাম, ভক্তিকৃতজ্ঞতা পাইলাম, ত্যাগ-স্বীকার আত্মসংযম পাইলাম, অধিক কি বলিব, একমাত্র ধ্রুব হইতেই আমি সত্য সত্য "সামাজিক মানব" হইলাম। এ ঘন আঁধারে ধ্রুবই আমার ধ্রুবতারা! ধ্রুবই আমার মানবজন্মের সুখ, সুখে উৎসব! ধ্রুবই আমার সব।

(৪)

আমার সর্ব্বস্ব ধন ধ্রুব আজি ঘরে ফিরিয়া আসিল না কেন? সাথীদের সাথে খেলিতে গিয়াছিল, সমস্ত দিন বাড়ীতে ফিরিল না কেন? আমি "গোপাল-হারা" মা যশোদার মত ধ্রুবকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার সাথীদের বাড়ীতে গেলাম, তাহারা কেহই বলিতে পারিল না! আমি পাগলিনীর মত অস্থির হইলাম—ধ্রুবের কত অমঙ্গলের ভাবনাই মনে আসিল! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল—এতক্ষণে হয়তো ধ্রুব ঘরে ফিরিয়াছে, এতক্ষণে হয়তো পেতে করিয়া মুড়ি খাইতেছে, এই আশায় ছুটিয়া ঘরে আসিলাম, দেখি সেই জনশূন্য স্থানে আমার জনশূন্য পর্ণ-কুটীর আরও শূন্যময় হইয়া রহিয়াছে। আমার ধ্রুবের চাঁদের মত মুখখানি সে আঁধার ঘর আলো করিয়া নাই! দেব-মন্দিরে দেবতা না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, মানবদেহে প্রাণ না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, আমার কুটীর ধ্রুবের অভাবে তেমনি শূন্যময়—তেমনি মহাশূন্যময় হইয়া আছে! আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। মাটীতে পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম।

মানুষের সুখ দুঃখে জড় প্রকৃতির আসে যায় কি? ধ্রুব আমার কোলে শুইয়া বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া থাকিলে, প্রহরে প্রহরে রাত্রির যেমন প্রহর বাজিত, আজও সেই রকম বাজিল। রাত্রির পরে যেমন করিয়া চিরদিন প্রভাত আইসে, সেই রকম করিয়া প্রভাতও আসিল। আমি সারারাত্রি ধ্রুবকে খুঁজিয়াছিলাম, সকালেও খুঁজিতে লাগিলাম। যখন হতাশ হই, তখন মাটিতে পড়িয়া কাঁদি, যখন আশা বলে "এইবার ধ্রুবকে খুঁজিয়া দেখ, পাইবে" তখনই দ্বিগুণ উৎসাহে ইতস্ততঃ

ছুটিয়া বেড়াই। মাঠে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছিল, কৃষকেরা চাষ করিতে-ছিল, আমার কাদামাখা দেহ, এলো চুল, রক্তিম চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা "পাগল" বলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাতে আমার দুঃখও হইল না—রাগও হইল না! আমার আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার শক্তি নাই! আমার ধ্রুব কোথায় গেল? আমার সংসার আঁধারের ধ্রুব-তারা! মানব-হৃদয়ের আশা! জগতের বন্ধন! আমার ধ্রুব! তোর্ অভাগিনী মা'কে একবার দেখা দে' বাপ!

সমস্ত দিনের অসহ্য যাতনার প্রপীড়নে সন্ধ্যাকালে আমার মাথা কেমন করিতে লাগিল। আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া এক নদী-তটে পড়িয়া রহিলাম। * *

যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন দেখি রাত্রি গভীরা। বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলাম দুইখানি কোমল হস্ত আমার শুশ্রূষায় নিয়োজিত রহিয়াছে! আমার মনে স্মৃতি, কল্পনা, আশা সবই জাগিয়া উঠিল। তখন দুই হাতে চোক ঢাকিয়া বলিলাম "আমার ধ্রুব, আসিয়াছ কি?"

বড় মধুর স্বরে একজন উত্তর করিল "মা, আমি তোমার সন্তান!" এতো আমার ধ্রুব নয়!!

কণ্ঠ-স্বরে মানুষ চিনিলাম। আমার পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন যোগনারায়ণ ঠাকুর। তিনি আমাকে কন্যার মত স্নেহ করেন, তাই তাঁহার কাছে আমার ব্যথিত হৃদয় সহানুভূতির ভিখারী হইল; আমি কাঁদিয়া কহিলাম "ঠাকুর, আমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে কি?"

সন্ন্যাসী যেন দৈববাণী শুনাইলেন, কহিলেন "ভয় কি, মা, তোমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে।"

আমার মৃতদেহে যেন অমৃত-বিন্দু পড়িল! তাঁহার পদতলে লুটিয়া বলিলাম "বাবা! আমাকে বাঁচাও, আমার ধ্রুব কোথায় আছে বলিয়া দাও।"

ধীরপ্রশান্তমুখে ঠাকুর কহিলেন "মা, ধ্রুব অনেক দূরে গিয়াছে। এখান হইতে বহুদূরে এক রাজা আছেন, তিনি অপুত্রক, তাই ধ্রুবকে পোষ্যপুত্র করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" আমি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম। তখন ঠাকুর আবার বলিলেন "কাঁদ কেন মা? তোমার ধ্রুব রাজার ছেলে হইয়াছে, রাজসুখ ভোগ করিতে পাইতেছে, তাহার জন্য কাঁদিতেছ কেন মা?"

কেন কাঁদিতেছি তাহা তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী! তুমি যদি এ জগতে কাহারও মা' হইতে, তাহা হইলে আজি আমার এই মাতৃহৃদয়ের "ইতিহাস" বুঝিতে পারিতে! আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কেবল বলিলাম "এই দারুণ শোকের আগুনে জ্বলিবার জন্যই কি আমি ধ্রুবকে পাইয়াছিলাম!"

যোগী সেই স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "কেবল শোকের আগুনে জ্বলিবার জন্য ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা ভাবিও না মা। দেখ দেখি মা, ধ্রুব হইতে তুমি কত জিনিস পাইয়াছ! স্নেহ মমতা

পাইয়াছ, পরার্থপরতা পাইয়াছ—যাহার শক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, সেই মাতৃ-হৃদয় তুমি ধ্রুবের জন্যই তো পাইয়াছ! শোকের জন্যই ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা, ভাবিও না।”

আমি আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, “আমার এ সকল জিনিসে কাজ কি ঠাকুর? আমার ধ্রুবই যদি গেল, তবে আমার মাতৃ-হৃদয়ে কাজ কি? জগতে যদি জলই না মিলিল, তবে পিপাসিতের আবশ্যক কি?”

তখন সেই পলিতকেশ সন্ন্যাসী আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন “মাতৃ-হৃদয় লাভ করাই মা, নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি। রমণী যখন স্বার্থপরতা ও পার্থিবতাশূন্য হইয়া মাতৃ-হৃদয় লাভ করিতে পারেন, তখনই তিনি ভগবৎসাধনার সম্পূর্ণ উপযুক্তা হন। তুমি যে দিন তোমার হৃদয় হইতে স্বার্থ অর্থাৎ পার্থিব কামনাটুকু মুছিয়া ফেলিবে, সেই দিন তোমার মন নির্ম্মল হইবে, প্রকৃত শান্তি মিলিবে।”

আমি এ সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! নির্ম্মম, বনবাসী সন্ন্যাসী! তুমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আমার মত অজ্ঞানা রমণীকে, তর্কে তুমি এক পলকে হারাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বিনীকে তুমি ফিরাইতে পারিবে না! আমার যে শোক-প্রবাহিণী উথলিয়া উঠিয়াছে, ইহাকে নিবারণ করিতে তোমার সাধ্য নাই! আমি কোনও কথা কহিলাম না, কাঁদিতে লাগিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর পুনরপি কহিলেন “বুঝিতেছ না মা, তুমি আজিও ধ্রুবকে খাঁটী ভালবাসা দিতে পার নাই। কতকটা তোমার জন্য ভাল বাসিয়াছ, কতকটা ধ্রুবের জন্য ভাল বাসিয়াছ! তাই ধ্রুব রাজসংসারে রাজসুখ ভোগ করিতে গিয়াছে; তোমার যাহা কল্পনার অতীত, ধ্রুব সেই সব সুখ ভোগ করিতে পাইবে, এ সব বুঝিয়াও তুমি সুখী হইতেছ না! কথা কি, মা, তোমার দৃষ্টি কেবল সেই ধ্রুবের সুখের উপরে নহে, নিজের সুখের উপরেও আছে। তাই বলিতেছি মা, তোমার গভীর স্নেহের সহিত স্বার্থপরতা জড়িত হইয়া আছে। যতক্ষণ উহা ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ধ্রুবকে সহস্র সুখী দেখিয়াও তোমার সুখ হইবে না। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিয়া সাধারণতঃ যে সুখী হয় না, তাহার কারণ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার যোগ থাকে বলিয়া। এখন বুঝিলে কি মা?”

আমি আশাশূন্য উদাসনেত্রে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া বলিলাম “ঠাকুর! এই রকম জিনিস যদি স্বার্থপরতা হয়, তবে ভালবাসার মধ্য হইতে ইহা উৎপাটন করা কি মর মানবের সাধ্য?” ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন “সাধনায় কি মানুষ এক দিনেই সিদ্ধ হয় মা? বহুদিন, বহুমাস, বহুবৎসর ধরিয়া তপস্যা কর, তবে সিদ্ধিলাভ হইবে। শাক্য সিংহ কি এক দিনে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মা? কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানিও, ভালবাসাই জগতের

সাধনীয়। ঘনীভূত, স্বার্থপরতাশূন্য ভালবাসার নামই প্রেম। মানব যখন আপনা ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখনই এ জগৎ প্রেমাগার হইবে, মানব-হৃদয়ে সুখ, শান্তি মিলিবে। তুমি এই মহাসাধনা করিবে মা ?"

আমি সত্য কথা বলিব ; আমার ওসব কথা কিছুই ভাল লাগিল না। আমি বাবাজীর পায়ে মাথা লুটাইয়া বলিলাম "ঠাকুর! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার পিতার মতন কাজ কর। যেখানে আমার ধ্রুব পোষ্যপুত্র হইয়াছে, আমাকে সেখানে দয়া করিয়া রাখিয়া এস, আমি সেই বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিব ; আমার বাছার সোণামুখখানিতো এক এক বার দেখিতে পাইব।"

স্নেহময় পিতার মত উদাসীন স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন "মা! তোমার শরীর বড়ই অসুস্থ দেখিতেছি। আজি তুমি আমার সেবালয়ে চল। তুমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে যেখানে যাইতে চাও, যাইও, আমি তোমার সন্তানের মত তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

(৫)

আজি এক বৎসর হইল আমি সেবালয়ে আছি। এখানে আমি ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশ শুনি, আর সেবালয়ের অনাথ, দরিদ্র বালকদিগকে আহার্য্য দিই। জিনিস সন্ন্যাসী ঠাকুরের, ভাগ করিয়া দিই আমি। হতভাগ্য বালকেরা আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। মা'র কাছে ছেলে যেমন আবদার ও অত্যাচার করে, এই সব পরের ছেলেরা আমার উপরে সেই রকম আবদার, সেই রকম অত্যাচার করে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি না থাকিলে এই সব মাতৃহীন, বন্ধুহীন, নিরাশ্রয়দিগের এক দিনও চলে না।

এক দিন সন্ন্যাসী বাবাজী নিভৃতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি এখন সেবালয়ে থাকিবে, না তোমার ধ্রুবের কাছে যাইবে ?"

আমি প্রাণ খুলিয়া উত্তর করিলাম "ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছেই রহিয়াছি। সেই এক ফোঁটা ধ্রুব আমার প্রাণময়, বিশ্বময় হইয়া আছে। কি জড় জগৎ, কি জীব জগৎ, আমি যে দিকে চাই, সেইখানে আমার ধ্রুবকেই দেখিতে পাই। আমার ধ্রুব ছাড়া অন্য কিছু আমি দেখিতে পাই না। আপনার সেবালয়ের অনাথ শিশুরা প্রত্যেকেই আমার ধ্রুব। আমি উহাদিগকে প্রতিক্ষণ আদর করিয়া বেশ বুঝি আমার ধ্রুবকেই আদর করিতেছি। উহাদিগকে খাওয়াইতে গিয়া মনে হয়, আমার ধ্রুবের মুখেই খাবার তুলিয়া দিতেছি। দুঃখী, দরিদ্রদিগের সুখের জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি অনায়াসে, আনন্দে, ত্যাগ করিতে পারি ; আমার মনে হয় যেন আমার ধ্রুবের সুখের জন্যই আমি এ ত্যাগস্বীকার করিতেছি। কাহারও দুঃখমলিন মুখ আমি সহিতে পারি না, আমার বোধ হয় আমার কাছে

ধমুকে খাইয়া আমার ধ্রুবই অমন ম্লান মুখ করিয়া আছে! ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছে কোথায় যাইব? আমি ধ্রুবময় জগতে বাস করিতেছি।"

তখন সন্ন্যাসী বাষ্পাকুলচক্ষে গদগদ-স্বরে বলিলেন "মা! বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব যেমন তাহার মা'কে 'হরি' আনিয়া দিয়াছিল, দেখিতেছি তোমার ধ্রুবও তোমাকে সেই রকম 'হরি' আনিয়া দিয়াছে! আজি হইতে এ সেবালয়ের অধিকারিণী তুমি। অনেক দিনের কথা, সেই যে তুমি সেবালয়ের সেবিকা হইতে আসিয়াছিলে, তখন তোমাতে অন্যান্য যোগ্যতা সত্ত্বেও, আসল জিনিস ছিল না!—তখন মা, তোমার হৃদয় ছিল না, হৃদয়ে কোমলতা ছিল না; যাহার হৃদয় নাই, সে অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নত হউক না, ভগবতী বিশ্বজননীর সেবা করিতে সে অযোগ্য। তাই মা, সে দিন তোমাকে সেবালয়ের ভার দিতে, 'মা' জগজ্জননীর পুত্র কন্যাদিগকে পালন করিতে দিতে, আমার সাহস হয় নাই। তুমি চলিয়া গেলে, কিছু দিনের মধ্যে একটী নব-প্রসূতা রমণী পীড়িতা হইয়া সেবালয়ে আসিয়াছিল। তার পরে দশ দিনের শিশু সন্তানটী ফেলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সেই শিশুই তোমার ধ্রুব। আমিই তাহাকে তোমার গৃহদ্বারে রাখিয়া আসি। যে উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসি, সে উদ্দেশ্য ভগবান্ সফল করিয়াছেন, ধ্রুবকে পালন করিতে গিয়াই তোমার সকল সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা দূর হইয়াছে। এই রকম মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হয়। এখন মা, তোমার হৃদয় প্রভাতের নবস্ফুট কমলের মত কোমল, পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইয়াছে! এখন মা, তোমার হৃদয় ভগবানের আসনের যোগ্য হইয়াছে। নদী যখন প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন সে গিরিপাদমূলে, ক্ষুদ্রতম রজতসূত্রের মত সূক্ষ্ম। সেই নদীই ক্রমশঃ বিস্তীর্ণা হইয়া দিগন্তপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করে। মানবের প্রীতিবৃত্তিও একটি ক্ষুদ্র শিশুকে অথবা ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইতে থাকে। তার পরে সেই বৃত্তি অনন্ত-বিস্তৃতা হইয়া অনন্তদেবতার অভিমুখে গমন করে। এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, "দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সেখানে শেষ হয় না"। তুমি মা, ধ্রুবকে আত্মবিস্মৃতা হইয়া ভালবাসিয়াছ বলিয়া এ বিশ্ব জগৎকে ভালবাসিতে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে! প্রকৃত ভালবাসাই মানবকে স্বর্গপথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায়।"

আমি কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। চোখ দিয়া বড়ই জল আসিতে-ছিল। যাহা হউক, সেই দিন হইতে সেবা-লয়ের সকল ভার আমার উপরেই পড়িল।

লেখিকা— শ্রীমা—

আদর্শ-জননী-কর্ণিলীয়া।

পুরাকালে ইটালির অন্তঃপাতী রোম এবং আফ্রিকার অন্তঃপাতী কার্থেজ নগর অতীব দুর্দ্ধর্ষ ও মহাপরাক্রমশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক পক্ষে রোমের অধিবাসিগণ যেমন কার্থেজবাসীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, অন্য পক্ষে কার্থেজবাসিগণও রোমকদিগকে নিরতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধির ফলস্বরূপ দীর্ঘকালব্যাপী এক ভীষণ সংগ্রাম উভয় জাতির মধ্যে সংঘটিত হইল। হানিবলের কর্তৃত্বাধীনে কার্থেজবাসিগণ ইটালী আক্রমণ করে। যখন শত্রুসেনাদল রোমনগর অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন রোমবাসীরা সিপিও নামক জনৈক মহাবলীয়ান্ সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে অভ্যুত্থিত হইয়া অরাতিদলকে যুদ্ধে পরাজিত করে। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া কার্থেজবাসিগণ বিজেতৃগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে। বিজয়ী সেনাপতি সিপিওর সম্মানার্থ তাঁহাকে আফ্রিকেনাস এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কর্ণিলীয়া এই মহাবীর সিপিও আফ্রিকেনাসের দুহিতা। ইনি সেম্প্রোণিয়াস্ গ্রাকাস্ নামক জনৈক রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করেন। মিশররাজ টলেমী কর্ণিলীয়াকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু কর্ণিলীয়া মিশরবাসী যুবক অপেক্ষা রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করাকে অধিক গৌরবসূচক জ্ঞান করিতেন, এজন্য তিনি টলেমীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেম্প্রোণিয়াস্ দুই শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার কর্ণিলীয়ার উপর নিপতিত হয়। কর্ণিলীয়া স্বয়ং শিক্ষিতা; গুণবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। পুত্রদ্বয় মহৎ লোক বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হউক, ইহা কর্ণিলীয়ার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম টাইবিরিয়াস্ ও অপরটির নাম কেয়াস্। উহাদিগের সৎশিক্ষাবিধানার্থ এক দিকে যেমন স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন, অন্য দিকে অপর সৎশিক্ষক নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের সমুন্নতির সম্যক্ সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

এক দিন জনৈক রোমবাসিনী রমণী কর্ণিলীয়ার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ তাঁহার গৃহে সমাগতা হন। এই রমণী রোমনগরে অতীব সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ইনি নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া ছিলেন। রোমনগরে কোন্ রমণী

কত প্রকার অলঙ্কার পরিধান করেন, ইনি তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে ভদ্রাভদ্র স্থির করিতেন এবং অলঙ্কার-হীনা রমণীগণকে অতীব কৃপাপাত্রী মনে করিতেন। এই রমণী আপনার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া যে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে, অপর লোককে দেখাইবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্স সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। এইরূপ অবস্থায় ইনি একদিন কর্ণিলীয়ার গৃহে গমন করেন। কর্ণিলীয়া ইহাঁকে যথোচিত সমাদর করিয়া বসাইলেন। ইনি নানা প্রকার হাবভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল কর্ণিলীয়াকে দেখাইতে প্রবৃত্তা হইলেন। রমণীর সেই সকল অলঙ্কার দেখিবার জন্য কর্ণিলীয়ার মনে বিশেষ কিছু কৌতূহল উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তিনি এক এক করিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইতে যখন অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা কর্ণিলীয়া সেই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিলেন "দেখাও দেখি তোমার কত অলঙ্কার আছে।" সেই সময়ে কর্ণিলীয়ার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিল। কর্ণিলীয়া গৃহাগত পুত্রদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিদি! এই! আমার অলঙ্কার।"

টাইবিরিয়াস্ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহসী, সদাশয়, সরল, সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী, সুবক্তা ও সদাচারসম্পন্ন বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। কেয়স্ সর্ব্বথা সহোদরের সমকক্ষ না হইলেও বহুলরূপে তাঁহার গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। টাইবিরিয়াসের শান্ত ও মধুর প্রকৃতি যেমন শত্রু মিত্র উভয়ের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল, কেয়াসের স্বভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ থাকাতে সেরূপ করিতে পারে নাই। সৈন্যদল সমরনিপুণ টাইবিরিয়াসকে এত ভালবাসিত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা এক মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিতে ক্লেশ বোধ করিত। সৈন্যদিগের কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার দেখিলে, এমন মধুর ভাবে, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতেন যে, তদ্দারা তাহাদিগের স্বভাব একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশের সেবাতে তাঁহাদের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের সম্মানার্থ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগের প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কুলদীপক পুত্রদ্বয়ের পরলোকগমনে মনস্বিনী কর্ণিলীয়া শোকে ম্রিয়মাণা হন নাই, ধৈর্য্যের সহিত পুত্রশোক সম্বরণ করিয়াছিলেন। একদা এক রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিয়াছিলেন, "আপনি নিতান্ত দুর্ভাগিনী, নতুবা এমন পুত্ররত্ন হারাইবেন কেন?" প্রত্যুত্তরে কর্ণিলীয়া বলিলেন, "গ্রাকাইদিগকে গর্ভে ধারণ

করিয়া যে রমণীর গর্ভ পবিত্র হইয়াছে, তাহাকে দুর্ভাগিনী মনে করা মহাভ্রম।” কর্ণিলীয়ার মৃত্যুর পর, রোমবাসীরা তাঁহার সম্মানার্থ যে স্মারক মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল “গ্রাকাইদিগের জননী কর্ণিলীয়ার স্মরণার্থ”—

আমাদের দেশে অধিকাংশ অশিক্ষিত রমণী নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া। শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে এক্ষণে এই সংক্রামক রোগ আর দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র শিক্ষাই এই রোগের মহৌষধ। অশিক্ষিতা রমণীগণ কবে মনস্বিনী কর্ণিলীয়ার মত সদ্‌গুণান্বিত সন্তানগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন “দিদি! এই যে আমার অলঙ্কার!” শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন সৎপুত্রের উৎপত্তিতে “কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।”

যীশু খৃষ্টের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

যে যীশু খৃষ্ট আজি সভ্য-জগতে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পূজিত, ১৮৬২ বৎসর হইল তাঁহার স্বজাতীয় ইহুদীগণ বিধর্ম্মী ও রাজবিদ্রোহী বলিয়া রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করে এবং সেই শাসনকর্ত্তা খৃষ্টকে দুই-জন তস্করের সহিত ক্রুসবিদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিবার আদেশ দেন। একখানি প্রস্তরফলকে এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিবরণ খোদিত হইয়াছিল। রোমনগরীর ৫৩ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ কোন স্থান ইংরাজি ১২০০ সালে খনন করিতে করিতে খনিত স্থান হইতে এই প্রস্তর-ফলকখানি উদ্ধৃত হয়। তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—“সম্রাট টাইবিরিয়স্ সিজারের ১৭ বৎসর রাজত্বকালে ২৫এ মার্চ্চ তারিখে, আমি প্রিটোরের শাসনকর্ত্তা পন্টিয়স্ পাইলেট নেজারেথের যীশুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিতেছি, তাহাকে ক্রুসকাষ্ঠোপরি দুই জন চোরের মধ্য-স্থলে মরিতে হইবে। কুইন্টিয়স্ কর্ণিলীয়স্ তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে।”

প্রস্তরফলকে আরও নিম্নলিখিত কথা-গুলি খোদিত ছিল:—

“এই দণ্ডাজ্ঞাপত্রে অনেকগুলি লোকের স্বাক্ষর ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ডানিয়েল রাবি ফারিসি; দ্বিতীয় জোহানেস রাবি, তৃতীয় রাফেল, চতুর্থ কপেট—একজন সামান্য নগরবাসী। এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।”

“যে চোর খৃষ্টের দক্ষিণ দিকে ক্রুসে হত হয়, তাহার নাম ডিস্‌মাষ্ট এবং যে বামে হত হয়, তাহার নাম জেষ্টিস।

পণ্টিয়স পাইলেট এই শোচনীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তৎকালে সমুদায় পৃথিবী এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয় যে, লোকে মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছিল।”

বোধ হয় খৃষ্টের মৃত্যুর পর পাইলেট রোমীয় সম্রাটের নিকট এই ঘটনা রিপোর্ট করেন এবং তাহাই স্মরণীয় বলিয়া প্রস্তরফলকে খোদিত হয়। এই জন্য এই দলিল ইটালীদেশে ছিল, পরে প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ সেই স্থানটি খুঁজিতে খুঁজিতে প্রস্তরখানি বাহির হয়।

যাহা হউক কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে প্রভু যীশুর দোষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলেন, তাঁহার প্রভুদিগের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য কোথায় স্রোতে ভাসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, আর সেই ক্রুশে হত যীশু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কোটী কোটী নরনারীকে ধর্ম্মজীবন দান করিতেছেন।

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

(শিবপুরাণ হইতে অনুবাদিত)

১

হর প্রতি প্রিয়ভাষে ক’ন হৈমবতী,
“মরতে যেতেছে কলি, দেব পশু-পতি!
ধরায় ঘটিবে তাহে কত কদাচার,
সকলি জানিছ তুমি, কি বলিব আর?
শুনিলাম কলিযুগে মর নর সবে,
সহধর্ম্মিণীর নাকি বশ নাহি হবে?—
এ কথা শুনিয়া মম পুড়িতেছে মন,
রমণীই বোঝে দেব, রমণী-বেদন!
অতএব যাহা হয় সদুপায় তার,
সেই কথা কহ প্রভো, মিনতি আমার।
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

২

হর বলে “হরিণাক্ষি! মিথ্যা কথা নহে,
‘অনাচারী কলিযুগ’ সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সকলে অধর্ম্মে রত না হইবে কভু—
অনেকে অনেক দোষ পরশিবে তবু!
কলি-ধর্ম্ম কথা পরে কহিব সকলিঃ—
আজি যা’ সুধিছ দেবি, তাই তোমা বলি;
ম্লেচ্ছ শাস্ত্র “বেন বার্ক” করিয়া চর্ব্বণ,
হইবে হৃদয়হীন নর কত জন;
বচনে “পরুষ” তারা, পরাণ নীরস,
নাহি হবে গৃহিণীর যথোচিত বশ।”
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৩

শুনি বিষাদিনী শিবা, চাহে শিব পানে,
দেখিয়া করুণাময় সকরুণ প্রাণে,
বলিলেন “দুঃখভা’ব, কি হেতু পার্ব্বতি,
‘কর্ম্ম-যোগে’ রমণীর বশ হবে পতি;
সদাচার, মহৌষধ, করিলে রমণী,
রবে তার বশীভূত সদা গুণমণি।
এই কথা পদ্মাসন কহিলেন ব্যাসে,

আমিও বলিব আজি তোমার সকাশে ;
পরম পবিত্র ইহা গোপনীয় অতি,
এক মনে সযতনে শুন তবে সতি !”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৪

“পতি যার বাধ্য নহে আরো অবিনীত,
সে নারী আলস্যে সদা রহিবে জড়িত ;
প্রভাতের আট ঘণ্টা হইবে যখন,
ললনা, বিছানা ছাড়ি উঠিবে তখন ;
দুই পা ছড়ায়ে বসি অতি পরিপাটী ;
মনসুখে চাঁদমুখে খাবে পোড়া মাটী।
পরেতে সুগন্ধি তেল শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া,
সাবান, তোয়ালে নিয়ে রহিবে বসিয়া,
দিবানিশি চারু চুলে এলবার্ট করি,
করাইবে গৃহকর্ম্ম পরাপরে ধরি।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৫

“আপিসে চাকরি করে দয়িত যাহার,
মাটী না পরশে যেন চরণ তাহার ;
গহনা পোষাকে দেহ সাজায়ে সুন্দর,
বসি রবে সোণামুখী, খাটের উপর ;
ঝি আসি মুছিবে ঘাম বাতাস করিয়া,
দিবেন বামুন দিদি মুখে ‘ছুটি’ দিয়া।
সময় কাটিবে নিয়ে নভেল কি তাস,
অথবা সঙ্গিনী সনে বৃথা পরিহাস।—
তদভাবে ঝি চাকরে মিছা অপরাধে,
করিবে কলহ সতী পরাণের সাধে।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত-উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৬

“দরিদ্র যাহার পতি, সদা সে ললনা,
চাহিবে পতির কাছে পোষাক গহনা ;
সে কথা শুনিয়া তিনি দেন যদি ‘তাড়া’,
বিরাশি সিকায় সতী দিবে মুখনাড়া ;
আদেশ করিবে নাথে করিবারে ঋণ,
না শুনিলে, অনাহারে র’বে তিন দিন।
এইরূপে ‘সতীধর্ম্ম’ করিয়া পালন,
পতি-সোহাগিনী হবে শাস্ত্রের লিখন।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৭

“ইহাতেও যার পতি বশ নাহি হবে,
সে নারী অপ্রিয় কথা নিরন্তর ক’বে।
পরিজন সনে সদা করিবেন আড়ি,
এক ঘরে হবে তাহে আট দশ হাঁড়ী।
শাশুড়ীরে বধূ নাহি করিবে ভকতি,
যা’ ননদী দূর করি দিবে গুণবতী ;
কলহ করিবে সদা প্রতিবাসী সনে,
দয়া, মায়া, সরলতা, না রাখিবে মনে।
র’বে সদা রুক্ষ ভাবে, বদন বিরস ;
দেখি শুনি হবে পতি অতি ত্বরা বশ।”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৮

“ইহাতেও পতি যদি অ-বশ রহিবে,
পরম যতনে সতী ছেলে ঠেঙ্গাইবে ;
ভাঙ্গিবে কলসী, হাঁড়ী, ছিঁড়িবে বসন ;
পতি সনে দেখা হ’লে করিবে রোদন।
কখনো বা রক্তনেত্রে চাহি তাঁর পানে,
বলিবে ‘চলিনু আমি শমনের স্থানে’।

একবিন্দু ছুতা সদা বেড়াবে খুঁজিয়া,
পেলেই—বাপের বাড়ী যাইবে চলিয়া—
সেখানে যদ্যপি পতি নাহি দেন যেতে,
ঘ্যানঘ্যানে, ঘুমা'তে না পান যেন রেতে!
পতি বিনা রমণীর গতি নাহি আর,
তুষিবে তাঁহারে তাই করি সদাচার।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৯

"এত করি পতি যার বশ নাহি হয়,
সে নারী মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময়,
এলো চুলে,ভিজা বস্ত্রে, হাঁটিয়া ত্বরিতে,
গোমূত্র, গোবর নিয়া গোহাল হইতে,
ঘুমন্ত পতির শিরে দিবে সেই রস
অশিষ্ট, অবাধ্য পতি, তাহে হবে বশ।
বিজ্ঞান অজ্ঞান হেথা—শাস্ত্রের বচন,
কোন মতে হৈমবতি, নাহিক খণ্ডন।—
অতএব, দেখি শুনি পতির অবস্থা,
রোগের ঔষধ সতী করিবে ব্যবস্থা।
কলিতে এ 'পুণ্য-গাথা' করিয়া প্রচার,
'বামাবোধিনী'র হবে সৌভাগ্য সঞ্চার।
ভক্তিভাবে এই তত্ত্ব পড়িবে যে জনে,
কমলা অচলা রবে তাহার ভবনে;
আরো, আয়ু, পুণ্য, যশ, বস্ত্র লাভ হয়,
ব্রহ্মার মুখের আজ্ঞা নাহিক সংশয়।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

অনুবাদিকা—শ্রীআত্মারাম দাসী।

গৃহিণীপণা।*

মুরশিদাবাদের সন্নিকটে এক নিঃস্ব পরিবার বাস করিতেন। বড় গৃহস্থ। সাত ভাই, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাগণ একত্রে একান্নভুক্ত থাকিয়া সুখে কাল-যাপন করিতেন। ভ্রাতৃগণ প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অপরের ভূমিকর্ষণাদি করিয়া যাহা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই কষ্টে সকলের ভরণ পোষণ সম্পন্ন হইত। অর্থের সচ্ছলতা ছিল না বটে, কিন্তু মনের সুখ ছিল—সন্তোষ ছিল—শান্তি ছিল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে যেমন সৌহৃদ্য ভাব ছিল, বধুগণের মধ্যেও সেইরূপ। তাঁহারা পরস্পরের পুত্রকন্যাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, একের সুখে অপরে সুখী হইতেন, এবং দুঃখে দুঃখী হইতেন। সকলেই পর্য্যায়ক্রমে সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বার্থ-পরতা ছিল না। সাতটী বউএর মধ্যে ছোট বউ সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী ছিলেন। তিনি এক দিন ভাবিলেন, ইহাঁরা কয় ভ্রাতায় সমস্ত দিন

---

* গত ১৪ই বৈশাখের "সময়ে" বাবু বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধটী লেখেন, ইহা নারীগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বামাবোধিনীতে উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইল। বা, বো, সং।

পরিশ্রম করিয়া কেবল দৈনিক ব্যয়ের সংস্থান করিতেছেন, যদি কিছু দিন পারিশ্রমিক না পান, তবে সংসার চলা ভার হইবে; অতএব কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। সেই দিন হইতে তিনি,—টাকা পয়সা কোথায় পাইবেন,—অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য তণ্ডুল তৈল লবণাদির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপরের অজ্ঞাতসারে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন তাঁহাদের সংসার চলিতে পারে এরূপ তণ্ডুলাদি সঞ্চয় করিলেন।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। সাত ভাই বিষণ্ণবদনে স্ব স্ব দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছেন—আজ কোথাও মুজরী জুটিবে না। পর দিনও সেইরূপ। মুষলধারে বৃষ্টি—বিরাম নাই—গৃহের বাহির হওয়া দুষ্কর। বাড়ীতে খাদ্যসামগ্রী কিছুই নাই। কল্য প্রতিবেশীর নিকট ধার করিয়া চলিয়াছে, অদ্য আর কে ধার দিবে? কিরূপে পরিশোধ করিব এ ভয় যাহাদের আছে, লোকে তাহাদিগকে ধার দেয় না, যাহাদিগের নিকট প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকেই প্রায় ধার দিয়া থাকে। ভ্রাতারা ভাবিতেছেন, অদ্য সকলকে অনশনে মরিতে হইবে। আপনারা তাহা পারেন, পুত্র কন্যাগণের ক্ষুধাক্লিষ্ট শুষ্কবদন কিরূপে দেখিবেন? তাঁহাদের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া ছোট বউ নিজ স্বামীকে বলিলেন "আপনারা ভাবিতেছেন কেন? আমি অদ্য আপনাদের সংসার চালাইব।" স্বামী উত্তর করিলেন "তুমি পরিহাস করিতেছ নাকি? এ পরিহাসের সময় নহে।" স্ত্রী বলিলেন "পরিহাস নহে। আপনাদের প্রতি আমার এক অনুরোধ আছে—অদ্য আমি রন্ধনশালার দরজা বন্ধ করিয়া রন্ধন করিব, কেহ সে গৃহে যাইবেন না; এবং কিরূপে আমি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহাও কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

তাহাই হইল। যথাসময়ে ছোট বউ রন্ধনাদি সমাপন করিলেন। সকলে অতীব তৃপ্তি সহকারে আহার করিলেন। পরে সহোদরগণ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, পরামর্শ করিলেন "ছোট বউয়ের প্রতি লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা আছে; আমরা বহু ভাগ্যফলে এমন বউ পাইয়াছি। অতঃপর কেহ তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্য্য করিব না; এবং যাহা উপার্জ্জন করিব, তাঁহার নিকট রাখিব।" ছোট বউয়ের নিকট এই প্রস্তাব করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সম্মত আছি, কিন্তু আপনাদিগকে আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। আপনারা প্রতিদিন স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় কোন একটী দ্রব্য লইয়া আসিবেন। কেহ ক্ষেত্রের কোন একটী ফল বা মূল, কেহ একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ ইত্যাদি যিনি যাহা পারেন আনিবেন—কেহই রিক্তহস্তে আসিবেন না।" সকলেই সম্মত হইলেন। এক দিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় বৃহৎ

করিবার অভিপ্রায়ে, রাস্তা হইতে একটী মৃত সর্প এক যষ্টি দ্বারা উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "অন্য আর কিছু পাইলাম না; প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত এই সর্প লইয়া আসিয়াছি।" যাঁহারা হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করেন, যাঁহাদের মনের বল আছে,তাঁহারা সকল বিষয়েই সফল-মনোরথ হন। স্ত্রী উত্তর করিলেন "যাহা আনিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট, উহা ঐ মাচার উপর রাখিয়া দিন।" মৃত সর্পটীকে মাচার উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র এক চিল শূন্য হইতে নামিয়া তাহা লইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন একছড়া বহুমূল্য রত্ন-খচিত স্বর্ণহার চিলের নখর হইতে তাঁহাদের সম্মুখে ভূমিতে পড়িল। ভ্রাতাদিগের বড় আনন্দ, হার বিক্রয় করিলে অনেক টাকা হইবে, ঈশ্বর এত দিনে তাঁহাদের দুঃখ ঘুচাইলেন। কিন্তু ছোট বউয়ের তাহা অভিপ্রেত নহে। তিনি বলিলেন "এ হার বিক্রয় করা হইবে না, রাখিয়া দেওয়া হউক।" কেহ তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারেন না। হার যত্ন সহকারে রাখিয়া দেওয়া হইল।

অল্প দিন পরে দেশের বাদশাহ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, চিলে তাঁহার বেগমের এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া গিয়াছে—যে কেহ সেই হার দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হইবে। ছোট বউয়ের পরামর্শ মত সেই হার বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করা হইল। বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি সম্পত্তি দিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। সকলে বলিলেন "ছোট বউ মানবী নহেন—দেবী।" শুনিয়াছি সেই কয় ভ্রাতাই জগৎশেঠের আদিপুরুষ। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বংশ কাহার অবিদিত আছে?

আবু গিরি।

আবু পর্ব্বত রাজপুতানার সিরোহি-প্রদেশে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৫।৬ হাজার ফিট। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন জৈন মন্দির সকল এই পর্ব্বতে আছে বলিয়া ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে যাত্রী সকল এখানে আসিয়া থাকে। জৈনেরা আস্তিক বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায় এবং তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। আবু পর্ব্বতের উচ্চ ও সমতল স্থান সকলে অসংখ্য বেদী, মন্দির ও সমাধিগৃহ আছে, এবং সেই গুলি অতি আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশে

একটী গোলাকার সমতল ভূমি আছে, তন্মধ্যে একটী গহ্বর—এই গহ্বরে একখানি রক্তবর্ণ প্রস্তরে দাতা-ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইনি বিষ্ণুর এক অবতার। গুরুশিখরা নামক সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মধ্যস্থলে প্রধান দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির দুইটী শ্বেত মার্ব্বেলে নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সুন্দর মন্দির এবং জৈন কারুকার্য্যের আদর্শ অতি অল্প স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির দুইটীর মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাও প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই ধনাঢ্য বণিক্ সহোদর ইহা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই মন্দিরে যেরূপ সূক্ষ্ম ও মনোহর খোদকারী কার্য্য আছে তাহার তুলনা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাচীন মন্দিরটী ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিমল সা নামক এক ধনী বণিক নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহার গঠনপ্রণালী যদিও সরল, তথাপি ইহার মধ্যেও প্রচুর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে দীপালোকোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তাহাতে পরেশনাথ দেব আসনপিঁড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। ইহার বারাণ্ডা ৪৮টী স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত। ১৪০ ফিট দীর্ঘ ও ৯০ ফিট প্রস্থ এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। তাহার চারিদিকে দুই সারি স্তম্ভ-শোভিত বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডাগুলিতে ৫৫টী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। তাহাদের এক একটীর মধ্যে এক এক পরেশ-নাথমূর্ত্তি। দরজার উপর ও প্রাচীরে অনেকগুলি খোদিত মূর্ত্তি আছে, তাহা দ্বারা এই দেবতার জীবনের নানা অবস্থা বর্ণিত। সম্রাট্ আকবর ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বর্ষে শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের গুরু হরবিজয় সুরকে আবু পর্ব্বত ও মন্দির এবং ভারতের অন্যান্য জৈন তীর্থস্থান সকল দান করেন এবং এই সকল স্থানে পশুহত্যা নিবারণ করিবার আদেশ দেন। এই সুবিজ্ঞ সম্রাটের সনন্দপত্রে লিখিত আছে "ঈশ্বর-উপাসকদিগের নিয়ম এই যে, তাঁহারা সকল ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

শুভ জন্মোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার পার্কষ্ট্রীট ভবনে তাঁহার শিষ্যগণ এবং পুত্র পৌত্র, দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতি পরিজন তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। উপাসনান্তে পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁহাকে ডুবাইয়া

দিয়াছিলেন ; কেহ কেহ কবিতোপহারও দেন। সহচর পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী কবিতার কিয়দংশ আমরা আনন্দের সহিত এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

চাঁদের কিরণাভাব করিতে বিদূর
সারাদিন ভাতে যথা রবি ভ্রাজমান,
সেইরূপ অস্তমিত আর্য্যজ্যোতি স্থানে
হে গুরো,দেবেন্দ্র,দেব,তুমি জ্যোতিষ্মান্।

পরম পিতার ইচ্ছা করিতে পালন,
এসেছ মরতে গূঢ় লক্ষ্য সাধিবারে—
সাধিত সাধনা-শিক্ষা, নিষ্কাম সংসার,
উদ্ধারিলে মগ্নজনে কল্পনা-পাথারে।

যে মহা অমৃত তুমি মানবের হিতে
উদ্ধারিলে বেদার্ণব করিয়া মন্থন,
শ্রদ্ধায় যে জন তাহা করিবেক পান
অনন্ত কালের গর্ভে অমর সে জন।

দৃশ্য-পট মাঝে তুমি শরীরী মানব,
অশরীর স্বর্গবাসী দেবতা অন্তরে,
একাধারে যোগী হ'য়ে ভ্রম যোগপথে,
নির্ব্বহ সংসার 'তস্য প্রিয় কার্য্য' তরে।

যে তানে মগন তুমি যাহা কর ভোগ,
অহোরাত্র যে আলো করিছ সন্দীপন,
যে আনন্দ বাদ্য গান সুধারাশি ঢালে
তোমার হৃদয়ে, তাহা অপরে গোপন।

সাধিয়া আপন কার্য্য উর্দ্ধমুখী তুমি
বসি আছ বিধাতার আদেশ চাহিয়া,
বিধাতার স্বহস্তের পুরস্কারলোভী,
প্রবাসি এ পৃথিবীরে পশ্চাতে রাখিয়া।

একোন-অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে আজ,
হে দেব, করিলে তুমি পুণ্য-পদার্পণ,
তাই এই শুভ লগ্নে গাঁথি জয়মালা,
এসেছি তোমায়ে তাহা করিতে অর্পণ।

এই সে জয়ের মালা গাঁথা ভক্তি-ফুলে
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা চন্দনে চর্চ্চিত,
লহ দেব কৃপা করি, কর আশীর্ব্বাদ,
স্থির থাকি সে পথে যা তব পদাঙ্কিত।

যোগ-সমর্পিত-কর্ম্ম-সমাহিত তুমি,
কি আর তোমার তরে যাচিব স্রষ্টারে,
কুশলে উত্তীর্ণ হও, এই মাত্র যাচি,
সকৃৎ-প্রভাত-বাসে, তমিস্রের পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সহিত সমবয়স্ক। উভয়েই ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া এই জ্যৈষ্ঠ মাসে ৭৯ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। মহর্ষি মহাকুলসম্ভূত,প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রূপে গুণে,ধনে পুত্রে, যশে পৌরুষে যেমন সৌভাগ্যবান্, দয়াশীলতা, দেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা গুণে সেইরূপ জগৎবিখ্যাত। তথাপি তিনি শেষ জীবনে সংসারবিরাগী যোগী হইয়া "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে" ডুবিয়া প্রাচীন ঋষিজীবনের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার জীবন অতি মূল্যবান্, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইয়া ভারত মাতার তাপিত হৃদয় শান্তিময় করিয়া রাখুন্।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৮ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৯ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, প্রপৌত্র দৌহিত্রাদি লইয়া ৭০টী বংশধর হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর সগোষ্ঠী মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

২। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও খৃষ্টানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া অনেক গুলি লোক হতাহত হইয়াছে। খৃষ্টানদের গির্জার নিকট দিয়া কোলাহল সহকারে হিন্দুর রথ যাইতেছিল, খৃষ্টানেরা সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয় পক্ষ উত্তেজিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টানেরা খৃষ্টের উপদেশ ভুলিয়াছেন, হিন্দুদেরও ধৃতি ক্ষমা কোথায়?

৩। যে জাপানী চীনদূত লিহনকাংকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। চীনেরা ফর্ম্মোসা দ্বীপ জাপানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

৪। ১৯এ মে মুসলমান অনাথনিবাসের বার্ষিক সভা মাদ্রাসা স্কুলগৃহে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নবাব সায়েদ আমীর হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক জজ আবুল হোসেন এই আশ্রমের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নশীল। আশ্রমে ৭২টী বালক ও ২টী বালিকা আছে। ইহার আয় ১৮০০০ ও ব্যয় সাত হাজার টাকার উপর হইয়াছে। আশ্রমের ফণ্ড হইতে যেমন বালক বালিকারা শিক্ষিত হয়, সেইরূপ কয়েকটী বিধবাও প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

৫। দর্শনশাস্ত্রে ডাক্তার একটী মাত্র স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম ডাক্তার হেলেন ওয়েবেষ্টার। ইনি ওয়েলেস্‌লি কলেজে শিক্ষিত হন; পরে জর্ম্মণিতে গিয়া অসীম পরিশ্রমে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬। লেভেন ওয়ার্থের ভূতপূর্ব্ব জজের বিধবা পত্নী বিবি স্কট টেক্সসে প্রায় আট লক্ষ বিঘা ভূমির অধিকারিণী। তাঁহার ৭।৮ হাজার গো মহিষ আছে। তিনি, এই বৃহৎ জমিদারীর কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। চিনসাম্রাজ্ঞী রাজভবন মধ্যে একটী বৃহৎ রেসমী বস্ত্রের কারখানা খুলিয়াছেন। হাজার হাজার বালিকা ও বয়স্কা স্ত্রীলোক এখানে কাজ করিয়া জীবিকা লাভ করিবে। সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

৮। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ইতিপূর্ব্বে স্ত্রী-কালেজের বিরোধী ছিলেন। এখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বালিকারা বালকদের অপেক্ষা ভাল শিক্ষা করিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের বিদ্যানুরাগিতার অনুসরণ করা পুরুষেদের উচিত।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

সামুদ্রিক শিক্ষা—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৩৲ টাকা। কর-রেখা দ্বারা নরনারীর ভাগ্য পরীক্ষা এদেশে বহুকাল হইতে চলিত আছে এবং তাহা ভণ্ড গণকদিগের উপার্জ্জনের এক উপায়। কিন্তু মূলে কিছু সত্য না থাকিলে তাহার ভান সম্ভব নয়। রমণ বাবু বহুদিন শিক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সরল ভাবে সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিয়াছেন। বিষয়টী অনুসন্ধান-যোগ্য এবং যদি ইহাতে কিছু সত্য থাকে, তাহা সাদরে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সুন্দর চিত্রাদি দ্বারা গ্রন্থখানি সুবোধ্য করিয়াছেন।

নির্ঝরিণী ও বিরাটনন্দিনী—পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

কোন একটি বালিকার প্রতি।

প্রেমে ভরা ছবিখানি হাসি হাসি মুখ,
হেরে তোরে চাঁদমণি ভুলে যাই দুখ।
সুটানা নয়ন দুটি স্নেহের চাহনি,
আনন্দলহরী তায় খেলিছে আপনি।
ক্ষুদ্র তনুখানি তোর সোহাগেতে পোরা,
ঐ ছোট প্রাণখানি মাধুরিমা-ভরা,
গড়েছে বিধাতা তোরে কোমল আদরে
তাই এত ভালবাসা প্রাণের ভিতরে।
"মালতী মুকুল"বলি যে ডাকেরে তোরে,
ছুটে গিয়ে কত প্রেম ঢেলে দাও তারে।
কচি হাত দুটি দিয়ে গলা জড়াইয়ে,
বুকের উপর দেও মাথা নোয়াইয়ে,
প্রফুল্ল বদনে কও কত মধুকথা,
শুনে প্রাণ ভুলে যায় সংসারের ব্যথা;
কতই করুণা ধর বিমল অন্তরে,
নিতান্ত ব্যথিত হও হেরিলে কাতরে।
ছুটাছুটি ব্যগ্রভাব সেবিতে তাহারে,
কতই যতন কর মমতার ভরে,
মুখানি শুখায়ে যায় বেদনা দেখিলে,
উজ্জ্বল নয়ন দুটি ভরি উঠে জলে;
এত ভাল বাসা বাসি কেন তোর প্রাণে,
জগৎ বুঝে না ইহা স্বার্থভরা মনে,
স্বরগের ফুল তুমি ফুটেছ ধরায়,
আমোদিত এ ভুবন সৌরভপ্রভায়।
মালতী ফুলেতে গাথি সুচিকণ হার,
বাসনা প্রাণেতে দিব গলে দেবতার।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
কানপুর।

হেঁয়ালির উত্তর।

ক, চ, ট, ত, প, এ পঞ্চ বর্গের ভিতর
পঞ্চম বর্গের যেই পঞ্চম অক্ষর,
বৈশাখের হেঁয়ালির তাহাই উত্তর;
পাঠ মাত্র বিনায়াসে বলিনু সত্বর।

শ্রীমতী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৬ সংখ্যা।	আষাঢ় ১৩০২—জুলাই ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে এ বৎসরও অনেকে উপাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণকে "রাজা" উপাধি দিয়া গবর্ণমেণ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বি, এ, উপাধি দেওয়া হইবে, সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। ভারত-রমণীগণ উপাধিলাভের অধিকার বিষয়ে ইংরাজ রমণীগণ অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী।

দান—পাটনার কাজী রাকা হোসেন খাঁ বাহাদুরের পত্নী কাজিমান বেহারের মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাতে একটী স্থায়ী ফণ্ড হইবে।

মৃত্যু—(১) কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হ্যারী লি, সি, এস, পীড়ার জন্য ছুটী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। ইনি একজন সুযোগ্য ও সদাশয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

(২) গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সুবিখ্যাত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন জ্বরবিকাররোগে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি একজন সুবিদ্বান্, সুলেখক ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। ইহাঁর বৃদ্ধা জননী রোমীয় মাতা কর্ণিলীয়ার মত পুত্রগণের মহত্বের স্মৃতি লইয়া সান্ত্বনা লাভ করুন। জগদীশ পরলোকগত আত্মার

শাস্তি বিধান ও তাঁহার পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় পরিবারের রক্ষার উপায় বিধান করুন।

ফর্ম্মোসার রূপান্তর—জাপান যুদ্ধ-জয়ী হইয়া চিনের নিকট হইতে ফর্ম্মোসা দ্বীপ পাইলেন। কিন্তু ফর্ম্মোসাবাসিগণ স্বদেশকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চিন-শাসনকর্ত্তা টাং ইহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

ওমরা খাঁ—চিত্রলযুদ্ধের এক প্রধান অভিনেতা ওমরা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাবুলে পলাইয়া গিয়া আমীরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমীর তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শরণাগত মুসলমানের প্রতি দয়া প্রকাশ করা মুসলমানের কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন।

আমীরপুত্রের অভ্যর্থনা—প্রিন্স নসিরুল্লা ইংলণ্ডে গিয়া বাসের জন্য সুসজ্জিত প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহারাণী, যুবরাজ ও রাজপরিবারদিগের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

হেয়ার বার্ষিক উৎসব—গত ১লা জুন স্বর্গীয় হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধিস্তম্ভের নিকট তাঁহার কয়েকটী প্রাচীন ছাত্রসহ তাঁহার গুণানুরাগিগণ একত্র হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ৫৩ বর্ষ হইল তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন।

বৃদ্ধ-সেবা—বৃদ্ধসেবা ধর্ম্মলাভের প্রধান উপায় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর এ সম্বন্ধে সদনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। একটী সুসজ্জিত উচ্চ আসনে মহাসমারোহ করিয়া এক দিকে ১২টী বৃদ্ধা মহিলা ও অপর দিকে ১২টী বৃদ্ধকে বসান হয়। ইঁহারা প্রাচীন দরিদ্র বংশ হইতে মনোনীত হন। এক দিকে সাম্রাজ্ঞী সহচরীদিগকে লইয়া বৃদ্ধা-দিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বহস্তে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দেন, অন্য দিকে সম্রাট্ বৃদ্ধদের সেইরূপ সেবা করেন। খুব জনতা ও বাদ্যোদ্যমাদি হয়।

স্ত্রী-শিল্পী—পাঁচদোনা-নিবাসিনী শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী গুপ্তা কাগজে ছবি কাটিয়া ও চিত্র করিয়া এরূপ শিল্পপারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া ইংরাজ-চক্ষুও মুগ্ধ হইয়াছে। ইনি সর্ব্বতো-ভাবে উৎসাহলাভের যোগ্যা।

সাময়িক পত্রিকা—দাসাশ্রমের পত্রিকা "দাসীর" বর্দ্ধিত আকার দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে বিবিধ উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রবন্ধও লিখিত হইতেছে। সাধারণে বার্ষিক ২৲ টাকা দিয়া ইহার গ্রাহক হইলে পত্রিকার উন্নতি এবং দাসাশ্রমের সাধু কার্য্যের সহায়তা করা হয়।

নারী-চরিত।

মেরিয়া আগ্নেসি।

মেরিয়া গটানা আগ্নেসি ইটালিদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ রমণী। ইনি বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে মিলান নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর বয়স যখন ৯ বৎসর মাত্র, তখন লাটিন ভাষায় ইহাঁর এ প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঐ ভাষায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রচার করেন এবং তাহাতে স্ত্রী-জাতির উদার শিক্ষার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর, তখন তিনি গ্রীক, হিব্রু, ফরাসি, স্পেনীয়, জর্ম্মাণ, এবং আরও কতকগুলি ভাষায় সুপণ্ডিতা হন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "walking polyglot" সচল সর্ব্ব-ভাষা বলিয়া ডাকিত। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে বলোনা নগরে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমিতি আহ্বান করিতেন। এই সকল পণ্ডিতের সমক্ষে—আগ্নেসি অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সকলের বিচার করিতেন। প্রেসিডেণ্ট ডিব্রসিস্ এইরূপ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার রচিত একখানি পুস্তকে সেই সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে আগ্নেসির পিতা "Propositions Philosophicœ" দার্শনিক-তত্ত্ব নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে কন্যার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মেরিয়া আগ্নেসি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ছিলেন। বিদ্যার এরূপ আড়ম্বরিতা তাঁহার ভাল লাগিত না এবং ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি সংসারের যশোবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে উৎসুক হন। তাঁহার বাসনা তখন পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করেন। তিনি নির্জ্জনে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্তা হন। দুইখানি গণিত-পুস্তক এই নির্জ্জন বাসের ফল এবং তাহা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলান নগরে প্রচারিত হয়। প্রথম ভাগে (Analysis of finite quantities) সসীম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ভাগে (Analysis of infinitesimals) অসীম ভগ্নাংশের গূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত আছে। যে সময়ে ইহা প্রচারিত হয়, তৎকালীন পণ্ডিতেরা ইহা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন এবং মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রশংসা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ফরাসি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-অধ্যাপক কোলসন ইংরাজি ভাষায় দুইখানি পুস্তকই অনুবাদিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এক ধনাঢ্য জমিদারের অর্থ-সাহায্যে

তাহা প্রচারিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এডিনবর্গ রিভিউ পত্রিকায় ইহার যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। আগ্নেসি (Conic Sections) কোণবিভাগ-শাস্ত্রের এক টীকাগ্রন্থ লেখেন, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পীড়াগ্রস্ত হইলে পোপ চতুর্দ্দশ বেনিডিক্ট পিতৃপদে ইহাকে বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৭৫২ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া আপনার বহু দিনের বাসনা পূর্ণ করেন। বহুদিনাবধি তাঁহার মনের আর একটী সাধ ছিল, তাহাও ক্রমে পূর্ণ হইল। মিলানে (Blue Nuns) নীল সন্ন্যাসিনীদিগের যে আশ্রম আছে, তিনি কিছু দিন তাহার অধ্যক্ষতার কার্য্য সম্পন্ন করেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং সেই ভগিনীদলে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রমোচিত কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৯ সালে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধা হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৬২ সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠার পর)

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥

—চণ্ডী ১অ, ৭২।

অনন্তর হরি সর্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাত্মা মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই, নারায়ণ অর্থাৎ জলরাশি, দেবমানে পাঁচ হাজার বৎসর, মনুষ্যমানে ১৮,২৫০০০, বৎসর কীটযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত পরিমাণ বৎসর পরে কীটপুঞ্জ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার জলজন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল। জলজন্তু মধ্যে মৎস্যই প্রধান, এজন্য ভগবানের প্রথম [illegible]কে মৎস্য অবতার বলে।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্ধধে মৎস্যো মনুঃ কালপ্রতিষ্ঠকঃ।

—মৎস্যপুরাণ।

যখন জলভাগ উত্তীর্ণ হইয়া স্থলভাগ দেখা দিল, তখন জল ও স্থল এই উভয় স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত জন্তু সকল উৎপন্ন হইল। উহাদিগের মধ্যে কূর্ম্মই প্রধান, এজন্য কূর্ম্ম ভগবানের দ্বিতীয় অবতার।

কূর্ম্মরূপং সমাস্থায় দধ্রে বিষ্ণুশ্চ মন্দরম্।

—কূর্ম্মপুরাণ।

তাহার পর জলও নয় স্থলও নয়, অর্থাৎ কর্দ্দমযুক্ত স্থানের উপযুক্ত জীব সকল আবির্ভূত হইল। তন্মধ্যে বরাহই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, এজন্য উহা ভগবানের তৃতীয় অবতার।

দেবৈর্গত্বা ততো বিষ্ণুর্যজ্ঞরূপো বরাহকঃ ॥
অভূৎ তং দানবং হত্বা দৈত্যৈঃ সাকঞ্চ কণ্টকং।
—বরাহপুরাণ।

যখন ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। ঐ সময় পৃথিবী যেন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশঃ এই উন্নতাবস্থা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে অশ্ব, গো মেষ, মহিষ ইত্যাদি শৃঙ্গী জন্তু সকল দেখা দিল।

"মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরৈশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥
—চণ্ডী, ২য় অধ্যায়, ৩৯।

পৃথিবীর এই অবস্থা লইয়া মহিষাসুরের সহিত প্রকৃতি দেবীর ভয়ানক যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনা যায়; অর্থাৎ পরিণামশীলা প্রকৃতি এই ভাবে পৃথিবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন উদ্ভিদ্‌জীবী শৃঙ্গী পশুগণের বংশ এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিলে সমস্ত পাদপরাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

তত্যাজ মহিষং রূপং সোঽপবিদ্ধো মহামৃধে।
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকাশিরঃ ॥
—চণ্ডী, ৩ অ, ২৮।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শৃঙ্গী জীবের পর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রকৃতির স্বভাবগুণে দেখা দিল। হিংস্র জন্তুরা স্বভাবতঃ গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি ভক্ষণে জীবন ধারণ করে, সুতরাং হিংস্র জন্তুদিগের দ্বারা শৃঙ্গী জীব সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎপরে পৃথিবী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠিল। কিন্তু সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত না হওয়াতে ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি দেখা দিল। উহাতে দানব কিন্নর ও অর্দ্ধ-নরাকৃতি জীব সকল উৎপন্ন হইল।

"অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ।
—চণ্ডী, ৩ অ, ৩৯।

এই সময় ভগবান্ ভয়ানক নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

জিতদেবযজ্ঞভাগঃ সর্ব্বদেবাধিকারকৃৎ।
নারসিংহবপুঃ কৃত্বা তং জঘান সুরৈঃ সহ ॥
—নারসিংহপুরাণ।

এই অবস্থার পর ভূমণ্ডল অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বনজঙ্গল নষ্ট হইয়া মনুষ্যের বাসযোগ্য স্থান সকল দৃষ্টিগোচর হইল। এরূপ অবস্থায় পদার্পণ করিতে ভূমণ্ডলের ছত্রিশ হাজার পাচ শত বৎসর লাগিয়াছিল, কারণ উক্ত পরিমাণ সময় দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। যথা,—

"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।"

অতএব দেবমানে একশত বৎসর, মনুষ্যমানে ৩৬,৫০০ বৎসর হয়।

এই সময়ে ব্রহ্মার চতুর্থ সৃষ্টি মনুষ্যবংশ উৎপন্ন হইয়া আপন আপন বাসস্থান স্থির করিতে লাগিল। দানবদল ঐ সময়ে রাজা হইয়া রাজ্য করিতে শিখিয়াছে। মনুবংশ তদ্দর্শনে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে,

ভগবান্ মনুষ্যকুলে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"দেবাসুরে পুরা যুদ্ধে বলিপ্রভৃতিভিঃ সুরৈঃ।
ততোঽসৌ বামনো ভূত্বা হ্যদিত্যাং স ক্রতুং যযৌ॥
—বামনপুরাণ।

ভগবান্ বামন অবতারে ত্রিবিক্রমরূপ মহাবিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনাপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করতঃ পাতালতলে প্রেরণ করিয়া মনুষ্যবংশের রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। যখন পৃথিবী অধিকতর উন্নতিশীল হইয়া উঠিল, তখন মনুষ্য সকল অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ও নানাবিধ শিল্পকার্য্য উদ্ভাবন করিয়া আপনাদিগের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি করিয়াছে, রাজা হইয়া সুখ সম্ভোগ করিব এরূপ সকলেরই ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সুতরাং এই সময়ে রাজ্যাধিকারলাভের জন্য ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ভগবান্ পরশুরাম-রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"বক্ষ্যে পরশুরামস্য চাবতারং শৃণু দ্বিজ।
উদ্ধতান্ ক্ষত্রিয়ান্ মত্বা ভূভারহরণায় সঃ॥
—অগ্নিপুরাণ, ৪ অ, ১২।

এই সময়ে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরশুরাম এক-বিংশ বার বিদ্রোহীদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। এই অবতারসময়ে মনুষ্যবংশ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়াছিল। পরশুরামের অস্ত্র কুঠার, মনুষ্যগণ এই সময়ে যে মোটামুটি অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তদনন্তর পৃথিবী উহা অপেক্ষা উন্নতিশীল হইয়া উঠিলে ভগবান্ মনুষ্যদিগকে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ-শুশ্রূষা, স্ত্রৈণভাব নিবারণ, শত্রুদমন, ধর্ম্মোপদেশ ইত্যাদি আবশ্যক বিষয় সকল শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপ চারি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"রাবণাদের্ব্বধার্থায় চতুর্দ্ধাভূৎ স্বয়ং হরিঃ।
রাজ্ঞো দশরথাদ্রামঃ কৌশল্যায়াং বভূব হ।
কৈকেয্যাং ভরতঃ পুত্রঃ সুমিত্রায়াঞ্চ লক্ষ্মণঃ।
শত্রুঘ্ন ঋষ্যশৃঙ্গেণ তাসু সন্দত্তপায়সাৎ॥
—অগ্নিপুরাণ।

এই সময় হইতে মনুষ্যগণের যথোচিত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

শূল।

কর্পূর, সাজিমাটি এবং মরিচ যথা-পরিমাণ জল সহ সেবন করিলে অথবা জোয়ানী (যোয়ান)॥০ তোলা ও লবণ।০ আনা চিবাইয়া খাইলে শূলবেদনার শান্তি হয়।

তেঁতুলছাল ভস্ম ৵০ আনা পরিমাণ

শীতল জলে গুলিয়া সেবন করিলে সুদারুণ শূলবেদনা উপশমিত হয়।

জাঙ্গি হরিতকী এক ছটাক, সিদ্ধি এক ছটাক, বেলশুঁঠা অর্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর শিকড় অর্দ্ধ ছটাক, যোয়ান এক কাঁচ্চা, এই কয়েকটী দ্রব্য এক সঙ্গে পেষণ করতঃ মটরের আকারে বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই বটিকা এক একটী দুই বেলা খাইলে অম্লশূল আরাম হয়।

কাঁচা হলুদ ভিজান জল এক ছটাক, বয়ড়া ভিজান জল অর্দ্ধ ছটাক, হরিতকী ভিজান জল অর্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক, এই কয়েকটী দ্রব্য এক-সঙ্গে মিলাইয়া এক কাঁচ্চা পরিমাণ প্রাতে ২।৩ কোঁটা মধু মিশাইয়া খাইলে, বায়ুশূল ভাল হয়।

আমলকী বা ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস বলাডম্বুর ও কিস্‌মিসের কাথের সহিত চিনি যোগ করিয়া পান করিলে অল্প দিনের মধ্যে শূল নিবারিত হয়।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত দুই তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিকশূল, ও জ্বরাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শুঁঠচূর্ণ ৫ পাঁচ ভরি, বিটলবণ ২৷৷০ আড়াই ভরি, সোহাগা ১।০ সওয়া ভরি, মুলতানী হিং ৷৷৵ দশ আনা ওজনের পর খৈ করিয়া লইতে হয়।

সজনাগাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট-লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়। অনন্তর শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটী বড়ি বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই। যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায়, ততই দিতে হয়।

২৭ দিন প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ। মৎস্য নিষিদ্ধ নহে; ঘৃত পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাউল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই কয়েক দিন পথ্যের নিয়মানুসারে চলিতে হয়।

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে ভস্ম করিবে, সেই ভস্ম ঘৃতের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক অবলেহন করিলে অল্প দিনের মধ্যে হৃদয় ও নিতম্বদেশের শূলুনি ভাল হয়।

প্রত্যুষে ২ তোলা রসুনের রসে কিঞ্চিৎ মধু যোগ করিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শূল নিবারিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালস্রোতে ও জলস্রোতে কুমারী কিছু দূর ভাসিয়া গেল। পোত হইতে ইংরাজ নাবিকগণ দেখিতে পাইল যে, বহুমূল্য রত্নাদিতে বিভূষিতা একটী বালিকা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ বোটে চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাহাদিগের জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজখানি তখন য়ুরোপে যাইতেছিল। ফরাসী রণপোত কর্ত্তৃক উহা ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোকদিগের কি দশা ঘটিল, তাহা আমরা অবগত নহি, এইটুকু মাত্র জানি যে, রত্নবিভূষিতা বালিকাটি প্রাচ্য দেশের এক অতীব আশ্চর্য্য পদার্থবৎ সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের নিকট আনীত হয়। তিনি ইহাঁকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারত-পরিচ্ছদ-পরিহিতা ভারত-রাজকুমারী তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্টা থাকিয়া ছোট বড় সকলের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় এত সুখে রহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বদশার কিছুই স্মরণ রহিল না—নির্ব্বাসনের দুঃখ-মেঘ সুখ-রবিকে ঢাকিবে কি, একবারও চিদাকাশে দেখা দিল না। চিত্ত-বিনোদিনী সাম্রাজ্ঞীর চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপে কাটিল না। জোজেফাইনের স্থান মেরী লুই গ্রহণ করাতে তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল। এরূপ ঘটাতে ভারত-রাজকুমারী ফরাসীদেশে যে 'পথের কাঙ্গালিনী' সেই কাঙ্গালিনী পুনরায় হইলেন। কাল-চক্রের এইরূপ গতি! অপিচ, কথায় বলে, "আপনার দেশের ঠাকুর, পরের দেশের কুকুর।" পরদেশে অতি সুখ সচ্ছন্দে ও বিক্রমশালী হইয়া থাকিলেও তথাপি তথাকার কুকুর অপেক্ষা বড় নহে। এ ত গেল ভাগ্যবানের কথা। যাহাদিগের অদৃষ্ট মন্দ, পরদেশে কুকুর অপেক্ষা তাহাদিগের দশা মন্দ। সে যাহা হউক চার্লস মার্সিয়ার নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সর্ব্বদা রাজভবনে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বড় দয়া হইল। তিনি দুঃস্থা বালিকাকে আপনার মাতার সন্নিধানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই। কিন্তু অবশেষে ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীকার পাইতে বাধ্য হন। কথিত আছে, ইনি উহাঁর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবালা প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার পদবী ও নাম গ্রহণ করেন নাই। আবার দেখুন, অনেক উপন্যাসলেখক তাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব উপন্যাসের প্রবর্ত্তনা করাতে অনেকে এই মনে করেন যে, তিনি আদৌ সাম্রাজ্ঞীর প্রসাদলাভে সমর্থ হন নাই। অন্য পক্ষের এইরূপ বিশ্বাস

যে, মহাবীর বোনাপার্টী যখন মিসরদেশে গমন করেন, তখন জোজেফাইন ইঁহাকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এ দেশে আগমন করিয়া 'যাঁহার কন্যা তাঁহাকে দিবেন' এইরূপ অভিলাষ করেন; কিন্তু কুমারী নিজে ইচ্ছা করিয়া তৎসময়ের সমরানলে সভ্য জগৎকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। যদ্যপি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কিছু লিখিতে হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাও লিখিতে বাধ্য যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাবজ্জীবন তাঁহাকে ৫০ পাউণ্ড করিয়া বার্ষিক পেনসন্ দেন। অপর কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বার্ষিক তাঁহাকে কোম্পানী দিতেন না, • ডাইরেক্টরদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিতেন।

ইনি সাহিত্যসংসারে কথঞ্চিৎ পরিচিতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় ফরাসী ভাষায় অনেক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। মার্সিয়ারকে সেইগুলি পড়িয়া বলিতেন তিনি ভাল করিয়া সেইগুলি লিপিবদ্ধ করেন্। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক থ্যাকারে ও তাঁহার বিপিতা অর্থাৎ বিধবা মাতার পতি মেজর স্মিথ তাঁহাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করেন। মার্সিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি কাউণ্টেস ডিবকোর্টের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। কোন্ বৎসর ইঁহার মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এতটা ঠিক্ যে, তিনি ইংরাজী ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে কেহই ইঁহার বিষয় জানেন না। তৎসময়ের হিন্দি বা উর্দ্দূ কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় উল্লেখ আছে কি না জানি না, বোধ হয় নাই; থাকিলে কোনও না কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইত। ইনি যে এক কাল্পনিক চরিত্র, তাহা নহে। ইঁহার সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ প্রকটিত হইল, তাহাও অলীক নহে। এমন এক আশ্চর্য্য ঘটনা, এমন এক আশ্চর্য্যতর চরিত্র, আর এমন আশ্চর্য্যতম স্নেহ ও আশ্রয়দান যে কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া একবারে বিলীন হইল, ইহার উপর ভারতের জ্ঞানালোক যে আদৌ নিপতিত হইল না, ইহা যে কতদূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা লিখিয়া কি জানাইব!

গ্রীক পুরাণ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় মিসর, কাল্‌ডিয়া ও গ্রীশবাসিগণও সৃষ্টিপ্রকরণ ও পৌরাণিক দেবদেবীগণের অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ইঁহাদিগের পরস্পরের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে,

এক মূলজাতি হইতে এক আদি পুরাণ সৃষ্ট হইয়া অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহাই নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এ স্থলে আমরা গ্রীক পুরাণের স্থূল বিবরণ পাঠক পাঠিকাদিগের গোচর করিতেছি।

গ্রীকদিগের বর্ণনানুসারে সর্ব্বাগ্রে "chaos" অস্পৃষ্টি নামে এক দেবতা ছিলেন। তিনি অতি বৃহৎ ও আকৃতিবিহীন। তাঁহা হইতে গা (পৃথিবী) এবং টার্টেরস (নরক) উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভসময়েই ইরস (কাম) আবির্ভূত হইলেন; ইনি দেব ও মানবের জয়কারী। কেয়স হইতে এরিবস (অন্ধকার) ও নিক্স (নিশা) জন্ম গ্রহণ করে। গা আউরেনস্ বা স্বর্গের এবং পন্টস্ বা লবণ সমুদ্রের জননী। স্বর্গ তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর হইল। পরে তিনি স্বর্গকে বিবাহ করিলেন এবং এই বিবাহের ফল-স্বরূপ ছয়টী দৈত্য উৎপন্ন হইল—ওসেনস, কইয়স, ক্রিয়স, হাইপিরিয়ণ, আয়াপিটস্ ও ক্রণস্ (শনি)। ছয়টী দানবীও উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম থিয়া, রিয়া, থেমিস্, নিমোসিনি, ফিবি ও ঠেথিস্। তিনটী সাইক্লোপিস (একচক্ষু দানব) জন্মিল:—বাল্‌টিস, ষ্টারোপিস ও আর্জিস। তিনটী শত-বাহু অসুরও জন্মিল:—কটস, ব্রায়ারিয়স্, ও গাইজিস। ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি দর্শনে ভীত হইয়া আউরেনস্ সন্তানগণকে ভূগর্ভে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শনি স্বীয় মাতা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আউরেনসের হস্তপদ ছিন্ন হইয়া যে রক্ত-পাত হইল, তাহা হইতে ফিউরিস বা রাক্ষসী, জায়াণ্ট বা দৈত্য এবং মিলিয়ান্ নিম্ফ বা পরী উৎপন্ন হইল। কতক রক্ত সমুদ্রে পড়িয়া আফ্রোডিটিস বা রতির জন্ম হইল। শনি ও তাঁহার সহচর দৈত্যেরা এখন জগতের একাধিপত্য লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করিলেন। ইহাঁদের ভগিনীরাই ইহাঁদের ভার্য্যা হইলেন। ওসেনস ও তাঁহার স্ত্রী টেথিস হইতে ৩০০০ পুত্র ও ৩০০ কন্যা উদ্ভূত হইল। হাইপিরিয়ান্ ও থিয়া হইতে হিলিয়স্ (সূর্য্য), সেলিনি (চন্দ্র), ও ইয়োস্ (ঊষা) জন্মিল। কায়স ও তাহার স্ত্রী ফিবি হইতে লেটোনা ও আষ্ট্রিরিয়া উৎপন্ন হইল। কায়স্ আষ্ট্রয়াস, পালাস ও পার্সিসের পিতা। আষ্ট্রয়াস ঊষার সহিত পরিণীত হইয়া জেফিরস, বেরিয়াস ও নোটস এই তিন বায়ুর জন্মদান করিল। পালাস ওসেনসের কন্যা ষ্টিক্সের সহিত বিবাহিত হইয়া জেলস (গৌরব), নাইকী (জয়), ক্রেটস (বল) এবং বিয়া (শক্তি), এই কয় সন্তান উৎপাদন করিল। আয়েপিটস ওসে-নসের অন্যতম কন্যা ক্লেমনীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রমিথিয়স্, এপিমেথিয়াস, মিনিয়াস এবং আটলাসের জন্মদাতা হইলেন। এই সকল বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিয়া অগণ্য দেবদেবী উৎপন্ন করিলেন। বৃদ্ধা গার উৎপাদিকা শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

তাঁহার স্বামী আউরেনসের ঘোর দুর্গতির পর তিনি পণ্টস্‌কে স্বামিরূপে বরণ করিয়া নীরিয়স্‌, দামস, ফর্কিস ও কিটোর জননী হইলেন। নীরিয়স হইতে নীরিদ বা অপ্সরা সকল, দামস্ হইতে আইরিস ও হার্পীদ্বয় এবং ফর্কিস ও কিটো হইতে গার্গণ, গ্রেই এবং হিস্‌পিরাইডিসের ড্রেগণ বা পক্ষযুক্ত সর্প উৎপন্ন হইল, ইহাদের হইতে আবার কত বংশ জন্মগ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে নিশা অবিবাহিতা থাকিয়াও অসংখ্য সন্তানের জননী হইল, তাহাদের নাম থানেটাস (মৃত্যু), হিপ্নস (নিদ্রা), ওরিয়স (স্বপ্ন); মোমস (হাস্য), অইজিস (শোক); তিন অদৃষ্টদেবী ক্লথো, লাকিসিস এবং আট্রোপস; বৈরঘাতিনী নিমিসিস্; আপেট (প্রবঞ্চনা); ফাইলোটস (প্রণয়); জিরাস (জরা) এবং এরিস (বিবাদ)। বিবাদ হইতে পনস (বেদনা), লেথি (ভ্রান্তি), লিমস (দুর্ভিক্ষ), ফনস (হত্যা), ম্যাচ (যুদ্ধ), ডিসমোমিয়া (অবৈধতা), এটি (স্বৈর-প্রবৃত্তি) এবং ইর্কস (শপথসমর্থক) দেবতা। পৌরাণিক দেবতাদিগের মধ্যে আরও কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য:— ক্রাইসেয়র. এবং পেগেসস্ অশ্ব মেডুসা নামক গর্গণের রক্ত হইতে উদ্ভূত; জারিয়ন্ এবং অর্দ্ধাপ্সরা অর্দ্ধসর্পাকৃতি এচিড্‌নার পিতা ক্রাইসেয়র, মাতা একটী সমুদ্র-পরী। দ্বিশীর্ষ কুক্কুর অরথ্রোস, পঞ্চাশৎ-শীর্ষ সারবিরস এবং লার্ণিয়া দেশীয় হাইড্রা বা শতশীর্ষ সর্প—ইহারা সকলেই এচিড্‌নার গর্ভজাত। হাইড্রা হইতে কিমারা, থিবস্ নগরের স্ফিংক্স এবং নিমিয়া দেশীয় সিংহ উৎপন্ন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

আজি এ দেশের জলাশয়ের কথা কিছু বলিব। এখানে পুকুর, নদী ও ঝরণা আছে। মনে হয়, স্বর্গীয় প্রমদা বাবু "ঝিলে"র উল্লেখও করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বর্ণিত শত শত পদ্মফুলপূর্ণ "পদ্ম ঝিল" দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, তাহা শীতকালে শুকাইয়া গিয়া থাকে। সেই জন্য সে "ঝিল" দেখার সাধ আমার পূর্ণ হয় নাই।

এখানে পুকুরকে "বাঁধ" বলে। আমি এখানকার দুইটী মাত্র "বাঁধ" দেখিয়াছি। তাহা এখানকার রাজার। পুকুর দুইটী বেশ বড় বড়; পরস্পরের কাছাকাছি। ইহাদের একটী পুরুষদিগের, অপরটী স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় জলও বেশ ভাল ছিল; এখন পশুদিগের স্নান ও ধোপাদিগের ব্যবহারের জন্য জল খারাপ হইয়া গিয়াছে। তথাপি "দেশীয় রাজার কীর্ত্তি" বলিয়া তাহাই দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

পাহাড় হইতে যে সকল ঝরণা নামিয়াছে, তাহাতেই এ দেশের সাধারণ লোকদিগের অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়। এই সকল ঝরণা স্রোত বহিয়া বহুদূর গিয়াছে; স্রোতগুলি ফল্‌গু নদীর জাতীয়া—অন্তঃসলিল। উপরে বালির জমাট; তাহাতে মানুষ, গরু, মহিষ প্রভৃতি অবাধে যাতায়াত করিতেছে; আবার সেই বালি খুঁড়িয়া ফেলিলে স্বচ্ছ, সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

এ দেশের নদী সকল, আমাদের দেশের নদীর মত প্রশস্তা বা নিত্য জোয়ার-ভাটা-সঙ্কুলা নহে। এখানে নদী সকল গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়; কিন্তু বর্ষাকালে যেমন জলপূর্ণ, তেমনি খরস্রোতা হয়। সে স্রোতোবেগের মুখে পড়িলে মানব বা অন্যান্য জন্তুর রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য। আমরা শুনিয়াছি, বর্ষাকালেও যখন বৃষ্টি না হয়, তখন এ সকল নদীর স্রোতঃ তত প্রখর হয় না, অভ্যস্ত মানুষে সাঁতার দিয়া এপার হইতে ওপারে যাইতে পারে। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইলেই এত প্রবল বেগ হয় যে, সত্য সত্যই "কুটা" দিলে "দুটা" হইয়া থাকে—সেই সময়ে অনভিজ্ঞ লোকে সাঁতার দিয়া পরপারে যাইতে একেবারে "ভবসিন্ধু" পার হইয়া যায়! *

আমি এ দেশের তিনটী নদী দেখিয়াছি। প্রথম উশ্রী নদী, দ্বিতীয় খাগো নদী, তৃতীয় শ্লেট নদী। ইহাদের মধ্যে উশ্রী অপেক্ষাকৃত প্রশস্তা। উশ্রীর দুই পাশে শ্যামল শালবন। স্তরে স্তরে প্রস্তরশ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া "বাঁধা ঘাট" করিয়া আছে! সে দৃশ্য এত সুন্দর যে, প্রথমে ইহা দেখিয়া আমাদের কাহারও মনে হইয়াছিল যে, ইহা মানুষের হস্তপ্রস্তুত—কোনও নিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক এই সুন্দর, অপূর্ব্ব, প্রস্তরময় ঘাট বাঁধান হইয়াছে। কিন্তু সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিল; শীঘ্রই আমরা বুঝিলাম, এ শিল্পনৈপুণ্য মনুষ্য-শিল্পীর নহে—অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির স্রষ্টা সেই বিশ্বশিল্পীরই! তখন আমি মনে মনে বড়ই লজ্জিত, বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। আমার মনে হইল, বিশ্বজগতের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যাঁহার রচিত, এই সুন্দর পাথরের ঘাট করা তাঁহার পক্ষে আর কতটুকু? কিন্তু আমরা এতই সংশয়াপন্ন মূর্খ যে, তাঁহার অপেক্ষা, তাঁহার সৃষ্ট মানবের বুদ্ধি ক্ষমতা লইয়াই দিশাহারা হইয়া পড়ি! ছি! ছি! ছি!

আমরা সেই প্রস্তরাসনে বসিয়া উশ্রী নদীর স-লীল তরঙ্গ সকল দেখিতে লাগিলাম। সেই কবিত্বের খনি, সেই বিহঙ্গ-নিনাদিত স্নিগ্ধ শালবন মধ্যে, সেই সুন্দর স্রোতস্বিনীর রমণীয় প্রস্তরনির্ম্মিত তটে বসিয়া যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে; অথচ ভাষায় প্রকাশ করিবারও নহে।

আমরা যখন দেখিলাম, তখন উশ্রীর

* মাইকেল দত্তের জীবনচরিতলেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু এই রকম একটী শোচনীয় সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া "অভাগিনী" শীর্ষক কবিতা "দাসী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

শুকাবস্থা। সেই জন্য মানুষ, গরু প্রভৃতি হাঁটিয়া পরপারে যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। উশ্রীর পরপারে যাইবার সুখ-ভোগ করিতে আমরাও "উদাসীন" ছিলাম না; ইহার ভিতরকার বালি সকল এমন আলগা যে, এক স্থানে পাদক্ষেপ করিলে অন্য স্থানে সরিয়া পড়িতে হয়!

খাগোকে এখানে নদী নামে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে খাগো একটী অনতি-বৃহৎ ঝরণা। ইহার দুইধারে স্তম্ভাকৃতি প্রস্তর সকল বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এই প্রস্তর-প্রাচীরের ভিতর দিয়া, মধুর গীতি গাহিতে গাহিতে সেই দিগন্তবাহিনী দিগন্ত-পথে ছুটিয়াছে! স্থানে স্থানে, উচ্চ স্তম্ভের উপর হইতে প্রবাহিত জলরাশির উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, দ্রবীভূত রামধনুর মত সুন্দর দেখাইতেছে। আহা, সে সৌন্দর্য্য কি অনির্ব্বচনীয়!

খাগোর এক প্রধান "বিশেষত্ব" এই যে, এখানে বিচিত্র বর্ণের পাথরের নুড়ি এবং অপেক্ষাকৃত বড় বড় পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব এত সুন্দর যে, দেখিলে কেবল দুই হাতে কুড়াইতে ইচ্ছা করে—দুই হাতে কুড়াইয়াও সাধ মিটে না। ইহার মধ্যে সাদা রঙের পাথরগুলি চকমকি পাথরজাতীয়। রাত্রে (বাসায়) ইহার ঘর্ষণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়া আমার ছোট ছোট ভাই ভগিনীরা বড়ই সুখী হইয়াছিল—আমিও খুব সুখী হইয়াছিলাম। খাগোর সুখ-স্মৃতিবৎ আমরা সেই দু একটী ছোট নুড়িও সযত্নে রক্ষা করিয়াছি।

এখানকার আর এক অপরূপ দৃশ্য শ্লেট নদী। বহুদিন আগে স্বর্গীয় প্রমদা বাবুর "সখায়" লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমি প্রথমে শ্লেট নদীর কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, আর এত দিনের পরে ভগবানের কৃপায় সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তাই, প্রবাসবাসে পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, শ্লেট নদী দেখিয়া আমার তেমনি আনন্দ হইল!—সেই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রমদা বাবুর কথাও মনে আসিল।

শ্লেট নদী নির্জ্জন-প্রান্তরবাহিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী; ইহার দুই ধারে শ্লেট পাথরের শ্রেণী, কোথাও ক্ষুদ্র প্রাচীর, কোথাও সোপান, কোথাও স্তম্ভের আকারে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্র হইতে ঝর্ ঝর্ রবে জল প্রবাহ নিম্নে পতিত হইতেছে, সে যেন দ্রবীভূত কাচের ঝাড় বহিয়া যাইতেছে। ইহার এক একটা প্রাচীর, সোপান, স্তম্ভ প্রভৃতি এত পরিচ্ছন্ন যে, দেখিলে বোধ হয়, কেহ এ সকল মাজিয়া ঘষিয়া, সুন্দররূপে বসাইয়া রাখিয়াছে।

শ্লেট নদী বহুদূরব্যাপিনী। অন্যান্য নদীর অভ্যন্তরের মত ইহার ভিতরে কেবল বালি নহে, শ্লেট পাথর দিয়া ইহার মধ্যভাগ যেন বাঁধান রহিয়াছে। সেই জন্য ইহার ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইতে বড়ই সুখ। আমরা শুনিয়াছিলাম, আর কিছুদূর গেলে শ্লেট নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়া, আমরা সে সাধ পূর্ণ করিবার

জন্ত, শ্লেট নদীর সুন্দর স্রোতে, দুই ধারে শ্লেট পাথরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, শ্লেট পাথরের উপর দিয়া, বহু-দূরে যাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম; কিন্তু আমাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, কারণ আমাদের অভিভাবক মহাশয় শুনিয়া-ছিলেন যে, সেখানে নবজাত ব্যাঘ্রশিশু এবং তাহাদিগের "স্নেহময়ী" জননী বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগকে সেখানে পাইলে, তাঁহারা যথোচিত "অতিথি-সৎকার" না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না, এ কথা শুনিয়া আর সে দিকে যাইতে আমাদের সাহস হইল না। গেলেও বোধ হয় প্রিয় ভগ্নী বামাবোধিনী-পাঠিকাদিগকে, এখানকার সংবাদ—যাহা আমি লিখিতেছি, তাহা আর লিখিতে পারিতাম না।

তখন, শ্লেট পাথরের নদীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে, আমরা এক টুকরা শ্লেট পাথর লইয়া কয়েকটী স্তম্ভের উপরে বড় বড় অক্ষরে "ধন্য তুমি দয়াময়" লিখিলাম; তার পর ছোট ছোট অক্ষরে নিজের নাম, এবং আমার যে সকল ভক্তি, প্রীতি, ও স্নেহভাজনদিগের কথা, সেখানে গিয়া আমার মনে হইতেছিল, তাঁহাদের নামও লিখিলাম; বনদেবীর স্নেহধারা-রূপিণী শ্লেট নদীর বক্ষে আমাদের সেই লেখাগুলি প্রীতিচিহ্নস্বরূপ জাগিতেছিল। এত দিনে আমাদের সে প্রীতিচিহ্ন হয় তো মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রিয় জনের স্মৃতির মত শ্লেট নদীর সে মনোমোহিনী ছটা আমাদের হৃদয়ে নীরবে নীরবে বহিয়া যাইতেছে! এমন সুন্দর, এমন মনোহর শোভারাশির রচয়িত্রী মা, বিশ্বজননি! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার! তুমি কোথায় কি অপূর্ব্ব বস্তু রাখিয়াছ, অধম আমি, কিছুই জানিতে পাইলাম না। তবে তোমার কৃপায় এত টুকু যে দেখিতে পাইলাম, ইহাতে কৃতার্থ হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

বায়ুশূন্য স্থানে কোন বস্তু রাখিয়া যদি তাহাতে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ আঘাতের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। মনে কর, একটী বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের স্থূল কাচের পাত্রটী একটী লৌহফলকের উপরে অধোমুখে বসান আছে। ঐ পাত্রটীর মুখ এরূপ সমতলভাবে নির্ম্মিত, যে ইহাকে অধোমুখে ঐ লৌহফলকে বসাইলে কিছু-মাত্র ফাঁক থাকে না; সুতরাং ভিতরের বাতাস বাহিরে আসিতে পারে না, অথবা বাহিরের বাতাস ভিতরে যাইতে পারে না। ঐ ফলকের মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের সহিত এরূপ একটী কলের যোগ আছে, যদ্দারা ঐ পাত্রমধ্যস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়। ঘটিকা যন্ত্রের যে অংশ বাজিয়া থাকে, সেই অংশ

উক্ত পাত্রের মধ্যে দুইটী দণ্ডের উপর রজ্জু দ্বারা ঝুলান আছে। পাত্রের মধ্যস্থলে দণ্ডটী এইরূপে মানান আছে যে, উহা টানিয়া তুলিলে বা চাপিয়া নামাইলে ভিতরে বাতাস যাইতে পারে না; এবং চাপিয়া নামাইলে উহা ঐ ঘটিকা যন্ত্রের এরূপ স্থান স্পর্শ করে যে, ঐ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। পাত্রস্থ বায়ু নিষ্কাসন করিয়া দণ্ড চাপিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ ঘণ্টায় আঘাত হইতেছে, কিন্তু ঘণ্টার শব্দ কিছুমাত্র শ্রবণগোচর হইবে না। আবার যদি পাত্র বায়ুপূর্ণ করা যায় এবং উক্ত দণ্ড চাপিয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে।

আবার যদি পাত্র নির্ব্বায়ু করিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা যায় এবং একটী ধাতু-নির্ম্মিত তার ঐ ঘণ্টায় ছোঁয়াইয়া বাহিরে বায়ুর সহিত মিলিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে। এখানে ঐ ধাতুনির্ম্মিত তার আশ্রয় করিয়া ঘণ্টাপ্রকম্প বায়ুতে প্রসারিত হয় বলিয়া ঐ শব্দ শোনা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনি তরঙ্গ আশ্রয় ভিন্ন প্রসারিত হইতে পারে না।

বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্র সম্যক্ বায়ু-পূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যস্থ ঘণ্টার ধ্বনি অতি-শয় মৃদু শোনা যায়। কিন্তু ঐ পাত্র অন্তরিত করিয়া অনাবৃত স্থানে সেই ধ্বনি করিলে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ উপলব্ধ হইবে। প্রথমোক্ত স্থলে ঘণ্টাধ্বনি অর্থাৎ ঘণ্টার প্রকম্প বেগ মধ্যস্থিত বায়ুতে প্রসারিত হইয়া পাত্রে সংক্রামিত হইবে এবং ঐ পাত্র হইতে বাহিরের বায়ুতে প্রসারিত হইবে। সুতরাং অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধ্বনি-প্রবাহ লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে, ধ্বনি-প্রবাহের বেগ কমিয়া যায়। এই নিমিত্ত যদি কেহ জলমগ্ন থাকে, এবং অপর এক ব্যক্তি উপরে থাকিয়া কথা কহে, তবে ঐ জলমগ্ন ব্যক্তি ঐ কথা তাদৃশ শুনিতে পাইবে না।

ফলতঃ অন্যান্য বেগ যে যে নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, ধ্বনিপ্রবাহকেও সেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। বেগমাত্রেই লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে হীনবল হইয়া থাকে, সুতরাং ধ্বনিপ্রবাহেরও ঐরূপ ঘটিবে। বেগমাত্রই যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই তাহার হ্রাস হইতে থাকে; ধ্বনি-প্রবাহও যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই উহার হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন কোন বিস্তীর্ণ জলাশয়ে একটি গুরু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, নিক্ষিপ্ত স্থানে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইবে, কিন্তু ঐ তরঙ্গ যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই উহার প্রবলতার হ্রাস হইতে থাকে—ক্রমশঃই উহা অল্প ও মৃদু হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

ভুল।

১

সে যে এক ভুল—
সাধের শৈশব সেই
কিছু আজি মনে নেই,
সে আমি যে বাবা মা'র "স্নেহের মুকুল"!
ভূতলে নূতন আসা,
মরমে নূতন ভাষা,
কে জানে সে কি আনন্দ, কি সুখ অতুল,
আজি শুধু মনে হয়, সে যে এক ভুল!

২

সে যে এক ভুল—
যবে মিলি সখীগণে,
খেলিতাম এক সনে,
তটিনী বহি'ত যথা করি কুল কুল,
কচি বুক ভরা স্নেহে,
এক প্রাণ সব দেহে,
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথা সুখে ঢুল ঢুল!
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৩

সে যে এক ভুল—
সন্ধ্যাকালে গলাগলি,
ঘরে আসিতাম চলি,
দু'পাশে হাসিত কত পুন্নাগ পারুল;
আকাশ দু'ফাঁক করি,
বুঝি বা দেখিত পরী
খুলি চারু নীল নেত্র, খুলি কালো চুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৪

সে যে এক ভুল,
যে দিনে বালিকা ঊষা,
পরিয়া মাণিক ভূষা,
দাঁড়াইলা স্বর্ণাচলে হয়ে অনুকূল;
যে দিনে দিনের শেষে,
পশ্চিমে ডুবিল হেসে,
সুন্দর তপন খানি রক্ত জবা ফুল!—
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৫

সে যে এক ভুল,
যে দিনে সরসে শশী,
হাসিয়া পড়ি'ত খসি,
হেরিয়া তারকা মেয়ে হাসিয়া আকুল!
যে দিনে হাসির মেলা,
সংসার সুখের খেলা,
মানব সবাই যেন হাসির পুতুল!—
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৬

সে যে এক ভুল,
কুসুমে সোণার দল,
অমৃতে মাখা'ন জল,
বাতাসে মন্দার গন্ধ ছুটিত বিপুল;
ছিল না যাতনা জ্বালা,
সারা ধরা সুধা ঢালা,
খুঁজে না পেতেম কোথা সৌভাগ্যের মূল?
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

* * *

৭

সে যে এক ভুল,
যেই দিন—অকস্মাৎ
সর্ব্বনাশ, বজ্রাঘাত!
কামনা, বাসনা, আশা, সহসা নির্ম্মূল!
সে যে কি দারুণ কথা,
সে যে কি অসহ্য ব্যথা,
বলিতে পারি না খুলে, পরাণ আকুল!
আজ মনে হয় যেন তাও এক ভুল!

৮

সে যে এক ভুল,
প্রতিজ্ঞা—সন্ন্যাসিবেশে,
বেড়াইব দেশে দেশে,
বিভূতি মাখিয়া দেহে, জটা ক'রে চুল;
পরিব বাঘের ছাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল,
করে নেব কমণ্ডলু, শিবের ত্রিশূল!
আজ মনে হয় যেন, তাও এক ভুল!

৯

সে যে এক ভুল,
যায় যদি সাধ আশা,
কেন থাকে ভালবাসা,
কি নিয়ে মলয়া বহে না ফুটিলে ফুল?
এখনো কিসের ধ্যানে,
বেঁচে আছি ভাঙা প্রাণে,
এখনো কিসের ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল?—
আমার জীবনে ছাই আগাগোড়া ভুল!

১০

না না—
এতো নহে ভুল,
স্বরগে দেবতা তুমি,
আমি নর মর-ভূমি,
তবু মোর শিরে মাথা তব পদধূল!
তোমারি অমৃত গন্ধে,
এ শ্মশানে মহানন্দে,
কাটায়ে, দেখিব সুখে বৈতরণী-কূল,
এ মোর "জীবন্ত সত্য" কভু নয় ভুল!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

উদাসীনের চিন্তা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতে পর)

চঞ্চলা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য অলঙ্কারবিক্রয়ের টাকাগুলি পাঠাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ আনন্দ চিরস্থায়ী হইল না। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর কন্যার বিবাহোৎসব আরম্ভ হইল। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার গাত্রে আর কোন অলঙ্কার নাই। হাতে কেবলমাত্র দুই গাছি শাঁখার বালা। বিবাহোৎসবে অনেক মহিলা উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই সাধ্যমত বেশ ভূষা করিয়া আসিয়াছেন।

কেহ কেহ ধার করিয়াও দেহ সুসজ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়া আপনাকে যেরূপ ময়ূর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল, সেইরূপ কোন কোন নিঃস্ব মহিলা প্রতিবেশিনীর বেশ ভূষা দ্বারা স্ব স্ব অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া ধনীর গৃহিণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী। আমরা তাহাদের কথা ছাড়িয়া দি। চঞ্চলা মহিলা-সমাজে তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িলেন। যে সমাজে সকল লোকই বিষয়াসক্ত, ক্ষণস্থায়ী বেশ ভূষার জন্য লালায়িত, সে সমাজে বিষয়-বিরাগী হওয়া বিড়ম্বনা। মহিলাগণ চঞ্চলার বিষয়-বৈরাগ্য দেখিয়া নানা ভাবে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র; জীবনে যে অবস্থা লাভ করিলে লোকে নিন্দা প্রশংসার উপরে উঠিতে পারে, তাঁহার সে অবস্থা লাভ হয় নাই। তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল এবং নিন্দায় বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন সমগ্র মহিলা-সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দার তীব্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এক কোণে গিয়া বসিলেন এবং অলক্ষিত ভাবে দুই চারি বিন্দু অশ্রুজলও ফেলিলেন। তাঁহার মনে এখন শোচনার উদয় হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বড়ই কুকার্য করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ নিন্দাভাজন হইবেন পূর্ব্বে যদি জানিতেন, তাহা হইলে এমন কাজ কখনও করিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি একটা সৎকাজ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার সে কাজের অনুমোদন করিবে এবং তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত পণ্ড হইয়া গেল। তিনি প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা কুড়াইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে এই যন্ত্রণার কারণ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। নির্ব্বোধ বালিকা অসাবধানতাবশতঃ যেমন পুতুলের আঘাতে ব্যথা পাইয়া রাগান্বিত হইয়া পুতুলকে দূরে নিক্ষেপ করে, চঞ্চলারও সেই দশা হইল। তিনি তাঁহার পরমহিতৈষী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে হৃদয় হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর যেরূপ দৃঢ়ভাবে তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইল না। চঞ্চলা যতক্ষণ বিবাহোৎসবে ছিলেন, কেবল আপনাকে এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বিবাহের উৎসব কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার বড় লক্ষ্য ছিল না। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্থির করিলেন যে, পুনর্ব্বার কতকগুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইবেন এবং লোকনিন্দার যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিতে কাল কাটাইবেন।

বিবাহোৎসবের শেষে তিনি বাড়ীতে

প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার স্বামী বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি চঞ্চলার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কারণ অনুমান করিয়া লইলেন—গৃহিণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অধিকতর ব্যথিত হইবেন ভাবিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। যদিও চঞ্চলার স্বামী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় ক্রিয়ার অনুমোদন করেন নাই, তথাপি প্রাণসমা প্রেয়সীর প্রাণে আঘাত দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কোন কোন হৃদয়বিহীন স্বামী এতাদৃশ সময়ে স্ত্রীর যন্ত্রণার লাঘব না করিয়া বৃদ্ধি করিতেই আনন্দ অনুভব করেন—তাহার ভাঙ্গা হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া দুঃখের আগুন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। চঞ্চলার স্বামী সে উপাদানে গঠিত ছিলেন না বলিয়াই চঞ্চলা রক্ষা পাইলেন। স্বামী কারণ জিজ্ঞাসা না করিলেও চঞ্চলা তাঁহার মনোবেদনার সমস্ত কারণ স্বামীকে বলিলেন এবং সন্ন্যাসীর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলার স্বামী একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি সাধু-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "দেখ চঞ্চলা, নিজের কর্ম্মের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক্ নয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার দুল দুইটী মাত্র চাহিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সমস্ত গহনা বিক্রয় করিতে বলেন নাই। তুমি ভাল কাজ ব'লে তা কল্লে, এখন তাঁকে দোষী কর কেন? সাধুনিন্দা মহাপাপ, এমন কাজ কর্ত্তে নাই। আর কাল তুমি তাঁর সহিত দেখা কল্লে, তিনি হয়ত তোমার সকল শোক ঘুচাইয়া দিবেন। তাই কাল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

চ। আমি আর তাঁর ওখানে যাব না—বড় বিষম লোক, আবার কি কর্ত্তে বলেন তার ঠিক্ কি? তাঁর কথা ফেলাও ভাল নয়।

স্বামী। ধর্ম্ম করা সোজা কথা নয়। অনেক ছাড়্তে হয়, অনেক সহিতে হয়, অনেক সাধন কর্ত্তে হয়। তুমি প্রথমেই এত ভয় পাচ্চ, তাহলে ধার্ম্মিক হবে কি করে? সাধু লোকেরা যা উপদেশ দেন, প্রাণপণে তা করা উচিত। তা কর্ত্তে যেয়ে লোকের মনের দিকে চাইলে চল্বে কেন? লোকের মনের দিকে চেয়ে কে কোন্ দিন ধর্ম্ম কর্ত্তে পেরেছে? তোমায় অনুরোধ করি, কাল একবার সন্ন্যাসী বাবাজীর কাছে যাও।

চ। আমার ত মন চায় না। তবে তোমার কথায় না হয় একবার যেয়ে দেখ্‌ব। কিন্তু তিনি যদি কোনও অসাধ্য সাধন ক'র্ত্তে বলেন, তা হইলেই ত নাচার।

স্বামী। সাধু মহাজনেরা ধর্ম্মার্থীদিগের শক্তি বুঝিয়াই সাধন দেন, শক্তির অতিরিক্ত কিছু কর্ত্তে বলেন না। তবে কেহ যদি রাতারাতি বড়লোক হ'তে ইচ্ছা করে, তা হলে উপদেষ্টার কোনও দোষ নেই—শিষ্যেরই দোষ। তুমি একদিনেই সমস্ত বিষয়াসক্তি দূর কর্ত্তে চেয়েছিলে। কাজেই তোমার কষ্ট হচ্চে। ধর্ম্মরাজ্যে জোর করে কোনও কাজ হয় না। মাথার কাল চুল যেমন জোর করে শাদা করা

যায় না, বয়স হ'লে আপনিই শাদা হয়, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও সাধন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চলতে হয়, একবারে লাফ দিয়ে দুই চারি ধাপ পার হওয়া যায় না। স্বামীর যুক্তি চঞ্চলার নিকট খুব সারগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইল। তাঁহার মনে যে শোকতরঙ্গ উঠিয়াছিল, স্বামীর সদুপদেশে তাহা প্রশমিত হইল। তিনি পরদিন পুনর্ব্বার সন্ন্যাসি-দর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার যে বিরক্তির ভাব ছিল, তাহা দূরে তাড়াইয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর সাধুদর্শনে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

(৩৬৫ সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

যদি কোন ব্যক্তি এই নীরস প্রবন্ধ পাঠের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, অবশ্যই তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে স্থলে মৃত্তিকার প্রকারভেদ লিখিত হইয়াছে, তথায় "লোণা সোরা" ও "লোণা কোটা" নামক দুই প্রকার মৃত্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ ও সোরার মিশ্রণ থাকাতে ঐ দুই প্রকার মাটী নিতান্ত অনুর্ব্বর হইয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতির শক্তিপ্রভাবে ঐ দ্বিবিধ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি ফসল হইয়া থাকে।

আর দুই প্রকার মাটীর কথা বলিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের মৃত্তিকা-প্রকরণ এক প্রকার শেষ হয়। ঐ দুই প্রকার মাটীর নাম "দো-আঁশ মাটী" ও "ভিটামাটী"। ঐ দুই প্রকারই মিশ্র মৃত্তিকা। কিন্তু উভয়ে মিশ্র মৃত্তিকা হইলেও উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে; কারণ সমান সমান বস্তুর মিশ্রণে ঐ দুই বস্তু উৎপন্ন হয় নাই। বিবিধ উদ্ভিজ্জের বিনাশাবশেষ, চূর্ণ, ভস্ম, বালুকাদি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া দো-আঁশ মাটীর সৃষ্টি হয়। এই মাটী অতিশয় উর্ব্বরা। ইহাতে কি আশু, কি হৈমন্তিক, কি ঝাটী, সকল প্রকার ধান্যই উত্তমরূপ জন্মে। তদ্ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার তরু, লতা ও গুল্মের পক্ষে এই মাটী বিশেষ উপকারক। বিশেষতঃ নীল, তুঁতে, হরিদ্রা, আলু প্রভৃতি শিল্পসহায় ও লাভজনক ফসল এই মাটীতে উৎকৃষ্টরূপ জন্মে। দেশভেদে এবং উপাদান পদার্থের ভিন্নতা বশতঃ ঐ মৃত্তিকার শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে।

"ভিটামাটী", "দো-আঁশ" মাটী অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা, ইহার উপাদানও বিবিধ। গ্রাম, নগরাদি বিজন ও বিধ্বস্ত হইয়া ভিটামাটীর উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের ব্যবহৃত বিবিধ পদার্থই উহার উপাদান :—যেমন খড়, পোয়াল, ভূষি, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, ভস্ম, গোবর, ঘুঁচলা, তুঁষ ইত্যাদি। ইহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, শাক, সবজী উত্তমরূপে জন্মে। বিশেষতঃ তামাক ও সর্ষপ ভিটামাটীতে যেমন হয়, তেমন আর অন্য কোন ভূমিতে হয় না। কিন্তু ভিটা-মাটীতে কোন প্রকার ধান্যই ভাল হয় না। আশু ধান্য কিছু হইলেও আমন আদৌ হয় না।

যত প্রকার মাটীর কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত হিমালয়ের অধিত্যকা, উপত্যকা, ও তলদেশে আর কয় প্রকার মৃত্তিকা আছে। এই সকল মৃত্তিকার সহিত পূর্ব্বোক্ত কোন মৃত্তিকার প্রায় সাদৃশ্য নাই। কেননা হিমালয় যেরূপ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, সেরূপ মাটী পর্ব্বতের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। কারণ বহু পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা হিমালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্যাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং হিমালয়ের কি অধিত্যকা, কি উপত্যকা, কি তলদেশ সকল স্থানই দগ্ধ মৃত্তিকায় পূর্ণ এবং ঐ মৃত্তিকার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও বালুকা মিশ্রিত আছে। এজন্য ঐ মাটীতে কিছুমাত্র আটা নাই; সর্ব্বদাই শিথিল ও তাপশোষক। কিন্তু উর্ব্বরতাবিষয়ে অন্য কোন মৃত্তিকাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কোন কোন পার্ব্বতীয় উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকাভেদ-প্রকরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও, আমরা মনে করি, অস্মদ্দেশীয় কৃষিকার্য্য বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।

ধান্যের প্রকারভেদ—আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধান্য সামান্যতঃ তিন প্রকার—আশু, হৈমন্তিক বা আমন ও ঝাটি। সচরাচর বৈশাখ মাসে যে ধান্যের চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া ভাদ্র মাসে শেষ হয়, তাহাকে আশু বা আউস কহে; জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে যাহার চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে শেষ হয়, তাহাকে হৈমন্তিক বা আমন কহে; এবং আশু ও হৈমন্তিকের মধ্যে কার্ত্তিক মাসে এক প্রকার ধান্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কার্ত্তিকে ঝাটি কহে। তদ্ভিন্ন বোরো, চালি, কাউন, চিনে প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান্য আছে, তাহা পৃথক্-জাতীয় ধান্য নহে। তাহাদের কোনটী আশু, ও কোনটী আমনের অন্তর্গত। কৃষকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, একাধিক * সহস্র প্রকার ধান্যের নাম আছে। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। যদিও আমরা অধিকসংখ্যক ধান্যের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাপি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা অবশ্যই এই স্থলে বলিব।

* কেহ কেহ বোরো ও জলিকে পৃথক্ দুই প্রকার ধান কহিয়া থাকেন।

আমরা বঙ্গবাসী, ধান্যই আমাদিগের জীবন-রক্ষার প্রধান সামগ্রী, এজন্য তাহার নাম শুনিলেও যেন কতকটা ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। অতএব এক্ষণে আমরা ধান্যের নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম। আশু ও আমন ধান্যের মধ্যে কয়েকটী উপবিভাগ আছে ঃ—যথা ছোট্‌না আশু ও বরাণ আশু। আমন দ্বিবিধ; যথা রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে। এই বাগ্‌ড়ে আবার দুই প্রকার—ছোট্‌না বাগ্‌ড়ে ও বরাণ বাগ্‌ড়ে। * আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্‌নী, মধুমালতী, আগুন-বাণ, সন্ধ্যামণি, ফেব্‌রি, লোহাগজাল, দলকচু, তুলসীমঞ্জরী, পরাক্ষী, কাজলা, যুড়ে, পিপ্‌ড়েশার্, খেজুরছড়া ও চন্দ্রমণি প্রধান। ছোট্‌না আশুর মধ্যে কেলে, মুদ, তানরেঢেঙ্গা, ছোটকুমারী, ঢেঙ্গা-কুমারী, নড়াই চামরে, সাঁজাল, নেড়ামুদ, মাণিকমুদ, পুর্ণিকেলে, আশুলঘু, কাল-মাণিক, কাদাচাপ, গুড়কপিলে ইত্যাদি প্রধান। আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্‌নী, চন্দ্রমণি, ও মধুমালতী এই কয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আশু ধান্যের মধ্যে কোন্‌টীর কি বিশেষ গুণ আছে, কৃষকের তাহা জানা থাকিলে অনেক উপকার হয়। সূর্য্য-মণি ধান্য ফলে বেশি, এবং কিছুদিন জল না পাইলেও তাহার বড় ক্ষতি হয় না। মধুমালতী—অধিক উত্তাপ সহিতে পারে, এজন্য প্রস্তর ও বালুকামিশ্রিত ভূমিতে উহার চাষ আবাদ চলিতে পারে। চন্দ্রমণি ধান্যের ফলন অধিক বটে; কিন্তু উহা পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই যে সকল কৃষকের ঘরের ভাত ফুরাইয়া যায়, তাহারাই প্রায় আউশ ধান্যের চাষ করে; কেননা শীঘ্র এক মুষ্টি ধান্য পাইয়া উপকৃত হইবে। সুতরাং যে ধান বিলম্বে পাকে, তাহাদের পক্ষে সে ধানের আবাদে সুবিধা হয় না। সন্ধ্যামণি ও ফেব্‌রি, এই দুই প্রকার ধান অতি শীঘ্র পাকে; এই জন্য কৃষকেরা নির্ভাবনায় চরভূমিতে ঐ দুই প্রকার ধানের আবাদ করিতে পারে। নদীর বার্ষিক প্লাবনে ধান ডুবিয়া যাইবার শঙ্কা থাকে না, অথচ চরভূমির আবাদে কৃষকের বিলক্ষণ লাভ আছে; কেননা পললের সংসর্গে চরভূমি অতিশয় উর্ব্বরা হয়; সুতরাং সেখানকার ধান অতিশয় ফলশালী হয়। দলকচু মেটেল ভূমিতে জন্মে। কিন্তু মেটেল ভূমির ধান পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। ছোট্‌না আশুর মধ্যে "ষেটে" নামক এক প্রকার ধান আছে, তাহা ষাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে।

কার্ত্তিকশাল, ইহার প্রকৃত নাম কার্ত্তিক-শালী। নামানুসারে উহাকে আমনের মধ্যে ধরা যায়, এবং উহার আবাদও আউশ অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পাকে বলিয়া নাম কার্ত্তিক-শালী। কার্ত্তিকে ঝাটিও ইহারই নামান্তর। "কেশেফুল" নামক এক প্রকার ধান্য আছে, তাহাও কার্ত্তিকশালীর অন্তর্গত।

যে বৎসর অধিক বন্যা হইয়া আমন ধান

* রাঢ়িও দুই প্রকার, ছোট্‌না ও বরাণ।

ডুবিয়া ও পচিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসর কৃষকেরা বোরো ধানের আবাদ করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়; কারণ বোরো ধান কাদা জলে জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ ধানের ন্যায় ফসল আর কোন ধানের হয় না। বিঘা প্রতি ১৬/০ ষোল মণের অধিক ফলন হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ভূমিতে আইল বাঁধিয়া জল ধরিতে হয় এবং সেই জলে কাদা করিয়া বোরো রোপণ করিতে হয়। আমনের আবাদের বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই বোরোর আবাদ হইয়া থাকে। বোরো মাঘ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। আবার সেই ভূমিতে চাষ দিয়া রীতিমত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আবাদ হইয়া থাকে। বোরোর গোড়া, পাতা, ধান পচিয়া ও মৃত্তিকাসাৎ হইয়া আমনের বিশেষ সাহায্য করে। ফলতঃ পূর্ব্ব বৎসরের বর্ষা-বিনষ্ট হৈমন্তিকের ক্ষতি বোরো দ্বারা অনেকটা পোষাইয়া যায়।

মাঘ ফাল্গুন মাসে নদীর জেয়োরের জল যতদূর উঠে এবং ভাঁটার সময় যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমার মধ্যে "জলি" ধানের আবাদ করিতে হয়। বসন্ত-বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন "জলি" ধানের গাছ তেজস্বী হয় না, এজন্য মাঘের শেষ-ভাগে বা ফাল্গুনের প্রথমে একটা মরা কটাল দেখিয়া সেই পলির কাদার উপর জলির বীজ বপন করিতে হয়। উহা পৃথক্ এক প্রকার ধান নহে; ছোট্না আশুর অন্তর্গত এক প্রকার ধান্যবিশেষ। তবে উহা জলের মধ্যে জন্মে বলিয়া উহার "জলি" এই নাম হইয়াছে। উহার চাষ আবাদে ব্যয়ও অধিক নাই। ধান্য-বপনকালে যে কিছু পরিশ্রম ও ব্যয়, তদ্ভিন্ন ধান কাটার মধ্যে আর কিছুই করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ ধান পাকিয়া উঠে।

বরাণ আশুর মধ্যে আরও কয়টী নাম আমরা যথাস্থানে ধরিতে ভুলিয়াছি, এজন্য এই স্থানে তাহাদের উল্লেখ করিয়া আশু-প্রকরণ শেষ করিব:—যথা সর্ব্বভোগ, কপিলেশ্বর, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, কবুতর-ঝুড়ি, পিপ্‌ড়েকেলে, লক্ষ্মীজটা, সরু চামরে, দুধচামরে, বেণকুলি, পুটেগজাল, বেগুনবীচি, কালকচু, জগদ্দুর্লভ, ভুবনদুর্লভ, লোহা-গড়, ঘৃতকাঞ্চন, চিঙ্গড়েশাল ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীজটা, পুটেগজাল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান বড় মোটা।

এক্ষণে আমরা হৈমন্তিক বা আমন ধানের কথা বলিব। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা প্রথমতঃ রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার পর রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে আবার ছোট্না ও বরাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ছোট্না রাঢ়ির প্রকার অধিক নহে। অধিক না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ জল ভিন্ন আমন ধান হয় না। ধানগাছের দৈর্ঘ্য পরিমাণ অল্প হইলে উহা জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সামঞ্জস্য-বিধায়ক জগদীশ্বর উহার সংখ্যা অল্পই করিয়াছেন। এই ধান্যের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিমাণ-

বিষয়েও তাঁহার অতুল শিল্প-নৈপুণ্যের ভূরি নিদর্শন দৃষ্ট হয়। আমরা প্রসঙ্গতঃ তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। লঘু, কেলেন্দি, মোল্লাকেলে, নিনামা, মৌল ইত্যাদি ছোট্না রাঢ়ি।

বরাণ রাঢ়ি ধান বহুতর। বেণাফুল, বাঁশমতী, রামশালী, চামরমণি, পেশোয়ারি, পাটনাই হুড়ো, পাতরকুচি, লোনা, করিম-শাল, খাণ্ডবশাল, ঝিঙ্গেশাল, বনগোঁটা, কৈযোড়, কেলে, উড়কি, ছিলেট, কনকচুর, পরমান্নভোগ, বাঁশকাটা, ভাসাপান্তী, মেথি, মেনকি, ঘিকলা, কেউটেশাল, পাদসাভোগ, হরিনারায়ণ, মাঠচাল, পুদিনী, পানত্রাস, কালহানা, মুগী, পুরবী, রাংমৌলা, বৌনাগরা, কৃষ্ণচূড়া, গুড়কচু, শালকেলে, সফেদকলমা, হরিণখুরী, কদমশালী, কুসুম-শালী, সর্ব্বভোগ, রাজভোগ, বাঁশফুলী, হেতেমাগুড়, পোকা এইগুলি প্রধান।

ছোট্না বাগ্ড়ে আমন—যথা কেঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, ঢুমনাড়ী, কুঁচে, মেঘলাল, দেবমুনি, আয়দা, আঁধার-মাণিক, ডহরনাগরা, এইগুলি প্রধান।

বরাণ বাগ্ড়ের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তা-হার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেতা, ধনি, পিত্তরাজ, কেয়ারশালী, কুল আমলা, পুদি, কলমা, হ্যাপো, লালকানাই, মেহেরফল, হাসবত, কালবয়রা, এইগুলি প্রধান।

রাঢ়ি ও বাগ্ড়ে এই দুই প্রকার আমনের মধ্যে যে দুই দুই প্রকার ভাগ আছে, সেই সকল ভাগের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া ধান্যের নাম করা গেল। এক্ষণে ঐ সকল ধান্যের মধ্যে কোন্ ধানের কি বিশেষ গুণ আছে, তাহার আলোচনা করা যাইবে। বরাণ রাঢ়ির মধ্যে যে সকল ধানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, রামশালী, চামরমণি, বাঁশমতী, বেণাফুল, পাদসাভোগ ইত্যাদি কতকগুলি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট। উহাদিগের চাউল অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সে চাউলের অন্নভোজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। কৈযোড় ধানের ফলন খুব বেশি, এজন্য উহার আবাদে কৃষকের বেশ লাভ হয়। উড়ে, কনকচুর ও মেনকি, এই ত্রিবিধ ধান্যে খৈ হয়, এবং উহাদিগের ফলনও অধিক। খইয়ের ধানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহার ফলনও অধিক। এজন্য ঐ ধানের চাষেও কৃষকের লাভ আছে। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ধানই,—বিশেষতঃ কনক-চুর অত্যন্ত নাবি, মাঘ মাসের পূর্ব্বে পাকে না। উড়ে ধান অধিক ফলে বটে; কিন্তু উহা সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ উহা পরিপক্ক হইবামাত্র গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, তখন ভূমি-বিক্ষিপ্ত ও মৃত্তিকাসহ মিলিত ধান-সঙ্কলন দুরূহ ব্যাপার বোধ হয়। উড়ে ধানের আবাদ বিষয়ে ইহা একটী ক্ষুদ্র বিপদ। আমাদের পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বরাণরাঢ়ি ধান্যের মধ্যে "পোকা" নামক এক প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। আমাদের দেশে ঐ ধানের চাষ আবাদ বৃদ্ধি পাওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। খুলনা

জিলার অন্তর্গত দেঁতে পরগণার কোন কোন স্থানে এবং আষাম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে ঐ ধান্তের আবাদ হইয়া থাকে। যে ২।১টী কৃষক উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে, তাহারা স্ব স্ব জমীদারকে এবং আত্মীয় কুটুম্বকে উহা উপহার দেয়; বোধ হয়, আদৌ বিক্রয় করে না। ঐ ধানের চাউল, ভ্রমণকারী-দিগের বিশেষ উপকারী, কারণ উহা হইতে অন্ন প্রস্তুত করিতে অগ্নিপাকের প্রয়োজন হয় না। চিঁড়ে, মুড়ি, খই, ছাতু ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিলে তাহা যেমন সুখ-খাদ্যরূপে পরিণত হয়, পোকা ধান্যও জলসিক্ত হইলে কিয়ৎ-ক্ষণের মধ্যে অগ্নিপক্ক সুসিদ্ধ অন্নরূপে পরিণত হয়! যাঁহারা নিত্য অন্নাহার করিয়া থাকেন, একদিন অন্নাহার না ঘটিলে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ক্লেশ হইয়া থাকে। তবে পথে ঘাটে বিদেশে অন্নের অভাব বশতঃই অন্যবিধ আহার করিতে বাধিত হইয়া থাকেন। পাকাদি ক্রিয়া-সম্পাদন সকল স্থানে সকলের পক্ষে সহজ নহে। যদি পথিকগণের নিকট কিছু কিছু এই চাউল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বড় সুবিধা হয়, অনায়াসে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে এই "পোকা" ধানের চাষই বৃদ্ধি পাইলে বড় ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

বিগত শতবর্ষে রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৫ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ যুগের শেষভাগে লর্ড ল্যান্সডাউন মহোদয়ের শাসনসময়ে ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহ-নিষেধক আইন পাস হয়। এই কার্য্যে অনেকের বিবেচনায়, শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের সম্ভ্রমের কতকটা হানি হইয়াছে। তথাপি ভারতবাসিনীদিগের প্রতি রাজার যে বিশেষ অনুগ্রহ, এ আইনেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপে জগদীশ্বরের কৃপায়, ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নারীহিতৈষিগণের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে গত শত বৎসরে ভারতমহিলা-দিগের অবস্থা অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বহুতর কলেজ স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রায় প্রতি জেলায় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সভা সমিতি হইতেছে। উত্তরপাড়া হিতকারী, মধ্য-বাঙ্গালা-সম্মিলনী, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী, বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা প্রভৃতি সভা কর্ত্তৃক রমণীগণের লেখা পড়া, শিল্প ও কারুকার্য্য, গার্হস্থ্য নীতি অধিকতর উৎসাহিত হইতেছে। ভারতমহিলাদিগের অনেকেই সত্যধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার ফলস্বরূপ ভারতে পণ্ডিতা রমাবাই, ডাক্তার আনন্দী

বাই, বিহুষী শ্রী বাই ও অনসূয়া বাই প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম্, এ, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, বি, কুমারী, কামিনী সেন, বি, এ, কুমুদিনী কাস্তগিরি, বি, এ, প্রভৃতি বঙ্গ-মহিলাগণ বিদ্যাবত্তায় ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুইজন পারসী মহিলা—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একজন ডাক্তার, আর একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, আলো ও ছায়া রচয়িত্রী প্রভৃতি বঙ্গবাসিনীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে "প্রথম শ্রেণীর লেখিকা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশে বিধবাশ্রম, পণ্ডিতা রমাবাই পুনাতে "শারদা-সদন" আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাথা বিধবাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক এক জন মহাপ্রাণা রমণীর প্রধান উদ্যোগে ও সহায়তায় কলিকাতায় "অনাথ-নিবাস" ও "দাসাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। একজন মহদাশয়া রমণী ভারতের পতিতা অবলাদিগকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের সুশিক্ষিতা নারীগণ, এইরূপে প্রকৃত জীবন লাভের পরিচয় দিতে সক্ষমা হইয়াছেন। সাধারণ মহিলাগণ লেখা পড়ার সাহায্যে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব, শিশুদিগকে প্রথম শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ভূগোল, খগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়াতে, অনেক মহিলা সে সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। এ যুগে ভূত প্রেতেরা আর কথায় কথায় স্ত্রীজাতির উপরে উপদ্রব করিতে পারে না, সে সকল "কল্পিত কথা" বলিয়া বিজ্ঞান প্রমাণ দিতেছে। মৃতবৎসা রমণী আর পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা না করিয়া শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধ ও নিয়ম দ্বারা জীববৎসা হইতে পারিতেছে। পতি-বশীকরণ জন্য ভার্য্যাকে আর ঔষধ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। বহুবিবাহ পরিত্যক্ত হওয়াতে স্বামী সহজেই ভার্য্যার বশীভূত হইতেছেন। রুচির উন্নতির সহিত রমণীগণ অনেকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা, কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ ও অসভ্যতাপূর্ণ অন্যান্য আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অনেক নব্যা মহিলা (বস্ত্রের সহিত) সেমিজ, জ্যাকেট, বডী প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন। রূপার গহনার পরিবর্ত্তে সোণার গহনা, এবং ঢেঁড়ি, পাশা, নথ, মাদুলি, বাউটী, পৈঁছে প্রভৃতি গহনার পরিবর্ত্তে কটক, ঢাকা ও কলিকাতার খ্যাতনামা কারুদিগের কৃত চিক্, চেন হার, কাণ, ইয়ারিং, অনন্ত, যশম, চুড়ি, বালা প্রভৃতি সুদৃশ্য ও সুন্দর নামযুক্ত গহনা সকলও বাহ্যিক রুচির উন্নতির পরিচয় দিতেছে; স্ত্রীজাতির চিন্তাশীলতা ও হিতাহিতবিচারশক্তি ক্রমশঃ

পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাবিবাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বালবিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কারের পথ ক্রমশঃই উন্মোচিত হইতেছে; প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাদিগের অনেকে শরীর-কৃচ্ছ্রতার বাড়াবাড়ি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। বহুবিবাহ-নিবারণ-ফলে দাম্পত্য-প্রেম গভীর ও দৃঢ়তর হইতেছে। সমাজে রমণীগণ পবিত্রতা, কোমলতা ও মধুরতা বৃদ্ধির সহায় হইতেছেন। ফলতঃ শত বৎসরে এ দেশের রমণীগণের অবস্থা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতীয় আর্য্যসমাজের রমণীদিগের মত বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহিলাগণের মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলেও শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসিনীদিগের যে অবস্থা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! যে করুণাময় দেবতার প্রসাদে এবম্প্রকার শুভ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে, সে দেবতার চরণে সহস্র নমস্কার! যে সকল ব্যক্তি এই শুভ কার্য্যের সহায় হইয়াছেন, তাঁহারাও ভারতবাসিনীদিগের শত শত বার নমস্য ও কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিগত শতবর্ষে ভারতবর্ষের রমণীদিগের অবস্থা আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের এক বিশেষ কর্ত্তব্য বাকি রহিয়াছে। যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি রমণীজীবনের উদ্দেশ্য, ভারতীয় সমাজে সেই উন্নতিপথে কতকগুলি দোষ ও ত্রুটি কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল দোষাদি অনুসন্ধান করিয়া, যথাসাধ্য নিবারণ করা সকলেরই উচিত। সেই কথা মনে করিয়া আমরা ভারত-রমণী-গণের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ দোষ ও ত্রুটি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এরূপ আলোচনায় কেহ দুঃখিত, নিরাশ বা বিরক্ত না হইয়া, দোষ ও ত্রুটি সর্ব্বথা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন, আমি বামাহিতৈষী মহোদয়গণের নিকটে ও আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের নিকটে এই প্রার্থনা করি। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্মদীক্ষাকালীন উপদেশ।*

তোমরা ঈশ্বরের উপাসনার প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছ। সেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ তিনি এই বাহিরের জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; চক্ষু মুদিয়া দেখ, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজমান। তিনি বিশ্বসংসারের প্রাণ হইয়া বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিতেছেন, আত্মারও প্রাণ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে আত্মাতে তাঁহাকে

* দুইটী মহিলার দীক্ষাকালে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম।

দেখিতে হইবে। তাঁহার শরীর নাই, তিনি অশরীরী আত্মা, যেখানে দেখিবে সেইখানে তিনি। তিনি এখানে এখনি এই জ্যোতির মধ্যে এবং অন্তরে আমাদের সকলের কাছে বিদ্যমান। দূরে দেখিতে চাও, আকাশে দেখ, নিকটে দেখিতে চাও অন্তরে দেখ। অন্তরে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। আমি যেমন একা আছি, আমার অন্তরে আর একজন তিনি। তিনি অন্তর্যামী, তিনি হৃদয়ের ভাব জানেন। তাঁর নিকট রোগে, শোকে, বিপদে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এবং সকল অবস্থাতে রক্ষা করেন। তিনি আমাদের কাহারও প্রতি উদাসীন নন, আমরা তাঁর নিকট যা চাই, তা পাই। তিনি পিতার মত—মার মত। মার কাছে ছেলে গেলে মা ছেলেকে তাড়াইয়া দেন না, কোলে করিয়া লন। তাঁর নিকট গেলে তিনিও কোলে করিয়া লন। প্রতিদিন তাঁর কোলে বসিয়া প্রার্থনা করিবে। তাঁর নিকট সম্পদ চাও, ধর্ম্ম চাও, শান্তি চাও। বিপদের সময় বিপদ হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি রক্ষা করিবেন।

একটী মহামন্ত্র আছে ঃ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

স্নান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। তাঁর নিকটে প্রার্থনা করিবে "দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে, এই বরদান ভগবান্ মাগি।" আমার দুর্ম্মতি দূর কর, আমাকে শুভমতি দাও। প্রতিদিন এইরূপে প্রার্থনা করিলে আত্মার বল পাইবে। শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ের সহিত এই জপ ও প্রার্থনা করিবে।

পারিবারিক সঙ্গীত।

বল্‌বে—'অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম' আগে ভাই তাই বল না,
দিন্ থাকিতে বল্‌লে ও নাম এড়াবে যম-যাতনা।
এসেছিলে যে দিন ভবে, গোপনে একা নীরবে,
একা পুনঃ যেতে হবে, কেউত সঙ্গে যাবে না;
গৃহ ধন পরিজন, অসার মায়া-বন্ধন,
ফুরাবে দেহের সাথে কেন মিছে ভাবনা।
দুদিনের খেলাতে ভুলে, দিন আর কেটো না বিফলে,
চিরদিনের বন্ধু যিনি তাঁরে ভুল না;
তিনি পিতা তিনি মাতা, তিনি গুরু জ্ঞানদাতা,
তিনি ভবার্ণবে ত্রাতা, (সদা) তাঁরে জপ না।

হেঁয়ালী।

ধাতুময় দেহে মোর সদাই বিকার,
এক এক উপসর্গে এক এক প্রকার।
এক উপসর্গে চাপি ভোজনের থালা,
দ্বিতীয়েতে শোভা করি বরণের ডালা,
তৃতীয়ে বহাই পৃষ্ঠে রুধিরের ধার,
চতুর্থে লইয়া যাই শমনের দ্বার॥
সুবুদ্ধি যে নারী খুঁজি ধরিবে আমারে,
সুন্দর শোভায় আমি সাজাব তাহারে।

নূতন সংবাদ।

১। পঞ্জাবে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় অত্যন্ত অধিক, এবং দেশবাসীদিগের মহানিষ্টের কারণ দেখিয়া তত্রত্য সহৃদয় ছোট লাট সার জেমস্ ফিট্‌জ্‌পেট্রিক্ স্থানীয় কমিশনর ও ডেপুটী কমিশনরদিগকে দেশবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই দৃষ্টান্তে আমাদের ছোট লাট সার চার্লস্ ইলিয়ট্‌ও বঙ্গবাসীদিগের হিতসাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ দেশের সমাজহিতৈষী মহোদয়গণ এ সময় রাজপুরুষদিগের এই শুভ চেষ্টার সহায়তা করুন্।

২। কুমারী ফ্লোরেন্স ডিনেণ্ট ব্রসেলস্ নগরে এম্ ডি উপাধি পাইয়াছেন। আলোয়ারের লেডী ডফরিণ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

৩। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপের বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দলপতিকে বন্দী করিয়াছে। তথাকার নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার পাইয়াছেন। রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া এ বিষয়ের আইন মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। মেরী কাউডেন ক্লার্ক "Concordance to Shakespeare" পুস্তক প্রচার করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি এখন জেনোয়াতে বাস করেন, বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছে, তথাপি পাঠ ও কার্য্যে সমান অনুরাগ।

৬। টাইপ রাইটার নামক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যুক্তরাজ্যে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ স্ত্রীলোক ইহা দ্বারা জীবিকা লাভ করিতেছেন। ইংলণ্ডে ৬ জন লোকের মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক আপনার পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতীর' সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়া দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর উক্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। উভয়েই সুশিক্ষিতা, মাতার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এক,

শতের অধিক স্ত্রীলোক পাদরীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

৯। বোম্বাইয়ের একজন শিল্পী একটি অতি ক্ষুদ্রকায় ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘড়িটীর আকার একটী সিকি অপেক্ষা বৃহৎ নহে। অন্যান্য ঘড়ীর ন্যায় ইহার ভিতরে যন্ত্রাদি সমস্ত আছে, এবং ইহা নির্ভুল সময় নির্দ্দেশ করিতেছে।

১০। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশীয় এক মহিলা অন্ধদের জন্য একখানি অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন।

১১। মার্কিন নিউইয়র্ক সহরে খামের আটা চাটিয়া সম্প্রতি একটি লোক মারা গিয়াছে। চিঠির খামের আটা কখন কখন বিষের গুণ ধারণ করে।

১২। আমেরিকায় এখন চল্লিশ সহস্রাধিক স্ত্রীলোক কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তত্রত্য ওবার্লিন কলেজ প্রথম স্ত্রীলোক ভরতি করেন।

১৩। আকাশমণ্ডলের এক নূতন ফটোগ্রাফ লণ্ডনে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে নক্ষত্রসংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার।

বামারচনা।

শিশুর জন্ম উপলক্ষে।

(১১ই বৈশাখ—মঙ্গলবার ৪ ঘটিকা।)

স্নেহের মুকুল।

আজ বৈকালিক বায়
 স্বর্গের সুরভি ভরা,
আজিগো অমৃতময়ী
 আমার সমস্ত ধরা। ১।
আজি কি বৈশাখ মাসে
 শুভ বসন্তের মেলা,
ফুলের দোকান খুলি
 হাসে সব দিক্‌বালা। ২।
নিকুঞ্জে ভ্রমর সখা
 ঘুমায় অবশ প্রাণে,
বৌ কথা কও কথা
 এখন আসিছে কাণে। ৩।
জানি না আজিগো হেথা
 দয়েল কি সুরে গায়,
মলয় স্বর্গের কেনা
 আতর ছড়ায়ে যায়। ৪।
আজি কি স্বর্গীয়ভাবে
 ভরিয়া সামান্য হৃদি,
বৈকালিক বেল ফুলে
 কপোত ঢালিছে গীতি। ৫।
বৈশাখের তীব্র তাপে
 আজি জ্বলিছে না কায়,
রবি ছবি আবরিয়া
 নব মেঘ ভেসে যায়। ৬।
নীল নীলিমের কোলে
 অতি নব নব ঘন—
দিগন্ত কম্পিত করি
 করিতেছে গরজন। ৭।

আনন্দে বহিছে বেগে
ধমনীতে রক্তধারা,
আজি যে জগত দেখি
সুন্দর অমিয়া-ভরা। ৮।
আজি যে প্রাণের মাঝে
আনন্দের ঢেউ বয়,
নিরাশায় ভগ্ন হৃদি
আজি কিগো শোভাময়! ৯।
আজি যে হৃদয় ভেদি
জাগিছে করুণা গান,
সঞ্জীবনী সুধা আসি
বাঁচাইল মৃত প্রাণ। ১০।
বাছা,—
স্বরগের দ্বার খুলে
কে তুই নামিয়া আলি
ধরার অন্তর রাজ্যে
অজস্র আনন্দ ঢালি। ১১।
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
হ'লো আজি এ হৃদয়,
বিভুর করুণা স্মরি
আনন্দ উচ্ছ্বাসে বয়। ১২।
কে তুই দেবের শিশু,
স্বর্গের পুতুল!
ফুটিলি হৃদয়ে মম
স্নেহের মুকুল!। ১৩।
উষার বরাঙ্গ-ভূষা
নন্দন ত্রিদিব-ছায়,
অলকা অমরাবতী
আলো করি সমুদায় ১৪।
আছিলে অথবা কিগো
বাসবের বাসস্থলে,
যেখানে সহস্র শশী
সহস্র তারকা জ্বলে। ১৫।
সেখানে সোনালী শাখে
বসন্ত সুহৃদে লয়ে
আছিলে, বসন্ত-বায়ে
বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে—১৬।
এসেছ ধরায় প্রিয়
ত্রিদশের ফুল,
এস তবে প্রাণাধিক
স্নেহের মুকুল॥ ১৭।
বিজলী অপাঙ্গ-চ্যুত
প্রাণে এস জ্যোতি-কণা,
চাবে না এ প্রাণ আর
হীরা মণি সোণা দানা। ১৮।
সংসার দগধ বড়
তপ্ত মরুভূমি পারা,
কে তুমি এ তপ্ত ধূলে
ঢালিলে অমিয়াধারা। ১৯।
নিরাশার গাঢ় মেঘ
ঘন আঁধারের ছায়,
কে তুমি বাসবধনু
শীতল করিলে কায়। ২০।
শীতের কুহেলি মাখা
মৃত অবসন্ন হিয়া
আসিলে বসন্ত হেথা
কবে কোন্ পথ দিয়া। ২১।
জাগাইতে অভাগীর
মৃতবৎ আশাগুলি;
ত্রিদশের নাথ প্রভু
দিয়াছেন হাত তুলি। ২২

দেবরক্ত গায় ভরা
স্বর্গের পুতুল,
লও মম স্নেহাশীষ
স্নেহের মুকুল। ২৩।

চাঁদের প্রতিভা মাখা
বুঝি স্বর্গচ্যুত তারা,
আসিলে দুঃখীর ঘরে
বুঝি পথ হয়ে হারা। ২৪।

তোর এ অধরস্পর্শে
জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমিরে বিষাদে হাসি,
আঁধারে আলোক-দান। ২৫।

কোন্ দেব আনি দিল
তোমা হেন ধন আহা,
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে
ভাবিয়া না পাই তাহা। ২৬।

কি দিয়ে—দুঃখিনী আমি
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে,
তাঁর উপযুক্ত ধন
কি আছে আমার ঘরে। ২৭।

অনন্ত অব্যয় তিনি
তুষ্ট কি হবেন ধনে ?
প্রাণের ভকতি রাশি
ঢেলে দিব সে চরণে। ২৮।

জন্ম মাত্র এই কুলে
পূজেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদি ফুল
বিপদ ছোঁবে কি তায় ? ২৯।

চিরজীবী হয়ে বাছা
থাক মোর কোল যুড়ে,
মায়েরে একেলা রাখি
কখন যেও না দূরে। ৩০।

স্নেহের মুকুল মম
ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণার দান,
তাঁর ভাবে মজে রও। ৩১।

বিশ্ব-মার হিতব্রতে
সঁপিয়া দিওরে প্রাণ,
দুঃখী ভাই ভগ্নীগণে
সান্ত্বনা করিও দান। ৩২।

স্বরগ কোথায় বাছা,
স্বরগ কোথায় রয়,
তোমারি হৃদয় যেন
সহস্র স্বরগ হয়। ৩৩

সত্য, ধর্ম্ম, ক্ষমা, নিষ্ঠা
এ'দেরি দেবতা কয়,
তোমার হৃদয়ে যেন
দেবতা-আলয় হয়। ৩৪।

তুমি—

পারিজাত-মধু-ভরা
স্বর্গের পুতুল,
হৃদয়ের ধন মম
স্নেহের মুকুল।।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

*** বিশেষ দ্রষ্টব্য—পাচন ও মুষ্টিযোগ ৭০ পৃষ্ঠা ২৭।২৮ পংক্তি 'যথাপরিমাণ' স্থলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ হইবে। এবার স্থানাভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।—বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৭ সংখ্যা।	শ্রাবণ ১৩০২—আগষ্ট ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মন্ত্রিসভা-পরিবর্ত্তন—প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করাতে লর্ড সালিস্‌বরী প্রধান রাজমন্ত্রি-পদে বৃত হইয়াছেন। উদারনৈতিক দলের পরিবর্ত্তে রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। লর্ড সালিসবরী তৃতীয় বার এই মহোচ্চ পদ লাভ করিলেন। নবগঠিত মন্ত্রিসভায় লর্ড ল্যান্সডাউন সমরবিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারী ও লর্ড জর্জ হামিল্টন ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী হইয়াছেন।

মাইকেল-স্মৃতি—কবিবর মাইকেল মধুসূদনের ২২ সাংবৎসরিক বন্ধুসমাগম গত ২৯এ জুন তাঁহার সমাধিস্থলে সম্পন্ন হইয়াছে। আকাশের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও কবির অনেকগুলি বন্ধু ও অনুরাগী একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এতদুপলক্ষে পঠিত কবিতা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এই কার্য্যের নেতৃত্ব-ভার সম্পন্ন করিয়াছেন।

চীন-রুসীয় সন্ধি—গোপনে সেণ্ট-পিটার্সবর্গে এই সন্ধির লেখাপড়া হইয়াছে, ইহাতে রুসের ক্ষমতাবিস্তারের অনেক সুবিধা হইবে। জাপান ও চীনের গাঢ়তর মিলন প্রার্থনীয়।

দানশীলতা—(১) টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্থানীয় ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(২) রাজসাহী জেলার কাসিমপুরের জমীদার কুমার কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী "বিদ্যাসাগর বৃত্তি" নামে ৫৲ টাকার

১৩৭টী ছাত্রবৃত্তি দিবার মানস করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০টী বঙ্গদেশে, ২৫টী করিয়া ৭৫টী উত্তর-পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে, এবং ১২টী আসাম ও ব্রহ্মে প্রদত্ত হইবে। অতি সাধু অনুষ্ঠান।

বল্টিক খাল—বিস্তর ব্যয়ে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের ভিতরে এই খাল খনিত হইয়াছে,ইহার ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলিবে। জর্ম্মণ-সম্রাট্ উইলিয়ম সমারোহে ইহা খুলিয়াছেন। ফরাসী, রুশ ও ব্রিটিষ পোত সকল এই উপলক্ষে একত্র হইয়াছিল।

রাজ্ঞী-চরিত—ভারতেশ্বরী বিবী ফসেট-রচিত স্বকীয় জীবন-চরিতের এক-খণ্ড আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

স্ত্রী-বিদ্যালয়—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিক্টোরিয়া কলেজ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান্ শিষ্য ও সহচর ঐ নামে একটী নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। ইহাঁরা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অতি ব্যয়সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ইহাঁদের সহায় হউন।

অনাথাশ্রম—শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কয়েক বৎসর বহু পরি-শ্রম,ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া অনেক-গুলি নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই আশ্রমের আয়ের কতক উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। সহৃদয় নরনারীগণ এই সাধু কার্য্যে অর্থদান করিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির উপায় করুন্।

ডাকে সুবিধা—পুলিন্দা ডাকে ২০ তোলায় ।০ আনা মাসুল লাগিত, তাহার স্থানে ৵০ আনা হইয়াছে। ৪০ তোলায় চারি আনা, তাহার পর প্রত্যেক ৪০ তোলায় ঐ হার।

নূতন রেলপথ—বঙ্গ-নাগপুর রেল-ওয়ের কর্ত্তারা মেদিনীপুর হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক শাখা রেলপথ প্রস্তুত করি-বেন। ষ্টেট সেক্রেটারী এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

বেঙ্কটে হরিবোলা।

(১)

ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ত্রিবা-ঙ্কোড়ের নিকট বেঙ্কট নামে একটি নগর আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে একটী চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় নবীন সন্ন্যাসী দিবা দ্বিপ্রহরে তথায় উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, বর্ণ পুরট সুন্দর, কটিতে কৌপীন বহির্ব্বাস, মূর্ত্তি মনোহর, বদনে নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' নাম।

শ্রী-অঙ্গ পুলকিত, লোচন অশ্রু-প্লাবিত, মন্দপবনান্দোলিতা কনকলতিকার ন্যায় দেহযষ্টি সুকম্পিতা, উদ্গত স্বেদবিন্দু-নিচয়ে সর্ব্বাঙ্গ শিশিরসিক্ত চম্পকবৎ, কণ্ঠস্বর গদ্গদ, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল কনককান্তি মলিন হইতেছে, কখন তিনি নামানন্দে উন্মত্ত হইয়া বিহ্বলভাবে ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, কখন এমন স্তম্ভিত ভাব যে, এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছেন, কখন বা মৃত দেহের ন্যায় নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইতেছে, কখন কাঁটা খোঁচা না মানিয়া উলঙ্গভাবে ধরাতলে আছাড়িয়া পড়িতেছেন, শত শত ডাকেও বাক্য-স্ফূর্ত্তি নাই! এইরূপ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যভাবে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। ঐ সময়ে বেঙ্কট নগরে বেদান্ত-দর্শনে পারদর্শী একটী অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন। সাধু, মোহান্ত, পণ্ডিত, অধ্যাপক কেহ কোন স্থান হইতে বেঙ্কটে উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতেন এবং প্রায়ই সকলকে পরাজিত করিতেন। তাঁহার নাম রামানন্দ দণ্ডী স্বামী। এইরূপে অনেক ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করাতে ক্রমশঃ দণ্ডী স্বামীর প্রবল অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, বিচার করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। নবীন সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণমাত্র কহিলেন, "আমি আপনার নিকট বিচারের পূর্ব্বেই পরাজিত হইলাম।" তচ্ছ্রবণে দণ্ডী স্বামী অধিকতর বিচারাগ্রহ জানাইলেন। তখন সন্ন্যাসী হাস্য করিলেন। সে হাস্যে যেন এই ভাব প্রকাশ পাইল, দর্পহারী ভগবান্ সকলেরই দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। অনন্তর দণ্ডী স্বামী অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থক বিচারের অবতারণা করিলেন। বালক সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে সুধা-মধুর ভাষায় ধীর ও গম্ভীর ভাবে অদ্বৈতবাদের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীকে দ্বৈতবাদ বুঝাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ঘোরতর বিচারের পর রামানন্দ দণ্ডী স্বামী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট হরিনামে দীক্ষিত হইলেন। নবীন গুরু, নবীন শিষ্যের কর্ণে হরিনাম-সুধা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীজীর হৃদয়ে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু উছলিয়া পড়িল। তখন তিনি নব প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা লইয়া স্বীয় মঠে গমন করিলেন এবং আপনার যাবতীয় শিষ্যকে হরিনাম-বীজ প্রদান করিলেন। শিষ্যগণ আপনাদিগের চিরকালকার অদ্বৈতবাদী কঠোর সাধক ঘোর তার্কিক গুরুর শুষ্ক হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উচ্ছ্বসিত দেখিয়া এককালে বিস্মিত ও মোহিত হইলেন।

(২)

বেঙ্কট নগরের উপকণ্ঠে অনতিদূরবর্ত্তী বগুলা নামক একটী ভয়ঙ্কর অরণ্য ছিল। মনুষ্যাদির অনধিগম্য বন জঙ্গল স্বভাবতঃই বন্য ও হিংস্র জন্তুগণে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই বনে পান্থভীল নামক একটী ভয়ানক দস্যু সদলবলে

অবস্থান করাতে বনবিভাগ ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়াছিল। বনের মধ্যে মধ্যে বন্য তরুলতায় সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যালোক-পরিশূন্য সঙ্কীর্ণ সড়ক সকল থাকিলেও আরণ্য জন্তু ও দস্যুর ভয়ে প্রায় কেহই সে পথে যাতায়াত করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অবশ্যই পথিক-গণকে বনমধ্যে প্রবেশ করিতে, এবং হয় হিংস্র জন্তুগণ-মুখে, নয় পাষণ্ডীলের হাতে প্রাণ হারাইতে হইত। এজন্য কেহ ইচ্ছা করিয়া বা নিষ্প্রয়োজনে দিবা দ্বিপ্রহরেও সে দিকে গমন করিত না।

আমরা পূর্ব্বে যে কনক-কান্তি কলেবর কমনীয় নবীন সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তিন দিন বেঙ্কটে অব-স্থানপূর্ব্বক অকপটে ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। তত্রত্য নরনারী, বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলেই নামানন্দে মাতিয়া উঠিল। তদ্ব্যতীত নগরের উপ-কণ্ঠ হইতে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসিয়া হরিনাম লইতে লাগিল। সন্ন্যাসী নিজে উন্মত্ত ভাবে উদ্দন্ত নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকেও নাচাইয়াছিলেন। শুদ্ধ নাম নহে, সকলকে ভক্তিতত্ত্বেরও উপদেশ দিতে লাগিলেন। চিরকালকার বিখ্যাত মূঢ়গণও বালক সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৃতপাপ, দুরাচার, পতিত, পাষণ্ড, নিন্দুক আদি নীচ জন গণকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে এবং দীন ভাবে নাম দিতে লাগিলেন। বালক সন্ন্যাসীর পবিত্র শ্রীবদন-বিনির্গত হরিনাম তাহাদিগের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহারাও উন্মত্তবৎ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

একদা অপরাহ্ণে দেখা গেল, ঐ সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত ভীষণ অরণ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে। তাহারা সাম্বনয়ে কহিতেছে, "আপনি ঐ বনে যাইবেন না, দুরাচার পাষণ্ডীল জ্ঞানহীন, সে আপনাকে পাইলে বধ করিবে।" সন্ন্যাসী কাহারও কথা না শুনিয়া বগুলার ভীষণ বনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র শিষ্য রহিল।

(৩)

যে দিন বালক সন্ন্যাসী কাহারও নিষেধ না মানিয়া বগুলার ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার চারি পাঁচ দিন পরে একদা মধ্যাহ্নকালে একজন ডোরকৌপীন ধারী সন্ন্যাসী উদ্দন্ত নৃত্য ও কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে বেঙ্কট সহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় সেই বনে প্রবেশ করিলেন। নগরের অনেক লোক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বনের নাম শুনিলে নগরবাসিগণ শঙ্কায় আকুল হইতেন, এখন দেখিলেন যে, সেই বন আনন্দ-কানন হইয়াছে। দস্যুদলপতি

পান্থভীল সেই আনন্দমঠের অধীশ্বর এবং সহচর দস্যুগণ সেই মঠেশ্বরের শিষ্য হইয়াছেন। দস্যুবৃত্তিপরায়ণ পান্থভীলকে ও তাহার অনুচরগণকে পূর্ব্বে অনেকেই বিবিধ কুকর্ম্ম করিতে দেখিয়া বা শুনিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন, সেই পান্থভীল ডোরকৌপীনধারী সর্ব্বত্যাগী সদাচার-পূত সন্ন্যাসী; হরি বলিতে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে এবং কদম্বকুসুমবৎ সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইতেছে। অনুচরগণেরও সেই দশা। তাঁহারাও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন,—"মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কি জায়! মহারাজ পান্থ-ভীল কি জায়!" অনুবর্ত্তী নগরবাসিগণ বিস্মিত হইলেন।

বালক সন্ন্যাসী বগুলার বনে প্রবেশ করিয়াই পান্থভীলের সাক্ষাৎ পাইলেন। প্রেমোন্মত্ত হরিবোলা সন্ন্যাসি দর্শনে পান্থের মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু সে পরম যত্নে সন্ন্যাসীর আতিথ্য করিল। সন্ন্যাসী তাহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—

"—পান্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়ে সব পাপ হইল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পান্থরাজ তুমি সাধুশিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণী॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম হেথা মিটাইতে আশ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে হয় চিত্ত পুলকিত॥
মায়া মোহে বদ্ধ তুমি নহ মহাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয়॥"

ভীল নীরবে সন্ন্যাসিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। যে রূপ দেখিলে মনুষ্য দূরে থাকুক, বনের পশু পক্ষীও মুগ্ধ হয়, সেই রূপ হইতে সুধাস্বরূপ হরিনাম শুনিয়া পান্থের হৃদয়ে ভক্তিপারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর পান্থকে ক্রোড়ে লইয়া হরিনাম দিলেন। সেই দিন হইতে দস্যুদলপতি পান্থভীল সর্ব্বপ্রকার পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ডোর কৌপীন ধারণ করিলেন এবং ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে প্রবীণ হইয়া সাধুর অগ্রগণ্য হইলেন। অন্যান্য সহচর দস্যুগণও আপনাদিগের নেতা পান্থভীলের পন্থা আশ্রয় করিল। তাহারা হরিনামে উন্মত্ত হইয়া সাধুর অনুমোদিত সদাচার ও আতিথ্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সেই বধ্য ভূমিকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলিল।

যখন পান্থভীল, হরিবোলা অতিথির চরণে বিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন পান্থের দুই একটী অনুচর সন্ন্যাসী

শিষ্যের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার হয়। একজন অনুচর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার এবং আপনার গুরুদেবের নাম কি ?"

সন্ন্যাসীর সঙ্গী কহিলেন,—

"আমার গুরুদেবের নাম মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং আমার নাম গোবিন্দ-দাস।"

অনুচর কহিলেন,—

"আপনাদের নিবাস কোথায় ?"

গোবিন্দ কহিলেন,—

"আমার প্রভুর পূর্ব্ব নিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপে ছিল, এখন সর্ব্বত্র। আমারও তথৈবচ।"

অনুচর,—"এখন সর্ব্বত্র, এ কথার অর্থ কি ?"

"এখন আমার ঠাকুর সোণার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এক দিন,—দুই দিন,—বড় জোর তিন দিনের অধিক কোথাও থাকেন না। আমিও কনককামিনী ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দের চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ কহিল,

"আপনি কাঁদেন কেন ? ঠাকুর সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া ? না আপনার কনককামিনীর শোকে ?" গোবিন্দ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; অবনতবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পান্থভীলের অনুচরগণ-সমীপে পূর্ব্ব বিবরণ বিবৃত করিবার সময় শশিমুখীর অশ্রু-স্নপিত শশিবদন গোবিন্দের মনে পড়াও বিচিত্র নহে। কেন না গোবিন্দ সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার রমণী শশিমুখী অনেক কাঁদিয়াছিলেন, আমরা 'গোবিন্দের গৃহত্যাগ' নামক প্রবন্ধে, তাহা বর্ণন করিব।

এই গোবিন্দ দাস, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আশ্রয় লয়েন; এবং চৈতন্যদেবের অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত বরাবর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেখানে যেরূপে হরিনাম প্রচার করিতেন, গোবিন্দ তাহা নিত্য নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। ঐরূপ লিপিকে ডায়েরি, দিন-লিপি, বা করচা কহে। গোবিন্দের ঐ লিপি, করচা বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছে। সম্প্রতি উহা "গোবিন্দদাসের করচা" এই নামীয় একখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শান্তিপুর মিউনিসিপাল্ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী মহাশয় উহার প্রকাশক। চৈতন্যদেবের হরিনামপ্রচার বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা আমরা আখ্যায়িকার আকারে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিব। যে সকল গ্রন্থ হইতে ঐ সকল আখ্যায়িকার ঘটনা সঙ্কলিত হইবে, তাহার অন্যতমরূপে এই করচাখানিও গৃহীত হইল।

বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৬ সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয়, এদেশীয় মহিলাদিগের উন্নতির প্রথম অন্তরায় পুরুষদিগের মত-বিসংবাদিতা। যাঁহারা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, স্ত্রী-জাতির হিতৈষিগণের মধ্যে (কতকগুলি বিজ্ঞ দূরদর্শী মহাত্মা ব্যতীত) এদেশে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল, দুই সম্প্রদায় অছেন। * স্ত্রীজাতির শিক্ষা, কার্য্য, আচার, ব্যবহার, কিছুই পুরাতন জিনিষ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে না, বিলাত হইতে সংগৃহীত বা নূতন আবিষ্কৃত উপকরণে নারীজীবন গঠন করিতে হইবে, ইহাই উদার-নৈতিক দলের মত। আর দেশের যে সকল পুরাতন জিনিষ আছে, নারী-জীবনে চিরদিন তাহাই থাকিবে, কোনও বিষয়ে এক চুল তফাৎ হইবে না,—শতাব্দী পূর্ব্বে রমণীগণ যে অবস্থায় ছিলেন, শতাব্দী পরেও তাঁহাদিগের সেই অবস্থায় থাকা উচিত ;—ইহাই রক্ষণশীল দলের মত। এইরূপ তর্কের ফলে, অনেক সত্য উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ মানবের এই এক বিশেষ অবনতি হয় যে, সত্যানুসন্ধান, সত্যরক্ষা, জীবনের ব্রত না হইয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থন করাই জীবনের ব্রত হইয়া উঠে। এ দেশেও তাহাই হইয়াছে। স্ত্রী-হিতৈষণা করিতে গিয়া এই দুই সম্প্রদায় প্রতিপক্ষকে কুযুক্তি, বিদ্রূপ, গালি প্রয়োগেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ মত-বিসংবাদিতা স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে এই বিষম বাধা জন্মাইতেছে যে, যেখানে উদারনৈতিক দলের কর্ত্তৃত্ব, সেখানে রমণীগণ অনেকেই জাতীয় ভাব হারাইয়া বসিতেছেন। আবার, যেখানে রক্ষণশীল দলের কর্ত্তৃত্ব, সেখানে রমণীর উন্নতিলাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিতেছি, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় অভিমান, মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-রক্ষায় ও নারীহিতৈষণায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী না হইবেন, ততদিন এদেশীয় নারীগণের পূর্ণোন্নতির আশা দুরাশামাত্র।

উদারনৈতিক সম্প্রদায় জানিতেছেন, যাহা মানবের স্বাভাবিক শক্তি, অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাস-সাধনকেই উন্নতি বলা যায়। দেশ, কাল ও পাত্রবিভেদে মানবের-

* "বাঙ্গালী রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই দুই সম্প্রদায়ের বিষয় বর্ত্তমান লেখিকা কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে উক্ত সালের পৌষ মাস পর্য্যন্ত বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বাভাবিক শক্তির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়.। একজন গোরা সিপাহী-বালকের রুচি স্বভাবতঃ যে পথে যাইবে, একজন নিরীহ বাঙ্গালি-বালকের রুচি স্বভাবতঃ সে পথে যাইবে না। যাহা হউক, স্ত্রীজাতির উন্নতির অর্থ তাঁহাদের স্বভাবের বিকার নহে, স্বভাবের বিকাস। এদেশে নারী-চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিলে, আর যে সকল সদ্‌গুণের অভাব ছিল, (নারীজাতির উপযোগী) সেই সকল সদ্‌গুণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, নারীজীবন প্রকৃত উন্নত হইতে পারে। নচেৎ এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাউন পরিলে, "বুট" পায়ে দিলে, অথবা অজানিত-চরিত্র পুরুষদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিলে নারীজীবনের বাস্তবিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সকল রকম উন্নতির বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও জানিতেছেন যে, উন্নতিই বিশ্বজগতের জীবন। এ জগতের যাহার উন্নতি নাই সে মৃত—সে জীবন্ত জড়। কিন্তু উন্নতির পথ শুধু স্থিতিশীল নহে; তাহার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। ভাল জিনিস যাহা, তাহা থাকিবে; মন্দ জিনিস যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; তাহার বদলে বিদেশে যদি ভাল জিনিস মিলে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। এখনকার কোনও রমণী যদি চিঠি পড়াইবার জন্য লোক খুঁজিয়া বেড়ান, সেটা কি বড় সুখের বিষয় হয়?—তাই বলিতেছি, উভয় পক্ষ সবিশেষ চিন্তা করিয়া মতের সামঞ্জস্য করিলে এ অন্তরায় দুই দিনেই দূর হইতে পারে। মতামতের বাদানুবাদ দুই চারি দিনের জন্য, কিন্তু সত্যের জন্য যে কাজ তাহা অনন্ত কালের জন্য।

রমণীদিগের উন্নতির দ্বিতীয় অন্তরায়, পল্লিগ্রাম-বাসিনীদিগের সুশিক্ষাহীনতা। বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে (বঙ্গদেশে) পল্লিগ্রামে দেশের প্রায় বার আনা লোক বাস করে। সুতরাং সহর অপেক্ষা পল্লিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাও অনেক বেশি। এই সকল রমণীর সুশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এই সকল বিদ্যালয়ে পল্লিগ্রামের (উচ্চশ্রেণীস্থা) বালিকাগণ, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক বালিকা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কচিৎ দুই একজন বালিকা দিতে পারেন মাত্র। অধিকাংশ বালিকাই বোধোদয়, ধারাপাত ও শিশুবোধ ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত অনেকে লেখা পড়ার চর্চ্চাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষর-জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সে প্রধানতঃ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু ও অন্যান্য কয় জন সুলেখকের লিখিত উপন্যাস এবং প্রবাসস্থ আত্মীয়দিগকে পত্র

লেখারই জন্য। একে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি বা সংস্কৃত কোনও ভাষা শিক্ষা বা শিল্প ও গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহাতে বঙ্গভাষায়ও এতটুকু লেখা পড়া শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিবার কোনও ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীনা মহিলাগণের অনেকের যে সকল অসদ্‌গুণ ছিল, সেই কলহপ্রিয়তা, পরনিন্দাপ্রিয়তা, সেই অসংযতচিত্ততা, সেই কুসংস্কার প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে নবীনাগণের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। আজিও বাসর-জাগা, জামাই-তামাসা প্রভৃতি উপলক্ষে কত পল্লিগ্রামের নারী কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকেন; রোজা প্রভৃতি কত পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের নিকটে প্রভুত্ব খাটাইয়া থাকে; পরিচ্ছদাদির উন্নতিও অনেক পল্লিগ্রামে কিছুই দেখা যায় না; এতদ্ভিন্ন পল্লিগ্রামে শিক্ষয়িত্রী, সুশিক্ষিত ধাত্রী বা মেয়ে ডাক্তার, কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের যে কতদূর অসুবিধা হয়, তাহা চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পল্লিগ্রামে বাঙ্গালার প্রায় বার আনা লোক বাস করেন। এই বার আনা লোকের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি যদি এতদূর হীনাবস্থায় থাকে, তবে ভারতরমণীদিগের জাতীয় উন্নতি এখনও যে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সেই সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ই জানেন। যত দিন পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের উন্নতি না হইবে, ততদিন এ দেশীয় রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা, কথার কথা মাত্র।

এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে আগে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করা আবশ্যক। পল্লিগ্রামের বালিকাগণ, বিদ্যালয়ে যাহাতে সুনীতি, সভ্যতা, গৃহকর্ম্ম, শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইলে বালিকাগণ অনেকেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন।* গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া পল্লিগ্রামের মহকুমায় বা থানায় এক একজন স্ত্রী-ডাক্তার ও সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীগণ মহোপকৃতা হইতে পারেন।

শুনিতে পাই, এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য মহিলা কাজ খুঁজিয়া পান না। অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের প্রতি যদি ইঁহারা একটু অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অবকাশই পান না! কুমারী কুক্, কুমারী কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিদেশবাসিনী হইয়াও দুঃখিনী ভারতমহিলাদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; ভগবতী দেবী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি উচ্চতর শিক্ষা না পাইলেও স্বজাতীয়াদিগের মঙ্গলের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, একালে উচ্চশিক্ষিতা

* এইরূপ শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষাও সাধিত হইতে পারে।

বঙ্গবাসিনীদিগের জাতীয় গৌরবস্বরূপা, কৃতবিদ্য-বঙ্গমহিলারা কি তাঁহাদের অভাগিনী ভগিনীগণের দুঃখ ঘুচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না ?

আবার, পল্লিগ্রামের উচ্চবংশীয়া রমণীদিগের অবস্থা অনেক অংশে হীন। বিগত শতাব্দীর প্রবর্ত্তনসময়ে বঙ্গবাসিনীদিগের যে রকম অবস্থা ছিল, আজি শতাব্দীশেষে নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের অবস্থার সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার প্রভৃতি এবং শিশু-বিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ প্রভৃতি ইহাঁদিগের স্ত্রীপুরুষদিগকে দলিত করিতেছে। ইহাঁদিগের প্রকৃত উন্নতি কতকালে হইবে, ভগবানই জানেন।

রমণীগণের উন্নতির তৃতীয় অন্তরায় ভক্তি-ভাব-হ্রাস। যাঁহারা সে কাল ও এ কালের নারী-চরিত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই এ শোচনীয় ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেশের পুরুষগণের ভক্তিভাবের হ্রাস হওয়াতে যে বিষম ক্ষতি হইতেছে, ভক্তিভাজন বঙ্কিম বাবু সে কথা তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরুষজাতির অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ভক্তিভাব-হ্রাস আমরা অধিকতর অনর্থকর বিবেচনা করি। বলিতে কি, আজি কালি স্ত্রীপ্রকৃতি যে অনেকটা রুক্ষ হইয়া পড়িতেছে, স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক কোমলতা কমিয়া যাইতেছে, সে এই ভক্তি-ভাব-হ্রাসের জন্য।

শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশের নারীগণের ভক্তিভাব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন। ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া, ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহারা কত দুরূহ কাজও সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত এখনও যে কোন মহিলা কুসংস্কার-পরায়ণা হইয়া সাপ, বিড়াল পর্য্যন্ত জীব জন্তুকে শতকোটী প্রণাম করিবেন, ইহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। তবে যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় রমণী কোলের সন্তান সমুদ্রে টানিয়া ফেলিতেন, যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় কুলবালা অবরোধবাসিনী বঙ্গমহিলা, শত ক্রোশ দূরে, দেবমন্দিরে পদব্রজে যাইতে পারিতেন, আজি সে ভগবদ্ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! ভগবানের চরণে এখন সে আত্মসমর্পণ, সে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ, কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আজি সে ধর্ম্মপ্রাণতা কোথায় গেল? নারীজাতির এমন ভক্তির হ্রাস যে কতদূর অবনতিকর, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সত্যধর্ম্মের প্রচারে যতই যত্নবান্ হউন, তাহা গ্রহণ করিবার মত হৃদয় না থাকিলে, কখনও কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিবে না। পূর্ব্বে ভারতমহিলাদিগের ভক্তিবৃত্তিবিকাশের বহু উপায় ছিল, এখন তাহা গিয়াছে; সেই জন্যই দেশের এমন দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক, এ দেশের ধার্ম্মিক মহাত্মারা, আচার অনুষ্ঠানের সহিত যদি এ দেশের

সাধারণ মহিলাদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ পরিজনদিগের প্রাণে গভীর ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কত মহিলার জীবন ধন্য হইতে পারে! নারী-হৃদয়ের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কেবল ঈশ্বর-ভক্তি নহে, গুরু-ভক্তি, গুণি-ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিভাবের সম্পূর্ণ বিকাস না হইলে এ দেশের মহিলাগণের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ভক্তির বাড়াবাড়ি আমরা "শ্রেষ্ঠতম" বলি না; ভক্তিভাজনের পাদোদক খাইলে অথবা ভক্তিভাজনের সম্মুখে মূক সাজিয়া থাকিলে আমরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা মনে করি না; তবে সে সকল কাজে যাঁহার পরিতৃপ্তি জন্মে, তিনি করিতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে—"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ" অর্থাৎ পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে মানব-হৃদয় সহজেই বিনীত হয়। পারিবারিক গুরুজন মাতা পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাশুর প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে, তাঁহাদের আদেশ মান্য করিবে; তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে, সকলের উপরে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিদ্যাবতী কন্যার মাতা মূর্খ হইলেও তিনি কোনও মতে অবহেলনীয়া নহেন; জ্ঞানাংশে ত্রুটি থাকিলেও মাতৃত্বে তাঁহার সম্পূর্ণতা। সন্তান যতই মহৎ হউন না কেন, মাতার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবন। এইরূপ কথা—প্রত্যেক গুরুজনের বিষয়ে এইরূপ কথা মনে করিলে ভক্তি-বৃত্তি আপনা আপনিই অনুশীলিত হইবে, তাঁহাদের সহস্র ত্রুটি দেখিলেও মনে অভক্তির ভাব আসিবে না।

পারিবারিক ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ ব্যতীত ধার্ম্মিক, সাধু, উপকারী, সমাজ-শিক্ষক, স্বদেশভক্ত, বিশ্বহিতৈষী মহাত্মা মাত্রেই ভক্তিভাজন। ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারাই ভক্তির উন্নতি; অন্যথা অবনতির পরিচায়ক।

এইখানে স্বামি-ভক্তির কথা দুই এক ছত্র লেখা আবশ্যক, কারণ সাময়িক বিপ্লবে এ দেশ হইতে তাহা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। সেকালে ভার্য্যাগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্বামীর চরণামৃত পান করিয়াই কৃতার্থা হইতেন; একালে স্বামী "বন্ধু" বলিয়া ভার্য্যা তাঁহাকে ভক্তিভাজন মনে করিতে লজ্জিতা হন। আমাদের বোধ হয় সাধারণ মহিলাদিগের পতিপ্রেম তখন যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, এখনও সেইরূপ অসম্পূর্ণ; কারণ ভক্তি ও প্রীতির সমবায়েই পতিপ্রেমের পূর্ণতা। রমণীর গুরুজনও স্বামী, বন্ধুও স্বামী; তাই স্বামীতে ভার্য্যার ভক্তিও চাই, প্রীতিও চাই; ভক্তি প্রীতি একত্রে না মিলিলে পতিপ্রাণতা জন্মে না। স্বামীকে ভক্তিও করিবে, প্রীতিও করিবে।

এইরূপে, প্রত্যেক ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারিলেই রমণী-হৃদয় বিনীত

স্নিগ্ধ ও সুকুমার হইতে পারে। কর্কশতা বা উদ্ধত স্বভাব নারীজাতির পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক। ভক্তি-ভাবের সম্প্রসারণেই তাহা দূর হইতে পারে। ইউরোপীয় "সাম্য" ভাবের আন্দোলনে এ দেশে অনেকের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে, সেই জন্যও ভক্তির বিষয়ে এ কয়টী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্বদেশীয়া ভগিনি! তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭১ পৃষ্ঠার পর)

চক্ষুরোগ।

১। করবী পাতার রস চক্ষুতে ফুট দিলে চক্ষু উঠা নিবারিত হয়।

২। অর্দ্ধ ছটাক গোলাপ জলে ২।৩ রতি ফট্‌কিরি দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিলে চক্ষু উঠা আরোগ্য হইয়া যায়।

৩। সজিনা পাতার রস তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে অল্প ঘৃত মিশাইয়া চক্ষে লেপ দিলে, চক্ষুর শোথ, কণ্ডু, বেদনা ও জলস্রাব নিবারিত হয়।

৪। টাটকা গোমূত্রে নারিকেলফুল বাটিয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৫। তিন চারি দিন সন্ধ্যাকালে ২।৩ ফোঁটা পানের রস চক্ষের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া, কিছুক্ষণ পরে শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে, রাতকাণা দোষ আরোগ্য হয়।

৬। সুমিষ্ট ডালিমের রস শিশিতে পূরিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া, চক্ষুতে দিলে নানাবিধ নেত্ররোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

৭। নূতন সরায় কাটখড়ি ও হরিদ্রা ঘসিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। হরিদ্রামাখান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত রাখা হিতকর।

৮। পাঁটার মেটে ভাজিয়া দিনকতক আহার করিলে রাত্র্যন্ধতা ভাল হয়।

৯। মনঃশিলা, নাভিশঙ্খ, পিপুল ও রসাঞ্জন সমভাগে লইয়া মধু সহ মর্দ্দনপূর্ব্বক বাতি করিয়া গব্য ঘৃত সহ লৌহপাত্রে ঘর্ষণ করিবে, পরে প্রদীপের শিখায় ঐ লৌহপাত্র ধরিয়া রাখিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা শিশুদিগের চক্ষুর জলস্রাব, শোথ, রক্তিমতা ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

১০। শিশুদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, প্রসূতির কিঞ্চিৎ স্তনদুগ্ধ ৪।৫ দিন প্রাতে প্রদান করিলে আরোগ্য হয়।

১১। পাতিলেবুর শিকড় উহার রসে বাটিয়া চক্ষুর নীচে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

১২। প্রস্তরময় পাত্রে স্তনদুগ্ধে হরিতকী ঘসিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে অঞ্জন দিবে এবং প্রাতে ২।১ বার পানের রসে বটের কচি পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল ও হরিদ্রা একত্র ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কদাচ চক্ষুতে কোনও রোগ জন্মিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

(দ্বিতীয় পত্র)

আমন ধানের মধ্যে কতকগুলিকে ছোট্‌না বাঁগড়ে কহে। তাহা আশু ধান্যের গাছের ন্যায়। বিলকাঁদুড়ে, চাতাল ও কুড়ি ক্ষেত্রে ঐ ধানের আবাদ হইতে পারে। ক্ষেত্রে অন্যূন অর্দ্ধহস্ত এবং অনধিক তিন হস্ত পরিমাণে জল দাঁড়াইলেই উহার আবাদ চলিতে পারে। যদিও জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি ক্ষেত্রের জল তিন হস্তের অধিক বৃদ্ধি পাইলে ঐ ধান জলে পচিয়া যায়। সুতরাং কৃষককে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ঐ ধানের আবাদ করিতে হয়। ঐ সকল ছোট্‌না বাগ্‌ড়ের নাম; যথা, কোঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, দুধনাড়ী, কুঁচে, রোস্নাকেলে, ডহরনাগরা, মেঘলাল, আঁধারমাণিক, দেবমুনি, আয়দা ইত্যাদি।

বাগ্‌ড়ে আমনের আর কতকগুলির নাম বরাণ। উহাদের প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের অপার কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। ঐ সকল ধান্য জলমগ্ন হইয়াও আপনাকে জীবিত রাখিয়া জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। উহাদের মধ্যে কোন কোন ধান বিশ হাত জলের উপর ভাসিতে সমর্থ হয়। যে ক্ষেত্রের জলের উচ্চতা যেরূপ হয়, সেই ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত ধান উহাদের মধ্যে আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি। উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তাহার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেত্রা, ধলি, পিত্তরাজ, কেয়ারশালী, কুল আমলা, পুঁদি, কলমা, ন্যাপো, লাল কানাই, মেহেরফল, হাসবত, কালবয়রা, পানত্রাস, মেঘি ইত্যাদি। বর্ষাবারি কি বন্যাবারি দ্বারা

পূর্ণ বিলান জমি, অথবা বিলাদি জলাশয়ের রই ভিন্ন অন্যবিধ ক্ষেত্রে ঐ ধান ভাল হয় না। উহার মূলে অল্প মাত্রায় জল বদ্ধ হইলে বিশেষ উপকার হয় না। অন্যূন দুই তিন হাত জলের উপর না ভাসিতে পাইলে উহার স্ফূর্ত্তি হয় না। হঠাৎ অতিবৃষ্টি হইয়া, কি নদীর বন্যা আসিয়া ঐ ধান্যের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে জল জমিয়া গেলে উহার অনিষ্ট হয়। নচেৎ ক্রমে ক্রমে জল বাড়িলে উহার কোন অনিষ্ট হয় না। ক্ষেত্রের জল যদি ঘোলা না থাকে এবং বিলক্ষণ রৌদ্রের দীপ্তি পায় ও সেই কালে ঝড় তুফান না থাকে, তাহা হইলে ঐ ধান ২।৩ হাত জলের নিম্নে থাকিয়া পাতা ফেলে এবং অল্প দিনের মধ্যে জলের উপর জাগিয়া উঠে।

বাগুড়ে বরাণ ধান্যের প্রকৃতিতে বিশ্বস্রষ্টার কিরূপ সৃষ্টিকৌশল নিহিত আছে, তাহা দেখাইবার কথা আছে। বিশিষ্ট প্লাবন ব্যতীত এই ধান্য জন্মে না। বিল বা অন্যবিধ জলাক্ষেত্রের কিনারা হইতে রই পর্য্যন্ত জলের গভীরতা নানাবিধ অর্থাৎ দুই এক হস্ত হইতে বার চৌদ্দ হস্ত পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। ঐ বিভিন্ন প্রকার জলাক্ষেত্রে জন্মিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ধান্য আছে। যেখানে দুই হাত পরিমিত জল, সেখানে কার্ত্তিক ডেপু নামক ধান জন্মে। যেখানে তিন হাত জল, সেখানে দেবমুনি ও দুধনাড়ী নামক ধান হয়। এইরূপ জলের পরিমাণ চারি হাত হইলে কৃষ্ণকলি; পাঁচ হাত হইলে, ছোটদীঘে ও বড়দীঘে; ছয় হাত হইলে, নেতো ও ধলি; সাত হাত জল হইলে, পিত্তরাজ; আট হাতের ক্ষেত্রে মুক্তাহার ও কেয়ার শাল; নয় হাত জল হইলে, হাসবত এবং দশ হাত জল হইলে, কালবয়রা ইত্যাদি ক্রমে জন্মিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে আধ হাত তিন পোয়ার অধিক জল বাঁধে না, তাহাতে ডেঙ্গাকুড়ি, কেঁকো, আঁধারমাণিক ও আয়দা ধান জন্মিয়া থাকে। জলাক্ষেত্রের অবস্থাভেদে যে কত প্রকার ধান জন্মিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কৃষকেরা অনুমান করেন, উহার সংখ্যা সহস্রাধিক। আমাদেরও এ কথায় অবিশ্বাস হয় না। উপরি-উক্ত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হইলেও যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, আমাদের ভরসা হয়, এতৎপাঠে কৃষকের উপকার হইতে পারে। ঐ সকল ধানের প্রায়ই "দ্বেমুট" বুনানি হইয়া থাকে। "দ্বেমুট" বুনানি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিব।

অনেক স্থলে বরাণ ধানের "বাওড়া" বুনানি হয়। একেবারে বপন হইতে ধান জন্মে, রোপণের প্রয়োজন হয় না, তাহাকে "বাওড়া" কহে। বিলান জমি জ্যৈষ্ঠ মাসের জলে প্রায়ই ডুবিয়া যায়। যে বার না ডুবে, সেই বারই উহাতে ধান পাওয়া যায়।

"হাতে কাটা, বাধে বিশ।"

কৃষকেরা এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া ঐরূপ জমিতে ধান করে। উহাতে দুইবারের অধিক চাষ দিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়

মাসের বন্যায় জলমগ্ন না হইয়া যদি ঐ ধান একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠে, তবে আর উহার বিনাশ নাই। জলজ বন বা শৈবালাদিতে উহার হানি করিতে পারে না। বিঘা প্রতি উহার বীজ পরিমাণে ১০।১২ সেরের অধিক নহে। কাটিবার সময় উহার গোড়া কাটিবার সুবিধা হয় না, আগা হইতে এক, কি দেড় হাত কাটিয়া লয় এবং উহা মাড়াই করিলে পরিষ্কার ধান্য পাওয়া যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটনা বাগড়ের বীজ ও আশু ধান্যের বীজ সমপরিমাণে বপন করা হয়, তাহাকে "দ্বেমুট" বুনানি কহে। এই প্রণালীর বিশেষ লাভ এই, বৎসর ভাল হইলে, উভয় ধান্যই অধিক পরিমাণে ফলে। কিন্তু আউশ ধানের পোয়াল বা বিচালি নষ্ট হইয়া যায়। কারণ আউশ ধান যখন পাকে, তখন আমন পাকে না, সুতরাং আউশ ধানের গোড়া কাটিবার উপায় থাকে না, কেবল শিষ কাটিয়া লইতে হয়। এইরূপে যে ক্ষতি হয়, পোয়াল পচিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক লাভ হয়, কেননা আমন কাটার পর ঐ ক্ষেত্রে প্রচুর হরিৎখন্দ জন্মে। ছোট্‌না বাগড়ে রোপণপ্রণালীতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ময়মনসিং অঞ্চলে যে সকল ধান্য জন্মে, তাহাদিগকে পূরবী ও মুগী কহে। বালাম, বাখরগঞ্জ ও বরিশাল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশে এক প্রকার ধান্য জন্মে, তাহার নাম হরিনারায়ণ, উহা অতি উৎকৃষ্ট।

এ দেশে আর এক প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়াছে, তাহার নাম কারোলিনা। উহা উত্তর আমেরিকার কারোলিনা প্রদেশ হইতে আনীত। উৎপত্তিস্থানের নাম অনুসারে ঐ ধান্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা এই যে, বৎসরের মধ্যে উহার ক্ষেত্রে দুই বার ধান ফলে। এক বার অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। কিঞ্চিৎ গোড়া রাখিয়া ধান কাটিয়া লইয়া ঐ গোড়ায় একবার জল সিঞ্চন করিতে হয়। সিঞ্চনের কিছুদিন পরে প্রত্যেক গোড়ার চারি পাশ হইতে বহুসংখ্যক বোগ বাহির হইয়া তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে ধান্য ফলে। উহা মাঘ ফাল্গুন মাসে পাকিয়া উঠে। কারোলিনার চাষ আবাদের বিশেষ বাহুল্য নাই।

আমরা এই প্রবন্ধের ধান্য প্রকরণে "বোরো" ও "জলি" নামে আর দুই প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। এই স্থলে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। বোরো ধান্য অন্যান্য ধান্য হইতে নিকৃষ্ট হইলেও উহার দুইটী বিশেষ গুণ আছে। উহা বার মাসই জন্মে এবং উহার ফলন সকল ধান হইতে অধিক। বোরো বিঘা প্রতি ষোল মণেরও অধিক ফলিয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। উহার ছোট্‌না, বরাণ ইত্যাদি কোন প্রকারভেদ নাই। উহার গাছ দুই কি আড়াই হাতের অধিক উচ্চ হয় না।

বোরোর স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ ; কিন্তু কখন কখন উহা শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এক শিষে শ্বেত ও কৃষ্ণ, উভয় বর্ণই লক্ষিত হয়। উহার অন্ন ভাল সিদ্ধ হয় না, আউস চাউলের অন্নের ন্যায় খস্‌খসে হয়। উহার আবাদ বপন ও রোপণ এই উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। বিল,পুষ্করিণী বা অন্যবিধ জলাভূমির মধ্যে যে সকল কর্দ্দম-ময় ক্ষেত্র থাকে, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ ভূমিতে রোয়া বোরা জন্মে না। উহার রোপণ-প্রণালী আমনেরই ন্যায়, কেবল আমন অপেক্ষা বোরোর গুছিতে চারা কিছু বেশি থাকা আবশ্যক, এবং উহার রোপণও কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। উহার বীজ প্রস্তত-করণে ও ক্ষেত্রের চাষ আবাদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা যথাস্থলে বলিব। বপন দ্বারা যে বোরো ধান্য জন্মাইতে হয়, তাহা কুড়ি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জন্মে না। আশু ধান্যের রীত্যনুসারে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ।৬ সের বীজ লাগে। রোপণের বীজ ⁄৪ সেরের অধিক লাগে না। বোরোর সহিত আশু ধান্যের একটু সম্বন্ধ দেখা যায়। বোরোর বীজাভাব হইলে "সুনিকেলে" নামক আশু ধানের বীজ পাতিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে উত্তম বোরো ধান্য জন্মে। কেহ কেহ বলেন, আশু হইতেই বোরোর উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় বোরো ধানই উচ্চ ভূমিতে উপ্ত হইয়া চাষ আবাদের প্রভাবে রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া "সুনিকেলে" নামক আশু ধান্য জন্মিয়াছে। বোরোর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল বোরো চৈত্র মাসে পাকে, তাহা কাটার পর গোড়া হইতে কারোলিনা ধানের ন্যায় বোগ বাহির হইয়া ২।২॥ মণ ধান জন্মে। ঐ সকল বোগকে "কেচেটি" কহে। "কেচেটির" অন্য কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না।

জলি, এক প্রকার পৃথক্ ধান্য নহে। উহা ছোট্‌না আশুরই প্রকারান্তর মাত্র। চির-জলার্দ্র ভূমিতে জন্মে বলিয়া উহাকে জলি কহে। জলি ধানের ভূমি ও চাষ আবাদ একটু গোলমেলে। পঙ্কিল ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে তাহা কঠিন হইয়া উঠে। এই পঙ্কিল ভূমির একদিকে উচ্চ ভূমি ও আর দিকে জলাশয়। উচ্চ ভূমির রস চোয়াইয়া ঐ পঙ্কিল ক্ষেত্রে আইসে এবং নিকটে জলাশয়ের অবস্থান প্রযুক্ত তথায় উত্তাপেরও তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় না। সুতরাং ঐ পঙ্কিল ভূমি চিরকালই আর্দ্র থাকে। ঐরূপ ভূমিতে বিঘা প্রতি ।২ সের হিসাবে ছোট্‌না আশুর বীজ বপন করিলেই স্বাভাবিকরূপে চারা বাহির হইয়া ধান্য জন্মে। তাহাকেই জলি ধান কহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে উহার বুনানি হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা পাকিয়া উঠে। জলির পাক নামি হইলে প্রায়ই নদী বা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়। বাঁধ দিয়া নদীর জল নিবারণ করিতে পারিলেও আকাশ ভর্ষা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। বিদা ভিন্ন আর সকল চাষই আশু ধান্যের

ন্যায়। জলির ক্ষেত্র পঙ্কিল বলিয়া উহাতে বিদা চলে না। উহার আবাদ বোরোর ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বীজ পাতিয়া ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রথমে চারার গুছি রোপণ করিতে হয়। উপ্ত ও রোপিত উভয় বিধ ধান্যই এক সময়ে পাকে। বসন্ত ঋতুর বাতাস না পাইলে উহার গাছ তেজস্বী হয় না। নদীতে জোয়ারের জল যত দূর উঠে এবং ভাঁটার সময় উহার জল যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমান্তর্গত পললময় ক্ষেত্রেও জলির আবাদ হইয়া থাকে।

"ত্বরা আশু" নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে। উহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ত্বরা, মুকো, ঝাটি ও নেওয়ালি। এই ধানের সকল প্রকার সত্বর পরিপক্ক হয় না এবং উহা আশু ধান্যের মধ্যেও পরিগণিত নহে; তথাপি উহার নাম "ত্বরা আশু"। ইহার রোপণ ভিন্ন বপন প্রথা প্রচলিত নাই; কারণ উহা রাঁঢ়ি অঞ্চলের ন্যায় কুড়ি প্রভৃতি জলাভূমিতে জন্মে, তথায় বিদা চালাইবার সুবিধা হয় না। বিদা ভিন্ন উপ্ত ধান্যের চারা তেজস্বী হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পাতিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম এই এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিতে হয়। ⁄৫ পাঁচ সের বীজে এক বিঘার রোপণকার্য্য শেষ হইতে পারে। ত্বরা ভাদ্র মাসে পাকে, মুকো ও ঝাটি আশ্বিন মাসে এবং নেওয়ালি কার্ত্তিক মাসে পাকে। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে উহা দুই প্রকার হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণ উহাকে "ভাতুই" ধান্য কহে। ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ ধান গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য ধান্যের ন্যায় শিষের আকার ধারণ করে না, গর্ভমধ্যেই পাকিয়া যায়।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামা, চিনে, কাউন বা ভুরো, মাতুয়া, শেয়াললেজা, কোদো প্রভৃতি আরও কয় প্রকার ধান্যজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা অতি অল্পায়াসেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল শস্যের বীজের আকার প্রায় গোল এবং চাউল প্রায় খুদের ন্যায়। উহা গো, মহিষ ও পক্ষিগণের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে উহার মধ্যে কোন কোন শস্য নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণও আহার করিয়া থাকে। গো মহিষগণকে উহাদের শস্য না খাওয়াইয়া ঘাসরূপে গাছ খাওয়ান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোদোর বীজ গোরুকে খাওয়াইলে তাহাদের ঘোর লাগে।

কখন কখন আশু ধান্যের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে ধান ফলে না। ঐ সকল ক্ষেত্রে ২।৩ বার চাষ দিয়া ঐ সকল শস্য বপন করিতে হয়। বপনের পর আর কোন চাষ আবাদের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোন শস্যে ২।১ পালা বিদে বাঁশী দিতে হয়। তাহা এই স্থলেই বলিতেছি।

ভুরো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে

শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে। বীজ ৴১ এক সের ৴১৷ পাঁচ পোয়ার অধিক লাগে না। বপনের পর দুই পালা মই দিতে হয়। কোদোর চাষ আবাদ ও বীজ পরিমাণে ঐরূপ। ইহারও শীষ বাহির হয় না, গর্ভমধ্যে পাকিয়া থাকে। শেয়াললেজার শীষ ঠিক্ শৃগাল-লাঙ্গুলবৎ; চাষ আবাদ ঠিক্ ভুরোর ন্যায়। মাতুয়াতে মণ্ড প্রস্তুত হয়; এজন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে অতি আদরে উহার চাষবাস হইয়া থাকে। উহার চাষ আবাদ আমন ধানের ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতে হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চীনার বুনানি হয়। বুনানির পর ষাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে। বীজের পরিমাণ ৴১ এক সের ৴১৷ পাঁচ পোয়া।

বিজলী সখী।

১

মরতে এ ঘন তমসায়,
আয় মোর্ রাঙা দিদি আয়;
নব ঘন-ঘটা ছাড়ি,
আয় রাণি, মোর বাড়ী,
ব'সে থাকি দুই বোনে গলায় গলায়;
তুমি রাঙা, আমি কালো,
মিলিলে মানাবে ভাল,
উজলে সোণার চিক্ রেশমী ফিতায়!
আয় মোর রাঙা দিদি আয়!

২

অই দিব্য হাসিমাখা মুখ,
মাখা যেন ত্রিদিবের সুখ;
আঁধার আঁধার পর
ঘন আঁধারের স্তর,
আঁধারে আঁধারে নাহি ফাঁক একটুক!
তুমি ভেদি সে আঁধার,
হাসাইলে ত্রিসংসার,
এতই আনন্দে ভরা দৈবতার বুক!

৩

তোমার ও স্বরগের হাসি,
আমি ভাই, বড় ভালবাসি,
কেমন বিভল-পারা,
হ'য়ে পড়ি মাতোয়ারা,
মরমে বাজিয়া ওঠে মল্লারের বাঁশি!
যদি বল ব্রজনাদে,
বালক সভয়ে কাঁদে,
যদিও মানব-হিয়া চমকে তরাসি,
তবু দেখ, পূজিবারে
অসি-করা শ্যামা মা'রে,
কত আয়োজন করে ধরাতল-বাসী,
পবিত্রতা বীরতায় কে না অভিলাষী?

৪

তাই, দেবী, তোমারে হেরিয়া,
যায় বিশ্ব পুলকে গলিয়া!
শ্যামল তরুর মূলে
শিখী নাচে পাখা খুলে,
আবাহন করে ভেক শাঁখ বাজাইয়া;

চাতক মহান্ স্বরে,
তোমারে বন্দনা করে,
বসুধা সহস্র প্রাণে উঠে উথলিয়া!

৫

চিরকাল কালো মেঘে বাস,
আকাশেরও কালিমা বাতাস;
সবি হেন কালো কালো,
তবু তব রূপে আলো,
খনির আঁধারে যথা মণির বিকাস!
আমি তো কনক-লতা!
বুঝি না এ সব কথা,
তুমি কে অমৃতময়ী, অমৃত নিশ্বাস?

৬

শুনিয়াছি বজ্রের অনলে,
তব হৃদি চিরদিন জ্বলে!—
কে জানে বিধির আশ,
পদ্মবনে ফণি-বাস!
সুন্দর চন্দ্রমা কেন রাহুর কবলে?—
অথবা পরশে তব,
বজ্র, মহাবজ্র, সব,
শীতল তুষার যথা হিমাচল-তলে!

৭

যতক্ষণ তব বুকে রয়,
ততক্ষণ বজ্রে কিবা ভয়?—
কিন্তু হায়, কি অদ্ভুত,
হ'লে ও হৃদয়-চ্যুত,
অনল উগারে বাজ মহামৃত্যুময়!
শঙ্করে পরশি যথা,
কালকূট সুধা—তথা
তোমারে পরশি বজ্র স্নিগ্ধ, সুধা হয়!

৮

এস দেবি, ভূতল উপরে,
মানবের অগ্নিময় ঘরে;
তোমার অমিয় বা'য়
লাগিয়া বিষাক্ত গায়,
হাসুক মলয়ানিল শুষ্ক বন-পরে!
হোক্ বজ্রানল শান্তি,
যা'ক্ হাড়ভাঙ্গা শ্রান্তি,
বহুক পীযূষধারা প্রাণের ভিতরে!

৯

দেবী তুমি স্বরগ-শোভনা,
জান না তো নরের বেদনা!
কি কহিব সুরেশ্বরি,
সদা মোরা বেঁচে মরি,
নীরবে শুকায় কত পবিত্র কামনা!
কি শুনিবে বিধুমুখি,
শত সুখে মোরা দুখী,
সদাই নিরাশা আনে মরণ-যাতনা!

১০

তাই ডাকি, মরতে আসিয়া,
এ বেদনা দাও ভুলাইয়া;
নিয়ে হাসি মুখখানি,
যদি কাছে এস রাণি,
প্রাণের জ্বলন্ত বহ্নি যাইবে নিভিয়া!
দাও দেবী, এই বর—
অভাগা অধম নর
তোমারি মতন হাসি, উঠুক হাসিয়া!
অমনি পবিত্র আলো,
তাদেরো মরমে ঢালো,
পাপ, তাপ, মলিনতা, যাউক মুছিয়া!
শান্ত যাহে বজ্রানল

দাও সেই হৃদি-তল,
মানবে দেবতা হ'তে দাও শিখাইয়া !
তোমারি বাতাসে ধরা,
হউক অমিয়-ভরা,
নরের অমর প্রাণ উঠুক জাগিয়া !

১১

মরতের আঁধারের ছায়,
আয় মোর রাঙা দিদি আয় !
শ্যাম জলধরে ছাড়ি,
এস সখি, মোর বাড়ী,
প্রীতির অঞ্চলে মম, বসা'ব তোমায় ;
এ জগতে রাঙা কালো,
চিরকাল মিলে ভাল,
শিবের সোণার আভা শ্যামা মা'র গা'য় !
আয়, মোর দিদিমণি ! আয়।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

গ্রীক পুরাণ।

(৩৬৬ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

দেব, দেবী, দৈত্য, পরী এবং অসংখ্য অসুর পরিবার লইয়া স্বর্গরাজ ক্রণস্ (শনি) রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভগিনী রিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া অনেকগুলি দেব দেবী উৎপন্ন হয়। স্বর্গ-রাজের সন্তান বলিয়া অন্য দেবতাদিগের উপর তাঁহাদের প্রাধান্য। তিনটী কন্যার নাম হেষ্টিয়া বা বেষ্টা, ডেমিটার বা সিরিস (লক্ষী) এবং হীরা বা জুনো। তিনটী পুত্রের নাম হেডস বা প্লুটো (যমরাজ), পোসাইডন, নেপচুন (বরুণ) এবং জিয়স (ইন্দ্র) ; জিয়স সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধি ও পরাক্রমে সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সন্তানগণ অনেক কষ্টে জীবন লাভে সমর্থ হন। ক্রণস্ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে, তিনি যেমন তাঁহার পিতা ওরেনস্‌কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার এক সন্তান তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবে। ক্রণস্ সেই জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পত্নী রিয়া পিতামাতার (ওরেনস ও গায়া) সহিত পরামর্শ করিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করেন, তাহাতেই কনিষ্ঠ সন্তান জিয়সের প্রাণরক্ষা হয়। ইহাঁর জন্মমাত্র ক্রণস্ ইহাঁকে গ্রাস করিতে আইসেন, কিন্তু সন্তানের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাবৃত এক খণ্ড প্রস্তর তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তিনি তাহাই গ্রাস করিয়া ভ্রমে মনে করিলেন কনিষ্ঠ সন্তানকেও উদরস্থ করিয়াছেন। এ দিকে দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জিয়স্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া ক্রীট দ্বীপের আইডা পর্ব্বতে রাখা হয়। তিনি সেখানে জঙ্গলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত

হইয়া উঠেন। তিনি এক দিন পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৌশলক্রমে তাঁহাকে কবলিত প্রস্তরখণ্ড* বমন করিতে বাধ্য করেন, এবং ক্রণস্ ক্রমে ক্রমে পাঁচটী সন্তানকেও উগারিয়া বাহির করেন। আপনার ভাই ভগিনীদের সহায়তায় জিয়স পিতৃরাজত্ব পর্য্যুদস্ত করিয়া নূতন দেবরাজ্য স্থাপনে স্থিরসঙ্কল্প হন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রণস্ এবং তাঁহার ভাই ভগিনী অসুরদল এক দিকে, জিয়স এবং তাঁহার ভাই ভগিনী ও ক্রণসের বিপক্ষ কতকগুলি প্রাচীন দেবতা অন্য দিকে। মিত্র-সৈন্যদিগের প্রধান ষ্টিংক্স দেবী ও তাঁহার ৪ পুত্র; ৩জন সাইক্লপ্স (এক চক্ষু দানবী), ইহারা ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তত করেন; এবং তিনটী হিকাটচারীস (শতহস্তী), ইহারা অমিতবলে দেবপক্ষ সমর্থন করে। দশ বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জিয়স সদলে অলিম্পস্ পর্ব্বতে এবং দানবেরা অথ্রিস পর্ব্বতে সেনানিবেশ করেন। প্রকৃতিরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। ওসেনস্ এই যুদ্ধে কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিলেও দূর হইতে ইহার কোলাহলে ও ঘাত-প্রতিঘাতধ্বনিতে অস্থির হন, গায়া ও পন্টসেরও সেই অবস্থা হয়। জিয়সের বজ্র ও শতহস্তীদিগের নিক্ষিপ্ত পাহাড় পর্ব্বত-খণ্ডের তাড়নে অবশেষে দানবেরা পরাভূত হইয়া টারটেরসে (পাতালপুরীতে) প্রবিষ্ট হয়। ক্রণস প্রভৃতি এই অন্ধকারাগারে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হন, নেপচুন ইহার চারি দিকে বিশাল পিত্তলের প্রাচীর গাঁথিয়া দেন এবং তিনটী শতহস্তী দিক্‌পালের ন্যায় তাহাদের প্রহরীরূপে স্থাপিত হয়। ওসেনস্ দেবতাগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই বলিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান। আয়াপুটস অসুর, স্বপুত্র মিনিসিয়সের সহিত কারাবদ্ধ হয়। তাহার অন্য পুত্র আট্‌লাসের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা হয় যে, সে জগতের পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিবে। জিয়স আর এক শত্রুকে পরাজয় না করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা গায়া সন্তানপ্রসবে ক্লান্ত নহেন। তিনি পূর্ব্বে ওরেণস ও পোণ্টসকে যেমন বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ টার্টেরসকে বিবাহ করিলেন। টাইফিয়স নামে এক মহাদৈত্য গায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। ইহা দ্বারা দেবরাজ্যের সমূহ উপদ্রব হইত। কিন্তু জিয়স বজ্রাগ্নিতে তাহাকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া পাতালপুরীতে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

* এই প্রস্তরখণ্ড ডেলফি মন্দিরে স্থাপিত হয় এবং গ্রীকেরা অনেক কাল ভক্তিভাবে ইহার পূজা করিতেন।

গৃহীর ধর্ম্ম।

প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে আত্মার অন্তরতম পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। একটী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিল, আর একটী পশু জন্মগ্রহণ করিল। দুইটীর পৃথিবীতে জন্ম হইল বটে, কিন্তু পশুর জীবন কেবল আহারবিহারে পর্য্যবসিত হইল, আর মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব সকল প্রস্ফুটিত হইল, সেই সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথও প্রশস্ত হইল। মানবহৃদয়ে প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, পশু ও দেবভাবের অহরহঃ তুমুল দ্বন্দ্ব চলিল, একজন তাহাকে আপাত-মনোরম বিষয়ভোগ সকলে সবলে আকর্ষণ করিতেছে, আর একজন শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। সেই পথই ঈশ্বরে যাইবার পথ, যে পথে শ্রেয়ঃ যাইতে বলিতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত মনুষ্য যদি গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইত না; তাই করুণাময় পরমেশ্বর মায়ার বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য তাহা সহজে ছিন্ন করিতে পারেন না। সেই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, বাল্যে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীতে পরিবৃত হইয়া জীবনের প্রাতঃকাল সুখে অতিবাহিত হইয়া যায়, এবং যৌবনের প্রারম্ভে জীবন-মধ্যাহ্নে বিবাহিত হইয়া দুইটী প্রাণ এক হইয়া যায়; তখন অর্দ্ধ পূর্ণ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগের হাতে গুরুতর কর্ত্তব্যভার দিবেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণে তাঁহার পালনী শক্তি যোগ করিয়া দেন। তখন এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের কঠোরতা, অপর দিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল আপাতসুখকর; এই সময়ে দেবভাবের ও পশুভাবের জয়-পরাজয়ের সময় বড়ই শক্তির প্রয়োজন। তাই করুণাময় পরমেশ্বর যে দেব-শক্তি প্রাণে যোজনা করিয়া দেন, তাহাতে অপূর্ণ জীব পূর্ণ হয়। এই কর্ত্তব্যের টানে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখকর বস্তু হইতে আপনাকে নির্লিপ্তভাবে রাখিতে পারিল, সেই জিতিয়া গেল— সেই ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। জীবন-সন্ধ্যাকালে প্রৌঢ়াবস্থায় মায়ার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, তখন প্রায়ই সাংসারিক কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। তাই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"।

আজীবন আত্মচিন্তা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, পরে জীবন-সন্ধ্যাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। জীবন-মধ্যাহ্নে যেমন

জীবনের প্রখরতা ভোগ করিতে হইবে, তেমনি জীবন-সায়াহ্নে সুশীতল শান্তিসুধা ভোগ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে প্রখরতা ভোগ করিলে সায়াহ্ন-কালে তাহার ফল অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে যদি তুমি প্রেয়ের অনুগত থাকিয়া বিষয়-ভোগে উন্মত্ত থাক, তাহা হইলে জীবন-সায়াহ্নে অবসাদ ও আত্মগ্লানি এবং মৃত্যুকে লাভ করিবে। প্রিয়তমাকে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। অতএব সাবধান! প্রেয়ের প্রলোভনে ভুলিও না। শ্রেয়ঃ তোমার পরলোকের সঙ্গী হইয়া পরলোকে তোমাকে আনন্দ-আলয়ে লইয়া যাইবে।

প্রভাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দয়া ধর্ম্ম দুইটী এক-সূত্রে গ্রথিত জিনিষ; তুমি যদি দয়াকে অমূল্য রত্ন ভাবিয়া কণ্ঠে স্থান দাও, তাহা হইলে ধর্ম্মকেও লাভ করিবে। ভক্ত তুলসী দাস বলিয়া গিয়াছেন "দয়া ধরম্ কা মূল হ্যায়, নরকমূল অভিমান, তুলসী কহে দয়া মৎ ছাড়ো যাবৎ কণ্ঠা-গত প্রাণ।" দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল যাহাতে হৃদয় হইতে চলিয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রেমময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সকলকেই প্রেম করিবে। ক্ষুদ্র, মহৎ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই সমানচক্ষে দেখিবে। প্রেম ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া নশ্বর জীবন দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। নীতি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মলাভ করা যায়। আগে নীতিশিক্ষা করিবে, তার পর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে, তার পর আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, তবে ঈশ্বর পাইবার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে গৃহীরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। আর সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বর বৈরাগ্যকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা তাহারই সাহায্যে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি প্রকৃত ধার্ম্মিকের কথাই বলিতেছি; ভণ্ডদের কথা পৃথক্। তাহারা এবং বিষয়ান্ধ সংসারীরা একই গতি প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করিয়া দুই জনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমান অধিকার দিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই জনের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। যাহাকে যেরূপ কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছেন, তাহাকে সেই সেই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোককে দয়া মায়া কোমলতা করুণার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়া-ছেন এবং পুরুষ মানুষকে শৌর্য্য বীর্য্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতিতে গঠিত করিয়াছেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার মাতৃভাব দ্বারা রমণীকে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে রমণী দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইতে পারিত না। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের হৃদয়ে মাতৃভাব কিয়ৎ পরিমাণে দিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা জগতের এত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এমন একটী গুণ আছে যে সহজে আপনাকে হারাইতে পারে। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিলে আর কিছুরই দরকার হয়

না। রমণী যতদিন বিবাহিতা না হয়, ততদিন আপনাকে লইয়া থাকে। যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার কোমলতার সহিত কঠোরতা, দয়ার সহিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি, মায়ার সহিত জ্ঞানের যোজনা করেন, তখন সেই স্ত্রী পুরুষ দুইটী এক হইয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় আর অমনি আস্তে আস্তে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আর স্ত্রীর আপনার কিছুই থাকে না, তার যা কিছু সমস্তই স্বামীর হইয়া যায়। ইহলোকের দেবতা স্বামীকে, পরলোকের দেবতা ঈশ্বরকে ভাবিয়া সে সংসারে কার্য্য করে। পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম পালন স্ত্রীলোকের প্রধানতম—পবিত্রতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষিতকে জলদান, আতুরের শুশ্রূষা করা রমণীর কর্ত্তব্য। স্বামী কি সন্তানের কাহারও রোগ হইলে রমণী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতচিত্তে তাহারই শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে এবং যতদিন আরোগ্য লাভ না ঘটে, ততদিন রোগীর সহিত রোগী হইয়া থাকে। তার পর রোগ আরোগ্য হইলে সে হৃদয়ে যে আনন্দ লাভ করে, তাহাই ঈশ্বরের প্রদত্ত পুরস্কার। যদি করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীলোককে এই সকল ভাবের প্রস্রবণরূপে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে সংসার চলিত না। স্বামী যদি মন্দ হয়, আর স্ত্রী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে সে ভাল স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়, আর স্বামী যদি ভাল হয়, কিন্তু স্ত্রী মন্দ হয়, তবে সে স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়। কি গৃহী কি ঋষি সকলেই সকল কালে সকল সময়ে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন ঃ—

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা
সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা
পতি-দেশানুবর্ত্তিনী।"

সেই স্ত্রী, যে পতিপ্রাণা, সেই স্ত্রী, যে সন্তানবতী, আর যে মন, বাক্য, ও কর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিয়া পতির আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।"

ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া, মনকে নির্ম্মল করিয়া প্রকৃত ভার্য্যা সখীর মত স্বামীর হিতকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিবেন। তাহা হইলেই ইহলোকে সুখ শান্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সুগতি লাভ করিবে। সংক্ষেপে এই গৃহীর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুশাসনের অনুসরণ করিয়া সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিলে নিঃসন্দেহ ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সন্ন্যাসী বাবার দল।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন প্রথম জেম্‌স ইংলণ্ডের অধীশ্বর, তখন তিনি অশেষবিধ অন্যায় অত্যাচারে দেশবাসীদিগকে উৎপীড়িত করেন। ইহাঁরই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণে ইহাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের রাজ্যনাশ ও শিরশ্ছেদ হয়। রাজকোপ প্রথমে ধর্ম্মভীরু লোকদিগের উপরে পড়িয়াছিল। ইহার ফলে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে আমেরিকার সভ্যতম যুক্ত-রাজ্যের পত্তন হয়। ইহা কিরূপে হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নটিংহাম সায়ারে স্ক্রুবি নামে একটী ক্ষুদ্র নগর আছে। এই নগরে কয়েকটী শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক বাস করিতেন। তাঁহারা রাজবিধিবিহিত খৃষ্টানধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা ব্রুষ্টার (Brewster) নামে এক ভদ্র লোকের বাটীতে গোপনে মিলিত হইয়া উপাসনাদি কার্য্য করিতেন। রবিন্‌সন নামে এক জ্ঞানী ও সাধু লোক তাঁহাদের আচার্য্যপদে বৃত হন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের গুপ্ত ধর্ম্মসাধনের সন্ধান পাইয়া বিধিমতে তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। মানুষের স্বদেশ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, স্বদেশ অপেক্ষাও আবার ধর্ম্ম প্রিয়তর। এই ধর্ম্মাত্মাগণ ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন বিদেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মযাজন করিবেন।

এই যাত্রীর দল ভবিষ্যতে "Pilgrim fathers" বা সন্ন্যাসী বাবার দল বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁরা প্রথমে একখানি জাহাজে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া হলণ্ডে যাইতে উদ্যত হন, কিন্তু রাজ-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লুটিয়া লয় এবং বোষ্টন নগরের বাজারে তাড়াইয়া লইয়া আইসে; তথায় ইতর লোকেরা এই সাধু লোকদের উপরে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে। ইহার পরে তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অনেক কষ্টে মুক্তিলাভ করেন।

পর বৎসর তাঁহারা পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করেন। এবার অর্দ্ধেক লোক জাহাজে চাপিয়াছেন, আর অর্দ্ধেক লোক তীরে বোটে করিয়া আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সৈনিক দল আসিয়া পড়িল। জাহাজের কাপ্তেন তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। তীরস্থ সঙ্গীরা ধৃত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। কিছু দিন পরে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারাও হলণ্ডে পলাইয়া আইসেন। আচার্য্য রবিন্‌সন হলণ্ডে তাঁহার মণ্ডলীস্থ সকল লোককে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

যাত্রিদল হলণ্ডে ১১ বৎসর কাল

অতিবাহন করেন, এবং নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া ওলন্দাজদিগের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাগমও হইতে থাকে। ব্রুষ্টার সাহেব একটী ছাপাখানা খুলিলেন এবং স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক সকল দেখিয়া ইংলণ্ডরাজ জেম্‌স বড়ই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের উপরে অধিকতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আরও কতকগুলি ইংরাজ এই যাত্রিদলের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

হলণ্ডে যাত্রিদলের উপর কোন রাজ-অত্যাচার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ধর্ম্মভাব ও স্বাধীনতা লইয়া তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশবাসীদিগের সংস্রবে ম্লান হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল পাছে তাঁহারা ওলন্দাজজাতির সহিত মিশিয়া এক হইয়া যান। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে এক নূতন রাজ্য পত্তন করিবেন, এবং তথায় আপনাদিগের ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

১৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন দেশে যাত্রা করিবার জন্য তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ভজনা আরম্ভ করিলেন। একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে একশতের অধিক যাত্রী ধরিল না। ইহাঁদের টাকারও অভাব; অনেক লোক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, তথাপি তাঁহারা ক্রন্দন ও প্রার্থনার সহিত সহচরদিগকে বিদায় দিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "আমরাও কিছুদিন পরে তোমাদের অনুসরণ করিব।" আচার্য্য যাত্রীদিগকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিলেন "নূতন সত্যগ্রহণের জন্য তোমাদের মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিবে।"

এই যাত্রিদল আমেরিকার নূতন ইংলণ্ড প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা। ইহাঁরা ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর হইতে ছাড়েন বলিয়া যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহার নামও প্লাইমাউথ রাখিলেন। ইহাঁরা সজলনয়নে অনেক দিন স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-যাজনের উপায় লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ইহাঁদিগের সরল ও কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান ধর্ম্ম-স্বাধীনতা—ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীণ মহোন্নতি।

কতকগুলি সুমাতা।

৫ম সংখ্যা।

কোনও চরিত্রবান্ সাধু বলিয়াছেন "ব্যাকুলতা চরিত্র গঠনের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল"। সন্তানের জন্য স্নেহময়ী মাতার প্রাণ যাদৃশ ব্যাকুল, আর কাহারও জন্য কাহারও প্রাণ তাদৃশ হয় না। ব্যাকুলভাবে দীনভাবে প্রার্থনা করিলে যে দয়াময় পরমেশ্বর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, তাহা এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইতেছে। সহিষ্ণুতা নারীচরিত্রের প্রধান গুণ। ধার্ম্মিকা জননী প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা দুর্দান্ত পাপী সন্তানের জীবনে কিরূপ মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, সুমাতার শাসন ও শিক্ষা কিরূপে সন্তানকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে, এই মহিলা তাহার সম্পূর্ণ নিদর্শন।

মহানুভব সেণ্ট অগষ্টিনের জননী মণিকা দেবী ৩৩২ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকাখণ্ডের এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জনক জননী ধর্ম্মপরায়ণ ভদ্রবংশজাত ধনী লোক ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্তে অতি শৈশবাবস্থাতেই মণিকার অন্তরে সাধুতার বীজ নিহিত হইয়াছিল। মণিকা দেবী কোনও অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিতেন এবং সকল কার্য্যেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। মণিকা সাধু পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা সতেজ চিত্তবৃত্তি ও বলবতী সুখস্পৃহাকে আয়ত্ত ও সংযত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। তগস্তা-নগরবাসী জনৈক যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পতির চরিত্র বড়ই কদর্য্য ছিল। কিন্তু মণিকা দেবী বিবাহের পরেই তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সুমিষ্ট বচনের দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে ও সুপথে আনিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি ভ্রমেও স্বামীর অসচ্চরিত্রতা ও দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন "বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে রক্ষা করিতে হইলে প্রেম ও প্রার্থনাই একমাত্র মহৌষধি।" তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যেও তদনুরূপ করিতে যত্ন করিতেন। তাঁহার প্রসন্ন পবিত্র মুখে সাধুতা, বিনয় ও গভীর-ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্যোতিঃ সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার সচ্চরিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার, পতির আত্মীয় বন্ধুগণ এবং তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার পতি মৃত্যুর কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে সমুদায় দুষ্কার্য্য পরিত্যাগকরতঃ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

মণিকা দেবী যথাসময়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেণ্ট অগষ্টিন বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মণিকা ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদের প্রতিভা-শালী পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত ন্যায় ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী করণার্থে কার্থেজ নগরে প্রেরণ করিলেন। অগষ্টিন কার্থেজে গিয়া অভিভাবকশূন্য ও নাস্তিকমতাবলম্বী হইয়া যৌবনকালেই ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল।

বিধবা পবিত্রপ্রাণা জননী মণিকা পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনাগ্রস্ত হইলেন। তিনি যৌবনমদে মত্ত পুত্রের হস্ত ধরিয়া কান্দিয়া কতই বুঝাইলেন, তিনি কি ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইতে অনেক প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু হায়! সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ধার্ম্মিকা জননীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত বাক্য ও মর্ম্মভেদী অশ্রুজল অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন মণিকা মাতা নিরুপায় হইয়া একেবারে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করাই শ্রেষ্ঠ উপায় জানিয়া ঐ উপায়ই গ্রহণ করিলেন। হায়! সে ছবিটী মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। পবিত্রপ্রাণা সাধ্বী জননী একমনে জানু পাতিয়া বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বদ্ধ ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুত্রের সুমতির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু কণাগুলি গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষে পতিত হইতেছে; পলক নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃক্‌পাত নাই, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভজনান্তে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল, মণিকা আচার্য্যকে বলিলেন "দুঃখিনীর প্রতি কৃপা করুন, আমার প্রিয়তম পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন্।" আচার্য্য ২।৪ দিন শুনিলেন, নিত্য ঐ এক কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বাছা! গৃহে যাও, যে পুত্রের জন্য এত অশ্রুজল পতিত হইতেছে, সে পুত্র কি কখন একে-বারে নষ্ট হইবে?" তিনি আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে অগষ্টিনের কার্থেজ নগরের শিক্ষা একরূপ সমাপ্ত হইল। তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোমনগরে গিয়া কোনও প্রকার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার বাসনা করিলেন। রোম মহানগর, তথায় বিপথ-গামী যুবকদিগের জন্য সকল প্রলোভন দ্বার উন্মুক্ত, সুতরাং রোমের নাম শুনিয়াই মণিকার মস্তকে বজ্রপাত হইল; তিনি কম্পিতহৃদয়ে পুত্রকে বারম্বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু অগষ্টিন মাতৃবাক্য শুনি-বার লোক ছিলেন না। তাঁর সঙ্কল্প স্থিরতর রাখিলেন। সুতরাং মণিকা দেবী তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা করিলেন। অগষ্টিন কি করেন, মৌখিক সম্মত হইয়া মাতাকে সঙ্গে লইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সমুদ্রের উপকূলে নিদ্রিতা মাতাকে ফেলিয়া রাখিয়া

গোতারোহণে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গে জননী পুত্রের কার্য্য অবগত হইয়া যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

গ্রীষ্মকালের ভয়ানক উত্তাপে মানবগণ যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সেই সময়েই সুবৃষ্টি হইয়া তাপিত জীবকুলের প্রাণ সুশীতল করিয়া দেয়। "দুঃখের পর সুখ" একটী প্রবাদবাক্য। শরীরসম্বন্ধে যেমন, মানসিক বিষয়েও তদ্রূপ। বিশ্বস্রষ্টার অপার করুণা—অনন্ত দয়া। তাঁহার উপর নির্ভরহীনতা ও বিশ্বাসহীনতা প্রযুক্তই আমরা সময় সময় নিরাশ হইয়া পড়ি ও কষ্ট পাইয়া থাকি। মণিকা দেবীর দুঃখের "বোঝা" এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, তার উপর আর "ভার" চাপাইলে তিনি একেবারেই মারা পড়িবেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথমে স্বামী, এবং তৎপরে পুত্র হইতে দুঃখ ও অশান্তিই উৎপন্ন হইয়াছিল। দুঃখিনী মণিকা এ পর্য্যন্ত সন্তান হইতে সুখ অনুভব করেন নাই। এইবার দয়াময় তাঁহার কঠোর তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইলেন। এইবার মণিকার মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্ট পরিষ্কার হইবার উপক্রম হইল। ভগবান্ সুকঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াই যেন এইবার তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

এদিকে কতকদূর গিয়া দুর্দ্দান্ত অগষ্টিন প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতে লাগিল। নিজের দুর্ব্যবহারের বিষয় স্মরণ হওয়াতে অনুতাপে তাহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। এক দিকে স্নেহময়ী মাতার সদ্ব্যবহার, পবিত্র স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেম ও উদারতার সহিত সেবা যত্ন ইত্যাদি, অন্য দিকে নিজের দুর্ব্যবহার, অপবিত্র চরিত্র, অপ্রেম ও অনুদারতা ভাবিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল, নীচে অগাধসমুদ্রের সুনীল বারিরাশি মৃদু মন্দ সমীরণ দ্বারা বিক্ষোভিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছে, তদুপরি নীলাকাশের প্রতিবিম্ব সান্ধ্য কিরণরাশির সহিত পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। পাপরোগগ্রস্ত অগষ্টিন এই সময় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত করুণায় দুরন্ত অগষ্টিনের পাপজীবন এইখানেই বিনষ্ট হইয়া নবজীবনের সূত্রপাত হইল। মণিকা সতীর অশ্রুজলে প্রার্থনার বীজ এইবার অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ এইরূপ অনুতাপের তীব্র দংশন ভোগ করিবার পর অগষ্টিনের চৈতন্য হইল। সুমাতার অশ্রুসিক্ত নয়ন ও কাতর হৃদয়ভেদী বাক্যগুলি স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র অগষ্টিন গৃহে ফিরিয়া যাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং ক্ষুদ্র তরী আরোহণে তাগস্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন দিন পরে মণিকা জননী কুপথগামী পুত্রকে তীব্র অনুতাপের সহিত প্রত্যাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ধৈর্য্যশীলা পবিত্র জননীর প্রার্থনা এতদিনে পূর্ণ হইল। যে অগষ্টিন

পাপস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি এখন ধর্ম্মযাজক পদ গ্রহণ করতঃ জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য "সেন্ট" (ঋষি) উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

হেঁয়ালি।

সরস্বতী-দ্বারে বসি ত্রিভঙ্গ মুরারি,
শ্যামল সুঠাম, মুখে মোহন বাঁশরী।
তাঁরে ছাড়ি কে লভিবে ধন মান জ্ঞান?
হেরি রূপ কাঁপে কিন্তু শিশুর পরাণ।
যত্নে শিশু বশ তাঁরে কর একবার,
খগ বাহনেতে জয় করিবে সংসার।
দ্বার খুলি বিদ্যাদেবী আদরে লইবে,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অচিরে হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন নগরের ছোট বড় যাবতীয় ব্যবসাদারের প্রাত্যহিক বিজ্ঞাপনের ব্যয় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

২। নিউইয়র্কে চুল কাটিবার এক নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যন্ত্রের এক অংশ চিরুণীর ন্যায় এবং উহার দন্তগুলি প্লাটিনম্ ধাতু দ্বারা আবৃত। যন্ত্রস্থিত তাড়িতপ্রভাবে এই চিরুণী চুলের উপর দিয়া টানিয়া যাইলে, চুলগুলি অতি পরিষ্কৃত ও সমানভাবে কাটিয়া যায়।

৩। মহীশূরের মহারাণী স্বরাজ্যের বয়স্কা বিধবাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী অতিরিক্ত শ্রেণী খুলিবার আদেশ দিয়াছেন। বিধবাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার সুযোগের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রী-পদে ইহাঁদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

৪। বিজ্ঞান-জগতের মহারথী অধ্যাপক হক্সলির মৃত্যু হইয়াছে। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক অভিনব আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

৫। ফ্রান্সের উত্তরাংশে থেন্‌লেস নামক স্থানে মার্গেরাইট রোনিনডি নাম্নী এক বালিকা বিগত ১১বৎসর মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগরিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, এই বালিকার শারীরিক প্রক্রিয়ার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া থাকে; ইহা ব্যতীত সে যে জীবিত, সহজে বিশ্বাস করা কঠিন।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

(১) বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

(২) উপনিষদঃ, ২য় খণ্ড,—শ্রীসীতানাথ দত্ত সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(৩) প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

স্থানাভাবে এবারও কোন সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।

বামারচনা।

বর্ষা-বালা।

কি সাজে সেজেছ আজ,
　আ মরি বরষা সতি!
কোথা লাগে এর কাছে,
　শরৎ-বসন্ত-জ্যোতি। ১

গলায় বিজলীহার
　আহা কি সুন্দর সাজে,
মেঘ গরজন-ছলে
　চরণে নূপুর বাজে। ২

আকাশেতে ছুটাছুটি
　করিতেছে মেঘদল;
ধরণী কর্দ্দমময়
　ঝম্‌ঝম্ পড়ে জল। ৩

গাছের পাতায় পড়ে
　টুপ টাপ বারিবিন্দু,
তব মুখ দেখি সুখে
　উথলি উঠিছে সিন্ধু। ৪

ময়ূর পেখম তুলে
　তোমার মহিমা গায়,
তোমার ও-সোণা-মুখ
　কার না হৃদয়ে ভায়? ৫

যুঝিছে তারকা সাথে
　জলদ গরবভরে,
সে যেন আকাশে ঠাঁই
　দিবে না একটু তারে। ৬

প্রকৃতি শ্যামল বাসে
　চারু মুখ ঢাকিয়াছে,
হেরি সে মধুর দৃশ্য
　সুখে প্রাণ বিগলিছে। ৭

তোর ও-মূরতি মোরে
　করেছে পাগল পারা,
দেখেছি অনেক রূপ,
　দেখিনি এমনধারা। ৮

পরাণ-মাতান রূপ
　তোর লো বরষা-বালা,
তোর রূপ-ভাতি মোর
　হৃদয় করেছে আলা। ৯

তোর ও-রূপের স্রোতে
ডুবে গেল ধরাখান।
কি আশ্চর্য্য ডুবে যাবে
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ! ১০

তোর ও-মূরতিখানি
আলোক আঁধারে মেশা,
যত দেখি তত মোর
বাড়ে দরশন-তৃষা। ১১

শরৎ বসন্ত শীত
তোর কণা তুল্য হয়,
তোর বুকে অবিরত
প্রেমের তুফান বয়। ১২

তোর প্রেমে ডুবে গেল,
রবি শশী তারারাশি,
তাইত বরষা আমি,
তোরে এত ভালবাসি। ১৩

বাসন্তী উষায় ডুবে
যাক্ যে ডুবিতে চায়।
আমার হৃদয়-ভুলে,
বারেক চাহে না তায়। ১৪

চাহি না ডুবিতে আমি
শারদ জোছনা-করে,
ডুবিবে না হিয়া মোর
বীণার ললিত স্বরে। ১৫

ডুবাতে নারিবে মোরে
বসন্ত-কোকিল-তান,
বরষার নীলিমায়
ডুবে রবে মোর প্রাণ। ১৬

বরষা লো তোর ওই
সোণা-মুখে মধু হাসি,
আমি বড় ভালবাসি
তোরি মাঝে রব মিশি। ১৭

তোর আগমনে আজ,
অসীমে সসীম সনে,
দেখি হেন মিশামিশি,
কারে যেন পড়ে মনে। ১৮

সে যেন নয়নে জাগে,
মোর মনে পড়ে যারে,
করি কত অন্বেষণ,
অথচ না পাই তাঁরে। ১৯

বোধ হয় তোর মাঝে
ডুবিলে তাঁহারে পাব,
তোরি মাঝে ডুবে আমি
তাঁহারে খুঁজিয়া লব। ২০

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালির উত্তর।

"হ"এতে আকার আর "ব"এ শূন্য র,
এই হেঁয়ালির এই প্রকৃত উত্তর।
তিন বার পড়িয়াই বুঝিলাম সার,
আষাঢ়ের হেঁয়ালিটী শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আহার, প্রহার, উপহার ও সংহার,
এই সব উপসর্গে হেঁয়ালি বাহার।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৮ সংখ্যা।	ভাদ্র ১৩০২—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রয়স্ত্রিংশ জন্মোৎসব।

এস ভাই বোন্ সবে,
শুভ জনম-উৎসবে,
আজি শুভদিন শুভক্ষণ,
প্রীতির কুসুম-হার,
ভক্তিভরে উপহার
দিয়া পূজি বিভুর চরণ।
জীবন সঞ্চার হ'তে,
সেই বিধি বিধিমতে,
করিছেন রক্ষণ পালন;
উন্নতি সুখ কল্যাণ,
সকলি তাঁহার দান,
অজস্র অজস্র অগণন।
তাঁহারই চরণাশ্রয়ে,
ক্ষুদ্র কলেবর লয়ে,

জনমিয়া এ বামা-বোধিনী;
অবলা-হিতের তরে,
সামান্য যতন ক'রে,
কত সুখে হ'য়েছে সুখিনী!
আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে,
পুস্তক নারীর করে,
গ্রামে গ্রামে নারী-শিক্ষালয়;
নারী—
বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি,
উপাধি-ভূষণে সাজি,
গৌরবে পুরুষে করে জয়।
আজি নারী দেয় শিক্ষা,
উপদেশ ধর্ম্ম দীক্ষা,
পত্রী গ্রন্থ করে বিরচন;

দেশের হিতের তরে,
জীবন উৎসর্গ করে,
আত্মসুখ করি বিসর্জ্জন।
হয় নাই কভু যাহা,
হতেছে এখন তাহা,
আরো কি হইবে কেবা জানে ?
ধন্য দেব দয়াময়,
তোমার কৃপার জয়
ত্রিজগৎ সতত বাখানে।
দুখিনী তোমার মেয়ে,
আছে এই দেশ ছেয়ে,
আজও কত সহিছে পীড়ন,
কুসংস্কার, দেশাচার,
কতবিধ পাপাচার,
নারী-প্রাণ করিছে দাহন।
কৃপাময় !
কর প্রভু কৃপা কর,
তাদের দুর্গতি হর,
যাচি ভিক্ষা আজি নত-শিরে ;
নারীর উন্নতি-ফলে,
স্বর্গরাজ্য ধরাতলে,
অবতীর্ণ হউক অচিরে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন পার্লেমেণ্ট—গত ১৫ই আগষ্ট নূতন পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। দাদা ভাই নৌরজী এবার মনোনীত হইতে পারেন নাই। ভারতবাসীর মধ্যে মেঃ ভাউনগিরী নূতন সভ্য হইয়াছেন। দাদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তিনিও ভারতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হউন।

মহারাণীর বক্তৃতা—নূতন পার্লেমেণ্ট রাজকীয় কমিসন দ্বারা খোলা হয় এবং লর্ড চান্সেলর মহারাণীর বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই :—

সকল বিদেশীয় রাজ্যের সহিত সদ্ভাবের সমাচার পাইয়াছি। ইউরোপের শান্তিভঙ্গের কোনও কারণ নাই। জাপান ও চীনের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে আশা করা যায়। সুকিয়েন প্রদেশে ইংরাজ মিসনরী হত্যার জন্য পরিতাপ করিতেছি ; আশা করি চীন-গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, অপরাধীদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবে। আর্ম্মেনিয়ার প্রতি অত্যাচারে সমুদায় খৃষ্টানজাতি এবং বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশীয় রাজদূতেরা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, সুলতান তৎসম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করেন দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি।

জাপানের প্রাচীনত্ব—জাপান একটী প্রাচীন রাজ্য, ইহার ২৫০০ বৎসরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

বেথুন স্মৃতি-সম্মিলন—ভারত-হিতৈষী

মহাত্মা বেথুনের স্মরণার্থ তাঁহার স্বর্গারোহণ-দিন ১২ই আগষ্ট প্রায় ৪০।৫০ টী মহিলা ও কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার সমাধিস্থলে গিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান স্থায়ী হওয়া প্রার্থনীয়।

চীনে অরাজকতা—চীনেরা কুচিও-নামক স্থানে কতকগুলি ইংরাজ ধর্ম্ম-প্রচারককে হত্যা করিয়াছে। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শাশুড়ীর সৌভাগ্য—জানজিবারের জামাই শ্বশুরের গ্রামে গিয়া বাস করে এবং বিনা বেতনে শাশুড়ীর গোলামী করে।

ড্রেণেজ আইন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জলনিকাশের এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ইহার পক্ষ এবং দেশের প্রতিনিধিরা বিপক্ষ ছিলেন। নূতন ট্যাক্স বসিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের যথার্থ হিত হইবে কিনা, সন্দেহ।

বৌদ্ধ টেক্‌ষ্ট-বুক সভা—ভারত-বিজ্ঞান-সভাগৃহে ইহার এক অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব-উপদ্বীপ-প্রচলিত এক নূতন রামায়ণের ছবি তাহাতে প্রদর্শিত হয়—ইহাতে রামের নাম গন্ধ নাই, রাবণ অসুর ভারত-রাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। কাম্বোডিয়ার এক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ণিত হয়, ইহা অর্দ্ধ ক্রোশ যুড়িয়া আছে, মন্দিরটীতে ৬৪০০০ স্তম্ভ ছিল। ইহা ভারতবাসীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত।

মুকুল—এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদিগের উপযোগী। ইহাতে অনেক সুন্দর ছবি ও গল্প আছে।

মহতের মৃত্যু—অধ্যাপক হক্‌সলি সম্প্রতি পরলোক-গত হইয়াছেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মুখপাত্র ছিলেন।

গোবিন্দের গৃহত্যাগ।

(১)

ছুরী, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহময় অস্ত্র শস্ত্রের গঠন জন্য বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত যে কাঞ্চন নগর ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাত, ৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীতে তথায় এক কর্ম্মকার বাস করিত। অদ্যাপি সেখানে অনেক কর্ম্মকার বাস করিয়া ছুরী, কাঁচি গঠন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা যে কর্ম্মকার গৃহস্থের বিবরণ বলিতেছি, এখনকার কোনও গৃহস্থ তদ্‌বংশীয় কি না, বলা যায় না। ঐ গৃহস্থের

নাম শ্যামাদাস ও তাহার পত্নীর নাম মাধবী, পুত্রের নাম গোবিন্দ, পুত্রবধূর নাম শশিমুখী।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী জাতিগণ স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী। তাহাদিগের উপার্জ্জন নিতান্ত অল্প হয় না; কিন্তু ঐ অমিতব্যয়িতা-দোষে তাহাদিগের সংসারে লক্ষ্মী দাঁড়াইতে পারেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ঐ জাতীয় ব্যক্তিগণের দৈনিক আহারাদির পারিপাট্য বড় বেশি, ঘৃত, দুগ্ধ, বড় মৎস্য, ছাগমাংস, ভাল তামাক, ২।১ বোতল ধান্যেশ্বরী নহিলে তাহাদিগের চলে না। ধান্যেশ্বরীর ব্যবহারটা স্বর্ণকার ব্যতীত অন্যের ঘরে বড় দেখা যায় না। ঘরে চাউল, দাউল, তৈল, লবণ ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে কি, না আছে, তাহার সন্ধান না লইয়া উক্তজাতীয় ব্যক্তিগণ অনায়াসে বড় মৎস্য বা ছাগমাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। গৃহিণীগণ স্বামিগণের এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে প্রথমতঃ এক পালা কলহ করিয়া, পরে কাঠা হাতে করিয়া অন্যের বাড়ী চাউল ধার করিতে বাহির হয়। যে সূত্রধরের ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই, সে একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন মৎস্যে বা মাংসে ব্যয় করিয়াছে, এরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুরুষগণের এইরূপ আচরণ নিয়ত দর্শন করিয়া ক্রমশঃ স্ত্রীগণও ঐ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া পড়ে। এই জন্য,—

"ছুতারের তিন স্ত্রী, ভানে কোটে খায়,
থাকে থাকে, যায় যায়।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার অনেক ছুতার লেখা পড়া শিখিয়া "ভদ্র" লোক হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এ প্রবন্ধ পাঠে অসন্তুষ্ট না হন। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছুতারের কথা বলিতেছি। যাহা হউক, ঐরূপ কোন কারণে, একদা গোবিন্দের সহিত তাঁহার স্ত্রীর কলহ উপস্থিত হয়। গোবিন্দ ভবিষ্যৎ জীবনে এই কলহের কিরূপ ফল পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(২)

যখন বল্লালবংশীয় শেষ ভূপতি নবদ্বীপাধিপ লাক্ষ্মণেয় বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, রাজপুরী বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু নৈসর্গিক জলনিখাত ভাগীরথী ও খড়িয়া তখনও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তিনী হয়েন নাই, পলায়ন-পর নরপতি যে স্থানে জলযানে আরোহণ করেন, ভাগীরথী সেই স্থানেই বিরাজ করিতেছিলেন; জাহ্নবী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল যখন শ্রীধাম নবদ্বীপের (অধুনা মায়াপুর) পাদপ্রক্ষালন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোদ্রুম দ্বীপের (স্বরূপগঞ্জ) দক্ষিণবর্ত্তী হন নাই; যখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, গঙ্গাদাস, বাসুদেব, কৃষ্ণানন্দ, দেবানন্দ প্রভৃতি দার্শনিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক, ভাগবত অধ্যাপকগণ

নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; যখন নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিত; যখন নবদ্বীপ, কাশী, মিথিলা, পুনার ন্যায় ভারতবর্ষে সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; যখন নিমাই পণ্ডিতের শত শত ছাত্র সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রন্থে ডোর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন (১৪৩০ সালের) এক দিন পূর্ব্বাহ্নে একটা পুরুষ নবদ্বীপের মিশ্রঘাটে উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখ হইতে একটা বাক্য পরিস্ফুট হইল:—

"আমি যাঁহাকে দর্শন করিবার উদ্দেশে কাটোয়া হইতে ছুটিয়া আসিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইব কি?" এই কথা বলিয়াই যেমন বদন উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন,—

"কটিতে গামোছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্লবদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত বার পাড় হইতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জলকেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীরাম ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথা অদ্বৈত গোসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ককেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ি পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥
হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার।
অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারাপার॥
একে একে গঙ্গাগর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা।
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা॥
আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তলরাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্মদল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥
রাম-রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু।
তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুটী চারু ভুরু॥
আলতা-রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন॥
প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল।
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল॥
হরি বলি অশ্রুপাত করে মোর গোরা।
পিচ্‌কারী ধারা সম বহে অশ্রুধারা॥
চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়।
অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায়॥" (১)

এই সময়ে ঐ পুরুষের সহিত কোন ধীবরের সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ ধীবরের নিকট উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের পরিচয় লইলেন। পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহার কলেবর কদম্বকুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। তাঁহার মনে যে কত অপূর্ব্ব ভাবের

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচা।

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল, তাহা কে গণনা করিতে পারে? এই সময়ে হঠাৎ নিমাই পণ্ডিত সদলে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। পুরুষ ছুটিয়া গিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন এবং নয়নজলে চরণযুগল ধৌত করিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। পুরুষ চরণোপান্তে করযোড়ে জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন,—

"এত কৃপা কেন মোরে ওহে দয়াময়।
অধমের নাম গোবিন্দ দাস হয়।
ছিলাম গৃহস্থগৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিখারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভু-দরশনে।
এবে স্থান দেও প্রভু ও রাঙা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস কর্ম্মকার জনকের নাম।

এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট পুরুষের মুখে এই পরিচয় পাইলেন যে, আমরা প্রবন্ধের শিরোভাগে স্ত্রীর সহিত কলহকারী যে গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছি, এই পুরুষটী সেই গোবিন্দ। গোবিন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ গৃহবিচ্ছেদের ছলে আমাকে নবদ্বীপে আনিয়াছেন।

(৩)

ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া দিন যাপন করিব, এ পাপ সংসারে আর রহিব না, স্ত্রীর সহিত কলহান্তে গোবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া কাঞ্চন নগর ত্যাগ করেন। গোবিন্দ গৃহত্যাগের এইরূপ হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
এক দিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥"

গোবিন্দ গৃহ ছাড়িয়া প্রথমে কাটোয়ায় উত্তীর্ণ হন। তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের রূপ-গুণলীলাদির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা এতই বলবতী হয় যে, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত দিবারাত্র মাঠে মাঠে ছুটিয়া পর দিন প্রভাতকালে নদীয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ কিরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চৈতন্য প্রভু গোবিন্দ দাসের পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি আমার সংসারে থাকিয়া প্রতিদিন গঙ্গাজল, তুলসী আনিয়া বিষ্ণুপূজার সজ্জা করিবে, নিত্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং উদর ভরিয়া প্রসাদ পাইবে।" গোবিন্দ, প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণে কৃতার্থ হইলেন। বিশেষতঃ তৃতীয় আদেশটীতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কারণ গোবিন্দ দাস একটু উদরপরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে কলহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে গোবিন্দের উদরপরায়ণতা-ঘটিত, তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। গোবিন্দ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন,—

"শাক সূপ দধি দুগ্ধ মোদক পায়স।
বড়া লাড়ু পিষ্টকাদি খাইতে সুরস॥
প্রতি দিন শচী মাতা করেন রন্ধন।
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বার মাস॥"

গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর যে তিনটী আদেশ হয়, তন্মধ্যে গোবিন্দের স্বহস্ত-লিখিত করচায় তৃতীয় আদেশ পালন, অর্থাৎ ষোড়োশোপচারে মহাপ্রসাদ সেবনেরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তিনি প্রভু-চরিতের অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এক স্থলে লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু,—

"কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
যদি কেহ "রাধে" বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে॥
'প্রাণকৃষ্ণ' বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"

এইরূপে গোবিন্দ মহাপ্রভুর সংসারে থাকিয়া তাঁহার রূপগুণ আস্বাদন, তাঁহার দলবলের সহিত শ্রবণকীর্ত্তন এবং প্রসাদ ভোজনাদি দ্বারা পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটী মহাঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহার জীবন-তরঙ্গিনীতে মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কি ঘরে, কি বাহিরে, কি ভক্তমণ্ডলীতে, কি পণ্ডিতসমাজে, হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যেমন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নদীর জলপ্রপাত হইলে তাহার বেগ রোধ করা অসম্ভব, তেমনি পুরুষ-সিংহ শ্রী-চৈতন্যের এই বাসনা-স্রোতে বাধা দেয় কাহার সাধ্য? প্রভু জননী, রমণী, আত্মীয়, স্বজন, শিষ্য, বন্ধু, সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কাটোয়ায় গমনপূর্ব্বক কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। তাঁহার কুটিল কুন্তলাবৃত মস্তকের মুণ্ডন দেখিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু পক্ষীও 'ঝুরিয়াছিল,' পাষাণও গলিয়াছিল। গোবিন্দের পরম সৌভাগ্য এই যে, প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরাবর সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

(৪)

যে দিন সন্ধ্যাকালে কণ্টক নগরের গঙ্গাতীরে ভারতী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইলেন, সেই দিন কেশব ভারতী তাঁহাকে কহিলেন,—

"লোক শিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন।
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন॥
অপরাহ্নকালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা॥
লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল।
পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরিষণ।
কণ্টক নগর হ'লো নন্দনকানন॥

* * *

অঞ্জলি পূরিয়া যত কুলবধূগণ।

প্রভুর মাথায় করে লাজ বরিষণ ॥
হরিধ্বনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া।
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া ॥
আকাশ ভেদিয়া নাম ভাসিছে গগনে।
আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে ॥"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটী নবীন সন্ন্যাসী উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত কৌপীন-বহির্ব্বাসধারী আর একটী বৈষ্ণব ছিলেন। এই বৈষ্ণবটীকে তখন নিতান্ত কাতর-ভাবাপন্ন ও উন্মনা বোধ হইতেছিল। সন্ন্যাসী সঙ্গী বৈষ্ণবের এইরূপ ভাব দর্শনে তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন "চল তোমাদের গৃহে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করি।" এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—

"তোমার সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন।
অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥
আর ত যাব না প্রভু আপনার ঘরে।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি জঘন্য সংসারে ॥"

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে একটী সুন্দরী নারী উচ্চরবে রোদন করিতে করিতে বৈষ্ণবের চরণে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন এবং অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে কহিলেন,—

"সামান্য কথায় তুমি সংসার ত্যজিলে।
দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে ॥
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায়।
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায় ॥"

হরিচরণ স্মরণে সকল বন্ধন কাটিয়া যায় ভাবিয়া বৈষ্ণব কেবল দীনভাবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর এই ব্যাপারদর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"গোবিন্দ, এই রমণীটী তোমার কে?" গোবিন্দ কহিলেন, "আমার পূর্ব্বাশ্রমের ধর্ম্মপত্নী,—শশিমুখী" —শশিমুখী প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দের নারী শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি তাহাকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তত্ত্বকথা কহিয়া বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী", শশিমুখী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে এবং গোবিন্দকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি গৃহে গমন করিয়া কিছুকাল সংসারধর্ম্ম কর, আমি অন্য ভৃত্য লইয়া পুরী প্রস্থান করি।" এই সময়ে গোবিন্দের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসিয়াও তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন। কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ একবার সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় কি লৌহ হইতে পারে? গোবিন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অভয় ভিক্ষা করিলেন। ভবরোগীর জীবনে সৎসঙ্গরূপ মহৌষধের ফল ধরিয়াছে দেখিয়া প্রভু গোবিন্দকে অভয় দিলেন। গোবিন্দ তখন স্বজনগণকে কহিলেন,—

"শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী।
রমণী রমণ হয় একই পরাণী ॥

* * *

অমৃত হইতে যারা সুস্বাদু ভাবিয়া।
*　* লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া॥
নিত্যানন্দ ভুলে, তাতে আনন্দ যাহার।
ধিক্ সে পামরে, জন্ম বৃথাই তাহার॥
*　*　* গৌরাঙ্গ আমার।
তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গ লইব সংসার॥"

ভগবানের কৃপা, ভক্তানুগ্রহ ও নিজের ভজন এই তিনটী জীবের পরিত্রাণের হেতু। গোবিন্দের কিসে কি হইল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন।

বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা।

(শেষ)

রমণীগণের উন্নতির চতুর্থ অন্তরায় সংকীর্ণতা। সে কালের খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জননী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি দয়া, মৈত্রী, সেবা, পরোপকার, জনহিতৈষণা প্রভৃতি মহত্বের পূর্ণ বিকাস স্বরূপ। তাঁহাদের উদারতা জগতের আদর্শস্থানীয়। সে সকল মহাপ্রাণা রমণী ব্যতীত অন্যান্য রমণীগণেরও এই সকল সদ্‌গুণ বহুল পরিমাণে ছিল। অতিথিসেবা, প্রতিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, এবং বিপন্ন দরিদ্রদিগের প্রতি করুণা করিতে তাঁহারা কিরূপ অভ্যস্তা ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কালে এ দেশের একান্নভুক্ত পরিবারের ফলেই প্রধানতঃ এই সকল সদ্‌গুণ স্ত্রীজাতির অভ্যস্ত হইত। কলহাদির আশঙ্কা থাকিলেও বহু লোক একত্রিত থাকিলে পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ, মানবের শীঘ্রই আয়ত্ত হইয়া থাকে। এখনকার কালে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একান্নভুক্ত বহু পরিবার প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং একালে মহিলাগণ পিতৃগৃহে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, শ্বশুরগৃহে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি, স্বামী উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে কেবল স্বামী ও সন্তান*, এরূপ সকল স্থানেই বিশেষ কয়টী আত্মীয়ের সহিত বাস করাতে তাঁহাদের অনেকের পরার্থপরতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মানবহৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল অনুশীলনে যেরূপ সম্প্রসারিত হয়, অনমুশীলনে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই জন্য এখনকার অনেক বঙ্গীয় মহিলার মনের অবস্থা এত সঙ্কীর্ণ যে, পরের সুখের জন্য কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না †। সঙ্কীর্ণতা মনুষ্য-

---

* স্বামী উপার্জ্জনক্ষম হইলে তাঁহার কর্ম্মস্থানে সাধারণতঃ স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে পুত্রের কর্ম্মস্থলে মাতাপিতারও অধিকার হয়।

† বঙ্গ রমণীর সঙ্কীর্ণতার বিষয় "দুইটী প্রবন্ধ" পুস্তকে 'সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য'

জীবনের উন্নতির পরিচায়ক নহে—অবনতির প্রধান লক্ষণ। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নারী-জীবনের উন্নতি নাই। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিবার জন্য রমণী দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলন করিবেন। দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলিত হইলে পরোপকার ও স্বার্থত্যাগ করিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিবে।

রমণীদিগের উন্নতির পঞ্চম অন্তরায় অলসতা। সে কালে ভারত-মহিলাগণ ঢেঁকিতে ধান ভানিতেন, চর্‌কায় সূতা কাটিতেন, সংসারের সকল রকম কাজই আপনাদের হাতে করিতেন। কিন্তু এত কাজের উপরেও তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত শিল্প ও কারুকার্য্য করিতে সময় পাইতেন। ইহার কারণ তাঁহাদের নিরলসতা—শ্রমশীলতা। আর এখনকার কালে চাকর, ঝি, রাঁধুনী প্রভৃতির কল্যাণে গৃহকর্ম্ম যতই কমিয়া যাইতেছে, গৃহলক্ষ্মীদিগের সময়েরও ততই টানাটানি হইতেছে। গৃহস্থ-ঘরে প্রায়ই দেখা যায়, জিনিস পত্রের ছড়াছড়ি, ঘরের কোণে ময়লা জমিয়া আছে, খোকা বর্ষার দিনে খালি গায়ে বেড়াইতেছে, বাবু আপিসে যাইতে পারিতেছেন না, ভাত হইতে বড় বিলম্ব হইতেছে; এ সকল অসুবিধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নব্যা গৃহিণী উত্তর দিবেন "আমার বাড়ীর লোকগুলা বড় বেগোছ, তাই এমন হ'ল।" প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই আলস্য এ সকল অসুবিধার মূল কারণ। খোকার গায়ে যখন জামা দেওয়া দরকার, তখন তিনি দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া রামার মা'র সহিত গল্প করিতে বসেন; যখন ঘর পরিষ্কার করা দরকার, তখন তিনি সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে বসেন; যখন বাবুর ভাত হওয়া দরকার, হয় তো তখন তিনি একটুকরা সাবান লইয়া জামা কাচিতেই বসেন! এ রকম "বেগোছ" হওয়ার একমাত্র কারণ বঙ্গমহিলার আলস্যপ্রিয়তা। আলস্যের জন্যই, যে রমণী লেখা পড়া করেন তিনি সংসারের কাজ করিতে অশক্তা, যিনি গৃহকর্ম্ম করেন তিনি লেখা পড়া করিতে অশক্তা হইয়া পড়েন। এ দিকে বঙ্গবাসিনী দিনের বেলায় ঘুমাইতে পারেন, সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে, গল্প করিতে পারেন, অসময়ে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে পারেন, কেবল নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাই পালন করিতে পারেন না! তাহাতেই "সময়ের অভাব" ঘটে।

যাঁহারা অলসতাকে এতদূর প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের উন্নতি যে কত দূরে, তাহা কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভারত-মহিলাগণ যদি অলসতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হন, যিনি যতই চেষ্টা করুন, তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ উন্নতি কথনই শীঘ্র সাধিত হইবে না। এক এক জন ইউরোপীয় মহিলার নিরলসতা ও শ্রমশীলতার বিষয় আলোচনা করিলেও

[illegible] বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছি। বাহুল্যভয়ে [illegible] প্রবন্ধে ক্ষান্ত রহিলাম।

চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা অনেকে গৃহের নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত পোষাক সেলাই, কাপড় ধোলাই পর্য্যন্ত করিয়া জ্ঞানানুশীলন ও সমাজহিতৈষণা বিষয়ে যোগ দান করিতে পারেন। এ রকম নিরলস ও শ্রমশীল না হইলে কেহ কি বাস্তবিক উন্নতি করিতে পারে? আর এক কথা এই যে, যাঁহারা শ্রমশীলতা ও গৃহকর্ম্মনিপুণতায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিতা, সেই প্রাচীনা মহিলাগণের শোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আলস্যপরায়ণা, গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ও কর্ত্তব্যভ্রষ্টা হইবার মত অবনতি বঙ্গ-মহিলার জীবনে আর কি আছে? তাই বলিতেছি, স্বদেশীয়া ভগিনি! তোমার নিজের জন্য, তোমার পরিজনের জন্য, আর তোমার জাতীয় জীবনের জন্য তোমাকে আলস্য ছাড়িয়া দিতে হইবেই হইবে। এই আপদ্ দূর হইলে তোমার উন্নতি পথের এক বড় বাধা কাটিয়া যাইবে।

রমণীগণের উন্নতির ষষ্ঠ অন্তরায় বিলাসিতা। সে কালের মহিলাগণের অবস্থা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিলাসিতা দেশী জিনিস নহে, জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে; "সভ্যতা" শিখিতে গিয়া এ দেশের লোক বিলাসিতা গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইতেছেন। বঙ্গবাসিনীদিগের এই রোগ বড়ই প্রবল হইয়াছে। আতর, গোলাপ, ল্যাবেণ্ডার, অডিকলম পর্য্যন্ত উঠিয়াই এ রোগ ক্ষান্ত হয় নাই; এখনকার দিনে যে মধ্যবিত্ত রমণীরাও সংসারের কাজ করিতে বিরক্ত হন, যাঁহার মাসে দশ টাকা আয় তাঁহার যে পঁচিশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, সেও এই পোড়া বিলাসিতা রোগের জন্য। যে নির্ধনতা হইতে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতেছে, সেই নির্ধনতার এক প্রধান কারণ বিলাসিতা। তদ্ভিন্ন, বিলাসী ব্যক্তি আপনার সাজ গোজ করিতেই ব্যস্ত থাকে, জগতে কোনও উচ্চতর কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; যে আপনাকে লইয়াই ষোল আনা বিব্রত, সে অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিবে কি করিয়া? তাই বলিতেছি "বিলাসিতা" বঙ্গ রমণীর উন্নতির পথে বড় এক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণ যদি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্টা হইতে পারেন, যদি বিলাসিতার নীচত্ব বুঝিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ বিদেশীয় রোগ দূরীভূত হয়—বঙ্গ-মহিলার উন্নতির পথ সুগম হইতে পারে।

রমণীগণের উন্নতির সপ্তম অন্তরায় বর্ত্তমান সময়ে বিবাহার্থী যুবকের অর্থলালসা। এই দুর্ঘটনা স্ত্রীজাতির উন্নতির পক্ষে যে কি দারুণ বিঘ্ন হইয়া আছে, সে বিষয় দেশের অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। তখনকার দিনে যে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল, এখনকার বর-পণের তুলনায় তাহা হারিয়া গিয়াছে; কারণ কন্যা-পণ হইতে বর-পণ অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। আর এক কথা—কন্যাপণের দায়

হইতে কেহ কেহ নিষ্কৃতিও লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর-পণের দায়ে প্রায় সকলেই দায়ী। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের ভাগ্যে উপার্জ্জন করিয়া ধনলাভ সকল সময়ে হয় না, কিন্তু বিবাহের সময়ে পত্নীর পিতৃকুল হইতে তিনি জীবনের সংস্থান করিতে চাহেন। ইহাতে দরিদ্র —দরিদ্র কেন, মধ্যবিত্ত লোকদিগেরও সুশিক্ষিত পাত্রে কন্যা দান করা অনেক সময়ে "সাধ্যাতীত" হইয়া পড়িয়াছে। পিতার অর্থের জোর না থাকাতে অনেক সুপাত্রীকে অপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইতেছে! ইহা যে নারী-জীবনের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা যাঁহাদের হৃদয় আছে, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, ইহা হইতে বাল্যবিবাহও প্রশ্রয় পাইতেছে। ছেলে যত উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকে, তাহার মূল্যও তত অধিক হইতে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালককে যে পরিমাণে টাকা দিতে হয়, এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে অনেক সময়ে তাহার দ্বিগুণ টাকা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে এ দেশের বালকেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ বিবাহের জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। এই জন্যই কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত পুরুষদিগকে অতি অল্প বয়সেই সংসারে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই জন্যই বঙ্গবাসিনীগণ জন্মগ্রহণ করিলে আতঙ্কে মাতা পিতার রক্ত শুকাইতে থাকে! কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিভাবকদিগের প্রাণে অসহ্য বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে! যত দিন এই কুপ্রথা দূর না হইবে, ততদিন এ দেশের স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কখনই সাধিত হইবে না। কিন্তু প্রজা-হিতৈষী বৃটিশ-রাজ এ বিষয়ে দৃষ্টি না করিলে, ভারত-বাসিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে এ কুপ্রথা রহিত করিতে পারিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। সে জন্য এই বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হয়।

স্ত্রীজাতির উন্নতিপথের এই সকল বিঘ্ন দূর হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা অধিকতর উন্নত হইতে পারে। এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপসংহার-সময়ে বলি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যে এখনও কত দূরে আছে, তাহা আমি জানি না—কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান্ দেব-দেবের প্রসাদে বিগত শত বর্ষে তাঁহাদিগের অবস্থা এরূপ অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের গাঢ় নিদ্রা ভাঙিয়াছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়ের চরণে প্রার্থনা করি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ নিকটস্থ হউক, ভারত-সমাজ প্রকৃত সম্পূর্ণতা লাভ করুক; বামাহিতৈষিগণের আশা সফল হউক; আর ভারত-জননী—অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী

প্রভৃতি কন্যারত্ন-প্রসবিনী ভারতজননী আবার কন্যারত্ন প্রসব করুক; সুপুত্র সুকন্যার গৌরবে মা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া সন্তানের চক্ষে প্রকাশিত হউক, সেই মঙ্গলময় দেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাদিগের সকল নর নারীর জীবন উৎসর্গীকৃত হউক।

বঙ্গাব্দ ১৩০০। ভাদ্র। শ্রীমানকুমারী বসু।

ভক্তি-উপহার।*

১

তোরা কি বলিস্ কিসে,
আমি জানি মরেনি' সে,
স্বরগের ছেলে গেছে স্বরগে চলিয়া;
ফুলের আতর সম,
কীর্ত্তি তার নিরুপম,
ভারতের বুকে বুকে রয়েছে জাগিয়া!

২

ভারত-হিতার্থী যারা,
কথ'ন বলোনা তারা,
"সে ছিল পরের ছেলে পর একজন"
বলিও "সে মহামূল্য,
কোটী কোহিনুর তুল্য,
বলিও "সে ভারতেরি অমূল্য রতন।"

৩

সেই শূর—শূরবর,
ছাড়ি দেশ, বাড়ী ঘর,
আপনা ঢালিয়া দিলা ভারত-পূজায়;
বুকের রুধির মরি!
প্রীতির অঞ্জলি করি,
দিয়েছিল উপহার ভারতের পা'য়!

৪

বিজাতি বিদেশী জ্ঞান,
মনে না পাইল স্থান,
ভারত-কুমার তার প্রিয় পরিজন;
মমতা যতন কত,
করিলা সে অবিরত,
"সহোদর ভাই" ব'লে দিলা আলিঙ্গন!

৫

আর—
দুখিনী ভারত কন্যা,
ধরাতলে নহে গণ্যা,
খায় দায় কাজ করে পশুর মতন;
পশু সম অবজ্ঞায়,
দলিতা নরের পা'য়,
সভ্যতা, উন্নতি, সত্য, বোঝে না কখন!

৬

সে নির্ব্বোধ নিরক্ষরা,
সেই সব বেঁচে-মরা,
তারাই জননী বোন, তারাই রমণী;
পুরুষেরা লেখে পড়ে,

---

* ভারতহিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ৪৪ সাংবৎসরিক স্বর্গারোহণ-দিন স্মরণার্থ গত ১২ই আগষ্ট সভাধিবেশনে পঠিত।

তত্ত্ব শেখে, সভা করে,
কিন্তু সেই "পশুগুলা," তাদের ঘরণী!

৭

সেই সব অভাগীর,
তপ্ত নয়নের নীর,
হেরিয়া অনাথ-নাথ হ'য়ে সকরুণ,
অনায়াসে করি পার,
সুবিশাল পারাবার,
আনিলা ভারতে, নর-দেবতা বেথুন।

৮

সে মহা-মহিমাময়,
দরশনে পাপক্ষয়,
অটল রজত-গিরি পবিত্র আকার;
ভারত-বালার দুখে,
বাজিল কোমল বুকে,
সহস্র ধারায় চোখে, বহে জল-ধার!

৯

জলদ-নিঃস্বন-রবে,
উচ্ছ্বাসে কহিলা তবে,
ভারতের সারা বক্ষ করি উচ্ছ্বসিত;—
"রমণী, আনন্দ-হেতু,
জাতীয় উন্নতি-সেতু,
প্রেমময়ী বিশ্বমা'র প্রেমে নিরমিত!

১০

"নারীরে সুশিক্ষা দিলে,
জাতীয় কল্যাণ মিলে,
পুরুষে জীবন পায় নারীর শোণিতে;
'যে চাও দেশের হিত,
[illegible]জাতি-মঙ্গলে প্রীত,
সে এস জীবন দিতে রমণীর হিতে!"

১১

শুনি সে অমিয় গাথা,
কত কোটী কোটী মাথা,
অদম্য উদ্যমভরে, অসীম উৎসাহে,
নীচতা হীনতা ভুলি,
দেখিল নয়ন তুলি,
নারীই জননী, বোন, জায়া, সুতা তাহে!

১২

আনন্দে চলিলা বালা,
বেথুনের পাঠশালা,
সাদরে সে ঋষিবর করিলা গ্রহণ;
দুখিনী মায়ের কন্যা,
নারীকুলে নহে গণ্যা,
দিল তারে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতার যতন!

* * *

১৩

সেথা—
আজি নারী লেখে পড়ে,
বি, এ, এম্, এ পাশ করে,
অদৃষ্ট ফিরিয়া গেছে, আজি শুভ দিন!—
ঢালে যদি রক্ত-ধার,
হৃদি পিণ্ডে গাঁথে হার,
পারে কি শুধিতে তা'রা বেথুনের ঋণ?

১৪

দেবতুল্য পূজ্যতম,
স্নেহে জননীর সম,
উপকারী শুভাকাঙ্ক্ষী জনক-মতন;
প্রণাম করিতে তাঁয়,
পরাণ আরাম পায়,
কে জানে কিসের স্রোতে উথলে নয়ন!

১৫

আহা!

সারা দিনমান-শেষে,

শ্রান্ত পরিশ্রান্ত বেশে,

শুয়েছে সোণার খাটে উজ্জল তপন!—

আয় ভাই, বোন আয়,

কে দিবি সে রাঙা পায়,

পুষ্পাঞ্জলি—সূর্য্য-অর্ঘ্য মনের মতন!

১৬

তোরা কি বলিস্ কিসে,

আমি জানি মরেনি' সে,

স্বরগের ছেলে আছে, স্বরগে বসিয়া;

কিবা তাঁরে দিতে পারি,

দু ফোঁটা নয়নবারি,

পবিত্র শ্মশানে তাঁর যেতেছি রাখিয়া।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

রত্ন।

আমাদের অনেক পাঠিকা, বোধ হয়, রত্ন ভালবাসেন। বস্তুত যাঁহারা অলঙ্কারকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে রত্নের আদর করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রত্ন কোথায় জন্মে, এবং কি প্রকারে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা আমাদের অলঙ্কার-প্রিয় পাঠিকা-দিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট, সেইটীই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, ধনরত্ন ইত্যাদি।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।

মণিবিশেষের সহিত রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে।

"রত্নস্তু মণিদন্তেদে স্যাৎ।'

রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে, তন্মধ্যে নয়টী প্রধান।

"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যো গোমেদোবজ্রবিক্রমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমং॥"

অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিক্রম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীল, এই নয় প্রকার রত্ন।

১ম-মুক্তা।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীন কাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। এক জন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় এক ছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্রা আট লক্ষ সাত হাজার দুই শত নব্বই টাকা মূল্যের একটী মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটী মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ দেবতা ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিসরদেশীয় এক রাণীর কর্ণাভরণে একটী মুক্তা ছিল, এক সময়ে উহা

ইউরোপে ১৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তৎসমক্ষে সার টমাস গ্রেসাম একটী দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করতঃ স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপ সকল সময়ে ও সকল রাজ্যেই আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার সমধিক গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তাধারণে মহাফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র।

বৈদ্যক শাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ এবং ঔষধে উপযোগিতা ও উপকারিতা রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে বিবৃত আছে।

মুক্তার ছায়া বা কান্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তিস্থান ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা গরুড়পুরাণে আছে, কিন্তু ভোজরাজ-কৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান, যথা—

"মাতঙ্গোরগমীন-পোত্রি-
শিরসত্বক্‌সারশঙ্খাম্বুভৃ-
চ্ছুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক-
মণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা ॥"

(১) মাতঙ্গ—হস্তী, (২) উরগ—সর্প, (২) মীন—মৎস্য, (৪) পোত্রী—শূকর, (৫) ত্বক্‌সার—বাঁশ, (৫) শঙ্খ—শাঁখ, (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ, (৮) শুক্তি—ঝিনুক। গজমুক্তা, ফণীর মণি, বংশলোচন্ ইত্যাদি কথা ইহা হইতেই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)।

নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

(১)

এক বৎসরের উপর হইতে চলিল বামাবোধিনীতে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা হইয়াছিল। বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুটিকতক স্থূল স্থূল কথা বলা মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মনে করিয়াছিলাম, পাঠক-পাঠিকার এ বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয় নীতিশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু লিখিতে অনুরোধ করায় এই প্রবন্ধ লেখা গেল।

(২)

সঙ্গের উপর ছেলেদের নীতি অনেকটা নির্ভর করে। "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" আমাদের মধ্যে এই কথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত। কাহাকেও ইহার অর্থ বুঝাইবার দরকার নাই। সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎসঙ্গের দোষ বোধ হয় এত অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বুঝান যায় না। বড় হইলে লোকের মনোবৃত্তি সকল, ভালই হউক আর মন্দই হউক, এক প্রকার পরিপক্ক হইয়া যায় এবং তাহারা তাহাদের

সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে ও লয়। ছেলেবেলায় সাধারণতঃ আমরা তাহা পারি না। যেরূপ সঙ্গী পাই, তাহারই সঙ্গে মিশি। ছেলেরা অসৎ-সঙ্গে মিশিলে তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক পিতা মাতার অবিদিত নাই। ছেলে মেয়েকে মানুষ করা কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই জানেন। যদি প্রথম হইতে তাহাদের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের উপর দৃষ্টি না রাখা যায়, তাহা হইলে ছেলে মেয়েকে "মানুষ" করা কি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে ইহা বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভদ্রলোকের ছোট ছোট্ট পুত্র কন্যারা, বিশেষতঃ পুত্রেরা রাস্তায় টোটো করিয়া বেড়াইতেছে, যেখানে সেখানে যাইতেছে, যাহার তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। দেখিয়াও বারণ করিবার কেহ নাই। বাপের হয়ত ইচ্ছা নয়, ছেলে ওরূপ করিয়া বেড়ায়। জানিতে পারিলে হয়ত তাড়না করেন এবং সেই জন্যই হয়ত মা তাঁর নিকট ছেলের এই রূপ টোটো করিয়া বেড়ান গোপন করেন। ছেলে কেন, অনেক সময় আমি ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েগুলিকেও মফস্বলে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা বড় অসাবধান। সাহেবদের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে অনুকরণীয়। কোনও ভদ্র সাহেব আপনার ছেলে মেয়েকে যার তার সঙ্গে মিশিতে দেন না।

এখন কথা হইতেছে, এ রোগের ঔষধ কি? কেহ কেহ বলিবেন, যখন যার তার সঙ্গে মিশায় পরিণাম এত মন্দ, তখন যতদূর পারা যায় ছেলে মেয়েকে বাড়ীর বাহির হইতে না দেওয়া ও কাহারও সঙ্গে না মিশিতে দেওয়া ভাল। যার তার সঙ্গে মিলিয়া কদর্য্য ভাষা শিক্ষা করা ও কদর্য্য ভাব গ্রহণ করা অপেক্ষা কাহারও সঙ্গে না মিশাই ভাল। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার। সঙ্গলিপ্সা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা চরিতার্থ হওয়া চাই এবং চরিতার্থ না হইলে মনের পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। পরস্পর মিলিতে না পাইলে অনেক সময় ছেলেরা মুস্‌ড়াইয়া যায় ও ক্রমে অসামাজিক হইয়া উঠে। আরও একটি কথা আছে—শুধু মিশা নয়, ছেলেদের খেলা করাও আবশ্যক। আমার বিবেচনায় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে উপরি-উক্ত অভাব মোচন হইতে পারে: (ক) যাহাতে বাটীর ছেলেরা পরস্পরের সহিত মিলিতে ও খেলা করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা; শুধু বন্দোবস্ত নয়, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া। (খ) পল্লীস্থ শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারগণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা। পাড়ার সকল ছোট বালক বালিকাকে যে এক সঙ্গে মিশিতে দিতে হইবেক, এরূপ বলিতেছি না, এবং অনেক সময় তাহা সম্ভবও নহে; কিন্তু প্রত্যেক প্রতি-

দেশের ছেলেদের পরস্পর যতদুর মিশা সম্ভব, ততদুর মিশা ভাল। নির্দ্দিষ্ট সময় বলিবার উদ্দেশ্য আছে। যদি বাড়ীর ছেলেরা সকল সময়েই এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু তাহাদের উপর থাকিতে পারে না। ওরূপ করা ও রাস্তায় টোটো করিয়া বেড়ানতে বিশেষ প্রভেদ নাই। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যদি তুমি বুঝ যে, কোন বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদের বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপর নজর নাই, এবং সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে উহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কখনই আপনাদের ছেলে মেয়েকে উহাদের সহিত মিশিতে দিও না। এরূপ করিতে হয়ত চক্ষুলজ্জা হইতে পারে, এরূপ করাতে লোকে তোমাকে গর্ব্বিত মনে করিতে পারে, কিন্তু দেখিও যেন চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিম্বা লোকের ভয়ে আপনার ছেলেদের মাথা খাইয়া বসিও না।

(৩)

একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উপরে যাহা বলা হইল তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। আজ কাল প্রায় সকল ভদ্রলোকেই ছোট বালক, এমন কি বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে মধ্যবিত্ত লোকের আর গত্যন্তর নাই। [illegible]বিদ্যালয় যে ছেলে বিগড়াইবার এক প্রধান আড্ডা ইহা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না। বিদ্যালয়ের উপকারিতা অনেক। ছেলের সঙ্গে মিশিয়া পড়া শুনা না করিলে, প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হইলে পাঠার্থীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় না, মন সবল ও দৃঢ় হয় না, এবং বালক বালিকারা সামাজিক ধর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়-প্রণালীর গুণবর্ণনা করা আজ আমার অভিপ্রেত নহে, তাহার দোষ দেখানই উদ্দেশ্য। আজ কাল সাধারণতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজপ্রসাদে ও অর্থলালসা হেতু অনেক বিদ্যালয় হইতে ভদ্রাভদ্র প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহার সহপাঠীরা কিরূপ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অনেক স্থলে বিদ্যালয়ে কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত অপরিহার্য্য। পিতা মাতা মনে করেন, ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন হইল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করেন, কেবল পাঠ দেওয়া ও বেতন লওয়া অথবা শেষোক্ত কার্য্যটি মাত্র তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে সমাজের যে কত অপকার হইতেছে, তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে না, এবং বিদ্যালয় সকল কি উঠিয়া যাইবেক ? আমি তাহা বলিতেছি না। ঘরে শিক্ষক রাখিয়া ছেলে

মেয়েকে লেখা পড়া শিখান সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় এবং সে প্রণালীর দোষও আছে। এ সম্বন্ধে আমি গুটি কতক কথা বলিব। আশা করি বামা-বোধিনীর পাঠক পাঠিকারা তাহাদের প্রতি একটু মনোযোগ দিবেন। (১) বিদ্যালয় অনেক আছে, কিন্তু সকল বিদ্যা-লয়ের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত সমান নয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের রীতিনীতির প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় না। পিতা মাতার কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব নগরস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে ছোট ছোট পুত্র কন্যাদিগকে পাঠান। ইহাতে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যয়ে কৃপণতা করা অন্যায়। অধিকাংশ স্থলে এরূপ ঘটে যে, পিতার যেরূপ আয় তাহাতে তাঁহার পক্ষে পুত্র কন্যাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠান এক প্রকার অসম্ভব। এরূপ স্থলে এই টুকুখানি করিতে বোধ হয় বিশেষ অসুবিধা না হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ক্ষমতার ভিতর যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সেইটিতে ছেলে মেয়ে পাঠান। (২) খুব শৈশবাবস্থায় ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্ত্তব্য নহে। যদি গৃহের বন্দোবস্ত ভাল হয় যদি পিতা মাতা ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে গৃহে শিক্ষা দিলে তাহাদের চরিত্র এতটুকু গঠিত হইবার সম্ভাবনা যে, তার পর বিদ্যালয়ে গেলে তাহাদের চরিত্র শীঘ্র মন্দ না হইয়া যাইতে পারে। (৩) বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পরও ছেলে মেয়ের প্রতি খুব চক্ষু রাখা ও সর্ব্বদা তাহাদের তদারক করা আবশ্যক। অনেক পিতা মাতার বিশ্বাস যে, পুত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। বাকি যাহা করা আবশ্যক, তাহা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কাজ ও কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কি বিষময় ফল ফলে, তাহা অনেকে দেখিয়াও দেখেন না। (৪) বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সকল ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি নজর রাখা উচিত এবং যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী অত্যন্ত অলস ও অসচ্চরিত্র হয় ও তাহার সুধরাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। আজ কাল কিন্তু বিদ্যাদান একটা ব্যব-সায়ের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে, এবং বোধ হয় আমার কথা অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষের একটু তিক্ত লাগিবে। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখী হইতে পারে। যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

ঈশ্বরের উপাসনা।

১। উপাসনা কেবল শুনিবার বা জানিবার কথা নয়, ইহা কাজে করিবার বিষয় এবং ইহার ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। শরীরের পক্ষে যেমন আহার, আত্মার পক্ষে তেমনি উপাসনা। আহার-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ১০খান প্রকাণ্ড পুস্তকে ধান্যবপন হইতে পরমান্ন প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সকল বিষয় পাঠ করিলেও যেমন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা একটুও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু দুটী মোটা চাউলের অন্ন পাইলেও তাহার উদর তৃপ্ত হয়; উপাসনা-স্কুল বা শাস্ত্র হইতে গভীরতম তত্ত্বের কথা শুনিলেও সেইরূপ আত্মার অভাব পূর্ণ হয় না, কিন্তু প্রকৃত উপাসনার একটু আস্বাদন পাইলে আত্মার তৃপ্তি হয়। অন্ন হইতে শরীরের বল, বীর্য্য, শোভা, কান্তি, স্ফূর্ত্তি সকলই; উপাসনা দ্বারা আত্মারও সেইরূপ।

২। আহারের মূল যেমন ক্ষুধা, উপাসনার মূল তেমনি প্রাণের ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার জন্যই নরনারী অতি বর্ব্বর অবস্থা হইতে অদ্যাপি নানা ভাবে ইষ্টদেবতাকে উপলব্ধি ও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে। আস্তিকতা আত্মার মূলগত বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস যত উজ্জ্বল হয়, তত সত্যভাবে ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। আর ভক্তি যত প্রগাঢ় হয়, তত তাহাতে প্রা[illegible] আসক্তি হয়। ঈশ্বরকে কোন প্রক[illegible] দৃষ্টবস্তুরূপে দেখিলে সত্যরূপে তাঁহাকে দেখা হয় না। তিনি পরম চৈতন্য, পরমাত্মা। শরীরের অঙ্গভঙ্গী, মুখের কথা বা মনের কল্পনায় তাঁহার স্তব-স্তুতি করিলে তাঁহার প্রকৃত পূজা করা হয় না; প্রাণের কথায়, প্রাণের যত্নে, প্রাণের আদরে প্রাণাসনে বসাইয়া প্রাণস্বরূপকে পূজা করিতে হয়।

৩। উপাসনার অর্থ—ঈশ্বরে বাস। যিনি তাঁহাকে লইয়া যত থাকিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত প্রকৃত উপাসক। এই ব্রহ্মযোগ একই বস্তু, দুই ভাবে প্রকাশিত হয়—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে প্রাণ এক দিকে মগ্ন হয়; আর এক দিকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য—আপনার ও জগতের মঙ্গল-সাধনে আত্মার স্বাভাবিক গতি হয়। আত্মা যেমন রসস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অমৃতরস গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে, সেইরূপ শরীর মন, হৃদয় ও বিবেককে তাঁহারই ভাবে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। প্রকৃত উপাসকের নিকট উপাসনা জীবনের ক্ষণিক আংশিক কার্য্য নয়, কিন্তু ইহা সমগ্র-জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধনার বিষয়। ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া তিনি ব্রহ্মের উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন।

৪। উপাসনার দুই অঙ্গ হইলেও এক অঙ্গ মূল ও অন্য অঙ্গ শাখা প্রশাখা।

বৃক্ষের মূল গভীর ও অটলভাবে ভূমিতে বদ্ধ হইয়া তাহার রস শোষণ করে, শাখা পল্লব সকলই সতেজ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। আত্মা যদি অটল নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরকে ধরিয়া ভক্তিরসে সিক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান, ভাব, চিন্তা, কার্য্য সকলই পরিপুষ্ট হয়। বীরপুরুষ যেমন নিভৃত ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইয়া রণক্ষেত্রে শূরত্ব প্রকাশ করেন, নির্জ্জনে গভীর উপাসনায় অভ্যস্ত হইয়া ধর্ম্মবীরও সেইরূপ কার্য্য ক্ষেত্র সংসারে ধর্ম্মপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

৫। উপাসনার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই—যাহাতে আত্মা ঈশ্বরমুখী হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। তবে সাধনার জন্য প্রথমে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অঙ্গচালনা কর, বাচনিক বা মানসিক পূজা কর, ভক্তির উদ্দীপন হইয়া ভগবানের সহিত ভক্তের প্রাণকে যেন মিলিত করিয়া দেয়। শাস্ত্র পাঠ কর, নাম জপ কর, সাধুসঙ্গ কর, ব্রত উপবাস কর, সকলই যেন ভগবানের প্রতি মনকে অবনত ও সুস্থির করে। বৈষ্ণবেরা নবধা ভক্তিসাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চৈব স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনা বন্দনা সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥"

ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহার সহিত সখ্যভাব, তাঁহার আনুগত্য এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ এই নয়টী সাধনে পূজা পূর্ণাঙ্গ হয়।

ইহাঁরা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাচ প্রকার ভাবে ঈশ্বর-সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে নির্গুণ কারণ, প্রভু, সন্তান, সখা ও স্বামিভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং এই সকল সাধনায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর, এই তাঁহাদের মত।

ব্রহ্মসাধক প্রাচীন ঋষিরা প্রাণায়ম-যোগে চিত্ত স্থির করিয়া অধ্যাত্মযোগে পরমাত্মাকে আত্মস্থ ও আত্মগত করিয়া তাঁহার সাধনা করিতেন। এই অধ্যাত্ম-যোগই সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়।

৬। বাহ্যপ্রণালী সকল প্রাণহীন হইলে আড়ম্বরমাত্র সার হয়। এই জন্য-সকল ধর্ম্মপ্রণালী বিকৃত হইয়াছে। তীর্থ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মালাজপ, করজপ, নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধন যোগ প্রাণ-হীন হইলে সকলই পণ্ডশ্রম সার হয়।

৭। উপাসনার ফলে জীবন মুক্ত হইবে। যত ব্রহ্মে আসক্তি বাড়িবে, ততই -বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে। প্রকৃত উপাসকের প্রাণ নিত্যমুক্ত সুতরাং নিত্যমুক্ত—সর্ব্বক্ষণ সচেতন, সর্ব্বক্ষণ প্রেমপূর্ণ, সর্ব্বক্ষণ পুণ্যকার্য্যে অনুরাগী। 'সত্যং শিবং সুন্দরং' দেবতাকে প্রাণের প্রিয়তম জানিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার সেবায় জীবন সার্থক করেন।

কতকগুলি সুমাতা।

(গত প্রকাশিতের পর)

জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী।

প্রাতঃস্মরণীয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী একজন সুমাতা। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত সুসভ্য ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রদেশে ভার্জিনিয়া নগরে এক সুসভ্য ইংরাজ পরিবারে ইহাঁর জন্ম হয়। সদাচার, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তরু-লতা-সুশোভিত পর্ব্বতোপরি, কল-নাদিনী তরঙ্গিণীর তীরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন এবং প্রশান্ত নয়ন দুটী ভক্তি-অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, সুতরাং মেরী ওয়াসিংটন ধনীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন; কিন্তু বিলাসিতা এবং অনর্থক অপব্যয়ে তিনি একটী কপর্দ্দকও কখন ব্যয় হইতে দেন নাই। মিতব্যয়িতা দ্বারা তিনি অর্থসঞ্চয় করিয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন এবং স্বহস্তে দীনদরিদ্র-দিগকে অর্থ দান করিয়া পরমানন্দ অনু-ভব করিতেন।

তাঁহার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে জর্জ্জ ওয়াসিং-টন তৃতীয়। জর্জ্জের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং পুত্রগণের লালন পালন ও শিক্ষার সম্যক্ ভার মেরী ওয়াসিংটনের উপরেই পতিত হয়। ছয়টী সন্তানের সুশিক্ষা বিধান একটী বিধবা রমণীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। মেরী ওয়াসিংটনকে তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। তিনি বৃথা চিন্তায় অভিভূত হইয়া এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিতেন না। সুনিয়ম ও সুশিক্ষা দ্বারা তিনি আপনার সদ্‌গুণ সকল সন্তান-দিগের প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। জননীর সুশিক্ষার বলেই জর্জ্জ ওয়াসিংটন কালে প্রসিদ্ধ সেনাপতি ও জগদ্‌বিখ্যাত দেশহিতৈষী হইয়াছিলেন।

একদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে জর্জ্জ ওয়াসিংটন সাত বৎসর মাতৃদর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তিনি মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মেরী ওয়াসিং-টন বহুদিন পরে প্রিয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দলাভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র চুম্বন করতঃ শৈশবের প্রিয় নাম 'জর্জ্জি জর্জ্জি' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন ও আধুনিক সময়ের বন্ধুবর্গের সবিশেষ সংবাদ লইলেন এবং

শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু প্রিয়তম পুত্রের গৌরব ও পদ-মর্য্যাদার বিষয়ে একটী কথাও বলিলেন না। কেহ বলিলে বলিতেন "জর্জ্জ ভাল ছেলে, সে ভাল কাজ করিবে জানি।"

অন্য এক সময়ে ওয়াসিংটনের সৈন্য-গণ তাহাদের নেতার জননীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। সৈন্যগণ ভাবিয়াছিল জননী সমারোহের সহিত তাহাদিগকে দেখা দিবেন। কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, মেরী সামান্যবেশে তাঁহার প্রিয় পুত্রের বাহুমধ্যে মস্তক ন্যস্ত করিয়া উপস্থিত হইলেন। অহঙ্কার ও পদাভিমান তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে স্থান পাইত না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে পুত্র-শোক ভোগ করিতে হয় নাই, অনতি-বিলম্বেই তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্ট জাকসন এবং দেশের সমুদায় মান্যগণ্য লোক একত্র হইয়া ফেডারিক্সবর্গে তাঁহাকে মহাসমা-রোহে সমাহিত করেন। এই রমণীর বিষয়ে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র জর্জ্জ ওয়াসিংটন্ বলিয়াছেন "আমার গৌরব ও মহত্ত্বের একমাত্র কারণ আমার জননীর সুশিক্ষা।"

সুশীলাবালা সিংহ।

ব্রতমালা।

হিন্দুরমণীর পক্ষে স্বধর্ম্মনিরতা, সদা-চারনিষ্ঠা, সুব্রতরতা হওয়া নিতান্ত আব-শ্যক। ধর্ম্মশীলা পত্নীই পত্নী, অন্যে সে নামের যোগ্যা নহেন। যিনি পতিব্রতা, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। যাঁহারা পতির পূজ্য, তাঁহারা পতিব্রতারও পূজ্য। যাঁহারা পতির আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন, তাঁহারা পতিব্রতা পত্নীরও আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন। ওদিকে অন্যথা না হইলে ত আর এদিকে অন্যথা হইতে পারে না।

হিন্দুরমণী শৈশবাবধি মরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-পথে মন দিতে বাধ্য হন। বাল্যের অভ্যাস যৌবনে বদ্ধমূল হয়; তখন অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়। হিন্দুশাস্ত্রের মত শাস্ত্র, হিন্দুর শিক্ষার মত শিক্ষা অতি বিরল। ধর্ম্মের খেলাতেও ধর্ম্মশিক্ষা হয়। শৈশবের ব্রত পুণ্যপুকুর; কিন্তু বস্তুতঃই পুণ্যের পুকুর। এই খেলার পুকুরে যে পুণ্যশিক্ষা হয়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাহাই মহা পুণ্যকার্য্যে পরিণত হয়। বাল্যের যমপুকুরেই হিন্দুবালিকা ভবিষ্যতে যম জিনিবার উপায় শিক্ষা করেন। শৈশব-রাজ্যের ক্রীড়া-ব্রতগুলি বড় অগ্রাহ্য নহে। যেমন বাল্যের বর্ণমালায় সকল বিদ্যার সূত্রপাত, বাল্যের ব্রতমালাতেও সেইরূপ

সর্ব্বধর্ম্মের সূত্রপাত। ব্রত হিন্দুনারীর সঙ্গের সঙ্গী। বাল্যে পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, প্রভৃতি; যৌবনে ধনগছান, জলসংক্রান্তি, বৈশাখী চাঁপা প্রভৃতি; প্রাবীণ্যে অনন্ত-চতুর্দ্দশী, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। বার্দ্ধক্যের ত কথাই নাই; তখন ধর্ম্মই হিন্দুরমণীর জীবনের একমাত্র কার্য্য।

হিন্দুর সকল কর্ম্মেই ধর্ম্মের বন্ধন, ধর্ম্মের সংস্রব,—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ধর্ম্মের বন্ধন। এমন বিধি ব্যবস্থা রীতি প্রথা আর কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুরমণী যে এত ধর্ম্মনিষ্ঠা, এত পতিব্রতা, এত সতী সাধ্বী, তাহা হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুশাস্ত্রের জন্য। ধর্ম্মে মতি আছে বলিয়াই হিন্দুরমণী গৃহের লক্ষ্মী, সংসারের দেবতা, সকলের পূজ্যা। ধর্ম্মের জন্যই পতিব্রতার তেজে জগৎ পরাজিত। অতএব পৌরাণিক প্রচলিত যে সকল ব্রতমালা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠিকাগণের বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, সেই সকল পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুবুদ্ধি পাঠিকারা ইহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিবেন। ব্রত কত আছে, এক মাসের তালিকা দেখিলেই কতক বুঝা যাইবে :—

জন্মাষ্টমী ব্রত, তুলসী ব্রত, হরি-তালিকা ব্রত, ঋষি-পঞ্চমী ব্রত, কুক্কুটিব্রত, দুর্ব্বাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত, বামন-দ্বাদশী ব্রত, এবং অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত এই কয়েকটীই ভাদ্রমাস-কৃত্য প্রধান ব্রত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে প্রধান ও ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ব্রত আছে। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

কর্ণ রোগ।

১। হড়হড়ের পাতার রস অল্প গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল (কান-কামড়ানি) নিবারিত হয়।

২। চামেলি ফুলের তৈল ২।১ ফোঁটা করিয়া ৪।৫ দিন কানে দিলে পুঁষ পড়া ভাল হয়।

৩। ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈলে একটু আফিং মিশাইয়া কর্ণের মধ্যে দিলে কর্ণ-শূ[illegible]তজ্জনিত যাতনা অবিলম্বে নিবারিত হয়।

৪। নারিকেল মুচি ছেঁচিয়া এই রস ঝিনুকে করিয়া কানে দিলে কান-পাকা ভাল হয়।

৫। পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রসে কর্ণ পূর্ণ করিলে, তীব্র কর্ণশূল সত্বর উপ-শমিত হয়।

৬। নীল বৃক্ষের মূলের রস কাঁজি ও তৈলের সহিত পাক করিয়া তাহাতে কর্ণ পূর্ণ করিলে কর্ণের ক্রমী বিনষ্ট হয়।

৭। লসুন, আমলকী সমপরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হরিতাল দিয়া পেষণ করিয়া চতুর্গুণ তৈলে পাক করিবে, পাককালে তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ দিবে। যখন দুগ্ধ শেষ হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তৈল নামাইয়া ঐ তৈলে কর্ণ কিছুদিন পূর্ণ করিলে, বধিরতা রোগ বিনষ্ট হয়।

৮। শ্বেতসর্ষপ, বৃহতী, ও অপামার্গ সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া কর্ণে প্রলেপ দিবে। ইহাতে কর্ণ পালি বৃদ্ধি হয়।

হিন্দুগৃহিণীর রাজনীতি।

পল্লীতে ও গ্রামে পাকা গৃহিণী বলিয়া হরিদাসবাবুর জননীর খুব সুখ্যাতি আছে। পল্লীবাসিনী স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। একে ব্রাহ্মণের কন্যা, তাহাতে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বরের গৃহিণী; কেনই বা লোকে লক্ষ্মী বলিয়া ভক্তি না করিবে? ইহার উপর তাঁহার এত অসাধারণ গুণ ছিল যে, কেহই তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ত্তা পাঁচ শত টাকা পেন্‌সন্ পান; চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে একটী ডাক্তার, একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট; তাঁহারা দুই ভাইয়ে মাসে প্রায় হাজার টাকা ঘরে আনেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানি কাগজের সুদও কিছু আসে। আয় যেমন দেখিতেছ, ব্যয়ও তেমনি। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, দুই একটী জামাই, দুই একটী ভাগিনেয়, গৃহিণীর দুই একটী বিধবা ননন্দা এবং দাসদাসী ইত্যাদিতে দুই বেলায় প্রায় ষাইট সত্তর খানি পাত পড়ে। অতিথিসেবার একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু এমন দিন যায় না, যে দিন ২।৩টী অতিথির সেবা না হয়। এতদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও আছে। এক গৃহে বিভিন্ন প্রকৃতির এত লোক বাস করে, তবু কোন দিন কেহ একটী "টু" শব্দ শুনিতে পায় না। নিত্য নিত্য এত ব্যয় হয়, কিন্তু এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হয় না। দৈনিক তিনটী অতিথির সেবা স্বতন্ত্র আয়োজন বিনা নির্ব্বাহিত হইয়া যাইত। অতিথি-সংখ্যা তদধিক হইলে পৃথক্ আয়োজন হইত। সংসারে এতাদৃশী সুশৃঙ্খলা কেবল গৃহিণীর গুণে। হরিদাস বাবুর মাতা বলিতেন, "যদি অতিথিসেবার জন্য গৃহস্থ পরিজনগণের আহারাদির একটু ত্রুটি না হইল, এবং পরিজনগণ যদি বুঝিতে না পারিলেন যে, তাঁহাদের গৃহে অতিথি আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আহারাদির একটু ন্যূনতা হইয়াছে, তাহা হইলে আতিথ্যের ফল হয় না। যে ঘরে এরূপে অতিথিসেবা না হয়, সে ঘরে মিতব্যয়িতার নিয়ম সকলও উপেক্ষিত হইয়া থাকে।" অতিথিসেবা

সম্বন্ধে হরিদাসের মার আরও যে সকল কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে আতিথ্যের একটা অদৃষ্ট বা অলৌকিক ফলের প্রত্যাশা করিতেন, এরূপও বোধ হয় না। তিনি বলিতেন,—"অতিথিসেবা গৃহস্থের একটা প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। এই জন্য শিশুকাল হইতে গৃহস্থ বালকবালিকাদিগের এই অনুষ্ঠান অভ্যস্ত হওয়া উচিত।" তিনি যে এইরূপ উক্তিমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা নহে; উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ও দেখাইয়া দিতেন। যে দিন গৃহে অতিথি আসিতেন, সে দিন দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের ভাগের দুগ্ধ ও জলখাবার হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া অতিথিকে প্রদান করিতেন, এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, "আজ তোমাদের বাড়ী অতিথি ঠাকুর আসিয়াছিলেন বলিয়া তোমাদের দুগ্ধ জলখাবার একটু কম হইয়াছে।" তাহারা বাল্যকাল হইতে শিখিত আপনারা না খাইয়া, বা অল্প খাইয়া, অতিথিসেবা করিতে হয়।

হরিদাসের মা কখন দাসদাসীগণের উপর অতিথিসেবার ভার অর্পণ করিতেন না; তাঁহার অনুরোধে স্বয়ং কর্ত্তাকে গিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে ও সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। কর্ত্তা একদিন [illegible] অতিথির নিকট যাইতে একটু আপত্তি করায়, গৃহিণী বলিয়াছিলেন,—"দেখ কর্ত্তা! তুমি ভাব, এই ঘর-সংসার টাকা-কড়ি, সবই তোমার, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক, নয়? আমি কিন্তু সেরূপ ভাবি না; আমি ভাবি, পৃথিবীতে যত ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, লোক জন আছে, সকলই একজনের;—সে সকলকে রক্ষা করে,—সকলকে প্রতিপালন করে। এইজন্য সকল সংসারে সকলের সম্বন্ধ আছে। আমার ইচ্ছা করে, অতিথিগণকে এমন যত্ন করি যেন তাঁহারা মনে করেন যে, 'এক বাড়ী ছাড়িয়া আর এক বাড়ী আসিয়াছি।' কি করিব, বিধাতা আমাকে তুমি না করিয়া তোমার নারী করিয়াছেন, বাহিরে যাওয়া ভাল দেখায় না।" কর্ত্তা সেই দিন হইতে আর কোনও কথা কহিতেন না;—অতিথি আসিবামাত্র অবিলম্বে নামিয়া আসিতেন।

(২)

আমরা যে হিন্দুগৃহিণীর আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি, তিনি গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সেই গৃহের পার্শ্বে হরিদাসনামক কোন ব্রাহ্মণযুবক সস্ত্রীক বাস করিতেন। প্রতিবেশী হরিদাস বালককালে গৃহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাস বাবুর সতীর্থ অর্থাৎ সহপাঠী ছিলেন; তদ্ভিন্ন নাম, বয়স ও আকৃতিগত সাদৃশ্য বশতঃ উভয়ের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। পুত্রের সুহৃৎ বলিয়া গৃহিণীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুহৃদের জননী বলিয়া

প্রতিবেশী হরিদাসও গৃহিণীকে গর্ভধারিণী-বৎ ভক্তি করিতেন। বিশেষতঃ বালক-কালেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে এবং হরিদাসবাবুর পিতার অনুগ্রহে তাঁহার চাকুরী হওয়াতে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও আনুগত্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু শৈশবে অভিভাবকহীন হইলে সচরাচর যৌবনে যে দোষ ঘটিয়া থাকে, প্রতিবেশী হরিদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়াছিল। তিনি সুরা ও তদানুষঙ্গিক কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বড় লক্ষ্মী;—সেই সাধ্বী যুবতী তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল পতির প্রতি কিছুমাত্র অভক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং বিধিমতে তাঁহার চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। হরিদাসবাবু এখন ডেপুটী মাজিষ্টেট,—তাঁহার উচ্চপদ; সুতরাং দেশীয় প্রথা-মতে তিনি বাল্যবন্ধু গরিব হরিদাসের সংবাদ লইতে লজ্জাবোধ করিতেন। কর্ত্তা, "ছোঁড়া মদ, বেশ্যা ধরিয়া অধঃপাতে গিয়াছে" বলিয়া হরিদাসের মুখদর্শনও করিতেন না; কিন্তু গৃহিণী হরিদাসকে সমানই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হরি! চল্লিশ টাকা মাহিনা পা'স, খাইবার লোক তুই, তোর স্ত্রী ও একটী বিধবা বোন। বুঝিয়া চলিতে পারিলে খরচপত্র হইয়া তোর মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় হইবার কথা; তা না হইয়া সকলই উড়াইয়ে দিস্—বাছারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—কখন তাদের পরনে একখানা আস্ত কাপড় দেখিলাম না। সে দিন বউমা আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া-ছিলেন, দেখিলাম,—কেবল দুই গাছি কড় ও সিঁথের সিঁদুরটুকু আয়তি-চিহ্ন রহিয়াছে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে কত রূপ;—বোধ হইল যেন নির্ব্বাসিতা পঞ্চালদুহিতা অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। কহিলাম, হতভাগা এমন শরীরে দুখানা গহনা দেয় না। বৌমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা! আমার কপাল।" হরিদাস সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "মা, আর আমাকে তিরস্কার করিবেন না; আমি আস্‌ছে মাস হইতে কিছু কিছু টাকা আপনার কাছে রাখিয়া দিব, আপনি তদ্দারা বৌকে গহনা গড়াইয়া দিবেন," বলিয়া গৃহিণীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, মাসে মাসে টাকা গচ্ছিত করা দূরে থাকুক, ইহার পর হরি-দাস আর ৩। ৪ মাস গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গৃহিণী বুঝিলেন, স্ত্রীর প্রতি হরিদাসের ভালবাসা থাকিলেও, স্ত্রীকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা পরাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, ইচ্ছা করিয়া দুরন্ত অভ্যাস ত্যাগ করা হরিদাসের সাধ্য নহে; তজ্জন্য একটু তদ্বির আবশ্যক।

(৩)

হরিদাসের সহিত কথোপকথনের ঠিক্ তিন মাস পরে এক দিন গৃহিণী এক জন স্বর্ণকারকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে একটুকুরা কাগজ এবং নগদ ও নোটে

৩০০৲ তিন শত টাকা গণিয়া দিলেন; পরে একখানি হাতচিঠায় রসিদ্ ষ্ট্যাম্প দিয়া তাহাতে স্বর্ণকারের স্বাক্ষর লইলেন। স্বর্ণকার বিদায় হইল। এই সময়ে গৃহিণী উপর হইতে কর্ত্তার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিলেন, কর্ত্তা বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। অমনি দশন-দষ্ট-রসনায় ত্বরিতপদে কর্ত্তার নিকট গমন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইতে-ছিল?" গৃহিণী কহিলেন, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়। আর কেহ জানে না জানে, তুমি জানিতে না পার, এই আমার ইচ্ছা ছিল।"

"ব্যাপারটা কি?"

"হরিদাসের স্ত্রীর জন্য পাঁচখানা গহনা গড়াইতে দিলাম।"

"বড় বউমার কোন্ পাঁচখানা গহনার অভাব ছিল, আমি ত তা জানি না।"

"বুড়া হইলে পুরুষ মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়, এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট্ বুড়াদিগকে আফিস হইতে তাড়াইয়া দেয়। আমি কি আমার হরিদাসের বউকে 'বড় বউমা' বলিতে জানি না?"

"ভাল! আমিই যেন বুড়া হইয়াছি, তুমিই কোন্ ষোলবছরী?"

"আমি ষোড়শী যুবতী নহি বটে; কিন্তু যুবতীর ন্যায় বুদ্ধি আছে।"

কর্ত্তা একটু রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বয়াটে মাতাল হরিদাসের বউকে তিন শ টাকার গহনা দিয়া সেই বুদ্ধি প্রকাশ করিলে না কি?"

"তুমি একটু পায়ের ধূলা দাও, তাহার জোরে অবশ্যই সেই বুদ্ধি সুফলা হবে," বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "শুন, একটা কথা বলি! তুমি তিন শ টাকা দান করিবার পাত্রী নহ, তাহা আমি জানি; কিন্তু হরিদাসের মত লোকের নিকট হইতে কি ঐ টাকা ফেরত পাইবার প্রত্যাশা রাখ?"

কর্ত্তার মুখে এত কথা শুনিতে হইবে বলিয়াই গৃহিণী গোপনে কার্য্য সারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার ঘরণী হইয়া অনেক টাকা করিয়াছি; না হয়, তিন শ টাকা যাইবে, তাহাতে মারা যাইব না। অথবা এককালে এজন্য হয়ত, তুমিই আবার অনেক প্রশংসা করিবে।"

গৃহিণীর বুদ্ধিশুদ্ধি ও চাল চলনে কর্ত্তার সবিশেষ আস্থা ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে পরিস্ফুটরূপে কিছু বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে গৃহিণীর একটা ভাল মতলব আছে, তাহা বুঝিলেন, আর কোন কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)।

স্বরসাধন-প্রণালী।

বাহার (ঝাঁপতাল)। গ নি

+।	।	৩॥	।△	০।△	।	১।	।।
ধ	প	ম	গ	গ	প	ম	প
অ-	চ-	ল	ঘ-	ন	গা-	হ-	ন

+।	।△	৩॥	।	০	।	১।	।△
ম	গ	ম	ধ	প সা·	নি	সা·	নি ধ
গু-	ণ	গাও	তাঁ-	হা-		রি ;	

+।	।△	৩॥	।	০।	।	১॥△	।
ধ	নি	সা·	ঋ·	ঋ·	স্ম·	নি	সা·
গাও	আ-	ন-	ন্দে	স-	বে	র-	বি

+।	।△	৩॥	০।	।△	১।	।△	।
সা·	নি	ধ	প	সা· নি	সা·	নি	ধ
চ-		ন্দ্র	তা-		রা।		

+।	।	৩।△	৮	৮	৮	০।	।	১।△	॥
	ধ	ধ	নি	সা·	ঋ·	সা·	সা·	সা·	নি	সা·
(১ম বার)	স-	কল		ত-		রু-	রা	জি	সা-	জি
(২য় বার)	গা-	ও		ত্রী		ব	জ-	ন্তু	আ-	জি
(৩য় বার)	ম-	ম		হৃ-		দ-	য়	গাও	আ-	জি

+।△	।	৩।	॥	০।△।	১।△	।△	।
নি	ঋ·	সা·	ঋ·	নি সা·	নি	সা· নি	ধ
ফু-	ল	ফ-	লে	গা-	ও	রে ;	
যে-	-	আ-	হ্ন	যে	খা	নে,	
মি-	লি-	য়া	স	ব	সা·	থে,	

+।△	।△	৩।△	॥	০।△	।△	১।	॥
গ·	গ·	গ·	ম·	গ·	গ·	ঋ·	সা·
বি-	হ-	ঙ্গ	কু	ল	গাও	আ-	জি
জ-	গৎ	পু-	র-	বা-	সী	স-	বে
ডা-	ক	না-	থ	ডা-	ক	না-	থ

+।	।△	৩॥	।	০।	।△	১।	।△	।
সা·	নি	ধ	ধ	প সা· নি		সা·	নি	ধ
ম-	ধুর-	ত-	র	তা-		নে।		
গা-	ও	অ-	সু-	রা		গে,		
ব-	লি	প্রাণ	আ-	মা-		রি।		

হেঁয়ালি।

পাঁচটি অক্ষরে মম নামের গণন,
রাজা আমি গুণ মম জানে সর্ব্বজন।
বৃদ্ধ হিন্দুদের মনে হতেছে উদয়,
"উত্তম কথায়" মম কর্ত্তৃ সুখ হয়।
প্রথম অক্ষর আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে নর বুঝাবে সত্বর।

প্রথমের সনে যদি তৃতীয় মিলাবে,
তখনই দুগ্ধবাটী দধি হয়ে যাবে।
প্রথমের সনে যদি চতুর্থ মিশয়,
আদালত কাছারীতে বড় পদ হয়।
প্রথমের সনে হ'লে শেষের মিলন,
সবাকার সুমঙ্গল হইবে সাধন।

শ্রীঅ—

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভারতেশ্বরী কাবুলের আমীর-পুত্র নস্‌রুল্লাকে একটী রাজমুকুট ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উপহার দিয়াছেন।

২। জর্ম্মণির ওয়ালক নামে এক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক নিয়মে কৃষ্ণ বর্ণের গোলাপ ফুল প্রস্তুত করিয়াছেন।

৩। চীনে পুনরায় মিশনারি-হত্যা হইয়াছে। ৮। ১০টী মিশনারি রমণী এবং কয়েকটী শিশুও না কি হত হইয়াছে।

৪। এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় কুমারী জে, ই, হারিসনকে তাঁহার গ্রীক প্রত্নতত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য এল এল ডি উপাধি দিবেন। কুমারী হারিসন এই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিষ বিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করিলেন।

৫। বিলাতের [illegible]ঘরে ২৫০,০০০ [illegible]রের মুদ্রা ও পদক আছে।

৬। মুক্তিফৌজের সেনাপতি জেনারল বুথ আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় ভারতবর্ষে আসিবেন।

৭। আগষ্টের প্রথমে ডবলিন্ মহানগরে কালা বোবাদের শিক্ষার বিবেচনার্থ এক মহাসভা হইয়াছে। কলিকাতার কালা-বোবা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক লণ্ডন-প্রবাসী বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তারূপে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

৮। চিনের মুসলমান অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। চিনের চতুর্দ্দিকে গোলযোগ।

৯। ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া "ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট" খুলিবার সময় স্বয়ং বক্তৃতা পাঠ করেন; এরূপ উচ্চ ও পরিষ্কার স্বরে পাঠ করিয়াছিলেন যে, অতি দূরস্থ শ্রোতারাও সুস্পষ্ট শুনিয়াছেন।

১০। কর্পূরথালার হরনাম্ সিংহ বাহাদুর সস্ত্রীক অসবোরন্ প্রাসাদে মহারাণীর সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন।

১১। আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই আসুরিক কাণ্ড পত্রস্থ করিতেছি। কলিকাতাবাসী ভূতপূর্ব্ব সব জজ বাবু যদুনাথ মল্লিকের গৃহে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক দস্যু প্রবেশ করিয়া তিনটী বালক, যদুবাবুর ছোট জামাতা ও পুত্রকে সাংঘাতিকরূপে অস্ত্রাঘাত করে। ছোট জামাতা ও দুইটী বালক মারা গিয়াছে, অন্য দুইটীরও জীবন সংশয়। বালকত্রয়ের পিতা যদুবাবুর জামাতা অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ এই দস্যু বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারাধীন !!!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নির্ঝরিণী—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি' সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়াছি, নির্ঝরিণী দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ইঁহার কবিতা সরল, মধুর ও বিশুদ্ধভাবপুর্ণ, এইজন্য এত হৃদয়গ্রাহিণী। ইঁহার প্রাণের কবিতা নির্ঝর অক্ষয় হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ও দেশের হিতোন্নতি-সাধনে সমর্থ হউক।

২। প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রেম সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে প্রায় সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার হৃদয়বান্ এবং প্রেমাঞ্জনে উন্মুক্ত-চক্ষু, তাই স্বচক্ষে প্রেমকে দেখিয়া তাহার এমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার যে অঙ্গে যে ভূষণ সাজে, তাহা দিয়া সাজাইয়াছেন। ইহার ভাষা সরল, ভাব গভীর এবং ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় ও আত্মা তৃপ্ত হইয়া কল্যাণকর ফললাভে সমর্থ। প্রেমিকগণ ইহার আস্বাদন করিয়া সুখী হউন।

৩। বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৷৹ টাকা।৹ পুস্তকখানি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা পরিমিত এবং ইহাতে ১১ খানি সুন্দর ছবি আছে। বিদ্যাসাগরের জীবনের সকল বিভাগের ঘটনাবলী অতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার সতেজ ও জীবন্ত ভাব ইহার পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান। যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, গবেষণা, সহৃদয়তা, ও দেশহিতৈষিতা সহকারে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ-ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বিদ্যাসাগর যে নারী-হিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিশেষরূপে বিবৃত। সহৃদয় নারী-গণ এবং নারীহিতৈষিগণ এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, অবশ্যই আশা করা যায়। পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে প্রকাশ্য।

বামারচনা।

নিরাশায়।

"I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life was duty."

অলস জীবন-ভার
বহনে কি প্রয়োজন!
তাই এ ক্লেশের বোঝা
নামা'তে আকুল মন। ১।

অলস জীবনে নাথ!
হয় সঞ্জীবতা দাও,
নহে জীব-খাতা হ'তে
এ নাম উঠা'য়ে লও। ২।

পারি না বহিতে প্রভু!
নির্জ্জীব জীবনভার,
দুরবল হৃদয় ত
পারে না সহিতে আর। ৩।

কোথায় মরণ রাণি!
সুধামুখে এস হেসে,
কোলে তুলে লও এবে
স্নেহময়ী মাতৃবেশে। ৪।

চিরশান্তিময়ী তুমি,
মধুর মুরতি তব,
আহা! কি সুন্দর হেরি
কল্পনায় অভিনব! ৫।

অলসের অনুগামী
তোমারিত হওয়া সাজে,
প্রকৃত বান্ধব তার
তুমি ত্রিলোকের মাঝে। ৬।

তোমার পরশে তার
হাসিবে মলিন প্রাণ,
সংসার-যাতনা ভুলি
বেহাগে গাহিবে গান। ৭।

অরুণের প্রিয়সখী
পরিয়া কনক-ভূষা
আবার হৃদয়ে তার
জাগিবে বাসন্তী উষা। ৮।

তোমার কৃপায় রাণি!
নীলিম গগন সনে
নূতন জীবন পেয়ে
ভ্রমিবে সে ফুল্লমনে। ৯।

তোমারি কৃপায় রাণি!
নীলা প্রবাহিণী অঙ্গে,
নাচিবে নূতন প্রাণে
তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে। ১০।

শুভাননে! তুমি তারে
লও দেখি কোলে তুলে,
মলয় মারুত সনে
ভ্রমিবে সে ফুলে ফুলে। ১১।

মরতে কীচক-বংশী
বাজাবে মোহন-সুরে,
পারিজাত গন্ধ ব'য়ে
ভ্রমিবে অমরপুরে। ১২।

* * * *
* * * *

শ্রীকুমুদিনী রায়।

No. 369. October, 1895.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৯ সংখ্যা। | আশ্বিন ১৩০২—অক্টোবর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের নূতন শাসনকর্ত্তা—সার্ চার্লস ইলিয়টের স্থানে সার্ আলেক্জাণ্ডার মেকেঞ্জি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী নবেম্বরে গদিতে বসিবার কথা।

দৈনিক বিবাহ—এক পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ৩ হাজার করিয়া বিবাহ হইয়া থাকে।

মুসলমান স্ত্রীশিক্ষা—বেথুনস্কুলে মুসলমান বালিকা ভর্ত্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের নিয়মে বাধে বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ স্ত্রীশিক্ষানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। বেথুন হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে স্থান না হইলে মুসলমান-বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

চিত্রলের পরিণাম—ইহাকে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন, নূতন রাজমন্ত্রী লর্ড সালিস্বরী না কি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইংরাজ আশ্রয়ে সুজা-উল-মুখ নামে এক নূতন নৃপতি চিত্রল-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক—১৮৯৫-৯৬ সালে একটী ৮০৲ ও আর একটী ৪০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনার বিষয়—"শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা"। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেণ্ট্রাল্ টেক্স্‌ট বুক কমিটীর সম্পাদকের নামে রচনা পাঠাইতে হইবে। বিশেষ বিজ্ঞাপন অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রম—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারীর অর্থে এই কুষ্ঠাশ্রমের বাটী নির্ম্মিত হওয়াতে ইহার নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" হইয়াছে। ৯ই ভাদ্র দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইহা খুলিয়াছেন। স্থানীয় ডেপুটী কমিসনর ও সমস্ত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা আপনার নামে ১০০০ ও জননীর নামে ৫০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সৎকার্য্য—বোম্বাইয়ের মারবান্‌জী হারমাস্‌জী কামা পিতার স্মরণার্থ গৃহহীন পারসীদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য পাতিব্রত্য—সারণ জেলার সিরষিয়া গ্রামের রামানুগ্রহ সিং নামক এক রজপুতের সাংঘাতিক পীড়ায় তাহার পত্নী আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইচ্ছামৃত্যুর ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর বয়স ১৯ বৎসর, বধূ বালিকামাত্র।

মহারাণীর ভারতীয় সেক্রেটরী—ইহাঁর নাম আবদুল করিম, সি এস আই। ইনি ভারতবর্ষের কোনও ডাক্তারের পুত্র, ১৮৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতেশ্বরীকে ইনি হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

আমেরিকায় জাপানী মহিলা—কুমারী হুকিও এও নাম্নী এক জাপানী যুবতী ফিলাডেল্‌ফিয়ার মেডিকাল কলেজের উচ্চ পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ৯ বৎসর আমেরিকায় অধ্যয়ন করেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল—এই বিশ্বহিতৈষিণী মহিলার বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, জর্ম্মণি ও রুসিয়ার সম্রাট্‌ও পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন।

দানবীর সার্ জেমসেটজী জীজী ভাই।

মহাত্মা দাদা ভাই নারোজি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া অবধি অনেকেরই চক্ষু পারসীজাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা এ স্থলে পারসীজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ পারসী মহাত্মা সার জেমসেটজী জীজী ভাইয়ের জীবনী প্রদান করিব।

বোম্বে অঞ্চলে যে সকল পারসী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের আদি বাসস্থান পারস্যদেশে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানেরা পারস্যদেশ আক্রমণ ও অধিকারপূর্ব্বক পারসিকদিগের দেবালয়াদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে যত্নপর হয়। বহুসংখ্যক পারসিক অসহ্য

উৎপীড়নে জাতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিরাপদে স্বদেশে অবস্থান করিতে থাকে, আর অল্পসংখ্যক স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম্বে উপসাগরস্থ ডিউ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে পলায়ন করে। এই দ্বীপে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর ৭১৭ অব্দে বোম্বের উত্তরাংশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি পারসী বোম্বে নগরে আসিয়া বাস স্থাপন করে।

পারসিকদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫,০০০ হাজারের অধিক পারসী বাস করে না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক পারসীর মধ্যে স্বার্থশূন্য-পরহিতৈষী মহাত্মার সংখ্যা যে পরিমাণে অধিক, সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির মধ্যে সে পরিমাণে আছে কি না সন্দেহ।

খৃষ্টীয় ১৭৮৩ অব্দে বোম্বে নগরে মহাত্মা জেমসেটজী জীজী ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে গুজরাটী শিক্ষা করিয়া পরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন; এখানে যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন। বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে জেমসেটজী স্বীয় শ্বশুর, প্রসিদ্ধ বোতল-বিক্রেতা, নাম রোয়ানজীর নিকট প্রতিপালিত হন। ১৭৯৯ অব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বীয় ভ্রাতা মারয়ানজীর সহিত তদীয় বাণিজ্যপোতের একজন কর্ম্মচারী হইয়া চীনদেশে গমন করেন এবং ১২০৲ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। বাণিজ্যব্যাপারে জীজী ভাইয়ের অদম্য উৎসাহ ছিল। বাণিজ্য-কুশলতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা গুণে তিনি অচিরকাল মধ্যেই প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। কয়েক বৎসর স্বদেশে বাণিজ্য করিবার পর তিনি ৩৫০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া চীনদেশে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। জীজী ভাই স্বয়ং বাণিজ্যপোতে চীনদেশে গমন করিতেন, সমুদায় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এই হেতু তিনি অচিরকাল মধ্যেই ঋণ-মুক্ত হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়া পড়েন। চতুর্থ বারে তিনি যখন চীনদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে তদানীন্তন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ফরাসীরা তাঁহার বাণিজ্যপোত অধিকার করে। জীজী ভাই শুদ্ধ যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি ফরাসীদিগের বন্দী হইয়া প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপে প্রেরিত হন, তথা হইতে আবার ওলন্দাজদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত হন। কয়েকজন সদয়হৃদয় মহাত্মার ও কতিপয় মহানুভবা মহিলার অনুগ্রহে তিনি মুক্তিলাভপূর্ব্বক কলিকাতায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। কলিকাতা হইতে তিনি বোম্বে গমন করিয়া স্বীয় হতাশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

জীজী ভাই পুনর্ব্বার চীনদেশের সহিত

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ১৮০৭ অব্দে বোম্বে নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুণে তিনি সর্ব্বত্রই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈন, পারসী ও মুসলমান সহযোগী লইয়া তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বাণিজ্যব্যাপার চালাইতে থাকেন। তিনি প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। পরিচিত লোকমাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। তিনি আশার উচ্চ সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮২২ অব্দের মধ্যেই তিনি ন্যূনাধিক ২ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বণিক্ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির সহিত তাঁহার কার্য্যকলাপ চলিত বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কখনও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদকারীরা উভয়েই তাঁহাকে মধ্যস্থ স্থির করিত। তিনি ন্যায়বিচারে তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন।

খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দ হইতেই সাধারণে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাইতে [illegible]কে। কিন্তু অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি দানশীল ছিলেন। প্রতিদিন দরিদ্রগণকে পয়সা বিতরণ করা তাঁহার প্রাতঃকৃত্য ছিল।

উত্তমর্ণের ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করা তাঁহার দানশীলতার প্রথম নিদর্শন। এই কার্য্যে তাঁহাকে ৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৮২৪ অব্দে সুরাটনগরবাসী পারসিকদিগের ধর্ম্মমন্দির অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে তিনি ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৩৩ অব্দে দ্বাদশদিনব্যাপী অগ্নিদাহে সুরাটনগরের ২০,০০০ গৃহ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। মহাত্মা জেমসেটজী এই সংবাদ পাইবামাত্রই নিরাশ্রয় নগরবাসীদিগের সাহায্যার্থ যথেষ্ট চাউল এবং ৩৫,০০০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।

পুনা সহরে জলের কল সংস্থাপন করা মহাত্মা জেম্‌সেট্‌জীর মহৎ কার্য্য। ইহাতে তাঁহার ১,৭০,১০০ টাকা ব্যয় হয়।

বোম্বে ও সিলসিতি, এই দ্বীপদ্বয় এক অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। এই প্রণালী দিয়া গমনাগমন করা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে এই প্রণালীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট অর্থের অভাবে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ১,৮০,০০০৲ টাকা দিয়া এই সেতু নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

মহাত্মা জেম্‌সেটজী স্বজাতীয়দিগের জন্ত ৪৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া পুনাসহরে এক উপাসনা-মন্দির স্থাপন করেন। তিনি ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া বোম্বে সহরে এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন। উহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি স্বয়ং ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁহার মহানুভবা সদয়হৃদয়া সহধর্ম্মিণী ২০হাজার টাকা 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক ভাণ্ডারে জমা রাখিয়াছেন। খানদোলা এবং নাউমারী নামক স্থানদ্বয়ে তিনি আরও দুইটী ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ১৮৪৩ অব্দে বোম্বেসহরে মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ের প্রথম নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইহাতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৮৪২ অব্দে ইনি সর্ব্বপ্রথম 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন বোম্বে গবর্ণর সার্ জর্জ্জ এন্‌ডারসন্ উপাধি প্রদানকালে বলিয়াছিলেন,—"ইউরোপীয়দিগের নিকট 'নাইট' উপাধি বড়ই সম্মানজনক। অসাধারণ সাহসিকতার দ্বারাই হউক, অথবা অসামান্য বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা দ্বারাই হউক মনীষী মহাত্মাগণ এই উপাধি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট হন। আপনার জনহিতকর কার্য্য, মনুষ্যজাতির কষ্ট দূর করিবার জন্য আপনার অবারিত বদান্যতা আপনাকে এই উপাধিতে উন্নীত করিল। আপনি প্রসিদ্ধনামাদিগের মধ্যে অন্যতম হইলেন।"

মহাত্মা জেম্‌সেটজীর কয়েকজন বন্ধু তাঁহার উপাধিতে পরম আহ্লাদিত হইয়া এক প্রশংসাপত্র সহ 'সার্ জেম্‌সেটজী জীজী ভাই ট্রান্‌শ্লেসন্ ফণ্ড্' এই নামে ১৫০০০৲ টাকা প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, এই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত পুস্তক সকল গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচারিত হইবে। মহাত্মা জেম্‌সেটজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—'আপনারা যে উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমাকে এত সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদিগের জাতির মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য যে সকল উদ্যম হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই যেন আমার নাম সংমিলিত থাকে। তিনি ইহার পর লিখিয়াছিলেন, আমি ইহাতে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করিব।'

নিরাশ্রয় দরিদ্র পারসীদিগের সাহায্যার্থ এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য তিনি 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক একটী বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই সমিতির অন্তর্গত ইংরাজীস্কুল বোম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে তিনটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন, এরূপ অতি অল্প লোকই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বজাতীয়দিগের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি নিজ দুহিতার শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজমহিলা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি একটী শিল্প ও বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান।

মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীবনের শেষ দিনেও দানকার্য্যে বিরত হন নাই। তিনি জীবনে অন্যূন ২৫ লক্ষ টাকা কেবল দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। ইহা শুনিলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দানে মন স্বতঃই ধাবমান হয়।

১৮৫৬ অব্দে বোম্বে টাউনহলে তাঁহার মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হয়, ১৮৫৮ অব্দে মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজীভাই 'ব্যারনেট' উপাধিতে উন্নীত হন। তিনি মহারাণীর নিকট হইতে একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার হীরক-খচিত পৃষ্ঠে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং অপর পৃষ্ঠে লিখিত ছিল,—'ব্যারনেট'-উপাধিধারী মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজী ভাইকে তাঁহার বদান্যতার এবং স্বদেশহিতৈষিতার জন্য ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত।" পর বৎসর ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রী মঃ।

———

নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

পুত্র কন্যাকে নীতিসম্পন্ন করিতে হইলে পিতামাতার আর একটি কর্ত্তব্য আছে। নিজের পুত্রকন্যাকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু সুধু ভালবাসা যথেষ্ট নয়। তুমি যে তাহাদিগকে ভালবাস, ইহা যেন তাহারা জানিতে পারে। এরূপ না হইলে তাহাদের মনের উপর কখনও তুমি ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, ও তাহারাও তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে ও ভক্তি এবং বিশ্বাস করিতে শিখিবে না। "মা ও বাবা এইরূপ করেন, অতএব আমাদেরও এইরূপ করা উচিত" এই ভাব সন্তানের মনে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সহিত মাতাপিতার মিশা দরকার, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আবশ্যক। শিশু হয়ত গোলমাল করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, খেলা করিতেছে। এরূপ সে করিবেই এবং তার করা দরকার। হঠাৎ পিতা ঘরে আসিলেন; শিশুটি জড়সড় হইল, গোলমাল ও খেলা ভুলিয়া গেল, যেন মুস্‌ড়াইয়া রহিল। আমার গৃহের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহা হইলে আমার ছেলে মেয়ের মনের উপর, তাহাদের চরিত্র গঠনের উপর আমার বেশী ক্ষমতা থাকিবেক না। কিন্তু যদি আমি আমার ছেলেদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি, তাহাদের ক্ষুদ্র দুঃখে দুঃখী ও ক্ষুদ্র সুখে সুখী হই, তাহাদের খেলায় উৎসাহ দি, ও সুবিধা পাইলে

যোগ দি, তাহা হইলে অলক্ষিত ভাবে তাহাদের মনের উপর আমার অসীম ক্ষমতা স্থাপিত হইবেক, আমার বাক্য তাহাদের বেদ-বাক্য জ্ঞান হইবেক, এবং আমাকে সন্তুষ্ট করাই তাহাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য হইবেক। আমরা স্ত্রী-পুরুষে যদি চরিত্রবতী ও চরিত্রবান্ হই, এবং আমাদের পুত্র কন্যার প্রতি যদি উপরি-উক্ত রূপ ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাদের চরিত্র গঠনে আমরা এক প্রধান সহায় হইব। এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি না।

(৫)

একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, পিতামাতার উচিত পুত্র কন্যাকে আত্মনির্ভর ও সেই সঙ্গে আত্ম-শাসন শিক্ষা দেওয়া। অনেক বাটীতে দেখিয়াছি ছোট ছোট ছেলেরা চাকর দাসীকে তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে "অরে, হাঁরে" বলিয়া কথা কয় ও অনেক সময় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এরূপ ব্যবহার শিক্ষা করা যে কতদূর অনুচিত তাহা বলিতে পারি না। যাহারা আমাদের মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা কেবল আপনাদিগকে নীচ ও হেয় করিতে অভ্যাস করা মাত্র। মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা কেবল আত্ম-সম্মান অভ্যাস করা বই আর কিছুই নয়। যাহারা আমার রুক্ষ, নিষ্ঠুর বা অসৎ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারে না, তাহাদের প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার করা নীচতার পরাকাষ্ঠা। অনেক পিতামাতা নিজেদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে চাকর দাসীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতে উৎসাহ নাই দিন, ঐরূপ করিতে নিবারণ করেন না। ইহাতে সন্তানের যে কি ভয়ানক অপকার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। শচীকে ধরিয়া আনার পর ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ঐন্দ্রিলা যখন তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য-প্রয়োগ করেন, তখন তাঁর পুত্র হইয়াও রুদ্রপীড় বলিয়া উঠিলেন—

"দাসী হইতে আসিয়াছে
হইবে সে দাসী,
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব
প্রকাশি।"

আত্ম-নির্ভর বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করা দরকার। অনেক বাটীর ছেলেরা একটু জল পর্য্যন্ত লইয়া খাইতে পারেন না। পুত্রটি বিদ্যালয়ে যাইবেন, জুতা যোড়াটি পাড়া নাই; খাবার পাড়িয়া না দিলে পাড়া হইল না। কন্যাটি কাপড় ছাড়িবেন, ঝী উহা যোগাইলত ভালই, নতুবা তিনি দাঁড়াইয়া আছেন ও তাহাকে গালি পাড়িতেছেন। অবস্থা পরিবর্ত্তন-শীল, অতএব যতদূর সাধ্য নিজের কাজ নিজে করিতে শিক্ষা করা উচিত। এই শিক্ষাটী সকলের পক্ষে আবশ্যক। শৈশব-কাল হইতে ছেলে মেয়েকে বাবু হইতে

দেওয়া কেবল আলস্য ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। "আমি কি ঠুঁটা যে জুতাযোড়াটি পাড়িয়া লইতে কিম্বা কাপড়খানি আলনা হইতে লইতে পারি না' এই ভাবটি বাল্যকাল হইতে ছেলেদের মনে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আত্মনির্ভরতার সহিত যে শ্রমশীলতার ও স্বাধীনচিত্ততার সম্বন্ধ অতি নিকট, তাহা বুঝাইবার বোধ হয় কোন আবশ্যকতা নাই।

বালকবালিকাকে শ্রমশীল হইতে হইবে বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ভদ্র ঘরের সন্তান ও শ্রমজীবী ঘরের সন্তানের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কোন তফাৎ থাকিবে না। অবস্থাভেদে পরিশ্রমের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। যে বালককে পরে মানসিক পরিশ্রম করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাহার অবশ্য একজন চাষার ছেলের যেরূপ ভাবে কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস করা দরকার, তাহা করিতে হইবেক না। যে বালিকাকে শিক্ষিত ভদ্র ঘরের বধূ ও পরে গৃহিণী হইতে হইবেক, তাহার প্রধান কাজ হইবে গৃহের পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা, পরিজনবর্গের সুখ সচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও ছেলেপিলের পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া। তাহাকে চলিত ভাষায় যাহাকে "দেসো পাট" বলে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে এরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অবস্থাভেদে কায়িক পরিশ্রমের তারতম্য সুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, উচিত ও আবশ্যক। বালকবালিকাকে শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ কথা বলিবার আমার অর্থ এই যে, অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, কায়িক পরিশ্রম যে কেবল পেটের দায়ের জন্য নয়, আত্মনির্ভরতা ও পরিশ্রম যে আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, ছেলে মেয়েকে এ শিক্ষা দিতে কেহ যেন না ভুলেন।

(৬)

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকারা সকলেই শিক্ষিত ও শিক্ষিতা, তাঁহাদিগকে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক; বিশেষতঃ তাঁহাদের সময় অল্প ও কাজ অনেক। আমার তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ও অত্যাবশ্যক কাজের উপর অধিক হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

ব।

দেখে যা'।

দেখে যা' ফিরে চা'
পথ যে পিছল;
পড়িবি, হাসাবি,
সে কি ভাল বল? ১

ভুগিবি, ভোগাবি,
অসহ বেদনা,
পুড়িবি, পোড়াবি,
মায়ের যাতনা! ২

দেখিতে, জগতে,
অনেকে তো আছে ;
ভুলিতে, মুছিতে,
কে আসেরে কাছে ? ৩

ক্ষান্ত যে, মায়েরে,
নারিবি রাখিতে ;
পোড়া ছা, বলি তা,
শিখরে চলিতে। ৪

চলিতে, শিখিতে,
দেরী কেন বল!
কাঁদিলে, দেখিলে,
নাহি কোন ফল। ৫

নহিলে, খোঁড়াতে,
জনম কাটিবে ;
মায়ের সতত
পরাণ ফাটিবে। ৬

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

আমরা বামাবোধিনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় ধান্যসম্বন্ধীয় অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে উহার চাষ, আবাদ, সার, পাইট ইত্যাদি কতিপয় বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধের উপসংহার করিবার চেষ্টা করিব।

চাষ—লাঙ্গল, দেঁড়ে বা কুদ্দাল দ্বারা ভূমি খনন, মদিকাদি দ্বারা মৃত্তিকা চূর্ণীকরণ ও ক্ষেত্রকে সমভূমিকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সচরাচর চাষ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে চাষ শব্দ ব্যবহৃত হইবে, সর্ব্বত্র তাহার ঐ অর্থ বুঝিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে আশু ধান্য বপন করিতে হইবে, কার্ত্তিক মাস হইতে তাহাতে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ দ্বারা মাটীকে ধূলিবৎ করিতে হয়। শুদ্ধ আশু ধান্য বলিয়া নহে, যে কোন ধান্যের জন্যই হেমন্তে ভূমিকর্ষণই প্রশস্ত। হেমন্ত কৃষির উৎকৃষ্ট কাল। প্রাকৃতিক অবস্থার গতিকে জ্যৈষ্ঠ মাসেও বুনানি হইতে পারে। আশু ধান্যের বীজ বিঘা প্রতি ।৬ সের হিসাবে লাগিয়া থাকে। বীজ বপনের পর একবার আল্‌গামুঠি লাঙ্গল দিতে হয়। কারণ এই সময়ের লাঙ্গলে অধিক মাটি ধরিলে চারা বাহির হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। আশুধান্যের বপন প্রণালী দ্বিবিধ—"সোবুনানি" ও "কাঁকড়ি"। জল হইবার পূর্ব্বে পরিশুষ্ক ক্ষেত্রে বপনের নাম "কাঁক্‌ড়ি"। পরাশরে কাঁক্‌ড়ি ভূমিকর্ষণ বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে,—

"হেমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাম্ররৌপ্যকং।
ধান্তং নিদাঘকালেতু দারিদ্র্যন্ত ঘনাগমে।"

এই বচন দ্বারা হেমন্তকালই কর্ষণের উৎকৃষ্টতম সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আবাদ—বপনাদির সাধারণ নাম আবাদ। বৈশাখ মাসই আশু ধান্য বুনানির কাল। ক্ষেত্রে বুনানি চাষের পর মই দিতে হয় না ও জল হওয়ার পূর্ব্বে আর কোন চাষও চলে না।

সকল প্রকার মৃত্তিকার ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করার বিধি থাকিলেও আটাল ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র কাঁকড়ি করা উচিত নহে; কারণ অন্যবিধ ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করিলে তাহাতে উহার তলভাগ সরস থাকা প্রযুক্ত উই, কড়াপোকা প্রভৃতি কীটের উৎপাতে ধান্য ভাল হয় না। আটাল ক্ষেত্রে ঐ উৎপাত ঘটে না। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে কাশ, কুশ, মুস্তা প্রভৃতির মূল থাকে, তাহাতে কাঁকড়ি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কারণ কাঁকড়ি করার পর জল হইতে বিলম্ব হইলে ধান্যের চারা বাহির হয় না; কিন্তু বিনা জলে ঐ সকল তৃণ জন্মিয়া ধান্যের ভাবী আশা এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ঐরূপ ক্ষেত্রকে "মুদিধান জমি" কহে। কাঁকড়ি করা ক্ষেত্র জলসিক্ত হইলেই উপযুক্তরূপ চাষ দিতে হয়। ঐ চাষ এবং দোবুনানির চাষ ঠিক্ একরূপ। আশুধান্য অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ধান্যের [illegible] অপকৃষ্ট হইলেও উহার মহৎ গুণ এই যে, উহা শীঘ্র ফলে। তজ্জন্য কৃষকগণ বিস্তর পরিশ্রম করিয়া উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে। আশু ধান্যের চাষ আবাদ এত বহুল ও জটিল যে, আমরা পাঠক পাঠিকার বিরক্তি-শঙ্কায় উহার বাহুল্যবর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। যদি কাহারও উহা শুনিতে কৌতূহল হয়, তাঁহাকে আমরা হারাধন বাবুর কৃষিতত্ত্ব পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বপন সম্বন্ধে পরাশর যে স্থূল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বপনকালের উৎকর্ষাপকর্ষ জানা যায়, যথা,—

বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠে তু মধ্যমং স্মৃতং।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমং॥

আমন ধানের মধ্যে যে গুলি বপন দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহাদের চাষ আবাদ ঠিক্ আশুধান্যের ন্যায়। বীজ বিঘা প্রতি ।২ বার সের। কেবল ঐ ক্ষেত্রে অধিক বিদা দিবার প্রয়োজন হয় না এবং আশুক্ষেত্রের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বিদা টানিবার সুযোগও আমন-ক্ষেত্রে হয় না; তজ্জন্য "বাওড়া" আমনের কোন হানি হয় না। বৈশাখের মধ্যে বাওড়া-ক্ষেত্রে "উপর সার" দিতে পারিলে বড় ভাল হয়; অনেক স্থানের কৃষকেরা তাহা দিয়া থাকেন। বিদা টানা শেষ হইলে খোলের গুঁড়া এবং সারের গুঁড়া ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিলে ধান্যের বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে "উপর সার" কহে। তবে যে সকল সতেজ ক্ষেত্রের ধান হড়িয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে "উপর সার" অনাবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রের ধান্যগাছ

খুব তেজাল হয়, ফল হয় না বা খুব অল্প হয়, তাহাকে ছড়িয়া যাওয়া কহে।

যে সকল আমনের আবাদ রোপণ-প্রণালীতে হইয়া থাকে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে সেই ক্ষেত্রে জল বাধিলে পুনরায় দোয়ার চাষ ও দুই পালা মই দিলে মৃত্তিকা দধিবৎ হইয়া যায়। প্রায়ই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভূমির এই অবস্থা হয়। তখন তাহাতে ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। ঐ দুই মাসের মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রের রোপণ শেষ হয়, তাহাতেই উত্তম ধান্য হয়। নচেৎ ভাদ্র ও আশ্বিনে রোপণ বৃথা। রোপণের পর দিনই একবার রোপিত ক্ষেত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, কেননা জলের আন্দোলনে মধ্যে মধ্যে চারার গুছি উপড়াইয়া যায়। ঐ চারাগুলি পুনরায় বসাইয়া দিতে হয়। দশ বার দিন পরে মাটী হাঁটকাইয়া বাজে তৃণ, ঘাসাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহার পর রোয়ার ক্ষেত্রে আর বড় চাষ আবাদ করিতে হয় না।

বীজপাত—আমন ধান্যের যে সকল চারা রোপণ করা যায়, তাহা দ্বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ;—বুনানী-পাত ও নেওচ করা। ইহা ব্যতীত আরও এক প্রকারে আমনের বীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাওড়া-ক্ষেত্রে বাওয়ানি বা জাওলা অধিক ঘন হইলে কাড়ান চাষের অর্থাৎ বিদা দেওয়ার পুর্ব্বে সেই ক্ষেত্রের অনাবশ্যক চারা সকল তুলিয়া লইয়া রোপণ করা যাইতে পারে।

যে সকল তেজাল ক্ষেত্রে সচরাচর অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে জল বাধে, তাহাতে বীজ-পাতের বীজ ।৬ সের হইতে ৸২ সের পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। বীজের জমিতে বুনানির পর আর লাঙ্গল দিতে হয় না, কেবল দুই পালা মই দিতে হয়, এবং বুনানির পুর্ব্বে ও চারা বাহির হইবার পরে ঐ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বীজপাত তেজাল হইলে ⁄২ সের পরিমিত ধান্যের বীজ-পাতে এক বিঘা ক্ষেত্রের রোপণকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। নচেৎ ⁄৪ সের কি ⁄৫ সের পরিমাণের বীজপাত লাগে। বিশেষতঃ বীজপাত তেজস্বী না হইলে ফসল উত্তম হয় না। এই প্রণালীকে বুনানিপাত কহে।

(ক্রমশঃ)

মেয়ের আদর।

শুনিতে পাই, সুসভ্য ইংরাজ জাতির সংস্কার আছে, হিন্দুরা মেয়ের আদর জানে না, মেয়ে কি বস্তু তাহা বুঝে না। অস্মদ্দেশীয় কোন কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল

সুপণ্ডিত ব্যক্তি ইংরাজ জাতির ঐ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বলি, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন জাতি মেয়ের কদর বুঝিয়া থাকে, মেয়ের আদর করিতে পারিয়া থাকে, রমণীর সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখাইতে পারিয়া থাকে, সে আর্য্য হিন্দুজাতি। কিন্তু ইংরাজজাতির ঐ সংস্কারও এককালে অমূলক নহে। এক্ষণে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে ঐ দুইটী বিষয় দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ রমণী কি বস্তু হিন্দুজাতি তাহা বুঝেন এবং রমণীর যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজজাতির প্রাগুক্ত সংস্কারও অকারণসম্ভূত নহে।

যে সকল বিষয়ে জাতীয় হৃদয় পরিস্ফুট হয়, তজ্জাতীয় দেবচরিত গঠন তাহার অন্যতম। হিন্দুজাতির আদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ উপলক্ষে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রাণপ্রিয়া সতীর দেহত্যাগ তাহার কারণ। সেই সতীর শবদেহ মস্তকে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সেই শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বিপঞ্চাশৎ স্থানে (৫২ পীঠ) পতিত হইয়া অদ্যাপি হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন। কখন দেখা যায়, সেই সতী অসিধরা, নৃমুণ্ডমালিনী, রণোন্মাদিনী মহাকালীর [illegible] মহাদেবের বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অর্দ্ধাংশ রামরমণী সীতাহরণের প্রতিশোধমূলক। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের দুই তৃতীয়াংশ কৌরব সভায় পাঞ্চালীর অপমান-প্রতিশোধমূলক। আবার সেই পাঞ্চালীর বেণী-সংহারে, কৌরবপতির কনিষ্ঠ মহাবীর দুঃশাসনের বক্ষঃশোণিত প্রযুক্ত হইয়াছিল! অতিথিসেবায় অসমর্থা, নির্ব্বাসিতা, কাম্যবনবাসিনী, দ্রুপদনন্দিনীর আহ্বানে বহুদূরবর্ত্তী দ্বারকাপতি মুখের অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহার মান রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। রমণীসম্মানের এতাদৃশ শত সহস্র ঘটনা হিন্দু পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক বর্ণন অনাবশ্যক, দিগ্দর্শন জন্য দুই একটী ঘটনা সংকলিত হইল। হিন্দুশাস্ত্রে নারী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। শেষোক্ত শাস্ত্রীয় ভাব, অদ্যাপি প্রবাদরূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, যথা—

"স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বামিভাগ্যে পুত্র।"

একমাত্র স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর গার্হস্থ্য। অন্য লোকে যাহাকে গৃহ দ্বার বলিয়া থাকে, হিন্দু তাহাকে গৃহ দ্বার বলেন না; তিনি গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

এই জন্য কাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তাঁহাকে গৃহশূন্য বলা হয়। রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, রাম যে সকল উক্তি দ্বারা বিলাপ করিয়াছিলেন, তদ্দারা রমণী সম্বন্ধে আর্য্য হিন্দুর হৃদয় ও দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সীতাকে গৃহের

লক্ষ্মী, নর্ম্মে সখী, কার্য্যে মন্ত্রী, স্নেহে মাতা, নয়নের রসাঞ্জন ইত্যাদি রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ-নামক অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যস্থ উৎকৃষ্টতম অংশ সকলকে ভগবদ্-বিভূতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা বহির্জগতে আগত জীবাত্মাকে সেই সকল বিভূতির আশ্রয়ে ভগবদুপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। সেই স্থলে দেখা যায়, নারী-হৃদয়ের অনেক গুলি বস্তু ভগবদ্-বিভূতিরূপে ধৃত হইয়াছে। নারী ভিন্ন অন্যত্র একাধিক বস্তু উক্ত বিভূতিরূপে কথিত হয় নাই। প্রকারান্তরে নারীকে নরের উপাস্য বস্তু বলা হইয়াছে। এই স্থলে বিভূতিযোগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলে ঐ সকল উক্তির সমর্থন হইত; কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইবার শঙ্কায় সে বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া গেল। কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলটী উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

'মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥"

সংহারকগণের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবী কালবর্ত্তী প্রাণিগণের মধ্যে আমিই অভ্যুদয়কাল, এবং নারীগণের মধ্যে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। এই স্থলে ব্যাখ্যাতৃগণ-শিরোমণি শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

"নারীণাং মধ্যে সপ্ত দেবতা রূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ।"

নারীপর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে স্ত্রীর একটী নাম যোষা। এই যোষা শব্দের অর্থ পর্য্যালোচন দ্বারাও জানা যায় যে, নারীগণ আর্য্য হিন্দুর নিকট পূজনীয়া। "যুষ্" ধাতুর অর্থ পূজা করা, এই "যুষ্" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয় করিয়া "যোষা" পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে; সুতরাং শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ পূজনীয়া। মহ ধাতুর অর্থ পূজা, তাহা হইতে মহিলা শব্দও এইরূপে উৎপন্ন। অতঃপরও যদি শুনা যায় যে, হিন্দুজাতি রমণী-সম্মান জানেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই অপকলঙ্ক হিন্দুর ললাট-লিপি। আরও দুইটা কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ভার্য্যা-পর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে একটী সহধর্ম্মিণী। যাঁহার সহিত একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁহার নাম সহধর্ম্মিণী। মনুষ্যজীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মসাধন; হিন্দুর গৃহিণী সেই ধর্ম্মসাধনের অদ্বিতীয় সহযোগিনী।

হিন্দু শাস্ত্রে আভাস আছে এবং ব্যবহারে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রী স্বামীর পাপাচারজনিত ফলের অংশিনী হইবেন না, কিন্তু পুণ্য ফলের ভাগিনী হইবেন। আবার স্বামী স্ত্রীর পুণ্য ফলের ভাগ পাইবেন না; কিন্তু তাঁহাকে পাপফলের অংশ লইতে হইবে। এত করিয়াও কি হিন্দুকে শুনিতে হইবে যে, তিনি মেয়ের আদর জানেন না?

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীকে

প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধজীবন বলিয়া না বুঝেন, তাঁহারা সাংসারিক অন্যান্য উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্ত্রীকেও একটা সামান্য উপভোগের সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন। বসন, ভূষণ, যান, বাহনাদির ন্যায় স্ত্রীও একটী সুখলালসা চরিতার্থ করিবার উপাদান মাত্র। স্ত্রীর প্রতি যাঁহাদিগের এরূপ ভাব, তাঁহারা কখনই রমণীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মাননা করিতে সমর্থ হন না। যদি বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী বন্ধ্যা হন, বা যথাকালে সন্তানবতী না হন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ নররূপী পিশাচগণ 'পুন্নাম' নরক ভীতির ভাণ করিয়া অনায়াসে পত্নীকে তরুণী সপত্নীর বিষদৃষ্টিতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণ তরুণী ভার্য্যার বশীভূত হইয়া প্রথমা পত্নীর কতই লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন। অনেক রমণী প্রাণপ্রিয় স্বামীকর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যাঁহাদিগের ধর্ম্মপূত দৃষ্টি নাই ইন্দ্রিয়-সেবাই যাঁহাদিগের দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা আছে, স্ত্রীগণও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বাঘিনী ও ডাকিনী স্বরূপা হইয়া থাকেন, স্ত্রী হইতে তাঁহাদিগের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে স্ত্রীগণের দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়া শাস্ত্রকারেরা ও সাধুগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছেন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তাগ্রগণ্য তুলসী দাস বলিয়াছেন;—

"দিনকা বাঘিনী রাতকা ডাকিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

যে কারণেই হউক, এ স্থলে স্ত্রীগণের নিন্দার চূড়ান্ত হইয়াছে। স্ত্রীগণের প্রতি এইরূপ উক্তি সকল দর্শনে এবং ইন্দ্রিয়-সুখোন্মত্ত নরপিশাচদিগের স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার দর্শনে, ইংরাজ বা অন্য কোন অবিশেষজ্ঞ বিদেশীয় জাতির এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে যে, হিন্দুগণ রমণীতত্ত্ব বুঝেন না এবং রমণী-সম্মান জানেন না। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংরাজদিগের ঐরূপ সংস্কার নিতান্ত অকারণ-সম্ভূত নহে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

হিন্দু গৃহিণীর রাজনীতি।

(৩৬৮ সংখ্যা—১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস বাবুর জননী যে দিন স্বর্ণকার ডাকিয়া গহনা গড়াইতে দেন, তাহার তিন সপ্তাহ পরে এক দিন রজনীতে প্রতিবেশী হরিদাস আপন শয়নগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পরিবেশন করিতেছেন। হঠাৎ গাত্র হইতে ভূষণ-

ঝঙ্কার শ্রুত হইল। হরিদাস চমকিত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন, বাস্তবিক তাঁহার স্ত্রীর গাত্রে কয় খানি আভরণ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি? যা না হইবার, আজ যে তাহাই দেখিতেছি;—আমার স্ত্রীর গায়ে গহনা?" বধূ কহিলেন,—"তুমি বাঁচিয়া থাক, দিন দিন তোমার এইরূপ সুমতি হউক, আরও কত গহনা পরিব।" হরিদাস গহনার "গ"ও জানেন না, আরও বিস্মিত হইলেন। স্ত্রীর কথা ছলনাপূর্ণ মনে হওয়াতে মনে একটু মালিন্যও জন্মিল। একটু বিরক্তভাবে কহিলেন,—"গহনা কোথায় পাইলে বল, নহিলে ভোজন করিব না।"

হরিদাসকে রাগান্বিত দেখিয়া বধূ বড় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন, "আমি সব বলিতেছি, তুমি আহার কর। আজ মধ্যাহ্নকালে প্রাণহরি সেকরা আমার নিকট আসিয়া এই পাঁচ খানা গহনা আমার হাতে দিয়া কহিল, এই গহনা-গুলি আজ পরিয়া দাদাঠাকুরকে পরি-বেশন করিও। আমি কহিলাম, এ গহনা কে দিয়াছে? সে কহিল, তোমাকে আর কে গহনা দিবে, যে দিবার সেই দিয়াছে। আমি ভাবিলাম, কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমার বন্ধু-মা আমার গায়ে গহনা না দেখিয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়া-ছিলেন, তাহারই ফলে আমার এই গহনা হইয়াছে। আপনার স্ত্রীকে আপনি গহনা দিয়াছ, তাহা গোপন কেন? তাহাতে রাগই বা কেন?" বন্ধু-মার তিরস্কার ও তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা দিবার কথা মনে হওয়াতে হরিদাসের মুখ গম্ভীর হইল, আর কিছু না বলিয়া নীরবে আহার করি-লেন। আহারান্তে স্ত্রীকে কহিলেন,— "প্রাণহরি তোমাকে কি কি গহনা দিয়াছে?"

স্ত্রী—"এই দেখ! কি কি দিয়াছে" বলিয়া বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া নিকটস্থা হইলেন। হরিদাস, সুন্দরী সাধ্বীর গাত্রে স্বর্ণাভরণ দেখিয়া মনে বড় সুখ পাইলেন, এবং উদ্দেশে বন্ধু-মার চরণে অসংখ্য প্রণাম করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে হরিদাস প্রাণ-হরির দোকানে উপস্থিত হইয়া, প্রাণ-হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হে প্রাণহরি, এত দাতা হইলে কবে হইতে? ব্যাপারটা কি বল দেখি?" প্রাণহরি হরিদাসের পদধূলি লইয়া কহিল—

"ব্যাপারটা কি এখনও আপনার বুঝিতে বাকী আছে? বলি, গহনা কয়খানা হইয়াছে কেমন?"

"গহনা কয়খানা কেমন হইয়াছে, তাহা জানি না;—গহনা কয়খানা গায় দিয়া তোমার বউ ঠাকুরাণীকে বেশ দেখাইতেছে, তাহাই বলিতে পারি।"

প্রাণহরির সহিত হরিদাসের একটু গুপ্ত সম্বন্ধ আছে; এজন্য হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"তবে আজ রাত্রে মায়ের পূজা দিয়া আমাকে প্রসাদ দিবেন?"

"আজ রাত্রে অবশ্যই দিব ; কিন্তু পূজা-প্রসাদ, বোধ হয়,এই পর্য্যন্তই শেষ হইল।" প্রাণহরি এ কথার কোন অর্থ বুঝিল না, কিন্তু সাংঘাতিক কথাটা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল ; কেননা হরিদাসের ব্যয়ে প্রাণহরির প্রায়ই প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটিত। সুরাসক্তি স্বর্ণকারজাতির স্বাভাবিক। প্রাণহরির চরিত্রেও সে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যভিচার ঘটে নাই। অধিকন্তু তাহার দোকানবাড়ীটী বড় সুবিধাজনক, এবং সে সুরাপানান্তে অতি মধুর স্বরে গান করিতে পারিত ; এজন্য প্রায়ই হরিদাস তাহার বাড়ীতে সৌরচক্র সংগঠন করিতেন। যাহা হউক, অদ্য হরিদাস প্রাণহরির সহিত কৌতুক কথন শেষ করিয়া কহিলেন,—

"গহনার হিসাবটী একবার আমাকে দেখাও।" প্রাণহরি দেখাইল যে, চারি গাছি মল, একগাছি দড়াগোট, দুই গাছি বালা, এক ছড়া কণ্ঠমালা, ও ছয়টী মাকড়ীতে তিনশ বিশ টাকা ব্যয় হইয়াছে। হরিদাস কহিলেন,—

"টাকা সমস্তই পাইয়াছ, না কিছু বাকী আছে?" প্রাণহরি কহিল—

'পূর্ব্বেই তিনশ টাকা দিয়াছিলেন,—কল্য প্রাতে গহনাগুলি দিতে যাইলে কর্ত্তৃমাতা আমাকে বসিতে বলিয়া নিজের লোক দ্বারা গহনা পরক করাইয়া আনিলেন, এবং বাকী ত্রিশ টাকা দিয়া পূর্ব্ব হাতচিঠায় জমাখরচ করিয়া লইলেন। পরে এই "গহনা তুমি দিয়াছ, বধূঠাকুরাণীকে এই কথা বলিয়া গহনা দিয়া আসিতে আমাকে আদেশ করিলেন। আমি সেই আদেশ মতে কল্য দুপর বেলা দিয়া আসিয়াছি। ভাল দাদাঠাকুর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গৃহিণী মাতার কাছে তোমার কত টাকা গচ্ছিত আছে? তুমি যেরূপ সাখরচে পুরুষ, তোমার হাতে যে এক পয়সা টিকে, আমার এরূপ বোধ ছিল না। যা হোক, খুব চাপা মানুষ বটে! হরিদাস বলিলেন,—

"প্রাণহরি, বন্ধু-মার কাছে আমার কত টাকা গচ্ছিত আছে এবং আমি কেমন চাপা মানুষ, তাহা তিনি জানেন, আর আমি জানি, অন্যের তা জানিবার উপায় নাই।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে হরিদাসের চক্ষুতে জল আসিল,—"আফিসের বেলা হইল" বলিয়া তিনি সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

প্রাতঃকালের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুনরায় রাত্রে প্রাণহরির সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হইল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা অদ্যকার আমোদ প্রমোদ কিছু বিশিষ্টরূপেই হইল। প্রাণহরিও,—

"রমণী সুখের নিধি, যতনে দিয়েছে বিধি,
রতনে মুড়িব তার অঙ্গ।
তার সুখে সুখী হব, নিত্য সুখ পাসরিব,
খেলিবে সুখের ঘরে প্রেমের তরঙ্গ॥"

ইত্যাদি গান অতি মধুর স্বরে গাইল। অনেকেই ইহা শুনিল ; কিন্তু হরিদাসের

হৃদয়ে ঐ গান মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিল। হরিদাস অজস্র রোদন আরম্ভ করিলেন, নয়নজলে অনবরত অভিষিক্ত হইয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হরিদাস কহিলেন,—

"প্রাণহরি, তুমিত তোমার কারবার-সূত্রে অনেক ভদ্রমহিলা দেখিয়াছ; কিন্তু আমার বন্ধু-মার মত চরিত্রের নারী কোথাও দেখিয়াছ কি? আমি নষ্ট হইয়াছি বলিয়া আমাকে ওবাড়ীর কেহই দেখিতে পারেন না; কিন্তু মা আমার সর্ব্বদাই আমার জন্য দুঃখিনী। আমার স্ত্রীর গায় গহনা নাই, আমি মদমাংসে সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেই, এজন্য তাঁর কত দুঃখ। হাজার গুণ থাকিলেও, নাম কেনার সুযোগ ত্যাগ করা মেয়ে-মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। দেখ! এত টাকা দিয়া আমার স্ত্রীকে গহনা গড়াইয়া দিলেন, তাহাকে তাহা জানিতে দিলেন না; আমি দিয়াছি, বলিতে তোমাকে শিখাইয়া দিলেন; কেননা আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি আরও বৃদ্ধি হউক্—আমি ঘরে পরম সুখী হই। আমি তাঁর কে? আমার সঙ্গে গ্রাম-সম্বন্ধ বই নয়। আমি দশ হাজার টাকা দিলেও ইহার প্রতিশোধ হইবে না। আমি যদি ভাল হইতে পারি, আমার স্ত্রীকে আরও পাঁচখানা গহনা দিতে পারি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে না যাই; বোধ হয়, তাহাহইলে তাঁহার একটু সুখ হইতে পারে, কি বল প্রাণহরি?"

প্রাণহরি—"হাঁ! তা বটে, তা বটে, তবে কি না বশে পাচে এরূপ একটু আধটু আনন্দ করাও ভাল" বলিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ কথায় কথায় রাত্রি অধিক হওয়ায় হরিদাস গৃহে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইয়া আরও দুই একটী স্থান না ঘুরিয়া হরিদাস বাড়ী যাইতেন না।

আমাদের পাঠক পাঠিকার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, হরিদাস বাবুর জননী তিন শত টাকা অগ্রিম দিয়া প্রতিবেশী হরিদাসের স্ত্রীকে আভরণ গড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু বচসা হয় এবং সেই বচসাকালে গৃহিণী বলিয়াছিলেন যে, হয়ত, এই জন্য কর্ত্তা তাঁহাকে এক সময় প্রশংসা করিবেন। সেই ঘটনার ঠিক্ এক বৎসর পরে একদা গৃহিণী হরিদাসের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কর্ত্তার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—

"বউমা, তোমার বুড় শ্বশুরকে প্রণাম কর।" বধূ কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কর্ত্তা গৃহিণীর মুখ চাহিয়া কহিলেন,—"ইনি কে?"

গৃহিণী কহিলেন,—"আর বৎসর ঠিক্ এমনি সময়ে কোনরূপ সিদ্ধিকামনায় তোমার পদধূলি লইয়াছিলাম, মনে হয় কি? এই দুই হাজার টাকা মূল্যের বসনালঙ্কার-শোভিতা শ্যামাঙ্গী সুন্দরী বধূটী তাহারই ফল। শুধু ইহাই নহে, আরও কিছু আছে" বলিয়া প্রাণহরি স্বর্ণকারের স্বাক্ষরিত হাতচিঠাখানি খুলিয়া কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঠ

করিয়া দেখিলেন, গৃহিণীর দত্ত তিন শত কুড়ি টাকার স্থলে তিনশ আশি টাকা হরিদাসের নামে জমা হইয়াছে। তখন কর্ত্তা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৃহিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"বোধ হয়, এটী হরিদাসের ব্রাহ্মণী। হরিদাসকে আমি বহুকাল দেখি নাই, সে এখন ভালই আছে বোধ হইতেছে।" গৃহিণী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ! সে এখন ভালই আছে। ষাইট্ টাকা বেতন পায়, তা ছাড়া মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করে, অথচ পাপের কাণাকড়িও ঘরে আনে না, আজ কাল হরিদাসের চরিত্র প্রকৃত হরিদাসের ন্যায়।"

"গৃহিণী, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় সুখ হইতেছে।"

"এক বৎসরে তিনশ কুড়ি টাকায় প্রায় চারিশ টাকা ঘরে আসিয়াছে; আজ আমার কথায় তোমার সুখ হইবে বই কি!"

"না,—না, গৃহিণী, তা নয়! তোমার মুখে হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থাগত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া আমার সুখ হইতেছে। ভাল! কিরূপে এরূপ হইল, বল দেখি!" গৃহিণী কহিলেন,—

"যে মাসে বউকে গহনা গড়াইয়া দিলাম, তাহার পর মাস হইতেই হরিদাস সকল কু-অভ্যাস ও বাজে খরচ ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে ২৫৲ টাকা হিসাবে ঐ হাতচিঠার উসুল দিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিন মধ্যেই হরিদাস এই সংযমের পুরস্কার পাইল। বেতন ৪০৲ টাকা হইতে ষাইট্ টাকা হইল এবং ন্যায়পথে উপার্জ্জনের অনেক কার্য্য পাইল। সপ্তম মাস হইতে প্রতিমাসে ৪৫৲ টাকা হিসাবে দিয়া এক বৎসরে মায় সুদে আমার টাকা পরিশোধ করিল এবং এই দেখ! বউমাকে কত গহনা দিয়াছে। কাল অঙ্গে পীতাম্বর ও সোণার গহনা কেমন শোভা পায়, দেখিয়াছ?"

"ভাল! গৃহিণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বুঝিয়াই কি তুমি টাকা দিয়াছিলে?"

"আমি এক দিন হরিদাসকে তাহার কু-চরিত্র জন্য তিরস্কার করিয়াছিলাম; সে সজলনেত্রে প্রতিজ্ঞা করিল "মাসে মাসে আপনার নিকট টাকা গচ্ছিত করিব;" কিন্তু তাহা করিতে পারিল না। আমি জানিতাম, সে বউমাকে খুব ভাল বাসে, কু-অভ্যাস জন্য ভাল খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। যদিও টাকা দিবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার দাম্পত্য প্রীতি ও আমার নিঃস্বার্থ উপকার এই উভয়ে মিলিত হইয়া একটা হিতকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিবে, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলাম। তোমার পদধূলির মহিমায় আমার সে বুদ্ধি ফলবতী হইয়াছে।"

কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"আবার যখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর

নির্ব্বাচন হইবে, তখন তোমাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব; কেননা অনেক পুরুষ অপেক্ষা তোমার রাজনৈতিক বুদ্ধি অধিক আছে।”

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭০ পৃষ্ঠার পর)।

অনন্তর পৃথিবীর আরও উন্নতাবস্থা হইলে পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব, সংসার-স্থাপন, রসালাপ, বিলাস এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

সংক্রামিতোঽভূদ্রোহিণ্যাং রৌহিণেয়স্ততো হরিঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ॥
অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করা হইল। ইহাকেই ব্রহ্মার সর্গনামক পঞ্চম সৃষ্টি বলা যায়।

পরে মানবগণ বিষয়মদে অতিশয় মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। বেদের অনধিকার-চর্চ্চা হইতে লাগিল, সুতরাং ভগবান্ শাক্যসিংহরূপে (বুদ্ধদেব) অবতীর্ণ হইলেন।

রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ॥
অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে তিনি মায়াস্বরূপ হইয়া বেদান্তের অর্থ ফিরাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপন-পূর্ব্বক অনধিকারীদিগের হস্ত হইতে বেদধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া বসিলে, ভগবান্ যখন দেখিলেন যে, বৈদিক ধর্ম্মের আর আদর নাই, তখন পুনরায় বেদ সংস্থাপন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অবতার সম্বন্ধে কোন পৌরাণিক গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈততত্ত্ব আত্মমীমাংসার যথার্থ মর্ম্মভেদ করতঃ বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করিলেন, এবং বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভারতভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। পরে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া লোক সকল যখন ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিল, তখন শ্রীমচ্চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিরসে ভারতভূমিকে ভাসাইয়া দিলেন।

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবের অবতারত্ব সম্বন্ধেও কোন পৌরাণিক গ্রন্থে স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে ভক্তি-স্রোত আনিলেন, সেই স্রোতে নাস্তিক ও পাষণ্ড দল প্রবল বেগে ভাসিয়া গেল। সেই

বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহ অদ্যাবধি মন্দ-গতিতে বহমানা হইতেছে। কিন্তু কালরূপ মহানদের নিকট ভক্তিরূপ ক্ষুদ্র নদী কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? কালক্রমে ইনিও শুষ্কা হইবেন।

যখন সমস্ত লোক বেদমার্গ-বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, তখন ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রলয় উপস্থিত করিবেন এবং ম্লেচ্ছভাব নষ্ট করিয়া পুনরায় শ্রৌত ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন।

কল্কী বিষ্ণুযশঃ পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহিতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধঃ॥
কল্কীপুরাণ।

এইরূপে কালচক্র দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক এই বিশ্বমণ্ডল স্থাপিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং এই বিশ্ব-রাজ্যের সংস্থাপন জন্য সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও ভগবতী নাম ধারণ করতঃ পরিণামপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন; এবং পরমাত্মা চৈতন্য (সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত যে চৈতন্য) ও উক্ত গুণত্রয়ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ শান্তি ও পৃথিবীর মঙ্গল বিধান জন্য যখন বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, তখনই অবতার বলিয়া গণ্য হন।

পৌরাণিক মতে পুরুষ অবতার মধ্যে যেরূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে, তান্ত্রিক মতে প্রকৃতি অবতারেরও তদ্রূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে। সৃষ্টিস্থাপনের জন্য যখন যেরূপ অবতারের আবশ্যক হয়, তখন হয় পুরুষ না হয় প্রকৃতি; এই দুয়ের একতররূপে আবির্ভূত হন। সেই পরমাত্মাই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিশ্বক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

সঙ্গীত-রোগের প্রতীকারক ঔষধ।

রাগবিশেষের আলাপ দ্বারা হৃদয়ের আবেগ ও রক্তের উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে ইহা দ্বারা রোগ যন্ত্রণারও উপশম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে রোগের প্রতীকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহা [illegible] বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিছুদিন হইল একটী প্রকাণ্ড সাহিত্যবিজ্ঞান সমিতিতে এতদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, অনেক উৎকট উৎকট রোগও সঙ্গীতের দ্বারা আরোগ্য হয়। শারীরিক উত্তাপ হ্রাস করিতে অথবা হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি করিতে হইলে একমাত্র সঙ্গীত দ্বারা এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

বেহালা (violin), বীণা (harp) ও পায়ানেট (পায়ানো নহে) বাদনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এতদর্থে সমিতির অভিমত এইযে, লণ্ডন নগরের কোন একটী বৃহৎ চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য একটী সঙ্গীতগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়; তথায় সুদক্ষ সঙ্গীতাদিবাদক সকল নিযুক্ত থাকিয়া রোগের লক্ষণানুসারে বাদন করিবেন। অধ্যাপক সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের আদেশে বা ব্যবস্থামত গত সকল তান লয় সহকারে গীত হইবে, অপর কোন ঔষধাদির সম্পর্কও থাকিবে না। এতদ্দ্বারা কেবল যে রোগীর শারীরিক পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে এমন নহে, অনেকের মানসিক শোকভারেরও লাঘব হইবে। সঙ্গীতে শোক অন্তরিত হয়, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ইহাতে যে সর্ব্বব্যাধির নিরাকরণ হয় ইহাই নূতন।

উদাসীনের চিন্তা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যান-স্তিমিতলোচনে যোগাসনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় চঞ্চলা তথায় উপনীত হইলেন। স্বামীর প্রবোধবাক্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল চলিয়া গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইতেছে না। চঞ্চলা নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাসনেই উপবেশন করিল। যোগিবরের মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিয়া গেলে পর তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। মন উঠ্ বস্ করিতেছে। একবার স্থির করিল দশ মিনিট পরে চলিয়া যাইবে। দশ পনর মিনিট চলিয়া গেল, কোন শক্তি যেন চঞ্চলার গতিরোধ করিয়াছে—চঞ্চলা উঠিতে পারিতেছে না, মনের অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তথাপি শরীর গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি স্থিরনেত্রে কিয়ৎকাল চঞ্চলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন বাক্যই নিঃসৃত হইল না। যাঁহারা বহুক্ষণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতে অবতরণ করেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল চলিয়া যায়। এই জন্যই যোগিপ্রবর নিস্পন্দভাবে চঞ্চলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রিয়পরিচালনের শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা। কি চাই।"

চ—বাবা! তোমার কথা মত চ'লে আমার এত অশান্তি হয় কেন? শুনতে পাই সাধু মহাজনদের আদেশে চল্লে লোকের শোক তাপ দূরে যায়; তা না হইয়া কোথায় আমার নূতন তাপের সৃষ্টি হল!

সা—আমি সাধু মহাজন হলেত; আমি অসাধুর হদ্দ, তাই তোমার তাপ।

চ—(চঞ্চলা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া) আমি তোমায় অসাধু বলিতেছি না। আমার তাপের কারণ কি, কি হলেই বা ইহা দূর হবে, তা আমায় বলে দাও।

স—তোমার তাপের কারণত তোমার স্বামীই বলেছেন, তবে আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন? দুটি দুল চেয়েছিলেম, সমস্ত গহনা বিক্রী কর্ত্তে কে বলেছিল?

চ—তুমি আমার স্বামীর কথা কি করে জানলে? তোমায় সে কথা কে বল্লে?

সা—মা! এ কথা পরে বুঝবে, এখন বুঝ্‌বার সময় হয়নি। এখন জিজ্ঞাসা করি তাপটাত সয়তানের সৃষ্টি! তোমার মনে যে অশান্তি হয়েছে, তোমার মনে কে তাহা তুলে দিলে?

চ—আমি দোষ করেছিলেম বলে তার শাস্তি স্বরূপ আপনা আপনি উঠেছে।

সা—বুঝ্‌লেম দোষ ক'রে আপনাকে সেই দোষের কর্ত্তারূপে মনে কল্লেই অন্তঃকরণ অনুতপ্ত হয়। যে আপনাকে দোষের কর্ত্তা মনে করে না, তার অসৎ-ক্রিয়াজনিত তাপ লাগিবে না। এক [illegible]বলকায় দস্যু যদি তোমার হাতে একখানি তরবারি দিয়া সেই তরবারি দ্বারা বলপূর্ব্বক একটি নরহত্যা করাইয়া লয়, তাহলে তোমার অনুতাপ জন্মিবে কি না?

চ—সে অবস্থায় না পড়লে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় জন্মিবে না।

সা—কেন জন্মিবে না?

চ—আমার সেখানে দোষ নাই, কারণ আমি হত্যাক্রিয়ার কর্ত্রী নই—দস্যুই কর্ত্তা।

সা—এ কথা এই সপ্রমাণ করে যে কর্ত্তৃত্ব-বোধ না থাকিলে পুণ্যক্রিয়া-জনিত আত্মপ্রসাদ কিংবা পাপক্রিয়া-জনিত অনুতাপ কিছুই জন্মিবে না, এজন্য পাগল কিংবা শিশুর আত্মপ্রসাদ কিংবা অনু-তাপের বোধ নাই।

চ—তবে দেখ্‌চি অসৎ ক্রিয়া ক'রে পাগলের মত আপনাকে কর্ত্তা বোধ না কর্ত্তে পাল্লেইত ভাল। তাহলে অন্তরে অনুতাপ জন্মিবে না।

সা—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক। ইচ্ছা কল্লেই কি মানুষ কর্ত্তৃত্ববোধ দূর কর্ত্তে পারে? চোক দিয়া দেখা, কাণ দিয়া শোনা স্বাভাবিক, ইচ্ছা ক'রে কি কেহ কাণ দিয়া দেখ্‌তে পারে, না চোখ দিয়া শুনতে পারে?

চ—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক হলে—

> জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
> জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
> যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

(ধর্ম্মও জানি তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই।

হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়স্থিত থাকিয়া যেরূপে নিযুক্ত করিতেছ, তাহাই করি) এই বাক্যের অর্থ কি? হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যদি চালক হলেন, তাহা হইলে তিনিইত কর্ত্তা, তবে কর্ত্তৃত্ববোধকে স্বাভাবিক বলি কেন? উহা ভ্রমাত্মক বলিলে দোষ কি? পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য স্থিরই আছে। অথচ পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য্য চলিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাভাবিক বোধ। বিজ্ঞানের গবেষণায় এই বোধের ভ্রম না দেখান পর্য্যন্ত মানুষ ভ্রম বিশ্বাসকে সত্য ব'লে ধরে রেখেছিল। জীবের কর্ত্তৃত্ব-বোধও এরূপ একটি ভ্রম, এ কথা বলি না কেন?

সা—মা আমি তোমাকে একটী গল্প বলিতেছি। ইহা হ'তে তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে, জীবের কর্ত্তৃত্ববোধ কিরূপ স্বাভাবিক।

কোন এক ব্রাহ্মণ এক সময়ে একটী গোহত্যা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে গো-হত্যা মহাপাতক; সুতরাং ব্রাহ্মণ আপনাকে সেই মহাপাতকের কর্ত্তা বোধে অনুশোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, আমার শাস্তি কি? বিষ্ণু অন্তরে থাকিয়া আমার দ্বারা এ কাজ করাইয়া লইয়াছেন, সুতরাং আমি দোষী নই। যদি কাহারও দোষ থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুই দোষী। এইরূপে আত্মকৃত অপরাধের ভার বিষ্ণুর ঘাড়ে চাপাইলেন। অন্তর্যামী বিষ্ণু ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইবার জন্য একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি কি অন্ধ? খিড়্‌কিতে ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা রয়েছেন, তুমি কি ক'রে পেছন দিকের দুয়ার দিয়া প্রবেশ কর্‌লে? মেয়েরা পর-পুরুষের কাছে বের হন না, এ কথা কি তুমি জান না?"

বৃ—মশায়! রাগ কর্ব্বেন না, আমিত আসিনি।

ব্রাহ্মণ—তুমি এসনি? তবে কে এসেছে? তোমার হাত এল, পা এল, অথচ বল্‌ছ তুমি এসনি?

বৃ—হৃদিস্থিত বিষ্ণু আমাকে এনেছেন, আমার আস্‌বার শক্তি কি?

ব্রাহ্মণ—বটে, আমি দেখ্‌ছি তোমায়, আর তুমি বল্‌ছ, বিষ্ণু এনেছেন। এখন ঠেকেছ কি না, তাই ওকালতি।

তখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ স্ববেশ ধারণ করিয়া বলিলেন "ওরে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! গোহত্যার বেলায় বুঝি আমি কর্ত্তা হয়েছিলেম, কারণ তখন আপনাকে দোষী কর্ত্তে প্রাণ চাচ্ছিল না। এখন অন্যকে কর্ত্তা দেখে তার প্রতি রাগ কচ্ছিস্। জানিস্ কর্ত্তৃত্ববোধ আমিই মানবের মনে প্রেরণ কচ্ছি। যখন মানুষ বাসনার অতীত হয়ে আমার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা যৌগ

আনা মিশাতে পার্ব্বে, তখন তার কর্ত্তৃত্ব-বোধ যেতে পারে এবং আমাকে কর্ত্তা বলিয়া অনুতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু জানিস্ তখন তাহা দ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। মোহ হইতে বাসনার সৃষ্টি, বাসনা বশতঃ জীব পাপ কার্য্য করিয়া থাকে। আমি যখন বাসনাতীত, তখন আমি জীবকে যন্ত্র করিয়া যখন কোন কার্য্য করি, তখন পাপ ক্রিয়াও নাই, অনুতাপও নাই। তখন জীব নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়।

চ—বাবা বেশ বুঝলেম। আমার এখনও বাসনা রয়েছে, তাই অনুতাপ জন্মিতেছে, কিন্তু এ তাপের শান্তি কিসে হবে?

সা—মা আজ বেলা হয়েছে। গৃহে ফিরে যাও, অন্য দিন আসিও।

চঞ্চলা—(প্রণাম করিয়া) আচ্ছা বাবা চল্লেম।

চঃ।

কুরু-পাণ্ডব।

ব্যাসমুনি-বিরচিত, ভারত-মঙ্গল-গীত,
ভূতলে অতুল উপাখ্যান ;
সংক্ষেপে সরল ভাষে, বিবরিব তব পাশে,
শুন বাছা! হ'য়ে সাবধান।
ছিল সুর-পুর সম, পুরাকালে চারুতম,
নগর হস্তিনাপুর নামে ;
দেব শশধর-অংশ, কুরু-কুল মহাবংশ,
প্রতিষ্ঠিত সে বিচিত্র ধামে।
হস্তিনার অধীশ্বর, ধৃতরাষ্ট্র নরবর,
জন্ম-অন্ধ বিধির বিধানে ;
ভার্য্যা তার গুণবতী, সুশীলা গান্ধারী সতী,
পতি বই ধর্ম্ম নাহি জানে। *
নৃপতির বহু সুত, সবে পরাক্রম-যুত,
পাপে মতি কিন্তু অনিবার ;
বয়োবীর্য্য কদাচারে, জিনিলেক সবাকারে,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর।
সর্ব্বগুণে বৃহস্পতি, পাণ্ডু† নামে মহামতি
ভ্রাতা এক আছিলা রাজার ;
রূপে রমা, গুণে বাণী, ছিল তার দুই রাণী,
পাঁচ পুত্র সর্ব্বগুণাধার।
অকালে মানবলীলা, পাণ্ডু যেই সম্বরিলা,
সহমৃতা হ'ন মাদ্রীরাণী ;
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী তবে,পালিলা পাণ্ডব সবে,
আত্ম পর ভেদ নাহি জানি।
এক মন এক প্রাণে, শুন বাছা সাবধানে,
পঞ্চপাণ্ডবের গুণগীতি ;
পঞ্চদেব যেন হায়! অবতীর্ণ বসুধায়,
শিখাইতে স্বর্গের সুনীতি।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, অলৌকিক ধর্ম্মবীর,
সদা সত্য-পালনে তৎপর ;

---

* কথিত আছে, পতি অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী বিবাহকাল হইতে আজীবন চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন।

† পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; জ্যেষ্ঠ অন্ধ বলিয়া রাজা হয়েন। পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হইয়া পরলোক-গত হইলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভীমসেন তদনুজ, লৌহসার জিনি ভুজ,
গদাযুদ্ধে যেন গদাধর।
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম,
বাণ-যুদ্ধে অজেয় সংসারে ;
রাখিতে ভক্তের মান, ভাবগ্রাহী ভগবান্,
সখা বলি কোল দিলা যারে।
অশেষ সুগুণালয়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়,
নকুল ও সহদেব নাম ;
ধরা-ধন্য পাঁচ ভাই, পঞ্চ রত্ন এক ঠাঁই,
মিলাইলা বিধি গুণধাম।
শত কৌরবের সনে, পালেন পাণ্ডবগণে,
পিতামহ ভীষ্ম মহামতি * ;
অস্ত্র শিক্ষাদান তরে, দ্রোণাচার্য্য গুরুবরে,
নিয়োজেন অন্ধ নরপতি।
পাপমতি দুর্য্যোধন, সতত সচেষ্টমন
সংহারিতে পাণ্ডব সকলে ;
নাশিতে ভীমের প্রাণ, করাইল বিষপান,
বৃকোদর বাঁচে দৈববলে।
পাণ্ডবের সদাচারে, সদা জয়-জয়-কারে,
পরিপূর্ণ নিখিল ভুবন ;
না সহে কৌরব-প্রাণে, যাইয়া জনকস্থানে,
কুমন্ত্রণা করে দুর্যোধন।
জতুময় নিকেতনে, রাখিয়া পাণ্ডবগণে,
পোড়াইতে চাহে দুষ্টমতি ;
ভাগ্যে সবে পায় ত্রাণ, কার সাধ্য বধে প্রাণ,
ভগবান্ তুষ্ট যার প্রতি।

* মহামতি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পিতা শান্তনুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক আজন্ম বিবাহ করেন নাই, এবং রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই।

পঞ্চ ভ্রাতা অতঃপর, যেন পঞ্চ বনেচর,
পর্য্যটন করি বনে বনে,
উত্তরি পঞ্চালদেশে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের বেশে,
বঞ্চে মাতা কুন্তী-রাণী সনে।
দ্রুপদ পঞ্চাল-পতি, সমারোহ কৈল অতি,
তনয়ার দিতে স্বয়ম্বর ;
সমবেত সভাস্থলে, ভারতের রাজদলে
ছিলা যত মহাধনুর্দ্ধর।
অতিক্রমি রাজচয়, বিপ্রবেশী ধনঞ্জয়,
লক্ষ্য বিন্ধি বিজয়ী হইলা ;
অনুমতি কৈলা মাতা, মিলি তাই পঞ্চ ভ্রাতা
পাঞ্চালীরে বিবাহ করিলা।
তবে অন্ধ নরপতি, সদয় পাণ্ডব প্রতি.
তোষিলেন নিকেতনে আনি ;
পেয়ে পুনঃ রাজ্য ধন, স্থাপিলা পাণ্ডবগণ,
ইন্দ্রপ্রস্থ নামে রাজধানী।
যুধিষ্ঠির প্রীতমনে, পুত্র সম প্রজাগণে,
পালিলেন প্রীতি অনুরাগে ;
ভাতিল যশের ছটা, করি রাজ্য ঘোর ঘটা,
ব্রতী হন রাজসূয়-যাগে।
মণি মুক্তা নিবেশিয়া, ময়দানবেরে দিয়া,
নির্ম্মাইলা স্ফটিকের ঘর ;
পশি সেই নিকেতন, অপ্রতিভ দুর্য্যোধন,
হিংসানলে জ্বলে কলেবর।
তবে দুষ্ট ছলে বলে, নাশিতে পাণ্ডব-দলে,
ষড়যন্ত্র করে পুনরায় ;
কৌরবের প্ররোচনে, যুধিষ্ঠির মুগ্ধ মনে,
মগ্ন হন পাশক ক্রীড়ায়।
ধন রাজ্য সহকারে, ভ্রাতা, ভার্য্যা, আপনারে,
হারিলেন ধর্ম্মের নন্দন ;

পূরিল মনের আশ, "পাণ্ডবেরা ক্রীতদাস,"
বলি দম্ভ করে দুর্য্যোধন।
দুরাচার দুঃশাসন, কেশে করি আকর্ষণ,
সভাস্থলে আনি দ্রৌপদীরে,
অপমান করে অতি; কোথা কৃষ্ণ যদুপতি!
বলি কৃষ্ণা ভাসে নেত্র-নীরে।
গদা লয়ে বৃকোদর, হইলেন অগ্রসর,
কুরু-কুল-সংহার কারণে;
হিমাচল জিনি ধীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
নিবারেন প্রবোধ-বচনে।
এরূপে পাণ্ডবগণ, হারাইয়া রাজ্যধন,
ক্ষুণ্ণমনা হইলেন অতি;
রাখিতে তাদের মান, পুনঃ রাজ্য করি দান,
তোষিলেন অন্ধ নরপতি।
পুনঃ দুর্য্যোধন সনে, যুধিষ্ঠির ভ্রান্ত মনে,
দেবলে হইলা মগ্নচিত;
আবার হারিলা পণ, লাভ হৈল নির্ব্বাসন,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরিমিত।
সত্যের পালন তরে, ভ্রমি বন বনান্তরে,
পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালীর সনে,
হয়ে পঞ্চ পরিচর, সংগোপনে সংবৎসর,
বঞ্চিলেন বিরাট-ভবনে।*
দুরন্ত কৌরবগণে, বিরাট-ভূপতি সনে,
যুদ্ধ করে গোধন কারণ,
বিরাটের সেনাপতি, হৈলা পার্থ মহামতি,
রণে ভঙ্গ দিলা দুর্য্যোধন।

নির্ব্বাসন-অবসানে, পাণ্ডবেরা কুরু-স্থানে,
নিজ রাজ্য ফিরিয়া চাহিল;
হয়ে দম্ভ-পরায়ণ, বিনা রণে দুর্য্যোধন
সূচ্যগ্র ভূমিও নাহি দিল।
অগত্যা পাণ্ডবগণ, রণ কৈলা বিঘোষণ,
রক্ত মাংসে কত আরম্ভ সয়;
কুরুক্ষেত্র রঙ্গোপরি, অষ্টাদশ দিন ধরি,
অজস্র শোণিতস্রোত বয়।
ভারতের রাজগণ, করি সবে প্রাণ-পণ,
দুই পক্ষে মিলিয়া যুঝিলা;
ভক্তের অধীন হরি, তাই নিজে কৃপা করি,
অর্জ্জুনের সারথি হইলা।
দশ দিন অহরহ, যুঝি ভীষ্ম পিতামহ,
পার্থ-শরে শর-শয্যাগত;
প্রভূত-বিক্রম-যুত, অভিমন্যু পার্থ-সুত,
সপ্তরথি-বাণে হৈল হত।
ধনঞ্জয় খর শরে, জয়দ্রথ বীরবরে *
রণভূমে করেন শয়ান;
যুদ্ধ করি ভয়ঙ্কর, বক্ষ চিরি বৃকোদর,
দুঃশাসন-রক্ত কৈলা পান।
দ্রোণ কর্ণ† আদি যত, কৌরবসেনানী শত,
ক্রমে হয় নিধন সবার;
ভীম সনে করি রণ, গদাঘাতে দুর্য্যোধন,
নর-লীলা করে পরিহার।
মজিল কৌরবকুল, পুত্রশোকে সমাকুল,
অন্ধরাজ ভাসে অশ্রু-নীরে;

* পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এরূপ নিয়ম ছিল যে, অজ্ঞাতবাসকালে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলে তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাসিত হইবেন।

* জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতি।

† কর্ণ—কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র; অতএব যুধিষ্ঠিরাদির সহোদর ভ্রাতা। কথিত আছে, এ বিষয় তাঁহারা পরস্পর অবগত ছিলেন না।

ডাকি ভ্রাতৃ-সুতগণে, বসাইয়া রাজাসনে,
ছত্র দণ্ড দিলা যুধিষ্ঠিরে।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়," রব হৈল বিশ্বময়,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ;
কৌরবের আচরণে, শিক্ষা পায় ত্রিভুবনে,
যথা গর্ব্ব তথায় পতন।
পেয়ে পুন রাজ্যপদ, সহ শত সভাসদ,
ধর্ম্মে রত ধর্ম্মের তনয়;
সমারোহে মহাভাগ, অশ্বমেধ মহাযাগ
সমাপিলা করি দিগ্বিজয়।

এইরূপে লীলা করি, নর-লোক পরিহরি,
পঞ্চ ভ্রাতা হৈলা স্বর্গগামী;
সর্ব্ব কর্ম্মে সুনিপুণ, কি কব তাদের গুণ,
গুণে বাঁধা গোলোকের স্বামী।
ধন্য রাজা যুধিষ্ঠির, ধন্য পার্থ মহাবীর,
ধন্য কবি ব্যাস তপোধন;
ধন্য ধন্য উপাখ্যান, শিখি এ মঙ্গল-গান,
মনঃসাধে গাও বাছাধন!

শ্রী ম, না, সো।

বিজ্ঞান-রহস্য।

প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ।

ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, এক প্রকাণ্ড "জগৎ মেলা" হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ভূমণ্ডলে যাবতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ের চিত্র বা সম্ভব হইলে সমস্ত যন্ত্র সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

চিকাগো "জগৎ মেলার" উপর ভ্রূকুটি করিয়া যে এই মেলার অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। অদ্যাবধি উক্ত মেলার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শনের জন্য একটি প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইতেছে। এই দূরবীক্ষণের দর্পণখানির ব্যাস ১০ পাদ এবং নল ১৪০ পাদ। দর্পণে বিশুদ্ধ রজত প্রতিভাতিত হইবে।

আল্‌জিরার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মুস্যুর ট্রেপাইড বলেন যে, পরিষ্কার বায়ুমণ্ডল স্থির থাকিলে এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে কেবল ১৫ পনর মাইল অর্থাৎ ৭॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দৃষ্ট হইবে এবং ভূমণ্ডলে থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ পদার্থ সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন আগামী ১৩ই নবেম্বর হাইদ্রাবাদে থাকিবেন। তথা হইতে বাঙ্গালোর পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। লেডী এল্‌গিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্ত্রীহাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবেন।

২। রাজবালা-নাম্নী এক অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি রেলওয়ে কর্ম্মচারী কয়েকটী সাহেব পাশব অত্যাচার করাতে বার্টলেট নামক এক আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিফ জষ্টিসের বিচারে এই দুষ্টদমন হইয়াছে।

৩। সিমলার চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঁচ হাজার টাকার চিত্র বিক্রীত হইয়াছে।

৪। গত মাসে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, ত্রিপুরা হিতসাধনী ও ফরিদপুর সুহৃৎসভার পারিতোষিক বিতরণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। ব্যাঙ্ককে দুইটী বামনের বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের দেহ ৪৮ এবং পাত্রীর ৪৬ বুরুল মাত্র।

৬। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ধোবার কারখানা করিয়া নগরবাসীদিগের বস্ত্র ধৌত করার সুবিধা করিবেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উড়িষ্যার কমিশনর হইয়াছেন।

বামারচনা।

হেঁয়ালির উত্তর।*

ভাদ্রের হেঁয়ালি পড়ি করিনু নিশ্চয়।
এ জনমেজয় বিনা অন্য কেহ নয়॥
যার যজ্ঞে সর্পগণ পেয়েছিল ভয়।
পরীক্ষিতসুত সেই রাজা জন্মেজয় ?
"জন" "জমে" "জজ" "জয়" এ সব কথায়।
হেঁয়ালীর সমুদয় প্রত্যুত্তর হয়॥
প্রথম উত্তর হয় "জন" অর্থ নর,
দুধ "জমে" দধি হয় দ্বিতীয় উত্তর।
"জজ" হ'লে আদালতে বড় সেই হয়,
সুমঙ্গল ভাবে নর হলে পরে "জয়"।

শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্ত।

হিন্দু রমণী।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আমি একজন হিন্দু রমণী। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি সভ্যতায় আমাদের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা সকলেই জানেন। আমাদের এখন খুব উন্নতি হইতেছে। আমরা এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি এ, এম এ পাশ করিতেছি, আমরা ডাক্তার হইতেছি, আমরা স্বাধীনতার নির্ম্মল বাতাসে মনের সাধে উড়িয়া বেড়াইতেছি। পুরাতন অধীনতা, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদ, কিছুই আমাদের মনে ধরে না। আমাদের

* বগুড়ার শ্রীমতী গিরিবালা বসু এবং আরও কোন কোন গ্রাহক ও গ্রাহিকা ভাদ্রের হেঁয়ালীর সদুত্তর দিয়াছেন। বা, বো, সা।

অনেকেই এখন পূর্ণমাত্রায় বিবি হইয়া উঠিতেছেন—সাড়ী ত্যাগ করিয়া গাউন, বালা ছাড়িয়া ব্রেসলেট্, চিক্ ফেলিয়া নেক্‌লেস্ পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে, হাটে, বাজারে, সভা সমিতিতে অনেকেই বাহির হইতেছেন, এবং অনেকে বাহির হইতে না পারিলেও পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছেন। আমরা এখন একটা নূতন বস্তু হইয়া উঠিতেছি। রন্ধন করিতে বলিলে আমাদের মুণ্ডপাত হয়। অপরের দ্বারা নিজ সন্তান পালন করিতে পারিলেই আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে,—বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা যেন বড়ই সুখী হইয়া উঠিয়াছি। পাঠিকা ভগিনি! আমাদের অবস্থা ত এই। বাস্তবিকই কি আমরা এখন বড় সভ্য ও সুখী হইয়াছি? বাস্তবিকই কি এখন আমাদের উন্নতি হইতেছে? বাস্তবিকই কি আমাদের অবস্থা পুরাকালের হিন্দুরমণী অপেক্ষা উন্নত হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা। আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনীগণ অপেক্ষা আমাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে আইস ভাই পাঠিকা একটু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগে, বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে ও তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মূর্খ ছিলাম, ভ্রান্তি তামসে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন বিদ্যার বিমল আলোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছে। আমরা সুশিক্ষার প্রভাবে শিখিয়াছি যে পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে নর ও নারী উভয়েই সমান, তবে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? তাদের পদানত হইয়া থাকিবে কেন? তুমি আমি দুইই সমান, তবে আমি তোমার অধীন থাকিব কেন?

এই যুক্তি লইয়া আমরা এখন স্বাধীন হইতেছি। স্বাধীনতা সুখের সামগ্রী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এখন অধীনতা কাহাকে বলে ও বাস্তবিক আমরা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলাম কি না, সে বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরের মুখাপেক্ষা, এক কথায় কারাগারে বন্দী, সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃতরূপ অধীন বলিতে হয়। আমাদের অবস্থা কি কারাবদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ স্থান? আমরা পুরুষের অধীনা দাসী বা হিন্দুরমণীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়, এ কথা সমাজ-মর্ম্মানভিজ্ঞ, স্থূলদর্শী কয়েকজন বিদেশীয়ের রটনা মাত্র। ভগিনীগণ! তোমরা বল দেখি,—আমরা আমাদের গৃহে আমাদের স্ব স্ব পতির অধীনা দাসী বা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের পতিরাই আমাদের আজ্ঞাকারী দাস! আমি ত যতদূর চাহিয়া দেখি, হিন্দুসমাজে, হিন্দু-পতির উপর হিন্দুরমণীর যতদূর আধিপত্য, এরূপ আর কোনও দেশে, কোনও

সমাজে, কোনও জাতির মধ্যেই নাই। যে ইংলণ্ড এখন সভ্যতার গরিমায় ফুলিয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের নিকট সভ্যতার আদর্শ বলিয়া অভিমান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না, সেই ইংলণ্ডের ইতিহাস একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যখন রাজা অষ্টম হেন্‌রী নিরপরাধা রাণী ক্যাথেরাইন্‌কে ত্যাগ করিলেন, রাণী অ্যান্‌ বোলিন্‌ ও ক্যাথেরাইন্‌ হাওয়ার্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন, তখন ইংলণ্ডের, সমস্ত ইউরোপের সমস্ত স্ত্রীস্বাধীনতা কি করিয়াছিল? ভারতে হিন্দুর ইতিহাসে, পুরাণে বা জনশ্রুতিতেও এরূপ দুর্ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাও কি? আমরা দাসীভাবাপন্না অধীনা কে বলে? পরের কথা শুনিয়া আমরা নিজ অবস্থাকে ধিক্কার বা সমাজকে দোষ দি কেন? হিন্দুসমাজ রমণীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ রমণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোনও শাস্ত্রকার সেরূপ হিতকর নিয়ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজে রমণীর আসন অতি উচ্চ। "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ" এরূপ কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যতীত আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন কি? হিন্দু রমণীগণ অধীনা ও দাসীভাবাপন্না যাহারা [illegible]ত চান, তাঁহাদিগকে দেখাইতে চাই যে, হিন্দুসমাজের উপর রমণীর যেরূপ আধিপত্য, অন্য দেশের রমণীর তৎসমাজে সেইরূপ আধিপত্য আছে কিনা সন্দেহ। আকর্ষণী শক্তি যেরূপ চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্য সাধন করে, সেইরূপ রমণী অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার, কি সামান্য গৃহকার্য্য, কি গভীর রাজনীতি, এক কথায় সকল বিষয়েই তাঁহার প্রভুতা পরিচালন করেন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে বঙ্গদেশের উপকূল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন চোহানবংশীয় প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্‌ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে মাহোবারাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। পৃথ্বীরাজ বিপুলবিক্রমে অসংখ্য বাহিনী লইয়া মাহোবা আক্রমণ করিলেন। মাহোবা ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাহোবারাজ সম্রাটের সমকক্ষ ছিলেন না। মাহোবা রাজ্যে এমন কোন বীর ছিল না যে, প্রবলপ্রতাপ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হয়। কোন কারণ বশতঃ মাহোবা-সেনাপতি জেশরাজের বীর পুত্রদ্বয় তাহাদের মাতার সহিত কনৌজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া মাহোবারাজ এক সভা আহ্বান করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহই সময়োপযোগী সুমন্ত্রণা দানে সক্ষম হইলেন না।

পরে রাণী মলিনা দেবী প্রস্তাব করিলেন যে, "এখন রাজ্যে মাহোবার বীর-

শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদ্বয় (জেশরাজের পুত্রদ্বয়) অনুপস্থিত,” এই হেতুবাদে পৃথ্বীরাজের নিকট কিয়দ্দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করা হউক ও কনোজ হইতে বীরদ্বয়কে আনিয়া দেশরক্ষা করা হউক। সকলেই রাণীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন ও তদনুযায়ী কার্য্য হইল। আবার যখন পাপিষ্ঠ সিরাজ-উদ্দৌলার দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অসহনীয় অত্যাচারে ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল; যে সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞ রত্নগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের পরিত্রাণ-চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে, সেই ঘোর বিপ্লবসময়েও রমণীর মন্ত্রণা, রমণীর যুক্তি, রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সভায় মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, ধনিশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন, রাণী ভবানী দেবীও সেই সভায় সযত্নে আহূতা হইয়াছিলেন। বীরপুরুষগণ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন “শুন রাণীর কি মত।” এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ ব্যাপারে আহূতা হইয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কেন, সভ্যতার আদর্শ, স্ত্রীশিক্ষার লীলাভূমি ইংলণ্ডে কয়জন স্ত্রীলোকের কথা রাজনীতিজ্ঞেরা শুনিয়া থাকেন? পাঠিকা ভগিনীগণ! বল দেখি, হিন্দুরমণী স্বাধীনা, কি অধীনা? বল দেখি, আমরা এখন স্বাধীনতা পাইতেছি, না হারাইতেছি? আমি কতকগুলি পতিপরায়ণা তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইব যে, পুরাকালে আমাদের চরিত্র কিরূপ দৃঢ়প্রাণ, কিরূপ সরল ও মন কিরূপ উদার ছিল। আমি ধারাবাহিকরূপে এক একটি রমণীর বিবরণ প্রকাশ করিব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিব না, কারণ কোন কোন বিদুষী ঐ সকল চরিত্র অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাব্যোপন্যাসের নায়িকাচরিত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করিব, তাহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরু ইংরাজের ইতিহাসে জলদক্ষরে প্রভাসিত। সেই সকল দেবীচরিত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখাইব আমরা কি ছিলাম, কি হইলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

কাটঘরা লেন, হুগলী।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৪-৯৫ অব্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট ২ টী পারিতোষিকের উপযোগী ২ টী রচনা না পাওয়াতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৯৫-৯৬ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১ টী ৮০৲ টাকা ও আর একটী ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে, "শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা" বিষয়টী অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিকদানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ* রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৫ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা,
৩০ শে জুলাই, ১৮৯৫।

এ, ক্রফ্‌ট,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭০ সংখ্যা।	কার্ত্তিক ১৩০২—নবেম্বর ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

টেলিফোনে সংবাদপত্র—অষ্ট্র-হঙ্গেরীর পেষ্ট-বুডা নামক স্থানে ২ বৎসর এই আশ্চর্য্য সংবাদপত্র চলিতেছে। পুস্কাস্ নামক এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কর্ত্তা। গ্রাহকদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ, সংবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি মানবস্বরে উচ্চারিত হয়। সভায় বক্তারা যখন বক্তৃতা করেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-মহোৎসব—আজমীরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া শারদীয় পূজাবকাশের সময় এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে।

রামমোহন রায় বার্ষিক উৎসব—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬২ বার্ষিক উৎসব হয়, তাহাতে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, দীননাথ গাঙ্গুলী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

আশ্চর্য্য সংবাদপত্র—ইহা পোষ্ট কার্ডে ছাপা হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় এক খানি ছবি আছে।

বাঙ্গালী কমিসনর—অনরেবল রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই, এক বৎসরের জন্য উড়িষ্যার কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি—দূরবীক্ষণযোগে চন্দ্রমণ্ডলে প্রায় লক্ষ আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হইয়াছে।

ভূ-প্রদক্ষিণকারিণী রমণী—কুমারী জে সি আকারম্যান ৭ বৎসর ভ্রমণ করিয়া তিন বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

ইংরাজী ভগবদ্‌গীতা—সুপ্রসিদ্ধ বিবি আনী বেজাণ্ট ভগবদ্‌গীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র প্রচারিত হইবে। এতদ্দেশীয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক সংস্কৃতের সহিত ইহার মিল দেখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

আর্ম্মেণীয় বিভ্রাট—কতকগুলি আর্ম্মেণীয় দলবদ্ধ হইয়া তুরুস্কের সুলতানের নিকট দরখাস্ত দিবার আয়োজন করে, পুলিস ইহাদের বাধা দেয়, ইহাতে কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজপথে দাঙ্গা হইয়া ৮০জন আর্ম্মেণীয় হত ও আহত হইয়াছে।

স্ত্রী-হিতৈষিণীর মৃত্যু—খিদিরপুরের বিবি কলকোহান গ্রাণ্টের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিবি নাইটের বিলাতগমন হইতে ইনি জাতীয় ভারতসভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইনি ৩০বৎসর কাল সৈনিক অনাথ-নিবাসের ভারগ্রহণ করিয়া সন্তান-নির্ব্বিশেষে অনাথ সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সদ্ভাববন্ধনের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

পণ্ডিতা রমাবাই ও শারদা-সদন।

পণ্ডিতা রমা বাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকন্যা এবং একজন বঙ্গীয় বিধবা। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর তাঁহার বোম্বাই প্রদেশস্থ অনেক হিন্দু বন্ধু ও বান্ধব স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কেবল কতকগুলি উদারভাবাপন্ন হিন্দু তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। তিনি আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই সকল সহৃদয় মহোদয় তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, তিনি যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকের ভাবাপন্না না হইয়া অসাম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দু রমণীগণের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী হয়েন। ইহাঁদিগের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়াই রমাবাই প্রথমতঃ বোম্বাই নগরে হিন্দু বিধবাদিগের শিক্ষাবিধানার্থ "শারদা-সদন" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় কিছুকাল বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপরে উহা পুনা নগরে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু বালিকা ও বয়স্কা বিধবাগণকে বিদ্যা ও নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা প্রদান করা এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জনে

ইচ্ছুক, তাহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহায্য করা, এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধনে "শারদা সদন" কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু রমাবাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে পুনাবাসী হিন্দুগণের তাঁহার প্রতি সম্যক্ আস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে "শারদা-সদনের" কার্য্যপ্রণালী তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটী তত্ত্বাবধায়ক বা পরামর্শদায়ক সভা গঠিত হইল; পুনার হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ঐ সভার সভ্য-পদ গ্রহণ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল এই তত্ত্বাবধানে এবং পণ্ডিতা রমাবাইএর অধ্যক্ষতাধীনে শারদা-সদনের কার্য্য সুচারুরূপে ও নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইবার পর, পণ্ডিতার সহিত তত্ত্বাবধায়কদিগের মতবৈষম্য ঘটিল। পণ্ডিতা রমাবাই ছাত্রীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন না, এই বন্দোবস্তে পুনার অনেক হিন্দু "শারদা-সদনে" স্ব স্ব পরিবারভুক্ত বালবিধবা ও অবিবাহিতা বালিকাগণকে ভর্ত্তি করিতে স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে কার্য্যও করেন। রমাবাই ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না বটে, কিন্তু শারদা-সদনের পুস্তকাগারে একখানি "বাইবেল" গ্রন্থ রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রীগণ ইচ্ছামত পাঠ করিত এবং তিনি প্রত্যহ যখন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন কোন কোন ছাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত এবং উপাসনা শ্রবণ করিত। তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতা রমাবাইকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন পুস্তাকাগারে বাইবেল গ্রন্থ না রাখেন, এবং তাঁহার উপাসনাগারে কোন ছাত্রীকে উপস্থিত থাকিতে না দেন। রমাবাই উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দুইটী প্রস্তাবেই সম্মতা হইতে পারেন না। এই উত্তর পাইয়া তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রমাবাই সম্পূর্ণরূপে নিজের দায়িত্বে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দু ছাত্রীগণের মধ্যে কতকগুলি "সদন" পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বল প্রকাশ করিয়া কিম্বা প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও খ্রীষ্টীয়ান করা রমাবাইএর উদ্দেশ্য নহে জানিয়া অধিকাংশ ছাত্রীর অভিভাবকেরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লয়েন নাই।

আমেরিকার যে সকল মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে "শারদা-সদন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই আট বৎসর কাল তাহার কার্য্য চলিতেছে, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ দশ বৎসর অর্থ সাহার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গীকারানুসারে আর দুই বৎসর কাল অর্থ সাহায্য করিবার কথা। তৎপরে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইবে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সম্প্রতি নিউইয়র্ক নগরে পণ্ডিতা রমাবাইএর বন্ধুগণ এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে;

শারদা-সদনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমেরিকায় পুনরায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবেক। সভায় একজন মার্কিন্ মহিলা দণ্ডায়মানা হইয়া বলেন যে, তিনি পুনা নগরে অবস্থিতি করিয়া শারদা-সদনের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্টা হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা সৎ ও শুভফলপ্রদ, সুতরাং তজ্জন্য আমেরিকগণের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

এই মহিলার উত্তেজনায় সভাস্থ অনেকে "শারদা-সদন" ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং আর দুই বৎসর পরে "শারদা-সদনের" জন্য আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য যে বন্ধ হইবে তাহার আশঙ্কা নাই।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া পণ্ডিতা রমাবাই কার্য্য করিতে থাকিলে ক্রমে পুনার হিন্দুগণ শারদা-সদনের প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় আস্থাবান্ হইবেন এরূপ আশা আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

সহানুভূতি।

হৃদয়ের যে বৃত্তি দ্বারা পরের সুখ দুঃখ প্রভৃতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করা যায়, সেই বৃত্তিকেই "সহানুভূতি" বলে। যাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতি নাই, তিনি ধনী হইতে পারেন, জ্ঞানী হইতে পারেন, উচ্চপদ বা উচ্চ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব অথবা জাতীয় জীবন লাভ করিতে পারেন না। যে হৃদয় আর একটী হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না, পরের দুঃখে বিগলিত বা পরের সুখে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে না, এক কথায় যে পরকে "আপনার" করিয়া লইতে পারে না, সে হৃদয় অন্য যতই প্রয়োজনে আসুক না কেন, মানবসমাজের এক প্রধান সুখ ও উন্নতির মূল যে পরার্থ-পরতা, তাহা সে হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। পরার্থপরতার অভাবেই মানবজগৎ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে; সেই জন্য সহানুভূতিকে মানবজগতের এক প্রধান "জীবনী" বলা যায়।

এ জগতে যত নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সহানুভূতির অভাবই সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ। ধর্ম্মবীর রেগুলস্ কার্থেজবাসীদিগের হস্তে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? যদি তাঁহার অপার্থিব সত্যনিষ্ঠা, দেবোচিত বীরত্ব বুঝিবার মত লোক কার্থেজে থাকিত, যদি সে দেবহৃদয়ের সহিত তাহারা হৃদয় বিনিময় করিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার নির্যাতনকারী হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা

করিত! এ দিকে, প্রফুল্ল পদ্মপুষ্প তুল্য রাজস্থানের সুপবিত্রা সাধ্বীগণ জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া ছাই হইল কেন? বিজয়ী বিপক্ষগণ যদি প্রকৃত বীরের মত, সেই সকল মহামহিমাময়ী মহিলাদিগের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিত, হিন্দু-ললনার হৃদয়ে সতীত্ব যে কি অপূর্ব্ব রত্ন, তাহা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে পদ্মিনী-প্রমুখ মহিলাগণকে চিতানলে পুড়িয়া "আত্ম-রক্ষা" করিতে হইত না! সতীর প্রতি ঘৃণিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও মনে সাহস হইত না! সে দিন পলাশি-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার এক-শেষ হইয়াছিল কেন? যদি আত্মসংযম-হীন, উচ্ছৃঙ্খল, তরুণবয়স্ক সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বন্ধু ও অভিভাবকগণ সহানুভূতিশূন্য না হইতেন, যদি সত্য সত্যই তাঁহারা

"যৌবনং ধনসম্পত্তিপ্রভুত্বমবিবেকতা,
একৈকপ্যমনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্!"

এই রহস্য বুঝিয়া, সিরাজকে কৌশলে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেন, যদি মহাত্মা বিষ্ণু শর্ম্মা অথবা চাণক্যের মত কোনও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সিরাজ উদ্দৌলার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকিতেন, তবে হয়তো "পলাশির যুদ্ধ" বলিয়া কোনও ঘটনা বাঙ্গলার ইতিহাসে অঙ্কিত হইত না, এবং পলাশি-যুদ্ধের অনুষ্ঠাতৃগণকেও মাতৃ-ভূমি-দ্রোহিতা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইত না! এইরূপ, বীরকলঙ্ক লক্ষ্মণসেন যদি স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি দান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ মাত্র যবনের ভয়ে —ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ জীবনের অনুরোধে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিকে পরপদ-দলিতা হইতে দিয়া পলায়ন করিতেন না! আমরা কয়েকটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলাম; এইরূপ প্রত্যেক মত-বৈষম্য, যুদ্ধ, বিবাদ, হত্যা প্রভৃতি সকল পাপ ও মহাপাপের মূলানুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবই লক্ষিত হইবে।

সহানুভূতির অভাবে যেমন মানবের দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি পাশব বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া থাকে, সহানুভূতির প্রভাবে সেইরূপ দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, উপচিকীর্ষা* প্রভৃতি দেব-বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যখন সহানুভূতি পরের হৃদয়ের চিত্র আমাদের হৃদয়ের সমক্ষে প্রতিবিম্বিত করে, তখন আমরা পরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না। একজন দীন দুঃখীকে দেখিলে, তাহার ছিন্ন বস্ত্র, অনশনজনিত ক্লেশ এবং তাহার দরিদ্রতাময়, নানা অভাবপূর্ণ জীবন, যখন আমরা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি, তখনই আমাদিগের দয়াবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। যখন সংসারের ঘৃণ্য কোনও দোষী ব্যক্তির হৃদয়ের প্রতি আমরা গভীর দৃষ্টি করিতে পারি, যখন দোষীর দোষের "ইতিহাস" বুঝিতে পারি—যখন

* উপচিকীর্ষা—অন্যের উপকার করিবার ইচ্ছা

সহানুভূতি আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, বাহ্য ঘটনাপরম্পরায় দোষীর অবস্থায় সে দোষ অনেকের পক্ষেই অনিবার্য্য, তখনই আমাদের হৃদয়ে ক্ষমা উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যখন সহানুভূতি পরের হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় এতদূর বিনিময় করিয়া দেয় যে, আমরা আপনা ভুলিয়া পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ি, নিজেদের সুখ শান্তি ভুলিয়া পরের সুখার্থে সহস্র ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, তখনই আমাদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া আমাদিগকে "পরার্থপর" করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি হইতে আমাদের দেশের রাজা রামমোহন, কেশব চন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়—যাঁহারা এ জগতে দেবতা অথবা নর-দেবতা আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সহানুভূতি বৃত্তিকে পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে দিয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, সংসারে খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও, যিনি সহানুভূতি বৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ করিতে পারিবেন, তাঁহার হৃদয় সত্য সত্যই দেবমন্দির হইবে। যাঁহার চরিত্রে সহানুভূতি আছে, তাঁহার "হৃদয়"ও আছে।—সহানুভূতিশূন্য মানবকেই "হৃদয়হীন" বলা যায়।

পারিবারিক জীবনেও "সহানুভূতি" বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ঘরে ঘরে যত ঝগড়া কলহ, যত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, ভ্রাতার প্রভূত ধন সম্পত্তি থাকিতে বিধবা ভগিনীকে পরের দাসীত্ব করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সকল—যাহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি—সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ আমাদিগের সহানুভূতির অভাব। যে ঘরে শ্বাশুড়ী বোঝেন "বৌমা আমার বালিকা; উহার মাতা পিতার কত স্নেহ ও আদরের ধন; আমি বৌমার সহস্র ত্রুটি দেখিলেও উহাকে স্নেহশূন্য রুক্ষ শাসন করিব না"; আবার বৌমা মনে করেন "শ্বাশুড়ী আমার মাতার ন্যায় স্নেহময়ী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী, উনি যাহা বলেন ও যাহা করেন সবই আমার মঙ্গলের জন্য—অতএব সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও উঁহার আদেশ আমার যথাসাধ্য পালনীয়," সে গৃহে অশান্তির স্থান কোথায়?—আমরা কেবল শ্বাশুড়ী বধূর উদাহরণ দেখাইলাম —যে ঘরে সকলেই সকলের হৃদয়ের প্রতি এতটা দৃষ্টি করেন, সে ঘরে কখনই অনৈক্য আসিতে পারে না; অথচ কেহ কাহারও গলগ্রহ হইয়া নিজের ভরে অন্য কাহাকেও কাতর করিতে চাহিবে না। সহানুভাবক তাহা করিতে পারেন না।

এইখানে একটী কথা একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।—প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি না হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয় না। দম্পতীর মধ্যে একজন অপরের সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কার্য্যতঃ পরস্পরের

সাহায্য না করিলে, কখনই তাঁহারা "এক-হৃদয়" হইতে পারেন না। দম্পতী "এক-হৃদয়" হইতে না পারিলে বিবাহে সুখ শান্তি দূরে থাকুক, সে বিবাহ কেবল বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। স্ত্রীর সামান্য ত্রুটিতে স্বামীর কর্কশ শাসন, অথবা দরিদ্র স্বামীকে গহনা পরিচ্ছদের জন্য স্ত্রীর উৎপীড়ন, নিজের বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ঋণ-গ্রস্ত করা, এ সকল ঘটনা নিতান্তই সহানুভূতির অভাববশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, একজন পরের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইলে মন তাহাকে কত "আপনার জিনিস" মনে করে, আর যাঁহাদিগের কেবল দেহমাত্র প্রভেদ, তাঁহাদিগের সহযোগিতা ও সাহচর্য্যে কি পরিমাণে সহানুভূতি আবশ্যক, সে কথা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের সামাজিক জীবনও সহানুভূতি ব্যতীত চলে না। সহানুভূতি মানব জগতের মূল বন্ধন; তাই সামাজিক মানবের সহানুভূতির অভাব হইলেই সমাজে মতবৈষম্য, বিবাদ, দলাদলি, হত্যা প্রভৃতি নীচতা ও মহাপাপ সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সহানুভূতির অভাব হইলে সমাজ—মানব-সমাজ পিশাচ-সমাজরূপে প্রতীয়মান হয়। তাই সহানুভূতি বৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকাশ করিয়া, সামাজিক জীবন গঠন করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দিন সামাজিক নরনারীগণের সহানুভূতি বৃত্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবে, সে দিন সামাজিক সকল অনৈক্য দূর হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ভগিনী হইবেন। সে দিন "জব্দ" করিবার আশয়ে কেহ কাহাকে বিদ্রূপ করিবে না; কেহ কাহাকে গালি দিবে না; কাহারও মন সামান্যরূপ ব্যথিত হয়, এ রকম কাজ কেহই করিতে পারিবে না। সে দিন হিংসা ভুলিয়া, দ্বেষ ভুলিয়া, অহঙ্কার ভুলিয়া সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে; সকলেই সকলকে স্নেহ মমতা করিবে; সকলেই সকলের বিশ্বস্ত সুহৃৎ হইবে! যে দিন আমাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবে, সেই দিনই ভগবান্ আমাদের এই মরজগৎকে এইরূপ অমরাবতী করিবেন! সেই শুভ দিনের উদ্দেশে তপস্যা করিতে পারিলেই—আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিকে ক্রমশঃ বিকসিত করিতে পারিলেই আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে।

এই খানে আর একটী কথা না বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। আমাদের যত রকম মনোবৃত্তি ও হৃদয়ের শক্তি আছে, ন্যায়পরতা তাহাদের সকলের উপরে। এই ন্যায়পরতার অপর নাম বিবেকশক্তি। তাই বলিতেছি, সহানুভূতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিও ন্যায়পরতার অধীনে পরিচালিত হইলেই তাহার ফল যথার্থ শুভকর হয়। দস্যু, ব্যভিচারী, হত্যাকারী প্রভৃতি সমাজবিপ্লবকারক মহাপাপী-দিগের প্রতি আমরা যতই সহানুভূতি

করিতে চাহি না কেন, ন্যায়পরতার দিকে চাহিলে বুঝিতে পারি যে,তাহারা সুশাসিত না হইলে সমাজ টিকে না। তাই ন্যায়-পরতার অনুরোধে, (সমাজের কল্যাণার্থে) সেই সকল দুর্বৃত্তদিগের যথোচিত শাস্তি বিধান করা সামাজিক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাহাকেও শাসন করা সহানুভূতিবিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক পাপীকে পাপের পথ হইতে নিরস্ত করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শাস্তিই পাপীর প্রকৃত শাস্তি, সে জন্য পাপীর চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযমের জন্য যে কোন দণ্ড উপযুক্ত বোধ হয়, তাহাই করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। অথচ এরূপ কার্য্যে আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিও কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না।

সহানুভূতি বৃত্তির যথোচিত বিকাশ মানবের ব্যক্তিগত উন্নতির মূল; গার্হস্থ্য উন্নতির মূল; বন্ধুতালাভের মূল; দাম্পত্য প্রেমের মূল; জাতীয় জীবন ও সামাজিক একতা লাভেরও মূল। ভগবানের কৃপায় আমরা এই দেবোচিত বৃত্তি পাইয়াছি, এজন্য তাঁহার চরণে সহস্র নমস্কার। প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তুমি যদি এই অমূল্য রত্নের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার নারী-জন্ম সার্থক হইবে।

শ্রীমা।

কুদৃষ্টি সম্বন্ধে কুসংস্কার।

কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টির এমনি একটী শক্তি আছে যে, সে তদ্দ্বারা যে কোন লোকের, তাহার অভীপ্সিত নানারূপ অমঙ্গল সাধন করিতে পারে। এইরূপ একটী বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়া ও আসিরিয়া রাজ্যে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে আসিরিয়া দেশের লোকেরা কুদৃষ্টির ফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিত। প্রাচীন মিসরবাসী-দিগের মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। পারস্যবাসীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কুদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে, কুদৃষ্টিশালী ব্যক্তি দৃষ্টির বলে বৃক্ষ লতাদির বৃদ্ধি সঙ্কুচিত করিতে পারে, নদীর স্রোত রোধ করিতে পারে এবং সুপক্ব ফলকে শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। বাইবেল গ্রন্থে কুদৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থকারদিগের রচিত নানা পুস্তকে ইহার বর্ণনা আছে। প্লিনি বলেন, প্রাচীন সিথিয়া ও ইলিরিয়া দেশে অনেক কুদৃষ্টিশালিনী রমণী দেখা

যাইত। খ্রীষ্ট একবার উপদেশ দিবার সময় কুদৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রাথমিক কালে ধর্ম্মযাজকেরা কুদৃষ্টি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিয়া যান নাই।

পশুগণের চিকিৎসা-শক্তি।

অনেক পশু স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে আপনারাই আপনাদিগের চিকিৎসক। বানর আহত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তনির্গম বন্ধ করিবার জন্য সেই স্থানটা অপর হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে এবং তৎপরে কতকগুলি তৃণ ও বৃক্ষপত্র নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহা প্রলেপের আকারে ক্ষতস্থানের উপর সংলগ্ন করিয়া দেয়। দেখা যায়, যখন দৈবক্রমে কোন পশুর হাত বা পদ আহত হইয়া প্রায় অর্দ্ধছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেইসংলগ্নাংশটুকু সে দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকে। একদা একটা কুক্কুরকে একটা বিষধর সর্প দংশন করিয়াছিল। কুক্কুর দষ্ট হইবার পরেই পুষ্করিণীর জলে দষ্ট স্থান ক্রমাগত ডুবাইতে লাগিল। সে তিন দিবস কাল এই প্রক্রিয়া করিয়া সর্পাঘাতের ফল হইতে মুক্ত হইল। একদা একটা টেরিয়ার-জাতীয় কুক্কুর দক্ষিণ চক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হয়। চক্ষুরোগ হইলে চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, মানব-চিকিৎসক এরূপ ব্যবস্থা করেন। দেখা গিয়াছিল, যত দিন এই কুক্কুরটীর চক্ষুর অসুখ ছিল, ততদিন সে স্বীয় স্বভাবজাত সংস্কার অনুসারে প্রায়ই একটী অন্ধকারময় স্থানে বাস করিত। চক্ষুরোগ হইলে কুক্কুরেরা থাবায় নিষ্ঠীবন (থুথু) মাখাইয়া তাহা চক্ষে লাগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহাদের অনেক চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। গাত্রে কীট জন্মিলে পশুগণ কর্দ্দম কিম্বা ধুলায় শরীর লুটাইতে থাকে, ইহাতে তাহারা কীটমুক্ত হয়। জ্বর হইলে কোন কোন পশু জল পান বা জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া সুস্থ হয়। কোন কোন পশুর, বিশেষতঃ কুক্কুর বা বিড়ালের অজীর্ণ রোগ হইলে তাহারা কোন বিশেষজাতীয় তৃণ ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। গো ছাগাদি পশু অসুস্থ বোধ করিলে কোন বিশেষজাতীয় তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রোগমুক্ত হয়। বাত রোগ হইলে পশুগণ যতক্ষণ সম্ভব রৌদ্রে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

পশুদিগের পশ্চাদ্দৃষ্টি-শক্তি।

কতকগুলি পশুর উভয় সম্মুখ-দৃষ্টি ও ও পশ্চাদ্দৃষ্টির শক্তি আছে। পশ্চাদ্দিকে মুখ না ফিরাইয়া শশক পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তু সকল স্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহাদিগের চক্ষু যেরূপ দীর্ঘ ও মুখের যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাদিগের এই ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। শশকের পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলিয়া শশক শিকার করা বড়ই কঠিন। ঘোটকেরও পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে। ঘোড়ার যে পশ্চাদ্দৃষ্টি শক্তি আছে, তাহা একটী দৃষ্টান্তে বেশ প্রমাণিত হইবে। অনেকেই দেখিয়াছেন, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুক মারিবার জন্য যেমন চাবুক উত্তোলন করে, অমনি প্রহারিত হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়া দ্রুততর পদবিক্ষেপে দৌড়িতে আরম্ভ করে। অনুমান বা অন্য কোন উপায়ে ঘোড়া কোচমানের হস্তস্থিত উত্তোলিত চাবুকের বিষয় জানিতে পারে না; তাহার পশ্চাদ্দৃষ্টি-বলেই জানিতে পারে। জিরাফ্ নামক পশুরও এই শক্তি আছে। অনেকানেক কীট পতঙ্গেরও এই ক্ষমতা দেখা যায়।

ওজোন্।

অক্সিজন্ (অম্লজন) বাস্প জীবগণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শরীরের হিতকারী। ওজোন্নামক বাস্প অক্সিজেনের পরিশোধিত ও সূক্ষ্মতর আকার। ইহাকে বিশুদ্ধ অক্সিজন্ বলিলেও বলা যায়। যে দেশের বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ অধিক মাত্রায় থাকে, তথাকার বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। ফুলের গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যখন ফুল ফোটে, তখন ফুলের গাছ হইতে অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হয়। ইয়োরোপের নানা প্রদেশে কোন কোন ঋতুতে যখন প্রান্তর ও উপত্যকা পুষ্পে আবৃত হইয়া যায়, দেখা যায় তত্তৎকালে সেই সেই স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ-জাতীয় বৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ উৎপাদক। ওক্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক, কিন্তু পাইন্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক নহে। আমাদের দেশে নিম অশ্বথাদি বৃক্ষ ওজোন্ উৎপাদনে সক্ষম; কিন্তু তিন্তিড়ি বৃক্ষের ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি খুব কম। বজ্রাঘাত হইবার পর আকাশমণ্ডলে ওজোনের আধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ফুলের গাছে যখন অধিক পরিমাণে ফুল ফুটিতে থাকে, তখন সেই ফুলের গুচ্ছটীর ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি যেমন অধিক, তেমন আর কিছুরই নহে।

ছোট।

ছোট নারী ছোট নর, ভালবাসি নিরন্তর,
ছোট হ'তে সাধ সদা মনে,
ছোট বালকের হাসি, সদা বড় ভালবাসি,
মিশিতে চাই না বড় সনে।

ছোট তারা ছোট চাঁদ, দেখিতে সদাই সাধ,
ছোট ঘর ছোট বাড়ী চাই।
ছোট গাছ ছোট ফল, ছোট তড়াগের জল,
ছোট ফুলে পরাণ জুড়াই।

ছোট মেঘ ছোট বায়ু, চাই অতি ছোট আয়ু,
মরতে না হইব অমর।
ছোট ঘড়ি ছোট তরি, সদাই আদর করি,
ছোট কথা জুড়ায় অন্তর।

ছোট ভূষা ছোট বেশ, ভালবাসি ছোট দেশ,
ছোট জন-সমাজ আপন;
ছোট ধ্বনি ছোট মণি, ভালবাসি ছোট ধনী,
ছোটই ছোটর সুখ-ধন।

বড় চাঁদ রাহু গ্রাসে, ফণী ক্ষুদ্র বড় আশে, (১)
বড় বায়ু আয়ু নাশ করে,
বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে, বড় ঘরে উই চরে,
বড় ধনী ধন না বিতরে।
ছোট ছোট গম ধান, খেয়ে সদা বাঁচে প্রাণ,
বড় ফল কে বা কত খায়?
ছোট পাখী পোষ মানে, যা বল তাহাই শুনে,
বড় পাখী পোষা বড় দায়।
বড় সাগরের জল, শুধু কুমীরের বল,
অসমর্থ পিপাসাবারণে,
সিমুলের বড় ফুলে, ভ্রমর কি কভু বুলে,
ছোট যুঁই জাগে সদা মনে।
বড়র সে দয়া মায়া, আকাশের মেঘছায়া,
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত ঘুরে ফিরে।
ছোট বড় মধুময়, যা থাকে তা সদা রয়,
ছোট থেকে মরিব অচিরে।

(১) মধু আশায় ক্ষুর চাটিয়া সর্পের দুই জিহ্বা হইয়াছিল।

বেথুন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

১৮৪৯ সালের ৭ই মে "হিন্দু ফিমেল স্কুল" নামে বেথুন স্কুল প্রথম খোলা হয়। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় মহাত্মা জে ই ডি বেথুন রাজা (তৎকালে বাবু) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-ভবনে হৃদয়স্ফূর্ত্ত ভাষায় যে সুন্দর বক্তৃতা করেন, তাহা চিরস্মরণীয়। আমরা বাঙ্গালায় তাহার সারভাগ প্রকাশ করিতেছি, যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহারা, ইংরাজী মূল বক্তৃতা পাঠ করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

"বন্ধুগণ! আজ আমরা যে শুভ অনুষ্ঠান

উপলক্ষে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিব বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন। আমাদের সকলেরই পক্ষে আজিকার দিন সামান্য আনন্দ ও উল্লাসের দিন নয়। আপনারা পিতা, আপনাদের প্রিয়তমা কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির আশা এই নব বিদ্যালয় উদ্দীপন করিতেছে, ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হওয়া স্বাভাবিক। আমার পক্ষেও আজিকার দিন বড় আনন্দের দিন, কেননা এই মহৎ কার্য্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া আমি বড় উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি। শ্রীমান ও সন্তানবান্ হইলে মানুষের যে সৌভাগ্য হয়, আমি তাহাতে বঞ্চিত; তথাপি আমার চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কিছু করিতে পারিতেছি, ইহাতেই পিতৃহৃদয়ের আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং অচিরে আরও অনেক লোক আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এখানে বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদেরও আনন্দের হেতু হইব ভাবিয়া আপনাকে ধন্য মানিতেছি।

যে কার্য্যপ্রণালীর বিকাশ এখানে আপনারা দেখিতেছেন, তাহা লঘুভাবে কল্পিত বা ব্যস্ততা সহকারে গৃহীত হয় নাই। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, এ দেশের শিক্ষা-বিবরণ, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগের সুশিক্ষা-বিবরণ আমার হস্তগত হয়। সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের প্রধান কর্তৃত্ব-ভার এখন আমার হস্তে। এই সকল শিক্ষা-বিবরণ পাঠে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, যে দেশের যুবকেরা ত্রিশ বর্ষের অধিক কাল শিক্ষার সুফল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, সে দেশের অপরার্দ্ধ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে। সুশিক্ষার হিতকর প্রভাব যখন আপনারা অনুভব করিয়াছেন, তখন আপনাদের জীবনসঙ্গিনীদিগকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে সুরুচি ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে আপনাদের আকাঙ্ক্ষা হইবে, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। সুশিক্ষিত রমণীগণের শোভন-গুণাবলী, সুকুমার-বিদ্যাবত্তা এবং গৃহকার্য্যনৈপুণ্য দ্বারা পারিবারিক জীবনের সুখ যে কত অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা আপনারা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আপনারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস অনুশীলন করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যত সম্মাননা, স্ত্রীলোকের জ্ঞান শিক্ষা যত অধিক, সমাজের রীতি চরিত্র রুচির উপরে স্ত্রীলোকের প্রভাববিস্তারের যত অধিক সুবিধা, সভ্যতাংশে সেই জাতি তত উন্নত। এই সত্য অমোঘ সত্য। আমি আরও বিবেচনা করিলাম যে, আপনারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মাতার কর্ত্তব্য কত বহুল ও গুরুতর! মাতার হস্তে ক্ষুদ্র শিশু স্বভাবতঃ ন্যস্ত, মাতার সাহায্যেই তাহার সমুদয় শারীরিক

অভাব মোচন হয়। সেই শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তির যখন প্রথম উন্মেষ হয়, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার সুকুমার মনের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সেই মাতার সাহায্য তাহার পক্ষে কত প্রয়োজনীয়! শিক্ষিত মাতা সন্তানের বুদ্ধি, রুচি ও কল্পনা সু-নিয়মিত করিয়া তাহাকে মহৎ ও সাধু মনুষ্যাকারে গঠন করিতে কেমন সমর্থ! অতএব নারী-চরিত্রের উপর যে জাতীয় চরিত্র নির্ভর করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কেবল শৈশবে নয়—জীবনের সকল অবস্থাতেই নারী-প্রভাব অপরিহার্য্য। এই প্রভাব যাহাতে ন্যায়, ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্বের সহায় হয়, তৎপক্ষে চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল চিন্তা আমার মনকে অধিকার করিয়াছিল এবং এখানে আসিয়া অবধি আমি যতদূর শিক্ষা ও আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে এ সকল চিন্তা অমূলক নয় বুঝিয়াছি। বঙ্গদেশে এই-রূপ মত স্বতঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় পুরুষগণ স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যাগণকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সকল ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বটে এবং কোন কোন স্থলে গোপনে চুরি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইতেছে, তাহাও যথার্থ। যে কোন দেশে হউক সমগ্র জাতির বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা সহজ নহে। বিশেষতঃ শুনিতে পাই, এ দেশে প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি আপনাদিগের আত্যন্তিক অনুরাগ। তথাপি এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে নূতন চিন্তা-স্রোতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা উৎসাহ ও আনন্দসূচক, সন্দেহ নাই। আর একটী আশার কথা এই, আপনাদের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ-প্রথা ও অজ্ঞান অবস্থা আপনাদিগের অতি প্রাচীন জাতীয় ব্যবস্থার অনুমোদিত নহে। আমার বিশ্বাস, জেতা মুসলমানদিগের অনুকরণে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি আপনাদিগের প্রাচীন পুরাণ কাব্য প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ যতদূর পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, আপনাদের ঋষিকন্যাগণের ও রাজমহিষী-দিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্যা ও নানাবিধ কলা-বিদ্যায় বিভূষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী মহিলাগণ সে সকল গুণে এক-কালে বঞ্চিত। লীলাবতীর গল্প কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য আমি জানি না। এরূপ ব্যক্তি আদৌ ছিলেন কি না, অথবা যে সকল উচ্চ গণিতশাস্ত্রের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট, সে গুলি বস্তুতঃ তাঁহার রচিত কিম্বা তাঁহার ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, এ গল্পের কোন মূল না থাকিলে এবং উচ্চ গণিতশিক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব হইলে পুস্তক-সঙ্কলক এরূপ গল্প উদ্ভাবনে কখনই সাহসী হইতেন না। অতএব আমি আশা করিতে পারি

যে, স্ত্রীলোকদিগকে বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে প্রাচীন উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, আপনারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন।

আমার অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে, তৎপক্ষে আশা করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এরূপ গুরুতর বিষয়ে লঘুভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, ইহা আমি প্রথম হইতে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বড় ভয় যে, প্রকাশ্যভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়া যদি তাহার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধির আশা করিতেছি সেই পরিমাণে নিরাশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন আর সমগ্র লোকমণ্ডলীর উন্নতিসাধন একই কথা। এরূপ কার্য্য করিতে গিয়া একটী ভ্রম হইলে অথবা অবিবেচনা ও ব্যস্ততা পূর্ব্বক একটী কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা অভিপ্রায়সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ও প্রতিবন্ধক ঘটিবে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার জন্য অন্ততঃ এক বৎসর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করি। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে, এখন যে সকল বন্ধু আমাকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নিকট আমার অভিপ্রায় খুলিয়া বলি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে মহিলা বালিকাদিগের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, ইতিপূর্ব্বেই আমি তাঁহার সাহায্যের অঙ্গীকার পাইয়াছি।

এই বিদ্যালয়টি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংসৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, ইহাও অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া। ইহাতে কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তদপেক্ষা লাভের আশা অধিক আছে। আমার বিবেচনায় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সত্বরতা নিতান্ত আবশ্যক। বিলম্ব বা বাধার কোনও কারণ হইলে যাঁহারা আমার সহিত একপ্রাণ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহভঙ্গের সম্ভাবনা। এই বিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অনেক লেখালেখি ও তর্ক বিতর্কের হাত এড়াইতে পারা যাইত না—হয়ত ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মত গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে আমার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা কতকটা খর্ব্ব করিতে হইত, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ যে কালবিলম্ব, তাহা ঘটিত। স্ত্রীশিক্ষালয় একটী নূতন ব্যাপার, গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত করিতে হইলে ইহার সফলতার পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ দেখাইতে হইত। গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রবে যে পরিমাণে লাভ হইবে, তদপেক্ষা অসুবিধা ও ক্ষতি অধিক, এই ভয় করিয়াই আমি তাহার চেষ্টা করি নাই। পক্ষান্তরে আমি একজন পদস্থ লোক এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের কর্ত্তা, ইহাতে আমার সংস্থাপিত বিদ্যালয়

যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও স্থায়ী হইবে,আমার স্বপক্ষগণ অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন।

আর একটী বিষয় আমাকে উত্তমরূপে ও অতি সতর্কভাবে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ও স্থায়ী উন্নতির জন্য আমার সকল ছাত্রী সম্ভ্রান্ত-পরিবারস্থ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,যাঁহারা হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়া গণনীয়, আমি প্রথমোদ্যমেই তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিব কি না? রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব এবং হিন্দুকলেজে আমার সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্ত, ইঁহাদের অনেকেই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইবেন না; তথাপি অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলাম যে, যাঁহাদের সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হয়, তাঁহাদিগেরই আত্মীয় পরিবার হইতে আমার প্রথম ছাত্রীদল সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দুসমাজের নেতারা আশা করিতে পারেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ের প্রতি-পোষক হইবেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রীতিমত অনুমোদন থাকা আবশ্যক। যে কালবিলম্ব এড়াইতে আমার এত প্রয়াস, ইহাতে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা। আরও ভাবিলাম, যাঁহারা নিজ গৃহ-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার ভারবহনে সমর্থ, তাঁহারা গৃহশিক্ষারই পক্ষপাতী হইবেন। দেশের প্রাচীন অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের অবস্থা অনেক ভিন্ন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতিকূল যুক্তির অনেক গুলিতে হয়ত আমাকে সায় দিতে হইত। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বঙ্গদেশে গৃহশিক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া অনেক দূরের কথা, এই জন্য অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ লোকদিগের উপকারার্থ দেশহিতৈষী ধনীদিগের কিছু ত্যাগস্বীকার করা আবশ্যক। আমার আর একটী আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাদের পদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগের বন্ধু-দিগের ও সমাজস্থ লোকদিগের সহিত আমার প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিবেন। সে স্থলে আমার যাইবার বা যাইয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে না। যাহা হউক আমার স্থির সঙ্কল্প যে, আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী আপনাদের অনুমোদিত হইলে এবং নিয়ম শৃঙ্খলা কতক পরিমাণে বিধিবদ্ধ হইলেই তখন আমরা কি করিতেছি তাহা দেখাইবার জন্য এই সকল সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিব এবং আমাদের কার্য্যে অধিকতর উৎসাহদানে তাঁহাদের অনুমোদন ও সহায়তা প্রার্থনা করিব। আমি বিশ্বাস করি, এরূপ ব্যক্তি-দিগের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনাদের কথোপকথন হইয়াছে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহাদের প্রতি সম্মাননার অভাব তাঁহাদিগকে আহ্বান না করিবার কারণ নহে। আমার অনেক ইউরোপীয় বন্ধু আমার অনুষ্ঠেয় বিষয়ের কথা শুনিয়াছেন। ইহার প্রতি তাঁহাদের গভীর সহানুভূতি। অদ্য প্রাতে

তাঁহারা এখানে আসিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি একটু ইঙ্গিত করিলে কলিকাতার ইউরোপীয় নেত্রীস্থানীয়া রমণীগণ দ্বারা আজি এই গৃহ পূর্ণ হইত। কিন্তু যে কারণে দেশীয় বড়লোকদিগকে ডাকি নাই, সেই কারণে ইউরোপীয়দিগকেও ডাকি নাই। অপ্রকাশ্য-ভাবে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহাতে কোন আড়ম্বর প্রদর্শন আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। এমন সময় আসিতে পারে এবং তাহা বহুদূরবর্ত্তী বোধ হয় না, যখন এরূপ কোনও সঙ্কোচ আবশ্যক হইবে না এবং এই কলিকাতা ফিমেল স্কুল অন্য যে কোন গৌরবসূচক নামে অভিহিত হউক, এদেশের সম্মাননীয় ও উপকারী অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে ইহা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

এখানে যেরূপ শিক্ষাদান হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে যেমন ছাত্রদিগের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় না, এখানেও সেইরূপ হইবে না। আমি জানি এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা 'শিক্ষিত স্ত্রীলোক' নাম শুনিলেই বিদ্রূপ করেন। তাঁহাদের মতে আমরা যেরূপ শিক্ষা দিতে যাইতেছি, তাহা শুনিলে আমিও পরিহাস না করিয়া থাকিতে পারি না। বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে বলিতে শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমি মাতৃভাষা শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী—ইংরাজীতে অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে বলিয়া তাহা শিখাইতে হয়; কিন্তু আমাদের আশা আমাদের ছাত্রেরা আজি হউক কালি হউক মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশিক্ষার উপায় করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে মাতৃভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা দশ গুণ অধিক জোরে বলা যাইতে পারে। সাহিত্যশিক্ষায় বাঙ্গালাকেই আমরা ভিত্তিভূমি করিব, এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানলাভার্থ ইংরাজীর আশ্রয় লইব, ইহা বোধ হয় ছাত্রীদিগের পিতা মাতার অনভিমত হইবে না।

এতদ্ভিন্ন হাজার হাজার প্রকার স্ত্রী-শোভন সূচিকার্য্য, শিল্পনৈপুণ্য, চিত্র ও অন্যান্য গুণপনা আছে, আমি তাহার অর্দ্ধেকও বর্ণনা করিতে পারি না। বিবি রিড্স্ডেল সে সকলের শিক্ষা দিবেন। আপনাদের সন্তানগণ এই সকল জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত এবং নির্দ্দোষ আমোদে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিতে পারিবেন। "আলস্য পাপের প্রসূতি" ইহা পুরাতন কথা। কিন্তু লোকে নির্দ্দোষ ও উপকারী বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পারে না বলিয়া মন্দ কার্য্য করে। ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিলে আর আলস্যের পথ থাকে না।

(ক্রমশঃ)।

বটেশ্বরে গৌরবিজয়।

১

যে স্থানে কোন প্রাচীন দেবদেবীর অবস্থান হয়, কালক্রমে স্থানটী সেই দেবদেবীর নামেই পরিচিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; যেমন তারকেশ্বর, কালীঘাট, শিবনিবাস ইত্যাদি। তদ্রূপ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিমন্দের অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে বটেশ্বর নামে এক মহাদেব ছিলেন। কালক্রমে সেই স্থানটীর নামও বটেশ্বর হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ কালে ত্রিমন্দের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মবিচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিপথ মানিতেন না ; কিন্তু বিবিধ দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিচারে পরাভূত করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই সকলের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের সহিত যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিচার উপস্থিত হইল, তখন ত্রিমন্দের রাজা সেই বিচারদর্শনার্থ মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধগণ পরাজিত হইলেন। রাজাকে মধ্যস্থতায় সমর্থ করিবার জন্য তৎসঙ্গে যে সকল দর্শক পণ্ডিত ছিলেন, বৌদ্ধগণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সকলে একবাক্যে কহিলেন,—

"—এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায়॥"
—গোবিন্দের করচা।

রামগিরি রায় নামক কোন অদ্বিতীয় পণ্ডিত পরাজিত বৌদ্ধগণের দলপতি ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গচরণে দণ্ডবৎ করিয়া কহিলেন,—"আমাকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনি আমাকে পরাভূত করিলেন, অতএব আপনি কখনই মনুষ্য নহেন। আমি ভয়ানক পাষণ্ড, তাই ভক্তিপথ মানিতাম না। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিপথ দেখাইয়া দিন, আমি কখনই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না।" রামগিরির এই দৈন্যোক্তিশ্রবণে,

"হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এইত সাধন॥"

রামগিরি রায় প্রভুর এই কথা শুনিয়া আছাড় খাইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং চৈতন্যের চরণ ধরিয়া অনেক মিনতি করিলেন। তার্কিকের অগ্রগণ্য রামগিরির শুষ্ক হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উৎস স্ফুরিত হইল দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমশঃ তৎপ্রদেশীয় সমস্ত পণ্ডিত-শিরোমণি বৌদ্ধ রামগিরির পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তুঙ্গভদ্রা নিবাসী ঢুণ্ডিরাম তীর্থ নামক একজন দিগ্গজ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সহিত বিচারার্থী হইয়া আগমন করিলেন। তিনি আসিলেন বটে,

কিন্তু সেই নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গে অলৌকিক তেজ দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভগবদ্ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের যোগ হইলে যে তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বাদশাদিত্যের তেজ অপেক্ষাও খরতর। তাহা কর্ম্মী, শুষ্কজ্ঞানী তার্কিকের চক্ষুতে সহ্য হয় না। এই জন্য, বিচারার্থী হইয়াও শ্রীচৈতন্যের সম্মুখীন হইতে ঢুণ্ঢিরামের ভয় হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ বিচার করিতে হয় নাই। যেমন অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-মার্জ্জিত জ্ঞানের প্রবল প্রবাহে সকলই ভাসিয়া যাইত। ঢুণ্ঢিরামের শুষ্ক তর্কজালও শুষ্ক তৃণবৎ ভাসিয়া গেল। তখন তিনি অশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে গৌরাঙ্গের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঢুণ্ঢিরাম তুঙ্গভদ্রায় যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপদাভিষিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিগণও ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসর্ব্বাপেক্ষা এই ঢুণ্ঢি মহাদাম্ভিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের সীমা ছিল না। চৈতন্যের নিকট সমস্ত অভিমান—সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। উন্নত শির অবনত হইল। তদ্দর্শনে দয়াল গৌরাঙ্গের বড়ই দুঃখ হইল। পুনরায় যেন ঢুণ্ঢিরামকে পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা হইল। কহিলেন,—

"—শুন শুন ঢুণ্ঢিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র লিখে আমি দেই সংগোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
কার সাধ্য তর্কশাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই॥
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি॥
আগেকার ঢুণ্ঢি হতে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত॥"

চৈতন্যদেব এই সকল উক্তি করিয়া ঢুণ্ঢিরামকে বিদায় করিলেন; কিন্তু তিনি বিদায় না লইয়া অতি পবিত্রমনে, সরলপ্রাণে ও কাতরভাবে প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গদেব অগত্যা ঢুণ্ঢিরামকে হরিনাম প্রদান করিয়া পম্পগুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ অতঃপর হরিদাস নামে খ্যাত হইলেন। অন্যান্য পাষণ্ড পণ্ডিতগণ, ঢুণ্ঢিরামকে একটী বালক সন্ন্যাসীর হস্তে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে বটেশ্বরে প্রবেশ করিলেন।

রত্ন।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
"বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।"

১। শঙ্খ—শাঁখ। ২। গজ—হস্তী।
৩। ক্রোড়—ঝিনুক। ৪। ফণী—সর্প।
৫। মৎস্য—মাছ। ৬। দর্দ্দুর—ভেক।
৭। বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি।"

১। দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। ২। জীমূত—মেঘ।
৩। বরাহ—শূকর। ৪। শঙ্খ—শাঁখ।
৫। মৎস্য—মাছ। ৬। অহি—সর্প।
৭। শুক্তি—ঝিনুক। ৮। বেণু—বাঁশ।

এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু শুক্তিজ মুক্তা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব অন্য আর একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥"

মুক্তামণি হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে জন্মে, এবং বাঁশ, ঝিনুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেননা ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই, অন্যান্য আকরের মুক্তা কেবল লোকপ্রবাদে প্রসিদ্ধ।"

গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে" (চাণক্য)

সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে, তাহা বলিতেছি।

"মাতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাঃ
তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তং
আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্॥"

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধবংশোৎপন্ন, তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং ছায়াবিহীন। মুক্তার ছায়া কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

"বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধমুদীর্য্যতে॥"

হস্তী জাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি প্রকার। চারি শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে; সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি জাতি বা চারি শ্রেণী। সেই চারি শ্রেণীর

মুক্তার চারি প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা,—

"ব্রাহ্মণং পীতশুক্লস্ত ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীতশ্যামন্ত,বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্॥"

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত-শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীত-রক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীত-শ্যাম, এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীত-নীল। কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গ মুক্তায় কিছু বিশেষত্ব আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঙ্গরসুচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি॥"

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকার ঠিক্ গোল নহে। তাহার গঠন ঠিক্ আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঙ্গরবর্ণ, ছায়া বা কান্তিহীন নহে; অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্প কিরণও আছে।

(ক্রমশঃ)।

মেয়ের মধ্যস্থতা।

কোন সময়ে দুই জন দিগ্‌গজ পণ্ডিতে বিচার বাধিয়াছিল। বিচারের বিষয়,—পিতা মাতার মধ্যে কে বড়? একজন বলিতেছেন, পিতা বড়;—অন্যে বলিতেছেন, মাতা বড়। উভয়েরই বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শন, তর্কশক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং বাদ বিতণ্ডার ধুম পড়িয়া গেল। বিদ্যা বুদ্ধ্যাদির সংঘর্ষণে মধ্যে মধ্যে ক্রোধাগ্নির স্ফুলিঙ্গও উদ্গত হইতে লাগিল। শাস্ত্রীয় বচন, পৌরাণিক ইতিবৃত্তাদিরও ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। মাতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত ব্যক্তি,—"গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পিতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত কোন শাস্ত্রীয় বচন সম্মুখে না পাইয়া পুরাণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, স্বয়ং ভগবদবতার রামচন্দ্র গর্ভধারিণী মাতা কৌশল্যা দেবীর নিবারণ সত্ত্বেও পিতৃ-আজ্ঞায় বনগমন করেন, এবং ভগবানের অন্যাবতার পরশুরাম ঠাকুর পিতৃ-আদেশে জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই সকল পৌরাণিক ঘটনা পিতৃপ্রাধান্যের জলন্ত সাক্ষী। তখন মাতৃপক্ষপাতী ব্যক্তি আপন প্রতিপক্ষকে কহিলেন, তোমার চরিত্রে পৌরুষপ্রকৃতির আধিক্য, এজন্য পুরুষোচিত গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া পিতৃভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেছ। তচ্ছ্রবণে পিতৃপক্ষ ব্যক্তি কহিলেন,—আমি পৌরুষপ্রকৃতিক হইলেও মাতৃ-হৃদয়ের অপক্ষপাতী নহি। তবে আমি "উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা বটে।"

"মাতৃভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলে, কিরূপে উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতা করা হয়, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না",

মাতৃ-পক্ষপাতী এইরূপ কহিলে, পিতৃভক্ত নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় মত বুঝাইয়া দিলেন।

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরী আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে, আপনারা যে খুব মাতৃভক্ত, তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোস্ নাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার মাতৃভক্তি বাস্তবিক কিরূপ, তাহা অন্যের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ব্যতিরেকে মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্টভোগ করিতে হয় না, কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকারও করিতে হয় না। পিতা পুত্রকে আপন আদেশের বাধ্য করিতে চান; মাতা উপযুক্ত পুত্রের কথামত কাজ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন,—মাতৃভক্তি রক্ষা করা তেমনি সহজ। "তুমি বোঝ না" মাকে এরূপ কথা বলা চলে; কিন্তু বাপকে তাহা বলিবার যো নাই। সুতরাং পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

মাতৃভক্ত পণ্ডিত এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু জিগীষা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। কহিলেন,—"আমাদের আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই; চলুন, আপনার পিতাঠাকুরকে মধ্যস্থ মানি;—তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিবেন, আমরা উভয়েই তাহা শিরোধার্য্য করিব।" পিতৃভক্ত পণ্ডিতের ইহাতে কোনও আপত্তি রহিল না, কারণ তাঁহার পিতাকে আপনাপেক্ষা বিশেষ বিচক্ষণ বলিয়া ধারণা ছিল। পিতার কাছে মোকদ্দমা দায়ের হইল,—পিতাও ফয়সলা দিলেন,—কিন্তু পিতৃভক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে। পিতৃভক্ত পরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু মন খুঁতমুত করিতে লাগিল। আপন গৃহিণীর নিকট ছানি অর্থাৎ পুনর্বিচারের প্রার্থী হইলেন। গৃহিণী কহিলেন,—"পুত্রগণের তোমার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই ঠিক্, আমাকে ভক্তি কিছুই নহে। তোমাকে সুখে রাখিলেই আমি সুখে থাকিব। তোমাকে কোনও ভাল সামগ্রী দিলে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইব না। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে তাহাতে আগাও ভিজিবে। তাহারা আমাকে যাহা বুঝাইবে, আমি তাহাই বুঝিব, তোমাকে যাহা তাহা বুঝাইতে পারিবে না,—তোমাকে যাহা বুঝাইবে, তাহাই সত্য। তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমাকে ভক্তি করিলেই আমাকে ভক্তি করা হয়। শুনিয়াছি, শিবদুর্গার পূজা করিতে হইলে আগে শিবের পূজা করিতে হয়। ভগবতীর পূজা পৃথক্ করিতে হইলেও শিবশরীরে সে পূজা হইয়া থাকে;—কিন্তু ভগবতীর

শরীরে শিবপূজার বিধি নাই। আরও তোমার আমার স্বভাবই সত্যের পরিচয় দিতেছে। ছেলেরা যদি তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করে, তাহাতে তুমি রাগ করিতে পার,—আমাকে ছাড়িয়া তোমাকে ভক্তি করিলে আমি রাগ করিতে পারি না।"

পিতৃবিচারে পরাজিত পুত্র পত্নীবিচারে জয়ী হইলেন। পাঠক পাঠিকা কি বিচার করেন?

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

(৩৬৯ সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)।

নেওচ করার প্রণালীও প্রায় বুনানি পাতের ন্যায়, ইহার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কাদা করা আবশ্যক, এবং ঐ কাদা-জলেই বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পর জল স্থির হইলে ক্ষেত্রের ঢালু দিকের আইল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়। সপ্তাহকাল ক্ষেত্র জলশূন্য থাকিলে চারা বাহির হয়। তখন উহার উপর কিছু সার ছড়াইয়া দিতে হয়। বুনানি বা নেওচ্ উভয়বিধ বীজ-ক্ষেত্রেই সর্ব্বদা জল বাঁধা থাকা আবশ্যক। বীজ-ক্ষেত্র শুষ্ক হইলে সে বীজে কোনও ফল হয় না।

রোপিত বোরোর চাষ আবাদ এবং বীজ প্রস্তুতকরণ অতিশয় জটিল; এজন্য প্রায়ই কৃষকগণ বোরোর আবাদ করে না। আমরাও সেই কারণে ঐ দুইটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না, সময়ান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উহা লিখিবার বাসনা রহিল।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ, বীজ তৈয়ারি প্রভৃতি এ দেশে যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলা গেল। এক্ষণে কৃষি-পরাশরে ঐ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ আছে, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ধান্য-প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ করিব।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ-সম্বন্ধে কৃষি-পরাশরে যেরূপ উপদেশ আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমনের ব্যবস্থা এই,—

"রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমং।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমং॥"

আষাঢ়ের রোপণই প্রশস্ত, শ্রাবণের রোপণ মধ্যম এবং ভাদ্রের রোপণ এক-কালে নিষ্ফল। কৃষি-পরাশরের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই। ধান্যক্ষেত্রে মদিকা না দিলে সমভাবে শস্য জন্মে না। কৃষিপরাশরের বিন্ধক-মদিকা এখনকার বিদেবাঁশী। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধান্য কর্ত্তন করিবে, অর্থাৎ ভূমিতে বিদে দিবে। অবৃষ্টি হইলে ভাদ্র মাসেও বিদা দেওয়া যাইতে পারে। বিদা টানিয়া

ক্ষেত্রের মাটী শল না করিলে আশুধান্ত আদৌ ফলে না। উত্তমরূপে কর্ষিত ও পরিষ্কৃত ভূমিতে ধান্ত বপন বা রোপণ করিলেও যথাকালে তাহাকে বিতৃণ করিতে হয়, নতুবা শস্ত ভাল হয় না। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যে একবার, এবং আশ্বিন মাসের মধ্যে ছুইবার ক্ষেত্র নিড়াইতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্র কামধেনুর ন্যায় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

বাহুল্যভয়ে ধান্যপ্রবন্ধ এই স্থলেই শেষ করা গেল।

বারিবৃক্ষ।

পান্থপাদপ বা পথিক-বৃক্ষ মরুপ্রদেশের তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল যোগাইয়া থাকে, ইহা পাঠিকাদিগের বিদিত ; কিন্তু সম্প্রতি আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে (Musenga) মুসেঙ্গাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার শুঁড়ি চিরিয়া বৃক্ষের নিম্নে পাত্র রাখিলে ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে অতি বিশুদ্ধ জল দশ কোয়ার্ট পরিমাণ সংগৃহীত হয়। পণ্ডিতবর ডুমার্ট ফরাসী বিজ্ঞান-সভায় এই বৃক্ষের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেশীয় গরীলাগণ এই গুপ্ত প্রস্রবণের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আবশ্যক-মত জল সংগ্রহ করে। বহুদিন গত হইল ডাক্তার ওয়ালিচ আফ্রিকার মার্টাবান্ প্রদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পান। ইহার কোমল ও সচ্ছিদ্র কাষ্ঠে আঘাত করিলে বহুল পরিমাণে পরিষ্কার নিঃস্বাদ জল পাওয়া যায়। তাহা পুষ্টিকর এবং দেশবাসীরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালিচ্ জলদ্রাক্ষা নামে ইহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ফাইটোক্রিন্ বা উদ্ভিদ্-নির্ঝর-জাতীয়। দক্ষিণ আমেরিকার গোপাদপ বৃক্ষ এই জাতীয়। তদ্দেশবাসীরা ইহার রসে গো-দুগ্ধের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। জলদ্রাক্ষার বিশেষ গুণ এই, ইহার রসে দুগ্ধের গন্ধমাত্র নাই। ইহা ফটিক জলের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণের উপযোগী।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

"প্রকৃতির্বিষ্ণুরূপা স্যাৎ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ। এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদাস্ত প্রকৃতের্দ্দশ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি কালিকা স্যাৎ রামমূর্ত্তিস্ত তারিণী। ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাৎ বামনো ভুবনেশ্বরী॥

জামদগ্ন্যঃ সুন্দরী স্যাৎ মীনোধূমাবতী ভবেৎ।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥
—তন্ত্র।

তন্ত্রানুসারে যিনি বিশ্ব, বিরাট বা জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি তৈজস হিরণ্যগর্ভ বা স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্তাভিমানী পুরুষ; তাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণত্রয়ের (স্বত্ব রজঃ ও তমঃ) সাম্যাবস্থা, গুণত্রয়ের নিদ্রাস্থান অথবা নির্গুণ অবস্থাই মূল প্রকৃতি। পরে গুণ-ক্ষোভ হইলে প্রকৃতির তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজসিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং সাত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েন। ইহাঁদের সহিত পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধ মাত্র। প্রাকৃতিক প্রলয়সময়ে গুণ সমুদায় মূল প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে কেবল মূল প্রকৃতির সহিতই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির গুণক্ষোভসময়ে যেরূপ গুণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও দুই অংশে বিভক্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অংশের নাম পরা প্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া। মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যের নাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও শিব এবং অপরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্য অজ্ঞান-জীব-শব্দবাচ্য।

সত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং প্রকৃতির্দ্বিবিধা মতা।
মায়াবিম্বা বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সাংখ্যমতে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব। পরমাণু হইতে যে সকল যৌগিকী সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্বান্তর উৎপন্ন হয় নাই যেমন সুবর্ণ ও অলঙ্কার, মৃত্তিকা ও ঘট, একই পদার্থ।

মূল প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত শক্তি। শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ নাদ, অর্থাৎ ত্রিবিধ মহত্তত্ব। ত্রিবিধ নাদ হইতে সমুৎ-পন্ন ত্রিবিধ বিন্দু, অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান। রাজসিক অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি। তামস অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি।

প্রলয়সময়ে তমোগুণ বিস্তৃত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার করে। তৎকালে সত্বগুণ রজোগুণে, এবং রজোগুণ তমোগুণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন একমাত্র

তমোগুণ ভিন্ন, অপর কিছুই থাকে না। পরে ঐ তমোগুণও মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। এই তমোগুণ হইতে রজোগুণ, এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সারদাতিলকে এই তমঃ শক্তিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥
—সারদাতিলক।

পরব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বকসান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় প্রকৃতি, পরব্রহ্মের সত্তা মাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন। বৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্প পল্লবাদি বিকাশ বিষয়ে যেরূপ বসন্তকালের সান্নিধ্য নিমিত্ত মাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। গুণত্রয়ই উপাদান কারণ। ফলতঃ তন্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণ অতীব অদ্ভুত। এমন কি তাহা পরিজ্ঞাত হইলে দিব্য জ্ঞান জন্মে। তাহা সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুর্ঘট। ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনকারই তাদৃশ সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দর্শনকারদিগের পরস্পরবিরোধভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

মুখরোগ ও গাত্রের দুর্গন্ধনিবারণ।

১। হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, ছাতিমের ছাল ও দাড়িম্বের বল্কল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

২। হরীতকী, চন্দন, মুথা, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। ধল্‌ধসে পুষ্পের রস, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কর্ণ পূরণ করিয়া রাখিলে শিশুদিগের দন্তকৃমি নষ্ট হয় ও যাতনা নিবৃত্ত হয়।

৪। দারুচিনি, এলাইচ ও জাতিফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিয়া দিবা ও রাত্রিতে তাম্বুলের সহিত ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়।

৫। মরিচ ও গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে যৌবন-

কালের মুখজাত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

৬। ধনিয়া, বচ, শৈলজ ও লোধ, এই সকল বস্তু সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখজাত ব্রণ বিনাশ পায়।

৭। আঁবের পাতা কটুতৈলে বাটিয়া মুখে মাথাইলে ওষ্ঠবেদনা ভাল হয়।

কেশ।

১। ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কোন পাত্র মধ্যে স্থাপন করতঃ এক মাস রাখিবে, পরে এই ঔষধ কেশে লেপন করিলে, চারি মাস পর্য্যন্ত কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকিবে।

২। বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কেশে অভ্যঙ্গ করিলে যূক ও লিখ্যাদি বিনষ্ট হয়।

৩। গুঞ্জফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে টাকদোষে কেশ উঠিয়া যায়, সেই স্থানে লেপন করিবে, ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, বক্র ও অতি সুশ্রী কেশ উৎপন্ন হয়।

৪। পাটবীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, কিম্বা শয়নের পূর্ব্বে পদতলে পানের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ৪।৫ দিনে মাথার উকুণ মরিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

বীরাঙ্গনা।

আফ্রিকাতে ফরাসী সৈন্যেরা ডাহমী জয় করিতে গিয়া একদল স্ত্রী-যোদ্ধার হাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। এই রমণীরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দানবীর ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল। কাপ্তেন ডড্ ইহাদিগের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন আমেজনদিগের বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান আমেজনেরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তাহারা প্রাচীন মরিচা-ধরা বন্দুক লইয়া ধীরভাবে বারুদ ঠাসিতে, গুলি করিতে এবং পোড়া বারুদ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া আবার চক্ষুর নিমেষে এমন গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, ফরাসীরা দেখিয়া অবাক্। যেমন ইহাদিগের শিক্ষা, তেমনি ইহাদিগের শৃঙ্খলা। লণ্ডনের "Life-guards" লাইফ গার্ড কিম্বা ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহরক্ষিবর্গের মধ্যে "Red gloves" রেড গ্লবস্ নামে যাহারা আখ্যাত, তাহাদিগের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়। আফ্রিকার পুরুষ যোদ্ধারা ফরাসিদিগের সাংঘাতিক অগ্নিবাণের দ্বিতীয় বর্ষণে পলায়নপর হইল, কিন্তু রমণীরা দলে দলে ছিন্নভিন্নদেহ ও হত হইতে লাগিল, তথাপি তাহাদিগের স্থান হইতে এক পদও বিচলিত হইল না।

শত্রুসংহারেও ইহারা বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছে। ইহাদিগের গুলিতেই ফরাসীরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ডায়ডো-রাস্ সিকিউলাস্ বলেন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডর টমিরিস্নাম্নী যে আমেজন-রাজ্ঞীর সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি মহাবীর জাতির জননী হইবার বাসনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে।

বিবাহের অঙ্গুরীয়।

বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টান বর কন্যারা পরস্পরে অঙ্গুরী বিনিময় করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, এ প্রথা য়িহুদিদিগের নিকট হইতে গৃহীত, বস্তুত তাহা নহে—রোমানেরা ইহার শিক্ষাগুরু। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্লিনী বলেন, কোনও যুবতীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হইলে রোমীয় যুবক তাঁহাকে একটী লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিতেন, তাহাতে কোন প্রকার প্রস্তর বসান থাকিত না। কেবল বিবাহ-সম্বন্ধ নহে, সকল প্রকার চুক্তিস্থলে রোমানেরা এইরূপ লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিত। বিবাহকালে রোমীয়কন্যাকে এক ছড়া চাবির ছবি-অঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করা হইত। ইহার অর্থ তদবধি তিনি স্বামি-গৃহের চাবিরক্ষয়িত্রী অর্থাৎ ভাণ্ডারাধ্যক্ষা হইলেন। এরূপ যৌতুক-প্রথা বড় সুন্দর; বর্ত্তমানকালে এ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন কালে বিবাহ-সম্বন্ধ-সময়ে নানাবিধ অঙ্গুরীয় প্রদানের প্রথা ছিল এবং অনেক অঙ্গুরীয়ে প্রণয়ি-যুগলের নাম বা ছবি অথবা প্রণয়-সূচক কথা অঙ্কিত থাকিত।

মক্কাতীর্থ।

কিছু দিন হইল মৌলবী আবদুল জব্বর সপরিবারে মক্কাতীর্থদর্শনে গমন করিয়া লিখিয়াছেন, মক্কার চারি দিকে পাহাড় এবং ইহার অধিকাংশ গৃহই চারিতালা। এখন এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ তীর্থ-যাত্রী জমিয়াছে। মিসর ও সিরিয়াবাসী আসিলে যাত্রি-সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবে। ঈশ্বরের গৃহের নাম বৈটুল্লা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নানাদিগ্দেশস্থ হাজার হাজার মুসলমান প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে জেমজেম্-নামক এক কূপ আছে। কাবা মন্দিরের ভিতরে ও বহিঃ-প্রাঙ্গণে প্রতি রজনীতে আলোকমালে

১৪০০ টাকা খরচ হয়। বাতি এবং সুইট অয়েল ছাড়া আর কিছু জ্বালান হয় না। কাবা মন্দিরে ৬০০ চাকর আছে এবং ইহার বড় বড় কর্ম্মচারীরা সকলেই নপুংসক। এই স্থান যাহারা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছদে সজ্জিত। রন্ধনসামগ্রী সকল প্রতিদিন গরীবদিগকে দান করা হয়। তাহার ব্যয় তুরুষ্কের সুলতান এবং মিসরের খেদিব দিয়া থাকেন। কেহই এখানে উপবাস করিয়া থাকে না। মন্দিরের চূড়া হইতে ঠিক্ এক সময়ে ৫টী লোক দিন ৫ বার উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ভজনার জন্য আহ্বান করে। সে আহ্বানধ্বনি শুনিতে বড় মধুর, তাহা শুনিয়া লোকে সংসার-চিন্তা ভুলিয়া ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীগণ কি করিতেছেন ?

বোষ্টন নগরে স্ত্রীলোকেরা লোকসংখ্যা-গণনা-কার্য্যের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া-সম্রাজ্ঞী বয়সে প্রবীণা হইলেও পাঠে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন। এখন গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন।

ফ্রান্সে স্ত্রীলোকেরা সমুদায় শিক্ষা-বোর্ডে স্ত্রী-শিক্ষক মনোনীত করেন। সুইডেনে রমণীরা প্রতিনিধি সভা ছাড়া আর সকল কর্ম্মচারী মনোনয়ন করেন। আয়র্লণ্ডে নারীগণ বন্দর ও দরিদ্র আইনের অভিভাবক মনোনয়ন করেন ; বেল্‌ফাষ্ট নগরে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে। রুশীয়াতে গৃহস্বামিনীরা কর্ম্মচারিনিয়োগে এবং স্থানীয় বিষয় সকলে মত দিবার অধিকারিণী।

অষ্ট্র-হঙ্গেরী, ক্রোসিয়া ও ডালমিসিয়াতে [illegible]লোকেরা স্বয়ং স্থানীয় মনোনয়নক্ষেত্রে [illegible]স্থিত হইয়া মত প্রদান করেন।

ইটালীতে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার আছে। 'কেপ কলোনী ও নিউজিলণ্ডে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে স্ত্রীলোক অধিকারিণী। আইস্‌লণ্ড, মান দ্বীপ ও পিটবোর্ণ দ্বীপে স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

চিকাগো স্ত্রী-সভায় কাফ্রি স্ত্রীলোকদিগকে সভ্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিকাগোর বিবী এলিজেবেথ ষ্টিকৃনী সেণ্ট জেম্‌স্ চার্চের জন্য একখানি বাড়ী দিয়াছেন, আবার ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন।

লেডী টেনিসন স্বামি-প্রণীত "Sweet and Low" মধুর ও মৃদু নামে যে কবিতা তাঁহাকে গাইয়া শুনাইয়া প্রীত করিতেন, তাহা স্বরলিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

বিবী মেরী রবিন্‌সন্ রাইট মেক্সিকো

বিষয়ে এক সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট হইতে ২০ হাজার স্বর্ণডলার পাইয়াছেন। একটী প্রবন্ধের মূল্য এত কোথাও শুনা যায় না।

নিউইয়র্ক সহরে পুলিসবিভাগের সেক্রেটারী ও ষ্টিনোগ্রাফার দুই জন পুরুষ ছিলেন। সেনী গারট্রুড কেলী একাকিনী ১৭০০ ডলার বেতনে দুই পুরুষের কাজ করিতেছেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ১২০০ টাকা বাঁচিয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। প্রিন্স নসীরুল্লা ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন।

২। কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়াসিংটন মহানগরে পৌঁছিয়াছেন। গালাণ্ডেট কলেজের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয়ভার তত্রত্য লোকে বহন করিবেন।

৩। সুরাপান-নিবারণী সভার লেডী হেনরী সমারসেট ও কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড, এল্, এল, ডি, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতদর্শনে আসিবেন।

৪। গত ২৬ শে অক্টোবর পিঞ্জরা-পোলে গাভীপূজার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু-সংখ্যক লোক তদুপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

৫। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। এবার দ্রবীভূত ধাতুনিঃস্রব এক নূতন দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

৬। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপে টেকায়ো নগর জয় করিয়া টোকানফু আক্রমণ করিয়াছে।

৭। গয়া সহরে ফল্গুনদী হইতে উৎকৃষ্ট জল যোগাইবার কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। এ কার্য্যে ৬০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৮। সিকিমের রাজা ৩ বৎসরের জন্য সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রীটিস-রাজের নিয়মাধীন হওয়াতে এই মাসেই সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

৯। অধ্যাপক হ্যাস সাহেবের স্ত্রী কুইন্ সারলট্ সাউণ্ডের নিকট জলমগ্ন স্বামীর মৃতদেহ উদ্ধারার্থ কয়েক জন লোক লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন।

১০। সংস্কারবিরোধী দল কোরিয়ার রাজ্ঞীকে হত্যা করিয়াছেন। জাপানীরা ইহাতে সংসৃষ্ট আছে সন্দেহ করিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট জাপানীদিগকে কোরিয়াগমনে নিষেধ করিয়াছেন।

১১। যোধপুরের মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন প্রাচীনতন্ত্রের প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন।

১। ফরাসীরা হোবা রাজধানী আণ্টানানারিবো অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি ডচিনের বীরত্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট খুব সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। অহল্যা বাই—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ সঙ্কলিত, মূল্য ।৵০ আনা। পুণ্যশ্লোক অহল্যা বাই একজন আদর্শ ভারতরমণী। তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্‌-ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্ত্রীশোভন সমুদায় গুণ যেমন জাজ্বল্যমান, রাজনীতিজ্ঞতা, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্যও সেইরূপ। চরিতাখ্যায়ক যোগীন্দ্র বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। তিনি সহৃদয়তার সহিত অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক রমণীর পাঠ ও বিশেষ অনুশীলনের যোগ্য।

২। বিরাটনন্দিনী নাটক—দুঃখমালা-রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ॥৵০ আনা। বিরাটকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ও তৎপরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সপ্তরথি কর্ত্তৃক অভিমন্যুর বধ ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ও একজন সুশিক্ষিতা রমণী। তিনি তাঁহার সরস বর্ণনা দ্বারা হাস্য ও শোক উভয় ভাব উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছেন।

৩। উপনিষদঃ ২য় খণ্ড—বাবু সীতানাথ দত্ত সঙ্কলিত। ইহাতে তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আর কয়েকখানি উপনিষদ্‌ সভাষ্য বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি যেরূপ উপাদেয় হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রাহক হইয়া গ্রন্থসঙ্কলককে উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য।

৪। অবলা-চরিত—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ১২টী বিদেশীয়া গুণবতী রমণীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য। বঙ্গ-সাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যক্ষেত্রে খাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বসাধারণেরই আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

৫। হরিনাম সার কথা—শ্রীআনন্দ চন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার একজন ভদ্রবংশীয় নিরুপায় অন্ধ। ভিক্ষাজীবী না হইয়া তিনি এইরূপ পুস্তক প্রচার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অতি প্রশংসার বিষয়। তিনি উপনিষদ ও

বৈষ্ণবশাস্ত্রের মত সম্মিলিত করিয়া হরিনাম সাধনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অনেক উন্নত ভাব ও সার ধর্ম্মোপদেশ আছে।

বামারচনা।

বিদায়-সঙ্গীত।

১

যা'কিছু আমারে দেহ
চাও যদি ফিরে নিও,
হাসিমুখে বসুধে ! মা,
দাসেরে যাইতে দিও।

২

জ্ঞানী, গুণী মানী যারা
তাদেরি, ও-কোলে রাখ,
অকৃতী অধম আমি,
আমারে মা, কেন ডা'ক ?

৩

ক্ষুদ্র আগুনের কণা
তা' ছুঁলেও হয় ছাই,
বিষাক্ত জীবাণু আমি,
আমারে ছুঁইতে নাই !

৩

সরসে সরোজ হাসে
বাগানে চামেলি বেলি ;
আমি চিতানল, মাগো !
ভীষণ শ্মশানে খেলি !

৫

শুকায় যমুনা গঙ্গা
আমারি বাতাসে হায়,
আমারে বিদায় দে' মা,
যাই আমি নিরালায় !

৬

যাহা কিছু দিয়াছিলে,
চাও যদি লহ ফিরে,
অভাগারে যেতে দেহ,
একা বৈতরণীতীরে।—

৭

ফিরে লহ রবি মম
ফিরে লহ চন্দ্র তারা,
বসন্ত বাতাস লহ
বরষার বারিধারা ;

৮

সুললিত গীত লহ
শ্যামা পাপিয়ার -মুখে,
সাধের কুসুম লহ
ফোটে যা' তরুর বুকে !

৯

ফিরে লহ আশা তৃষা,
ফিরে লহ স্নেহ প্রীতি.
অভাগারে দিও শুধু
সেই ক'দিনের স্মৃতি !—

১০

আর মা, নিও না কেড়ে
নয়নের অশ্রুকণা,
তা'হলে অধম আমি
কিছু আর চাহিব না!—

১১

যতক্ষণ রবে প্রাণ
যতক্ষণ রবে জ্ঞান,

সেই মন্ত্র—ইষ্ট মন্ত্র
মরমে করিব ধ্যান!

১৩

দিব না শুনিতে পরে
সে পবিত্র দেব-ভাষা;
চাব না এ ভাঙ্গা বুকে
সংসারের ভালবাসা—

১৩

শত কালানল-জ্বালা,
পরাণে জ্বলিছে যার,
সে কি চাহে ক্ষুদ্র ছায়া
ক্ষুদ্র বন লতিকার!

১৪

যাহারা যেমন আছে,
তাহারা তেমনি থাক্,
আমারি জীবন একা
নীরবে ফুরায়ে যাক্।

১৫

যাহা কিছু দিয়েছ মা,
ফিরাইয়ে লহ তাই,
নিওনা এ আঁখিজল
এই নিয়ে মরে যাই!

শ্রীমা।

সখী মনে কি পড়ে সেই দিন ?

সখী মনে কি পড়ে সেই দিন ?
শরতের পর হেমন্তপ্রভাতে,
করে কর ধরি তোমাতে আমাতে,
গিয়াছিনু যবে নিকুঞ্জ মাঝেতে
কমলের দলে শিশির হেরিতে।
সেথা ধীরি ধীরি সমীর বহিছে,
লতা সনে পাতা মিশিয়া খেলিছে,
ফুলে ফুলে কত ভ্রমরা উড়িছে,
তথায় দোয়েল-পাপিয়া ডাকিছে।
সখী সেই একদিন—
বকুলের তলে সরসীর তীরে,
বসিয়ে দুজনে মৃদু মধু স্বরে,
কত প্রাণকথা বলিলে শুনিলে,
হৃদয়ে হৃদয়ে তখনি বাঁধিলে।
বকুল কুসুম আছিল আঁচলে,
সুচিকণ হার গাঁথিয়া লইলে,
দুবোনে অঞ্জলি ফুলে ফুলে পূরি
গিয়াছিনু তবে পূজিতে শ্রীহরি।
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়ে দুজনে,
গাহিলাম প্রীত গভীর স্বননে,
"ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি প্রণমি চরণে
প্রেমভক্তিভরে মাগি শরণে।"
প্রবেশি ভিতরে পূজিনু দেবেরে
নিরমল কত ভকতি আদরে,
বিদায়ের কালে করিনু কামনা,
চিরদিন যেন থাকে এ সাধনা,
এপারে ওপারে যথা তথা থাকি
এই অনুরাগ প্রাণে পূরে রাখি।
কত নিশি দিবা হয়েছে অতীত
গ্রহচক্রে ধরা ভ্রমিছে নিয়ত,
চলিয়াছি কতদূরে ঘুরে ফিরি,
সেই শুভ লগ্নে হৃদয়েতে পূরি,
মাঝে মাঝে জাগি অতীতের স্মৃতি
প্রাণে আনি দেয় নব নব প্রীতি।
সখী! সেই সুলগন আর না ফিরিবে!
স্মৃতির মাঝারে রেখাটি টানিয়ে
সুখের নিমেষ গিয়াছে চলিয়ে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

No. 371. December, 1895.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭১ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০২—ডিসেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা অনাথাশ্রম—হায়ার ট্রেণিং সভাগৃহে গত ৭ই নবেম্বর অনাথাশ্রমের এক সাধারণ সভা হয়। গৃহটী লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। অনরেবল আনন্দ মোহন বসু মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আশ্রমের সম্পাদক সর্জন লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল আর এল দত্ত এবং সহকারী সম্পা-দক ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কার্য্যবিবরণ জ্ঞাপন করেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার পত্নী নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের পিতা মাতা স্বরূপে প্রায় ৪ বৎসর কাল ভগবৎ-প্রণোদিত হইয়া এই আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতে এক সময় ভল্লুক-পালিতা বালিকা ছিল। এখন ইহাতে ১২টী অনাথ বালক ও ৬টী বালিকা আছে। বাঙ্গালীদিগের জন্য ইহা একটী নূতন অতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর অনুষ্ঠান। অর্থবস্ত্রাদির দ্বারা ইহার সহায়তা করা সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যুবরাজের নববর্ষ—ভারতের ভাবী সম্রাট্ যুবরাজ আলবার্ট গত ৯ই নবেম্বর ৫৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৫৫ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।

ভূপালের বেগমের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন লেডী এল-গিনের সহিত ইহাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। ভোজের পর বেগম পরদার ভিতর হইতে দেশীয় ভাষায় সুন্দর সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা ইহাঁদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কনগ্রেশ সভাপতি—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাইবাসীরা অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুনা কনগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

দীর্ঘতম সেতু—এ দেশের শোণ-সেতু ও যমনা-সেতু দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, কিন্তু চিনের পীতসাগরের উপর সাঙ্গাইয়ের সেতু দীর্ঘে ৫ মাইলের অধিক, ৩০০ বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ইহা সুশোভিত। পৃথিবীতে এত বড় সেতু আর নাই।

উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট—সার আণ্টনী মাক্‌ডোনাল্‌ড—যিনি ছোট লাট ইলিয়টের ছুটীর সময় প্রতিনিধিত্ব করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন, তিনি উত্তর পশ্চিম ও আউডের ছোট লাট হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি—লর্ড উল্‌সলী এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ গৌরব রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়।

মহারাণীর সহৃদয়তা—১৮১৯ সালে কেন্সিংটন দুর্গের অন্তর্বর্ত্তী যে গৃহে মহারাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহ পুনরায় সেই অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন।

জল বিনা জীবনধারণ—আরব দেশের অন্তর্গত নিফাড্‌ মরুভূমির বিডোয়িন জাতি তাহাদিগের মেষ ও ছাগদিগকে জল বিনা জীবন ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। ব্যারণ প্রভৃতি সাক্ষাৎকারে দেখিয়াছেন, ইহারা এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ইহাদিগকে জল দিলেও ইহারা স্পর্শ করে না।

প্রধান রাজাদিগের দৈনিক আয়—রুশীয় সম্রাটের ৬০০০, তুরস্ক সুলতানের ৪০০০, জর্ম্মণ সম্রাটের ২০০০, ইতালীর রাজার ১৬০০, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৬০০, বেলজিয়মের রাজার ৪০০, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের ১২০ ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের ৩৫ পাউণ্ড। এক পাউণ্ডে এখন প্রায় ১৯।২০ টাকা।

উদাসীনের চিন্তা।

চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের সমীপে অন্য দিন উপস্থিত হইয়া তাপশান্তির উপায় অবগত হইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মানুষের সংকল্প বালির বাঁধ। কত সংকল্প কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে! ভবিষ্যদর্শনাক্ষম মানুষ আশার ছলনে মুগ্ধ হইয়া কত কল্পনার গৃহই নির্ম্মাণ করিতেছে, কিন্তু যে মানুষ পর মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিবে তাহা জানে না, সে মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কথা বলিবার কি অধিকার আছে? চঞ্চলার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সে সংকটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইল। তাহার সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে যাওয়া ঘটিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন চঞ্চলার রোগের সংবাদ

শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য সশিষ্য তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। চঞ্চলার তখন অনেক পরিমাণে রোগোপশম হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর উপনীত হইলে চঞ্চলা শয্যাশায়িনী থাকিয়াই তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন এবং রোগশান্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে কিয়ৎকাল ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। তৎপরে চঞ্চলার প্রতি স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সে ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া চঞ্চলার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অনন্তর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আর কত কাল ভোগ আছে? যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছে, জানি না কোন্ অপরাধ করিয়াছি—যার জন্য এই শাস্তি?

স। মা! রোগ জরা মৃত্যু পাপের শাস্তি নয়, উহা দেহীদিগের ধর্ম্ম; দেহ ধারণ কল্লেই রোগ জরা মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। পশুপ্রভৃতি ইতর প্রাণী-দের স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগকে প্রকৃতির ক্রীড়নক বল্লেও বলা যায়। যাদের স্বাধীনতা নাই, তারা পাপ কর্ত্তে পারে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। আমি এ তত্ত্ব তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে পশু-পক্ষীদের রোগ জরা মৃত্যু ঘটে কেন? এ কথার উত্তর আর কিছুই নাই, কেবল তাহারা দেহী বলেই দেহ ধর্ম্মবশতঃ রোগ জরা মৃত্যু এই আপদ্ সকলের অধীন হয়েছে।

চ। রোগ যদি পাপের শাস্তি না হয়, তা হলে লোকে সচরাচর এ কথা বলে কেন? অনেকে বলে থাকেন যে, স্বাস্থ্য-বিধি ভঙ্গ কল্লে তারই শাস্তিস্বরূপ রোগ জন্মে থাকে। এ কথা কি ঠিক্ নয়?

স। হাঁ এ কথা ঠিক্। কিন্তু অপূর্ণ মানুষের পক্ষে সমস্ত স্বাস্থ্য-বিধি জানা সম্ভবপর নহে, জানা সম্ভবপর হলেও সমস্ত বিধি পালন করা অসাধ্য। সুতরাং রোগের হস্ত হতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। যে যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, তাহা পাপের শাস্তি, এ কথা বলা যেতে পারে না। যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, মানুষ শত সাবধান হইলেও মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না; সুতরাং উহা পাপের শাস্তি বলা যেতে পারে না। রোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

চ। আপনার কথা এখন বেশ বুঝ্লাম—রোগ যে পাপের শাস্তি, তাহা লোকের একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র। তবে উহা যে স্বাস্থ্যবিধি-ভঙ্গের ফল, সে কথাও ঠিক্। কিন্তু সে বিধিভঙ্গের মূলে মানবের স্বাধীনতা নাই। অজ্ঞানতা এবং শক্তির অভাবই উহার কারণ। বাবা একথাত হল। এখন ও-দিনকার কথাটা আমায় বলুন—বাসনার নাশ কিসে হয়।

স। বাসনার নিবৃত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রচলিত মত আছে। একটী—তৃপ্তি দ্বারা

নিবৃত্তি; অপরটী প্রতিজ্ঞার বলে বাসনার তৃপ্তি না করিয়া নিবৃত্তি। ইহাদের প্রচলিত নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং নিবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু আমি এই দুইয়ের একটিকেও প্রকৃষ্ট উপায় মনে করি না। প্রবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কামনার বশীভূত ব্যক্তির উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাভারতের যজাতি-উপাখ্যান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। মহারাজ যজাতি সহস্র বৎসর যৌবন-ভোগের পর পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরাইয়া দিবার সময় ঠিক্ এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও এ কথা বলিবে যে, কামনার চরিতার্থতায় কখনও কামনার শেষ হয় না। যাঁহারা প্রতিজ্ঞার বলে বাসনা দমন কর্ত্তে চান, তাঁহারা সংগ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত হয়ে, শেষে নিরাশ হয়ে পড়েন। তাতে প্রবৃত্তির জয় হয় কৈ।

চ। তবে কি জীবের বাসনার হাত থেকে মুক্ত হবার উপায় নাই!

স। আছে বই কি? ব্রহ্মসঙ্গ লাভ করাই একমাত্র উপায়। অমানিশার অন্ধকার কেহ বলপূর্ব্বক তাড়াইতে পারে না। আলোর আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার আপনিই তাড়িত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্যোতির আবির্ভাবে বাসনার অন্ধকার আপনিই সরিয়া যায়। আর তৃপ্তি কিংবা সংগ্রামের প্রয়োজন থাকে না।

চ। বেশ বুঝলেম যে, ঐশ্বরিক আলো প্রাণে আস্‌লে বাসনা আপনা আপনি নিভে যাবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ঐশ্বরিক আলো লাভের উপায় কি? কেহ কেহ বলে থাকেন যে, চিত্ত নির্ম্মল না হলে ঐশ্বরিক আলো আত্মায় প্রতিফলিত হতে পারে না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, মলিন হৃদয়েও তেমনি ঐশ্বরিক আলোর প্রতিবিম্ব পড়্‌তে পারে না। বাসনাই হৃদয়ের মলা, সুতরাং হৃদয়ে বাসনা থাক্‌তে ঐশ্বরিক জ্যোতি তথায় প্রতিফলিত হতে পার্ব্বে না; অথচ আপনি উল্টা কথা বল্‌ছেন, আগে ঐশ্বরিক আলো আস্‌তে দাও, তৎপরে বাসনা যাবে। সাধারণের কথা এই, আগে বাসনা যাক্, তৎপরে ঐশ্বরিক আলো আস্‌বে।

স। আমি সাধারণের কথা মানি না, পুরুষকার দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হলে ঈশ্বরদর্শন হবে—এ কথা অর্ব্বাচীনের উক্তি। ব্রহ্মকৃপাবলে তাঁহার সঙ্গলাভের পথ প্রাপ্ত হলে সে পথ অবলম্বনে প্রথমে ব্রহ্মদর্শন ও তৎপরে সেই জ্যোতি দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি।

চ। আপনি যাহা বল্‌ছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, মূলতঃ ব্রহ্মকৃপা। ব্রহ্মকৃপা না হলে সাধনপথ পাওয়া যাবে না। পথ না পেলে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। ব্রহ্ম-

দর্শন না হলে বাসনার নিবৃত্তি হওয়া অসাধ্য।

স। হাঁ তুমি ঠিক্ বুঝেছ।

চ। তবে কোনও পাপী পাপে লিপ্ত থাকিবার কালে ব্রহ্মকৃপা লাভ কর্ত্তে পারে কি?

স। পারে বই কি? তাই ত সম্ভব। ব্রহ্মকৃপা নিরপেক্ষ ভাবে আসিয়া থাকে, মানুষ জোর করে তাহা আনয়ন কর্ত্তে পারে না।

চ। ব্রহ্ম ত খেয়ালে চলেন না, কাকে কখন কৃপা কর্ব্বেন তার ত একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে?

স। হাঁ তা আছে বই কি? ঠিক্ সময়ের দুই দিন আগে কিংবা পরে কৃপার অবতরণ হবে না।

চ। তবে আমার জীবনে কখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পড়্‌বে?

স। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। উদ্বেগ অবিশ্বাসের লক্ষণ। তিনি তোমার মুক্তির পক্ষে উদাসীন নহেন, তাঁহার উপর নির্ভর করে থাক, তিনি ঠিক্ সময়ে তোমায় আকর্ষণ কর্ব্বেন। ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করা বিশ্বাসীর লক্ষণ।

চ। বাবা! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আমি আপনার কথায় আজ বেশ শান্তি পেলেম। আর বাসনার নিবৃত্তির জন্য উদ্বিগ্ন হব না। যখন তাঁহার ইচ্ছা হবে, তখন সাধনপথ দিবেন।

স। মা! এই গ্রহণ কর, তিনি তোমাকে সাধনপথ জানাইয়া দিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। তুমি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম নাম" প্রত্যহ অন্ততঃ সহস্র বার জপ করিবে এবং জপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বারাধ্য অনন্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এতদ্ভিন্ন জীবহিংসা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকিবে। বাসনার পরিতৃপ্তি কিংবা ক্ষণভঙ্গুর শরীরপোষণের জন্য কোন জীবহিংসা করিবে না। কোন রূপ মাদক দ্রব্য সেবন ধর্ম্ম-জীবন-বিকাশের সম্পূর্ণ অন্তরায়। অবসর মত সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্ম-জীবনে বিলক্ষণ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে। আমি এখন বিদায় হই। আর দুই বৎসর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি হিমালয়ে গমন কর্‌বো এবং তথায় এই সময় অতিবাহিত করিবার মানস করেছি।

চ। বাবা, দুবৎসর কাল আমি কি করে তোমাকে না দেখে থাক্‌ব? সাধু-সঙ্গ ভিন্ন যে এ পাপিনীর জীবন ম্লান হয়ে পড়্‌বে।

স। তোমার ভয় নাই। যে উপদেশ দেওয়া হ'ল, তদনুরূপ চলিতে থাক, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। চঞ্চলা আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর যথাসময়ে আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয় অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীচঃ।

কর্ত্তা ব্যোমযানে,—গৃহিণী মাটিতে।

পুরুষ প্রকৃতি লইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। গার্হস্থ্যের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ও মহৎ ভাব নিহিত আছে, তাহা পুরুষ প্রকৃতির মিলন ও একাত্মতা হইতে উদ্ভূত হয়। গৃহে দুই একটী পুরুষ ও দুই একটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেই সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সকল গৃহেই কর্ত্তা আছেন, এবং সকল গৃহেই গৃহিণী আছেন; কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তা গৃহিণী কয়টী গৃহে আছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। গৃহিণীর দুইটী ভাব। এক ভাবে তিনি কর্ত্তার অধীনা, অন্য ভাবে স্বাধীনা; এ স্বাধীনার অর্থ স্বতন্ত্রা নহে। কেহ বা কর্ত্তার অনুমতি অনুসারে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কেহ কর্ত্তার মন বুঝিয়া গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এমন বুঝিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, কোন কার্য্যই কর্ত্তার অভিপ্রায়ের অননুরূপ হয় না। এইরূপ গৃহিণীর নাম স্বাধীনা এবং এইরূপ গৃহিণীপনাই সর্ব্বজন-প্রশংসিত। এইরূপ গৃহিণীপনার সৃষ্টি কেবল গৃহিণীর গুণে হয় না, তাহাতে কর্ত্তারও কৃতিত্ব আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব।

কোন গৃহের কর্ত্তা মাসে মাসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু কখন এক কপর্দ্দকও আপনার হস্তে রাখিতেন না, সমস্তই গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতেন,—"আমাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে,—ভাল পরাইবে,—অতিথি-কুটম্বকে অন্ন দিবে,—বাড়ীর কাহারও পীড়া হইলে ভাল ডাক্তার বৈদ্য ডাকিবে। এই সকল করিয়া যাহা থাকিবে, তদ্দ্বারা তোমার গহনা গড়াইবে। পারত কিছু সঞ্চয়ও করিবে।" তিনি এই সকল কথা বলিয়া মাসিক আয়ের টাকাগুলি গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতেন। কেহ কখন তাঁহার কটিতে বা পকেটে একটী চাবি দেখে নাই। সংসারকার্য্যে তাঁহার অসম্ভব নিশ্চিন্ততা ও ঔদাসীন্য দর্শনে আত্মীয়গণ তাঁহার নিন্দা করিতেন। কিন্তু তিনি সেই নিন্দা শ্রবণে আপনাকে গৃহের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য মনে করিতেন।

গৃহিণী কানে কানে কর্ত্তাকে বলিতেন,—"তুমি গৃহকার্য্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যে বিষয়ে যাহা করিতে বলি তাহাই কর। ইহাতে আমার মনে হয় যে, আমার সুখ হইবে বলিয়া আমার মনের মত কাজ করিয়া হয়ত তুমি ক্ষতি-গ্রস্ত হও। এমন স্থলে আমি না থাকিলেই ভাল হয়।" কর্ত্তা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একখানি সাদা কাগজের খাতা বাঁধিলেন এবং সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে আপনার অভিমতি

লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল বিষয়ে গৃহিণীর মত লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেন যে, তাঁহার ও গৃহিণীর মত ঠিক্ মিলিয়া গিয়াছে। যে কর্ত্তা গৃহকার্য্যের প্রত্যেক বিষয় গৃহিণীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিয়া থাকেন, সে গৃহের গৃহিণীর ক্রমশঃ এইরূপ একটী শক্তি জন্মিয়া যায়, যদ্দ্বারা তিনি স্বামীর মন বুঝিয়া পরামর্শ দিতে ও কাজ করিতে পারেন। কর্ত্তা মাসে মাসে যে কথাগুলি বলিয়া গৃহিণীর হস্তে উপার্জনের টাকাগুলি অর্পণ করিতেন, সে সংসারে সেই কথাগুলি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

কর্ত্তা প্রত্যেক বিষয়ে গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতেন বলিয়া যে সাংসারিক খুঁটিনাটি লইয়াই দিন যাপন করিতেন, তাহা নহে। তিনি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতেন, প্রত্যেক বিষয়ের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিতেন, এই মাত্র। "ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া গৃহকার্য্যের সতর্কতা ত্যাগ করিতেন না এবং সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতেন না।"

কর্ত্তা মনে করিতেন, গৃহকার্য্য গৃহিণী দ্বারা যেরূপ সুচারু প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে, কর্ত্তা দ্বারা সেরূপ হয় না। এজন্য গৃহিণীর হস্তে যতদূর কার্য্যভার অর্পণ করা যাইতে পারে, তিনি তাহাই করিতেন। তদ্দ্বারা গৃহিণীর কর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি যতদূর খুলিতে হয়, খুলিয়াছিল এবং আত্ম ও পরচিত্তজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপেই জন্মিয়াছিল।

আমরা যে গৃহের গার্হস্থ্য-প্রণালীর কথা কহিতেছি, সেই গৃহের কর্ত্তা গৃহিণীর হস্তে সমস্ত গৃহকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেন বলিয়াই সেই গৃহটী একটী অপূর্ব্ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সেই যন্ত্রে নিরন্তর পরম সুখাবহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সঙ্গীত বাজিত,—সেই যন্ত্র হইতে সুখ ও শান্তির উৎস উৎসারিত হইত। কিন্তু কর্ত্তা যদি জগতের হিতচিন্তাসক্ত হইয়া সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার রূপ প্রকাণ্ড ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক নিরন্তর গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতেন, ভ্রমেও একবার মাটীতে পা না দিতেন, সংসারের কথা আদৌ না শুনিতেন;—আর গৃহিণী কেবল সংসারের কাজ লইয়া মাটীর উপর আসন পাতিত করিতেন, তাহা হইলে কস্মিন্ কালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত না,—কর্ত্তাগৃহিণীর শুভ সম্মিলনে মানুষের সংসারে স্বর্গ আসিত না। এই জন্য উপরি-উক্ত গৃহের কর্ত্তা বলিতেন,—"মানুষের চক্ষু মানুষের মতই হওয়া উচিত;—তাহা দূরবীক্ষণ হইলেও চলিবে না,—অণুবীক্ষণ হইলেও চলিবে না।" বড় বড় কাজ লইয়া সংসার ভুলিয়া থাকা দোষ এবং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আসক্ত হইয়া উন্নত চিন্তা ও উচ্চ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করাও দোষ। কর্ত্তা আরও বলিতেন,—"যে

নিয়মের বশে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী গোলাকার হইয়াছে, সেই নিয়মের বশেই শিশির-বিন্দু-মুখোৎকীর্ণ জলবিন্দু গোলাকার হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যের মধ্যেই বড় বড় ভাব, বড় বড় তত্ত্ব নিহিত আছে। অতএব গৃহিণীকে মাটীতে রাখিয়া আপনি ব্যোম-যানে উড্ডীন হওয়া উচিত নহে। গৃহীর পক্ষে গৃহিণীর সহায়তা করা সর্ব্বতঃ কর্ত্তব্য।

দুঃখিনী কামিনী।*

রাজার ঘরের মেয়ে, রাজঘরে হলো বিয়ে,
ত্রিদিবের আব্ছায়া কিশোরী বালিকা;
সন্ধ্যানক্ষত্রের প্রায়, মধুরিমা মাখা গায়,
জ্যোৎস্নায় গাঁথা .যেন মন্দার-মালিকা।

বাসন্তী ভ্রমরা প্রায় প্রত্যূষে প্রভাতী গায়,
মলয়ায় মূর্চ্ছা যায় রাজবধূ-বালা।
অঙ্গে পরিমল নব, অধরোষ্ঠে পুষ্পাসব,
আঁচলে ঢাকিয়া রাখে কুসুমের ডালা।

আদরে ফুটিয়া ওঠে, হাসির তরঙ্গ ছোটে,
সাজায় আবাসভূমি সোণার নন্দান,
কভুবা ভূতলে লোটে,কভুবা পুলিনে ছোটে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলে সোণার হরিণ।

লতামণ্ডপের ছায়, শুভ্র জ্যোৎস্না-খণ্ড প্রায়,
স্বেদোদগমে সিক্ত যেন গোধূলি বালিকা,
কভু আলুথালু বেশে, নিমেষে ছুটিয়া আসে,
যেখানে বেলির পাশে নবোঢ়া যূথিকা।

সন্ধ্যাগমে ফুলবনে ফুল-বধূটির সনে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ চুমা যেন শ্বেতোৎপলে,
উষার অশান্ত ভাবে, একান্ত পুলিনে যাবে,
ক্ষুদ্র বিদ্যুল্লতা সম, এলোথেলো চুলে।

এলানো অঞ্চলখানি আধেক ঘোমটা টানি,
বাদাম গাছের তলে গাঁথে ফুলমালা,
তুচ্ছ রম্যহর্ম্ম্যবাস, দ্বিতল ত্রিতল আশ,
পূর্ণতোয়া তরঙ্গিণীকূলে কূলে খেলা।

দিন দিন মাস মাস, কিশোরে যৌবনাভাস,
আপনা বিস্মৃতা সুখে ষোড়শী বালিকা।
কোটী তারা নিভাননা, গৃহোদ্যানে অতুলনা,
মলয় মারুত ফুল্ল বাসন্তী মল্লিকা।

অধরে হাস্য উন্মেষে, স্বরগের শোভা ভাসে,
শুভ্র জ্যোৎস্নায় যেন বিদ্যুৎপ্রপাত!
যৌবন প্রারম্ভে হায়, সেই শুভ্র কলিকায়,
প্রবেশিল কালকীট—হলো বজ্রপাত।

প্রথম বসন্তোন্মেষে মুকুল মঞ্জুল খসে,
শীত কুজ্ঝটিকা ঢাকা সুবর্ণ ব্রততী,
নিদাঘে বিদগ্ধ প্রাণ, ঝটিকায় ম্রিয়মাণ,
স্বর্গভ্রষ্টা সুরদেবী শেফালি মালতী।

উষার প্রফুল্ল কায়া, সন্ধ্যার বিষাদছায়া,
উষার আলোকে আসি হলো নিপতিত,
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি শিথিল পড়িল খুলি,
যে কেশ নীরদমালা আদরে রক্ষিত;

* কোন একটি বিধবা রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

উষার প্রফুল্ল কায়, সন্ধ্যার বিষাদ-ছায়,
নিশার আঁধারে আসি হলো নিপতিত।
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, শিথিল পড়িল খুলি;
যে কেশ নীরদমালা আদরে রক্ষিত,
মলয়মারুত সনে, খেলিত কুসুমবনে,
যে কেশ বিদ্যুৎ-দাম ইচ্ছিত সতত,
হায় কর্ম্মনাশা-তীরে, সে কেশ পড়িল ঝরে,
এই কি সে রাজবধূ—না-না—এ যোগিনী।
কাল ডাকে আয় আয়, ভ্রমর পলায়ে যায়,
ঢাকিল আঁচলে মুখ দুঃখিনী কামিনী॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

বটেশ্বরে গৌরবিজয়।

চৈতন্যদেব বটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন, এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে স্নান করিয়া সঙ্গী ভৃত্য গোবিন্দ কর্ত্তৃক আহৃত ভিক্ষার তণ্ডুল পাক করিয়া নিজ ইষ্টদেবকে ভোগ দিলেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বহুমূল্য বস্ত্রা-লঙ্কারে ভূষিতা পরমরূপবতী দুইটী যুবতী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং বিবিধ হাব ভাব ও অঙ্গবিলাস প্রদর্শনপূর্ব্বক চৈতন্য দেবকে মুগ্ধ করিবার জন্য বহু যত্ন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অধিকতর ব্যাপিকা সত্যবালাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। মহাপ্রভুর ভাব-দর্শনে সত্যবালার প্রাণে শঙ্কা উপস্থিত হইল,—সে বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিল। সত্যের দশা-দর্শনে লক্ষ্মীও স্বীয় দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইল। রমণী দুইটী বেশ্যাবৃত্তি-পরায়ণা, নাম লক্ষ্মী-বালা ও সত্য বালা। তাহাদিগের উপাধি নাই। এজন্য তাহারা সচরাচর লক্ষ্মী-বাই ও সত্যবাই বলিয়াই কথিত হইত। সত্য যখন প্রভুকে নির্ব্বিকার দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল, তখন প্রভু,

"কেন অপরাধী কর আমারে জননি।"

এইমাত্র বলিয়াই ভূপতিত হইলেন, কবরীবদ্ধ জটাভার স্খলিত ও পুরট-সুন্দর অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, অঙ্গের বসন স্খলিত ও ঝোলা মালা বিস্রস্ত হইয়া গেল। কলেবর পুলকিত, নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা। উলঙ্গপ্রায় হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করতঃ উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই কোথায় রহিল, তাহার জ্ঞানমাত্র রহিল না। কখন বা মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন,

মুখে লালা ভাঙ্গিতে লাগিল; কখন বা উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "হরি বল -হরি বল" এই মাত্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া সকলেই এককালে বিস্মিত হইয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে দূর হইতে একটী পুরুষ আসিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল এবং আপনাকে তাঁহার নিকট ঘোর অপরাধী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু চৈতন্যের তখন চৈতন্যমাত্র নাই, তিনি চরণে পতিত ব্যক্তিকে বিদলিত করিয়া কেবলই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই ব্যক্তির নাম তীর্থরাম, সে অতিশয় ধনবান্। ধনের একটা বিষম মাদকতা শক্তি আছে। এই জন্য প্রাচীন কবিগণ বলিয়াছেন,—

"অহো! কনকমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং কেন শক্যতে।
নামমাত্রেপি সাদৃশ্যাৎ ধুস্তুরোঽপি মদপ্রদঃ॥"

কনকের (ধনের) মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্য নহে; কারণ নামমাত্রে সাদৃশ্য প্রযুক্ত ধুতুরাও মদপ্রদ হইয়াছে। ধুতুরার আর একটী নাম কনক। যে বস্তুর নামের সহিত সাদৃশ্য থাকায় ধুতুরা লোককে পাগল করিয়া দেয়, তীর্থরামের সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকাতে সেও উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। আপনার দেশে একটী বালক সন্ন্যাসী আসিয়াছে এবং তৎকর্ত্তৃক দেশের বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের পরাভব হইতেছে, ইহা তীর্থরামের প্রাণে সহিল না। তেজোচ্ছ্বাস করিয়া সন্ন্যাসীর দর্প চূর্ণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। এই জন্য সে লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাইকে বিশেষরূপ উপদেশ দিয়া চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়াছিল। তাহারাও চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর নব ধর্ম্ম হিমাচলের ন্যায় অটল,—কোন রূপেই টলিল না দেখিয়া তীর্থরাম আপনার বিগর্হিত চেষ্টার জন্য অনুতপ্ত হইল এবং প্রভুর চরণে শরণ লইল।

যে তীর্থরাম বেশ্যা পাঠাইয়া প্রভুকে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহাকে কহিলেন,—"তুমি পরম সাধু ও প্রধান ভক্ত, এজন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইলাম।" বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই বাক্যটী বিদ্রূপ বোধ হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে একটু সূক্ষ্মতা দেখা যায়। সেই সূক্ষ্মতাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য,—কেননা তিনি বিদ্রূপ করিবার লোক ছিলেন না। মঙ্গল ও অমঙ্গল, এই উভয়ের সীমা এক স্থলে মিলিত হইয়াছে, যেখানে অমঙ্গলের শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই মঙ্গলের আরম্ভ হইয়াছে। আবার যেখানে মঙ্গলের শেষ, সেইখানে অমঙ্গলের আরম্ভ। তীর্থরামের অসৎ চেষ্টার ফলেই তাহার মঙ্গল হইল। এই জন্যই তাদৃশ দুশ্চেষ্ট তীর্থরামকে মহাপ্রভু "পরম সাধু" ইত্যাদি বলিলেন,—ইহা স্বরূপ উক্তি,—বিদ্রূপ নহে।

তীর্থরাম, প্রভুর ঐ উক্তি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে ধরিলেন এবং অজস্র অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তি-উদ্রেকের পূর্ব্বে চক্ষু হইতে যত জল পড়ে, তাহাকে "কামজল" কহে। এই কামজল নিরন্তর পড়িতে পড়িতে হৃদয় কোমল ও শুদ্ধ হয়। তীর্থরামের সেই অবস্থা হইবামাত্র মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিষয়-রোগের মহৌষধি স্বরূপ হরিনাম-সুধা কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। এই অপ্রাকৃত সুধা কর্ণদ্বারাই পান করিতে হয়। শ্রীচৈতন্য দেব যখন দেখিলেন, তীর্থরামের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়াছে, তাহাতে সদুপদেশরূপ বীজ বপন করিলে তাহার ফল হইতে পারে, তখন

"প্রভু কহে তৃণ সম গণহ বিভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে ভবে॥
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছু দিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥
দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট, নয় ভস্ম, নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌরব আছে ঈশ্বরভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণত কহনে না যায়॥

* * * * * * * * *

অর্থের গৌরব যে বা করে বায়ে বায়।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥

* * * * * * * * *

এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের প্রায় মৃত দেহে শোক॥"

ইহার পর পিতামাতার সহিত পুত্রাদির সম্বন্ধের অনিত্যতা, ঈশ্বরের নিকটত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তীর্থরাম প্রভুমুখে তাদৃশ তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল এবং সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্‌ভজন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার শুনিয়া কমলকুমারী-নাম্নী তাহার পরম সুন্দরী রমণী আসিয়া অনেক ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শ্রীমান্ মহাপ্রভুর স্পর্শে ও উপদেশে তীর্থরামের ভবঘোর ভাঙ্গিয়াছে, সে আর কমলকুমারীর কথায় কর্ণপাতও করিল না।

"কমলে বলিল তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বিভব সব ভোগ কর তুমি॥"

তীর্থরাম কেবল যে স্ত্রীকে বিষয় দিলেন, তাহা নহে, হরিনাম লইতেও উপদেশ দিলেন। কমলকুমারী অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া চৈতন্যদেব সিদ্ধ বটেশ্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মোজেস্ রথচাইল্ড।

একদা ফরাসী সৈন্য প্রুসিয়া আক্রমণ করিলে হেসি-ক্যাসেলের পরাভূত রাজা স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের মধ্য দিয়া প্রস্থানকালে মোজেস রথ-চাইল্ড নামক জনৈক য়িহুদি বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে বহু অর্থ এবং মহামূল্য রত্নাদি আছে। আপনার নিকট এই সকল ধন গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি"।

রাজ্যে শত্রুসেনা আগমন করিয়াছে, এ সময়ে অর্থাদি রক্ষা করা বড়ই গুরু-তর বিষয়; সুতরাং রথচাইল্‌ড্ প্রথমে অর্থ সংরক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করি-লেন; কিন্তু উপায়হীন রাজা যখন অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আমি আপনার সম্পত্তি রাখিতেছি; কিন্তু এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আপনাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিব এই মর্ম্মে অঙ্গী-কারপত্র লিখিয়া দিতে পারি না।" রাজা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি গোপনে রথচাইল্ডের নিকটে রাখিয়া গেলেন।

বিজেতা ফরাসী সৈন্য ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট নগরে প্রবেশ করিলে রথচাইল্‌ড রাজার সমুদায় ধন এক উদ্যানের মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। জয়োন্মত্ত শত্রুগণ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়া রথচাইল্‌ডের গৃহে উপস্থিত হইল। রথচাইল্‌ড সেনাগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অপনার সমুদয় ধন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। য়িহুদি বণিক্ পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বহু দিনের সঞ্চিত প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

সৈন্যগণ নগর পরিত্যাগ করিলে রথচাইল্‌ড উদ্যানে প্রোথিত অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ বাহির করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যবসায়ের দ্বারা অত্যল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পরে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। জর্ম্মণরাজ স্বরাজ্যে শুভাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গচ্ছিত অর্থের বিষয় রথচাইল্ডের নিকট উত্থাপন করিতে রাজার ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, সেই অর্থাদি ফরাসী সেনার হস্তগত না হইয়া থাকিলেও রথচাইল্‌ড বলিতে পারেন যে, তাহা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি অর্থপ্রাপ্তির আশা একে-বারে পরিত্যাগ করিলেন।

কিছু কাল পরে রথচাইল্‌ড রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"ঈশ্বরকৃপায় আপনার সমুদয় ধনই রক্ষা করিয়াছি। তাহা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এখন সেই অর্থের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করুন্। আমার ষাট হাজার টাকা ছিল, তাহা শত্রুগণ লইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনার অর্থ হইতে কিছু লইয়া আমি ব্যবসায় করিয়াছিলাম। আপনার অর্থে ব্যবসা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ-সচ্ছলতা লাভ করিয়াছি। এই জন্যই সমুদায় টাকার সুদ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছি।

রথচাইল্ডের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। রাজা স্বীয় সম্পত্তি গ্রহণ না করিয়া অতি অল্প সুদে তাঁহারই নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। প্রভূত অর্থ গচ্ছিত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রথচাইলড বিস্তৃত ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইনি এইরূপে স্বীয় সাধুতাগুণে বহু সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহাঁরই এক পুত্র ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ধন-কুবের রথচাইল্ড পরিবারের আদিপুরুষ।

একা এক সহস্র।

যখন ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের বজ্র-নির্ঘোষে ইয়োরোপভূমি কম্পিত হইতে-ছিল, যখন বিজয়প্রমত্ত ফরাসীসেনা পৃথিবীজয়ের আশায় সুবিশাল অভিযানের আয়োজন করিতেছিল, যখন লোহিত নর-রুধিরে প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ অনু-রঞ্জিত হইতেছিল, তখন অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় অষ্ট্রীয়া রাজ্যের সহিতও নেপোলিয়নের মহাসমর হয়।

এই অষ্ট্রীয় সমরের প্রাক্কালে একজন ফরাসী পদাতি সৈন্য ফরাসী রাজ্যের কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্ধু-গৃহে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম লাটুর ডো ভারণ; বয়স ৪০ বৎসর। তিনি সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ-গমনের ন্যায় ঘন বক্র পথ অতিবাহিত করিতে করিতে যখন তিনি পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন নিম্নদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহু দূরে সূত্র-রেখাবৎ গমনশীল সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন।

তিনি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, তাহার উর্দ্ধদেশে দুরতিক্রম্য স্থানে ফরাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণ পথ আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য ঐ দুরারোহ দুর্গে ত্রিশ জন সুশিক্ষিত সৈন্য থাকিত। দুর্গ পার হইয়া গেলে একটী সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া যায়, ইহাকে গিরি-সংকট কহে।* ঐ পথ দিয়া

* ভারতবর্ষ হইতে কাবুল রাজ্যে প্রবেশ করিতে এইরূপ যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহা "খাইবার পাশ" "বোলান পাশ" নামে অভিহিত।

ফরাসী সৈন্য অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিতে যাইবে। অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনাপতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা ঐ সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্মে কামান স্থাপন করিতে পারিলে ফরাসী সৈন্যের অষ্ট্রীয়া-গমন-পথ রুদ্ধ হইবে। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যগণ এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপরে আসিতেছিল। বিচক্ষণ-বুদ্ধি লাটুর ডো ভারণ সম্মুখগামী সৈন্য-দিগকে বিপক্ষসেনা বলিয়া সহজেই অনুভব করিলেন এবং বন্ধুর গৃহে গমন না করিয়া নিকটবর্ত্তী ফরাসীদুর্গে উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্গদ্বার খোলা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দুর্গ জনশূন্য। তিনি বুঝিলেন, শত্রুর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া ভীরু সৈনিক দল প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সৈনিকদিগের এইরূপ অপদার্থতা দেখিয়া তিনি এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিপক্ষসৈন্য সন্নিকট। সমুচিতরূপে বাধা প্রদান করিতে না পারিলে শত্রুগণ গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়া বসিবে। লাটুর ডো ভারণ এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া নিরাশহৃদয়ে বিষণ্ণবদনে দুর্গের [illegible] কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, যে, প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বিষণ্ণতা দূরীভূত হইল।

তিনি অবিলম্বে দুর্গদ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলেন এবং বিপক্ষগণ সহজে ভগ্ন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু প্রস্তর খণ্ড দ্বারে চাপাইয়া রাখিলেন। তৎপরে দুর্গস্থিত ত্রিশটী বন্দুকে গুলি বারুদ পূরিয়া যে দিক্ দিয়া শত্রু আগমনের সম্ভাবনা, সেই দিকের দুর্গপ্রাচীরের মুখে স্থাপন করিয়া রাখিলেন।

দুর্গপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষুদ্র পথের দুই দিকে গহ্বর; এক সারিতে দুই জনের অধিক লোক দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে না এবং দুর্গ হইতে অল্প গোলা গুলি ছুড়িলেও বহু সংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারা যায়। এই জন্যই উক্ত দুর্গে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য থাকিত।

যখন লাটুর ডো ভারণ দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন রাত্রিকাল। তিনি যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন করিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনীর অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণকায় পর্ব্বতশ্রেণী তামসী রজনীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অন্ধকার ভিন্ন চতুর্দ্দিকে কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। অষ্ট্রীয়ার প্রবল সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিবার জন্য বীরবর লাটুর ডো ভারণ গহ্বরস্থিত অজগরের ন্যায় অন্ধ-

কারময় দুর্গাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। অকস্মাৎ সৈন্য পদ-শব্দ তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি উদ্বিগ্ননেত্রে দুর্গ-প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনুভব করিলেন যে, বিপক্ষসৈন্য দুর্গপ্রবেশের সঙ্কীর্ণ পথে সারি বাঁধিয়া আগমন করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছিদ্রস্থিত দুইটী বন্দুকে আগুন দিলেন। বন্দুকের গুলি সবেগে বিপক্ষসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শত্রুগণ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। পরদিন প্রভাত কাল পর্য্যন্ত বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণের কোনই আয়োজন করিল না। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, দুর্গবাসিগণ যখন তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়াছে, তখন রাত্রিকালে আক্রমণ না করিয়া দিবাভাগে আক্রমণই শ্রেয়ঃ। পরদিন প্রত্যুষে সেনাপতি প্রথমতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তি-পতাকাধারী জনৈক দূতকে দুর্গদ্বারে প্রেরণ করিলেন। লাটুর ডো ভারণ দূতের আগমন জানিতে পারিয়া দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অষ্ট্রীয়ার দূত বলিলেন, "আমাদের সেনাপতি আপনাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছেন, আমাদের বহু সৈন্যের সম্মুখে আপনারা কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? অতএব আত্মবিনাশ না করিয়া আত্মসমর্পণ করাই আপনাদের পক্ষে মঙ্গলকর"।

লাটুর ডো ভারণের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তোমাদের সেনাপতিকে বলিবে, যে পথ অধিকার করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ফরাসীসেনা ধ্বংস না হইলে তিনি সে স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। ফরাসীসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।"

দূত স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অর্দ্ধ দণ্ড পরে সেনাপতি পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। এক দল পদাতি সেনা দুর্গ-দ্বারপথে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ দুর্গাভ্যন্তর হইতে দ্রুত-নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক গুলি আসিয়া সৈন্যগণের উপরে পতিত হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় জন হত ও কয়েক জন আহত হওয়ায় সেনাপতি সৈন্যদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে অনুমতি করিলেন।

ক্ষুদ্র যুদ্ধের প্রারম্ভেই পাঁচ ছয় জন সৈন্য বিনষ্ট হইল, সেনাপতি ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। যখন অষ্ট্রীয় সেনা দুর্গপ্রবেশের পথে পুনরায় সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন দুর্গ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া তাহাদিগকে অতি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পনর জন লোক ভূপতিত হইল।

এইরূপে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ার সেনা পাঁচবার দুর্গ আক্রমণ করে, প্রতি বারেই বিফল-মনোরথ হয়। তাহাদের দশ জন সৈন্য হত এবং পঁয়ত্রিশ জন আহত

হইল। বার বার পরাস্ত হইয়া সেনাপতি পুনরায় দূত পাঠাইলেন। এবার দূত অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন,—"দুর্গাধিপতি! দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র সহ বহির্গমনের অধিকার দেওয়া হইবে, এই বন্দোবস্তে আপনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছেন কি না?"

লাটুর ডো ভারণ ভাবিলেন, অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে তিনি যতক্ষণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, ততক্ষণ ফরাসী সৈন্য সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। অতএব এইক্ষণে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দুর্গ জয় করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব তিনি কহিলেন,—"আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আগামী কল্য অস্ত্র শস্ত্র সহ দুর্গ ত্যাগ করিব!"

রজনী প্রভাত হইলে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ দুর্গ-দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া লাটুর ডো ভারণ ত্রিশটি বন্দুকসহ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে একাকী বন্দুকের বোঝা সহ বহির্গত হইতে দেখিয়া অষ্ট্রিয়ার সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গের সৈন্যগণ কোথায়? লাটুর ডো ভারণ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—"সৈন্যদল? আমিই সৈন্যদল।"

সেনাপতি। "তুমিই সৈন্যদল!! তুমি কি একাকী যুদ্ধ করিয়াছ?"

লাটুর। "হাঁ মহাশয়!"

সেনাপতি। "তুমি একাকী কিরূপে এই ভয়ানক যুদ্ধ করিলে?"

লাটুর। "আমার স্বদেশীয় জাতীয় গৌরব আমাকে এই যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।"

সেনাপতি ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া অনিমেষ-নয়নে লাটুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্বীয় শিরোভূষণ উন্মোচন করিয়া কহিলেন,—"বীরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমিই জগতে সাহসী বীরদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, বল দেখি, তুমি কিরূপে একাকী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুলি ছুড়িয়াছ?"

তিনি কহিলেন,—বারুদ গুলি পূরিয়া ত্রিশটী বন্দুক প্রাচীর-ছিদ্রে রাখিয়া দিতাম। যেই আপনাদিগকে আসিতে দেখিতাম, অমনি তড়িদ্গতিতে সকল গুলি বন্দুকে আগুন দিতাম, আপনারা পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় বন্দুক পূরিয়া রাখিতাম। বোধ হয় আমার নিক্ষিপ্ত একটী গুলিও ব্যর্থ হয় নাই। গুলি ব্যর্থ হইলে নিশ্চয় আপনারা দুর্গাধিকার করিতে সমর্থ হইতেন।"

অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি লাটুর ডো ভারণের অলৌকিক বীরত্বে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি নিজের লোক দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র-সহ তাঁহাকে ফরাসী-শিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় বীরত্ব-কাহিনী ফরাসী সেনাপতিকে লিখিয়া জানাইলেন। যে দেশের একজন সামান্য পদাতি সৈন্য এরূপ স্বদেশ-হিতৈষণা,

বীরত্ব এবং সেনাপতি-জন-বিরল বুদ্ধি-ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ, সে দেশের বীরদিগের পদভরে যে একদিন সসাগরা ধরা কম্পিত হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

নান্দীমুখোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ।

বৎসে শা—! গৃহস্থাশ্রমে যাহা অতি কঠোরসাধ্য, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলময় পরমেশ্বর, ধর্ম্মবন্ধু, এবং পরলোকগত পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণকে সাক্ষী করিয়া, অদ্য তুমি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে প্রথম পদবিক্ষেপ করিবে। সেই গম্ভীর দায়িত্বপূর্ণ শুভানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া, আমি দুই একটী কথা বলিতেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ ও অনুধ্যান কর।

নীরস শিক্ষা বহুক্ষণ মনে স্থান পায় না। তাই পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এক একটী চিত্র তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতেন। আমি যখন প্রথম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তখন কঠোর ক-খ-শিক্ষা সহজ করিবার জন্য গুরুমহাশয় বলিয়াছিলেন, "কয়ে কাক, খয়ে খরগোস"। এই কাক-খরগোস-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, বার বার অভ্যাস হেতু, ক-খ-শিক্ষা অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন বয়োবৃদ্ধিনিবন্ধন, সে সুখের বাল্য-কাহিনীর কতই বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু ক-খ-সংযুক্ত কাক ও খরগোস, মনোমধ্যে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। তাই সেই গুরুদত্ত সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া, গৃহ-ধর্ম্মপালনের এই সরল চিত্র তোমার সমক্ষে ধরিতেছি।

মানচিত্রে দেখিয়াছ, ভাগীরথী-ধারা গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া, সূক্ষ্ম সূত্রবৎ একাকিনী বহুদূর ভ্রমণ করিয়াছে। আবার অনতিদূর হইতে অপর এক স্রোত যতই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যগত ব্যবধান ততই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। অবশেষে, মঙ্গলময়ের বিচিত্রবিধানে, যমুনার নীল জলরাশি গঙ্গার শ্বেত কায়ে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। উভয়ের যখন সম্মিলন হইল, তখন আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কাহারও রহিল না; অথবা কেহই কাহাকে পশ্চাতে টানিল না—যেন অলৌকিক কোন মন্ত্রবলে, পরস্পরের প্রাণ পরস্পরের প্রাণমধ্যে অচিহ্ন হইয়া, অনন্ত কালের মত একীভূত হইয়া গেল! তখন সেই ক্ষীণ সূত্রদ্বয়ের সংযোগ, মহাপরাক্রম সহকারে, অবিরামগতিতে, অনন্ত উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল। দেখ, পথে তাহাদের কতই বাধা, কতই লাঞ্ছনা! কখন শিলাময় কঠোর মৃত্তিকা, কখনও বা দুর্গন্ধ কর্দ্দম-রাশি, কখনও বা ভীষণ-হিংস্র-জন্তুপূর্ণ বিজন অরণ্যানী ভেদ করিয়া কষ্টে চলিতে হইল। এমন কি, সুশীতল বারিরাশি চিরদিন যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, সেই

মানুষই আবার কত সময়ে তাহার মস্তকে অস্পৃশ্য, পূতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্যরাশি বর্ষণ করিল। কিছুতেই কিন্তু সে অপ্রতিহত সম্মুখগতি রোধ, সে অকাম হিতব্রতপালন ভঙ্গ হইল না। সে নাচিতে নাচিতে অন্তে জীবনদাতৃ পবিত্র জলধি-ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিল। তাহাদের সে প্রথম সম্মিলন, ও শেষ-বিশ্রাম-বিন্দু ভারতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল।

দেখ! এই বিশাল—ললিতচ্ছন্দ—অভ্রান্ত প্রকৃতিবেদ সেই আদি কবিরই স্বহস্তের রচনা! এ গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন-শ্লোকের কি আর ব্যাখ্যান্তর সম্ভবে? তাই তোমার গার্হস্থ্য-জীবনের সুপ্রভাতে, সেই প্রজাপতি-অঙ্কিত এই পবিত্র চিত্র তোমার নয়ন-সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম। সংসারের অপরিহার্য্য দুঃখসুখমধ্যে, যদি বিশ্বাসচক্ষে এই বিচিত্র পটের—এই গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে পার, জীবন-যজ্ঞের সমুদয় নিগূঢ় মন্ত্র আপনা হইতেই হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে!

(ক্রমশঃ)

দুর্গোৎসব।

১

এস মা! আমার বাড়ী জগতজননি!
ধরা সাজে রাণী-সাজে,
উল্লাস-বাজনা বাজে,
ললিত "সানাই" গা'য় শুভ আগমনী!
সারা বর্ষ পথ চেয়ে,
আজি মা'য়ে ঘরে পেয়ে,
জাগিবে এ মৃত বুকে অমর জীবনী!
এস মা! দাসের বাসে,
শুভাদৃষ্ট যথা আসে,
বৎসের আহ্বানে যথা গাভী পয়স্বিনী;
এস মা! তেমনি ছুটি জগতজননি!

২

এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি,
মেহের অঞ্চলে তোর,
মুছিব নয়ন-লোর,
জুড়াব সকল জ্বালা "ওমা দুর্গে"* বলি;
ও কোলে রাখিলে মাথা
ঘুচিবে অসহ্য ব্যথা,
মনসাধে শ্রীচরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি;
ভুলিব মা! শোক রোগ—
যত অধর্ম্মের ভোগ,
আনন্দ-প্রবাহে হিয়া উঠিবে উথলি!
তোমারে হেরিলে তারা!
হিংসা দ্বেষ হয়ে হারা,
কোটি কোটি ভাই বোন মিশিব সকলি!
এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি।

৩

এস মা আনন্দময়ি! অধমের ঘরে,
দেখিব ও অপরূপ,
বিশ্বারাধ্য বিশ্বরূপ—

* "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"।

সেই মূর্ত্তি, স্বর্গ মর্ত্ত্য সদা পূজা করে !—
সে তো নহে হাতে গড়া,
মাটি প'রে রঙ্ করা,
সে কভু ডোবে না জলে তিন দিন পরে !
সে যে ছটা অপরূপ !
সর্ব্বার্থ-সাধিকা-রূপ !
পূজিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় নরে !
এস মা করুণাময়ি ! অধমের ঘরে।

৪

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে ! এস ত্রিনয়নে !
বিশ্বময় সুপ্রশস্ত
দশ দিক্—দশ হস্ত,
বিনাশিছ পাপাসুরে দশ প্রহরণে !
জীবের শিবের লাগি
ত্রিকাল রয়েছে জাগি—
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ও তিন লোচনে !
পশুরাজ-শিরোপরি,
শ্রীপদ রাখিয়া মরি !
দুর্জ্জয় পাশব-শক্তি দলিছ চরণে !
মানবের পূজ্য-কাম্য—
বিদ্যা, ধন, শক্তি, সাম্য,
তাই বাণী, লক্ষ্মী, স্কন্দ, গণপতি সনে।
বিচিত্র পবিত্র লীলা,
যত দেব করেছিলা,
জাগ্রত সে স্মৃতি আজি মানবের মনে !
মহাযোগী মহেশ্বর
আত্মজয়ী স্মরহর,
সে দেব পূজিত আজি ভকত-ভবনে !
আমরি ! এ মহাপূজা,
কে না চাহে দশভুজা ?
পূজে না ও মহাশক্তি কে বা মনে মনে ?
এস মা ! দাসের বাসে কৃপা বিতরণে।

৫

কহ মা ! কেমনে দাস পূজিবে চরণ ?
দেহে দাও পূর্ণ শক্তি,
প্রাণে দাও পূত ভক্তি,
দাও ষোড়শোপচার—যাহা প্রয়োজন !
যাহাকিছু তব যোগ্য—
দেবতার উপভোগ্য,
দিয়ে যদি থাক মোরে, কর তা' গ্রহণ ;
ভকতি-জাহ্নবী-জলে,
ধোয়ায়ে ও পদতলে—
দিব প্রেম-শতদল মাখিয়া চন্দন !
মা ! তোমার আশীর্ব্বাদে
দিব আজি মনসাধে
বলিদান, রাঙা পায়ে, রিপু ছয় জন !
জ্বালায়ে উজ্জ্বল প্রীতি,
আরতি করিব নিতি,
হুতি দিব হোমানলে—আত্মসমর্পণ !
দাও মা ! সে উপচার—যাহা প্রয়োজন।

৬

দেখ মা ! অনাথ দেশ ত্রিতাপ-হারিণি !
চেয়ে দেখ ! এই সব—
কোটি কোটি শিশু তব
মুমূর্ষু, কাতর কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি !
ঘরে নাহি বস্ত্র অন্ন,
মনোদুঃখে মতিচ্ছন্ন,
রোগে শোকে পাপে দগ্ধ দিবস রজনী !
মা ! তোর অমৃত বায়
লাগিয়া এ মৃত গায়,
বহুক অমর রক্ত এ ছিন্ন ধমনী !

তোমারি করুণা-বলে
মুছি নয়নের জলে,
হাসুক আনন্দ-হাসি, ভাই ও ভগিনী,
তোমা পেয়ে অন্নপূর্ণা !
অন্ন বস্ত্রে হো'ক পূর্ণা,
দীনা কাঙালিনী এই ভারত-দুখিনী !
আয় মা ! অনাথ দেশে ত্রিতাপ-নাশিনি !

৭

"মা" এসেছে ধরাতলে কে দেখিবি আয় !
কে আছিস্ মাতৃহীন ?
কে আছিস্ দুখী দীন ?
মা'র কাছে আয় তোরা ভুলি সমুদায় !
আজি নাহি গর্ব্ব, দুঃখ,
"ধনী, জ্ঞানী, দীন, মূর্খ"
সবাই "মায়ের বাছা" মা'র কোলে আয় !
ভাই ভাই বোনে বোনে,
গলাগলি প্রীতমনে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যেন বিশ্ব ভেসে যায় !
দেবীর সন্তান যারা,
দু'দিনের দুখে তারা,
কেন হবে আত্ম-হারা অনাথের প্রায় ?
আয় ! তবে ত্বরা করি,
নূতন বসন পরি,
দেখিবি—ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা একই সূতায় !
আয় ভাই ! আয় বোন ! মা'র কোলে আয় !

৮

নমো মা ! আনন্দময়ি জগতজননি !
নমো নমো মহাশক্তি !
সাধকে শিখাও ভক্তি,
দাও মা ! অভয় পদ সংসার-তরণি।
নমো নমো জগদ্ধাত্রি !
জগত-পালন-কর্ত্রি !
বিশ্বমাতঃ ! বিশ্ব, তুমি, সূত্রে গাঁথা মণি।
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর,
সে অনন্ত শক্তিভার,
কেমনে অবোধ নর বুঝিবে আপনি ?
তাই ভেবে দিবানিশি,
মহাজ্ঞানী আর্য্য-ঋষি,
প্রচারিলা দুর্গা-মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-পালনী—
শিশু তাহা নাহি বুঝে,
হাতে গড়ি মা'রে পূজে,
হেরিয়া প্রবীণ হাসে, "ছেলেখেলা" গণি।
সাকারা বা নিরাকারা,
নরে যা' বলুক, তারা,
আমি চিনি মা আমারি, আমারি পাবনী !
রাজ-রাজেশ্বরী-রূপে,
দাঁড়া' মা এ অন্ধকূপে,
ঢেলে দে' শ্মশানমাঝে সুধা সঞ্জীবনী ;
পেয়ে অই পদধূলি,
আমরা নীচতা ভুলি,
প্রীতি করুণার স্রোতে ভাসা'ব ধরণী !—
তোমারি সন্তান হ'য়ে,
বৃথা রক্ত মাংস বয়ে,
যেন নাই যাই ফিরে—দোহাই জননি !
শুভ দুর্গোৎসবে তব মাতাও অবনী।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনকালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

"একটী ঘটনা আমার হৃদয়ে অধিকতর উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে, তাহা আপনাদিগের মধ্যে দুই একজন জানিতে পারেন, কিন্তু সকলে জানেন না। তাহার উল্লেখ না করিলে একটা বড় ভুল হইবে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ জন্য শিক্ষা-কৌন্‌সীলে একখানি দরখাস্ত আসিয়াছে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার দেশীয় স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান, তাহার মূলধন স্বরূপ টাকা তিনি দিবেন, গবর্ণমেণ্টও দেন এই প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল কি হইবে, এখন বলিতে পারি না। আমার নিজের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সেই সকল বিষয় বিবেচ্য। অতিরিক্ত কথা এই, গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ প্রস্তাবের অনুকূল হন, কলিকাতা ভিন্ন কোনও নিকটবর্ত্তী পল্লীতে তাহার পরীক্ষা করিতে কখনই ইচ্ছা করিবেন না। যাহা হউক ইহা জয়কৃষ্ণ বাবুর গৌরবসূচক এবং এ দেশে যে নূতন ভাব জাগ্রৎ হইয়াছে, তাহারও অন্যতর প্রমাণ। মান্দ্রাজ হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হইলাম যে, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দুইটী দেশীয় ছাত্র তথায় একটী স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মান্দ্রাজের আডভোকেট জেনারল ইহার উল্লেখ করেন। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ পাইবার জন্য মান্দ্রাজে পত্র লিখিয়াছি এবং এই দুই যুবকের নাম জানিতে চাহিয়াছি। আমি তাহাদিগের ঠিকানা পাইলে তাহাদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাইতে এবং আমার সাধ্যমত কোনও সাহায্য তাহাদিগকে প্রদান করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না।

আর একটী মাত্র বিষয় উল্লেখ করিলেই হয়। সে দিন রাত্রিতে আমার গৃহে স্থির হয় যে, দুইটী কমিটী স্থাপন করা আবশ্যক। একটী স্কুলগৃহের জন্য স্থান অনুসন্ধান করিবেন; অপরটী স্কুলে ভরতি-প্রার্থীদিগের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা করিবেন। প্রথম কমিটীই নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসামান্য বদান্যতা সহকারে এই বাটী আমাদের হস্তে অর্পণ করাতে তাঁহাদিগের আর কিছু করিবার নাই। অন্য কমিটীর অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনাদিগের অনুমোদিত হইলে আমার প্রস্তাব এই, আগামী ছয় মাসের জন্য গৃহ-কমিটীর উপর ছাত্রীনির্ব্বাচনের ভারার্পণ করা হয়। নূতন প্রার্থনাপত্র ক্রমাগত পড়িয়া

যাইতেছে। সে সকল কাহার বিবেচনাধীন হইবে, জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিষয়টী এখন আর সন্দেহাত্মক নয়। আমরা কি কৃতকার্য্য হইব? এ কথা এখন জিজ্ঞাস্য নয়। আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। আজি স্ত্রীশিক্ষার যে জয়পতাকা আমরা নিখাত করিতেছি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা পশ্চাম্মুখ হইবে না, এ দেশের সর্ব্বত্র ইহার প্রাধান্য অনুভূত ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকৃত হইবে।

"উপসংহারকালে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমার বাটীতে আপনাদিগকে মধ্যে মধ্যে একত্র হইতে অনুরোধ করিব। আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনে জানিতে পারিব, বিদ্যালয়ের কার্য্য আপনাদিগের সন্তোষ-জনক হইতেছে কি না? কোনও বিষয় আপনারা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন কি না? সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমি সর্ব্বদা জানিতে চাই, এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সন্তোষকর এবং আপনাদের সন্তানগণের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে কি না?"

কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

কোচবিহারের রাজবংশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুইটী জনশ্রুতি আছে। একটী জনশ্রুতি অনুসারে কোনও আসামী বংশের "হাজো" নামক এক ব্যক্তি ইহার সংস্থাপক। অন্য জনশ্রুতিতে "হরিয়া" নামক এক "মেচ্" ইহার আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। এই বংশের এক মহাপুরুষের দুই স্ত্রী ছিল, তাহাদিগের নাম হীরা ও জীরা। হীরার অনুপম রূপলাবণ্যে মহাদেব আকৃষ্ট হন। শিবের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোচ-বিহারের প্রথম রাজা ও নরদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর হইতে রাজ-বংশের পুরুষমাত্রেরই নামের সহিত নারায়ণ শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। বিশ্ব-সিংহের পুত্র নরনারায়ণ মহাতেজস্বী ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুটানের দেবরাজকে করদানে বাধ্য করেন, এবং বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও রঙ্গপুর জেলার অধিকাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। নারায়ণী মুদ্রা তাঁহার রাজত্বকালে প্রচলিত হয়। নরনারায়ণ আসামস্থ রাজ্য-ভাগ তাঁহার সহোদরদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি বড় বড় জমিদার বলিয়া বিখ্যাত। নর-নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দিরূপে দিল্লী নগরে নীত হন। মোগলরাজ কোচবিহারের দক্ষিণভাগ কাড়িয়া লন, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত ইহা ভুক্ত করিয়া লন নাই।

ইতিমধ্যে ভুটিয়ারা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কোচবিহার রাজ্য বার বার লুণ্ঠন করে, এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে রাজা মনোনীত করিবার চেষ্টা পায়। এই সময়ে রাজবংশের তিনটী পরিবার সিংহাসন-লাভের জন্য উদ্যোগী হয়। রাজ্যে মহা-গোলযোগ হইলে তাহার শান্তির জন্য ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

কোচবিহারের প্রকৃত রাজা নাবালক ছিলেন। ভুটিয়ারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। রাজা মন্ত্রীদ্বারা ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ভুটীয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব কোম্পানীকে দিবেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণের নামে এক সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে কোম্পানী স্বীকার করেন, রাজার সাহায্যার্থ ৪ দল সিপাহী ও একটী কামান পাঠাইবেন; রাজা অঙ্গীকার করেন, সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তৎক্ষণাৎ ৫০ হাজার টাকা দিবেন এবং তদ্ভিন্ন কোম্পানীর যে কিছু আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার পূরণ করিবেন। সন্ধিপত্রে তৃতীয় নিয়ম থাকে যে, রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলে উহা ইংরাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইবে। ৪র্থ নিয়মানুসারে রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন। ৫ম নিয়ম হয় যে, রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতায় অটলভাবে বদ্ধ থাকিলে অপরার্দ্ধ রাজস্ব ভোগ করিবেন। ৮ম নিয়ম হয় যে, রাজার প্রয়োজন হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য-রক্ষার্থ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাহার ব্যয়ভার রাজাকে বহন করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সন্ধি পত্র দ্বারা কোচ-বিহারের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চির-সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। সন্ধি-বন্ধনের পর অল্প-সংখ্যক সিপাহি সৈন্য ভুটিয়াদিগকে পরাভূত করিয়া রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণকে উদ্ধার করেন এবং তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৮০ সালে অর্দ্ধেক রাজস্ব ৬৭০০০ টাকা বলিয়া স্থির হয় এবং তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর ধুরীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হইলে ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ রাজা হন। ১৭৮৩ সালে এই রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যে ঘোর অরাজকতা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যের অবস্থা অনুসন্ধানার্থ ২ জন সিবিলিয়ানকে বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কোচবিহারের জন্য একজন রেসিডেণ্ট বা কমিসনর নিয়োগের পরামর্শ দেন। তদনুসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, পরে গবর্ণর জেনারলের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের

এজেণ্ট বলিয়া তাঁহাকে আখ্যাত করা হয়। কিন্তু তাঁহার কার্য্যসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, তিনি কোচ-বিহারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অক্ষম হইলেন।

ধুজীন্দ্র নারায়ণের পুত্র হরীন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কোচ বিহারে একজন ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট স্থাপিত হন, রাজ্যের শাসনপ্রণালীর সংস্কারার্থ সময় সময় বিশেষ কমিসনরও নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮২৪ সাল হইতে এখানে নির্দ্দিষ্ট ব্রিটিষ রাজ-প্রতিনিধি কেহ নাই। ১৮৬৩ সালে বর্ত্তমান রাজা লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুর, জি সি এস আই, সিংহাসনাধিকারী হন, তাঁহার বয়স তখন ১০ মাস মাত্র। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সকালে রাজ্যশাসনের জন্য একজন ব্রিটিষ কমিসনর নিযুক্ত হন। কমিসনর পুলিস, শিক্ষা, পুর্ত্তকার্য্য, রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। রাজার শিক্ষা, বিবাহ, বিলাতগমন ও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সখ্যতা অনেকেই জানেন। রাজা এখন স্বয়ং কোচবিহারের রাজত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ একটী কৌন্সিল বা রাজসভা আছে, মহারাজ তাহার সভাপতি। তাঁহার দেওয়ান রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। বিচার, শিক্ষা, পুলিস, সামরিক বিভাগ, জেল প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। রাজসভা চরম আপীল শ্রবণ করেন, কাহারও প্রাণদণ্ড করিতে হইলে সকৌন্সিল মহারাজকে তাহার অনুমোদন করিতে হয়। (সিবিল ও মিলিটারী গেজেট হইতে সঙ্কলিত)।

জাতীয় উন্নতি।

আজ কাল অনেকেই স্ব স্ব জাতির বা সমাজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। এই জন্য কত স্থানে কত সভা সমিতি বসিতেছে, কত রসনা-বিজৃম্ভিত অচির-অন্তগত বক্তৃতাস্রোতও প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও ভারতীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষার আন্দোলন—কোথাও স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন—কোথাও আধমরা হিন্দু-ধর্ম্মকে নিরাময় ও বলবান্ করিবার আন্দোলন—কোথাও দেশীয় মৃত শিল্পের জন্য হাহাকার ও তাহার পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলন—কোথাও দেশীয় কৃষকগণের কৃষির উন্নতির আলোচনা—কোথাও যৌথ কারবার খুলিবার আন্দোলন—কোথাও ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন ইত্যাদি অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু

তাহাতে আজও ত আশানুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ উক্ত আবশ্যক বিষয়সমূহ না হয় দেশের কতকগুলি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল লোকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুই একটী সার-গর্ভ বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশের অভাব-পূরণ হওয়া অসম্ভব; কারণ এই জাতীয় উন্নতি দুই চারি জন শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে কি? কথনই নহে। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বিশেষতঃ যে জাতির আত্মাবলম্বন নাই, সে জাতি কস্মিন্ কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। বড় হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। প্রথমতঃ যে পরিবারে বাস করা যায়, তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা জন্মে; উহা পূর্ণ হইলে প্রতিবেশিগণের অপেক্ষা, পরে গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা, ও শেষে দেশস্থ লোকদিগের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। এইরূপে আত্মীয়তা সম্বন্ধে নৈকট্য লইয়া ক্রমে অপর যাবতীয় উন্নতি সমাধানে ইচ্ছা হয়। প্রথমতঃ নিজ পরিবারগণকে অন্য পরিবার অপেক্ষা, নিজ গ্রামকে অন্য গ্রাম অপেক্ষা, নিজ দেশকে অন্য দেশ অপেক্ষা, নিজ জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নত করিবার কামনা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ আশা বৃদ্ধি হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যের এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়া যে আত্মাবলম্বনে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এটি মনুষ্যমাত্রেরই চিন্তা করা আবশ্যক ও উচিত। যদিও সংসারে শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য, অলসতা ও রোগাদি মনুষ্যকে উৎসাহ-হীন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু মহৎ মনুষ্যগণ ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য-পথে আপনাকে চালিত করিতে বিরত হয়েন না।

দুই চারি জন লইয়া একটী জাতি বা সমাজ হইতে পারে না; অনেকগুলি লোক লইয়া একটী জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। এই লোকগুলির চরিত্রই জাতীয় জীবন স্বরূপ। ইহাদের চরিত্র যেমন হইবে, ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ তদনুসারে ভাল কিম্বা মন্দ হইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আত্মাবলম্বন উন্নতি-লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির আশা করিতে হইলে ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা আবশ্যক। অবশ্যই আমরা রাজার উপর বা অন্য লোকের উপর স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার কথা এ স্থলে বলিতেছি না; যে ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা সম্ভবতঃ লোকের থাকিবার কথা, তাহাই বলিতেছি। মনে করুন, একটী চাকরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু আছে। সে তাহার জীবিকার জন্য এক ব্যক্তির চাকরী করিতেছে, সুতরাং সে ত নিজেই উহা তাহার সুবিধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যথন বন্য পশু পক্ষিগণের স্বাধীন ভাবে চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা আছে, তথন ঈশ্বর একটী প্রধান প্রাণী

মনুষ্যকে স্বাধীনতা-সুখে বঞ্চিত রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। কোনও বাড়ীর চাকরাণী তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া পরে সে অন্য যত সময় পায়, তাহার ইচ্ছামত সৎকার্য্যাদি করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। তবে ঈশ্বর যে মনুষ্যকে সমাজবদ্ধ করিবার জন্য পরস্পর-সাপেক্ষ করিয়াছেন, সে সাপেক্ষতাকে প্রকৃত পরাধীনতা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি স্বকীয় শ্রমদ্বারা সমাজের উপকার সাধন করিয়া তাহার নিকট যে প্রত্যুপকৃত হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার হানি হয় না। আত্মার যথেচ্ছ বিনিয়োজন, বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেচ্ছ বিষয় পরিচিন্তনে মনুষ্যমাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং স্বাধীনভাবে আত্মনির্ভর করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের প্রধানতম উপায়। উহার ফল যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পুষ্কল হয়, অন্যকৃত সাহায্যের ফল কখনই সেরূপ হয় না। আত্মনির্ভর মনুষ্যকে যেমন সাহসী ও উৎসাহী করিয়া তুলে, অন্যাবলম্বন সেই প্রকার নিরুৎসাহী ও ভীরু করিয়া ফেলে। অন্যের নিকট যিনি যে পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আত্মপৌরুষ সেই পরিমাণে হীয়মান হইয়া যায়। ব্যক্তিগত উন্নতি ব্যতীত কখনই সমাজের মঙ্গলোন্নতি হইতে পারে না। সৌরাজ্য কি করিবে? সমাজের লোকসমূহ যদি অলস, বিলাসী, অমিতাচারী, নিরুৎসাহ ও পানাসক্ত হয়, তাহা হইলে সৌরাজ্য কি প্রকারে সেই সকল লোককে শ্রমশীল, উৎসাহী, মিতাচারী ও প্রকৃতিস্থ করিবে? পরিবার বল, গ্রাম বল, দেশ বল, আর জাতিই বল, সমষ্টিগত উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টিগত উন্নতি বিধানের চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। একটী পুষ্পোদ্যানের পারিপাট্য করিতে হইলে, প্রত্যেক বৃক্ষ লতিকার পাটী না করিলে উদ্যানটী কিরূপে সুন্দর হইতে পারে? সুতরাং ব্যষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর সমষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা-প্রিয়, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, উৎসাহশীল ও সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, যদি হিন্দু সমাজের কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ হিন্দুগণেরই। অতএব হিন্দুগণ যদি প্রত্যেকে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষণেই সমাজ হইতে সকল দোষ বিদূরিত হইয়া যায়। এই যে সে দিন সম্মতি-আইন পাস হইয়া কত হিন্দু-সন্তানকে তাপিত করিল! হিন্দুগণ কেন নিজেরাই কচি মেয়ের বিবাহ উঠাইয়া দিলেন না? তাহা হইলে ত আজ ইংরেজরাজকে সত্যে পতিত ও হিন্দুগণকে মনস্তাপিত হইতে হইত না। সে ত যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও যে এই সমাজে বিবাহ-

বিভ্রাট চলিতেছে। হিন্দু সমাজ যদি এই দোষ নিজে সংশোধন না করেন, তাহা হইলে কন্যাভারগ্রস্ত পিতা যে এক দিন দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? আর এই দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও যে সমাজ নিরাপদ ও ভ্রমশূন্য হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। যদি ব্যষ্টিগত উন্নতি লাভ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া নবীনভাবে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিবে। যদি এরৈক্ক ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর-সহ পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত স্বদেশানুরাগিতার কার্য্য করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৪ই নবেম্বর রেওয়ার যুবক রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন।

২। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী মহীস্থর মহারাণীর কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৪৫০৲ টাকা বেতনে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা অনাথাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থ কুমার মন্মথনাথ মিত্র ১০ হাজার এবং ডাক্তার আর এল দত্ত ২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৪। এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় জ্যোৎস্না নাথ ঘোষাল ৫ম ও এলবিয়ন রাজকুমার ষষ্ঠ স্থানীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক জন মুসলমান যুবক প্রথম হইয়াছেন।

৫। তুরুস্কে আর্ম্মেনীয় খৃষ্টানদিগের হত্যা লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল। আবার ইমেন নামক স্থানে ৪৫ হাজার আরব বিদ্রোহী হইয়া সুলতানের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছে। এ দিকে লেবাণ্ট সাগরে রুসীয় ও মার্কিণ রণতরী উপস্থিত। সুলতানের ঘোর বিভ্রাট।

৬। আগ্রাতে এক পঞ্জাবী আসিয়াছে, সে দৈর্ঘ্যে ৮ ফিট। এখনও যুবক।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাইবেট সেক্রেটারী সার হেনরী পনসনবী পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া মহারাণীর প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন।

৮। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান ছোট লাট ইলিয়ট সাহেব পদত্যাগ করিবেন এবং সার আলেক্জাণ্ডার মাকেঞ্জী বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদ গ্রহণ করিবেন।

৯। মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক জেনারল

বুধ আগামী ৩০এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক কলিকাতা আসিবেন। সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অগ্রে পরিদর্শন করিবেন।

১০। কবিচূড়ামণি টেনিসনের পদে আলফ্রেড আষ্টিন মনোনীত হইয়াছেন। সার এডউইন আর্ণল্ডের নিয়োগ-সংবাদ মিথ্যা।

১১। গোয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহ হওয়াতে পোর্ত্তুগাল হইতে সৈন্য সহ জাহাজ আসিয়াছে।

১২। ব্রিষ্টলে ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ৫ মাইল পথ নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মান্দ্রাজেও ঐরূপ ট্রামওয়ে হইতেছে।

১৩। কাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রী-দিগের জন্য উহারই সন্নিকটে একটী নূতন হোটেল তৈয়ারী হইতেছে। এই বাড়ীটি দ্বিতল হইবে এবং যাহাতে ১০০ ছাত্রী ইহাতে অবস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ব্যয় জমির মূল্য সমেত প্রায় ৯৫০০০ হাজার টাকা হইবে। এই হোটেলের নাম লেডি ইলিয়ট হোটেল হইবে।

১৪। বেলফাষ্টে একখানি নূতন জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে ২০০০০ টন পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইতে পারিবে। এরূপ বড় জাহাজ পৃথিবীতে আর নাই।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পুণ্যকাহিনী—শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে সত্যানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুত্ব, সতীত্ব, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিবিধ গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় ৪০টী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। বালক বালিকা-দিগের নীতিশিক্ষার পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ সহায় হইবে, বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

২। ভূলোক-রহস্য—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ৷০ আনা। গ্রন্থকার অনেক যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক পৃথিবীর লোকসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ-প্রণালী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জাতীয় রীতিনীতি প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকখানি অনেকের অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

৩। পুণ্যদা প্রসাদ—শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে একটী সাধুব্রাহ্মের জীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, নির্য্যাতন ও নানাবিধ বিপদের মধ্যে এই ব্রহ্মোপাসক যেরূপে ধর্ম্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বদেশীয় লোক-

দিগের রোগ দারিদ্র্য প্রশমন এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ও সুখের উন্নতি সাধন জন্য যেরূপে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়।

৪। উচ্ছ্বাস—গীতিকবিতা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রশংসার সহিত যে কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, বলা বাহুল্য। উচ্ছ্বাসে কবিত্ব আছে। লেখক তাহার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হউন, কৃতকার্য্য হইবেন।

৪-৬। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণ, সীতার জীবন-চরিত ও মাতঙ্গিনী উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। লেখিকা হাবড়া শিব-পুর-নিবাসিনী একটী বিধবা এবং কয়েকটী বালিকার পালনের ভার-গ্রস্তা। দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা জীবিকোপায় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাঁর সাধু সংকল্প সিদ্ধির প্রার্থনা করি। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশে গুণের মর্য্যাদার কি আর দিন আছে? গুণগ্রাহিগণ গ্রন্থকর্ত্রীকে বিশেষ উৎসাহদান না করিলে পুস্তক ছাপাইয়া তিনি দায়ের উপর আরও দায়গ্রস্ত হইবেন।

অদ্ভুত রামায়ণ, মূল্য ১৲ টকা—নানা ছন্দে সরল পদ্যে রচিত। ইহাতে রামায়ণের অনেক অদ্ভুত রহস্য আছে।

সীতার জীবনচরিত, মূল্য ।৵০ আনা—ইহাতেও অদ্ভুত কথা ও সতীধর্ম্ম বর্ণিত আছে।

মাতঙ্গিনী, মূল্য ।০ আনা। এরূপ বীভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা অশ্রাব্য। লেখিকা পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বয়ং অনুতপ্তা হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ নারী-লেখনীর অযোগ্য।

বামারচনা।

হিন্দুরমণী।

(৩৬৯ সংখ্যা—১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের ইতিহাস পাঠক পাঠিকার নিকট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নাম অপরিচিত নহে। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই অপরূপ বিবাহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে, অনেক গাথা গীত হইয়া থাকে। ঐ বিবাহের কিছুকাল পরেই যবনেরা ভারত আক্রমণ করে। এক দিন রজনীতে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা পত্নী সংযুক্তাদেবীর সহিত এক

শয্যায় নিদ্রিত আছেন, রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন। প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীকে জাগাইয়া কহিলেন "প্রিয়ে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী রম্ভার ন্যায় অলোকসামান্য রূপবতী এক কামিনী সজোরে আমার এক বাহু আকর্ষণ করিল। পরে সেই মায়াবিনী তোমাকে আক্রমণ করিল। যখন তুমি অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে, প্রেতবৎ এক ভয়ানক হস্তী আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, রম্ভা কি দানব কেহই নাই। আমার হৃদয় ভয়ানক কম্পিত হইতেছে, বিধাতাই জানেন, ভাগ্যে কি আছে!!"

প্রেমময়ী সংযুক্তা উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় যশঃ ঐশ্বর্য্য বা সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? মৃত্যু কেবল মানবেরই অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট নহে, দেবতারাও মৃত্যুর অধীন। সকলেই পুরাতন বাসত্যাগে অভিলাষী, কিন্তু মরিতে জানিলে মৃত্যুতেই মানবকে অমর করে। প্রাণনাথ! আত্মচিন্তা, পাপ স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অমরত্বলাভের চিন্তা কর। শাণিত কৃপাণ হস্তে শত্রুদলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী থাকিব।" সংযুক্তা দেবীর উক্তি শ্রবণ করিলে মনে পড়ে :—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি,
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

এবং

> "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
> ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

কোনও বর্ত্তমান সভ্য দেশের রমণী এতাদৃশ ধর্ম্মানুগত সারগর্ভ তেজস্বী বাক্য উচ্চারণ করিতে কি সমর্থা হইয়াছেন? যাহা হউক, নিশাবসানে রাজা নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত গুরু পুরোহিতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা অশুভনাশ-মানসে নানাবিধ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব রক্ষা-কবচ লিখিয়া মহারাজকে অর্পণ করিলেন, তিনি তাহা নিজ উষ্ণিষে ধারণ করিলেন। বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি নানাবিধ দৈব-ক্রিয়া হইতে লাগিল। কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কি দৈবের গতি প্রতিরোধ করা যায়? যদি মনুষ্য কোন প্রকার অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডাইতে পারিত, তাহা হইলে এত ভোগ ভুগিতে হইবে কেন? যৎকালে দিল্লীর রাজপুত বীরবর্গ একত্রে এক সামরিক সভা আহ্বান করিয়া গজনীর সুলতানের গতি প্রতিরোধ করিবার উপায় অবধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বী-রাজ ঐ সভা হইতে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীর সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজা পরামর্শ চাহিলে সংযুক্তা দেবী উত্তর দিতেছেন;—"উপদেশ দিবার জন্য কে কোথায় নারীকে আহ্বান করে? জগতে তাহারা অবলা বলিয়া কথিতা, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে।

তাহারা সত্য বলিলেও কে তাহাতে কর্ণপাত করে? তথাপি জগতে রমণী না থাকিলে কি হইত? দেখ শিবের সহিত শক্তি সর্ব্বদা সম্মিলিতা। আমরা যুগপৎ অশক্তি ও শক্তি বিপরীত গুণের আধার। জ্যোতিষী পণ্ডিত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু নারীতত্ত্বে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহু প্রাচীন কথাই কহিতেছি। নারীতত্ত্বে তাঁহাদের অধিকার নাই, সুতরাং নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা লুকাইতে গিয়া তাঁহারা কহেন যে, 'রমণী অবলা।' তথাপি রমণী তোমাদের সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী। এমন কি তোমরা যখন নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ কর, তখনও আমরা তোমাদের সঙ্গিনী। * *" যখন রণবাদ্য গভীর বাজিয়া উঠিল, রাজপুতগণ জ্বলন্ত বীরদর্পে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রা হেতু সজ্জিত, প্রেমময়ী সংযুক্তা নিজ হস্তে প্রিয় পতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিতেছেন। তিনি বহু চেষ্টাতেও বর্ম্ম অঙ্গে সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেছেন না, তাহার বন্ধনী খুঁজিয়া মিলিতেছে না! পারিবেন কি? তাঁহার চক্ষু কোথায়? তাঁহার চক্ষুদ্বয় পতির বদনমণ্ডলের প্রতি অনিমিষে চাহিয়া আছে। সুদরিদ্র ব্যক্তি পথিমধ্যে এক খণ্ড কাঞ্চন দেখিলে যেমন সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে, সংযুক্তাদেবী সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে পৃথ্বীরাজের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—যেন জনমের মত দেখিয়া লইতেছেন। অকস্মাৎ তূর্য্যনিনাদ হইল, সংযুক্তার মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। পতিকে যুদ্ধে বিদায় দিয়া কহিলেন "এবার স্বর্গে গিয়া পুনরায় ঐ মুখ দেখিব। পৃথিবীতে ও মুখ দেখা আর ভাগ্যে নাই।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। শঠ যবনচক্রে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হইলেন। আর ঐশী-শক্তিশালিনী সতী-শিরোমণি দেবী সংযুক্তা হাসিতে হাসিতে চিতারোহণ করিলেন।

আর এক তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া অদ্য বিদায় লইব। গানোর রাজ্যের অধীশ্বরী যবনদিগের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী দুর্গ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নর্ম্মদানদী-তীরস্থ তাঁহার এক দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তথায় আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই যবনসৈন্য তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইল। এ দিকে পৌনঃপুনিক যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল অল্পসংখ্যক ও হীনোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর সাহস থাকিলে কি হইবে? দুর্গ অত্যল্প কালের মধ্যেই শত্রু-কর-তল-গত হইল। ঐ পশ্চাদ্ধাবনশীল যবন বীর বর্ত্তমান ভূপাল রাজবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। বীরবর গানোর রাজ্ঞীর অসামান্য রূপলাবণ্যে এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিলেন যে, দুর্গজয়ের পরক্ষণেই তিনি রাণীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি রাণী তাঁহাকে বিবাহ

করেন, তাহা হইলে রাণীর নিজ রাজ্যত থাকিবেই, অধিকন্তু তাঁহারও সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব করিয়া প্রাসাদের নিম্নতলে রাণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী দেখিলেন, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে কোনও ফল নাই, বরঞ্চ বলপ্রকাশের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি সম্মতি জানাইয়া উত্তর দিলেন যে, "খাঁ সাহেবের অদ্ভুত বীরত্বে তিনিও মোহিতা ও পরম প্রীতা হইয়াছেন; এবং তাঁহার প্রস্তাবে তিনি বিশেষ আপ্যায়িতা হইয়াছেন। শুভ বিবাহ এই প্রাসাদেই সম্পন্ন হইয়া যাউক! তবে এই প্রার্থনা যে, উভয় পক্ষই যেরূপ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে সম্মানানুযায়ী পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রহর সময় ভিক্ষা দিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব অতি প্রীতমনে অনুমোদন করিলেন। মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কর্কশ রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে মধুর বৈবাহিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। রাণী খাঁ সাহেবের নিকট বিবাহোপযোগী মহার্হ পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানে খাঁ সাহেব অন্তঃপুরে আহূত হইলেন। তিনি সানন্দে রাজ্ঞী-প্রেরিত বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া বরবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, রাজ্ঞী তাহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক সুন্দরী। রাণী অতি সমাদরে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। নানাবিধ প্রেমালাপে সময় মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব রাণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার গা কেমন করিতে লাগিল; অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। পাখা চলিল, শীতল সলিল সেক করা হইল, কোনও ফলোদয় হইল না। খাঁ সাহেব অধীর হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাণী এই সময় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "শুন খাঁ, তোমার শেষের সে দিন উপস্থিত, আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু একত্রে সম্পাদিত হইবে। তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ, সে সমস্তই বিষাক্ত! কি করি বল, সতীত্ব রক্ষা করিবার, অপবিত্রতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার অন্য উপায় রাখ নাই।" রাণীর এই উক্তি শ্রবণে সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাণীও তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া নিম্নে নর্ম্মদা-সলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এ দিকে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া খাঁ সাহেবের মৃত্যু হইল।

সতীত্বের মহিমা হিন্দুরমণীর ন্যায় অন্য কোন দেশের রমণী বুঝিয়াছে কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

No. 372. January, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭২ সংখ্যা। { পৌষ ১৩০২—জানুয়ারী, ১৮৯৬। } ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁহার নবাবিষ্কৃত আলোকের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংলণ্ডের "রয়াল সোসাইটী" নামক সভায় পাঠান, তাহা তথায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যার্থ উক্ত সভার ফণ্ড হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়।

বিবি বেজাণ্টের বক্তৃতা—ডিসেম্বরের ২৭এ হইতে ৩০এ পর্য্যন্ত চারি দিন বিবি বেজাণ্ট থিওজফিক্যাল সভার আদিয়ার শাখায় কর্ম্ম, ধ্যান, সিদ্ধি এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে ৪টী বক্তৃতা করিবেন।

যুবরাজের সৌজন্য—কোনও ভদ্রলোক যুবরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রত্যেক বার "Your Royal Highness"—"আপনার রাজকীয় মহিমা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন; তাহাতে যুবরাজ বলিলেন "অত কথা না বলিয়া "Sir" (মহাশয়) বলুন, অনেক কম সময় নষ্ট হইবে এবং আমি এইরূপ সম্বোধন ভালবাসি।

বস্ত্র রোগের কারণ—এক রুষ বৈজ্ঞানিক অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, বস্ত্র পরিধান হেতু মানবের এত রোগ হয়, বিবস্ত্র থাকিতে পারিলে নীরোগ হওয়া যায়। অন্যান্য জন্তুর সহিত মানবের পার্থক্য কেবল বস্ত্র পরিধানে নয়—রন্ধন, বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মযাজনে; এগুলিও কি রোগের কারণ? তবে বস্ত্র-রোগও আছে।

ছারপোকার গাঁতি—আমেরিকার কানসাস প্রদেশের উইচিটা নগরে গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে পঙ্গপালের ন্যায় ছারপোকা-পাল সমুদায় নগর ছাইয়া ফেলে, রাস্তা ছারপোকায় আধ ইঞ্চি পুরু হয়। ইহাদের আবরণে তাড়িতালোক ম্লান হইয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়, সকল স্থানই ছারপোকাময় !!

ছাত্রীনিবাস-প্রতিষ্ঠা—পুরাতন ছোট লাট গত ১২ই ডিসেম্বর কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীদিগের জন্য নির্ম্মিত ছাত্রী-নিবাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম ইলিয়ট ছাত্রীনিবাস হইল।

পারিসের চোর—বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাস পর্য্যন্ত ৪০০০ চোর ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী রাজকন্যা এবং আর কয়েকটী বড় বড় জমীদার-ঘরের মেয়ে। 'যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।'

অন্ধদিগের জন্য ঘড়ী—এক সুই-ডেনবাসী এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়া-ছেন, তাহার দাগের মাঝে ছোট ছোট খোঁটা বসান। অন্ধ ব্যক্তি হাত বুলাইয়া সময় বুঝিয়া লয়।

সারদা-সদনে খ্রীষ্ট বিভীষিকা—মারহাট্টা পত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের সারদা-সদনে এককালে ১২টী হিন্দু রমণী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুরা ভীত হইতে পারেন।

মহারাণীর পতিভক্তি—উইণ্ডসর কাসেল রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষ পুনঃ সজ্জিত হইয়াছে। ইহার দ্বারের উপর মহারাণীর নিজের সুন্দর পরিষ্কার হস্তা-ক্ষরে লিখিত আছে "এই কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্য আমার স্বর্গীয় স্বামী কর্ত্তৃক আমার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে আমার জন্য মনোনীত।"

স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত স্থির করিয়া-ছেন, স্ত্রীজাতির আমোদ-উপভোগেচ্ছা অতিশয় প্রবলা। এ কথার সত্যতা বিষয়ে আমাদিগেরও কোন সন্দেহ নাই। আমরা লোকবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জীবন ও কার্য্য আলোচনা করিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। এ জগতের সভ্য, অসভ্য, অতীত, বর্ত্তমান, সকল জাতির ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকের প্রকৃতি আলো-চনা করিলে অনুভূত হয় যে, আমোদ-উপভোগেচ্ছা স্ত্রীচরিত্রে স্বতঃ প্রবলা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক বৃত্তি অনুশীলন ও চরিতার্থ করা বিধাতার ইচ্ছা কি না, ন্যায় ও পবিত্রতার অনুমোদিত কি না, তাহা না বুঝিলে ইহা নারী-সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এ জগতে আমোদ

যেরূপ উপকারী, সেইরূপ অনুপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে শ্রেণীবিশেষের লোক শুষ্কহৃদয় বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমোদের বড়ই বিদ্বেষী। আমরা, আমোদের সেই স্বতঃ-বিরোধী ব্যক্তিগণের অবস্থা "দয়া-উত্তেজক" বলিলে, বোধ হয় অন্যায় কথা হয় না। কারণ (বিদ্বেষ ভাব প্রযুক্ত) তাঁহারা আমোদের এত বিরোধী যে, "আমোদ" নাম শুনিলেই তাঁহাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া যায়। তাঁহাদের বিবেচনায় আমোদ বালকোচিত অসার ও মনুষ্যত্ব-নাশক কার্য্য। তাঁহারা নিজে তো গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে থাকিবেনই, তাহার উপরে পরের হাসি, পরের প্রফুল্লতা, তাহাও সহিতে পারেন না। মানুষ কড়াকড় নিয়মে থাকিবে, পরিমিত সুখ চাহিবে, যতক্ষণ কাজ করিবার ততক্ষণ কাজ করিবে, বিশ্রামকালে একটা দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া হাই ছাড়িতে থাকিবে—ফলতঃ সকল সময়েই "বিষণ্ণতা" নামক এক দেবীর পরিচালনায় 'চোখ ঢাকা বলদের' মত নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে, এই হইল তাঁহাদের বিবেচনায় "মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।" যদি মানুষের প্রাণে আনন্দ-লালসা না থাকিত, যদি আনন্দে একটা অশাসিত উচ্ছ্বাস না থাকিত, যদি "হাসি" বলিয়া বিশ্বসংসারে যে একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটা না থাকিত, আর মনুষ্যজীবন যদি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রের মত অথবা ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত এক একটা নীরস বাঁধা বাঁধির মধ্যে থাকিত, তাহা হইলেই বোধ হয় এই শ্রেণীর লোকগুলি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বয়ং বিধাতার ইচ্ছা সেরূপ নহে, সুতরাং বেচারাদিগের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নিবারণের কোনও উপায় দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে "আমোদ" অনিষ্টকর ভাবিয়া যে ইহারা এত অসন্তুষ্ট তাহা নহে—"আমোদ" শব্দের উপরেই ইহাদিগের অপ্রবৃত্তি। এ রকম "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু শুষ্কচরিত্র মানবের কথায় না হউক, একদিকে আমোদ হইতেই মানবের মহা অধর্ম্ম, মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। মানুষ যদি ন্যায়ের পথ ভুলিয়া আমোদে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত কিছুই মনে থাকে না। বলিতে কি, এ জগতে যত কুকার্য্য হয়, আমোদেচ্ছাই তাহার অনেকগুলির মূল স্বরূপ। আমোদের লোভে কত মানুষ হৃদয়হীন রাক্ষসের মত কাজ করে, কত মানুষ মোহান্ধ হইয়া ইহকাল, পরকাল ডুবায়, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষ মদ খায়, গুলি খায়, আমোদের লোভে; মানুষ (অনেক সময়ে) চুরি করে, ডাকাতি করে, আমোদের লোভে; এ সব কাজের অপেক্ষা আরও ঘৃণিত, আরও ভয়ানক কাজ করে আমোদের লোভে। এমন জিনিস স্ত্রীজাতির হাতে দিতে কি মানুষের প্রবৃত্তি হয়? আর এমন জিনিস গ্রহণ

করিতেই বা কোন্ রমণীর প্রবৃত্তি হয় ?—এ বিষয়ে কথা আছে।

কেবল আমোদ বলিয় নহে ; মানবের উপভোগ্য বহুতর জিনিসেরই এই রকম দশা হয়। ইহার কারণ এই যে, জগদীশ্বর —করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর মনোবৃত্তি দিয়াছেন, সেই সকলগুলি চরিতার্থ করিবার জন্য জগতে বহুবিধ উপাদানও রাখিয়াছেন। মানব ন্যায় পথে থাকিয়া সেই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। এইরূপে প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারিলেই মানবজীবনের উন্নতি সাধিত হয়। ইহার অন্যথাই মানবের সকল অবনতির মূল অর্থাৎ অন্যায়ের পথে গিয়া মানব যদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তাহা হইলেই তাহার জীবন পশুবৎ জঘন্য হইয়া থাকে।*

মানবের সকল মনোবৃত্তির মধ্যে আমোদেচ্ছাও এক বৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ইংরাজিতে "এস্থেটিক" (Aesthetic) বলে। বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু "চিত্তরঞ্জিনী" বৃত্তি বলিয়াছেন। আমরা সেই বঙ্গ-সাহিত্য-গুরুর পথানুসরণে ইহাকে সেই নামে অভিহিত করিতেছি। এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কার্য্য আনন্দোৎপাদন ও আনন্দ-গ্রহণ। এই বৃত্তির চরিতার্থতা রূপ আনন্দকেই আমরা বলিয়া থাকি, "আমোদ"। অতএব জগদীশ্বর যখন এই মনোবৃত্তি দিয়াছেন, এবং ন্যায় পথে থাকিয়া ইহা চরিতার্থ করিবার বহুতর উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন ন্যায় পথে থাকিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা আমাদের এক পরম কর্ত্তব্য। আর এই ন্যায় পথ ভুলিয়া আমরা যদি দূষিত আমোদ উপভোগ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের জীবন মহাকলঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আমরা মানবজন্মে প্রকৃত পশুত্ব প্রাপ্ত হই। এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমোদ উপভোগ করা আমাদিগের উচিত।

এ সংসারে মানব যে দূষিত আমোদ গ্রহণ করে, তাহার প্রধান কারণ তিনটী। প্রথমতঃ মানব শিক্ষা ও সাহচর্য্যের দোষে বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইলে, তাহার সকল ইচ্ছা ও কার্য্যেরই বিকৃতি ঘটে। কৃমি কীট যেমন ফুলের সৌরভ সহিতে পারে না, নরককুণ্ডেই আনন্দ লাভ করে, বিকৃত-রুচি মানব সেইরূপ সাধু পবিত্র ভাব-পূর্ণ আমোদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, ঘৃণিত পাশবাচরণে "পরম আমোদ"

---

*এইজন্য কোন্ প্রবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত করিলে তাহা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুমোদিত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা মানব-জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা না পাইলে মানব ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতিতে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহার আপনার প্রতি কোনও অধিকার থাকে না। তাঁহার দ্বারা জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তিনি আপনাকে আপনি পরিচালিত করিতে পারেন না।

অনুভব করে ! যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধু ইচ্ছার উত্তেজনায় ইহা-দিগের রুচি পবিত্র করিয়া দেন, তাহা হইলেই ইহাদের জীবনের উন্নতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে মানব ক্রমাগত আমোদ উপভোগ করে, তাহার এত আসক্তি জন্মে যে, ক্রমশঃ অধিকতর আমোদ উপভোগ করিতেই ইচ্ছা হয়। এইরূপ লালসা বশতঃ মানব পবিত্রই হউক, আর অপবিত্রই হউক, আমোদ-মাত্রই উপভোগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা পরি-তৃপ্ত করে। তৃতীয়তঃ, ক্ষুধার্ত্ত মানব উপ-যুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুপথ্য খাইয়া যেমন ক্ষুধাবৃত্তি চরিতার্থ করে, আমোদ-প্রিয় মানব-চিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ উপ-ভোগ করিতে না পাইলে দূষিত আমোদ উপভোগে আত্মা কলুষিত করে।* এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয় যে, শেষোক্ত দুইটী কারণে এরূপ দুর্ঘটনা —অর্থাৎ অতিরিক্ত লালসা বশতঃ অথবা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগের অভাব প্রযুক্ত যে দূষিত আমোদ-উপভোগেচ্ছা, দয়াময় জগদীশ্বর তাহা নিবারণের উপায় এত সহজ করিয়াছেন যে একটু চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা নিবারণ করিতে পারেন। ইহা নিবারণের উপায় সংযত-চিত্তে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন। এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, যে ব্যক্তি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সুরা-পানে তাহার যেমন প্রবৃত্তি জন্মে না, যে সংযত-চেতা ব্যক্তি নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পায়, ঘৃণিত আমোদ উপভোগ করিতে তাহারও সেইরূপ প্রবৃত্তি হয় না। নির্দ্দোষ আমোদে মানবের পবিত্রতা-পিপাসা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতএব নির্দ্দোষ আমোদ যে স্ত্রীজাতির উপযোগী, এ কথা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রী-জাতির স্বাভাবিকী বৃত্তি চরিতার্থ হয়, হৃদয়ের উন্নতি হয়, সামাজিক সুখ ও মঙ্গল বর্দ্ধিত হয়। রমণী বিশ্রাম-সময়ে, সংযত-চিত্তে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন কালে ভারত মহিলাদিগকে নৃত্য, গীত ও চিত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে তদ্বিষয় লিখিত আছে। সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলা ও অন্যান্য রাজমহিষীরাও অনেক সময়ে তপোবনে গিয়া প্রকৃতির সরল, শ্যামল সৌন্দর্য্যছটায় মুগ্ধ হইতেন। মুসলমান মহিলাগণের মধ্যেও চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যা প্রচলিত ছিল। এ সকলই নির্দ্দোষ আমোদ-অনুশীলনের উপকরণ। বর্ত্তমান সমাজে ইয়োরোপ প্রভৃতি স্থানে রমণী-

* এ দেশে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন রীতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকায়, বঙ্গীয় সমাজে অনেক দূষিত আমোদ প্রচলিত। বাইনাচ, খেমটা নাচ, অশ্লীল গান ও গ্রাম্য কবির লড়াই এবং আরও কত রকম এ দেশে চলিতেছে। বড়ই লজ্জার কথা!

গণকে বিবিধ আচারানুষ্ঠানের সহিত নির্দ্দোষ আমোদ শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারই অনুকরণে এ দেশে বেথুন কলেজ প্রভৃতি দুই একটী উচ্চতর স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিল্প ও সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ বঙ্গবাসিনীদিগের উপযোগী অধিকতর আমোদের পন্থা উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কলেজের দুটি পাঁচটী মেয়ে নির্দ্দোষ আমোদের শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট হইল না, সমগ্র বঙ্গবাসিনী-গণ যাহাতে এই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

ঈশ্বর-তত্ত্ব।

মোক্ষদা একজন ধ্যানপরায়ণা যোগিনী। তিনি বহুদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধকামা হইয়াছেন। এখন অনেক মহিলা তাঁহার অমৃতোপম ধর্ম্ম-কথা শুনিতে আসেন। তিনিও মহিলা-দিগের সহিত প্রায় সমস্ত দিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন। তিনি প্রাচীনা বলিয়া নবীনারা সকলেই তাঁহাকে 'দিদি মা' বলিয়া সম্বোধন করেন। এক-দিন সরোজিনীনাম্নী বিংশতিবর্ষীয়া এক যুবতী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ের সাদর সম্ভা-ষণের পর সরোজিনী পার্শ্বস্থ এক আসনে উপবেশন করিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। স্বয়ং কোন মীমাংসায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া মোক্ষদার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি মা! সকলের নিকট শুনিতে পাই, এই জগৎ-কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনিই ইহা রক্ষা কচ্ছেন, আবার তিনিই কালে বিনাশ করেন। কই আমিত কাহাকেও দেখ্‌তে পাই নাই, তবে এ কথা বিশ্বাস কর্‌বো কেন? যাহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পাচ্ছি না, সে কথাত বিশ্বাস কর্ত্তে মন চায় না।

মো। তুমি যে তোমার জননীর গর্ভে জন্মেছ এ কথা বিশ্বাস কর কি?

স। হাঁ, তা বিশ্বাস করি বই কি?

মো। সে কথা কি দেখে বিশ্বাস কর, না শুনে বিশ্বাস কর?

স। হাঁ, শুনেই বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি আর কাহারও সন্তান হতে না দেখ্‌তেম, তাহলে হয়ত এ বিশ্বাস ম্লান হয়ে পড়্‌ত। আরও দশটী সন্তান

জননীগর্ভে জন্মিতেছে দেখিয়া আমিও যে মায়ের উদরে জন্মেছি, এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে।

মো। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এখানে কথা হচ্ছে না, অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয় লোকের মুখে শুনিয়া লোক বিশ্বাস করে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। তুমি যখন এক বিষয়ে তাহা স্বীকার কর্লে, তখন অন্য বিষয়ে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব, এ কথা বলতে পার না।

স। আপনার কথা মানিয়া লইলাম, কিন্তু যাঁহারা আমার জন্মঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমি তাঁহাদের কথাতেই বিশ্বাস করি, । যদি কেহ ঈশ্বরকে এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার উপর প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি। কোথাও এরূপ লোকত দেখি না।

মো। এরূপ লোক দেখ না তাহার অর্থ কি? যাঁহারা ঈশ্বর আছেন বলেন, তাঁহারা কি মিথ্যা কথা বলেন?

স। আমিও ত এক সময়ে ঈশ্বর আছেন বলতেম, এখন আমার সন্দেহ জন্মেছে। আমি এখন দেখ্‌ছি আমার ওরূপ বলা মিথ্যা না হলেও সত্য নহে, উহা সংস্কারমূলক মাত্র, জগতের সকল লোকেই এরূপ সংস্কারের অধীন হ'তে পারে।

মো। মানিয়া লইলাম যে, জগতের অধিকাংশ লোকের ঈশ্বরে প্রত্যয় সংস্কার-মূলক, কিন্তু সকল লোকের পক্ষে যদি উহা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সংস্কারের উৎপত্তি কোথা হ'তে হল?

স। ভ্রম হইতে কি সংস্কারের উৎপত্তি হয় না? সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ ক'রে থাকে, এ সংস্কার আজিও মানবের মনে বিদ্যমান আছে, এক সময়ে সকল লোকেই ইহা বিশ্বাস কর্ত্তো। সুতরাং সকল সংস্কারই জ্ঞানমূলক, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারও এইরূপ ভ্রমাত্মক মনে করি না কেন? কালে লোকের মনের এ ভ্রম ঘুচিতে পারে; এবং এখন যেমন অনেক লোক সূর্য্যের এবং পৃথিবীর স্থিরতা ও গতি বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ অনেক লোক মন থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরীভূত করিয়া জড়বাদীদের মত জগৎকে জড়ীয় শক্তির কার্য্য ব'লে মনে কর্ত্তে পারে।

মো। কথা কাটিলে চল্‌বে না; আচ্ছা, তুমিই এই সংস্কারের মূল কোথায় একবার নির্দ্ধারণ কর। সূর্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টি-শক্তির অপূর্ণতাই ভ্রমের মূল। নয়ন যাহা ভুল করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহা শোধন করিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রমের আদি কারণ ঠিক্ কর্ত্তে হবে।

স। আমি যাহা বুঝেছি তাহা বলি। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, আমরা ইহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পারি। তাই জগৎকে কার্য্য মনে ক'রে তারও এক কারণ আছে, ইহা অনুমান করে লই। কিন্তু জগৎকে কার্য্য মনে না কল্লে কারণের

অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য মনে কল্লেও জড়বাদীদের মত জড়ীয় শক্তিকে কারণ বলিয়া মান্‌লেই চলে।

মো। তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ, তোমাকে কার্য্য ও কারণ শব্দের লক্ষণা দিতে হবে। তার পর কার্য্যমাত্রেরই যে কারণ আছে, তাহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য কিরূপে বল্লে?

স। আপনার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক্ হয় নাই। যা হোক বিচার না কল্লে সন্দেহ যায় না। বিচার কর্ত্তে হবে। আকৃতি কিংবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই কার্য্য শব্দের বাচ্য, শক্তি না হইলে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনোৎপাদন-সমর্থ শক্তিশালী বস্তু বা সত্তাই কারণ-শব্দের বাচ্য। আমরা বাহ্য জগতে এইরূপ পরিবর্ত্তন অহর্নিশ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি এবং তাহার মূলে শক্তিশালী কারণও দেখ্‌তে পাই।

মো। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালে ভাল হয়।

স। আগুনে হাত দিলেম, হাত পুড়ে গেল। হাতের যে বর্ণ যেরূপ ছিল, অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তন হ'ল। মনে যে ভাব বিদ্যমান ছিল, অগ্নিদাহের পর তাহা তিরোহিত হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হ'ল। বাহিরে শরীরে—অন্তরে মনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তিই ইহার কারণ।

মো। শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না, এ কথা কে বল্লে? তার পর অগ্নির যে দাহিকা শক্তি আছে, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হ'ল? শক্তি কি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা? যদি তাহা হয়, তা হ'লে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে?

স। কেন সকলেইত বলে যে, শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না?

মো। তুমি আমার ভ্রম দূর কর্ত্তে যেয়ে আপনিই ভ্রমে পড়্‌ছ। সকলে বল্লে বলেই একটি কথা সত্য ব'লে কি মেনে নিতে হবে?

স। তবে আমি জানি না, আপনি যদি এ বিশ্বাসের মূল কোথায় জানেন, আমায় বলুন।

মো। শক্তির অস্তিত্ব এবং শক্তি ভিন্ন যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না, ইহা আমরা অন্তর্দ্দর্শন দ্বারা লাভ করি। তুমি যে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় বিশ্বাস কর, উহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য নহে, উহা ধ'রে লওয়া বিশ্বাস মাত্র। পশ্চিম দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের নেতা অগস্ত কোমতে। তাঁহাদিগকে পজিটিভিষ্ট বলে। তাঁহারা যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ না করেন, তাহার অস্তিত্ব মানেন না; এ জন্য তাঁহারা অগ্নির দাহিকা শক্তি অস্বীকার করেন। তাঁহারা কোন শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহারা কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, এ কথা বিশ্বাস করেন না। যাহাহউক তাঁহাদের কথা ছেড়ে দি।

আমরা আমাদের অন্তরে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা মাত্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই। ইচ্ছা এখানে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে। ইচ্ছা নিজ বলে মনের অবস্থান্তর জন্মাইতেছে, ইহাই প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান। সুতরাং অন্তরেই প্রথমতঃ কারণের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন হয়। উহাই আমরা বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। অন্তরে এ জ্ঞান না জন্মিলে বাহিরে কেহ শক্তির অনুভব করিয়া লইতে পারিত না। আর এক কথা এখানে বলিয়া রাখি। কোন বিষয়ের আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে হইলে যদ্বিষয়ে অনুমান করিতে হইবে, তাহার সহিত পূর্ব্ব বিষয়ের মিল থাকা প্রয়োজনীয়। ইচ্ছাশক্তির কারণত্ব ভিতরে প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং বাহিরের কারণও তদ্রূপই হওয়া সম্ভবপর। তাহাকে অচেতন জড়ীয় শক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অভিজ্ঞতা বিরোধী কথা। শক্তির আধার জড় হইতে পারে, কিন্তু যে শক্তি বহির্জ্জগতে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা জড়ীয় শক্তি হইতে পারে না; কারণ জড়ীয় শক্তি কিরূপ তদ্বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। আজ তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আর অনেক জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার গভীর চিন্তা করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে আর এক দিন এ প্রসঙ্গ করা যাইবে। শ্রীচঃ।

কেন আছি?

১

জগদীশ!
কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো আমার "ঠাই,"
জগতে কোথাও নাই,
সারা ধরা রৌদ্র-ভরা মাখা যায় জ্ব'লে,
আমি আছি দীনবন্ধো! তুমি মোর ব'লে!

২

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
বাসন্ত মলয়-বা'য়,
লাগে না আমারি গা'য়,
আমার বরষা নাহি আনন্দ উছলে!
অবনী আমার শুধু
শূন্য মরু করে ধূধূ,
হাসে না চাঁদিমা তারা নীলাকাশ-তলে;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৩

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে,
আমারি পাপিয়া পাখী
ডাকে না অমিয়া মাখি,
ফোটে না আমার ফুল কিশলয়দলে!
দেখিয়া শিখেছি তাই,

সংসারে যাহাই পাই—
সে হৃদি দুষ্প্রাপ্য, যাহা দীন দেখে গ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৪

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
যতই "আত্মীয়" বেশে,
সংসারে দাঁড়াই এসে,
গর্ব্বিত সংসার তত, পা'য় যায় দ'লে!
সে ব্যথায় কি যাতনা,
সে তো তাহা বুঝিল না,
সে যে গো ফিরায় মুখ মুখোমুখি হ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৫

কেন আছি? আছি,মোর তুমি আছ ব'লে,
কে বোঝে পরের ব্যথা,
মর্ম্মভেদী নির্ম্মমতা
শিথিল ভগন বুকে কি আগুন জ্বলে?
বিদ্রূপের বজ্র ঘা'য়,
কেন প্রাণ ভেঙে যায়?
বিরক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র কেন বিধে মর্ম্মস্থলে?
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ বলে!

৬

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
তা'না হ'লে এত দিন,
মুছি এ দেহের চিন্,
কবে সে শ্মশান-ভস্ম ধুয়ে যেত জলে;
কৃত উগারিত গিলে,
শৃগাল শকুনি মিলে,
হইত আনন্দ-ভোজ মাংসাহারিদলে!
হয়নি তা আজো—মোর তুমি আছ ব'লে!

৭

কেন আছি? আছি,মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো কোথাও নাই
আমার শান্তির ঠাঁই,
কেউ নাই কাছে ডাকে "আপনার" ব'লে!
তুমিই অনাথনাথ!
পসারি স্নেহের হাত,
মা' বাপ সকলি হয়ে, টানিতেছ কোলে!
আমি তাই আছি, মোর তুমি আছ ব'লে!

৮

কেন আছি? আছি,মোর তুমি আছ ব'লে,
দয়াময়! প্রাণারাম!
অনন্ত স্নেহের ধাম!
স্মরণে স্বরগ-গঙ্গা মরমে উথলে!
দূরে যায় শোক দুখ,
প্রেমানন্দে পূর্ণ বুক,
নবীন জীবন জাগে ভাঙা হিয়া-তলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৯

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!
তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডপতি,
আমি অণু এক রতি,
তোমারি সকলি—যাহা দেখি ধরাতলে;
কিন্তু মম তোমা বই,
"আমার" বলিতে কই?
আমারি সর্ব্বস্ব তুমি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

১০

আমি আছি, সে কেবলি তুমি আছ ব'লে
জগত দিল না ঠাঁই,
সে দুখ এখন নাই,

খেলা ভেঙে যায় শিশু জননীর কোলে!—
না হয়, আমার খেলা
ভেঙেছে সকাল বেলা,
আছে তো মায়ের কোল, আমি শো'ব ব'লে?
গিয়াছে সুখের আশ,
মুক্ত বাসনার পাশ,
আর কেন কারাবাস, "এস যাই চলে!
এ দেশের "অনুরাগে"
আর নাহি মন লাগে,
তোমার আনন্দ-ধাম কোথা, দাও ব'লে,
মিশে যা'ক্ এই বিন্দু, মহাসিন্ধুজলে।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সার্ তেরুভারব মথুর স্বামী।

মহদ্বংশসম্ভূত মহাত্মা ভেন কাটা নারায়ণ শাস্ত্রীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুত্র মহাত্মা মথুর স্বামী খৃঃ ১৮৩২ অব্দে তানজোরের অন্তর্গত ভাচুভাদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মথুর স্বামীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ এবং তাঁহার পরলোকগত অগ্রজের বয়স দ্বাদশবর্ষ, এমন সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদিগের পিতৃদেবের দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে সংসারের সমুদয় ভার তাঁহাদিগের দুইজনের উপর নিপতিত হয়। তাঁহাদিগের জননী তানজোরের অন্তর্গত একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর সন্ততি ছিলেন। স্বীয় পতির দুরবস্থা নিবন্ধন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার মানসে তিনি তিরুভারাবে স্বীয় পিতৃভবনে গমন করেন।

মাতা বুদ্ধিমতী ও উন্নতপ্রকৃতি হইলে সন্তান সন্ততি যে বুদ্ধিমান্ ও উন্নতপ্রকৃতি হইয়া থাকে, তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আর এক দৃষ্টান্ত মহাত্মা মথুর স্বামী। ইনি যে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া ভারতমাতার সুসন্তানগণের অন্যতম হইয়াছেন, সেই সকলের বীজ তদীয় মাতৃদেবী-কর্তৃক শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা মথুর স্বামী মাতার তত্ত্বাবধানে ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যে তামিল ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া, তিরুভারাবে একজন তহশীলদারের নিকট তহশীলদারী কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে মহাত্মা মথুর স্বামী মাতৃহীন হন। মাতৃদেবীর তিরোভাব ও পিতৃদেবের দৃষ্টিহীনতা, এই দুই কারণে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অগ্রজ ইতিপূর্ব্বে গতাসু হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ভিন্ন পিতৃসেবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত অসদ্ভাব বশতঃই তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য সহকারী

তহশীলদারের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৪ অব্দে সার হেনরী মণ্টকোমারির বন্ধু মতু স্বামী নেক তেরু-ভারাবে তহশীলদার নিযুক্ত হন। তিনি মথুর স্বামীর বুদ্ধিমত্তার ও বিদ্যাশিক্ষার অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নাগপট্টান মিশনারি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। এই মহাত্মার উৎসাহে ও সাহায্যে মথুর স্বামী সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই স্কুলে এক বৎসর কাল পাঠ করিয়া মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ শেষ করেন।

মহাত্মা মণ্টকোমারি তাঁহার শিক্ষার জন্য বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে তানজোরের কালেক্টর মহাত্মা বিশপ, সদয়হৃদয় রাজা সার টি মাধব রাও এবং মহাত্মা হরিরাও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ অব্দে মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মহাত্মা মথুর স্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রধান প্রশংসা-পত্র ও লর্ড এলফিনিষ্টন-প্রদত্ত ইংরাজী রচনার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-সভার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের "যে কোন কার্য্যের উপযুক্ত" এই মন্তব্যে সেণ্ট জর্জ্জ গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার পরীক্ষক মহাত্মা হলওয়েল এবং উচ্চ বিদ্যালয় সভার সম্পাদক আলেকজাণ্ডার এবারনটের করুণাকটাক্ষে পতিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাউয়েল সাহেব তাঁহাকে বিলাত গিয়া সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিরুদ্ধ বোধে তিনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান্ হইলেন না।

সার মণ্টকোমারির আনুকূল্যে তিনি তানজোরের কলেক্টারের অধীনে হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর ১৫০৲ টাকা বেতনে স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া এরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর রিচার্ড সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই তিনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। ইহার পর ডিস্ট্রিক্ট মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। তদানীন্তন সিবিল সেশন জজ বিউচাম সাহেব তাঁহার বিচারাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, এ প্রদেশে আমার পরিচিত দেশীয় বিচারকদিগের মধ্যে যদি কেহ

আমার সহিত একাসনে বসিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত হন, তবে সে মথুর স্বামী।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইনাম কমিশন স্থাপিত হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী জর্জ্জ টেলারের একজন সহকারী নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে দুই বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া পরে ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন এবং দুইটী তালুকের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। যৎকালে তিনি তানজোরের ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তিনি পরে মাঙ্গালোরের প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর কাল এরূপ সুন্দররূপে কার্য্য করেন যে, অচিরেই মান্দ্রাজের প্রধান পুলিশ মাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে প্রেসিডেন্সি টাউনের ছোট আদালতের বিচারপতি হন। এই সময়ে তিনি ডিস্ট্রিক্ট জজের পদ পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হন। দিল্লী দরবারের সময় মান্দ্রাজ হইতে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। দরবার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি মান্দ্রাজ ছোট আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে এক বর্ষ কাল নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯২ অব্দে কে সি আই উপাধিদ্বারা ইনি সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা মথুর স্বামী ভারতমাতার একটী সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিচারশক্তি এবং প্রশংসার্হ স্বভাব চরিত্র তাঁহাকে সভ্য সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। তিনি হিন্দুর পূজ্য আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই পূজার্হ এমত নহে; তিনি হিন্দুর গৌরব ছিলেন। তিনি যে মাতৃভূমিকে ভাল বাসিতেন, হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব করিতেন এবং হিন্দু সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা অনেক ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইলবার্ট বিল এবং সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য তাঁহার দূরদর্শিতা ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিতার পরিচায়ক।

বিগত ২৫ শে জানুয়ারি মহাত্মা মথুর স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত ভাণ্ডারের একটী উজ্জ্বল রত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বজ্ঞান, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং স্থির বুদ্ধি যদি বিচারকের আবশ্যক গুণ হয়, তাহা হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী একজন বিচারক ছিলেন"।

শ্রীমঃ।

পুরাণ।

যে শাস্ত্রে বহুলরূপে প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকে, তাহাকে পুরাণ বলে। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়), বংশ (সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ প্রভৃতি), মন্বন্তর (মনুদিগের অধিকার), বংশানুচরিত (নানাবংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত বর্ণন), এই পাঁচটী লক্ষণ পুরাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক হইল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি পরাশর হইতে ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। দ্বীপে তাঁহার জন্ম হওয়াতে তিনি দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি চতুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস ও ব্যাস নাম প্রাপ্ত হন।

মহামতি বেদব্যাস, বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণদিগের যেমন ধারণা শক্তি, সেইরূপ প্রতিভাও ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বেদ রূপ কঠিন কৌশল ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ রূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া আখ্যান(১), উপাখ্যান(২), গাথা(৩), ও কল্প শুদ্ধির (৪) সহিত একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। সূতজাতীয় (৫) লোমহর্ষণ, বেদব্যাসের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা লোমহর্ষণের নিকট প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণ-সংহিতা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ঐ তিনখানি পুরাণ সংহিতার নাম অকৃতব্রণ সংহিতা, সাবর্ণ সংহিতা ও শাংশপায়ন সংহিতা। এই চারি-খানি মূল পুরাণ এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ পুরাণ-

(১) আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদির বৃত্তান্ত।

(২) উপাখ্যান, অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষের বিবরণ।

(৩) গাথা অর্থাৎ যমগীতা, পিতৃগীতা, পৃথ্বীগীতা প্রভৃতি।

(৪) কল্পশুদ্ধি, অর্থাৎ বারাহকল্প প্রভৃতি কল্প বিনির্ণয়

(৫) সূতজাতীয়—বেণপুত্র পৃথুরাজার যজ্ঞে ইন্দ্রের আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূতজাতির উৎপত্তি হয়। বায়ুপুরাণ। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাতির উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য।

চতুষ্টয়ের সংগ্রহ। বেদব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতাচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু ঋষিগণের ঈদৃশ গুরুভক্তি যে,তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া, আদিগুরু বেদব্যাসের নামেই সমুদায় পুরাণ প্রচার করেন। এইক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণেই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ সংহিতার পঞ্চ লক্ষণ প্রায় বিদ্যমান আছে।

পরন্তু পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিশেষ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে,কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণ-সংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে সংকলিত হইয়াছে, তাহা যদিও অসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি কোন্ পুরাণের পর কোন্ পুরাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

নারদীয় পুরাণে কথিত আছে যে, পূর্ব্ব-কালে শতকোটী-শ্লোকাত্মক একমাত্র পুরাণ ছিল। তাহা হইতে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পরে এই পুরাণ হইতেই সমুদায় শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর বিষ্ণু যখন দেখিলেন যে কালানুসারে নানা শাস্ত্রের উৎপত্তি হওয়াতে কেহ আর পুরাণ অধ্যয়ন করেন না, তখন তিনি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ-শ্লোকে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ-সংহিতা অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরন্তু দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটী-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ পঠিত হইয়া থাকে। ভূলোকে প্রচারিত চতু-র্লক্ষ-শ্লোকাত্মক পুরাণ, দেবলোকে প্রচা-রিত মহাপুরাণেরই সারাংশমাত্র। ভূলোকে প্রচারিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম ও শ্লোক-সংখ্যা যথা—

পুরাণের নাম।		শ্লোকসংখ্যা।
১ম	ব্রহ্মপুরাণ ...	১০০০০
২য়	পদ্মপুরাণ ...	৫৫০০০
৩য়	বিষ্ণুপুরাণ ...	২৩০০০
৪র্থ	বায়ুপুরাণ (শিবপুরাণ স্থলে) ...	২৪০০০
৫ম	ভাগবত পুরাণ ...	১৮০০০
৬ষ্ঠ	নারদীয় পুরাণ ...	২৫০০০
৭ম	মার্কণ্ডেয় পুরাণ ...	৯০০০
৮ম	অগ্নিপুরাণ ...	১৫০০০
৯ম	ভবিষ্য পুরাণ ...	১৪০০০
১০ম	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ...	১৮০০০

১১শ লিঙ্গপুরাণ ... ১১০০০
১২শ বরাহপুরাণ ... ২৪০০০
১৩শ স্কন্দপুরাণ ... ৮১০০০
১৪শ বামনপুরাণ ... ১০০০০
১৫শ কূর্ম্মপুরাণ ... ১৭০০০
১৬শ মৎস্যপুরাণ ... ১৪০০০
১৭শ গরুড়পুরাণ ... ১৯০০০
১৮শ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ... ১২০০০

মোং ৩, ৯৯, ০০০
সমুদায় পুরাণ অতিরিক্ত—১, ০০০
মোট...৪,০০০০০।
(ক্রমশঃ

মুষ্টিযোগ।

চর্ম্মপীড়া।

১। কাঁচা হরিদ্রার সহিত কালমেঘের পাতা বা নিমপাতা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়।

২। দধি ও মূলার বীজ বা পুরাতন তেঁতুলের জল কিম্বা যবক্ষার ও গন্ধক সমভাগে সর্ষপ-তৈলসহ অথবা ঘসা চন্দনে সোহাগার খই মিশাইয়া মাখিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

৩। কচি বাসক পাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া লেপ দিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৪। নারিকেল তৈল অল্প পরিমাণে গাঁজা ও চালমুগরার ফলের খোসা দিয়া আগুনে খুব ফুটাইতে হইবে। অনন্তর গরম থাকিতে থাকিতে মাখিলে চুলকানি ও খোস ভাল হয়।

৫। পোড়া ঘায়ে নারিকেল তৈল দিয়ে আরোগ্য হয়, কিন্তু ক্ষতস্থান প্রায় ধবলের ন্যায় সাদা হইয়া যায়।

৬। কুঁচ ও চিতামূল একত্র পেষণ করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক কিছুদিন প্রলেপ প্রদান করিলে ধবল নিবৃত্ত হয়।

৭। কালকাসেন্দার শিকড় হুঁকার জলে বাটিয়া দাদে দিলে, দাদ আরোগ্য হয়।

৮। সোমরাজ বীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত দিবসে দুই বার সেবন করিয়া কেবল দুগ্ধ পান দ্বারা দিন অতিবাহিত করিলে কুষ্ঠ-রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

৯। চালমুগরার তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হয়।

১০। আকন্দের আঠা, মনসা শিজের আঠা, চিতার মূল, হরিদ্রা, মরিচ, ঝুল, কচি দুর্ব্বার সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

১১। গাত্রে গোমূত্র মাখিলে চুলকানি ভাল হয়।

১২। শ্বেত চন্দন বাটিয়া তাহাতে তেঁতুল

গুলিবে, এই তেঁতুল গোলা চুলকানি-নাশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

১৩। সাদা কুঁচ মধুর সহিত পিষিয়া মস্তকে লেপন করিলে টাক-দোষ নিবারিত হয়।

১৪। বটের আটা লাগাইলে পা-ফাটা আরোগ্য হয়।

১৫। শ্বেত চন্দন জলে ঘষিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া, নাটা-বাজের শাঁস ভেরাণ্ডা তৈলের সহিত বাটিয়া, কিম্বা কৃষ্ণ জিরা বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে জলদোষের পীড়ার শান্তি হয়।

১৬। পানের বোটায় কলিচুণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিলে ঘর্ষণ করিলে উহা শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয়।

১৭। শোধিত গন্ধক এক তোলা, গেঁটে কড়ির ভস্মের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধ ছটাক গর্জ্জন তৈলের সহিত মাড়িয়া, সপ্তাহ কাল দুই বেলা উত্তমরূপে মালিষ করিলে যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, আরাম হয়। *

১৮। কাগজে ঘৃত ও শোধিত গন্ধক মাখাইয়া তাহা প্রদীপের শিখায় ধরিলে টস্ টস্ করিয়া যে রস পড়ে, শরীরের ক্ষত-স্থান সকল উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এই গরম ঘৃত প্রত্যহ একবার করিয়া তিন দিবস লাগাইবে। প্রথম দিনে বেদনা সারে, পরে পাঁচড়া শুষ্ক হয়। (ক্রমশঃ)।

* [illegible] সম্পাদকের পিতাঠাকুর ৺ দীননাথ দত্ত মহাশয় এই ঔষধ দ্বারা বিস্তর লোকের দাদ আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধটী তাঁহারই আবিষ্কৃত।

ভীষণ ক্রীড়া।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে সারকাস্, থিয়েটার, মল্লযুদ্ধ এবং ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের উপকরণ আছে। প্রাচীন কালে রোমীয় নরনারীগণ এক ভীষণ আমোদ উপভোগ করিতেন। সেই ভয়ঙ্কর আমোদের বিবরণ পাঠ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

রোমনগরে এক সুবিস্তৃত রঙ্গ-ক্ষেত্র ছিল। তাহার চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত, তন্মধ্যে চারি দিকে ক্রমনিম্ন পদ্ধতি অনুসারে বসিবার আসন স্থাপিত। তৎপরে লৌহ রেলিং। সেই রেলিং ঘেরা স্থানের মধ্যস্থল ক্রীড়াক্ষেত্র।

এই রঙ্গক্ষেত্রে নানা প্রকার খেলা হইত; কিন্তু সকল খেলাতেই পশু ও নরশোণিতে রঙ্গভূমি প্লাবিত হইত, কখন কখন তরবারী ও বড়শা লইয়া মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত, তাহাতে কখন উভয় যোদ্ধা হত, কখন বা এক জন হত, অপরে আহত হইত। দ্বিতীয় প্রকার খেলা পশুতে পশুতে—সিংহে

ব্যাঘ্রে অথবা সিংহে সিংহে। ইহার ফলও ঐরূপই হইত। তৃতীয় প্রকার খেলা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই খেলা পশুতে ও মানুষে হইত। অস্ত্রধারী বীর-পুরুষ সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইত। দুই একবার আক্রমণের পরেই আক্রমণকারী পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইত। এই সকল যোদ্ধা গ্লাডিয়েটার বলিয়া অভিহিত হইত।

এইরূপে জীবন দান দ্বারা রোমীয়-গণের হর্ষ উৎপাদনের জন্য তিন শ্রেণীর হতভাগ্য লোক আদিষ্ট হইত। যাহারা রোমে ক্রীতদাস ছিল, যাহাদের জীবনের মূল্য কয়েকটী রজত মুদ্রা মাত্র, যাহাদের সংসারে বন্ধু বান্ধব কেহ নাই—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন নাই, যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একখানি হস্তও উত্তোলিত হইত না, প্রভুর কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ উৎপাদন করিলে যাহারা প্রাণে বিনষ্ট হইত, সেই চির-হতভাগ্য ক্রীতদাসগণ রঙ্গক্ষেত্রে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে, কখন বা পরস্পরের তরবারীর মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দর্শকদিগের আনন্দ উৎপাদন করিত।

অপর শ্রেণীর লোক এইরূপে সংগৃহীত হইত;—বলদৃপ্ত রোমীয়গণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলে বিজিতদিগকে বন্দিভাবে রাজধানীতে আনয়ন করিত। এই বন্দীদিগকে কখন কখন রঙ্গক্ষেত্রে পশুর সহিত, কখন বা অপর গ্লাডিয়েটারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত।

তৃতীয়, যাঁহারা স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদিগকে কখন কখন রঙ্গস্থলে আনিয়া ক্ষুধিত সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই নিরীহ ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ হিংস্র পশু কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইতেন।

রোমের সুবিশাল ক্রীড়াভূমি যে কত নির্দ্দোষ নরশোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিবেন?

রোম-সম্রাট থিওদোসিয়সের পরলোক-গমনের পর তদীয় পুত্র আর্কাদিয়স ও হনোরিয়স ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। রোমসাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বদেশের রাজা হইলেন আর্কাদিয়স এবং পশ্চিম বিভাগের রাজা হইলেন হনোরিয়স। শেষোক্ত সম্রাটের সহিত অসভ্য গথজাতীয় যুদ্ধ-বীর আলারিকের ভয়ানক সমর হয়। এই যুদ্ধ উত্তর ইটালীতে হইয়াছিল। এই মহাসমরে রোমক বীরগণই জয় লাভ করিল। এই সংবাদ যখন রাজধানীতে পঁহুছিল, তখন নাগরিক-গণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ হইতে নিরন্ন শ্রমজীবীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যখন বিজয়-আনন্দে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই আত্মহারা, তখন তাহাদের প্রিয় রঙ্গভূমির প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। এই আনন্দের দিনে কি রোমীয় পুরুষ রমণীগণ রঙ্গভূমির আনন্দ

উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন? "রঙ্গভূমি, রঙ্গভূমি" বলিয়া সকলে অস্থির হইয়া উঠিল।

সম্রাট-পরিবারও প্রজাগণের সেই আকাঙ্ক্ষায় যোগদান করিলেন। সম্রাট অবিলম্বে বিশেষভাবে রঙ্গক্রীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। দলে দলে প্রকাণ্ডকায় ভীষণদর্শন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ব্যাঘ্র ও সিংহ আনীত হইল। শত শত দাস এবং খ্রীষ্টানদিগকে আনিয়া আবদ্ধ করা হইল। নিরূপিত দিবসে রঙ্গস্থল দর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল।

পাঠক, ঐ দেখ সুসজ্জিত ডিম্বাকৃতি রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেশভূষায় সুশোভিত বিলাসপরায়ণ রোমীয় নরনারীগণ খেলা দর্শনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলের মুখে হাসির হিল্লোল উঠিয়াছে। কতক্ষণে খেলা আরম্ভ হইবে, তজ্জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্বও তাহাদের অসহ্য। অদ্য এই অসংখ্য দর্শকদিগের মধ্যে একজন নূতন দর্শক আসিয়াছেন। কেবল তাঁহারই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। ইঁহার নাম টেলিমেকাস, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী।

টেলিমেকাস জ্বলন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি। তাঁহার শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ। পরিধানে সামান্য বস্ত্র। কিন্তু তাঁহার শরীর ও মুখ দিয়া যেন ধর্ম্মের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিলে ইহ সংসারের লোক বলিয়া মনে হয় না। সেই বিলাসপরিশূন্য দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীকে লক্ষ লক্ষ রোমবাসীদিগের মধ্যে চিনিয়া লওয়া যায়। তিনি আসিয়া মহাদেশের কোনও স্থানে সাধন ভজন ও প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। অনেক দিন হইতে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, "আমোদ প্রমোদের জন্য রোমীয়গণ রঙ্গভূমিতে রক্তপিপাসু হিংস্র জন্তুর মুখে ক্রীতদাস, বিজিত এবং খ্রীষ্টানদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং মল্লগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া জীবন নাশ করে। দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া হাস্য করে, আনন্দধ্বনি করে।" টেলিমেকাস রোমকজাতির এবম্বিধ ভয়ঙ্কর আমোদের কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন এবং এই দুষ্কার্য্য হইতে রোমকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

টেলিমেকাস রাজা নহেন—পার্থিবশক্তিসম্পন্ন লোক নহেন—দণ্ডায়মান হইবার একটু স্থানেরও তিনি অধিকারী নহেন। তিনি কি উপায়ে প্রবল পরাক্রমশালী রোমানদিগের এই ভয়ানক কুপ্রথা নিবারণ করিবেন? সত্য বটে, তিনি এ সকল পার্থিব সম্পদের অধিকারী নহেন; কিন্তু তাঁহার এক মহাশক্তিশালী সহায় আছে, তিনি সেই সহায়বলে পাপ পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন। প্রার্থনাই তাঁহার পরম সহায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসই তাঁহার সম্পদ এবং প্রেমই

তাঁহার অস্ত্র। টেলিমেকাস এবম্বিধ আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্।

তিনি রোমবাসীদিগের কল্যাণের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ ব্যাকুল হইলেন যে, আসিয়া অঞ্চলে থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে একাকী পদব্রজে রোম নগরে যাত্রা করিলেন। কোনও প্রতিবন্ধকই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

পাঠক ঐ দেখ—রোমের রঙ্গভূমিতে ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেখ একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসকে তরবারী-হস্তে ক্রুদ্ধ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রীড়াস্থলে প্রেরণ করা হইল। দেখিতে দেখিতে গভীর গর্জ্জন করিয়া সিংহ আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইল। নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে তাহার দেহ শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ শোন চারিদিক হইতে নরনারী আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঐ দেখ, একদল মল্ল পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া শোণিতে দূর্ব্বাক্ষেত্রকে সিক্ত করিল; কয়েক জন আহত, কয়েক জন হত হইল; ঐ শোন আবার করতালিধ্বনি। ঐ দেখ, কয়েকজন খৃষ্টভক্তকে মুক্ত সিংহের নিকট উপস্থিত করা হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহাদের দেহ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল—দর্শকগণ আনন্দে অধীর! কি আমোদ! কি খেলা! কি ভীষণ ব্যাপার! যাহার হৃদয় আছে, প্রাণ অছে, মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কি এই দৃশ্য দেখিতে পারেন?

টেলিমেকাস স্থির থাকিতে পারিলেন না, এক লম্ফে রঙ্গস্থলের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া সকলকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। "তোমাদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, এই ভয়ঙ্কর আমোদ পরিত্যাগ কর। মনুষ্য জীবনের মূল্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, তোমাদের খেলিবার জন্য এ জীবন হয় নাই, তোমরা বিরত হও, বিরত হও।" তিনি খেলিবার জন্য আদিষ্ট লোকদিগকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে রঙ্গস্থল হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টাতে সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল সন্ন্যাসী সবলে সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দর্শকগণের সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। সকলে দেখিতে পাইল, একজন অতি কৃশাঙ্গ লোক রঙ্গস্থলে আসিয়া খেলার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। অমনি সহস্র কণ্ঠ কুপিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "উহাকে মারিয়া ফেল। ও কে—খেলিতে বাধা দিতেছে? শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল।" চীৎকারধ্বনির সহিত শিলা-বৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা খণ্ড টেলিমেকাসের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে রোমীয়গণ, তোমরা আমার প্রাণ নষ্ট কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এমন

খেলা খেলিও না, তোমাদের পায়ে ধরি।” চতুর্দ্দিকস্থ চীৎকারধ্বনির মধ্যে তাঁহার কথা বিলীন হইয়া গেল।

দর্শকগণ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, হাতের কাছে যে যাহা পাইল, তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। সহস্র আঘাতে সাধুর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। প্রাণীদিগের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য টেলিমেকাস অদ্য তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। শত্রুর কল্যাণের জন্য শত্রুর হস্তে আত্ম-বলিদান করিলেন।

টেলিমেকাসের জীবন শেষ হইলে উন্মত্ত দর্শকদিগের চিত্ত হঠাৎ শান্ত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা যখন টেলিমেকাসের সাধু সংকল্পের বিষয় অবগত হইল, তখন রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেকে সেই স্থানে আসিয়া অনিমেষনয়নে সাধুর মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা স্তম্ভিত এবং অপ্রতিভ হইলেন সম্রাট হনোরিয়স। তিনি স্বীয় কুকর্ম্মের ফল বিশেষরূপে অনুভব করিলেন। তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। তিনি সেই রঙ্গস্থলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই ভীষণ খেলা একেবারে রহিত করিয়া দিবেন। উপস্থিত দর্শকদিগের মনেও এই ভাব জাগ্রত হইল। অচিরে টেলিমেকাসের আত্মত্যাগের ফল ফলিল—রোমরাজ্য হইতে গ্লাডিয়েটার খেলা একেবারে উঠিয়া গেল।

যে রঙ্গস্থল নর ও পশুশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইত, অতঃপর সুশ্যাম নব দূর্ব্বাদল সে স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধন্য টেলিমেকাস! তিনি স্বীয় জীবন দান করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করিলেন। একজন লোকের আত্ম-ত্যাগের ফলে একটী জাতি ঘোর পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্তি লাভ করিল। আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন কোনও বিষয়েই সংস্কার হয় না। আপনাকে যিনি ছাড়িতে পারেন, তিনিই পৃথিবী জয় করিতে পারেন। কত রাজা মহারাজ এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের নাম কেহই স্মরণ করে না; কিন্তু এক গরীব সন্ন্যাসী কঙ্কালাবশিষ্ট দেহখানি যে মানব প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে কথা জ্বলন্তভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

বিষামৃত।

বৈয়াকরণেরা যেমন “রামেশ্বর” পদে ত্রিবিধ সমাস কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ “বিষামৃত” পদেরও বহুবিধ সমাস করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে আমরা

উহার কর্ম্মধারয় সমাসজনিত অর্থই গ্রহণ করিব।

কোন কোন ঔষধের শিশির গাত্রে 'poison' এই ইংরাজী শব্দটী লিখিত থাকে। ঐ শব্দের অর্থ বিষ। বিষে প্রাণ নাশ করে,—ঔষধে রোগ নাশ করিয়া নরদেহে স্বাস্থ্য-সুখের উৎপাদন করে। তথাপি সেই ঔষধ বিষ। শিশির গাত্রে লেখা থাকে এই-জন্য যে,লোকে অযথা কালে বা অযথা স্থানে ব্যবহার করিয়া বিষের অনিষ্টকর ফলভোগের অধীন হইয়া না পড়ে এবং 'poison' শব্দে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্ক-তার সহিত ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া শুভ ফল লাভ করে।

যে বজ্রাগ্নি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেই ব্রজ্রাগ্নি মেঘ হইতে নির্গত হইয়া না গেলে জলধর জল বর্ষণ করিতে পারে না এবং সেই জলামৃতের অভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। মেঘ হইতে উদ্ভূত কুলিশানল বিশ্বদাহ করিলেও আমরা সতৃষ্ণ নয়নে সর্ব্বদাই মেঘের আগমনপথ চাহিয়া থাকি। এইরূপ "বিষামৃত" বা মেঘানলের ন্যায় একটী দোমুখো বাস্ত সাপ আমাদের ঘরে ঘরে বাস করিতেছে এবং সেই সাপ লইয়া অমরা প্রায়ই খেলা করিয়া থাকি। আজ এই প্রবন্ধে সেই সাপ ও সাপখেলানর ২।৪টী কথা বলিব।

দম্পতী-কলহ যে গৃহস্থের গৃহে না থাকে, সে গৃহই গৃহে। অনেকে ঐ কলহকে আমোদের বস্তু মনে করিয়া থাকে এবং পাকে চক্রে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া আমোদ দেখে। কিন্তু সাধারণে ঐ কলহকে যত সাধারণ বস্তু মনে করে, আমরা তত সামান্য মনে করি না;—আমরা উহাকেই "বিষামৃত; মেঘা-নল" বা "দোমুখো সাপ' বলিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন, কাল সর্পের বিষদংশনে জীবের প্রাণনাশ হয়, আবার সেই বিষজাত ঔষধসেবনে প্রাণনাশক রোগ নিবারিত হয়। অহিফেণ নামক উদ্ভিজ্জ বস্তু পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া কত রোগনাশ করিতেছে; আবার সেই অহিফেণসেবনে কত ভীষণ হত্যা বা আত্মহত্যার সংবাদ দিন দিন পাওয়া যাইতেছে। পরিপক্ক নিমফল খাইতে অতি মিষ্ট, অনেক পশুপক্ষী তাহা আনন্দে ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। আবার সেই ফল হইতে এমন এক প্রকার তীব্র-তম বিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, তাহার কুশাগ্রস্থ বিন্দু দ্বারা হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তুগণেরও শোণিত বিষদুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রদেশের অরণ্যে এমন এক প্রকার সুখাদ্য ও পুষ্টিকর মূল জন্মিয়া থাকে, যাহা আহার করিয়া তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তি-গণ পরম উপকার লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই মূলের একাংশ ভয়ানক বিষ, তাহা খাইবামাত্র প্রাণনাশ হয়। তৎ-প্রদেশীয় ব্যক্তিগণ তদংশটুকু ত্যাগ করিয়া অনায়াসে ঐ মূল ভক্ষণ করে। এইরূপ

বস্তু কত আছে, আমরা তাহার কতই উল্লেখ করিব?

প্রকৃতির এই অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে ইহাই বোধ হয় যে, যেখানে অমৃত, সেইখানেই বিষ। অথবা যেই অমৃত,—সেই বিষ। হিন্দুপৌরাণিক সমুদ্রমন্থনে এই ভাব নিহিত রহিয়াছে। স্বর্গরাজ্যের শ্রীসম্পাদন, ও দেবগণের বলাধান জন্য যে ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, অসুর-রাজ্যনাশ, ও অসুরগণকে ধ্বংস করিবার জন্য সেই সমুদ্র হইতেই বিষ উত্থিত হইল। আবার সেই বিষের জ্বালায় সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বনাথ তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে যেমন অনেক গুরুতর কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, দম্পতীর প্রণয়-ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত কলহ হইতেও তেমান সাংসারিক অনেক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। আমরা তাই বলিতেছিলাম—দম্পতী-কলহ সামান্য বস্তু নহে।

আকাশ ব্যাপিয়া কাল মেঘের উদয় হইল,—দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িন্মালা খেলিতে লাগিল, মুহুর্মুহু ভীম গর্জ্জনে ত্রিভুবন মুখরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত হইয়া কত প্রাণী, কত তরুলতা, কত গৃহ অট্টালিকা ধ্বংস ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল,—তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে পবন দেবও হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন,—প্রকৃতির ভাব দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সকল উৎপাত মিটিয়া গেল, জগতীতল সুশীতল হইল। এ কি ব্যাপার? ব্যাপার এই শুন। পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইখানি মেঘের অন্তর্গত বিদ্যুতের পরিমাণ যতক্ষণ সমান না হইবে, ততক্ষণ ঐ ব্যাপার চলিবে, যেই তাড়িত-সাম্য সংঘটিত হইবে, সেই বৃষ্টিপাত, সেই পৃথিবী শীতল। এই কথা কয়টী লিখিতে যতটুকু সময় লাগিল, বা ইহা পড়িতে যতটুকু সময় লাগিবে, ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে সচরাচর ততটুকু সময় লাগে না;—তাহাই রক্ষা। সেইরূপ দম্পতীর "একাত্মতা" সম্পাদন জন্য দম্পতী-কলহ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ বা যতদিন এই একাত্মতা সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ বা ততদিন কলহ চলে;—ঐ কার্য্য হইয়া গেলে আর কলহ থাকে না। তখন সংসার-সমুদ্রের উপর নিরন্তর সুগন্ধি সুশীতল মলয়ানিল বহিতে থাকে। তখন গার্হস্থ্য-গগনে সুধাবর্ষী রাকা শশীর উদয় হয়; তখন দম্পতীর জীবনতরঙ্গিণীতে আনন্দলহরী খেলিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, দম্পতী-কলহ বড় সামান্য বস্তু নহে।

দম্পতী-প্রণয় যে স্থলে যত অধিক; কলহও সে স্থলে ততই অধিক হইয়া থাকে। কেন না পরস্পর প্রণয়শীল দম্পতীই উভয়ে একাত্মক হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। যতক্ষণ একাত্মতার অভাব থাকিবে, অসম-

তাড়িত মেঘের ন্যায়, দম্পতীর মধ্যে ততক্ষণ ঘোর ঘটায় কলহ চলিবে। অনাহার, অনিদ্রা, গৃহকার্য্যে ও শিশু-পালনাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্য, উভয়ে কথা কাটাকাটি, ইত্যাদি কতই হইবে। ইহা অপরের পক্ষে আমোদ ও কৌতুককর বটে, কিন্তু দম্পতীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রণয়শীল দম্পতীর পরস্পর কলহের ন্যায় কষ্টকর ঘটনা, বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই নহে। যতক্ষণ কলহ চলে, ততক্ষণ স্ব স্ব জীবন পর্য্যন্ত ভারবহ ও অকিঞ্চৎকর বোধ হয়। তবে রক্ষা এই যে, দম্পতীকলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় মহাড়ম্বরের সংক্ষিপ্ত উপসংহার শীঘ্রই হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অল্পক্ষণেই সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়।

প্রত্যেক বস্তুর আকার, প্রকার, স্বভাবাদি বিভিন্ন হওয়াই, এ জগতের অনুপম বৈচিত্র এবং সৃষ্টির অন্যতম মূলতত্ত্ব। "বহুশ্চামঃ" এই শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ। এজন্য দম্পতীর মধ্যে সম্যক্‌রূপে একাত্মতা সম্পাদন প্রায় ঘটে না,—ঘটিতেও অনেক সময় লাগে। যত দিন ঐ সম্পাদনা ক্রিয়ার শেষ না হয়, তত দিন উভয়ের মনে এক একটী উদ্বেগ ও অভিমানের উদয় হইয়া কলহ উৎপাদন করে। "এ বিষয়ে আমার এই মত,—কিন্তু তাঁহার অন্যরূপ। যদি এ বিষয়ে মতভেদ হইল, তবে সে বিষয়ে ত মতভেদ হইবেই। তাহা যদি হয়, তবে অমুক বিষয়েই বা মতভেদ না হইবে কেন? তবেই দেখিতেছি, আমার মনের গতি এক দিকে, তাঁহার অন্য দিকে। যদি দুই জনে এক পথে যাইতে না পারিলাম, তবে ভালবাসা কোথায়? যদি উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসাই না থাকিল, তবে জীবনই বিফল।" দম্পতীর মধ্যে এই প্রকার একটী বিচারবাদ, অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ অবস্থান করে। দম্পতী-কলহ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেলে এবং শীঘ্র না মিটিলে, অন্যতরের গৃহত্যাগ, আত্মনাশ, প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার সকলও সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্যই দম্পতী-কলহকে "দোমুখো" সাপ বলিয়াছি, যাহার এক মুখে অমৃত,—এক মুখে বিষ!

ঐ অমৃত পান করিতে হইবে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরা হইবে না। এই জন্য দম্পতী-কলহ হওয়া ভাল, কিন্তু থাকা ভাল নহে। অতএব কিরূপে দম্পতী-কলহ করিতে হইবে, এক্ষণে সেই শিক্ষাটী দিতে পারিলেই, এই প্রবন্ধের উপসংহার হয়। এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ের দায়িত্ব বামাবোধিনী সম্পাদক নিজের স্কন্ধে রাখিতে ইচ্ছা করেন না। তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পারিবারিক প্রবন্ধ" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

বিবাদটী মিটিয়া গেল, অভিন্ন-

হৃদয়তা সাধিত হইলে, কাল বৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল, ছাড়িলে, তাড়িতের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা,—কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে! দম্পতী-কলহের এই চরম ফলটী বড়ই মধুর! এই ফল পাইবার জন্য "সুবোধ, দান্তস্বভাব পুরুষের" প্রতি বক্তব্য,—

(১) আপনাদিগের মতভেদ, অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না।

(৩) যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না।

(৪) (কলহকারিণী পত্নীর নিকট হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিও না। দম্পতী-কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্ত-কর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ-ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোনও কাজ করা হইতে পারে না; অপর কাহারও সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া দাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পারে না, বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাচটি নিয়মই অতি গুরু-তর; বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী এবং তাহার শেষভাগের কথাটি সকল নিয়মের সার নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরস ও সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী-কলহের পরি-সমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা সরসতার লক্ষণ—দুই চারি বার বিদ্যুৎপ্রকাশের পরে বৃষ্টি—জগতীতল শীতল!"

রত্ন।

(৩৭০ সংখ্যা ২১২পৃষ্ঠার পর)

সর্পমণি বা ফণিমুক্তা।

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না।

"ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগদৃপ্তাঃ
শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃ পৃথিব্যাম্।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ।"

যে সকল সর্পের মস্তকে রত্ন হয়, তাহারা আপনার বিষবেগে উগ্রস্বভাব হয়। ইহারা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে

কখন কখন এইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

লক্ষণ।

"ফণিজং বর্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, বর্তুলাকার অর্থাৎ গোল, নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। অপুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাসুকি-বংশীয় সর্পের মুক্তা দেখিতে পায় না, সুতরাং ফণিজাত মুক্তা তাহাদের নিকট দুর্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ, যথা—

শৃগালকোলামলকেলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু
চতুর্বিধাস্তে।
স্যুর্ব্রহ্মবাহুস্তববৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ
প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥

শৃগালকোল—শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড় হয়। আমলকী-প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ-পরিমিতও হয়। কুলফলের মতও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা চারি জাতি সর্পে জন্মে। ইহারা সকলই প্রশস্ত।

ফলশ্রুতি।

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা।
রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্॥
তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি।
মুক্তাফলস্যাস্য বিধারণেন॥"

ধন, রত্ন, রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণি-মুক্তাফল ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজ বৃদ্ধি হয়।

মীনজ মুক্তা।

মৎস্যবিশেষের মুখপ্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকেই মীনমুক্তা কহে।

পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্।
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু নাতিসূক্ষ্মম্॥
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ যে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥

পাঠীন মৎস্য—রোহিত মৎস্য, বাটা-মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ, সুগোল, লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা ও নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে, এবং এই সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্য প্রদেশে বাস করে।

লক্ষণ।

গুঞ্জাফলসমস্থৌলং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলা পুষ্পসঙ্কাশং অল্পকান্তিসুবর্ত্তুলম্॥

তিমিমৎস্যজাত মুক্তা সকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়; লঘু অর্থাৎ হালকা; পাটলা পুষ্পের ন্যায় ইহার কান্তি, কিন্তু দ্যুতিচ্ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীনমুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে, কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকাতে তদুৎপন্ন মুক্তারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে।

"বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্তপ্রকৃতয়ো মীনাঃ সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সাত প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাফলও সাত প্রকারের হয়।

লঘিষ্ঠমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
শুক্লং গুরু কফোদ্রেকাৎ বাতপিত্তান্মৃদুর্লঘু ॥
বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজমর্দ্দকম্।
সর্ব্বলিঙ্গ প্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে।
একজাঃ শুদ্ধাঃ প্রোক্তা স্তথা বৈ সান্নিপাতিকা ॥

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ। পিত্ত প্রাধান্যে মৃদু ও ঈষৎ পীতাভ। কফের বাহুল্যে গুরু ও শ্বেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল ভাবাক্রান্ত এবং লঘু। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থূলত্ব-গুণযুক্ত। পিত্তশ্লেষ্মজাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য। এক একটী ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, যদি সকল চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সান্নিপাতিকজ বলা যায়। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ ও একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক। (ক্রমশঃ)।

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৬৬ সংখ্যা ৭৯ পৃষ্ঠার পর)

যদি একটী গোলাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা খানিক দূর গিয়া স্থির হইবে। যেরূপ বলে উহাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা হইয়াছিল, যদি সেই বলের সহিত উহাকে আবার উত্তরাভিমুখে চালিত করা যায়, এবং পথে উহা কোন বাধা না পায়, তবে উহা নিঃসন্দেহই পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইবে। যদি সমকালে দুটী সমান বিপরীত বল কোন বস্তুতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা কোন দিকেই চালিত হইবে না। কিন্তু ঐ দুইটী বিপরীত বলের মধ্যে যদি একটী অন্যটী অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ন্যূন বলের দিকে ধাবিত হইবে। মনে কর, কোন বস্তু এরূপ উত্তরাভিমুখ বলে চালিত হইল যে, বাধা না পাইলে উহা উত্তর দিকে ৫০ হাত যাইবে, কিন্তু ঐ সময়েই যদি উহাতে ১০ হাত পরিমিত (অর্থাৎ বেগে চালিত হইলে ১০ হাত যাইতে পারে, এরূপ) একটী দক্ষিণাভিমুখ বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ৪০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। যদি ২০ হাত বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ৩০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতেছে যে, কোন বস্তুতে একটী বল প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণে উহাতে বিপরীত বল প্রয়োগ করা যায়, সেই পরিমাণে প্রথম বলের হ্রাস হয়। এখন জলের তরঙ্গ কেন ক্রমশঃ হ্রাস হয় দেখা যাউক। লোষ্ট্রবেগে জলের তরঙ্গ উত্থিত হয়। ঐ বেগ চতুর্দ্দিকে সমত

অগ্রসর হয়, জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে ততই প্রতিঘাত অর্থাৎ বিপরীত বল প্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং ক্রমেই ঐ বেগের হ্রাস হইয়া তরঙ্গ মৃদু হইয়া পড়ে। ধ্বনিপ্রবাহেরও ঠিক্ এই অবস্থা। উহা যত প্রসারিত হয়, ততই উহার বেগের হ্রাস হয়। সুতরাং ধ্বনিরও স্থূলতার হ্রাস হয়। কত পরিমাণে স্থূলতার হ্রাস হয়, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। এক হাত ব্যাসের বৃত্তে যত বায়ু থাকে, দুই হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার চতুর্গুণ বায়ু থাকে, তিন হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার নয়গুণ থাকে। এইরূপ ৪ হাত ব্যাসের বৃত্তে ১৬ গুণ এবং ৫ হাত ব্যাসের বৃত্তে ২৫ গুণ ইত্যাদি। বৃত্ত ক্ষেত্রের কালির নিয়ম দেখিলেই ইহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। সুতরাং একহাত দূরগামী ধ্বনি যে পরিমিত বায়ুতে প্রসৃত হয়, ২ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার চতুর্গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। ৩ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ৯ গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। এইরূপ ৪ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ১৬ গুণ এবং ৫ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ২৫ গুণ ইত্যাদি। এক হাত দূরগামী ধ্বনি অপেক্ষা ২ হাত দূরগামী ধ্বনি ৪ গুণ লঘু হইবে, ৩ হাত দূরগামী ৯ গুণ লঘু, ৪ হাত দূরগামী ১৬ গুণ লঘু, এবং ৫ হাত দূরগামী ২৫ গুণ লঘু ইত্যাদি। ইহা হইতে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে ধ্বনির হ্রাস হয়। যদি এক হাত প্রসারিত কোন ধ্বনিকে ৪ বলিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে তাহা দুই হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে। যদি কোন এক হাত প্রসারিত ধ্বনিকে ৯ বলিয়া ধরা যায়, উহা ৩ হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় উন্নতি।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, রাজ্যতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপুঞ্জেরই অনুসারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও ক্রমে নিকৃষ্টভাবাপন্ন হয়; প্রজাগণ উৎকৃষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। রাজা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, প্রকৃতিবর্গ সাধু ও সদাশয় হইলে এক দিন না এক দিন রাজাকে সাধু ও সদাশয় হইতে হইবে—এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাঁহাকে প্রজার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে;

কিন্তু যাহাদের অন্তরে স্বাধীন ভাবের স্রোত প্রবাহিত নহে, যাহারা আত্মাবলম্বনে উদাসীন ও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, রাজ্যতন্ত্রে তাহাদের স্বাধীনতা থাকা না থাকা একই কথা। স্বেচ্ছাচারী রাজার দাসত্ব কষ্টকর ও অনর্থের হেতু হইলেও অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি-সমূহের দাসত্ব করা অপেক্ষা উহা সমধিক ভয়ঙ্কর নহে। যাঁহাদের স্বাধীনতা কেবলমাত্র রসনা-প্রণয়িনী হইয়া অন্তগত হয়, যাঁহাদের স্বাবলম্বনের লেশমাত্র নাই, ঘৃণিত পারতন্ত্র্য-বুদ্ধি যাঁহাদের অন্তরাত্মাকে নীচ ও তেজঃশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের জাতি কিরূপে স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে? হয় ত তাঁহারা জ্ঞানালোকে নিজের কর্ত্তব্যগুলি বুঝিলেন, কিম্বা বিদ্যাবলে সেই বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে পরমুখ চাওয়াটি নহিলে কোনক্রমে অগ্রসর হইতে পারেন না। স্বার্থপরতাদি-নীচ-প্রবৃত্তি পরতন্ত্রতা যেন তাঁহাদের মস্তকে পদাঘাত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল কয়েকজন বীরপুরুষের দ্বারা হয় নাই, অবশ্যই উহাতে সাধারণের সহায়তা আছে। সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীরুস্বভাব হইলে কি সেনানী দ্বারা এতদূর সম্ভবে? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি সাধারণ্যে উৎকট থাকাতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে সাধারণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে। আমরা ইংরাজগণকে আজ যে সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা সাধারণের প্রধান প্রধান গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বনে অবস্থান স্থান হইতে মহোচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে, কেহ পণ্যালয় হইতে, কেহ ভূগর্ভ হইতে, কেহ কর্ম্মকারের ভস্মাস্থান হইতে, কেহ চর্ম্মকারের কুটীর হইতে কেবল আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণে বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

খ্যাতনামা সেক্সপিয়রের জন্ম কেহ ঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু ইনি যে দরিদ্রসন্তান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সূতাকলের সৃষ্টিকর্ত্তা সার রিচার্ড আর্করাইট ও লর্ড টেণ্টরডন ক্ষৌরকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; দৈনন্দিন শ্রমোপজীবীর গৃহে, ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলি, প্রধান পোত-নাবিক কুক ও কবি বরনসের জন্ম হয়। বেন জনসন্ রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন, ইনি অঙ্গরক্ষাতে একখানি পুস্তক ও হস্তে কর্ণিক লইয়া লিন্কনের পান্থ-গৃহ নির্ম্মাণ

করিতেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড টেল্‌ফোর্ড, ভূতত্ববেত্তা হফ্‌ মিলর ও বিখ্যাত ভাস্কর আলান্‌ ক্যানিংহাম ও ঐ বংশোদ্ভব গণিতবিদ্যাবিশারদ সাম্‌সন্‌, ভাস্কর বেকন্‌, আডাম্‌ ওয়াকর, জন ফষ্টর, পক্ষি-বিদ্যাবিশারদ উইলসন্‌, দেশভ্রমণকারী বিখ্যাত মিশনরি ডাক্তার লিভিংষ্টোন ও সুকবি টানাহিল প্রভৃতি মহাযশাগণ তন্তুবায়গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সামুদ্রিক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান ক্লাউড্‌স্‌লি সভল্ল, বৈদ্যুৎ-বিদ্যাবিশারদ ষ্টরজিয়ন, প্রধান রচনাকর্ত্তা স্যামুএল ব্রিউ, ত্রৈমাসিক সমাচারপত্র-লেখক গিফোর্ড, কবি ব্লুমফিল্ড, মিসনরি উইলিয়ম কেরি ও মরিসন্‌ প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাত্মাগণ চর্ম্মকারগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। টমাস্‌ এডওয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি জুতার দোকানে থাকিয়া পদার্থবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিখ্যাত চিত্রকর জ্যাক্‌সন এক সূচিজীবীর দোকানে কর্ম্ম করিতেন। মহাসাহসী সামুদ্রিক নাবিক আড্‌মিরাল হবসন্‌ও ঐ শ্রেণীভুক্ত। কার্ডিন্যাল উল্‌সি, গ্রন্থকার ডি ফো এবং কবি আফিল্মাইড ও কর্ক হোয়াইট মাংস-বিক্রেতার সন্তান। গ্রন্থকার বেনিয়ান: কাঁসারির সন্তান ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষক জোজেফ্‌ ল্যাঙ্কাষ্টর ঝুড়ি বোনা ব্যবসায় করিতেন। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার-ব্যাপারে যাঁহাদের নাম [illegible]ত আছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা নিউকোমন কর্ম্মকার ছিলেন। ওয়াট গণিত-সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন এবং ষ্টিফেন্‌সন্‌ কলের অগ্নি প্রজ্বালনে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা হন্টিংডন প্রথম অবস্থায় কয়লার কাঁড়ি দিতেন। কাচের ছাঁচের জন্মদাতা রিউইক্‌ কয়লার খনিতে কার্য্য করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ডডসলি পদাতিক এবং হলক্রফট্‌ ঘোড়ার সইস ছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র-অধ্যাপক মাইকেল ফ্যারাডে সামান্য কর্ম্মকারের সন্তান ছিলেন। স্কটলণ্ডের উত্তর প্রান্তে থরসো নামক স্থানে রবার্ট ডিক্‌ নামে এক ব্যক্তি পূপকারের দোকানে থাকিয়া অসামান্য ভূতত্ববেত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের প্রাকৃত সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই নীচবংশীয় দরিদ্রের সন্তান। এই সভার সভ্য মৃত ব্রদরটন প্রথম অবস্থায় তুলা-কলের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং একজন তন্তুবায়-সন্তান ঐ সভার সভ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ পোতাধিকারী মাষ্টার ডবলিউ এস লিণ্ডস্‌ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়া সংসারপথের পথিক হয়েন। পরে স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে এ সভার সভ্য হইয়া সম্মান লাভ করেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত উন্নতি না হইলে স্বজাতির উন্নতি লাভের উপায় নাই; আর এই ব্যক্তিগত উন্নতির জীবন সচ্চরিত্রতা, স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ, অধ্যবসায়,

স্বাধীন চিন্তা। এই উপকরণগুলি নহিলে ব্যক্তিগত উন্নতির জন্ম হয় না এবং ব্যক্তিগত উন্নতি নহিলে সমষ্টিগত উন্নতির আশা কোথায়? সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতির আশা ভরসা নির্ভর করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব স্বদেশানুরাগীমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য, যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতিলাভ হয়, তাহার চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করা। শ্রীকু, রা।

নূতন সংবাদ।

১। কুমারটুলির হত্যাকাণ্ডের নায়ক অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। ৫ জন ইংরাজ ও ৪ জন দেশীয় বিশেষ জুরি লইয়া বিচার হয়। জুরিরা একবাক্যে আসামীকে হত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাতে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া দেব ও অতিথি সেবাদির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

৫। চীনদেশে নাকি কন্যাবিক্রয়ের প্রথা অত্যন্ত বলবতী। অতি সামান্য মূল্যে বালিকাগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে। এক একটী বালিকার মূল্য ৩৪ শিলিং মাত্র।

৪। সম্প্রতি ডেনমার্করাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স চার্লসের সহিত আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের কন্যা প্রিন্সেস মডের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

৫। পঞ্জাবের একটী প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-গৃহে একটী বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৬। বোম্বের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৮ জন খৃষ্টান, ৩০ পারসী, ৩ হিন্দু এবং একজন ইহুদী।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নারীরত্নমালা (সচিত্র)—শ্রীবৈকণ্ঠনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে ছবির সহিত বিদেশীয় ১১টী এবং দেশীয় ৩টী আদর্শ মহিলার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার চরিত পাঠে কে না আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন? অন্যান্য বিদেশীয়া রমণীরাও বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর-জননী হিন্দু গৃহের লক্ষ্মী, তরুদত্ত প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি এবং রমাবাই নারীহিতব্রতে

আত্মোৎসর্গকারিণী। পুস্তকখানি অতি-সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা একখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। আমাদের লুর্দ্দের কর্ত্রী—পিতা এচ,এম,বোত্তেরো প্রণীত,মূল্য ৷৷৴০ আনা। এই পুস্তকে কুমারী বার্ণাদেত্তা-নাম্নী এক ফরাসী বালিকার অলৌকিক দর্শনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্তের "কমলে কামিনী" দর্শনের কথা মনে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক্ খ্রীষ্টানেরা দেবলীলায় বিশ্বাস করেন। পুস্তকখানির ভাষা পূরা খৃষ্টানী নহে এবং তজ্জন্য ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গনারীগণ আনন্দিত হইতে পারিবেন।

৩। শকুন্তলা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।৴ আনা। কবিবর কালি-দাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা যতদূর সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় লিখিত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে এবং পুস্তকখানি অনেকগুলি লিথোগ্রাফি ছবিদ্বারা সুশোভিত। পাঠিকা-দিগকে পুস্তকখানি এক এক বার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৪। দেহতত্ত্ব—শ্রীকেদারনাথ কুলভি প্রণীত। ইহাতে দেহ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে,বিজ্ঞানসমন্বিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে ইহার মীমাংসা সকল প্রতি-ষ্ঠিত। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়-বিধ শাস্ত্রের সারতত্ত্ব ইহাতে আছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী এবং ইহাতে যোগমার্গ-সম্মত যে সকল নিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়।

৫। কবিতা মুকুল, প্রথম ভাগ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে ২১টী কবিতা এবং অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। কবিতাগুলি অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। কবিতামুকুল প্রথম পাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে বিদ্যালয় সকলে গৃহীত হইবার যোগ্য।

৬। বালকপাঠ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত,মূল্য ৵১০ আনা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য সরল প্রবন্ধ সকল আছে। পুস্তকখানি তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে পাঠ্য হইতে পারে।

বামারচনা।

কোথা আছি ?

উপরে অনন্ত শূন্য অগণ্য তারকা,
ভূতলে অগাধ সিন্ধু অনন্ত বালুকা।
পার্শ্বে ঘন বন-রাজি, উচ্চ গিরিশ্রেণী,
ব্যাপিয়া অনন্ত দিক্ আঁধার-যামিনী।
সম্মুখে শ্মশান-শয্যা ভীষণ-আকৃতি,
উপরে বজ্রাগ্নি-রেখা বিকট-মূরতি।
এ প্রাণ বাসনা-স্রোতে সদা নিম্নগামী,
মনেতে আশঙ্কা সদা,কোথা আছি আমি ?

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

No. 373. February 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৩ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩০২—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—৬৬ বার্ষিক মাঘোৎসব অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে ছোট লাট সস্ত্রীক সভাপতিত্ব করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন।

নববর্ষের রাজপ্রসাদ—ইংরাজী নব-বর্ষ উপলক্ষে রঙ্গপুরের রাজা বাহাদুর গোবিন্দলাল মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় রাজা বাহাদুর, বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র দাস (সি, আই, ই) ও যদুনাথ রায় রায় বাহাদুর, বাবু নবকৃষ্ণরায় রায় সাহেব, এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন।

মোহনমেলা—কলিকাতার মাণিক-তলায় মল্লিকস্ লজ্ নামক উদ্যানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে দেশীয় বিবিধ শিল্পের প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে অনেক আমোদপ্রমোদেরও আয়োজন হইয়াছিল।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় — ইহার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৮ খৃষ্টান, ৩০ পার্শী, ৩ জন হিন্দু এবং ১ জন ইহুদী রমণী।

দান—(১) মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃ-প্রসাদ গর্গ বাহাদুর শৈওখালিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং বর্ষে বর্ষে ৩০০ টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। (২) বিজয়নগরমের মহা-রাজা লেডী ডফারিণ ফণ্ডে এ বৎসর ২৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গত বৎসর ১০০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

মহীশূরের রাজজননী—ইনি একজন

বিদুষী রমণী ও অশেষ গুণে গুণবতী। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত, ক্যানারীস্, হিন্দুস্থানী ও গুজ্‌রাটী ভাষায় সুপণ্ডিতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সার আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট আর এক বৎসরের জন্য বাইস্ চানসেলার হইয়াছেন। রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, বাবু লালবিহারী মিত্র এবং ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী নূতন ফেলো মনোনীত হইয়াছেন।

নূতন মহাদেশ আবিষ্কার—নরওয়ের নাবিক বর্ক গ্রেভিস্ পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু-দেশে এক নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ অক্ষরেখার ৭৪ অংশের মধ্যে আডেয়ার নামক এক অন্তরীপে অবতীর্ণ হন। তথায় উত্তর মেরু-দেশ অপেক্ষা শীত অনেক কম। তিনি খনি আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বাঙ্গালীর গৌরব—ফরাসী চন্দন-নগর-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি "নাইট সিভেলিয়ার ডিলা লিজন ডি অনর" (knight chevalier de la legion D' Honour) নামক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

ইংরাজদের উল্কীপ্রিয়তা—বিলাতে নাকি বিবিরা উল্কীভক্ত হইয়াছেন, নানা বর্ণের উল্কী পরিতেছেন। পুরুষেরাও কম নহেন। পার্লেমেণ্টের জনৈক সভ্য তাঁহার স্ত্রী ও ৫টী পুত্র কন্যার শরীরে তাহাদের নাম ধামের উল্কী চিত্রিত করিয়া লইয়াছেন।

আশ্চর্য্য গামোছা—এক প্রকার তোয়ালে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা অপরিষ্কার হইলে গন্‌গণে অগ্নিতে ফেলিলে কিয়ৎক্ষণ পরে ধোপার বাড়ীর ইস্ত্রী-করা কাপড় অপেক্ষাও পরিষ্কার হইয়া আসে।

দম্পতী-তরু—সুইজরলণ্ডে এক আইন আছে, তদনুসারে প্রত্যেক বিবাহিত নব-দম্পতীকে বিবাহান্তে স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। বিবাহের দিন পাইন্ ও উইলো বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে হয়। ইহা একটী সুন্দর প্রথা।

রুষ রমণীর উন্নতি ও অধিকার।

অতিদূরদেশ রুষিয়াতে রুষ ভগিনী-গণ দিন দিন নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়া, কেমন উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহার বিবরণ লণ্ডনের কোন এক সাময়িক পত্রে একদিন পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণও তাহা অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া, তাহা সঙ্কলনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। নরনারীর অন্তরাত্মা যখন সেই পূর্ণ জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়,

তখন তাহা আর কোন বাধাবিঘ্ন মানে না এবং কোন বাধাবিঘ্নও তাহার গতি কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হয় না; বরং তন্মধ্য হইতে এমন সকল অনুকূল অবস্থা প্রসূত হয়, যদ্দ্বারা সকল বাধা, সকল বিঘ্ন, সকল অন্তরায় ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে দেখা যায়। দুর্জ্জয় রাজশক্তি, ইচ্ছা সত্বেও, অবলাগণের জ্ঞানার্জ্জনী স্পৃহাকে খর্ব্ব করিতে পারিতেছে না, এ দৃশ্য অতীব মনোহর। রুষরমণীর জ্ঞানোপার্জ্জন প্রবৃত্তি এতাদৃশী বলবতী না হইলে রুষের বর্ত্তমান উন্নতি-স্রোত বহুশতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।

অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে রুষ মহিলা-গণের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অনেক মহাত্মা, সময়ে সময়ে, স্ব-দেশীয় মহিলাবৃন্দের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু রুষ গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধাচরণ করাতে তাঁহারা সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তবে ইহাঁদিগের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মাত্র; তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত ও সেলাই এর কার্য্য শিক্ষাতেই রুষ ভদ্রমহিলার উচ্চ-শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত। মহিলা-বৃন্দের উচ্চশিক্ষাবিধানার্থ এতাবৎকাল কোনও কলেজ ছিল না। স্কুলের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে, সর্ব্বপ্রথমে, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ নগরের মেডিক্যাল কলেজে রুষ রমণীগণ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই জন্য রুষ অবলা-বান্ধবগণকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই সমুন্নত হিন্দুনীতি ও অনুশাসন রুষ গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ইহাঁদিগকে বিশিষ্টরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অব-শেষে গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তিত হইল। অবলা-হিতৈষি-গণেরই জয় হইল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম রুষ মহিলাগণের জন্য রুষিয়ার অনেক সহরে কলেজ সংস্থাপিত হয়। রুষরমণীগণের সমুন্নতি জন্য যে সকল মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাইকেল মিকেলবের (Michael Mikailov) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর হৃদয়োন্মাদক কবিতা সকল রুষ জাতির সুসুপ্ত হৃদয়কে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইনি অকালে সাইবেরিয়ার মানবলীলা সংবরণ করেন।

মিকেলব-প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগিগণ রাজা প্রজার মনে যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তালপত্রের অগ্নির ন্যায় বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রবলোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছিল, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আবার তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মহিলাগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কলেজ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত একবারে অবরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে দুইজন রুষ মহিলা স্বদেশীয় মেডিক্যাল কলেজে উচ্চশ্রেণীতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইহাঁ-দিগের পাঠ সমাপ্তির আর অতি অল্পকাল বাকী ছিল মাত্র। কলেজ বন্ধ হওয়ায় অগত্যা ইহাঁরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেন। যদিও অনেক সংগ্রামের পর রুষ গবর্ণমেণ্ট মহিলাদ্বয়কে, মেডিক্যাল আকাডেমীতে অধ্যয়ন করিয়া, শেষ পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের একপ্রকার অকিঞ্চিৎ-কর অনুগ্রহের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া বিদেশেই পাঠ সমাপ্ত করিতে সঙ্কল্প-বতী হইলেন। যুবতীদ্বয় কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এই ঘটনাতে সমগ্র রুষ-সাম্রাজ্যে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হইল। এই অন্দোলনের ফলে মহিলাগণের জন্য রুষ দেশে কয়েকটি প্রাইভেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সকল কলেজ হইতে সমুত্তীর্ণ ছাত্রী-গণ কোন প্রকার ডিপ্লোমা বা উপাধি লাভ অথবা রাজসরকারে কোন প্রকার উচ্চপদ লাভ করেন নাই, তথাপি চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্রীগণ আগ্রহের সহিত আসিয়া এই সকল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক রুষ রমণী আপনাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রায় একশত রুষ রমণী জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে রুষ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, প্রতিবৎসর উচ্চশিক্ষার্থিনী রুষ মহিলারা দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন, বিশেষতঃ বিদ্রোহিদলের কেন্দ্রস্থল জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতেছেন, ইহা রুষ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। কি জানি কবে বা এই সকল মহাশক্তি কোন বিপদ ঘটাইয়া বসে, এই আশঙ্কা করিয়া রুষ গবর্ণমেণ্ট রুষ মহিলা-গণকে স্বদেশে রাখিয়া উচ্চশিক্ষাদানার্থ আবার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেণ্টপিটার্স-বর্গ মেডিক্যাল আকাডেমী এবার অবৈতনিক মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল। আবার রুষ মহিলাগণ এই কলেজে অবাধে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রুষ-তুর্কী যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক রুষ মহিলা-ডাক্তার আপনাদিগের উপ-যোগিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য ইহাঁরা রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃতা ও সম্মানিতা হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভকালে রুষ-সম্রাট সাম্রাজ্যমধ্যে স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োজিত করিবার বিধি প্রচার করেন। ঠিক্ এই সময় জনৈক রুষ মহিলা সেণ্টপিটার্সবর্গ

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সেন্টপিটার্সবর্গ ও কিব (St. Petersburg and Kiev) নগরে আরও কয়েকটী মহিলা-কলেজ সংস্থাপিত হয়। এখানে ভাষা, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির শিক্ষা প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সকল কলেজে প্রতিবৎসর চিকিৎসাবিভাগে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ও অন্যান্য বিভাগে প্রায় ৮০০ আট শত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক বিবাহিতা। বলা বাহুল্য, সেন্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত ইহাদিগের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় বিবাহ হইলে ছাত্রজীবনের উন্নতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই বলিয়া রুষ সম্রাট "ছাত্রাবস্থাতে কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না" এই রাজবিধি স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৫ বৎসরের মধ্যে ৬০০ মহিলা-ডাক্তার রুষদেশে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০০ দুইশত মহিলা পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগের মধ্যে, কতকগুলি জেলাতে জেলাতে, কতকগুলি স্কুল কলেজে ও গবর্ণমেণ্টের আফিসে কার্য্য করিতেছেন এবং কতকগুলি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। নানা প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তরায় সত্ত্বেও রুষমহিলাগণ ক্রমশঃ উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রায় ৩০০ তিন শত রুষ মহিলা প্যারী, জুরিচ্, বারণ, ও জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন।

সেন্টপিটার্সবর্গ ও উইল্না নগরে দন্ত-চিকিৎসা শিক্ষাদানার্থ দুইটী কলেজ আছে, এখানে বহুসংখ্যক মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অনেক রুষ মহিলা এক্ষণে স্কুল কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ব্যতীত টেলিগ্রাফ-বিভাগেও কার্য্য করিতেছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে অনেক রুষ মহিলা সাইবিরিয়ার টোমস্ক নগরের এক আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রুষ দেশে মহিলাগণের যদ্যপি কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থাকা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাও আছে। মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনাদিতে রুষমহিলাগণ, ইচ্ছা করিলে, ভোট দিতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে অনেককে ডাকপিয়নের ও চৌকিদারের কার্য্য করিতে শুনা যায়। অধিকাংশ জেলের কয়েদী নাকি স্ত্রী-কনেষ্টেবল কর্ত্তৃক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। অতি অল্প কাল হইল, অনেক রুষ মহিলা সরসটোব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন এক নগরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিতা হইয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

সাধারণ বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা ও উপযোগিতা আলোচনা করিয়া, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় তাঁহাদের নির্দ্দোষ আমোদের উপযোগী বলিয়া বোধ হয়, আমরা পাঠিকা ভগিনীদিগের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ জগতে আমোদের জিনিষ দুই প্রকার। প্রথম নৈসর্গিক, দ্বিতীয় মানবসৃষ্ট। আমরা আগে বলিয়াছি, চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির চরিতার্থতায় যে আনন্দ, তাহাকেই আমরা "আমোদ" বলি। প্রাকৃতিক জগতে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি চরিতার্থ-কর যে অসংখ্য জিনিস রহিয়াছে, ইহা কে না জানেন? তাই বলিতেছি, নবোদিত রবির লোহিত কান্তি, চাঁদের মধুর জ্যোৎস্না, ফুলের মনোহর ছটা, বিহঙ্গের সুললিত গীতি, মৃদু বাতাসের সুখ-মাখা হিল্লোল, নদীর উচ্ছ্বাসময় স্রোত, পর্ব্বতের অটল গম্ভীরাকৃতি, সমুদ্রের ভীমা বিস্তৃত নীলিমা, ছয় ঋতুর বিচিত্র নবীনতা—এ সবই মানবের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তিকর; সবই মানবের আমোদের জিনিষ। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আসিয়া গাম্ভীর্য্যের অনুরোধে, শুষ্কতার অনুরোধে যে ব্যক্তি এই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করে তাহার মত দুর্ভাগ্য কে আছে, আমরা জানি না। আবার এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া যাহার মনে অনন্ত সুন্দর বিশ্বস্রষ্টার নাম স্মরণ হয় না, তাহার মত দুর্ভাগা লোকে কল্পনায় আঁকিতে পারে কি না তাহা আমরা জানি না!

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন আপনা হইতেই মুগ্ধ হয়। এরূপ মুগ্ধতায় বাধা না দিলে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক মনকে বিষয়াস্তরে নিয়োজিত না করিলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্রমশঃ আমোদ উপভোগের প্রধান জিনিস বলিয়া বোধ হয়। সহৃদয় বন্ধুর সহিত অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত মিলিয়া ইহার উপভোগ যে কত সুখের, আমার পাঠিকা ভগিনী যদি ভুক্তভোগিনী হন, তাহা হইলেই বুঝিতেছেন। আমার পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা সহৃদয় বন্ধু অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত বাড়ীর উঠানে (বা সেই রকম স্থানে) একটী ছোট খাট ফুল বাগান করিতে পারেন। সে আমোদ যেমন নির্দ্দোষ, সেইরূপ অফুরন্ত। পাঠিকা ভগিনি! যখন তোমার স্বহস্ত-প্রস্তুত ফুলের গাছে কচি কচি পাতা উঠিবে, যখন কলিকা ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখী হইবে, যখন স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া হাসিবে, যখন প্রজাপতি তাহার সুন্দর

"পোষাক"-পরা দেহটী কাঁপাইয়া ফুলে ফুলে বেড়াইবে, যখন তোমার গোলাপ তরুর ডালে বসিয়া দোয়েল পাখী মধুর ঝঙ্কার করিবে, যখন জ্যোৎস্না-রাত্রে চাঁদের আলো মাখিয়া তোমার সাধের ফুলগুলি সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে, যখন তোমার আত্মীয় বন্ধুদিগকে তোমার ফুল "উপহার" স্বরূপ ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের হস্তে দান করিবে, সকলের উপরে সেই সুন্দর শোভাময় ফুলের বাগানখানি যখন বিশ্বেশ্বরের চরণে মনে মনে উৎসর্গ করিবে, তখন পাঠিকা ভগিনি! তুমি অনন্ত, অফুরন্ত, আমোদে আমোদিতা হইবে। এ প্রাকৃতিক আমোদ অবহেলা করিও না। তাহা হইলে (প্রাকৃতিক) নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রকারের আমোদ মানব-সৃষ্ট। ইহাও বহুবিধ; আমরা সংক্ষেপে ইহার কয়টী প্রধান বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১ম কবিতা—সুরুচিপূর্ণ কবিতা যে মানবের বিশুদ্ধ আমোদের এক প্রধান উপকরণ, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহা পড়িতে যেমন আনন্দ, লিখিতেও তদধিক। ইহা রমণীর উপযোগী। আমার বোধ হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকেরই কবিতা-রচনায় অনুরাগ আছে। সেকালে বঙ্গ-মহিলাগণ নিরক্ষরা ছিলেন, তখনও তাঁহারা অনেক কবিতা ও প্রবচন মুখে মুখে রচনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত কবিতা এ দেশে "ছড়া" বলিয়া বিখ্যাত। এখনকার অনেক রমণী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কবিতা রচনা করিতে অনেকে অনুরক্তা। বামাবোধিনী, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, অনুসন্ধান প্রভৃতি বহুতর সাময়িক পত্রে বঙ্গমহিলাগণ কবিতা লিখিয়া থাকেন। এইরূপ কবিতাচর্চ্চায় রমণীগণের নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হয়, হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয়। যাঁহারা নিজে লিখিতে না পারেন, তাঁহারা কোনও সুকবির রচিত বিশুদ্ধ কবিতা সখীগণের নিকটে আবৃত্তি করিলেও অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। যিনি পারেন, তিনি সুমিষ্ট বিশুদ্ধ কবিতা লিখিবেন।

২য় সঙ্গীতবিদ্যা—সঙ্গীত কবিতারই অনুরূপ। বরং ইহা সুরতান লয়ে গীত হয় বলিয়া কবিতা অপেক্ষা অধিকতর মোহিনী-শক্তি-বিশিষ্ট। বঙ্গদেশে (বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে) স্ত্রী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতি সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করা বড়ই লজ্জার কথা।* আজি কালি ধনিগৃহের বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সঙ্গীতেও স্ত্রীজাতির বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়—আজি যে

* পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা শিক্ষার অভাবে উপযুক্ত সঙ্গীত শিখিতে পান না। কিন্তু সঙ্গীত শিখিবার প্রবৃত্তি নারী-হৃদয়ে প্রবল কি না? তাই অনেকে কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়া থাকেন। অপরাধ কাহাকে দিব?—সেটা "লজ্জার কথা" নহে কেন?

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সঙ্গীতে বঙ্গমহিলা অনুরক্তা, এমন কথা কেহ বলিও না ; ঠাকুর মা বুড়ীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ঘুমপাড়ানি গান, শ্যামাবিষয়ক গান যতদিন আমার মনে থাকিবে, ততদিন আমি ভুলিব না যে, সেকালেও রমণী-দিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। যাহা হউক, বিশুদ্ধ-ভাব-পূর্ণ সঙ্গীত ও হার্মোনিয়ম, পিয়ানো বাদন বঙ্গমহিলা-দিগের মধ্যে প্রচলিত হইলে স্ত্রীজাতির নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলনের এক প্রধান উপায় হয়। হার্মোনিয়ম বা পিয়ানো যদি ব্যয়সাধ্য হয়, পাঠিকা ভগিনী অল্প টাকায় একটা 'একোডিয়ম' কিনিতে পারেন। ইহাতেও গীত, গৎ বাজাইতে পারা যায় ; সুরও সুমিষ্ট। এইরূপে প্রতি-দিন বিশ্রামসময়ে (এ আমোদ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী), উপাসনা বা সন্ধ্যাবন্দনা সময়ে গীত বাদ্যা-নুষ্ঠানে হৃদয় বিশেষ আমোদিত হইতে পারে ; ভগবদ্ভক্তিও অনুশীলিত হয় ; এবং একাজে বন্ধু বান্ধবেরা বিশেষ প্রীত হইতে পারেন।

নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু এ দেশে যে রকম নৃত্য প্রচলিত, তাহা আমরা রমণীকুলের উপযোগী বলিতে পারি না।

৩য় শিল্প—শিল্প রমণীর উপযোগী নির্দ্দোষ আমোদের একটী সুন্দর জিনিষ। শুনিয়াছি, কোনও ইয়োরোপীয় মহিলা সুন্দর উলের ফুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ প্রকৃত ফুল ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-মহিলাগণ পিঠালির দুদ, জলে নুন, ডুমুর-ভিজা জলে চিনির পানা, আসনের নীচে ইষ্টক খণ্ড প্রভৃতি কাজে নূতন জামাতার বুদ্ধি পরীক্ষা না করিয়া যদি ইয়োরোপীয় মহিলার মত শিল্পের সৌন্দর্য্যে জামাতা-দিগকে অপ্রতিভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কত আমোদের বিষয় হয়! কবি-বর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা রাজ-নারায়ণ দত্ত মহাশয়কে, আহারকালে তাঁহার এক আত্মীয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা কৃত্রিম রুই মাছের মুড়া করিয়া দিয়াছিলেন ; উহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, দত্ত মহাশয় "সত্য" মনে করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে জানিতে পারিয়া রচয়িত্রীকে বিশেষ প্রশংসার সহিত ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেন। সেকালের এমনতর অনেক গল্প শুনা যায়। নবীনাগণের মধ্যে এই রকম শিল্পনৈপুণ্য প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

৪র্থ চিত্র—চিত্রবিদ্যাও রমণীর উপ-যোগী সুন্দর ও নির্দ্দোষ আমোদের জিনিষ। সুন্দর ছবি আঁকিয়া ঘরে রাখিতে, বন্ধু-দিগকে দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কতই আমোদ হয়! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে এ বিদ্যা প্রচলিত হয় নাই। চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফ করিতে শেখা স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচলিত হইলে বড়ই সুখের হয়।

৫ম হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প—বিশুদ্ধ-

ভাব-পূর্ণ হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প হইতে নির্দ্দোষ আমোদ যেমন অনুশীলিত হয়, বন্ধুগণও সেইরূপ প্রীত হন। যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা গল্প রচনা করিয়া বন্ধুদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন। অন্যথা হাস্য-রসোদ্দীপক গল্প শিখিয়া বন্ধুদিগের নিকট বলিতে পারেন। কিন্তু এই কাজে একটী বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক এই যে, কেহ যেন গল্প শুনিয়া মনে না করে যে, "আমার উপরে শ্লেষ করা হইতেছে", কোনও গল্পের ভাব যেন সে রকম না হয়।

৬ষ্ঠ। দেশভ্রমণ—"দেশভ্রমণ" বঙ্গ-মহিলাদিগের পক্ষে অসঙ্গত নহে। তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে হিন্দু রমণীগণ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি কত স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত অভিভাবকের সহিত এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিলে নির্দ্দোষ আমোদের সহিত ভক্তি, জাতীয় ভাব, অভিজ্ঞতা, সবই লাভ হইতে পারে।

৭ম। বৈজ্ঞানিক উপায়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়; তাহা অধিকতর কৌতুকপ্রদ। ম্যাজিক লণ্ঠন, কৃত্রিম ফোয়ারা, অণু-বীক্ষণ যোগে ক্ষুদ্রতম বস্তু দর্শন ইত্যাদি বহুবিধ আমোদের জিনিস আছে। তাহা সাধারণ মহিলাগণের পক্ষে দুঃসাধ্য বিবেচনায় বিস্তৃতভাবে লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। প্রধানতঃ এই সকল উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হইতে পারে।

পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে নিদ্রা যেমন উপকারিণী, পরিশ্রান্ত মনের পক্ষে আমোদ সেইরূপ উপকারক। মানুষের শরীর যতই শ্রমকাতর হউক না কেন, একবার ঘুমাইয়া উঠিতে পারিলে আলস্য ঔদাস্য দূর হয়, আবার নূতন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম জাগে। মানুষের মনও যতই অবসন্ন, যতই বিরক্ত হউক না কেন, একবার আমোদ উপভোগ করিতে পারিলে আবার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, আবার প্রকৃতিস্থ হয়। দয়াময় জগদীশ্বর এমন জিনিস যখন আমাদিগকে দিয়াছেন, তখন আমরা ইহা তাঁহার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতে পারিলে আমাদেরই জীবন সার্থক হইতে পারে।

উপসংহারকালে তোমাকে বলি, পাঠিকা ভগিনি! এ সংসারে পবিত্র আমোদের মূল সরলতা ও প্রফুল্লতা। তাই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বঙ্গবাসিনীগণের মন সরল হউক, হৃদয় প্রফুল্ল হউক, তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া হৃদয়, গৃহ ও সমাজে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রবাহিত করুন। ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হউন।

শ্রীমা।

আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র।

একটা ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে কত রঙ্ ফলে। নির্ম্মল কাচে শুভ্র সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন এত রঙ্ ফলে, তখন বুঝিতে হইবে সূর্য্যের রশ্মিতেই অত রঙ্ ছিল। অন্য দিক্ দিয়াও কথাটা বুঝা যাইতে পারে। ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে যে ৭টি রঙ্ ফলে, সেই ৭টি রঙ্ যদি একত্রে মিশান যায়, তবে শাদা রঙ্ হয়। সূর্য্যের রশ্মিও শুভ্র, তাই বুঝিতে পারা যায় যে, শুভ্র সূর্য্যরশ্মি ৭টা রঙ্গের সমষ্টি। আর একটা কথা এই যে, কোণাওয়ালা কাচ দিয়া, সূর্য্য-রশ্মি অথবা সকল প্রকার আলোকই ভাগ করিয়া ফেলিতে পারা যায়। সকল প্রকার ভাস্বর বা প্রদীপ্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোকের বিভাগ বা বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র। সে যন্ত্রে ভাস্বর পদার্থের আলোক পড়িলে একটা আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোকটি সারি বাঁধিয়া নানা রঙ্গে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি। কোন একটা সকোণ ফলকের মধ্য দিয়া আলোক চালাইয়া আনিলে একটা পরদার উপর যেমন আলোক-বীথিকার সৃষ্টি করা যায়, আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে তেমনটী হয় না। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলে আলোকশ্রেণী বা বীথিকা দর্শকের চক্ষু-দর্পণে প্রতিফলিত হয় মাত্র। আবার এই বিভক্ত আলোক দেখিয়া মূল আলোকটি কোন্ পদার্থ হইতে নিঃসৃত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। লোহা উত্তপ্ত করিয়া যদি তাহার আলোক এই যন্ত্রে প্রতিফলিত করান যায়, তাহা হইলে যে প্রকার আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হইবে, তাহার সহিত অন্য ভাস্বর-পদার্থ-নিঃসৃত আলোক-বীথিকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে প্রতিফলিত আলোক-বীথিকা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অমুক আলোক অমুক প্রদীপ্ত ধাতু হইতে বিনিঃসৃত। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাও যখন পার্থিব ভাস্বর পদার্থের আলোকের গুণযুক্ত, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্য চন্দ্রাদি কিরূপ উপাদানে গঠিত। সুধু তাহাই নয়, এই আলোক দৃষ্টে গ্রহনক্ষত্রাদির আভ্যন্তরিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জ্ঞাত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাউক। একটা বাতির আলো, জ্বলন্ত কয়লার আলো, কিম্বা একখানা লোহা খুব পোড়াইলে যখন সে খানা খুব শাদা আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে, সেই আলো যদি এই যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া

দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোক-বীথিকায় যতগুলি রঙ্ পড়ে, সব গুলিই সুস্পষ্ট, এবং একটীর পর আর একটী ঠিক্ ঠিক্ সাজান; অর্থাৎ একটা রঙের পর ফাঁক পড়িয়া তাহার পর যে অন্য রঙ ফলিয়াছে তাহা নহে।

কিন্তু যদি ঐ যন্ত্রে সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক অথবা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত অন্য কোন গ্রহের আলোক পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আলোক-বীথিকায় যত রঙ ফলিয়াছে, সেগুলি ধারাবাহিক নহে; মাঝে মাঝে অন্ধকার-রেখা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি রঙ্ ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। রাহু গ্রহনক্ষত্রাদির চির-শত্রু; একবার সন্ধান লইতে হইবে যে, কোন রাহু বাছিয়া বাছিয়া গোটা-কতক আলোক গ্রাস করিয়া ফেলে বলিয়া, আলোকের পরিবর্ত্তে, বীথিকায় কেবল মাত্র তাহার ছায়া প্রতিফলিত হয়। কোন একটা ভাস্বর পদার্থের আলোক সম্বন্ধে যদি পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, তাহার বীথিকা এইরূপ হইবে; এবং যখন একটী আলোক-বীথিকা প্রায় তদ্রূপই দেখিতে পাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটি আলোকের স্থলে অন্ধকার-রেখা দেখা যায়, তখন সন্দেহ হয় যে, হয়ত কোন প্রতিবন্ধকের জন্য রঙ্ কয়েকটি ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর আবার যদি পরীক্ষায় স্থির জানিতে পারা যায় যে, কোন একটা উত্তপ্ত পদার্থের আলোক কোন এক গ্যাসের মধ্য দিয়া আসিলে তাহার কোন একটা রেখাবিশেষ বা রঙ্ বিশেষ, প্রতিফলিত হয় না, তখন বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ঐ গ্যাসই আলোক-রেখাটিকে উদরসাৎ করিয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, অমুক অমুক গ্যাস, অমুক অমুক আলোক-রেখা পাইলেই উদরসাৎ করিয়া থাকে। গ্যাস-রাহুর এই দস্যুবৃত্তি এত পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারা গিয়াছে যে, আলোক-রেখার অভাব হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ গ্যাস কোন্ আলোক আত্মসাৎ করিয়াছে। সহস্র-দীধিতির সহস্র আলোক দল বাঁধিয়া আকাশপথে চলিয়া আসে; কিন্তু পথে গ্যাস-রাহুগণ বাছিয়া বাছিয়া যে যে আলোকটি ভালবাসে, সে সেটি খাইয়া ফেলে; এবং অবশিষ্ট আলোকগণ, মৃত আলোকরেখাগণের অনুবর্ত্তিনী বিষাদিতা বিধবা ছায়াগুলিকে* সঙ্গে লইয়া ধরাতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ছায়া দৃষ্টে কোন্ গ্রহ উপগ্রহ বা নক্ষত্র কি প্রকার গ্যাসে বেষ্টিত, তাহাও জানিতে পারা যায়। এই সকল সঙ্কেত দ্বারা এবং এই প্রকার পরীক্ষায় দূরস্থ গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদি কে কি উপাদানে গঠিত এবং কাহার উপরিভাগ এবং পারিপার্শ্বিক

* ছায়া, সূর্য্যপ্রিয়া বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত।

অবস্থা কি প্রকার, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। ছেলে মেয়ের দুধ্ গরম করিবার আশীর্ব্বাদে সহরের অনেক মেয়ে স্পিরিট্-ল্যাম্পের সহিত পরিচিতা হইয়াছেন। একটা স্পিরিট্-ল্যাম্পের আলোকে যদি লবণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে; এই দুইটি দাগ, সূর্য্যের আলোক-প্রতিফলিত বীথিকার দুইটি কৃষ্ণ-দাগের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সোডিয়াম্ নামক লবণের উপাদানবিশেষই সূর্য্যের এই দাগ দুইটির কারণ। এই প্রকার উপায়ে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে অতি দূরস্থ জ্যোতিষ্কদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত এবং নির্দ্ধারিত হইতেছে।

অতিথি।

(কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষে।)

(১)

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন,
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী;
তোমারে আনিতে আগু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাঁখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি।

(২)

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখা'তে তোমারে সোহাগ-ভরে;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেখানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম প'রে!

(৩)

কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল —কাজে তা হ'ল না,
ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা!
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে;
সেই রবি পুনঃ পশ্চিমে হেলিল,
উষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
বীণা: বাঁশি সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

(৪)

একদিন—মরি, তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়ার সেই শিশু শশি-সম,
এক বিন্দুখানি—তবু নিরুপম!
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম,
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

(৫)

মা'র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলে না'ক স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশীষ আদর সকলি ফেলে,
আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন,
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন?
তুমি তো" অতিথি" চলিয়া গেলে !!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

গো-পরিচর্য্যা।

গোরু স্বনাম-বিখ্যাত চতুষ্পদ পশু-বিশেষ। গোগণ রোমন্থক জাতির অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই জাতীয়েরা অতিশয় নিরীহ, সহজেই পোষ মানে।

গাভী মনুষ্যের ন্যায় ন্যূনাধিক দুই শত আশি দিন গর্ভ ধারণ করিয়া এককালে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। কখন কখন গাভীকে যমজ-সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার ককেসস্ পর্ব্বতের নিকটস্থ বনে যে বাইশন নামক বন্য গোরু দেখা যায়, তাহা হইতে এই বর্ত্তমান গৃহপালিত গোরু উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহাদের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল। স্তন্যপায়ী বাছুর মরিয়া গেলে গাভী তিন-চারি দিন কিছু খায় না, এবং সময়ে সময়ে শোকের কাতরতা-ব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধদোহনকালে স্তনের মাংসপেশী আকুঞ্চিত করিয়া বাছুরের জন্য দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে।

এদেশে গোরু বিশ,বাইশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গো প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ব্বকালে রাজারা স্বয়ং গোরু পালন করিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিরাট রাজার ষষ্টিসহস্র গাভী ছিল। আইন আকবরি পাঠে জানা যায়, আকবর বাদ-সাহের বহুশত গাভী ও বলদ ছিল। গৃহস্থমাত্রেই গোরুর দ্বারা উপকৃত। গোরু প্রতিপালন করিতে গৃহস্থকে বিশেষ কোন আয়াস পাইতে হয় না, অথচ ইহারা দুগ্ধ দ্বারা গৃহস্থের মহৎ উপকার করিয়া থাকে। গোরুর মূত্র ও বিষ্ঠা প্রভৃতি সকলই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ও উপকারী। বাল্যকালে জননী ও গাভী এই উভয়ের দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় বলিয়া উভয়কেই সমানভাবে ভক্তি করিতে হয়।

গোরুর শরীরের সকল দ্রব্যই আমাদের কাজে লাগে। দুগ্ধে আমাদের প্রাণ ধারণ হয়। চর্ম্মে জুতা ও মুবক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্থিতে ছাতা ও ছুরির বাঁট এবং বোতাম নির্ম্মিত হয়, এবং উহা

পোড়াইয়া চিনি পরিষ্কৃত হয়। লোম জমাট করিয়া এক প্রকার বস্ত্র তৈয়ার হয়। শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া শিরিষ হয়, এবং নাড়ীতে বাদ্যযন্ত্রের তাঁত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার মূত্রে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে ও বৈদ্যেরা ধাতু জারণ করে। ইহাদের বিষ্ঠা উত্তম সার হয়, আর শুষ্ক করিয়া লোকে কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। অহিন্দুরা ইহার মাংস খায় এবং ইহার শোণিতে সুরা পরিষ্কার করে। কৃষকেরা ষাঁড়ের স্কন্ধে হল যোজনা করিয়া ভূমি কর্ষণ করে। পণ্য-ব্যবসায়ীরা ইহাদের পৃষ্ঠে ধান্য, ছোলা প্রভৃতি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইহারা পৃষ্ঠে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে, এবং কুড়ি মণ পর্য্যন্ত বোঝাই সমেত গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ষাঁড়ের পুংচিহ্ন কাটিয়া ফেলিলে উহাকে দামড়া কহে। গোশরীরে গোরক্ষনাথ (গোরোচনা) নামে যে এক পদার্থ জন্মে, তাহা অনেক ঔষধে লাগে। গো-পুচ্ছে চামর হয়।

গাভীর শুভাশুভ লক্ষণ। গাভীর চক্ষু দুইটী রূক্ষ ও মূষিক সদৃশ হইলে এবং চক্ষুর কোণে সর্ব্বদাই মল দেখা যাইলে, তাহা অশুভসূচক লক্ষণ। যে সকল গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ খরসদৃশ এবং দেহ কর্টাতুল্য এবং যাহার দন্তসংখ্যা ১০, ৭, বা ৪, মুণ্ড ও মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত; গ্রীবা হ্রস্ব ও [illegible] গতি মধ্যম এবং বিদারিত, সেই সকল গাভী অমঙ্গল উৎপাদন করে। যে সকল গাভীর জিহ্বার বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত, গুল্‌ফ অতিশয় সূক্ষ্ম ও স্থূল, ককুদ (ঝুঁটি) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দেহ কৃশ, এবং কোন একটী অঙ্গহীন (যথা ঊনপাজরে) বা অধিকাঙ্গ, সেই সকল গাভী গৃহস্থের মঙ্গলকর নহে।

যে সকল গোর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট, হ্রস্ব ও উচ্চ, এবং পেটটী দেখিতে সুন্দর অর্থাৎ ঝুড়িপেটা, যাহাদের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর ও বড় বড়, যাহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম-বিশিষ্ট ও ভূতলস্পর্শী, চক্ষু রক্তাক্ত ও বাঁট ধারযুক্ত, সেই সকল গাভী শুভফলপ্রদ।

গাভীর যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইল, বৃষেও সেই সেই লক্ষণ খাটে।

যে বৃষের মুষ্ক স্থূল ও অতিশয় লম্বা, ক্রোড়দেশ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল শিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বদাই নিদারুণ শ্বাস বহে, শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ, কিন্তু অপর শরীরের রং কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই সকল বৃষ অশুভ জানিবে। যে সকল বৃষের চক্ষু বৈদূর্য্য ও আবরণ স্থূল, যাহার নাসিকার নিকট বলি আছে, গতি ঘোড়ার ন্যায়, উদর মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, শরীরের রং শাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহারা শুভফলপ্রদ। যে বৃষের ককুদ লাল এবং শরীরের রং শ্বেত

ও কৃষ্ণ মিশ্রিত, যাহার একটি চরণ শ্বেতবর্ণ, অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা অত্যন্ত শুভফল-প্রদ।

(ক্রমশঃ)

রত্ন।

(৩৭২ সংখ্যা—২৮৩ পৃষ্ঠার পর)

শুক্তিগর্ভজাত মুক্তা।

কস্তুরানামক এক প্রকার ঝিনুক সমুদ্রের মধ্যে থাকে। তাহার ভিতরে এই মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঝিনুক সকল সচরাচর জলপানের জন্য আপনার আবরণ দুখানি বিস্তৃত করে, সেই অবসরে সমুদ্রের অধোভাগস্থ বালুকণা তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ভিতরে কিছু প্রবেশ করিলে ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অত্যন্ত অসুখ বোধ করে, বারবার সেই বালুকণাকে আবরণে ঘসিতে থাকে। তাহাতে ঐ প্রাণী হইতে একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াতে বালুকণা আর বাহির হইতে পারে না। ক্রমে কস্তুরার রস পাইয়া উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয়, ততই উজ্জ্বলতর ও বৃহৎ হয়। কেহ কেহ বলেন স্বাতি নক্ষত্রের বারি শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করাতে মুক্তা জন্মে।

মালাবার এবং সিংহল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বেলাভূমি হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অগভীর সমুদ্রে ঐ কস্তুরা থাকে। ঐ স্থান ৩০ বা ৩২ হাত গভীর। অতি প্রত্যুষে ধীবরেরা বড় বড় নৌকা লইয়া কস্তুরা ধরিতে যায়। প্রতি নৌকাতে ১০। ১২ জন ডুবুরি ও ১০।১২ জন অন্য লোক থাকে। প্রথমে মোটা ও শক্ত দড়িতে একখানি ভারি প্রস্তর বাঁধে; ডুবুরিয়া সেই দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর দাঁড়ায় এবং সেই পাথরের সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে। ডুবিয়া দুই হাতে যত পারে কস্তুরা সংগ্রহ করিয়া একটী ঝুড়িতে চাপায়, এবং সঙ্কেত করিবামাত্র নৌকার লোকেরা দড়ি ধরিয়া টানিলেই ঝুড়িটা নৌকাতে আইসে। ডুবুরি অগ্রে উঠে, পরে ঝুড়ি তোলা হয়। সে উঠিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করে, অপর ব্যক্তি আবার পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হয়। কস্তুরা সকল তুলিয়া আনিয়া তীরে এক স্থানে জড় করিয়া রাখা হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের অস্থি কি দন্ত যেরূপ উৎপন্ন হয়, মুক্তাও তদ্রূপ। তড়াগ, নদী কিম্বা

সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্তির উদরে ইহার জন্ম, এবং আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত উপাদান চূর্ণ; তাহার সহিত শুক্তির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জল্য ধারণ করে।

মুক্তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায়, গোপনে শুক্তিমধ্যে বুদ্ধদেবের অতিসূক্ষ্ম তাম্রের মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে ও কিয়ৎকাল পরে ঐ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্ত্তি মুক্তা পদার্থে আবৃত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা ঐ মূর্ত্তি সাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে।

অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীপ্তিবিহীন। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্বেত, পীত, আরক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার। বৃহদাকার মুক্তা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আসিয়া খণ্ডের মুক্তা শুভ্র, হরিদ্রা ও গৌর বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন [illegible] দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও গোল কিম্বা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা খণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপ্‌টা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তা-জননী-শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশ বা বিঘত প্রমাণ। উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় এবং কৃষ্ণ ও হরিদ্রা-বর্ণ বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতিঃবিশিষ্ট।

সিংহল দ্বীপের সমুদ্রতীর, পারস্য উপসাগর, সুলুদ্বীপের নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, পাপুয়া দ্বীপের নিকটস্থ সাগর, কালিফর্ণিয়া ও নিউজারসী উপকূলে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ষষ্টি লক্ষ শুক্তি মুক্তার জন্য ধৃত হইয়া থাকে। এই ষাইট লক্ষ শুক্তির মধ্যে প্রায় দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মাভ ও চম্পকবর্ণ-বিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

মুক্তাকে বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারণে পুণ্য হয়। সধবা স্ত্রীলোকেরা মূল্যবান্ প্রস্তর ও সুবর্ণের সহিত মুক্তার নত প্রস্তুত করিয়া নাসিকায় ধারণ করেন, তদ্দ্বারা শ্বাস-ত্যাগ-

কালে দেহের দুষ্ট বায়ু সংশোধিত হইয়া যায়, এবং পতির দুষ্ট-বায়ু-জনিত কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। আজ কাল নত পরার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। সকল সভ্য জাতিই মুক্তার গৌরব করিয়া থাকেন।

মুক্তা উত্তোলিত হইলে তীরে স্তূপাকারে রাখা হয় এবং ঐ শুক্তির মাংস পূতীভূত হইলে মুক্তা পৃথক্ করা হয়। অতঃপর বণিকেরা ঐ পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

মুক্তা বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজ নহে। ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত ছিদ্র করা যায় না। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল চয়ন করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত করিতে পারিলে, তবে তাহা সুখবেধ্য হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা যে প্রক্রিয়া দ্বারা মুক্তা সুখবেধ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে প্রক্রিয়া রত্নশাস্ত্রে অতি উত্তমরূপে উপদিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারভাণ্ডে,
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ,
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্নভাণ্ডম্
জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাৎ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্॥"

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি ঈশা ও সামেরীয় রমণী।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি ঈশা যখন ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি স্বদেশ জুডিয়া হইতে গালিলি প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক পথ পদব্রজে গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল; তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সামেরিয়া দেশের সিচারনামক নগরের এক কূপের তটে বসিয়া পড়িলেন। সামেরিয়ার লোকেরা য়ীহুদিদিগের নিকট অতি হীন জাতি বলিয়া ঘৃণিত ছিল। সেই মধ্যাহ্নকালে সামেরিয়াবাসিনী এক রমণী জল আনয়নার্থ কূপতটে উপস্থিত। ঈশা তাঁহার নিকট পানার্থ কিঞ্চিৎ জল ভিক্ষা করাতে নারী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঈশা তাঁহাকে বলিলেন, "আমার নিকট এমন বারি আছে, যাহা জীবন্ত এবং যাহা পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইতে হয় না। যে ইহা পান করে, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।" স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার নিকট সেই অপূর্ব্ব বারি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাঁহাকে

একজন সামান্য য়ীহুদিজ্ঞানে বলিতে লাগিল, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতে ঠাকুরের পূজা করিয়াছে, কিন্তু তোমরা বল জেরুজেলাম্ পবিত্র স্থান, সেখানে ঈশ্বরের পূজা করা উচিত।" ঈশা বলিলেন, "ললনে! আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসিতেছে যখন তোমার পিতা পরমেশ্বরকে এই পর্ব্বতে কিম্বা জেরুজেলামে পূজা করিবে না। তোমরা কাকে পূজা কর, জান না, কিন্তু আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকে জানি!" তিনি আরও বলিলেন "যে, সময় আসিতেছে এবং এখনই আসিয়াছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা সেই পরম পিতাকে প্রাণরূপে ও সত্যভাবে পূজা করিবে; কারণ সেই পিতা এইরূপ পূজাই চান। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারা প্রাণরূপে ও সত্য-ভাবে তাঁহার পূজা করিবেন।" স্ত্রীলোকটীর প্রাণে কি ভাব উদিত হইল, সে জলপাত্র জলাশয়ের তটে ফেলিয়া রাখিয়া নগর-বাসীদিগের নিকট এই আশ্চর্য্য লোকের আশ্চর্য্য কথা প্রচার করিতে. গেল।

এই আখ্যায়িকায় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্যপূজা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামেরিয়াবাসী জড়োপাসক-গণ এবং জুডিয়াবাসী একেশ্বর-বিশ্বাসী য়ীহুদিগণ উভয়েই নিকৃষ্টভাবে ঈশ্বরের পূজা করিত; সামেরীয়গণ দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়া একটী বিশেষ পর্ব্বতে তাঁহার স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিত, আর য়ীহুদিগণ জেরুজেলাম্ নগরের মন্দিরে দেবদূত-রক্ষিত সিংহাসনে ঈশ্বরের স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। উভয়েই অপরিমিত অনন্ত দেবকে পরিমিত দেবতা বলিয়া কল্পনা করিত এবং গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বাহ্যোপচারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করিত। উভয় জাতিই ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার প্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ইহা বলাই ঈশার অভিপ্রেত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদে আছে :—

> যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
> তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
> যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
> তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

ঈশা অনন্ত দেবের উপাসক ছিলেন এবং জানিতেন পৃথিবীর সকল স্থান তাঁহার অধিষ্ঠানে পূর্ণ। যদিও তৎ-কালীন সাধারণ লোকে এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভবিষ্যতে সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের এই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন এবং তাঁহাকে

স্থানবিশেষে বদ্ধ না করিয়া সর্ব্বব্যাপি-রূপে সর্ব্বত্র তাঁহার আরাধনা করিবেন। সেই শুভ সময় আসিতেছে বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু সে সময় আসিয়াছে বলিলেন, কারণ তিনি নিজে সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিয়া শিষ্যদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন। ঈশ্বরকে সত্যভাবে জানা কি ? না, তিনি প্রাণময়, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে সত্যভাবে পূজা করা কি ? না, প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা প্রাণযোগে তাঁহার পূজা করা। সত্যস্বরূপ অনন্তদেব মানবের নিকট কেবল সামান্য পুষ্পচন্দন ও বাহিরের উপকরণ পাইয়া সন্তুষ্ট হন না। তিনি নিজে যেমন প্রাণ, তেমনি মানবের প্রাণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পূজোপহার এবং তাহাই পাইতে চান। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আছে :—

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥"

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কথা কহেন না। ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন; এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রাহ্মো-পাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

য়ীহুদি যোগী ঈশার ও আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের বাক্যের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের মধ্যে যে মহাসত্য রহিয়াছে, তাহা সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরকে নানারূপে নানালোকে পূজা করিতেছেন, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ নহেন। কিন্তু তাঁহাকে সত্যরূপে জানিয়া সত্যভাবে যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদিগের পূজাই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয়। জগতে এই সত্যপূজা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবে।

প্রাণ-সঙ্গীত।

এসেছি আজ প্রাণের দেশে,
প্রাণভরে ডাকি প্রাণেশে;
প্রাণের মন্দিরে প্রাণ-সিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।
প্রাণদীপ জ্বালি প্রাণ পুষ্পডালি
প্রাণের অনুরাগে দিব ঢালি ঢালি,

প্রাণধূপ-গন্ধ বহিবে সুমন্দ ;
বিভোর হইব প্রেম-আবেশে।
প্রাণের উদ্দাম করি মহাবাদ্য,
উৎসর্গ করিব প্রাণের নৈবেদ্য,
:
প্রাণ-বলিদানে পূজিয়ে আরাধ্য,
জয় ব্রহ্ম জয় (প্রাণেশের জয়)
গাব হরিষে।

একটী আদর্শ হিন্দু সতী।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিবাস কলিকাতা সহরে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি অসাধারণ। তাঁহার জীবনের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল—(১) লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় ; (২) রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ; (৩) একটী পুত্ররত্নের মুখচন্দ্র দর্শন।

ভাগ্যবলে, অর্থকার্পণ্য দ্বারা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়যোগে, চৌধুরী মহাশয় প্রথম দুইটী অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তৃতীয় কামনাটী পূর্ণ হইতে বিলম্ব দেখিয়া, তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেক দেব দেবীর আরাধনার পর, বসুমতীকে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্য যেন রায় বাহাদুরের পরিবারে এক বংশধর আবির্ভূত হইলেন। নগেন্দ্র বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার একমাত্র কুলপ্রদীপ সুরেন্দ্র দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নগেন্দ্র বাবু প্রথমে তাঁহাকে পাঠশালে, তৎপরে একটী [illegible]জি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন সুরেণের জ্ঞানলাভের সহায়তা করিবার জন্য বাড়ীতে একজন অতিরিক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করিলেন। একমাত্র পুত্র সুরেণ লক্ষেশ্বর হইয়া বিদ্যাবুদ্ধিবলে সকলের প্রশংসাভাজন হইবে, ধনীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি কত নব নব আশা পিতার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পিতার অত্যধিক আদরই সুরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইল। ষোলবৎসর বয়সে বারাশতনিবাসী একজন মান্যগণ্য জমীদারের একাদশবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হয়। সুরেণের শ্বশুর এরূপ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশে কন্যাদান করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র স্কুল ছাড়িল এবং নানা কুসঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহার পিতা সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিলেন না। নগেন্দ্র বাবুর পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য বড় বাসনা হইল। সুরেণের লেখাপড়া হইল না, সেজন্য ভাবনা কি? তিনি পুত্রের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা রাখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পৌত্রমুখ দেখা রায় বাহাদুর

মহাশয়ের অদৃষ্টে ঘটিল না, কারণ মৃত্যু আসিয়া অনতিবিলম্বেই তাঁহার আশা বিফল করিল। তখন লক্ষ মুদ্রা, বড় সাধের "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং পুত্র-রত্ন ইহ জগতে কীর্ত্তিস্বরূপ রাখিয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর, সুরেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। নগেন্দ্র বাবুর জীবদ্দশাতেই সুরেন্দ্র কু-সঙ্গে মিশিতেছিল। এইক্ষণে কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং দলে দলে তোষামোদকারীরা আসিয়া নির্ভয়ে সুরেণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। ক্রমে সুরেন্দ্র মদ্যপান ইত্যাদি আরম্ভ করিল এবং বাহির-মুখ হইয়া প্রায়ই বাটীতে থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী কমলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। এই পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর সহিত বাস করা সুরেণের অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে সে কমলার সহিত দেখা করিবার অবসরই পাইত না!

এক দিন মাঘমাসে রাত্রি আন্দাজ ১॥ প্রহরের সময়, কমলা হঠাৎ একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিলেন। তখন পৃথিবীর জীব সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। একটী জন মানবেরও সাড়াশব্দ নাই। কমলাও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, অতিকষ্টে একটু তন্দ্রালাভ করিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার সামান্য আরামেও বাধা জন্মাইল। তিনি জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার ঘরে অন্য কেহই নাই। মানবজাতি অভ্যাসের দাস। প্রতি রাত্রেই কমলার একা একঘরে থাকিতে থাকিতে একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল—একা থাকিতে আর ভয় হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি নয়নজলে দুই-গণ্ড ভাসাইতেন, আর স্বামি-দেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া কমলা জানালার কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল জগতে তাঁহা অপেক্ষা হতভাগিনী বুঝি আর নাই, কারণ অন্যান্য সাধ্বী রমণীর ন্যায় তিনি স্বামীকে একমাত্র জীবনের অবলম্বন ও গতি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি জগতে সবই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, জলে ঝাঁপ দিতে পারিতেন, এবং আবশ্যক হইলে অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বামিদেবকে—তাঁহার জীবনের উপাস্য-দেবতাকে একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারেন না। একমাত্র কর্ম্মফলদোষে তাঁহাকে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া কমলার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। না জানি পূর্ব্বকালে কত মহাপাপ করিয়াছি, সেই জন্য এ জীবনে এত মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ হইতেছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। শৈশবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল।

দিবানিশি অবিরতধারে চক্ষের জল পড়িত; তিনি শয়নঘরে গিয়া অশ্রুবারিতে প্রতিদিন শয্যা সিক্ত করিতেন। তাঁহার সময়ে সময়ে মনে হইত যেন শোকের

ভয়ে দম ফাটিয়াই মারা যাইবেন। জানালার নিকট বসিয়া নক্ষত্রালোকপূর্ণ রাত্রির শোভা দেখিতে লাগিলেন। মৃদু-মন্দ বায়ু বহিয়া তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক সু-শীতল করিতে লাগিল। তিনি যেন অল্প কালের জন্য কিছু আরাম বোধ করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বিশ্বাসবলে বোধ হইল যেন আকাশ চিরসুখী লোক-দিগের আবাসস্থান এবং নক্ষত্রমণ্ডলী তাঁহাদেরই উজ্জ্বল চক্ষু।

পরম পিতা পরমেশ্বর এবং ঐ সকল মুক্ত পবিত্র আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া যাউন। এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে আকাশবাণীর ন্যায় পরিষ্কার ভাবে নিম্ন-লিখিত মধুর কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল :—"কমলে, মঙ্গলময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমিও তোমার অলৌকিক পাতিব্রত্য দেখিয়া একান্ত মোহিত হইয়াছি। মা কমলে, তুমি তো উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছ, কর্ম্মফল বিশ্বাস কর কি? পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছ, এ জীবনে তাহারই বিষময় ফলভোগ করিতেছ; সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মা! তুমি আর কাঁদিও না; যেখানে চিরসুখ চির-শান্তি বিরাজমান, সেই স্বর্গপুরে শীঘ্রই আসিবে। কিছু-কাল সাবধানে থাকিও, কারণ সংসার অতীব ভয়ানক স্থান, এখানে প্রতি পদ-ক্ষেপে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন।"

অনন্ত বিষাদের মধ্যেও কমলা এই সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে দরজায় ভয়ানক ঘা পড়িল, তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জানালা হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে দরজার নিকট গেলেন। এ সময়ে তাঁহার স্বামী ভিন্ন সেখানে আর কে আসিতে পারে, মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিতে যে সামান্য বিলম্বটুকু হইয়াছিল, তাহাও সেই সুরোন্মত্ত নরপিশাচের সহ্য হইল না। সুরেন্দ্র রাগে অন্ধ হইয়া সরলা বালিকার আলুলায়িত কেশপাশ হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করিল। কিন্তু নিরপরাধিনী কমলার মুখে বাক্য নাই, বরং যতই পাষণ্ড তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল, ততই তিনি কাতর-স্বরে তাঁহার বিনীত প্রার্থনা শুনিবার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড স্বামীর আসুরিক প্রহারে কমলা অচেতন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সুরেন্দ্র কমলাকে মৃতা জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহোল্লাসে বাটীর বাহির হইল।

নরপিশাচের অমানুষিক প্রহারে কমলার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং প্রায় মাসাবধি ভুগিয়া তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করিলেন। স্বামীর এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের পূর্ব্বে, তাঁহার একান্ত ঘৃণার পাত্রী হইয়াও, সরলা বালিকা অনেক সময়ে একরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল

কাটাইতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার আর সে ভাব ছিল না। যৌবনসুলভ যে মৃদু হাসি তাঁহার বিম্বাধরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, এখন হইতে তাহার স্থানে এক ঘন-বিষাদের ছায়া দেখা দিল। দোষ স্বীকার করা দূরে থাক, হাসিমুখে একটী মিষ্ট কথা বলিলেই কমলার সব জ্বালা জুড়াইত, কিন্তু নরাধম সুরেণের হৃদয় দস্যুর হৃদয় হইতেও কঠিন। উপায়হীনা কমলা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কেন আছি? আর তো সহ্য করিতে পারি না। কত লোক প্রতিদিনই মরিতেছে, শুধু কি আমিই অমর হইয়া জন্মিয়াছি?" কে যেন সর্ব্বদাই তাঁহার কানে কানে বলিত "তোমার জীবন দুঃখকষ্টপূর্ণ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কমলার খুব সাহস হইল এবং সেই সঙ্গে সহিষ্ণুতাও বাড়িল। তাঁহার জীবনে আভ্যন্তরিক ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, ইতিমধ্যে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্তা হইলেন। মৃণাল-সদৃশ কোমল অঙ্গ এবং সোণার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ দিন দিনই ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিল। কমলার শাশুড়ি পুত্রবধূর এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। বলা বাহুল্য, কমলার গুণে পরিবারস্থ সকলেই—এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরাও তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। সুতরাং কমলা সকলকেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। ক্রমে কমলার রোগ নির্ণয় হইলে জানা গেল, তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে। পিতা মাতার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা এবং নানাবিধ ঔষধ সেবন সত্ত্বেও, কমলার পীড়ার উপশম হইল না। সকলেই বুঝিল, কমলাকে কাল রোগে ধরিয়াছে। তাঁহার মাতা কত দেব দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন, কন্যার মঙ্গলার্থে কত দেবতার নিকট ভোগ মানিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কমলা রোগ সাংঘাতিক জানিয়াও মাতাকে নানা উৎসাহ এবং সাহসের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দিন দিন চক্ষুর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস, শরীরের কৃশতা এবং কাশির কাঠিন্য দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

আশ্বিন মাসের বেলা ক্রমেই ছোট হইতে এবং রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে এক দিন সূর্য্যদেব কমলার পৈতৃক ভবনের পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রায় অস্তাচলশায়ী হইয়াছেন, তাঁহার সন্ধ্যাকালীন অবয়বে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচণ্ড তেজ নাই! তখন সে দিকে দৃষ্টি করিলে যেন বুঝা যায়, তিনি জগজ্জনকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেছেন "হে প্রাণিগণ, তোমরা জীবনের তুচ্ছ সুখবিলাসে মত্ত হইয়া গর্ব্ব করিও না; পরিণাম চিন্তা করিয়া মৃদুস্বভাব হও, সমস্ত দিবাভাগের পর দেখ আমাকেও

বিরূপ, মলিন এবং নিস্তেজ হইয়া ডুবিতে হইতেছে”। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণে জগতের প্রাণী সকল জ্বালাতন হইতেছিল, কিন্তু অস্তগমনের পূর্ব্বে সু-শীতল কিরণ পাইয়া প্রকৃতি দেবী যেন হাসিতেছেন। বৃক্ষাদির অগ্রভাগ সোণার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে সুশোভিত হইয়াছে এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক পক্ষী আসিয়া বিবিধ স্বরে নির্জ্জীব বৃক্ষ-গুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এ সমস্ত দেখিয়া কমলার গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিতে ভাল লাগিল না। সুতরাং তাঁহারি ইচ্ছানুসারে বারান্দায় একখানি পালঙ্কের উপর তাঁহাকে শোয়ান হইল। তিনি যেন সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং বালিকা বয়সের নানা সুখের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। মাতা কন্যাকে একটু প্রফুল্লমনা দেখিয়া ইষ্টদেবতাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মা'র প্রাণ! কন্যার সমান্য একটু সচ্ছন্দ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন, বুঝি এ যাত্রা কমলা রক্ষা পাইবে। তাঁহার বুকের ধন বুকেই থাকিবে।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন :—কমল, একদৃষ্টে তাকাইয়া কি দেখ্‌ছ?

কমলা। মা, আমি অস্তগামী সূর্য্য-দেবকে দেখ্‌ছি। দেখ দেখি, যদিও গাঢ় লোহিতবর্ণ হইয়াছেন, তথাপি সূর্য্যকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। মা, বল দেখি, [illegible]ময়ের চেয়ে অস্তকালে সূর্য্যদেবকে এত সুন্দর দেখায় কেন?

মাতা। যাদুমণি আমার, এ সব খবর নিয়া তোমার কাজ কি?

এই কয়েকটি কথা বলিয়া স্নেহময়ী জননি সন্তানের স্বর্গীয় মুখচন্দ্রমার দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কমলা যেন মা'কে কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোভাব বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল।

মাতা। কমল, তুমি আমায় কি বল্‌ছিলে?

কমলা। মা, আমি বিশ্বজননীর কাছে যাচ্ছি, তিনি আমায় ডেকেছেন। জননি! আমি তোমার বড় হতভাগিনী মেয়ে; এ সংসারে কিছু দিন থাকিয়া তোমার অসীম দয়া এবং স্নেহের কণিকা-মাত্রও প্রতিশোধ করিতে পারিলাম না।

কমলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল মাতার স্নেহময় বক্ষে মুখ রাখিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মাতা। অবোধ মেয়ে! এরূপ নিদারুণ কথা ব'লে তোর অভাগিনী মায়ের বক্ষে কেন আর শেল বিদ্ধ করিস। বালাই! এই যে তোমাকে আজ অনেকটা ভাল দেখ্‌ছি। আমার মাথায় যত চুল আছে, তোমার পরমায়ু তত বৎসর হউক।

কমলা। না মা! তবে আমি দীর্ঘ-জীবিনী হইব; আচ্ছা, মা! তুমি আমায় সীতাচরিত শুনাও।

কমলার মা অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া সীতাদেবীর গল্প আরম্ভ করিলেন। সীতা-চরিত্র প্রত্যেক রমণীর শুনিতে বড় ভাল লাগে, সুতরাং কমলা নিবিষ্টচিত্তে মায়ের মুখে সীতাদেবীর গল্প শুনিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তে ডুবিয়াছেন; সমস্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি শোভা পাইতেছে এবং শুক্লপক্ষের চন্দ্রের বিমল কিরণে জগৎ যেন হাসিতেছে। বারান্দার সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সেফালিকা গাছ অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্পভারে এক মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। কমলার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, তাঁহার মাতা পার্শ্বে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন।

হঠাৎ কমলা চক্ষু মেলিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বলিলেন "মা, মা, তিনি এসেছেন; ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন?"

মাতা। "ষাট, ষাট, মা আমার! কৈ এখানে কে আস্‌ছে?"

কমলা। "তোমার জামাই আস্‌ছেন।"

কমলার মাতা তাঁহার জামাতা সুরেন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ এই পাষণ্ড জামাতার দোষেই তাঁহার স্নেহের কন্যারত্নের সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মিয়াছে। তিনি অতীব বিরক্তি সহকারে বলিলেন "সে নরপিশাচের বিষয় আর ভাবিও না—সে নরাধম, পাষণ্ড, ঘোর সুরাপায়ী পশু। সে পাপাত্মা পশু অপেক্ষাও অধম। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, যেন আর সে পাষণ্ডের মুখ না দেখিতে হয়!"

কমলা। "মা, তুমি কেন বৃথা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছ? তুমি কি জান না, সাধ্বী স্ত্রীর পতি ভিন্ন আর গতি নাই? আমি নিয়ত ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করি, যেন কেহ তাঁহার শরীরের ছায়ারও অনিষ্ট না করিতে পারে। মা, আমি যে স্বামিদেবের চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, সে আমারই অদৃষ্টের দোষ। আমি ঘোর পাপিনী, তাই এই সমস্ত নিগ্রহ ভোগ করিতেছি!

কিছুক্ষণ পরেই কমলার পিতা আসিয়া তাঁহার নাড়ী ধরিয়া বিষণ্ণভাবে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ফিরিয়া যাইবার সময় সুরেন্দ্রের আগমনের বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইলেন। কমলা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; পিতামাতার সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিবেন না ভাবিয়া তাঁহারা উভয়েই সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্র। "আমি এখানে কেন আসিয়াছি তাহা নিজেও ঠিক্ বলিতে পারি না; সুরাপানে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে; আমি নিদ্রিত হইয়া দেখিলাম কতকগুলি ভীষণ মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই আমাকে লক্ষ্য

করিয়া সমস্বরে বলিল, 'নৃশংস, স্ত্রীঘাতক! তোকে ধিক্!' আমি জাগিয়া উঠিলাম। সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল এবং আপাদমস্তক ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যে সমস্ত দুষ্কৃতি করিয়াছি সবই মনে পড়িল, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলাম, অবশেষে তোমার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি হয়তো এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু প্রিয়তমে! এ সকল সত্য কথা, আমার জীবনে এক আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে; তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

কমলার আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহার সমস্ত নাক চোক মুখ দিয়া যেন আনন্দের লহর ছুটিতে লাগিল এবং অতি ক্ষীণস্বরে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! তোমার কথা কেন বিশ্বাস করিব না? হরি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি মার মুখেও শুনিয়াছি, তাঁহার কৃপাবলে খঞ্জও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, মত্ত হস্তীও সামান্য কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াও শেষে ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এ সকলই হরির কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।"

সুরেন্দ্র। "তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া, আমি একটি দিনের জন্যও তোমাকে আদর করিলাম না। আমা সম হতভাগ্য জগতে আর কে আছে! কিন্তু প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমাকে বাঁচাও, আমার আর নিস্তার নাই! তুমিই যদি ক্ষমা কর, তাহাহইলে রক্ষা, নতুবা উপায়ান্তর নাই।"

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

কমলা। সে কি কথা! আমি তোমাকে ক্ষমা করিবার কে? আমি যে তোমার শ্রীচরণের দাসী! তুমি আমার পার্থিব ঈশ্বর! প্রাণেশ্বর! আর আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেলিও না। আজ আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে? জগন্মাতা আমার প্রার্থনা শুনিয়া তোমার মতি গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্তিম কালে তোমাকে নিকটে পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে হইতেছে। এ সময়ে তোমার চরণ দুখানি আমার মাথার উপর রাখ। প্রিয়তম! বৃথা চক্ষের জল ফেলিয়া আমার সুখের ব্যাঘাত করিও না।

সুরেণ কমলার মস্তক নিজের ক্রোড়ে লইল, এবং যে দুই এক গাছি চুল মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহাই দুদিকে সরাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রের এতই অনুতাপ হইতে লাগিল যে, অবিরত দুই গণ্ড বহিয়া কেবল অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। কমলা সুরেণের কোলে মাথা রাখিয়া মনে করিলেন যেন কুসুম অপেক্ষাও কোমল শয্যায় শায়িতা আছেন।

সুরেন্দ্রের মুখের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ! এ দাসীর মৃত্যুর পর তাহাকে মনে করিবে কি?"

সুরেন্দ্র। ওরূপ নিদারুণ কথা কেন মুখে আনিতেছ? তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

কমলা। আমারও একান্ত বাসনা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার চরণ সেবা করি। কিন্তু আমার সে আশা বুঝি পুরিল না। নাথ! যদি আর কিছু পূর্ব্বে এ দাসীর মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ বুঝিতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমার এ সাংঘাতিক পীড়া জন্মিত না; এখন সব চেষ্টা বিফল। এজন্য আমি তোমায় কোনও দোষ দিব না—এ সকলই আমার দুরদৃষ্টক্রমে ঘটিয়াছে।

এই কথাগুলি বলিয়া নীরব হইলেন, এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু মেলিলেন, তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতে লাগিল। "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া পতির কোলে মাথা রাখিয়াই সমস্ত সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু "আনন্দধামে" উড়িয়া গেল।

সুরেশ হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন কমলার পার্শ্বে এক উজ্জ্বল মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার শরীরের আভা আসিয়া কমলার মুখের উপর পড়িয়াছে।

যাও কমল, তুমি তোমার বাঞ্ছিত সেই শান্তিধামে গিয়া বাস কর। এ দুঃখ-কষ্ট-প্রতারণাপূর্ণ পৃথিবী তোমার ন্যায় দেবীর বাসযোগ্য স্থান নয়। আজ তুমি পতি-ভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, তাহাতে তোমাকে দেবী বলিয়া পূজা করিলেও আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটে না। তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণী ওরূপ শোচনীয় অবস্থায় না পড়িলে, তোমাতে যে সমস্ত স্বর্গীয় গুণ আছে, তাহা কে দেখিত? ভগবান্ কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ খেলা খেলিতেছেন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা কি করিয়া বুঝিব! তুমি এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু পাতিব্রত্যের যে জলন্ত দৃষ্টান্তটী রাখিয়া গেলে, তাহাতে তোমার স্মৃতি চিরদিনই আমাদের হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। (কোনও ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত)।

হেঁয়ালি।

১

তিন বর্ণে নাম, বড়ই সুঠাম,
সদাই মোদের সদন বসতি।
আদি দু'বিহনে, থাকি এক সনে,
কভু ডাকে "দীদী" দীদী সে যুবতী।

যদি অস্ত লয়, তবে জল হয়,
জলেই জনম সাগরেতে নয়;
দিবায় বিকাশে, নিশিতে না হাসে,
পতিপ্রাণা সতী বল কে সে হয় ?

নীতিকথা।

"দুধে চিনি ভাল বটে, সোহাগা সোনায়,
সত্য সহ মিষ্ট কথা আর (ও) শোভা পায়"।
"বন্ধুতা কি হয় কভু দৈত্য দেব লোকে,
কুটুম্বিতা কোথা থাকে আঁধার আলোকে ?"
"পণ্ডিতের মূর্খপাশে সদা পরাজয়,
অঙ্গার ধুইতে জল মলিনতাময়।"
"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভবে সম্ভবে কখন ?
জগন্নাথ অঙ্গহীন দেব গজানন।"
"লাগে নাকি খড় কুটা হর্ম্ম্য বানাইতে ?
সকমল দূর্ব্বাদল দেবতা পূজিতে ?"
"পুষ্করের পথে হয় তস্করের ভয়।
"ভাঙ্গাপদ গর্ত্তে পড়ে মিছা কথা নয়।"
"ভালবাসা নীচ জনে স্থান নাহি পায়,
দধি মধু কচুপাতে রাখা বড় দায়।"
"ঈশ্বরে ভক্তের প্রেম হয় না মলিন,
সম্বন্ধ চুম্বক লোহে ভাঙ্গে কোন্ দিন ?"
"অতি জলে সাগরের সলিল মলিন,
অতি পুত্রে সগর হইল বংশহীন।"
"নামাবলি ব্যবহারে ভক্ত কভু নয়,
ভক্ত কি সে মকরাক্ষ রাম-নাম-ময় !"

(ক্রমশঃ)

আফ্রিকা ও তত্রত্য অসভ্য জাতি।

আফ্রিকা আকৃতিতে দ্বিতীয় মহাদেশ, কিন্তু ইহা সভ্যজগতে অতি অল্পই পরিচিত। ইহার আকৃতি আম্রের ন্যায়। আফ্রিকা ইউরোপ ও আসিয়ার দক্ষিণে, এবং ইহার চতুর্দ্দিকই প্রায় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, কেবল ৭৩ মাইল প্রশস্ত একটা বালুকাময় ভূমি ইহাকে এসিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই ভূমিখণ্ড সুয়েজ যোজক, তাহা জাহাজ গমনাগমনোপযোগী একটী খাল-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা অতিশয় উষ্ণ এবং পৃথিবীর সুবিস্তৃত জলরাশি ইহার অতি অল্প অংশকেই সিক্ত করিয়াছে। বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি এই মহাদেশকে ছাইয়া আছে, ইহার অতি অল্প ভূমিই উর্ব্বর। এ স্থানে কয়েকটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে এবং কয়েকটী পর্ব্বতের শিখরদেশ সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নাইল নদ উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। প্রতি বৎসর গঙ্গানদী যে সময়ে বঙ্গদেশের কিয়দংশ প্লাবিত করে, নাইলও সেই সময়ে ইহার তীরদ্বয় প্লাবিত করিয়া থাকে। নদীটী এতাধিক উপকারী

বলিয়া মিসরবাসিগণ ইহাকে দেবতা-স্বরূপে পূজা করিয়া থাকে। কঙ্গো নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এবং ইহা দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় ও প্রচুর জলরাশি দ্বারা দেশ প্লাবিত করিয়া থাকে। আফ্রিকায় কয়েকটি বিস্তৃত হ্রদ আছে। গম, যব প্রভৃতি উত্তরাংশের প্রধান শস্য। আফ্রিকার মধ্য ও পশ্চিমাংশে তণ্ডুল, চিনি, একপ্রকার আলু, গম ও তাল জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদেশবাসীদিগের জীবিকা গৃহপালিত পশুদিগের উপর নির্ভর করে। উষ্ট্র, বলদ, মেষ, ও অশ্ব ইহাদিগের গৃহপালিত। আফ্রিকার জঙ্গলে ও মরুভূমিতে গরিলা নামক একপ্রকার হিংস্র বানরজাতি এবং সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক, জিরেফা প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু দৃষ্ট হয়। বহু-সংখ্যক কুম্ভীর নদীমধ্যে অবস্থিতি করে।

আফ্রিকার উত্তরাংশবাসীরা আরব-বংশীয়। মধ্য ও দক্ষিণাংশে নিগ্রোজাতীয়েরা বাস করে এবং ইহারা কথঞ্চিৎ সভ্য। অনেক দিন হইতে দাসব্যবসায় আফ্রিকার সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশীয় শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রায় সকলেই যথেচ্ছাচারী এবং দাসলাভাশায় সতত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে রত। আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বস্থানে বহু-বিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্ম এক প্রকার বিকৃত আকারে আবীসিনিয়াতে, এবং মুসলমান ধর্ম্ম উত্তরাংশে প্রচলিত। যদিও খৃষ্টধর্ম্ম আফ্রিকার নানা স্থানে প্রচলিত আছে, তথাপি অধিকাংশ নিগ্রোই পৌত্তলিক; পালক্, ডিম্ব, প্রভৃতি দেবতা-রূপে পূজা করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। আফ্রিকার যে-সকল স্ত্রীলোক খৃষ্টধর্ম্মাব-লম্বিনী নহে, তাহারা ক্রীতদাসী ও ভারবহ পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গোজাতি।

বঙ্গোজাতি নাইল নদের দক্ষিণে বাস করে। বঙ্গোদিগের শরীরের বর্ণ ইহাদিগের দেশের মৃত্তিকার ন্যায় লোহিত ও ধূসরবর্ণ মিশ্রিত। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রায় অর্দ্ধ বুরুলের অধিক দীর্ঘ হয় না; ইহাদিগের গোঁপ দাড়ী প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গোজাতির পুরুষেরা একখণ্ড বস্ত্র বা চর্ম্ম দ্বারা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে। স্ত্রী-লোকেরাও প্রায় তদ্রূপ করে। ইহারা বড় ভূষণপ্রিয়, প্রায় পল্লবযুক্ত শাখা অথবা তৃণগুচ্ছ দ্বারা মস্তক সুশোভিত করে। অনেক স্ত্রীলোক মস্তক সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করে এবং অলঙ্কারের দ্বারা বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করে। এই অলঙ্কার কতকগুলি দড়িতে পলাকাটি গাথিয়া ১০।২০ বা ৫০ ফের দিয়া কণ্ঠে ধারণ করে। পুরুষদের কণ্ঠহার আরো চমৎকার! তাহারা ঈগল পক্ষীর নখর, ও কুক্কুর, কুম্ভীর ও শৃগাল প্রভৃতির দন্ত মালা করিয়া পরে। তাহা-দের কর্ণে তাম্র অঙ্গুরী। উপরের ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে তামার গজাল বা আংটি

পরিধান করে। কখন কখনও বক্ষের উপরিস্থ চর্ম্ম ফুঁড়িয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। হস্তে নানা আকারের অনেকগুলি লোহার বালা ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা পাদদেশেও এইরূপ আভরণ পরিধান করিয়া থাকে। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা অধরদেশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠের শলা প্রবিষ্ট করে। এই শলা বদলাইয়া ক্রমে লম্বা করিয়া দেওয়া হয়, ক্রমে তাহা উপরের ঠোঁট ছাড়াইয়া যায়। উপরের ঠোঁট ছিদ্র করিয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী অথবা খড়িকা দেওয়া হয়। নাকের দুই পাশ ফুঁড়িয়া অনেকগুলি খড়িকা পুরিয়া দেওয়া হয় এবং মধ্যস্থল ফুঁড়িয়া একটী তাম্রের অঙ্গুরী ধারণে নাসিকার শোভা বৃদ্ধি হয়। কানে অনেক গুলি গহনা চাই, এজন্য ছিদ্রও বহুসংখ্যক। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের শত শত স্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের শরীরের উপরিভাগে সরল বা বক্র নানা প্রকার রেখা বা বিন্দু দ্বারা উল্কি অঙ্কিত হয়। বিবাহার্থ স্ত্রীলোক ক্রয় করা হয়। একটী পুরুষ তিনটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। একটী যুবতীর মূল্য এক সের ওজনের ১০ খানি লোহার থাল এবং ২০টী কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্র। সন্তান হইলে সে প্রায় কখনও মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না। মাতার পৃষ্ঠে ছাগচর্ম্মের থলিয়া থাকে, কোথাও যাইতে হইলে তাহাতে সন্তান [illegible]য়া মাতা বহন করিয়া থাকে এবং কাজ করিবার সময় সন্তান পৃষ্ঠে লইয়া কাজ করে।

বঙ্গোদিগের কুটীরসকল আমাদের দেশের ধানের করুয়ের মত; উপরে গোলাকার একটী স্থান থাকে, তাহাতে বসিয়া গ্রামের চতুর্দ্দিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, হামাগুড়ি দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশের দুই দিকে দুইটী খুঁটি পুঁতিয়া আগড় দ্বারা বন্ধ করা হয়। মেজে মাটীনির্ম্মিত এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক পিটিয়া সমান করা হয়। মেজের উপর চামড়া বিছাইয়া সকলে শয়ন করে। স্ত্রীলোকেরা খোদ-কারীকরা চৌকিতে উপবেশন করে। পুরুষেরা উচ্চ আসনে বসিতে ভাল-বাসে না।

বঙ্গোজাতি জাওয়ারী নামক শস্যের চাষ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন হাঁস, মুরগী, কুক্কুর পোষে। শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের দেশে লবণ পাওয়া যায় না। এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া ছাই করিয়া সেই ক্ষার ব্যবহার করে। ইহারা প্রচুর পরিমাণে তামাক চাষ করে এবং তামাক খাইয়া থাকে। ইহারা কুক্কুরের মাংস ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাংস খায়। ইন্দুর, সাপ, বিছা কিছুই বাদ যায় না। মাংস যত পচা হয়, ততই উপাদেয়। বঙ্গোদিগের অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে। তাহাদের গান অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গীতে কুকুরের ভেউ ভেউ, বিড়ালের মিউ মিউ এবং গাভীর গাঁ গাঁ স্বর একেবারে শ্রুত হয়, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কথা গ্রথিত থাকে। গান

প্রথমে সুস্বরে আরম্ভ হয়, পরে সকলে চীৎকার, কিচিমিচি ও গাঁ গাঁ শব্দ সাধ্যমত বলের সহিত করিতে থাকে। ক্রমে স্বর কোমল হইয়া শোকসঙ্গীতের ন্যায় কাঁদুনে সুর বাহির হয়, পরে হঠাৎ সকলে একেবারে উৎসাহপূর্ণ হইয়া কোলাব্যাঙের মত কণ্ঠস্বর বাহির করে। বন্যেদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি অস্ফুট। তাহারা ভূতের ভয় করে এবং সর্ব্বস্থানেই তাহার যাতায়াত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ডাইনি বলিয়া বিবেচিত হয় ও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সমুদ্র-বায়ু সেবনে সুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নূতন ব্যবস্থাপনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২। রাজজামাতা বেটেনবারির প্রিন্স হেনরী মরিচ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি মহারাণীর পরম আদরের কনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিসের স্বামী। এই ঘটনায় রাজকর্ম্মচারিগণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোক-চিহ্ন ধারণ করিবেন। জগদীশ শোকার্ত্ত রাজ-পরিবারের শন্তি বিধান করুন।

৩। ইংলণ্ডের সার্জনদিগের রাজকীয় কলেজ স্ত্রীলোকদিগকে ডাক্তারির সনন্দ দিবার নিয়ম করিয়াছেন।

৪। লেডি ডফরিন ফণ্ডের বঙ্গীয় কমিটীর হস্তে লক্ষ টাকা মাত্র মজুত আছে। ছোট লাট ইহার আয়বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৫। জানুয়ারির শেষভাগে কলিকাতায় তিনজন বিদেশীয়ের বক্তৃতার ধুম হইয়া গিয়াছে—বিবি বেজান্ট, মুক্তিফৌজের জেনারল বুথ, এবং রেবরেণ্ড জে, টি, সণ্ডারল্যাণ্ড। শেষোক্ত মহাত্মা একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের প্রতিনিধি।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। The Life of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা। ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর অত্যন্ত অভাব ছিল, শ্রীচরণ বাবু তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর কেবল বঙ্গের গৌরব নন, সমুদায় ভারতের গৌরব এবং তাঁহার পুণ্যচরিত্র যেমন ভারতবাসীদের, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় লোকের পাঠ্য ও উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই পুস্তক অতি

সরল সুন্দর ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যে প্রকার সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের হৃদয়ে তাঁহার ছবি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। মনের কথা—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ও রামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৷৷৹। গ্রন্থখানি পদ্যময় এবং নানা সদ্ভাবোদ্দীপক কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্ব-শক্তি আছে, চালনা করিলে ক্রমে তাহা বিকশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিবে।

বামারচনা।

বসন্ত পঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী আজ তিথি শুভক্ষণ,
সারাটি বরষ পরে,
আসিবেন ভক্তঘরে—
বীণাপাণি, জুড়াইতে ভকত-জীবন।
কোকিল ভ্রমর গায় শুভ আগমন।
মলয় মৃদুল হাসে,
বলিছে ভকত-পাশে,
"পূজিতে মায়ের পদ কর আয়োজন"।
যাহার ক্ষমতা যত,
আয়োজন করে তত,
মনসাধে পূজিতে সে কমল চরণ।
পূজিতে সে পা দুখানি,
আপনি প্রকৃতি রাণী,
সাজাইছে থরে থরে কুসুম-ভূষণ;
পূজিতে মায়েরে সবে করে আয়োজন।
আমিই অধম দীন,
আমিই শকতিহীন,
আমারি নাহিক কিছু পূজিতে চরণ।
তা ব'লে কি মোর বাড়ী
ত্রিদিব-আলয় ছাড়ি,
আসিবে না মা আমারে দিতে দরশন?
ধনীর আলয়ে যাবে
মনোমত পূজা পাবে,
তাব'লে কি দুখিনীরে হ'বে বিস্মরণ?
মায়ের মমতা স্নেহ নহে গো এমন।
যে বড় গরীব দীন,
যে বড় শকতিহীন,
শুনেছি তারেই মা'র অধিক যতন।
তবে কেন পাব না মা তব দরশন?
দুখিনীরে দয়া ক'রে,
এস মা আমার ঘরে,
আমিও মনের সাধে পূজিব চরণ।
প্রীতির কুসুম তুলে,
ভকতি চন্দন গুলে,
প্রেম-বিল্ব-পত্র দলে করিব পূজন।
করিব অঞ্জলী দান,
আমার এ মন প্রাণ,
সংসার-উচ্ছিষ্ট ব'লে কর না হেলন।
তা ছাড়া আমার আর নাহি অন্য ধন।
আমার যা আছে তাই করিব অর্পণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

No 374. March 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৪ সংখ্যা।	ফাল্গুন, ১৩০২—মার্চ্চ, ১৮৯৬।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপরিবারে শোক—ভারত-সাম্রাজ্ঞীর ছোট জামাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে গভীর সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়া মহারাণী আপনার ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিএট্রিসের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে জানাইয়াছেন।

কুমারী সরলা দেবী—ইনি বরদার মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মহীশূরের কর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বরদায় স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূর রাজপরিবারের সাধু দৃষ্টান্তে গুইকুমার ও তাঁহার মহিষী বরদারাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। সম্প্রতি মহারাণী চিম্না বাই বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। প্রায় ১২০০ বালিকা ও ৭৫টী ভদ্রবংশীয়া যুবতী পুরস্কারলাভার্থ উপস্থিত হন। অনেক হিন্দু, মুসলমান ও পারসী মহিলা এই অনুষ্ঠানদর্শনার্থে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বায়ুবাসী জীব—একজন বৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা যে বায়ু সেবন করিয়া জীবিত আছি, তাহাতে ৬০০ বিভিন্ন প্রকার জীব আছে।

মাদাগাস্কারের পরাধীনতা—মাদাগাস্কারের রাজ্ঞী ফরাসীদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য-শাসনের ভার পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর—সার আর্থার হাবেলক মান্দ্রাজের নূতন শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইয়াছেন।

কোরিয়ার নূতন ব্যবস্থা—যে কোরিয়া লইয়া চিন জাপানে মহাযুদ্ধ হয়, রুসিয়া রক্ষকরূপে তাহা হস্তগত করিতে

যাইতেছেন। গজকচ্ছপের যুদ্ধে গরুড়েরই পোহাবার।

পাতিয়ালার ইংরাজ রাণী—মহারাণী ফ্লোরেন্স অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শিখধর্ম্মপ্রণালীমতে তাঁহার সৎকার-কার্য্য মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

দান—(১) গয়া মুকসুদপুরের রাজা রামেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। (২) কাকীনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন। (৩) বৈঁচির জমীদার বাবু রাম লাল মুখোপাধ্যায় সমুদায় বঙ্গালা প্রদেশের বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ শতকরা ৩।০ সুদের ৫০ হাজার টাকার এক খানি কাগজ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

জাপানের স্মৃতিচিহ্ন—চীনদিগের উপর জাপানীরা যে সকল জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ৮০ হাত উচ্চ এক বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাপানী বৌদ্ধেরা কৃতসঙ্কল্প, ইহাতে ১০ লক্ষ জাপানী মুদ্রা ব্যয় হইবে।

বিদুষী রাজমাতা—সম্প্রতি ভবনগরের মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে শোকার্ত্তা রাজমাতা কুবের বাই পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার বাল্যকালে দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোনও উপায় না থাকিলেও ইনি নিজ যত্নে পারসী ও গুজরাটী ভাষা রীতিমত শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার কাব্যগ্রন্থ পাঠে ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি ইঁহার একমাত্র সন্তান মহারাজের প্রাণে শৈশব হইতে সেই কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

পদ্ম ও পানা।

পদ্ম ও পানা উভয়ই জলজ উদ্ভিদ্; কিন্তু ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। পানার মূল মৃত্তিকায় সংবদ্ধ না থাকায় উহা জলোপরি ভাসিয়া বেড়ায় এবং বায়ুকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত হইয়া কতই না লাঞ্ছিত হয়। এক স্থানে চিরকাল শান্তিতে অবস্থান যেন পানা বেচারির ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। ইহাদের সত্বর বংশবিস্তার এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। যদি একটী পানা কোন প্রকারে কোন পুকুরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে পুকুরের জল এমনই বিকৃত করিয়া তুলে যে, তন্মধ্যস্থ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবলীলা সংবরণ করে। অতঃপর গৃহস্থ তাঁহার পুকুরের এমন

দুর্গতি জানিতে পারিয়া পানা-বংশকে এককালে নির্ব্বংশ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

পানার স্বভাব যেমন জলকে বিকৃত ও দূষিত করা, পদ্মের স্বভাব তেমনি জলকে শোভিত ও শোধিত করা। নিদাঘের প্রখর তপনতাপে আকুল হইয়া মীনকুল যখন সুশীতল ছায়া অন্বেষণ করে, তখন পদ্ম-পত্র সকল আতপত্ররূপে আপনাদের তল-দেশে উহাদিগকে রক্ষা করে। এ পক্ষে পানা যে নিতান্ত অতিথি বিমুখ এমন নহে। কিন্তু এতদুভয়ের অতিথি-সৎকারের পার্থক্য অনেক। পদ্ম অতিথিগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে, কিন্তু পানা তাহাদিগকে আশ্রয় দেয় মারিয়া ফেলিবার জন্য। বর্ষান্তে শরৎ দেখা দিলে, দশ দিক্ যখন প্রসন্নভাব ধারণ করে, তখন পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে কেমন হাস্যময়ী করিয়া তুলে, সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইলে সরোবর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, চারি দিক্ হইতে মধুকর সকল গুণ গুণ স্বরে সমবেত হইয়া পদ্মের মধুপান করিয়া মানবের পানীয় মধু সংগ্রহ করে। পদ্মপুষ্পে মা নাকি বড়ই প্রসন্না হন। এইজন্য মাতৃভক্ত সাধক দল "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা" মাতার চরণপদ্ম পদ্মপুষ্পে সাজাইয়া দেন। পদ্মে যে কেবল দেবী প্রসন্না, এমন নহে; কবিও প্রসন্ন। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিলে কবির মন ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়। পদ্মের বিষয় অনুধ্যান করিয়া কবি একবারে মাতোয়ারা! কত কবি কেবল পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে কত কথা বলিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং পদ্মের গুণে কবিও মুগ্ধ। পদ্মের মৃণাল মৃত্তিকা-সম্বদ্ধ থাকায় বায়ু উহাকে ইচ্ছামত স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না।

হে পথিক! ঐ যে দেখিতেছ, পানা পুষ্করিণীটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার জল দূষিত করিতেছে এবং পদ্মিনীদলকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত পুষ্করিণী স্বাধিকার-ভুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে; অপেক্ষা কর, বন্যা আসুক্, ডাঙ্গা ডোবা সব একাকার হইয়া যাউক, দেখিতে পাইবে, পানা সকল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মিনীদল জলমগ্ন হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, জল কমিয়া যাউক দেখিতে পাইবে, উহা সেই একই স্থানে সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

পানা ও পদ্মের সহিত পাপী ও পুণ্যাত্মার কতক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাপী সংসারকে পাপ দ্বারা দূষিত করে, সকল সদ্গুণকে নষ্ট করে। পুণ্যাত্মা অন্যপক্ষে সংসারের সমস্ত পাপতাপ মলিনতা দূর করিয়া সংসারকে দোষশূন্য করিয়া তুলেন এবং ইঁহার দ্বারা সদ্গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়। পাপী আশ্রিত-গণের ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে, পুণ্যাত্মা আশ্রিতগণকে শান্তির সুশীতল ছায়ায় নিরাপদে রক্ষা করেন। পুণ্যাত্মাগণ স্বীয় ধর্ম্মজ সৌরভ দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু পাপীর এমন কিছুই

নাই যদ্দ্বারা অন্যে আকৃষ্ট ও উপকৃত হইতে পারে। পুণ্যাত্মা সকলকে ধর্ম্মামৃতে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, কিন্তু পাপী তাহা পারে না। পুণ্যাত্মার যশোগাথা সকলেই গান করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপীর কথা মুখে লইতে সকলে ঘৃণা করেন। পুণ্যাত্মা অভয়দাতা পরমেশ্বরে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, সুতরাং নির্ভয়; সংসারের ঝঞ্ঝাবাত—দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলের তরঙ্গতুফান ইহাঁকে বিপথে চালিত করিয়া স্থানভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পাপী সেই অভয় ধামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহার যাহা কিছু এই অসার সংসারেই সম্বন্ধ রাখে, সুতরাং সে কদাপি নির্ভয় হইতে পারে না। পরমেশ্বরে সংস্থিতির অভাব নিবন্ধন সে পদে পদে বিচলিত হয়, সংসারের সামান্য ফুৎকার তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করে, প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ঘোর অন্ধ-তমসাবৃত অনন্দানামক অন্ধকূপে নীত হয় এবং নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে।

এই বিকার, পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুতরঙ্গময় সংসারে পরমেশ্বর আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিতে পারি, পানার ন্যায় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া না বেড়াই ও অবশেষে পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া তাঁহার জগতের পাপজঞ্জালরাশি বৃদ্ধি না করি।

সুয়েজ প্রণালী ও ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স।

১৮৬৯ সালের পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যালয়ে ভূগোল বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সুয়েজ যোজক নামটি সুপরিচিত। কিন্তু ঐ সালের পরবর্ত্তী কালের ভূগোল-বৃত্তান্ত-পাঠকগণ সুয়েজ প্রণালী নামে অভ্যস্ত। যাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও কার্য্য-নিপুণতায় সুয়েজ যোজক প্রণালীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বাণিজ্য সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার নাম কাউণ্ট ফার্ডিনেণ্ড ডি লেসেপ্স। সুয়েজ প্রণালীর সহিত ইহার নাম পৃথিবীতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

লেসেপ্স মহোদয় ইং ১৮০৫ সালে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বার্সেলি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। নবযৌবনাবস্থাতেই তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজপুরুষগণের এত প্রিয়পাত্র হন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ফ্রান্স রাজ্যের কন্সল্ বা প্রতিনিধিরূপে মিসর নগরে প্রেরণ করেন। যখন তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মিসরের শাসনকর্ত্তা মেহমেৎ আলির সহিত তুরস্কের তৎকালীন সুলতানের মতান্তর ও মনোবাদ ঘটে। লেসেপ্স অতুল বিচক্ষণতার সহিত ইহাঁদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এই উপকারের জন্য

মেহমেৎ আলি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হন, এবং তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুভাবের নানা পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়ে মেহমেৎ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিতও লেসেপ্সের আত্মীয়তা হয়। এই আত্মীয়তা পরে লেসেপ্সের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। চারি বৎসর কাল মিসরে কন্‌সলের কার্য্য পারগতার সহিত ও ফরাসী রাজপুরুষদিগের সন্তোষজনক-রূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি রটারডেম্ নগরস্থ ফরাসিস্ কন্‌সলের পদে নিযুক্ত হন। ঐ নগরে বাসকালে তিনি তথাকার অসংখ্য প্রণালী ও বাঁধ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে ফ্রান্সের রাজদূত-পদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি ১৮৪৮ সালে কোন দুঃসাধ্য রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ রোম নগরে প্রেরিত হন। ইহার পর তিনি বৃত্তি (পেনসন্) লইয়া বেরি নামক নগরে গমন করিয়া বাস করেন। এই সময়ে লেসেপ্সের ৪৩ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যখন লেসেপ্স বেরি নগরে বাস করিতেছিলেন, তৎসময়েই তিনি সুয়েজ যোজককে প্রণালীতে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। যখন তিনি মিসর রাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে লোহিত সমুদ্রের সহিত ভূমধ্য সাগরকে সম্মিলিত করিবার কল্পনা প্রথম উদিত হয়। বেরি নগরের নির্জ্জনতা অধিক কাল তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি স্বীয় যৌবন-কালীন উক্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মিসরের রাজধানী কেরো নগরে যাত্রা করিলেন। তৎকালে মহম্মদ সৈয়দ মিসরের শাসন-কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি লেসেপ্সের পূর্ব্বপরিচিত মেহমেৎ আলির পুত্র। ইহাঁর সহিত পূর্ব্বে লেসেপ্সের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। লেসেপ্স ইহাঁকে স্বীয় কল্পনার কথা সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। সুয়েজ যোজক খালে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, এই সম্বন্ধে তিনি মহম্মদ সৈয়দের সহিত দিবারাত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ও ফরাসীর রাজ-পুরুষ-দিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। লেসেপ্স প্রাণ পণ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে বহু আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার পর, এবং তুরস্ক ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের ঘোর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সুয়েজ খাল কোম্পানি নামে একটী বণিক্ কোম্পানি স্থাপিত হইল। যাঁহাদিগকে লইয়া এই কোম্পানি গঠিত হইল, তাঁহারা এই কার্য্যের

লাভজনকতা সমস্ত ইয়োরোপবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াতে অনেকে এই কোম্পানির অংশ ক্রয় করিলেন। অল্প কালের মধ্যে কার্য্য-আরম্ভোপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইল এবং ১৮৫৯ সালের মধ্য-ভাগে কার্য্য আরম্ভ হইল। ছয় বৎসর কাল অবিরামে কার্য্য চলিবার পর ১৮৬৫ সালের আগষ্ট মাসে যোজকের যে অংশ-টুকু কর্ত্তিত হইল, তাহার মধ্য দিয়া ছোট ছোট বাষ্পীয় নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল। কার্য্যটী শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য অভিনব বৃহদাকার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৬৭ সালের শেষভাগে যোজকের যে অংশ কর্ত্তন করা হইল, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র আকারের অর্ণব-পোত যাতায়াত করিতে লাগিল। তৎ-পরে ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে সমস্ত যোজকটী কর্ত্তিত হইল, ভূমধ্যস্থ সাগরের জলরাশি লোহিত সাগরের বারির সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সুয়েজ যোজকের স্থানে সুয়েজ প্রণালী বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে মহাসমারোহে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হয়। তদুপলক্ষে খালের প্রবেশ-দ্বারস্থ পেকসেড নামক নগরে মহোৎসব হয়—সেই উৎসবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যেশ্বরী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, প্রুসিয়ার যুবরাজ, প্রিন্স উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ, ইংলণ্ড ও রুষিয়ার রাজদূত, এবং বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্য-শালী বণিক্ ও পৃথিবীর নানাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতা উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খালের গভীরতা ২৬ ফিট এবং প্রস্থ ৭২ ফিট। ইহা প্রায় ৪৫ ক্রোশ লম্বা। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে লণ্ডন নগর হইতে বোম্বাই নগরে জলপথে আসিতে গেলে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। ঐ পথ আট হাজার ছয় শত দশ ক্রোশ; কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়াতে লণ্ডন হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত জলপথের দূরত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে উহা তিন হাজার এক শত পঞ্চাশ ক্রোশে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য আসিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের আশাতীত সুবিধা হইয়াছে।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী লেবেক্-নামক প্রদেশে বৃষ্টিপাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার শব্দ আকাশে শ্রুত হয়। বহুকাল হইতে ঐ প্রদেশে এই প্রাকৃতিক ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, বায়ুমণ্ডলে জলকণার বিশেষ প্রকার সম্মিলন হইয়া, উহা বায়ুপ্রবাহের সহিত

সংঘর্ষণে এই শব্দ উৎপাদন করে। যে কারণেই হউক লেবেক্ প্রদেশের অধিবাসিগণ বৃষ্টিপাতের এই পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া বৃষ্টিপাতের অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন।

২। লণ্ডন নগরস্থ ব্রিটিস মিউজিয়ম নামক লোক-কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ দ্রব্যাগারে কত কত প্রাচীন ও আশ্চর্য্যকর দ্রব্য সকল রক্ষিত আছে, তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে একটী বৃহদাকার পুস্তক রচিত হইতে পারে। উক্ত দ্রব্যাগারে ৩ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত একটী কাষ্ঠাসন রক্ষিত হইয়াছে। উহা খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে নীল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধীশ্বরী হাতাসুর সিংহাসন ছিল, এই জনপ্রবাদ। এই কাষ্ঠাসনের কোন কোন অংশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে মণ্ডিত।

৩। গড়পড়তায় মানবের পরমায়ু গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ২৫ বৎসর বৃদ্ধি হইয়াছে। জুলিয়স সিজারের রাজত্বসময়ে রোমে মানুষ গড়ে ১৮ বৎসর মাত্র বাঁচিত; এখন তথায় গড়ে মানুষের পরমায়ু চল্লিশ বৎসর। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে গড়পড়তায় মানুষের পরমায়ু ২৮ বৎসর ছিল; এক্ষণে ৪৫ বৎসর। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় লণ্ডনবাসীদিগের পরমায়ু গড়ে ২০ বৎসর ছিল, এক্ষণে ৪৭ বৎসর।

৪। সার জন লবক্ পিপীলিকা-তত্ত্ববিৎ। বহুকাল হইতে তিনি বহুসংখ্যক পিপীলিকা প্রতিপালন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে নানা আলোচনা করিতেছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সযত্নে পালিত হইলে পিপীলিকা পনর বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

৫। ভারতবর্ষে প্রায় একশত প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক দেখা যায়। ইংরাজেরা বলেন, মশকের উৎপাত ভারতবর্ষে তাঁহাদের বাস করার সম্বন্ধে একটী অন্তরায়। কিন্তু ইংলণ্ডেও দশ প্রকার বিভিন্নজাতীয় মশক আছে। ইহারা কিন্তু ভারতবর্ষীয় মশকদিগের ন্যায় রক্তপিপাসু নহে এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মানুষের রক্তপানোন্মুখ হয় না।

৬। ইংলণ্ডের মধ্যে কোন নগরেই বৎসরের মধ্যে এক হাজার ঘণ্টার অধিক সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। এক হাজার ঘণ্টার প্রায় ৪২ দিন হয়।

৭। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রতি ছুই মাসে মানুষের মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৮। ইংলণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী বহুসংখ্যক পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, দক্ষিণ চক্ষু কণ্ডূয়নে শুভ ও বামচক্ষু কণ্ডূয়নে অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

৯। আরব দেশে অশ্বমাংস ও মিসরে উষ্ট্রমাংস, দক্ষিণ আমেরিকায় সর্প ও বৃশ্চিক, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপনিচয়ে প্রজাপতি উপাদেয় আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

১০। সমস্ত পৃথিবীতে এক্ষণে ৪০৬,৪১৬ মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১,৪৪,৩৮০ মাইল, আমেরিকায় ২,১৮,৯১০ মাইল, এসিয়ায় ২৩,২২৯ মাইল, আফ্রিকায় ৭,২১২ মাইল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১২,৬৮৫ মাইল।

১১। ইহা অনেকে অবগত নহেন যে, ব্যাঘ্র ও সিংহ অর্দ্ধ মাইল পথ ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়িতে বা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দূর যাইতে হইলে তাহাদিগের গতি মন্দ হইয়া আইসে। অর্দ্ধ মাইল দ্রুতগতিতে দৌড়িবার পর মানুষ তাহাকে দৌড়িয়া পরাস্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্রসিংহাদির মাংসপেশীর বল যত অধিক, ফুসফুসের বল তেমন নহে; সুতরাং, তাহারা কিয়ৎকাল অসীম বল প্রকাশ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

১২। চীনদেশে এক প্রকার ধান্য আছে, উহা পঞ্চাশ ফুট উচ্চ; উহার মূলদেশ তিন হইতে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। এই ধান্যের চাউল অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহার ত্বক্ হইতে একপ্রকার সুন্দর সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হয়।

১৩। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ডাকের টিকিট প্রতিবৎসরে যে সংখ্যায় বিক্রয় হয়, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তথাকার প্রতি-অধিবাসী গড়ে ৪০ খানা ডাকের টিকিট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি অধিবাসী গড়ে একখানা টিকিটও কম ব্যবহার করিয়াথাকেন।

১৪। কনওয়ে-নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি হিমালয়-পর্ব্বতের বহুসংখ্যক উচ্চ শিখরে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হিমালয় ভ্রমণ-সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতুহলজনক। তিনি বলেন, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের ন্যায় শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানব তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। ইহারা গমের চাষ করে এবং ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহাই জল দিয়া মাখিয়া ভক্ষণ করে। ইহাই ইহাদিগের একমাত্র আহার। শীত নিবারণ জন্য ইহারা হিমালয় প্রদেশস্থ ছাগল ও মেষের চর্ম্ম গাত্রবস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে। জীবনের মধ্যে একবার কিম্বা দুইবারের অধিক ইহারা ভেঁড়ার মাংস ভক্ষণ করে না। কনওয়ে সাহেব ইহাদিগের কয়েকজনকে পর্ব্বতের উপরে অধিরোহণ করিতে বলাতে ইহারা অস্বীকার করিয়াছিল; বলিয়াছিল তথায় ভূত প্রেতের বাস আছে, তাহারা তাহাদিগের প্রাণবিনাশ করিবে। পারিশ্রমিক স্বরূপ কম্বল ও ময়দা দেওয়াতে উহারা পরিশেষে কনওয়ে সাহেবের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্ব্বতের উপরে ছিল, ততক্ষণ অত্যন্ত ভূতের ভয় প্রকাশ করিয়াছিল।

১৫। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রায় আশি লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অষ্টাদশ

শতাব্দীর যুদ্ধসমূহে নিহত লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটী কুড়ি লক্ষ হইবে। উভয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে হত লোকের সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। গড়ের উপর সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি এক শত বৎসরের মধ্যে ৪ কোটী লোক যুদ্ধে নিহত হয়। অনুমিত হয় যে, ট্রয় নগরের যুদ্ধের পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় এক শত কুড়ি কোটী লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! এ অনুমানের কথা মাত্র।

১৬। এতদিন জাপানে আইন ছিল যে, প্রত্যক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হইবে। যদি কোন মহিলা উপযুক্ত পাত্রাভাবে বিবাহে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে সম্রাট্ তাঁহার পাত্র অন্বেষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এইজন্য জাপান রাজ্যে মহিলাগণের মধ্যে কেহ অবিবাহিতা থাকিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি জাপানের সম্রাট্ এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা তিনি চির-কুমারী ব্রত পালন করিতে পারিবেন।

১৭। বোম্বাই-প্রদেশ-নিবাসিনী ব্রাহ্মণ-বংশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৫ জন বিধবা। মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্রাহ্মণ-জাতীয় মহিলাগণের মধ্যে শতকরা ৩০ জন বিধবা। সমগ্র ভারতবাসী মহিলা-গণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বিধবা।

দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল।

চণ্ডীর মহামায়া—গীতা ভাগবতের বিষ্ণু-মায়া—জড়বিজ্ঞানের আকর্ষণ-বিয়োজন, এই তিনই এক পদার্থ। ইহা অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত,বা বস্ত্রের টানাপড়িয়ানের মত অবস্থিত। তদ্দারাই সংসার-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, এমন কি প্রতি জড়াণু ও চিদণুর সঞ্চালনেও ঐ মহাশক্তির আবির্ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উহা দেখিবার চক্ষু প্রায় কাহারই নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাহাকে দেখান, সেই দেখিতে পায়। অধিক কি, নরনারায়ণ সব্যসাচীরও উহা দেখিবার চক্ষু ছিল না;—এই জন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে, তবে তিনি দেখিবার বস্তু দেখিতে পাইলেন।

তরু-পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ন্যায়, দুইটী কুসুমের একটী বৃন্তের ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বস্তুর একত্রাবস্থানের নাম দ্বন্দ্বভাব। শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচ্চ-নীচ, কাঠিন্য-তারল্য, ভক্তি-নিন্দা, আসক্তি-অনাসক্তি, ইত্যাদি অসংখ্য দ্বন্দ্ব

পদার্থে ও দ্বন্দ্বভাবে সংসার পরিপূর্ণ, দ্বন্দ্বভাবের মোহ অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্যপ্রায়। এই মোহ জন্যই আমরা সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। সংসার দ্বন্দ্বময় বলিয়া এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই। সুখের পশ্চাতে দুঃখ আছে, দুঃখের পশ্চাতে সুখ আছে। একমাত্র সুখদুঃখ ধরিয়াই আমরা দ্বন্দ্বভাবের নিরূপণ করিতেছি, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই এই প্রণালী অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব এ সংসারে কিছু নাই বলিলে, তত্ত্বপক্ষে দোষ হয় না। সুখের বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহা দ্বন্দ্বাতীত;—সুখের লোক যদি কোথাও থাকে, তাহাও দ্বন্দ্বাতীত। এই জন্যই অর্জ্জুনকে গীতায়,"নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ এবং নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" হইতে উপদেশ দান করা হইয়াছে, এবং স্থানান্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া;—অর্থাৎ অতিক্রম করা জীবের অসাধ্যপ্রায়। তবে যাঁহারা একমাত্র আমাতে প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই আমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আমি কৃপা করিয়া মায়ার বন্ধন ছেদন না করিয়া দিলে, তাহার উচ্ছেদসাধনে কেহই সক্ষম হন না। লৌকিক [illegible]ও ইহার অসংখ্য প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিয়াও আমরা ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই সতত দুঃখতাপে জলিয়া মরি,—কত লাঞ্ছনা ভোগ করি—কত বিড়ম্বনায় অভিভূত হইয়া পড়ি।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, জুবিলির বৎসরে,—অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ার বৎসরে, তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে কত উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের একটী অঙ্গস্বরূপে বহুকালের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডপ্রাপ্ত ২৬০০ ছাব্বিশ শত অপরাধীকে নিষ্কৃতি দান করা হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই বহু বৎসর কারাদণ্ড-ভোগ অবশিষ্ট ছিল। তথাপি তাহারা নিষ্কৃতি পাইল, কেননা সাম্রাজ্ঞী দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। সাম্রাজ্ঞীর দয়া ব্যতিরেকে,দণ্ডভোগের নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে, তাহাদিগের নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় ছিল না। সেইরূপ ভগবানের দয়া হইলে, আমরা সংসার-কারায় অবরুদ্ধ থাকিয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারি। সেই দয়ালাভের একমাত্র হেতু, তাঁহার শরণাগতি। আমাদিগের তাদৃশী শরণাগতি কোথায়? তাহা থাকিলে,আমরা দিব্য চক্ষু পাইতাম। সেই চক্ষু দ্বারা সংসারের সকল বস্তু দেখিতে পাইতাম,—দ্বন্দ্বভাবের ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিতাম। আম্রাতকের অষ্টিকে (আমড়ার আঁটি) আম্রবীজ মনে করিতাম না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তু,—এক ঘটনাতে অন্য ঘটনা মনে হয়, তাহার নাম ইন্দ্রজাল।

এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে ইতর লোকে ভেল্‌কীবাজি বলিয়া থাকে। অনেকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে কতই আশ্চর্য্য বস্তু ও আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। আমড়ার আঁটিতে আমের চারা,—সেই চারায় কাঁচা পাকা আম, মানুষের কাটা-মুণ্ডের কথা, বিনা অগ্নিতে অন্ন-পাক, মুখ হইতে ছুরি-কাঁচি-গোলা-গুলি প্রভৃতি রাশীকৃত অস্ত্রশস্ত্রাদির বিনির্গম, উদরের সূচি-ভিন্ন ছিদ্র হইতে বিবিধ বর্ণের রাশীকৃত সূত্র-নির্গম, চূর্ণীকৃত ঘড়ির অবশেষ হইতে পুনর্ব্বার সেই ঘড়ির উৎপাদন, এক স্থানে থাকিয়া অসময়ে সুদূরবর্ত্তী ভিন্নদেশ-জাত শাখাপল্লব সহ পরিপক্ক ফল প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য বস্তু ও ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন। ইহার নাম ইন্দ্রজাল। ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ বিদ্যায় মুগ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু অদৃষ্টভাবের ইন্দ্রজাল, মনুষ্য মাত্রকে নিরন্তর মুগ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে দুঃখ ও দুর্গতি এবং সুখস্বস্তি ভোগ করাই-তেছে। এই ইন্দ্রজালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আমরা এককালে কোন বস্তুর দুই দিক্ দেখিতে পাই না; এবং তাহা দেখিতে পাই না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ। আলোকে অন্ধকার দেখিতে পাই না,—অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাই না। সুখের সময়ে দুঃখ ভাবি না,—দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাই না। উপহারকে উৎকোচ মনে করিতে পারি না,—উত্থানের পথে পতন দেখিতে পাই না। তাই আমাদের এত সুখ, এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা,—এত কামনা। অথবা যে টুকু দেখিতে পাই না,—সেই টুকুই অদৃষ্ট;—সেই অদৃষ্টবশেই সকল ঘটনা হইয়া থাকে।

যে দুইটী ঘটনা বলিবার জন্য আমরা আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। সম্প্রতি হাওড়া জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে দুইটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছে। ঘটনা দুইটী অনেক সাপ্তাহিক ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এই জন্য এ স্থলে স্থান ও ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলাম না এবং মাসিক পত্রিকায় তাহা করিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। কেবল ঘটনা দুইটীর উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধের সমর্থন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কোন একটী নিরীহ ভদ্রলোক দীর্ঘকাল নিরপরাধে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া পেন্‌সন্ প্রাপ্তির আবেদন করেন। পেন্‌সন্ মঞ্জুর হইবার জন্য উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাধুচরিত্রের পুরস্কার স্বরূপে উক্ত ভদ্র লোকটীকে উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু শেষে ঐ উপহার

উৎকোচরূপে পরিণত হইল। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পেন্‌সন বন্ধ করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। যদি ঐ ভদ্র লোকটী পূর্ব্ব হইতে ঘটনার এইরূপ পরিণাম দেখিতে পাইতেন, তাহাহইলে কথনই ঐ উপহার গ্রহণে সম্মত হইতেন না এবং তাঁহার পক্ষে এই-রূপ শোচনীয় ঘটনাও ঘটিত না।

আর একটী ব্যাপার এই,—কোন স্থানের লোকাল্ বোর্ডের অবৈতনিক মেম্বররূপে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দুই ব্যক্তি প্রার্থী হন। তন্মধ্যে একজন পত্রিকা-সম্পাদক, একজন মুনসেফ্ কোর্টের উকিল। উকিল মহাশয় নির্ব্বাচনী সভার সভাপতিকে জানাইলেন, সম্পাদক বাবু মেম্বর হইবার যোগ্য নহেন, যে হেতু তাঁহার বর্ষে হাজার টাকা আয় হয় না। মেম্বরি পদের গৌরব-লোলুপ সম্পাদক বাবু কহিলেন, অবশ্যই তাঁহার হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। উকিল মহাশয়, তাহাতে এই প্রতিবাদ করিলেন, বাবুর যদি হাজার টাকা আয় হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই গবর্ণমেণ্টে হাজার টাকার আয়-কর (Income Tax) প্রদান করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর উকীল বাবুর যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়কে অগ্রে হাজার টাকার ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ প্রদানের আদেশ করিলেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, ট্যাক্‌স্ প্রদানের পর উকিলবাবু নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন। ইন্দ্রজাল-বিমুগ্ধ সম্পাদকবাবু আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া তৎক্ষণাৎ হাজার টাকার ট্যাক্‌স্ প্রদান করিলেন, কিন্তু মেম্বরের পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। ঘটনার এরূপ পরিণাম পূর্ব্বে দেখিতে পাইলে কি আর এমন বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন? কথনই না।

নিরুপমা।

(বঙ্গাব্দ ১৩২, ২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, পর্য্যন্ত সময়ে)।

১

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে ফিরে আয়!
আঁধারি বিশ্বের ছবি, অস্তাচলে চলে রবি,
তুমি মা, তাহার সনে যেতেছ কোথায়?
এখনি যে বসুন্ধরা, হইবে আঁধার-ভরা,
সে আঁধারে যমদূত ফিরে পায় পায়—
এই [illegible] নিরুপমা, আগে ঘরে আয়।

২

আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে যাই চল,
আয় মা আমার বুকে, দিব সে "বেদানা" মুখে,
দিব ও দারুণ তৃষা মিটাইয়া জল;
মোর কোলে মাথা থুয়ে, কোমল শয্যায় শুয়ে,
নিরাপদে ফুটিবি মা, প্রীতি-শতদল!
চল্ ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে চল।

৩

উঠ ওমা নিরুপমা! চির-সোহাগিনী!
কত যাগ ব্রত ফলে, এসেছিলে ভূমণ্ডলে,
"দাদা ঠাকু'মা"র তাই নয়নের মণি"!
তোমারে পাইয়া তাঁরা, আনন্দে আপনা-হারা,
তুমি যে মা, এ আগারে "সুধা-সঞ্জীবনী"!
বিধির বিধান তরে, "দাদা" আজি স্বর্গপরে,
"ঠাকু'মা" যে তোমা বিনা হবে পাগলিনী!
ঘরে আয় নিরুপমা, চির-সোহাগিনী।

৪

আয় ওমা নিরুপমা, ঘরে ফিরে আয়!
কে সুভগা তোর চেয়ে, বাপের আদুরে মেয়ে,
পতির বিশ্বস্তা সখী, প্রাণাধিকা তায়;
জনক জননী ভাই, তার যে কেহই নাই,
তুমি তার গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী-প্রায়!
'সতুর*সর্ব্বস্ব ওমা! তার"মা" যে "নিমুকমা"
খেলা ফেলি ছোটে সে যে দেখিবারে মা'য়!
তোমার স্নেহের ধন, ছোট ছোট ভাই বোন,
তারা যে "দিদি"রে পেলে কিছু নাহি চায়!
বেশী কি বলিব আর, হতভাগী "পিসীমার"
পুত্রী শিষ্যা সখী তুমি একাধারে হায়!—
এত স্নেহ প্রীতি ছাড়ি, আঁধারিয়া ঘর বাড়ী,
নিরমমা নিরুপমা কার কাছে যায়?
যাস্‌নে' মা নিরুপমা ফিরে ঘরে আয়।

৫

আয় ওমা নিরুপমা! সহে না যে আর,
আমি যে ভেবেছি মনে, যুঝিয়া শমন-সনে,
তোমারে লইব কাড়ি, হাত থেকে তার!
কিম্বা নিজ আয়ু দিয়া, তোর প্রাণ বাঁচাইয়া,
সুখে যাব সাঁতারিয়া মৃত্যু-পারাবার!—

* সতু—নিরুপমার তিন বছরের ছেলে, সত্যের নাম।

কিন্তু আমি ক্ষুদ্রতম, হীনবল নরাধম,
গেল না আমার ডাক পায়ে বিধাতার!
হা ধিক্ মানব-জন্ম, ভোলে অনিত্যতা মর্ম্ম!
অথচ নিবারে কালে, সাধ্য নাহি তার!
নিরুপমা! তোরে হায়, মহাকালে নিয়া যায়,
রাখিতে শকতি নাই আমা সবাকার!—
কি বলিব প্রাণাধিকে, পারি না যে আর।

৬

কি বলিব, নিরুপমা! বুক ফেটে যায়—
এ দারুণ দৃশ্য দেখা,
কপালে কি ছিল লেখা,
নিঠুর রাহুর গ্রাসে নব চাঁদিমায়!
উছরে বিদরে মন, বিবর্ণ ও চন্দ্রানন।
প্রভাত-তপন ঢাকা মেঘ-কালিমায়।
পারে কি সহিতে কেহ, অমন সোণার দেহ
অযতনে অনাদরে লুঠিছে ধূলায়!
কি দেখিনু—হরি! হরি! বুক ফেটে যায়!

৭

উঠ ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ও না আর,
তোমা বিনা সমুদায়, শূন্য—মহাশূন্য প্রায়,
দশ দিক্ ভরা আজি শোক-হাহাকার!
এস মা সাবিত্রি! সীতে! পতি-অশ্রু মুছাইতে
ব্রহ্মাণ্ড তোমার, "ক্ষুদ্র" তুলনায় যার!
"মা মা" বলি সতু ডাকে, এস মা তুষিতে তা'কে
সে শিশু তোমার যে গা কত তপস্যার!
শত শত মাতৃ-স্নেহ, ভরা যাঁর হৃদি-গেহ,
এস মা, করুণ ডাকে সেই "ঠাকু'মার"—
এস ওমা নিরুপমা, কাঁদা'ওনা আর!

৮

কি দেখি, কি শুনি, এ যে বলা নাহি যায়—
আকাশে সাঁঝের কাক, ডাকিছে ভীষণ ডাক,

আকুল পেচক-রব বকুল-শাখায়!
সকলি ভয়াল দৃশ্য, আঁধারে ডুবিল বিশ্ব!
আঁধারিয়া ধরাতল রবি অস্ত যায়!
এ আঁধারে নিরুপমা, কোথা হারাইনু তোমা,
অমূল্য মাণিক রত্ন ফেলিনু কোথায়!
বুক যে রে গেল চিরে, আয় বাছা, ঘরে ফিরে,
আয় মা বাসন্তী লক্ষ্মী, অনন্ত শোভায়!
নীল ইন্দীবর সম, আঁখি যুগ মনোরম,
সলাজ-চাহনি-মাখা স্নেহ মমতায়!
আগুল্ফ লম্বিত চুল, প্রভাতের পদ্মফুল!
সুন্দর সিন্দুর-রাগ উজলে সীথায়!
শারদ শশাঙ্ক-তুল্য, সুপবিত্র সুপ্রফুল্ল,
সরলা সুশীলা বালা ভরা স্নিগ্ধতায়—
তোরে কি জন্মের শোধ দিলাম বিদায়??

৯

বৌ দিদি!
সেই যে চলিয়া গেলে, সাত বছরের ফেলে,
তোমার সে নিরুপমা—স্বর্ণ প্রতিমায়;
সবে করি কোলে কাঁখে, "মানুষ" করেছি তা'কে,
রাখিয়াছি চোখে চোখে স্নেহ-প্রীতি-ছায়;
খসিলে পানের চুণ, কাঁদিয়া হইত খুন,
তোমারি লাগিয়া "নিরু"—সাধি পুনরায়
আনিয়াছি রবি ধরি, কত কি আদর করি!
তবু সে ভোলেনি তার স্নেহময়ী মা'য়!
যত কিছু হেথাকার, ভাল লাগিল না তার,
"মা" বিনা তোমার মেয়ে থাকিতে না চায়!—
তাই সাজাইয়া চিতে, এসেছি তোমারে দিতে,
এই ধর কোলে কর প্রিয় তনয়ায়!—
বুঝি না অবোধ আমি, ফেলি শিশু, ফেলি স্বামী,
তোমরা কিসের লোভে গেলে অমরায়!!

* * *

আজি কপোতাক্ষী-কূলে, হরীতকী-তরুমূলে,
মায়ের পবিত্র দেহে দুহিতা লুকায়;
সংসারের ধূলি-কণা, তার গায়ে লাগিবে না,
লাগিবে না তার গায়ে, মরণের বা'য়!
লোকে ডাকে "হরি! হরি!" স্বর্গ পথ আলো করি
মাতৃহীনা নিরুপমা মা'র কোলে যায়!—
আমরা?—কাঁদিতে শুধু রহিনু ধরায়।

অভাগিনী "পিসি মা",
সাগরদাঁড়ি।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৭৩ সংখ্যা —৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

বঙ্গদেশে গোজাতির অবনতির কারণ এবং কিসে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

গোজাতি আমাদের অশেষ উপকার [illegible]করে। বলদের দ্বারা আমরা ভূমি কর্ষণ করি, এবং মাতৃস্বরূপা গাভীর দুগ্ধ আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপায়। কিন্তু এখন সেই বলদকুল ক্রমেই দুর্ব্বল, ও গাভী সকল ক্রমেই দুগ্ধহীনা হইতেছে। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিয়া যে

কয়েকটী কারণ প্রধান, তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

বলবান্ বৎস জন্মাইবার জন্য শক্তিশালী বলদ রক্ষা না করা, গোজাতিকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য না দেওয়া, তৃণাবৃত ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা, এবং গোজাতির পরিচ্ছন্নতা, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, গো-চিকিৎসকের অভাব প্রভৃতি কয়েকটী কারণ প্রধান।

পূর্ব্বকালে বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণীই গোজাতির পরিচর্য্যা করিতেন। তাহাতে তাঁহারা বিশেষ গৌরব এবং পুণ্যলাভ হইল মনে করিতেন। তখন অশুচি অবস্থায়, কেহ গোয়ালঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অগ্রে গো-গ্রাস না দিয়া কেহ ভোজন করিতেন না। গোরুর গায়ে পা লাগিলে হিন্দুরা গড় করিতেন; গাভীগুলিকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! এখন গো-সেবার ভার কেবল বেতনভোগী চাকরের উপর। কর্ত্তা গৃহিণীরা কেহই গোরুর নিকট যান না। গোরুগুলি কি রকম অবস্থায় আছে, তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে কি না, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এত গেল ঘরের কথা। বাঙ্গালী কৃষকদিগের ঘরে গোরুর অবস্থা আরও দুঃখজনক। তাহারাত সমস্ত দিন গোরুগুলিকে খাটাইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আনিয়া কতকগুলি শুষ্ক বিচালি অথবা নাড়া ফেলিয়া দেয়, তাহাই কতকটা চিবাইয়া গোরুগুলি ক্ষুধাশান্তি করে। আর যে দুই চারি দিন গোরুগুলির কোন কাজ না থাকে, সেই কয়েক দিন হয়ত রাস্তার ধারে, অথবা যে জমি হইতে অল্প দিন পূর্ব্বে ফসল তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে দুই একটা ঘাস গজাইয়াছে, সেই স্থানে একটু স্বাধীন-ভাবে চরিতে দেওয়া হয়। মূর্খ চাষারা জানে না যে, এইরূপে সমস্ত দিন খাটাইয়া লইলে অথচ ভাল করিয়া খাইতে না দিলে, গোরুগুলি সত্বর দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাস (চাষের আরম্ভ) হইতে অগ্রহায়ণ মাস (চাষের শেষ) পর্য্যন্ত গোরুগুলির বড়ই দুর্দ্দশা; তবে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসে মাঠের অধিকাংশ শস্য উঠিয়া যাইয়া খালি মাঠ পড়িয়া থাকে, তাই সেই সব ক্ষেত্রের আশে পাশে দুই চারিটা, ঘাসও গজায়। সেই ঘাসগুলি একটু স্বাধীনভাবে খাইয়া এই কয় মাসে গোরুগুলি একটু সারিয়া উঠে।

পূর্ব্বকার মত এখন আর বলবান্ ষাঁড় রক্ষা করা হয় না। যদিও বা কোন বড় লোক পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুই একটী বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেন, সে বৃষটী যত দিন পর্য্যন্ত বড় না হয়, তত দিন কেহ কিছু বলে না। যেই একটু বড় হইয়া উঠিল, লোকের একটু আধটু ক্ষতি করিতে লাগিল অমনি তাহাকে হয়ত কোন গাবও কসাইয়ের নিকট

একেবারেই বিক্রয় করিল; না হয়, কোন খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। খোঁয়াড় কোন মিউনিসিপালিটীর অধীন হইলে, ঐ বলদটী ময়লার গাড়ী টানিতে প্রবৃত্ত হইল। আর খোঁয়াড় মিউনিসিপালিটীর অধীন না হইলে, খোঁয়াড়-রক্ষক প্রকাশ্য নীলামে ঐ ষাঁড় বিক্রয় করিল। উৎসর্গীকৃত ষাঁড়ের পাছায় চিহ্ন করা হয়, সুতরাং মুসলমান কি খৃষ্টিয়ান ব্যতীত আর কেহই তাহাকে কিনেন না। উহারা কিনিয়াও তাহাকে অতি সত্বর জবাই করিয়া বাজারে উপস্থিত করে। আগেকার লোকে পাছায় ত্রিশূল-আঁকা ষাঁড় দেখিলে তাহার নিকটেও যাইতে ভয় করিত, কি জানি পাছে কোন রূপ ধর্ম্মের অবমানা করা হয়। সুতরাং পূর্ব্বকার মত প্রকাণ্ডকায় বলবান্ "ধর্ম্মের ষাঁড়" কোন স্থানে একটীও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ দিকে কেবল ষাঁড় দেখাইবার জন্যও কলিকাতা ভিন্ন প্রায় অন্য স্থানে কেহ যত্ন করিয়া বলদ পুষে না। এ অবস্থায় কৃষকদিগের যে দুই একটী দুর্ব্বল অস্থিচর্ম্মসার এঁড়ে থাকে, তাহাদের ঔরসে দুর্ব্বলা গাভীর গর্ভে যে সকল বৎস জন্মে, তাহারা দুর্ব্বল ভিন্ন কিরূপে সবল হইবে?

পূর্ব্বে জমীদার ও প্রজারা সকলেই এক একটী জমী কেবল গোরু চরাইবার জন্য পতিত রাখিতেন। তাহাতে যে ঘাস হইত, তাহা খাইয়াই গোরুগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইত। এখন লাভের আশায় সকলের আগে সেই ঘাসের জমীটা আবাদ করা হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলে এখন একটি গোচারণের মাঠ পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ।

এই সকল কারণে গাভীগুলি ক্রমেই অল্পদুগ্ধবতী হইতেছে। গাভী প্রসব হইলে যে টুকু দুগ্ধ হয়, তাহাও মানুষে সব-টুকু দুইয়া লয়। কাজেই বাছুরগুলি দুধ না পাইয়া ক্রমে পাকাটীয়া হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে পরিমাণ দুগ্ধে যত মাখম পাওয়া যাইত, এখন সেই পরিমাণ দুধে তাহার অর্দ্ধেক পাওয়াও কঠিন। কাজেই এখন-কার অসার দুগ্ধ খাইয়া মানুষেও দুগ্ধ খাইবার সম্যক্ উপকার প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে আমরা আহারকালে ফুঁকো দুধ হউক, কি একসের দুগ্ধে তিন পোয়া জল দেওয়া দুধ হউক, অথবা খড়ি কি আটা গোলা জলই হউক, একটু সাদা জল পাইলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

অনেকে কল ফেলিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বাতাসা ভিজান জল কিঞ্চিৎ গরম করিয়া দুগ্ধে দিলে, জল দেওয়া দুগ্ধ কলে ধরা পড়ে না। আবার অনেকে বাটীতে গোরু আনাইয়া সম্মুখে দুগ্ধ দোহাইয়া ক্রয় করে। কিন্তু গোয়ালা ঐ গোরুকে অধিকক্ষণ রোদে রাখে, তাহাতে গোরু বেশী জল খায় ও দুগ্ধ পাতলা হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

গোয়ালারা হাট হইতে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রায় সকলেই ফুঁকো দেয়। ফুঁকো দুই প্রকার। এক প্রকার গাভীকে প্রথমে ছাঁদিয়া পরে তাহার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে খুব জোরে ফুৎকার দেওয়া; আর এক প্রকার, জননেন্দ্রিয়ে বাঁশের চোঙ্গা প্রবেশ করিয়া সজোরে মুখ দিয়া লবণ-গোলা জল উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়া। এই দুই প্রকার উপায়ে গোরুর দুগ্ধ বেশী পরিমাণে নির্গত হয় এবং গোরুটী দিন দিন কৃশ হইয়া যায়। যখন গোরুর দুধ খুব কমিয়া আইসে, তখন গোয়ালারা গমের ভুষি খাওয়াইয়া গোরুকে স্থূল করিয়া কসাইয়ের নিকট বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। দ্বিতীয় প্রকারে ফুঁকো দেওয়া গোরু প্রায় আর গর্ভবতী হয় না। গোয়ালারা প্রায় কেহই গোরু প্রতিপালন করে না। ফুঁকো দিয়া বেশী পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করিয়া লওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহারা এক কেনে ও আর এক বেচে। তাহারা গোরু কিনিয়া অগ্রে বৎসকে (খাইতে শিখুক আর নাই শিখুক) কসাইকে বিক্রয় করে। এইরূপে গোজাতির প্রতি আমাদের ক্রমিক অবস্থা, উহাদের সারবান্ খাদ্যের অভাব, আভিজাত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, স্থানে স্থানে গোচারণের তৃণাবৃত ক্ষেত্র না থাকা, উহাদের কোন সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসার উপায় না থাকা, গো-খাদকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়া প্রভৃতি দেখিয়া এই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালাদেশে গোজাতির বৃদ্ধি লোপ হয়।

অন্যান্য দেশের গোজাতির সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে গোরু নাই বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক একটী গাভীতে এক মণ দুগ্ধ দেয়, কি একটা বলদের মূল্য হাজার টাকা, ইহা আমাদের দেশে কয়জনে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, ও কথা কেহ বলিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নির্ব্বোধ অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করা হইবে।

ভারতবর্ষমধ্যে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বম্বে ও উত্তর পশ্চিমে প্রত্যহ সহস্র সহস্র গো-হত্যা হইতেছে। আবার এইক্ষণে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবেও যে কত গোরু অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে গ্রাম-মাত্রেই গো-চিকিৎসক দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মাড়ওয়ারী মহোদয়েরা কসাইয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বদাই গো রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শোদপুর ষ্টেশনের নিকট পীঞ্জরাপোল নামক উদ্যানে বিস্তর গোরুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

উপসংহারে ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী, জমিদার, মহাজন, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা অথবা দেশের অন্য কোন সামাজিক সভার প্রতি সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন মনুষ্যের জীবনধারণের সহায়তাকারী গোজাতির

উন্নতি সম্বন্ধে একটুকু চেষ্টা করেন। নহিলে আর উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী একটু চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গোচারণের মাঠ করিয়া দেওয়া, অন্য দেশ হইতে ষাঁড় দেখাইবার জন্য বলবান্ ষাঁড় আনিয়া প্রতিপালন করা, ধর্ম্মের ষাঁড়কে ধরিতে না দেওয়া, চরিয়া খাইতে শিখে নাই এ-রূপ বৎস বিক্রয় করিতে না দেওয়া, ফুঁকো দেওয়া বন্ধ করা, যে গাভীর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে কসাইকে বিক্রয় করিতে না দেওয়া, বিলাত হইতে কতকগুলি গো-চিকিৎসক আনাইয়া স্থানে স্থানে রাখা, ইত্যাদি উপায় দ্বারা এ দেশীয় গো-জাতির উন্নতিসাধনের সহায়তা অনায়সে করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রবিশ্বাসী ভক্ত হিন্দুর চক্ষে গাভী ভগবতীর অবতার। তাঁহারা গাভীকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। আর যাঁহারা যুক্তিবাদী, সকল বিষয়ই যুক্তির বিশদ দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাও গো-জাতির উপকারিতা সমালোচনা করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গো-সেবা, গো-পালন, গো-রক্ষা ভারতবাসিমাত্রেরই অতি কর্ত্তব্য। নানা কারণে ভারতে গো-জাতির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে, এমন সময়ে যে সকল মহাত্মা গো-রক্ষা-ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, যে হেতু সে চেষ্টা ফলবতী হইলে, ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৭২ সংখ্যা—২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়; কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। চক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই [illegible] যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণুগুলি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, তৎ-সমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয়, এই মাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আঘাতের সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য

আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণবিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমভাবের একরূপ কম্পন সঙ্গীত-ধ্বনির উৎপাদক। মনে কর, কোন একটী পদার্থ হইতে এক সেকেণ্ডে ১০০ কম্পন উত্থিত হইতেছে। যদি এক সেকণ্ডে ১০০ টী কম্পন, অর্দ্ধ সেকণ্ডে ৫০ টী, সিকি সেকণ্ডে ২৫ টী ইত্যাদি সমভাগে উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ঐ ধ্বনি সঙ্গীত-ধ্বনি, নতুবা নয়। যদি প্রথমার্দ্ধ সেকণ্ডে ৭০টী ও পরার্দ্ধে ৩০ টী ইত্যাদি অসংলগ্ন-ভাবে কম্পন হয়, তাহাহইলে মধুর সঙ্গীতধ্বনি না হইয়া শ্রুতিকঠোর শব্দ উৎপাদিত হয়।

একটী নির্দ্দিষ্ট স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহাহইতে ক্রমে উচ্চ অথবা ক্রমে নীচ গমন সকল দেশেই হইয়া থাকে। ঐ সুরকে ইংরাজীতে (key-note) ভিত্তি-স্বর কহে। অস্মদ্দেশে ঐ ভিত্তি-স্বর একবারে নির্দ্দিষ্ট নাই। ঘণ্টা-ধ্বনি প্রভৃতি যে কোন ধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই পরিমাণে উঠা ও নামা যায়। কিন্তু একবার যে ধ্বনিকে ভিত্তি-ধ্বনি করিয়া লইব, তাহা হইতে বিচলিত হইতে পারিব না।

সকল প্রকার স্বরই কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কম্পন আস্তে আস্তে হয়, তাহাহইলে আওয়াজের বিস্তৃতি অধিক হয়, যাহাকে বাজখাই বলা যায়। অতি শীঘ্র শীঘ্র স্বর কম্পিত হইলে, আওয়াজ অতি উচ্চ হয় এবং দূরগামী হয়, কিন্তু বিস্তৃতি কমিয়া আইসে, যেমন স্ত্রী-কণ্ঠ।

মনে কর, একটী যন্ত্র অথবা কণ্ঠ হইতে একটী ১০০ কম্পনের ধ্বনি নির্গত হইতেছে। যদি আর একটী যন্ত্রে অথবা কণ্ঠে ঐ প্রকার ঠিক্ ১০০ কম্পনের একটী ধ্বনি নির্গত হয়, তাহাহইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুইটী শব্দ এক হইবে। যদি একটী ১০০, আর একটী ৭০ হয়, তাহাহইলে কতক কতক মিলিবে। কিন্তু যদি ৫০ হয়, তাহা হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ মিলিবে। ইহার কারণ এই যে, একটী সংখ্যা যেমন দুই, উহাকে দুই গুণ করুন্, ৪ হইল। এই চারিটী কি? সেই দুই কেবল একবার না হইয়া দুইবার; ঐ প্রকার তিন গুণ করুন্, ৬ হইল। এই ছয়টী কি? সেই দুই কেবল এক বার না হইয়া তিন বার হইল। সেই প্রকার যেমন একটী দুই আর একটী দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু চারি প্রভৃতির সঙ্গে কেবল গুণে প্রভেদ। সেই প্রকার ১০০ কম্পনোত্থিত শব্দ এবং ৫০ কম্পনোত্থিত শব্দের সঙ্গে কেবল গুণের প্রভেদ। আমরা একটীর ১০০ ও আর একটীর ৫০ কম্পন দ্বারা প্রসূত শব্দ এক বলিয়া চিনিয়া লই— কেবল উচ্চ ও নীচ প্রভেদ থাকে। এই জন্য যতই চড়াই না কেন, একসপ্তক ভিন্ন আর স্বর পাওয়া যায় না। কেবল নিম্ন হইতে উচ্চ এবং তাহা হইতে

আবার উচ্চ, এবং তাহা হইতে আরও উচ্চ এই প্রকার সাত সুরই পাইব।

সুরের এইরূপ ধর্ম্ম থাকাতে যৎকালে সূক্ষ্মদর্শী স্বরসংগ্রাহক মহোদয়েরা, শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া শব্দধ্বনি হইতে স্বররত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইকালে সাতটীর অধিক স্বর পান নাই। সাতটীর অধিক করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের স্বরের সহিত ক্রমে মিলিয়া যায়।

ধ্বনি দুই প্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নার্থধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম অকৃতি। অপর, যে ধ্বনি দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—

ধ্বন্যাত্মকো বর্ণাত্মকঃ সনাদঃ দ্বিবিধস্তথা।

নারদসংগীত-সংহিতায়াং।

অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহারা অসমান অনিয়মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ কহা যায়। যে ধ্বনি সমকালস্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণের তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতে সুর হইয়া থাকে, ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীতশাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

তার প্রভৃতির সঙ্কর্ষণ অল্প হইলে কম্পন-সংখ্যা অল্প হয়, সুতরাং সুর মৃদু হয়, এবং সঙ্কর্ষণ অধিক হইলে কম্পন অধিক হইয়া সুর উচ্চ হয়। সেতারাদি যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, একটী পূর্ণ তারে যে সুর নির্গত হয়, তাহার এক এক অংশে তদপেক্ষা উচ্চতর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

তারের সঙ্কর্ষণ দৃঢ় করিলে তাহার পরমাণু সকল প্রসারিত হইয়া তারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহার কম্পন বৃদ্ধি হইয়া ধ্বনিও উচ্চতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সংকর্ষণ শিথিল করিয়া দিলে, তাহার পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়াতে, তাহার স্থিতি-স্থাপকতার হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার ধ্বনিও গভীরতর হইয়া উঠে।

মনে কর, দুইটী কীলকে একটী তার আবদ্ধ আছে। উহা কম্পিত হইলে যে সুর নির্গত হইবে, তাহা উচ্চ এবং মৃদু করিবার দুইটী উপায় আছে। এক কীলকদ্বয় না সরাইয়া তারের সংকর্ষণ দৃঢ় বা শিথিল করা; অপর তারের সংকর্ষণ সমান রাখিয়া কীলকদ্বয়ের মধ্যগত ব্যবধানের বৃদ্ধি বা হ্রাস করা।

যদি তারের এক দিক্ কীলকে আবদ্ধ ও অপর দিক্ কীলকের উপর দিয়া

ঝুলান থাকে, ও তাহার প্রান্তে একটী বস্তু সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ঐ সংলগ্ন বস্তুটীর গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তার-নির্গত সুরের উচ্চতা ও মৃদুতা হইবে। যদি ঐ বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তার চড়িয়া যাইয়া ধ্বনি উচ্চতর হইয়া উঠে। যদি ভার কমান যায়, তাহাহইলে তার নরম হইয়া গভীরতর ধ্বনি নির্গত হয়। আবার যদি ভার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া একটী কীলক অপর কীলকের দিকে কিঞ্চিৎ সরান যায় অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ যদি কমান যায়, তাহা হইলে ধ্বনি চড়া হইবে, ; কীলক-দ্বয়ের মধ্যগত পরিসর বিস্তৃত করিলে অর্থাৎ তারের আয়ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ধ্বনি মৃদু হইবে।

মনে কর কীলকদ্বয়ের ব্যবধান অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চি। এইক্ষণে কীলকদ্বয় যদি সরাইয়া মধ্যগত ব্যবধান ২২॥০ অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য ২২॥০ করা যায়, তাহাহইলে যে ধ্বনি নির্গত হইবে তাহা পূর্ব্ব ধ্বনির ঠিক্ অষ্টম। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম-সংকর্ষিত তারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দীর্ঘতা তাহাদের কম্পনসংখ্যার ঠিক্ বিলোম, অর্থাৎ পূর্ণ তারটিতে এক সেকণ্ডে যত কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধ তারে ঐ সময়ে দ্বিগুণ কম্পন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অর্দ্ধ তারে পূর্ণ তারোৎপন্ন সুরের অব্যবহিত উচ্চ অষ্টম নির্গত হয়।

(ক্রমশঃ)

দাদা ও গদা।

সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে রামানুজ লক্ষ্মণ ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের চরিত্র অনুশীলন করিতে হয়। মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাস-দেবের রামায়ণ ও মহাভারতের কৃপায় ঐ দুইটী মহাপুরুষের চরিত্র না জানেন, এমন ব্যক্তি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কৌতুক-প্রিয় পুরাণ-কথক-গণের কুব্যাখ্যায় এবং যাত্রাওয়ালাদিগের কুৎসিত অভিনয়ে অনেকেরই ভীমসেনকে একটী উদ্ধত প্রকৃতির লাঠিয়াল বলিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আজ আমরা ভীম-সেনের প্রকৃত চরিতাস্বাদনে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের জ্যেষ্ঠ। ভীমসেন প্রাণপণে সেই জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা বহন করিতেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালনে তাঁহার বিচার, বা বাদ বিতণ্ডা ছিল না। কোন বিষয়ে কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন,—"আমি আর কিছুই জানি না,—জানি কেবল দাদা ও গদা।"

জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার কত ভক্তি ছিল,—জ্যেষ্ঠকে তিনি কত সম্মান করিতেন,—তাঁহার কতই অনুগত ছিলেন; তাঁহার প্রতি তাঁহার কতই নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল, তাহা এক "দাদা ও গদায়" প্রকাশ পাইতেছে।

ভীমসেনের এরূপ জ্যেষ্ঠানুগত্য না থাকিলে অর্দ্ধেক মহাভারতের সৃষ্টি হইত না। পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাতবাস, অজ্ঞাতবাসের অপরিসীম ক্লেশ,—পাচকবেশে বিরাট-ভবনে অবস্থান,—কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা-নাশক ভীষণ যুদ্ধ ইত্যাদি অসংখ্য গুরুতর ঘটনার পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের বক্ষোবিদার, দ্রৌপদীর বেণীসংহার হইয়া যাইত। কিন্তু হইতে পারিল না, কেন না ভীমসেন 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা বলিলেন,—আমরা পাশাক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম হইবে।" ভীমসেনের তাহাতেই 'তথাস্তু।' দাদা বলিলেন, অধর্ম্ম হইবে,—ভীমসেন বুঝিলেন, অবশ্যই অধর্ম্ম হইবে। সেই অধর্ম্মের ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। প্রাণের অধিক প্রিয়তমা রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি পিশাচপ্রকৃতিক কৌরবগণের অমানুষ অত্যাচার দর্শনে ক্রোধানলে দহ্যমান ও মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়াও নীরব রহিলেন। কেননা দাদার আজ্ঞা নাই,—দাদার আজ্ঞা পাইলে তখনই গদাঘাতে স-সভ্য-কৌরব-রাজ-সভা ধূলিসাৎ করিতেন; বিষণ্ণ ও বিনম্র বদনে গদা স্কন্ধে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

কোন সময়ে সস্ত্রীক কৌরবগণ চিত্ররথ-নামা গন্ধর্ব্বরাজের অনুচরগণ কর্ত্তৃক অবমানিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কৌরবগণের লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিতেছিলেন। কোনরূপে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, যে দুর্যোধনাদি জ্ঞাতি নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে পাশাক্রীড়াচ্ছলে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া বনবাসী করিয়াছেন এবং সতত তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন, গন্ধর্ব্ব-রাজ কর্ত্তৃক তাহাদেরই ঈদৃশী দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন,—"বৃকোদর, সুযোধন পুররমণীগণের সহিত বিপন্ন হইয়াছেন। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে তোমাদের ন্যায় বীর সকল বর্ত্তমান থাকিতে চন্দ্রবংশীয় কুলস্ত্রীগণের এতাদৃশী অবমাননা কোনক্রমেই উপেক্ষার বিষয় নহে। এখনই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হও।" ভীমসেনের তাহাতে দ্বিরুক্তিমাত্র নাই,—কেননা তিনি 'দাদা ও গদা' ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। হৃদয়ে বৈরনির্যাতনানল "ধক্ ধক্" করিয়া জ্বলিতেছে,

সেই অগ্নিতেজে ভীমসেনের অর্দ্ধাঙ্গ ভস্মীভূত হইয়াছে,—তথাপি দাদার আজ্ঞা,—গদার আঘাতে গন্ধর্ব্বকুল নির্ম্মূল করিয়া পরম বৈরি দুর্যোধনকে রক্ষা করিলেন !!

পঞ্চ পাণ্ডবের এই বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস। অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম ভীষণ হইতে ভীষণ। পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত ছদ্মবেশে বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। যে ইন্দ্রপ্রস্থের যশঃসৌরভে এককালে ভারতের দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের একচ্ছত্রী রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন, সেই ভারত-সম্রাট্ যুধিষ্ঠির আজ বিরাটের প্রসাদপ্রার্থী অন্নদাস,—পাশক্রীড়ার পারিষদ। যে ভীমের ভীম গদা ত্রিলোকের ত্রাস-উৎপাদক,—তিনি আজ বিরাট-পরিবারের পাচক। যে অর্জ্জুনের জগদ্বিখ্যাত গাণ্ডীব সুরাসুর-বিজয়ী,—সেই অর্জ্জুন আজ নপুংসক বৃহন্নলা,—বিরাট-দুহিতার সঙ্গীত-শিক্ষক,—রমণীমণ্ডলীমধ্যগত,—অন্তঃপুরবাসী। সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমার যুগল নকুল সহদেব বিরাটের অশ্বরক্ষক। দ্রুপদরাজপুত্রী পঞ্চ-পাণ্ডব-মহিষী ত্রিভুবন-মোহিনী রূপসী দ্রৌপদী আজ বিরাট-অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী। কেবল ইহাই বিড়ম্বনার চরম সীমা নহে। দুর্যোধনের প্রণিধি তন্ন তন্ন করিয়া কৌরবরাজ্য পরিভ্রমণ করিতেছে,—পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইবামাত্র তাঁহাদিগকে বন্দী করিবে। তাঁহারা পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাই অজ্ঞাত-বাসের নিয়ম।

একদা বিরাট রাজা পাশক্রীড়া করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কের নাসিকায় পার্ষ্ণি প্রহার করায় নাসিকা হইতে অজস্র শোণিতস্রাব ঝরিতে লাগিল। কঙ্ক যত্নপূর্ব্বক সেই শোণিত মৃত্তিকায় পতিত হইতে দিলেন না,—কারণ ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে দিন জ্যেষ্ঠের শোণিত মৃত্তিকায় পতিত দেখিবেন, সেই দিন শোণিতপাতের প্রযোজক কর্ত্তাকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। বিরাটকে তাদৃশ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির মৃত্তিকায় শোণিতপাত নিবারণ করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দাসানুদাস সদৃশ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন,—ভীম তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও নীরব ও নিষ্ক্রিয় রহিলেন,—কেননা তিনি "দাদা ও গদা" ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। দাদা ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—এখন আমাদের সংযমের সময়,—ক্রিয়ার সময় নহে। দাদার ইঙ্গিতে,—ভীমসেন নীরব রহিলেন।

আমরা কেবল ভীম সেনের সৌভ্রাত্র ও শরণাগতি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। জেষ্ঠের প্রতি অপরিসীম ভক্তি, বিশ্বাস, ও নির্ভর না থাকিলে, আমরা কখনই মহাভারতে তাদৃশ ভীম সেন দেখিতে পাইতাম না।

উত্তমরূপে মহাভারত অধ্যয়ন করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যাহাতে ভক্তির ন্যূনতা না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, ভীম সেন তাহাই করিয়াছেন। আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপায়বিৎ হইয়াও দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, দাদাই আমার পালনকর্ত্তা, ভীমসেনের পূর্ব্বাপর এই ভাব। দাদার হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-নিঃক্ষেপ, যেমন ভীম সেনের দেখা যায়, এমন আর কোথাও নাই। সেই আত্ম-নিবেদনে বিন্দুমাত্র উগ্রতা নাই, বরং সম্পূর্ণ দীনতা। ইহারই নাম শরণাগতি। দাদার প্রতি ভীমের যে ভাব, গদার প্রতিও সেই ভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন শক্তিই তাঁহার গদায় ছিল, ভীমের এই বিশ্বাস। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—"আমি দাদা জানি, আর গদা জানি।" এই ভাবের আনন্দে তিনি সর্ব্বদাই বিভোর থাকিতেন। কোনও স্বাধীন চিন্তায় তিনি কখন আলোড়িত হন নাই—চিন্তার মধ্যে—

"দাদা ও গদা"।

অহল্যা বাই সম্বন্ধে গাথা।

১

কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যা-রাণী।
(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, নারীর মাঝে রত্ন-খনি ॥
যাঁরে দেখ্‌লে নয়নে—পাপ্‌ না থাকে মনে,
রোগের জ্বালা পালায় দূরে এমনি "পুণ্য-পরাণী" ॥
মিলে সাধুজন যত তাঁর গুণ গান কত,
তিনি দৈববশে হ'লেন্‌ এসে হোল্‌কারের কুলের রাণী ॥
কত কঠোর ব্রত, পণ্‌ তিনি কর্‌লেন উদ্‌যাপন্‌
হলেন্‌ ধর্ম্মবলে, পুণ্যফলে, আপন কুল-উদ্ধারিণী ॥
(ও) সেই মহেশ্বর ধাম যেথা করিতেন অধিষ্ঠান-
কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম—
তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন হীনের জননী ॥

২

কত "দশ রত্ন" ধন, দ্বিজে কর্‌তেন্‌ বিতরণ,
হরিকথায় সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন।
ও যাঁর যজ্ঞসভা বিপ্রগণে হত শোভাশালিনী ॥

নিত্য আদেশেতে যাঁর কত দ্বিজ সদাচার,
হোমকুণ্ডে হবিধারা দিতেন অনিবার,
তিনি সহস্র আহুতি দিতেন, এম্‌নি ব্রতধারিণী ॥
যিনি ব্রাহ্মণের করে অতি ভকতি ভরে
গড়াইলেন্ কোটী শিব পূজিবার তরে,
তিনি দুঃখী জনে বিভা (বিবাহ) দানে
হলেন্ কীর্ত্তি-শালিনী।
যিনি পর্ব্বাহ ক্ষণে ধেনু দিতেন ব্রাহ্মণে,
শিশুগণে দুগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে,
(ও) তাঁর করে সদা জপমালা, থাক্‌তো দিবা যামিনী ॥

৩

যত আছে তীর্থ ধাম্ কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম,
"জ্যোতির্লিঙ্গ" আছেন যেথা নিত্য বিরাজমান্,
ও তাঁর অন্নসত্র আছে সেথায়, অন্নপূর্ণারূপিণী ॥
তিনি অন্ধ আতুরে সদা করুণাভরে
ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে,
দিয়ে ব্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্ম্মরক্ষাকারিণী ॥
বিনা ব্রাহ্মণ পারণ যাঁর না হ'ত ভোজন,
দ্বিজপাদোদক নিত্য করিতেন সেবন্,
ও যাঁর রামনাম গানে সদা পোহাইত যামিনী ॥

৪

যিনি তীর্থগ-গণে সদা আনন্দ মনে,
পাদুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে,
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলেন) গুণের আদরকারিণী,
প্রজায় করিতে রক্ষণ দেখ্‌লে দুষ্টমতি জন,
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন বন্ধন ;
(ও যাঁর) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তি-কাহিনী ॥
দয়ার নাহি ছিল শেষ, যেথা নাইক বারিলেশ,
জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশ ;
তিনি স্নিগ্ধধারা ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি ॥

৫

যিনি পেলে গ্রহণ-মান করতেন তুলা ব্রত দান
স্বর্ণ, রজত, ঘৃত, মধু, তিল্‌, তণ্ডুল, ধান্‌,
তিনি ছায়া দানে পান্থ জনের ছিলেন আতপবারিণী॥
সদা কৃপাগুণে যাঁর, স্কন্ধে লয়ে বারিভার,
রামেশ্বরে যেতেন কত সাধু সদাচার,
ও যাঁর-সঙ্গে যেত তীর্থবাসে কত অনাথ-দুঃখিনী॥
হয়ে সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাসী,
(তাই) ভক্তিগুণে মুক্তি নিজে হলেন তাঁর দাসী ;
হায়! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধন্যা রমণী॥
কবি গঙ্গু হৈবতী বলে করি মিনতি,
গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শকতি ?
(মিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী-গায় তাঁর
গুণের কাহিনী॥ *

আধ্যাত্মিক মহাপূজা।†

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যে দেবতার সামান্য পূজা ও মহাপূজা আছে। সামান্য পূজা নিত্যপূজা, তাহার উপকরণ সামান্য ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, ও নৈবেদ্য। কিন্তু মহাপূজার মহা আয়োজন হইয়া থাকে। তাহাতে উৎসবের বহুপূর্ব্বে দেবপ্রতিমা সুন্দররূপে গঠিত ও সুসজ্জিত হয়। পরে পিতৃপুরুষগণের সহিত একত্র হইয়া মহালয়ার উৎসব হয়। পরে দেবতার বোধন বসে ও দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনসূচক চণ্ডীপাঠ হয়। পঞ্চোপচারের পরিবর্ত্তে ষোড়শোপচারে দেবপূজা হয়। কত বাদ্যভাণ্ড, কত পুষ্পাঞ্জলি, কত আরতি, কত হোম যাগ ভোগ ও বলিদান হইয়া থাকে! অবশেষে মহাপূজার দিন সন্ধিক্ষণে স্বচক্ষে দেবদর্শন লাভ হয়। পরে আবার মহাপূজা হইয়া দেবপূজা সমাধা করা হয়

---

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু, বি এ, সঙ্কলিত "অহল্যা বাই" হইতে উদ্ধৃত। গাথাটি মহারাষ্ট্রী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত। পাঠক পাঠিকাগণ ইহার কুসংস্কার ভাগে দৃষ্টি না [illegible] ভাবার্থ গ্রহণ করিবেন। বা, বো, স।

† ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে শান্তির জল লইয়া সংবৎসরের জন্য সুখশান্তিতে জীবন যাপন করিবার আশা করেন।

আমাদের ব্রহ্মপূজা নিত্যপূজা—প্রতিদিন আমরা আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা ও সেবা দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মহাপূজার বিশেষত্ব কি? ইহার জন্য আমাদের কিরূপ মহা আয়োজন করিতে হয়? আমাদের দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিতে হয় না, তিনি কাহারও হাতগড়া বা মনগড়া হইলে তাঁহার দেবত্ব থাকে না। তিনি স্বয়ম্ভু, সচ্চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ। তিনি বিরাটরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন, আবার প্রাণের প্রাণ হইয়া ঘটে ঘটে বিরাজমান। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনের জন্য প্রকৃতির আবরণের মধ্যে তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হয়; আবার আত্মার অন্তরস্থ হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়। নদী পর্ব্বত সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য তারকা-মণ্ডিত অসীম আকাশ, বন উপবন পুষ্পকানন তাঁহার ছবি দেখাইয়া দেয় এবং হৃদাকাশে প্রেমশশী হইয়া তিনি উদিত হইয়া থাকেন। আবার প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সমাগমের মধ্যে সেই প্রেমময় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রকাশ দর্শনের জন্য আমাদের সকল আয়োজন। মহোৎসবক্ষেত্রে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর আবির্ভাব হইলে আমাদের সংবৎসরের সকল আয়োজন সার্থক হয়।

আমাদের মহালয়া আছে। আমরা সারা বৎসর সঙ্কীর্ণ গৃহে আপনার আত্মীয়-পরিজন, যশ মান, ধন ঐশ্বর্য্য ও ভোগ লইয়া বাস করি, কিন্তু উৎসবের আগমনে আমাদের জন্য অতিপ্রশস্ত গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়—যে বিশাল গৃহে পরলোকবাসী মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, প্রভৃতি কত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি বাস করিতেছেন, আমাদের পিতৃপুরুষগণ রহিয়াছেন এবং দূরদেশস্থ নিকটস্থ সকল ঈশ্বরভক্ত সমবেত—আমরা তাঁহাদিগের সহিত একপরিবার হইয়া আমাদের প্রেমময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ এই মহাগৃহে সকলে এক হইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের চণ্ডীপাঠ আমাদের মহাদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। আমাদের নিরাকার নির্বিকার সর্ব্বব্যাপী দেবতারই এই স্তুতি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

দেবাসুরের মহাযুদ্ধে আমাদের মহাশক্তিই দানবদলনী ও দেবপ্রভাবের জয়বিধায়িনী।

আমরা নিত্য যেমন সামান্যভাবে তাঁহার পূজা করি, মহোৎসবে কি সেরূপ পূজা শোভা পায়? ষোড়শোপচারে কি, সহস্রোপচারে তাঁহার পূজা করিলেও ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত

প্রার্থনা, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম, কৃতজ্ঞতার সহিত ইঁহার চরণপূজা, আর জগতের দীন দুঃখী রুগ্ন ভগ্নহৃদয় পাপী তাপী সকলকে লইয়া মায়ের চরণ ঘেরিয়া নৃত্য গীত ও মহোৎসব করিতে হয়। মহাপূজায় অনেক হৃদয়ের তার মিলিত করিয়া বাদ্য করিতে হয়, অনেক প্রাণের প্রস্ফুটিতপুষ্প অঞ্জলি অঞ্জলি দেবতার চরণে দিতে হয়, অনেক আত্মার নৈবেদ্য মহাদেবীর চরণে সজ্জিত করিতে হয়, আর অনেক আত্মবলিদান দ্বারা এ পূজা সমাধা করিতে হয়। কাম, ক্রোধ লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পশুদিগকে বলি দিতে হয়। আমরা কতদিনে এ মহাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব? শত শত ভক্তপ্রাণ একযোগে মহাপূজা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে—পরমাত্মার সহিত আত্মার শুভ সম্মিলন—উপাস্য দেবতার চক্ষের সহিত উপাসকের কেবল চক্ষের মিলন নয়, প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়া মহাজীবন সঞ্চারিত হইবে।

আমাদের মহোৎসবের ফল উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের প্রাণের মিলন হইলে তাঁহার সকল সন্তানের সহিত প্রেমের মহামিলন হইবে। পবিত্র শান্তির জল শান্তিময় দেবতা সকলের মস্তকে—সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিবেন, তনু মন জীবন শীতল হইবে—সংবৎসরের সম্বল পাইয়া সকলে ধন্য হইব।

আমাদের মহোৎসবের জননীকে উৎসবান্তে আমরা বিসর্জ্জন দিব না, কিন্তু আমাদের প্রাণে, আমাদের গৃহে এবং আমাদের সমাজে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। উৎসবের দেবতা আমাদের মনের আশা ও প্রাণের সাধ পূর্ণ করুন্।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারি কলেজস্কোয়ারে হায়ার ট্রেণিং সোসাইটীর সুসজ্জিত বৃহৎ গৃহে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয়। অনরেবল উডবরণ সস্ত্রীক সভাপতির কার্য্য করেন। দেশী বিদেশী অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সভাস্থল বিভূষিত করেন। প্রথমে বাঙ্গালায় [illegible]র করুণা বিষয়ে একটী সঙ্গীত হয়, পরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ২১ টী ছাত্র ও ২ টী ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে; ওষ্ঠ সঞ্চালন দর্শনে কথা পাঠ করা ও তাহার উচ্চারণ করা, পুস্তকপাঠ, লেখা, অঙ্ক, ড্রইং, কলে সেলাই, এন্‌গ্রেবিং (ছবি খোদা) ও স্বর্ণকারের কার্য্য ছাত্রেরা এই সকল শিখিতেছে। বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বোবা-কালাদিগের অধ্যাপনার উপযোগী শিক্ষা এক বৎসরকাল সমাধা

করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন, আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। বিদেশীয় অনেক হিতৈষী মহোদয় ও মহিলা বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে সাহায্য দান করিতেছেন। খিদিরপুরের এক বিধবা নারী ৬০০০ টাকা দিয়া এই বিদ্যালয়ের একটী স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিয়াছেন। গতবর্ষে বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজারেরও অধিক ব্যয় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রায় ৩ হাজার টাকা জমা আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০, শোভাবাজার দাতব্য সভা মাসিক ১০, ভবানীপুর ওয়ার্ড এষ্টেট বার্ষিক ৫০ টাকা দিয়া থাকেন। আরও অনেক দয়াশীল মহাত্মার নিকট মাসিক বা বার্ষিক দাতব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যালয়ের একটী গৃহের অত্যন্ত অভাব, তাহার জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অতঃপর বোবা কালারা কিরূপ কথা কহিতে ও বুঝিতে পারে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার পরীক্ষা প্রদর্শন হয়। তাহারা আপনাদের নাম, পিতার নাম, নানা বস্তুর নাম করিল, পরস্পর কথোপকথন করিল, অঙ্ক কসিয়া দেখাইল। তাহাদের অঙ্কিত সুন্দর চিত্র সকল প্রদর্শিত হইল। পরে একটী ছাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল :—

আমরা।*

আজি কি সুখের দিন,
"বোবা ছেলে" কথা কয়,
দয়াময়ী মা'র বরে
সকলি সম্ভব হয়!
কে জানিত, পোহাইবে
আমাদের কাল রাতি,
কে জানিত উজলিবে
এমন সৌভাগ্য-ভাতি!
আমরা কহিব কথা,
শিখিব মানব-ভাষা,
স্বপনে কখনো মনে
আসেনি এমন আশা!
তোমারি আশীষে সত্য
জগত-জননি! আজি,
কহিতে, শিখিতে কথা
আমরা এসেছি সাজি!!
চারি দিকে কোটী প্রাণ
উঠিয়াছে উথলিয়া,
স্নেহের নির্ঝর বহে
কত ঢেউ ছুটাইয়া!
"দেবতা" কাহারে বলে
দেবতা মানবগণ,
না হলে অভাগা-তরে
কেন এত আয়োজন?
পেয়ে এ মমতারাশি
গিয়াছি অবাক্ হয়ে,
কৃতার্থ হয়েছি মাগো!
তব নাম মুখে লয়ে!

* আমরা—বোবা কালা ছেলেরা।

মায়ে ডাকি—বাপে ডাকি—
ডাকি সুখে ভাই বোনে,
সফল জীবন আজি
ভাবিতেছি মনে মনে !

লেখিকা শ্রীমা—

প্রদর্শনের পর বিবী উডবরন্ স্বহস্তে বোবা কালাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন এবং তাহারা নমস্কার-পূর্ব্বকএকে একে নম্রভাবে পারিতোষিক গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ৩ টী প্রস্তাব যথাক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। (১) যে সকল হিতৈষী মহাত্মা যে কোন প্রকারে বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও তাঁহারা সাহায্য করেন, এজন্য অনুরোধ করা হয়। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবক, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন পোষক। (২) বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেবরেণ্ড হোয়াইটহেড, এম এ, প্রস্তাবক, বাবু যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম এ, পোষক। (৩) বিদ্যালয়ের একটী গৃহনির্ম্মাণার্থ সাধারণের সহায্য প্রার্থনা করা হয়। রেঃ ডাক্তার কে, এস ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড প্রস্তাবক, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল পোষক। অবশেষে মাননীয় সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ-পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া নগদ ১০০ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করেন। সভাপতি ও বিবী উডবরণ এবং সমাগত সভাজনদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। বিগত শুক্রবার রাজা বিনয়কৃষ্ণ সস্ত্রীক ছোট লাট বাহাদুরকে নিজভবনে আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন। সস্ত্রীক ছোট লাট বাহাদুর এবং নিমন্ত্রিত দেশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের প্রীতিসাধনার্থ রাজা বাহাদুর কোনরূপ আয়োজন অনুষ্ঠানের ক্রা[illegible]রেন নাই।

২। লাহোরের ভাই শান্তরাম সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ দেশীয় মহিলাদিগের জন্য একটি সভা (ক্লব) এবং একটি উদ্যান স্থাপনের কথা হইতেছে। ঐ দুই স্থানে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্ত্রী-লোকেরাই ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করিবেন।

৪। প্রিন্স বিসমার্কের পুত্র কাউণ্ট বিসমার্ক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি সিংহলে পঁহুছিয়াছেন, তথা হইতে ভারতে আসিবেন।

৫। মহারাজ গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর রঙ্গপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ এককালে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সমালোচনা।

১। অমরবালা—শ্রীঈশানচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। কিরণবালা নাম্নী একটী ৭ বৎসরের বালিকার সুন্দর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। মুকুল অবস্থায় যাহা হইতে এত সৌরভ বিস্তারিত হইয়াছিল, না জানি ফুটিলে তাহা কত মনোহর হইত! অমরবালা স্বর্গের উদ্যানেরই উপযুক্ত।

বামারচনা।

ভারত মাতার আদুরে ছেলে।

১

ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন!
এ ছিন্ন আঁচলখানি, তোমারিত আবরণ,
রাখিব ইহাতে ঢেকে বেঁচে থাকি যতক্ষণ,
ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন।

২

কালি ও কলম আছে, কাগজ সুলভ ভারি,
ঘরে বসি কর বাপ! গর্ব্বভরে জুরি জারি,
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" রাখহ মুখস্থ করি,
গত ভ্রাতাদের বীর্য্য রাখহ স্মরণে ধরি।

৩

এ শুকানো বুকে মোর বসো বসো যাদুমণি,
ননীর পুতুল মম ওরে বিলাসের খনি!
সোহাগ আদরে নাম রাখিয়াছি 'চারু' 'ননী'
"যুধিষ্ঠির" "বীরসিংহ" ও অসভ্য নাম গণি।

৪

পূর্ণ অবয়বে লক্ষ্মী বাণিজ্যে করুন বাস,
অথবা অর্দ্ধাঙ্গী হ'য়ে সহাস্যে দেখুন চাষ,
এবে বাছা! তার মম কিছু মাত্র নাহি আশ,
আমি চাহি টেরী, দাড়ী, চোখ ঢাকা মৃদুহাস্য।

৫

পাশ্চাত্য ভগিনী মোর রাজরাজেশ্বরী তিনি,
যদিও অভাগ্যবতী মাতা তোর কাঙ্গালিনী,
তবু এ কাঙ্গাল-কোলে আয় বিলাসের খনি,
হ্যাট, কোট প্যাণ্টুলানে সাজাইব যাদুমণি!

৬

ভাগ্যবতী রাজরাণী ভগিনীর পুত্র প্রায়
সাহেব সাজাব তোরে আয় যাদু কোলে আয়,
সুগন্ধি এসেন্স দিয়া সৌরভিত করি কায়,
বুট, ষ্টকিং পরাইয়া দিব ও কোমল পায়।

৭

বিজ্ঞান, বীরত্ব, ধর্ম্ম, যাগ যোগ রাজনীতি
বই পাতে লেখ, পড় সমাজ সংস্কার বিধি,
লিখ দেখি এ কাগজে ছাপিঠে প্রণয়-গীতি—
লেখ, পড় ধরনাকো দুরন্ত ছেলের রীতি।

৮

সাহেব ভ্রাতারা তোর বড়ই দুরন্ত ছেলে,
বিচূর্ণ করিছে কত উত্তুঙ্গ পর্ব্বত ঠেলে,
শোনে না মায়ের কথা না থাকে মায়ের কোলে,
দুরন্ত সাগর ভেদি যথা ইচ্ছা যায় চ'লে।

৯

তবে কি তাদের মা'র পরাণে মমতা নাই,
নিজের সুখের তরে সন্তানে নিয়োজে তাই?
তোরা আদরের ছেলে, যদি ও খেতে না পাই
তবুও আমার কোলে আছেত বিস্তর ঠাঁই

১০

রাঙ্গা টুকটুকে বৌ এনে দিব ওরে ধন,
বিস্তর চাকরগিরি জুটাইব অনুক্ষণ,
ইনকম্ ট্যাক্স দিয়া বেঁচে যাবে যেই ধন,
তাহার আধেক পাবে সেকরা থলুপেগণ।

১১

বিনামা-বিক্রেতা, শুঁড়ি, সুগন্ধি-বিক্রেতা সবে,
একেবারে ফাঁকি দিলে ধর্ম্মে ভর নাহি সবে।
রসুয়ে ও দাস দাসী তব মুখ চেয়ে র'বে,
চাকরীর কড়ি তব না পেলে যে কত ক'বে।

১২

বিলাতী কুকুরগুলি পুষো যাদু সযতনে,
আচর বিলাতী পাপ বসি মম হৃদাসনে।
আফিস ও অন্তঃপুরে সেবা ক'র একমনে,
তাস, দাবা খেলো যাদু ল'য়ে যত সঙ্গিগণে।

১৩

গুড়ুকে কি কাজ ম্যাচে বার্ডসাই খেলে হ'বে
মুরগী মটন ঘৃতে বাজে লোকে কিছু ল'বে,
বারাণসী সাটিন কি না কিনিলে মান র'বে?
সি, এস্, আই উপাধিটী তাও ত লইতে হবে।

১৪

দেশী শিল্পীদের মাথা চিবাইয়া খাও ধন!
আমার শোণিত শুষে লউক বিদেশীগণ;
তোমরা এ শুষ্ক বুকে কর বসি আস্ফালন,
ওরে মোর যাদুমণি বাহিরে যেও না ধন!

শ্রীকু, রা।

সন্ধ্যা-তারা।

ঐ যে উঠিল তারা ঐ কি আমার সেই?
হৃদয়-উদ্যানে মম যদি বা ফুটিল ফুল,
রবি-কর না পশিতে অমনি শুকায়ে গেল,
না বহিতে স্নিগ্ধ বায়ু সুরভি বিলীন হল,
হৃদয় শ্মশান হল, আকুল হইল প্রাণ,
বৃথা এ সংসারে করে কুহক সুখের ভান,
সংসার দুঃখেতে ভরা, কে সুখী কোথায় আছে?
কৈ সুখ কোথা আছে, অথবা ফুরায়ে গেছে,
কেনবা পাইনু তায়, পাইয়া হারানু হায়!
কোমল কুসুম রেণু অকালে ঝরিল ভুঁয়ে,
আশা সুখের ধরা অমনি মিশিল তায়,
হৃদয়-পল্লব মম অমনি পড়িল নুয়ে।
আকুল ব্যাকুল হয়ে কাঁদিতেছি যার তরে,
কই সে দিল না দেখা—ভুলিয়াছে একেবারে
মায়ের হৃদয়তন্ত্র আমাদের সুখহার,
যত দিন রব বেঁচে তারে কি পাব না আর?
কাকলী ঝঙ্কার জিনি তাহার মুখের বাণী,
ডাকিত মধুর স্বরে করিত সুধার ধার,
নবীন অরুণ-আভা বরণ আছিল তার।
ঐ যে সন্ধ্যার তারা ঐ কি আমার সেই,
ভাবিতে পারি না আমি "শৈল" যে আমার নেই।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী।

No 375. April 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৫ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩০২—এপ্রেল, ১৮৯৬।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোভাবাজার দাতব্য সভা—ইহার দ্বাদশবার্ষিক সভায় অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হন এবং ছোট লাটের প্রধান সেক্রেটারী কটন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। গত বৎসর এই সভার আয় ৩৮৬২ ৶১৫ এবং ব্যয় ৩৮৪৪৸৯ হয়। সভার হস্তে ৪ সহস্র টাকা মজুত আছে। এই সভা হইতে বিধবা, অনাথ, দরিদ্র ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দয়ার পাত্রকে সাহায্য করা হয় এবং দান বিষয়ে কলিকাতা ও মফঃস্বলে প্রভেদ নাই। এরূপ উদার শুভকার্য্যে দেশহিতৈষীমাত্রেরই সহায়তা করা আবশ্যক।

কুমারী কব—ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সিস পাউয়ার কব ৭৩ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৭৪ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লণ্ডনের দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনিই প্রথমে ব্রত হন। জগদীশ ইঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

দান—(১) বাই দিনবাই পেটিট বোম্বাই নগরে এক "সাধারণ গৃহ" নির্ম্মাণার্থ তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর হস্তে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। (২) খাঁটুরা দরিদ্রালয়ের সাহায্যার্থ তত্রত্য দুইটী হিন্দু বিধবা ১০০০ টাকা মূল্যের একখানি বাটী দান করিয়াছেন এবং মাসিক ৪৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া থাকেন। এরূপ ধর্ম্মশীলা রমণীগণ যথার্থ প্রশংসার্হ। (৩) রঙ্গপুরের মহারাজ গোবিন্দলালের দান প্রসিদ্ধ। তিনি সম্প্রতি রঙ্গপুরের

ডাক্তারখানার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—গত ২৭এ মার্চ্চ লর্ড এলগিন সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইঁহারা এলাহাবাদ, বেরিলী, হরিদ্বার, সাহারণপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় উপনীত হইবেন।

রুষ সম্রাটের অভিষেক—আগামী মে মাসে মস্কৌ সহরে রুষ সম্রাটের অভিষেকের মহা আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে অন্যূন ৪ লক্ষ লোকের সমাগমের সম্ভাবনা।

শিশুমুখ-চুম্বন—ইহা অতি সুখকর কার্য্য হইলেও ইহাতে শিশুদিগের শরীরের অনেক অনিষ্ট হয়। ফিলাডেলফিয়ার এক দল মার্কিণ রমণী এ প্রথা রহিত করিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।

কুম্ভীরপালন—কুম্ভীরের চর্ম্ম ও দন্ত বিক্রয়ে বহুল লাভ হয়, এই জন্য আমেরিকার ফ্লোরিডার অধিবাসিগণ কুম্ভীর পালন করিয়া থাকে। ১৮৮০ হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত তাহারা প্রায় ২০ লক্ষ কুম্ভীর মারিয়াছে। কুম্ভীরবংশের লোপ না হয়, এই জন্য তাহাদের বড়ই প্রয়াস!

বিজ্ঞানে মহিলা—কুমারী সোরাবজী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি (B. S. C.) পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভারত মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি পাইলেন। স্ত্রীলোকেরা কোন্ বিদ্যাশিক্ষায় অক্ষম?

বসন্তলক্ষ্মী।

যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, "বসন্তলক্ষ্মী" এই অমৃতায়মান শব্দটী যে কতবারই তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। কিন্তু তন্মধ্যে কত জন মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না! আবার দর্শকগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে ঐ লক্ষ্মী যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত। কেননা "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

সম্প্রতি বসন্তকাল উপস্থিত। কৃত্রিম পদার্থে পরিপূর্ণ নগর রাজধানীর বহির্ভাগে আজ কাল বসন্তলক্ষ্মী বিরাজমানা। যাঁহারা এক্ষণে নগরাদির বাহিরে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই বসন্তলক্ষ্মীর জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছেন। আমরা আজ কাল ঐ সুরসুন্দরীর যেরূপ মাদকময়ী মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছি, ইচ্ছা করে, সেই রূপের

আলোক-চিত্র নগরবাসিগণের নয়নোপরি ধারণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, লেখনীতে সে চিত্র নির্ম্মাণের শক্তি নাই। তথাপি যে চেষ্টা করিতেছি, তাহা মদোন্মত্তের উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টাবৎ। কেননা নয়নদ্বারে বসন্তলক্ষ্মীর রূপাসব পানে আমরাও উন্মত্ত হইয়াছি। বাতুল প্রলাপ জন্য পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বসন্তলক্ষ্মী, তরুগণের তরুণ পল্লব, নবদূর্ব্বা, তিসি ছোলাদির হরিদ্‌গুল্ম-রূপ বসন পরিয়াছেন। ঐ বসনে কনক চাঁপা, কাঞ্চন, শিরীষ, শমী, শ্যামা, জবা, মাধবী, পলাশ ও ঝাটির বুটিকাটা। মধ্যে মধ্যে মলয়ানিলে তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে পুরাতন ইট্ ও খোয়ার পাঁজা, নানাবিধ কুসুমিত তরুলতায় আচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, নয়নাভিরাম কারুকার্য্য নানা ভাব বিলাসে বসন্তলক্ষ্মীর বিশাল বক্ষে শোভা পাইতেছে।

স্থানে স্থানে নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ তরু সকল কনকাভ আলোক লতায় আচ্ছন্ন; এমন নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন যে, তরুর একটী পত্রও নয়নগোচর হয় না। কোন গাছ, পীতাভ বাল-পল্লবে সমাচ্ছন্ন। ঐ সকল দেখিয়া বোধ হয়, বসন্ত-লক্ষ্মী, বসন্ত-বিলাসিনী হিন্দুস্থানি কামিনীদিগের ন্যায় বসন্ত রঙ্গের ওড়না ধারণ করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কুসুমিত অসংখ্য মুন্দার তরু লোহিতাভায় দিক্ রঞ্জিত করিয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী স্বীয় কণ্ঠে পারিজাতের মালা ধারণ করিয়াছেন।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই অপরিমিত মুকুলে আচ্ছন্ন সহকার তরু;—মুকুলের এমন ঘন সন্নিবেশ যে, আম্রের পত্রগণ প্রায় অদৃশ্য। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী সহকার-পত্ররূপ মরকত-শ্যাম কেশজালে কবরী বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে চূতমুকুলের চূড়া ও সীমন্তে সিমুলফুলের সিন্দুর পরিয়াছেন। শাল্মলী বৃক্ষে একটী মাত্রও পত্র নাই, কেবল আপাদমস্তক লোহিতোজ্জ্বল বর্ণের কুসুম শোভা পাইতেছে, তাহাকে বসন্ত-লক্ষ্মীর সামন্ত-শোভী সিন্দূর ভিন্ন আর কি বলিব?

স্থানে স্থানে মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতাজালে সহকারাদি সুন্দররূপে জড়িত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, বসন্তলক্ষ্মী দড়াগোট্ বা মেখলা পরিয়াছেন!

চতুর্দ্দিকে শিরীষ বৃক্ষে অজস্র ফল পাকিয়াছে। শিরীষের ফল শিম্বীজাতীয়, দীর্ঘাকার ও স্বর্ণবর্ণ। দেখিলে, বসন্ত-লক্ষ্মীর বাহুমূলস্থ স্বর্ণতাবিজ বলিয়া বোধ হয়।

চারি দিকে অগণ্য তিন্তিড়ী, বাবলা ও বিল্ববৃক্ষে অপরিমেয় ফল শোভা পাইতেছে। তিন্তিড়ী ও বাবলা, উভয়ের ফলই শিম্বীজাতীয় ও গ্রন্থিল,—দেখিলে

বোধ হয়, বসন্তলক্ষ্মী, চরণ যুগলে মনোহর মঞ্জীর ধারণ করিয়াছেন। বিল্বফল এক এক বৃন্তে তিন চারিটী দোদুল্যমান,—যেন বসন্তলক্ষ্মীর অনন্ত, তাঁবিজ, যশোম্ প্রভৃতি করাভরণের থোপ্ ঝুলিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি,—অসংখ্য কুল-বৃক্ষ, পীতাভ পক্কফলে অবনত, বসন্তলক্ষ্মীর বসন-কোটক (১) রূপে প্রতীয়মান।

এখন, পীড়াদি কারণ ব্যতিরেকে কেহই করে বা কণ্ঠে মাদুলি ধারণ করেন না; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে বালক, বালিকা, যুবতী, গৃহিণী সকলের অঙ্গেই মাদুলি একটী সুন্দর আভরণরূপে দৃষ্ট হইত। বসন্তলক্ষ্মী চিরজীবনা ও স্থির-যৌবনা হইলেও সেকেলে মেয়ে,—এজন্য দেখিলাম, করে, কণ্ঠে, কটিতে বিলাতি-কুল, হরীতকী প্রভৃতির অনেক মাদুলী ধারণ করিয়াছেন।

কর্ণে জবাফুলের ইয়ার রিং, ঝুম্কো-লতার ঝুম্কো; রঙ্গন বিশেষের মাকৃড়ি; করাঙ্গুলিতে আঙ্গটিফুলের অঙ্গুরীয়ক এবং চরণাঙ্গুলিতে পাশুলী ফুলের পাশুলী পরিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

(১) অনেকে দেখিয়া থাকিবেন. মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলের রমণীগণ ওড়না ব্যবহার করেন। অনেকের ওড়নার প্রান্তে স্বর্ণের বা রৌপ্যের বর্ত্তুলাকার কাঁটি গ্রথিত থাকে, তাহার নাম কোটক।

বসন্তলক্ষ্মী কখন বাতবিভিন্ন কদলী-পত্ররূপ অলকাবৃত, শিমুলরূপ-সিন্দুর-পুঞ্জোজ্জ্বল, বাসন্তী পূর্ণিমার পরিণত শশধর বদনের শোভাঞ্জন, বাকস-কুন্দকোরকরূপ দশন বিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিতেছেন, —সে হাসির বিশদ শুচি শোভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে মধুবর্ষী হাসির মধুগন্ধে মধুপ পতঙ্গকুল আকুল হইয়া গগনাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

কখন বা মস্তকে খর্জ্জুর-শাখার চূড়া বাঁধিয়া নলিকারূপ বংশী বাদন করিতে-ছেন,—সে বংশীর অপর প্রান্তে "টস্ টস্" করিয়া অধরামৃত ক্ষরিতেছে, কত বিহঙ্গ, —কত ভুজঙ্গ,—কত শৃগাল উল্কামুখী,—কত নকুল সে অধরামৃত পানে আকুল হইয়া আনন্দ-কোলাহল করিতেছে। সে বংশীতে কোকিল, পাপিয়া, ভ্রমর, মধু-মক্ষিকা প্রভৃতি বসন্ত বিহঙ্গ ও পতঙ্গের কলধ্বনি বাজিতেছে। নিঃশ্বাস-পবনে বাসন্তী কুসুমের গন্ধ ছুটিতেছে। সে গন্ধে জীবকুল উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। বিহঙ্গকূজনে বসন্তরাগের ছায়া পড়িয়াছে,—সে রাগে বিষয়ীর বিষয়-বিরাগ জন্মিতেছে। এত সৌন্দর্য্য,—এত মাধুর্য্য—এত মধু—এত অমৃত—কোথা হইতে—কাহার জন্য আসিতেছে,—সেই বিষয়-বিরত পবিত্র চিত্তের উপর দিয়া এই ভাবের স্রোত বহিয়া যাইতেছে !!

বেদ।

বেদ চারিভাগে বিভক্ত:—যথা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এতদুভয়-প্রতিপাদক। এই বেদ-শাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজু ও সাম এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলে। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ, পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট, তাহাদিগকে ঋক্; যে ভাগ স্বরাদি-সংযোগে গীত-বিশিষ্ট, তাহাকে সাম; এবং যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক্, তাহাকে যজুঃ বলে; যেহেতু তাহা ছন্দো-বিশিষ্ট, পাদবদ্ধ অথবা স্বরসংযুক্ত গীত-সমন্বিত নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম বিধি-রূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ, এবং তৃতীয় উভয় হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ না বিধি, না অর্থবাদ।

বিধি চারি প্রকার; যথা—উৎপত্তি-বিধি, অধিকার-বিধি, বিনিয়োগ-বিধি এবং প্রয়োগ-বিধি।

বেদোক্ত যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ-বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তিবিধি; যাগাদির ফল-সম্বন্ধ-বোধক বাক্য অধিকার বিধি; কর্ম্মের অঙ্গ-সম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগবিধি এবং উক্ত ত্রিবিধ বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগবিধি।

অর্থবাদও এক প্রকার বিধিস্বরূপ। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ, এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অপর প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝা যায়, তাহা গুণবাদ; যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায়, তাহার নাম অনুবাদ; এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ কিম্বা তৎপ্রাপ্তিবর্জ্জিত অর্থ ভূতার্থ-বাদ।

উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণভাগে অপর একটী স্বতন্ত্র ভাগ আছে, তাহাকে বেদান্ত বলে। তাহা উপনিষদ শব্দেও কথিত হয়। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি ও অর্থবাদ, এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি বেদবিদ্‌গণ তাহার ভাগবিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা আছে।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ, কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম ও কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

অথর্ব্ববেদ কর্ম্মবিষয়ে উপযোগী নহে, উহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক এবং আদি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদের অঙ্গ যে আয়ুর্ব্বেদ তাহা

অষ্টভাগে বিভক্ত, যথা,---শল্যতন্ত্র, শাকল্য-তন্ত্র, কায়চিকিৎসা-তন্ত্র, ভূত বিদ্যাতন্ত্র, কৌমার ভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

পূর্ব্বে বেদ (একলক্ষশ্লোকাত্মক অর্থাৎ যাহাতে দ্বাত্রিংশ লক্ষ অক্ষর আছে) একখানি গ্রন্থ ছিল। ভগবান্ বেদ-ব্যাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, কলির প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণাশক্তি ক্রমশঃই হীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব-কার ব্রাহ্মণেরা যেরূপ সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ পারেন না। অতএব তিনি স্থির করিলেন যে, এক এক শিষ্য বেদের এক এক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে সমুদায় বেদ রক্ষা পাইতে পারিবে। অনন্তর তিনি সম্পূর্ণ বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন; এবং চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়া, প্রথম শিষ্য পৈলকে ঋক্-বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসের পঞ্চম-শিষ্যের নাম লোমহর্ষণ। তিনি বেদ-ব্যাসের নিকটে ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

বেদব্যাসের প্রথম শিষ্য পৈল বেদরূপ বৃক্ষের ঋগ্‌বেদরূপ শাখা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাস্কল নামক শিষ্যকে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। হাপরমালির রস নালীঘায়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পানসিউলির কাঁচা পাতা নালাঘার উপর বসাইয়া শুকাইলে বদলাইয়া দিবে। এইরূপে তিন চারি দিন দিলে ঘা আরাম হয়।

২। পুরাতন ঘরের জরা খড় অঙ্গুলি দিয়া ধূলীবৎ করিয়া অনেক দিনের পুরাতন নালী ঘায় লাগাইয়া দিলে উহা সারিয়া যায়।

[illegible]ধুনা, বিশুদ্ধ গন্ধক, সোহাগা, মিছিরি, এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া লইবে, পরে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত একত্রিত করিয়া উত্তম প্রকারে মর্দ্দন করিবে। তিন চারি দিবসের মধ্যে কুরচি দক্রু আরাম হয়।

৪। শিশুদিগের জাড়ি ঘাতে জাতি-ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া, সেই ঘৃত ক্ষত-স্থানে ৫।৭ বার দিবে। কিম্বা ভেড়ার দুগ্ধ ২।৪ ফোঁটা ২।৪ বার ঘায় লাগাইলে, কিম্বা সোহাগা আগুনে খই করিয়া, তাহার অল্পভাগ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘায় দিলে, অথবা রসমাণিক মধুর

সহিত ঘষিয়া, মুখের জিহ্বায় বা ওষ্ঠের ঘায়ে দিলে শীঘ্র ঘা আরাম হয়।

৫। পুরাতন ঘৃত এক পোয়া লইয়া পরে মনসা গাছের ডালের শাঁস এই ঘৃতে ভাজিতে হইবে। যখন দেখিবে এই শাঁস লাল রং ধরিয়াছে, তখন নামাইয়া একটী নিম্বকাষ্ঠের ঘোঁটনা দ্বারা এই ঘৃত সাত দিন ঘুটিতে হইবে। যখন দেখিবে যে, উহা আটা আটা হইয়াছে, তখন উহা ২।৩ দিন নালা ঘায়ে লাগাইলে ঘা আরাম হইবে।

৬। অশ্বত্থ গাছের শুকনা ছাল, শুকনা খোলায় ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া, পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া ফাঁকি করিবে। সেই ফাঁকি ২।৩ দিন নালী ঘায়ে দিলে ঘা আরোগ্য হইবে।

৭। কড়া রকম হিঙ্গলী দোক্তা তামাক রৌদ্রে শুকাইয়া ফাঁকি করিয়া নেকড়ায় ছাঁকিবে। এই ফাঁকি নালী ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হইবে ও পোকা মরিয়া যাইবে।

৮। ঘুঁটে দিয়া চুলকাইয়া দাদে মহিষের রক্ত দিলে, মহিষে দাদ ভাল হয়।

৯। ঘুরঘুরে ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা শুষ্ক হইয়া যায়।

১০। কাচমাচি, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

১১। চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেত সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ এই সমুদয় কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও ছুলি আরোগ্য হয়।

১২। সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, ছুলি ও কিটিভ নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

১৩। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুতবীজ, শ্বেত সর্ষপ, ডাকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা ও আকন্দপত্র এই সমুদয় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

১৪। দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদয় দ্রব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দদ্রুর শান্তি হয়।

১৫। সোমরাজ বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল, এই উভয় দ্রব্য লৌহ-পাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রলেপ দিলে, পাদস্ফোট নিবারিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে ধাত্রীবিদ্যা।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসব পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল কহে। গর্ভাবস্থায় নারীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতো-ভাবে আবশ্যক। সুকুমারশরীর

চিকিৎসকগণই গর্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকিবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় নারীগণের প্রতি অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—গর্ভাবস্থায় রমণীগণ সতত উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিয়া সতত প্রফুল্লচিত্তা ও শুদ্ধচারিণী থাকিবেন। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘু, সংস্কৃত ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ভোজন করিবেন। ব্যায়াম কিম্বা অপকৃষ্ট বিষয়ে মন দিবেন না। অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, আরোহণ, বেগ ধারণ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী বিকৃতাকার, মলিন, কিম্বা হীনাঙ্গী স্ত্রী-লোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ বা অপ্রীতিকর দ্রব্যাদি দর্শন করিবে না। শুষ্ক, পর্য্যুষিত কিম্বা অপক্ক অন্নাদি আহার করিবে না। উচ্চৈঃস্বরে কথা কিম্বা যে সকল কার্য্য করিলে গর্ভনাশের সম্ভাবনা তাহা পরিত্যাগ করিবে। গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য।

সূতিকাগৃহ—কিরূপ স্থানে ও কিরূপ নিয়মে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এই সূতিকা-গৃহ-নির্ম্মাণ-দোষে অনেক স্থানেই বিস্তর শিশু নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া, [illegible] অনেক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সাধের সংসার অন্ধকার করিয়া, মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখিলে অনেক প্রকার অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

বাড়ীর মধ্যে যে স্থান উচ্চ এবং যথায় সর্ব্বদা উত্তমরূপ রৌদ্র লাগিয়া থাকে, ও বায়ু সঞ্চারিত হয়, এরূপ স্থলে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

গৃহের মধ্যে ঠিক্ দ্বারের সম্মুখে শিশুর শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ গৃহের মধ্যে যেরূপ গরম রাখা হইয়া থাকে, তাহাতে রাত্রিকালে হঠাৎ দ্বার খুলিলে বাহিরের শীতল বাতাস শিশুর শরীরে লাগিয়া রোগ জন্মাইয়া থাকে।

বর্ষা ও শীত কালের অস্বাস্থ্যকর বায়ু হইতে শিশুর দেহ রক্ষা করা আবশ্যক।

যে সকল গৃহস্থের অবস্থা ভাল এবং যাঁহারা অট্টালিকাদিতে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সূতিকা-গৃহের জন্য বাড়ীর মধ্যে একখানি ভালরকম ঘর রাখা উচিত। উঠানে সামান্যরূপ গৃহ প্রস্তুত করা অপেক্ষা একখানি পৃথক্ গৃহে প্রসবের স্থান নিরূপণ করা যুক্তি-সঙ্গত।

আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অতি প্রশস্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন শুশ্রুত গ্রন্থে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে—

নবম মাস অবধিই গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল, অতএব নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা-গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্ব কিম্বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট, নিম্নলিখিত সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন উপলিপ্ত ভিত্তিবিশিষ্ট ও মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সংযুক্ত সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করা বিধেয়।

উপকরণ—বস্ত্র, আলেপন দ্রব্য, অগ্নি, জল, মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থান, ঘৃত, তৈল, সৈন্ধব, অগ্নি-সন্ধুক্ষণ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সূতিকা-গৃহে সংগৃহীত রাখা আবশ্যক।

গর্ভস্রাব সম্বন্ধে সাবধানতা—যে সকল কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় দুরন্ত ছেলে গর্ভিণীর নিকটে রাখা উচিত নহে। কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়া, কোন ভারি বস্তু বলপূর্ব্বক উত্তোলন করা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বার বার উপর নীচে করা, গুরুতর পরিশ্রম করা, দূরদেশে ভ্রমণ কিম্বা যে সকল স্থানে সমস্ত শরীর অত্যন্ত আন্দোলিত হয় তাহাতে আরোহণ করা, অধিক রাত্রি জাগরণ, নৃত্য, বিরেচন কিম্বা উগ্র ঔষধাদি সেবন, কোষ্ঠ পরিষ্কার সময়ে অত্যন্ত বেগ দেওয়া, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এককালে পরিশ্রম বর্জ্জন, অধিক পরিমাণে মেদোজনক দ্রব্য ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনেক প্রকার কারণে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চক্রদত্ত স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম মাস হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত যে যে মাসে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই সেই মাসে এই দুর্ঘটনাকালে যে সকল ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা লিখিত আছে, তাহা "পাচন ও মুষ্টি-যোগ" প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে।

যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, গর্ভস্রাবের সময় উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রথম বারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছিল ঠিক্ সেইরূপ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে গর্ভবতীকে কোন প্রকার শ্রমজনক কার্য্য আদৌ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ এই সময়ে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক চিন্তা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক। শীতল জলে অবগাহন ও তদ্দ্বারা সামান্যরূপে গাত্রমার্জ্জনা করিলে উপকার হইতে পারে। ঘন ঘন গর্ভপাত হইলে স্ত্রীপুরুষে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র থাকা উচিত। প্রদরাক্রান্তা গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। একবার গর্ভস্রাব হইলে আবার শীঘ্র গর্ভসঞ্চার না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। কর্দমা

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত একটু সতর্ক থাকিলে, গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, প্রত্যেক গর্ভিণীকে সেই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এ দেশে যেরূপ অল্প বয়সে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জাবশতঃ অনেক গর্ভিণী কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন না। আবার যাঁহারা প্রতিপালনে প্রস্তুত, তাঁহারা হয়ত ঐ সকল নিয়মাদি আদৌ অবগত নহেন। গর্ভাবস্থা যে অত্যন্ত কঠিন সময়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে সামান্য ত্রুটিবশতঃ প্রভূত অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থঘরে এক একটী বহুদর্শিনী গৃহিণী অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা অনেক চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক প্রকার নিয়ম অবগত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন আর সেরূপ গৃহিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ—গর্ভাশয়মধ্যে ভ্রূণ ঈষৎ বক্রভাবে নিম্নাভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ান থাকে; এবং স্বভাবতঃ প্রসবকালে অগ্রে মস্তক নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়।

চরক-সংহিতাকার বলেন যে, প্রসবকালের পূর্ব্বে গর্ভস্থ শিশু জননীর পৃষ্ঠাভিমুখে মুখ রাখিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিত থাকে। প্রসবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বায়ু দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন-মস্তক হয়; এবং তদনন্তর প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া থাকে।

প্রসব ক্রিয়াকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। প্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ (ক্লেদস্রাব ও বেদনা প্রভৃতি) প্রকাশিত হওয়া।

২। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া।

৩। অমরা পতন বা ফুলপড়া।

আসন্ন প্রসবের লক্ষণ—যখন দেখা যাইবে যে, প্রসূতির পেট ছোট হইয়া আসিয়াছে, তিনি ঘন ঘন হাত পা ধুইতে যাইতেছেন, এবং তাঁহার পেটের কামড়ানি ও শূলানি হইতেছে, ও পেটের ভিতর অল্প অল্প মোচড়াইতেছে এবং প্রস্রাবের দ্বার দিয়া একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী। এই সকল লক্ষণের সহিত কোমর হইতে বেদনা আসিয়া পেটে ও উরুতে সঞ্চারিত হয়। এই বেদনার প্রথম অবস্থায় বোধ হয় পেটের ভিতর যেন মোচড়াইয়া উঠে ও কাটিয়া যাইতেছে। পরে এমন একটী বেদনা হয়, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন পেট হইতে কোন পদার্থ বাহির হইবে। কোমর, পেট ও উরুদেশে ক্রমে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রসূতি দম বন্ধ করিয়া কোঁত দিয়া আরাম বোধ করেন। এই

সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধাত্রী আনয়ন করিবে।

চরকে আসন্ন প্রসবের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে। আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর অত্যন্ত গ্লানি ও আয়াসবোধ, কুক্ষি ও চক্ষুর শ্লথতা, অধোভাগের গুরুত্ব, অরুচি, মুখে জল উঠা, প্রস্রাবের বাহুল্য; উরুদেশ, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ও বস্তিস্থানে বেদনা; প্রসবদ্বারের ঈষৎ কম্পন, বিবিধ প্রকার বেদনা, এবং ক্লেদস্রাব হয়। তৎপরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভোদক নির্গত হইতে থাকে।

প্রসবকালে ধাত্রীর সাহায্য সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠে, এজন্য যে গৃহস্থের গৃহে আসন্নপ্রসবা বর্ত্তমান, সেই গৃহস্থের প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ধাত্রীকে সংবাদ দিয়া রাখা উচিত। ধাত্রীকে নিজ গৃহে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। অভাব পক্ষে ধাত্রী যেখানে বাস করে, বাড়ীর কাহাকেও কিম্বা কোন প্রতিবেশী আত্মীয়কে তাহার গৃহ দেখাইয়া রাখা উচিত, অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারা যায়।

ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহস্থের একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রসবকার্য্যে যাহাদিগের পারদর্শিতা থাকে, সেইরূপ ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান যে কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ অনেক সময় ধাত্রীর দোষেও বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। প্রসবকালে ধাত্রীর উপরেই যে প্রসূতির শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ ধাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে রমণী সদ্বংশজাতা, মধ্যমবয়স্কা, সাধুশীলা, শুদ্ধদুগ্ধা, বহুক্ষীরা, সবৎসা ও নির্লোভনীয়া এবং যাহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য ভাবের আধিক্য আছে, যে রমণী প্রবঞ্চক নহে, এবং যে বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধাত্রীই সম্পূর্ণ প্রশস্ত।

কখন কখন কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কিম্বা কৃত্রিম প্রসববেদনা কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কৃত্রিম বেদনায় বাস্তবিক গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। এই যন্ত্রণা নিবারণ জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে স্থির ভাবে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত এব[ং] সেই সময় মৃদু বিরেচক কোন প্রকা[র] জোলাপ দিলে বেদনা নিবারিত হইতে পারে। কখন কখন গর্ভে সন্তান নড় চড়াতেও কৃত্রিম প্রসববেদনা উপস্থি[ত] হইয়া থাকে। প্রকৃত বেদনায় গর্ভিণী[র] সন্তান-নির্গমন-পথ বিস্তারিত হইতে দেখা যায় এবং প্রসবদ্বার দিয়া এ[ক] প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। অ

মস্তকের খুলী ঐ সকল যষ্টির উপর সারি সারি বসান থাকে। মনুষ্যের চর্ব্বি সকল স্থানে বিক্রীত হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নরমাংস খায় না। রাজা বা সেনাপতিদিগেরই সৈন্য সকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিবার ক্ষমতা আছে। যে সকল লোকের প্রাণদণ্ড হয়, সেনাপতিরা নিজ হস্তে তাহাদিগকে মারিয়া থাকে। যখন কোন হস্তী মারা হয়, তখন রাজারা তাহার দন্ত এবং অর্দ্ধেক মাংস ভাগ পান, কিন্তু চাষ হইতেই তাঁহাদিগের প্রধান আয়। চাষ-কার্য্য স্ত্রী কিংবা দাসদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজারা যথেচ্ছাচারী, ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা কখন কখন মিছামিছি রাগ করিয়া থাকে এবং ভিড়ের মধ্য হইতে একজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহার গলায় দড়ী জড়াইয়া দেয় ও নিজ হস্তে তরবারির এক কোপে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। নিয়াম নিয়ামেরা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মারা বনে বাস করে। তাহারা অনুমান করে যে, যখন পাতার মর্ মর্ শব্দ হয়, তখন ভূতেরা কথা কয়। ইহারা মূর্ত্তিপূজা করে না। যাহাদিগকে তাহারা ডাইনি কিম্বা অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাদিগের জন্য অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের নানা রকম চিহ্ন থাকে। একটী মুরগিকে যে পর্য্যন্ত না সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ততক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। অজ্ঞান হইবার পর, যদি সে বাঁচিয়া উঠে, তাহা হইলে শুভলক্ষণ এবং যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে কুলক্ষণ স্থির করা হয়।

যদি একজন নিয়াম-নিয়ামের কোন আত্মীয় মরিয়া যায়, তাহা হইলে সে মাথা কামাইয়া থাকে। শবদেহকে কোন উৎসব সমারোহের ন্যায় সাজে সাজান হয়। সচরাচর ইহা রক্তবর্ণ কাষ্ঠের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেহ গোরে সমাহিত হইলে মৃত্তিকা দ্বারা তাহা ঢাকে এবং তাহার উপর একটী কুটীর বাঁধিয়া থাকে।

ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু।

"ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরো নাস্তি
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষেই মধু স্বরূপ। [illegible] দেশের সকল শাস্ত্র ও সাধুগণ এই উ[illegible] দিয়াছেন "ধর্ম্মাচরণ কর"। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? ইতর-জীব জাতি হইতে মানবের শ্রেষ্ঠতা যদি কিছুতে থাকে, তবে সে ধর্ম্মে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সকল জীব আহার বিহার করে; মনের প্রবৃত্তির অধীন

হইয়া, আত্মসুখ সাধনের চেষ্টা করে—যাহাতে শরীরের ক্লেশ কি মনের দুঃখ হয়, তাহা সর্ব্ব-প্রকারে পরিহার করিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য মানবজীবনের লক্ষ্য হইলে পশুজীবন হইতে তাহার প্রভেদ কি? মানবজীবন বৃক্ষলতাদির ন্যায় আহার করিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া কিছু দিনের জন্য প্রাণ ধারণ করিবার নিমিত্ত নয়। মানবজীবন পশু-পক্ষীর ন্যায় কিছু দিনের জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মরিবার নিমিত্ত নয়। এই জীবন ধর্ম্মসাধন করিয়া অমৃত জীবন ও অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য—ঐহিক ও পারত্রিক চিরকল্যাণ, চিরশান্তি ও চিরসুখ ভোগের জন্য।

মনুষ্য নানা উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করিয়া থাকে। কেহ বা ঐহিক ধন, মান, সুখ, সম্পদ লাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে, কেহ বা রোগ শোক বিপদ ও মৃত্যু এই সকল ভব-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মসাধন করে। কেহবা ঐহিক সুখ দুঃখ ও লাভ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরলোকে স্বর্গভোগ বা নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্ম্মসাধন করে। ইহা প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে—বণিক্‌বৃত্তি মাত্র। বণিকেরা যেমন পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় করে, ধর্ম্ম-বণিকেরা সেইরূপ স্বর্গলোকে অনেক অর্থ ও ভোগ পাইবার আশায় দান ধ্যান ও নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি প্রণয়ের অনুরোধে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ না করিয়া যদি অনেক অর্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাহ করে, তাহার বিবাহ যেমন নিকৃষ্ট, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগের লালসায় ধর্ম্মাচরণ করাও তদ্রূপ। যথার্থ প্রণয়ী স্ত্রীকে ভাল-বাসে বলিয়া তাহার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, ধনলাভ বা অন্য কোন নিকৃষ্ট বাসনায় নহে। যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্যই—পরমাত্মার সহিত মিলিবার জন্যই—ধর্ম্ম-সাধন করেন। অন্য উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-সাধন করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ঘৃণাকর।

ধর্ম্ম সামান্য বস্তু নহে। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বর। ইহা হইলে ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি হইতে পারে? ধর্ম্ম মানবের পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয় ও পরম আনন্দ। ধর্ম্মকে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সাধনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম প্রিয় হইলে তাহা যত কেন কঠোর-সাধ্য হউক না, তাহা মধুর বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম প্রেম—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং তাঁহার সকল জীবের প্রতি প্রেম। এই প্রেমভূষণ পরিলে যেমন সুন্দর দেখায়, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রেম চক্ষে রাখিলে চক্ষু অমৃত বর্ষণ করে, কর্ণে রাখিলে কর্ণ মধুর বাণী শুনিয়া তৃপ্ত হয়, রসনাতে রাখিলে তাহা অমৃতের আস্বাদন করিয়া সকলের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয়, হস্তে রাখিলে হস্ত প্রেমময় হইয়া সকলের হিত সাধন করে ও সমুদয় বিশ্বসংসারকে প্রেমা-লিঙ্গনে বদ্ধ করিতে চায়। যে ধর্ম্মকে [illegible]

করে, সে নিজে মধুময় হয় এবং তাহার সংস্পর্শে যে আসে, সেও মধুময় হইয়া যায়। ধর্ম্মই যথার্থ পরশমণি। ইহার পরশে পৃথিবী স্বর্গধাম ও মানব দেবতা হয়।

আচার।

"আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্"।
লোক সদাচারে থাকিলে আয়ু ও লক্ষ্মী লাভ করে।

একদা রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি। আপনি কিরূপ নর নারীর মধ্যে বাস করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন :—

শান্ত, বিনীত, ধীর, সহিষ্ণু, দক্ষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দেবভক্ত, কৃতজ্ঞ ও উন্নত-স্বভাব পুরুষে আমি নিত্য বাস করি। যে ব্যক্তি কুকর্ম্মাসক্ত, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ভ্রষ্টচরিত্র, নিষ্ঠুর, চৌর, গুরুজনের ও সাধুজনের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাহার নিকট আমি গমন করি না। যাহার তেজ, বল ও সত্ত্ব স্বল্পপরিমিত এবং সামান্য কারণে যাহার ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ক্রোধ প্রকাশ করে, এবং যাহার মনে সরলতা নাই, আমি তাদৃশ পুরুষে বাস করি না। যে পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ও পুণ্যশীল, দান্ত ও প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বদা জ্ঞানী ও সাধুগণের উপাসনা করে, যে পুরুষ ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ও ন্যায়বান্, আমি তাহাতে নিত্য বাস করি।

যে নারী ক্ষমাশীলা, জিতেন্দ্রিয়া, সত্যপরায়ণা ও সরলস্বভাবা, দেবতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, আমি সেই নারীতে বাস করি। যে নারী পতিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করে, আমি সে নারীকে ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করি না। যাহার গৃহ-সামগ্রী সকল বিপর্য্যস্ত (১), যে নারী বিবেচনা করিয়া কাজ করে না, সর্ব্বদা স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, স্বগৃহ ছাড়িয়া পরগৃহে যাইতে ভালবাসে, যাহার লজ্জা, ভয় ও বিনয় নাই, আমি সেরূপ নারীকে পরিত্যাগ করি। যাহারা পতি-ব্রতা ও পতিপ্রাণা, কল্যাণশীলা, ভদ্র বেশ-ভূষায় বিভূষিতা, প্রিয়বাদিনী, পবিত্রচিত্তা এবং যাহাদের গৃহকার্য্য সকলই সুপরি-চ্ছন্ন, এবং যে সকল নারী গুরুজন, পরিজন এবং অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় সুনিপুণা, আমি সেই সকল নারীতেই বাস করি।

মাতৃদেবতা, পিতৃদেবতা, আচার্য্য-দেবতা, অতিথিদেবতা ও পরমেশ্বর, এই পাঁচটীকে যে পুরুষ অচলা ভক্তি সহকারে নিত্য পূজা করে, আমি তাহাকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া থাকি (২)।

---

(১) মূল মহাভারতে "প্রকীর্ণভাণ্ডাম্" আছে, অর্থাৎ যাহার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি (থালা, ঘটী, বাটী, বস্ত্র, খাদ্য প্রভৃতি) এলো মেলো অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

(২) এই পাঁচটীর পূজাকে "পঞ্চায়তন পূজা" বলে; এবং ইহাই পুরুষের পরম পুরুষার্থ।

মাতা পিতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনেরা যাহার প্রতি অপ্রীত, অতিথি ও পিতৃলোককে যে পরিতৃপ্ত করে না, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। আমি মিথ্যাবাদী, শঠ ও কপটীর গৃহে যাই না। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, যাহার মুখে "নাই নাই" কেবল এই শব্দ, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি কৃপণ ও ক্ষুদ্রাশয়, ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, যে ব্যক্তি চিন্তায়, ভয়ে বা শোকে আত্মহারা হয়, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি দুষ্টা স্ত্রী বা দুষ্ট পুরুষের সংসর্গে থাকে, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে গৃহে নিত্য ঈর্ষা, দ্বেষ ও কলহ, আমি সে গৃহের ছায়াও স্পর্শ করি না।

যে গৃহে হরিপূজায়, হরিগুণকীর্ত্তনে এবং হরিনামে আগ্রহ নাই, আমি দূর হইতে সে গৃহ পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, অন্ন বিক্রয় করে, বিদ্যা বিক্রয় করে, জীবহিংসা করে, আমি তাহার গৃহ নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যে ব্যক্তি দত্তাপহারী, পরস্বাপহারী—দেবধন ও গুরুধনের অপলাপকারী, অন্যের বৃত্তি-লোপকারী, তাহার গৃহও আমি নরককুণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করি। যাহার ধর্ম্মকর্ম্মে দান নাই, দানে শ্রদ্ধা নাই, সেই মূঢ়বুদ্ধি পাতকীর ভবনে আমি গমন করি না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরু, গুরুপত্নী, অনাথা ভগিনী, কন্যা, এবং অনন্যগতি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে কৃপণতা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, আমি তাহার নরকতুল্য ভবনে কদাচ গমন করি না (৩)। যে ব্যক্তি মন্ত্র দান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থলোভে বিদ্যাদান, চিকিৎসা বা দেবপূজা করে, তাহার গৃহে আমি পদার্পণ করি না। যে ব্যক্তি রোষ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, বিবাহ, ব্রত, দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের ব্যাঘাত করে, সে পাপিষ্ঠের গৃহ আমি পরিত্যাগ করি।

(ক্রমশঃ)

---

(৩) মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং তথা।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্।
কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা।
তদ্গৃহং নরকাকারং নৈব যামি কদাচন॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

বৌদ্ধ উপাসনা।

কিছুদিন হইল বোধ-গয়া-প্রত্যাগত একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধ পুরোহিত কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা 'এক বুদ্ধোপাসনায় যোগ দান করি। রাত্রি অনুমান সাত ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। একাসনে তিনজন পুরোহিত উপবিষ্ট, সকলের হস্তে এক এক খানি তালপাতার পাখা। আমরা সচরাচর এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কেবল পরিচ্ছদের অঙ্গস্বরূপ এক এক খানি পাখা হাতে করিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক, তাহা নহে। পাখা উঁহাদিগের উপাসনার অঙ্গীভূত। কিরূপে অঙ্গীভূত, তাহা বলিতেছি। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া পুরোহিতগণ এক হস্তে (প্রায় বাম হস্তে) পাখাখানি মুখের সম্মুখে ধরিয়া মুখ ঢাকিয়া উপাসনা করেন। কেন? পাছে কোনও রূপ দৃষ্টিতে ধ্যান ব্যতীত মনকে অন্য দিকে লইয়া যায়। উপাসনার আর একটী অঙ্গ আছে, এক খণ্ড বৃহৎ আসন— মৃগ বা ছাগচর্ম্মের। ইহার প্রয়োজন কি? যদি কোনও স্থানে আসনের অভাব থাকে, ভিক্ষু ঐ চর্ম্মখণ্ড বিছাইয়া উপাসনা করিতে উপবেশন করেন। "নমো ভগবতে অর্হতে" ইত্যাদি গাথা পঠিত হয়। মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ ধুনাদি জ্বালান হয়। সকলে আমাদিগের মত প্রণাম করিয়া থাকেন। কিন্তু বসিবার প্রথা কিছু স্বতন্ত্র। উপাসনাকালে ইঁহারা আমাদিগের মত ঊর্দ্ধগ্রীব, যোগাসন হইয়াও বসেন; কিন্তু বেশির ভাগ, মুসলমানেরা যেরূপ নমাজ করিবার সময় জানু পাতিয়া বসিয়া থাকেন, ইঁহারা সেইরূপ বসেন। দেবতা নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি দিয়া অর্চ্চিত হন, কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হন না, নেত্র-প্রতিষ্ঠিত হন। চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। দয়া ও ঔদার্য্যে এই ধর্ম্ম অনুপ্রাণিত। রোগীর শুশ্রূষা ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সকলের পক্ষে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের পক্ষে বড়ই আবশ্যক। এইজন্য ইঁহারা বোধ হয় একাহারী, অল্পভোজী। ভিক্ষাও এক গৃহস্থের দ্বারে কমণ্ডলু লইয়া। একদ্বারে বিমুখ হইলে অন্য দ্বারে গমন করিবেন না, সে দিন আর আহার হইবে না। ভিক্ষুর পক্ষে গৃহে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করা একবারে নিষিদ্ধ। ধূমপানাদি পর্য্যন্ত ইঁহারা করেন না। পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে অনুমিত হয় যে, ইহাতেও কোনও প্রকার বিলাসের নাম ও গন্ধও থাকিবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সংযমের মহাশিক্ষা লাভ হয়।

খোকার মায়ের পত্য।

সুরলোক হতে মোর খোকাটী এসেছে যাই,
স্বর্গের স্বভাবটুকু, এখনো তেয়াগে নাই।
তেমনি মুখের কান্তি, অধরে তেমনি হাসি ;
তেমনি উছলে গায়, স্বরগের রূপ-রাশি।
আকাশে যে চাঁদ উঠে, খোকা-চাঁদের কোণা ;
ইন্দ্রের যে শচীরাণী, খোকা সে অঙ্গের সোণা।

অথবা হবে না চাঁদ, চাঁদে যে কলঙ্ক রয় ;
সোণাও হবে না বুঝি, সোণা কি কোমল হয় ?

এখন বুঝেছি তবে, মোর আঁচলের নিধি,
যে ভাবে যে উপাদানে, যতনে গঠিলা বিধি।
সুধা দেবতার পেয়, এক ফোঁটা সে সুধার ;
পারিজাত নামে ফুল, একটী পাপড়ি তার ;
দুটীরে মিশায়ে বিধি, বিরলে গড়িলা যেই,
স্বর্গীয় সুরভিরাশি, শ্রী-অঙ্গে মাখান তেঁই।
চোকে মুখে সরলতা, সরলতা দেহময় ;
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-স্রোতে, সদা সরলতা বয়।
খোকা যেন কেহ নহে, দুঃখময় এ সংসারে ;
অমল অখল খোকা, কিছুর না ধার ধারে।
হাসিয়া চাঁদের হাসি, যখনি বসিয়া কোলে,
স্বর্গের সঙ্গীত ঢালে, আধ আধ "মা, মা" বোলে ;

অমনি মনেতে হয়, আমি আর আমি নাই ;
সংসারের সুখ দুঃখ, সকলি ভুলিয়া যাই।
মন্দার-কুসুম-মধু পূত সুরধুনী-জল ;
সুধার সুধারা কিবা, কিবা কল্পতরু-ফল ;
আকাশ পাতাল ধরা, যেথানে যা ভাল আছে,
কে দেখবি দেখ্ আসি, আমার খোকার কাছে।

অচঞ্চল বিজলি সে, সুকোমল কাঁচা সোণা ;
শীতল অনল-শিখা, নিরঙ্ক চাঁদের কোণা।
প্রাণের খোকাকে মোর, যে নামে ডাকি যে কালে ;*
খোকার মাধুরী গুণে, সে নামেই মধু ঢালে।
মধুর যে মধুনাম, শুনি এত মধুময় ;
মধুর প্রভাব সে যে, নামের প্রভাব নয়।
শুনিয়া জুড়াই, বল্ পাঠিকা-ভগিনী যত,
কোলে কোলে দোলে খোকা, তোদের কি এই মত ?

এই ভিক্ষা তবে, সবে একযোগে আয় ভাই ;
যে যার খোকাকে নিয়ে, চাঁদমুখে [illegible]

মাদাগাস্কারের বীরাঙ্গনা।

বর্ত্তমান বর্ষে মাদাগাস্কার দ্বীপে ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল। একদিকে সমর-কুশল সুশিক্ষিত ফরাসী সেনা উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-সহ অমিতপরাক্রমে রণক্ষেত্রে

---

* সম্পাদকেরও এই অনুরোধ, বামাবোধিনীর সহৃদয়া, সপুত্রকা পাঠিকাগণ, এই ক্ষুদ্র কবিতাটী পাঠানন্তর স্ব স্ব অঙ্কশোভী পুত্ররত্নের মুখচুম্বন করিয়া, খোকার মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

অগ্রসর, অপর দিকে অশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট-অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন অৰ্দ্ধসভ্য-দেশবাসী হোবাগণ জন্মভূমিকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মবলি-দানে উন্মুখ। একদিকে সুসভ্য ফরাসী-মন্ত্রি-সমাজের মন্ত্রণা, যুদ্ধবিশারদ সৈনিকপুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য সমর-কৌশল প্রকাশ, জল-স্রোতের ন্যায় সৈন্যের আগমন; অপর দিকে একজন রমণী* মলিন-অস্ত্রধারী অশিক্ষিত সৈন্য সহ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ। কিন্তু তথাচ তাহারা পলায়ন করে নাই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন অপেক্ষা, শত শত যুদ্ধ-নায়ক-গণ রণস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করাকেই গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছেন। তাহা-দের ধমনীতে শেষ রক্তবিন্দু প্রবহমাণ থাকা পর্য্যন্ত তাহারা বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু পরিশেষে স্বদেশহিতৈষী হোবাগণের রুধিরস্রোতের মধ্যে ফরাসী-দিগের বিজয়-বৈজয়ন্তীই নিখাত হইয়াছে। হোবাগণ কয়েক মাস অবিরত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাভূত হইয়াছে। রাজধানী ফরাসী সেনা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। রাণী এখন ফরাসী মন্ত্রিসমাজের ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ মাদাগাস্কারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

মাদাগাস্কার দ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ, প্রস্থে ১৪০ ক্রোশ অর্থাৎ ২,৫২,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহা বিবিধ বৃক্ষ, উচ্চ ও সমতল ভূমি এবং পর্ব্বত ইত্যাদি দ্বারা বৈচিত্র্যময়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা এবং নানাজাতীয় বিটপী-শ্রেণীতে এই দ্বীপ একটী রম্য কাননে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থান দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার জলবায়ু তেমনি অস্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় লোক এখানে সুস্থ-শরীরে বাস করিতে পারেন না। দেশবাসিগণও নানা প্রকার ব্যাধিতে অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য মাদাগাস্কারে রোগ-শয্যায় শয়ান ছিল।

এই দ্বীপবাসী অধিকাংশ লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। রাজপরিবার খ্রীষ্টান। কিন্তু যখন এখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কত নব-ধর্ম্মাবলম্বী যে লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং নিহত হইয়াছে, তাহার গণনা হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যে সকল কঠোর উৎপীড়ন হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই স্থলে একজন অত্যাচার-পীড়িত খ্রীষ্টান রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ-গণ ঐ দ্বীপে আগমন করেন। ১৮২৮

* মাদাগাস্কার দ্বীপে এখন একজন রাণী রাজত্ব [illegible] এখনও তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

...দের নাম প্রকাশ করুন্ এবং আপনি ...দের সঙ্গে চলুন। আপনাকে ...গৃহে বাস করিতে হইবে।"

কাফারাভাবি সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনী-...র নাম প্রকাশ করিলেন না। তিনি ... বলিলেন "আমি নিয়মিত কালে ...রের উপাসনা করিয়া থাকি এবং ...সকলে এই উপাসনা করিয়া তৃপ্তি ... করিতে পারে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে ...র করিয়া থাকি।" বলা বাহুল্য, ... কারাগারে বন্দী হইলেন। তাঁহার ...তি নানা প্রকার নির্যাতন আরম্ভ ...ল, কিন্তু কিছুতেই তিনি সমবিশ্বাসী ...গ ভগিনীদিগের নাম প্রকাশ ...রিলেন না।

কাফারাভাবি যথাসময়ে কারাগৃহ ...তে বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। ...সিবার কালে পথে একজন সমবিশ্বাসী ...তাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ...ই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। ...ন বিরোধিগণ যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবে, তখন তুমি কাছে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিবে যে, আমি কিরূপে প্রাণ ত্যাগ করি। তুমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, আমি প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায়, সৌম্য ও শান্তভাবে, প্রসন্নমনে প্রভুর আলোক হৃদয়ে অনুভব করিয়া ...হ জীবন-লীলা শেষ করিব। তৎপরে ...মি এই সংবাদ মণ্ডলীর অন্যান্য দুর্বল ...বিশ্বাসীদিগের নিকটে বলিবে। তাহা ...ইলে তাহারাও আমার ন্যায় প্রভুর ধর্ম্ম-রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত হইবে।"

কাফারাভাবি যথাসময়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলে বিচারক তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অসম্মত হইলেন। তখন বিচারক ক্রোধে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তবে বিনষ্ট হও; তোমার প্রাণ দণ্ড হউক।"

কাফারাভাবির শরীর কম্পিত হইল না, তাঁহার মুখও মলিন হইল না, তিনি স্থির গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অস্ফুটস্বরে কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর লীলা শেষ হইতেছে জানিয়া তাঁহার চক্ষু যেন স্বর্গের দিকে উন্মুখ হইল।

এই সময় হঠাৎ নগরে আগুন লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য সকলে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং কাফারা-ভাবির প্রাণদণ্ড আপাততঃ হইল না। তিনি কারাগারে নীত হইলেন। কারা-গারের ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি কয়েক মাস অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বাহির করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে 'ক্রীতদাসী' রূপে বিক্রয় করা হইল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, কাফারা-ভাবির একজন আত্মীয় তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন।

কাফারাভাবি পুনরায় প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং বিশ্বাসের অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত

হইবার নহে। তিনি যখন যে অবস্থায় …কেন, পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার …রেন। ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে প্রচার করিতে করিতে তিনি আরও কয়েক বার বিচারকদিগের হস্তে পতিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করেন; কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার দেহ-নাশ হয় নাই।

কিছু কাল পরে তিনি চিরদিনের জন্য জন্ম… পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জনৈক ইংরাজ প্রচারকের সাহায্যে প্রথমতঃ মরিসস্ দ্বীপে, তৎপরে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে কিছু কাল … করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে পুনরায় মরিসসে আগমন … অনাথ বালকবালিকাগণের শিক্ষা … সেবাকার্য্যে তিনি জীবনের … নিয়োজিত করেন। একটী … ধর্ম্মবিশ্বাসবলে সুদৃঢ় থাকি… জ্ঞান ও পুণ্যের পথে অগ্রসর হই… পারেন, কাফারাভাবির জীবনে … দেখিতে পাওয়া যায়

সেক্‌সপিয়ারের গল্প।

টাইমন।

সৌভাগ্যসময়ে লোকের বন্ধু বান্ধবের অভাব থাকে না। যখন বন্ধুবান্ধবদিগকে সুস্বাদু খাদ্য পানীয়ে পরিতুষ্ট করিবার সামর্থ্য থা… যখন অম্লানবদনে শত সহস্র মুদ্রা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পারা যায়, তখন …ধ-লোলুপ ভ্রমরের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে …ন্ধু বান্ধব আপনা আপনি আসিয়া জুটিয়া থাকে; কিন্তু যখন ধনবান্ ব্যক্তি অর্থহীন হন, যথেষ্ট ব্যয় ব্যসনে অনুচর-গণকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন না, তখন আবার বহুদিন-প্রতিপালিত পরমাত্মীয়-… কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার কিছুই …ত্তা থাকে না।

এথেন্স নগরে টাইমন নামে এ… ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করিতে… অন্যান্য গুণাপেক্ষা দাতৃত্ব গুণেই তিনি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শুদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি নহে, সমৃদ্ধি-শালী ব্যক্তিরাও তাঁহার বদান্যতায় পরম আপ্যায়িত হইতেন। …দেশীয় বিদেশী… আত্মীয় অনাত্মীয়, সকলেই সমভাবে তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেন, তাঁহার আমন্ত্রণে চতুর্ব্বিধ রসে উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পরম পুলকিত করিতেন। কেহ কবিতা … টাইমনকে উপহার দি… প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, কেহ চিত্রকর অবিক্রেয় চিত্র

দিয়া, কোন শিল্পা অবিক্রেয় শিল্পজাত দিয়া আশাতীত অর্থ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার কাছে ধনার্থী ধন পাইল, বিবাহার্থী বিবাহিত হইল, পরিচ্ছদার্থী পরিচ্ছদ পাইল। এইরূপে যে যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মুক্ত করের উপযুক্ত অর্থ ধনাগার যোগাইতে পারিল না। অচিরেই তাঁহার ধনাগার অমিত-ব্যয়ের সহিত সম্মুখ সমরে পরাজিত হইল—তিনি ক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইলেন। একে একে সম্পত্তি বিক্রীত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারিগণ কেহ তাঁহাকে সে বিষয় জ্ঞাত করিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিল না। কেবল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ফ্লবিয়স্ গোপনে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন বাড়ী ঘর ও তৈজস পত্রাদি বিক্রীত হইবার উপক্রম হইল, তখন ফ্লবিয়স্ তাঁহার চরণ ধরিয়া মিত-ব্যয়ী হইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু টাইমন তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফ্লবিয়স্ তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভুর অর্থ সংকুলান করিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ তখনও আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু ফ্লবিয়সের চক্ষে জল ধরে না।

টাইমনের যা কিছু বিষয় সম্পত্তি তৈজস পত্রাদি ছিল, সমুদয় নিঃশেষিত হইল; পরদিনের প্রাতঃকালের খরচ চলিতে পারে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিবারও আর উপায় নাই দেখিয়া ফ্লবিয়স্ সজল-নয়নে স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করিল। টাইমন তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সহাস্য-মুখে উত্তর করিলেন, "ফ্লবিয়স! তুমি রোদন করিতেছ কেন? আমার অর্থ নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? আমার পরমাত্মীয়গণ আছেন। তাঁহারা অবশ্যই আমার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন।"

টাইমন পত্রদ্বারা আপনার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত পরম বন্ধুদিগের নিকট স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ফ্লবিয়সকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন বন্ধু তাঁহার দুরবস্থার বিষয় ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিবেন, তিনি ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন। পাঁচ ছয় জন বন্ধুকে বিশেষ দায় জানাইয়া পত্র লেখা হইল, কিন্তু ফ্লবিয়স বহু পর্য্যটনের পর শূন্যহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এত দিন পরে টাইমনের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন—এ জগৎ স্বার্থের রাজ্য; যতক্ষণ স্বার্থ আছে, ততক্ষণ বন্ধুতা আত্মীয়তা আছে, ততক্ষণ আপনার বলিবার লোক আছে; ততক্ষণ সবই আছে। স্বার্থের অভাবে জগতে সকলেরই অভাব। যে বন্ধুগণ ক্ষণকাল তাঁহার অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখিত, এক্ষণে তাহাদের আর কেহ ডাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে আইসে না। যাহারা তাঁহার যশোগান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ

বোধ করিত, এক্ষণে তাহারা তাঁহার নির্ব্বোধতার নিন্দাপ্রচারে শতমুখ। ইহাতে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

একদা টাইমন আবার সমুদায় বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। আবার নৃত্যগীতে তাঁহার আবাস-বাটী প্রমোদ-কাননে পরিণত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে বন্ধুগণ সমবেত হইতে লাগিল। যথাকালে ভোজনাগারে সকলে আহূত হইল, কিন্তু ভোজন-পাত্রাবরণী উন্মোচন করিয়া সকলেই চমকিত হইল, দেখিল খাদ্য নাই—কেবল কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল রহিয়াছে মাত্র। সকলকেই স্তম্ভিত দেখিয়া টাইমন রূঢ় বাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বোধ করিয়া প্রস্থান করিল।

টাইমন প্রতারণাময় সংসার পরিত্যা[illegible] করিয়া বনবাসী হইলেন। একদা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে তিনি এক চাপ স্বর্ণ লাভ করিলেন, কিন্তু এ ব[illegible] ঐ স্বর্ণের অনুরূপ ব্যবহার করিলে[illegible] এথেন্স আক্রমণকারী সৈন্যবৃন্দকে উত্তে[illegible] করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যদি তাহ[illegible] এথেন্সবাসীদিগকে সমূলে নির্ম্ম[illegible] করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ স্ব[illegible] তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এথেন্স-বাসীরা ভীত হইল। টাইমনের জন্য তাহারা দুঃখ প্রকাশ করি[illegible] প্রত্যাগত হইতে আহ্বান ক[illegible] তিনি আর ফিরিলেন না। [illegible] হইল।

নূতন সংবাদ।

১। ঢাকার নবাব আশানুল্লা খাঁ বাহাদুর বুড়ি গঙ্গা ও অন্যান্য মজা নদীর উদ্ধারার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

২। খিদিরপুর অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৬০০০ লোক বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাদিগের সাহায্যার্থ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৫০০০, কাশীর এক বিধবা রমণী ৫০০০ এবং শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটী ২০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৩। বিখ্যাত ইংরাজী-উপন্যাস-রচয়িত্রীর স্মৃতি-সম্মানার্থ ননইটনে (যেখানে তাঁহার জন্ম হয়) একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার কথা হইতেছে।

৪। গ্রীসরাজ এথেনস্ সহরে লর্ড বায়রনের প্রস্তর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

৫। ব্রীটিষ মিউজিয়মের প্রতীচ্য বিভাগে একটী মৃত্তিকাফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহা লম্বে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪ ইঞ্চি। ইহাতে ৮৩ লাইন uniform অক্ষরে লেখা। মৃত্তিকাফলক নাইল নদীর মৃত্তিকায় প্রস্তুত এবং ইহাতে মিশরের

... উদাসি হব সংসার ছাড়া,
তাঁর নামে ছুটে যাব
তাঁর প্রেমে ঝাঁপ দিব
চিরকাল আমি যাঁর চরণে পড়া।
এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
তাঁরেই করিব দান
... ব না রব না আর জীবনে মরা।
... কেন বা রহিব আর ঘরের কোণে?
ধর্ম্ম অসি হাতে করি,
সাহস সাঁজোয়া পরি,
ডাকিব প্রাণের বলি জগত-জনে।
... সেবিতে দেশের তরে,
... স্নেহভরে যা মরে,
... যাব তাদের কাছে।
... দেখিব চেয়ে
... সবে পাপ নিয়ে,
পাপের কুহেলি প্রাণে ছাইয়া গেছে—
অমনি ব্যাকুল হয়ে যাইব ধেয়ে,
ইষ্ট নাম হৃদে স্মরি
আদর যতন করি,
গলিত জঘন্য আত্মা লইব ধুয়ে।
যেখানে রোগীরা সব
করে হাহাকার রব
চাহে না ভুলিয়া কেহ তাদের পানে,
সাহস সম্বল নিয়ে
সেখানে মিলিব গিয়ে
বাঁচাব সহস্র প্রাণ ঔষধ দানে।
যেখানে কাতর নর
... শোকে জর জর
কেহ নাহি ... শুশ্রূষা করে,
... এই স্থলে,

আতুরে লইব কোলে,
করিব শুশ্রূষা সেবা পরাণ ভরে।
ছেলে মেয়ে কোলে করে
রয়েছি প্রাসাদ পরে
আমার দুয়ারে পড়ি দরিদ্র কাঁদে,
আমি কি সাজিব বসি মোহন ছাঁদে?
অষ্টাঙ্গ ভূষিত করি,
সোণার গহনা পরি,
গোলাপ গুঁজিয়া দেই চুলের গোছে,
তবু গহনা গহনা,
স্বামীরে কত তাড়না!
এ কলঙ্ক আমাদের যাবে কি মুছে?
বাদ বিসম্বাদ ভুলে
এসলো সকলে মিলে
কলঙ্কের দাগ মুছি বাহির হব,
বিলাস বাসনা ভালে,
দিবলো আগুন জ্বেলে,
সাধিলেও এ কলঙ্ক আর না ছোঁব।
আমার আমার করি,
চিরদিন ঘুরে মরি,
তবু মিটিল না আত্ম-সুখের বাসনা।
এই কি কর্ত্তব্য কাজ?
ছি ছি মরি পাই লাজ,
পরহিত ব্রত কবে করিব সাধনা?
ত্যজি অমূলক লাজ
চেষ্টা করে দেখি আজ
সাধিতে পরের কাজ পারি না পারি।
কোন অসম্ভব কাজ
নাহি এ জগত মাঝ
সঙ্কল্প করিলে যাহা সাধিতে নারি।